

বড়বাজার ৬৩৮-২

II

কার্যালয়—১২২নং বড়বাজার

জাতীয়তায়



কোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

(৬ষ্ঠ বর্ষ)

কলিকাতা, (১৫ই নভেম্বর, সোমবার, ১৯৪৩)

২৬শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                               | পৃষ্ঠা  | বিষয়                  | পৃষ্ঠা  |
|-------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| আর্থিক প্রসঙ্গ                      | ৫৯৯-৬০১ | আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর | ৬০৬-৬১৪ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                    | ৬০২     | পুস্তক পরিচয়          | ৬১৪     |
| ফাবুস্তি নিয়ন্ত্রণের সরকারী উদ্যোগ | ৬০৩     | কোম্পানী প্রসঙ্গ       | ৬১৫     |
| চাষমূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া       | ৬০৪-৬০৫ | বাজারের হালচাল         | ৬১৬-২৬  |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### রাজনৈতিক অচল অবস্থা ও বড়লাট

গত সংখ্যায় ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা সম্পর্কে নূতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের প্রত্যক্ষ নীরবতা ও বাহ্য নিষ্পৃহতার আমরা আলোচনা করিয়াছি। গত ৭ই নবেম্বর তারিখে বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও স্মার এইচ.পি. মোদী এক যুগ্ম-বিবৃতি প্রদান করিয়া বর্তমানের চূড়ান্ত সঙ্কটের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার প্রতি নূতন বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ঐ যুগ্ম-বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে অচল অবস্থা অবসানের জন্য যে ব্যবস্থা হইবে অবলম্বিত হউক না কেন, সর্বপ্রথম কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিতে হইবে এবং ক্রিপস প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি লোকায়ত্ত গবর্নমেন্ট গঠনের জন্য বড়লাটের অনতিবিলম্বে এক প্রকাশ্য ঘোষণা করা উচিত। কংগ্রেসকে আদ দিয়া ভারতের জাতীয় বা রাজনৈতিক যে কোন সমস্যার সমাধান যে সম্ভব নহে এই বিষয়ে প্রকৃত দেশকল্যাণকামীদের মধ্যে মত থাকিতে পারে না। কিন্তু আসল প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীযুক্ত সরকার ও স্মার এইচ.পি. মোদীর ঐ সময়োচিত যুগ্ম-বিবৃতিতে বড়লাট

তথা ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর সাড়া দিবার অভি-প্রায় আছে কি? সম্প্রতি ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন এতাবৎ তাহা অরণ্যে রোদন হইয়াই রহিয়াছে। গর্বান্বিত হোয়াইট-হাউস ও নির্বিধার নয়াদিল্লীর আনাচে-কানাচে শুভ বৃদ্ধির উদয়ের কোন আভাস দেখা যায় না।

### ইনক্লেশন ও সরকারী দায়িত্ব

দেশের ঋণসমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া ব্রিটিশ সরকার ও ভারত সরকারের মূখপাত্ররা তাহা অনেক পরিমাণে দৈবহুর্বিপাক ও নিয়তির খেলা বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইনক্লেশন সম্পর্কে সরকারী দায়িত্বের কথা ঋণসমস্যার মত এত সহজে এড়াইয়া যাওয়া চলে না। ভারত গবর্নমেন্ট যুদ্ধের সময় চলতি মুদ্রার পরিমাণ যথেষ্টভাবে বাড়াইয়া, বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের প্রদেয় ষ্টালিংয়ের ভিত্তিতে ক্রমাগত কাগজের নোট ছাড়িয়া, সমস্ত ও সমস্তানে এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই ইনক্লেশন সম্পর্কে কৈকিয়ৎ দিতে গিয়া ব্রিটিশ চ্যান্সেলার অব এক্সচেংকার স্মার জন

এগারসন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত গবর্নমেন্টের সুবিজ্ঞ অর্থসচিব রেইজম্যান সাহেব পর্যন্ত সকলেই খুব ফাঁপরে পড়িয়াছেন। হাউস অব কমন্সে হুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকারী কার্যনীতির সমালোচনা করিয়া মিঃ প্যাথিক লরেন্স বলিয়াছেন, “ভারতে পণ্যমূল্যের হার অত্যধিক চড়িয়া গিয়া আজ যে লোকের এত দুঃখহর্দশা দেখা দিয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইতেছে ইনক্লেশন। এই ইনক্লেশনের জন্য ভারত গবর্নমেন্ট ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করা চলে না।” ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে এক জোড়ালো বক্তৃতা দিয়া স্মার জন এগারসন অনেক বিষয়ে ভারত গবর্নমেন্টের কর্মনীতির সমর্থন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইনক্লেশন সম্পর্কে মিঃ প্যাথিক লরেন্সের উপস্থাপিত অভিযোগ তিনি মোটেই থগুন করিতে পারেন নাই। দ্বিধাজড়িতভাবে তিনি এবিষয়ে বাহা বলিয়াছেন তাহা এই:—“ইনক্লেশন লোকের দুঃখহর্দশার প্রধান কারণ না হইলেও উহা যে তাহার অন্ততম তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনক্লেশনের বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে ভারত সরকার পূর্ব হইতে বেশীমাত্রায় সজাগ

## আর্থিক জগৎ

হন নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। তবে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, গত মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ইনফ্লেশন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন ভারত গবর্ণমেন্ট সেদুপ কোন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান নাই।" স্ত্রী, জন এণ্ডারসনের এই ছেলে ভুলানো যুক্তি আমাদের নিকট নিতান্ত হাস্যকর বলিয়াই মনে হইয়াছে। ভারত সরকারের সাক্ষাৎ গাহিতে গিয়া তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এদেশের জাতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা এদেশের বর্তমান গবর্ণমেন্ট গঠিত হয় নাই। শাস ইংলণ্ড হইতে সবজাতীয় ইংরাজ অফিসর পাঠাইয়াই এদেশ শাসনের ব্যবস্থা হইতেছে। বিশেষ করিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিবের পদে বর্তমানে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন তিনি এদেশে একজন সুবিজ্ঞ ইংরাজ প্রতিনিধি বলিয়াই খ্যাত। আর কিছুদিন পূর্বে বিলাতে গিয়া যুদ্ধকালীন অর্থনীতি ও রাজস্বনীতি সম্পর্কে তিনি একটা 'কোচিং'ও পাইয়া আসিয়াছেন। কাজেই প্রকৃত অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোকের অভাবে এদেশে ইনফ্লেশন রূপ বিপর্যয়ের সূচনা হইয়াছে—ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। বরং আমাদের ধারণা একজন বেশীরকম অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে অর্থসচিবের আসনে অধিষ্ঠিত রাখিবার ফলেই এদেশে আজ ইনফ্লেশন এত মারাত্মক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্ত্রী জেরেমী রেইজম্যান তাঁহার অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা হইতে প্রথমেই বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, এদেশে যুদ্ধ প্রচেষ্টার দায়িত্ব সহজ করিয়া তুলিতে হইলে ইনফ্লেশন সৃষ্টিই তাহার সমুচিত পন্থা। কারণ এইভাবে জব্যাসামগ্রীর দুর্লভতা বাড়াইয়া কম আয়াসেই তাহা যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনে নিয়োগ করা যাইবে। অধিকন্তু একজন দূরদর্শী ব্রিটিশ রাজপুরুষ হিসাবে তিনি ইহা ভালরকমই বুঝিয়াছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতের পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ সৈন্যদের যুদ্ধোত্তমে কার্যকরীভাবে সাহায্য করিতে হইলে এদেশ হইতেই তাহাদের পুরাপুরি রসদ যোগাইতে হইবে। আর ব্রিটিশ সরকারের ষ্টার্লিং সিকিউরিটিকে নির্ভরযোগ্য সম্পদ হিসাবে ধরিয়া লইয়া তাহার ভিত্তিতে ভারতীয় পাওনাদারদের হাতে কাগজের নোট পৌছাইয়া দিলেই সেই কাজ চলিয়া যাইবে। যুদ্ধের শুরু হইতে মূখ্যতঃ এই দুইটি পন্থা অনুসরণ করিয়া ভারত সরকারের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই মুদ্রানীতির ফল এদেশের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে নানাদিক দিয়া খুবই

ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ইহার বহুমূল্য দান কেহ কোনদিন অস্বীকার করিতে পারিবে না। ভারত সরকারের একজন স্বৈরাচার অর্থসচিবের পক্ষে ইহার চেয়ে বড় কৃতিত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? স্ত্রী জেরেমী রেইজম্যানের কৃতিত্ব দেখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ মাঝেই মনে মনে তাঁহার বিশেষজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রশংসা করিয়াছেন। অথচ ইনফ্লেশনের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া উহার সম্পর্কে সরকারী দায়িত্ব অনেকটা লঘু করিবার জন্য স্ত্রী জন এণ্ডারসন আজ ভারত সরকারের অনভিজ্ঞতার নজীর তুলিয়াছেন। ব্রিটিশ জাতির নিম্নজাতীয় যে কতদূর পর্যন্ত পৌছিতে পারে ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত।

## ধান চাষের পূর্বাভাস

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে সম্প্রতি সরকারী প্রাথমিক পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এদেশে আউস, আমন ও বোরো এই তিন শ্রেণীর ধানের আবাদ হইয়া থাকে। বর্তমান পূর্বাভাসটিতে শুধু আউস ও আমন ধানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বোরো ধান গ্রীষ্মকালের ফসল। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার বরাদ্দ প্রকাশিত হইবে। বোরো ধানের বরাদ্দ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত সারা বৎসরের ধান ফসল সম্পর্কে একটা ভাল রকম ধারণা উপনীত হওয়া যায় না। তবে দেশের খুব কম অঞ্চলেই এই ধানের চাষ হইয়া থাকে। আসলে আমন ও আউস ধানই দেশের প্রধান ফসল। সে হিসাবে চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালে দেশে চাউলের বাজারের অবস্থা মোটামুটি কি দাঁড়াইবে বর্তমান পূর্বাভাস হইতে তাহা আমরা অনেকটা অনুমান করিতে পারি।

আলোচ্য পূর্বাভাস দৃষ্টে জানা যায়, চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে মোট ৭ কোটি ১৭ লক্ষ একর জমিতে আমন ও আউস ধানের চাষ হইয়াছে। গত ১৯৪২-৪৩ সালে এদেশে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ একর জমিতে ঐ সব ধানের আবাদ হইয়াছিল। সে হিসাবে এবার গত বারের তুলনায় ৪২ লক্ষ একর বেশী জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। এবার মাত্র বিহার, যুক্তপ্রদেশ, হায়দরাবাদ ও ভূপালে পূর্বের তুলনায় ধানের জমি হ্রাস পাইয়াছে;

তা ছাড়া সর্বত্রই তাহা কিছু পরিমাণে বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধি মুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু খাদ্যশস্য বাড়ানোর আন্দোলনে দিক হইতে তাহা খুব কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। গত ১৯৪২-৪৩ সালে ৬ কোটি ৭ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হওয়াতে এদেশে লোকের খাদ্যের সমস্যা মিটে নাই। বরং ধান চাষের মোট চাহিদার অনুপাতে উহা যোগান সম্পর্কে একটা বড় বাক্য দাঁড়াইয়া দেখা গিয়াছিল। গত ৬ ভাগ বেশী জমিতে ধানের চাষ হওয়াতে সেই ঘাটতি পূরণে তাহা বিশেষ কিছু সহায় হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। বর্তমান বৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়া ইহার চেয়ে আরও অধিক জমিতে ধানের চাষ বাড়াইবার দিবে সকলের চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

## বাল্যায় ফসলের অবস্থা

সরকারী পূর্বাভাসে ধান চাষের দিয়া বাল্যায় প্রদেশের বর্তমান গতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমাদের নিকট বেশী আশা প্রদ বলিয়া মনে হয় নাই। ১৯৪২-৪৩ সালে বাল্যায় ৬২ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে আউস ও ১ কোটি ৬১ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছিল। চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালে সেই স্থলে বাল্যায় যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৩৫ হাজার একর ও ১ কোটি ৭৮ লক্ষ একর জমিতে এই সব ধানের আবাদ হইয়াছে। আমন ধানের জমি এক বৎসরে ১৭ লক্ষ একর ও আউস ধানের জমি এক বৎসরে ১৬ লক্ষ একর বাড়িয়া যাইয়া মুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জটিল খাদ্য সমস্যার দিনে সরকারী চেষ্টা ও জন সাধারণের সহযোগিতায় আরও বেশী জমিতে ধানের চাষ হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিয়াছিলাম। ১৯৪২-৪৩ সালে বাল্যায় খাদ্যশস্য বৃদ্ধির আন্দোলন বাবদ এপ্রদেশের গবর্ণমেন্ট ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৯৪৩-৪৩ সালে সেই স্থলে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাদ্য ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন বাবদ সরকারী ব্যয়বরাদ্দ এইরূপ চমকপ্রদভাবে বাড়িয়া গেলেও দেশে আবাদী জমির পরিমাণ সেদুপ চমকপ্রদভাবে বাড়িতেছে না ইহা দুঃখের বিষয়।

বাল্যায় ধানের জমি যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যদি সেই অনুপাতে বাড়িত তবে তাহা আমরা অনেকটা ভরসাজনক বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু কার্যতঃ আমরা সেদুপ কোন ভরসা দেখিতেছি



সরকারী পূর্বাভাসে বলা হইয়াছে। বার বার বেশী জমিতে ধান চাষ হইলেও অনিয়ন্ত্রিত বৃষ্টিপাতের জন্য উত্তরবঙ্গে এবং বঙ্গার পশ্চিমবঙ্গে কিছু পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে আবাদী জমির সুপাতে এবার বেশী ফসল পাওয়ার আশা হইল। সরকারী অফিসরদের ধারণা বেশী জমিতে আউস ধানের চাষ হইবে। উত্তরবঙ্গে ধানের তুলনায় আউসের আবাদ এবার অনেক বেশী হইবে। ধান উৎপন্ন হইয়াছে। আমন ধানও সাধারণ সময়ের তুলনায় এবার শতকরা ৮৮ ভাগের বেশী হইবে না বলিয়া তাঁহারা বরাদ্দ করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গে হইতে বেশী পরিমাণ খাদ্যবস্তু আমদানী ছাড়া এপ্রদেশবাসীর দুঃখভরসা হইবে না। কাটিবার নহে এই সব বরাদ্দ দেখিয়া আমরা তাহাই ভালভাবে উপলব্ধি করিতেছি।

### বৃটিশ বণিকদের অভিনব কন্দী?

ভারতের কতিপয় বিদেশী কার্খের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি তাঁহাদের ভারতস্থ সম্পত্তি ও কলকারখানা বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। খুব মূল্যে সে সমস্ত ভারতীয় শিল্পব্যবসায়ীদের নামে হস্তান্তরিত হইয়াছে। সুপরিচিত ইন্ডিয়ান সেন্সন কোম্পানী বোম্বাই ও অমৃতসরে অবস্থিত তাঁহাদের কাপড়ের কল ও মাপের শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে বৃটিশ বণিকদের পরিচালিত কতকগুলি চা ও কপি বাগান ইহাভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাতে হস্তান্তরিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া খেতাজ বণিকদের রপ্তানা ও কতিপয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানও সম্প্রতি ভারতীয়দের নিকট বিক্রিত হওয়ার খবর শুনা গিয়াছে। বিদেশী ব্যবসায়ী ও শিল্পকারখানা এইরূপে খেচরাগোদিতভাবে তাহাদের কায়মী সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করায় উহার কারণ সম্পর্কে দেশে নানারূপ প্রশ্নের সূত্রপাত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যুদ্ধের পরে ভারতে জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে এদেশে বিদেশীদের শিল্প ও ব্যবসাগত স্বার্থ অব্যাহত থাকিবার আশা কম। কাজেই পূর্বে হইতে উহা বৃদ্ধিতে পারিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধীরে ধীরে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে সরিয়া পরিবার মতলব করিয়াছেন। অনেকের মুখে আবার ভিন্নরূপ কথাও শুনা গিয়াছে। তাহাদের ধারণা বর্তমান ইনফ্লেশনের বাজারে চড়া দরে শিল্পকারখানা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার সুবিধা দেখিয়াই বিদেশী বণিকেরা আজ এইরূপ

কার্যে বিশেষভাবে প্রলোভিত হইয়াছেন। এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য হইতে চিরতরে বিদায় লইবার ইচ্ছা বা গরজ ইহাদের নাই। ইহারা তাঁহাদের জমানো অর্থ লইয়া ভবিষ্যৎ সুদিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। যুদ্ধের পরে এদেশের শিল্পব্যবসায়ক্ষেত্রে নতুন করিয়া মন্দা (যাহা উহাদের মতে একরূপ নিশ্চিত) দেখা দিলে উহারা কম দরে পুনরায় এদেশের বহু শিল্পব্যবসায় নিজেদের করায়ত্ত করিয়া লইবেন। এইরূপ কার্য-নীতির ফলে বর্তমানে যেরূপ বিদেশী বণিকদের যথেষ্ট লাভ হইবে ভবিষ্যতেও তেমনই তাঁহাদের পক্ষে নতুন করিয়া এদেশে বাণিজ্যগত প্রভুত্ব বিস্তারের সুবিধা হইবে। এই গুজবটি আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে খুবই প্রসারলাভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই দুইটি গুজবের মূলে কত দূর সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা আমরা অবগত নহে। কিন্তু দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে এই সব গুজবের সত্যাসত্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। প্রথম গুজবটি সত্য হইলে তাহাতে এদেশীয় শিল্পব্যবসায়ীদের কোন ক্ষতির কারণ নাই। বিদেশী বণিকেরা যেহেতু এদেশ হইতে সরিয়া পড়িলে তাঁহারা তাহা পরম সন্তোষের বিষয় বলিয়াই মনে করিবেন। কিন্তু দ্বিতীয় গুজবটি সত্য হইলে তাহা খুবই আশঙ্কার কথা। যুদ্ধের সময়ে বা যুদ্ধের পরে এদেশের শিল্পব্যবসায়ীগণকে যাহাতে বিদেশী বণিকদের কোন লাভের কান্দে পা দিতে না হয় সেজন্য এখন হইতে তাঁহারা সেবিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

### চোরাবাজার ও গবর্ণমেন্ট

মুনাফাশিকারী বড় ব্যবসাদারদের সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীণ্য ও শৈথিল্যের কথা এতদিন জনসাধারণের ভিতর কানা-ঘুবারই ব্যাপার ছিল। বর্তমানে আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিকটও তাহা কঠিন মন্তব্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত দরের তুলনায় বেশী দরে কয়লা, কেরোসিন, আটা ও চিনি প্রভৃতি বিক্রয় করার অভিযোগে কতকগুলি ছোট দোকানদার ও হকারের বিরুদ্ধে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলা রুজু হইয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট নানাদিক বিবেচনা করিয়া মাত্র ২০ টাকা হইতে ৬০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড দিয়াই উহাদের মধ্যে অনেককে অর্যাহতি দিয়াছিলেন। ইহাদের লঘুদণ্ড সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্য এই ছিল যে, “দেশের বড় বড় মুনাফাকারীরা কদাচিৎ রাজস্বারে অভিযুক্ত হয়। যাহারা মুনাফার উৎসমূলে রহিয়াছে তাহারা একবারেই ধরা পড়ে না।” তাহা ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট আরও বলিয়াছিলেন যে, ছোট ব্যবসায়ীগণকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইলে অনেক সময় উহারা পুলিশের

পরিচালিত দরিদ্র ভাণ্ডারে ও অন্যান্য ভাণ্ডারে কিছু দক্ষিণা দিয়াই রেহাই পায়। যাহারা এইরূপ দক্ষিণা দিতে পারে না অনেক ক্ষেত্রে তাহারা কেবল আদালতে অভিযুক্ত হইয়া থাকে। কাজেই এই সমস্ত বিবেচনা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে লঘু দণ্ডেই অব্যাহতি দিতে হয়। অতিরিক্ত মুনাফাবৃদ্ধির জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এইভাবে লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা কলিকাতা হাইকোর্টের মনঃপূত হয় নাই। সেইজন্য তাঁহারা কতকগুলি মামলার নথিপত্র ভলব করিয়া তৎসম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনা করিয়াছেন। এইরূপ পুনর্বিবেচনার ফলে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি লজের বিচারে কয়েকটি ক্ষেত্রে আসামীদের দণ্ড বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাঁহারা আসামীদের দেয় জরিমানার পরিমাণ কতিপয় ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা হইতে ১০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের উপরোক্ত মন্তব্য আলোচনা করিয়া বিচারপতিদ্বয় তাঁহাদের রায়ে বলিয়াছেন—পুলিশের দরিদ্র ভাণ্ডার সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা খুবই গুরুতর। ইহাতে দুর্নীতির প্রকোপ যথেষ্ট বাড়িবার আশঙ্কা আছে। পুলিশ বিভাগের কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বেই এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে যথারীতি তদন্তের ব্যবস্থা করা। দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ আইন অমুসারে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হয় না বলিয়া যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বিচারপতিদ্বয়ের মতে তাহাতে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। আইনের বিধান-সমূহ কার্যে প্রয়োগ করিবার দায়িত্ব যাঁহাদের হাতে ইহাতে তাঁহাদের আজ ভালরূপ সজাগ হওয়া কর্তব্য। যেসব ছোট দোকানদার ও ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফাবৃদ্ধির জন্য দণ্ডিত হইতেছে তাহাদের নিকট হইতে চোরা-বাজারের সেই সব বড় কারবারীদের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কর্তৃপক্ষের উচিত সেই সুযোগ গ্রহণকরতঃ আইনের নিরপেক্ষ মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠা করা। তবে বিচারপতিদ্বয় বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থাপিত অভিযোগ-গুলি সম্পর্কে সঙ্গত কারণ থাকিলেও এসমস্তের উপর ভিত্তি করিয়া দোকানদার-দিগকে তাহাদের অপরাধের জন্য লঘু দণ্ড দেওয়া চলে না।

হাইকোর্টের বিচারে নিম্ন আদালতে দণ্ডিত কতিপয় আসামীর দণ্ডের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তবে ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্যে বড় মুনাফা-শিকারীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের ঔদাসীণ্য সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও যাহা অনেক পরিমাণে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা আমাদের মতে খুবই গুরুতর। এই অভিযোগে এতদিন পরে গবর্ণমেন্টের কর্তব্য-বুদ্ধি জাগ্রত হইবে এবং চোরাবাজারের বড় আসামীদের জন্য তাঁহারা সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আলোচ্য সপ্তাহে মার্শাল ট্যালিন, হের হিটলার ও মিঃ চার্চিল এই তিন রাষ্ট্রপতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা হইতে ইউরোপের যুদ্ধের বর্তমান গতি-প্রকৃতি অনেকটা কুয়াশা-মুক্ত হইয়াছে বলা যায়। সোভিয়েট যুক্ত-রাষ্ট্রের মুখপাত্র জানাইয়াছেন, এই যুদ্ধে তাঁহার দেশ আরও বেশী শক্তিশালী হইয়াছে ও হইতে থাকিবে এবং ট্যালিনগ্রাড হইতে কিয়েভ পর্য্যন্ত এক বৎসরে জার্মান বাহিনীর সাত শতাধিক মাইল পশ্চাদপসরণের ফলে ইতিমধ্যেই জার্মান অধিকৃত সোভিয়েট ভূমির দুই-তৃতীয়াংশ আবার মুক্ত হইয়াছে। জার্মানীর কর্ণধার তাঁহার বক্তৃতায় রুশ রণাঙ্গনের উপস্থিতি পরি বিপদের কথা এবং ইঙ্গ-মার্কিন বিমান হানার ফলে জার্মান বেসামরিক অধিবাসীদের হৃদশার কাহিনী অস্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু জার্মানী এই সাময়িক অসুবিধা কাটাইয়া উঠিয়া আবার পাল্টা আঘাত হানিয়া চূড়ান্ত যুদ্ধে সুনিশ্চিতভাবে জয়লাভ করিবেন বলিয়া তিনি জার্মান জাতিকে ভরসা জানাইয়াছেন। গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী জয় সম্পর্কে নিঃশেষ থাকিয়াও আগামী ১৯৪৪ সালের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের যে বিস্তার কাঠখড় পোড়াইতে হইবে সেই সম্পর্কে অসহিষ্ণু আশাবাদীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এই তিন রাষ্ট্রগুরুর তিনটি বক্তৃতা হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে সামরিক সমাবেশ ও রাজনৈতিক জটিলতার দিক হইতে নাৎসী জার্মানী এখন খুবই বে-কায়দায় পড়িয়াছে মনে হয়; তাই বলিয়া জার্মানী কাবু হইয়া পড়িয়াছে বা কালই সে আত্মসমর্পণ করিবে এমন সিদ্ধান্ত করিবার মত বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন যুক্তি ও বাস্তব-গ্রাহ্য কোন তথ্য মিলিতেছে না।

সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনের সর্বত্র নাৎসী বাহিনী পূর্ব সপ্তাহের মতই পিছু হটিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে জার্মানীর পরবর্তী আত্মরক্ষার প্রাচীর যে কোথায় হইবে এখনও তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। ইউক্রেনের দিকে লাল কোজ পোলিশ সীমান্তের ৬০ মাইলের মধ্যে পৌছিয়া গিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে রুশ বাহিনী বর্তমানে ল্যাটভিয়া সীমান্ত হইতে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে নেভেলের উত্তর-পশ্চিমে শক্ত ঘাঁটি করিয়া বসিয়াছে।

ইতালীতে ইঙ্গ-মার্কিন অগ্রগতি যথাপূর্ব চিমা তেতলায় চলিতেছে। অগ্রসরের হা অল্পসারে বিচার করিলে রোম এখনও বহু দূরে অবস্থিত।

দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সম্প্রতি জাপানীরা মার্কিন সেতুযুদ্ধের সন্ধিতে সৈন্ত ও সমরোপকরণ নামায়। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে।

ইক্ষল এলাকায় মিত্রপক্ষের অগ্রগামী বিমানক্ষেত্রের উপর জাপ বিমানবহরের একটি আক্রমণ ব্যতীত এই সপ্তাহে ব্রহ্ম-ভারত সীমান্ত সম্পর্কে বলিবার মত বিশেষ কিছুই নাই। সর্বশেষ সংবাদ পাওয়া গেল, মাদ্রাজ ও সিংহলে বিমান হানার চেষ্টা সফল হয় নাই। মিত্রপক্ষের কোন এক অগ্রগামী ঘাঁটিতে জাপানীরা আক্রমণ চালাইয়া সামান্য কিছু ক্ষতি করিয়াছে।

সম্প্রতি “অমৃতবাজার পত্রিকায়” উহার লগুনস্থ সংবাদদাতা প্রেরিত এক খবরে প্রকাশ যে, বর্তমান সপ্তাহের কোন এক দিন, ইংলণ্ডের রাজা ভারত সম্পর্কে একটি সন্তোষজনক বাণী ঘোষণা করিবেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত ঘোষণায় লর্ড ওয়াভেল কিরূপ কর্মনীতি অনুসরণ করিবার নির্দেশ পাইয়া এদেশে আসিয়াছেন বা ইতিমধ্যে পূর্বনীতির পরিবর্তন হইলেও ভবিষ্যতে কি পন্থার তিনি আশ্রয় লইবেন সেই কথা নাকি ব্যক্ত করা হইবে। সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে, রাজার অনুকূল ঘোষণার উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের বর্তমান অচল অবস্থার একটা সম্মানজনক রাজনৈতিক সমাধান নাকি সম্ভবপর হইবে। এই জাতীয় আশাবাদী অনুমান ও ক্ষয়না-কল্পনায় আমাদের আদৌ আগ্রহ নাই। কার্যক্ষেত্রে বাস্তব হইয়া না উঠা পর্য্যন্ত কোন প্রতিশ্রুতি কোন আশার বাণীই ভারতের জায়সজ্জত সম্ভেদ ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত অবিদ্বাসের ভাব দূর করিতে পারিবে না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্পেশাল অফিসার ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের পরামর্শদাতারূপে ডাঃ বি. এন. দে’র নিয়োগ লইয়া বাঙ্গলা সরকার ও কর্পোরেশনের মধ্যে মত-

বিরোধ এখন চরম অবস্থায় পৌছিয়াছে। এ মতানৈর্য্যের সূত্রপাত হয় গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১১তম তারিখে ডাঃ দে’কে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব সরকার পক্ষের পক্ষে বাতিল করেন। ইংলণ্ড হইতে ডাঃ বি. এন. দে’কে ডাকিয়া আনিয়া অস্থায়ীভাবে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ঐ অত্যল্পকাল সময়ের মধ্যেই ডাঃ দে তাঁহার বিলাতের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও স্বকীয়তার পরিচয় দেন। তৎকালীন স্বেতাঙ্গ চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছুটির পর স্বদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ডাঃ দে-এ স্থায় এক যোগ্যতম ব্যক্তিকে স্পেশাল অফিসারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতা মহানগরীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পদ বৃদ্ধির জন্ত ডাঃ বি. এন. দে’র প্রতিভা কতখানি কাজে লাগিয়া কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা কেবল ভিতরের লোকই অবগত আছেন এমন নহে, বাহিরের লোক নাগরিকও সেই সব খবর রাখেন। বহু ডাঃ দে’ কলিকাতার জলনিষ্কাশন ব্যবস্থায় উন্নয়নে হাত না দিলে আজ কলিকাতাবাসীদের হৃদোগের অন্ত থাকিত না। ডাঃ দে’ ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিভা ও কর্পোরেশন কর্মচারী হিসাবে তাঁহার বিগত ১৪ বৎসরের উজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে অধিক লেখা বাহুল্য। এরূপ একজন যোগ্য ব্যক্তিকে গব. আইনের দোহাই তুলিয়া চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে রাখিতে গররাজী হওয়ায় কর্পোরেশন সেই অস্থায়ী ক্ষেত্রের সঙ্গে লড়াই না করিয়া অবশেষে তাঁহার পূর্ব আসনে অর্থাৎ স্পেশাল অফিসার ও পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবও গবর্নমেন্ট অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত ব্যাপারের পিছনে যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন নাই—যাহা আছে তাহাকে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ বা বিদ্বেষ-বিরূপতা ছাড়া আর কি বলা যায়। ১৯২৩ সালে স্মার সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় যে মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্তশাসন কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও সম্বন্ধের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া সেই মূল্য

## মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের সরকারী উদ্যোগ

এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে কোন দিক দিয়া সুসঙ্গঠিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিলে গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। লোকের পীড়াপীড়িতে যদিও কোন বিষয়ে তাঁহারা কোন বিধান অবলম্বনে ত্রুটি হন প্রকৃত আন্তরিকতার অভাবে তাহাও শেষ পর্যন্ত যথাযথরূপে কার্যকরী হয় না। অর্ডিনালের সিংহবিক্রমও এইরূপ ক্ষেত্রে স্তিমিত হইয়া পড়ে। বর্তমান দুদিনে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফাবৃত্তি প্রতিরোধের ব্যাপারে এই দৃষ্টান্ত আমরা ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এদেশে এক শ্রেণীর স্বার্থপর লোক জিনিষপত্র মজুত করিয়া যুদ্ধের সুর হইতে তাহা ছুপ্পা প্য করিয়া তুলিয়াছে। লাভ-খোর ব্যবসায়ীদের কারসাজির ফলে নিত্যব্যবহার্য জব্যসামগ্রীর দর ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া আচ্ছ তাহা দরিদ্র জন-সাধারণের নাগালের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম প্রথম ভারত গবর্ণমেন্ট লোকের এই ছুঃখদুঃখদশার প্রতি কোন নজর দেন নাই। বহু বিলম্বে কোন কোন জব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁহারা একটা বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত সঙ্কল্প ও আন্তরিকতার অভাবে তাহা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। জিনিষপত্রের নির্ধারিত মূল্য কেবল সরকারী নথিপত্রেই লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই দরে বাজারে জিনিষপত্র পাওয়ার কোন সুবিধাই আচ্ছ পর্যন্ত হয় নাই। মূল্য নিয়ন্ত্রণের এহেন ব্যর্থতার পর বর্তমানে আবার মুনাফাবৃত্তি নিরোধের লোক-দেখানো আড়ম্বর সুরু হইয়াছে। প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে গবর্ণমেন্ট Hoarding and Profiteering Prevention Ordinance নামক একটি নূতন অর্ডিনাল জারী করিয়া অতিরিক্ত সঞ্চয় ও মুনাফাবৃত্তি দমন করিবার জ্ঞাত কতকগুলি কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব দেখিয়া প্রথমতঃ আমাদের ধারণা হইয়াছিল হয়ত বা গবর্ণমেন্ট এতদিনে মজুতদারের কারসাজির বিরুদ্ধে ভালরূপে সজাগ হইয়াছেন, হয়ত বা তাহাদের নিলঙ্ঘ মুনাফাবৃত্তি থর্ব করিয়া গবর্ণমেন্ট এতদিনে দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় আন্তরিকভাবে অবহিত হইবেন। কিন্তু অল্পকাল না বাইতেই

গবর্ণমেন্ট এ সম্পর্কে যে নরম সুর গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অর্ডিনালের বিধানগুলি যথাযথ কার্যকরী করা সম্পর্কে তাঁহাদের যে গাফিলতি লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহাতে মুনাফাবৃত্তি নিরোধের অভিযানও শেষ পর্যন্ত একটা প্রহসনে পরিণত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণমূলক অর্ডিনালটিতে গবর্ণমেন্ট নির্দেশ দিয়াছেন, কোন ব্যবসায়ী ১৯৩৯ সালের তুলনায় ও কোন পণ্য উৎপাদক গত ১৯৪০ ( বা ১৯৪১ ) সালের তুলনায় বর্তমানে এক-চতুর্থাংশের বেশী মাল হাতে মজুত রাখিতে পারিবেন না। তাহা ছাড়া এই অর্ডিনালে জিনিষপত্রের আমদানী ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশী দরে উহা বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রথমোক্ত বিধান অনুসারে এদেশে সাইকেল, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেফটি রেজর, টুথপেস্ট ও উদ্ভিজ্জ ঘৃত প্রভৃতি কতিপয় জিনিষের উৎপাদক, আমদানীকারক ও বিক্রেতাদিগকে গত ২৫শে অক্টোবর তাহাদের হস্তস্থিত মালের পরিমাণ সম্পর্কে ১লা নভেম্বরের মধ্যে একটা বিবরণ পেশ করার জ্ঞাত গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে একটা নির্দেশও দিয়াছিলেন। অর্ডিনাল বলে সকল দিক দিয়া ঐরূপ কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নমুনা দেখিয়া দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের নিকট প্রতিনিয়তই যথেষ্ট অভিযোগ উপস্থাপিত হইতেছে। বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স, বোম্বে টেডার্স এসোসিয়েশন, পাঞ্জাবের বেপারীমণ্ডল এবং করাচীর ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস এসোসিয়েশন গবর্ণমেন্টের পরিকল্পিত বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনেক প্রতিনিধি দিল্লীতে ভারত সরকারের বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের কন্ট্রোলার জেনারেলের সহিত দেখা করিয়া সাক্ষাৎভাবেও অনেক কিছু আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। এই প্রকার প্রতিবাদের ফলে গবর্ণমেন্টের পূর্বকার সঙ্কল্প অনেক পরিমাণে উবিয়া গিয়াছে। অর্ডিনালের পরিকল্পিত বিধানগুলি কোন্ কোন্ দিক দিয়া কতদূর

শিথিল করা যায় বিধাজড়িতভাবে বর্তমানে তাঁহারা সেবিষয়ে চিন্তাভাবনা করিতেছেন। ব্যবসায়ীরা জানাইয়াছিলেন যে, ২৫শে অক্টোবর তারিখের হস্তস্থিত মজুত মাল সম্পর্কে ১লা নভেম্বর গবর্ণমেন্ট সমীপে ফিরিস্তি দাখিল করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন। গবর্ণমেন্ট ঐ অভিযোগ মানিয়া লইয়া বর্তমানে পূর্বকার নির্দেশ পরিবর্তন করিয়াছেন। নূতন একটি ইস্তাহার জারী করিয়া তাঁহারা ব্যবসায়ীদিগকে ১৫ই নভেম্বর তারিখে তাহাদের হস্তস্থিত মালের পরিমাণ দেখাইয়া আগামী ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ফিরিস্তি দাখিল করিবার সুবিধা দিয়াছেন। পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবসায়ীদের দ্বিতীয় অভিযোগ হইতেছে মুনাফার পরিমাণ নিয়া। তাঁহারা গবর্ণমেন্টকে ধোলাখুলিভাবে জানাইয়াছেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্য বিক্রয় করিয়া তাঁহারা সাধারণ সময়েই শতকরা ৫০ ভাগ হইতে শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত লাভ করিতেন। কাজেই গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের প্রযুক্ত অর্ডিনালে সেই মুনাফা শতকরা ২০ ভাগে নিয়ন্ত্রিত করিবার যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। এই অভিযোগ শুনিয়াও গবর্ণমেন্ট বর্তমানে অনেকটা দমিয়া গিয়াছেন। ভারত সরকারের কন্ট্রোলার জেনারেল অব সিভিল সাপ্লাইজ্ সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের অর্ডিনালে উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের লাভের মাত্রা শতকরা ২০ ভাগে সীমাবদ্ধ করার যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা অলঙ্ঘনীয় নহে। শতকরা ২০ ভাগ বেশী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা কোন পণ্য উৎপাদক বা ব্যবসায়ীর পক্ষে না পোষাইলে তাঁহারা কন্ট্রোলার জেনারেলের নিকট আবেদন পেশ করিয়া এ বিষয়ে যথোচিত পুনর্বিবেচনা ও পরিবর্তন দাবী করিতে পারেন। অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের যুক্তি সন্তোষজনক মনে হইলে গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের দাবী অনুযায়ী মুনাফার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে অগ্রথা করিবেন না। ব্যবসায়ীদের দাবী অনুযায়ী গবর্ণমেন্ট আর কোন্ কোন্ দিক দিয়া অর্ডিনালটির পরিবর্তন সাধন করিবেন তাহা আমরা জানি না। তবে উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে ব্যবসায়ীদিগকে

# জব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া

[ ত্রিচিহ্নপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ]

বিগত কয়েক মাসের মধ্যে সমস্ত ভারত-বর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, সর্বপ্রকার জব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক রকম বাড়িয়া গিয়াছে। দেশের সর্বত্র অনাহারে মৃত্যু ঘটিতেছে এবং সরকার এখন পর্যন্ত এই সমস্যার কোন কুলকিনারা করিতে পারিতেছেন না। যুদ্ধের সময়ে যে দাম বাড়িবে ইহা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু অত্যাশ্চর্য মাত্র দেশে উহা যে পরিমাণ বাড়িয়াছে সে তুলনায় ভারতবর্ষে উহা কতগুণ বাড়িয়াছে, তাহা এই পত্রিকার পাঠকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইল যে বীরভূম জেলার বোলপুর অঞ্চলে এই দ্রুত ও অপ্রত্যাশিত দাম বাড়িবার ফলে কিরূপ ফলাফল দাঁড়াইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর উহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখানো।

সর্বপ্রথম কয়েকটি প্রয়োজনীয় জব্যাদির মূল্যের উচ্চগতির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। বঙ্গ সমস্তা খাদ্যসমস্যার মতই গুরুতর রূপে দেখা দিয়াছে এবং গভর্ণমেন্ট নানারূপ চেষ্টা করিয়াও বঙ্গের মূল্যের কোন উচিত দর ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তুলার ও বঙ্গের আমদানী কম হইলেও এবং গভর্ণমেন্ট উৎপন্ন বঙ্গের ৭০ ভাগ মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের জন্ত নির্ধারিত রাখিলেও ৫০০ হইতে ৬০০ গুণ দাম বাড়িবার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জাপান হইতে যে পরিমাণ কাপড় আসিত, তাহা সারা ভারতবর্ষের চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য পরিমাণ এবং ঐ আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়াতে বঙ্গের কোন অনটন দেখা যায় নাই। কিছুকাল পূর্বে গভর্ণমেন্ট যে নিম্নতম মূল্য স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহাও যুদ্ধের পূর্বের দরের ৪০০ গুণ বেশী; কিন্তু উৎপাদনের খরচ অতটা বাড়ি আদৌ সম্ভব নহে। বঙ্গ ব্যবসায়ীরা গভর্ণমেন্টের এই আইনের সুযোগ লইয়া পুনরায় দাম বাড়াইতে শুরু করিয়াছেন এবং কিছুকাল পূর্বে আরেকটি সরকারী জুকুমের ফলে দর যদি বা একটু নামিতে শুরু করিয়াছিল, তাহাও ধামিয়া গিয়াছে। চিনির দর মধ্যখানে একটু নামিয়াছিল এবং যুদ্ধের প্রারম্ভে যেখানে Index ১০০ ছিল সেস্থলে ১৯৪১-এর

এপ্রিল-এ ৭০% পর্যন্ত নামিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে বিহার সরকার আশের চাষ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে পুনরায় চিনির দর বাড়িয়া গেল এবং এই বৎসর জুন মাসে বোলপুরে উহার Index number ২৮০% পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বর্তমানে বেশীর ভাগ জায়গাতেই উহা ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং চোরাবাজারে উহার দর আরো বেশী।

গম বা আটা মাঝখানে বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল এবং এখন যদিও উহা বাজারে পাওয়া সম্ভব, তবুও উহার দর গভর্ণমেন্ট নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। বোলপুরের বাজারে সর্বাপেক্ষা বেশী দর উঠিয়াছিল ২৮ টাকায় মণ।

চালের সমস্যাটা এদেশে এখন সর্বাপেক্ষা প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহা লইয়া এখনো দেশে বাগবিতণ্ডার শেষ নাই। সরকার পক্ষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে মজুত করার জন্তই দেশে চালের অভাব ঘটিয়াছে এবং সেই জন্তে ঘটনা করিয়া ঋতাস্থানের আন্দোলন শুরু করিলেন;—অবশ্য তাঁহারাই জানেন কি পরিমাণ চাল ও ধান তাঁহারা বাহির করিতে পারিয়াছেন। অপর পক্ষ দেখাইতেছেন যে গভর্ণমেন্টের এজেন্টরা চাল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বাজার দর অপেক্ষা কিছু বেশী দরে চাষীদের নিকট হইতে চাল খরিদ করিয়া লইয়াছেন এবং সৈন্য বিভাগের জন্ত মজুত করিয়াছেন। কিন্তু এই কারণে যে বাজার হইতে চাল অদৃশ্য হইয়া যাইবে এবং ৮০০% ৯০০% গুণ দাম বাড়িয়া যাইবে, তাহাইবা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—ইহা সত্য কথা যে বার্মার চাল ও বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সিংহল ও মধ্য এশিয়াতে চাল রপ্তানী করাও হইয়াছে; কিন্তু—অন্ততঃ সরকারী রিপোর্ট অনুসারে বার্মার চাল নাকি সমস্ত চালের পরিমাণের ৫% ভাগ দখল করিত এবং রপ্তানীও সৈন্য বিভাগের জন্ত মজুত প্রভৃতি সমস্ত মানিয়া নিলেও বড় জোর ১৫% হইয়াছে ২০% অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস।—কিন্তু সে ক্ষেত্রে ৯০০% দাম বাড়িবার কি সম্ভাব্য কারণ থাকিতে পারে, ইহা কেহ ভাবিয়া পাইতেছে না।—এই সমস্যাটা সত্যই রহস্য-

বৃত্ত মনে হয়, যখন দেখি বোলপুরের মত জায়গায়—যেখানে ২২টি চালের কল রহিয়াছে, সেখানেও চালের দর ৩১ টাকা পর্যন্ত উঠিতে পারে।

কিছুকাল পূর্বে কার চাল রপ্তানী করিতে দিয়াছেন, কিন্তু অবশেষে হালে পানি না পাইয়া রপ্তানী বন্ধ করিয়াছেন যদিও অনেক দেবীতে। কিন্তু সত্যসত্যই কি পরিমাণ ঘটিতি যে হইয়াছে তাহা এখনো পরিকাররূপে বিবৃত হইল না।

বর্তমান যুগে কোন বিশেষ স্থানে ঘটিতি পড়িলেও অত্যাশ্চর্য স্থান হইতে সেই অভাব পূরণ হয়; কিন্তু বোলপুরের স্থানীয় উৎপাদনের হিসাব আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে এই অঞ্চলে চালের উৎপাদন অনেকাংশে কম হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলে অসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ও খানে একপ্রকার পোকা লাগার ফলে গত বছরে অস্বাভাবিক রকম কম ধান উৎপন্ন হইল এবং সকলেই হুর্দিশা আশঙ্কা করিলেন। বেশীর ভাগ চাষীই অত্যাশ্চর্য বৎসরের তুলনায় অর্ধেক কিম্বা এক-তৃতীয়াংশ ফসল লাভ করিল। এক একটা চালের কল অত্যাশ্চর্য বৎসরে যেস্থলে ৪০,০০০ মণ পর্যন্ত ধান ফ্রয় করিতে পারিত, সেস্থলে গত বছর মাত্র ২০,০০০ মণ ধান ফ্রয় করিতে পারিল। এই ঘটতির উপর আরেকটি উপসর্গ দেখা দিল। পোকায় ধান খাইয়া দেওয়ার ফলে অনেক ধানের মধ্যে চাল দানা বাধিতে পারে নাই; তাই সাধারণতঃ যেস্থলে দেড়মণ ধানে একমণ চাল প্রস্তুত হইত, সেস্থলে দেড়মণ অপেক্ষা অনেক বেশী ধান লাগিল একমণ চালের জন্ত। কিন্তু উৎপাদনে ঘটিতি পড়ার দরুণ যে হুর্দিশা আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা আপাতভাবে কাটিয়া গেল যখন ধান ও চালের দর হঠাৎ বাড়িতে শুরু করিল। ধান কম উৎপাদনে দরুণ চাষীরা যে লোকসান আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহা পূরণ হইয়া গেল আশাতীতরূপে দর বাড়িতে আরম্ভ করাতে। মার্চ মাস হইতে এই দাম বাড়িবার সূত্রপাত হইল এবং ১৫ দিনের মধ্যে ধানের দর ৭ টাকা হইতে ১০৮ টাকা উঠিল। একটা কলে খোঁজ লইয়া জানা গেল যে সকালের দর ও বিকালের দরে ১০ আনা বারো আনার তফাৎ ঘটিতি। যে সামান্য কয়েকটি কৃষক ঐ সময়

ম্যাক্স খান ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছিল, তাহারা কাঁচা টাকার আশায় সঞ্চিত ধান ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল এবং সর্বোচ্চ ১৮ টাকায় তাহা বেচিল; কিন্তু তখনো তাহারা ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা ভাবিয়া গিয়া নাই। অন্ততঃ তখনকার অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে যদিও দর বাড়ার ফলে বেশীর ভাগ লোকের ধানই খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া হইল, কিন্তু একশ্রেণীর লোকের—যদিও সংখ্যায় সামান্য—উপর ধানের দাম বাড়ার একটি চমক ফল হইল; এই স্থলে একটি জিনিষ লক্ষ্য উল্লেখযোগ্য যে যদিও চাল এবং দুই-এরই দাম সমানে বাড়িতে লাগিল, ১ মণ ধান ও ১ মণ চালের দরের প্রকৃতি ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। আমরা অবশ্য আড়াই টাকা তিন টাকার প্রায় সর্বোচ্চ ১৮ টাকা পাইল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে চাউল বিক্রেতা কলওয়ালারা সারের দাম টাকা চারি টাকার প্রায় সর্বোচ্চ পাইল ৩১ টাকা। ইহা দেখিয়া সাধারণ পাঠকের মনে হঠাৎ ধারণা হইতে পারে যে, চাষীরা যদি এত টাকা পাইল তাহলে তাহাদের আর অভাব কিসের; আর কলওয়ালারা ত টাকা লইয়া কি করিবে তাহা বিয়াই পাইতেছে না। কিন্তু ক্রমে আমরা দেখিব যে এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ঠিক নহে।

বোলপুর এবং তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলের জনসাধারণকে মোটামুটিভাবে ব্যবসায়ী ও পাইকারী বিক্রেতা, ডাক্তার ও উকীল, সরকারী ও বে-সরকারী কর্মচারী, কেরাণী ও শিক্ষকবর্গ (যাহারা বাঁধাধরা মাহিনার উপর নির্ভরশীল) এবং চাষী ও শ্রমিক এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। আর্থিক এবং সামাজিক উভয় দিক দিয়া পণ্যমূল্য বৃদ্ধিতে এই বিভিন্ন শ্রেণীর উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইতেছে। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যিক যে এই প্রবন্ধটি প্রায় তিন মাস আগে লিখিত হইয়াছিল এবং তখন খাদ্যসমস্যা এখনকার মত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে নাই, সেই জন্য এই আলোচনা—আজকালকার দ্রুতপরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে পুরাতন হইয়া গিয়াছে মনে হয়। যাহা হউক, সেই সময়ের ফলাফলের প্রত্যক্ষ বিবরণ এইখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বোলপুরের ধনী ব্যক্তি বলিতে আমরা সাধারণতঃ চালের কলের মালিক, পাইকারী ব্যবসায়ী এবং আড়ম্বারদের বৃদ্ধি; অবশ্য

ইহাদের মধ্যেও তারতম্য আছে। উকীল, ডাক্তার, কর্মচারী, কেরাণী এবং শিক্ষক প্রভৃতিদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যাইতে পারে এবং ইহার মধ্যে উচ্চমধ্যবিত্ত বলিব তাহাদেরই যাহাদের আয় ব্যয়ের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য রাখিয়া বাড়িয়াছে। পদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার উকীলগণ উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যে পড়েন। আবার কিছুকাল হইতে এই রোজগারের (monetary income) সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের প্রকৃত আয়ের প্রভূত তারতম্য হইতেছে এবং এই কারণে আপাতদৃষ্টিতে উভয় শ্রেণীর কর্মচারীদের একই পর্যায়ভুক্ত করিলেও ইহারা দুই বিভিন্ন শ্রেণীর পর্যায়ে পড়িতেছেন। সরকারী কর্মচারীরা নির্দিষ্ট মূল্যে প্রয়োজনীয় জরাদি পাইতেছেন, কিন্তু বে-সরকারী কর্মচারীরা তাহার তিন চার গুণ অধিক দাম দিয়াও জরাদি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—তাই দেখাইতেছে যে টাকার দিক দিয়া আয়ের সমতা থাকিলেও সরকারী ও বে-সরকারী কর্মচারীদের Real Income এর কিরূপ বৈষম্য ঘটিতেছে।

চাষী এবং মজুরদেরও আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়টি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ প্রতি গ্রামেই সামান্যসংখ্যক চাষী থাকে যাহারা বহু বিঘা জমীর মালিক এবং টাকা খাটাইয়াও কিছু রোজগার করে, ইহারা প্রতি বৎসরে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান উৎপন্ন করে, কিছু সঞ্চিত রাখে এবং কিছু বেচিয়া দেয়। কিন্তু বিশেষভাবে ইহাই উল্লেখযোগ্য যে এই শ্রেণীর চাষী সংখ্যায় খুবই কম এবং সমস্ত কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ইহারা খুবই নগণ্য। দ্বিতীয়তঃ অবশিষ্ট কৃষকমাত্রেরই সামান্য জমীর উপর নির্ভরশীল এবং সাধারণ অবস্থাতেই বৎসরের সমস্ত সময় নিজেদের ভরণপোষণ করিতে পারে না এবং আকর্ষণীয় স্থানে নিমগ্ন। সমস্ত দেশের চাষীর মধ্যে এই শ্রেণীর চাষীর সংখ্যাই অধিক এবং আমরা ক্রমে আলোচনা করিতে গিয়া দেখিব যে ইহাদের দুর্দশা কিরূপ বর্ধিত হইয়াছে। স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী এই দুই শ্রেণীর কৃষক ব্যতীত যাহারা অবশিষ্ট থাকিল তাহাদের আমরা মজুর শ্রেণীতে ফেলিতে পারি। এই শ্রেণীর লোকে অসংখ্য রকম কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে, যথা—গরুর গাড়ীতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাল বহন একটা শ্রেণীর পেশাগত অধিকার হইয়া গিয়াছে। গ্রামে অনেক এই ধরনের লোক রহিয়াছে যাহাদের গাড়ীই একমাত্র সম্পত্তি

এবং সহরে আসিয়া তাহারা বালি, ইট, সিমেন্ট, পাথর ইত্যাদি বহন করিয়া বিভিন্ন জিনিষের বহনকার্যে বিভিন্ন পারিশ্রমিক পায়। সহর অঞ্চলেও পশ্চিমে এবং স্থানীয় গাড়োয়ান এই বহনকার্যের জন্যই রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—কৃষাণ বা মনিষ বলিতে আমরা যাহাদের বৃদ্ধি তাহারাও মজুর শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, কারণ তাহাদের নিজেদের কোন জমী নাই, অপর ধনী চাষীর সহিত ভাগে চাষের কাজ করে এবং জমীর উৎপন্নর একটি নির্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ—ধানকল এবং অশ্মাশ্ম স্থানে মজুরের কাজ করিয়া বহু লোক উপার্জন করে এবং ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ সাঁওতাল হইলেও স্থানীয় লোকও অনেক রহিয়াছে। অবশিষ্ট যাহারা রহিল তাহারা সংখ্যায় খুবই কম এবং আমরা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা হইতে তাহাদের বাদ দিতে পারি।

ধান ও চাল উভয়েরই দ্রুত মূল্য বৃদ্ধি হেতু যে কয়েকজন ভাগ্যবান চাষী ধান সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতরূপে বেশী দাম পাইল। ফলে ধান বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়িয়া গেল। অপর দিকে চালের দরও এত বাড়িতে লাগিল যে, সকলেরই ধারণা হইল বোলপুরে ধান-কলের মালিকরা এই অবসরে কল্পনাতীতরূপে লাভ করিয়া লইল। এইখানে আমাদের একটু বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সাধারণতঃ দেড়মণ ধানে এক মণ চাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ধান ও চালের দরের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখিব তিন টাকা চার আনার ধানে (দেড় মণ ধান) তিন টাকা আট আনার (১ মণ চাল) চাল তৈয়ারী হইত এবং এই সামান্য চার আনা, সাড়ে তিন আনার পার্থক্যও কলমালিকেরা যথেষ্ট লাভ রাখিতে পারিতেন। ১৯৪৩ সালের জুন মাসের ধানচালের দর আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই পঁচিশ টাকা আট আনার ধানে (দেড় মণ) তিরিশ টাকা (একমণ) চাল উৎপন্ন হইতেছে এবং স্বভাবতঃই আমাদের ধারণা হইবে যে কল মালিকরা এখন টাকার স্তূপ বানাইতেছেন।—কিন্তু আমরা যদি আরও গভীরভাবে এই বিষয়টি আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, আমাদের আপাতঃ ধারণাটী অনেকাংশে অতিরঞ্জিত। প্রথমতঃ



## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### বাঙ্গলার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটি

গত সপ্তাহে বাঙ্গলার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটির সভায় ঠিক হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে :—

- (১) কৃষি—খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ-ভাবে জোর দেওয়া হইবে।
- (২) জনস্বাস্থ্য—গ্রাম ও সহরাকুলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা।
- (৩) শিক্ষা—বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখা হইবে।
- (৪) যানবাহন—রাস্তা নির্মাণ ও জলযান ব্যবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে।
- (৫) কুটীর শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প সংগঠন।
- (৬) যুদ্ধোত্তর কালের বেকার সমস্যার সমাধান।
- (৭) সম্ভাব্য বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা।
- (৮) পল্লী ও সহর নির্মাণ পরিকল্পনা।
- (৯) সমাজ-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি।
- (১০) শ্রমিক সমস্যা।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা এবং পরিকল্পনা গঠনের জন্ত একটি করিয়া সাব-কমিটি গঠন করা হইবে। সাব-কমিটিসমূহের রিপোর্ট এই কমিটি এবং গভর্ণমেন্টের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি কর্তৃক বিবেচিত হইবে।

### ভারতে কার্যরত বীমা কোম্পানীর সংখ্যা

বর্তমান বৎসরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মোট ৩০২টি বীমা কোম্পানী ভারতে কাজ করিতেছে। তন্মধ্যে ২০২টি ভারতে সংগঠিত। ৯১টি অ-ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ৬০টি বিলাতে, ২১টি ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহ, ৩টি ইম্পেরোপ ভূখণ্ডে, ৬টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১টি বাতায় সংগঠিত। ২০২টি ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ৭৭টির হেড অফিস বোম্বাই প্রদেশে, ৪২টির বাঙ্গলায়, ৩২টির মাদ্রাজ প্রদেশে, ১৮টির পাঞ্জাবে, ১৩টির দিল্লীতে, ৮টির যুক্তপ্রদেশে, ৪টির মধ্যপ্রদেশে, ৩টির সিন্ধু প্রদেশে, ৩টির বিহারে, ১টির আসামে এবং ১টির আজমীর-মারওয়াড়ে।

### মার্কিন সৈন্যদের জন্য পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধরত আমেরিকান সৈন্যদের জন্ত ২ কোটি পুস্তক সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বহু পুস্তকের সম্ভা বিশেষ সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে। এই সকল পুস্তকের অধিকাংশই অবশ্য উপভোগ্য।

### কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারী মুদ্রানীতির সমালোচনা

মুদ্রানীতি সম্পর্কে সরকারী মনোভাব এবং ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বাজার দরের স্থিরতা বিধানের ব্যবস্থা করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় পরিষদের বিগত অধিবেশনে ডাঃ জিয়াউদ্দিন আমেদ যে প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছিলেন,— গত ৯ই নবেম্বর উক্ত প্রস্তাবের পুনরালোচনা হয়। এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া মিঃ যমুনাদাস মেটা বলেন যে, মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে বর্তমান খাতসমূহ একরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি অভিযুক্ত প্রকাশ করেন যে, শুধু দরের ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করিলেই চলিবে না, বর্তমান বাজার দর যথেষ্ট পরিমাণে কমাইতে না পারিলে ৪০ কোটি ভারতবাসী যুদ্ধের হতাহতের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

### সিগারেট তৈরীর নতুন কাগজ আবিষ্কার

আমেরিকার টিফানো ব্রাদার্স সিগারেট তৈরীর জন্ত এক নতুন ধরণের কাগজ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কাগজ দ্বারা সিগারেট তৈরী করিলে উহা জলে ভিজিতে পারে না এবং সিগারেটের সমস্ত গুণ বহুদিনব্যাপী অবিকৃত থাকে। এক্ষণে এই কাগজ দ্বারা যে সকল সিগারেট তৈরী হইতেছে তাহা কেবলমাত্র মার্কিন সৈন্যদিগকেই সরবরাহ করা হইতেছে।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেল ধর্মঘটের আশঙ্কা

কিছুদিন পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকেরা বেতন বৃদ্ধির জন্ত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নিকট দাবী জানায়। প্রেসিডেন্ট তাহাদের দাবী যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্ত এক বোর্ড গঠন করেন। উক্ত বোর্ড সুপারিশ করে যে, ঘণ্টা প্রতি শ্রমিকদের ৪ সেন্ট বেতন বাড় দেওয়া উচিত। কিন্তু এই সুপারিশ তাৎক্ষণিক হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ রেল (কেরাণীরাও) ধর্মঘট স্তব্ধ করিবে বলিয়া হইতেছে।

### ভারতে মানচিত্র ছাপার পরিমাণ বৃদ্ধির পূর্বে সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক বৎসরপ্রকার মানচিত্র মোট ৫ লক্ষ হইতে ৭৫ লক্ষ পি ছাপা হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বার্ষিক ৩ কোটির অধিক ম্যাপ হু হু হইতেছে। যুদ্ধের ফলে ছায়াচিত্র শিল্পে সুবিধা

সম্প্রতি ভারত সরকারের এক প্রকাশ যে, সমস্ত ভারতবর্ষে বৎসরে গড়পড় মাত্র ১৫০খানি ছবির লাইসেন্স দেওয়া হইত। বাঙ্গলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলি ১২খানি নতুন চিত্র জন্ত লাইসেন্স পাইয়াছেন। বোম্বাই প্রযোজকেরা মোট ৩৬খানি নতুন চিত্রের লাইসেন্স পাইয়াছেন।

## আমাদের তৈরী রবারের জিনিষ :

- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- হাওয়া বালিস
- এয়ার রিং ও কুশন
- ডাক্তারী যন্ত্রাণা

প্রভৃতি

যুদ্ধের জন্ত আমাদের তৈরী রবারের দ্রব্যাদি কেবলমাত্র সামরিক প্রয়ো-  
জনে, হাসপাতালে ও এ, আর,  
পিংতে সরবরাহ করা হচ্ছে।  
স্বাভাবিক সময় কিংবা এলে আমরা  
আবার আগের মতই আমাদের তৈরী  
জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ  
করতে পারবো।

আমাদের তৈরী ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই  
ভারতের সর্বত্র সমাদৃত।

(বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ)

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা :—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা।

কলিকাতার দোকান :—১২, চোরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট।

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্দবী রোড, কোর্ট, বোম্বাই।

নাগপুর কারখানা :—ঘাট রোড, নাগপুর।

## ভারতীয় শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি কাণপুরে হারকোট বাটলার টেকনো-লজিক্যাল ইনস্টিটিউটে এক সারগর্ভ বক্তৃতায় ডাঃ জিয়াউদ্দিন আমেদ যুক্তোত্তর যুগে ভারতের শর্করা শিল্পের সম্ভাব্য সম্ভব কথার আলোচনা করেন। শর্করা শিল্পে এবং ব্যবসায়ের যাত্রা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিবে। যাত্রার প্রতি একর ৫০ টন ইক্ষু জন্মে এবং সেই ইক্ষু হইতে শতকরা ১২ ভাগ চিনি পাওয়া যায়। সেই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে প্রতি একরে মাত্র ১৩ টন ইক্ষু জন্মে এবং সেই ইক্ষু হইতে শতকরা মাত্র ৯ ভাগ শর্করা উৎপন্ন হয়। ভার জিয়াউদ্দিন শর্করা শিল্পপতিদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, এই ভাবে চলিলে ভারতের শর্করা শিল্পকে যথেষ্ট অন্ত্রবিধায় পরিত্যক্ত হইবে, কারণ যুক্তোত্তর যুগে যাত্রা ভারতের বাজারে চারি টাকা মণ দরে চিনি আমদানী করিতে পারিবে। কাজেই শর্করা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট মদ এবং মেথিলেটেড স্পিরিট প্রভৃতি উৎপাদনের দিকে এখন হইতেই মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া তিনি অন্তিমত প্রকাশ করেন।

## তথ্য সংগ্রহ ও শ্রমিক কল্যাণ কমিটি

লেবার কন্সারেশনের বিগত অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকারের শ্রমদপ্তর কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ ও শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি করিবার জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের লেবার কমিশনার মিঃ রাণী এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশপাণ্ডে এবং বোম্বাইয়ের জনৈক মুসলমান অর্থনীতিবিদকে সভ্য হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে।

## কাপড়ের কলের মজুরগণ কর্তৃক বোনাস দাবী

বর্তমান বৎসরে হুতা ও কাপড়ের কলের শ্রমিকদিগকে যাহাতে উপযুক্ত হারে বোনাস দেওয়া হয় তজ্জন্ত বোম্বাইয়ের টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশন দাবী জানাইয়াছেন। এ-বৎসর বস্ত্র শিল্পের মালিকেরা প্রচুর লাভ করিয়াছেন, কাজেই উপযুক্ত পরিমাণ বোনাস দিতে তাঁহারা বাধ্য। এই বিষয় লইয়া মিল মালিক সমিতি এবং টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশনের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। মিল কামদার ইউনিয়নের পক্ষ হইতে প্রত্যেক শ্রমিকের তিন মাসের মাহিনা বোনাস হিসাবে দাবী করা হইয়াছে।

## বিলাতে কাপড়ের কলে কাজের সময় হ্রাস

বিলাতের কটন কর্টোলারের সিদ্ধান্ত অনুসারে ল্যাক্সেশায়ারের কাপড়ের কলগুলির কার্যকাল হ্রাস করিয়া সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করা হইয়াছে। ল্যাক্সেশায়ারের তিন শতাধিক মিলে গত ৬ই নবেম্বর হইতে এই ব্যবস্থা কার্য্য করা হইয়াছে। কাজের সময় বাড়াইয়া দেওয়ার পর হইতে বহু শ্রমিক প্রত্যহ অনুপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, কাজের চাপ কমাইয়া দিলে শ্রমিকদিগের মধ্যে গরহাজিরার সংখ্যাও কমিয়া যাইবে।

## মিঃ এল এস বৈদ্যনাথম্

মিঃ এল এস বৈদ্যনাথম্ ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব ইনসিওরেন্স নিযুক্ত হইয়াছেন।

## শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা

শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের শ্রমদপ্তরে দুই জন সংখ্যাভিত্তিক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রকাশ, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা-তত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস এন শাস্ত্রীকে লেবার স্ট্যাটিস্টিসিয়ান পদের জন্ত মনোনীত করা হইয়াছে, এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ এস পি সাক্সেনাকে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

## ভারতের রেলপথ ও রাস্তার পরিমাণ

ভারতবর্ষে মোট ৪০ হাজার ৪৭৭ মাইল রেলপথ আছে। ১৯৪১-৪২ সালে এই সকল রেলপথে মোট ৬২ কোটি ৩০ লক্ষ যাত্রী এবং ২৬১ কোটি ৭০ লক্ষ টন মাল যাত্রায় পরিয়াছে। রেলওয়েতে কাজ করে প্রায় ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার লোক। তাহাদের বেতন বাবদ বৎসরে মোট ৩৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ব্রিটিশ ভারতে মোটর চলার যোগ্য রাস্তাপথ আছে ৩ লক্ষ মাইল। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই রাস্তায় ৪০ হাজার মোটর গাড়ী যাত্রায় পরিয়াছে।

## ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সরবরাহের পরিমাণ

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বাণিজ্য সচিব স্তার আজিঙ্কল হু বলেন যে, গত দুই মাসে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে মোট ২১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রেরণ করা হইয়াছে।



## দি সিনেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিসঃ—সিলেট  
টেলিগ্রামঃ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল,

স্থাপিত—১৯২৮  
ফোনঃ সিলেট ১৭

কলিকাতা অফিস—  
৬, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা  
টেলিগ্রাম—সিণ্ডাষ্ট্রিয়াল  
ফোন কলিঃ—৫৬০৭

সিলেট, শিলং এবং  
শিলচরে ব্যাঙ্কের নিজস্ব  
গৃহ আছে।

বাংলা ও আসামের

সমগ্র প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা অফিস আছে।

|                  |                |
|------------------|----------------|
| অনুমোদিত মূলধন   | ১০,০০,০০০ টাকা |
| বিলকৃত মূলধন     | ৫,৫০,০০০ "     |
| আদায়ীকৃত মূলধন  | ৩,০০,০০০ "     |
| কার্য্যকরী মূলধন | ৫০,০০,০০০ "    |

বহুত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন।

ইউনাইটেড  
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল  
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোনঃ কলি ৬৮৬৯

হেড অফিসঃ—৭, ওয়েলসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা

বিলকৃত মূলধন ২২,১২,২০০ "

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ "

আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর

(১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যত্ননাথ রায়

সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত

যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুরোধে জানা যায়।

শাখা—বড়বাজার ও শ্রীমদবাজার (কলিকাতা),

নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা

পে অফিসঃ মিরকাদিন

## আমেরিকায় শ্রমিকগণের মজুরী বৃদ্ধির ফলে যুক্তাঙ্গীতির সম্ভাবনা

মার্কিন কর্তৃপক্ষ মহল মনে করেন যে, রেল শ্রমিকগণ মজুরী বৃদ্ধির জন্য যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতর যুক্তাঙ্গীতি ঘটতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইম্পাত শিল্পে নিযুক্ত ৯ লক্ষ শ্রমিকও শীঘ্রই মজুরী বৃদ্ধির দাবী জানাইবে। খনি শ্রমিকগণের মজুরী বৃদ্ধির দাবী স্বীকৃত হওয়ার ফলেই অষ্টাঙ্গ শিল্পের শ্রমিকেরাও মজুরী বৃদ্ধির দাবী করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। এইভাবে মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন চলিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একেবারে ব্যর্থ হইতে পারে।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমান-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা

ভারতীয় হাঙ্গারিগকে বিমান-বিজ্ঞা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলার ব্যবস্থা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে উক্ত বিভাগের কার্যাবি নিয়ন্ত্রিত হইবে।

## আমদানি ধান ক্রয়ের পরিকল্পনা

প্রকাশ, আমদানি ধান ক্রয় সম্পর্কে শাকলা সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা শীঘ্রই পরিষদের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে উপস্থাপিত করা হইবে।

## বাঙ্গলা হইতে গোল আলু রপ্তানী নিষিদ্ধ

সম্রাতি ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়া বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলাদেশ হইতে গোল আলু রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তবে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আধ মণ পর্যন্ত বাহিরে লইয়া যাওয়া চলিবে।

## বাঙ্গলায় ধান চাউলের তুতন দর

গত ১০ই নবেম্বর বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ধান-চাউলের সর্বোচ্চ দর পরিবর্তিত হইয়া নিম্নোক্তরূপ হইবে :—মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, বগুড়া, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, মালদহ, বাখরগঞ্জ, খুলনা, বশোহর, জেলা ও পার্শ্ব চট্টগ্রামে অঞ্চলে, ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত ব্যবসায়িকগণের পক্ষে ক্রয় ও চাউলের কলসমূহের বিক্রয় দর

| ধান                                                 | চাউল | ধান | চাউল |
|-----------------------------------------------------|------|-----|------|
| ২১০                                                 | ১৮০  | ২০  | ১৫১০ |
| ১৫ই জানুয়ারী হইতে পুনর্বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত |      |     |      |
| ৮১০                                                 | ১৪০  | ৮০  | ১০১০ |
| কলিকাতা ও অবশিষ্ট জেলাসমূহে                         |      |     |      |
| ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত             |      |     |      |
| ১০০                                                 | ১৭০  | ২৪০ | ১৮১০ |
| ১৫ই জানুয়ারী হইতে পুনর্বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত |      |     |      |
| ২০                                                  | ১৫০  | ৮৪০ | ১৪১০ |

ইহার অতিরিক্ত দরে ধান চাউল ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে যে সকল অগ্রিম চুক্তি আছে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। যথাবিহিতভাবে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দিয়া ধান ও চাউলের মূল্য ১৫ই জানুয়ারীর পর আবার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। যখনই প্রয়োজন হইবে সরকার তখনই এই সব সর্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা বিলম্ব কম দরে তাঁহাদের প্রয়োজনমত ধান চাউল ক্রয় করিবেন। আগামী ৩০শে নবেম্বরের পর আউস

ধান ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে ক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা হইতে ধান ও চাল রপ্তানীর আদেশ বলবৎ আছে।

## কেন্দ্রীয় পরিষদে ধান ও ইজারা

### সম্পর্কে প্রস্তাব

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে সর্দার মঙ্গল সিং প্রস্তাব করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধান ও ইজারা আইন অনুসারে ভারতে যে সকল মাল পাঠাইয়াছেন, তাহার বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত সরকারের কয়েকটি বিভাগের রাজস্ব বন্ধক দেওয়া হইয়াছে কি না। উত্তরে অর্থসচিব জানান যে, এরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। অন্তঃপর সর্দার মঙ্গল সিং জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কর্ত্ত ও ইজারা সম্পর্কে কোনরূপ চুক্তি হইয়াছে কি না বা কোনরূপ চুক্তির কথাবার্তা হইতেছে কি না। উক্ত প্রশ্নের জবাবে অর্থসচিব জানান যে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে কোনরূপ চুক্তি হয় নাই; তবে কিছুদিন পূর্বে এরূপ আলোচনা একবার হইয়াছিল। বর্তমানে উহা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

## দিল্লীতে শক্তিশালী বেতারবার্তা প্রেরক কেন্দ্র নির্মাণ

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভারত মূলতান আমেদ বলেন যে, বিদেশে বেতার বার্তা প্রেরণের জন্য দিল্লীতে একটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হইতেছে।

## ভারতে প্রস্তুত সামরিক পোষাকের পরিমাণ

ভারতে প্রতিমাসে সৈন্যদের জন্য ৮০ লক্ষ পোষাক তৈরী হয়। এই সকল পোষাকের কাপড়ও ভারতবর্ষের মিলে প্রস্তুত।

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বড়বাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান অনাড়ম্বরে কাজ করিয়া যাইতেছে। সকল রকমের ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়। ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে।

লেনদেনের সর্ব সুবিধা জনক

তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া দেওয়া হয়।

এম কে নন্দী,

সেক্রেটারী।

## নোয়াখালী

## ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

হেড অফিস—

১০নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

কলিকাতা শাখা—

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্যামবাজার।

মূলধন

অনুমোদিত ১,০০,০০,০০০

ইন্সড ২৫,০০,০০০

বিক্রয়ীকৃত ১২,৫০,০০০

আদায়ীকৃত ১০,০০,০০০

কার্যকরী মূলধন প্রায়

১,০০,০০,০০০ কোটি টাকা।

অস্ত্র শাখা ও এজেন্সী—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এম. সি. পাল।

## সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস

... — ১৫৯২ ক্যান্ট্রী

টেলিগ্রাম—“চীনাঘাটা”

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

### প্রতি পাঁচ মিনিটে একখানি বিমান নির্মাণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান উৎপাদন বিভাগের ডাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ চার্লস উইলসন ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত সেপ্টেম্বর এবং তৎপূর্ববর্তী ২০ মাসে আমেরিকায় মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার বিমান তৈরী হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতি পাঁচ মিনিটে আমেরিকায় একখানি বিমান তৈরী হইতেছে।

### ডাষ্টবিন হইতে সংগৃহীত জিনিষপত্রের ব্যবহার

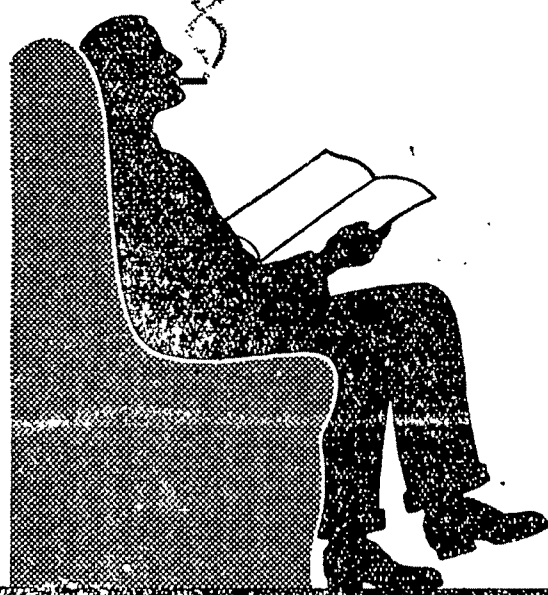
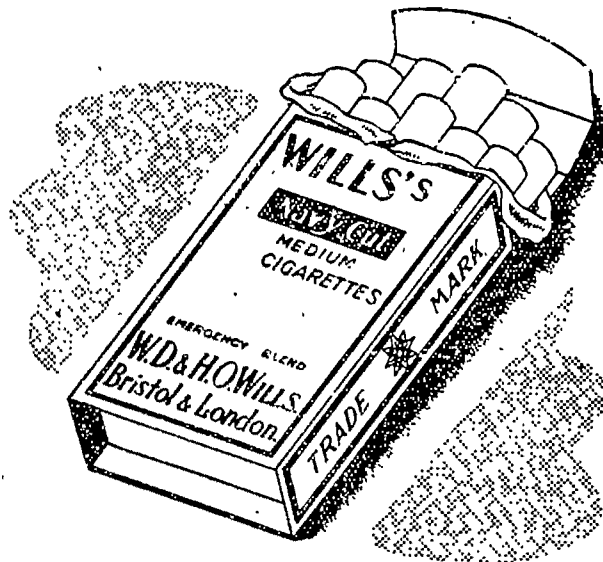
প্রকাশ, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে গত মার্চ মাস পর্যন্ত ব্রিটেনের ডাষ্টবিনসমূহ হইতে মোট ৩২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬ টন প্রয়োজনীয় মাল-পত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই মাল বিদেশ হইতে আনিতে হইলে ৫ হাজার টন মালবাহী ৬৫০খানি জাহাজের প্রয়োজন হইত।

### মকঃস্বলে খাদ্যশস্ত্র প্রেরণের হিসাব

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ৬ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মকঃস্বলের জেলাসমূহে নিম্নোক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্ত্র প্রেরণ করা হইয়াছে:—চাউল ৩৫১৭১ মণ, ডাল ২০৫২৭ মণ, গম ৩৮৩৬৬ মণ, আটা-ময়দা ৭৫৫১৪ মণ, বাজরা ৮০১৬৭ মণ, অর্থাৎ মোট ২৪২৭৪৫ মণ।



“মূল্যের বিনিময়ে ইহা হৈ সম্বোধকৃষ্ণে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

## বাল্যশিক্ষা খাতশস্ত্র বণ্টনে সেনা বিভাগের সাহায্য

ভারতের জুজীলাট জেনারেল তার রুড অকিনলেক সম্মতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ইতিমধ্যেই কয়েক সহস্র সৈন্যকে বাল্যশিক্ষা খাতশস্ত্র বণ্টন কার্যে সহায়তা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। সৈন্যগণ মাল চালান ও বণ্টন কার্যে সহায়তা করিতেছে। তাহারা খাতশস্ত্র পাহারার কার্যেও নিযুক্ত আছে। জুজীলাট মনে করেন যে আগামী তিন মাস কাল সৈন্যদিগকে এই কার্যে সহায়তা করিতে হইবে। তবে তিনি একথা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, খাত সম্পর্কিত সরকারী নীতি বা খাতশ্রম সংগ্রহের জন্য সৈন্যগণ দায়ী থাকিবেনা। বাল্যশিক্ষা গভর্নমেন্টকে সাহায্য করিবার জন্যই তাহারা তথায় থাকিবে। প্রত্যেক অঞ্চলে অসামরিক সরকারী কর্মচারীগণের সহিত সামরিক অফিসারগণও থাকিবেন।

## আমেরিকার কৃত্রিম রবার শিল্পের ভবিষ্যৎ

সম্মতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মার্কিন সাংবাদিক-গণের এক বৈঠকে বলেন যে, যুদ্ধোত্তর যুগে বনজ রবারের উপর শুদ্ধ বসাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম রবার শিল্পকে সংরক্ষিত করার নীতি সমর্থন করেন না। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, যুদ্ধের হাজারো বিটিয়া গেলে শিল্প বাণিজ্যের আভাবিক অবস্থা কিরিয়া আসিলে বনজ রবার হইতে সম্ভার এবং অধিকতর পরিমাণে মোটরের টায়ার নির্মিত হইতে পারিবে। যে ব্যবস্থা অমূল্যে সম্ভার প্রচুর মাল তৈরী হইতে পারে তিনি তাহারই পক্ষপাতী।

## অদৃশ্য কাঁচ নির্মাণ

মিঃ আর এইচ মৌলটন নামক একজন বৈজ্ঞানিক অদৃশ্য কাঁচ নির্মাণের পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কাঁচের চক্চকে ভাবটা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, ফলে উহার উপর আলো পড়িলে আর প্রতিফলিত হয় না বা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিতে পারে না।

## ভারতীয় লাকার প্রতিদ্বন্দী

গুয়াটিমালার কৃষি দপ্তরের এক পুস্তিকায় প্রকাশ, উক্ত দেশে মোম জাতীয় এক প্রকার পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা সচ্ছন্দে লাকার পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

## চিনির মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

ইক্ষুর ন্যূনতম দর বাহাতে বৃদ্ধি করা যায় তদ্ব্যবস্তায় ভারত সরকার কারখানায় তৈরী চিনির দর গত ১০ই নবেম্বর হইতে মণ প্রতি ভের আনা বৃদ্ধি করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ইক্ষুর দর প্রাদেশিক সরকার এবং চিনির দর কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রাদেশিক গভর্নমেন্টসমূহ ইক্ষুর ন্যূনতম দর বৃদ্ধি করিয়া কৃষকদের আর বাড়াইতে পারিবেন। সরকারী আদেশে আরও বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে যে দর ধার্য হইবে সেই দরে কৃত ইক্ষু হইতে প্রস্তুত চিনি সম্পর্কেই বর্ধিত মূল্য ধার্য হওয়া সম্ভব। এখন কারখানা অথবা গুদামে যে চিনি মজুত আছে তৎসম্পর্কে নূতন দর প্রযুক্ত হওয়া বিবেচ্য নহে। সেই জন্য বড়লাট নূতন একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া কারখানায় এবং গুদামে মজুত চিনির উপর অতিরিক্ত উৎপাদন শুদ্ধ ধার্য করিয়াছেন।

## কলিকাতায় গ্যাসের আলো প্রায় বন্ধের ব্যবস্থা

গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় প্রকাশ পায় যে, গভর্নমেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক পত্রে কর্পোরেশন জানিতে পারিয়াছেন যে, গভর্নমেন্ট কলিকাতা সহরে গ্যাসের আলো প্রায় বন্ধ করিয়া দিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। এই প্রস্তাব অমূল্যে কেবলমাত্র রাস্তার মোড়ের আলো ছাড়া অল্প সমস্ত আলো বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে মাসে ২০০০ টন কয়লা বাঁচিবে বলিয়া অমূল্যমান করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্য্যকরী করিবার জন্য গভর্নমেন্ট কর্পোরেশনকে অমূল্যে জানাইয়াছেন। গভর্নমেন্টের মতে রাস্তার আলো এইভাবে কমাইলে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। বিমান বাহিনীর কর্তৃপক্ষ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ভাবে আলোক হ্রাসের ফলে বিমান আক্রমণের দিক হইতে সহরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইবে। এই ব্যবস্থার ফলে কলিকাতা সহরের ১৮ হাজার গ্যাসের আলোর স্থলে মাত্র ৪,৬৪৯ টি আলো জলিবে।

## কলিকাতায় খাতশস্ত্র আমদানীর নিয়ম

প্রকাশ, গত ১৬ই জুলাই হইতে গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত কলিকাতায় মোট ১ লক্ষ ২৬০০৫ টন খাতশস্ত্র পৌঁছিয়াছে। কলিকাতা ছাড়া বাল্যশিক্ষা খাতশস্ত্র স্থানে সরাসরিভাবে যে সকল খাতশস্ত্র পৌঁছিয়াছে তাহা উপরোক্ত হিসাবে ধরা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত অবাধ বাণিজ্য নীতি বলবৎ থাকা কালেও কলিকাতায় প্রায় ১ লক্ষ টন খাতশস্ত্র আসিয়াছে।

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভুলিলাভ করুন।

**বঙ্গশ্রী কটন মিলস্‌ লিঃ**

সেক্রেটারিট এণ্ড এজেন্টস্‌

**সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ**

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট, হাটখোলা, কলিকাতা।

**শিলং ব্যাঙ্কঃ**

**—কর্পোরেশন লিঃ—**

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

**বম্বে মিউচুয়াল**

লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটি লিঃতে

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

**বীমা কর্তৃক**

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বন্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্মণ্যতার জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে চুখটনা-জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ও কোটা টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত স্থানীয় আবেদন করুন

**দস্তিদার এণ্ড সন্স**

চীফ এজেন্টস্‌।

৮নং ব্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।



### উড়িয়া ঘাট্টি প্রদেশ নহে

সম্প্রতি উড়িয়ার প্রধান মন্ত্রী পালকিমেরী মহারাজা উড়িয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন যে, উড়িয়ার কোন কোন অঞ্চলে অল্প সঙ্কট দেখা দিলেও মোটের উপর উড়িয়া ঘাট্টি প্রদেশ নহে। বালেশ্বর, পুরী এবং গঙ্গাম জেলায় যে সমস্ত লোকের অনশনের ফলে মুক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ জনই স্বাভাবিক বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে আগত। সর্বশেষ হিসাব উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, উড়িয়ায় ৭৮ হাজার টন চাউল উৎপাদিত আছে। উড়িয়া সরকার বাঙ্গলায় যে ৪ লক্ষ মণ চাউল সরবরাহ করিতে চাহিয়াছেন, তাহার মধ্যে মাত্র দেড় লক্ষ মণ এ পর্যন্ত সরবরাহ করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে উড়িয়ায় কেহ অনশনে মারা যায় নাই। যখন অবাধ বাণিজ্য নীতি বলবৎ ছিল সেই সময় বাঙ্গলা হইতে উড়িয়ায় এই চাউল ক্রয় করা ছিল।

### ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্বানীতি

প্রকাশ, ইঙ্গ-মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যুদ্ধোত্তর যুগের যুদ্বানীতি সম্পর্কে শীঘ্রই একটি অনির্দিষ্ট চুক্তি হইবে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মার্কিন ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ মর্গেনথোট এবং ট্রেজারী এডভাইসার মিঃ হোয়াইট যখন ইংলণ্ডে যাইবেন তখন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। সম্প্রতি লর্ড কিন্সের ওয়াশিংটন সফরের সময় মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সহিত তাঁহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যাধি পদ্ধতিতে চলিবে বলিয়া মার্কিন বিশেষজ্ঞগণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, লর্ড কিন্সও তাহার সহিত একমত হইয়াছেন।

### ভেজাল ঘী পরীক্ষা সম্পর্কে গবেষণা

ভেজাল ঘী যাহাতে সহজে ধরিবার একটি উপায় আবিষ্কার করা যায় তৎক্ষণাত ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগারে) গবেষণাকার্য চলিতেছে।

### আয়করের পরিমাণ বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিক একাউন্টস কমিটির একটি সভার বিবরণী হইতে জানা যায় যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য আয়করের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি টাকা; বর্তমানে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১০০ কোটি টাকারও অধিক হইয়াছে।

### শল্য চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার

ডাঃ রোলাণ্ড ক্রিম, ডাঃ আর ডিল উল্ফি এবং ডাঃ নেলসন মৃতদেহ হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়া ক্ষত চিকিৎসার উন্নত ধরণের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এ্যাকোনিয়ার আটা দিয়া এই রক্ত জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই ধরণের চিকিৎসায় রোগী তাহার আহত অঙ্গের স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া পায়।

### গ্রাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের বাবদ ব্যয়

গত ২২ নবেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রস্তাব উত্তরে স্তার জুলতান আমেদ জানান যে, ১৯৪২ সালের ১১ই মার্চ তারিখ গ্রাশনাল ওয়ারফ্রন্ট গঠিত হয় এবং ১৯৪২-৪৩ সালের আর্থিক বৎসরে উহার বাবদ মোট ৩০ লক্ষ ২৬ হাজার ২২৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

### বোম্বাই হইতে চিনাবাদামের খৈল রপ্তানী নিষিদ্ধ

বোম্বাই সরকার সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টরের অমুমতি ব্যতীত বোম্বাই প্রদেশ হইতে অল্প চিনাবাদামের খৈল রপ্তানী করা যাইবে না।

### ভারতের দুর্ভিক্ষে পাল্লার মেটের উদাসীন্য

ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে গত সপ্তাহে কমন্স সভায় যে বিতর্ক হয় তাহাতে কমন্স সভার মোট ৬০০ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩৫ হইতে ৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

### ভারতের দুর্ভিক্ষে মার্কিন সাহায্য

"দি গ্রাশনাল কংগ্রেস অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন ওয়ার রিলিফ কমিটি" ভারতের দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার জন্য ১ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন।

### উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে বাঙ্গলা

#### সরকারের ক্রয় এজেন্ট গ্রেফতার

বাঙ্গলা সরকার ডাইল ক্রয় করিবার জন্য মধ্য প্রদেশে দুইজন এজেন্ট পাঠাইয়াছিলেন। প্রকাশ, উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে শুধু পুলিশের নির্দেশে রায়পুরে তাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

### ক্যানাডা কর্তৃক এক লক্ষ টন গম প্রেরণের প্রতিশ্রুতি

প্রকাশ, ওয়াশিংটনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ক্যানাডা গভর্নমেন্ট ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে ভারত সরকারকে এক লক্ষ টন গম সরবরাহ করিতে চাহিয়াছেন।

### প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য-বীমা সম্পর্কে বোম্বাই মেডিকেল ইউনিয়নের মন্তব্য

বোম্বাইয়ের মেডিকেল ইউনিয়ন প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য-বীমা আইন সম্পর্কে গভর্নমেন্টকে অস্বস্তি করিয়াছেন যে, এই আইন প্রণয়নের সময় যেন রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা, রোগীদিগকে অর্থ সাহায্য দান, অসুস্থ হইলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, প্রসূতিদিগকে বিশেষ সুবিধা দান এবং বার্দ্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। তাঁহারা আরও অস্বস্তি জানাইয়াছেন যে, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থাসমূহ কার্যকরী করিবার জন্য যেন ডাক্তার নিযুক্ত করা হয়।



### ১৯৪৩-৪৪ সালের ধান-চাষের প্রথম পূর্বাভাস

১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতবর্ষে আউশ ও আমন ধানের আবাদ সম্পর্কে যে প্রাথমিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

| প্রদেশ             | ১৯৪৩-৪৪      | ১৯৪২-৪৩ |
|--------------------|--------------|---------|
| ১ হাজার একরের      | এক হাজার     |         |
| হিসাবে             | একরের হিসাবে |         |
| বালসা              | ২৫,৮০৭       | ২২,৩৬০  |
| মাজার              | ৬,৫৮২        | ৬,১৭২   |
| বিহার              | ২,১৮০        | ২,২৪২   |
| মধ্য প্রঃ, বেরার   | ৭,৬৪৬        | ৭,৬০৫   |
| মুক্ত প্রঃ, রামপুর |              |         |
| ওড়ি সহ            | ৭,০২০        | ৭,১২৮   |
| আসাম               | ৫,০৩৪        | ৪,৮৫৪   |
| বোম্বাই, দেশীয়    |              |         |
| রাজ্যসমূহ সহ       | ২,৫২১        | ২,৫৭৬   |
| সিন্ধ, খৈরপুর      |              |         |
| রাজ্য সহ           | ১,৩৮০        | ১,২০৭   |
| পাঞ্জাব            | ১,০২৫        | ৯১৪     |
| হায়দ্রাবাদ        | ৩৪৪          | ৫৬০     |
| বরোদা              | ২৬২          | ১৮৩     |
| ভূপাল              | ৩১           | ৩৪      |
| মোট                | ৭১,৭৭৪       | ৬৭,৫৫৪  |

### চীনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে একটি বিশেষ সনদের দ্বারা চীনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনের সময় উহার মূলধন ছিল ২ কোটি ডলার। ১৯৩৪ সালে উহার মূলধন বৃদ্ধি করিয়া ১০ কোটি ডলার করা হয়। সাংহাই হইতে নানকিং এবং পরে চুং কিঙে উক্ত ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তরিত করা হয়। ১১ হইতে ১৫ জন সদস্য লইয়া ইহার পরিচালকমণ্ডলী গঠিত এবং কার্যনির্বাহের জন্য এক জন গবর্নর এবং দুই জন সহকারী গবর্নর আছেন। এই ব্যাঙ্কের তিনটি ব্যুরো (ব্যাঙ্কিং, নোট প্রচার এবং কোম্পার) আছে। বর্তমানে ইহার ১৪২টি শাখা আছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক জাতীয় কোম্পাগারের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করে। গভর্নমেন্টের অর্থ রাখা এবং জাতীয় কোম্পাগারের তরফ হইতে অর্থ দেওয়া ছাড়া এই ব্যাঙ্ক গভর্নমেন্টের বণ্ড ও অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় করে। এই কার্যে অবশ্য অপর তিনটি ব্যাঙ্ক এবং পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ইহার সহিত সহযোগিতা করিয়া থাকে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বিদেশী মুদ্রা বিনিময় এবং ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত সকল কার্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কেই কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ছিল ১২৭৬ কোটি, ৩৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ডলার। ১৯৪২ সালের শেষে ব্যাঙ্কের ঋণদানের পরিমাণ ছিল ৩৯১৯ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৪ হাজার ডলার। ১৯৪২ সালের শেষের দিক হইতে এই ব্যাঙ্ক সরকারী প্রচেষ্টার জন্য ঋণদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে চীনের অর্থ-

নৈতিক এবং শিল্পোন্নতির কার্যে এই ব্যাঙ্ক একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবে।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রল উৎপাদনের পরিমাণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রকার পেট্রল দৈনিক গড়ে ১৯ লক্ষ পিপা উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক পিপায় ৪২ গ্যালন পেট্রল থাকে। মোট উৎপন্ন ১৯ লক্ষ পিপার মধ্যে সময় বিভাগ এবং কর্তৃক ইজারা কর্তৃপক্ষ দৈনিক ৬ লক্ষ পিপা লইয়া থাকেন। বেসামরিক জনসাধারণের জন্য ১২ লক্ষ পিপা দৈনিক দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালে বেসামরিক জনসাধারণ, কৃষি কার্য এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ দৈনিক গড়ে ১৭ লক্ষ পিপা পেট্রল ব্যবহার করিতেন।

### দক্ষিণ বিহারে নতুন সেচ ব্যবস্থা

নলকূপ হইতে জল সংগ্রহ করিয়া সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা কার্যকরী করিবার জন্য পাটনা হইতে বিহার শরিফ এবং তথা হইতে কাটারশরাই পর্যন্ত ৩০ হাজার ভোল্টের একটি ইলেক্ট্রিক লাইন তৈরী হইবে।

### কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি

১৯৪৩-৪৪ সালের প্রথম পাঁচ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়ীকৃত অর্থ অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ ৪৯ কোটি ৬৬ লক্ষ বেশী হইয়াছে। পূর্ব বৎসর এই সময়ের মধ্যে আদায় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ ৫৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা বেশী ছিল। বর্তমান বৎসরের প্রথম পাঁচ মাসে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ গত বৎসর অপেক্ষা ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী। কিন্তু দেশরক্ষার কাজে গত বৎসর এই সময়ের মধ্যে ১৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, সেই স্থলে এবার ব্যয় হইয়াছে ৮৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। অসামরিক কাজের ব্যয়ও ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। রেলওয়ে-সমূহ হইতে নীট আদায় হইয়াছে ২৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

### বিমান নির্মাণে কাঁচ মিশ্রিত প্লাষ্টিক ব্যবহার

আমেরিকায় কাঁচ মিশ্রিত নতুন ধরনের এক প্রকার মজবুত অথচ হালকা প্লাষ্টিক তৈরী হইতেছে। ইহা বিমান নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে।

## ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

প্রধান শাখা :—৯৭নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

ফোন কলি : ৪১৭৩

শাখা অফিস—

কলিকাতা—

বালীগঞ্জ, শ্রামবাজার, ইটালী।

বাংলার অন্যান্য—

চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর

পূর্ণাবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর

ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী ও

নবাবপুর (ঢাকা)।

বিহার—পাটনা,

আজ্ঞা, পূর্ণিয়া, রাঁচি।

লভ্যাংশ

শতকরা

৭১০

দেওয়া হইয়াছে

যাবতীয় আধুনিক

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়

করা হয়।

এজেন্সী :—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

হাওড়া শাখা গত ২৫শে অক্টোবর

তারিখে খোলা হইয়াছে।

সেফেটারী—মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম, কে, গুহ

স্থাপিত—

১৯৩৫

ফোন-ক্যাল { ১১২২

১১২৩

## শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩১, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলিকাতা।

শাখা অফিসসমূহ—

উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, বহুবাজার, বড়বাজার এবং ঢাকা।

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ এস্ সেনগুপ্ত

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—মিঃ এস্ বিশ্বাস

## বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমান-বিদ্যা শিক্ষার নতুন পরিকল্পনা

ভারত সরকারের সময় বিভাগ (বিমান শাখা) সম্প্রতি ভারতীয় বিমান বাহিনীর শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমান পরিচালনা সংক্রান্ত শিক্ষার যে বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে উক্ত নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা তাহারই স্থান অধিকার করিবে। এই নতুন পরিকল্পনা অনুসারে নয়াদিল্লী হেড কোয়ার্টার্স (বিমান) হইতে একটি ছোট বিমানবাহিনী 'ষ্টাফ' প্রেরিত হইবেন। তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে শিক্ষা দিবেন। তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিবেন। প্রকাশ, শিক্ষানবিশ থাকাকালীন শিক্ষার্থীকে মাসিক ২০ টাকা হিসাবে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শিক্ষার্থীরা যথোপযুক্ত পোষাক (ইউনিফর্ম) এবং বৈশিষ্ট্য নির্দেশক অঙ্গাদি, টুপি ও ব্যাজ পাইবেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরে পাওয়া যাইবে।

## ভারত সরকারের সংশোধিত খাজনীতি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত জে পি শ্রীবাস্তব ১লা আগষ্ট হইতে যে সংশোধিত খাজনীতি গৃহীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই নীতি অনুসারে আগামী ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে যে আট মাস শেষ হইবে তাহার মধ্যে ঘাটতি অঙ্কসমূহে ১৪ লক্ষ টন খাজশস্ত্র বণ্টন করা হইবে। এই নীতি প্রবর্তিত হইবার পর প্রথম তিন মাসে ৬ লক্ষ টনেরও অধিক খাজশস্ত্র ঘাটতি এলাকাসমূহে সরবরাহ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে

বালুসায় ২ লক্ষ ১৯ হাজার টন, বোম্বাই ৭৬ হাজার টন, মাদ্রাজে ৭ হাজার টন, ত্রিবাঙ্গুর কোচিনে ৪৬ হাজার টন ও দক্ষিণ ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে ৬ হাজার ৫ শত টন প্রেরিত হইয়াছে, উক্ত নীতি অনুসৃত হইবার পর বিভিন্ন বাড়তি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য ভারত গবর্ণমেন্টের হাতে স্বেচ্ছায় মাত্র ২ লক্ষ ২০ হাজার টন খাজশস্ত্র দিয়াছে বলিয়া খাজ সচিব দৃঃখ প্রকাশ করেন।

## ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ঔষধপত্র ও চিকিৎসা ব্যবসায় সংক্রান্ত অস্বাস্থ্যকর জব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ গত ১০ই নভেম্বর এক ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে জানা যায়, বিভিন্ন ভেষজের এক তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহাতে ঐ সকল প্রয়োজনীয় জব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

## কলিকাতায় পর্যাপ্ত খাজশস্ত্র প্রেরণের সরকারী প্রতিশ্রুতি

কেন্দ্রীয় পরিষদে গত ১২ই নভেম্বর খাজ সমস্তা সম্পর্কিত বিতর্কের উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারত সরকারের খাজসচিব স্তার জে পি শ্রীবাস্তব জানান যে, গত অক্টোবর হইতে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত এই তিন মাসে বালুসায় ২ লক্ষ টন খাজ শস্ত্রের প্রয়োজন। তন্মধ্যে ৮২ হাজার টন অক্টোবর মাসে বালুসায় প্রেরণ করা হইয়াছে। খাজসচিব আশা করেন যে, বালুসার উল্লিখিত প্রয়োজনের অধিক শস্ত্র প্রেরণ করা যাইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, গত জুন হইতে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন কলিকাতায় গড়ে ৩ হাজার ০ শত টনেরও অধিক খাজশস্ত্র ও ডাল পৌঁছিয়াছে সে-

ক্ষেত্রে গত বৎসর ঐ সময়ে কলিকাতায় প্রত্যহ গড়ে ১ হাজার ৬ শত টন খাজশস্ত্র পৌঁছিয়াছিল।

## বিভিন্ন জেলায় খাদ্যশস্ত্র সরবরাহ

অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের এক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৮ই ও ৯ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে বালুসার জেলাসমূহে নিম্নলিখিত পরিমাণ খাজশস্ত্র প্রেরণ করা হইয়াছে:— চাউল—৪৩ হাজার ২৯৩ মণ; গম ও গমজাত জব্য—২৩ হাজার ২৫৩ মণ; ডাল—৪০৫ মণ; বজ্রা, জোয়ার প্রভৃতি ৫৬ হাজার ৭০৫ মণ। এই সরবরাহের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭১৪ মণ। আরও প্রকাশ, ঐ সমস্ত লাহোর হইতে বালুসা সরকারের এজেন্ট ২৮ হাজার ৫ শত মণ গম ও গমজাত জব্য পাঠাইয়াছেন।

## বিদেশ হইতে ভারতে প্রেরিত খাজশস্ত্রের পরিমাণ

ভারত সরকারের খাজ সচিব স্তার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, এতাবৎ বাহির হইতে ভারত-বর্ষে ৪১ হাজার টন খাজশস্ত্র পৌঁছিয়াছে এবং আরও অধিক পরিমাণে খাজশস্ত্র নীত্রেই আসিয়া পৌঁছিবে।

## বি এণ্ড এ রেলওয়ের পতিত জমিতে চাষ

গত ১১ই নভেম্বর তারিখে বি এণ্ড এ রেলওয়ের লোক্যাল এডভাইসরী বোর্ড-এর এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ বৈঠকে "খাজশস্ত্র বাড়ান" আন্দোলন সম্পর্কে চাষাবাদের জন্য উক্ত রেলওয়ে কোম্পানীর পতিত জমি সাময়িকভাবে ইজারা দেওয়ার বিষয় আলোচিত হয়।

## কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস :—৪ নং ক্লাইভ স্ট্রিট,

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

অগ্রাণ্য অফিস :—৪, ক্লাইভ স্ট্রিট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট,

৯৯এ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, ১৩৯ বি, রসা রোড।

| অগ্রাণ্য অফিসসমূহ |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| বরিশাল,           | ডিক্রগড়,    | নিতাইগঞ্জ,   |
| ভৈরব,             | মুন্ডা,      | নগরী,        |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া, | গোহাটা,      | পাবনা,       |
| বসিরহাট,          | জোড়হাট,     | পাটনা,       |
| চাঁদপুর,          | ময়মনসিংহ,   | পুরানাবাজার, |
| চট্টগ্রাম,        | নারায়ণগঞ্জ, | রাজসাহী,     |
| ঢাকা,             |              | তিনশুকিয়া   |

## ভারতের বাহিরে এজেন্সি অফিস

আমেরিকান এজেন্টস :—গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী অব নিউইয়র্ক

লন্ডন এজেন্টস :—বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টস :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি,

ম্যানিঞ্জিং ডাইরেক্টর :—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, বি-এল, পি, এইচ ডি,

(ইকন) লন্ডন, বার-এট-ল



## প্রবরা

অলেন ৪ ওমেণে জীবনবীমার প্রচারের জন্য ধারা উদ্বোধনী করেছেন তাঁদের এই মাধু প্রচেষ্টাকে আমি মাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি কারণ জীবনবীমা মানুষের পরিশ্রমের জন্য বিনিষ্ট আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করে। জাতির পৃথক পৃথক কর প্রচেষ্টার মধ্যে জীবনবীমাই একমাত্র উপজীবিকা যা মৃত্যুর পরিত্যক্ত।

## ডোমিনিয়ন

ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

১০, ক্লাইভ স্ট্রিট

কলিকাতা

## পুস্তক-পরিচয়

ব্যবসায় শিক্ষা—শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শিল্পসম্পদ প্রকাশনী, ১৫০ এ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

“শিল্পসম্পদ গ্রন্থমালা” পর্যায়ের প্রথম পুস্তিকা “ব্যবসায় শিক্ষা” পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ সুলভ ও সহজবোধ্য গ্রন্থের বড়ই অভাব। এদিকে আজকাল বিস্তর বাঙ্গালী পুরীপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ ও উজ্জ্বল লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। ইহাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি রহিয়াছেন ব্যবসা সম্পর্কে বাহাদের ভাল জ্ঞান নাই বা ছিল না—এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি সম্পর্কেও অনেকের স্পষ্ট ও সুস্থ ধারণা নাই। ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসের ভিত্তি শিক্ষা হইতে অনভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া কার্যক্ষেত্রে কাঁপাইয়া পড়ার সমর্থন করা যায় না। তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত এবং পরোক্ষভাবে প্রদেশগত ক্ষতির ও অপব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে, একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সুখের বিষয় আজকাল অনেকেই ব্যবসায়ের নামিবার আগে নির্দিষ্ট কোন ব্যবসা সংক্রান্ত সকল প্রকার খুঁটিনাটি জানিয়াই আগ্রহ হইতে চাহেন। সুতরাং বর্তমানকালে বিভিন্ন ব্যবসা বিষয়ে যত বেশী পুস্তক লিখিত হয় ততই বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে ভরসার কথা। আলোচ্য পুস্তিকার লেখক নিজে ব্যবসায়ী বলিয়াই প্রাজ্ঞতা ভাষায় সকল কথা শুদ্ধাইয়া ও বুঝাইয়া লিখিতে পারিয়াছেন। স্বল্প শিক্ষিত ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়োন্মুখ ব্যক্তি, বিশেষ করিয়া স্বল্প পুঞ্জি লইয়া বাহারা কাজ আরম্ভ করিতে চাহেন বা বেশী মূলধনের স্বযোগ-সুবিধা বাহাদের নাই, সেই সব ব্যক্তি এই পুস্তকপাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। পুস্তকের দাম যুদ্ধের বাজারের অস্থাপাতে বেশী নহে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

### অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক

(1) Taxation of War Wealth  
—By J. R. Hicks, Oxford University Press—Calcutta. Price 12s. 6d

(2) Insurance for All and Everything.—By Sir Ronald Davison. Published by Longmans and Green & Co. Price 1s. 6d

(3) Social Security By Sir Ronald Davison (Harrap)  
Price 1s. 6d

(4) Modern Economic Development of Great powers.—By D. S. Savarkar, Vora & Co, Bombay. Price Rs 7/8

(5) Indian Economics Vol I  
—By Jagatbandhu Mahapatra (Arthur Stockwell). Price 7s. 6d.

(6) Indian Year Book and Who's Who 1943-44—Published by Bennett Coleman and Co. Ltd. 'Times of India' office, Bombay.

(7) Notes and Instructions on the Excess Profits Tax Act—A Booklet issued by Control Bord of Revenue. Simla.

## “ঠাই নাই, ঠাই নাই, ছোট সে তরী আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি”

‘সোনার তরী’র ব্যাখ্যা অনেকেই অনেক রকমে করেছেন, কিন্তু কবির নিজেরটা কতই না সহজ ও সুন্দর। “সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদেরকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নোকায়ে বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে আমারও ঐ সঙ্গে স্থান হইবে কিন্তু সংসার আমাদেরকেই দুই দিনেই ভুলিয়া যায়।... আমরা আশুন জালাইয়া রাখি, বাহারা আশুন আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাদিগকে কে জানে? বাহারা চাষ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের নামই বা কোথায়? বাহারা যুগে যুগে নানারূপে মানুষকেই গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নাম ধাম সুখ দুঃখ লইয়া কোন বিশ্বস্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; অথচ প্রত্যেকেই সংসারকে বলিয়াছিল, ‘আমার সমস্ত লও, তোমার জন্তই আমি খাটিতেছি, তোমাকে দিয়াই আমার সুখ, আমার সমস্তই লও কিন্তু আমাকে ঠেলিও না, আমাকে ভুলিয়ে না—আমার কাজের মধ্যে আমার চিহ্নটুকু যন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিও।’ কিন্তু এত স্থান কোথায়?”

এই যে কবীকে স্মরণ না করে তাঁর কীর্তিকে গ্রহণ করার প্রয়াস তা-ই কবির মনকে ব্যথিত করে তুলেছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর চেয়েও নির্ভর ব্যাখ্যা মানুষের হৃদয় রক্তাক্ত করে দেয়। বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই, কীর্তি থেকে কবীকে নির্বাসিত করা হচ্ছে—যারা দেশ সেবার প্রেরণায় মৌলিক কিছু গড়ে তুলেছেন, আপন স্বষ্টির মধ্যেও তাঁদের ঠাই দিতে অনেকে যেন কুণ্ঠা বোধ করছেন। একটা দৃষ্টান্তের কথা বলি।

বাংলাদেশের ঢাকা জেলাটি চিরকালই বঙ্গশিল্পের জন্ত বিখ্যাত। এমন বাঙ্গালী খুব কমই আছেন যিনি না জানেন যে ঢাকার তৈরী মসলিনের মত স্বল্প কাপড় পৃথিবীর কোন দেশই আজ পর্যন্ত তৈরী করতে পারে নি। কিন্তু পরাধীনতার আশীর্বাদে বধিকালে এই শিল্পের মৃত্যু হয়েছিল। সে কাহিনী হয়ত এতদিনে অতীত ইতিহাস বলে গণ্য হ’ত যদি না সেখানে শ্রীযুক্ত স্বর্ষ্যকুমার বসু চাকেশ্বরী কটন মিলের প্রতিষ্ঠা করে ঢাকায় বঙ্গশিল্পের পুনরুজ্জীবন করতেন। সে আজ ২২ বছর আগেকার কথা। সেদিন নারায়ণগঞ্জ সহরের অদূরে যেখানে দক্ষ্য ভক্তরের আবাসভূমি ঘন বন ছিল আজ সেখানে গড়ে উঠেছে ভারতের ছুটি বৃহত্তম কাপড়ের কল—চাকেশ্বরীর ১নং ও ২নং মিল; স্থানটিতে এখন লং ও কম্বচঞ্চল লোকের ঘন বসতি। মিল দুটিতে ১,৩০০ তাঁত ও ৫০,০০০ টাকু দিবারাত্র চলছে, আর তাতে ৮,০০০ দক্ষ বাঙ্গালী কর্মী দিনরাত ২৪ ঘণ্টা কাজ করে

উৎপাদন করছে বোম্বাই, আমেরিাদেবের সমতুল্য উৎকৃষ্ট বস্ত্র সস্তার বৎসরে ১ কোটি টাকা মূল্যেরও অধিক। স্বর্ষ্যবাবু মিলের ক্রেতা, কর্মী বা অংশীদার—কাউকেই ভোলেন না, সত্যই তিনি বলতে পারেন—“তোমাদের জন্তই আমি খাটিতেছি।” ক্রেতাদের তিনি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট-তর কাপড় অল্পতর মূল্যে দিচ্ছেন; এইত গত পূজার সময়ই বাংলার দুর্গত অবস্থা দেখে তিনি স্বেচ্ছায় চাকেশ্বরীর কাপড়ের দাম এমন কমিয়ে দিলেন যে অন্ত কোন মিল তার কাছাকাছিও যেতে পারল না। যুদ্ধের দরুণ জীবন ধারণের প্রাথমিক সামগ্রীগুলি দুর্খল্যা ও দুঃখাপ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্মীদের জন্ত উপযুক্ত বোনাসের ব্যবস্থা করেছেন এবং ১২ মণ মূল্যে চাল বোগাচ্ছেন। চাকেশ্বরীর ২২,০০০ বাঙ্গালী অংশীদারদের জন্ত লভ্যাংশও শতকরা দশ টাকা থেকে সাড়ে বার টাকায় বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু কীর্তি থেকে কবীকে নির্বাসিত করার যে কথা বলছিলাম—চাকেশ্বরী মিল যে স্বর্ষ্যবাবুর জীবনের ফসল—এটা যে তাঁর যৌবনের স্বপ্নের বাস্তব পরিণতি—এটাকে যে তিনি তিল তিল করে আপন বৃকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছেন, একথা কয়েকজন স্বাধীক ব্যক্তি বুঝবেন না। তাঁদের কাছে স্বর্ষ্যবাবুর অবদান কিছু নয়, তাঁর মস্তিষ্কের বা পরিশ্রমের কোন দাম নেই, চাকেশ্বরীর বর্তমান সুদৃঢ় অবস্থার জন্ত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকার প্রশ্ন অবাস্তব—শুধু মিলের কর্তৃপক্ষই তাঁদের হাতে এসেই হ’ল। তা সে কর্তৃক গ্রহণ করবার বা চালনা করবার ক্ষমতা, শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা তাদের থাকুক আর নাই থাকুক। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই তাঁরা স্বর্ষ্যবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে অহরহ মামলা, মোকদ্দমা করেই চলেছেন, আর মিথ্যা প্রচারেরও বিরাম নেই।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই বুঝবেন যে এতে করে চাকেশ্বরী মিলের যতটা ক্ষতি হয় তার সামান্য অংশও স্বর্ষ্যবাবুর হয় না। মিলটা বাংলার জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ। এটির কোন প্রকার ক্ষতি যে একটা মস্ত বড় জাতীয় দুর্দিন সেটা বলাই বাহুল্য। বাংলার জনসাধারণ স্বর্ষ্যবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের ২২ বছর ধরে জানেন, তাঁরা এক এক করে ২টি মিল গড়ে তুলেছেন এবং তাদের দিন দিন অধিকতর উন্নত করে তুলেছেন। বুঝি যেম গেল যখন বঙ্গপাতি-আনান সম্ভব হ’বে, তখন যে তাঁরা ৩নং মিল গড়তে প্রবৃত্ত হ’বেন না সেটাও শপথ করে বলা যায় না। এই সব কি স্বর্ষ্যবাবুর কর্মশক্তি নিঃশেষিত হবার লক্ষণ? তবে আমরা পরিচিত, অভিজ্ঞ লোককে বাদ দিয়ে অপরিচিত, অনভিজ্ঞ লোকদের পক্ষ নেব কেন? (৩)

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### ক্যালকাটা ক্রাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি ক্যালকাটা ক্রাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আজমীর শাখার উদ্বোধন সমারোহে অমুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রে উক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির ৩২টি শাখা অফিস রহিয়াছে। গয়া, পাটনা, বোম্বাই, কলিকাতা, কটক ও চট্টগ্রামে ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী রহিয়াছে।

### বেকন প্রোভিডেন্ট ইনসিওরেন্স

#### কোং লিঃ

এশিয়াটিক গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের শাখা অফিসের ভূতপূর্ব ম্যানেজার এবং অধুনা রুবি জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজার মিঃ ডি আর কৃষ্ণমূর্ত্তি সম্প্রতি কলিকাতার বেকন প্রোভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডে ম্যানেজাররূপে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার অদক্ষ পরিচালনায় বেকন প্রোভিডেন্ট আরও উন্নত হউক আমাদের ইচ্ছাই কামনা।

### বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিঃ

মিঃ এম এন সেনগুপ্ত বি-এস-সি, বি-এ, এ-সি-আই-ই সম্প্রতি বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিমিটেডের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ক্রাশনাল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, গ্রেট ইষ্টার্ন লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ ও ক্রাশনাল মার্কেটাইল ইনসিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ এই তিনটি বীমা প্রতিষ্ঠানের সহিত দীর্ঘকাল সংযুক্ত থাকিয়া মিঃ সেনগুপ্ত বীমা বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা যোগ্য ব্যক্তির অদক্ষ পরিচালনায় বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিমিটেডের উন্নতি হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

কাম্বোডিয়া মিলস্ লিঃ—চলতি বৎসরের অত্র শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা হিসাবে।  
দার্কিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের অত্র শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা।  
নর্থ দামুদা কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬০ আনা।  
ক্যালকাটা ট্রামওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অত্র আয়কর মুক্ত শতকরা বার্ষিক ২৪ আনা।  
ইউনাইটেড মোটরস (ইণ্ডিয়া) লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের অত্র শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা।  
বেঙ্গল পেপার মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের অত্র শতকরা বার্ষিক (সাধারণ শেয়ারে) ২৫ টাকা।  
বালী জুট

কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অত্র শতকরা বার্ষিক ১৬ টাকা।  
নুতনা ষ্টোর এণ্ড লাইম কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের অত্র শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা।  
বোকারো এণ্ড রায়গড় লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের অত্র প্রতি শেয়ারে ১০ আনা হিসাবে।  
খাস কাকোরা কোল কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের অত্র প্রতি শেয়ারে ১০ আনা হিসাবে।  
ফ্র্যাঙ্ক রস্ এণ্ড কোং লিঃ—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এক বৎসরের অত্র প্রতি শেয়ারে ১০ আনা।  
ক্যালকাটা আইস্ এসোসিয়েশন লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের অত্র প্রতি শেয়ারে ১০ আনা।

### বাঙ্গলার নুতন যৌথ কোম্পানী

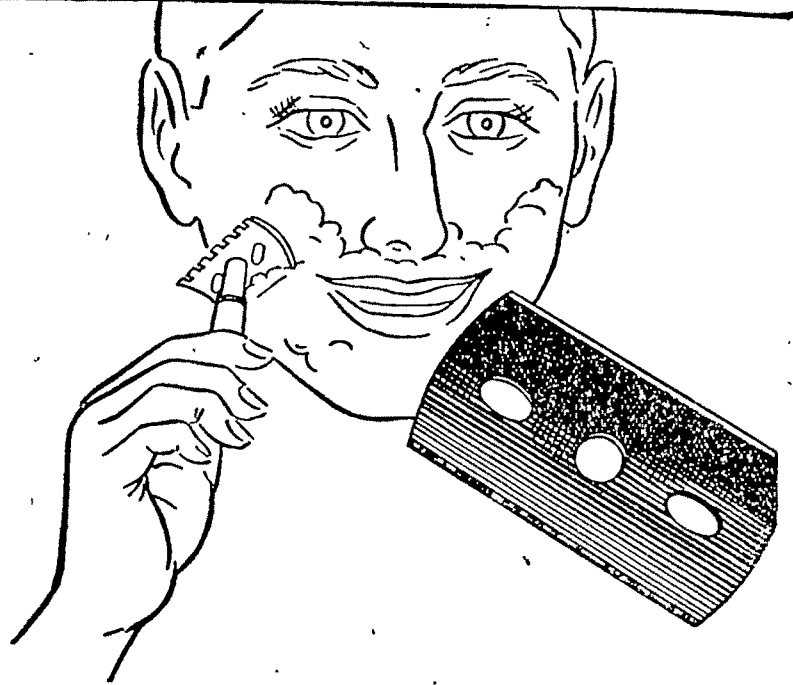
শ্রীআনন্দ সুগার মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জয়পুরিয়া। ঠিকানা—৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।  
অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা।  
চিনি, গুড়, ইক্ষু ইত্যাদি প্রস্তুত ও আমদানী রপ্তানী।

ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখার্জি। ঠিকানা—৮২ হেষ্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা।  
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।  
অমির উন্নতি ও ইমারত নিৰ্ম্মাণের ব্যবসা।

ভগবতী প্রেসিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি পি গোয়েঙ্কা। ঠিকানা—৪ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।  
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।  
পাটের গাইট বাঁধা ও পাট সংক্রান্ত অল্পবিধ কার্যকারবার।

সোহনলাল মোহনলাল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মোহনলাল বহিয়া। ঠিকানা—১৪২ ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।  
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।  
পণ্যক্রয় প্রস্তুত ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা।

আগরওয়াল সুগার এজেন্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম জয়পুরিয়া। ঠিকানা—৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।  
অনুমোদিত মূলধন ৭৬৮ টাকা।  
কোম্পানী ও কলকারখানার এজেন্সির ব্যবসা।



## মসৃণ ও কার্যকরী

সেক্টি রেজারে এক টুকরা পাতলা ইস্পাত মানে শীঘ্র ও সহজভাবে দাড়ি কামান ও কাজের মানুষকে ঠিক সময়ে কাজে যেতে সাহায্য করা।

ইস্পাতই জীবনকে সহজ ও কর্মক্ষম করে।

**TATA and COB**

টাতা ও কব

দ্বি টাটা আয়রণ এ্যান্ড স্টীল কোং লিঃ ও দ্বি স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।



## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১২ই নবেম্বর  
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের টাকার বাজারে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। ব্যাংকসমূহের মধ্যে চাহিদা মাত্র পরিশোধের অঙ্গীকারে স্বল্প মেয়াদী ঋণের হার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনার অপরিবর্তিত ছিল। স্থানীয় পাটকলসমূহের টাকার চাহিদা থাকায় এবং পশ্চিম ভারতীয় প্রদেশগুলি হইতে গম সরবরাহের কাজে টাকার প্রয়োজন থাকায় টাকার বাজারে চাহিদা হ্রাস পায় নাই। সমুদ্রে তুলার মরসুম, কাজেই তুলা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতেও টাকার চাহিদা আসিবে বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় কাজকারবারের পরিমাণ কিছু বেশী হইয়াছে। রপ্তানী বিল ছাড়াও টেলিগ্রাফিক কাস্টমারবার কিছু হইয়াছে।

গত ১২ই নবেম্বর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের অঙ্ক যে টেন্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ১১৬২ পাই এবং শুদ্ধ দরের সমুদয় এবং ১১৬৮ পাই দরের শতকরা ৫৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে দরের আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের গড়পড়তা হার শতকরা বার্ষিক ৬/৮ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ১৬ই নবেম্বর বোম্বাইয়ে বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অন্ত্যস্ত কেন্দ্রে আগামী ১৫ই নবেম্বর তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডার গৃহীত হইবে। বাহাদুর টেন্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১২শে নবেম্বর শুক্রবার টাকা দিতে হইবে। অন্ত্যস্ত সপ্ত পূর্বের জায়।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৫ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে সমগ্র ভারতে চলুট নোটের পরিমাণ ছিল ৭২০ কোটি ৬২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭৮২ কোটি ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা; আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাংকের অর্থের পরিমাণ ছিল ১০৮ কোটি ২০ লক্ষ ৮৭ হাজার, পূর্বসপ্তাহে উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ

ব্যাংক হইতে ভারত গভর্নমেন্টকে ১০ কোটি টাকা হার দেওয়া হইয়াছে, পূর্বসপ্তাহে কোন অর্থ হার দেওয়া হইয়াছিল কি না রিজার্ভ ব্যাংকের বিবরণীতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক অস্তিত্ব ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৬ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। পূর্বসপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭১ কোটি ৭২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, পূর্বসপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটি ৭১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক ব্রহ্ম সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ১৪ লক্ষ ২০ হাজার এবং ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, পূর্বসপ্তাহে উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৫৪ হাজার এবং ১১ কোটি ২০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—  
টেলিগ্রাফিক (প্রতি টাকায়) ১ শি: ৫৫ ১/২ পে  
ঐ দর্শনী ১ শি: ৫৫ ১/২ পে  
ডি এ ৩ মাস ১ শি: ৬৫ ১/২ পে  
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩০২৬০

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১২ই নবেম্বর  
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অনেকটা মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে; কাজকারবারের পরিমাণও খুব বেশী হয় নাই। বোম্বাইয়ের বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ থাকায় এবং সোনার দর কমের দিকে বাওয়ার কলিকাতার শেয়ার বাজারেও কর্মচঞ্চল্য অনেকাংশে হ্রাস পায়। তবে শেয়ার বাজারের সমস্ত বিভাগেই যে একটানা মন্দার ভাব চলিয়াছে তাহা নহে। সপ্তাহের শেষের দিকে চিনির কল ও কাপড়ের কলের শেয়ারের দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বোম্বাই বাজারে অস্থিরতার ভাব বলবৎ না থাকিলে কলিকাতায় কোন কোন শ্রেণীর শেয়ারের দর আরও বৃদ্ধি পাইত। শেয়ার বাজারে বাহারা কাজকারবার করেন তাহাদের অনেককেই আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া বাজারের হালচাল লক্ষ্য করিতে চাহিতেছেন।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিকিকিনি বেশী না হইলেও দর হ্রাস পায় নাই। ৩০ নবেম্বর কোম্পানীর কাগজ ২৭১/০, ৩ নবেম্বর কোম্পানীর কাগজ ৮৪১/০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রের মধ্যে ৩ নবেম্বর

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য  
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

# ন্যাশনাল মিটি

ইনসিওরেন্স লি:

১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল : ২৭৮

কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য

১৯৪২ সালে প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৭%

১৯৪২ সালে জীবনবীমা তহবিল বৃদ্ধি পাইয়াছে ১১২%

ব্যয়ের হার মাত্র ২০ %

সম্পূর্ণ ষ্টাটুটারী ডিপোজিট ২ লক্ষ টাকা

ভারত গভর্নমেন্টের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজার—কে. পি. দালাল।

ভারতবর্ষ আইনের ১৪এ ধারা অনুসারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে; ইহা স্পষ্ট প্রকাশ থাকে যে, এই অনুমতি দ্বারা ভারত গভর্নমেন্ট কোম্পানীর ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন পরিকল্পনার আর্থিক সুসঙ্গতি বা তদ্বিষয়ে প্রকাশিত বিবৃতি বা অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

ডিসেম্বর বণ্ড (১৯৪৩-৪৫) ২৮০, ৩৭ সুদের (১৯৪১-৪৪) ১০২, ৩৭ সুদের (১৯৪২-৪২) ১১১, ৪১ সুদের (১৯৪৫-৪০) ১১৫০, ৫৭ সুদের (১৯৪৫-৪৫) ১০৬০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে। কোন আদেশিক সরকারের স্বপক্ষে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

### ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় ব্যাঙ্কের শেয়ার সম্পর্কে ক্রেতামহল একটু বেশী ঋণোৎসাহবর করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ারের চাহিদা ছিল। কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রেই ৮২ দরে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ার হস্তান্তরিত হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৮৭০, (কণ্ঠিবিউটারী) ৪৬২, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১২৮, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২৬ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব দেখা গেলেও সপ্তাহের শেষের দিকে দর বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। বেঙ্গল নাগপুর ৩৬০, কানপুর টেক্স-টাইল ১৫ এলগিন মিলের শেয়ারের দর সপ্তাহের প্রথম দিকে কমিয়া ৯৫০ হইয়াছিল, পরে বৃদ্ধি

পাইয়া ৯৮০ পর্যন্ত উঠিয়াছে। ডানবার ২৭৪, বাসন্তী ১০০, কেশোরল ১৬০, নিউভিক্টোরিয়া ১০, রাধেশ্যাম ১২ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

### কয়লার খনি

কয়লা উত্তোলন সম্পর্কে নতুন পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হওয়ার পরও কয়লা খনিসমূহের শেয়ার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। দরও পূর্ব সপ্তাহের দরের কাছাকাছি সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যে ওঠানামা করিয়াছে। এ্যামালগেমিটেড ৪৩০, বেঙ্গল ৩৩১, বোকারো এণ্ড রামগড় ৩২, বরাকর ২৪৫, থেমা মেইন ১৭৫, ইকুইটেবল ৪৫০, কালাপাহাড়ী ২৪০, তালচের ৬, নিউবীরডুম ২৭০ আনার কাছাকাছি ওঠানামা করিয়াছে। নর্থ দায়ুলা একটু বাড়িয়া ২০ আনা হইয়াছে, সামলা ৫৫, সাউথ করণ-পুরা ৮০ ট্যাগার্ড ১১০ বাড়িয়া ২২০ আনা হইয়াছে। ওয়েস্ট জামুরিয়া ৩৭০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### পাটকল

অধিকতর পরিমাণে কয়লা সরবরাহের সম্ভাবনা এবং অক্টোবর মাসের সন্তোষজনক উৎপাদন সত্ত্বেও পাটকলসমূহের শেয়ারের দর বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। আদমজী ১ বাড়িয়া ৩০ হইয়াছে,

এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কোন শেয়ার ক্রয়বিক্রয় হয় নাই। বালী ৫, বাড়িয়া ৩৫৭, বরানপুর ১৬৬, চাঁপাদানী ২২২, হাওড়া ১০ বৃদ্ধি পাইয়া ৬৫০, গৌরীপুর ৭২৬, হুগুমচাঁদ ২৭০, ইণ্ডিয়া ২০ কমিয়া ৫২৮, কামারহাটী ৫৫৩, ফিনিশন ৩৭১, জাশনাল ২৭৫, মেঘনা ২৩০, নর্থকক ৩১৫, নদীয়া ১০৪, রামেশ্বরওয়া ১৪ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ার আয়রণ এবং স্টীল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৭ এবং ২৭ টাকার কাছাকাছি ওঠানামা করিয়াছে। ভারতীয় ইলেক্ট্রিক স্টীল একটু বাড়িয়া ১৫৫, বি আই কর্পোরেশন ১৮০, বার্ণ এণ্ড কোং ৩৯৭, জেমস ২১০, মার্শাল ৪০, জাশনাল আয়রণ এণ্ড স্টীল ১৩০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চিনির কল

পূর্ব সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার বাজারে যে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা বলবৎ থাকে নাই। কানপুর ৪৭ হইতে কমিয়া ৪৪, চম্পারণ ৪৬ হইতে কমিয়া ৪৪ টাকায় দাঁড়ায়, মারি ক্রমারী ২৬৫, নিউ সাবন ২০, রামনগর কেন এণ্ড হুগার ১৪, ইউ পি হুগার ৩৪ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

## দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক”  
(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| অনুমোদিত মূলধন             | ... | ৩,৫০,০০,০০০ টাকা  |
| বিক্রীত মূলধন              | ... | ৩,৩৬,২৬,৪০০ টাকা  |
| আদায়ীকৃত মূলধন            | ... | ১,৬৮,১৩,২০০ টাকা  |
| রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল   | ... | ১,৪৮,৩২,০০০ টাকা  |
| ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে |     |                   |
| ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ    | ... | ৭২,২৭,৬৮,০০০ টাকা |

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোম্বে।  
ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে।  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি  
—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান  
মিঃ হরিদাস মায়ব দাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম,  
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ,  
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, ভার আরদেশীর দালাল, কে, টি,  
মিঃ ষিঠলদাস কাজি, মিঃ হরমুজি ফ্রেমজি, কমিশনারিয়েট  
মিঃ হুমায়ুন হুসেন, চিনয়,  
লণ্ডন এজেন্টস—মেসার্স বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং  
মেসার্স মিডল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক  
সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।  
সর্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখা—মেস অফিস—১০০নং ক্লাইভ স্ট্রিট, বড়বাজার  
শাখা—৭১নং ক্রস স্ট্রিট, নিউ মার্কেট শাখা—১০নং লিওনে স্ট্রিট, আম-  
বাজার শাখা—১৩৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ভবানীপুর শাখা—৮এ, রসা  
রোড। বাজলার শাখা—ঢাকা, মারায়ণগঞ্জ, মিরকাশিম, জলপাই-  
গুড়ী, কালিঙ্গা, দিনাজপুর ও বর্ধমান। বিহারের শাখা—জামসেদপুর,  
মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতাবারি, বেতিয়া, মধুবনী, খাগা-  
রিয়া, বকসোল, কাটিহার, নোগাছিয়া, ফরবেসগঞ্জ, কিশগঞ্জ, সাহেব-  
গঞ্জ, ভাগলপুর, পাটনা ও সাগারাম (আরা)। উড়িষ্যা শাখা—সম্বলপুর।

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

নিম্নিমেটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাজো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বাইর স্ট্রিট (কলিকাতা)

বারিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইউ, পি)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন, বি, ঘোষ দস্তিদার।

ফোন : কলিকাতা ১৩০২

গ্রাম : “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা”

## দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক

অনু ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক—শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর

কে, সি, এস, আই

সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান

চীফ অফিস—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট

কলিকাতা অফিস—১১নং ক্লাইভ রো

ব্রাঞ্চ ও সাব-ব্রাঞ্চ

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে।

শতকরা ১০ হিসাবে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ  
গোলাঘাট (আসাম) ব্রাঞ্চ ও মহু (শ্রীহট্ট) সাব-ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

## চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বাজারে  
অস্থিরতার ভাব দেখা গিয়াছে। হাসিমারা ৭১।০  
হাতিক্ষীড়া ৩১৮০, তেজপুর ১৭৮, পত্রকোলা  
১১১৫, নগরীসুন্নী ১১৬০ টাকা দরে হস্তান্তরিত  
হইয়াছে।

## কাগজের কল

ইঞ্জিয়ান পেপার পাল্ল ২০৯০, মাইশোর  
পেপার ২৩০, ওয়িল্মেট পেপার ২৮ টাকা দরে  
হস্তাক্ষরিত হইয়াছে।

## বিবিধ

বর্ষা কর্পোরেশন ৩০%, ইন্ডিয়ান কপার ২৫%, বি আই কর্পোরেশন ৬৮%; ডানলপ রবার ৫৫%, রোটাস ইন্ডাস্ট্রিয় ৩২%, মেদিনীপুর জমিদারী ১৬, টাকায় বিকিকনি হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে কলিকাতার শেয়ার বাজারে  
নিম্নরূপ বিকিণি হইয়াছে :—

## কোম্পানীর কাগজ

৩. আমাদের ডিস্কেন্স বণ্ড (১৯৪৬) চাই নভেম্বর—  
১০২।০। ৩. আমাদের ডিস্কেন্স বণ্ড (১৯৪২-৫২)  
চাই নঃ—১০০৬/০ ১০০।৮/০; ২ই—১০০।৮/০।  
৩. আমাদের লোন (১৯৫১-৫৪) চাই নঃ—১০০০/০;  
২ই—১০০০/০। ৩. আমাদের লোন (১৯৫৩-৫৫)  
চাই নঃ—২২৬/০; ২ই—২২৬/০; ১০ই—২২৬/০।  
৩. আমাদের লোন (১৯৬৩-৬৫) চাই নঃ—২৮।/০  
২৮।৮/০; ২ই—২৮।/০; ১০ই—২৮।/০। ৩. আমাদের  
কোম্পানীর কাগজ ২ই নঃ—৮৫/০ ৮৫।/০। ৩০।  
আমাদের কোম্পানীর কাগজ চাই নঃ—২৭।/০ ২৭।/০  
২৭।/০ ২৭।/০; ২ই—২৭।/০ ২৭।/০ ২৭।/০  
২৭।/০; ১০ই—২৭।/০ ২৭।/০ পাই। ৪।  
আমাদের লোন (১৯৫৫-৬০) চাই নঃ—১১৫৬।০; ২ই—  
১১৫৬।০। ৫. আমাদের লোন (১৯৪৫-৫৫) ২ই নঃ—  
১০৬।০।

ডিবেঞ্চার

৬. সুদেব (১৯১৬-৫৬) এসোসিয়েটেড হোটেলস্  
২ই নং—১০৩।

**ব্যাঙ্ক**

সেক্টাল চাই নং:—৮২। ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ  
আদারীকৃত) ২ই নং:—১৮৭০, ও (কন্টি) ২ই—  
৪৬২। 'রিবার্ড' চাই নং:—১২৪, ১২৬, ১২৭

১২৪, ১২৪০, ১২৬, ; ৯ই—১২৮। ১২৭, ১২৭০।  
 ১২৮, ; ১০ই—১২৬, ১২৭, ১২৭০। ইউ-  
 নাইটেড কমার্শিয়াল চই'নঃ—২৪৫, ২৫, ২৫০।  
 ৯ই—২৫০, ২৫০, ২৬, ২৮০ ; ১০ই—২৬, ।

## हेमेटिक

• বেরেলী ১০ই নং—১৬, ১৬৭০। পাটনা ৮ই  
নং—১৬১০।

शनि

বাংলা কর্পোরেশন চাই নঃ—৩৬/০ ৩৬/০ ;  
 ২ই—৩৬/০ ৩৬/০ ; ১০ই—৩৬/০ ৩৬/০ । কন-  
 সোলিডেটেড টিন চাই নঃ—২৬/০ ; ১০ই—২৬০  
 ২৬ ২৬/০ । ইন্ডিয়ান কপার চাই নঃ—২৬০  
 ২৬/০ ; ২ই—২৬/০ ২৬/০ ; ১০ই—২৬/০ । করণ-  
 পুরা ডেভেলপমেন্ট চাই নঃ—১৬ ১৬/০ ১৬/০  
 ১৬০ ; ২ই—১৬/০ ১৬/০ ; ১০ই—১৬/০ ।  
 রোডেসিয়া কপার চাই নঃ—২ ২/০ ; ২ই—  
 ২/০ । ট্যান্ডর টিন ২ই নঃ—১৬/০ ।

রবার

ডিগন্তস্বারা ১০ই নং—৭।

## কাগজের কল

ইন্ডিয়ান পেপার পান্ন চই নং—২১০; ২ই—  
২০৯। মাইসোর ১০ই নং—২৬৫। ওরিয়েন্ট  
চই নং—২৭৫ ২৮০; ২ই—২৮। ত্রীগোপাল  
চই নং—২৩৫; ২ই—২৩৫ ২৩৫; ১০ই—  
২৩৯। টিটাপড় চই নং—২৭৫ ২৭৫; ২ই—  
২৭৫ ২৭৫; ১০ই—২৭৫ ২৭৫; ৩  
(ফাষ্ট প্রেক্স) চই—২০৭।

## কয়লার ধনি

এ্যানালুগ্যামেটেড চই নঃ—৪৩। ৪৮ ;  
 ২ই—৪৩। ১। বড়বনী চই নঃ—২৬। ৫।  
 বেঙ্গল চই নঃ—৫২২। ৫০১। বেঙ্গল নাগপুর  
 চই নঃ—৪৬। বোকারো এণ্ড রামগড় চই  
 নঃ—৩১৬। ৩২। ০; ২ই—৩২। ০; ১ই—  
 ৩২। ১। বড় ধেমো চই নঃ—২। ২। ০; ২ই—  
 ২০। ২। ০; ১ই—২। ২। ০। বরাকুর চই নঃ—  
 ২৫০। ২৫। ০; ২ই—২৫। ০ ২৫; ১ই—২৫-  
 ২৪৬। ০। ধেমো মেইন চই নঃ—১৭৬। ১৮। ০;  
 ২ই—১৮। ০ ১৭৬। ০; ১ই—১৭৬। ইষ্ট ইন্ডিয়া  
 চই নঃ—২৮। ০। ইকুইটেব্ল চই নঃ—৪৫। ০।  
 ৪৬ ৪৬। ০ ৪৬। ০; ২ই—৪৫। ০ ৪৬ ৪৬। ০;

১০ই—৪৫৮০ ৪৫৯০। কালাপাহাড়ী চই নঃ—  
২৪৫০ ২৪৮০; ২ই—২৪৮০ ২৪৯০; ১০ই—  
২৪ ২৪৯০। কাছাগ বরিশা চই নঃ—৫০।  
মণ্ডলপুর চই নঃ—১৫৫০; ১০ই—১৫৬০  
১৫৬০। নাঙ্গীরা চই নঃ—১৩০ ১৩০। নিউ  
বীরভূম চই নঃ—২৭৮০ ২৭৯০ ২৮০; ২ই—  
২৭৫০; ১০ই—২৭৫০ ২৭৮০। নর্থ দামুদা ২ই  
নঃ—২ ২৮০; ১০ই—৮৫০ ২৮০ ২। পেকু-  
ভেলী ১০ই নঃ—৪৫৫০ ৪৫৫০। রাণীগঞ্জ ২ই  
নঃ—৩২৮০; ১০ই—৩১০ ৩১০। রেওয়া ১০ই  
নঃ—৩২৮০। সাতপুকুরীয়া এণ্ড আসানসোল  
২ই নঃ—৩; ১০ই—৩৮০ ৩৮০ ৩৮০। শিবপুর  
১০ই নঃ—৩৮০। সাউথ করণপুরা চই নঃ—৮৫০  
৮৮০; ২ই—৮৮০ ৮৮০। তালচের চই নঃ—  
৫০ ৫৮০; ২ই—৫৮০ ৫৮০; ১০ই—৫৮০ ৬০।  
ইউনিয়ন ২ই নঃ—৩২৫০। ওয়েষ্ট জামুদা চই  
নঃ—৩৭৮০ ৩৮০; ১০ই—৩৭৮০ ৩৭৮০।

## কাপড়ের কল

বাসিন্দা ১০ই নং—১৩৫০/০ ১৩০/০। বেনারেস  
চই নং—১৪১০/০ ১৫০/০; ২ই—১৫ ১৫০/০;  
১০ই—১৪৫০/০। বেঙ্গল-নাগপুর চই নং—  
৩৬১০/০; ২ই—৩৬০/০ ৩৬৫০। কানপুর-টেকনা  
টাইলস্ চই নং—১৪৫০ ১৫; ২ই—১৪৫০/০  
১৫০/০; ১০ই—১৪৫০ ১৫। দানবার্ চই নং—  
২৭৪। এলগিন মিলস্ চই নং—২৪ ২২;  
২ই—২৮০ ২৭০/০; ১০ই—২৫৫০ ২৬। কেশো-  
রায় চই. নং—১৫৫০/০ ১৬০/০; ২ই—১৬১০/০  
১৬০/০; ১০ই—১৫৫০/০ ১৬০/০। মহালক্ষ্মী ১০ই  
নং—৪২ ৪০০। নিউ ডিস্ট্রীয়া চই নং—  
২৫০/০ ২৫০/০; ২ই—২১/০ ২১০/০; ১০ই—২১০/০

**শক্তিবর্ধক রক্ত পরিশ্কারক আদর্শ টনিক**

## নিওଲାড

৮ আউম—১৫. ১৬ আউম—৩৬.

## সমগ্র ভারতে ডিষ্ট্রিবিউটস্‌

মেসাস' সি বেটি এণ্ড কোং

প্রস্তুতকারক স্বত্বাধিকারী

মেসার্স মডার্ন ল্যাবরেটরীজ লিঃ  
সমস্ত ঔষধশালয়ে পাওয়া যায়।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ফোন—ক্যানকাটা ২৭৬৭

টেলিগ্রাফ — জমক, মলাদ

## নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।  
 শাখাসমূহ—নৌকাঘাটী, ঢাকা, মেদিনীপুর,  
 মাদারগঞ্জ, পুরী, আমালপুর (মুন্সের), শান্তিপুর,  
 ককনগর, বালিচক, বালেশ্বর ও আমন্দপুর।

**কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

সংগ্রাম ও শাস্তি  
 সকল অবস্থাতেই  
 আপনাদের

সেবা করিতে প্রস্তুত।

শাখাসমূহ : —  
ঢাকা, কালিঙ্গ

হেড্ অফিস :—  
৩ ৬ ৪ হোয়ার ষ্ট্রাট  
কলিকাতা ।

ফোন : কলিকাতা ৬১১

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :- মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী

২১/০। প্রভাতী টেক্সটাইল চই নঃ—১১১ ১১০; ২ই—১১১।

### ইঞ্জিনীয়ারিং

ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল চই নঃ—১৫১০; ২ই—১৫১০ ১৫১০; ১০ই—১৫১০ ১৫১০। ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং এন্ড আয়রণ ২ই নঃ—১৪১। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ষ্টীল চই নঃ—৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০/০; ২ই—৩৬০ ৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০/০; ১০ই—৩৬০ ৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০/০। বেসপ এন্ড কোং ২ই নঃ—২১১০। কুমারধুবী চই নঃ—৮১/০ ৮১/০; ২ই—৮১/০ ৮১/০; ১০ই—৮১/০। জাশনাল আয়রণ এন্ড ষ্টীল চই নঃ—১৩১ ১৩১০; ২ই—১৩১ ১৩১০; ১০ই—১২৬০/০ ১৩০/০। ষ্টীল কর্পোরেশন চই নঃ—২৭১০ ২৭১০ ২৭১০ ২৭১০ ২৭১০; ২ই—২৭১০ ২৭১০; ১০ই—২৭১০ ২৭১০।

### পাটকল

এ্যালায়েন্স চই নঃ—৪০৮; ২ই—৪০৮। বরানগর চই নঃ—১৬৮; ২ই—১৬৮ ১৬৮; ১০ই—১৬৮। বেঙ্গল চই নঃ—২৭৬/০। বিড়ল চই নঃ—৩২১। বজ্রবজ্র চই নঃ—৪২৪; ১০ই—৪২৪ ৪২৮। গুণীপুর চই নঃ—৮০২; ১০ই—৭২০ ৭২৮। হুগলী চই নঃ—৮৮। হাওড়া চই নঃ—৪৪৬/০ ৪৪৬/০; ২ই—৪৪৬/০ ৪৪৬/০; ১০ই—৪৪৬/০ ৪৪৬/০। হুগলী চই নঃ—২৬৬/০ ২৭১০; ২ই—২৭১ ২৭১০। কামারহাটী (প্রেক্ষ) চই নঃ—১৫৮০। কাকনাড়া (প্রেক্ষ) চই নঃ—১৫৮০। মেঘনা চই নঃ—৮০১। নদীয়া ২ই নঃ—১০৫১ ১০৫১; ১০ই—১০৫১ ১০৫১। ওরিয়েন্ট ২ই নঃ—২১২০; ১০ই—২১২০। প্রেসিডেন্সি চই নঃ—৬৪০; ২ই—৬৪০ ৬৪০।

### চিনির কল

বলরায়পুর ২ই নঃ—১৬৬/০; ১০ই—১৬৬। ১৭। কেরা এন্ড কোং চই নঃ—২৭০ ২৭৬/০; ২ই—২৭০ ২৭৬/০; ১০ই—২৭০ ২৭৬/০। কানপুর চই নঃ—৪৫০; ২ই—৪৫০; ১০ই—৪৪০। চম্পারণ চই নঃ—৪৬০ ৪৬০; ২ই—৪৪০; ১০ই—৪০৬ ৪০৬/০। ঘরতাল্লা চই নঃ—৩০১; ২ই—৩০৬ ৩০৬/০; ১০ই—৩০৬/০। প্রভাবপুর ২ই নঃ—২২১ ২২৬/০; ১০ই—২২৬/০। সমস্তিপুর চই নঃ—২১০ ২১৬/০; ২ই—২০৬ ২১০/০; ১০ই—২১০।

### চা-বাগান

বড়পুকুরী চই নঃ—২৫/০। দার্জিলিং টি এন্ড সিল্কোনা চই নঃ—২৮০; ২ই—২৮০। এলেন-বাড়ী চই নঃ—৫১৫। হাঁসকোয়া চই নঃ—১৬৬/০; ১০ই—১৬৬। হালিমারা ১০ই নঃ—৭১ ৭১০। হলদিবাড়ী ২ই নঃ—৪১। নিউ টেরাই চই নঃ—২৩০; ২ই—২২০ ২২১০। পাক্রকোলা ১০ই নঃ—১১১৫। তেজপুর চই নঃ—১৬৬ ১৭৬/০; ২ই—১৬৬ ১৭৬।

### বিবিধ

আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট চই নঃ—১৩৬/০; ১০ই—১৩৬। বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেক্ষ) চই নঃ—১২৬/০। বেঙ্গল পটারিঞ্জ ২ই নঃ—২৫০; ১০ই—২৫০। ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং চই নঃ—১৭১০। বি আই কর্পোরেশন চই নঃ—৬৪/০ ৬৪/০; ২ই—৬৪ ৬৪০; ১০ই—৬৪/০ ৬৪০। ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ চই নঃ—২৫০। ডালমিয়া সিমেন্ট ১০ই নঃ—১৭৬/০। ডানলপ রবার চই নঃ—৫৫১০। ইণ্ডো-বার্মা পেট্রোল চই নঃ—৬২১০। লিটার এ্যাংকসেপটিক ১০ই নঃ—১১০। রোটার ইন্ডাস্ট্রিজ ২ই নঃ—৩১০; ১০ই—৩২০। বেঙ্গল টিম্বার ২ই নঃ—২১২; ১০ই—২১৬। ইঞ্জিনিয়ারিং কেবল্‌স চই নঃ—৩৩০; ১০ই—৩০৬ ৩০৬/০। ব্রিটিশ-বার্মা পেট্রোল চই নঃ—৩৬০; ২ই—৩৬০। এ্যালকালি এন্ড কেমিক্যাল চই নঃ—৩২৬।

### পাটের বাজার

কলিকাতা, ১০ই নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বিগত সপ্তাহে বাজারে যে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল শেষ পর্যন্ত তাহা টিকিতে পারে নাই। কয়লা সরবরাহ সম্পর্কে সরকারী সম্বন্ধের কথা ঘোষিত হইবার পর বাজারে কিছুটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল। ব্যবসায়ী মহল মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কয়লার অভাব পূর্বের ভায় অল্পভূত না হইলে পাটকলের মালিকরা স্বভাবতঃই পাট ক্রয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেরূপ ঘটনা ঘটে নাই, কয়লার সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে না করা পর্যন্ত মিলওয়ালারা অনিশ্চিত অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে জোর দিবেন না বলিয়াই মনে হইতেছে। কলিকাতার বাজারে যে মজুত পাট রহিয়াছে তাহা খুব বেশী বিক্রি হয় নাই। এই সব কারণে পাটের দরে এবার কিঞ্চিৎ মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। ইতিমধ্যে কয়লা সম্পর্কে আরও সন্তোষজনক ব্যবস্থা ও অগ্রাঙ্ক ছোট বড় কারণ-গুলির একটা সুরাহা না হইলে পাটের বাজার বিশেষ চালা হইয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে পাটের দর খুব বেশী

নামিয়া বাইবার শকাও দেখা যায় না। পাটের দর বড় জোর একটা সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যে উঠানাকা করিবে।

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে মিলওয়ালারা যে পরিমাণ মাল খরিদ করিয়াছেন তাহাকে বৎসামাত্র বলাই ভাল। ইঞ্জিনিয়ার জাত মিডল ও বটোমের দর ছিল যথাক্রমে ১৫ টাকা ও ১২ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে পাকা বেল বিভাগেও মন্দার ভাব চলিয়াছিল। এই বিভাগে



**ইউনাইটেড  
কমার্শিয়াল  
ব্যাংক লিমিটেড**

২, বয়েল এরস্ট্রেং স্ট্রিট, কলিকাতা।

চোবান্দা—  
মিঃ জি, ডি, বিড়লা  
ভাই, চোবান্দা—  
মিঃ এম, এ, ইম্পাহারী  
আদায়ীকৃত মূলধন  
**১ কোটি টাকা**

শাখাসমূহ—  
বোম্বাই, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ  
(সিঙ্গু) আমেদাবাদ, দিল্লী  
কেন্দ্রীয় কার্যালয় :—মিঃ বি, টি, ঠাকুর।

দ্রি

**ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল**

**ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ**

স্থাপিত—১৯৩৪

হেড অফিস—কাণপুর

**লাইফ ফায়ার এ্যাকসিডেন্ট**

এজেন্সি-কমিশন বংশপরম্পরাগত

প্রগতিশীল নিরাপত্তাবিধায়ক আধুনিক

সম্পূর্ণ ভারতীয় চিত্তাকর্ষক পলিসীসমূহ

**ফ্রী ইণ্ডিয়া পলিসী নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি**

চোবান্দা :— ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

স্ত্রীর পদক্ষেপ সিংহানিয়া এন্ড কোং ভারতীয়

লাইফ ম্যানেজার :  
**কে ভট্টাচার্য**

ব্রাঞ্চ :— কলিকাতা ব্রাঞ্চ :  
ভারতের সর্বত্র ৯৯ ক্লাইড ষ্ট্রিট

### ফেডারেশন ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ১০মং ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা।  
অনুমোদিত মূলধন ১০০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রয়ার্থ মূলধন ২৫,০০,০০০ ”  
বিক্রীত মূলধন ৯,২৫,০০০ টাকার উপর  
আদায়ীকৃত মূলধন ৬,২১,০০০ টাকার উপর  
মজুত ও অপরাপর  
ভুবি ১,৬২,৯১৬৬/৬ পাই

কোন : ক্যাল ৪৫৫০ ও ৪৫৪৫  
শাখা :—শ্রীমঙ্গল, চৌরঙ্গী কোয়ার, কলকাতা, পার্ক সার্কাস ( কলিকাতা ), বর্ধমান, চুঁচুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর ও কুষ্টিয়া।

সকলপ্রকার ব্যাংকিং কার্য করা হয়।

গত সপ্তাহে যে চড়তি দেখা গিয়াছিল তাহা হ্রীভূত হইয়াছে।

এবার খেলে ও চট্টের বাজারে বেশ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। পাটকলসমূহে করলার নিয়মিত সরবরাহ সম্পর্কে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়াই মনে হয়। তবে এতাবৎ মিলসমূহের নিকট যে করলা পাঠান হইয়াছে তাহা পরিমাণের দিক দিয়া আপাততঃ সন্তোষজনক হইলেও গুণাগুণ বিচারের দিক দিয়া খুশী হইবার মত নহে বলিয়া জানা গিয়াছে। এবার ৯নং ও ১১নং পোর্টার (সবজিরের) যথাক্রমে ২১৯০ আনা ও ২৮০ আনার ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই নভেম্বর  
কলিকাতা, ১৩ই নভেম্বর আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। সপ্তাহের শেষ দিবসে তুলার দরে যে যৎকিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছিল তাহা উল্লেখ করিবার মত সন্তোষজনক নহে। সারা সপ্তাহ ব্যাপী একটা একটানা নিম্নস্রতার ভাব

চলিয়াছিল। তুলার দর বিশেষ উঠানামা করে নাই। কাজকারবারও যৎসামান্যই হইয়াছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশন ভবনে তুলার ফাটকা বাজারে কর্মতৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে। যে যে সর্ভে গবর্ণমেন্ট পুনরায় তুলার ফাটকা অনুমোদন করিয়াছেন সেই সর্ভগুলি যদি সমিতির কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে পালন করেন তাহা হইলে ফাটকার কলে অবাহনীয় অবস্থা দাঁড়াইবার সম্ভাবনা নাই। বাজার বন্ধের মুখে (গত ১১ই নভেম্বরের দর) করিলা জাহাজী ৪৫০ আনা মার্চ ৪৫২০ আনা ও মে ৪৫৪০ আনার ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। করিলা মে সম্পর্কে আগাম কাজকারবার উল্লেখযোগ্য বলিয়া প্রকাশ।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যায়। বস্ত্র ও সূতার সর্বোচ্চ দর সম্পর্কে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার ভয়সায় অনেকে অপেক্ষা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। কাপড়ের বাজারে ক্রেতার তেমন ভীড় নাই। শীতবস্ত্রের বেশ চাহিদা থাকিলেও অত্যধিক মূল্যের জন্য ক্রেতা বহুল পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

### সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১২ই নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে বোম্বাই বাজারে সোণার দর সর্বাঙ্গ গভীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে এবং উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ই লক্ষ্য করা যায় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭৮ টাকার কমে সোণা বিক্রয় করিতে রাজী না হইলেও মিশ্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধের অবস্থা থেকে আশাশ্রম হইয়া উঠিতেছে তাহাতে সোণা-রূপার একদম উচ্চ দর বেশী দিন বজায় রাখা সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সোণা বিক্রয়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭৮ টাকার কমে সোণা বিক্রয় করিতে রাজী হইলে সপ্তাহের শেষে সোণার বাজার আরও কমিয়া যাইত। পাকা সোণার দর গিয়াছে ৭৭৮ আনা। কলিকাতা বাজারে পাকা সোণা ৭৭৮ আনা এবং গিনি প্রতিধণ্ডের দর গিয়াছে ৫৪৮ আনা। বোম্বাই বাজারে গিনির দর গিয়াছে ৫২৫ আনা।

## ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

স্থাপিত—১৯০৬ (আগষ্ট)

১৯৪১ সালের দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশনে যে হারে বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা ভারতে বিধেয়িত সর্বোচ্চ হারের অন্ততম।

### বোনাস

| প্রতি বৎসর                               | প্রতি হাজারে       |
|------------------------------------------|--------------------|
| আজীবন বীমায়                             | ১৬ টাকা            |
| মেরাদী বীমায়                            | ১৩ টাকা            |
| লাইফ ফাণ্ড                               | ৩,৩০,০০০ টাকার উপর |
| মোট সম্পত্তি                             | ৪,৬৩,০০০ " "       |
| (৩০.৬.৪৩ তারিখের হিসাবানুযায়ী)          |                    |
| ১৯৪৩ সালের প্রথম অর্ধ বৎসরে লাইফ ফাণ্ডের |                    |
| পরিমিত অর্থ আরও ৫০,০০০ বর্দ্ধিত হইয়াছে। |                    |

বিশেষ সর্ভে রিগ্রেন্ডেমেন্টেডিস আবশ্যক।

এন. সি. দত্ত, এম. এল. সি. চেয়ারম্যান।

## আর্থিক জগৎ প্রেসে

অনুসন্ধান করুন।

১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোম বড়বাজার ৩৩৮২

## ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদূত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ভ  
অল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী  
(Schemes)

কতকগুলি স্থানে টীক এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে

ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।



## রূপা

কলিকাতা, ১২ই নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই রূপার বাজারে তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে, তবে বিকিকিনি বিশেষ হয় নাই এবং দরও সঙ্কীর্ণ গতির মধ্যে ওঠানামা করিয়াছে। রেডি রূপা ১০০ ভরির দর গিয়াছে ১২২৮/০ আনা। কলিকাতা বাজারে রেডি রূপার দর গিয়াছে প্রতি ১০০ ভরি ১১৯০ আনা, পূর্বে সপ্তাহের দর ছিল ১১৭১০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে কোন পরিবর্তনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

## আয়ার গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভারতের

সাহায্য ১০০০০০০ ষ্টার্লিং দান

রয়টারের সংবাদে জানা যায়—আইরিশ রেড-ক্রস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট জাষ্টিস কোনর মেগার শুক্রবার রাজিতে এক বক্তার ঘোষণায় প্রকাশ করিয়াছেন যে ২১ দিন মধ্যেই আয়ার গবর্ণমেন্ট ভারতের সাহায্যের অঙ্ক ১০০০০০ ষ্টার্লিং প্রেরণ করিতেছেন।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক ও ছাত্রাদয়কে স্নাতকোত্তর

সরবরাহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১০০০ শিক্ষকের ৪০০০ লোককে এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নিত হোস্টেল ও মেসের ৩০০০ ছাত্রকে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির আরকতে স্নাতকোত্তর খাদ্যশস্ত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ কারণ ২১শে নবেম্বরের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যক্ষগণকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ রেজিষ্ট্রারের গোচরে আনিতে হইবে— (১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংখ্যা, (২) সহকারী ও অধীন কর্মচারীর সংখ্যা এবং (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন হোস্টেল ও মেসের ছাত্রের সংখ্যা।

## ধান ও চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য সম্পর্কে রাইস মিলস এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ

কলিকাতা রাইস মিলস এসোসিয়েশন বাঙ্গলা সরকারের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় যেভাবে ধান ও চাউলের সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে চাউল বিক্রেতাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইবে। উক্ত এসোসিয়েশন মনে করেন যে, যদি ধানের দাম মণকরা দশ টাকা হয়, তাহা হইলে ঐ অল্পপাণ্ডে চাউলের মূল্য মণকরা আঠার টাকা ছয় পাই হওয়া উচিত। যদি চাউলের সর্বোচ্চ দর এতদপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে চাউলের কল চালাইয়া কোনও লাভ হইবে না। কাজেই তাহারা ধাত্ত বিক্রেতাদের নিকট হইতে নির্ধারিত দরে ধান কিনিতে পারিবেন না। ইহার ফলে বাজারে নিয়মিতভাবে ধাত্ত আমদানীর পথে বাধার সৃষ্টি হইবে।

নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রয়োজনমত চাউল ক্রয় করিবেন বলিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া উক্ত এসোসিয়েশন দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিয়াছেন যে, মিলগুলির নিকট যে সমস্ত অবিক্রীত চাউল আছে, চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য আরও হ্রাস করিবার সময় গবর্ণমেন্ট যদি সেই সমস্ত চাউল খরচা অস্থায়ী পড়তা দরে ক্রয় করিয়া লইতে প্রস্তুত না থাকেন, তাহা হইলে চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের ফলাফল চাউলের কল এবং চাউলের বাজার—এই উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক হইবে। এসোসিয়েশন এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, দর বাধিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি রেল, ষ্টীয়ার, নৌকা এবং মোটর লরীযোগে ধান চাউল চলাচলের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে মূল্য হ্রাস করিবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে। এসোসিয়েশন আরও মনে করেন যে, যদি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ধান ও চাউলের দর কম বেশী করা হয়, তাহা হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইবে। কাজেই এসোসিয়েশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অন্ততঃ তিন মাস কালের সময়ের মধ্যে গবর্ণমেন্টের পক্ষে ধান চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না।

## ভবানীপুর ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন সমাপ্ত

শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি আমির আলি মি: ক্ষুদ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ ভবানীপুর ব্যাঙ্কের একদল আমানতকারীর দরখাস্তক্রমে ব্যাঙ্কের অংশীদার ও আমানতকারীদের গত সেপ্টেম্বর মাসের সভার রিপোর্ট এবং উক্ত সভায় গৃহীত পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের কারবার শুটাইবার দাবী জানাইয়া ব্যাঙ্কের কতিপয় মহাজন ইতিপূর্বে যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাও বিচারপতি আমির আলির নিকট শুক্রবার পেশ করা হইয়াছিল। বিচারপতি দরখাস্ত সম্পর্কে কোনও আদেশ জারী না করিয়া

সাময়িকভাবে বাহাকে লিকুইডেটর নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহাকে বিদায় দিয়া ব্যবসায়ী সম্পত্তি কোম্পানীকে বুঝাইয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

## কলিকাতায় দশমাসে ৩৭

হাজারের মৃত্যু

কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত জওলাপ্রসাদ ত্রিবাঙ্কর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এই বৎসরের প্রথম হইতে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা ৩৭ হাজার। পক্ষান্তরে গত ৫ বৎসরে ঐ সময়ে গড়ে ২৮ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

## বাঙ্গলার পুনরায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা

লণ্ডনস্থ 'নিউজ ক্রনিকল' পত্রিকা সম্প্রতি উহার কলিকাতা প্রতিনিধির নিকট হইতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন, নতুন আমন ধাত্তের ফসল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখনই ব্যবস্থা করা না হইলে আগামী বৎসর পুনরায় বর্তমান বৎসর অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। এ বৎসর ১ কোটি টন ধান উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া মনে করা হইতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই এ বৎসরের দুর্ভিক্ষের কারণগুলির অনেকগুলিই পুনরায় দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ ফাটকাদারেরা বাজার নষ্ট করিতেছে। কৃষকগণ তাহাদের প্রয়োজনানতিরিক্ত খাদ্যশস্ত্র লুকাইয়া রাখিতেছে ইত্যাদি।

“উৎপন্ন খাদ্যশস্ত্র যথাযথভাবে বন্টন সম্পর্কে এখনও কোন সরকারী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় নাই। তবে আমি আশা করিতে পারিয়াছি যে, অসাময়িক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মি: সুরাবর্দী পরিকল্পনাই গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার ফলে কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে তাহাদের উৎপন্ন খাদ্যশস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবে এবং পরে তাহাদের প্রয়োজন হইলে তাহারা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে এই খাদ্যশস্ত্র ক্রয় করিতে পারিবে”।

সদ্য প্রকাশিত

## কথা প্রসঙ্গে

সরস প্রবন্ধের

সকলন

—অনামী—

দাম দেড় টাকা

পুরবী পাবলিশাস

৭২, হারিসন রোড,

কলিকাতা।

সেবা ব্রতে ব্রতী

**পিপলস ক্রেডিট**  
(ব্যাঙ্ক লিমিটেড)

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ

ক্যানিং স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে

ফোন কলি: ৩৪৬

অর্থ, রোপ্য, কোম্পানীর কাগজ, বিল  
ও পণ্য দ্রব্যের জামিনে টাকা  
দান দেওয়া হয়।

\*আমী আমানতের স্বদের হার পত্র  
লিখিলে জানান হয়।

\*অগ্রাণু সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং  
কার্য করা হয়।

এস, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

০২৫, ০৭৬

(মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের সরকারী উদ্দেশ্য  
—৬০৩ পৃষ্ঠার পর)

তাহাদের প্রার্থিত সুবিধাদানে সম্মত হইয়া গবর্ণমেন্ট গোড়াতেই যে দুর্বলতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা দেখাইয়াছেন তাহাতে মুনাফাবৃত্তি প্রতিরোধক অর্ডিন্যান্সটি ভালভাবে কার্যকরী হওয়া সম্বন্ধে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগিয়াছে।

মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের মত জরুরী কার্যে ব্যবসায়ীদের জ্ঞাত্য দাবী দাওয়া যথারীতি বিবেচনা করিয়া দেখা গবর্ণমেন্টের পক্ষে অসম্ভব নহে। বরং ইহা তাহাদের পক্ষে একান্ত কষ্টব্য বলিয়াই আমরা মনে করি। কিন্তু অর্ডিন্যান্সটি প্রবর্তন করিবার পূর্বেই গবর্ণমেন্টের পক্ষে সেবিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিত ছিল। গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে দেশের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের ডাকিয়া পূর্বাঙ্ক্রে সকল বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা করিতে পারিতেন। প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের পরামর্শ শুনিয়া পরে মজুত মাল নির্ধারণের তারিখ ও পণ্য বিক্রয়ের সুসম্মত মুনাফা নির্ণয় সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু বর্তমান অর্ডিন্যান্সটি দেখিয়া গবর্ণমেন্টের স্বেক্সপ কোন বিবেচনাসম্মত কার্যনীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। যদিও জনসাধারণের হিতার্থে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন স্বার্থহানিকর ব্যবস্থা অবলম্বনের মত মনের জোর গবর্ণমেন্টের নাই, তথাপি উহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই তাহারা লোকদেখানো আড়ম্বর হিসাবে মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের অর্ডিন্যান্সটি জারী করিয়া বসিয়াছেন। এক্ষণে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তত্ত্বির ও প্রতিবাদে তাহাদের মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। আর উহাদের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে অর্ডিন্যান্সের বিভিন্ন বিধান কিভাবে যথা-সম্ভব শিথিল করা যায় বর্তমানে সেবিষয়ে তাহারা চিন্তাভাবনা করিতেছেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী মজুত মাল নির্ধারণের তারিখ একমাসকাল পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পণ্য বিক্রয়ের অনুমোদন-যোগ্য মুনাফার হারও বাড়াইয়া দেওয়ার কথা উঠিয়াছে। অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার পর অল্প-কাল মধ্যে তাহার সম্বন্ধে এহেন পুনর্বিবেচনা পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। মুনাফাবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ পুনর্বিবেচনার ফলে বর্তমান পরিকল্পনাটি অচিরে কার্যকরী হওয়ার কোন নমুনাও দেখা যাইতেছে না। যদি অর্ডিন্যান্সটি শেষ পর্যন্ত বাস্তবিক-

পক্ষেই প্রযুক্ত হয় তবে ব্যবসায়ীদের দাবী অনুযায়ী সমস্ত বিধিবিধান রদবদল করিতে গিয়া মুনাফাবৃত্তি দমনে উহার কার্যকারিতা কতদূর অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। দেশের কাপড়ের মালিক ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট তাহাদের বস্ত্র শিল্প নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাটিকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে পঙ্গু করিয়াছেন তাহাত আমরা স্বচক্ষেই দেখিতেছি।]

যাহা হউক, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী মজুত মাল নির্ধারণের তারিখ পরিবর্তন করাতে আমাদের তেমন কোন আপত্তির কারণ নাই। ইহাতে অর্ডিন্যান্সের বিধিব্যবস্থা প্রয়োগে কিছু বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু এতদিনই যখন গিয়াছে তখন ২/১ মাস কালে বিলম্বে আর কি হইবে? তবে পণ্য বিক্রয়ের অনুমোদনযোগ্য মুনাফা নির্ণয় সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট বর্তমানে যে কার্য-নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহা আমরা খুব মারাত্মক বলিয়াই মনে করি। ইহাতে মুনাফাবৃত্তি নিরোধের সমস্ত পরিকল্পনাটিই কার্যতঃ ব্যর্থ হইয়া যাইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। অর্ডিন্যান্সে পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবসায়ীদের লাভের মাত্রা শতকরা ২০ ভাগে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। কোন কোন পণ্যের ব্যাপার এইরূপ লাভের মাত্রা ব্যবসায়ীদের পক্ষে নিতান্ত স্বল্প বলিয়া বিবেচিত হইলে গবর্ণমেন্ট সেইসব পণ্যের নাম উল্লেখ করিয়া তৎসম্পর্কে অনুমোদনযোগ্য মুনাফার হার বৃদ্ধি করুন, ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু কিসব পণ্য সম্পর্কে কতদূর পরিমাণে বর্ধিত মুনাফার সুযোগ দেওয়া হইবে তাহা পাকাপাকিভাবে স্থির না করিয়া ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত দাবী দাওয়া ও কন্ট্রোলার স্বেন্যারেলের বিবেচনার উপর তাহা একান্তভাবে ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের মতে খুবই অসম্মত। কেননা মুনাফা সম্পর্কে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দাবীদাওয়ার কোন

সীমা নাই। তত্ত্বিরের জোরে এদেশে সরকারী অফিসারদের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে অন্তায় রকম সুবিধা আদায় করিয়া লওয়াও কঠিন নহে। কাজেই মুনাফা নির্ধারণের মত অত্যাবশ্যকীয় কাজটি এই দুই শ্রেণীর লোকের উপর ছাড়িয়া দিলে তাহাতে হোড়ি ও প্রকিটিয়ারিং নিয়ন্ত্রণের সমস্ত উদ্দেশ্যই শেষ পর্যন্ত পণ্ড হইয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। কাজেই সময় থাকিতে আমরা গবর্ণমেন্টকে এবিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমাদের কথা হইতেছে এই যে, গবর্ণমেন্ট যদি জনসাধারণের কল্যাণে এদেশে অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তি বাস্তবিকই নিয়ন্ত্রণ করিতে চান তবে সাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য জব্য সামগ্রী সম্বন্ধে কোন ব্যবসায়ীকে শতকরা ২০ ভাগের বেশী লাভের সুযোগ দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। প্রসাধন জব্য, মদ ও মোটর প্রভৃতি এমন কতিপয় ধরণের পণ্য রহিয়াছে যাহা অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর ভিতর অন্তর্ভুক্ত নয়। সাধারণতঃ দেশের জরুরী-কৃত সম্ভতিপন্ন লোকেরাই এই সমস্ত জব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহাদের সম্পর্কে উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদিগকে কিছু বেশী লাভের সুবিধা দেওয়াতে আমাদের আপত্তি নাই। কাজেই গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যকীয় জব্যাদির দর আমদানী ব্যয় বা উৎপাদন খরচের শতকরা ২০ ভাগ বেশী মূল্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া প্রসাধন জব্য, মদ ও মোটর প্রভৃতির দর তদপেক্ষা কিছু বেশী করিয়া নির্ধারণ করিতে পারেন। এইরূপ সুপরিকল্পিতভাবে কার্যনীতি অবলম্বন না করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ লাভের মাত্রা নির্ধারণ করিতে গিয়া তাহাদের নিকটই আত্মসমর্পণ করেন তবে মুনাফাবৃত্তি নিরোধের সরকারী অভিযান দেশের দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ কোন কল্যাণে আসিকে বলিয়া মনে হয় না।

# ওভারল্যান্ড ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন

৬ লক্ষাধিক

কার্যকরী মূলধন

১২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপুরা স্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢাকা ও কটক।

চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

(দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া—৩০৪ পৃষ্ঠার পর) —  
উৎপাদন খরচ বলিতে যা বোঝায় তাহা যে বাড়িয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ পোষণ করেন না। কয়লার খরচ, যন্ত্রপাতির মূল্য এবং তদুপরি মজুরের পারিশ্রমিক হার কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। মাত্র এক বৎসর পূর্বেও কলের মজুররা যেখানে চার আনা পাঁচ আনা দৈনিক মজুরীতে সন্তুষ্ট থাকিত সেক্ষেত্রে এখন দশ আনা, বারো আনার কমে মজুর পাওয়া যায় না। কয়লার খরচ এত অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কলের মালিকরা বাধ্য হইয়া যন্ত্রপাতির যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কয়লার বদলে তুষের ব্যবহার প্রচলন করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা প্রধান ঘটতি, যাহার জন্ত কল মালিকদের স্বাভাবিক লাভও বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহা আরও জটিল। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, গত বৎসরে বোলপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধাতু উৎপন্ন কম হইয়াছিল,—তাহার উপর যাহা বা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার মধ্যেও ‘আকুরা’ (অর্থাৎ যে ধানের মধ্যে চাল দানা বাঁধিতে পারে নাই) এত বেশী পরিমাণে ছিল যে অগ্ণাত বৎসরে যেখানে একমণ চালের জন্য দেড়মণ ধান লাগিত সেস্থলে এ বৎসর প্রায় পৌনে দুইমণ ধানে একমণ চাল প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছিল। ধান উৎপাদন কম হস্তার দরুন কলগুলির ক্রয় ক্ষমতাও প্রায় অর্ধেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধারণতঃ বোলপুরের বাইশটি কলের প্রায় প্রত্যেকটিই প্রতি বৎসরে প্রায় চল্লিশ হাজার মণ ধান ক্রয় করিতে পারিত, কিন্তু এ বৎসর গ্রামাঞ্চল হইতে ধান আমদানী এত কম হইয়াছিল যে এক একটা কল কুড়ি হাজার মণের বেশী ধান সংগ্রহই করিতে পারে নাই। এক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে কলের কার্যক্ষমতাকে পুরাপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হইল না, অথচ কলের যা নিম্নতম খরচ তাহাও বাদ দেওয়া সম্ভব হইল না,—তাছাড়া সারা বৎসর ধরিয়া (বৎসরের যে কয়েকমাস কাজ হয় না তাহার মধ্যেও) কর্মচারীদের মাহিয়ানা দিয়া রাখিতে হইল। এই সব দেখিয়া স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে সত্যি কি চালকলের মালিকরা এই মূল্য বৃদ্ধির সময়ে—পূর্বেপ্লিখিত সমস্ত অন্ত্রবিধা অতিক্রম করিয়া এবং বর্দ্ধিত আয়কর এবং যুদ্ধের তহবিলে প্রায় বাধ্যতামূলক দান করিবার পরে নিজেদের জন্ত কিছু রাখিতে পারিয়াছিলেন? ইহা সত্য যে তাঁহারা অধিক পরিমাণ টাকা লইয়া লেনদেন করেন।

কিন্তু তাহার দ্বারাই প্রমাণ হয় না যে তাঁহাদের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি আমরা যুদ্ধের আরম্ভের সময়কার মোট খরচ এবং বর্তমান সময়ের খরচ আলোচনা এবং তুলনা করি তাহা হইলে দেখিব যে কল মালিকরা—ধান হইতে চাল তৈরী করার ব্যবসায়ে আশাতিরিক্ত কিছু লাভ করিতে পারেন নাই। যখন একমণ ধানের মূল্য হইল ১৭ টাকা, তখন চালের দর হইল ৩০ টাকা—এবং আমাদের পূর্বতন সিদ্ধান্ত (দেড়মণ ধানে একমণ চাল হয়) অনুযায়ী সাড়ে পঁচিশ টাকার ধান লাগে—কিন্তু ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে ‘প্রায়’ পৌনে দুইমণ ধান—মোটামুটি ২৮ টাকার ধান লাগে একমণ চালের জন্য। তাহা হইলে তিরিশ টাকার একমণ চাল বিক্রী করিয়া হাতে থাকে দুই টাকা, এবং ইহা হইতে উৎপন্ন খরচ—যাহা এখন বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাও মিটাইতে হয় এবং পূর্বেই বলিয়াছি এ বৎসর মোট উৎপাদন প্রায় অর্ধেক হইয়া গিয়াছে, অতএব ইহার দ্বারাই প্রমাণ হয় তাঁহাদের মোট আয় কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বাজার দরে ধান কেনা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা চালে পরিণত করিয়া বিক্রী করাই যদি কেবল কল-ওয়ালাদের ব্যবসা হইত, তাহা হইলে তাঁহারা সত্যিই লাভ করিতে পারিতেন না। কলের মালিক মাত্রেই প্রায় সকলেই stockist অথবা মজুরকারী, তাঁহাদের মধ্যেও কমবেশী অবশ্যই আছে। অনেকের শুধু কাজই হইল ধানের

উপর স্পেকুলেশন করা, তাঁহারা যে সকলেই কলমালিক তাহা নহে। ঐ অঞ্চলে ধানের উপর এইরূপ ‘স্পেকুলেশন’ কে ‘বাঁধি’ বলা হয় এবং ইহা ওখানে খুবই প্রচলিত। অবশ্য কাগজে কলমে কোথাও প্রমাণ করা হয় না যে ‘বাঁধি’ করিয়া কিরূপ আয় হয়, কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাসে ধানের দরের দিকে তাকাইলে একএক ব্যবসায়ী যাহারা ‘বাঁধি’ করিয়াছিলেন তাহারা কিরূপ লাভ করিয়াছিলেন তাহা বোঝা শক্ত নয়। মার্চের প্রথমে ধানের দর ছিল সাত টাকা এবং দিন দিন দ্রুত বাড়িতে বাড়িতে ১৫ই মার্চের মধ্যে দশটাকা চার আনায় আসিয়া দাঁড়াইল। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয়, মাত্র ১৫ দিনের ‘বাঁধি’তে মণ পিছু কিরূপ লাভ রাখা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু আমরা এমন খবরও পাইয়াছি যে একজন ‘কলওয়ালার’ বাঁধিতে অনেক ধান রাখিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ধানের দরের উর্ধ্বগতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে তাহাকে প্রায় ১০১২ হাজার টাকা লোকসান দিতে হইয়াছিল, অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বেশী দেওয়া সম্ভব নহে। যাহা হউক ‘স্পেকুলেশন’ যে এইরূপ সময়ে অর্থাগমের প্রধান অস্ত্র তাহা সর্বজনবিদিত এবং প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিই অল্পবিস্তর ইহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাই একথা কোনরূপেই অস্বীকার করা যায় না যে ধনীরা বহু অন্ত্রবিধা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত সুদিনেরই সম্মুখীন হইয়াছেন। পাইকারী দোকানদার-

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য—

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

# নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল : ৩২৫৩ (৩ লাইন)

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

হাটখোলা শাখা ২৭৯ নং অপার টিংপুর রোডে (দ্বিতলে)

২০শে অক্টোবর, ১৯৪৩ খোলা হইয়াছে।

কে. এন. দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ভারতবর্ষ আইনের ৯৪এ ধারা অনুসারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে; ইহা স্পষ্ট প্রকাশ থাকে যে, এই অনুমতি দ্বারা ভারত গভর্ণমেন্ট কোম্পানীর ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন পরিকল্পনার আর্থিক অঙ্গপ্রতি বা তদ্বিবয়ে প্রকাশিত বিবৃতি বা অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

দিগেরও গত কয়েক মাসে খুবই লাভ হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহাই সকলের ধারণা যে যেসময়ে জিনিষপত্রের দাম দ্রুত বাড়িতে থাকে সেসময়ে ব্যবসায়ী বা বণ্টনকারীদের অপেক্ষা জব্য প্রস্তুতকারীদের লাভ বেশী, কারণ জিনিষের দাম যে পরিমাণে বাড়ে মজুরীর হার সে পরিমাণে বাড়ে না এবং এই অবসরে উৎপন্নকারী অধিকতর লাভ করিয়া লয়, অথচ বিক্রেতাদের লেনদেনের মাঝখানে যেটুকু লাভ তাহা আর অধিক বাড়ে না। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে পাইকারী বিক্রেতাদের সম্বন্ধে সে যুক্তি খাটে নাই। আমরা দেখিয়াছি যে প্রায় প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় সামগ্রীরই মূল্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহা অতিরঞ্জিত নহে যে বোলপুরের প্রত্যেক পাইকারী লোহা-লকড় কাঠ, কাগজ, কাপড় এবং কয়েকটি খাদ্যসামগ্রীর বিক্রেতা আশাতীতরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু খুচরা বিক্রেতাদের (বিশেষতঃ খাদ্য বস্তুর আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়) অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদের ব্যবসা বহু দিক দিয়া এমনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহারা বরং ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে। প্রথমতঃ খুচরা বিক্রেতারা পাইকারী বিক্রেতাদের নিকট হইতে পূর্বে আংশিক ধার পাওয়ার দরুণ বেশী পরিমাণ মাল খরিদ করিতে পারিত; কিন্তু এখন ধার না পাওয়াতে নগদ টাকা দিয়া কিনিতে হয় এবং তাহার জন্ম অনেক কম পরিমাণ মাল কিনিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহারা সাধারণতঃ চলতি বাজার দরে স্থানীয় পাইকারদের নিকট হইতে জিনিষ ক্রয় করিয়া বেশীদিন শুদাম-জাত না করিয়া বাজারে ছাড়িয়া দেয়, — নিজেদের লাভের দরুণ যেটুকু রাখিবার তাহা বেচিবার সময় রাখিয়া দেয়। পূর্বেই দেখাইয়াছি পাইকাররা উচ্চমূল্যে শুদাম-জাত না করিয়া বাজারে ছাড়িয়া দেয়, সেই জন্ম খুচরা বিক্রেতারা উচ্চমূল্যের যে উপকার পাওয়া উচিত ছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। যদিবা লাভ কিছু পরিমাণে বাড়িয়াছে বা তাহা অর্থের দ্রুত এবং বিরাট মূল্যহ্রাস অথবা জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় খুবই সামান্য। ইহা ব্যতীত এইসব খাদ্যবস্তু এবং খুচরা জিনিষের দোকানের মোট বিক্রীর পরিমাণ নানান কারণে অনেক কমিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ চিনি, ময়দা, কেরোসিন ইত্যাদির বণ্টনভার সরকার

কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ও গ্রহণ করায় সাধারণ দোকানগুলি এই সব জব্যের বিক্রয় হইতে অনেকাংশে বঞ্চিত হইয়াছে, — দ্বিতীয়তঃ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যাহাদের অনেকেরই হয় খানের জমী আছে, নয়ত সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট রহিয়াছে, চাউলের দ্রুত ও অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি আশঙ্কা করিয়া কিছু কিছু চাউল সঞ্চয় করিয়া ও কিনিয়া রাখিতেছিলেন। তৃতীয়তঃ বোলপুরের কাছে নতুন Aerodrome আরম্ভ হবার দরুণ সহস্র সহস্র লোক এখানে কাজ পাইতেছে এবং প্রায় সকলেই মজুরী হিসাবে কিছু পরিমাণ চাইল পাইতেছে, — বাজার হইতে অধিক দরে কিনিতে হইতেছে না; চতুর্থতঃ পরে আমরা তাহা আরও ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিব যে দরিদ্র লোকেরা অনেকেই কম খাইতে বাধ্য হইয়াছে — যাহা আজকাল সর্বত্রই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; পঞ্চমতঃ সরকার সস্তা দরে খাদ্য দেওয়ার জন্ম ভাণ্ডার খুলিয়াছেন এবং সেখান হইতে বহু দরিদ্র ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাউল ছয় আনা সের দরে পাইতেছে (এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে হইবে)। এই সমস্ত কারণের জন্ম একরূপ ছোট দোকানের

প্রায় অর্ধেক বিক্রী কমিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের লাভও প্রায় সেইরূপই খর্ব হইয়াছে, যদিও আপাতভাবে মনে হয় যে উহারা অধিক পরিমাণ টাকা লেনদেন করিয়া বেশী লাভ করিতেছে। আমরা ব্যবসায়ীদের উপর উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অতঃপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর বিরূপ ফলাফল হইয়াছে তাহাই আলোচনা করা যাক। কিন্তু শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিতে কিছু পরিষ্কার হয় না, এই শ্রেণীকে আর এবং বঞ্চিত ব্যয়ের সহিত বঞ্চিত আয়ের সমতা দ্বারা দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, — উচ্চপদস্থ সরকারী ও রেলওয়ে কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার উকিল প্রভৃতির উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়েন এবং সাধারণ কর্মচারী, কেরানী, মাষ্টার প্রভৃতির নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পড়েন। পূর্বেও একবার বলা হইয়াছে যে উপরোক্ত-রূপ সাধারণ ভাগ ব্যতীত আজকাল একটা নতুন ভাগাভাগি দেখা যাইতেছে। দেড়শত টাকার কম রোজগার করেন এইরূপ সমস্ত সরকারী, রেল এবং যুদ্ধকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নির্দিষ্ট মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রয়োজনীয় জব্যাদি পাইয়া থাকেন; অথচ

## গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৩০

ফোন : ক্যাল : ৪৭৩১

হেড অফিস : — ২১-এ, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা।

### ব্রাঞ্চসমূহ

|                   |                      |                     |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| আগরতলা (ত্রিপুরা) | ভবানীপুর (কলিকাতা)   | ঢাকা                |
| উদয়পুর ( )       | চুচুড়া (হুগলী)      | ময়মনসিংহ           |
| গঙ্গাসাগর ( )     | চাপদানী ( )          | সিরাজগঞ্জ (পাবনা)   |
| ভানুগাঁহ (ঐহট)    | বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) | রায়গঞ্জ (দিনাজপুর) |
| পূর্ণিয়া (বিহার) | উত্তরপাড়া।          | বর্ধমান।            |

পে-অফিস : — ভবানীপুর (পূর্ণিয়া)

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—রায় জে, এন, মুখার্জি, বাহাদুর

গভর্নমেন্ট প্রীভার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, হুগলী।

## ক্যালকাটা মিট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : — ১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : কলি : ৩৪৪৭

প্রথম শ্রেণীর অগ্রতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের স্মরণ্য পরিচালনা।

শাখাসমূহঃ—বেলেঘাটা, শ্রামবাজার, মিরকাডিম, ভাগলপুর, বোলাঙ্গীর ও কাটাভঞ্জী (পাটনা স্টেট), দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, নারায়ণগঞ্জ, লাহোরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি, পি)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।

বে-সরকারী এবং অগ্ন্যস্ত্র যাহারা যুদ্ধের কার্যের সহিত যুক্ত নয় এইরূপ কর্মচারীরা বাজার হইতে বহু অধিক দাম দিয়াও জিনিষ সংগ্রহ করিতে অক্ষম হন; এ ক্ষেত্রে ঐ দুই শ্রেণীর কর্মচারীদের আয়ের পরিমাণে প্রভূত পরিমাণে তারতম্য লক্ষিত হয় যদিও টাকার হিসাবে উভয়ের আয় সমানই।

উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই থাকেন। বোলপুর অঞ্চলে—যদি সরকারী ও রেল কর্মচারীদের বাদ দিই—প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার ও উকীলগণকেই এই শ্রেণিভুক্ত করা যায় এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার যে, বোলপুরের বেশীরভাগ এই শ্রেণীর লোকদেরই বেশকিছু পরিমাণ ধানের জমী আছে। সাধারণতঃ সারাবৎসরের চালের খরচ তাহাদের নিজেদের ক্ষেত হইতেই চলে। এই বছর যদিও অনেকাংশে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, উহারা প্রায় সকলেই চালের দাম বাড়িবে আশঙ্কা করিয়া চাল কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জন্তে এই সংখ্যালব্ধি শ্রেণীর লোকের খুব বেশী বিপত্তি হয় নাই।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, শিক্ষকবর্গ এবং অল্প মাহিয়ানার কেরানীরা। স্কুলের মাস্টার ও কেরানীদের মাহিয়ানা কিরূপ হয় তাহা সকলেই ভালরূপে জানেন এবং ইহাও জানেন যে যুদ্ধের পরে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মাহিয়ানা প্রায় বাড়ে নাই বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি পরিবারের ৫৭টা লোক লইয়া ৬০ বা ৭০র আয়ের উপর নির্ভরশীল তিনি যে যুদ্ধের পূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন তাহা বলা অগ্ন্যস্ত্র—যদিও তখন চাল নাড়ি তিন টাকায় পাওয়া যাইত এবং অগ্ন্যস্ত্র সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষই অল্পরূপ সস্তাদরে পাওয়া যাইত; কিন্তু এখন সেই ব্যক্তিকেই ৩০ বা ৩২ মণ দরে চাল, পাঁচ সিকে সের

দরে চিনি এবং অগ্ন্যস্ত্র জিনিষও এইরূপ অগ্নিমূল্যে কিনিতে হইতেছে, তাহার অবস্থা কিরূপ তাহা কল্পনা করা বিশেষ কঠিন নহে, কারণ একমাত্র চালের মূল্যই ৮৫০% ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু চালের খরচ যে ঐ পরিমাণে কমিয়াছে তাহা আদৌ সম্ভব নয়।—পূর্বে ঘি (১১০/১১০ সের দরে) প্রায় বিলাস সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হইত এখন উহার মূল্য ৩৫০% ভাগ বাড়িয়াছে এবং সরিষার তেলের দাম (যাহার ব্যবহার এই সব পরিবারে নিত্য প্রয়োজনীয়) ঘি'এর পূর্বেকার দামের সমান হইয়াছে; কিন্তু তবুও ইহার ব্যবহার একদম বন্ধ করা সম্ভব হইতেছে না। সাধারণ ডালের দামও ৪০০% বাড়িয়াছে। যে ধূতির গড়পড়তা দাম ছিল আঠারো আনা, তাহা গত মে মাসে ছয় টাকা বারো আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল (অবশ্য তার পরে গভর্নমেন্ট আদেশের ফলে সামান্য কমিয়াছে);—অগ্ন্যস্ত্র কাপড়ের দরও দুই আনা গজ হইতে পনেরো আনা, চার আনা গজ হইতে আঠারো আনায় উঠিয়াছে। ইহার সহিত ছুখ, চা, কয়লা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জব্যের মূল্য বৃদ্ধির কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সমস্ত মূল্যের গড়পড়তা হিসাব করিলে দেখা যায় যে জীবনধারণের গড় খরচ ৫০০% হইতে ৬০০% বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে আয় পূর্বের মতই রহিয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন ওঠে এই সব পরিবার কি করিয়া তাহাদের ৬০০% বেশী খরচ বহন করিতেছে? যতদূর সম্ভব মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা হইয়া থাকিলেও ঠিক পূর্বের আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আজকাল সংসার চালানো কঠিন। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্তে খুব বেশীদূর চিন্তা করিতে হয় না। অনেক দিনের সঞ্চিত এবং বাড়ীর লক্ষী বলিয়া গণ্য সোনার গহনা

বন্ধক রাখিতে হইতেছে নয়ত বেচিয়া দিতে হইতেছে; কিছুকাল পূর্বে হইতেই যে সোনার দাম কমিতে আরম্ভ করিল, সোনাবিক্রীর এইরূপ বাধ্যতামূলক পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকাংশে তাহার জন্ত দায়ী বলা সহিতে পারে। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে আয়ের উপরে যে বাড়তি খরচ হইতেছে তাহা পূরণ করিবার জন্ত সোনা বিক্রী বেশ ভালরকমই আরম্ভ হইয়াছে।

এই সঙ্গে আর একটা বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক। মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের উৎপন্নের পরিমাণ এবং চাকুরীর মাত্রা বাড়িয়া যায় ইহা সর্ববাদিসম্মত। সরকার কর্তৃক নানারূপ কার্য আরম্ভের জন্তও দেশের বেশীর ভাগ সক্ষম লোকেই কাজে নিযুক্ত হইয়াছে; বোলপুরে নতুন aerodrome আরম্ভ হবার দরুণ ঐ স্থানেও অনেক বেকার মধ্যবিত্ত যুবক কাজ পাইয়া গিয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে যে যুদ্ধের পূর্বে বাড়ীর সক্ষম ব্যক্তি বেকার থাকার দরুণ যে পরিবারের তখন চরম দুর্দশা গিয়াছে, ঐ ব্যক্তি এখন চাকরী পাওয়ার ফলে ঐ পরিবার এখনকার দিনেও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে আছে।

[ক্রমশঃ]

## পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সিডিউলডুত ব্যাঙ্ক  
কলিকাতা শাখা—১২২, ক্লাইভ রো

|                                         |              |                  |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|
| হেড অফিস :<br>কুমিল্লা                  | ● কর্মতৎপরতা | স্থাপিত—<br>১৯২৩ |
|                                         | ● দক্ষতা     |                  |
|                                         | ● গতিতা      |                  |
|                                         | ● সৌজন্য     |                  |
| আমাদের<br>“সেবামন্ত্র”                  |              |                  |
| ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :                   |              |                  |
| মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম্-এল-এ, কেমব্রিজ |              |                  |

## নিউ গার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : কলিকাতা শাখা :  
কুমিল্লা ২২, ক্যানিং স্ট্রিট  
কলেজ স্ট্রিট শাখা—৬৬নং কলেজ স্ট্রিটে খোলা হইয়াছে

শ্যামবাজার শাখা—

১৪০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে খোলা হইয়াছে।

অগ্ন্যস্ত্র শাখা—

কুমিল্লা কোর্ট, শিলচর, সিলেট, শিলং,  
ময়মনসিংহ, করিমপুর, টাঙ্গাইল, ভিন-  
সুকিয়া, জোরহাট, ছাতক, রাঁচী, বালীগঞ্জ,  
আসানসোল, বর্ধমান ও খুলনা।

ব্যাঙ্কের শাখা সংগঠনের জন্ত

কম্বা চাইঃ

## ফিনানশিয়েল গ্যারান্টি ট্রাস্ট লিমিটেডের

সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচালিত একটি ব্যাঙ্কের শাখা সংগঠনের জন্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ সংগঠনে উৎসাহী যদি কোন উপযুক্ত কম্বা মফঃস্বল অঞ্চলের বাণিজ্য ব্যবসাবল্ল গঞ্জে—যেখানে অন্ততঃ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস, থানা ও পোষ্ট অফিস ইত্যাদি বিদ্যমান এবং ব্যাঙ্কব্যবসা গড়িয়া উঠার সুযোগ-সম্ভাবনা আছে, সে সকল ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে চাহেন—তাহা হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

C/o আর্থিক জগৎ, ১২২নং বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।



(রাজনৈতিক প্রশ্ন—৫৭৬ পৃষ্ঠার পর)

নীতিই কি অগ্রাহ্য করা হইতেছে না? বিশেষ করিয়া এই মূলনীতিগত প্রশ্নের দিক হইতেই আমরা ডাঃ দের নিয়োগ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের আচরণের কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না।

ভারতের ভূতপূর্ব অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রীগ বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের সমর সচিব। স্বদেশ ছাড়িয়া বহু ভাগ স্বীকার করিয়া বহুকাল আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে থাকিয়া ভারত সম্পর্কে বহুদর্শী হইয়া আবার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি বর্তমানে জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ভারত সম্পর্কে এ-হেন ভারত-বিশারদের মতামত অশ্রান্ত না হইয়া আর যায় না! কিন্তু স্যার জেমস বড় বেরসিক—তিনি বড় দেৱী করিয়া ফেলিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার অক্সফোর্ড বক্তৃতায় তিনি “প্রকৃত ভারত” সম্পর্কে খাটি চিত্র আঁকিতে গিয়া যে সব ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন তাহা একেবারে পুরান, মামুলী ও একঘেয়ে। তাঁহারই স্যার ভারতের আর একজন প্রকৃত বন্ধু ও তাঁহারই অন্ততম অকৃত্রিম দোসর ভারত সচিব মিঃ আমেরি এই সব মূল্যবান কথা বার বার আমাদের ও হুনিয়ার কাছে অকৃপণভাবে বিতরণ করিয়াছেন। সেই স্মরণ, সেই কথা, সেই ছাঁদ! রয়টারের সংবাদে স্যার জেমস গ্রীগের স্থানে মিঃ আমেরি লিখিত থাকিলেও এতটুকু ক্ষতি ছিল না—না উক্ত দুই ভারত বিশারদের, না সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর। স্যার জেমস-এর যত রাগ মহাত্মা গান্ধীর উপর। হইবারই কথা। এতকাল ভারতে থাকিয়া গোটা ভারত আর মহাত্মা গান্ধীর তিনি নাড়ীনক্স জানিয়া ফেলিলেন, আর আজ কিনা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং গ্রেট ব্রিটেনেও ভারত সম্পর্কে যত স্বপ্ন-কথা প্রচারিত হইতেছে—মহাত্মা গান্ধীর স্যার এক সাধারণ ব্যক্তি কিনা একজন মহামানবের মর্যাদা পাইয়া যাইতেছেন! স্যার জেমস জানাইয়াছেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকার হুজুকপ্রিয় লোকগুলো এই অকাট্য সত্য কথাটা কেন বুঝিতে পারিতেছে না যে, ভারতের শাসন-ব্যবস্থার মত এমন উদার শাসন-ব্যবস্থা খুব কম দেশেই আছে এবং মহাত্মা গান্ধী প্রভাবিত কংগ্রেসের ক্ষমতার কথা আটলান্টিকের এপারে-ওপারে যতখানি ছড়াইয়া পড়িয়াছে কংগ্রেসের প্রকৃত প্রভাব তাহার শতাংশের একাংশও নহে। কথার কথা নয়, স্যার জেমস সংখ্যা-তথ্য দিয়া তাঁহার উক্তি সম্প্রমাণ করিয়াছেন। নয়

কোটি মুসলমান ও পাঁচ কোটি অল্পমত সমাজে কংগ্রেস কেবল অনাদৃতই নহে অবজ্ঞেয়ও বটে। আমরা ইহার উপর মন্তব্য না করিয়া কেবল এই কথাই বলিতে চাই যে, নয় কোটি মুসলমান, পাঁচ কোটি অল্পমত এবং খৃষ্টান প্রভৃতি আরও কয়েক কোটি বাদ দিলেও ভারতের মোট জনসংখ্যার অন্ততঃ বিংশ কোটি অবশিষ্ট থাকে। এই বৃহত্তম সংখ্যাটা কাহার বা কাহাদের প্রভাবাধীন? লীগবিরোধী একাধিক মুসলমান প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অশ্রান্ত মুসলমানের সংখ্যা ভারতে বড় কম নহে। সর্বোপরি কংগ্রেসেও বহু সংখ্যক মুসলমান রহিয়াছেন এবং কংগ্রেসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট স্বয়ং মুসলমান। সুতরাং ভারতের সমুদয় মুসলমান একেবারেই কংগ্রেসের বাহিরে এই প্রচণ্ড মিথ্যা কথার মতই স্যার জেমস গ্রীগের বক্তৃতার অশ্রান্ত উক্তি ও যুক্তিগুলিও ছুরভিন্দ্রপ্রসূত অপভাষণ ছাড়া আর কিছুই নহে। বহুকাল হইতেই পরের মুখে নিজের দেশ সম্পর্কে এমন সাজান কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের কান ঝালাপালা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমেরি-গ্রীগ কোম্পানীর কিছুতেই মুখ ব্যথা হয় না। কায়েমী স্বার্থ ও শোষণনীতির এই অধ্যবসায়কে তারিক করিতে হয়।

গত ৮ই নবেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের শারদীয় অধিবেশন শুরু হয়। প্রথম দিনেই গবর্ণমেন্টকে পরাজয় মানিতে হইয়াছে। অবশ্য এই পরাজয় এখনও সাময়িক। লোকদেখান গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়া যাহা কিছু গৃহীত বা বর্জিত হইবে এদেশে তাহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহে।

পরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দেশমুখ এই মর্মে গবর্ণমেন্টের নিন্দানুচক এক মূলত্ববী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, বিলাতে গিয়া ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত জনকয়েক “ভঙ্গলোককে” প্রেরণের যে সঙ্কল্প করা হইয়াছে তাহা অর্থোক্তিক ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত। পরিষদের কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, জাতীয় দল ও স্বতন্ত্রদের সদশ্রুগণ এবং অপর কতিপয় সদস্য শ্রীযুক্ত দেশমুখের প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দেন। ৪৩-৩৯ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ কক্ষে তুমুল হর্ষধ্বনি উদ্ভিত হয়। ভোটের ফল ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার এবং তাঁহাদের মনোনীত উক্ত উপযুক্ত “ভঙ্গলোক” কয়জন

নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন কি? নিশ্চয়ই নহে। বড়লাটের পাণ্ডপত অঙ্ক “ভেটো” রহিয়াছে। লর্ড লিনলিথগো এই বিপদস্থ বাণ নিক্ষেপ করিয়া ভারতীয় জনমতের দাবী বহুবার বানচাল করিয়া দিয়াছেন। লর্ড ওয়াভেল যে সেই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও অঙ্ক সংবরণ করিয়া রাখিবেন এখন পর্য্যন্ত তাঁহার কার্যকলাপে সেরূপ ক্ষাণ্ডার্থের প্রমাণ আমরা পাই নাই। অবশ্য শীঘ্রই পাইব। উপরোক্ত “ভঙ্গলোক” কয়জন ইতিমধ্যে বিদেশে গিয়া যে সব কথা বলিবেন সোৎসাহে তাহার তালিম লইতে থাকুন।

### চট্টগ্রামে বরাদ্দপ্রধার প্রবর্তন

চট্টগ্রামের মিউনিসিপ্যাল এলাকার গত ১০ই নবেম্বর হইতে বরাদ্দপ্রধার প্রবর্তিত হইয়াছে জনপ্রতি প্রতিদিন আধারের চাউল বা বাজরা অথবা উভয়েই এবং সপ্তাহে অর্ধসের চিনি বেওয়া হয়। ইহা প্রবর্তিত হওয়ার চোরাবাজার বন্ধ হওয়ার আশা করা যায়।

### বাক্সলার সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার

বাক্সলার দুর্গতদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাক্সলা সরকারকে ৭ কোটি টাকা সাহায্যের এবং সামরিক ও বেসামরিকের নিকট হইতে অধিকতর ঋণশুল্ক আদায় করার যে প্রস্তাব মিঃ হোসেন ইমাম কেন্দ্রীয় পরিষদে উত্থাপন করেন তাহা সভাপতির অমুমোদন লাভ করিয়াছে।

### শোলোকভের বিখ্যাত উপন্যাস The Don Flows Home To The Sea-এর অনুবাদ

### সাগর সংগমে ডন নদা

#### অনুবাদক—সুধীন্দ্রনাথ সরকার

সুদৃশ প্রচ্ছদপট সহ সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠায়  
সুবহু প্রচ্ছ (মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান—

আশাশুনি বুক এজেন্সী

১২, বকিম চাটার্জি স্ট্রিট,

বর্ধমান পাবলিশিং হাউস

৭২, হারিসন রোড

পুরবী পাবলিশার্স

৭২, হারিসন রোড

এবং অন্যান্য বিশিষ্ট গুরুকালয়

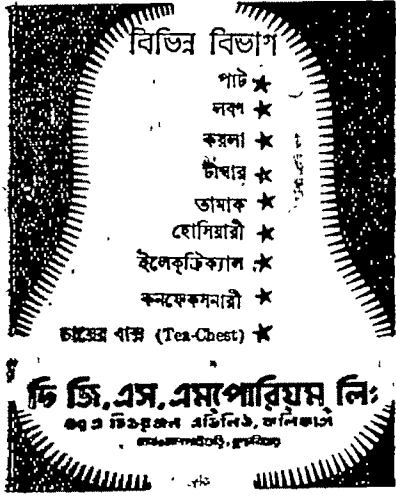
প্রকাশক

শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী,

২০৩৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা

[এই লেখকের অনূদিত ডন নদীর গতিপথে-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বহুহ]



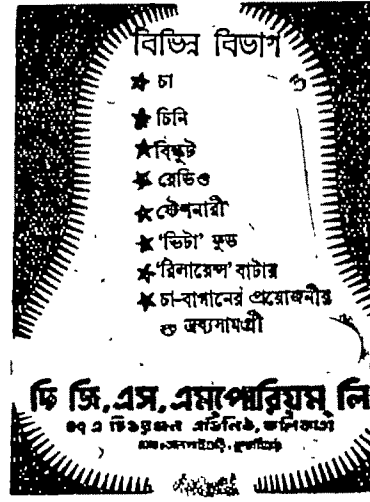


# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক-শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ ভট্টাচার্য



৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ২২শে নভেম্বর, সোমবার, ১৯৪৩

২৭শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                          | পৃষ্ঠা  | বিষয়                  | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------|---------|------------------------|--------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                | ৬২৭-২৯  | আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর | ৬৩৪-৪৫ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ               | ৬৩০     | কোম্পানী প্রসঙ্গ       | ৬৪৬    |
| বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ         | ৬৩১     | বাজারের হালচাল         | ৬৪৭-৫২ |
| জব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া | ৬৩২-৬৩৩ |                        |        |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন উদ্যোগ

এদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় কোম্পানী আইনে কয়েকটি নূতন বিধান সংযোজিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এইরূপ কড়াকড়ি বিধান অবলম্বন করিতে গেলে তাহা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে অনুবিধাজনক হইবে মনে করিয়া ভারত গবর্ণ-মেন্ট ঐ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন আগ্রহ দেখান নাই। ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্ত অচিরে নূতন আইন প্রণয়নের কোন সুবিধা হইবে না দেখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বর্তমানে অস্থভাবে তাঁহাদের কর্তৃত্ব জাহির করিতে সুরু করিয়াছেন। গত ১৯৪০ সালের পূর্বে আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল মিলাইয়া ৫ লক্ষ টাকা হইলেই যে কোন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইতে পারিত। এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঐ বিষয়ে ক্রমেই বেশী রকম কঠোরতা দেখাইতেছেন। ১৯৩৬ সালের সংশোধিত কোম্পানী আইনের বিধান অনুসারে এদেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্ত ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিয়োগের রীতি বন্ধ হইয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ বদলে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মারফতেই বর্তমানে অধিকাংশ বোধ্য ব্যাঙ্কের কার্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সাধারণতঃ ১৫১২০ বৎসরের মেয়াদে ব্যাঙ্ক কোম্পানীর সহিত ম্যানেজিং ডিরেক্টরের একটা চুক্তি হয়। আর সেই চুক্তি অনুসারে তাঁহারা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রকাশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই ভাবে দীর্ঘকালের জন্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগের রীতি এক্ষণে আর মোটেই সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন না। কোন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইতে চাহিলেই তাঁহারা নানা নথিপত্রের সহিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগের চুক্তিপত্র তলব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেসব ব্যাঙ্ক ১৫১২০ বৎসরের মেয়াদে ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগ করিয়াছে। প্রকাশ 'সিডি-উলড' তালিকায় উন্নত হওয়ার অশ্রুতম সর্ব হিসাবে তাঁহারা সেই সমস্ত ব্যাঙ্ককে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বৎসরে সীমাবদ্ধ করিবার নির্দেশ দিতেছেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের সহস্রকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই মনোভাব আমাদের কাছে বিস্তৃত করিয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক দিয়া

ভারতবর্ষ এখনও খুবই অনুন্নত। এদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্পর্কে সবেমাত্র এদেশীয় ব্যবসায়ীদের মনোযোগ কতক পরিমাণে, নিয়োজিত হইয়াছে। এই সময়ে ব্যাঙ্ক কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগের ব্যাপারে বেশী কিছু কড়াকড়ি করিতে যাওয়া এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে খুব ক্ষতিকর হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। ম্যানেজিং ডিরেক্টরেরা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তাহার সমুচিত উন্নতি সাধনের ব্যাপারে একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতের মত অধঃপতিত দেশে যেখানে শিল্প ব্যবসায়ের অর্থ নিয়োগে লোকের আগ্রহ কম এবং যেখানে দেশীয় ব্যাঙ্কে লোকে সাধারণতঃ বিশ্বাস করিয়া টাকা পয়সা রাখিতে চায় না সেখানে উহাদের এই প্রচেষ্টা ও সাধনার মূল্য খুবই বেশী। ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের কার্যকালের মেয়াদ যথেষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করিতে গেলে উহা তাঁহাদিগকে সে শুভ প্রেরণা হইতে বঞ্চিত করারই সামিল হইবে। ইহাতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে ভবিষ্যতে দেশের কৃষী ও সঙ্গতিপন্ন লোকেরা বিশেষ কিছু আগ্রহান্বিত হইবেন না

বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। ভারতে ব্যাক ব্যবসায়ের বর্তমান শৈশব অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া এবং নূতন প্রতিষ্ঠানসমূহের অসংখ্য প্রকার অভাব ও অসুবিধার কথা ভাবিয়া আমরা রিজার্ভ ব্যাক কর্তৃপক্ষকে এই জ্ঞেয় বিধি-নিষেধ প্রবর্তনে আপাততঃ বিরত থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছি।

### পাওনাদার ঠকাইবার আন্তর্জাতিক কৌশল

যুদ্ধের সময়ে বুটেনকে নানারূপ মালপত্র যোগাইতে গিয়া ভারতের যে ষ্টালিং পাওনা দাঁড়াইতেছে তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকেই আশঙ্কিত হইতেছেন। বিভিন্ন দেশের দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্ত যুদ্ধের পর একটা আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার কথায় উহার ফলে উদ্ভূত ষ্টালিং সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন গবর্ণ-মেন্ট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উপস্থাপিত স্বীকৃত হইটির যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদের মনে আশার চেয়ে নিরাশার ভাবই বেশী করিয়া জাগ্রত হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এক দেশের উপর অন্য দেশের যে পাওনা দাঁড়াইতেছে এই উভয় পরিকল্পনাতেই তাহাকে Abnormal war balance বা যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক উদ্ভূত বলিয়া গণ্য করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু পাওনাদার দেশের স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা না করিয়া মুখ্যতঃ দেনাদার দেশের সুযোগ সুবিধার দিক হইতেই উহা পরিশোধের উপায় নির্ধারণের কথা বলা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটিই এ বিষয়ে অধিকতর কঠোর বলিয়া মনে হইতেছে। এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের পরে বাণিজ্যের ব্যাপারে এক দেশ যদি অন্য কোন দেশের দেনাদার হইয়া না পড়ে তবে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা অনুসারে স্থাপিত ষ্ট্যাবিলাইজেশন ফণ্ড তাহার যুদ্ধকালীন উদ্ভূত পাওনা সম্পর্কে অচিরেই কোন মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবেন না। যদি ভবিষ্যতে বাণিজ্য ব্যাপারে ঐ দেশের কোন দেনা জমিতে আরম্ভ করে তবে উক্ত ফণ্ড তাহার যুদ্ধকালীন উদ্ভূত পাওনার কথা বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে তাহাকে কিছু কিছু সুবিধা দিবেন। অর্থাৎ উদ্ভূত পাওনার কতকংশ পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা লাভের সুযোগ দিয়া তাহাকে বৈদেশিক দেনা পরিশোধ করিতে দেওয়া হইবে। যুদ্ধকালীন উদ্ভূত পাওনা সমস্তই ষ্ট্যাবিলাইজেশন ফণ্ডের

হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকিবে। পাওনাদার দেশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন ও দেনাদার দেশের ভবিষ্যৎ সঙ্কতি বিবেচনা করিয়া তাহা ক্রমে ক্রমে আদায়ের ব্যবস্থা হইবে। পাওনাদার দেশ সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা যে কিরূপ আন্তর্জাতিক সুবিবেচনার পরিচায়ক তাহা পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। যুদ্ধের সময়ে বুটেনকে মালপত্র সরবরাহ করিতে গিয়া বর্তমানে একমাত্র ষ্টালিংয়ের প্রতিষ্ঠা হাড়া ভারতের ভাগ্যে আর কিছু ছুটিতেছে না। ভবিষ্যতেও নিজের স্বার্থে এই পাওনা ব্যবহার করা সম্পর্কে এই দেশকে সহজে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইবে না। ভারতের পাওনা ষ্টালিং ষ্ট্যাবিলাইজেশন ফণ্ডের হিসাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। সেজন্য প্রথমে ভারতকে শতকরা ১ ভাগ হারে স্বর্ণ জমা দিতে হইবে। পরে অনাদায়ী পাওনার উপর প্রতি বৎসরের হিসাবে আবার শতকরা ১ ভাগ হারে সুদ যোগাইতে হইবে। যুদ্ধের সময়ে বুটেনকে সাহায্য করিতে গিয়া পাওনা আদায় সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত এতদূর নাজেহাল হওয়া ভারতের পক্ষে খুব শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের রচিত আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থায় ভারতের মত একটি পরাধীন দেশ সম্পর্কে ইহার চেয়ে অধিকতর সুবিবেচনা আশা করা যায় কি? দিল্লীর ‘ইন্টার্ন ইকনমিষ্ট’ পত্র ভবিষ্যৎ মুদ্রা-নীতির পরিকল্পনায় ভারত সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া উহাকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে পাওনাদার ঠকাইবার নবতম কৌশল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহাদের এই মন্তব্য যে খুবই সময়োচিত ও সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই।

### বাল্লভায় খাদ্যসমস্তার জটিলতা

খাদ্য সমস্তার জটিলতা বর্ণনা করিয়া ও এসম্পর্কে সরকারী ক্রটি বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাল্লভার মঞ্চস্থল অঞ্চল হইতে অনেকে আমাদের নিকট পত্রাদি প্রেরণ করিতেছেন। সম্প্রতি চাঁদপুরের অন্ততম প্রবীণ অধিবাসী শ্রীযুক্ত কণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আমরা এইরূপ একটি পত্র পাইয়াছি। বাল্লভার মঞ্চস্থল সহরগুলির মধ্যে চাঁদপুরেই খাদ্যভাবের তীব্রতা বেশী করিয়া প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। এহেন তুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে বাস করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় খাদ্য সমস্তার স্বরূপ ও গতি প্রকৃতি ভালভাবেই অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। কাজেই তাহার পত্রে বর্তমান খাদ্যসম্পদ সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য করিয়াছেন

আমাদের নিকট তাহা বিশেষ গুরুত্ববাহক বলিয়াই মনে হইয়াছে। পাঠকদের অবগতির জন্ত আমরা নিম্নে তাহার কতকগুলি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

“দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলিলে বাল্লভার নানা স্থানে অনশন মৃত্যুর সংখ্যা দেখিয়া মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য প্রকৃত মৃত্যু সংখ্যা উহা হইতে অনেক বেশী। কেননা গ্রামাঞ্চলের মৃত্যু সংখ্যা সংবাদপত্রে বড় প্রকাশিত হয় না। আগামী আমন ধানের অবস্থা সম্ভাবজনক বলিয়া শুনা যাইতেছে এবং সে আশাতে অনেকই খুব উৎফুল্ল হইতেছেন, কিন্তু আগামী ফসলের প্রায় সমস্তই সরকারী গুদামে মজুত করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। মজুত মাল পচিতে আরম্ভ না করিলে সরকারী গুদামের মাল সাধারণের পক্ষে যে হুপ্রাপ্য তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সরকারের নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল ও আটা প্রভৃতি সংগ্রহ করা কিরূপ কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জ্ঞানেন। শস্য উৎপাদনকারী ব্যতীত সাধারণ গৃহস্থদের অধিকাংশের পক্ষেই দুই তিন মাসের আবশ্য-কীয় খাদ্যশস্য মজুত করা সম্ভবপর হয় না। সাধারণ গৃহস্থদের মধ্যে নিতান্ত অল্প সংখ্যক লোক তাহাদের শক্তি অনুসারে বাজারে খাদ্যশস্য উঠিবার সময়ে তাহা কিছু মাত্রায় মজুত করিয়া রাখে। উহারা তাহা বিক্রয় করিয়া লাভের আশা করে না। নিজেদের পরিবারের জন্ত পরে যাহাতে বেশী দরে তাহা কিনিতে না হয় তাহাই ইহাদের লক্ষ্য। এ অবস্থায় উহাদিগকে অতিরিক্ত সঞ্চয়ের জন্ত অপরাধী বলা চলে না। অবশ্য দেশে নিতান্ত খাদ্যভাগ ঘটিলে ব্যবসায়িগণ যাহাতে অতিরিক্ত মুনাফার জন্ত খাদ্যব্যব আবদ্ধ করিয়া না রাখিতে পারে তাহার জন্ত সরকারের সুনিয়ন্ত্রিত কঠোর বিধান অবলম্বন করা সঙ্গত। এবিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে নিতান্ত স্ত্রানিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। উহারা সততা ও স্মরণপরতার সহিত কর্তব্য পালন করিলে দেশে চোরাবাজার সৃষ্টি হওয়া খুবই কঠিন। এবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না যে, অনেক ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারিগণ তাহাদের কর্তব্য পালন করেন নাই। অতীতের জন্ত অনুশোচনা, নিষ্ফল, কিন্তু যাহাতে উহার পুনরভিনয় না ঘটিতে পারে সেজন্য সরকার ও দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের অবহিত হওয়া একান্ত দরকার।”

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মত একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপরোক্ত মন্তব্য দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে আমরা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য বলিয়া মনে করি।

## ঔষধপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

দীর্ঘকালের আলাপ আলোচনা ও গবেষণার পর ভারত গবর্ণমেন্ট ঔষধপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্প্রতি একটি অর্ডার জারী করিয়াছেন। বাহির হইতে আমদানীকৃত অনেকগুলি ঔষধের নাম উল্লেখ করিয়া এই অর্ডারে তাহাদের সর্বোচ্চ মূল্য বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন হইতে কোন ঔষধ ব্যবসায়ী নির্ধারিত সর্বোচ্চ দরের তুলনায় বেশী দরে ঐসব ঔষধপত্র বিক্রয় করিতে পারিবেন না। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া কোন ব্যবসায়ী বা দোকানদার যদি কাহারও নিকট উল্লিখিত ঔষধপত্র বিক্রয়ে অসম্মত হন তবে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। নির্ধারিত সর্বোচ্চ দরে ঔষধ বিক্রয় না করিলে কিম্বা বিক্রয়ে অসম্মত হইলে সেক্ষেত্র তাহাদিগকে ক্ষাণ্য দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। অধিকন্তু মজুত মাল বাজেয়াপ্ত করিয়া উহাদের লাইসেন্স কাটিয়া দেওয়া হইবে। বর্তমান ড্রাগ কন্ট্রোল অর্ডারে এদেশে ঔষধের আমদানীকারক, উৎপাদক, ও ব্যবসায়ী সমস্তকেই আগামী ১৫ই জানুয়ারী তারিখের পর নূতন লাইসেন্স লইতে বলা হইয়াছে। ঐ তারিখের পর ঔষধপত্রের উপর কন্ট্রোল মার্ক ছাপিয়া তাহা চালান ও বিক্রয় করিতে হইবে। প্রত্যেক খুচরা ঔষধ ব্যবসায়ীকে তাহাদের দোকানে ঔষধপত্রের সর্বোচ্চ মূল্যের একটি তালিকা টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে। বাহির হইতে আমদানীকৃত যেসব ঔষধ এদেশে বেশী পরিমাণে লোকের ব্যবহারে আসে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই এই অর্ডারে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এসপিরিন, এটিব্রিন হইতে আরম্ভ করিয়া ইনসলিন, এবং এম এণ্ড বি প্রিপারেশন পর্যন্ত অনেক কিছুই সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে।

যুদ্ধের শুরু হইতে ঔষধাদির মূল্য ধাপে ধাপে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এই রোগ ও মহামারীর দেশে লোকের হৃৎকর্দশা নিতান্তই অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু বিলম্বে হইলেও গবর্ণমেন্ট আজ ইহার প্রতিকারে যত্নবান হইয়াছেন ইহা খুব ভরসার কথা। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে ড্রাগ কন্ট্রোল অর্ডারের দুই একটি ক্রটি বিচ্যুতির কথা আমরা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। প্রথমতঃ এই অর্ডারে কেবল আমদানীকৃত ঔষধেরই নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যেসব ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাদের নাম উহাতে ধরা হয় নাই। উহাদের সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কোন নিয়ন্ত্রণ নীতিও প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন নাই। এদেশে বর্তমানে অনেক প্রকারের ঔষধপত্র প্রস্তুত হইতেছে।

উহাদিগকে বাদ দিয়া ঔষধপত্র সম্পর্কে কোন সার্থক নিয়ন্ত্রণনীতি প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। এ সম্পর্কে কিছু কিছু অসুবিধার কারণ থাকিলে সুসঙ্কল্পিতভাবে তাহা অতিক্রমের চেষ্টা করাই গবর্ণমেন্টের কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট যে হারে ঔষধপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য বাধিয়া দিয়াছেন তাহাও আমাদের খুব মনোপূত হয় নাই। যুদ্ধের শুরু হইতে এপর্যন্ত দেশে ঔষধপত্রের মূল্য কার্যতঃ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করিতে গিয়া যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় শতকরা ৩০০ ভাগের মত বেশী হারে উহাদের দর বাধিয়া দেওয়া আমাদের মতে অনুচিত। ভবিষ্যতে এই হার হ্রাস করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

## চাউল ব্যবসায়ীদের দুর্দিন

খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের অনুদার কার্যনীতির ফলে বাঙ্গলা দেশে চাউল ব্যবসায়ীদের দুর্দিন দেখা দিয়াছে। দুর্ভিক্ষ প্রশমনের নামে গবর্ণমেন্ট বর্তমানে চাউল ক্রয় ও তাহা বর্টন সম্পর্কে উত্তরোত্তর নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করিতেছেন। অনেক পুরাতন চাউল ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স বাতিল করিয়া তাহারা তৎস্থলে নূতন ব্যাপারী ও এজেন্ট বসাইতেছেন। সাধারণের নিকট চাউল বিক্রয়ের জন্ত পুরাতন দোকানগুলির পরিবর্তে অনেক নূতন দোকান বা ডিপোও গড়িয়া তোলা হইতেছে। এইসব বিধিব্যবস্থার ফলে বাঙ্গলায় চাউল ও অল্প খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কে এখনও প্রকৃত সুবন্দোবস্ত কিছু হয় নাই। তবে উহাতে দেশের অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ফার্ম ও খুদে দোকানদার যে তাহাদের সুদীর্ঘ দিনের কাজ কারবার হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে তাহা আমরা দুঃখের সহিতই লক্ষ্য করিতেছি। গবর্ণমেন্ট তাহাদের খাদ্য সরবরাহ বিষয়ক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গিয়া কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের উপরই বিশেষভাবে নজর দিয়াছেন। ফলে এই অঞ্চলেই উপরোক্তরূপ দুর্দশা বেশী পরিমাণে মূর্ছ হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে চাউলের আড়দার ও দোকানীদের মধ্যে অনেকে পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। গবর্ণমেন্ট নিজস্ব এজেন্টের মারফতে চাউল ক্রয় ও মনোনীত ব্যবসায়ীদের মারফতে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করায় উহাদের মধ্যে অনেকেরই আজ কাজকারবার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। ভবিষ্যতে সঙ্কট আরও ঘনাইয়া আসিবার নমুনা দেখা যাইতেছে। বাহারা এই ধরনের কাজকারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়োগ করিয়াছেন ইহাতে তাহাদের শোচনীয় আর্থিক ক্ষতি দেখা দিবে। এই সহরে যে ৫০ হাজারের মত লোক নানা ভাবে চাউল ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত থাকিয়া নিজেদের জীবিকাার্জনের সুযোগ পাইয়াছিল তাহারা বেকার হইয়া পথে বসিবে। এইরূপ একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া কোন দিক

দিয়াই বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই আমরা গবর্ণমেন্টকে এই বিষয়ে অচিরে বিশেষভাবে সজাগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছি। গবর্ণমেন্ট এতদিন কলিকাতা অঞ্চলে চাউলের একটি নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপনে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমানে তাহারা সর্বোচ্চ সারকারী কর্তৃত্বে এই সহরে একটি রেশনিং ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই দুই পন্থার মধ্যে গবর্ণমেন্ট যাহাই কার্যতঃ অনুসরণ করণ না কেন কলিকাতার চাউল ব্যবসায়ীদিগকে তাহার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া লইতে বিশেষ কোন অসুবিধা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাই বলবৎ থাকুক কিংবা পাকাপাকিভাবে রেশনিং নীতিই বিধিবদ্ধ হউক—এই উভয় ব্যবস্থার ভিতরই পুরাতন চাউল ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা কার্যকরীভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ক্যালকাটা রাইস্ ডিলার্স এসোসিয়েশন (কলিকাতার চাউল ব্যবসায়ী সমিতি) বাঙ্গলা সরকারের খাদ্যসচিব মহোদয়ের নিকট সম্প্রতি এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া ইহা ভালভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উহারা জানাইয়াছেন কলিকাতায় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হইলে গবর্ণমেন্টের এজেন্ট হিসাবে তাহারা এই সহরের লোকদের ভিতর যথানিয়মে চাউল সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। গবর্ণমেন্ট বাহির হইতে চাউল ক্রয় ও সংগ্রহ করিয়া আড়দারদের হাতে দিবেন। আড়দারেরা তাহা তাহাদের নিজস্ব গুদামে মজুত রাখিয়া এই সহরের খুচরা দোকানদারের মারফতে নিয়মিতভাবে জনসাধারণের ভিতর তাহা সরবরাহ করিবে। গবর্ণমেন্টের নিকট তাহাদের দাবী—গবর্ণমেন্ট আড়দারদিগকে উহাদের ফার্ম পরিচালনার ক্ষাণ্য খরচ ছাড়া চাউলের উপর মণ প্রতি তিন আনা হারে কমিশন দিবেন। তাহা ছাড়া চাউলের সাধারণ মুদী ও দোকানদারেরা প্রতি মণ চাউলের উপর বার আনা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইবে। গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত চাউল মজুত ও বিক্রয় সম্পর্কে যাহাতে কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় না পায় সেক্ষেত্র চাউল ব্যবসায়ীরা প্রথমতঃ গবর্ণমেন্টের নিকট প্রয়োজনানুসারে অর্থ জমা রাখিতে ও দ্বিতীয়তঃ সরকারী তদন্ত ও তদারকের যে কোন কড়াকড়ি ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। ক্যালকাটা রাইস্ ডিলার্স এসোসিয়েশনের উপস্থাপিত এই পরিকল্পনা আমরা সর্বথা সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের ব্যাপারে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইলে পুরাতন চাউল ব্যবসায়ীরা যেমন তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইবেন, তেমনিই উহাতে অপেক্ষাকৃত কম খরচে ও সুশৃঙ্খলভাবে এই অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের একটি সুব্যবস্থা করা যাইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। সকল দিক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট এই ভাবেই কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

এ সপ্তাহের সমর-সমালোচনা লিখিতে গিয়া সর্বপ্রথম রুশ রণাঙ্গনে নাৎসী বাহিনীর পাশ্চাত্য আক্রমণের কথা বলিতে হয়। কিয়েভ-খ্বে জিতোমিরের নিকটে দেড় লক্ষ জার্মান সৈন্যের এই প্রচণ্ড আঘাত সফল হইলে নীপার বঁকে যে বহু সংখ্যক নাৎসী সৈন্য সোভিয়েট সীমান্তের মধ্যে আটক পড়িবার উপক্রম হইয়াছে তাহাদের সমূহ বিপদ দূরীভূত হইবে। অপর পক্ষে জার্মান প্যান্সার বাহিনীর এই সমরোচিত প্রত্যাক্রমণ ব্যর্থ হইলে উক্ত রণাঙ্গনে একটা বড় রকমের বিপর্যয় প্রায় অনিবার্য। এক সপ্তাহের মধ্যেই এই ঘোর সংঘর্ষের ফলাফল জানা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। অসামান্য রণাঙ্গনে লাল ফৌজ গত সপ্তাহের মতই দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তবে জিতোমিরের যুদ্ধে জার্মান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তাহাদের সর্বত্র একরূপ অব্যাহত অগ্রগতি বন্ধায় রাখা সম্ভব হইবে কি না সেই বিষয়ে সম্মেলনের অবকাশ রহিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবার মিত্রপক্ষের একটি ষাঁট জার্মান সৈন্য দখল করিয়াছে। মিত্রপক্ষীয় সমালোচক মহল উক্ত লেরস-এর সামরিক গুরুত্ব খাট করিয়া দেখাইতেছেন। কিন্তু দোদাকানিজ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ঐ ষাঁটটি নাৎসীদের করতলগত থাকিলে বন্ধানে মিত্রপক্ষের অভিযান খুব সুগম ও সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া আরও একটি ভাবিবার বিষয় এই যে, লেরস তুরস্কের খুবই নিকটবর্তী। তুরস্কের উপকূল হইতে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত সাইমি দ্বীপটিও জার্মান সৈন্য দখল করিয়া বসিয়াছে। এদিকে লেবাননের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটিয়াও মিটিতেছে না।

ইতালীয় রণাঙ্গনের সংবাদ তেমনি এক-ষেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন। মিত্রপক্ষ এখনও বোধ হয় নেপলস ও রোম-এর মাঝামাঝি পথও পৌছাইতে পারে নাই।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ও ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তবর্তী রণাঙ্গন সম্পর্কেও উল্লেখ করিবার মত বিশেষ কিছু নাই।

সম্প্রতি দিল্লীতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল।

মিঃ জিন্না আগামী বৎসরের জন্ত পুনরায় লীগের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। অশু কাহারও নামের প্রস্তাব পর্যন্ত উঠে নাই। না উঠাই স্বাভাবিক। লীগের কর্ণধার কায়দ-ই-আজম জিন্নার একনায়কত্ব কায়ম করাই লীগ অনুপন্থীদের একমাত্র সাধনা হইয়া পড়িয়াছে। বাহা হউক, লীগ কাউন্সিলের এই দিল্লী অধিবেশন একটি কারণে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা হইতেছে এই যে, থাকসাররা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের আদর্শের বিরোধী নীতি অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া থাকসার দলের সঙ্গে সর্ব-প্রকার সংস্রব এবার ছাটিয়া বাদ দেওয়া হইল। এখন হইতে লীগের কোন সদস্য থাকসার-দলের সভ্য হইতে বা থাকিতে পারিবেন না। এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একদা যিনি থাকসার আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন সেই জিন্না সাহেব হঠাৎ সেই প্রতিষ্ঠানের উপর যে কেন গোসা করিয়া বসিলেন তাহার একটি কারণ সংবাদপত্র মারফৎ কাহারো অজানা নাই। অপর কারণটিও প্রকাশ পাইয়াছে। থাকসার আন্দোলনের নেতা আল্লামা মার্শরিকী পাকিস্তানের সমর্থক নহেন। শুধু ইহাই নহে। সম্প্রতি থাকসার নেতা মিঃ জিন্নার রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিরূপ সমালোচনা করিয়া সমগ্র ভারতের জাতীয় কল্যাণ সাধনের জন্ত মহাত্মা গান্ধীর সহিত হাত মিলাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এতখানি অশিষ্টতা কায়দ-ই-আজম নীরবে হজম করিবেন কেমন করিয়া? ফলে লীগের সঙ্গে থাকসারের কোন প্রকার যোগাযোগ আর রহিল না। বহু পূর্ব হইতেই লীগের মধ্যে অহর দল নাই, মোমিন সম্প্রদায়ও নাই, জমিয়াৎ-উল-উলেমাও নাই। এতদিনে বহু সংখ্যক মুসলিম লইয়া গঠিত অশ্রুতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকসারও আর রহিল না। তবু মিঃ জিন্না ভারতের নয় কোটি মুসলমানের মুখপাত্র—তবু নাকি একমাত্র মুসলিম লীগই সমগ্র মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিত্বের স্পর্শ রাখে। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর একাধিক ধুরন্ধর এখনও মাঝেমাঝে তাহাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে কংগ্রেসের প্রভাব মুখের জোরে অস্বীকার করিবার ছলে নয় কোটি মুসলমানের প্রতিনিধি হিসাবে জিন্না

সাহেবের প্রলাপোক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন!

লেবাননের ঘোরাল পরিস্থিতি এখনও পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই। ফরাসী সূত্রে প্রাপ্ত খবরগুলিতে প্রকাশ, অবস্থা এখন ফরাসী কর্তৃপক্ষের করায়ত্ত। ব্রিটিশ সূত্রে গৃহীত সংবাদে জানা যায় যে, এখনও গোলযোগ চলিতেছে অর্থাৎ অল্পবিস্তর গোলাগুলি চালাইতে হইতেছে। কার্য্যকারণ লইয়া মাথা না ঘামাইয়া একটা বিষয় বুঝিবার মত সহজ-বুদ্ধি আমাদেরও রহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী আজ তিন বৎসর একেবারেই ফতুর হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষীয় ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাই এখানে-ওখানে যা একটু-আধটু অধিকার আছে বা অধিকার জাহির করার সুবিধা রহিয়াছে তাহার সুযোগ ছাড়িতে রাজী নহেন। তাই বুঝি লেবাননের ম্যাগেট সম্পর্কে একবার মুখ ব্যাদন করিয়া খারাল দস্তের পরিচয় খানিক জানাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। বিপদে পড়িয়াছে ইজ-মার্কিন রাষ্ট্রবিদের দল। লেবানন সম্পর্কে বিবোধিত প্রতিশ্রুতি বহু পূর্বেই মিত্রপক্ষ মানিয়া লইয়াছিলেন। গণতন্ত্রের ধারক মিঃ রুজভেন্ট ও আটলান্টিক সনদের বাহক মিঃ চার্কিলের কাছে নিপীড়িত লেবানন সুবিচার ও শ্রায়পরায়ণতার আবেদন জানাইয়াছে। মিঃ রুজভেন্ট “ভারতবর্ষ ইংরেজের ঘরোয়া ব্যাপার” জাতীয় যুক্তির মারপ্যাচ কথিয়া “লেবানন ফরাসীদের অন্তর মহলের ব্যাপার” বলিয়া দুই কুল রক্ষা করিলেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। মিঃ চার্কিলের পক্ষেও নীরব রহিলে অশ্রায় হইবে না। কেন-না আটলান্টিক চার্টারের বিধি-বিধান ও প্রতিশ্রুতি যে ইউরোপের শ্বেতকায় জাতিগুলি ছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকার হুঁতগা দেশগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য এমন কথা ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী কখনও কবুল করিয়াছেন বলিয়া তাহার পরম শত্রুও বাঁতে পারিবে না। কিন্তু লেবানন আপাততঃ বড় শক্ত ঠাই—সামরিক কারণেই। এদিকে মিশর, তুরস্ক প্রমুখ প্রায় সমগ্র মুসলিম জগৎ ফরাসী কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের প্রতিবাদ জানাইয়াছে। লণ্ডন ও ওয়াশিংটন এবং এলজিয়াস তথ্যপি ঘোষণা করিয়া এখনও কোন স্পষ্ট মতামত জানায় নাই। দেখা যাউক, শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের “রক্ষক”দের উদারতার দৌড় কতদূর!



## বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ

সামগ্রিক কারণে বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় বর্তমানে সমস্ত দেশেই বস্ত্রশিল্পের সুদিন দেখা গিয়াছে। পূর্বাপেক্ষা বেশী সময় কাজ করিয়া কাপড়ের কলসমূহকে কাপড়ের বর্জিত দাবী দাওয়া মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইতেছে। বস্ত্রের উৎপাদন, কার্টিভি ও মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সর্বত্রই বস্ত্রশিল্পের অভাবনীয় সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধকালীন উন্নতি নিয়া কোন শিল্প ব্যবসায়ীই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। বর্তমান সমৃদ্ধির ভিতর ভবিষ্যতের সম্ভবপর অবস্থা সম্পর্কেও তাঁহাদিগকে চিন্তাভাবনা করিতে হয়। কাজেই যুদ্ধোত্তরকালে জগতে বস্ত্রশিল্পের গতি কি দাঁড়াইবে অশান্ত শিল্পের মত আজ তাহা নিয়াও রীতিমত আলোচনা ও গবেষণা শুরু হইয়াছে। লণ্ডনের 'ফিন্যান্সিয়েল নিউজ' পত্রিকায় এক পত্র লিখিয়া মিঃ জে এল মেকে নামক এক ব্যক্তি সম্প্রতি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এখন হইতে আগামী ২৫১০ বৎসর কাল বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটা নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধির ভাব বজায় থাকিবে। এ বিষয়ে তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার সারমর্ম এইরূপঃ—গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড, ইটালী ফ্রান্স ও রাশিয়ায় কোন কাপড়ের কল বিনষ্ট হয় নাই। অধিকন্তু জাপান তাহার কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি দেখাইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন বস্ত্র গত মহাযুদ্ধের পরে জগতের লোকদের চাহিদা পরিপূরণে সমর্থ হয় নাই। ফলে অনেক দেশেই জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় বস্ত্রের অভাবে যথেষ্ট দুঃখদর্দশা ভোগ করিতে দেখা গিয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের শেষভাগে ল্যান্কাশায়ারের কাপড়ের কলসমূহে যে পরিমাণ টাকুতে কাজ চলিত বর্তমানে ল্যান্কাশায়ারের কাপড়ের কলসমূহে চলতি টাকুর সংখ্যা সে তুলনায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অবশ্য জাপানে চলতি টাকুর সংখ্যা ৫০ লক্ষ পরিমাণ বাড়িয়াছে, আর অল্প কয়েকটি দেশেও এ বিষয়ে কিছু কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে। কিন্তু এক ল্যান্কাশায়ারে বস্ত্র প্রস্তুতের কাজে যে মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে সমষ্টিগতভাবে জাপান ও অশান্ত দেশে বস্ত্র উৎপাদনের

সুযোগ সুবিধা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। ইহাতে বর্তমান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন দেশের বস্ত্রশিল্প ছুনিয়ার লোকদের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে পারিবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। কয়েকটি কারণে এবার লোকের মনে এইরূপ সন্দেহ বেশী করিয়াই জাগ্রত হইতেছে। প্রথমতঃ গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ছুনিয়ার লোক সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ, জাভা, ব্রিজিল ও আর্জেন্টাইনে লোক সংখ্যা সকল সামঞ্জস্য ও সম্ভাবনার মাত্রা ছাড়াইয়া ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। এইভাবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে উহাদের দিক হইতে বস্ত্রের চাহিদাও স্বভাবতঃই খুব বাড়িয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধোত্তর কালে এক নূতন জগৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প নিয়া অনেকেই খাড়া ও বস্ত্র প্রভৃতির দিক দিয়া লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী সমুচিতভাবে উন্নত করিবার কথা বলিতেছেন। লোকের জীবনযাত্রার উন্নতি সম্পর্কে এইরূপ চেষ্টার ফলে বর্তমান যুদ্ধের পরে জনসাধারণের প্রয়োজনে সর্বত্র বস্ত্রের চাহিদা বর্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই অবস্থায় আগামী ২৫১০ বৎসর কাল যে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটা নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধির ভাব বজায় থাকিবে তাহা খুব জোর দিয়াই বলা চলে।

বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সুদিন সম্পর্কে মিঃ জে এল মেকে উপরোক্ত মন্তব্য এদেশের কাপড়ের কলের মালিকেরা খুব ভরসাজনক বলিয়া মনে করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে সব যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আপাতভাবে সত্য বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে সে সমস্ত কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। গত মহাযুদ্ধের পর এ পর্যন্ত ছুনিয়ায় অনেক দেশের লোকসংখ্যাই যে পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু গত মহাযুদ্ধের পর ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সমষ্টিগতভাবে কাপড়ের কলের টাকুর সংখ্যা যে কতক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

গত ১৯২০ সালে ছুনিয়ার কাপড়ের কলসমূহে কি সংখ্যক টাকু চলিত তাহা অবশ্য আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। কিন্তু গত ১৯২৮ সালের তুলনায় গত ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত যে উহার পরিমাণ কতক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে তাহা আমরা ভালরূপই অবগত আছি। গত ১৯২৮ সালে সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন দেশের কাপড়ের কলসমূহে মোট ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকুতে কাজ চলিত। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত চলতি টাকুর সংখ্যা সে তুলনায় কমিয়া ১৪ কোটি ৭১ লক্ষ দাঁড়াইয়াছিল। একদিকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত অধিক বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও অপর দিকে কাপড়ের কলের টাকুর সংখ্যা হ্রাস—এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করিলে সাধারণ যুক্তিবাদের দিক হইতে ইহাতে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটা সমৃদ্ধি লক্ষিত হওয়ারই কথা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে গত ১৯৩৮-৩৯ সালে যেমন বস্ত্র শিল্পের কোন সুদিন লক্ষ্য করা যায় নাই বর্তমান যুদ্ধের পরেও তেমনই আমরা এই শিল্পের কোন নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি আশা করিতে পারি না। একথা সকলেই জানেন যে, ভারতে লোক সংখ্যার অনুপাতে কাপড়ের কলের সংখ্যা মোটেই যথোপযুক্ত নহে। ইংলণ্ডে গড়ে লোকপিছু বৎসরে ৩৫ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে (যুদ্ধের পূর্বের হিসাব)। সেই হিসাবে বরাদ্দ করিলে এদেশে ৩৮ কোটি লোকের জন্ত ১ হাজার ৩৩০ কোটি বস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে কাপড়ের কলসমূহের মোট উৎপাদন ৪৪৯ কোটি গজ ও তাঁত শিল্পের মোট উৎপাদন ২০০ কোটি গজ লইয়া এদেশে বর্তমানে বৎসরে মাত্র ৬৪৯ কোটি গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। দুঃখের বিষয় এইরূপ কম উৎপাদন সত্ত্বেও সাধারণ সময়ে মিলের তৈয়ারী কাপড় বিক্রয় সম্পর্কে এদেশের মিল মালিকদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বর্তমান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে গত ১৯৩৮-৩৯ সালে অবিক্রিত বস্ত্র জমিয়া মিলসমূহের কিরূপ দুর্দশা দেখা গিয়াছিল তাহা আমরা ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, লোক সংখ্যা বেশী থাকিলে এবং কাপড়ের কলের সংখ্যা বা উহাতে চলতি টাকুর পরিমাণ কম থাকিলে তাহা দেখিয়াই বস্ত্র শিল্পের একটা সমৃদ্ধি কল্পনা করিয়া লওয়া ভুল।

(৬৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া

[ঐতিহাসিক মূল্যোপাত্তা]

গত সপ্তাহে বোলপুর অঞ্চলের ধনীব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াদের উপর মূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিয়াছি। কৃষক ও শ্রমিকদের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ দাঁড়াইয়াছে এ সপ্তাহে তাহা আলোচনা করিব।

কৃষক ও শ্রমিক বলিতে আমরা যাহাদের বুঝি, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই যুদ্ধের পূর্বের অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল ছিল না, এবং অনেকেই উপযুক্ত পরিমাণ আহারও পাইত না। ইহাদের অবস্থাই বর্তমানে সর্বোপেক্ষা শোচনীয় হইয়াছে।

বোলপুর অঞ্চলের কৃষক ও শ্রমিকদের মোটামুটিভাবে কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ শতকরা হিসাবে খুবই সামান্য হইলেও প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কয়েকজন করিয়া অবস্থাপন্ন কৃষক আছে যাহাদের জমীজমা ও সম্পত্তি রহিয়াছে তাহাদের সারাবছর অল্পাভাবে কষ্ট করিতে হয় না, বরং বেশকিছু পরিমাণ ধান মজুত অথবা বিক্রী করে। দ্বিতীয়তঃ অবশিষ্ট সমস্ত কৃষকরা জমীজমা থাকা সত্ত্বেও আকণ্ঠে স্বর্ণে নিমগ্ন এবং দারিদ্র্যের চরম চূর্ণকষ্টে চিরজীবন ভোগ করিয়া আসিতেছে। বাকী যাহারা থাকিল তাহাদের স্থাবর সম্পত্তি বলিতে প্রায় কিছুই নাই, ইহাদের মধ্যে অনেকে কৃষাণ অর্থাৎ অল্প চাষীর সহিত ভাগে চাষ করে, অনেকে গরুর গাড়ীতে মাল বহন করিয়া দিনযাপন করে, তাছাড়া সতরাঞ্চলের ও নিকটবর্তী গ্রামের বহুলোক কলে এবং অন্যান্য স্থানে মজুরের কার্য করিয়া অর্থোপার্জন করে।

আমাদের চাক্ষুষ অনুসন্ধানের পর আমরা দেখিয়াছি যে পূর্বোক্ত সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে, প্রথমোক্ত চাষীরা যাহারা বিক্রয় ও সঞ্চয়ের উপযোগী ধান উৎপন্ন করে,—তাহারা ধানের উচ্চমূল্যের জন্য অন্ততঃ সাময়িকভাবেও উপকৃত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ শ্রেণী সংখ্যায় অল্প, বাকী সকলে এই দুর্বৎসরে অধিকতর চূর্ণকষ্টের মধ্যে পড়িয়াছে। যাহা হউক, প্রথমোক্ত চাষীদের উপর ধানের উচ্চমূল্যের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা যাক।

যে কয়েকজন ভাগ্যবান চাষী জুন-মাসের শেষ অবধি ধান ঘরে রাখিতে পারিয়াছিল,—তাহারা অন্যান্য বৎসর ঐ

সময়ে যখন মণ প্রতি ৩/৪ দর পাইতেছিল, এই বৎসর সেই একই পরিমাণের জন্য ১৭/১৮ পাইল। যদি ঐ চাষীরা অন্যান্য বৎসরের জন্য এবৎসরও একই পরিমাণ ধান বিক্রী করিতে পারিত তবে তাহাদের মোট আয় অন্ত বৎসরের তুলনায় ছয়গুণ বেশী হইত, কিন্তু ধানের উৎপাদন প্রায় অর্ধেক কম হওয়ার চাষীরা সর্বোচ্চ মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ ধান বিক্রী করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। কারণ সমবার সমিতির ধার শোধ করিবার জন্য ধানের দর সর্বোচ্চ উঠিবার পূর্বেরই,—মার্চমাসের মধ্যে অনেক কৃষককে ধান বিক্রী করিয়া দিতে হইয়াছিল।

অন্যান্য বৎসর যখন ঐ সময় পৌনে তিন টাকা বা তিন টাকা দরে ধান বেচিতে হইয়াছিল এবৎসর সেই সময়ে চাষীরা দশ টাকা পর্যন্ত মণপিছু পাইল, তাই যদিও ধান উৎপন্ন কম হইয়াছিল; কিন্তু সেই লোকসানটী প্রায় ৪ গুণ বেশী দাম পাবার দরুণ ভালরূপেই পোষাইয়া গেল। বোলপুর ও নাঙ্গুর ধানার অঞ্চলে ধান উৎপাদন খুবই কম হইয়াছিল, একমাত্র ইলামবাজার ধানায়ই ধান উৎপাদন সম্ভোষণক হইয়াছিল; কিন্তু প্রথমোক্ত দুই ধানার অন্তর্গত চাষীরাও ধান বেচিয়া বেশ ভালরকম লাভই করিয়াছিল। সমবার কেন্দ্রীয় কোষ হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ঐ ব্যাকের নতুন ঋণদান এবং পুরাতন ঋণ শোধ পাওয়া উভয়ই গত বছরের তুলনায় বেশ সম্ভোষণক হইয়াছে। এই দুর্বৎসরে ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা এইরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়; যদিও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঋণ শোধের বৃদ্ধিত ক্ষমতা খুব অল্প কয়েকজনেরই মাত্র হইয়াছিল; কারণ সমবার কেন্দ্রীয় কোষ সম্পত্তিবিধিষ্ট চাষী ব্যতীত অপর কাহাকেও ঋণদান করে না, অতএব জমীবিহীন মজুর এবং অত্যন্ত দরিদ্র চাষীরা যে কেন্দ্রীয় কোষের এলাকার বাইরে পড়ে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যাহা হউক, শতকরা হিসাবে সংখ্যায় কম হইলেও কয়েকজন চাষীও যে বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির সুপে অপাতভাবেও সুসময়ের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহা কিঞ্চিৎ সাস্থনার বিষয়; যদিও ইহাদেরও অন্যান্য

দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির অবশ্রম্ভাবী ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

চাষীরা তাহাদের বিপুল ঋণের রোষা যে কেবলমাত্র ধান বিক্রী করিয়া কমাইয়াছে তাহা নহে জমী বিক্রী করিয়াও অনেকখানি ঋণ শোধ করিয়াছে। জমী হাতছাড়া করিয়া সাময়িক লোকসান সহ্য করিয়াও দেনার দায় হইতে মুক্ত হইতে বহু চাষী বাধ্য হইয়াছে; কিন্তু সামান্যসংখ্যক চাষীর অবস্থা ভাল হইলেও দরিদ্রতার চাষী এবং জমীবিহীন মজুররা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সর্বদা দারিদ্র্য ও স্বর্ণে জর্জরিত, থাকিয়া উঠারা কোন সময়েই স্বচ্ছলে জীবন কাটাইতে পারে না। এই মূল্য বৃদ্ধির দিনে তাহারা সামান্য সঞ্চিত ধন জমী এবং গহনা ক্ষয় করিয়া জীবনধারণ করিতেছে। যাহাদের সমস্ত সম্বল ফুরাইয়াছে তাহাদের অবস্থা ত' আজকাল কাহারও অবদিত নাই। পূর্বেই জমী বিক্রীর পরিমাণ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বোলপুর রেজিষ্ট্রেশন অফিসের এলাকা বোলপুর ও ইলামবাজার ধানার মধ্যে নিবদ্ধ উক্ত অফিসের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ঐ এলাকার মধ্যে এই বছর জানুয়ারী হইতে জুন মাসের মধ্যে ৩৪০০ খণ্ড জমী বিক্রী হইয়াছে। ১৯৪২এর ঐ ছয় মাসে সেইস্থলে ২৭০০ জমী বিক্রয় হইয়াছিল। অর্থাৎ এ বছর গত বছরের তুলনায় প্রতি মাসে একশত খণ্ড করিয়া বেশী জমী বিক্রয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিছু পরিমাণ জমী ঋণশোধের জন্য বিক্রী হইয়াছে পূর্বেই বলিয়াছি, অবশিষ্ট সমস্তই কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্যই বিক্রয় হইয়াছে। সরকারী তথ্য হইতে জানা যায় যে, এই বেশীর ভাগ জমীই দরিদ্র চাষীদের কাছ হইতে সহরের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এবং গ্রামেরও দুই একটা ধনীর হাতে চলিয়া যাইতেছে। অতএব, আমরা দেখিতে পাই যে, যুদ্ধের পূর্বে যেসব জমী অনেকের অধিকারে ছিল যুদ্ধের সময়ে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় তাহা কতিপয় ব্যক্তির হাতে গিয়া জমা হইল এবং ইহার অর্থই হইতেছে যে দরিদ্ররা অধিকতর দরিদ্র হইয়াছে। যদিও দরিদ্র চাষীরা সজে সজে কাঁচা টাকা অনেক পাইল, কিন্তু ভবিষ্যতে নির্ভর করিবার একমাত্র সম্পদ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল; আরো চূর্ণের বিষয় এই যে,

কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্তই তাহারা ধনীদের হস্তে নিজেদের সম্পত্তি তুলিয়া দিল। অদূর ভবিষ্যতে যখন নিজেদের জমী কিছুই থাকিবে না, তখন ধনীর জমী ভাগে চাষ করা ছাড়া উহাদের গত্যন্তর থাকিবে না। দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে এবং বাড়িয়া চলিবেই, অপরদিকে জমী এবং সম্পত্তি সামান্য সংখ্যক ধনীর হাতে গিয়াই জমা হইতেছে।

কৃষক শ্রেণী ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই প্রায় জমীবিহীন মজুর এবং উহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক কৃষি শ্রমিক হিসাবে জমি চাষ করে, একশ্রেণী গরুর গাড়ীতে মাল বহনের কার্য করে, অনেকে আবার গৃহ-স্থালীর চাকরের কাজও করে এবং আরেক শ্রেণীর লোক কলে এবং অন্যান্য স্থানে দিনমজুরীর কার্য করে।

মজুরীর হার যে বাড়িয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাদের আর্থিক-আয় দেখিলে প্রথমতঃ ধারণা হইবে যে, তাহারা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থাতেই আছে। যে মজুররা পূর্ব দিনে চার আনা বা পাঁচ আনা মজুরী পাইত, এখন তাহারা বারো আনা হইতে চৌদ্দ আনা দৈনিক মজুরী পাইতেছে, অর্থাৎ উহাদের মজুরীর হার প্রায় ৩ গুণ বাড়িয়াছে। বোলপুরের নিকটেই aerodrome এর কার্য আরম্ভ হইবার দরুণ গাড়োয়ানরা এইখানে বালি, ইঁট, পাথর, সিমেন্ট প্রভৃতি উপকরণ বহিয়া লইবার কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং পূর্বে ঐ জিনিষ বহিয়া তাহারা যা পাইত এখন তাহা অপেক্ষা প্রায় চারগুণ বেশী অর্থ পাইতেছে। গৃহস্থালীর চাকররা বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের বাড়ীতেই কাজ করে এবং টাকার হিসাবে অতিরিক্ত কিছু না পাইলেও আজ-কাল সকলেই নিজের খাত্ত পায় এবং ইহাই তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। এবং যাহাদের ইহাতে পোষাইতেছে না তাহারা aerodrome-এর বিশাল কার্যক্ষেত্রে যাইয়া কাজ করিতেছে এবং সেখানে বারো আনা চৌদ্দ আনা দৈনিক রোজগার করিতেছে। অতএব টাকার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাহারা এখন অধিকতর হৃদশার মধ্যে পড়ে নাই। কিন্তু শুধু ঐ দিক দিয়া বিচার করিলেই চলিবে না; টাকার ক্রয়-ক্ষমতা এবং তাহাদের মজুরীর হারের সহিত জিনিষপত্রের দামের সামঞ্জস্য ও বিচার করিতে হইবে।

ইহা একটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, মূল্য বৃদ্ধির যুগে মজুরীর হার পিছাইয়া পড়ে,

এবং মজুরদের তাহার জন্ত অনেক অসুবিধাই ভোগ করিতে হয়। এই অঞ্চলেও সেই একটা কথা প্রয়োগ করা যায়—কারণ মজুরীর হার বড় জোর ৩ গুণ হইতে ৪ গুণ বাড়িয়াছে কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়াছে অনেক স্থলে ৬ গুণেরও অধিক। এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির উপর যদি মজুরদের আবার কাজ না জুটিত তাহা হইলে উহাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হইত এবং এই অঞ্চলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়া অসম্ভব হইত না; কিন্তু নতুন aerodrome-এর বিশাল নির্মাণ কার্য আরম্ভ হওয়ায় বহু লোকে কিছুকালের জন্যেও অন্ততঃ কাজ পাইয়াছে। কিন্তু এই কার্যের দ্বারা ভবিষ্যতের একটি ক্ষতি সাধিত হইতেছে। অপরের সহিত ভাগে চাষ করিয়া নিজেদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছে না বলিয়া বহু কৃষিশ্রমিক দলে দলে আসিয়া aerodrome-এর কাজে লাগিয়াছে। ফলে এই অঞ্চলের চাষের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। মাঠে কাজ করিবার লোক না পাওয়া যাইলে বড় চাষীদেরও চাষ বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক, তাছাড়া, যাহারা এখন চাষের কাজ ছাড়িয়া কুলী মজুরের কাজ করিতেছে কিছুকালের জন্ত তাহারা প্রচুর রোজগারের পথ পাইতেছে বটে, কিন্তু কাজ শেষ হইয়া যাইবার পরে হঠাৎ তাহারা বেকার হইয়া পড়িবে, এবং কৃষাণের কাজ করিয়া চাষের যে অংশ পাইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইবে।

টাকার হিসাবে রোজগার বাড়িলেও ঐ টাকার ক্রয় ক্ষমতা কিরূপ তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক। বর্তমান খাত্ত-সঙ্কটের পূর্বে সাধারণ মজুরেরা গড়ে চার আনা করিয়া দৈনিক রোজগার করিত এবং ছয় পয়সায় সের হিসাবে দুই সের চাল কিনিয়াও এক আনা দিয়া অস্বাস্থ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিত, এখন সেক্ষেত্রে তাহারা গড়ে বারো আনা দৈনিক রোজগার করে এবং বারো আনা দিয়াই এক সের চাল মাত্র তাহা-দিগকে কিনিতে হয়। চিড়া মুড়ী, সরিষার তৈল ইত্যাদি জিনিষের দাম চার গুণ বাড়িয়া গিয়াছে, কাপড়ের দাম ছয় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, টাকার হিসাবে পূর্বাপেক্ষা অধিক রোজগার করা সত্ত্বেও টাকার ক্রয় ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কমিয়া যাইবার দরুণ মজুরদের আর্থিক কষ্ট বাড়িয়াছে বই কমে নাই। মজুরদের আয় এবং খাত্তদ্রব্যের মূল্যের মধ্যে অত্যন্ত অসামঞ্জস্য থাকায় উহারা ঘটি বাটী গহনা

বেচিয়া কিছুদিন চালাইয়া তারপরে অর্দ্ধাহারে থাকিতে আরম্ভ করিল।

এই শ্রেণীর লোকদের হৃদশা যখন প্রায় চরমে উঠিল, তখন সরকার হইতে 'Cheap Grain Shop' খোলা হইল এবং সেখান হইতে বাজারে যখন চালের ও আটার দর ক্রমে বারো আনা এবং নয় আনা সের তখন ছয় আনা চাল ও আটা বিক্রয় আরম্ভ হইল। কিন্তু এই সাহায্য প্রয়োজনীয় হইলেও অনেক দেরীতে আরম্ভ হইল এবং প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম সাহায্যই করা হইল। বোলপুরের মত বড় সহরে মাত্র ৪টা সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইল এবং প্রত্যহ মাত্র এক হাজার সের চাউল ছয় আনা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইল।  
(৬৫২ পৃষ্ঠায় প্রট্যা)

### বঙ্গপ্রী কটন মিলস্ লিঃ

শতকরা ১৬ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা

১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে বঙ্গপ্রী কটন মিলস্ লিঃ-এর সেই সময়ের কাজের ও সাফল্যের পরিমাণ সম্পর্কে ডিরেক্টরদের প্রকাশিত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, ঐ বৎসরে কোম্পানীর যথেষ্টই উন্নতি ঘটিয়াছে। কাঁচা মাল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ অত্যধিক মূল্য এবং বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি সত্ত্বেও কোম্পানীর নীট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ২৭ হাজার ৭২৩ টাকা ৩ আনা ১ পাই। বর্তমান মহাযুদ্ধ বাধিবার মাত্র দুই বৎসর কাল পূর্বে অনধিক ২৭৬ থানা তাঁত হইয়া এই মিলের গোড়া-পত্তন হইয়াছিল। কিন্তু কাজের কলাফলের দিক দিয়া ইতিমধ্যেই কোম্পানী অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করিয়াছে। সুতরাং একথা এখন নিশ্চিত রূপেই বলা চলে যে, যুদ্ধের পরে মিলের তাঁত ও চাকুরী লাজসরঞ্জাম সুসম্পূর্ণ হইয়া পুরাদমে কাজ চলিবার ব্যবস্থা চালু হইলে যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক ব্যাঘাত-সংঘাত সত্ত্বেও কোম্পানীর লাভের পথে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হইবে না। প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ম্যানেজিং এজেন্ট মিঃ ডি এন চৌধুরী মহাশয়ের অসামান্য দূরদৃষ্টি ও অক্লান্ত পরিশ্রম—তাহারই অদৃশ্য পরিচালনার গুণে বর্তমান কালের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মিলের ক্রয়োত্ততি অব্যাহত রহিয়াছে।

ডিরেক্টরগণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত শতকরা ৪ টাকা এ্যাড-ইন্টারিম লভ্যাংশের উপর আবও শতকরা ১২ টাকা হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে ১৯৪২ সালের লভ্যাংশের মোট পরিমাণ দাঁড়াইল আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ১৬ টাকা। ১৯৪৩ সালের লাভের উপরও ডিরেক্টরগণ শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হারে এ্যাড-ইন্টারিম লভ্যাংশের সুপারিশ করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের লভ্যাংশের সহিতই উহা প্রদত্ত হইবে।

উপরোক্ত রিপোর্টে মিলের ম্যানেজার মিঃ সি চৌধুরীর সুপরিচালনার এই বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে যে, শত্রু বিমান হানার সময়েও কোনরূপ শ্রমিক গোলযোগ সংঘটিত হইতে না দিয়া তিনি স্তব্ধভাবে মিলের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালাইতে পারিয়াছেন।

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### রেল কর্মচারীগণের মাগ্গী ভাতা বৃদ্ধির দাবী নামঞ্জুর

সম্প্রতি রেল কর্মচারীগণের পক্ষ হইতে মাগ্গী ভাতা বৃদ্ধির জন্য যে দাবী জানান হইয়াছিল, ভারত সরকার তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। অবশ্যে গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, অন্ত্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের তুলনায় যুদ্ধ-ভাতা ও কম দরে খাদ্যব্যাধি সরবরাহ ব্যাপারে রেল শ্রমিকেরা অধিকতর সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে।

### আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি আলোচনা বৈঠকে সোভিয়েট প্রতিনিধির যোগদান

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ হেনরী মর্গেন ষাট ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর যুগে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির স্থিতি বিধান সম্পর্কে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ওয়াশিংটনে যে আলোচনা বৈঠক হইবে সোভিয়েট রাশিয়া তাহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সম্মত হইয়াছে।

### মাগ্গী ভাতা নির্ধারণ কমিটি

কোন কোন বিষয় বিবেচনা করিয়া শ্রমিকদের মাগ্গী ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য ভারতের গ্রীষ্মীয় সভাপতিশ্বে কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, এ সংবাদ আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিয়াছি। উক্ত কমিটির সদস্যগণের নামের পূর্ণ তালিকা বর্তমানে পাওয়া গিয়াছে এবং উহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—ভারতের গ্রীষ্মীয়, চেয়ারম্যান, শ্রী শ্রী রাম, মিঃ পেড্লে, যুক্তপ্রদেশের লেবার কমিশনার, ভারতের মর্টন, মিঃ যমুনাদাস মেহতা, মিঃ বক্ষিম মুখার্জি, মিঃ ব্রিচলি, মাদ্রাজের লেবার কমিশনার, মিঃ ডি, ভি, রিজ, মধ্যপ্রদেশের লেবার কমিশনার।

### কেন্দ্রীয় পরিষদে ট্রেড ইউনিয়ন বিল

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধনার্থ ডাঃ আবেদকর যে বিল আনয়ন করেন, বিস্তারিত আলোচনার পর জনমত সংগ্রহার্থ প্রচারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত বিলে, ট্রেড ইউনিয়নকে নির্দিষ্ট কয়েকটি সন্তে স্বীকার করিয়া লইবার বাধ্যতামূলক বিধান আছে।

### ভারতবর্ষ ও রাষ্ট্র সঙ্ঘ

সম্প্রতি বিলাতের কয়ল সভার প্রদ্রোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে যে, অধুনালুপ্ত রাষ্ট্র সঙ্ঘের বোট ৪৫টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ৬টি রাষ্ট্র এখনও নিয়মিতভাবে দেয় চাঁদা যোগাইয়া চলিয়াছে। অন্য ৫টি রাষ্ট্র হইতেছে ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

### ক্যানাডা গভর্নমেন্ট কর্তৃক ভারতে হাই কমিশনার নিয়োগের অভিপ্রায়

ক্যানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকব্রী কিং সম্প্রতি সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে বলেন যে, ক্যানাডা গভর্নমেন্ট ভারতে একজন হাই-কমিশনার নিযুক্ত করিতে চাহেন। ক্যানাডা গভর্নমেন্টের এই অভিপ্রায়ের কথা ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং ভারত গভর্নমেন্টকে জানান হইয়াছে।

### রসায়ন শিল্প গঠনের সমস্যা

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট চেম্বারের ভবনে ইণ্ডিয়ান কেমিকেল ম্যানুফেকচারার এসোসিয়েশনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে, সভাপতি ডঃ এইচ, ঘোষ তাঁহার ভাষনে বলেন যে, এদেশের রসায়ন শিল্প সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশী মূল শিল্পের উপর নির্ভরশীল। রসায়ন শিল্পের মূল উপাদানগুলির শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। অবিলম্বে মূল রাসায়নিক দ্রব্যগুলি এদেশে তৈরী করিয়া শিল্প সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত এবং অনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর এদেশের রসায়ন শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

### সিগারেট প্রস্তুত কারকদের প্রতি হিসাব পত্র দাখিলের নির্দেশ

সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়া মজুত ও মুদ্রা নিবারণ অর্ডিন্যান্সের সর্ব অঙ্গসারে সিগারেট প্রস্তুতকারকদের উপর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার বেন বিক্রয়ের হিসাবপত্র রাখেন এবং আগামী ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত তাঁহাদের হাতে যে পরিমাণ মাল মজুত থাকে, আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের পূর্বে নয়া দিল্লীতে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কন্ট্রোলার জেনারেলের নিকট তাহার হিসাবাদি দাখিল করেন।

### কপি হইতে রং প্রস্তুত

আলকাতার অতাবে জার্মানরা রাঙা বাঁধা কপি হইতে রং প্রস্তুতের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে। শুধু লাল রং নয় উহা হইতে নীল এবং সবুজ রং ও তৈরী হইতেছে।

### বীমা কোম্পানীসমূহের আয়কর

কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে বীমা কোম্পানীসমূহের নিকট হইতে গৃহীত আয়করের সর্বোচ্চ হার নির্দিষ্ট করিয়া প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হইবে।

### সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধীয়

## দ র দী

বঙ্গালী ও আসামের একমাত্র পাক্ষিক

ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেন্দ্র চক্রবর্তী : দরদী পত্রিকা অফিস—কুমিল্লা

## মাইকানাইট !

প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইকা সিট, টিউব, "ডি" রিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইণ্ডিয়ান ফৌস ডিপার্টমেন্ট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

## মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

## ঔষধপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প এবং আর্থিক-মন্ত্রক সরকারের দপ্তর হইতে এক আদেশ জারী করিয়া বহু সংখ্যক ঔষধের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আদেশে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক আমদানীকারক, ব্যবসায়ী এবং ঔষধ প্রস্তুতকারককে আগামী ১৫ই জানুয়ারীর পর সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে হইবে। উক্ত আদেশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে ঔষধপত্রের যে দাম ছিল যথা-সম্ভব তাহার কাছাকাছি দরে বাহাতে ঔষধপত্র ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই

সরকারের ইচ্ছা। কিন্তু যুদ্ধ জনিত কারণে উৎপাদন প্রভৃতির ব্যয় বৃদ্ধি হেতু গভর্ণমেন্ট যুদ্ধ পূর্বকালের মূল্যের উপর শতকরা ৩০/০ পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি অনুমোদন করিবেন।

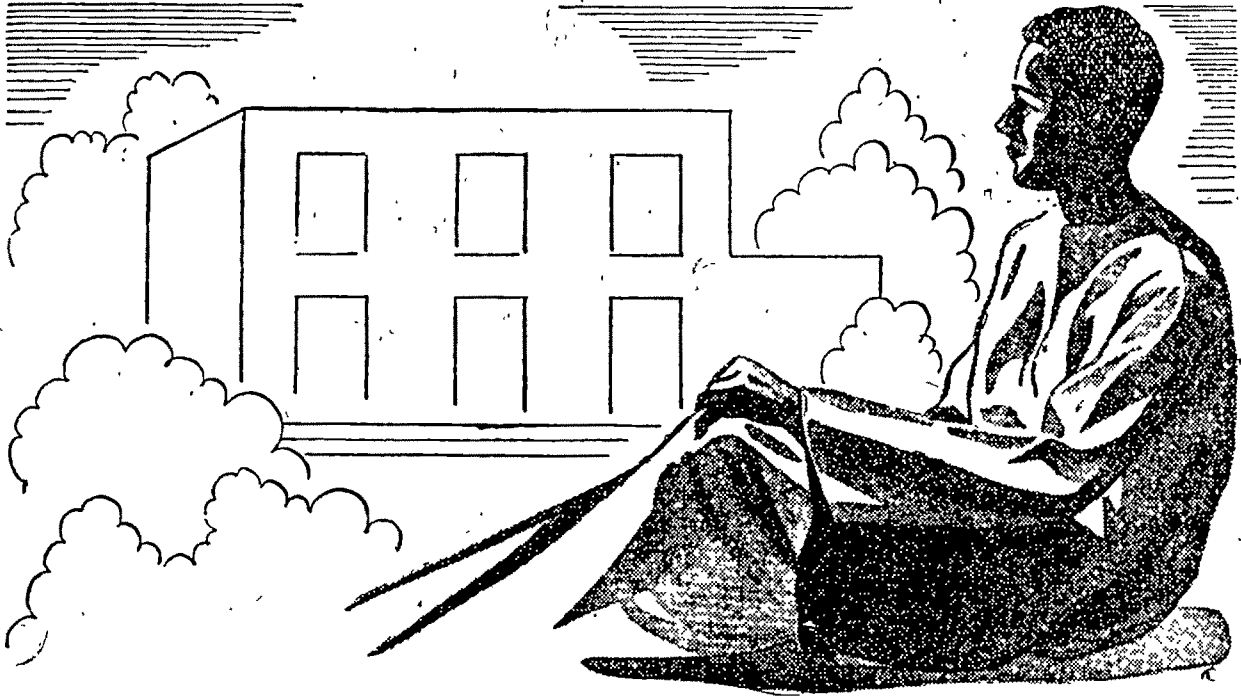
## ল্যাক্সাশায়ার বস্ত্র শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রস্তাব

ল্যাক্সাশায়ারের কাপড়ের কলের শ্রমিক সম্বলিত দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল ধরিয়া আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ল্যাক্সাশায়ারের বস্ত্র-শিল্পকে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে আনিতে হইবে। শ্রমিকদের চাকুরির নিরাপত্তা এবং বুদ্ধোত্তর যুগে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পুনর্গঠন করিতে হইবে। এই

প্রস্তাবে বলা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ গভর্ণমেন্ট ১৬ জন সদস্য ও একজন সভাপতি লইয়া একটি বোর্ড গঠন করিয়া নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করিবেন। ক্ষতিপূরণ এবং নতুন মূলধন প্রভৃতি নিয়োগ, তুলার বাজারে কটকাবাজী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যতদিন না সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইতেছে ততদিন বস্ত্রশিল্পকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে হইবে।

## ষ্ট্যালিনগ্রাদ পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা

বিশ্বস্ত ষ্ট্যালিনগ্রাদ সহর পুনর্নির্মাণের জন্য একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী হইয়াছে। চার জন বিখ্যাত স্থপতি এবং শিল্পীর উপর স্কয়ার, পার্ক, বীথী এবং জয়ন্তস্ত শোভিত নগরী নির্মাণের ভার অর্পণ করা হইয়াছে।



## এইটা আপনার বাড়ি

আপনার সংসার আপনার বাড়ি। তার সব দায়, সব ভার তা আপনারই। আপনার জী ও ছেলেমেয়ের নির্ভর আপনি, কারণ আপনি গৃহস্থায়ী, তাদের পোষক ও প্রতিপালক। তাদের মঙ্গল ও ভবিষ্যতের জন্য আপনিই দায়ী।

জীবন হয়ত আপনার উপর খুব প্রেসন নাও হতে পারে, হয়ত ভাগ্যের নির্মম হাত আপনাকে আপনজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তবে দেখেছেন কি, তখন কে আপনার জী ও ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করবে, কে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ যোগাবে?

নিউ ইণ্ডিয়া ফ্যামিলি ইনকাম পলিসি আপনার অবর্তমানেও আপনার পরিবারকে নিয়মিত আয় যোগাবে, যতদিন না আপনার বীমা পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হয়। এ ছাড়া নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে পলিসির সম্পূর্ণ টাকাটাও তাদের দেওয়া হবে। আপনি বেঁচে থাকলে, পলিসির টাকা আপনিই পাবেন।

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| মোট মূলধন—    | প্রায় ৫ কোটি টাকা |
| মোট সম্পত্তি— | প্রায় ৬ কোটি টাকা |
| মোট দাবী শোধ— | ১০ কোটি টাকার উপর  |

দি **নিউ ইণ্ডিয়া**

এসিওরেন্স কোং, লিঃ

৯, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## নিউ ইণ্ডিয়া ফ্যামিলি ইনকাম পলিসি কি কি সুবিধা দেয় :

- \* যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার মৃত্যু হয়, তাহ'লে আপনার পরিবার মোট যে টাকা পাবেন, তা বীমাকৃত টাকার চেয়ে বেশি।
- \* আপনার বিধবা স্ত্রীকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা হাবে না—নিরাপদ ও লাভজনকভাবে তাঁর টাকা খাটবে।
- \* বেঁচে থাকলে সমস্ত টাকা আপনিই পাবেন—বৃদ্ধ বয়সে তা' আপনার অন্ত্যস্ত উপকারে আসবে।

## বীমার হার ও অস্বাভাবিক বিবরণের জন্য নিচের কুপন পাঠান।

দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

৯, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রগৃহপূর্বক বিনামূল্যে ও বিনা বাধ্যবাধকতার আমাকে "ফ্যামিলি ইনকাম পলিসির" সবিশেষ বিবরণ পাঠান

নাম

ঠিকানা



## কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বে-সরকারী রেল কোম্পানীসমূহ ক্রয়ের আলোচনা

প্রকাশ, তিনটি বে-সরকারী রেল কোম্পানীর স্বত্ব ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক ক্রয় করিয়া লওয়া সম্পর্কে লণ্ডনে যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা সম্ভাব্যজনক পরিণতির দিকে চলিয়াছে। খুব সম্ভব কেন্দ্রীয় পরিষদে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেট অধিবেশনের সময় রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাময়িক যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ভার এডওয়ার্ড বেঙ্কল উহার উল্লেখ করিবেন। তবে আশা করা যায় যে উহার অনেক পূর্বেই এ-সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। বেঙ্কল-নাগপুর, সাউথ ইণ্ডিয়ান এবং সাউদার্ন মহারাষ্ট্র, এই তিনটি রেলওয়ে ক্রয় সম্পর্কেই বর্তমানে কথাবার্তা হইতেছে। ভারত গভর্নমেন্ট সর্বোচ্চ যে দর দিতে রাজী আছেন তাহা জানাইয়া ভারত সচিবকে উক্ত কোম্পানীত্রয়ের স্বত্ব ক্রয় করিতে অগ্ররোধ জানাইয়াছেন।

## ধান চাউল ডেলিভারি লওয়া সম্পর্কে নতুন আদেশ

গত ১৫ই নভেম্বর বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা আইন অমুসারে এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলার অসাময়িক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টরের অমুমতিপত্র ব্যতিরেকে কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলের কোন রেলওয়ে অথবা স্ট্রামার স্টেশনে আমদানী কোন চাউল কিম্বা ধান বাহার নিকট পাঠান হইয়াছে তিনি কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি উহার ডেলিভারী লইতে পারিবেন না। দেশরক্ষা বাহিনীর অস্ত্র প্রেরিত অথবা আড়াই মণ পর্যন্ত ধান চাউল এই আদেশের আওতায় পড়িবে না। অসাময়িক সরবরাহ বিভাগের অমুমোদন ব্যতিরেকে উপরোক্ত অঞ্চলের স্টেশনসমূহে আমদানী ধান চাউলের রেল রসিদ বিক্রয়ও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

## কেন্দ্রীয় পরিষদে রেশনিং সংক্রান্ত আলোচনা

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিতর্কের সময় রেশনিং বিশেষজ্ঞ মিঃ কিরবি রেশনিং পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, রেশনিং প্রবর্তন করা হইলে খাদ্য পাইবে না বলিয়া অনেকে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রথমে আবশ্যিক পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ না করিয়া রেশনিং প্রবর্তন করা হইবে না। ক্ষুদ্রাং লোকে যখন দেখিবে যে, রেশনিং প্রবর্তনের ফলে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত তখনই লোকের মন হইতে অবিস্থান এবং ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইবে। ভার কাগজালম্বী আত্মাঙ্গীর বলেন যে, বোম্বাইয়ের ব্যবস্থা হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খাদ্যশস্য সংগ্রহের একমাত্র উপায় কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি উহা গ্রহণ করা। তিনি আরও বলেন যে, খাদ্যশস্য বন্টনের একমাত্র ক্রিয়াজনক উপায় রেশনিং।

## মেদিনীপুরের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে পণ্ডিত কুঞ্জক

সম্প্রতি বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা ভ্রমণ করিয়া হৃদয়-প্রদীপিত বাঙ্গলার অবস্থা সম্পর্কে পণ্ডিত কুঞ্জক যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রোগ্রেসিভ ক্লাবে এক বক্তৃতায় তিনি তাহা ব্যক্ত করেন। কাঁথিতে গিয়া তিনি দেখিতে পান যে জীবন্ত কঙ্কালেরা আহাধীর সঙ্কানে মূরিতেছে। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই নিঃশ্ব ও নিয়ম। মৃতদেহগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। অনশনক্লান্ত চুর্কল জীলোক ও শিশুগুলি পারে ভর দিয়া উঠিতে পারে না—কেহ কাছে গেলে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। তিনি বলেন যে সামাজিক চূর্ণাভি এবং অকর্মণ্য শাসনব্যবস্থার জন্তই এই সকল নরনারীর আজ এই চূর্ণাভি। অনশনে হাজারে হাজারে লোক মৃত্যুবরণ করিতেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিকট হইতে তিনি যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে কাঁথি প্রভৃতি অঞ্চলে শতকরা ৫০ জন লোকই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

## শত্রু কবলমুক্ত দেশসমূহকে সাহায্য দান

প্রকাশ, এগিরা ও ইউরোপের শত্রু কবলমুক্ত দেশসমূহের মুক্তির পর সেখানকার অভাবগ্রস্ত-দিগকে ষাণ্ডারাইবার অস্ত্র সম্বলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের যে সাহায্যদান ও পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে চাঁদা হিসাবে ব্রিটেনকে এক শত কোটি ডলার দিতে হইবে। জাতীয় আয়ের শতকরা হারে এই পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ চীন, রাশিয়ায় এবং দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহকে কি পরিমাণ চাঁদা দিতে হইবে তাহা বর্তমানে নির্ধারিত করা হইতেছে।

## ভারত-চীন সড়কের ব্যয়

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ কে সি নিয়োগী প্রশ্ন করেন যে, ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে যে নতুন রাস্তা নির্মিত হইতেছে তাহার ব্যয় কি ভারত সরকারের তহবিল হইতে দেওয়া হইবে? অবশ্যে অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে, এই ব্যয় ভারত সরকারকে বহন করিতে হইবে না। ত্রিমুখ নিয়োগীর অস্ত্র একটা প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব জানান যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গৈরিক বিভাগের ভারতীয় বাঁচীসমূহ হইতে যুদ্ধ পরিচালনের ব্যয়ও ভারতবর্ষকে বহন করিতে হইবে না।

নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

# ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক

স্থাপিত—১৯২৮—লিঃ—হেড অফিস—ময়মনসিংহ

—শাখা অফিস—

সেরপুর (ময়মনসিংহ)

কলিকাতা সেন্ট্রাল অফিস—এনং ম্যানেজার লেনে শীর্ষই খোলা হইতেছে।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য দক্ষতার সহিত করা হয়।

কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার অস্ত্র অতিষ্ঠ এজেন্ট, ক্যাশিয়ার, গ্র্যাকাউন্টেন্ট ও ক্লাক আবশ্যিক। আবেদন করুন। ক্যাশিয়ারের জামিন দিতে হইবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :- এস, কে, রায়।

# হাওয়াডা

ডাইরেক্টর

# নাসিওরেন্স

জিঃ  
লিঃ

## হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩নং ধর্ম্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা।

১৯৪৩ জুন'এর আর্থিক অবস্থা (হিসাব সাপেক্ষ)

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| অমুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০০ টাকা | ধার ও আগাম দান ২৬,৬২,০০০ টাকা     |
| আদায়ীকৃত মূলধন ৪,৫৯,০০০ "    | জি.পি. নোটে বিনিয়োগ ২৫,১০,০০০ "  |
| কার্য্যকরী মূলধন ৭৮,০২,০০০ "  | নগদে ও স্বর্ণমানে জমা ২০,৭৭,০০০ " |

শাখাসমূহ :- হাওয়াডা, শালিখা, বেলুড, বালা  
উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী।

ডি এন মুখার্জি, এম, এল, এ,  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

## ভারতবর্ষের জন্ম রিভারিজ পরিকল্পনা

স্মার উইলিয়ম রিভারিজের সমাজ কল্যাণ পরিকল্পনা লইয়া বিলাতে যথেষ্ট আলোচনা এবং আন্দোলন হইতেছে। বর্তমানে জানা গিয়াছে যে ভারতবর্ষ সম্পর্কেও স্মার উইলিয়ম রিভারিজ একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছেন। সম্প্রতি ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর সুদূর প্রাচ্যদেশ সমূহের জন্ম নির্দিষ্ট প্রোগ্রামে স্মার অতুল চাটার্জির সহিত তাঁহার এক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। স্মার রিভারিজ বলেন যে, অতাবের হাত হইতে ভারত-বর্ষকে মুক্তি দিতে গেলে প্রথমেই কৃষির উন্নতি করা প্রয়োজন বলিয়া তিনি মনে করেন। তবে ভারতে সম্ভবতঃ শিল্পের প্রচারণা হইবে। এ সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা দরকার যে শিল্প কেন্দ্রগুলি যেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে অনবহল অবাধ্যকর বড় বড় শহর গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। শিল্পোন্নতির জন্তও বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর তিনি খুব জোর দেন। শ্রমিক আন্দোলনের কারখানার খাটিয়া যত বেশীই মজুরী পাউক তাহাতে তাহার অতাব দূর হইতে পারে না, কারণ অসুস্থতা, বার্কিৎ এবং নানা প্রকার আকস্মিক বিপদ আপদ আসিলে সে মজুরী পায় না। কাজেই এই সব অবস্থাতেও তাহার যাহাতে বেতন পাইতে পারে তাহার জন্ম নিশ্চিষ্ট স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা দরকার।

স্মার অতুল চাটার্জি মন্তব্য করেন যে, ভারতের শিল্প-কারখানার শ্রমিকেরা প্রায়ই স্থান পরিবর্তন

করিয়া থাকে। তাহার উত্তরে স্মার রিভারিজ বলেন যে, তাহাতে কোন অসুবিধা হইবার কথা নহে, কারণ কোন পরিকল্পনা করা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্মই তাহা করিতে হইবে এবং সমান ভাবে তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন প্রকার সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সফল করিতে হইলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের জন্ম সমাজকল্যাণমূলক যে পরিকল্পনা তিনি তৈরী করিয়াছেন তাহাতে প্রথমেই রোগের চিকিৎসা, রোগীদের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

## রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বর্ণ বিক্রয়

কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বোম্বাই বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু স্বর্ণ বিক্রয়ের জন্ম ছাড়িতেছেন। এসম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বিলাতের "নিউজ ক্রনিকেল" পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাবে এই স্বর্ণ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কাজেই অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট খুব সম্ভব দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সোণা আনা হইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ বিক্রয় করিতেছেন। উক্ত পত্রিকায় আরও মন্তব্য করা হইয়াছে যে, উক্ত স্বর্ণের মূল্য পরিশোধ করিবার জন্ম বিলাতে ভারত গভর্নমেন্ট প্রচুর পরিমাণ ঠালিং মজুত আছে। ইহাতে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—প্রথমতঃ একদিকে এই কার্যের ফলে ভারত সরকারের বিলাতস্থিত জমা ঠালিং-এর পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং অন্য

দিকে হইতে ভারতে ইনফ্লেশন দমন করার পক্ষে সুবিধা হইবে।

## ভূতিক্ষ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যসমৃদ্ধা এত অসীল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া সরকারী মহল হইতে যে শ্রুতি দেখান হইয়া থাকে, গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ কে সি নিয়োগী ভীত-ভাবে তাহার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, গত তিন শত বৎসরে ব্রিটেনের জনসংখ্যা ৮ শতকের বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা মাত্র ৪ শত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৫০ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ ঐ সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা শতকরা ১৮৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আকবরের আমলের পর হইতে বাঙ্গলায় একর পিছু জমির কসল বৃদ্ধি পায় নাই, কিন্তু আপানে অতিরিক্ত লোক বৃদ্ধির সমৃদ্ধা বিস্তারিত থাকা সত্ত্বেও একরপিছু জমির কসল তিন শত এবং চীনে দুই শত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

## কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাঙ্গলা সরকারের মধ্যে এই মর্মে এক বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার অধিবাসীদের জন্ম খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং বাঙ্গলা সরকার প্রদেশের বাকি সমস্ত স্থানের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ম দায়ী থাকিবেন।

বাঙ্গালীর অর্থে, বাঙ্গালীর স্বার্থে, বাঙ্গালীর প্রতিভার ও পরিশ্রমে

## টাকেথরী কটন মিলস্ লিমিটেড

হেড অফিস :—৪নং সিমসন রোড, ঢাকা

মিলস্ :—১নং ধামগড়, ২নং গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ।

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| অনুমোদিত মূলধন  | ... | ৬০ লক্ষ টাকা |
| আদায়ীকৃত মূলধন | ... | ৪৬ লক্ষ টাকা |
| টাকার সংখ্যা    | ... | ৫৩০০০        |
| ভাঁজের সংখ্যা   | —   | ১২৯৩         |

|                                    |     |                       |
|------------------------------------|-----|-----------------------|
| ১৯২৭ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত মোট বিক্রয় | ... | ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা * |
| " " " " প্রদত্ত মজুরী              | ... | ১ " ৪ " " *           |
| " " " " মোট লাভ                    | ... | ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা * |
| " " " " প্রদত্ত লভ্যাংশ            | ... | ৩১ লক্ষ ৩ হাজার " *   |
| " " " " ঝড়তিবাদ ভাণ্ডার           | ... | ৩১ লক্ষ ৭২ " " *      |
| " " " " সংরক্ষণ ভাণ্ডার            | ... | ৭ লক্ষ ৮৮ " " *       |

(\* সংখ্যাগুলি মোটামুটি)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রী সূর্য্যকুমার বসু

টাকেথরী কটন মিলস্ ৮০০০ বাঙ্গালী কর্মী পরিবারের অন্ন সংস্থান করিয়াছে।

### কলিকাতার চাউল ব্যবসায়ীদের অভিযোগ

কলিকাতা চাউল ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতে সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে সরকার কর্তৃক চাউল বিক্রয় এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের পর হইতে কলিকাতার চাউল ব্যবসায়ীদের কাজকর্মের একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে কয়েকবার কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াও সমিতি কোন ফল লাভ করেন নাই। কলিকাতায় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৪০০ খুচরা দোকানের মারফৎ চাউল বিক্রয় করিতেও পাইকারগণ রাজী ছিলেন, কিন্তু তাহাদের এ প্রস্তাবও গভর্ণমেন্ট অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ফলে তাহাদের ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমন ধান ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে সরকার যে কি পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। আমন ধান বিক্রয় সম্পর্কে সরকার এখন পর্যন্ত কলিকাতার ধান চাউলের ব্যবসায়ীদের সহিত কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। ধান চাউলের কারবার বন্ধ হইয়া গেলে এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রায় ৫০ হাজার লোক বেকার হইয়া পড়িবে।

### আসামে চা-বাগানের শ্রমিক

এমিগ্র্যান্ট লেবার কন্ট্রোলারের ১৯৪২ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, ১৯৪২ সালের প্রথম হইতেই আসামের চা-বাগান সমূহের মালিকেরা চা-বাগানের সমস্ত মজুরদিগকে প্রয়োজন অনুসারে দেশ রক্ষামূলক কার্যে নিযুক্ত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সামরিক ও বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। গত বৎসর অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৮২,৭০২ চা-বাগানের শ্রমিকে দেশ রক্ষামূলক কার্যাদিতে নিয়োগ করা হইয়াছিল।

### শত্রু কবলযুক্ত রুশ প্রদেশসমূহের জন্য পুস্তক সংগ্রহ

সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের যে সকল অংশ শত্রু কবলযুক্ত হইয়াছে, সেই সকল এলাকার মেডিকেল কলেজগুলির কাজ অবিলম্বে পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। “রাশিয়ান ওয়ার রিলিফ কমিটি” নামে একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান রাশিয়াতে পাঠাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তার এবং পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতেছে। যেকোন ইনস্টিটিউটের শল্য চিকিৎসা বিভাগের অধ্যক্ষ লেবেভেনকো অত্যাবশ্যকীয় পুস্তকগুলি বাছাই করিয়া দিবার জন্য সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়াছেন।

### ত্রিবাঙ্কুরে মিষ্টি আলুর চাষ

বর্মার চাউল বন্ধ হওয়ায় ত্রিবাঙ্কুরে যে খাদ্য-ভাব দেখা দেয় তাহার প্রতিবেদক ব্যবস্থা হিসাবে ত্রিবাঙ্কুরে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি আলুর চাষ করা হইতেছে। মূল খাদ্য হিসাবে মিষ্টি আলু ব্যবহার করা বাইতে পারে।

### টিনে ফল সংরক্ষণের জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি আমদানী

টিনজাত করিয়া ফল সংরক্ষণের জন্য যে সকল সামগ্র্যসমগ্র্য এবং যন্ত্রপাতির দরকার হয় শীঘ্রই বিলাত হইতে তাহা ভারতে আমদানী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খুব সম্ভব বর্তমান বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই কিছু কিছু যন্ত্রপাতি আসিয়া পৌছিতে।

### ভারতে অষ্ট্রেলিয়ার হাই-কমিশনার

অষ্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ গভর্ণমেন্ট লে: জেনারেল স্যার থাইডার ব্যাককে ভারতবর্ষে অষ্ট্রেলিয়ার হাই-কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। স্যার থাইডারের বয়স ৬১ বৎসর।

### মাদ্রাজের তাঁত শিল্প

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে বাণিজ্য সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্তমান মাসের শেষ দিকে মাদ্রাজ প্রদেশের তাঁত শিল্পের অবস্থা আলোচনার জন্য মাদ্রাজে একটি সম্মেলন হইবে।

### গ্যাস রেশনিং পরিকল্পনা

প্রয়োজনের অনুপাতে কয়লা সরবরাহ কম হইতে থাকায় ক্যালকাটা ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তবে কোম্পানী গ্যাস ব্যবহারকারীদিগকে একথাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, কয়লা সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হইলে আবার বেশী পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করা যাইবে।

### রেল বিভাগ কর্তৃক খাদ্য মজুতের পরিমাণ হ্রাস

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্য বিতরণের সময় রেল বিভাগের লোকজনদিগকে খাওয়াইবার জন্য খাদ্য মজুত রাখা সম্পর্কে যে সমালোচনা হয় তাহার উত্তরে স্যার এডওয়ার্ড বেঙ্কল বলেন যে, সম্প্রতি গভর্ণমেন্ট মজুতের পরিমাণ কমাইয়া ৪২ দিনের স্থলে ২১ দিনের খাদ্য মজুত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

## রোগের চিকিৎসায় :: রোগীর শুশ্রুষায়

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের তৈরী :

- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- হাওয়া বালিস
- এয়ার রিং কুশন
- ডাক্তারী দস্তানা

প্রভৃতি

যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরী রবারের জব্বাদি কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে, হাসপাতালে ও এ, আর, পি'তে সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সময় ফিরে এলে আমরা আবার আগের মতই আমাদের তৈরী জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবো।

আমাদের তৈরী ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই  
ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা :—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা।

কলিকাতার দোকান :—১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট।

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্নবী রোড, কোর্ট, বোম্বাই।

নাগপুর কারখানা :—ঘাট রোড, নাগপুর।

B. W. I

## সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

এবংসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭।০ লভ্যাংশ দিয়াছে

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪৩.০

—শাখাসমূহ—

- |                    |               |                        |
|--------------------|---------------|------------------------|
| (১) শ্যামবাজার     | (৬) ভাটপাড়া  | (১১) ছবরাজপুর (বীরভূম) |
| (২) দক্ষিণ কলিকাতা | (৭) হিলি      | (১২) সিরাজগঞ্জ         |
| (৩) নিউমার্কেট     | (৮) দিনাজপুর  | (১৩) কুচবিহার          |
| (৪) নৈহাটী         | (৯) নৌলফানারি | (১৪) বেনারস            |
| (৫) কাঁচড়াপাড়া   | (১০) রংপুর    | (১৫) এলাহাবাদ          |

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা : ২১২৫ ও ৬৪৮৩

## আমেরিকায় জুতা রেশনিং

মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে প্রতি মাসে গড়ে ৪ কোটি জোড়া জুতা তৈরী হয়, তন্মধ্যে দেড় কোটি জোড়া সেনা বিভাগকেই দিতে হইতেছে, কাজেই অসামরিক জন সাধারণকে জুতার ব্যবহার কমাইতে হইয়াছে। ইতিপূর্বে লোকে বৎসরে ৩ জোড়া জুতা কিনিতে পারিত, এখন হইতে প্রত্যেকে দুই জোড়ার বেশী কিনিতে পারিবে না বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

## সামরিক বিভাগে খাতের অপচয়

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার ফ্রেডারিক জেমস বলেন যে সামরিক অফিসারদের কোন কোন শ্রেণীর পোশাগণ কোন কোন ক্ষেত্রে অসামরিক লোকদিগের অপেক্ষা বার গুণ বেশী খাত পাইয়া থাকেন। সামরিক বিভাগের খাতের অপচয়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, যখন মানুষ অনাহারে মরিতেছে তখন কোন যুদ্ধ

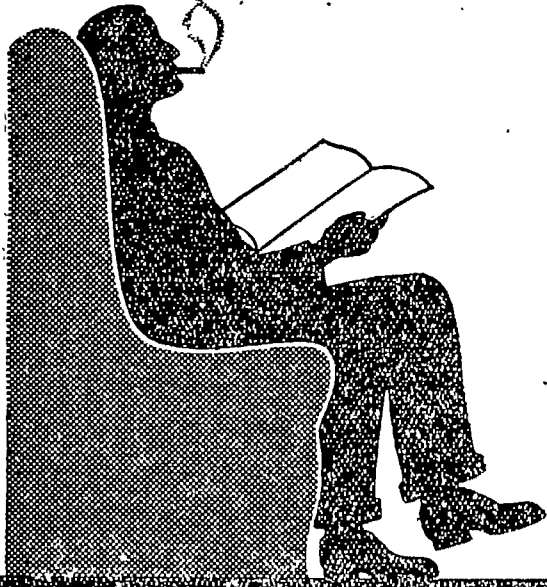
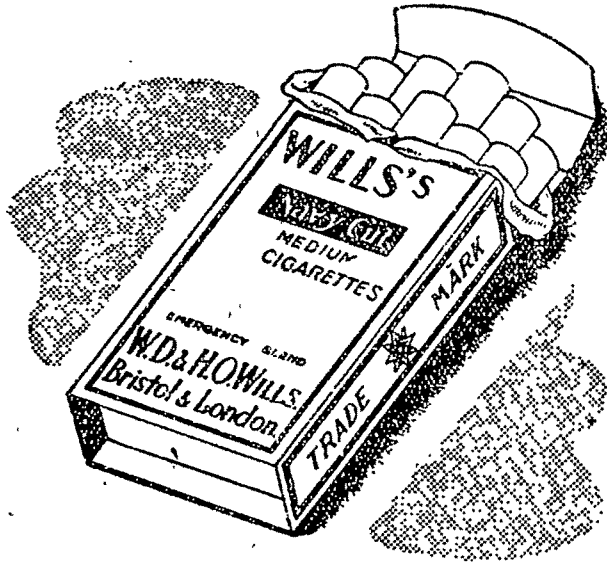
বন্দীশিবিরের কর্তৃপক্ষ উন্নত পাউরুটি হইতে গলিত সার তৈয়ার করিবার প্রক্রিয়া আনিবার জন্য একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

## ভারতে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার

১৯৪১-৪২ সালের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসরে সমগ্র ভারত-বর্ষে মোট ২৩৫ কোটি, ৬৬ লক্ষ ২৮ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হইয়াছে।



“মূল্যের বিনিময়ে ইহা হৈ মর্জোৎকৃষ্ট”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

### বিলাতে অপচয় বন্ধের প্রচেষ্টা

যুদ্ধের পর হইতেই বিলাতে অপচয় নিবারণের জন্ত ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অব্যবহার্য পরিত্যক্ত জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করিয়া কাজে লাগান হইতেছে। ১৯৪১ সালে বিলাতে ছেঁড়া কাপড় সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে সৈন্তদের জন্ত ২০ লক্ষ পোষাক তৈরী করা হইয়াছে, ইহা ছাড়াও কয়েক হাজার ওভার কোট, কম্বল এবং দশ লক্ষ মান-চিট্রের কাগজ হইয়াছে। হাইড পার্কে যে লোহার বেড়া ছিল তাহা খুলিয়া লইয়া ১৬টি বিমান মারা কামান তৈরী করা হইয়াছে। এই কামানগুলি এত বড় যে ইহার এক একটি তৈরী করিতে ৬৮ মণ লোহার দরকার হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত টুকরা রবার সংগ্রহ করা হইয়াছে ৬৪ লক্ষ ৮০ হাজার মণ। অর্থাৎ ৭ কোটি ৭০ লক্ষ রবার গাছ হইতে এক বৎসরে যে পরিমাণ রবার উৎপন্ন হয়, এই ভাবে অপচয় নিবারণ করিয়া তাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধাতু সংগ্রহ করা হইয়াছে ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার মণ, বাজে কাগজ সংগ্রহ করা হইয়াছে ৮ কোটি ১০ লক্ষ মণ। এক মণ বাজে কাগজে কামানের গোলা ১১টি খোল তৈরী হয়।

### ভারতবর্ষ হইতে খাদ্য রপ্তানীর অভিযোগ

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্য পরিস্থিতি লইয়া বিতর্কের সময় ইণ্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির নেতা মিঃ হোসেন ভাই লালজী বলেন, গত চার বৎসর বাবৎ ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত খাদ্য বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছে তাহার কোন হিসাব প্রকাশ করা হয় নাই। সৈন্তদের জন্ত যে খাদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু, রপ্তানীর হিসাব দেওয়া হয় নাই। তিনি আরও বলেন গত চার বৎসর বাবৎ ভারতীয় রেজিষ্টারের ৪০ খানা জাহাজ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের জন্ত কাজ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু ভারত গভর্ণমেন্ট খাদ্য আমদানীর কাজেও তাহাদের নিজেদের জাহাজের আশ্রয় ডজনও চাহিয়া লইতে পারেন নাই।

### ট্যাক্স নির্মাণে কয়লার ধরচ

একটি ট্যাক্স তৈরী করিতে দুই হাজার সাত শত মণ কয়লা পোড়াইতে হয়। ৭০ হাজার টুকরা জিনিষ জোড়া দিয়া এক খানি বিমান নির্মিত হয়।

### ভারত সরকার কর্তৃক বাঙ্গলা

#### সরকারকে সাহায্য দান

গত সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জোন্স জানান যে, গত জুন মাস হইতে কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গলা সরকারকে সাধারণ কার্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্ত ৩ কোটি টাকা এবং খাদ্যশস্য খরচের জন্ত ৭ কোটি টাকা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলন চালাইবার জন্ত আরও ৭৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

### সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্যদান ও পুনর্গঠন কমিটির কর্মকর্তা নিয়োগ

শত্রুকবল মুক্ত অঞ্চলে অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা স্থাপন পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করার জন্ত সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্যদান ও পুনর্গঠন সম্মেলনে ৪৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিম্নলিখিত ব্যক্তি-দিগকে কর্মকর্তা নির্বাচিত করিয়াছেন :—সম্মেলনের স্থায়ী চেয়ারম্যান সহকারী মার্শিয়ান রাষ্ট্রগণ-ডীন একিসন, মেক্সিকোর প্রতিনিধি তন রাকেল ডিলা, বালিন এবং নেদারল্যান্ডের নির্বাচিত গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি পিটার কারেস্টেনস সহঃ-সভাপতি। সম্মেলনের কার্য পরিচালনা ব্যবস্থার প্রধান কর্মকর্তারূপে মিঃ হার্কট, এইচ, লেম্যানকে ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত করা হইয়াছে।

### ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়মেন্সের ডিন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন।

### রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বর্ণ বিক্রয় সম্পর্কে প্রস্তাব

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত আবহুল হালিম গভর্ণমেন্টের একটি প্রশ্নের উত্তরে অর্থগণ-ডীন জানান যে, আর্থিক চুক্তি সংশোধনের জন্ত ভারত সরকার ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে কোন নির্দেশ পান নাই। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী জানান যে, সম্ভ্রুতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে ভাবে স্বর্ণ বিক্রীত হইতেছে, সে সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতে বাহির হইতে স্বর্ণ আমদানী করিয়া ভারতে বিক্রয় করা সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা। জবাবে অর্থগণ-ডীন বলেন যে, জন-স্বার্থের খাতিরে তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিতে বিরত থাকিবেন।

### ভারতের দুর্ভিক্ষে রাশিয়া কর্তৃক সাহায্য প্রেরণের ইচ্ছা

ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের সংবাদে রাশিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে জানাইয়াছেন যে, তাহারা আফ-গানিস্থানের পথে সোভিয়েট তুর্কিস্তান হইতে ভারতে চাউল পাঠাইতে ইচ্ছুক।

### বাঙ্গলার দুঃস্থদের সম্পর্কে থাকসারদের নীতি

বাঙ্গলার দুঃস্থদের সম্পর্কে থাকসারদের নীতি থাকসার দল যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তদনুসারে ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। থাকসার নেতা আল্লামা মাসারিকির নির্দেশ অনুসারে থাকসার কর্মীরা ইতিমধ্যেই বাঙ্গলা দেশ হইতে দুঃস্থদিগকে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই চার দল দুঃস্থকে কাণপুর, আলীগড়, মজঃফরনগর, এবং মেহতামুজায় প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রতি-দিন এই ভাবে পাঁচ হাজার দুঃস্থকে বাহিরে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গলার অবস্থা যতদিন স্বাভাবিক না হয় ততদিন এই সকল দুঃস্থকে বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হইবে। বাঙ্গলা সরকার দুঃস্থদের রেল ভাড়া ও পথ খরচ বাবদ জনপ্রতি ৫/- দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

### কলিকাতায় রেশনিং সম্পর্কে রেশনিং কন্ট্রোলারের বক্তৃতা

কলিকাতায় রেশনিং ব্যবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে গত বৃহস্পতিবার ক্যালকাটা ক্লাবে ইংরাজী ভাষা-ভাষী সম্ভব এক বৈঠকে রেশনিং কন্ট্রোলার মিঃ এ. সি. হাটলি বলেন যে, রেশন কার্ড তৈরী করা হইতেছে এবং শীঘ্রই ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে এই কার্ড দেওয়া হইবে। নিজ নিজ এলাকার বরাদ্দ দোকানের সহিত ব্যবস্থা করিয়া সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে জিনিষপত্র লইতে হইবে। বাহারা গণনায় বাদ পড়িয়াছেন মিঃ হাটলি তাহাদিগকে নিজ নিজ সাব এরিয়ায় পোস্টরেইড ইনফরমেশন অফিসে বাইয়া নাম লিখাইয়া দিতে বলেন। কোন পোস্ট রেইড ইনফরমেশন অফিস অনুরোধ সত্ত্বেও যদি নাম লিখিয়া না লন তাহা হইলে টাউন হল রেশনিং কন্ট্রোলারের নিকট জানাইতে হইবে।

### মিশরের পঞ্চ-বার্ষিকী করিকল্পনা

মিশরের অর্থগণ-ডীন সন্তোষিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিশরের উন্নতি সাধনের জন্ত একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে। মিশরকে মধ্য প্রাচ্যের সর্বাঙ্গীণ গুরুত্বপূর্ণ বিমান ঘাঁটিতে পরিণত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। মিশরীয় শ্রমিক নিয়োগ করিয়া যদি কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান মিশরে শিল্পাদি গড়িয়া তুলিতে চান, মিশর গভর্ণমেন্ট সানন্দে তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করিবেন।

আপনার চা নিরাপদে পাঠাইবার জন্ত—

“ডেকা” চাচের বাক্স  
(DEKA TEA CHEST)

ব্যবহার করুন।

ম্যাকফ্যাকচারার :—

ইহা মজবুত ও সুন্দর।

দেবী কমলা এণ্ড কোং

৫নং কমানিশিয়াল বিল্ডিংস্, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম—ডেকামালা

।।।

কোন—ক্যাল : ৪২৮৪



### দুর্গতদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ কিছুদিন যাবৎ কলিকাতায় এবং বিভিন্ন স্থানের লজরখানায় খাওয়ার আশায় সমাগত নিরন্ন দুর্গতদের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলায় তাঁহাদের অনুসন্ধানের কাজ শেষ হইয়াছে। কান্ডিতে তাঁহারা প্রায় ২ শত পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। তাহাদের শতকরা ৭৫ জন কৃষি-শ্রমিক, শতকরা ১২ জন ছোটখাট কৃষক। অননশনক্লিষ্টদের মোট সংখ্যার মধ্যে শতকরা প্রায় ৩৩টি বালক এবং শিশু এবং শতকরা দশ জন বৃদ্ধ বৃদ্ধা। মোট যে সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, গড়ে দুঃস্থদের প্রত্যেক ৫টির মধ্যে একটি পরিবার ভাগিয়া গিয়াছে।

### ভারতে চীনা কৃষি-মিশন

ভারতবর্ষের কৃষির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি চীন দেশ হইতে বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি কৃষি-কমিশন নয়াদিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

### ভারত হইতে খাতা রপ্তানীর হিসাব

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে বিতর্কের সময় ভার জওলাপ্রসাদ বলেন যে, ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে ২ লক্ষ টন খাতাশস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার টনে দাঁড়ায়। চলতি আর্থিক বৎসরের প্রথম দিকে মোট ৮০ হাজার টন খাতাশস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছে।

### যুদ্ধের চাপে বিলাতে ট্রেন চলাচল

#### রুকের হার

১৯৪২ সালে বিলাতে গৈরু এবং সময় সস্তার চলাচলের জন্য দেড় লক্ষ স্পেশাল ট্রেন চলাইতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত বে-সামরিক লোকজনের যাতায়াতের জন্য প্রতি সপ্তাহে সাত হাজার করিয়া অতিরিক্ত ট্রেন চলাইতে হইয়াছে।

### কলিকাতা ও শিল্পক্ষেত্রে রেশনিং

কলিকাতা, গার্ডেনরীচ, বেহালা, বালীগঞ্জ, বালী ও হাওড়ার আগামী মাসের মাঝামাঝি রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের জন্য রেশন কার্ড দেওয়া হইবে।

### রেডিও সংক্রান্ত সরকারী আয়

১৯৪১-৪২ সালে রেডিও লাইসেন্স বাবদ ভারত সরকারের মোট আয় হইয়াছে ১৭ লক্ষ টাকা। দশ বৎসর পূর্বে ঐ বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮১ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে বিদেশ হইতে আনীত রেডিও সেটের (বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রের) উপর হইতে শুদ্ধ আদায় হইয়াছে মোট ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ১৯৩১-৩২ সালে উহার পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ টাকা।

### রয়েল সোসাইটির সেক্রেটারীর ভারতে আগমন

বিলাতের রয়েল সোসাইটির সেক্রেটারী অধ্যাপক ছিল ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ভিত্তিতে এদেশের শিল্প এবং বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাকার্য সম্বন্ধে পরামর্শ দান এবং অস্ত্রাদি দেশের গবেষণাকার্যের সহিত ভারতবর্ষের গবেষণাকার্যের সংযোগ সাধনের জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছে।

### দুই মাসে কলিকাতায় ১০২০৯ জন

#### নিঃশ্বের মৃত্যু

কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে সরকারীভাবে প্রচারিত সংবাদে দেখা যায় যে, গত দুই মাসে কলিকাতা শহরে ১০২০৯ জন নিঃশ্বের মৃত্যু হইয়াছে।

### ভারতের বিগত আদমশুমারির ব্যয়

গত সেল্যাস বা আদমশুমারির কাজে গবর্ণ-মেন্টের ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

### গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন চার বৎসরের ব্যয়ভার

গত চার বৎসরে যুদ্ধ বাবদ গ্রেট ব্রিটেনের ব্যয়ভারের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৮ শত ৩০ কোটি পাউণ্ড। ঋণ ও ইজারা বিল অমূল্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে যে ১ শত কোটি পাউণ্ড এবং ক্যানাডার নিকট হইতে যে সাহায্য লওয়া হইয়াছে উক্ত হিসাবে তাহা ধরা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বিগত মহাযুদ্ধে ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনের মোট যুদ্ধব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ হাজার কোটি পাউণ্ড। বর্তমান মহাযুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্যয়ের পরিমাণ ইহার প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। বিগত যুদ্ধের ব্যয়ভারের শতকরা ৩০ ভাগ কর ধার্য করিয়া সংগৃহীত হয় এবং ঋণের পরিমাণ ছিল ৭ শত ১০ কোটি পাউণ্ড। বর্তমান মহাযুদ্ধে ১৯৪২-৪৩ সালে কর হইতে গৃহীত পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪৫ ভাগ এবং ঋণের পরিমাণ হইতেছে ৯ শত ৭২ কোটি পাউণ্ড।



## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা  
অতিশালী একটি প্রতিষ্ঠান অনাড়ম্বরে কাজ করিয়া  
মাইতেছে। সকল রকমের ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়। ভারতের  
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে।

লেনদেনের সর্ব সুবিধা জনক  
তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া দেওয়া হয়।

এম কে নন্দী,  
সেক্রেটারী।

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতি ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভূষিত করুন।

## বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

### বেলুচিস্তান গন্ধকের গুণাগুণ

কিছুকাল পূর্বে বেলুচিস্তানে যে গন্ধকের খনি আবিষ্কৃত হইয়া উহা হইতে ভারতের চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে সেই আবিষ্কৃত গন্ধকের শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র খাঁটি গন্ধক। সুতরাং এই গন্ধককে পরিষ্কৃত করিতে বিস্তর সময় যায় এবং যথেষ্ট অপচয়ও ঘটে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত কানপুরের মিঃ জে কে শ্রীবাস্তব যে প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে গন্ধক পরিষ্কৃত না করিয়া সরাসরি উহার শুদ্ধা প্রক্সিলিত করা যায়। চিনির ও কাপড়ের কলের কাজে গন্ধক অত্যাৱশ্যক। বলিয়াই এই নতুন আবিষ্কারটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

### শত্রু কবলযুক্ত দেশসমূহের সাহায্য ভাণ্ডারে ভারতবর্ষের দেয় চাঁদা

প্রকাশ, শত্রু কবলযুক্ত দেশসমূহের সাহায্য এবং পুনর্গঠন ভাণ্ডারে ভারতবর্ষকে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার চাঁদা দিতে হইবে। অষ্ট্রেলিয়া দিবে ৪ কোটি ডলার, নিউজিল্যান্ড ৮ কোটি ডলার, দক্ষিণ আফ্রিকা ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার, ক্যানাডা ১০ কোটি ডলার। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষকে কত দিতে হইবে উহা এখনও জানান হয় নাই এবং প্রকাশিত সংবাদটি সরকারী নহে।

### সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা

গত ১৯শে নবেম্বর বাদশা সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, সরকারী ও সাহায্য ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ শুনা যাইতেছে। কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে সরকার তদন্ত করিতেছেন। সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

### দিল্লীতে প্রাদেশিক গভর্নরগণের বৈঠকে খাদ্যসমস্যার আলোচনা

গত সপ্তাহে দিল্লীতে বড়লাট ভবনে প্রাদেশিক গভর্নরগণের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

### ২৫৫টি কোম্পানী কর্তৃক শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি লাভ

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব জার্নেরমি রেইসম্যান বলেন যে, নতুন কোম্পানী কর্তৃক শেয়ার বিক্রয় এবং মূলধন বিনিয়োগের পূর্বে সরকারী অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার পর হইতে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ২৫৫টি কোম্পানীকে মূলধন বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ১৩টি কোম্পানীর আবেদন অগ্রাহ করা হইয়াছে।

রয়েল কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব বাতিল কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলীম লীগ দলের রয়াল কমিশন নিয়োগের সংশোধন প্রস্তাব ২৬-৪১ ভোটে অগ্রাহ হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস দল, জাতীয় দল এবং কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্য কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই।

### চৌমুহনী কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

চৌমুহনী নোয়াখালী জেলার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রতি-বৎসর এখানে কোটি কোটি টাকার পাট, সুপারি ও মরিচের কারবার হইয়া থাকে। পাট, সুপারি ও নারিকেল ব্যতীত চাউল, তামাক, চিনি প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত চৌমুহনী তাঁত শিল্পের জন্মও প্রসিদ্ধ। ইহারই সংলগ্ন বেগমগঞ্জ নামক স্থানে নোয়াখালী শহর স্থাপনের জন্ত গভর্নমেন্ট কর্তৃক জায়গা ক্রীত হইয়াছে। শহরের আনুষঙ্গিক সুবিধা পাইলে চৌমুহনী যে অদূর ভবিষ্যতে বাদশা দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা দীক্ষার অত্যন্ত বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এতদিন জনসাধারণ এই স্থানে একটি ভাল বিদ্যালয় ও কলেজের অভাবে উপযুক্ত শিক্ষা-লাভে নানাবিধ বিঘ্ন অনুভব করিতেছেন। গত বৎসর চৌমুহনীতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে আহূত হইয়া নাথ ব্যাকের সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালালের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। নোয়াখালীর প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিয়াও এই জেলার অধিবাসিগণ উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আজ জীবনযুদ্ধে পিছাইয়া পড়িয়াছে—এই ব্যথাই মিঃ দালালকে চৌমুহনীর মত স্থানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা কার্যে অনুপ্রাণিত করে। তিনি অগ্রণী হইয়া স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় চৌমুহনী কলেজ এই বৎসর প্রতিষ্ঠিত করেন। গতাহুগতিক শিক্ষাদানই এই কলেজের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় ও শিল্প বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে এতদ্ব্যতীত নাথব্যাকের চৌমুহনী শাখায় প্রয়োজন বোধে—ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কারবারে কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই সংযোগের অভাবই বাংলার আজ সকল দুঃখের কারণ—আনন্দের বিষয় এই যে, মিঃ দালাল এই কলেজের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূত-পূর্ব অধ্যক্ষ ও সুপরিচিত শিক্ষাবিদ মিঃ আর জি নাথ এই কলেজের অধ্যক্ষ। মিঃ দালালের গঠনমূলক ব্যবসায়িক বুদ্ধি, আর মিঃ আর জি নাথের অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহযোগিতা এই তিন দিকের সমন্বয়ে কলেজটির উন্নতি যে অব্যাহত তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কলেজে আপাততঃ আই, এ, ও আই, কম পড়িবার ব্যবস্থা আছে এবং সামনের বৎসর বি, এ, ও বি, কম ক্লাস খুলিবার অনুমতি পাওয়ার জন্ত আবেদন করা হইয়াছে। দেশের সহিত বাস্তব জীবনোপযোগী শিক্ষার সামগ্রিক বিধান করিবার জন্ত যে প্রয়াস এই কলেজের কর্তৃপক্ষগণ করিতেছেন তাহা দ্বারা নোয়াখালী তথা বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট মঙ্গল হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

### সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ বাধিবার পর ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ হইতে কৃষিয়াকে যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে যুদ্ধের প্রথম বৎসরে তাহার পরিমাণ এতই কম যে উল্লেখ না করিলেও চলে। দ্বিতীয় বৎসরেও ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ :—ইঙ্গ-মার্কিন উৎপাদনের শতকরা মাত্র ৩ ভাগ কৃষিয়ার প্রেরণ করা হইয়াছে এবং এই পরিমাণ কৃষিয়ার মোট উৎপাদনের শতকরা ৮ ভাগেরও কিছু কম।



### নির্যক কল্পনা নয়

নিত্যপ্রবাহমান বহুতিনিবের জন্ত আমাদের আজও বিদেশের দিকে চোখ বসে থাকতে হয় অথচ ভাবতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের ঘাতি সমস্ত পৃথিবী-বাসী। আজকের দিনে অত্যন্ত শিক্ষিত ভারতবাসীই এক নতুন ভারতের পরিকল্পনা করেন সে দারিদ্র্যপ্রাপ্তিভিত্তিক পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ষ নয়—নতুন পরিকল্পনার রূপায়িত শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ নতুন ভারতবর্ষ। এ স্বপ্ন নির্যক কল্পনা নয় কারণ জাতীয় ব্যাঙ্ক-গুলির ক্রমবর্ধন উন্নতি ভাবত-বাসী এই রূপ-পরিকল্পনা সার্থক হবে ভুলবে।

পৃষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরাধিপতি

শ্রীশ্রীযুত মহাবাজা মাণিক্য বাহাদুর,  
কে-সি-এস-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য

### ত্রিপুরা মার্চাল ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা)

চীফ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, রাইড স্ট্রিট

১৯৪০-৪১

**আসামের চা-বাগানের শ্রমিক-সংখ্যা**

ভারতীয় চা-এর মোট উৎপাদনের শতকরা ৫৫ ভাগই আসামের। সমগ্র ভারতে চা-বাগান-গুলিতে অন্যান্য যে ২ লক্ষ ১৮ হাজার শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছে তাহাদের শতকরা ৬০ জনই আসামের চা-বাগানসমূহের মজুর। ১৯৪১-৪২ সালে ইহাদের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার বলিয়া জানা গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আসামের চা-বাগিচার মজুররা মনি অর্ডার বোলে মাত্র

১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা (সাতা বৎসরে) প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ববর্তী ১৯৪০-৪১ তাহাদের মনি অর্ডার বোলে অর্থ প্রেরণের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

**দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়ের সংখ্যা**

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট ভারতীয়-গণের নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে 'পেগিং বিল' পাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার ভারতবাসীর বসবাস।

**বিলাত গমনের মুখে চীনা মিশনের ভারতে আগমন**

চীন গভর্ণমেন্ট ইংলণ্ডে যে মিশন প্রেরণ করিতেছেন তাহার সভ্যরা বর্তমানে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছেন।

**কর্পোরেশনের নির্বাচনের প্রশ্ন**

আগামী মার্চ মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন হইবার কথা। যুদ্ধকালীন অবস্থায় উক্ত নির্বাচন হওয়া উচিত কি না, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার উহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

# চতুর্থ ডিফেন্স লোন

১৯৫৬-১৯৫৫

শতকরা ৩ টাকা

এখনই ক্রয় করুন

এ লোন আজ আপনি যে-দামে ক্রয় করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫৩ সালের পর এবং ১৯৫৫ সালের পূর্বে ভাঙ্গাতে পারবেন। টাকার কোমণ্ড নির্দিষ্ট সীমা আপনাকে মানতে হবে না। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত যত মুনি কিনতে পারেন। স্বদ অর্ক বৎসর হিসাবে ১৫ই জানুয়ারী ও ১৫ই জুলাইয়ে পাবেন, কিন্তু তারজন্য ইনকাম ট্যাক্স ও সারচার্জের বিধান মেনে নিতে হবে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত অর্ক-বাৎসরিক স্বদ ঐ বৎসরেরই ১৫ই জানুয়ারী তারিখে দেওয়া হবে বলে প্রবর্তনমূল্যের হার প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হিসাবে বেশী লাগবে। কারণ, তা না হলে গণ্ডিত সাপ্তাহিক স্বদের কোনও কিনারা মিলবে না। নথিপত্রের জন্য আবেদন করুন—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বঙ্গে, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার শাখা সমূহ এবং গভর্ণমেন্টের ট্রেজারী—এইসব স্থানে।

## ইক্ষু চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাস (১৯৪০-৪১)

বর্তমান বৎসরে সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ৩২ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষু আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর আবাদের পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ ৭৬ হাজার একর। কোন্ কোন্ প্রদেশে কত আবাদ হইয়াছে নিয়ে ১ হাজার একরের হিসাবে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

| প্রদেশ                          | ১৯৪০-৪১ | ১৯৪১-৪২ |
|---------------------------------|---------|---------|
| বৃহত্তরপ্রদেশ (রামপুর ষ্টেট সহ) | ২,১১৪   | ১,৯৪৬   |
| পাঞ্জাব                         | ৪২৫     | ৪৭৮     |
| বিহার                           | ৪২১     | ৪০০     |
| বঙ্গদেশ                         | ৩৩৮     | ৩০০     |
| বোম্বাই (দেশীয় রাজ্যসহ)        | ১৬২     | ১৫২     |
| মাদ্রাজ                         | ১৩৮     | ১১৬     |
| উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ            | ৮৩      | ৮১      |
| আসাম                            | ৪৩      | ৪১      |
| উড়িষ্যা                        | ৩৩      | ৩২      |
| মধ্য প্রদেশ ও বেরার             | ২৯      | ২৮      |
| সিন্ধু (খয়েরপুর রাজ্যসহ)       | ৬       | ৯       |
| দিল্লী                          | ২       | ১       |
| মহীশূর                          | ৩৮      | ৪২      |
| হায়দ্রাবাদ                     | ২৪      | ৩৪      |
| তুপাল                           | ৭       | ৮       |
| বরদা                            | ৪       | ৪       |
| জয়পুর                          | ১       | ১       |
|                                 | ৩,৯৩৮   | ৩,৬৭৬   |

## সৈন্যদের জন্য গোহত্যার হার

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসলিম লীগ দলের সদস্য মিঃ এ আর সিদ্দিকী চট্টগ্রামের ছরবন্দার কথা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, সৈন্যদিগকে খাওয়াইবার জন্য শতকরা ৫০টি গৃহ-পালিত গরু-বাছুর মারা হইয়াছে।

## ক্যানাডার গম আনিতে পাকিস্তানি

একজন সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন, হুভিক্র জাণের জন্য কানাডা ভারতবর্ষকে যে এক লক্ষ টন গম দিতে চাহিয়াছিল, তাহা এখনও আনা হয় নাই। এই গম শীঘ্র যে আনা হইবে তাহারও আশা নাই।

## হুভিক্রের ফলে ঢাকা জেলায় ক্রমি বিক্রয়ের হিড়িক

হুভিক্রের ফলে সমগ্র ঢাকা জেলায় যে কিরূপ অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইতেছে কয়েকটি সাবরেজিষ্টারী আফিসের বিক্রয়কবলা এবং বন্ধকী দলীল রেজিষ্টারীর হিসাব হইতেই তাহা কতকটা অনুমান করা বাইতে পারে। নিয়ে ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালের জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসের দলিল রেজিষ্টারীর একটা তুলনা মূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

| আফিসের নাম       | ১৯৪২ | ১৯৪৩ |
|------------------|------|------|
| সদর              | ২২০  | ৪৫৭  |
| মুন্সিগঞ্জ আফিস  | ১৪৩০ | ২৮৩৪ |
| মাণিকগঞ্জ আফিস   | ১৪৫১ | ৩১৬১ |
| নারায়ণগঞ্জ আফিস | ১৫৪৬ | ২৮৪৬ |
| রায়পুরা         | ১৫৮৭ | ২১৫২ |
| জয়দেবপুর        | ১৩৪৭ | ৩৮৬৬ |
| নরসিংদি          | ১০২০ | ৩২৬৪ |
| লোহাজল           | ৮৫২  | ১৭০৩ |
| বরদাইল           | ১৮১০ | ৪০৪৪ |

অনুমান করিলে দেখা যাইবে, যাহারা দরিদ্র চাষীমজুর এবং অভাবগ্রস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক অনাভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারাই ভিটা-মাটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। ফলে, যাহারা দরিদ্র ছিল তাহারা সর্বস্বত্ব হারাইতেছে এবং যাহারা সম্পন্ন ছিল তাহারা অধিকতর সমৃদ্ধ হইতেছে।

## মজুত ও অতিলাভ নিবারণ আর্ডিনান্স সংশোধনের আবেদন

এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, মজুত ও অতিলাভ নিবারণ আর্ডিনান্সের ধারাগুলি যে ভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে উহা কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এইভাবে আইনটি প্রয়োগ করিতে গেলে ব্যবসায়ীদের উপর অত্যন্ত ভাবে জুলুম করা হইবে। এই পত্রে আরও জানান হইয়াছে যে, সার্বকভাবে বাহাতে আর্ডিনান্সের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়, সেই অর্থেই আর্ডিনান্সের ধারাগুলি সংশোধন করা দরকার।

## আমদান সম্পর্কে সরকারী নীতি

গত ১৯শে নবেম্বর সেক্রেটারিয়েটে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে আমদান শাস্ত্র সম্পর্কে বাঙালী সরকারের পরিকল্পনা পেশ করা হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া অসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ সুরাবর্দী বলেন যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, শস্ত সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের মারকৎ যতদূর সম্ভব কাজ করাই সরকারের ইচ্ছা। পরিকল্পনার আরও বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন-মত সরকার কর্তৃক মাল মজুত করা হইবে। এই প্রদেশ হইতে খাদ্যশস্ত্র রপ্তানী করা হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, বাঙালী সরকার আমদানি শাস্ত্রের মূল্য ৫/১০ টাকার কাছাকাছি এবং চাউলের মূল্য ৮/১০ টাকার কাছাকাছি ধার্য করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যাহারা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাহারা সাধারণতঃ এই মত প্রকাশ করেন যে, কোন প্রকার একচেটিয়া ক্রয়ের ব্যাপার থাকা উচিত নয়। মজুত ও অতি লাভ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ক্রয় ও বণ্টনের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক ব্যবসায়ীদের পূর্ণ সহযোগিতা গ্রহণ করা উচিত। যদি কোন এলাকায় ঘাটতি দেখা দেয় তাহা পূরণের এবং বাজার দর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তাহার পল্লী অঞ্চলে সরকার কর্তৃক মাল মজুত রাখার ব্যবস্থা সমর্থন করেন। সম্মেলনের পর মিঃ সুরাবর্দী সাংবাদিকদিগকে জানান যে, সম্মেলনে কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তাব করা হইয়াছে, সরকার এগুলি যথাযোগ্য মনোবোগের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং দরকার হইলে মূল পরিকল্পনার কিছু কিছু সংশোধনও করিবেন।

এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর মিঃ সুরাবর্দী এক বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে, তিনি বান চাউলের দর প্রভাবে নির্ধারণের কথা বলেন নাই। গবর্ণমেন্ট মূল্য সম্পর্কে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তবে ক্ষেতা, বিক্ষেতা, কৃষক-সকলের স্বার্থই তাহারা মূল্য নির্ধারণে লক্ষ্য করিবেন। ছয় মাসের খাদ্যশস্ত্র সংগ্রহ করিতে পরিলেই কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের সমস্ত সরবরাহ হইবে একথাও তিনি বলেন নাই। সমস্ত ব্যাপার এখনও পরীক্ষাধীন।

## কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস - কুমিল্লা (বেঙ্গল)

স্থাপিত—১৯১৪ সন

|                        | মূলধন               |
|------------------------|---------------------|
| অনুমোদিত ...           | ১,০০,০০,০০০ টাকা    |
| বিলম্বিত ...           | ৬০,০০,০০০ টাকা      |
| বিজ্ঞপ্ত ...           | ৫০,২৫,০০০ টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত ...          | ২৮,৫০,০০০ টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফাণ্ডস ইত্যাদি | ১২,৫০,০০০ টাকার উপর |

লণ্ডন এজেন্ট—ওয়েষ্টমিনস্টার ব্যাঙ্ক লিঃ।

ব্যাঙ্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য সুষ্ঠুভাবে করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এন, সি, দত্ত, এম, এল, সি (বেঙ্গল)

## নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

কুমিল্লা

কলেজ স্ট্রীট শাখা—৬৬নং কলেজ স্ট্রীটে থোলা হইয়াছে

জ্যামবাজার শাখা—

১৪০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে থোলা হইয়াছে।

অন্যান্য শাখা

কুমিল্লা কোর্ট, শিলচর, সিলেট, শিলং, ময়মনসিংহ, করিমপুর, টাঙ্গাইল, ভিন-সুকিয়া, জোরহাট, ছাতক, রাঁচী, বালীগঞ্জ, আসানসোল, বর্ধমান ও ধুবুয়া।

### চীনাবাদ্য চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

বর্তমান বৎসরে সমগ্র ভারতে মোট ৬৮ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে চীনাবাদ্য চাষ হইয়াছে। গত বৎসর মোট আবাদের পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ ৭৪ হাজার একর। কোন্ কোন্ স্থানে কত জমি আবাদ হইয়াছে এক হাজার একরের হিসাবে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :—

| প্রদেশ—                | ১৯৪৩-৪৪ | ১৯৪২-৪৩ |
|------------------------|---------|---------|
| মাদ্রাজ—               | ২,৯১১—  | ২,৭৯২   |
| বোম্বাই—               |         |         |
| (দেশীয় রাজ্যসহ) ১৯৭৭— | ১৭৮৮    |         |
| মধ্য প্রঃ বোরার—       | ২৮২—    | ২৩৪     |
| পাঞ্জাব—               | ৪৬—     | ৪২      |
| উড়িষ্যা—              | ১৪—     | ১৮      |
| হায়দ্রাবাদ—           | ১৩৪১—   | ১২২৪    |
| মহীশূর—                | ১৭৬—    | ১৮২     |
| বরদা—                  | ১০৭—    | ৮৭      |
| মোট                    | ৬,৮৫৪   | ৬,৩৭৪   |

### কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব

বর্তমান বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এ-বৎসরের প্রথম ছয় মাসে রাজস্ব অপেক্ষা ব্যয় ৫৮ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। গত বৎসর অবশ্য এই সময়ের মধ্যে ব্যয় ৬৫ কোটি টাকা বেশী হইয়াছিল।

### তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

এ পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতবর্ষে এবৎসর ২৭ লক্ষ ৭৪ হাজার একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছে। গত বৎসরের আবাদের পরিমাণ ছিল ২৭ লক্ষ ৪৫ হাজার একর। কোন্ কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ আবাদ হইয়াছে ১ হাজার একরের হিসাবে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :—

| প্রদেশ            | ১৯৪৩-৪৪ | ১৯৪২-৪৩ |
|-------------------|---------|---------|
| মুক্ত প্রদেশ      | ২২৮     | ৩৫০     |
| মাদ্রাজ           | ৪৭২     | ৪৯০     |
| বোম্বাই           | ৬৭১     | ৫৫৮     |
| মধ্য প্রদেশ বোরার | ৫০০     | ৪৯১     |
| বঙ্গদেশ           | ১৫৫     | ১২৫     |
| বিহার             | ১১৬     | ১১৮     |
| উড়িষ্যা          | ৮২      | ৯১      |
| পাঞ্জাব           | ২৪      | ৮২      |
| আজমীর-মারওয়ার    | ৮       | ১০      |
| সিন্ধ             | ৭       | ৮       |
| হায়দ্রাবাদ       | ২৭৪     | ৩২০     |
| কোটা              | ৫১      | ৪৭      |
| জুপাল             | ৫৩      | ৪৮      |
| বরদা              | ৫৬      | ৪০      |
| মোট               | ২,৭৭৪   | ২,৭৪৫   |

### আসামে ধান চাউলের মূল্য নির্ধারণ

আসাম সরকার গত ১৩ই নবেম্বর হইতে ধান ও চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। চাউল পাইকারী প্রতিমণ ২২ টাকা এবং খুচরা প্রতিমণ ২৩ টাকা এবং শালি ধান প্রতি মণের পাইকারী মূল্য ১২৪০ বাঁধি করা হইয়াছে।

### পারিশ্রমিক বৃদ্ধির জন্য চীনা লেখকদের দাবী

জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধির জন্য চীনের সাহিত্যিক ও লেখকেরা প্রকাশকদের নিকট হইতে প্রতি সহস্র শব্দের জন্য ১৭৬ পাউণ্ড চাউল পারিশ্রমিক হিসাবে পাইবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছেন। তাহারা এক ভৌ চাউলের পরিবর্তে অর্ধ গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত। এই অর্থের পরিমাণ হইবে চীনা মুদ্রায় ১৩০ হইতে ১৪০ ডলার। বর্তমান পারিশ্রমিকের হারে সর্বাপেক্ষা কৃতকার্য লেখকও তাহার সংসার চালাইতে অক্ষম। লেখকেরা কেবলমাত্র পারিশ্রমিক বৃদ্ধির জন্যই দাবী জানাইতেছেন না, তাহারা তাহাদের রচনার স্বাধীন বিক্রয় করিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

### অর্থনীতি বিষয়ক নতুন পুস্তক

(1) Post-war Reconstruction—By Prof. K. N. Vasvani. New Book Company, Hornby Road, Bombay. Price Rs. 1-8-0

(2) Effective Business Letters—By Rustam J. Mehta. D. B. Tarapoevala Sons & Co, Hornby Road, Bombay. Price Rs. 3-12-0

(3) Substitute Materials in War and Peace—By Cecil H. Desh F. R. S. Published by Royal Institute of International Affairs, London Oxford University Press. Price 9d.

(4) Principles of Economic Planning—Foreward by G. D. Birla. Eastern Economist Pamphlet. Connaught Circus, New Delhi. Price Re. 1-0-0

## বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স

সিঙিকিট লিঃ

“শেয়ার ডিলার্স হাউস”

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

### মূল্য

|           |     |              |
|-----------|-----|--------------|
| অনুমোদিত  | ... | ২৫ লক্ষ টাকা |
| বিক্রীত   | ... | ১৮,০০,০০০, " |
| আদায়ীকৃত | ... | ৯,২৫,০০০, "  |

কোম্পানী আরম্ভের দুই বৎসর মধ্যেই অংশীদারগণ লভ্যাংশ স্বরূপ শতকরা ১৬ টাকা ফেরৎ পাইয়াছেন।

আমাদের স্থায়ী আমানতে লগ্নী করুন

দুই বৎসরের জন্য শতকরা

৫ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়

আমরা সর্বপ্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি  
বিস্তৃত বিবরণ

আমাদের “মাহুলি শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট” পাইবেন।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা কপি পাঠান হয়।

কোন—ক্যালকাটা ২৭৬৭

টেলিগ্রাফ—জমলম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

## ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—নৌকামারী, ঢাকা, মেদিনীপুর,  
মারামগঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মুন্সের), শান্তিপুর,  
কক্সবাজার, বালিচক, বালেশ্বর ও আনন্দপুর।

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি

সকল অবস্থাতেই

আপনাদের

সেবা করিতে

প্রস্তুত।

হেড অফিস :—

৩ ও ৪ হেনার ষ্ট্রাট

কলিকাতা।

কোমঃ কলিকাতা ৬১১

শাখাসমূহ :—

ঢাকা, কালিম্পাং,

শিলিগুড়ী, শান্তিপুর,

রাজসাহী, বালী, বগুড়া,

কক্সবাজার, তারকেশ্বর ও

রাণাঘাট।

ম্যানেজিং-ডিরেক্টর :—মিঃ এস. কে. চক্রবর্তী



## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### ওরিয়েন্টাল গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি ওরিয়েন্টাল গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ এর বীমাকারী ও অংশীদারদের একটি জরুরী সাধারণ সভায় কোম্পানী ২০তম ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশন (১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর) সম্পর্কে এক্সচুজারির রিপোর্ট লইয়া আলোচনা হয়। উক্ত বিখ্যাত বীমা প্রতিষ্ঠানটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস ঠাকুর বক্তৃতায় বলেন যে, মহাবুদ্ধ ও উদার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াজনিত পরিস্থিতির ফলে আলোচ্য ত্রৈবার্ষিক অধ্যায়ে ১ লক্ষ ২ হাজার ৫৪৪টি পলিসিতে ওরিয়েন্টালের নতুন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী তিন বৎসরের মোট পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৮১টি পলিসিতে ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সময়ের নতুন কাজের পরিমাণ পূর্ববর্তী তিন বৎসরের তুলনায় হ্রাস পাইলেও প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া তিন বৎসরে মোট ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৪৭ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী ত্রৈবার্ষিক অধ্যায়ের তুলনায় আলোচ্য তিন বৎসরের নীত মুদ্র বাবদ আয়ের পরিমাণও শতকরা ১৬.১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮১৬ টাকা হইয়াছে। এবারের ব্যয়ের হারও পূর্বের শতকরা ২২.৫ ভাগ হইতে হ্রাস পাইয়া শতকরা ২০.৫ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। মুক্যজনিত ও অন্তঃবিধ দাবীর হার আলোচ্য তিন বৎসরে শতকরা ৪৬.৮ ভাগ; পূর্ববর্তী তিন বৎসরের হার ছিল শতকরা ৪৭.৮ ভাগ। পূর্ব ত্রৈবার্ষিক সময়ের তুলনায় মুক্যজনিত দাবীর পরিমাণ এবার শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা হইয়াছে; পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ দাবীর পরিমাণও শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

#### ভারত জুট মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি আমরা জানিয়া খুশী হইলাম যে, ভারত জুট মিলস্ লিমিটেডের ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরে মুদ্রাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৮৪ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে লাভের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৭৩ টাকা। এরূপ লাভ সম্ভবপর হইয়াছে-রলিয়াই ভারত জুট মিলস্-এর ডিরেক্টরগণ উহাদের অংশীদারগণকে বার্ষিক শতকরা ৭.২ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডিরেক্টরগণের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক

সভায় সম্প্রতি বলা হইয়াছে, লাভের পরিমাণ এবার পূর্ববর্তী বৎসরের অপেক্ষা অধিক হইলেও লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ সন্তোষজনক ছিল না বাহাতে আরও অধিক হারে লভ্যাংশ দেওয়া বাইতে পারে। মুক্যজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতির ফলে খাতশ্রমাদির জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয় হইয়াছে। বর্ধিত বেতন, মাগ্গিভাতা, বোনাস ও কর্মচারীদের জন্য হৃদনের অন্তর্ভুক্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে গিয়া ব্যয়ের পরিমাণ এবার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক খাতশ্রমের ব্যাপারেই ভারত জুট মিলস্ উহাদের শ্রমিক ও কর্মচারীদের বাজার দর অপেক্ষা শতকরা ৭৫ টাকা কম দরে মাল দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গবর্ণমেন্টের বর্ধিত হারে কম বাধ্য করায় উহা মিটাইবার জন্য পূর্ববর্তী বৎসরের ২৮ হাজার টাকার স্থলে এই বারদ আলোচ্য বৎসরে মোট ৬০ হাজার টাকা কর তহবিলে মজুত রাখিতে হইয়াছে।

#### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

কাছোডিয়া মিলস্ লিঃ—চলতি বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১০.২ টাকা। কয়েম্বাটুর স্পিনিং এন্ড উইভিং কোং লিঃ—গত ৩০শে

জুন পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৫.০ টাকা। ফোর্ট উইলিয়াম জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪.২ টাকা। ফোর্ট গুপ্তার জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ১২.১০ আনা। রাজগিরি রবার এন্ড প্রোডাক্টস কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১২.১০ আনা। মুরীজমারী কোং লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২০.২ টাকা।

### বহু প্রশংসিত বিখ্যাত ঔষধ— স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায় “নিওটোন”

অব্যর্থ ফলপ্রসূ মর্হোষধ  
৮ আউন্স—১৮০/০, ১২ আউন্স—২১০/০  
সম্রাট ঔষধালয়ে পাওয়া যায়  
প্রচারক—এস. ডেভী এন্ড কোং  
৪৪ সি, আমহাষ্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

### সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—  
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস  
—১৫২২ ক্যান্টিন  
টেলিগ্রাম—“চীনা মাটি”

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপাষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ  
৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা

# S. SARKAR & CO.

Manufacturing Jewellers

125. BOWBAZAR STREET

### ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলি : ৪১০১

টেলিগ্রাম : “ইন্ডিয়ান”

হেড অফিস—৮নং লায়ন্স রোড, কলিকাতা।

বিশিষ্ট ডিরেক্টর বোর্ড পরিচালিত সম্ভ্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান।  
প্রতি ১০০০ টাকার পেন্সন সার্টিফিকেটে ২০০০ টাকা পাওয়া যায়।  
অগ্রাণু নতুন স্কীমের জন্য আজই পত্র লিখুন :—  
ব্রাঞ্চ :—ঢাকা, চাইবাসা (B. N. R.), চক্রধরপুর (B. N. R.),  
রাইপুর (C. P.), দীঘিরপার (ঢাকা), আজগিরিয়া (ফরিদপুর)।

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১২শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বের মতই একটানা স্বচ্ছলতার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। এই প্রচুর টাকার বাজারে আপাততঃ টাকার চাহিদা দেখা যাইতেছে না। অবশ্য পাঞ্জাবের স্বাভাৱিক ক্রয়ের ক্ষমতা কিছু পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা গিয়াছে। তবে তাহার পরিমাণ এতই কম যে, উল্লেখ না করিলেই চলে। বাজারে নতুন তুলার আবির্ভাবে শীঘ্রই কিছু পরিমাণ টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। সেই সময় বর্তমানের এক-ঘেয়ে স্বচ্ছলতার ভাব কণকিৎ কাটিবে বলিয়া মনে হয়। ব্যাংকসমূহের মধ্যে চাহিবানাত্র পরিশোধের কড়ারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদের হার পূর্বের তায় বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোম্পানীর কাগজের দরে এবার পড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজার সম্পর্কেও একই কথা। পূর্ববর্তী সপ্তাহগুলির মত এবারও মন্দা ও নিষ্ক্রিয়তার অবস্থা চলিতেছে। কিছু কিছু রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার পরিমাণ যৎসামান্য।

গত ১৬ই নবেম্বর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ক্ষমতা যে টেওয়ার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ কোটি ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত সপ্তাহের পরিমাণ ছিল মাত্র ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। উপরোক্ত আবেদন-গুলির মধ্যে ২২৮৯ পাই ও তদুর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ২২৮৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৭৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেওয়ারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮/৮ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ২৩শে নবেম্বর বোম্বাইয়ে বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে ২২শে নবেম্বর কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেওয়ার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেওয়ার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা-দিগকে, আগামী ২৬শে নবেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ব পূর্বের তায়।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী ঘৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১২ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭২৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে

উহার পরিমাণ ছিল ৭২০ কোটি ৬২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাংকের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪২ কোটি ২২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৩৮ কোটি ২০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক অন্তান্ত ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ হইয়াছে ৫৪ কোটি ৭২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ৫০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে

রিজার্ভ ব্যাংক ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১০ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ১৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

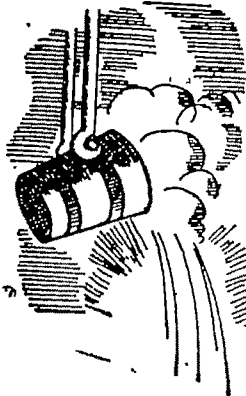
|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| টেলি: হুগু (প্রতি টাকার) | ১ শি: ৫৪½ পে |
| ঐ দর্শনী                 | ১ শি: ৫৪½ পে |
| ডি এ ৩ মাস               | ১ শি: ৬৪½ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)   | ৩৩২৮০        |

## ইম্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ কর্মী

—যোবনে



“ভাগ্য যার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে, তার যোবন-অভিধানে ‘বিফলতা’ বলে কোন শব্দ নেই...” —মেকলে।



যোবনের উদ্দীপনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সুযোগ “ইম্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ কর্মী”দের এনে দেবে পুরস্কার।

সেই যুবকই ভাগ্যবান যে জীবনের প্রারম্ভেই ভারতের শিল্পোন্নতিতে তার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত জানে।

**TATA STEEL**

টাতা স্টীল

দি টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোং লিঃ,

হেড সেলস অফিস : ১০২ এ, ক্রাইস্ট ট্রাট, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত

## কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১২শে নভেম্বর  
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে স্পষ্টই মন্দার ভাব লক্ষ্য করা যায়। বাজার এরূপ-ভাবে মন্দা হইয়া পড়ার বিশেষ কারণ যে কিছু আছে তাহাও মনে হয় না। বোম্বাই বাজারের মন্দা ভাব এবং বড় রকমের ক্ষেতায় অভাবেই অনেকটা এরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাজ-কারবারের পরিমাণ এরূপ অবস্থায় যে পরিমাণ কম হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। তবে সপ্তাহের শেষের দুইদিন বাজারের অবস্থা একটু উন্নতির দিকে গিয়াছে। ক্ষেত্র বিক্রেতা-উভয় পক্ষই আপাততঃ অপেক্ষা করিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণের পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। বাজার সাধারণভাবে মন্দা গেলেও কাগজের কলের মধ্যে নিউজিওক্লোরিয়া উচ্চহারে লভ্যাংশ দিতেছে এই সংবাদে উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের দর বেশ বৃদ্ধি পায়। কয়লা খনির মধ্যে বরবণীর কিছু চাহিদা দেখা গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলির মধ্যে ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মার্শাল কোম্পানীর শেয়ারের কিছু ষোড়শবর হইয়াছে। বাছা বাছা কয়েকটি চা-বাগানের শেয়ারের ক্ষেত্রও ছিল।

## কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজার খুব মন্দা গিয়াছে। বিকিকিনিও হইয়াছে খুব সামান্য। ৩/২ হুদের (১৯৪৬) বণ্ড ১০২/০, ৩৪০ কোম্পানীর কাগজ ২৭০/০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। মেয়াদী ঋণ-পত্রের দর দামের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, ক্ষেত্র যেমন ছিল না, তেমনই বিক্রেতাদেরও বিক্রয়ের জন্ত খুব আগ্রহ দেখা যায় নাই। ৩/২ হুদের (১৯৪০-৪৫) ঋণপত্র ২৮/০, ৩৪০ হুদের (১৯৪৭-৫০) ১০৩০/০, ৩/২ হুদের (১৯৫০-৫৫) ২২৫/০, ৫/২ হুদের কাগজ (১৯৪৫-৫৫) ১০৬০/০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

## ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ারের চাহিদা পূর্বের মত দেখা না গেলেও দর বিশেষ কম হয় নাই। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক পুনরায় বোনাস ঘোষণা করিবে এই সংবাদের ফলে উক্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৮৩ টাকা দাঁড়ায়। ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৮৫২, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২২০, রিয়ার্ড ব্যাঙ্ক ২২৪০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

## কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বাজার সাধারণ ভাবে মন্দা গিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে যে দর ছিল শেষের দিকে তাহা আরও নামিয়া যায়। এখন দেখা যাইতেছে কয়লা তোলায় পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে না পারিলে আরও খুব বেশী হইতে পারিবে না। পূর্ব সপ্তাহে

ক্ষেত্রাদের যে কোঁক দেখা গিয়াছিল তাহা কাটরা গিয়াছে। বেঙ্গল ৫ টাকা কমিয়া ৫২০, বোকারো এণ্ড রামগড় ৩১০ আনার কাছাকাছি দরে, ভালগোরা ১২ টাকা হইতে কমিয়া ১১৪/০ আনার বিকিকিনি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বরাকর ২৫০/০, ইকুইটেবল ৪৪৫, মণ্ডলপুর ১৫৫, ষ্ট্যান্ডার্ড ২৮৪, ইউনিয়ন ৩২০/০, সামলা ৫/০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

## পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বড় বড় কোম্পানীগুলি যে পরিমাণ লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছিল, তাহার পরিমাণ লোভনীয় না হওয়ায় পাটকলের শেয়ার-বাজার বেশ মন্দা হইয়া পড়ে। কিন্তু পরে যখন প্রকাশ পায় মিলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত আয়ের জঙ্ক খুব কম হইবে না, তখন আবার শেয়ারের দর কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ম্যাংলো ইণ্ডিয়া—৩৮৬, আগড়পাড়া—২৪৪, বালী—৩৫৭৪, চম্পাবণা—২১৪, কামারহাটী—৫৪৮, ইণ্ডিয়া—৫৪৫, নৈহাটী—২৭৭, স্পারশাল—২৭৫, প্রেসিডেন্সী—৩৪০, হাওড়া—৬৫ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

## ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সপ্তাহের প্রথম দিকে ইঞ্জিনিয়ার আয়রণের দর ৩৫০ আনার নামিয়া যায়, পরে অবশ্য বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৪ আনা পর্যন্ত ওঠে। ষ্টীল কর্পোরেশনের দর ২৭৫ আনা পর্যন্ত উঠিয়া ২৭৪ আনার নামে। ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৫৫, আর্থার বাটলার ১৬৪, ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল ১৬০, মার্শালস ৪১০, কুমারখুর্দী ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৫, স্পারশাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১০ টাকা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

## চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের মধ্যে কেবল এণ্ড কোং ২৭৫, বুলান্ড ৪২০, কাপপুর ৪৫৪, চম্পারণ ৪৪০, রাজা ৪৩০, সমষ্টিপুর ২০, শীতলপুর ১৬০, রামনগর কেন এণ্ড হুগার ১৪ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

## চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বাজার উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় লক্ষ্য করা যায় নাই। তবে বাছা বাছা কয়েকটি কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা দেখা গিয়াছে। বানরহাট ৮৬০, রাই-

ডাক ৮৪, সোনাই রিভার ২৪০, তেজপুর ১৬৫ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

## কাগজের কল

টিটাগড় ২৭, ত্রিগোপাল ২৪০, ষ্টার পেপার ২২০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

## বিবিধ

করণপুরা ডেভেলপমেন্ট ১৬০, বি আই কর্পোরেশন ৬৪, বামারলরী ৪১০, ডানলপ রবার ৫৫, ক্যালকাটা ট্রামস্ ২৫৪, মেদিনীপুর জমিদারী ১০৮ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এই সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

## কোম্পানীর কাগজ

৩/২ হুদের লোন (১৯৫০-৫৫) ১২ই নং— ২২৫/০; ১০ই—২২৫/০; ১৫ই—২২৫/০ ২২৫/০; ১৬ই—২২৫/০ ২২৫/০। ৩/২ হুদের ডিস্কেস বণ্ড (১৯৪২-৫২) ১৫ই নং—১০০/০; ১৬ই— ১০০/০। ৩/২ হুদের (১৯৫১-৫৪) ১৬ই নং— ১০০/০। ৩/২ হুদের লোন (১৯৪০-৪৫) ১৬ই নং—২৮/০; ১৭ই—২৮/০। ৩/২ হুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই নং—৮৪০। ৩/২ হুদের কোম্পানীর কাগজ ১২ই নং—২৭৪/০ ২৭৪/০; ১৫ই—২৭৪/০ ২৭৪/০; ১৬ই—২৭৪/০ ২৭৪/০; ১৭ই—২৭৪/০। ৩/২ হুদের লোন (১৯৪৭-৫০) ১২ই নং—১০৩/০। ৪/২ হুদের লোন (১৯৪৫-৫৫) ১৬ই নং—১০৬/০। ৫/২ হুদের ইউ পি (১৯৪৪) ১৫ই নং—১০২।

## ডিবেন্চার

৫/২ হুদের (১৯৩২-৪৭) ডালমিয়া সিমেন্ট ১৬ই নং—১০৫০। ৬/২ হুদের (১৯১৫-৪৬) এসোসিয়েটেড হোটেলস্ ১৭ই নং—১০৪, ১০৩৪।

## ব্যাঙ্ক

রিয়ার্ড ১২ই নং—১২৪০ ১২৭; ১৬ই— ১২৪ ১২৪০; ১৭ই—১২৪০। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১০ই নং—২৫; ১৫ই—২৪০ ২৪০; ১৭ই—২৩ ২২০।

## কয়লার খনি

গ্রোয়ালগ্যামেটেড ১২ই নং—৪৩০ ৪৩০; ১৭ই—৪২০। বড়বনী ১২ই নং—২১ ২১০; ১০ই—২১০ ২১০; ১৫ই—২১০; ১৬ই— ২১০ ২১০; ১৭ই—২১০। বেঙ্গল ১২ই নং—

## শিলং ব্যাঙ্ক

## —কর্পোরেশন লি:—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম: "Shilbank"  
ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ:—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

৬৮/০; ১০ই—৬৮/০। বেঙ্গল নাগপুর ১২ই নং—  
৪৫৮/০ ৪৫৮/০; ১০ই—৪৫৮/০; ১৭ই—৪৫৮/০  
৪৫৮/০। বোকারো এন্ড রামগড় ১০ই নং—৩২;  
১৫ই—৩১০। বড় ধেমো ১২ই নং—২৮ ২৮/০;  
১৩ই—২৮ ২৮/০; ১৫ই—৮৮/০ ৮৮/০। বরাকর  
১২ই নং—২৪৮/০ ২৪৮/০; ১০ই—২৪৮/০;  
১৫ই—২৪৮/০ ২৪৮/০; ১৬ই—২৪৮/০ ২৪৮/০;  
১৭ই—২৪৮/০ ২৪৮/০। ধেমো মেইন ১২ই  
নং—১৭৮০ ১৭৮০/০; ১৭ই—১৭৮০। ইষ্ট ইন্ডিয়া  
১৭ই নং—২৭। ইকুইটেবল ১২ই নং—৪৫৮/০  
৪৫৮/০; ১৫ই—৪৫৮/০; ১৬ই—৪৫৮/০ ৪৫৮/০;  
১৭ই—৪৫৮/০। কালাপাহাড়ী ১৫ই নং—২৪৮/০  
২৪৮/০। কাজাল রায়রা ১২ই নং—৪৮৮/০;  
১৭ই—৪৮ ৪৮৮/০। নাজীরা ১২ই নং—১২৮/০  
১২৮/০। নিউ বীরভূম ১২ই নং—২৭ ২৭/০  
২৭/০। নর্থ-দামুদা ১০ই নং—৮৮/০ ৮৮/০;  
১৬ই—৮৮/০ ৮৮/০। রাণীগঞ্জ ১২ই নং—৩১০  
৩১০। সাতপুকুরীয়া এন্ড আসানগোল ১২ই  
নং—৩৮/০ ৩৮/০; ১৫ই—৩৮/০ ৩৮/০; ১৬ই—  
৩৮/০; ১৭ই—৩৮/০ ৩৮/০। সাউথ করণপুরা ১২ই  
নং—৮ ৮/০; ১০ই—৮; ১৬ই—৭৮/০;  
১৭ই—৭৮। তালচের ১২ই নং—৫৮/০ ৬/০;  
১০ই—৫৮/০; ১৫ই—৫৮/০ ৬/০; ১৬ই—৬  
৬/০; ১৭ই—৬/০। ওয়েস্ট জামুদীয়া ১২ই নং—  
৩৭৮ ৩৭৮/০; ১৫ই—৩৭৮/০।

#### কাপড়ের কল

বাসন্তী ১৭ই নং—১৩০ ১৩০। বেনারস  
১২ই নং—১৪৮/০ ১৪৮/০; ১০ই—১৫/০; ১৫ই—  
১৪৮/০ ১৪৮/০; ১৭ই—১৪৮/০ ১৪৮/০। বেঙ্গল  
নাগপুর ১০ই নং—৩৬৮/০; ১৫ই—৩৪৮/০। কানপুর  
টেক্সটাইল ১২ই নং—১৫৮/০ ১৫৮/০; ১০ই—  
১৪৮/০; ১৫ই—১৪৮/০; ১৬ই—১৪৮/০ ১৪৮/০;  
১৭ই—১৪৮/০ ১৪৮/০। কেশোরাম ১২ই নং—  
১৫৮/০ ১৫৮/০; ১৫ই—১৫৮/০। মহালক্ষী ১২ই  
নং—৪২৮/০ ৪২৮/০; ১০ই—৪০৮/০ ৪০৮/০; ১৬ই—  
৪০৮/০ ৪০৮/০; ১৭ই—৪০৮/০। নিউ ডিক্টোরীয়া  
১২ই নং—২৮৮/০ ১০৮/০; ১০ই—১০/০ ১০/০;  
১৫ই—১০/০ ১০/০; ১৬ই—১০/০ ১০/০;  
১৭ই—১০/০ ১০/০।

#### ইলেকট্রিক

বেরিলী ১২ই নং—১৬/০। বেনারস ১৬ই  
নং—১৬৮/০। পাটনা ১২ই নং—১৬৮/০ ১৬৮/০;  
১৬ই—১৬৮/০। সাক্ষাহানপুর ১২ই নং—৮৮/০  
ইউ পি ১২ই নং—২২৮ ২২৮/০। আপার  
গ্যাংজেজ ১২ই নং—১৪৮/০।

#### ইঞ্জিনারিং

ভারতীয়া ইলেকট্রিক স্টীল ১২ই নং—১৫৮/০  
১৬/০; ১০ই—১৫৮/০ ১৬/০; ১৫ই—১৫৮/০  
১৬/০; ১৬ই—১৬/০ ১৬/০; ১৭ই—১৫৮/০  
১৬/০। ব্রেথওয়েট এন্ড কোং ১২ই নং—২৮/০।  
ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং এন্ড আররণ ১২ই নং—১৪৮/০;  
১৭ই—১৪৮/০। বার্ল এন্ড কোং ১২ই নং—৩০৮/০;  
১৭ই—৩০৮/০। ইন্ডিয়ান আররণ এন্ড স্টীল ১২ই

নং—৩৫৮/০ ৩৫৮/০; ১০ই—৩৬/০ ৩৫৮/০;  
১৫ই—৩৫৮/০ ৩৫৮/০; ১৬ই—৩৫৮/০ ৩৫৮/০;  
১৭ই—৩৫৮/০ ৩৫৮/০। যেশপ এন্ড কোং ১২ই  
নং—২১৮/০ ২১৮/০; ১৫ই—২১৮/০; ১৭ই—  
২১৮/০। কুমারখুদী ১২ই নং—৮৮/০ ৮৮/০;  
১৫ই—৮৮/০; ১৬ই—৮৮/০। জাশনাল আররণ  
এন্ড স্টীল ১০ই নং—১৩৮/০ ১৩৮/০; ১৫ই—১৩৮/০  
১৩৮/০; ১৬ই—১৩৮/০ ১৩৮/০। স্টীল কর্পোরেশন  
১২ই নং—২৭৮/০ ২৭৮/০; ১০ই—২৬৮/০ ২৭৮/০;  
১৫ই—২৬৮/০ ২৭৮/০; ১৬ই—২৭৮/০ ২৬৮/০;  
১৭ই—২৭৮/০ ২৭৮/০।

#### রেলপথ

দার্কিলিং-হিমালয়ান ১৫ই নং—১০৭৮/০।  
হাওড়া-আমতা ১২ই নং—১০৭৮/০। সারা-সিরা-  
গঞ্জ ১২ই নং—১০৮৮/০।

#### পার্টিকল

বরানগর ১৬ই নং—১৬৮/০ ১৬৮/০।  
বেলভেডিয়া ১৭ই নং—৫০০/০। বজবজ ১৭ই  
নং—৪১৭/০। হুগলী ১৬ই নং—৮৫৮/০ ৮৫৮/০;  
১৭ই—৪৫৮/০। হাওড়া ১২ই নং—৬৫৮/০; ১০ই—  
৬৫৮/০ ৬৫৮/০; ১৫ই—৬৫৮/০; ১৬ই—৬৫৮/০;  
১৭ই—৬৫৮/০ ৬৫৮/০। হুগলী ১২ই নং—২৮/০;  
১০ই—২৮/০; ১৬ই—২৮৮/০; ১৭ই—২৮৮/০ ২৮/০।  
কামারহাটি ১২ই নং—৫৫৮/০ ৫৫৮/০; ১০ই—  
৫৫৮/০ ৫৫৮/০; ১৫ই—৫৫৮/০; ১৬ই—৫৫৮/০  
৫৫৮/০; ১৭ই—৫৫৮/০ ৫৫৮/০। কাকনাড়া ১২ই  
নং—৪৫৮/০ ৪৫৮/০; ১৫ই—৪৫৮/০; ১৬ই—৪৫৮/০;  
১৭ই—৪৫৮/০ ৪৫৮/০। নদীয়া ১২ই নং—১০৮/০;  
১৬ই—১০৮/০; ১৭ই—১০৮/০। প্রেসিডেন্সি

১২ই নং—৬৮/০ ৬৮/০; ১৭ই—৬৮/০। মেঘনা  
১৬ই নং—১৭৮/০ ১৭৮/০; ১৭ই—১৭৮/০।

#### খনি

বিসরা স্টোন লাইম ১৫ই নং—১১৫/০;  
১৬ই—১১৫/০। বার্মা কর্পোরেশন ১২ই নং—  
৩৮৮/০ ৩৮৮/০; ১০ই—৩৮৮/০ ৩৮৮/০; ১৫ই—৩৮৮/০;  
১৬ই—৩৮৮/০ ৩৮৮/০; ১৭ই—৩৮৮/০ ৩৮৮/০। করণ-  
পুরা ডেভেলপমেন্ট ১২ই নং—১৬৮/০ ১৬৮/০;  
১০ই—১৭৮/০; ১৭ই—১৬৮/০ ১৬৮/০। রোডেসিয়া  
কপার ১২ই নং—২৮/০; ১০ই—২৮/০ ২৮/০;  
১৫ই—২৮/০ ২৮/০; ১৬ই—২৮/০; ১৭ই—২৮/০।  
কনসোলিডেটেড টিন ১৬ই নং—২৮৮/০। ইন্ডিয়ান  
কপার ১২ই নং—২৮৮/০; ১০ই—২৮৮/০ ২৮৮/০;  
১৫ই—২৮৮/০ ২৮৮/০; ১৬ই—২৮৮/০; ১৭ই—  
২৮৮/০ ২৮৮/০।

#### কাগজের কল

মাইশোর ১২ই নং—৩০৮/০ ৩০৮/০ ৩০৮/০  
৩০৮/০। ওরিয়েন্ট ১০ই নং—২৮৮/০; ১০ই—  
২৮৮/০ ২৮৮/০। স্ট্রিপোগাল ১২ই নং—২০৮/০  
২০৮/০; ১০ই—২৮৮/০ ২৮৮/০ ২৮৮/০; ১৭ই—২৮৮/০  
২৮৮/০ ২৮৮/০। স্টার ১২ই নং—২৮৮/০ ২৮৮/০;  
১০ই—২৮৮/০ ২৮৮/০; ১৬ই—২৮৮/০; ১৭ই—  
২৮৮/০ ২৮৮/০। টিটাগড় ১২ই নং—২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৭৮/০;  
১০ই—২৭৮/০ ২৭৮/০; ১৫ই—২৬৮/০ ২৭৮/০;  
২৭৮/০; ১৬ই—২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৬৮/০ ২৭৮/০;  
১৭ই—২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৬৮/০; ১৭ই—২৭৮/০  
১২ই—২০৮/০।

#### চিনির কল

বলরামপুর ১২ই নং—১৭৮/০ ১৭৮/০ ১৭৮/০  
১৭৮/০ ১৭৮/০; ১০ই—১৭৮/০ ১৭৮/০; ১৫ই—

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য  
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

# ন্যাশনাল মিটি

ইনসিওরেন্স লি:

১৩৫, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল : ২৭৮

কড়কগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য

১৯৪২ সালে প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৭%

১৯৪২ সালে জীবনবীমা তহবিল বৃদ্ধি পাইয়াছে ১১২%

ব্যয়ের হার মাত্র ২০%

সম্পূর্ণ ষ্টাটুটোরী ডিপোজিট ২ লক্ষ টাকা  
ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজার—কে. পি. দালাল।

ভারতবর্ষ আইনের ৯৪এ ধারা অনুসারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের  
অনুমতি পাওয়া গিয়াছে; ইহা স্পষ্ট প্রকাশ থাকে যে, এই অনুমতি দ্বারা ভারত গভর্ণ-  
মেন্ট কোম্পানীর ব্যবসা সঞ্চয়ী কোন পরিকল্পনার আর্থিক সহায়তা বা তদ্বিষয়ে প্রকা-  
শিত বিবৃতি বা অন্তিমতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দাবি প্রদান করিতেছেন না।

১০ টা কা য়  
উৎকৃষ্ট দার্জিলিং ব্লেণ্ড চা.  
(পাতা—গুঁড়া—ব্রোকন্)  
বিশদ বিবরণ সাক্ষাতে বা পত্রে জাহ্নন  
বার্ড ডি কোম্পানী  
২৭৫, ক্যানিং ষ্ট্রিট ও  
১৩৭নং বোবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতার খলে ও চট্টের-বাজার মন্ডা ছিল। পাটের দর বেশ নামিয়া আসিতে থাকে। মজুতকারীরা মাল খালাস করিয়া দ্বিবার প্রায় তৎপর হইয়া পড়ে। তাহাদের এই ব্যগ্রতার কারণ এই যে, আগামী জামুয়ারী মাস হইতে মিলসবুহ বর্তমানের মোট সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টা আরও বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া বাজারে সংবাদ পাওয়া যায় এবং ফলে একপ ভরসার ভাব দেখা যায় যে, কয়লা সরবরাহ নিয়মিত ও আবশ্যিকমত হইতে থাকিলে খঁলে ও চট্টের সরবরাহ দেওয়া সম্পর্কে মাথা ঘামাইতে হইবে না। কিন্তু মিলমালিক পক্ষ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে খুব বেশী আশাবিস্তৃত নহেন বলিয়াই বোধ হয় বিক্রয়ের প্রায় আদৌ উৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছেন না। ইহার ফলে সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজার একটু ঢালা হইয়া উঠে। অতঃপর ৯নং পোর্টারের দর সপ্তাহের প্রথম দিকের ২১ টাকা হইতে ২১।০ আনায় দাঁড়ায়। সপ্তাহের প্রথম ভাগের ২৭।০ আনার তুলনায় ১১নং পোর্টারও শেষের দিকে ২৭।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।



## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৮ই নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে তুলার দর সহসা হ্রাস পাইয়াছে। সোনার বাজার ও শেয়ার বাজারের বর্তমান মন্ডার তাবই তুলার বাজারের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মফঃস্বল কেন্দ্রসমূহে প্রচুর তুলা আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এবার করিলা জাহুয়ারী ৪৪১৫০ আনা, ৪৪৩০ আনা ও মে ৪৪৫৫০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহের শেষ ভাগে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৪৫৬০ আনা, ৪৫৭০ আনা ও ৪৬৪০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে তেমন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। ক্রেতা ও বিক্রেতা এই উভয় মহলই টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের তুলা সম্পর্কিত সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের পাকা খবর পাইবার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। ফলে কাজকরিবারের পরিমাণ সামান্যই হইয়াছে।

(বঙ্গ শিল্পের ভবিষ্যৎ—৬৩১ পৃষ্ঠার পর)

লোক সংখ্যা বেশী থাকিলেই কোন দেশে যে বেশী পরিমাণ বস্ত্র কাটতির সুবিধা হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। জনসাধারণের প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতাই এবিষয়ে প্রধান ও মুখ্য বিচার্য বিষয়। উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র শ্রদ্ধ করিতে হইলে লোকের তদনুযায়ী সঙ্গতি থাকা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান ছুনিয়ার অনেক দেশেই সাধারণ লোকদের সেই সঙ্গতি বিশেষ কিছু নাই। বিশেষ করিয়া চীন ও ভারত প্রভৃতি জনবহুল ভূভাগসমূহে সাধারণের আয় এখন পর্য্যন্ত খুবই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যোচিত জীবন যাত্রার জন্ত ইহারা উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র ক্রয় করিবে দূরের কথা, জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে খাদ্য অর্থাভাবে উহারা তাহাও যথোচিত মাত্রায় সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় লোক সংখ্যা অল্পপাতে বস্ত্রের প্রয়োজন ধরিয়া তাহা দ্বারা বস্ত্র শিল্পের সমৃদ্ধি পরিমাপ করিতে যাওয়া অনুচিত। যে পর্য্যন্ত জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা ভালরূপ বৃদ্ধি না পাইবে সে পর্য্যন্ত লোক সংখ্যা অল্পপাতে ছুনিয়ার বস্ত্র কাটতির সুযোগ সম্ভাবনা প্রসারিত হইবে না। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে ছুনিয়ার বহু দেশে সাধারণ লোক বস্ত্রের অভাবে বিস্তর কষ্ট পাইলেও তাহাতে ল্যাক্সাশ্যারের বস্ত্রের কাটতি বাড়িয়া এই শিল্পের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয় নাই। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই ভারতের অগণিত জনসাধারণ অর্ধজন অবস্থায় নিত্য চুস্তভাবে দিন যাপন করা সত্ত্বেও গত ১৯৩৮-৩৯ সালে এদেশের কলসমূহের উৎপাদন ৪২৬ কোটি গজ বস্ত্র বিক্রয়ের কোন সুবিধা হয় নাই। মিঃ মেকে অবশু যুদ্ধোত্তর কালে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের

জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত হওয়া সম্বন্ধে একটা বেশী রকম আশা পোষণ করিতেছেন। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার কতিপয় রাষ্ট্র-নেতার নিছক শুভ সঙ্কল্পকে আমরা এবিষয়ে তত নির্ভরশূল বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের পরে নানাদিক দিয়া সমাজ কল্যাণমূলক বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিয়াছে। ঐ সব দেশের সাধারণ লোকেরা যাহাতে ভবিষ্যতে একটা নিম্নতম আয়ের অধিকারী হইয়া মনুষ্যোচিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করিতে পারে সেজন্য গবর্ণমেন্ট অনেক প্রকার আশ্বাস দিতেছেন। এই সঙ্গে চীন, ভারত ও আফ্রিকা প্রভৃতি অনুন্নত দেশের লোকদের জীবন যাত্রা উন্নত করা সম্পর্কেও অনেক বড় বড় বুলি আওয়ান হইতেছে। কিন্তু বিপাকে পড়িয়া আজ যাহারা এসমস্ত বাণী উচ্চারণ করিতেছেন যুদ্ধের পরে সব কিছু বিপদ কাটিয়া গেলে এ সমস্ত কথা তাঁহাদের মনে থাকিবে কি না সন্দেহ। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় লোকদের জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত করা সম্পর্কে যদিও বা একটা কার্যনীতি অনুমত হয়, তথাপি বর্তমান ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষ নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিসর্জন দিয়া চীন, ভারত ও আফ্রিকার লোকদের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণে উহাদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা করিবেন এই আশা আমরা মোটেই করিতে পারি না। কাজেই যুদ্ধের পরে ছুনিয়ার সকল দেশের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়া যাওয়া ও তাহাতে বস্ত্র শিল্পের স্থায়ী সুদিন দেখা যাওয়া আমাদের নিকট অনেকটা ছরাশা বলিয়াই মনে হইতেছে।

যুদ্ধের সময়ে সামরিক কার্যে বিশেষভাবে ব্যাপৃত হইয়া পড়ায় ছুনিয়ার অনেক শিল্পোন্নত দেশ বর্তমানে বাহিরের হাটে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী করিতে পারিতেছে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ভারতের নিকটবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরাক, ইরান ও সিংহল প্রভৃতি দেশে ল্যাক্সাশ্যারের বস্ত্র এখন আর বিশেষ কিছু আমদানী হইতেছে না। জাপান শত্রু-পক্ষীয় দেশ বলিয়া উহাও ঐ সব দেশে বাণিজ্য করিবার সুবিধা পাইতেছে না। এইরূপ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ যদি এই যুদ্ধের সময়ে তাহার তৈয়ারী বস্ত্র দ্বারা আফ্রিকা, ইরাক, ইরান ও সিংহল প্রভৃতি দেশের হাটবাজার ভালভাবে দখল করিয়া লইতে পারিত তবে যুদ্ধোত্তর কালে উহার ফলে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের পক্ষে তাহাও বিশেষ কিছু সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। যুদ্ধের প্রথমে উপরোক্ত দেশসমূহে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনে ভারতে যে বেশী পরিমাণ বস্ত্রের চাহিদা দেখা দিয়াছে এদেশের কাপড়ের কলগুলি তাহাই ভালরূপ মিটাইতে পারিতেছে না। ফলে এক্ষণে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী করা এদেশের

কাপড়ের কলওয়ালাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে ভারত হইতে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র আমদানীর সুবিধা নাই দেখিয়া ভারতের নিকটবর্তী দেশগুলি এক্ষণে অত্যন্ত স্থান হইতে বস্ত্র পাওয়ার সুযোগ দেখিতেছে। বর্তমানে ব্রিজিল হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিপুল পরিমাণ বস্ত্র আমদানী হইতেছে। যে সিংহল বস্ত্রের ব্যাপার ভারতের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল সেই সিংহলে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈয়ারী বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। নিকটবর্তী দেশসমূহের হাটবাজার এইভাবে অপরাপর দেশের করতলগত হওয়ায় ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ বস্ত্র রপ্তানীর দিক দিয়াও কোন ভালরূপ সুযোগ সুবিধা পাইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষে বর্তমানে মারাত্মক ইনফ্লেশন সৃষ্টি হওয়ায় এদেশের কলসমূহে বস্ত্র উৎপাদনের ব্যয় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধের অবসান ঘটিলেও অনতিবিলম্বে ইনফ্লেশন ও চড়ামূল্যের গতি সর্বতোভাবে প্রতিকূল হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কাজেই যুদ্ধের পরও এদেশের কাপড়ের কলের মালিকদিগকে অনেকটা চড়াদরেই তাহাদের তৈয়ারী বস্ত্র বিক্রয় করিতে হইবে। উহাতে যুদ্ধোত্তর কালে অত্যন্ত দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় বিদেশের হাটে ভারতীয় বস্ত্রের কাটতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া দেখিলে যুদ্ধের পরে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের তেমন কোন সমৃদ্ধি দেখিবার আশা আমরা পোষণ করিতে পারি না।

# ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ কোম : কলি ৬৮৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলসলী প্লেস, কলিকাতা  
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ "  
আদায়কৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ "  
আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর

(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যশনাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুসন্ধান জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),  
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা

পে অফিস : মিরকাধিম  
প্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৮ই নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সোণার বাজারে অনেকটা মন্দার ভাব দেখা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণে সোণা বিক্রয় করিবে এই শুভব রটায় পরই বাজার এরূপ মন্দা হইয়া পড়িয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭৭৯ আনার কাছাকাছি দরে সোণা বিক্রয় করিয়াছে। অবশ্য সপ্তাহ শেষে বাজার বন্ধের পূর্বে দর কিছুটা বৃদ্ধি পায়। গত শুক্রবারে বোম্বাই বাজারে সোণা ৭৬৫ আনা ভরি দরে বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতার সোণার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নাই। পাকা সোণার দর গিয়াছে প্রতি ভরি ৭৭০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে গিনি প্রতি খণ্ডের দর গিয়াছে ৫৩৫/০ আনা। পূর্ব সপ্তাহের দর ছিল ৫২৫ আনা।

### রূপা

কলিকাতা, ১৮ই নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারের মত বোম্বাইয়ের রূপার বাজারেও মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। তবে বেশী পরিমাণে সোণা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইল সোণার দর যে হারে কমিয়ার সম্ভাবনা রূপার দর সে হারে না কমিতেও পারে। বাজার বন্ধের পূর্বে রূপার সর্বশেষ দর গিয়াছে, প্রতি ১০০ ভরি ১২২৫/০ আনা। কলিকাতা বাজারের দর গিয়াছে সেইমতে ১১২৫ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই।

(স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া—৬৩০ পৃষ্ঠার পর)

এই সামান্য পরিমাণ চালের বটন-বাবস্থা অনুসারে যে পরিবারের লোকসংখ্যা তিন বা তদার কম, সে পরিবার দৈনিক আধসের চাল, এবং যে পরিবারের লোকসংখ্যা তিনের অধিক সে পরিবার দৈনিক একসের চাল পাইল;—কিন্তু সকলেই বুঝিতে পারেন যে এত সামান্য চালে একটা পরিবারের সারাদিন চালানো প্রায় অসম্ভব, সেইজন্য যাহারা পারে, তাহারা সরকারী দোকান হইতে ছয় আনা হিসাবে তাহাদের প্রাপ্য চাল লইয়া আবার বাজারের দোকান হইতে দ্বিগুণ দাম দিয়া সেই একই পরিমাণ চাল পুনরায় কেনে, আর যাহারা পারে না তাহারা অঙ্গীহারে থাকে। কয়েকদিন মাত্র হইল পরিবার প্রতি চালের বরাদ্দ বাড়ানো হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রেজকী সমস্তা লইয়া ঐ অঞ্চলে অনেকটা বিজ্ঞাপিত দেখা যায়।

সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট খুচরা পয়সা লইয়া বাইবার নিয়ম থাকায়, প্রায় প্রত্যহই শতকরা ১৫।২ ভাগ রেশন কার্ড অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া থাকে বলিয়া জানা গিয়াছে। যাহারা সারাদিন খাটিয়া রোজগার করিল অথচ ভাঙানী জোগাড় করিতে পারিল না, তাহারা সেই অপরাধের জন্য বাজার হইতে বারো আনা সের দরে চাউল কিনিতে বাধ্য হইল। ইহা হইতে ভালরূপেই বোঝা যাইতেছে কতদিন হইতে এবং কি পরিমাণে এই শ্রেণীর লোকদিগকে প্রয়োজনের তুলনায় কম খাইতে হইতেছে। যখন মজুরীর হার মাত্র দৈনিক চার আনা ছিল, তখনো মজুররা অপেক্ষাকৃত অধিক খাইতে পারিত কেননা তখন সের প্রতি চালের দাম ছিল ছয় পয়সা করিয়া।

উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরা এখন যে অবস্থায় দিন কাটাইতেছে তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, সরকার যুদ্ধের সময়ে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতেছেন। বেসামরিক জনসাধারণও যাহাতে সন্তুষ্টচিত্তে যুদ্ধে সাহায্য করিতে সক্ষম হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক গবর্ণমেন্টের কর্তব্য। কিন্তু ভারত সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়াই গিয়াছেন। কম খাইতে পাওয়ার দরুণ এদেশের মজুরদের যে কার্যক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে এবং তাহাতে যুদ্ধকাৰ্য্যও নানা-প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা সরকার ভাবিয়া দেখিতেছেন না। সরকারের সমস্ত শক্তি ও চিন্তা কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের প্রতিই নিবদ্ধ কিন্তু বেসামরিক জনসাধারণ যতদূর সম্ভব কম খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারও পায় নাই।

এই প্রবন্ধ যদিও একটা বিশেষ জায়গায় স্থানীয় সমস্তা লইয়া লিখিত কিন্তু উল্লিখিত বিষয় সমূহের সঙ্গে সারা দেশের কিছুটা সামঞ্জস্য অবশ্যই রহিয়াছে। আলোচিত বিষয়-গুলি লইয়া কোন নিশ্চিত মীমাংসায় আসা এখন সম্ভব নয়, কারণ সমস্ত দেশ এখনও এই বৃহৎ সমস্তার মধ্য দিয়া যাইতেছে। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে—এবং ইহা এখন সর্ববাদীসম্মত যে, সরকার যদি বেসামরিক জনসাধারণের জন্য অধিকতর সহায়ত ও দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন তাহা হইলে সমস্তা এত জটিল হইত না।

(রাজনৈতিক প্রশঙ্গ—৬৩০ পৃষ্ঠার পর)

ভারতের খাদ্যাভাব সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া ইংলণ্ডে ও ভারতে বহু সরকারী মুখপাত্র ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশংসকেও অন্ততম কারণ হিসাবে সমগ্র সমস্তার সঙ্গে জড়াইয়া দেন। গত ১৫ই নবেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্য-সঙ্কটের আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যথার্থই বলিয়াছেন, “গত তিন শত বৎসরে বৃটেনের জনসংখ্যা ৮ গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ে ভারতের জনসংখ্যা মাত্র ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৫০ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা শতকরা ১৮৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি তবে খাদ্যাভাবে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটতেছে? আমাদের নিজের হাতে দেশ-শাসনের ভার থাকিলে অন্যান্য দেশের ছায় ভারতের কৃষিরও উৎপাদিকা শক্তি এতদিনে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া চাহিদার যোগান সন্তুষ্টভাবেই চলিতে পারিত। শ্রীযুক্ত নিয়োগীর কথায়, “হিসাব পত্র করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আকবরের আমলের পর হইতে বাঙ্গলায় একর পিছু জমির কলন বৃদ্ধি পায় নাই, কিন্তু জাপানে অতিরিক্ত জন-বৃদ্ধির সমস্তা থাকা সত্ত্বেও একর পিছু জমির উৎপাদন তিন গুণ এবং চীনে দুই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।” ব্রহ্মদেশ জাপানের করতলগত হওয়াও খাদ্য সমস্তার অন্ততম কারণ হিসাবে বলা হইয়া থাকে। এতকাল ব্রহ্মদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছে কেন? ভারতে কি আবাদযোগ্য জমি ছিল না? সবই ছিল, ছিল না কেবল জনস্বার্থমুখীন ব্যবস্থা। ইউক্রেন হাতছাড়া হইবার ফলে সোভিয়েট কৃষিয়ায় যদি তুচ্ছিক দেখা না দিয়া থাকে, তবে ব্রহ্মদেশের পথ বন্ধ হইবার ফলে ভারতে গগনভেদী হাহাকার উঠে কেন? অথচ গত ২৫ বৎসরে সোভিয়েট কৃষিয়ায় জনসংখ্যা ভারতের অপেক্ষাও অধিকতর হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকল ছুড়োপের মূল কারণ মিঃ আমেরি ও লর্ড লিনলিথগো ও স্তার জন হার্বার্ট অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের শোষণরস কায়মী ব্যবস্থা।

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

নিম্নলিখিত

স্থাপিত—১৯৩৫

ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাজো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বাইর ষ্ট্রীট (কলিকাতা),  
বারিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইউ.পি.)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন. বি. ঘোষ দস্তিদার।

ফোন : কলিকাতা ১৩০২

গ্রাম : “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা”

## দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক

অফ ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক—শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর

কে, সি, এস, আই

সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান

চীফ অফিস—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট

কলিকাতা অফিস—১১নং ক্লাইভ রো।

ড্রাক ও সাব-ড্রাক

রাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে।

শতকরা ১০ হিসাবে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্দন

গোলাঘাট (আসাম) ড্রাক ও মনু (শ্রীহট্ট) সাব-ড্রাক খোলা হইয়াছে।

জনসেবার—



ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রিট,  
কলিকাতা।

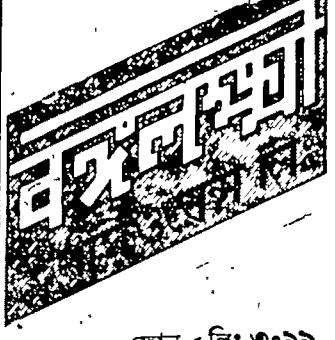
# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্তীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

জাতীয়তায়—



ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রিট,  
কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ২৯শে নভেম্বর, সোমবার, ১৯৪৩

২৮শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                   | পৃষ্ঠা | বিষয়                  | পৃষ্ঠা |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ         | ৬৫৩-৫৫ | আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর | ৬৬০-৭১ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ        | ৬৫৬    | কোম্পানী প্রসঙ্গ       | ৬৭২    |
| ভারত সরকারের মুদ্রানীতি | ৬৫৭    | বাজারের হালচাল         | ৬৭৩-৮০ |
| মৎস্যজীবীর মৃত্যু       | ৬৫৮-৫৯ |                        |        |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

বঙ্গলায় জনস্বাস্থ্যের শোচনীয় অবনতি  
অনর্শন অর্জাশনের সঙ্গে রোগের প্রকোপ  
বাড়িয়া চলায় দেশে লোকের দুঃখদর্শনা  
ক্রমেই অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে।  
পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে পূর্ব হইতেই ম্যালেরিয়ার  
খংসলীলা নিদারুণভাবে প্রত্যক্ষ করা  
যাইতেছিল। পূর্ব বঙ্গের নদীপথগুলি ক্রমেই  
মজিয়া যাইতে আরম্ভ করায় এবং অনাহার  
ও অর্জাহারে লোকের জীবনী শক্তি ক্ষীণতর  
হইয়া আসায় ঐ অঞ্চলেও বর্ষমানে ম্যালেরিয়ার  
ব্যাপক অভিযান শুরু হইয়াছে।  
ময়মনসিংহ, ঢাকা ও করিদিপুর হইতে আমরা  
যে সব খবর পাইতেছি, তাহাতে প্রায় সর্বত্রই  
এই রোগ মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ  
করিয়াছে বলা চলে। ময়মনসিংহ জেলার  
নেত্রকোণা মহকুমায় গত কতিপয় বৎসর  
যাবৎ ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রকোপ দেখা  
যাইতেছিল। বর্ষমানে এই রোগের খংস-  
লীলা কিশোরগঞ্জ মহকুমাতেও বিস্তৃত হইয়া  
পড়িয়াছে। ফলে নিদারুণ স্বাস্থ্যভাব  
সমস্যার সঙ্গে ঐ সব অঞ্চলে রোগশোক ও  
অকাল মৃত্যুর শোচনীয় পরিণতি আজ বেশী  
করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম ও মধ্য  
বঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গে লোকের বসতি ছিল  
বেশী; জমির উর্বরতা ও চাষাবাদের প্রসার

হেতু এই অঞ্চলই খাদ্যশস্যের দিক দিয়া সারা  
প্রদেশের নির্ভরস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।  
কিন্তু নদীপথের অবনতি সূচিত হওয়ার  
সঙ্গে পূর্ববঙ্গের অনেক এলাকাও বর্ষমানে  
পশ্চিম বঙ্গের মত অল্পবর্ষ হইয়া পড়িতেছে।  
তাহার উপর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়া  
যাওয়ায় ঐ অঞ্চলের রোগজীর্ণ নিষ্কীর্ষ কৃষক-  
কুল এখন আর ফসল আবাদে কাজে  
যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারিতেছে না।  
ফলে এই চরম স্বাস্থ্যভাবের দিনেও পূর্ববঙ্গে  
খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।  
রোগের প্রসার ও কৃষির অবনতি—এই  
দুইয়ের ভিতর দিয়া সেখানে আজ জাতীয়  
অপমৃত্যুর শোচনীয় অধ্যায় পরিস্ফুট হইয়া  
উঠিতেছে।

### জাতীয় জীবনে রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার প্রতিক্রিয়া

কেবল কৃষি ও কৃষকদের কথাই নহে।  
দেশে শিল্প ব্যবসায়ের গতি এবং দেশে  
নাগরিক জীবনের সুখসামান্যতাও আজ  
ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ধীরে ধীরে  
বিপর্যস্ত হইয়া পড়ার উপক্রম দেখা  
যাইতেছে! কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব  
এতদিন বিশেষ কিছুই অল্পভূত হয়  
নাই। কর্পোরেশনের হেলথ অফিসর

সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, গত  
কিছুকালের ভিতর এই সহরে ম্যালেরিয়ার  
প্রসার এত বাড়িয়াছে যে, অক্টোবরের  
মধ্যভাগ হইতে নভেম্বরের ১৩ তারিখের  
মধ্যেই কেবল এই রোগে ৪৩১ জনের মৃত্যু  
হইয়াছে। শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার  
মারাত্মক অভিযানের কথা বর্ণনা করিয়া  
'ক্যাপিটেল' পত্র সম্প্রতি জানাইয়াছেন, পূর্ব-  
বঙ্গের কোন একটি প্রধান পাট ব্যবসায় কেন্দ্রে  
ম্যালেরিয়ার আক্রমণে শতকরা ৩০ ভাগের  
উপর শ্রমিক তাহাদের কাজ চালাইতে অক্ষম  
হইয়াছে। কলিকাতার অন্তঃপাতী চারিটি  
পাট কলের শ্রমিকদের ভিতর গত ১৯৪২  
সালের অক্টোবরের তুলনায় গত অক্টোবর  
মাসে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ শতকরা ৩৫০  
ভাগের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহাতে পাট  
কলের কাজ চালাইয়া যাওয়া ক্রমেই  
অস্ববিধাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের  
জাতীয় চূর্যোগ দিন দিন যে কিরূপ চরমে  
পৌঁছিবে এই সমস্ত বিবরণ হইতে তাহারই  
আভাস পাওয়া যায়।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, ম্যালেরিয়ার  
ফলে এহেন জাতীয় চূর্যোগের সূচনা  
দেখিয়াও গবর্ণমেন্ট তাহার প্রতিকারে আজ  
পর্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত কার্যনীতি

অবলম্বন করিতেছেন না। পূর্ববঙ্গে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ শুরু হওয়ার নমুনা দেখিয়া বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর কয়েক বৎসর পূর্বেই এবিষয়ে একটা সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সময় থাকিতে উহার প্রতিরোধ সম্পর্কে যত্নপর না হইলে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাধরগঞ্জ জেলা পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান, হুগলী ও যশোহর জেলার মত ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িবে বলিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী অল্পকাল মধ্যেই কিভাবে সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহা আমরা আজ ভাল ভাবেই অনুভব করিতেছি। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ বাণীতে সজাগ হইয়া বাঙ্গলা সরকার সময় থাকিতে যেমন পূর্ববঙ্গের নদীনালা প্রভৃতির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে মনোযোগী হন নাই এখনও তাঁহারা সেই বিষয়ে ক্রমাগত অবহেলার ভাবই দেখাইতেছেন। ম্যালেরিয়ার প্রধান প্রতিষেধক কুইনাইন। জাভা দেশ শত্রুকবলিত হওয়ার পর সেই কুইনাইন সরবরাহ সম্পর্কে দেশে যে কিরূপ মারাত্মক অসুবিধা ও অব্যবস্থা ঘটিয়াছে তাহাত আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। দেশের জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে এহেন ধরণের সরকারী উপেক্ষা ও উদাসীনতা যে কোন সভ্য গবর্ণমেন্টের পক্ষেই নিন্দনীয়।

#### ভূমিহীন কৃষিমজুরদের সমস্যা

দেশের খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে এক বক্তৃতা দিতে গিয়া ভারত সরকারের খাদ্যসচিব স্ত্রী জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এম্পসর্কে গবর্ণমেন্টের অনেক নূতন সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তিনি ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বর্ধমান আর্থিক দুর্দশার চাপে গ্রামাঞ্চলের যেসব লোক তাহাদের চাষের জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে ভবিষ্যতে তাহাদের সেই জমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য গবর্ণমেন্টের পক্ষে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইতে পারে। হুঃস্থ লোকদের আর্থিক সঙ্কটের কথা বিবেচনা করিয়া কতিপয় বৎসরের কিস্তিতে তাহাদিগকে গৃহীত টাকা পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় জমির সাবেক মালিকেরা যেমন তাহাদের ভূসম্পত্তি ফেরৎ পাইয়া উপকৃত হইবে, তেমনই বর্ধমান ক্রেতাদিগকেও তাহাদের প্রদত্ত টাকা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না। এইরূপ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে

প্রাদেশিক সরকার সমূহ আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হইবেন বলিয়া স্ত্রী জওলাপ্রসাদ আশা করিতেছেন। ভারত সরকারের খাদ্য-সচিব হিসাবে সাধ্যমত উঁহাদিগকে সেবিষয়ে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে তিনি কোনরূপ ক্রটি করিবেন না বলিয়াও জানাইয়াছেন।

হস্তান্তরিত জমি প্রত্যাপণ সম্পর্কে খাদ্য-সচিবের এই আশ্বাস আমরা গবর্ণমেন্টের শুভ বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যত সহজে সমস্যা সমাধানের কথা ভাবিতেছেন ব্যাপারটি আসলে তত সহজ নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। দুর্ভিক্ষের চাপে চাষের জমি বিক্রয় করিয়া দেওয়ার রীতি গ্রামাঞ্চলে বর্ধমানের খুব প্রসার লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এদেশে এই রীতি একেবারেই নূতন নহে। ১৯৩০ সালের আর্থিক মন্দার সময় হইতে বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে উহা আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। ঐ সময় হইতে দেশের সাবেক কৃষকদের মধ্যে বিস্তর লোক তাহাদের চাষের জমি বিক্রয় করিয়া ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হইয়াছে। জমি হস্তান্তরের এই গতি এদেশের কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থের দিক হইতে খুবই মারাত্মক; দেশ ও জাতির কল্যাণ দেখিতে হইলে যথাসম্ভব সত্ত্বর এই সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু খাদ্য-সচিব মহোদয় যে সহজ পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আসল কাজ বিশেষ অগ্রবর্তী হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। প্রথমতঃ খাদ্যসচিব মহোদয়, দেশের সমস্ত ভূমিহীন কৃষিমজুরদের কথা চিন্তা না করিয়া এই যুদ্ধের সময়ে যাহারা জমি বাড়ী বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে শুধু তাহাদের কথাই তিনি বিবেচনা করিতে চান। পূর্বেরকার হুর্গত লোকদিগের কথা এইভাবে উপেক্ষা করিয়া যাওয়া আমাদের মতে সর্বথা অযৌক্তিক। দ্বিতীয়তঃ কেবল হস্তান্তরিত জমি ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াই তিনি যেভাবে সহজে কিস্তি মাং করিবার কথা ভাবিতেছেন তত সহজে অবস্থার কোন স্থায়ী উন্নতি সাধিত হওয়া আমাদের মতে অসম্ভব। নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার চাপে এদেশের কৃষকেরা ক্রমেই বেশী রকম হুঃখদুঃখায় উপনীত হইতেছে। চাষের জমি বিক্রয় করিয়া সাময়িকভাবে গ্রাসাচ্ছাদন মিটাইবার চেষ্টা সেই হুঃখদুঃখার বাহ্যিক লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে। কাজেই জমি হস্তান্তর সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে এখন হইতে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ

বিধানে বিশেষভাবে যত্নপর হইতে হইবে, কৃষি ও কৃষকদের যুগপৎ উন্নতির জন্য একটি Long term plan বা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। সেরূপ সুপারিকল্পিত ভাবে কার্যে ব্রতী না হইয়া গবর্ণমেন্ট যদি সাময়িকভাবে হস্তান্তরিত জমি ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন তবে ইহা একটা জটিল রোগের হাতুরিয়া চিকিৎসারই সামিল হইবে।

#### রেল কোম্পানী ও শিল্প কোম্পানী কল্লক চাউল মজুতের অভিযোগ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত আলোচনার সময়ে কয়েকজন সদস্য অভিযোগ করিয়াছিলেন—দেশের রেল কোম্পানী ও শ্বেতাঙ্গদের পরিচালিত শিল্প কোম্পানীসমূহ বেপরোয়াভাবে চাউল মজুত করিবার ফলেই বাঙ্গলায় খাদ্য সমস্যা এত জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। এই অভিযোগ এতই সত্য যে, রেল কোম্পানী ও শিল্প কোম্পানীর বড় কর্তারা তাহা মোটেই অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। রেল কোম্পানীসমূহের পক্ষ হইতে এইরূপ কার্যনীতির সাক্ষ্য গাহিতে গিয়া ভারত সরকারের যানবাহন সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেঙ্কল এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন “রেলকর্মচারীদের জীবনযাত্রা ব্যয় সমুচিত্তে স্তরে সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের নিমিত্ত অল্প দরে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের একটা কার্যনীতি গ্রহণ করিয়াছি। তবে এইরূপ নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা কোন অসঙ্গত মজুতের প্রস্রাব দিই নাই। ই আই রেলওয়ে, বি এণ্ড এ রেলওয়ে ও বি এন রেলওয়ের গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত ৭ মাসের মজুতের হিসাব নিলে জানা যায়, ঐ সময় কোম্পানীসমূহ গড়ে ৪২ দিনের উপযোগী চাউল হাতে মজুত রাখিয়াছিল। রেলওয়ের কর্মচারীরা নিজেরা খাদ্য গ্রহণ না করিয়া যানবাহন ব্যবস্থার মারফতে জনসাধারণকে খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে সাহায্য করিবে—ইহা তখনও আশা করা যায় না। কাজেই রেলওয়ে কোম্পানীগুলি কর্মচারীদের কার্য ক্ষমতা অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিমিত্ত যে চাউল মজুত করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া অস্বাভাবিক। শ্বেতাঙ্গ শিল্পপতিদের তরফ হইতে উপরোক্ত অভিযোগের জবাব দিয়াছেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ইউরোপীয় দলের নেতা স্যার হেনরী রিচার্ডসন। তিনি বলিয়াছেন—বাঙ্গলা দেশের পুষ্টিপাতি ও শিল্পপতির কারখানার শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ খাদ্য সংস্থানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যই চাউল মজুত করিয়াছিলেন। শ্রমিকদের জন্য এই ভাবে চাউল মজুত করা যদি কেহ অভিযোগের বিষয় বলিয়া মনে করেন তবে তিনি

নিজের অন্ততঃ সেজন্য কোন লজ্জা বোধ করিবেন না।

চাউল মজুত সম্পর্কে রেল বিভাগ ও খেতাজ কলওয়ালাদের এই সাফাই ও দস্তোজ্ঞি শুনিয়া আমরা নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছি। বাঙ্গলা দেশে লোকের সারা বৎসরের ব্যবহারোপযোগী চাউল উৎপন্ন হয় না। বাহির হইতে বিস্তর সৈন্য এ-প্রদেশে আমদানী হওয়ায় এক্ষণে আবার সে-কারণেও চাউলের চাহিদা পূর্বের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে ব্রহ্মদেশ হইতে কিছু চাউল আমদানী হইত। ঐ দেশ শত্রু কবলিত হওয়ার পর তাহাও বন্ধ হইয়াছে। এই অবস্থায় রেল কোম্পানী ও শিল্প কোম্পানীসমূহ যদি তাহাদের প্রচুর অর্থ-সামর্থ্য লইয়া ভবিষ্যতের জন্য চাউল মজুত করিতে আরম্ভ করেন তবে কিভাবে এদেশে খাদ্যভাব সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। স্যার এডওয়ার্ড বেঙ্কল অবশ্য বলিয়াছেন যে, রেল কোম্পানীসমূহের হাতে গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে গড়ে ৪২ দিনের উপযোগী চাউলই মাত্র মজুত ছিল। কিন্তু তিনটি বড় রেল কোম্পানীর বিপুল সংখ্যক কর্মচারী ও শ্রমিকের জন্য ৪২ দিনের উপযোগী চাউল মজুত করিয়া রাখা কোন মতেই উপেক্ষণীয় বিষয় নহে। বেঙ্কল সাহেব বক্তৃতার মুখে বেসামাল হইয়া ৪২ দিনের চাউলের ঠিক পরিমাণটা ব্যক্ত করেন নাই। যদি তাহা ব্যক্ত করা হইত তবে সেই পরিমাণের কথা শুনিয়া বর্তমান খাদ্যসমস্যার দিনে এইরূপ মজুতের আভাবিক পরিণতি সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

**কৃষকদের পক্ষে চাউল মজুত করা কি অপরাধ?**

কেবল খাদ্য সমস্যার জটিলতা বুঝির কথাই নহে রেল কোম্পানী ও শিল্প কোম্পানীসমূহ কর্তৃক চাউল মজুতের কথা ভাবিয়া অস্ত্র হুইটি বিষয়েও আমাদের মনে আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে। বর্তমান দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া সরকারী মুখ-পাত্ররা দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে সেজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী করিতেছেন। কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন চাউল মজুত করিয়া এই ক্যান্সাদ বাধাট্যাডে—ইহাই তাহাদের ধারণা। দেশের ভবিষ্যৎ খাদ্য সংস্থানের জন্য দেশের রেল কোম্পানী ও শিল্প কোম্পানীসমূহের পক্ষে চাউল মজুত করা যদি অপরাধ না হয় তবে কৃষকদের পক্ষে চাউল মজুত করাই বা এমনই কি দোষের বিষয় তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। সরকারী খাদ্য বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে দেশে চাউলের অভাব কাঁড়াইতে পারে মনে করিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া ও পূর্ব হইতে চাউল মজুত করা সাধারণের পক্ষে অসুচিৎ। এই ঘোষণাও কি প্রকারান্তরে কেবল কৃষক ও সাধারণ গৃহস্থদের জন্য? রেল কোম্পানী ও শিল্প কোম্পানীগুলি ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চাউল মজুত করিলে তাহা অপরাধ হইবে না বরং স্বয়ং গভর্ণ-মেন্টই তাহাদিগকে সে বিষয়ে সাহায্য করিবেন। কৃষক ও সাধারণ গৃহস্থশ্রেণীর লোকেরা তাহাদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য চাউল মজুত করিতে গেলেই তাহা হইবে নিন্দনীয়। এইরূপ ব্যবস্থা বাস্তবিক পক্ষেই অসুচিৎ।

### মুজার সিঁধ কাটি

[গত ১২ই নভেম্বর তারিখের ‘আর্থিক জগতে’ আমরা ‘বুটিশ বণিকদের অভিনব কল্পনা?’ শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। সুপরিচিত লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন ঐ নিবন্ধটি সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য করিয়া সম্প্রতি আমাদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যগুলি খুব সম্যক-চিত ও সুচিন্তিত মনে হওয়ায় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিয়ে যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম।]

“আর্থিক জগতে প্রকাশিত ‘বুটিশ বণিকদের অভিনব কল্পনা?’ শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যটি পড়িলাম। ভারতের কতিপয় বিদেশী কার্ম এই ইনক্লেশনের বাজারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া খুব চড়া দরে দেশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট তাঁহাদের কারখানা ও কারবার বিক্রয় করিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত ভিক্টর সেন্সন কোম্পানীর কাপড়ের কল ও অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে, এইরূপ সংবাদকে ভিত্তি করিয়াই প্যারাগ্রাফটি লিখিত। এই সম্পর্কে দুই রকম জনমত বা গুজব চলিয়াছে তাহাও সম্পাদক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি, যুদ্ধের পর দেশীয় লোকের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা আসিলে বা জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের স্বার্থহানি হইবার আশঙ্কা হেতু সময় থাকিতে তাঁহারা মোটা টাকা লইয়া সরিয়া পড়িতেছেন। দ্বিতীয়, ইনক্লেশনরূপ সরকারী কুক্তিয়াটির পূর্ণ সুযোগ বর্তমানে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের পরে ব্যবসায়-মন্দার পালা যখন শুরু হইবে এবং গণেশ উন্টান আরম্ভ হইবে তখন উহারা সস্তা দরে পুনরায় ঐ সব ‘কাঁও’ সহ কিনিয়া লইবেন।

বিদেশী ধনী ব্যবসায়ীদের বর্তমান এই কর্তৃপক্ষভিত্তিতে আমি কিন্তু “History repeats itself” এই নীতিবাক্যটি অতুসরণ করিয়া একটি মাত্র উদ্দেশ্যই দেখিতে পাইতেছি। আপনারাউল্লিখিত হুইটি মতবাদ বা গুজবের কোনটি সত্য হইবার সম্ভাবনা তাহা গত যুদ্ধের কারেন্সি-বিভ্রাটের ইতিহাস এবং আমাদের সর্বনাশের কাহিনীটি স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

যুদ্ধের ও বৃত্তিভ্রংশের দায় সামলাইতে ১৯১৭-১৯ সাল মধ্যে ভারত গবর্ণমেন্টকে ১৩০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। মুস্তিল আশানের আশায় ইহারা ১৯১৯ সালে শ্রদ্ধ কমিটি নামক একটি কমিটি নিয়োগ

করেন। ইহারা রোপ্যমূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধির কারণ প্রদর্শন করিয়া বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৬ পেনির স্থলে একেবারে ২ শিলিং নির্দ্ধারিত করিয়া ফেলিলেন। আর ভারত সরকার বিলাতের রেমিটেন্স পাঠাইবার জন্য ২ শিলিং দরে রিভাস কাউন্সিল বিক্রয় করিতে শুরু করিলেন। এই রিভাস কাউন্সিলের দাবী মিটাইতে হইত বিলাতে রক্ষিত (?) আমাদের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড রিজার্ভ ও পেপার কারেন্সি রিজার্ভ হইতে। এহ রিজার্ভ বিলাতে গঠিত হইবার সময়ে আমরা টাকার বিনিময়ে ১ শিলিং ৬ পেনি মাত্র হিসাবে পাইয়াছি। অর্থাৎ বিনিময়ের হার অকস্মাৎ ১ শিলিং ৬ পেনির স্থলে ২ শিলিং করার ফলে এক্ষণে ভারতে ১ টাকা জমা দিয়া বিলাতী মহাজন-গণ ১ শিলিং ও ৬ পেনি স্থলে ২ শিলিং বাহির করিয়া লইতে লাগিলেন। প্রতি টাকায় আমাদের ৬ পেনি লোকসান হইতে লাগিল এবং ৪০ কোটি টাকার উপর ভারত সরকারের লোকসান হইয়া গেল।

এই সময়ে চারিদিক হইতে বিলাতে অর্থ পাঠাইবার ধুম পড়িয়া গেল; বিনিময়ের হার এতটা বাড়িয়া যাওয়ায় বিলাতী মালের দর আমাদের দেশে সস্তা হইল এবং আমাদের মালের দর বিলাতে চড়িয়া গেল। ফলে অত্যধিক আমদানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি হ্রাস পাইয়া দেশ হইতে অর্থ বাহির হইয়া বাইতে লাগিল। ইংরেজ বণিকগণ যাহারা এদেশে যুদ্ধের সময় বহু টাকা রোজগার করিয়াছিলেন তাঁহারা এইরূপ বাটার হারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া লাভের কড়ি সব বিলাতে পাঠাইতে লাগিলেন। ভাগ্যান্বেষীরা এই সময়ে লাভে বিলাতে টাকা পাঠাইয়া পুনরায় বাটার হার নামিলে লাভে টাকা এদেশে ফিরাইয়া আনিবেন মতলবে খুব রিভাস বিল কিনিতে লাগিলেন। ফলে টাকার বাজার জুমার আড্ডায় পরিণত হইল এবং চারিদিকে একটা গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। শ্রদ্ধ কমিটির একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্তার দাদিবা দালাল টাকার মূল্য ২ শিলিং হার নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পূর্ব হইতে খুব জোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও আমাদের পক্ষে মারাত্মক হইয়াছিল তাহা স্তার স্ট্যানলী রীডের স্তায় একজন বিচক্ষণ ইংরেজের ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি:—“A policy which was avowedly to secure fixity of exchange produced the greatest fluctuations in the exchanges of a solvent country and widespread disturbances of trade, heavy losses to the Government and brought hundreds of big traders to the verge of bankruptcy.” সুতরাং আপনার উদ্ধৃত সংবাদটির মধ্যে আমি “History repeats itself” এর ইঙ্গিত বা সূচনাই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। অতএব দেশবাসী ধনী ব্যবসায়ীরা সাবধান!



## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

এতদিন সমর-সমালোচনায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কথা আমরা সর্বশেষে বলিয়া আসিয়াছি। এবার পূর্ব এশিয়া খণ্ডের যুদ্ধই সর্বশ্রেণী উল্লেখযোগ্য। ইউরোপ খণ্ডের এক্ষেত্রে যুদ্ধের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর হইতে যুদ্ধের গতি মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রাচ্য খণ্ডের যুদ্ধ সকলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মার্কিন বাহিনী গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের দুইটি দ্বীপ মেকিন ও তারাগুয়া দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। মেকিন জাপানীদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। তারাগুয়া এখনও তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছে। এই দ্বীপটিরই পাশ্বে বর্তী বেত্তিও দ্বীপও মার্কিন নৌবাহিনীর হস্তগত হইয়াছে। এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে রাবাল ও বুগেনভিলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক নৌ-যুদ্ধে জাপান নৌ-বাহিনীর বিপুল ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এদিকে মার্কিন দ্বীপপুঞ্জও মার্কিন বিমানবহর জোর আক্রমণ চালাইতেছে।

ইতালীর রণাঙ্গনের খবর তথৈবচ। মিত্রপক্ষের শত্রু গতি কোথাও দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে এমন সংবাদে বড়ই অভাব। রোম এখনও বহুদূর বলিয়াই কি পূর্বের স্তায় রোম কতদূর তাহা আর জানান হয় না?

আলোচ্য সন্তোষে ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমান বহর পাঁচ বার বালিনের উপর জোর আক্রমণ চালাইয়াছে। তন্মধ্যে দুইবার এক সঙ্গেই আত্মমানিক হাজার বিমান কর্তৃক বালিন আক্রান্ত হইয়াছে।

সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গন সম্পর্কে এবার বেশি কিছু বলিবার নাই। কিয়েভ খণ্ড ব্যতীত অন্যান্য খণ্ডে লাল ফৌজের অগ্রগতি অরূপ হইয়াছে। গোমেলের ঘাঁটি ছাড়িয়া দিয়া নাৎসী বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিয়াছে বলিয়া জার্মান রেডিও সংবাদ দিয়াছে। কিয়েভের দিকে জিতোমির দখল করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর নাৎসী জার্মানীর প্রচণ্ড পান্টা আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া ঐ আকস্মিক পান্টা আঘাত আরম্ভ হইয়াছিল তাহা কতদূর সিদ্ধ হইল বা হইবে এখনও তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে

জিতোমিরে জার্মান অগ্রসরের ত্রিশ মাইল অঞ্চলটির উত্তরে ও দক্ষিণে যুগপৎ লাল ফৌজের দুইটি শক্তিশালী বাহিনী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে জার্মান প্রতি-আক্রমণ কেবল জিতোমির রণাঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকিলে সোভিয়েট বাহিনীর পক্ষে তাহা যতটুকু অনুবিধার তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি বিপদ দেখা দিতে পারে নাৎসী বাহিনীর। ফলাফল শীঘ্রই স্পষ্ট হইয়া উঠবে।

ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গন পূর্বের মতই প্রায় নিশ্চল। অল্পসল্প টাইলদারি সংঘর্ষ বা বিমান হানা চলিতেছে বটে। আধুনিক মহাযুদ্ধে উহা আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে।

লেবাননের সঙ্কট আপাততঃ কাটিয়া গিয়াছে। ভিতরে এখনও শান্তি স্থাপুরি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে কিনা বাহ্যত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যাহা হউক, অবরুদ্ধ লেবাননী নেতৃগণকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এল খোরি আবার স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহার ফলে লেবাননের পূর্ণ স্বাধীনতার সমস্যা মিটিয়া গেল এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই। তবে আপাতত ইজ-মার্কিন স্বার্থের (সামরিক?) চাপে পড়িয়া ফরাসীদের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত অন্ততঃ সাময়িকভাবে কাটিয়া গেল। ইহাকে আমরা মনের ভাল হিসাবেই ধরিয়া লইতেছি। জেনারেল কাফ গত ২৪শে নবেম্বর লেবানিজ জনসাধারণের নিকট তাঁহার বেতার বক্তৃতায় জানাইয়াছেন, “যে অনিষ্ট হইয়াছিল ফ্রান্স তাহা পূরণ করিয়াছে। ফ্রান্স তাঁহার প্রতিশ্রুতি ও কর্তব্যবোধে অবিচল রহিয়াছে।” তাহাই হউক। অর্থাৎ যুদ্ধের পরে যেন উল্টা কথা না উঠে।

লেবানন প্রসঙ্গে ভারতের কথা আপনি আসিয়া পড়ে। ফরাসীরা লেবাননকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। গ্রেট ব্রিটেনও তা ভারতকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। তবে এই পৃথক ফল কেন? লেবাননে মন্ত্রিমণ্ডলীকে কারাবদ্ধ করা আর ভারতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ও গান্ধীজীকে জোর করিয়া আটক রাখা একই

ধরনের ব্যাপার। লেবাননে যদি শাসন-তান্ত্রিক গোলযোগ সাময়িকভাবে মিটিতে পারে, ভারতে এখনও অচল অবস্থা জীয়াইয়া রাখা হইতেছে কি জন্য? ভারতের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ, কিন্তু লেবানন ফ্রান্সের “ঘরোয়া ব্যাপার” বলিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের গবর্ণমেন্ট নিরপেক্ষ দর্শন সাজিতে পারিলেন না কেন? মিঃ রুজভেল্ট হালের অসহিষ্ণুতা ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় না কিসের জন্য? এই সব প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই ইজ-মার্কিন স্বার্থপরচালিত তথাকথিত গণতন্ত্র রক্ষার এই মহাযুদ্ধের স্বরূপ ধরা পড়ে। যতদিন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী নীতিই অমুসৃত হইতে থাকিবে, ততদিন এই যুদ্ধ গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ তো নহেই, এমন কি এই সংগ্রামকে ক্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধও বলা চলে না। ক্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ একই টাকার এপিঠ আর ওপিঠ—অবস্থা বিপাকে একই নির্ভুর মূলধনতন্ত্রের রূপান্তর মাত্র। মূলতঃ দুই-ই এক, বাহ্যত আলাদা। এই কারণেই লেবাননের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা এখনও আশাবিহীন হইতে পারি নাই। সুবিধাবাদীদের সামরিক জটিলতা ও রাজনৈতিক সাময়িক অনুবিধা কাটিয়া গেলে কোথাকার জল যে কোথায় গড়াইবে তাহা কে জানে! গণতন্ত্রের রক্ষকদের হাতে রুদ্ধকণ্ঠ ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি, যেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীরই স্পষ্ট পটভূমি।

পার্লামেন্টের অধিবেশনের উপসংহার উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডের রাজা ভারত সম্পর্কে সন্তোষজনক কথা বলিবেন এই শুভবের উপর নির্ভর করিয়া বাঁহারা একটু চাফা হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের নৈরাশ্রে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তবে সম্রাট ভারতকে ভোলেন নাই। তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের উল্লেখ আছে। আবার কি? সংবাদপত্রে সম্রাটের বক্তৃতা বলিয়া প্রকাশিত না হইলে উহাকে আমরা মিঃ চার্চিল বা মিঃ আমেরি কিংবা লর্ড লিনলিথগো অথবা যে কোন ব্রিটিশ ধুরন্ধরের ভাষণ বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতাম। সম্রাটের বক্তৃতায় সেই একই সুর, একই ভঙ্গী, একই মনোবৃত্তি।

## ভারত সরকারের মুদ্রানীতি

যুদ্ধের পরে এদেশে কিভাবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা যাইতে পারে ভারত গবর্নমেন্ট বর্তমানে তাহা নিয়া চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যানবাহন প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত কার্যনীতি অবলম্বন সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তাহারা দেশের অর্থনীতিবিদদের নিয়া ইতিমধ্যে কতিপয় কমিটি গঠন করিয়াছেন। ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য এদেশের গবর্নমেন্ট প্রকৃতপক্ষে কোন দিক দিয়া আজ পর্যন্ত কোন গঠনমূলক কার্য শুরু করেন নাই। সে হিসাবে জগতের অগ্রগত দেশে 'Post-war economic reconstruction' বা 'যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন' কথাটার যে সার্থকতাই থাকুক না কেন, এদেশে উহার সেরূপ কোন তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এইরূপ অবস্থা সবেও দেশের 'অর্থনৈতিক পুনর্গঠন' সম্পর্কে গবর্নমেন্টের দিক হইতে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের বর্তমান চেষ্টা আমরা খুব সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। কেননা 'অর্থনৈতিক পুনর্গঠন' নামে ইহা দ্বারা দেশে অর্থনৈতিক সংগঠনের কাজ কিছুদূর অগ্রবর্তী হওয়ার আশা আছে।

কিন্তু এবিষয়ে যে জিনিষটা আমাদের সবচেয়ে বিস্মিত করিয়াছে তাহা এই যে, গবর্নমেন্ট কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যানবাহন প্রভৃতি বহু বিষয়ে যুদ্ধোত্তর উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণে সচেষ্ট হইলেও তাহারা এদেশের মুদ্রানীতি সম্পর্কে কোন পুনর্বিবেচনার আগ্রহ দেখাইতেছেন না। এবিষয়ে সমযোচিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য এ পর্যন্ত কোন বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয় নাই। মুদ্রানীতি সম্পর্কে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তন সাধনের সম্ভব তাহাদের মুখে একেবারেই শুনা যাইতেছে না। অথচ এদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য সে ধরণের প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতেছি।

১৯৩১ সালে বুটেন স্বর্ণমান পরিহার করিবার পর হইতে পুরাপুরিভাবে একটা ষ্টার্লিং মানের (Sterling Exchange Standard) ভিত্তিতে এদেশের মুদ্রানীতি পরিচালিত হইতেছে। টাকার মূল্য স্বর্ণের সহিত বিযুক্ত না থাকিয়া ঐ সময় হইতে তাহা ষ্টার্লিংয়ের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। সকল অবস্থায় ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং ৬ পেনী হারে নির্ধারিত রাখা এবং বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজনে ও ইংলণ্ডের সহিত ভারতের লেনদেন মিটাইবার তাগিদে টাকাকে বিনা আয়াসে ষ্টার্লিংয়ে পরিবর্তন করিবার সুযোগ দেওয়া—প্রথম হইতে ইহাই হইতেছে

ভারত সরকারের বর্তমান মুদ্রানীতির লক্ষ্য। কিন্তু এই মুদ্রানীতি বুটেনের সহিত ভারতের আর্থিক লেনদেন মিটাইবার পক্ষে সর্বথা উপযোগী হইলেও এদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে তাহা মোটেই পরিপোষক হয় নাই। বরং ইহা যে এদেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অনেক বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষতিকর হইয়াছে তাহা আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করিতেছি। ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার বিনিময় মূল্য স্থির রাখিতে গিয়া গবর্নমেন্ট এদেশের মুদ্রাকে কৃত্রিমভাবে একটা ভিন্ন দেশের (বুটেনের) মুদ্রামানের সহিত সংযুক্ত করিয়া কেলিয়াছেন। ফলে ভারতের শিল্প ব্যবসায়ের সহিত কোন যোগ-সূত্র না রাখিয়া ইংলণ্ডে পাউণ্ড মুদ্রার উত্থান-পতন দ্বারা এদেশেও টাকার মূল্যের উঠতি-পড়তি ঘটতেছে। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়া ইংলণ্ডের সহিত ভারতের কোন মিল বা সাদৃশ্য একেবারেই নাই। অথচ কৃত্রিমভাবে একটা ষ্টার্লিং মান বজায় রাখিবার জন্য ঐ দেশের অবস্থা দ্বারাই কার্যতঃ ভারতে টাকার মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সেই জন্যই দেখিতে পাই এদেশে লোকের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসাগত চাহিদার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া ভারত সরকারের মুদ্রানীতি নিত্যই অহেতুক-ভাবে ডিক্লেঞ্চন (অর্থ সঙ্কোচন) হইতে ইনফ্লেশনে (অর্থ প্রসারণ) ও ইনফ্লেশন হইতে ডিক্লেঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া জাতীয় কার্যধারা সম্প্রসারণের জন্য যখন ভারতে টাকা সুলভ হওয়া প্রয়োজন তখন তাহা সুলভ না হইয়া হয়ত অকারণভাবে চড়া থাকিয়া যাইতেছে। আবার অন্য সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের স্বাভাবিক সুযোগ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সবেও হয়ত বা দেশে সস্তা মুদ্রার চলতি ক্রমাগত কেবল বাড়িয়াই চলিতেছে। টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনীর মত চড়া হারে বাধিয়া রাখায় বাহিরে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। অপরদিকে ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি সাধন করিয়া বিদেশী বণিকেরা ভারতে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী মাল আমদানী করিবার সুবিধা পাইতেছে। এই ভাবে বর্তমান মুদ্রানীতির জন্য এদেশে কৃষিশিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহা ছাড়া ভারতের বর্তমান ষ্টার্লিং মান অন্য দিক দিয়াও দেশের বড় রকম ক্ষতি সাধন করিয়াছে। পাউণ্ডের ভিত্তিতে টাকার বিনিময়-মূল্য কৃত্রিমভাবে স্থির রাখিতে গিয়া গবর্নমেন্ট প্রকারান্তরে এদেশবাসীকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ রপ্তানী করিতে বাধ্য করিয়াছেন। গত ১৯৩১ সাল হইতে গত ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এইভাবে

ভারত হইতে ২৭৪ কোটি টাকার স্বর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছিল। এই ধরণের ক্ষতি নিবারণের জন্য এবং শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া ভারতের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার জন্য এদেশের মুদ্রানীতি সম্পর্কে অচিরে একটা পুনর্বিবেচনা আমরা খুব আবশ্যক বলিয়াই মনে করি।

যুদ্ধকালীন অবস্থার চাপে ইংলণ্ড ও ভারতের আর্থিক লেনদেনের সনাতন ধারা পরিবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে এইরূপ পুনর্বিবেচনার একটা সুযোগও দেখা দিয়াছে। যখন ভারতের মুদ্রাকে বিলাতী মুদ্রা ষ্টার্লিংয়ের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়ার নীতি ঘোষিত হয় তখন পাউণ্ডের হিসাবে ভারতের বার্ষিক দেয় পরিশোধের সমস্যাটাই কর্তৃপক্ষের নিকট বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। পাউণ্ড হিসাবে গৃহীত ঋণের সুদ ও 'হোমচার্জ' ইত্যাদি বাবদ ভারতবর্ষকে ঐ সময়ে প্রতি বৎসর বুটেনে প্রায় ৩৪ কোটি পাউণ্ড করিয়া পাঠাইতে হইত। ভারতীয় টাকাকে ষ্টার্লিংয়ের সহিত স্থায়ীভাবে যুক্ত না রাখিলে ঐরূপ দেনা পরিশোধ করার পক্ষে একটা অসুবিধা দেখা যাইতে পারে বলিয়া ভারত সরকার রব তুলিয়াছিলেন। আর সেই যুক্তি অনুসারেই কার্যতঃ ভারতের জন্য নতুন ষ্টার্লিংমানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পটভূমিকায় ইংলণ্ডের সহিত ভারতের পূর্বের দেনা-পাওনা সম্পর্ক আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বুটেনকে মালপত্র দিয়া সাহায্য করিতে গিয়া ঐ দেশের নিকট ভারতের বিস্তর পাওনা জমিয়া গিয়াছে। ঐ পাওনা হইতে ইংলণ্ডে গৃহীত ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ ইতিমধ্যে প্রায় সমস্তই শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতের দেয় পেমেন্ট প্রভৃতি পরিশোধের জন্য ঐ উদ্ভূত পাওনা হইতে বিস্তর ষ্টার্লিং জমা করিয়া রাখিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। উহার ফলে ঋণের সুদ ও হোম-চার্জ প্রভৃতিতে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে আর বুটেনে বিশেষ কিছু অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে না। এই অবস্থায় পূর্বে ভারতীয় টাকাকে নির্দিষ্ট হারে বিলাতি মুদ্রা ষ্টার্লিংয়ের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিবার যেটুকু সার্থকতা ছিল ভবিষ্যতে তাহাও থাকিবে না বলা চলে। কাজেই ভারতীয় মুদ্রাকে ষ্টার্লিংয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া এদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী উহার জন্য একটা নিজস্ব মান স্থির করিবার পক্ষে এক্ষণে প্রকৃতপক্ষেই একটা সুযোগ আসিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এদেশের জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্নমেন্ট তাহাদের মুদ্রানীতি এইভাবে পরিবর্তিত করিতে সচেষ্ট হইবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

## মৎস্যজীবীর যত্ন

[ শ্রী অমিত মল্ল বর্ষণ ]

কিছুকাল পূর্বে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় দুর্গত বাংলার ঢাকা অঞ্চলে পরিভ্রমণ-কালে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, “ঋষি ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোকই অধিক সংখ্যায় অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।”

গত ১৬ই কার্তিকের ‘যুগান্তর’ পত্রে ‘বিক্রমপুরের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি’ ‘প্রত্যক্ষ-দর্শী হিসাবে’ এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, “জাতি হিসাবে জেলে, ঋষি ও বারুজীবীরা সর্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন।”

বস্তুতঃ বাংলার বর্তমান দুর্ভিক্ষে মৎস্য-জীবীরাই অধিক সংখ্যায় মরিতেছে তাহার পরিচয় মাত্র একদিনের এ, পি ও ইউ, পি প্রদত্ত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়াই দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নে মাত্র ৩১শে অক্টোবর তারিখের বিভিন্ন স্থানের কয়েকটি সংবাদ তুলিয়া দিলাম :—

মাণিকগঞ্জ, ৩১শে অক্টোবর :—মাণিক-গঞ্জ মহকমার সাটুরিয়া থানার কাইতিয়া গ্রামের হরেন্দ্র হালদারের স্ত্রী অনাহারে মারা গিয়াছে। ইহার পরে আহাৰ্য্য যোগাইতে অসমর্থ হইয়া হরেন্দ্র হালদার ও তাহার পুত্র-কন্যাগণ, রাজারহাটে হাটের দিনে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। স্বীয় দুর্বস্থা ও স্থানীয় মৎস্যজীবী শ্রেণীর দুর্দশা সাধারণের গোচরে আনিবার জন্তই সে এইভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সকলে অনুমান করিতেছে। কাইতিয়া ও ধানকোরার মৎস্যজীবী শ্রেণীর এবং কাইতিয়া ও পাইকপাড়ার সুত্রধর শ্রেণীর লোকই অধিক সংখ্যায় অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। —এ, পি

কুমিল্লা, ৩১শে অক্টোবর :—গত দুইমাসে গৌরীপুর ইউনিয়নে প্রায় পাঁচশত লোক মারা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একমাত্র কৈবর্ত শ্রেণীর দেড়শত লোক মারা গিয়াছে এবং গৌরীপুর বাজারে দুইশত লোক মারা গিয়াছে। দাউদকান্দি থানার কৈবর্ত শ্রেণীর আধাআধি পরিমাণ লোক মারা পড়িয়াছে।

—ইউ, পি

পারনা, ৩১শে অক্টোবর :—মৎস্যজীবী-দের মধ্যে অনাহারে অনেক লোক মারা-যাইতেছে। এক মোজা ভবানীপুরেই ১৮ জন জেলে মারা গিয়াছে। তাঁতিবন্ধ ইউনিয়নের

অন্তর্গত নিয়োগীর বনগ্রামে একটি জেলে পরিবারের ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই অনাহারে মারা গিয়াছে। —ইউ, পি

এ শুধু কয়েকটি খণ্ডচিত্র মাত্র। এদের অনাহারে মৃত্যুর প্রকৃত চিত্র যে আরও ভয়া-বহ তাহা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও কেবলমাত্র ইহাদের দুর্দশার আধিক্যের কারণ-গুলি বিশ্লেষণ করিলে সঠিকভাবে জানিতে পারা যাইবে।

বাংলার মৎস্যজীবী একটি বিরাট সম্প্রদায় হইলেও এবং তাহাদের ধৃত মৎস্যের সঙ্গে শিক্ষিত বাংলার রসনার নিত্য পরিচয় ঘটিলেও ইহাদের সামাজিক, আর্থিক ও বৈষয়িক রীতিনীতি, ইহাদের জীবনযাত্রার খুটিনাটি, ইহাদের অবস্থান, খাওয়া, পরা ও অন্যান্য সমস্তার সহিত যে শিক্ষিত বাংলার পরিচয় নাই এ কথা নিভুল। কাজেই ইহা-দের জীবনযাত্রার সমস্তাগুলি যেমন অপরি-জ্ঞাত, তেমনি ইহাদের আজিকার মৃত্যুর কারণগুলিও সেইরূপ অপরিজ্ঞাতই রহিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় লইয়া যে-দিন গবেষণা শুরু হইবে সেইদিন এই মৎস্যজীবী-দের অধিক সংখ্যায় মৃত্যুর কারণগুলি অপরি-জ্ঞাত থাকিয়া যাইবে—এরূপ আশঙ্কা হওয়া অমূলক নয়। ভবিষ্যতে কাজে লাগিতে পারে বলিয়া তাই তাহাদের আজিকার সামগ্রিক ধ্বংসের কারণগুলি পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

পূর্ব-বাংলা নদীবহুল দেশ। এখানে বহু-সংখ্যক নদী নালা বাদেও বিল, ঝিল, খানা, ডোবা, দীঘিপুকুর প্রভৃতির সংখ্যা সর্বাধিক। বর্ষায় ইহার অধিকাংশ স্থান ডুবিয়া গিয়া সারা বৎসরের মৎস্য ধরার সুবিধা করিয়া দিয়া যায়। এ সকল কারণে এ অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের সংখ্যা অধিক। ঝালো, মালো, তিয়র, জেলে, কৈবর্ত প্রভৃতি রকমারি নামে পরিচিত হইলেও আসলে এরা একই মৎস্য-জীবী সম্প্রদায়। ইহাদের সামাজিক প্রথাদি যেমন এক, বাঁচিবার সমস্যাাদিও তেমনি অভিন্ন। বিরাট নমঃশূত্র সম্প্রদায়েরও একাংশ মৎস্যজীবী ; অপরাংশ চাষী। কৈবর্তদের মধ্যেও একটা অংশ চাষী কৈবর্ত বা হালুয়া-দাস বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ঝালোমালো সম্প্রদায় একেবারে নির্ভেজাল মৎস্যজীবী।

নদী নালায় জাল, দুই একখানা জাল ও এক একখানা নৌকামাত্র ইহাদের জীবিকার সম্বল। জমিজমার সহিত ইহাদের কাহারও সম্পর্ক নাই। ইহাদের বাসস্থান নির্বাচনের প্রবণতা দেখিলেই বুঝা যাইবে, নদীর জলের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়া বাঁচিবার ভরসা নাই বলিয়াই-এরা মনে করে। যে-সব গ্রাম বা পল্লী নদীর তীরে অবস্থিত, শুধু সেই সব গ্রামেই ইহাদিগকে বাস করিতে দেখা যায়। আবার ইহাদের পাড়াটি নদীর ঠিক কাছের স্থানটুকুতে হওয়া চাই। যে-কেউ লক্ষ্য করিলে দেখিবেন, নদীর ঘাটে ঘাটে সারি সারি তাদের নৌকা, নদীর পারে বাঁশের খুটি-গুলিতে সারি সারি শুকাইতে দেওয়া তাদের কালো কালো সব জাল ; আর ঠিক কাছের পাড়াটিতেই এক পাশে গাবের জালা, অন্য পাশে দড়াদড়ি ও ছেঁড়া জালের পুটুলিসমেত তাদের স্বল্পায়োজিত কুটীরগুলি তাদের পরি-চয় বহন করিয়া অবস্থান করিতেছে। উলঙ্গ অশুন্দর শিশুর দল, স্বল্প বয়স ও স্বল্প সৌন্দর্য্যে ভূষিত নর ও নারীর দল সূতাকাটা, জাল বোনা, জাল গড়া, গাব কোটা, মাছ শুকানোর কাজে সারাদিন লাগিয়াই আছে ; পুরুষ ও সাবালক বালকেরা সারা দিনরাত নদীনালায় পড়িয়াই আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তবু পেট পুরিয়া ভাত খাওয়া বা মনের মতন করিয়া কাপড়ে গহনায় বোদের সাজান এদের ভাগ্যে ঘটয়া উঠে না ; কেননা, পরিশ্রমের মূল্য এরা পায় না।

গভর্ণমেণ্টের বঞ্চনা-নীতির বা ‘ডিনায়েল পলিসি’র যুপকাঠের প্রথম বলি এই মৎস্য-জীবীরা। তাহাদের নৌকাগুলি লইয়া যাওয়া হইবে, এই সংবাদ এক সুপ্রভাতে শুনিয়া তাহারা যতদূর হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল, জাপানী বোমার ভয় ভীর নিকট কতটুকু ? নৌকা ইহাদের জীবন বলিলেই চলে। শীত গ্রীষ্ম কোনো ঋতুতেই নৌকা ভিন্ন ইহাদের চলিবার শক্তি নাই। শুধু নদীতে মাছ ধরার কাজেই নয়, সে-মাছ বিক্রয়ের কাজেও নৌকা অপরিহার্য্য। হাটবাজারে যে মাছ বিক্রয় হয়, নদীনালায় নৌকাযোগে বিক্রয়ের মাছের পরিমাণ তাহা হইতে কম নয়। যে সকল ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী অনেক স্থলে শুষ্ক দিয়া বা অন্তরূপ অত্যাচারের দরুণ হাটে বসিবার

সুযোগ পায় না, তাদের কেহ কেহ নৌকায় করিয়া পাইকারদের নিকট গিয়া মাছ বিক্রয় করে। কেহ-বা নৌকায় করিয়া নদীপারের পল্লীগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাউল, পয়সা বা অপরাপর দ্রব্যাদির বিনিময়ে মাছগুলির সদগতি করিয়া আসে। কাজেই নৌকা তাহাদের নিকট কতখানি, তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। সরকারের নৌকা-বিলাস-প্রহসন এই মৎস্যজীবীদের ভাগ্যলিপিতে কি একটুও বিক্রপের কালি ছিটাইয়া দেয় নাই? তাদের আঙ্গিকার এই বর্ধিত সংখ্যায় মৃত্যুর জন্ম সেই 'নীতি' কি একটুও দায়ী নহে?

আগেই বলিয়াছি, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জমিজমার সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নাই; ফলে অগ্নিমূল্যে খাদ্যদ্রব্য না কেনা ছাড়া যাদের খাওয়ার উপায় নাই, এরা তাদের দলে। কিন্তু নিম্ন বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে-টুকু ক্রয়ক্ষমতা আছে, মৎস্যজীবীদের তার কিছুই নাই। মৎস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সঙ্গেও কতকগুলি বাধা আসিয়া তাহাদের মৎস্য ধরা ও বিক্রয়পূর্বক পয়সা পাওয়ার পথ কাঁটা দিয়াছে। এই বাধাগুলির মধ্যে কতকগুলি বাধা বড় রকমের; সেগুলির মূল যেমন গভীরে প্রবিষ্ট, তেমনি প্রভাবও সুদূর-প্রসারী। আর কতকগুলি বাধা বর্তমান যুদ্ধে ততু উদ্ভূত হইয়াছে।

বাংলার অনেক অংশে নদীনালায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক আগেই শুরু হইয়াছিল, এমন তাহা চরমে উঠিয়াছে। নানা কারণে অনেক নদী হাজিয়া মজিয়া যাওয়ার পথে। এই নানা কারণ একমুখে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মানুষ-বিশাতির হাতও যে এজন্ম কতখানি দায়ী তাহা একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই বোঝা যাইবে। মেদিনীপুর খ্যাত জবরদস্ত হাকিম এন এম খান যখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার এস-ডি-ও ছিলেন তখন তথাকার “কুড়ালিয়া-খাল” বা “এণ্ডার্সন-ক্যানাল” কাটা হয়। সংবাদপত্রে “স্থানীয় জনসাধারণ বিনামজুরীতে এই খাল কাটিয়া দিয়াছে” বলিয়া খবর বাহির হইয়াছিল। আবার অনেকে ইহাও শুনিয়াছেন, হাকিম মহাশয়ের লাঠোঁষধিই জনসাধারণকে এত বড় সুমতি আনিয়া দিয়াছিল। যাহা হোক, ভয় অভয় বাছ-বিচার না করিয়া প্রহারের চোটে তিনি একটি সরকারী হরিতকীও ব্যয় না করিয়া জনস্বার্থের নামে যে খাল কাটাইলেন তাহার প্রতিক্রিয়া আজ অতি সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছে। স্বয়ং বাংলার গভর্ণর গিয়া যে খালের উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং খান

সাহেব নিজে যে-খালের জন্ম ভূয়সী প্রশংসা পাইয়াছিলেন, সে খাল এখন শুধু মৎস্যজীবীদেরই নহে, অনেকেরই নিকট কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাত্রাবাড়ী (কুড়ালিয়া খালের মূল) হইতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পর্যন্ত দুই মাইল ব্যবধানের মধ্যে তিতাস নদী বিশ ত্রিশ মাইল বাঁক ঘুরিয়াছে। এই দুই মাইল খালকাটা ও জল চলাচলের ফলে, নদীর ঐ বিশ ত্রিশ মাইল অংশ আজ কয়েক বৎসরের মধ্যেই মজিয়া গিয়াছে। ফলে একজনের দূরদৃষ্টির অভাবের দরুণ হাজার হাজার মৎস্যজীবীর অন্ন উঠিয়াছে। এই সকল এবং সংশ্লিষ্ট অশান্ত আরও অনেক কারণে যে সকল স্থানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যাইত সে সব স্থান শুকাইয়া গিয়াছে কিংবা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, আগের চার ভাগের এক ভাগ মাছও আর পাওয়া যাইতেছে না। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার দরুণ ইহারা প্রতিকারগত ভাবেও অক্ষম। এই সকল কারণে তাদের দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দিন দিন বাড়িয়া আজ চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।

পূর্বে নদীনালায় মৎস্যজীবীরাই মাছ ধরার একচ্ছত্র মালিক ছিল। হাটবাজারে সে-মাছ বিক্রয় করার পথও ছিল অবাধ এবং প্রতিযোগিতাবিহীন। আজ একদিকে সরকারের ‘ফিসারী’ উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং অল্প দিকে মুসলমান বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের ভিতর ব্যবসাবুদ্ধি জাগিবার ফলে মৎস্যজীবীরা দুইদিকের চাপে পড়িয়া চিড়াচ্যাপ্টা হইতে চলিয়াছে। একদিকে বড় বড় প্রতিযোগিতার মুণ্ডর এই ক্ষুদ্রপ্রাণ অল্ল্য জেলদের মস্তিষ্ক চূর্ণ করিয়া দিতেছে, অল্পদিকে নদীনালায় হাটে বাজারে খালে বিলে তাদের অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হইয়া তাহাদের বর্তমান দুর্দশার পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়া দিয়াছে। হিন্দুর অশান্ত সম্প্রদায়গুলির সোজা জাল দড়াদড়ি লইয়া নদীতে নামার এখনো বাকী আছে বটে, কিন্তু পুকুরে দীঘিতে মাছ ফেলিয়া উহার ব্যবসায় করার কাজে অনেকেই হাত দিয়াছেন। তাহাদের অশান্ত পেশাও আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও করেন—কিন্তু অল্প পেশাহীন অনশ্রোপায় মৎস্যজীবীদের অপর কিছু করিবার নাই বলিয়া এই প্রতিযোগিতার মুখে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমির মালিক মুসলমান। ইহারা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করে। বর্ষায় ইহাদের জমাজমিতে জল হয়, ফসল হয়, জলজ উদ্ভিদাদি হয়। উহা অবলম্বন করিয়া বহু মাছ তথায়

অবস্থান করে। পূর্বে এ সকল স্থানে মৎস্যজীবীরাই মাছ ধরিত। এখন অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে পড়িয়া জমিমালিক সেই কৃষকেরা কৃষিকার্যের অবসরে নিজেরাই মৎস্য ধরার কাজে নামিয়াছে এবং দুর্বল মৎস্যজীবীদিগকে তথা হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। ইহা ভিন্ন দূরদূরান্তরে খাল বিলে দিবাভাগে মাছ ধরিতে গেলে স্থানীয় কৃষকদের হাতে তাহাদিগকে লাঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয় এবং রাত্রিতে গেলে তাহাদের ধৃত মৎস্যের সমস্তই লুণ্ঠিত হয়। ইহার উপর চোর ডাকাতের ভয়, রিভার পুলিশের অত্যাচার প্রভৃতি কারণে তাহাদের জীবিকার পথ একেবারেই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ী ঘরের আশে পাশের নদী এলাকায় বহুসংখ্যক জেলেকে বাধ্য হইয়া মাছ ধরার স্থান নিয়া কামড়াকামড়ি করিতে হয়—তাহার ফলে তাহাদের সামাজিক শ্রীতির বন্ধন ও পরস্পর সহানুভূতির ভাব ও সাহায্য করার প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে এবং সামান্য রকম প্রতিযোগিতার মূলে দাঁড়াইবার এবং সামান্য রকম প্রতিকূল অবস্থাকে ক্ষীণভাবে বাধা দিবার শক্তি ও প্রবৃত্তিটুকুও চলিয়া যাওয়ায় তাহাদের মৃত্যুর চিতা আপনা হইতেই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

এতো গেলো একদিকের কথা। যে কারণগুলি তাহাদের মুখোমুখী হাত ধরিয়া বর্তমানে মৃত্যুর মহোৎসবে নামাইয়াছে, এখন সেগুলির আলোচনা করা যাক।

যুদ্ধের দরুণ শণ সূতা অপ্রাপ্য এবং কার্পাস সূতা হুমূল্য হওয়ায় জেলেরা আর নূতন জাল প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না এবং পুরোণো জালগুলিকে “গড়িয়া” কার্যোপযোগী করিতে সক্ষম হইতেছে না। এক একটা জাল প্রস্তুত করিতে রকম বিশেষে আধ মণ হইতে দুই তিন মণ সূতা লাগে এবং ঐ সূতা ‘জাত’ করিয়া ‘কাটিতে’ ও জাল প্রস্তুত করিতে নারী পুরুষে মিলিয়া দুই জনের এক মাস হইতে ছয় মাস পর্যন্ত সময় লাগে। শণ সূতা ‘কাটা’র কাজ নারীরা করে, আর জাল বুনে নারী ও পুরুষ উভয়েই।

সেইরূপ কাঠ ও লোহার দাম এবং ছুতোরের মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলেরা নূতন নৌকা গঠনের শক্তি যেমন হারাইয়াছে, তেমনি হারাইয়াছে পুরোণো নৌকা মেরামত করিয়া কাজ চালাইবার সামর্থ্য। ফলে নদীর ঢেউয়ের মুখে তাদের জীর্ণ নৌকাগুলি যেমন ধ্বংসবিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে, নদীর স্রোতের

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### কলিকাতায় চাউল বিক্রয় সম্পর্কে চাউল ব্যবসায়ী সমিতির পরিকল্পনা

কলিকাতার চাউল ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতে কলিকাতার চাউল বণ্টন সম্পর্কে বাদলার অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী নিকট নিম্ন-লিখিত পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে :—

(১) ষাণ্ড বিষয়ে কলিকাতাকে বাদলার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হইতে পৃথক করিয়া লইতে হইবে। যদি কোন জেলায় চাউল সত্যি বাড়তি হয় কেবল মাত্র সেই সকল জেলা হইতে এবং বাদলার বাহির হইতে কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত চাউল আমদানী করিতে হইবে। কলিকাতায় প্রত্যহ ৩৬ হাজার মণ চাউল লাগে।

(২) চাউল মজুত ও বণ্টন করিবার জন্য আড়তদারদিগকে নিযুক্ত করা উচিত। তাঁহারা মজুত চাউলের জন্য দায়ী থাকিবেন। সরকার প্রতি মণের জন্য তাঁহাদিগকে তিন আনা কমিশন দিবেন। সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহার মুদীদিগকে (লাইসেন্স প্রাপ্ত) চাউল সরবরাহ করিবেন। মুদীদিগকে মণ প্রতি বার আনা কমিশন দিতে হইবে। কয়েকজন করিয়া মুদী একজন করিয়া আড়তদারের অধীনে থাকিবেন। মুদীদের কার্য পরিদর্শন করিবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) সন্ধ্যা, মাঝারি, কাঁড়া ও আকাঁড়া এই চারি শ্রেণীতে চাউল বিভক্ত করিতে হইবে এবং তদনুসারে মূল্য ধার্য্য করিতে হইবে। এই পরিকল্পনার সহিত যে আবেদন প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বাদলা সরকার আড়তদারদিগকে বাদ দিয়া বাহিরের নতুন দালাল নিযুক্ত করিয়া আড়তদারদের প্রতি অন্তায় করিয়াছেন। সরকারী নতুন দালালদের এই ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা না থাকায় নানা প্রকারে ক্ষতি হইয়াছে এবং নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছে। নতুন দালালদের নতুন দোকান, গুদাম ও অনভিজ্ঞ কর্মচারীদের হাতে ব্যবসা ছাড়িয়া না দিয়া সরকারকে পুরাতন চাউল ব্যবসায়ীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বস্তি বোধ করা হইয়াছে।

### মিঃ দেশমুখ স্বাক্ষরিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোট

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত এক হস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, শীঘ্রই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান গভর্ণর মিঃ সি ডি দেশমুখের স্বাক্ষরিত নতুন ব্যাঙ্ক নোট বাহির করা হইবে। বর্তমান নম্বার কোন পরিবর্তন হইবে না। পূর্বে যে সকল নোট বাহির হইয়াছে তাহাও চলিবে।

### কলিকাতার চাউল কলসমূহকে সুবিধা দান

অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতার চাউল কলসমূহ যাহাতে ধান ভাড়াইয়ের কাজ আরম্ভ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে বাদলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর স্থির করিয়াছেন যে, এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে কলিকাতার ব্যবসায়ীদের নামে যে সকল ধানের চালান আসিবে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সে সম্পর্কে প্রাথমিক বন্দোবস্তাদিও করা হইয়াছে। এইরূপ চালানের জন্য রেলওয়ে রসিদ দাখিল করিলেই তাহা মঞ্জুর করা হইবে।

### আমন ধান উঠিবার পর চাউলের দর হ্রাস

আমন ধান উঠিতে আরম্ভ করার ফলে বাদলার বিভিন্ন স্থানে ধান চাউলের দর কিছুটা হ্রাস পাইতেছে বলিয়া জানানিতে পারা গিয়াছে। অবশ্য এখন পর্য্যন্তও বাজার দর কট্টোল দর অপেক্ষা অধিকংশে স্তরেই অনেক বেশী।

### ডাঃ বি এন দে'র নিয়োগ বাতিল

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্পেশাল অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এডভাইসর, রূপে ডাঃ বি এন দে'র নিয়োগ বাতিল সরকার বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের ১৯ ধারা অনুসারে এই নিয়োগ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

### মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে ইট-সুরকির জাহাজ নির্মাণ

সম্প্রতি মার্কিং সময়বার্তার এক খবরে প্রকাশ, মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে ইট-সুরকি-সিমেন্ট দ্বারা একখানি জাহাজ নির্মাণ করা হইয়াছে। জাহাজখানি জলে ভাসাইয়া পরীক্ষাও করা হইয়াছে। জাহাজখানি ঠিকমত চলনসহি হইয়াছে। এই সাক্ষ্যে উৎসাহিত হইয়া মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ নির্মাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ঠিক করিয়াছেন যে, অল্প দিনের মধ্যে এইরূপ আরও ২৪খানি জাহাজ তৈরী করা হইবে। ইতিমধ্যে আরও ছয়খানি নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লোহার খরচ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের জাহাজ তৈরী করা হইতেছে।

### ইক্ষু চাষীদের সঞ্চয়ের ব্যবস্থা

সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর যে সকল কারখানায় ইক্ষু ক্রয় করা হয় ঐ সকল কারখানার ম্যানেজার বা মালিকদের প্রতি আদেশ দিয়াছেন যে, ইক্ষু চাষীকে তাহার ইক্ষুর মূল্য দিবার সময় মণ প্রতি দুই আনা করিয়া কাটিয়া রাখিয়া ঐ টাকায় ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প কিনিয়া উক্ত চাষীকে দিতে হইবে। মণ প্রতি দুই আনা হারে যদি কাহারও ১০ টাকার বেশী হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রতি ১০ টাকা বাবদ ত্রাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনিয়া দিতে হইবে এবং কিছু বেশী থাকিলে উহা দ্বারা ষ্ট্যাম্প খরিদ করিয়া দিতে হইবে। ইক্ষু চাষীদের সমন্বয় সমিতি থাকিলে ম্যানেজার চাষীর এই টাকা নিজেদের কাছে রাখিয়া সংশ্লিষ্ট সমিতিতে খবর দিবেন।

—যে সকল তথ্য আপনার আশ্রয় আনিবে—

ত্রয়োবিংশতিতম ত্রৈবার্ষিক হিসাব নিকাশে দেখা যায়

উন্নততর মৃত্যুর হার—

এবং ব্যয়ের হার হ্রাস পাইয়াছে।

শতকরা ৩ টাকা সুদের হারে কোম্পানীর দেনাপাওনার হিসাব করিয়াও আলোচ্য তিন বৎসরে নেট লাভের পরিমাণ ১,৫০,৮৮,০৯২ টাকা। তদ্বারা বীমাকারীদের তহবিলে বাড়িয়াছে আরও ৫৪ লাখ টাকা।

বোনাস  
যোষণা

আজীবন বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১২।০ টাকা  
মেয়াদী বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১০ টাকা

## ও রি য়ে টা ল

গভর্ণমেন্ট মিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

স্থাপিত  
১৮৭৪ সাল

ব্রাঞ্চ অফিস—ওরিয়েন্টাল  
এসিওরেন্স বিল্ডিংস্

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

হেড অফিস  
বোম্বাই

ফোন কলিঃ ৫০০



### মার্কিন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের দান

সম্প্রতি মার্কিন সমরবার্তার এক খবার প্রকাশ, যে সকল বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আমেরিকার সমর প্রচেষ্টার সহিত জড়িত আছেন তাঁহাদের মধ্যে ৫০ জনই ভারতীয়। নিউরিপাব্লিক পত্রিকায় সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের কার্যকলাপের একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, তথায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যা ইংরাজ বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যার ১৮ গুণ এবং ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যার ২৬ গুণ। যুক্তান্তে জাপানীদের উপর মার্কিন বিমান হইতে যে মারাত্মক অগ্নিশিখা বর্ষণ করা হইয়াছিল। সেই অগ্নিশিখা উদ্ভাবনে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আলম জিৎ সিং যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ডাঃ কাটজ্জ এবং ডাঃ সিং এমন এক প্রকার সবুজ রং প্রস্তুত করিয়াছেন যাহা কিছুতেই গাছ-পাতার রং হইতে পৃথক কৃত্রিম রং বলিয়া ধরা যায় না। এমন কি ইনফ্রারেড ফটো দ্বারাও এই রং-এর কৃত্রিমতা ধরা যায় নাই। এই রংএর সাহায্যে সৈন্যদের আত্মগোপন আশ্রয় তৈরীর কাজে খুব সাহায্য হয়। এই প্রবন্ধে আরও বহু ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের কথা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

### ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ারল্ড এ্যাকফরাস

গত সপ্তাহে দিল্লীতে ভারতীয় বণিক সমিতি সচিব কার্যালয়ে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ারল্ড এ্যাকফরাসের উদ্বোধনী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি স্তার তেজ বাহাদুর সঙ্গ বলেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ভারতবাসীদের একান্ত কর্তব্য। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জর বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কোন প্রকার প্রচারণা চালান হইবে না। আন্তর্জাতিক সমস্যা সমূহ পর্যালোচনা করা এবং ভারতীয় ব্যাপারে ইহার ফলাফল কি ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা স্থির করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হইবে না। এই সম্মেলনে সমগ্র পৃথিবীর ব্যাপার আলোচনার জন্য একটি ভারতীয় পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিয়মাবলী ও কর্মপন্থা প্রণয়নের জন্য স্তার তেজবাহাদুর সঙ্গকে চেয়ারম্যান এবং ডাঃ লোকনাথমকে সেক্রেটারী নির্বাচিত করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

### সং জাঃ সাহায্যদান ও পুনর্গঠনের সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধি

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রদ্বোস্তরে প্রকাশ পাইয়াছে যে, আমেরিকায় অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্যদান ও পুনর্গঠন সম্মেলনে ভারত সরকার স্তার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন।

### কলিকাতা সহরের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

কলিকাতার সিরিকটস্থ মহিষবাধান বা সন্ট লেক অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলাভূমিকে আবাসযোগ্য করা যায় কি না, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। তদন্তকার্যের পক্ষে উক্ত অঞ্চলের কটোগ্রাফ একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে বিমান হইতে উক্ত এলাকার ফটো লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল কটোগ্রাফের জন্য চারি হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

### ভারতে অবস্থিত মিত্র সৈন্যদের আহায্যের ব্যয়

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে, খাজ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ বি. আর. সেন রাজা যুবরাজ দত্ত সিংকে জানান যে, ভারতবর্ষে সম্মিলিত জাতিসমূহের যে সমস্ত সৈন্য আছে তাহাদিগকে খাওয়াইবার ভার সম্মিলিত জাতিসমূহকেই গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, ব্রিটিশ সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকার সেই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

### ঢাকার কাপড়ের কলসমূহে কমলার অভাব

কমলার অভাবে ঢাকেশ্বরী এবং চিত্তরঞ্জন কটন মিলের কাজ প্রায় বন্ধের উপক্রম হইয়াছে বলিয়া ঢাকা জেলার জাশনাল চেম্বারের পক্ষ হইতে অবিলম্বে কমলা সরবরাহের অনুরোধ করিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট তার প্রেরণ করা হইয়াছে।

### ঢাকা জেলায় রোগের ফলে শ্রমিকের অভাব

ঢাকা জেলা জাশনাল চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারকে জানান হইয়াছে যে, ছুটিং এবং অনশনের হাত হইতে বাহারা কার্কেশে রক্ষা পাইয়াছে তাহারাও এখন ম্যালেরিয়া এবং অন্ত্রান্ত্র রোগের ব্যাপক আক্রমণে বিনা চিকিৎসায় দলে দলে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। যে সকল এলাকায় আমন ধান পাকিয়াছে সে সকল স্থানেও ধান কাটার জন্য কিবাণ পাওয়া কঠিন। কোন কোন স্থানে দৈনিক ৩ টাকা হারে কিবাণ নিযুক্ত করিতে হইতেছে। জেলে, মাঝি, কামার, কুমার প্রভৃতি কারুজীবী কৃষাণদের শতকরা ৫০ জন ছুটিংয়ের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কোন কোন এলাকায় ইহাদের মধ্যে মৃত্যুর হার শতকরা ৭৫ জন। কাপড়ের কল, পাটকল প্রভৃতির কাজেরও খুব ক্ষতি হইতেছে। ম্যালেরিয়ায় এবং অন্ত্রান্ত্র রোগের আক্রমণের ফলে মজুরদের শতকরা প্রায় ৫০ জনই অমুপস্থিত হইতেছে। ফলে কল-কারখানার উৎপাদনেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে।

### স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা

জাতীয় শিল্পকলার উন্নতি পরিকল্পনায় ৩নং এসপ্লানেড ইষ্টে অবস্থিত “স্টুডিও ফ্লোর” একটি স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইতেছে। এই স্থানে দেশের শিল্পীগণ জনসাধারণের নিকটে তাহাদের শিল্প সম্ভার প্রদর্শনের সুযোগ পাইবেন। শীঘ্রই শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সতীশ সিং ও শ্রীযুক্ত পূর্ণ চক্রবর্তী শিল্পকলা প্রদর্শনের জন্য উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

## আমাদের তৈরী রবারের জিনিষ :

- রবার ক্রপ
- হুইওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- হাওয়া বালিস
- এয়ার রিং ও কুশন
- ডাক্তারী যন্ত্রাণা

প্রভৃতি

যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরী রবারের বস্তাদি কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে, হাসপাতালে ও এ. আর. পিণ্ডে সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সময় কিংবে এলে আমরা আবার আগের মতই আমাদের তৈরী জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবো।

আমাদের তৈরী ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই  
ভারতের সর্বত্র সমাদৃত।

**বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ**

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা :—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা।

কলিকাতার দোকান :—১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট।

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্নবী রোড, কোর্ট, বোম্বাই।

নাগপুর কারখানা :—ঘাট রোড, নাগপুর।

## মার্কিং যুক্ত রাষ্ট্রের যুদ্ধ সংক্রান্ত উৎপাদন

মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের সমর শিল্পোৎপাদন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিঃ ডোনাও নেলসন বলেন যে, গত অক্টোবর মাসে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার ডেডওয়েট টন বাণিজ্য জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে এ পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৩২ হাজার ডেডওয়েট টন জাহাজ তৈরী হইয়াছে। এ বৎসরে মোট যে পরিমাণ জাহাজ তৈরীর কথা ছিল, গত অক্টোবর মাসের মধ্যেই তাহার শতকরা ৮০ ভাগ কাজ শেষ হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে যে পরিমাণ বিমান তৈরী হইয়াছিল, অক্টোবর মাসের উৎপাদন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৮৮ ভাগ বেশী। সেপ্টেম্বর মাসে ৭,৫৯৮ খানি বিমান তৈরী হইয়াছিল, সেই স্থলে অক্টোবর মাসে ৮,৩৬২ খানি বিমান তৈরী হইয়াছে।

### বস্ত্র বিতরণের জন্য সরকারী ব্যয়

ছঃছদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের জন্য বাঙ্গলা সরকার ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ব্যয় করা হইয়াছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, অবশিষ্ট অর্ধ সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটি এবং গভর্ণমেন্টের বাত্যা সাহায্য সমিতিতে সংগৃহীত অর্থ হইতে ব্যয় করা হইবে। গভর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ, চট-কাপড় ও চট-কমল ক্রয় করিয়াছেন।

## বাঙ্গলার আগাছার উৎপাত

সরকারী বিশেষজ্ঞ মহলের হিসাব অনুসারে বাঙ্গলাদেশে ৪ হাজার ২৬৯ বর্গমাইল পরিমিত জমি আগাছায় আবৃত। এই প্রসঙ্গে ল্যাক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের বিশিষ্ট রাসায়নিক ডাঃ এইচ কে সেন হিসাব দাখিল করিয়াছেন যে, প্রতিবৎসর ঐ আগাছা অঞ্চলগুলি হইতে কম পক্ষে ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার টন শুষ্ক কচুরীপানা পাওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য কচুরীপানায় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন ও পোটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং যথেষ্ট ফসফেট রহিয়াছে। কচুরীপানার ছাই চাষাবাদের পক্ষে চমৎকার সার।

### পরলোকে শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ ঐতান

গত ১৯শে নবেম্বর রাত্রে মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ ঐতান পরলোকগমন করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ১৫ বৎসর কাল সলিসিটররূপে কার্য করার পর তিনি ব্যবসায় বোংগদান করেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সুনাম ও সাফল্য অর্জন করেন। ক্যালকাটা ট্যানার্স লিঃ, ষ্টীল প্রডাক্টস লিঃ, ফ্রাঙ্ক রস এণ্ড কোং লিঃ, ডি. ঐতান এণ্ড সন্স লিমিটেড প্রভৃতি কোম্পানীর তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্শের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ইণ্ডিয়ান জুগার মিলস এসোসিয়েশন, ট্যানার্স ফেডারেশন প্রভৃতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

## ভারতের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনা

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে শিক্ষকগণের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতসরকারের শিক্ষা কমিশন মিঃ জন সার্জেণ্ট বলেন যে, এই পরিকল্পনায় ভারতবর্ষে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক এবং ব্যাপক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত জনশিক্ষাও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ হইলে শীঘ্রই দেশের শতকরা ৮০ জন শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি আরও বলেন যে, পরিকল্পনাটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার প্রণয়ন কার্য শেষ হইলে জনসাধারণ বিশেষ করিয়া শিক্ষকদের মতামত জানিবার জন্য পরিকল্পনাটি সাধারণে প্রচার করা হইবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতি-বর্ণ-নির্কিশেবে ৬ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

### বজ্রাদি চলাচলের ব্যবস্থা

ভারত সরকারের যুদ্ধ সম্পর্কিত যানবাহন বিভাগ মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্শকে জানাইয়াছেন যে, বর্তমান ও অন্তর্ভুক্ত স্থানে যে বজ্রাদি আটক করা হইয়াছিল, তাহা চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

### সমাজ স্বার্থ-বিরোধী অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি

প্রকাশ, সমাজ স্বার্থ-বিরোধী অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙ্গলা সরকার কারাগার সমূহের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

## ন ব ব লে বলীয়ান!

হাওড়া ইন্স্যুরেন্সের নূতন শেয়ার বিক্রয়ের বিস্তৃতি প্রচারের এক সপ্তাহের মধ্যেই আট লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের নূতন শেয়ার সমস্তই বিলি হইয়া গেল।

হাওড়া ইন্স্যুরেন্সের এই অসাধারণ লোকপ্রিয়তা জাতীয় জীবন-বীমার ক্ষেত্রে একটি নবযুগেরই সূচনা করিল।

হাওড়া ইন্স্যুরেন্সের এই বিপুল ঐশ্বর্যের প্রভাবে আপনাদের সাংসারিক ভবিষ্যৎকে নিঃসন্দেহ, নির্বিকার এবং নিরাপদ করিয়া তুলুন।

## হাওড়া ইনসিওরেন্স

কোং লিঃ

চেয়ারম্যান—

কর্মবীর আলামোহন দাশ।

হেড অফিস:

৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,  
কলিকাতা।

ফোন—ক্যালকাটা ২৭৬৭

টেলিগ্রাফ—জনসম্পাদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

## ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাক্সো লেন, কলিকাতা।  
শাখাসমূহ—নৌলফারী, ঢাকা, মেদিনীপুর,  
নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মুন্সের), শান্তিপুর,  
কুমিল্লাগর, বাগিচক, বালেশ্বর ও আনন্দপুর।

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাক্সো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বেজার ষ্ট্রীট (কলিকাতা),  
বারিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইউ, পি)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন, বি, ঘোষ দত্তদার।

**কলিকাতা ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দান**

প্রকাশ, গত অক্টোবর মাসে কলিকাতার ব্লাড ব্যাঙ্কে মোট ৫৫ হাজার নরনারী রক্ত দান করিয়াছেন। এই রক্তদানকারীরা উক্ত ব্যাঙ্ক প্রায় ১২ হাজার পাইট অর্থাৎ প্রায় ১৪৭ মণ সিরাম প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত মোট ৩,৪২৬ পাইট সিরাম প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে। এখন মোট ৮৩১২ পাইট সিরাম ব্যাঙ্কে সংরক্ষিত আছে। এই পরিমাণ সিরাম দ্বারা মাত্র ২,৭৭০ জন বিমান আক্রমণে আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করা যায়। ব্যাঙ্ক রক্তদানকারীদের মধ্যে মোট ৩৩,৬৮৮ জন অসামরিক নাগরিক, ১৮,২৫১ জন সেনাবাহিনীর লোক, ৩,০৫৭ জন পুলিশ বাহিনীর এবং চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যেও প্রায় ১০ হাজার ব্যক্তি আছে।

**বাজারে কৃত্রিম ইন্জেকশনের প্রাদুর্ভাব**

গত সপ্তাহে বাজার ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনজেকশন এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার তিনটি বিখ্যাত রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের নামের জাল লেবেল লাগাইয়া কুইনাইন বাই হাইড্রোক্লোরাইড ও এম্বেটিনের কৃত্রিম ইন্জেকশনের এ্যাম্পিউল বাজারে বিক্রয় হইতেছে। উক্ত প্রোগনোটে চিকিৎসক, ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা সাধারণকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন কেবলমাত্র পরিচিত এবং নামকরা স্থান হইতেই ঔষধ কেনেন। প্যাকিং বা লেবেলের কোন পরিবর্তন যদি তাঁহারা লক্ষ্য করেন এবং ঔষধ প্রয়োগে আশঙ্করূপ ফল না হয়, তবে তাঁহারা যেন প্যাকিং শুদ্ধ বাকি এ্যাম্পিউলগুলি প্রস্তুতকারক কোম্পানীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া উহার বিপুলতা জানিতে চাহেন।

**মিত্রপঙ্কের সাহায্য পরিকল্পনা**

প্রকাশ, সম্মিলিত মিত্ররাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধোত্তর সাহায্য ও পুনর্গঠন কমিটির কর্মসূচী তৈরী করা হইয়া গিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, যে-সকল দেশের গভর্নমেন্টের অবস্থা স্বচ্ছল সেই সব স্থানে সাহায্য দানের জন্ত অর্থ ব্যয় করা এই কমিটির উদ্দেশ্য নহে। যে সকল দেশ সাহায্যের জন্ত প্রেরিত মালের নগদ মূল্য দিতে পারিবে না তাহারা উক্ত মালের বিক্রয়জন্য অর্থ দ্বারা স্বর্ণ পণিবেশ করিবে। এই কমিটি স্বর্ণ সরবরাহ বা অন্যান্য প্রকার মুদ্রা বণ্টন করিবেন না। এই কমিটির পক্ষ হইতে প্রথমেই শত্রুকবলমুক্ত দেশসমূহে খাদ্য, জালানী, বস্ত্রাদি, ঔষধাদি প্রেরণ করা হইবে। সর্বপ্রথম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিশুদিগকে সাহায্য দান করা হইবে। তাহারা যাহাতে আবার স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ ইউরোপীয় সভ্যতার ভবিষ্যৎ তাহারা।

**ঢাকা জেলা শাশনাল চেম্বার অব কমার্স**

আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৯শে তারিখে ঢাকা জেলা শাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সাধারণ নির্বাচন হইবে।

**যুদ্ধোত্তর কালে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের****জন্ম সুব্যবস্থার কথা**

প্রকাশ, যুদ্ধের পর ভারতে তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের জন্ম বর্ধমান যে ব্যবস্থা আছে তাহা অনেক উন্নত করা হইবে। বর্ধমানে মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্ম বৈধরূপ ব্যবস্থা আছে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্মও সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে বৈধরূপিক পান্থার ব্যবস্থা করা হইবে।

**যুদ্ধের দরুণ আহতদের ক্ষতিপূরণ-বীমা****আইন**

গত ১৮ই নবেম্বর ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের দরুণ আহতদের ক্ষতিপূরণ-বীমা আইনটি ১৯৪৩ সালের ১৮ই নবেম্বর হইতে বলবৎ হইয়াছে। আইনের বিধান অনুসারে মালিকদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে বীমা করিতে হইবে। ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে দরখাস্ত করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

**অষ্ট্রেলিয়ার ক্যান্সার চাষ বৃদ্ধি**

যুদ্ধজনিত সর্বপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এই কয়েক বৎসরে অষ্ট্রেলিয়ার ক্যান্সার আবাদ দুই হাজার একর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬০ হাজার একরে দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে বৎসরে মাত্র ১৫০ টন ক্যান্সার উৎপন্ন হইত। এখন সাপ্তাহিক উৎপাদনের পরিমাণই দাঁড়াইয়াছে ১০০ টন। যুদ্ধজনিত অবস্থার ফলে ক্যান্সার আবাদ বৃদ্ধি পাইলেও শান্তির সময় ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। হয়ত অল্পকালের মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়া নিজের প্রয়োজন পূরণের বদলে নিজের দেশে উৎপন্ন ক্যান্সার দ্বারা ই মিটাইতে সক্ষম হইবে।

**ঢাকা জেলায় ভূভিক্ষ সংক্রান্ত তথ্য****সংগ্রহের আয়োজন**

ঢাকা জেলা শাশনাল চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে জেলার সর্বত্র ভূভিক্ষ এবং অনশন মৃত্যু সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের আয়োজন করা হইয়াছে।



## ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আ দা য়ী কু ত য়ু ল ধ ন  
৯৯,৯৯,০০০ টাকা

চেয়ারম্যান—মিঃ জি, ডি, বিড়লা

ডিরেক্টরস্—

মিঃ এম্, এল, দাহারকার      মিঃ এ, সি, লাহা  
শ্রাব আদমজী হাজী দাউদ      ,, নবীনচন্দ্র মল্লিক  
মিঃ কে, পি, গোয়েলা      ,, মদনমোহন আব, কুইয়া  
,, এম্, এ, ইম্মাহানী      ,, আব, জি, সারাইয়া  
,, বৈজনাথ আলান      ,, মতিলাল তাপুয়া

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি, টি, ঠাকুর

### যে ব্যাঙ্ক টাকা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

বোম্বাই শাখা :—পে টি টি বি ল্ডিং, হর্ল বি রোড

ম্যানেজার—মিঃ ভি, আর, সোনালাকর

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস

কলিকাতা

ফোন :—কলিঃ ৬৫৭৮

## গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৩০

::

কোন : ক্যাল : ৪৭৩১

হেড অফিস :—২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

**ব্রাঞ্চসমূহ**

|                   |                      |                    |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| আগরতলা (ত্রিপুরা) | ভবানীপুর (কলিকাতা)   | ঢাকা               |
| উদয়পুর ( )       | চুচুড়া (হুগলী)      | ময়মনসিংহ          |
| গঙ্গাসাগর ( )     | চাপদানী ( )          | সিরাজগঞ্জ (পাবনা)  |
| ভাঙ্গুগাছ (ঐহট্ট) | বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) | রাণগঞ্জ (দিনাজপুর) |
| পূর্ণিয়া (বিহার) | উত্তরপাড়া।          | বর্ধমান।           |

পে-অফিস :—ভবানীপুর (পূর্ণিয়া)

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—শ্রীমান জে, এন, মুখার্জী, বাহাদুর

গভর্নমেন্ট প্রীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, হুগলী।

## টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের উন্নতি

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং স্বাভাবিকভাবেই শিল্প-ব্যবসা প্রভৃতির প্রসার হওয়ায় এদেশের টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন ব্যবস্থার উপর অসম্ভব চাপ পড়িয়াছে। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্য ১৯৪২-৪৩ সালে ১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কাজের পরিমাণ এবং গুরুত্ব উপলব্ধিতে উক্ত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া পরে ৮ কোটি টাকা করা হয়। ভার এবং ডাক বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেলকে চেয়ারম্যান করিয়া উক্ত বিভাগ কর্তৃক একটি কমিটি গঠন ও একটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির পরিকল্পনা অস্থায়ী কাজ করিবার এবং বরাদ্দ অর্থ প্রয়োজনীয়গারে ব্যয় করিবার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কাজের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী প্রতীয়মান হওয়ায় উপরোক্ত বরাদ্দের পরিমাণ সমুচিতরূপে বৃদ্ধি করিয়া ১৬ কোটি টাকা করা হইয়াছে।

## সোভিয়েট কৃষি কার্ক্ষে বিদ্যুৎশক্তি

## সরবরাহের নতুন পরিকল্পনা

বর্তমানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় কৃষি কার্ক্ষে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের জন্য ছোট ছোট প্ল্যান্ট সরবরাহ করা হইতেছে। এক একটি প্ল্যান্ট হইতে কাছাকাছি কয়েকটি কার্ক্ষে বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ করা বাইতে পারিবে। যুদ্ধের কালে কৃষি কার্ক্ষে লোকের টান পড়িয়াছে সেই জন্য চাষাবাদের কাজে কল-কজা এবং বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রাদির ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইতেছে।

## শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির হার

নিম্নে কয়েকটি শিল্প প্রধান সহরের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির একটি তুলনা দেওয়া হইল। ১৯৪২ সালের জুলাই মাস হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান বৎসরের জুলাই মাস পর্যন্ত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নপে

বোম্বাই—আমেদাবাদ—শোলাপুর

জুলাই (১৯৪২) ১৬৮— ১৬৫— ১৫৬—

জুলাই (১৯৪০) ২০৬— ২২৬— ২৬২—

—নাগপুর—জব্বলপুর

জুলাই (১৯৪২) —১২৮— ২০৫

জুলাই (১৯৪০) —৩২৭— ৩২০

## পরিত্যক্ত জিনিষপত্র পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা

সামরিক বিভাগের এবং অন্যান্য সরকারী ও প্রভৃতিতে যে সকল অব্যবহার্য জিনিষ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে সেগুলি পুনরায় নানা ভাবে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারতগভর্নমেন্ট চেষ্টা করিতেছেন। সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ আর ডাব্লু টারগেটকে উক্ত কার্যাদি পরিচালনার ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

## সিন্ধুপ্রদেশে নতুন হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা

প্রকাশ, সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে টাণ্ডো মাস্টিথান নামক স্থানে নতুন একটি হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট বসাইবার জন্য একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই প্ল্যান্টে ২,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে। ভারত সরকারের সেচবিভাগের অধ্যক্ষ স্যার উইলিয়াম ট্যান্স এই পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

## গ্রজনি তৈল খনিতে পুনরায় কাজ আরম্ভ

সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, কুকেসাসের গ্রজনি তৈল খনি হইতে পুনরায় তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত বৎসর প্রবল বোমাবর্ষণ করিয়া জার্মানরা খনিট বিকল করিয়া দিয়াছিল।

## মার্কিন নৌ-সৈন্যদের জন্য নতুন ধরণের পোষাক

মার্কিন নৌসৈন্যদের জন্য বর্তমানে নতুন এক ধরণের পোষাক তৈরী হইয়াছে। এই পোষাক পড়িলে কোমর এবং কামানের টুকরা, বোমা প্রভৃতির আঘাত, অল-ডোবা এবং অলের নীচের টর্পেডো প্রভৃতির বিস্ফোরণের ঝাপটা হইতে নৌসৈন্যেরা রক্ষা পাইতে পারিবে।

## বাঙ্গলায় সপ্তাহে লক্ষ লোকের মৃত্যু

সম্রাতি নয়াদিল্লীর টাউন হলে এক জনসভায় পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জর বলেন যে, ছুড়িফের ফলে বাঙ্গলা দেশে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ এক লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

## যুদ্ধের কাজে হস্তী নিয়োগ

ব্রহ্ম সীমান্তে যুদ্ধের কাজে ভারী মোটর এবং জিনিষপত্র টানার কাজে বহু শিক্ত হস্তী নিয়োগ করা হইতেছে। ব্রহ্ম অভিযুগে নতুন পথ নির্মাণের কাজে শিক্ত হস্তীবৃন্দ যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে।

## নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক

স্থাপিত—১৯২৮——নিবন্ধ——হেড অফিস—ময়মনসিংহ  
শাখা অফিস—

(সরপুর (ময়মনসিংহ))

কলিকাতা সেন্ট্রাল অফিস—৩নং ম্যাঙ্কো লেনে শীতলী খোলা হইতেছে।

সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য দক্ষতার সহিত করা হয়।

কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার জন্য অভিজ্ঞ এজেন্ট, ক্যাপিটাল, এক্সচেঞ্জ ও লার্জ আবশ্যক। আবেদন করুন। ক্যাপিটালের জামিন দিতে হইবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :—এস, কে, রায়।

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক

৪৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রট, কলিকাতা।

## ১৯৪৩ জুন'এর আর্থিক অবস্থা (হিসাব সাপেক্ষ)

অনুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০০ টাকা

আদায়কৃত মূলধন ৪,৫৯,০০০

কার্যকরী মূলধন ৭৮,০২,০০০

বার ও আপান দান ২৬,৬২,০০০ টাকা

জি.পি. নোটে বিনিয়োগ ২৫,১০,০০০

নগদে ও স্বর্ণমানে অর্থাৎ ২০,৭৭,০০০

শাখাসমূহ :—হাওড়া, শালিখা, বেঙ্গল, বালী  
উত্তরপাড়া, ত্রিপুরা ও শেওড়াকুলী।ডি এন মুখার্জি, এম, এল, এ,  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

## সাবান

## প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস

—১৫৯২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—“চীনাঘাটী”

মাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপাষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ  
৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা

### ভারতের চুক্তিকে মার্কিন সাহায্যের উত্তোগ

প্রকাশ, ভারতের চুক্তিকে সাহায্য প্রেরণের জন্য আমেরিকায় একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ব্রিটিশ, চীনা ও অন্যান্য মহলের সহিত এই কমিটি সহযোগিতায় কাজ করিবেন। কমিটি কেবল মাত্র অর্থ সংগ্রহই করিবেন না। অবিলম্বে ভারতে স্বাভাৱিক পাঠাইবার কাজে যাহাতে মার্কিন জাহাজ নিয়োগ করা হয় তজ্জন্য কমিটি কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিবেন। বিখ্যাত লেখিকা মিস্ পার্ল বাক ও মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য মিঃ ক্রেয়ার বুথ লুসে উক্ত কমিটির সভ্য হইয়াছেন।

### মাদ্রাজে আলু চাষের জন্ত সার উৎপাদন

মাদ্রাজে আলুচাষের সুবিধা এবং আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত, সার উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ সরকার এককালীন দান হিসাবে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৯০০ টাকা এবং বাৎসরিক দান হিসাবে ২৬ লক্ষ ২ হাজার ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

### চীনের কয়েকটি প্রদেশে করাল চুক্তি

প্রকাশ, চীনের হোনান, কোয়াটাঙ, চেংকিয়াঙ, শাংটাঙ এবং হেই প্রদেশে ভীষণ আকারে চুক্তি দেখা দিয়াছে। কোন কোন এলাকায় ক্ষুধার ভাঙনায় চীনারা আপ অধিকৃত অঞ্চলে চলিয়া গিয়া দাসঘের বিনিময়ে অন্ন সংগ্রহ করিতেছে।

### ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কোম্পানীজ ফিল্ড ওয়ার্কাস এসোসিয়েশন

নিম্নলিখিত ক্ষত্র মহোদয়গণ বর্তমান বৎসরের জন্ত “ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কোম্পানীজ ফিল্ড ওয়ার্কাস এসোসিয়েশনের” কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি মিঃ এ কে গাজুলী, সহঃ সভাপতিগণ মেসার্স এস বাগচী, এইচ সি নাগ, জে এন ভট্টাচার্য, এম এন বোস, এস সি মিত্র। জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ এস আর মুখার্জি। অ্যাস্টে সেক্রেটারী মিঃ এস কাহালী, মিঃ এম এন ভট্টাচার্য।

### কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্থ অফিসার ডাঃ আমেদ কর্পোরেশনের পাবলিক হেল্থ কমিটির নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, গত ১৪ই অক্টোবর হইতে ১০ই নবেম্বর, এই একমাসে কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার ৪৩১ জন মারা গিয়াছে। গত ৫ বৎসরে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর হার বার্ষিক গড়ে ৬৫%।

### ভারত সরকার কর্তৃক কাপড় ক্রয়

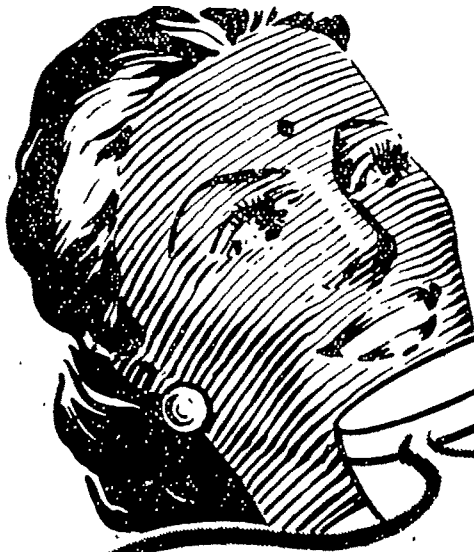
সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদের এক প্রমোশ্বরে জানিতে পারা গিয়াছে যে ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারত সরকার ৭২ কোটি ২১ লক্ষ টাকার তুলা-জাত সূতার কাপড় এবং ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা মূল্যের অন্যান্য শ্রেণীর কাপড় কিনিয়াছেন।

### সরকার কর্তৃক বিভিন্ন জেলায় কুইনাইন বরাদ্দ

বাহালা সরকার একটি প্রেস নোটে জানাইয়াছেন যে, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাথরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জেলায় বিনামূল্যে বিলি করার জন্ত গভর্নমেন্ট ৪২০০ পাউণ্ড কুইনাইন বরাদ্দ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্ত গভর্নমেন্ট ২৪ হাজার এবং সরকারী উদ্দেশ্যে ২৩১৫০ পাউণ্ড কুইনাইন মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ ১২ হাজার পাউণ্ড কুইনাইনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বর্তমান আর্থিক বৎসরে বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্ত গভর্নমেন্টের দুই কিস্তিতে মোট ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

### ভারতে সমর-সম্ভার উৎপাদন বৃদ্ধির হার

১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে সমর-সম্ভার উৎপাদনের হার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পোলান্ডা বাহিনীর প্রয়োজনীয় গোলা ইত্যাদির উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ, গুলী ইত্যাদির উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ, কামানের গোলার উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ এবং ছোট মেশিনগানের উৎপাদন শতকরা ১৮০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

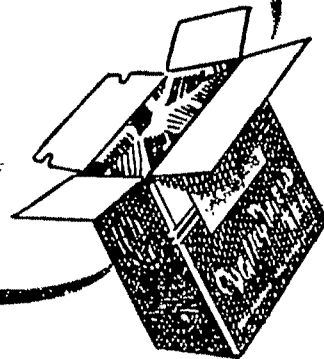


## পয়লা নম্বর চা

নতুন! তবু বলা চলে—এ সেরা চায়ের দলের  
যে কোন কচিতেই খাপ খায়। সব-ভাল'র আসরে  
খালা চলবে। উজ্জল তামার মত লিকার—এ্যারোমা?—  
আরাম! প্রথম চুমুকের সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ আর ক্লান্তি  
কোথায় যে যায়! একবার মুক করলে ভাল না লেগে  
পারে না। স্বাদ পয়লা নম্বরের—একি ভাল! যায়? চায়ের  
আসরে পাঁচজন যখন বলবে “কী চমৎকার! কি চা?”  
তখন যেন খুসি মুখে বলতে পারেন—“কেন? ভ্যালি-ভিউ!”

## Valley-View

2-12 MISSION ROW EXTN., CALCUTTA





### কয়লা অভাবে কলিকাতায় জল সরবরাহ বন্ধের সম্ভাবনা

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত বুধবারের অধিবেশনে মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা, পলতা ও টালা জলের কলে মজুত কয়লার অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়া বলেন যে, অবিলম্বে যদি মজুত কয়লার খাটুতি পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে অল্প ভবিষ্যতে সহরে পরিশ্রুত জলের সরবরাহ বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। মেয়র আরও বলেন যে, নবেম্বর মাসের দক্ষণ পলতার জল ১৭৫ ওয়্যাগণ এবং টালার জল ২১ ওয়্যাগণ কয়লা নির্ধারিত করা হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্থলে পলতা ও টালার জল যথাক্রমে মাত্র ১ ও ১২ ওয়্যাগণ কয়লা পৌছিয়াছে। বাকী ওয়্যাগণগুলি ভর্তি করা হইয়াছে কিনা তাৎসম্পর্কে কোন সংবাদ কর্পোরেশনে পৌছে নাই। কাজেই অবিলম্বে অবস্থার উন্নতি না হইলে যে কোন মুহূর্তে সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

**বাল্লভা দেশ হইতে আলুরপ্তানী নিষিদ্ধ**  
ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়া বাল্লভা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টরের হাউ-পত্র ব্যতীত বাল্লভার বাহিরে, বাল্লভা দেশ হইতে আলুরপ্তানী করা যাইবে না। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অবশ্য আব মণ পর্যন্ত আলু বাহিরে লওয়া চলিবে। সেনাবিভাগের জন্ত যে সকল চালান দেওয়া হইবে তাহা এই আদেশের গভীর মধ্যে পড়িবে না।

**তাঁত শিল্পীদের সাহায্যার্থ সূতা বিতরণ**  
কলিকাতা হুদ্র ব্যবসায়ী এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে তাঁত শিল্পীদের সাহায্যার্থে কয়েকটি জেলায় ৩ গাঁইট সূতা বিতরণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন রিলিফ কমিটীকে নগদে ৮৭৫০ টাকা এবং ২০০০ টাকা মূল্যের বস্তাদি দান করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁত শিল্পীদের সাহায্যের জন্য যাহারা আগ্রহশীল তাঁহারা উক্ত এসোসিয়েশনের অর্থনৈতিক সেক্রেটারী মিঃ এইচ কে বাকারিয়াসর সহিত ৮৯ নং ক্রস স্ট্রিটের ঠিকানায় প্রালাপ করিতে পারেন।

### পাউন্ডটির মূল্য হ্রাস

ভারত রক্ষা বিধান বলে এক আদেশ জারী করিয়া বাল্লভার গভর্নর পাউন্ডটির মূল্য হ্রাস করিয়া প্রতি পাউন্ডের দর সাত আনা হইতে ছয় আনা ধার্য করিয়াছেন। আব পাউন্ড ওজনের ক্ষুদ্র দাম হইয়াছে তিন আনা এবং ছয় খানি একেত্রে এক পাউন্ড ওজনের ক্ষুদ্র প্রত্যেক খানির দাম ঠিক হইয়াছে এক খানা।

### কেন্দ্রীয় পারষদের বাজেট অধিবেশন

প্রকাশ, আগামী বর্ষের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

### অস্ট্রেলিয়ান ভারতের হাই কমিশনার

গত সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজা যুবরাজ দত্ত সিংহের প্রশ্নের উত্তরে, বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এন আর পিল্লাই বলেন, অস্ট্রেলিয়ান ভারতের জন্ত একজন হাই কমিশনার নিয়োগের প্রশ্নটি গভর্নমেন্টের বিবেচনায়ীন আছে। ঐ পদের জন্ত একজন উপযুক্ত ভারতীয়কে মনোনীত করিবার সম্ভাবনা আছে।

### স্মার সাফাং আমেদ খাঁ

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় হাই কমিশনার স্মার সাফাং আমেদ খাঁ ছুটিতে দেশে আসিয়াছিলেন। গত সপ্তাহে তিনি আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিয়াছেন।

### ভারতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক প্রাপ্তির সম্ভাবনা

সরকারী ভূ-তত্ত্ব বিভাগের চেম্বার কো-ই-হুলতান নামক নির্ধারিত আগ্নেয়গিরির সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই গন্ধক পরিশ্রুত করিতে পারিলে ভারতীয় শিল্পগুলির গন্ধকের চাহিদা অনেকটা কমিবে বলিয়া আশা করা যায়।

### ভারতে সৈন্যদের প্রয়োজনীয় জব্যাদির উৎপাদন

এদেশে অবস্থিত গৈরুদের জন্ত যে সকল জব্যের প্রয়োজন হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগই ভারতবর্ষে তৈরী হয়।

### জাপানীদের হাতে ভারতীয় বন্দী সংখ্যা

রাষ্ট্রীয় পরিষদে একটি প্রশ্নোত্তরে প্রধান সেনাপতি বলেন যে, জাপানীদের হাতে প্রায় ৭৬ হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী আছে।

### হাইড পার্কের রেলিং হইতে কামান নির্মাণ

হাইড পার্কের লোহার বেড়া ভাঙ্গিয়া ৪৫০ টন লোহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দ্বারা বিমান-বারা কামান তৈরী করা হইয়াছে।

### ব্রিটেনের কলকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি

সেনাদলে অধিকতর সংখ্যায় লোক গ্রহণ করা সম্ভব বিলাতের কলকারখানাগুলিতে মজুরের সংখ্যাক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই সমর শিল্পোৎপাদনের কাজে নিযুক্ত।

### বেঙ্গল রিলিফ কমিটী কর্তৃক বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা

বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর সম্পাদক মিঃ বি কনোরিয়া জানান হইতেছেন যে, বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বীজ সরবরাহ করিবার জন্য ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া রাখা হইয়াছে। আবশ্যক হইলে আরও অর্থের ব্যবস্থা করা হইবে। যে সমস্ত জেলায় এই সাহায্যের প্রয়োজন তাঁহারা স্থানীয় কমিটীর মাধ্যমে আবেদন করিতে পারেন।

## ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

### লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক  
কার্যকরী মূলধন ... ১২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, ধোয়াই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢাকা ও কটক।

চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

## ক্যালকাটা স্ট্রাওয়ার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

অজিলালী একটি প্রতিষ্ঠান অনাড়ম্বরে কাজ করিয়া যাইতেছে। সকল রকমের ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়। ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে।

লেনদেনের সর্ব সুবিধা জনক

তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া দেওয়া হয়।

এম কে মল্লী,  
সেক্রেটারী।

## বাল্লার আমন ধান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত

গত সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত জুড়লা প্রসাদ বলেন যে, বাল্লার আমন ধান সংগ্রহ করা সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে ভারত সরকার বাল্লার সরকারের সহিত বিশেষভাবে পরামর্শ করিবার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কৃষকদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্ত্রের উপর অথবা কোন চাপ না দিয়া তাহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। ভারত সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সরকারী এজেন্ট বৎসরের প্রথম দিকে যথা-সম্ভব অল্প পরিমাণে ফসল সংগ্রহ করিবেন এবং কলিকাতার জন্ত যে পরিমাণ খাদ্যশস্ত্র প্রয়োজন ভারত সরকার তাহা পাঠাইতে থাকিবেন। বাটতি জেলাগুলিতে প্রেরণের জন্ত ব্যবসায়ীগণ বাড়তি জেলাসমূহ হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্ত্র সংগ্রহ করিবেন। কলিকাতার বাহিরে বাহারা অত্যাবশ্যক কার্যে নিযুক্ত আছেন এবং কলিকাতার বাহিরে আর যে সমস্ত এলাকায় রেশনিং প্রবর্তিত হইবে সেই সমস্ত অঞ্চলের জন্ত যে পরিমাণ খাদ্যশস্ত্র প্রয়োজন হইবে এবং জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত প্রদেশে যে পরিমাণ খাদ্যশস্ত্র মজুত রাখিতে হইবে, সরকারী ক্রয় এজেন্টকে শুধু সেই পরিমাণ খাদ্যশস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। সরকারী ক্রয় এজেন্টগণ বাজারের উপর অথবা চাপ দিবেন না। কৃষকগণ বাহাতে উন্নত খাদ্যশস্ত্র বাজারে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়, তজ্জন্ত বাল্লার সরকার ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

## আগষ্ট মাসের পূর্বে তৈয়ারী বস্ত্র সম্পর্কে নির্দেশ

গত ২৩শে নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, উৎপাদনের তারিখ বর্জিত যে সকল বস্ত্র ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পর অবিক্রীত অবস্থায় ব্যবসায়ীদের হাতে থাকিবে, সরকার তাহা বাজেয়াপ্ত করিবেন। এই সকল বস্ত্র, অর্থাৎ গত ১লা আগষ্টের পূর্বে কলে বোনা বস্ত্র ও হতা বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদেরকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়া সরকার গত ২৫শে অক্টোবর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিলেন। সরকার মনে করেন যে, ব্যবসায়ীরা আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে মজুত বস্ত্র বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিবেন। সেই কারণে সরকার এখন সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিতেছেন যে, মজুত বস্ত্র বিক্রয় কালের মেয়াদ আর বাড়িয়া দেওয়া হইবে না, অধিকন্তু আগামী ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পর ঐরূপ বস্ত্র মজুত রাখাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ৩১শে ডিসেম্বরের পর ঐরূপ বস্ত্র অবিক্রীত থাকিলে উহা যথাসম্ভব শীঘ্র আটক করার ব্যবস্থা করা হইবে। সাধারণ ব্যক্তিরা আর্কা না দেওয়া বস্ত্র তাহাদের স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে মজুত রাখিতে পারিবে।

## বৃটেনের ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ

গ্রেটবৃটেনের ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ বর্তমানে ৩ শত ৭০ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। বৃদ্ধ বাধিবার অব্যবহিত পূর্বে উহার পরিমাণ ছিল ২ শত ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। অর্থাৎ ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ চার বৎসরে দুই-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধ বাধিবার পর চার বৎসরে ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ হ্রাস হইয়াছিল। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ সাল হইবার পর শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে তেজীর ভাব দেখা গিয়াছিল, ঐ সময় গ্রেট বৃটেনের ব্যাঙ্কগুলির আমানত আরও বৃদ্ধি পাইয়া পূর্বের তুলনায় আড়াই গুণ দাঁড়ায়। তৎপর ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দার ভাব হ্রস্ব হওয়ার পর উহা সে তুলনায় কিছু নামিয়া পড়ে। উপরে বর্তমানে বৃটিশ ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের যে সংবাদ দেওয়া হইল সেই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য এই যে, স্বামী আমানতের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক শতকরা ২০ ভাগ মাত্র বাড়িয়াছে, কিন্তু চলতি আমানতের বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ১০০ ভাগ।

## দক্ষিণ ভারতে চায়ের উৎপাদন হ্রাস

দক্ষিণ ভারতের চা-বাগানগুলির উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবার মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। গত ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছিল ৩৫ কোটি পাউণ্ড।

গ্রাম—'বৃষ্টির ধন'

ফোন—ক্যাল ৩৭৩৪

# হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা

শাখা সমূহ

|          |           |                   |
|----------|-----------|-------------------|
| কলিকাতা  | মেদিনীপুর | ভৈরবপুর (আসাম)    |
| বড়বাজার | শালবনি    | মুন্সিগঞ্জ        |
| মাণিকতলা | বালিচক    | খুলনা             |
| শিয়ালদহ | বাঁকুড়া  | মীরকাশিম          |
| বালীগঞ্জ | বিষ্ণুপুর | কৃষ্ণনগর (মদীয়া) |
|          | গড়বেতা   | বাগেরহাট          |
|          |           | পাটনা             |

\* গয়া শাখা জীঘ্র খোলা হইবে

## আমানতী টাকার উপর সুদের হার

|                      |         |                       |
|----------------------|---------|-----------------------|
| চলতি হিসাব...১%      | বার্ষিক | ফিক্সড ডিপোজিট—       |
| সেভিং ব্যাঙ্ক        |         | এক বৎসর...৪% বার্ষিক  |
| ডিপোজিট...৩% বার্ষিক |         | দুই বৎসর...৫% বার্ষিক |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাস সাটিফিকেট পাওয়া যাইবে।

## \* প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

৮ বৎসর বাবৎ প্রতি মাসে ১২ টাকা হিসাবে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ১৪০০ টাকা পাইবেন।

৮ বৎসর বাবৎ ৫০০ টাকা হিসাবে প্রতি মাসে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ৭০০০ টাকা পাইবেন।

আয়কর হীন শতকরা ৫ ডিভিডেন্ট দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কের কার্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্নমেন্ট বিল, জি, পে, নোটস্ এবং বাজার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## ভারতে যুদ্ধকালীন রাসায়নিক শিল্পের দ্রুত উন্নতি

বর্তমান মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে রাসায়নিক জব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ নগণ্য ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এই শিল্পের এরূপ দ্রুত প্রসার হইয়াছে যে, বিগত কয়েক মাসের মধ্যে বাহির হইতে যে রাসায়নিক জব্যাদি আমদানী করিতে হইয়াছে তাহা যুদ্ধ-পূর্বে আমদানীর তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগ কম। ভারতের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের দ্বারা এই ঘাটতি এবং যুদ্ধের প্রয়োজনও মিটান সম্ভবপর হইতেছে। রাসায়নিক জব্যাদির যুদ্ধ-পূর্বে উৎপাদনের পরিমাণ ইতিমধ্যেই দ্বিগুণ হইয়াছে এবং চলতি বৎসর শেষ হইবার পূর্বে উহা যুদ্ধ-পূর্বে পরিমাণের তিনগুণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ হাজার টন সালফিউরিক এসিড, ৪ হাজার ৫ শত টন কপ্টিক সোডা, ৫৬ হাজার টন সোডা এ্যাশ, ২ হাজার ৬ শত টন ক্লোরিন, ১৫ টন ক্লোরোসালফোনিক ও ৬০ টন ফরমালডিহাইড প্রস্তুত হইতেছে। আলকাতরার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮০ হাজার টন। ইহা ছাড়া পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি বহুবিধ রাসায়নিক জব্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। গন্ধক (সালফার) ব্যতীত বর্তমানে রাসায়নিক শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক সর্বপ্রকার কাঁচা মালের সম্ভাবন এদেশেই পাওয়া গিয়াছে এবং বহুবিধ প্রচুর পরিমাণে উহাদের ব্যবহার চলিতেছে।

## ঋণ ও ইজারা অনুসারে মার্কিন রাষ্ট্রের সাহায্যের মোট পরিমাণ

১৯৪১ সালে ঋণ ও ইজারা আইন পাশ হইবার পর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ীয় রাষ্ট্রকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৫২০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। তন্মধ্যে ১ হাজার ৩০১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার হইতেছে বিভিন্ন পণ্য সম্ভার বাবদ এবং অবশিষ্ট ২১৯ কোটি ২০ লক্ষ ডলার হইতেছে যে সকল লোকজন সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছে তাহাদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাবদ। উক্ত পরিমাণের মধ্যে শতকরা ২১ ভাগ লোহা, ইস্পাত, রাসায়নিক জব্য, যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পসংক্রান্ত সরঞ্জাম। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ১৪ ভাগ। বাকী শতকরা ১৪ ভাগ হইতেছে যুদ্ধ জাহাজ ও জাহাজ সেরামত এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কাঙ্ক্ষণ।

## বোম্বাই কাপড়ের কলের মজুরদের বোনাস লাভ

বোম্বাই মিল মালিক সমিতি বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলসমূহের শ্রমিকদিগকে দুই মাসের বেতন বোনাস হিসাবে দিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার কিছু বেশী ব্যয় পড়িবে।

## ভারতে উৎপন্ন কুইনাইনের পরিমাণ

গত ১৯৪২ সালের শেষভাগে ভারত সরকারের হাতে যে কুইনাইন মজুত ছিল তাহার পরিমাণ ২ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড। তৎপূর্ববর্তী বৎসরের (১৯৪১ সাল) মজুত পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৬৮ হাজার পাউণ্ড। সরকারী হিসাব অনুসারে জানা যায় যে, ভারতে কুইনাইনের স্বাভাবিক প্রয়োজনের মোট পরিমাণ আনুমানিক ২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড। এই পরিমাণের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বে মাত্র ৬০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ভারতে উৎপন্ন হইত। বর্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া বাৎসরিক ২০ হাজার পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। নতুন করিয়া ১ হাজার একর জনিতে সিঙ্কোনার চাষ করা হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের মধ্যে ভারতে উৎপন্ন কুইনাইনের পরিমাণ ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। তাহা হইলেও এই পরিমাণ ভারতের প্রয়োজনের (সরকার প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী) শতকরা ৫০ ভাগের বেশী নহে। বেসরকারী বিশেষ মহলের হিসাব অনুসারে ৫০ ভাগেরও অধিক অর্থাৎ উহার দ্বারা মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ প্রয়োজন মিটিতে পারে।

## ব্রেজিলে রবারের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা

চলতি বৎসরে ব্রেজিলের অকুত্রিম রবারের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৩৫ হাজার টন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, ১৯৪২ সালের পরিমাণ ছিল ৪২ হাজার ৫ শত টন। আগামী ১৯৪৪ সালের পরিমাণ ৭০ হাজার টন অর্থাৎ চলতি বৎসরের পরিমাণের দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার এক পরিকল্পনায় ব্রেজিল গভর্নমেন্ট হস্ত দিয়াছেন।

## ভারত রক্ষার ব্যয়ভার

ভারত সরকারের মিলিটারী একাউন্টস কমিটির প্রদত্ত হিসাব অনুসারে ১৯৪১-৪২ সালে ভারত রক্ষা ও তৎসংক্রান্ত সরবরাহ বাবদ ২৮৯ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের পরিমাণ ছিল ১১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরের উক্ত ২৮৯ কোটি টাকার মধ্যে ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ভারত সরকারকে দিতে হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন ব্রিটিশ সরকার।

## বোম্বাই কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়

১৯৪৪-৪৫ সালে বোম্বাই কর্পোরেশনের আয় হইবে অনুমান ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইবে অনুমান ৪ কোটি ১০ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। ২৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম রবারের উৎপাদন বৃদ্ধি

আগামী ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন কৃত্রিম রবার প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

## কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কলিকাতায় খাদ্য

### সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ

গত ২৩শে নভেম্বর রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাদ্য সচিব ভার অণুপ্রাণার শ্রীবাস্তব বলেন যে, ভারত সরকার বৃহত্তর কলিকাতার জনসাধারণকে খাওয়াইবার তার গ্রহণ করিয়াছেন।

## শিলং ব্যাঙ্কিং—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## ক্যালকাটা মিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা।

শাখাসমূহঃ—বেলেঘাটা, শ্রীমবাজার, মিরকাডিম, ভাগলপুর, বোলাঙ্গীর ও কাটাভাঙ্গী (পাটনা স্টেট), দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, নারায়ণগঞ্জ, নাহেরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি. পি.)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।

**অবশিষ্ট শেয়ারসমূহ বিক্রয়ের জন্য**  
কেন্দ্রীয় সরকার ভারতরক্ষা আইনের ১৪-এ ধারা অনুসারে অনুমতি দিয়াছেন।

(এতৎসম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে শেয়ার বিক্রয়ের এই অনুমতিদানকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে প্রদত্ত আর্থিক কোন রিপোর্ট অথবা মতামতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।)

## দি চরগোলা ভ্যালী টি এস্টেট্‌স্‌, লিঃ

বাগান : গ্রীহট্ট :: হেড অফিস : ৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা।

|                |     |                      |
|----------------|-----|----------------------|
| অনুমোদিত মূলধন | ... | ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) |
| প্রদত্ত মূলধন  | ... | ৪,১৩,৯১০ টাকা        |
| বিক্রীত মূলধন  | ... | ১,১৩,৯১০ "           |
| আদায়ী মূলধন   | ... | ৮,২৫,০০০ "           |

প্রতিখানি ১০ টাকা মূল্যের ৩০,০০০ সাধারণ শেয়ার এক্ষণে বিক্রয় করা হইবে।

আবেদন পত্রের সহিত প্রতি শেয়ার বাবদ অগ্রিম ২ টাকা এবং প্রবেশ ফি বাবদ ১ টাকা জমা দিতে হইবে।

### চা-বাগানসমূহের আর্থিক অবস্থা :

|                                          |      |              |
|------------------------------------------|------|--------------|
| ১৯৪৪ সালের চায়ের উৎপাদন আনুমানিক পরিমাণ | .... | ৫৬০০০ পাউণ্ড |
| ১৯৪৬ " " " " " "                         | .... | ৮০০০০ "      |

### স্থিতির বিবরণ :

|                                                 |      |              |
|-------------------------------------------------|------|--------------|
| যন্ত্রপাতিসহ সম্পত্তির আনুমানিক নির্ধারিত মূল্য | .... | ৭৫,২৬৬৮/১০   |
| চা ও বাগানের আনুমানিক মূল্য                     | .... | ১৭৫,০০০ টাকা |
| বাগান ও কমলা লেবুর বাগানের আনুমানিক মূল্য       | .... | ৪৫,০০০ টাকা  |
| অপরাপর দিক দিয়া সম্ভাবিত আয় (চা ব্যতীত)       | .... | ১৭,০০০ টাকা  |
| বিদেশে রপ্তানীযোগ্য চায়ের লাইসেন্স             | .... | ৮০০ মণ       |

### দায়ের বিবরণ :

|                     |      |               |
|---------------------|------|---------------|
| আদায়ী মূলধন        | .... | ৮,২৫,০০০      |
| ব্যাকের আনুমানিক ঋণ | .... | ১,৩০,০০০ টাকা |

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবেদন করুন :-

মিঃ বি মুখার্জী, ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা

## দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

### এর যে কোনও শাখায়

ডালহৌসী-নর্টন বিল্ডিং, বড়বাজার ২০৪, হারিসন রোড,  
শিয়ালদহ-বৈষ্ণবখানা বাজার, হাওড়া-বেলিলিয়াস রোড,  
ঢাকা. নারায়ণগঞ্জ, মির্জাইগঞ্জ, ইছাপুরা (ঢাকা), বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ী, রংচী, পুরুলিয়া, ভাগলপুর,  
সম্বলপুর, জামসেদপুর-জুগলসাই ও সাকচী, ঝরিয়া-কাতরাসগড়, ধানবাদ, আসামসোল,  
বেরহামপুর (গজাগ) পুরী, খুরদারোড, কটক-চৌমুরীবাজার ও মঙ্গলাবাগ, ভেজপুর, চারালী (দরং)  
গ্রীহট্ট, গৌহাটি এবং নাগপুর।

### শেয়ারের আবেদন-করুন :

## দি চরগোলা ভ্যালী টি এস্টেট্‌স্‌ লিঃ

৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা।

### তত্ত্বাবধায়কগণ,

আমি এতদ্বারা এই মর্মে আপনাদের অস্বস্তি জানাইতেছি যে, উপরোক্ত কোম্পানীর প্রতিখানি ১০ টাকা মূল্যের.....খানি শেয়ার আপনারা আমার নামে বন্টন করুন এবং মেমোরাণ্ডাম এন্ড আর্টিকেলস্‌ অব এসোসিয়েশন-এর বিধানসাপেক্ষে আপনারা যত পরিমাণ শেয়ার আমার নামে বন্টন করিবেন, তাহা অথবা উপরোক্ত সংখ্যক শেয়ার আমি গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। প্রতিখানি শেয়ারের বাবদে.....টাকা আমি পাঠাইলাম এবং আমার নামে শেয়ার বন্টনের পর এক সপ্তাহের মধ্যে বাকী টাকা দিতে সম্মত রহিলাম; আপনারা যত পরিমাণ শেয়ার আমার নামে বন্টন করিবেন, তৎবাবদে আমার নাম কোম্পানীর সভ্যদের রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আমি এতদ্বারা আপনাদের ক্ষমতা দিতেছি।

### আর্থিক জগৎ

তাং ২৯, ১১, ৪৩

স্বাঃ.....  
পুরা নাম.....  
ঠিকানা.....  
পেশা.....

তাং.....  
O.T.C., 43/11/A.

পাবলিসিটি অফিসার-মিঃ এল, চক্রবর্তী কর্তৃক প্রচারিত।

## সরকারী খাজ পরিকল্পনার আভাস

গত সপ্তাহে এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বাঙ্গলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ জুরাবদী অচিরেই বাঙ্গলার খাজ পরিস্থিতির উন্নতি হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। খাজ সরবরাহ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনারও নিম্নরূপ আভাস তিনি দিয়াছেন :—

(১) বৃহত্তর কলিকাতার ৪৫ লক্ষ লোকের জন্য খাজ সরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে মাসিক ৬০ হাজার টন খাজশস্ত্র লাগিবে। উহা বাঙ্গলার বাহির হইতে আনা হইবে।

(২) সামরিক কর্তৃপক্ষ বাঙ্গলা হইতে খাজশস্ত্র ক্রয় করিবেন না এবং বাঙ্গলা হইতে রপ্তানীও করা হইবে না।

(৩) চোরা বাজার নষ্ট করা, অতিলাভ বন্ধ করা, ঘাটতি অঞ্চলে শস্ত প্রেরণ এবং মূল্যের সমতা রক্ষার জন্যই গভর্ণমেন্ট খাজশস্ত্র ক্রয় করিয়া মজুত রাখিবেন।

(৪) বৃহত্তর কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, দার্জিলিং এবং কাশ্মিরাং প্রভৃতি বড় বড় মিউনিসিপালিটিগুলিতে রেশনিং প্রবর্তন করা হইবে।

(৫) পল্লী অঞ্চলের মিউনিসিপালিটিসমূহে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে এবং মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য সরকারী স্টোর সমূহে সর্বদাই বিক্রয়ার্থে খাজশস্ত্র মজুত রাখা হইবে।

(৬) এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে জেলা আফিসারদিগকে খাজ কমিটি গঠন করিতে বলা হইয়াছে।

## খুচরা চাউল ক্রয়ের নুতন ব্যবস্থা

গত ২৫শে নবেম্বর অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, এখন হইতে খুচরা চাউল বিক্রয়ের জন্য চারিশত নির্দিষ্ট দোকান হইতে এ আর পি-র পরচা না দেখাইয়াও খুচরা চাউল ক্রয় করা যাইবে।

## বাঙ্গলার প্রধান প্রধান সহরে রেশনিং ব্যবস্থা

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার প্রদেশের বড় বড় সহরগুলিতে রেশনিং প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। জেলা আফিসারদিগকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে রেশনিং ব্যবস্থা প্রচলনের শক্তি সংগ্রহ কর মাত্র সরকার উহা কার্যকরী করিবেন।

## বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক খাজ ক্রয়ের

## জন্ম এজেন্ট নিয়োগ

প্রকাশ, আমন খাজ সংগ্রহের পরিকল্পনা সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার ৪ জন এজেন্ট নিয়োগ করার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রত্যেক এজেন্টের জন্য নাকি এক একটি স্বতন্ত্র এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক এজেন্টকে একজন আই-সি-এস অফিসারের তত্ত্বাবধানে কাজ করিতে হইবে।

## ভারতে রুপ পদ্ধতিতে কুইনাইন

## উৎপাদন

প্রকাশ, সিকোনার চারা গাছ হইতে রুপ পদ্ধতিতে কুইনাইন প্রস্তুতের জন্য ভারতে যে গবেষণা চলিতেছিল তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ডাঃ এস এল দৈ নামক একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক এই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইতিপূর্বে কুইনাইন সংগ্রহকারী পূর্বে সিকোনার গাছগুলিকে ছয় বৎসর ধরিয়া বাড়িতে দেওয়া হইত। উপরোক্ত নতুন পদ্ধতি অনুসারে দুই বৎসরের চারা গাছ হইতেই সিকোনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এদেশে সিকোনাজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ এবং বাঙ্গলায় ৫০০ একর নতুন অমি চাষ করা হইয়াছে বলিয়া জানানিতে পারা গিয়াছে। ১৯৪২ সালে এই সকল জমির গাছ হইতে সিকোনা পাওয়া যাইবে।

## টেক্সটাইল কন্ট্রোলার' নুতন পদ

গত সপ্তাহে এক সরকারী ইত্তাহারে প্রকাশ, ভারত সরকারের অধীন বেঙ্গল সার্কেলের প্রাক্তন কন্ট্রোলার অব সান্নাইজ মিঃ এ, জে, এলকিনস, বাঙ্গলার অসামরিক সরবরাহের টেক্সটাইল কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন। ট্যান্ডার্ড কাপড়ের আমাদানী ও বিতরণ তাঁহার অধীনে থাকিবে। ১৯৪৩ সালের কাপাস যত্ন ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংক্রান্ত শাসন ভারও তাঁহার উপর জ্ঞাত থাকিবে। এখন হইতে বস্ত্র সংক্রান্ত সমস্ত খবরাখবর তাঁহার নিকট করিতে হইবে—অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টরের নিষ্ট নহে।

## দামোদরের বাঁধ মেরামত

বাঙ্গলার যানবাহন ও পুর্ন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ বরদাশ্রম পাইন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানানাইয়াছেন যে, দামোদর নদের বাঁধ তীরের ভগ্ন বাঁধ মেরামত করা হইয়াছে।

## বোম্বাইয়ে কয়লার অভাব

প্রকাশ, কয়লার অভাবে বোম্বাইয়ে গ্যাসের উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজি ১০ টার পর মোড়ের আলো ছাড়া রাস্তার অন্ধার গ্যাসের আলো নিবাইয়া দেওয়া হইবে।



নিঃস্বপ্ন কল্পনা নয়

নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুনির্বাহের জন্য আমাদের আজও বিদেশের দিকে চোখ বসে থাকতে হয় অথচ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের খ্যাতি সমস্ত পৃথিবী-বাসী। আজকের দিনে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীই এক নতুন ভারতের পরিকল্পনা করেন যে দাবিদ্র্যপ্রপীড়িত পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ষ নয়—নতুন পরিকল্পনার কাপাতি নিঃস্বপ্ন বাস্তবায়িত নতুন ভারতবর্ষ। এ স্বপ্ন নিঃস্বপ্ন নয় কারণ জাতীয় বাস্তব-গুণিত কর্মবর্জন উন্নতি ভাবত-বাসীর এই রূপ-পরিকল্পনা সার্থক করে তুলবে।

পৃষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরাধিপতি

শ্রীশ্রীযুত মহাবাজা মাণিক্য বাহাদুর,

কে-সি-এস-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য

ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাংক লিঃ

রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা)

চীফ অফিস—আগরতলা

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট।

T.M.B.S.

স্থাপিত—১৯২৯ সালে

## নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড

রিজার্ভ ব্যাংকের সিডিউন্ডভুক্ত

রেজিষ্টার্ড অফিস :

১০, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা শাখা :

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর,  
বড়বাজার ও শ্যামবাজার

অগ্র্য শাখা

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, সোণাপুর, চৌমুহনী, চাঁদপুর, পূর্ণাবাজার, ফেনী, কক্সবাজার, বহরমপুর, বর্ধমান, পাটনা, আরা, বেনারস, রাণী, ভাগলপুর ও জামসেদপুর।

এজেন্সী ভারতের সকল ব্যবসাকেজ্রে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

এস, সি, পাল



## কলিকাতার জুয় কুইনাইনের বরাদ্দ বৃদ্ধি

একখানি প্রেস নোট প্রচার করিয়া বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টর জানাইয়াছেন যে কলিকাতায় বরাদ্দ ২৫০০ পাউণ্ড কুইনাইনের মধ্যে মাত্র ১৫০০ পাউণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে, অবশিষ্ট কুইনাইন ছাড়াও নতুন করিয়া ১০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করা হইয়াছে। কর্পোরেশনের হেলথ অফিসারকে প্রয়োজনীয় কুইনাইন লইতে এবং ডিসপেনসারী-সমূহে বিতরণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

## রাশিয়ার প্রচুর ফসলোৎপাদন

সোভিয়েট সরকারী হিসাবে প্রকাশ, বর্তমান বৎসরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে খুব ভাল ফসল হইয়াছে। বিস্তীর্ণ উর্বর প্রদেশ হাতছাড়া হইয়া যাওয়া এবং যুদ্ধজনিত লোকাপসারণ এবং অন্যান্য অনুরোধ সত্ত্বেও এবার সর্বপ্রকার ফসলের চাষ খুব ভাল হইয়াছে এবং উৎপাদনও খুব বেশী হইবে। এ বৎসর রাশিয়ার চা-বাগানগুলিতেও আবাদের কাজ খুব ভাল হইয়াছে।

## কর্জ ও ইজারা সাহায্যের প্রতিদান

প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে সাহায্য লাভ করিতেছে তাহার প্রতিদান হিসাবে গত জুলাই মাস পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে ১১৭ কোটি ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের জিনিষপত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দিয়াছেন ৮৭ কোটি ১০ লক্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ভারতবর্ষ ৩০ কোটি ডলার।

## বাঙ্গলার মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উপস্থাপন করা হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার স্থির করিয়াছেন।

## কলিকাতা এলাকায় রেশন কার্ড বিলি

গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে এক প্রেস নোট প্রকাশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, ২৮শে নবেম্বর রবিবার হইতে কলিকাতায় রেশন কার্ড বিলির কাজ আরম্ভ হইবে। শিল্প অঞ্চলে প্রায় ৩০ লক্ষ কার্ড বিলি করা হইবে বলিয়া বিলির কাজ শেষ করিতে কিছু সময় লাগিবে। সরকার আশা করেন যে পক্ষকালের মধ্যেই কার্ড বিলির কাজ শেষ হইবে।

## উড়িষ্যা মেডিকেল কলেজ

উড়িষ্যা গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী বৎসর হইতে উড়িষ্যা মেডিকেল স্কুলটিকে মেডিকেল কলেজে পরিণত করা হইবে।

## খনিগর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি

গত ২৬শে তারিখ একখানি প্রেস নোট প্রকাশ করিয়া ভারত গভর্নমেন্ট জানাইছেন যে, ১৯২০ সালের ভারতীয় খনি আইন অনুসারে খনি গর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়া যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হইয়াছিল এক্ষণে বাঙ্গলা ও বিহারের কয়লাখনিগুলিকে সেই নিয়মাবলী হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। মধ্য প্রদেশ এবং

বেরারে এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করিয়া যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল তাহাও বলবৎ থাকিবে।

## স্ত্রীর বি এল মিত্র

প্রকাশ, আগামী এপ্রিল মাস হইতে আরও এক বৎসরের নিমিত্ত ভারতের এডভোকেট জেনারেল স্ত্রীর বি এল মিত্রের কার্যকাল বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

## অর্থনীতি বিষয়ক নতুন পুস্তক

(1) Economics of Indian Agriculture, Part I, By Dr B. V. Narayana-swamy (1943). Rochouse and Sons Ltd, Madras.

(2) India and International Currency Plans. By V. K. R. V. Rao. S. Chand & Co. Delhi.

Price Rs 1/8

(3) Food and Farming in Post-war Europe. By P. Lamartine Yates. Oxford University Press.

Price 3s-6d

(4) Report on Fairs, Markets and Produce Exchanges in India. Manager, Govt. of India Publications Delhi.

Price Rs 1/4

(5) Our Economic Problem—By P. A. Wadia and K. T. Merchant. New Book Company, Hornby Road, Bombay.

ফোন : কলি: ১৪৬৪-৬৫

গ্রাম—“Aryoplants”

# বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স

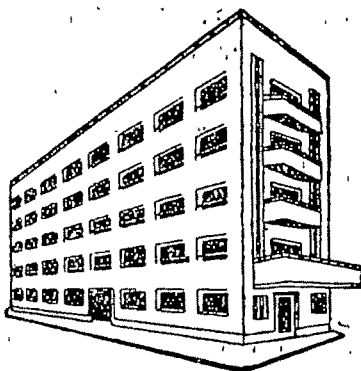
## সিণ্ডিকেট লিমিটেড

—মূলধন—

অনুমোদিত ২৫,০০,০০০  
বিক্রীত ১৮,০০,০০০  
আদায়ী ৭,২৫,০০০

—লভ্যাংশ—

আমরা কোম্পানী আরম্ভের দুই বৎসরের মধ্যে আংশীদারগণকে শতকরা ১৬ টাকা লভ্যাংশ স্বরূপ ফেরৎ দিয়াছি।



নিরাপত্তা ও লাভের জন্য  
আমাদের “হ্যাঁ” আমানতে  
লগ্নি করুন।  
২ বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক  
৫ টাকা হারে ছদ দেওয়া হবে।

“শেয়ার ডিলার্স” হাউস  
১৫ চৌরঙ্গী স্কোয়ার,  
কলিকাতা।

আমরা সর্বপ্রকার শেয়ার জর ও বিক্রয় করিয়া থাকি, বিস্তৃত  
বিবরণ আমাদের “মাসুলি শেয়ার মার্কেট রিপোর্টে”  
পাইবেন। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা কপি পাঠান হয়।

# কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি  
সকল অবস্থাতেই  
আপনাদের  
সেবা করিতে  
প্রস্তুত।

হড্ অফিস :—

৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রিট  
কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ৬১১

শাখাসমূহ :—

ঢাকা, কালিম্পাং,  
শিলিগুড়ী, শান্তিপুর,  
রাজসাহী, বালী, বগুড়া,  
কৃষ্ণনগর, তারকেশ্বর ও  
রাণাঘাট।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এম্, কে, চক্রবর্তী

৭০ বৎসর সত্যতার সহিত পরিচালিত

## অক্ষয় কুমার লাহা

৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রিট কলিকাতা

ইন্ডিয়ান  
মটর গাড়ীর  
সিনেমার  
কারখানার

“রেডিয়াম” মার্কা  
চিরস্থায়ী  
সিমেন্ট-কলার

মেন  
কলি: ২৭০৬

গ্রাম  
কলারখান

KEY  
BRAND  
PAINTS

## কোম্পানী এসক

### বঙ্গী কটন মিলস্‌ লিঃ

বঙ্গী কটন মিলস্‌ লিমিটেডের গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক কার্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই কার্য-বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে মিলটির ক্রমোন্নতির স্পষ্ট পরিচয় পাইয়া আমরা প্রীত হইলাম। রলা বাহুল্য, ১৯৪২ সাল নানা কারণেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের পক্ষে অসুকল ছিল না। জাপ বিমান হানার ফলে সামরিকভাবে একটা বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছিল—বিশেষ করিয়া শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সুপরিচালনা ও দূরদৃষ্টির ফলে বঙ্গী মিলের শ্রমিকদের মধ্যে কোনরূপ গোলাযোগ দেখা যায় নাই। ইহা ছাড়া যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির ফলে কাঁচা মাল, রাসায়নিক জব্যাদি হ্রাস দিয়া ফিনিতে হইয়াছে এবং অস্বাভাবিক অবস্থার বিবেচনায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। এই সব অতিকূলতা ও ব্যববাহুল্য সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরে বঙ্গী কটন মিলের লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৯০ টাকা। ইহার সহিত পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের ত্বের ২৬ হাজার ৪০৮ টাকা বোণ করিয়া মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ২০১ টাকা। ক্ষয়ক্ষতি পূরণ তহবিলে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৭৮ টাকা রাখিয়া উক্ত ৮৯ লক্ষাধিক লাভের অবশিষ্ট ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪২০ টাকা হইতে মিলের ডিরেক্টরগণ উহার অংশীদারগণকে সাধারণ শেয়ারের উপর বার্ষিক শতকরা আয়কর-রহিত ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। কর তহবিলে ও অন্তর্যাবদ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা রাখিয়া ৫৭ হাজার ৭১৪ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গী কটন মিলস্‌ লিমিটেডের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে ৩২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৬৬ টাকা। এই প্রকারের দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ—জমি-জমার ৮৪ হাজার টাকা; ইমারত সম্পত্তি ৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; কল-কারখানার যন্ত্রপাতি ৬ লক্ষ ৯ হাজার টাকা; বৈজ্ঞানিক সামগ্র্যসম্মান যন্ত্রপাতি ৫১ হাজার টাকা; আসবাবপত্র ৭ হাজার টাকা; মোটর গাড়ী ও লরী ৫ হাজার টাকা; তৈরী কাপড়, তুলা, খাত্তশস্ত ইত্যাদি মজুত মালের পরিমাণ ১০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা; ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা; হেড অফিস ও মিল অফিসে হাতে নগদ এবং ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে বঙ্গী কটন মিলস্‌ লিঃ যে একটি সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আমরা ইহার আরও উন্নতি কামনা করি।

### দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব সমালোচনার পাইয়া প্রীত হইয়াছি। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে উক্ত বাণাসিক রিপোর্ট দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝা যায়। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে দাশ ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ছিল-কিস্তিদেয় ৪০ লক্ষ টাকা মাত্র। কিন্তু উহার পর ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই আমানতের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়া মোট ৭৭ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা হইয়াছে। এক্ষেত্রে সুবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ভারত সরকার কর্তৃক ভারতরক্ষা বিধানের নুতন ২৪ক ধারা প্রযুক্ত না হইলে আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ আরও বেশী হইতে পারিত। দাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা মাত্র তিন বৎসর কাল পূর্বে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে আলোচ্য ছয় মাসে দাশ ব্যাঙ্কের নীট লাভের পরিমাণ যে ৪৪ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে তাহাকে সন্তোষজনকই বলিতে হইবে।

উক্ত বাণাসিক রিপোর্টে গত ১৯৪৩ সালে ৩০শে জুন তারিখে দাশ ব্যাঙ্কের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে ২৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ—নগদ হাতে ১৮ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা; ব্যাঙ্কে জমা ১১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা; ঋণ ও দায়দানে ৪২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা; আসবাবপত্র ও অন্তর্বিধ সামগ্র্যসম্মানে ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা; মোটর গাড়ী ও সাইকেল ৪ হাজার ৪২২ টাকা। শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন ও প্রায়জিক ব্যয় ৪৬ হাজার টাকা; বিজ্ঞাপন এবং অন্তর্বিধ প্রচার ও উন্নয়ন ব্যয় ৭০ হাজার টাকা।

উপরোক্ত বাণাসিক কার্যবিবরণীতে দাশ ব্যাঙ্কের গৃহ পরিচালনাই সূচিত হয়। আমরা এই ব্যাঙ্কটির আরও উজ্জল ভবিষ্যতের কামনা করি।

### ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৫ই নবেম্বর তারিখে ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নবদীপ শাখার শুভ উদ্বোধন যথার্থীতি অনুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নবদীপ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ডাঃ চ্যাটার্জি তাঁহার নাতিনীর্ষু অভি-ভাষণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপযোগিতার কথা বলিতে গিয়া ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কার্যপরিচালনার জুয়গী প্রসংশা করেন। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে মিঃ ডি এম্‌ ওহ সমাগত অতিথিবর্গের স্বাগতের প্রতি সর্জনক মনোযোগ নিবন্ধ রাখিয়াছিলেন। সভাস্তে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বম্বে ষ্টীম নেভিগেশন্‌ কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা। মডেল মিলস্‌ নাগপুর লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম কাইনাল ডিভিডেণ্ড বার্ষিক শতকরা ৪১/১০ আনা (সর্বসমেত বার্ষিক শতকরা ৭১ টাকা)। কুরলা শিপিং এণ্ড উইডিং কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ১৫ টাকা। গৌরীপুর কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ১৫ টাকা। নদীয়া মিলস্‌ লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ৪১/১০ আনা। হোশিয়ারপুর-ডোম্রাব ত্র্যাক রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম কাইনাল ডিভিডেণ্ড প্রতি শেয়ারে ২১/১০ আনা (সর্বসমেত প্রতি শেয়ারে ৪৬/১০ আনা) হিসাবে। ময়মন-সিংহ-ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম কাইনাল ডিভিডেণ্ড প্রতি শেয়ারে ২১/১০ আনা হিসাবে (সর্বসমেত প্রতি শেয়ারে ৩১/১০ আনা)। সারা-সিরাঙ্গগঞ্জ রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম প্রতি শেয়ারে আয়কর রহিত ২১/১০ আনা। কালিমপং রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা আয়কর রহিত ৭১/১০ আনা।

### সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধীয়

## দরদী

বাঙ্গালা ও আসামের একমাত্র পাক্ষিক

ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

বার্ষিক মূল্য সড়াক সাড়ে তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেন্দ্র চক্রবর্তী : দরদী পত্রিকা অফিস—কুমিল্লা

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৬শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বের তুল্য একটানা স্বচ্ছলতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। চাহিদা মাত্র পরিশোধের কড়ারে ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে স্বল্পমোদী ধরনের সুদের হার যথাপূর্ব বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছে। তুলার ক্ষত টাকার চাহিদা দেখা যাইবে বলিয়া যে ভরসার ভাব দেখা গিয়াছিল তাহা এখনও আশা হইয়াই রহিয়াছে। ঐ বাবদ টাকার যে চাহিদা আছে তাহার পরিমাণ এখনও যৎসামান্য। ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতের পরিমাণ পূর্ববৎ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এবারের বিনিময় বাজারের সম্পর্কে নূতন কিছু বলিবার নাই—পূর্বের মতই মন্ডার ভাব চলিতেছে। স্বল্প পরিমাণ রপ্তানী বিলের কথা বাদ দিলে বিনিময় বাজারে এসপ্তাহে কাজকারবার হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গত ২৩শে নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ক্ষত যে টেওয়ার আত্মন করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৭১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ৯৯৬৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেওয়ারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮/০ আনা ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ৩০শে নবেম্বর বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অস্তান্ত কেন্দ্রে ২৯শে নবেম্বর কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেওয়ার গৃহীত হইবে। বাহাদের টেওয়ার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩রা ডিসেম্বর টাকা দিতে হইবে। অস্তান্ত সর্ব পূর্বের তুল্য।

আগামী ২রা ডিসেম্বর বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত বোম্বাই ও কলিকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে তিন মাসের মেয়াদী বাজলা সরকারের ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ক্ষত টেওয়ার আত্মন করা হইবে। বাহাদের টেওয়ার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর টাকা দিতে হইবে। আগামী ২৯শে নবেম্বর উক্ত সময়ে উক্ত স্থানে তিন মাসের মেয়াদী মুক্ত প্রদেয় সরকারের ১৯ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ক্ষত টেওয়ার আত্মন করা হইবে। গৃহীত টেওয়ারের টাকা দিতে হইবে আগামী ১লা ডিসেম্বর।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭৯৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭৯৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্ধের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫৫ কোটি ১৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪২ কোটি ২২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৪ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে কোন ধার দেওয়া হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অগ্রান্তে ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮০ কোটি ২২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ হইয়াছে ৫৬ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে ছিল ৫৪ কোটি ৭২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্রহ্ম সরকার ও অস্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১০ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| টেলিঃ হস্তি (প্রতি টাকায়) | ১ শিঃ ৫৫ ১/২ পে |
| ঐ দর্শনী                   | ১ শিঃ ৫৫ ১/২ পে |
| ডি এ ৩ মাস                 | ১ শিঃ ৬৫ ১/২ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)     | ৩৩২ ১/২         |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৭শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে আবার তেজীর ভাব দেখা দেয়। পূর্ব সপ্তাহে যে মন্ডার ভাবের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। কয়লাখনি সম্পর্কে অতিরিক্ত মূল্যের ধারণার হার সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা হইবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় কয়লা খনির শেয়ারের চাহিদা এবং দর আরও বৃদ্ধি পায়। পাটকল সমূহের কার্যকাল এবং পাটকলে কয়লা সরবরাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা হওয়ায় পাট কলের শেয়ারের দরও হঠাৎ খুব বৃদ্ধি পায়। কাপড়ের কলের শেয়ারের চাহিদা বিশেষ ছিল না তবে সাধারণভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলির শেয়ারের দর বৃদ্ধি পায়। শেয়ার বাজারের এই তেজীর ভাব স্থায়ী হইবে বলিয়াই মনে হয়।

### কোম্পানীর কাগজ

কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও কোম্পানীর কাগজের বাজারে স্থির ভাব বলবৎ ছিল। ৩০/১১ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৯ ১/২

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভূষিত করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারি এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ৪৫৫০ ও ৪৫৪৫

অনুমোদিত মূলধন ১০০,০০,০০০ টাকা

বিক্রয়ার্থ মূলধন ২৫,০০,০০০ "

বিক্রীত মূলধন ৯,২৫,০০০ টাকার উপর

আদায়কৃত মূলধন ৬,২১,০০০ টাকার উপর

মুক্ত ও অপরাপন্ন

তহবিল ১,৬২,৯১৬৮২/৬ পাই

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

শাখা :—শ্রামবাজার, চৌরঙ্গী স্টোর, কলকাতা,

কলকাতা, পার্ক সার্কাস (কলিকাতা),

বর্ধমান, চুঁচুড়া, ঢাকা, নয়মনিংহ,

সিরাজগঞ্জ, জামালপুর ও কুষ্টিয়া।

क्यालकांति ज्ञाननाम २२८८ नं—१०७०  
१०८१०। इन्डियन (कति) २२८८ नं—११७८।  
रिजार्ड १८६ नं—१२८१०० १२८८—१२८१०

কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ শালি আছে।  
ম্যামোজারের নিকট আবেদন করুন।

১২৫; ২২শে—১২৫, ১২৫।; ২০শে—১২৫।  
১২৫, ১২৫।। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১৮ই  
নং—২১৫ ২২, ২২।; ২০শে—২১, ২১৫;  
২৪শে—২২, ২১।।

### কমলার খনি

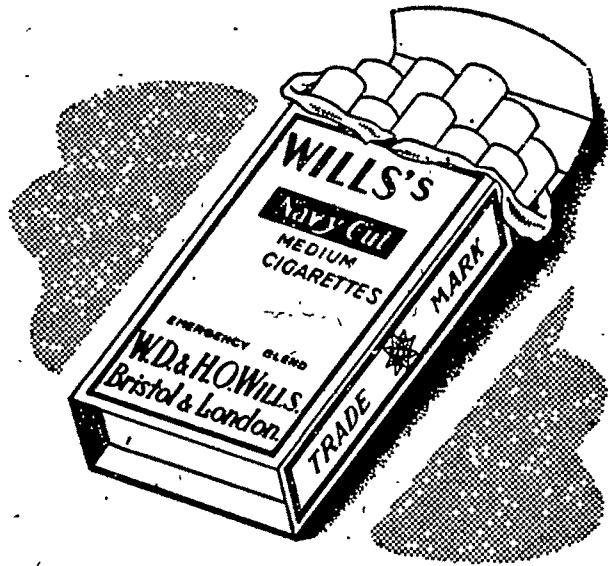
গ্রামালপেমেটেড ১২শে নং—৪৩; ২০শে—  
৪৩, ৪৩।; ২২শে—৪৩, ৪৩।; ৪৩।; ৪৩।; ৪৩।;  
২০শে—৪৩। ৪৩। ৪৩। ২৪শে—৪৩।  
৪৩। ৪৩।। বড়বনী ১২শে নং—২।; ২।; ২।;

২০শে—২। ২। ২। ২। ২।; ২০শে—  
২।; ২৪শে—৩, ৩। ৩। ৩।। বেঙ্গল  
১৮ই নং—৫২৪, ৫২৩; ১২শে—৫২৩;  
২০শে—৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩; ২২শে—৫৩৩,  
৫৩৩। ৫৩৪, ৫৩৫; ২০শে—৫৩১, ৫৩৩,  
৫৩৪; ২৪শে—৫৩৬, ৫৩৮। বেঙ্গল-নাগপুর  
১২শে নং—৪৬, ৪৬।; ২। (২।) ১৮ই—  
১৭।। জালগোড়া ১৮ই নং—১১। ১১।  
১১। ১১। ১১। ১১। ১১। ১১। ১১। ১১।

১২; ২০শে—১২, ১২।; ১২। ১২। ১২।;  
২২শে—১২। ১২। ১২। ১২। ১২।;  
১২। ১২।; ২০শে—১২। ১২। ১২।;  
১২। ১২।; ২৪শে—১২। ১২। ১২।;  
১২। ১২।। বোকারো এন্ড রায়গড় ১৮ই  
নং—৩১। ৩১।; ২০শে—৩১।; ২২শে—  
৩১।; ২০শে—৩১। ৩১।; ২৪শে—৩১।;  
৩১।। বড়বেমো ১২শে নং—২।; ২০শে—  
২।; ২২শে—২।; ২০শে—২। ২।;



“মূল্যে বিনিময়ে ইশাহে মাল্লীকৃষ্ণে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**



২২শে—১০৮/০ ; ২৪শে—১০৮/০ ; ঐ (প্লেক) :  
২৩শে—১০৯। বেনারস ১৮ই নং—১৪৫০ ;  
১৯শে—১৪৬/০ ; ২০শে—১৪৬/০ ১৪৫০/০ ;  
২২শে—১৪৬/০ ১৪৫০/০ ১৪৫০/০ ১৫ ; ২৩শে—  
১৪৬/০ ১৫ ১৫/০ ১৫০/০ ১৫০/০ ১৫০ ;  
২৪শে—১৪৬/০ ১৪৫০/০ ১৫ ১৫০/০ । বেঙ্গল-  
নাগপুর ১৯শে নং—৩৪৮ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ; ২০শে—  
৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ; ২২শে—৩৫  
৩৫০/০ ৩৫০ ৩৫০/০ ৩৫০ ; ঐ (প্লেক) ১৮ই—  
১৬৮ । কানপুর টেক্সটাইল ১৮ই নং—১৪৮-  
১৪৮/০ ; ১৯শে—১৪৮/০ ১৪৮/০ ১৪৮/০ ১৪৫-  
১৪৫/০ ১৪৫০/০ ; ২০শে—১৪৫ ১৫৫/০ ;  
২২শে—১৫ ১৫০/০ ১৪৫০/০ ১৪৫/০ ১৪৫০/০  
২৩শে—১৪৫/০ ১৪৫০/০ ১৪৫০/০ ১৫ ; ২৪শে—  
১৪৫০/০ ১৫/০ ১৫০/০ । ঢাকেশ্বরী ২২শে নং—  
২৮৭/০ ; ২৪শে—২৮৮/০ ২৮৮/০ ২৮৫০/০ ২৯  
২৯০ । এজগিন মিলস্ ১৯শে নং—২৬০ ২৬৫০-  
২৭ ; ২০শে—২৭ ২৭৮/০ ; ২২শে—২৬০ ২৬৮/০  
২৭০ ২৭৮/০ ; ২৩শে—২৭৫ ২৮ ২৬০ ২৮৫০-  
২৯ ; ২৪শে—২৮ ২৬০ । কেশোরাম ২২শে  
নং—১৬ ১৬/০ ১৬০ ১৬০/০ ; ২৩শে—১৬০  
১৬০/০ । মহালক্ষ্মী ১৯শে নং—৪৩ । নিউ  
ভিক্টোরিয়া ১৮ই নং—১০৮/০ ১০৮ ১০৮/০ ;  
১৯শে—১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ;  
২০শে—১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০  
১০৮ ১০৮/০ ১০৮/০ ; ২২শে—১১ ১১০-  
১১৫/০ ১০৮/০ ১১৫/০ ১১৫ ১১৫/০ ১১৫০-  
১১৫/০ ১১৫/০ ১১০ ; ২৩শে—১১৫০-  
১১৫ ১১৫/০ ১১০ ১১০/০ ১১৫/০ ১১৫/০ ১১০-  
১১৫/০ ১১৫/০ ১১৫/০ ; ২৪শে—১১৫/০ ১১/-  
১১৫/০ ১১০ ১১০/০ ১১৫/০ । নিউ ভিক্টোরিয়া

৮নং ক্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

9

রোটাশ ২২শে নং—১৫০/০ ১৫০। হাওড়া-  
শিয়ালখোলা ২০শে নং—২৫০। সারা-সিরাঙ্গপল্লী  
২০শে নং—১০৮০ আনা।

### খনি

বিসরা টোন লাইম ২০শে নবেম্বর—১১৮।  
বাখা কর্পোরেশন ১৮ই নং—৩৮/০ ৩৮০;  
১২শে—৩৮/০ ৩৮০; ২০শে—৩৮/০ ৩৮০;  
২২শে—৩৮/০ ৩৮০; ২০শে—৩৮/০ ৩৮০;  
২৪শে—৩৮/০। ইন্ডিয়ান কপার ১৮ই নং—২৮/০  
২৮০; ১২শে—২৮/০ ২৮০; ২০শে—২৮/০ ২৮০;  
২২শে—২৮/০ ২৮০; ২০শে—২৮/০ ২৮০;  
২৪শে—২৮/০। কনসোলিডেটেড টিন ২০শে  
নং—২৮/০; ২০শে—২৮/০। করপ্পুরা ডেভেলপ-  
মেন্ট ১৮ই নং—১৬০/০; ১২শে—১৬০/০;  
২২শে—১৬০/০; ২০শে—১৬০/০ ১৬০; ২৪শে—  
১৬০/০ ১৬০। যোডেসিয়া কপার ২২শে নং—  
২/০; ২৪শে—২/০ আনা।

### রবার

এমালগেমেটেড সালফ ১৮ই নবেম্বর—১ ডলার  
১৭০ সেন্ট। আয়ার মোলেক ১৮ই নং—১ ডলার  
২৫ সেন্ট। ডিগওয়ারা ১২শে নং—৬০/০।  
কেমপাস ১৮ই নং—১ ডলার ৪০ সেন্ট।

### কাগজের কল

ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৮ই নবেম্বর—  
২১০০; ১২শে—২১০; ২০শে—২৮০; ২২শে  
—২১০; ২০শে—২১০; ২২শে—২৮০; ২৪শে—  
২১০; ২২শে—২১০। ওরিয়েন্ট ১৮ই নং—২৮০;  
২০শে—২৮০/০ ২৮০; ২৪শে—৩০/০। টিটাগড়  
১৮ই নং—২৭০; ১২শে—২৮০/০ ২৭০; ২২শে  
২৮০/০ ২৭০; ২০শে—২৭০; ২২শে—  
২৭০/০ ২৭০ আনা।

### চিনির কল

শ্রীতলপুর ১৮ই নবেম্বর—১৬০; ১২শে—  
১৬০। সমষ্টিপুর ১৮ই নং—২০/০ ২০; ২০শে—  
১২০/০; ২২শে—১২০/০। সুদী জগারী

১৮ই নং—২৬০/০; ১২শে—২৬০ ২৬০/০;  
২২শে—২৬০/০ ২৬০; ২৪শে—২৬০ ২৬০।  
হারভালা ১৮ই নং—৩০০/০; ১২শে—৩০০  
৩০০/০; ২০শে—৩০০; ২৪শে—২০০/০ ৩০০/০।  
কানপুর ১৮ই নং—৪৫০/০ ৪৫০; ১২শে—৪৫০  
৪৫০; ২২শে—৪৫০; ২৪শে—৪৫০/০ ৪৫০।  
কেস এন্ড কোং ১৮ই নং—২৮ ২৭০/০;  
১২শে—২৭০ ২৮০; ২০শে—২৭০/০ ২৭০/০;  
২২শে—২৭০/০ ২৮০; ২০শে—২৭০/০ ২৭০;  
২৪শে—২৭০/০ ২৭০ আনা।

### চা-বাগান

ইথেলবাড়ী ১২শে নং—২৫০ ২৫০। হাঁস-  
কোয়া ২০শে নং—১৬০; ২৪শে—১৬০/০ ১৬০।  
হাসিমারা ২০শে নং—৭২০। হাতিফীরা ১২শে  
নং—৩০০। হলদীবাড়ী ১৮ই নং—৪১ ৪১০;  
১২শে—৪০০ ৪০০। নিউ টেরাই ১৮ই নং—  
২২০ ২২০/০; ২২শে—২২০/০ ২২০/০। তেজপুর  
১৮ই নং—১৬০/০ ১৭০; ২৪শে—১৬০/০। বানর-  
হাট ১৮ই নং—৮৫৮ ৮৫০ টাকা।

### বিবিধ

আলুমিনিয়াম কর্পোরেশন ১৮ই নং—১৮০/০  
১৮০; ১২শে—১৮০ ১৮০/০; ২০শে—১৮০/০

২০০; ২২শে—২০০/০ ২০০/০; ২০শে—২০০/০  
২০০; ২৪শে—২০০ ২০০। আসাম বেঙ্গল  
সিমেন্ট ১৮ই নং—১৩০/০; ১২শে—১৩০/০;  
২২শে—১৩০; ২০শে—১৩০ ১৩০/০; ২৪শে—  
১৩০। বামারলরী ১২শে নং—৪১৫। বেঙ্গল  
পটারিঞ্জ ২৪শে নং—২৫০/০ ২৫০/০। বি আই  
কর্পোরেশন ১৮ই নং—৬৮/০ ৬৮০; ১২শে—  
৬৮/০ ৬৮০; ২০শে—৬৮/০ ৬৮০; ২২শে—  
৬৮/০ ৬৮০; ২০শে—৬৮০/০ ৬৮০; ২৪শে—  
৬৮/০ ৬৮০। ক্যালকাটা ট্রায়গন ২০শে  
নং—২৪০; ২২শে—২৪০; ২০শে—২৪০  
২৪০/০; ২৪শে—২৪০/০ ২৪০। ডালমিয়া  
সিমেন্ট ১২শে নং—১৭০/০ ১৮০/০; ২২শে—  
১৭০ ১৮০; ২০শে—১৭০ ১৮০/০; ২৪শে—  
১৮০/০। ডানলপ রবার ১৮ই নং—৫৬০; ২২শে—  
৫৬০; ২০শে—৫৬০; ২৪শে—৫৬০ ৫৬০।  
রোটাশ ইন্ডাস্ট্রিজ ১২শে নং—৩২০ ৩২০;  
২৪শে—৩২০। ইন্ডিয়ান কেবলস ১২শে নং—  
৩১০; ২০শে—৩১০; ২০শে—৩১০ ৩১০/০;  
২৪শে—৩১০ ৩১০/০। বেঙ্গল ফ্লাওয়ার ১৮ই  
নং—২৫০ ২৫০/০; ২২শে—২৫০; ২৪শে—  
২৫০। ব্রিটিশ বাখা পেট্রল ২০শে নং—৩০০;  
২২শে—২৫০/০ ৩০০/০।

(মৎস্যজীবীর মৃত্যু—৬৫২ পৃষ্ঠার পর)

মুখে তেমনি তাদের জীবনীশক্তিহীন জাল-  
গুলিও খসিয়া যাইতেছে। উহাদ্বারা মাছ  
ধরা আর সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। বেগতিক  
দেখিয়া অনেক জেলে মাছ ধরা ছাড়িয়া মাছ  
কেনাবেচার কাজ ধরিয়াছিল, কিন্তু পুঁজি  
ফুরাইয়া তারাও অর্থহীন হইয়া বসিতেছে।  
ইহাদের অনেকে বাড়ীঘর বেচিয়া ছোট ছোট  
নৌকা কিনিয়া পাটুনির কাজে অর্থাৎ যাত্রী  
আনা-নেওয়ার কাজে নামিয়াছিল। জীবনী-  
শক্তি হারাইয়া তারাও নিশ্চিহ্ন হইয়া  
যাইতেছে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অল্প নৌকা-  
ডুবির কাহিনীগুলিই তার প্রমাণ। বাজর বল  
ও বুকের বল দুইই হারাইয়া মারা যাওয়া  
ছাড়া এরা আর অন্য পথ পাইতেছে না।

জেলেপাড়াগুলি যারা দেখিয়াছেন তাঁরা  
জানেন, এরা অল্প জায়গায় কেমন ঘেঁষাঘেঁষি  
করিয়া বাস করে। এইটুকুতেই বড় বড় জাল  
সুখানো, মাছ সুখানো প্রভৃতি কাজ করিতে  
হয়... তাই তাদের স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য।  
তার উপর অনাহার, কাজেই মৎস্যজীবীরা  
সর্বাধিক হারে মারা যাইতেছে এবং 'জাতি  
হিসাবে নিশ্চিহ্ন' হইয়া যাওয়ার সঙ্কট তাদের  
পক্ষে অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে।

সুস্থ বাংলার অন্তান্ত সম্প্রদায়গুলিকে  
বাঁচাইবার যেমন আজ কোনো উপায় খুঁজিয়া  
পাওয়া যাইতেছে না, তেমনি ইহাদের মৃত্যু-

শ্রোত রোধ করিবারও কোনো উপায় উদ্ভাবন  
করার কথা কল্পনায় আনা যাইতেছে না।

চূর্ণত বাংলার সমস্তা হয় ত এক দিন  
মিটিবে; প্রভূতসংখ্যক লোক মরিয়া গিয়াও  
হয় ত একদিন মৃত্যুশ্রোত বন্ধ হইয়া যাইবে।  
তখন, হয়ত এদেরও মৃত্যুশ্রোতে ভাটা  
পড়িবে, কিন্তু ইহাদের জীবনের ভাঙ্গন বাধা-  
প্রাপ্ত হইবে না। কারণ অবশিষ্ট বাংলার  
সমস্তা কেবল অয়ের। তাদের মুখে অল্প  
তুলিয়া দিতে পারিলেই চূর্ণত বাংলা আবার  
হাসিয়া উঠিবে। কিন্তু শুধু অল্প সুপ্রাপ্য  
হইলেই মৎস্যজীবীরা জীবন পাইবে না;  
কারণ, একমাত্র অল্পকে অবলম্বন করিয়া  
যে শৈবাল তাদের জীবনের শ্রোত মরিয়া  
দিয়াছে তাহা আরো ব্যাপক। এক্ষণ অবশিষ্ট  
বাংলার সমস্তা হইতে মৎস্যজীবীদের সমস্তাকে  
আলাদা করিয়া দেখিবার এবং তাদের জীবন-  
যাত্রাপথ উন্নয়নের কথা চিন্তা করিবার  
প্রয়োজন আছে।

বহু প্রশংসিত বিখ্যাত ঔষধ—  
স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়  
“নিওটোন”

অব্যর্থ কলত্রাদ মর্হোষ  
৮ আউন্স—১৫০/০, ১২ আউন্স—২৫০/০  
সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়  
প্রচারক—এস. ডেভী এন্ড কোং  
৪৪ সি. আমহাষ্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

সেবা ব্রতে ব্রতী

**প্রিন্সলস ক্রেডিট**  
**(ব্যাঙ্ক লিমিটেড)**

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ  
ক্যানিং স্ট্রিটের সংযোগস্থলে  
ফোন কলি: ৩৪৬

স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগজ, বিল  
ও পণ্য জবোয়র জামিনে টাকা  
দান দেওয়া হয়।

স্বামী আমানতের স্বদের দ্বারা পত্র  
লিখিলে জামান হয়।

অন্যান্য সর্বপ্রকার ব্যক্তি  
কার্য করা হয়।

এস. চৌধুরী  
মানেজিং ডাইরেক্টর

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর,

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে সম্প্রতি তেজীরা ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, কয়লা সরবরাহের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, মিলসমূহেরও কাজের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। মিলওয়ালারা এবার প্রচুর পাট ক্রয় করিয়াছেন। বাজারের বর্তমান চড়তির ভাব ক্ষুণ্ণ না হইলে পাটের দর আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। খাণ্ডশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কড়াকড়ি ও চটের বাজারের মন্দা এই দুইটি বিষয়ও কাঁচা পাটের দরে চড়তি ভাবের অন্ততম কারণ। কলিকাতার বাজারের উন্নতির খবর মফঃস্বলে পৌঁছবার পর সর্বত্র বাজার একটু চাঞ্চা হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বাজারের মধ্যে যে তারতম্য চলিতেছিল বর্তমানে তাহা দূরীভূত না হইলেও এখন কিছুটা সমতা আসিয়াছে বলা বাইতে পারে।

এবার আলগা পাটের বাজারও বেশ তেজী ছিল। কাজকারবারের পরিমাণ সন্তোষজনক হইয়াছে। ইউরোপীয়ান মিডল ও বটোম এবার যথাক্রমে ১৫৫০ আনা ও ১২৫০ আনার বিকিকিনি

হইয়াছে। ইণ্ডিয়ানজাত তোসার দর ছিল ১৫০ আনা। পাকা বেল বিভাগে চড়তি দর থাকিলেও কাজের পরিমাণ সন্তোষজনক হয় নাই।

মিলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে এরূপ অনুমানের উপর যেকোনো পাটের বাজারের চড়তির ভাব দাঁড়াইয়াছে সেখানে আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ যে সামান্য হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। তবে থলে ও চটের দর খুব বেশী হ্রাস পাইবার কোন শঙ্কা নাই। আহাজ সংস্থান সন্তোষজনক হইলে বরং বাজারে উর্দ্ধগতি দরই দেখা যাইবে। এবার ৯নং পোর্টার ২১ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহার দর ছিল ২১০ আনা। এবার ১১ নং পোর্টার নবেম্বর ২৭৫০ আনা, ডিসেম্বর ২৭৫০ আনা ও জাম্মারী-মার্চ ২৭৫০ আনার ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজার সম্পর্কে বলিতে গিয়া গবর্ণমেন্টের বিধোষিত সিদ্ধান্তের কথা সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। ভারত সরকার জানাইয়া দিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট প্রয়োজন বোধে একটা নির্দিষ্ট দরে মজুত তুলা ক্রয় করিবেন। তুলার দর অত্যধিক নামিয়া আসিতে থাকিলে গবর্ণমেন্ট বাজারে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া পূর্বে যে শঙ্কা দেখা দিয়াছিল এই ঘোষণার পর তাহা বহুলাংশে দূরীভূত হইল সন্দেহ নাই। বাজারে একটা ভরসার ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। আগাম কাজ-কারবারও যথারীতি আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট তুলার যে মূল্য বাধিয়া দিলেন তাহা বাহাতে বজায় থাকে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টাকারে জানান হইয়াছে। বাজারের অবস্থা সম্যক বিবেচনা করিয়া এবং তুলা চাবীদের স্বার্থের কথা রিস্মত না হইয়া গবর্ণমেন্ট ১৯৪৩-৪৪ সালের নতুন তুলা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইএর তুলার বাজারে করিলা ব্যতীত অন্যান্য সর্বপ্রকার তুলার দর বৃদ্ধি পায়। অবশ্য পরে এই চড়তির ভাব বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। মিল মালিক পক্ষ ভবিষ্যতে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে সেই বিষয় চিন্তা করিতেছেন বলিয়াই আপাততঃ তুলা ক্রয় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখাই-তেছেন না। এদিকে তুলা চাবের বহু অঞ্চল হইতে প্রতিকূল আবহাওয়ার সংবাদ আসায়ও ব্যবসায়ী মহলে একটা প্রতীকার ভাব দেখা যাইতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজার তেজী থাকিলেও কাজকারবারের পরিমাণ বেশী হয় নাই। আগাম কাজকারবার তো যৎসামান্য হইয়াছে। নতুন সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের ঘোষণা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বৈধ্য ধরিয়া থাকাই ব্যবসায়ীরা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছেন। শীতবস্ত্রের

চাহিদা পূর্বের তুলনায় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু শীতবস্ত্রের মজুত পরিমাণ ও সরবরাহের সম্ভাবনা কম বলিয়া কাজকারবার একটা সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তবে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতের বাহির হইতে বিদেশী শীতবস্ত্র আমদানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা সত্যে পরিণত হইলে শীতবস্ত্রের বাজারে কর্তৃত্বপরতা অবশ্যই লক্ষিত হইবে।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৬শে নভেম্বর

মূল্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন না হইলেও আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে বেশ অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যায়। সোণা বিক্রয় সম্পর্কে সরকারী নীতি স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, তদুপরি কয়েকদিন যাবৎ খবর পাওয়া যাইতেছে যে মধ্য-প্রাচ্যে সোণার দর ভারতের দর অপেক্ষা বেশী এবং তাহাতেও সরকারী নীতি অস্পষ্ট এবং অজ্ঞাত। এদিকে ভারত সরকারের অর্থসচিবও কি হুত্রে সোণা পাইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সোণা বিক্রয় করিতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণগুলির সম্মিলিত ফল হিসাবে সোণার বাজারে এরূপ অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইয়াছে। ক্রেতা বিক্রেতার অপেক্ষা করিয়া অবস্থার গতি লক্ষ্য করিবার দিকে ফুঁকিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পাকা সোণা ৭৭ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতা বাজারে সোণার দর গিয়াছে ৭৭৫০ এবং গিনি প্রতি খণ্ডের দর গিয়াছে ৫৩৫০ আনা।

## রূপা

কলিকাতা, ২৬শে নভেম্বর

সোণার বাজারের অনিশ্চয়তা ফলে আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দর বৃদ্ধি পায়। রূপার এই মূল্য বৃদ্ধির অবশ্য বিশেষ কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না। তবে রূপা সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সরকারী নীতি যে নাই তাহা ঠিক। আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দর গিয়াছে প্রতি ১০০ ভরির অঙ্ক ১২৪০ টাকা। কলিকাতার বাজারে দর ছিল ১২৩৫ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন হয় নাই।



ডোমিনিয়ন  
১৯৪৩

১৯৪৩ শেষ হয়ে এল কিন্তু এর ভয়াবহ স্মৃতি মানুষের মনকে বহুদিন নাড়া দেবে। বুদ্ধি, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, দেশব্যাপী মরুত্ব, মানুষের জীবনে যে বিরাট বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে তার থেকে ভবিষ্যতের আর্থিক সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করেছেন। ডোমিনিয়নের পলিসি অন্ন খরচে আপনাদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে দিতে নিশ্চিতরূপে সহায়তা করবে। আজকের দিনে নিশ্চয়তার দাম সবচেয়ে বেশী।

ডোমিনিয়ন  
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ  
১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

৩১-৫.০৭/৪

দ্রি  
শ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল  
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ  
স্থাপিত—১৯৩৪  
হেড অফিস—কাণপুর  
লাইফ ফায়ার এ্যাকসিডেন্ট  
এজেন্সি-কমিশন বংশপরম্পরাগত  
প্রগতিশীল নিরাপত্তাবিধানক আধুনিক  
সম্পূর্ণ ভারতীয় চিন্তাকর্ষক পলিসীসর্বসমূহ  
শ্রী ইণ্ডিয়া পলিসী নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি  
চেয়ারম্যান : ম্যানেজিং ডাইরেক্টর  
স্বার পদম্পৎ সিংহানিয়া এন্ড কোং ভারতীয়  
লাইফ ম্যানেজার :  
কে ভট্টাচার্য  
ব্রাঞ্চ : কলিকাতা ব্রাঞ্চ :  
ভারতের সর্বত্র ১মং ক্লাইভ স্ট্রীট

( রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৬৫৬ পৃষ্ঠার পর )

চার্জিল কোম্পানীর অল্পস্বত ভারত নীতিই তাঁহার ভাষণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যেন একটি দম-দেওয়া গ্রামোফোন তৈরী কথা আওড়াইয়া গিয়াছে মাত্র। ভারতের খাড়া-ভাবের কথা সত্যি উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় ‘হুর্ভিক্ষ’ শব্দ থাকে দূরে থাকুক উহার কাছাকাছি একটি প্রতিশব্দও নাই—তাঁহার ভাষণের ত্রিসীমানায় বাঙ্গলার বিপুল লোকস্বয়ের কোন উল্লেখ নাই। ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান কল্পেও কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত, কোন ভরসার ইঙ্গার নাই। ভাষা সম্পর্কে এই সুকৌশল সতর্কতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে প্রবীন মুসলিম জননায়ক মোলানা হজরৎ মোহানী যেরূপ পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মোলানা সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষকে ৫টি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া এই ৫টি প্রদেশের সহযোগিতায় ভারতে একটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট গঠন করিবার পক্ষপাতি। উক্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে সামরিক ও পররাষ্ট্র বিভাগের কর্তৃত্ব থাকিবে বটে—তবে উহাতে মুসলমানদের যাহাতে যথাযোগ্যরূপ প্রভাব থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রদেশগুলিতে মোলানা সাহেব যুক্ত-নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের পক্ষপাতি এবং প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থী যাহাতে হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি কোন সাম্প্রদায়িক দল হইতে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন না কোন রাজনৈতিক দল হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হন তৎক্ষণাত তাঁহাদিগকে বাধ্য করার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। মোলানা সাহেবের এই পরিকল্পনার মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকলেরই সমর্থনযোগ্য অনেক বিধান

রহিয়াছে এবং এই পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়া ভারতের জটিল রাজনৈতিক সমস্যার একটি সমাধান হইতে পারে। কিন্তু বিপদ এই যে মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জননায়ক মিঃ জিন্না কোন দিনই আপোষমূলক মনোভাব লইয়া কংগ্রেসের সহিত আলোচনায় অগ্রসর হইতে রাজী হন নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত জেদই ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের পক্ষে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক। যাহা হউক মুসলমান সমাজের চিন্তাশীল জননায়কদের মধ্যে মোলানা হজরৎ মোহানীর পরিকল্পনা কি প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহা আমরা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিব।

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে বাঙ্গলার হুর্ভিক্ষ লইয়া আলোচনা কালে মুসলিম লীগের মুখপাত্র মিঃ হোসেন ইমাম জানাইয়াছেন, বর্তমান বাঙ্গলার এই শোচনীয় অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী সংবাদপত্র, কেন-না তাহারা যথাসময়ে ঐ বিষয়ে কিছুই জানায় নাই। মন্তব্য অনাবশ্যক।

( কোম্পানী প্রসঙ্গ )

চরগোলা ভ্যালী টি এণ্টেটস্ লিঃ

চরগোলা ভ্যালী টি এণ্টেটস্ লিমিটেডের নতুন শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে অল্প কোম্পানীর একটি বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তি দৃষ্টে জানা যায় বর্তমান কোম্পানীটির অধুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ইতিপূর্বে উহার ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২১০ টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে এবং ঐ বাকী কোম্পানীর মোট ৮৪ হাজার ২৫০ টাকা আদায়ী মূলধন পাড়াইয়াছে। বর্তমানে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের অধুমতি নিয়া ১০ টাকা মূল্যের ৩০ হাজার শেয়ার নতুন করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছেন। চা বাগিচা, উৎপন্ন চা, চা বাগিচার যন্ত্রপাতি ও কমলালেবুর বাগান ইত্যাদিতে বর্তমানে

কোম্পানীটির ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রহিয়াছে। আগামী ১৯৪৪ সালে এই কোম্পানীর চা বাগিচার ৫৬ হাজার পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে এবং ১৯৪৬ সালের চারার উৎপাদন বাড়িয়া ৮০ হাজার পাউণ্ড পাড়াইবে বলিয়া অধুমতি হইতেছে। কোম্পানী বাহিরে বৎসরে ৪০০ মণ চা রপ্তানীর লাইসেন্স পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া এদেশে চা বিক্রয়ের সুবিধাত তাহাদের আছে। কাজেই চারার উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ভবিষ্যতে কোম্পানীটির বেশ উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। চরগোলা ভ্যালী টি এণ্টেটস্ লিমিটেডের বর্তমান অবস্থা ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির কথা ভাবিয়া দেশের লগিকারকেরা এই কোম্পানীর নতুন শেয়ারে টাকা নিয়োগ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

## ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ কোম : কলি ৬৮-৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলসলী প্লেস, কলিকাতা  
সিডিউলডুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”  
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”  
আমানত—৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
( ১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত )

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যশনাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোপাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।  
নিয়মাবলী ও সর্ব অধুসন্ধান জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও শ্রীমদবাজার (কলিকাতা),  
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা  
পে অফিস : মিরকাধিম  
প্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড.অফিস :

কুমিল্লা

কলেজ স্ট্রীট শাখা—৬৬নং কলেজ স্ট্রীটে খোলা হইয়াছে।

জামবাজার শাখা—

১৪০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে খোলা হইয়াছে।

অন্যান্য শাখা

কুমিল্লা, কোর্ট, শিলচর, সিলেট, শিলং,  
ময়মনসিংহ, করিমপুর, টাঙ্গাইল, তিন-  
সুকিয়া, জোরহাট, ছাতক, রাঁচী, বালীগঞ্জ,  
আসানসোল, বর্ধমান ও খুলনা।

কোন : কলিকাতা ১৩০২

গ্রাম : “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা”

## দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক

অফ ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক—শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা শাণিক্য বাহাদুর

কে, সি, এস, আই

সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান

চীফ অফিস—আগরতলা, ত্রিপুরা স্টেট

কলিকাতা অফিস—১১নং ক্লাইভ রো

ব্রাঞ্চ ও সাব-ব্রাঞ্চ

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে।

শতকরা ১০ হিসাবে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মহারাজ কুমার অজেন্সিকিশোর দেববর্মান

গোলাঘাট (আসাম) ব্রাঞ্চ ও মহু (ত্রিপুরা) সাব-ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।



বিভিন্ন বিভাগ

- পাট\*
- লব\*
- করলা\*
- চাষার\*
- তামাক\*
- হোসিয়ারী\*
- ইলেক্ট্রিক্যাল\*
- কনকেকসনারী\*
- চায়ের গায় (Tea-Chest)\*

ডি.জি.এস.এম.পারিয়ম লি.  
৪৭ এ টি ২য় ফ্লোর এডমিনিস্ট্রেশন, কলিকাতা  
১৯৩০-৩১

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

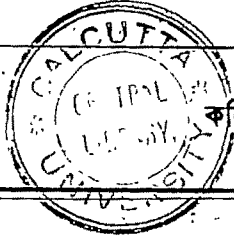
সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বিভিন্ন বিভাগ

- গ\*
- চিনি\*
- বিস্কুট\*
- রেডিও\*
- শেপনারী\*
- ‘মিটা’ ফুড\*
- ‘রিলারেন্স’ বাটার\*
- চ-বাগানের প্রয়োজনীয় ও অব্যসায়নী\*

ডি.জি.এস.এম.পারিয়ম লি.  
৪৭ এ টি ২য় ফ্লোর এডমিনিস্ট্রেশন, কলিকাতা  
১৯৩০-৩১

৬ষ্ঠ বর্ষ



কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর, সোমবার, ১৯৪৩

২৯শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                                                  | পৃষ্ঠা | বিষয়                                    | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                                        | ৬৮১-৮২ | আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা | ৬৮৬-৮৭ |
| চাউল ক্রয় ও সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনা | ৬৮৩    | আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর                  | ৬৮৮-৯৯ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                                       | ৬৮৪    | কোম্পানী প্রসঙ্গ                         | ৭০০    |
| মিত্রপক্ষীয় সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতির স্বরূপ          | ৬৮৫    | বাজারের হালচাল                           | ৭০১-০৮ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### স্বর্ণ ও ইনফ্লেশন

ইনফ্লেশন ও পণ্য মূল্য বৃদ্ধির গতি রোধ করিবার জন্য অনেক দেশের গবর্ণমেন্ট বর্তমানে জমসাদারণের নিকট প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে লোকের বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতা রূপকায় স্বর্ণ ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়া সেই সব দেশে পণ্য মূল্যের বৃদ্ধি বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে ইনফ্লেশনের মারাত্মক গতি রোধ করিবার জন্য আজও জমসাদারণের নিকট উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। লোকের পীড়াপীড়িতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি কিছু স্বর্ণ বাজারে ছাড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু উহার পরিমাণ এতই সামান্য যে, উহাতে আসল উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই সাধিত হইতেছে না। কেবল এদেশের লোকদের পক্ষেই নহে, এই ইনফ্লেশনের বাজারে উপযুক্ত স্বর্ণ বিক্রয় সম্পর্কে ভারত সরকারের উপেক্ষা ও উদাসীনতার কারণ বুঝিয়া উঠা আজ বিলাতের অনেক বিশিষ্ট লোকদের পক্ষেও কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মারাত্মক উপেক্ষা ও উদাসীনতার কথা উল্লেখ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ ডাঃ পল আইনজিগ (Dr. Paul Einzig) সম্প্রতি লণ্ডনের ‘ফিন্যান্সিয়াল নিউজ’ পত্রে তীব্র মন্তব্য

করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণ বিক্রয় সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের উপেক্ষা ও অনাগ্রহের মূল কারণটা খুঁজিয়া বাহির করা তেমন কিছু কঠিন বলিয়া আমরা মনে করি না। এদেশের গবর্ণমেন্ট সুদিনে বেশী পরিমাণ স্বর্ণ মজুত করিয়া রাখা সম্বন্ধে কোন উৎসাহ-তৎপরতা দেখান নাই। ফলে যথোপযুক্ত স্বর্ণ হাতে নাই বলিয়াই এদেশে ইনফ্লেশন ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও আজ তাঁহারা উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন না। ভারত সরকারের তথাকথিত কৃতী অর্থসচিবদের অদূরদর্শিতার ফলেই ইনফ্লেশন প্রশমনে গবর্ণমেন্ট আজ এত অসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছেন। স্বর্ণ ক্রয় ও মজুত সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থসচিবেরা যে প্রথম হইতে বিরূপ অদূরদর্শিতা ও শৈথিল্যের ভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন ‘ষ্টেটসম্যান’ পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর সম্প্রতি ‘ক্যাপিটেল’ পত্রে এক পত্র প্রকাশ করিয়া তাহা ভাল-ভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—“১৯৩০ সালে ভারতে আর্থিক মন্দা সূচিত হওয়ার পর যখন এদেশের জুস্ লোকেরা তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া দিতে আরম্ভ করে তখন আমি এদেশের গবর্ণমেন্টকে সেই স্বর্ণ কিনিয়া রাখার জন্য

পরামর্শ দিয়াছিলাম। প্রথমে স্মার জর্জ স্মিটার ও পরে স্মার জেমস্ গ্রীগকে এবিষয়ে অনুরোধ জানান হইয়াছিল। সেই সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ কিনিয়া রাখা হইলে গবর্ণমেন্ট তাহার ভিত্তিতে মুদ্রার প্রচলন বাড়াইয়া দেশে তখন ‘ডিফ্লেশন’ বা অর্থ-সঙ্কোচনের গতিরোধ করিতে পারিতেন। পূর্ব হইতে স্বর্ণ মজুত করিয়া রাখিলে বর্তমান ইনফ্লেশনের দিনে সেই স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া তাহারা উহাও প্রশমন করিতে পারিতেন। কিন্তু আমার সেই পরামর্শে তখন কেহই কর্ণপাত করে নাই। ১৯৩০ সালের পরে ইংলণ্ডে অর্থ সঙ্কোচনের গতি রোধ করিবার জন্য ঐ দেশে স্বর্ণের বেশী রকম প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। সেই প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবিয়া ভারত সরকার এদেশ হইতে ইংলণ্ডে স্বর্ণ রপ্তানী সম্পর্কে কোন বাধা দেন নাই। যুদ্ধের সময়ে ইনফ্লেশন প্রশমনের জন্য বর্তমানেও ইংলণ্ডে স্বর্ণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। সেই প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবিয়া ভারত সরকার এদেশের প্রদত্ত জিনিষপত্রের বদলে ঐ দেশ হইতে বর্তমানেও স্বর্ণ গ্রহণের উপর জোর না দিয়া ষ্টালিংয়ের প্রতিষ্ঠাতে ভারতবর্ষে বিস্তর নোট বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে স্বর্ণের অভাবে এদেশে পূর্বের

ডিস্কেশনের সময় যেমন তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই আজ ইনফ্লেশনও তেমনই অনেকটা অপ্রতিভগতিতেই অগ্রসর হইতেছে।" মিঃ আর্থার মুরের এই নির্ভীক মন্তব্য পাঠ করিয়া খেতাজ অর্থসচিবদের নেতৃত্বে ভারতে successful financing-এর নমুনা ও স্বরূপ সকলেই বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

### দুশ্মুল্যের বাজারে ভেজালের প্রাদুর্ভাব

দেশে জিনিষপত্রের দর যত বাড়িতেছে তাহাতে ভেজালের মাত্রাও তত বেশী পরিমাণেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চাউলের দর যখন ৪১২ টাকা মণ ছিল তখন ঐ মূল্য দিয়াই যে কেহ প্রচুর পরিমাণে বিপুল চাউল সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু দর ভালরূপ চড়িয়া উঠিবার পর হইতে খাঁচী চাউল বাজার হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে বাজারে ৩০৪০ টাকা মণ দরে যে চাউল বিকাইত তাহাতে আসল বস্তুর সহিত কাঁকরও যথেষ্ট পরিমাণেই মিশ্রিত থাকিত। মূল্য নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ির পর বর্তমানে অপেক্ষাকৃত কম দরে বাজারে যে চাউল পাওয়া যাইতেছে তাহাতেও কাঁকর ও ধূল-বালির আধিক্য বেশী পরিমাণেই লক্ষ্য করা যাইতেছে। সরিষার তৈলের দর ছিল পূর্বে সের প্রতি আট আনা। বর্তমানে তাহা বাড়িয়া বাজারে সের প্রতি পাঁচ টাকা ও দেড় টাকা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এত বেশী দরে যে তেল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আসল জিনিষের তুলনায় ভেজালের পরিমাণই বেশী। ডালের দর যখন সের প্রতি ৩৪ আনা ছিল তখন তাহা সিদ্ধ করা কঠিন ছিল না। কিন্তু খণ্ড পাথর ও অস্ত্রাস্ত্র জিনিষ মিশ্রিত থাকার দরূপ এক্ষণে বার আনা সেরের ডালও মোটেই সিদ্ধ হইতে চায় না। পূর্বে কয়লার দর ছিল মণ প্রতি ছয় আনা। এই দরে কয়লা কিনিতে রাজী হইলে দোকানী নিজে বহিয়া উহা গৃহস্থের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিত। কয়লাও বেশ ভালই মিলিত। কিন্তু বর্তমানে কয়লার দর বাড়িবার সঙ্গে উহা যেমন সাধারণের পক্ষে হুপ্রাপ্য হইয়াছে তেমনই কয়লার সঙ্গে শুড়া কয়লার প্রাদুর্ভাবও বেশী রকমই বাড়িয়া চলিয়াছে। ঔষধপত্র দুশ্মুল্য হওয়ার পর হইতে উহাদের ভিতরও ভেজালের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রকৃত বিশুদ্ধতার উপর যাহার কার্যকারিতা নির্ভর করিতেছে কৃত্রিমতা ও অবিশুদ্ধতাই আজ তাহার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাউল, তেল, ডাল, কয়লা ও ঔষধপত্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইল বর্তমান বাজারে অল্প অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্পর্কেও তাহাই প্রযোজ্য। দুশ্মুল্যতার জন্য লোকে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য ও ঔষধ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। যাহা কিনিতে পারিতেছে, বেশী রকম ভেজাল থাকার জন্য তাহাও অনেকাংশে জীবনধারণের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র ও অস্ত্রাস্ত্র প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ভিতর উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা যাহাতে অধিক মুনাফার জন্য ভেজাল মিশাইতে না পারে সেজন্য বর্তমান যুগে প্রতি সভ্য দেশের গবর্ণমেন্টই যথেষ্ট নজর রাখিয়া থাকেন। কিন্তু এদেশের

গবর্ণমেন্টের সেরূপ কোন দায়িত্বজ্ঞানের বালাই নাই। জিনিষপত্রের হুপ্রাপ্যতা ও দুশ্মুল্যতার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকার 'কন্ট্রোল শপ' স্থাপন করিয়া চাউল ডাল ও তেল প্রভৃতি সরবরাহ করিতে আরম্ভ করায় আশা করা গিয়াছিল উহাতে খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল নিবারিত হইবে। কিন্তু গত কিছুকাল যাবৎ 'কন্ট্রোল' চাউলের স্বরূপ ও নমুনা দেখিয়া সে বিষয়েও আমরা নিরাশ হইয়াছি। ভিক্টার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া হিসাবে অনেকেই নির্দ্ধারিত দর দিয়া এই চাউল সংগ্রহ করিতেছেন বটে, কিন্তু উহাতে পাথর ও ধূলিবালি প্রভৃতি ভেজালের পরিমাণ দেখিয়া গৃহস্থ ঘরের অন্দরমহলে 'ত্রাহি মধুসূদন' রর উঠিয়াছে। সরকার মনোনীত বিশ্বস্ত এজেন্টদের মারফতে যে চাউল সংগৃহীত হয় এবং সরকার অনুমোদিত ব্যবসায়ী ও গভর্ণমেন্ট ডিপো প্রভৃতি মারফতে যে চাউল সাধারণের নিকট বিক্রীত হয় তাহার ভিতর এত বেশী পরিমাণ ভেজাল কি ভাবে প্রবেশ করিতে পারে তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ঢাকার খবরে প্রকাশ, বাঙ্গলার খাদ্যসচিব সুরাবন্দী সাহেব যখন সম্প্রতি ঐ সহরের রিলিফ কমিটির সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন গবর্ণমেন্টের দেওয়া ভেজাল চাউলের নমুনা তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল। সুরাবন্দী সাহেব উহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া নাকি বলিয়াছেন যে, ঠেকায় পড়িয়া এই সকল খারাপ চাউল অস্ত্রাস্ত্র প্রদেশ হইতে তাঁহাকে আমদানী করিতে হইয়াছে। খাদ্যসচিব যত সহজে ব্যাপারটি বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন আসলে উহা তত সহজ নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। যে সব প্রদেশ চাউল সরবরাহ করিতেছে তাহারা উহাতে ভেজাল মিশাইতেছে, না সরকার অনুমোদিত এজেন্ট ও ব্যবসায়ীরাই উহার জন্য দায়ী, সে বিষয়ে অচিরে একটা ভালরূপ তদন্ত হওয়া উচিত। কন্ট্রোল চাউলে ভেজালের বহর দেখিয়া রেশনিংএর চাউল কিরূপ দাঁড়াইবে সে বিষয়ে আজ আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়াছে।

### খাদ্য রেশনিং ও জনস্বাস্থ্য

গত ১লা ডিসেম্বর তারিখ কলিকাতা গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া কলিকাতা ও শিল্লাকলে বৈজ্ঞানিক রেশনিং অর্ডার জারী করা হইয়াছে। গত সপ্তাহ হইতে রেশন কার্ড বিলির কাজও আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে নূতন পরিকল্পনা অনুসারে খাদ্য বর্টনের ব্যবস্থা কার্যকরী করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কলিকাতা ও শিল্লাকলের প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গলার বাহির হইতে তাহা সরবরাহ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী হিসাব অনুসারে প্রায় ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে। বহু বিলম্বে হইলেও ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু রেশনিং সম্পর্কে একটি বিষয়ে পূর্ব হইতেই আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ক্রয়ক্ষমতার অনুচ্চ দরে একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের সরবরাহ সম্পর্কে জনসাধারণকে

নিশ্চিত করা যেমন রেশনিংএর উদ্দেশ্য, তেমনই ইহার আরও একটি দিক আছে, তাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। রেশন হিসাবে আমাদেরকে যে খাদ্য যে পরিমাণে সরবরাহ করা হইবে, খাদ্যগুণ এবং জনস্বাস্থ্যের দিক হইতে পূর্বাহ্নেই তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য। কারণ, কোন মতে উদরপূর্তি করিবার মত যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করিয়া যাইতে পারিলেই সরকারী কর্তব্য শেষ হইবে না। এ সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলিত রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ বি সি গুহের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিবৃতির প্রতি আমরা সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত বিবৃতিতে ডাঃ গুহ বলিয়াছেন যে, রেশনিং প্রবর্তন করিবার সময় জনস্বাস্থ্যের দিক হইতেও বরাদ্দ খাদ্যের গুণাগুণ বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যদি রেশনিং প্রবর্তন করা যায়, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে (অথচ পর্যাপ্ত খাদ্যগুণ বিশিষ্ট) আহার গ্রহণের ফলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি অবশ্যস্বাভাব্য। এ সম্পর্কে বিলাতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্য রেশনিংএর ফলে বিলাতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালক এবং বালিকাদের দৈহিক উচ্চতা যুদ্ধপূর্ব কাল অপেক্ষা গড়পড়তা যথাক্রমে দুই ও আড়াই ইঞ্চি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু হুপ্রাপ্যের বিষয় আমাদের দেশের গভর্ণমেন্ট খাদ্য রেশনিংএর সমস্তটিকে জনস্বাস্থ্যের দিক হইতে বিচার করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়াই আমরা প্রমাণ পাইতেছি। সরকারের নিকট হইতে বরাদ্দ করা খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় শরীররক্ষা এবং স্বাস্থ্যোন্নতির দিক হইতে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ জানিবার অধিকার জনসাধারণের নিশ্চয় আছে। সরকারী লব্ধরথানাসমূহের অতি নিকটে খাদ্য এবং একান্ত হুশ্চদিগকে বাজার মত খাদ্য সরবরাহ করিয়া গভর্ণমেন্ট এ-সম্পর্কে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা মোটেই আশাশ্রিত নয়। ডাঃ গুহ তাঁহার বিবৃতিতে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ উপস্থাপন করিয়াছেন। খাদ্য রেশনিং এবং খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল উপদেশ দিয়াছেন সরকার তাহা কার্যকরী করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই। জনস্বাস্থ্যের দিক হইতে কথটি অত্যন্ত গুরুতর, কলিকাতা ও শিল্লাকলের জন্য খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব এখন ভারত সরকারের, বাঙ্গলার বাহির হইতে তাহারা উক্ত এলাকার জন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবেন। অভ্যস্ত খাদ্যের পরিবর্তে যদি রেশনিংএর ফলে জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি অনভ্যস্ত খাদ্যদ্রব্য বাধ্য হইয়া বাঙ্গলা দেশের লোককে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে জনস্বাস্থ্যের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া যে শোচনীয় এবং ভয়াবহ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্যের গড়পড়তা বরাদ্দ নির্ণয় এবং উক্ত নিশ্চিত পরিমাণ খাদ্যে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালোরি পাওয়া যায় রেশনিং প্রবর্তনের প্রাকালে তদ্বিষয়ে অবহিত হইতে, আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।

## চাউল ক্রয় ও সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনা

চাউল ক্রয় ও তাহা সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি একটি নূতন পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা ও সহরতলীতে লোকের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যোগাইবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বাঙ্গলা সরকার এই অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ করিবার দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইয়াছেন। বাঙ্গলার মফঃস্বল সহরে ও পল্লী অঞ্চলে লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া চাউল বিক্রয় ও বণ্টনের সুব্যবস্থা করাই বর্তমানে তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কর্তব্য তাঁহারা কি ভাবে সম্পাদন করিবেন আলোচ্য পরিকল্পনাটিতে তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার স্থির করিয়াছেন অতঃপর তাঁহারা এ প্রদেশ হইতে আর কোন চাউল বাহিরে রপ্তানী হইতে দিবেন না। সহরবাসীদের ভিতর খাদ্য সরবরাহের সুবিধার্থ কলিকাতা ব্যতীত মফঃস্বলের কয়েকটি প্রধান সহরেও তাঁহারা খাদ্যদ্রব্যের রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করিবেন। যে অঞ্চলে বাড়তি ফসল উৎপন্ন হয় সেই অঞ্চল হইতে চাউল কিনিয়া তাঁহারা ঘাটতি অঞ্চলে চালান দিবেন। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজস্ব এজেন্টের মাধ্যমে চাউল কিনিতে না দিয়া গবর্ণমেন্ট নিজেরা তাহাদিগকে উহা সরবরাহ করিবেন। সর্বোপরি তাঁহারা সমস্ত প্রদেশের জন্ত চাউলের একটি মজুত ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবেন। প্রত্যেক জেলায় স্থানীয়ভাবেও এইরূপ ভাণ্ডার স্থাপন করার ব্যবস্থা হইবে। এইভাবে চাউল সরবরাহ ও মজুতের কাজ চালাইবার জন্ত বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের নিজেদের দায়িত্বে মফঃস্বল হইতে চাউল ক্রয় করিবেন। তবে, পূর্বের মত বহুসংখ্যক এজেন্টের উপর আলাদাভাবে নির্ভর না করিয়া এসম্পর্কে একটি নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ৫টি সুপ্রতিষ্ঠ চাউল ব্যবসায়ী ফার্ম, একজন রেলওয়ে প্রতিনিধি ও বণিক সমিতির দুইজন প্রতিনিধি লইয়া এবার তাঁহারা একটি Purchasing Board বা ক্রয় সমিতি গঠন করিবেন। এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ী ফার্মগুলিই হইবে চাউল ক্রয়ের ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের চীফ এজেন্ট। এই চীফ এজেন্টেরা প্রতি

জেলায় সরকার মনোনীত স্থানীয় চাউল ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে চাউল ক্রয় ও সংগ্রহ করিবেন। 'বাড়তি' ও 'ঘাটতি' এই দুই প্রকার জেলা হইতেই এবার চাউল ক্রয় করা হইবে। স্থানীয় খাদ্য ভাণ্ডার গড়িয়া তোলার প্রয়োজন ও প্রদেশের অন্তর্গত চাউল সরবরাহ করার প্রয়োজন—এই উভয়বিধ প্রয়োজন অনুসারেই 'বাড়তি' জেলা হইতে চাউল ক্রয় করা হইবে। অপরদিকে যে সব জেলায় চাউলের ঘাটতি রহিয়াছে সে সমস্ত জেলায় শুধু স্থানীয় খাদ্য ভাণ্ডার গড়িয়া তোলার জন্যই চাউল খরিদ করা হইবে।

চাউল ক্রয় ও সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা দেখিয়া আমরা নানী কারণে সন্তুষ্ট হইয়াছি। চাউল বণ্টনের সুব্যবস্থার নামে মফঃস্বল অঞ্চল হইতে বেপরোয়াভাবে উহা ক্রয় করিতে গিয়া বাঙ্গলা সরকার পূর্বে এ প্রদেশে লোকের খাদ্য সম্পর্কে এক বড় রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে আর কখনও এহেন ধরনের বিশৃঙ্খলা না ঘটিতে পারে সেজন্য দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবার বাঙ্গলা সরকারকে চাউল ক্রয় হইতে বিরত থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট সেই অনুরোধ রক্ষা না করিয়া আমন চাউল ক্রয় সম্পর্কেও আজ একটি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। চাউলের অভাব ও দুস্কূল্যতায় গত কয়েক মাস যথেষ্ট পরিমাণে দুর্দশা ভোগ করিয়া লোকে বড় আশায় এক্ষণে আমন ধানের দিকে চাহিয়া আছে। গবর্ণমেন্ট বেপরোয়াভাবে এই ফসল ক্রয় করিয়া লইতে আরম্ভ করিলে ভবিষ্যতে পল্লী অঞ্চলের লোকদের বিপদ দেখা যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

অবশ্য গবর্ণমেন্ট চাউল খরিদ করিতে গেলেই সব সময়ে বিপদের কারণ দেখা যাওয়ার কথা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বাঙ্গলা সরকার লোকের প্রয়োজনমত মাথাপিছু নির্দিষ্ট হারে খাদ্য যোগাইবার সঙ্কল্প লইয়া যদি দেশের সর্বত্র রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তনে ত্রুটি হন এবং সেজন্য যদি তাঁহারা দেশের সমস্ত চাউল নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে লইবার ব্যবস্থা করেন তবে তাহা বর্তমান অবস্থায় হিতকর হইবে বলিয়াই

আমাদের ধারণা। কিন্তু এ প্রদেশে অচিরে ব্যাপকভাবে রেশনিং প্রথা অবলম্বন সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের সেরূপ কোন কার্যকরী সঙ্কল্প বা উদ্যোগ এখনও দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের চারি বৎসর অস্ত্রে আজ পর্যন্ত শুধু কলিকাতা সহরেই রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের একটি প্রাথমিক ব্যবস্থা শুরু হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও সরবরাহ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট বর্তমানে যে পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে গ্রামাঞ্চলে বরাদ্দ প্রথা কার্যকরী করার কোন সুদূর সম্ভাবনাও তাঁহারা জ্ঞাপন করেন নাই। মফঃস্বলের কয়েকটি প্রধান প্রধান সহরে রেশনিংয়ের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে—এ ভরসাই শুধু তাঁহারা দিয়াছেন। যুদ্ধের চারি বৎসর অস্ত্রে মফঃস্বল সহরে রেশনিং প্রবর্তনের এই সামান্য যৌক্তিক ভরসা দেওয়া হইয়াছে শেষ পর্যন্ত তাহাও কোন দিন কার্যকরী হইবে কি না সন্দেহ। কাজেই সরকারী ব্যবস্থায় বাঙ্গলার লোকদের প্রয়োজনে সর্বত্র মাথাপিছু নির্দিষ্ট হারে চাউল সরবরাহ হওয়ার কোন নিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে না বলা চলে। সে নিশ্চয়তা যেখানে গবর্ণমেন্ট দিতে পারিতেছেন না সেখানে লোকে কিভাবে গবর্ণমেন্টের চাউল ক্রয়নীতির সমর্থন করিতে পারিবে তাহা আমরা বুঝি না।

কেবল ব্যাপকভাবে বরাদ্দ প্রথা প্রয়োগের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই নহে, অল্প ছই একটি বিষয় ভাবিয়াও আমরা বর্তমান সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে নিরাশ হইয়াছি। এ প্রদেশে কোন কোন জেলায় 'বাড়তি' ধান বা চাউল উৎপন্ন হয় সে বিষয়ে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কখনও কোন গরজ দেখান নাই। পূর্বে তাঁহারা তাঁহাদের মরজিমত কয়েকটি জেলাকে 'বাড়তি' জেলা বলিয়া ঘোষণা করিয়া, তথা হইতে চাউল সরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যথাযোগ্য খোঁজখবর না লইয়া বর্তমান পরিকল্পনাটিতেও কতকগুলি জেলাকে 'বাড়তি' জেলা বলিয়া ধরিয়া লইয়া তথা হইতে চাউল ক্রয়ের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আমরা এইরূপ কার্যনীতির কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছি না। চাউল ক্রয়ের সরকারী বিধিব্যবস্থার

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত সপ্তাহে প্রকৃত লড়াই অপেক্ষা লড়াইএর তোড়জোড়ই বেশী হইয়াছে। কায়রো সহরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, মিঃ চার্লিস ও মার্শাল চিয়াং কাইসেকের মধ্যে পাঁচ দিবসব্যাপী এক গোপন আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই ত্রিশক্তি সম্মেলন সম্পর্কে যে সব কাণাঘুসা ও জল্পনা-অনুমানের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে একটা কথা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ও সম্প্রতি মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং বহুদিন যাবৎ ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তে যে মন্থরগতি যুদ্ধ চালান হইতেছে সেই টিমা-তেতাল লড়াই দিয়া জাপানকে কাবু করিতে গেলে অবশ্য সময় নষ্ট হইবে বেশী, ক্ষয়ক্ষতিও হইবে অসম্ভব। কায়রো বৈঠকে জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের স্থল-জল-অবসরীক্ষের ব্যাপক আক্রমণ সংক্রান্ত স্থির সিদ্ধান্ত ও তদনুরূপ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ছোটবড় বহু সংখ্যক মার্কিন, চীন ও ইংরাজ সামরিক কর্মী সম্মেলন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। একাধিক রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এই জাতীয় বৈঠকে চীনের কর্ণধারের আমন্ত্রণ ও অংশগ্রহণ এই প্রথম। সুতরাং এশিয়া খণ্ডে যে এক ব্যাপক যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু জার্মানীকে পরাস্ত করিবার পূর্বে জাপানকে জোর আঘাত করা হইবে না এই মর্মে স্পষ্ট সিদ্ধান্তের কথাও প্রচারিত হইয়াছে।

কায়রোর ত্রিশক্তি বৈঠকের অপেক্ষাও অধিকতর উল্লেখযোগ্য ইরানের তাত্রিক সহরে চতুঃশক্তি সম্মেলন। মার্শাল ছ্যালিন বোধ হয় এই সর্বপ্রথম তাঁহার স্বদেশের বাহিরে পদার্পণ করিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের তিন রাষ্ট্র-পতির এই জরুরী বৈঠক সবে শুরু হইয়াছে, এখনও শেষ হয় নাই। সুতরাং এই সম্পর্কে আগামী সপ্তাহে আলোচনা করাই ভাল।

এবার প্রকৃত যুদ্ধের সংবাদে আসা যাক। কিয়েভ রণাঙ্গনে ইতিপূর্বে নাৎসী বাহিনী জিতোমির পুনরধিকার করিয়াছিল। গত সপ্তাহের শেষভাগে তাহারা ঐ অঞ্চলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি

কেরোস্তেনও দখল করিয়াছে। জার্মান প্রতি-আক্রমণের ধার ও ভার যে এখনও বিনষ্ট হয় নাই তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু কিয়েভ অঞ্চলের ঐ লড়াইয়ের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে যুগপৎ লাল ফোঁজের দুইটি অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে। এই দুইটি অগ্রগামী বাহিনীর গতিবেগ জার্মানরা প্রতিরুদ্ধ করিতে না পারিলে কিয়েভ খণ্ডের পাণ্টা আক্রমণের সাময়িক সাফল্য শেষ পর্য্যন্ত কান্ডে লাগিবে কি না তাহাই বিবেচ্য বিষয়। ওদিকে শ্বেত রাশিয়ায় জার্মান আত্মরক্ষা-প্রাচীর সোভিয়েট আক্রমণে ভাঙ্গিয়া সরিয়া যাইতেছে।

ইতালীতে অষ্টম বাহিনী আফ্রিকাতিকরণাঙ্গনে জার্মানবাহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। পঞ্চম আর্মিও অল্পস্বল্প আগাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মিত্রপক্ষের গতিরোধ করিবার জন্য জার্মানরা উত্তর ইতালী হইতে প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানী করিতেছে। যাহা হউক, রোম এখনও বহু দূরে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলের যুদ্ধ সম্পর্কে এবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু জানাইবার নাই।

ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গনে এবার উভয় পক্ষেরই কিছুটা তৎপরতা দেখা গিয়াছে। ফেনী ও পূর্ব-বঙ্গের কোন এক বিমান ঘাঁটিতে জাপ বিমান হানা হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষের বিমানবহরও এবার রেঙ্গুন ও ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থানে জোর আক্রমণ চালাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

\* \* \*

যুদ্ধ কবে শেষ হইবে?

এই প্রশ্ন আজ সকলেরই মনে। কিন্তু কোথাও ইহার সচ্ছত্র মিলিতেছে না। অশ্রু পরে কা কথা, মিত্রপক্ষের বড় বড় সামরিক কর্মী ও বে-সামরিক সরকারী ধুরন্ধরদের একের মতের সঙ্গে অপরের অভিমতে ঠোকাঠুকি লাগে। নানা মূনির এই নানা মতের মধ্যে পড়িয়া সাধারণের সহজ বুদ্ধিও ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে। তবু ঘুরিয়া ফিরিয়া এই সর্বনাশা কুরুক্ষেত্রের পরিসমাপ্তি কবে ও কতদিনে ঘটিবে নিপীড়িত মানুষ তাহা জানিতে চায়।

একদল অনুমান করেন, যুদ্ধ শেষ হইতে আর বেশী দেরী নাই। লণ্ডন ও নিউ ইয়র্কের ষ্টক এক্সচেঞ্জ তো আশু যুদ্ধাবসানের ভরসা-গুঞ্জে থাকিয়া থাকিয়া মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছে। মিত্রপক্ষীয় সাহায্য ও পুনর্গঠন পরিষদও (ইউ-এন-আর-আর-এ) যুদ্ধ মিটিতে আর যেন বিলম্ব নাই এই মনোভাব লইয়া যুদ্ধোত্তর দায় ও দায়িত্বের কথা আওড়াইতে ব্যস্ত। সকলের উপরে টেকা দিয়াছেন মাদাম লিটভিনফ্। সম্প্রতি তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সোভিয়েট ভূমি অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে সংবাদপত্র-প্রতিনিধির নিকট এই বলিয়া গবেষণার ফল পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি স্বদেশ পৌছিবার আগেই হয় তো পশ্চিমধ্যে শুনিতে পাইবেন ইউরোপের যুদ্ধ মিটিয়া গেল।

আর একদল এরূপ আশাবাদী নহে। এই হুঁসিয়ারবাদীদের মধ্যে সর্বপ্রাণে নাম করিতে হয় স্বয়ং মিঃ চার্লিসের। তিনি সকলকে, বিশেষ করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীকে, জানাইয়া রাখিয়াছেন যে, শক্তিশালী জার্মানীকে কাবু করিতে এখনও চের সময় বাকী, এখনও মিত্রপক্ষকে চের কাঠখড় পোড়াইতে হইবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আগামী বৎসরকে এ-যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা রক্তাক্ত বৎসর বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। মিত্রপক্ষের অগ্রতম সামরিক বিশেষজ্ঞ ফিল্ড মার্শাল স্মিটও তাঁহার লণ্ডনের এক ভাষণে সব চেয়ে চরম খুনাখুনির অধ্যায়টা যে ১৯৪৪ সালের অপেক্ষায় রহিয়াছে স্পষ্টাক্ষরে তাহার আভাস দিয়াছেন। মিঃ কর্ডেল হাল প্রমুখ জনকয়েক মার্কিন মুখপাত্রও অনুরূপ ইঙ্গিতই করিয়াছেন। তবে ১৯৪৪ সালেই যে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে সেই বিষয়ে এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে দ্বিমত বড় বেশী নাই। দেখিয়া শুনিয়া আন্দাজে ও অনুমানে আমাদেরও মনে হয় ইউরোপের যুদ্ধ আগামী ১৯৪৪ সালের শীতের পূর্বেই সাজ হইবে। এ-যুগের প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ এরূপ চূড়ান্ত বোঝাপড়ার প্রাণান্ত পরিস্থিতির মধ্যে বেশী দিন অমীমাংসিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে না।

\* \* \*

## রেলওয়ে কনফারেন্সের ৪৬তম

## অধিবেশন

পত সপ্তাহে দিল্লীতে ভারতীয় রেলওয়ে কনফারেন্সের ৪৬তম অধিবেশনের অধিষ্ঠান হইয়াছে। মাদ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ের এজেন্ট মিঃ কর্ডন যুছোত্তরকালে রেলওয়েসমূহের পুনর্গঠন সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন। তিনি ভাড়ার হার ধার্যের নীতি সম্পর্কে বলেন যে যুছোত্তরকালে শিল্প ও কৃষিজাত মাল চলাচলের জন্য অধিকতর সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ভবিষ্যতে বিমানপথ, স্থলপথ ও জলপথে মাল প্রেরণের ব্যবস্থা সত্ত্বেও রেলওয়ে-

গুলি মালপত্র বহনের প্রধান যানস্বরূপ থাকিবে। তার এডওয়ার্ড বেঙ্কল বক্তৃতাশ্রমকে বলেন যে, রেলযাত্রীর ভিড় কমাইবার জন্য ভবিষ্যতে অধিকতর বাস সার্ভিসের দরকার হইবে। যুদ্ধ-কালীন ট্রাফিক বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, গত ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত বিকানীর এবং মহীশূর রেলওয়ে ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য রেলপথে গত বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় ৬ লক্ষ ২৭ হাজার টন অতিরিক্ত মাল বহন করা হইয়াছে। যাত্রী বহনও শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বেঙ্কল এণ্ড আসাম রেলওয়েতে মোট আয়ের সর্বশেষ যে

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সমগ্রভাবে উক্ত রেলপথে শতকরা ৭৮ ভাগ ট্রাফিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

## বালক বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৭ বৎসর বয়স্ক একটি বালক হাতের মাগে ক্ষুদ্রাকৃতি এক প্রকার রেডিও যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। উহাতে সংবাদ গ্রহণ এবং প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। ১৫ বৎসর বয়স্ক অন্ত একটি বালক, আমার আশ্বিনের সহিত খুলাইয়া লওয়া যায় এরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি, একটি কাঁচ-নির্মিত কটোপ্রাকের ডার্ককম তৈরীর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।



## হাতে খাড়া

নিউ ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল  
এ্যানুইটি পলিসি কি কি  
সুবিধা দেয় :

- \* পিতামাতার পক্ষে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট টাকা সঞ্চয় করা সহজ করে তোলে।
- \* পিতার অবর্তমানেও সন্তানের শিক্ষার জন্য বীমার টাকা থেকে সম্পূর্ণ খরচ দেওয়া হয়।
- \* সাবালক প্রাপ্তির আগে সন্তান মারা গেলে তার বীমা ইচ্ছা করলেই অল্প আর একটি সন্তানের জন্য চালান যায়।

বীমার হার, অন্যান্য বিবরণের জন্য অগ্রহণপূর্বক নীচের কূপনটি পূরণ করে পাঠান।

যে কোন ছোট ছোট ছেলের জীবনে হাতে খাড়া এক মস্ত বড় ঘটনা। এই দিনে হয় তার বিচারসম্মত। তার পিতা এইদিনে ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশা-ভরসা পোষণ করেন।

কিন্তু আশাই সব নয়। ছেলে যাতে নিরীক্সে লেখাপড়া সম্পন্ন করতে পারে, তার সুবন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

আপনি কি আপনার ছেলের জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে আপনার অবর্তমানেও সে তার লেখাপড়া নিরীক্সে শেষ করতে পারে?

নিউ ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল এ্যানুইটি পলিসি আপনার এই ভাবনা দূর করতে পারে। যদি আপনি মাত্র একটি প্রিমিয়াম দিয়েই হঠাৎ মারা যান, তা'হলেও আপনার ছেলেকে বীমার টাকার সম্পূর্ণ সুবিধা দেওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি।

মোট মূলধন— প্রায় ৫ কোটি টাকা  
মোট সম্পত্তি— প্রায় ৬ কোটি টাকা  
মোট দাবী শোধ— ১০ কোটি টাকার উপর।

দি নিউ ইণ্ডিয়া

এসিওরেন্স কোং, লিঃ

৯, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স  
কোম্পানী লিমিটেড

৯, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রহণপূর্বক আমাকে বিনামূল্যে  
ও বিনা বাধ্যবাধকতায় আপন-  
দের "এডুকেশনাল এ্যানুইটি  
পলিসি"র সবিশেষ বিবরণ পাঠান।

নাম—

ঠিকানা—

A J 10



### বীমাকরা খাতশস্ত্রের হিসাব দাখিল সম্পর্কে নির্দেশ

সম্প্রতি বাদলা সরকার ভারত রক্ষা বিধান অনুসারে এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, যে সকল বীমা কোম্পানীতে চুরি, অগ্নিকাণ্ড অথবা অন্ত কোন প্রকার ক্ষতি সম্পর্কে ধান, চাউল, গম অথবা গমজাত দ্রব্য বীমা করা হইয়াছে, সেই সব বীমা কোম্পানীকে ১৫ দিন অস্থির খাতশস্ত্রের পরিমাণ এবং যে শুদাম অথবা বাড়ীতে খাতশস্ত্র মজুত রাখা হইয়াছে তাহার ঠিকানা জানাইয়া নির্দিষ্ট করমে হিসাব দাখিল করিতে হইবে। বীমাকরা মজুত মাল যদি কলিকাতায় থাকে তাহা হইলে তাহার হিসাব অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং অন্তর মজুত মালের হিসাব সেই অফিসের মহকুমা হাকিমের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

### স্বতা ব্যবসায়ী সমিতির প্রস্তাব

সম্প্রতি কলিকাতার স্বতা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতে বাদলা সরকারের নিকট এই মর্মে অনুরোধ জানান হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের স্বতা ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ সহজে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করা উচিত। এই বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য বস্ত্র ও স্বতা ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে লইতে হইবে—কাপড়ের কলওয়ালাদের প্রতিনিধি নহে। তাঁতীদের প্রতিনিধি হিসাবেও এই বোর্ডে সদস্য গ্রহণ করিতে হইবে।

### আমেদাবাদে রেশনিং

আমেদাবাদে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইতেছে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য ৪০০ লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ৭ লক্ষ লোকের জন্য রেশন কার্ড বিলি করা হইতেছে।

### এক বৎসরে ৪০ খানি বিমানবাহী

#### জাহাজ নির্মাণ

সম্প্রতি মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের নৌসচিব কর্ণেল নল্ল বলেন যে, বর্তমান বৎসরে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ খানি নতুন বিমানবাহী জাহাজ তৈরী করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই হইতে এ পর্যন্ত বিমানবাহী জাহাজ নির্মাণের কাজে মোট ১০০ কোটি ডলার ব্যয় করা হইয়াছে।

### বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় সামরিক বিভাগ হইতে ডাক্তার প্রেরণ

সেনা বিভাগ হইতে দ্বিতীয় দফায় বাদলা সরকারকে যে ৩০ জন ডাক্তার ধার দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হইবে।

### নিরাশ্রয় শিশুগণের শিক্ষার ব্যবস্থা

প্রকাশ, বর্তমানে বাদলা সরকারের তত্ত্বাবধানে ছয় হইতে আট হাজার নিরাশ্রয় শিশু আছে। শিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বর্তমানে স্পেশাল অফিসার মিঃ বটমলি উক্ত শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন।

### সংগৃহীত দুঃস্থদের গ্রামে পাঠাইবার ব্যবস্থা

প্রকাশ, গত ২৫শে নবেম্বর পর্যন্ত বাদলা সরকার মোট ২৫,২৮৮ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে কলিকাতার রাজপথ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; তন্মধ্যে ১৬,২৯৮ জনকে শহরের বাহিরের সাহায্য কেন্দ্রে অথবা স্ব স্ব গ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছে। ৩৯৪৬ জন সাহায্য-কেন্দ্রে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে অথবা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ১১৮৮ জনকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। ৭৫ জন মারা গিয়াছে এবং ৩৭৮১ জন কলিকাতার গ্রহণ কেন্দ্রে রহিয়াছে।

### ভারতের বাহিরে খাতশস্ত্র প্রেরণের পরিমাণ

সম্প্রতি কমন্স সভায় ভারতে কুখ্যাতা মিস্ র্যাথবোন (পার্লামেন্টের সদস্য) কথাপ্রসঙ্গে জানাইয়াছেন, গত ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে ভারত হইতে খাতশস্ত্রের নীট রপ্তানীর (অর্থাৎ আমদানীর পরিমাণের সঙ্গে কাটাকাটি গিয়া বাদবাকী যাহা দাঁড়ায়) পরিমাণ নাকি মাত্র ২৭ লক্ষ ৪৭ হাজার মণ।

### জিনিষপত্রের নুতন দর

গত ১লা ডিসেম্বর বাদলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির খুচরা দর নিম্নোক্ত হারে বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

সের হিসাবে—গম—সাড়ে পাঁচ আনা, আটা—ছয় আনা, ময়দা—আট আনা, চিনি—সাত আনা, মিছরি—সওয়া আট আনা, লবণ—এগার পয়সা, কেরোসিন—২২ আউন্সের বোতল সাদা—তিন আনা, লাল এগার পয়সা, নারিকেল তৈল এক টাকা এক আনা, পোড়া করলা—দেড় টাকা মণ

### শুরু পক্ষে কলিকাতার নিশ্চিন্দীপ

রাস্তার আলোর নিমিত্ত গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি রাইটাস বিল্ডিংস্-এ, গভর্ণমেন্ট, কর্পোরেশন এবং গ্যাস কোম্পানীর প্রতিনিধিবর্গের এক সভায় স্থির হইয়াছে, যে, মাসের যে ১০ অথবা ১২ দিন রাত্রে প্রথম দিকে টাওয়ার আলো থাকে সেই কয়দিন রাস্তায় কোন গ্যাসের আলো জ্বালান হইবে না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রাত্রে কর্পোরেশনের বিবেচনামুসারে হয় আলোর সংখ্যা কমান হইবে, না হয় আলোকের শক্তি হ্রাস করা হইবে।

## শিলং ব্যাঙ্কিং —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

২২, ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

( ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ৯৪-এ বিধান অনুসারে এই কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝিতে হইবে যে এই অনুমতি দেওয়ায় ভারত গভর্ণমেন্ট কোম্পানীর পরিকল্পনার সূচনাতা বা সে সম্বন্ধে প্রকাশিত কোন বিবৃতি বা অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না। )

- প্রায় প্রারম্ভ হইতেই নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রদান করা হইতেছে।
- পরিচালকমণ্ডলী ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট সামান্য শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার মনস্থ করিয়াছেন।

ফোন :

ক্যালকাটা—৪৮৬১

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :

মিঃ বি. সি. দাস, এম এ বি-এল।

## ভারতে প্রতি একর গমের জমির উৎপাদিকা শক্তি

সম্প্রতি সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় যে, ভারতে একর পিছু গম চাষের জমির উৎপাদনের শক্তি শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে ১৮৯৬ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত প্রতি একর গমের জমির গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০৫০ পাউণ্ড। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত যুক্ত প্রদেশের ঐক্যপ উৎপাদনের গড়পড়তা পরিমাণ হ্রাস পাইতে পাইতে বর্তমানে একর পিছু ৮৮০ পাউণ্ড-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মধ্য প্রদেশেরও একই ইতিহাস। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে প্রতি একর গম চাষের জমির গড়পড়তা উৎপাদন ছিল ৬০০ পাউণ্ড, কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইয়া পরে একর পিছু ৪৩০ পাউণ্ড হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে ১৮৯৬ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত যে-ক্ষেত্রে একর পিছু উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৭৫ পাউণ্ড, সেক্ষেত্রে এখন প্রতি একরে ৩৯৪ পাউণ্ডের বেশী গম উৎপন্ন হয় না। বিহারে ১৯৩৭ সালে একর পিছু উৎপাদন ছিল ৯৮৪ পাউণ্ড, এখন সেখানে ৮৩৯ পাউণ্ডের অধিক গম প্রতি একরে উৎপন্ন হইতেছে না। সিন্ধুপ্রদেশে পূর্বেকার ১৩৬৬ পাউণ্ড হইতে একর পিছু উৎপাদনের পরিমাণ ৮৯৪ পাউণ্ডে নামিয়া আসিয়াছে। পাঞ্জাবে গড়পড়তা উৎপাদন ৭৬০ পাউণ্ড ও ৮৫৬ পাউণ্ডের মধ্যে উঠানামা করিত। বর্তমানে পাঞ্জাবে প্রতি একরে ৮০৯ পাউণ্ডের বেশী গমের উৎপাদন হয় না।

## ফরিদপুরের পল্লী সঞ্চলে রেশনিং

প্রকাশ, ফরিদপুর জেলার গ্রামাঞ্চলেও রেশনিং প্রবর্তনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। যাহারা পাঁচ বিঘার কম জমি চাষ করে তাহারা এই ব্যবস্থার সুবিধা পাইবে।

## জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ধারণের জ্যু রয়েল কমিশন নিয়োগ

প্রকাশ, বিলাতের জনসংখ্যা নির্ধারণ এবং জনসংখ্যা কি ভাবে বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে তাহা নিয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি রয়েল কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছে।

## ভূমিকম্পে তুরস্কের বিপুল ক্ষতি

সম্প্রতি প্রবল ভূমিকম্পের ফলে তুরস্কে প্রায় ৪ হাজার লোক নিহত এবং ৩ হাজারের অধিক আহত হইয়াছে। শুধুপরি প্রায় ৫০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।

## কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

বর্তমানে কলিকাতা সহরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অন্ত্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েকটি ওয়ার্ডে এমন পরিবার খুব কমই দেখা যায় যাহাদের মধ্যে দুই একজন এই রোগে শয্যাশায়ী হইয়া না আছে। এদিকে বাজারে কুইনাইন ছাপা উঠিয়াছে। মৃত্যুর হারও অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে।

## যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

প্রকাশ, "প্যাগিফিক এফেয়ার্স" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার আগামী সংখ্যায় ভারতের সমর-কালীন অর্থনীতি এবং যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। মিঃ গ্রাণ্ড জেড এই প্রবন্ধটির লেখক। প্রবন্ধে তিনি মোটামুটি তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের অর্থনীতি বিলাতে প্রভূত উন্নত ঠাণ্ডি থাকিবে।

(২) ভারতে বহু সংখ্যক শিক্ষিত কারিগর থাকিবে। ইহাদের মধ্যে 'বেতিন-বয়' প্রভৃতি শিক্ষিত কারিগরগণও আছেন।

(৩) গত একশত বৎসর ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন শিল্পে ইংরাজদের যে ক্রমবর্ধমান মূলধন জমিয়া উঠিয়াছে, গত চারি বৎসরে ইংল্যান্ডের নিকট ভারতের যে পাওনা হইয়াছে তাহার পরিমাণ উহা অপেক্ষা অনেক বেশী। যুদ্ধের ফলে ভারতের অর্থনীতির সহজে অনেক নূতন দিক গুলিয়া গিয়াছে। শান্তির সময় পূর্ণ মাত্রায় এগুলি কাজে লাগান সম্ভব হইবে।

## মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির সেবাকার্য

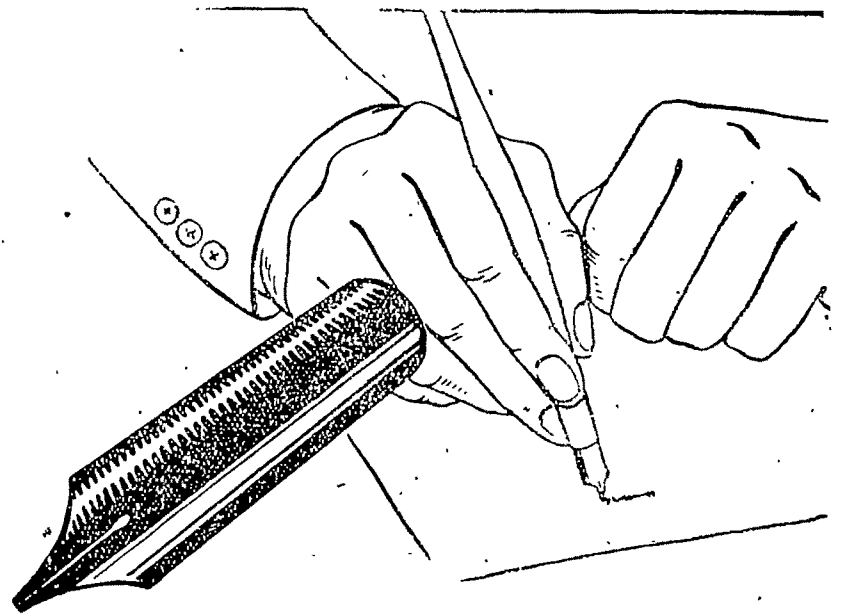
বাঙ্গলার দুর্গতদের সাহায্যের জন্য মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

## বাঙ্গলার বঙ্গ ব্যবসায়ীদের প্রতি সরকারী সতর্কবাণী

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের সরবরাহ দপ্তর হইতে এক ইত্তাহার প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলার বঙ্গ ব্যবসায়ীদেরকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন আগামী ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অবি-ক্রীত মজুত অচিহ্নিত বস্ত্র ও স্বতার হিসাব আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ৭নং চার্ট্র-লেনে প্রাদেশিক টেক্সটাইল কমিশনারের অফিসে দাখিল করেন। কলিকাতার বাহিরের ব্যবসায়ীদেরকে ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হিসাব পেশ করিতে হইবে। ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পর ব্যবসায়ীদের নিকট অচিহ্নিত মাল পাওয়া গেলে তাঁহাগিকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে এবং লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

## যুদ্ধ বোনাস সম্পর্কে অতিরিক্ত লাভকর আইনের সংশোধন

অতিরিক্ত লাভকর আইন অনুসারে কলকার-খানার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদিগকে উৎসংখ্যা দুই মাসের বেতন যুদ্ধ-ভাতা হিসাবে দিতে পারিতেন। বর্তমানে উক্ত আইনের বিধানগুলি শিথিল করিয়া আদেশ জারী করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। এখন হইতে দুই মাসের স্থলে তিন মাসের বোনাস দেওয়া চলিবে।



## তরবারি অপেক্ষা শক্তিশালী

ইম্পাতের নিব ইতিহাসে পরিবর্তন এনেছে; আমাদের জীবনের ধারাও নিয়ন্ত্রিত করছে।

জীবনের প্রতি স্তরে ইম্পাতই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু।

**TATA and KOB**  
টাটা ও কোব

দি টাটা আয়রণ এ্যান্ড স্টীল কোঃ লিঃ ও দি স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।

## ভারতের তৈল এবং কয়লা সম্পদ সম্পর্কে ডাঃ কল্লের বক্তৃতা

গত মঙ্গলবার বহু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা-ভারত সরকারী ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন ডাইরেক্টর ডাঃ সিরিল কল্ল প্রসঙ্গক্রমে ভারতের তৈল এবং বিশেষ করিয়া কয়লা সম্পদের বহু উল্লেখ করেন। তৈল সম্পদ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যে সকল অগ্রগতি কালী চালাইবার হইয়াছে তাহার ফলাফল মোটেই নৈরাশ্রজনক নহে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। কয়লা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পূর্বে ভারতে বার্ষিক ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করা হইত। উপরোক্ত পরিমাণ খনিজ কয়লা হইতে উপশিষ্ট হিসাবে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন ম্যামোনিয়াম সালফেট এবং ৮ কোটি গ্যালন মোটর গাড়ী চালানোর তৈল উৎপাদন করা সম্ভব। প্রথমোক্ত দ্রব্যটি কৃষিকার্যের পক্ষে এবং দ্বিতীয় দ্রব্যটি যানবাহনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। ভারতের যত বিরাট এবং জনবহুল দেশের প্রয়োজনের তুলনায়, বর্তমানে যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হয় তাহা মোটেই পর্যাপ্ত নহে। ভবিষ্যৎভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে কয়লা একটি প্রধান দ্রব্য। কাজেই কয়লার ব্যবহার এবং সংরক্ষণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

## মিত্র পক্ষের জাহাজ নির্মাণের শক্তি

সম্প্রতি সংবাদিকদিগের এক বৈঠকে মার্কিন নৌসচিব কর্ণেল নক্স বলেন, বর্তমান যুদ্ধের কালে এতদূর যত টন বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তদপেক্ষা বেশী টনের বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণ করিয়াছে। মিত্র পক্ষের জাহাজ নির্মাণ তৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, যে পরিমাণ বাণিজ্য জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে, আমেরিকা, ক্যানাডা ও ব্রিটেনের জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলিতে গত ২৫শে নবেম্বরের মধ্যেই সেই পরিমাণ জাহাজ নির্মিত হইয়াছে।

## বোম্বাইয়ে সৈন্যদের জন্য সজীর চাব

সাধারণ বাজারের উপর চাপ না বাড়াইয়া সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসজী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বোম্বাই প্রদেশে ১৮৬৫ একর জমিতে সজীর চাব করা হইয়াছে। এই জমির কৃষক-দিগকে সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি দিয়া সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হইয়াছে। এই কার্যে মোট ব্যয় হইয়াছে ১০ হাজার টাকা, অথচ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা মূল্যের সজী ও তরকারী ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে।

## সরকারী পেন্সনের পরিমাণ বৃদ্ধি

প্রকাশ, যেসকল ব্যক্তি সরকার হইতে মাসিক ২০ টাকা পর্যন্ত পেন্সন পাইয়া থাকেন তাঁহাদের পেন্সনের হার মাসিক ৩ টাকা এবং বাহারা মাসিক ২১ টাকা হইতে ৪০ টাকা পর্যন্ত পেন্সন পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের পেন্সনের হার মাসিক ৪ টাকা হারে বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

## ব্যবসা ক্ষেত্রে পাকিস্তানের আমদানী

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিগণের যে সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে সভাপতি মিসেস ইয়াকুব হাসান ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, এই সকল প্রাদেশিক চেম্বারের পক্ষে সকল সময় একক চেষ্টায় সব সমস্তার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই শিল্প, বাণিজ্য-ব্যবসা ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল প্রাদেশিক চেম্বারকে পরিচালিত করা এবং উহাদের কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য দিল্লীতে একটি মুসলিম ফেডারেশন চেম্বার অব কমার্স গঠন করা দরকার।

## যুদ্ধোত্তর ভারতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা

বর্তমান যুদ্ধ শেষ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেকট্রিক কমিশনার মিঃ এইচ এম মেথুজ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৭ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা যাইবে। এ-সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া একটি পরামর্শদাতা বোর্ড গঠনের কথাও উঠিয়াছে।

## প্রাদেশিক সরকারের হাত হইতে খনির স্বত্ব বিক্রয়ের অধিকার হরণ

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে ডাঃ আবেদকরের সভাপতিত্বে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের রিসার্চ ইউটিলিজেশন কমিটির অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সুপারিশ করা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক পত্তন-মেন্টগুলি বাহাতে খনির স্বত্ব বিক্রয় করিতে না পারে এবং অপরিপুষ্ট থাকু পরিপুষ্ট না করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিতে না পারে তৎক্ষণাত আইন প্রণয়ন করা দরকার। খুব সম্ভব কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনেই এই সম্পর্কে একটি বিল উত্থাপন করা হইবে।

## টর্পেডোর আক্রমণ হইতে জাহাজরক্ষার উপায়

মিঃ উইলিয়াম নামক তৈলবাহী জাহাজের একজন ইংরাজ নৌ-ইঞ্জিনিয়ার টর্পেডোর আক্রমণ হইতে জাহাজ রক্ষার একটি নতুন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। জাহাজের তলদেশে ঘণ জমাট বায়ু সংরক্ষণ করিয়া রাখা হয়। টর্পেডোর আক্রমণে কোন স্থানে ছিদ্র হইয়া গেলে সেই ছিদ্রপথে যখন জল প্রবেশ করিতে থাকে তখন ঐ জমাট বায়ু উক্ত ছিদ্রপথে দ্বারা বাহির হইতে চেষ্টা করে; ফলে ছিদ্রপথে আর জল প্রবেশ করিয়া জাহাজ ডুবাতে পারে না। উক্ত বায়ুর চাপ ক্রমশঃ একরূপ হারে বৃদ্ধি করা চলে যে, সেই সময়ের মধ্যে যারেল জাহাজ তীরে আসিয়া পৌছিতে পারে।

## ইণ্ডিয়ান ব্যাংক লিমিটেড

৪০ নং বর্ডলো ট্রাট, কলিকাতা।

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আর্থিক অবস্থা ( হিসাব সাপেক্ষ )

|                                      |                              |                            |                     |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| অনুমোদিত মূলধন                       | ১০,০০,০০০ লক্ষ টাকা          | ধার ও আগ্রিম দান           | ২২,৪৫,০০০ লক্ষ টাকা |
| আম্বারীকৃত                           | ৫,০০,০০০ " "                 | জি. পি. নোট ও শেরারে       |                     |
| কার্যকরী                             | ১১,৬৬,০০০ " "                | বিনিয়োগ                   | ৩১,৫৭,০০০ " "       |
| শাখাসমূহ :-                          | হাওড়া, শালিখা, বেঙ্গল, বালী | নগদে ও স্বর্ণমানে জমা      | ২৫,৬২,০০০ " "       |
| উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী। |                              | ডি এম মুখার্জি, এম, এল, এ, |                     |
|                                      |                              | ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।       |                     |

নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংক

স্থাপিত—১৯২৮—বিনয়—হেড অফিস—ময়মনসিংহ

শাখা অফিস

(সরপুর ( ময়মনসিংহ )

কলিকাতা সেন্ট্রাল অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেনে শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত কার্য দক্ষতার সহিত করা হয়।

কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার জন্য অভিজ্ঞ এজেন্ট, ক্যাশিয়ার, গ্র্যাকাউন্টেন্ট ও ক্লার্ক আবশ্যিক। আবেদন করুন। ক্যাশিয়ারের জামিন দিতে হইবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :- এস, কে, রায়।

## ডাঃ যুগ্মে কর্তৃক বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের স্বরূপ উদ্ঘাটন

সম্প্রতি কলিকাতায় এক জনসভায় ডাঃ যুগ্মে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমান দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙ্গালার লোক সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ দেড় কোটি লোক অন্নবস্ত্র ও গৃহহার্য হইয়াছে। ইহা-দ্বিগুণে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যেমন আবশ্যক বহু কোটি টাকা, তেমনি চাই সুনির্দিষ্ট চিন্তা ও কর্মনীতি।

## ওয়াশেলের সমাজ-কল্যাণ পরিকল্পনা

প্রকাশ, সমাজ-কল্যাণ সম্পর্কে বড়লাট লর্ড ওয়াশেলের নাকি একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। বিশেষ করিয়া এদেশের লোকেরা বাহ্যতে অভাবের হাত হইতে মুক্তি পায় উক্ত পরিকল্পনার তাহারই ব্যবস্থা করা হইবে। সম্প্রতি দিল্লীতে প্রাদেশিক পতঙ্গদের যে বৈঠক হইয়া গিয়াছে তাহাতে নাকি উক্ত পরিকল্পনা আলোচিত হয়।

## ষ্ট্যান্ডার্ড কাপড় সরবরাহের নতুন ব্যবস্থা

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ, কলিকাতায় ৩৬টি 'ষ্ট্যান্ডার্ড' কাপড় বিক্রয়ের দোকানে প্রত্যেক এ. আর. পি পরচায় ৬খানা পর্যন্ত 'ষ্ট্যান্ডার্ড' কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে ছয়খানির মধ্যে অন্ততঃ চারখানি ছোট ছেলেমেয়েদের সাড়ী, শূতি অথবা কোরা সাটিং লইতে হইবে।

# চতুর্থ ডিফেন্স লোন ১৯৫৬-১৯৫৫ শতকরা ৩ টাকা এখনই গ্রহণ করুন

এ লোন আজ আপনি যে-দামে জন্ম করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫৩ সালের পর এবং ১৯৫৫ সালের পূর্বে ভাঙ্গাতে পারবেন। টাঁদার কোনও নির্দিষ্ট সীমা আপনাকে মানতে হবে না। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত যত মুশি কিনতে পারেন। স্বদ অর্ধ বৎসর হিসাবে ১৫ই জানুয়ারী ও ১৫ই জুলাইয়ে পাবেন, কিন্তু তারফ্রম ইনকাম ট্যাক্স ও সারচার্জের বিধান মেনে নিতে হবে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত অর্ধ-বাৎসরিক স্বদ ৫ বৎসরেরই ১৫ই জানুয়ারী তারিখে দেওয়া হবে বলে প্রবর্তনমূল্যের হার প্রতি শতাংশে শতকরা ৮ পাই হিসাবে বেশী লাগবে। কারণ, তা না হলে গচ্ছিত সাপ্তাহিক স্বদের কোনও কিনারা মিলবে না। নথিপত্রের জন্য আবেদন করুন—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বম্বে, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার শাখা সমূহ এবং পতঙ্গমেণ্টের টেজারী—এইসব স্থানে।

### যুক্তোত্তর যুগের জন্য মার্কিন ব্যবসায়- গণের প্রস্তুতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকগণ এবং ব্যবসায়ী মহল অত্যন্ত সতর্কতার সহিত যুক্তোত্তর যুগের সম্ভাব্য সমস্তাগুলি লইয়া আলোচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের আয়োজনও হইয়াছে। বিলাতের পুনর্গঠন পরিকল্পনাসমূহ বিশেষ করিয়া লন্ডন সিটি কাউন্সিলের পক্ষাংশ বার্ষিক পরিকল্পনা লইয়া মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে বিস্তারিত আলোচনা চলিতেছে। ব্রিটেনের এই বিপুল সময়কালীন শিল্প সংগঠনকে বিপর্যস্ত এবং বিশৃঙ্খল না করিয়া কিতাবে ইহাকে শান্তিকালীন, আত্ম-বিক জীবন যাত্রার কাজে লাগাইতে পারা যায় তাহাই সমস্যা। মার্কিন শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী যুদ্ধরতগণও নিজেদের দেশের সমস্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। যুদ্ধশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সমস্তার উদ্ভব হইবে তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে। এই সম্পর্কে ইউডে বেকার মোটর কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মিঃ পল জি হফম্যানের নেতৃত্বে যে ইকনমিক ডেভেলপ-মেন্ট কমিটি গঠিত হইয়াছে, উহা অত্যন্ত শক্তিশালী। সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইলেও এই কমিটি সরকারী বাণিজ্য দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরের সহিত সহযোগিতায় কাজ করিতেছে। সানফ্রানসিসকো সহরের চেম্বার অব কমার্স যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা সহজবোধ্য হইলেও অত্যন্ত ব্যাপক, ব্যবসা জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মোট ৭০টি পৃথক কমিটি গঠিত হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংগঠন, সংস্কার এবং পুনর্গঠনের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার হইবে, বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া এই সকল কমিটি তৎসম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন।

#### ৮৮৫ জন যুনাফাখোর অভিযুক্ত

বালুকা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রচারিত এক প্রেস নোটে লক্ষ্য, গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মোট ৮৮৫ জনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত যুনাফাখোরের দায়ে মামলা রুজু করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১২৮ জন চাউল বিক্রেতা, ১১৪ জন নারিকেল তৈল বিক্রেতা, ২৬ জন কেরোসিন বিক্রেতা, ৮৭ জন আটা বিক্রেতা, ৮৬ জন কাগজ বিক্রেতা এবং ৮২ জন ঔষধ বিক্রেতা আছে।

#### ভারতে উৎপন্ন বাদামের পরিমাণ

যুদ্ধের পূর্বে ভারত হইতে বৎসরে গড়পড়তা ১৮ লক্ষ টন বাদাম বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হইত এবং ভারতে ১২ লক্ষ টন প্রস্তুত বাদাম ব্যবহৃত হইত। অর্থাৎ বিদেশে রপ্তানী ও স্বদেশে কাটতি লইয়া মোট পরিমাণ ছিল সাধারণতঃ ৩০ লক্ষ টন। বর্তমান ভারতের মোট পরিমাণ ২৭ লক্ষ টন। ভবিষ্যৎ ভারতে ব্যবহৃত বাদামের পরিমাণ প্রায় ২১ লক্ষ টন এবং ৫ কি ৬ লক্ষ টন স্বাভাবিক বিদেশে রপ্তানী করা চলে।

### পেকুর দেশে চা-এর চাষাবাদ

গত ১৯২৮ সাল হইতে পেকুর দেশে চা-এর চাষাবাদ শুরু হইয়াছে। অবশ্য এখনও উৎপাদনের পরিমাণ পর্যাপ্ত নহে। গত ১৯৪১ সালে পেকুর উৎপন্ন চায়ের মোট পরিমাণ ছিল ৮০ হাজার পাউণ্ড। বর্তমান ১৯৪৩ সালের মোট উৎপাদন ১ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বর্তমানে পেকুর চা-এর দর অধিক হওয়ায় গ্রেট ব্রিটেন গভর্নমেন্ট উহার অপেক্ষা অল্প মূল্যে ৬ লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় চা প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ভারতীয় চায়ের সঙ্গে পেকুর চা প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে ঐ দেশের চা-শিল্পের প্রসার ব্যাহত হইবে এইরূপ উদ্বেগই নাকি উপরোক্ত পরিমাণ ভারতীয় চা পেকুরে রপ্তানী করা হইতেছে।

### ভারত-আফগান বাণিজ্য

১৯৪১-৪২ সালে ভারতবর্ষ হইতে আফগানিস্তানে যে পরিমাণ রপ্তানী হইয়াছে উহার শতকরা ৫৬ ভাগই বস্ত্র, চিনি ও কেরোসিন তেল।

### বালুকার চুঃস্থদর সাহায্যার্থে দিল্লীর শ্রমিকদের প্রস্তাব

বালুকার চুঃস্থদরকে বস্ত্র সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীর স্বতাকল মজুর সভা স্থির করিয়াছেন যে, মিল মালিকেরা যদি এক দিনের উপবোধী কাঁচামাল সরবরাহ করেন তবে তাঁহারা একদিন বিনা মজুরীতে খাটিয়া উৎপন্ন বস্ত্র বালুকার জন্য দান করিতে প্রস্তুত আছেন।

### রাশিয়ার ভারতের সরবরাহের পরিমাণ

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন মারকস সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এতাবৎ ভারত হইতে ৮০ কোটি টাকার সরবরাহ পাঠান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

### জার্মানীর সময় ব্যয়

এরূপ প্রকাশ যে, বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রথম চার বৎসরে নাৎসী জার্মানীর সময় ব্যয় ঠাড়াইয়াছে মোট ৩৬ হাজার ৭ শত কোটি রাইখমার্ক।

## সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস  
— ১৫৯২ ক্যাষ্টারী  
টেলিগ্রাম—“চীনায়াটি”

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ  
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতি ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভুলিলাভ করুন।

## বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

## ক্যালকাটা গ্যার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অভিজ্ঞালা একটি প্রতিষ্ঠান অনাড়ম্বরে কাজ করিয়া  
যাইতেছে। সকল রকমের ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়। ভারতের  
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে।

লেনদেনের সর্ব সুবিধা জনক  
তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া দেওয়া হয়।

এম কে মন্ডী,  
সেক্রেটারী।



## চলতি বৎসরের স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ

চলতি বৎসরের (১৯৪৩) প্রথম দশ মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনির (র্যাণ্ড অফসে) স্বর্ণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৬৩ আউন্স। পূর্ববর্তী বৎসরের (১৯৪২) প্রথম দশ মাসের পরিমাণ হইয়াছিল ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৪৩ আউন্স। র্যাণ্ডের স্বর্ণের উৎপাদন এবার হ্রাস পাইয়াছে এবং সারা বৎসরের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি ৩০ লক্ষ আউন্সের বেশী হইবে না বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গত বৎসর বার মাসের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪১ লক্ষ ২০ হাজার ৬১৭ আউন্স। বর্তমান ১৯৪৩ সালে সমগ্র পৃথিবীর স্বর্ণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ ৩ কোটি আউন্সের বেশী হইবে না বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪২ সালে সমগ্র পৃথিবীর স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৬০ লক্ষ আউন্স। এতাবৎ সর্বাধিক উৎপাদন হইয়াছিল ১৯৪০ সালে। ঐ বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটি ৫ লক্ষ আউন্স সোণ।

## মিত্রপক্ষীয় সাহায্য পরিষদের নিজস্ব বাণিজ্য বহর

প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় সাহায্য দান ও পুনর্গঠন কমিটি কর্তৃক ইউরোপে সরবরাহ প্রেরণ প্রভৃতি কার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত কমিটি কর্তৃক একটি নিজস্ব বাণিজ্য বহর গঠিত হইবে। একথাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, উক্ত বাণিজ্য বহরের অধিকাংশ জাহাজ ব্রিটেনের নিকট হইতেই লওয়া হইবে। এসম্পর্কে ইংরাজ ও মার্কিন কর্তৃপক্ষ নাকি সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন।

## সুক্রর বাঁধ নির্মাণের ঋণ

সুক্রর বাঁধ নির্মাণে যে ঋণ করা হইয়াছিল তন্মধ্যে গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ২১ কোটি টাকা পরিশোধ করা বাকী ছিল বলিয়া এক সংবাদে জানা যায়।

## ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণা

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময় সচিব মিঃ টিমসন ঘোষণা করিয়াছেন স্বাস্থ্য বিপন্ন করিয়া ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা সম্পর্কিত গবেষণা কার্যে সাহায্য করিবার জন্য মার্কিন সেনা বাহিনীর ৫০ জন সৈনিককে সম্মানে ভূষিত করা হইয়াছে। তিন দলে বিভক্ত করিয়া ১৫০ জন সেনাকে নিউ-গিনির জঙ্গলে লইয়া যাওয়া হয়। স্থানটি ম্যালেরিয়ার ডিপো বলিলেও অজ্ঞান হয় না। কোন প্রকার প্রতিবেদক ঔষধ ব্যবহার না করায় প্রথম দলের ৫০ জন কয়েক দিনের মধ্যেই সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ার জ্বরে আক্রান্ত হয়। ৫০ জন লইয়া গঠিত দ্বিতীয় দলকে প্রতিবেদক হিসাবে এটেন্সন দেওয়া হয়, তৃতীয় দলের ৫০ জনকে প্রতিবেদক হিসাবে বিশুদ্ধ কুইনাইন দেওয়া হয়। একটি জলার ধারে নারিকেল বনে তাহাদিগকে রাখা হয়। তুলনামূলক গবেষণার কালে অবশ্য এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

## বিভিন্ন দেশের মাথা-পিছু করের হার

গ্রেট ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অব এক্সচেঞ্জার স্যার কিংসলি উড বিভিন্ন দেশের মাথা পিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের নিম্নরূপ হার দাখিল করিয়াছেন :—

(পাউণ্ড হিসাবে)

| দেশ            | সন-তারিখ | প্রত্যক্ষকর | পরোক্ষকর |
|----------------|----------|-------------|----------|
| ব্রিটেন        | ৩১-৩-৪৩  | ৩৪          | ১৮       |
| মার্কিন        | ৩০-৬-৪৩  | ৩৪          | ৭        |
| জার্মানী       | ৩১-৩-৪৩  | ২৩          | ১৮       |
| ক্যানাডা       | ৩০-৩-৪৩  | ২৮          | ১২       |
| অস্ট্রেলিয়া   | ৩০-৬-৪৩  | ১৭          | ১১       |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩০-৬-৪৩  | ৫           | ২        |
| ইতালী          | ৩০-৬-৪৩  | ৩           | ৭        |

## রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ষ্টালিং ক্রয়

গত অক্টোবর মাসে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ৮৯ লক্ষ ৪৭ হাজার পাউণ্ড মূল্যের ষ্টালিং ক্রয় করিয়াছেন। গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মোট ৫ কোটি ৭১ লক্ষ ৪৮ হাজার পাউণ্ড মূল্যের ষ্টালিং ক্রয় করা হইয়াছে।

## গোল আলুর চাষ বৃদ্ধির জন্য সরকারী সাহায্য

বাঙ্গলা সরকার শ্রীরামপুর মহকুমায় গোল আলুর চাষ বৃদ্ধির জন্য এক লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গ্রাম—‘স্বপ্নের ধন’

ফোন—ক্যাল ৩৭৩৪

## হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা সমূহ—

|          |           |                   |
|----------|-----------|-------------------|
| কলিকাতা  | মেদিনীপুর | ভৈরবপুর (আসাম)    |
| বড়বাজার | শালবনি    | মুন্সিগঞ্জ        |
| মাণিকতলা | বালিচক    | খুলনা             |
| শিয়ালদহ | বাঁকুড়া  | মীরকাদিম          |
| বালীগঞ্জ | বিষ্ণুপুর | কৃষ্ণনগর (মদীয়া) |
|          | গড়বেতা   | বাগেরহাট          |
|          |           | পাটনা             |

\* গয়া শাখা জি.এ. খোলা হইবে

## আমানতী ডাকের উপর সুদের হার

চলতি হিসাব...১%

বার্ষিক

ফিক্সড ডিপোজিট—

সেভিং ব্যাঙ্ক

ডিপোজিট...৩% বার্ষিক

এক বৎসর...৪% বার্ষিক

দুই বৎসর...৫% বার্ষিক

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাস সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে।

\* প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

৮ বৎসর বাবৎ প্রতি মাসে ১৮ টাকা হিসাবে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ১৪০০ টাকা পাইবেন।

৮ বৎসর বাবৎ ৫০০ টাকা হিসাবে প্রতি মাসে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ৭০০০ টাকা পাইবেন।

আয়কর হীন শতকরা ৫ ডিভিডেন্ট দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কের কার্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্নমেন্ট বিল, জি.পি. নোটস্ এবং বাজার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## ভারতের খনিজ সম্পদ

গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্সী কলেজ হলে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহীশূর ভূতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ রাম রাও ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, বিগত ৫০ বৎসরে ভারতের খনিজ শিল্পের যে রূপ উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তাহা মোটেই হয় নাই। কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রথমতঃ ভারতীয় খনি ব্যক্তিগণ খনিজ শিল্পের উন্নতির জন্য মূলধন নিয়োগ করিতে অনিচ্ছুক, দ্বিতীয়তঃ সরকারের দিক হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সমর্থনের অভাব, তৃতীয়তঃ এদেশের খনিজ সম্পদ ও উহার ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে জনসাধারণের অজ্ঞতা। উপসংহারে মিঃ রাম রাও বলেন যে, প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার খনিজ দ্রব্য, খনিজ সার এবং রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে, অথচ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলিই এদেশে তৈরী করা সম্ভব। দেশের খনিজ শিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধন সম্পর্কে গভর্ণ-মেন্টেরও যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে। উহার মতে বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপকভাবে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে অধ্যয়ন কার্য চালাইবার জন্য অবিলম্বে একটি খনিজ সম্পদ অধ্যয়ন বিভাগ গঠন করা উচিত।

## চীন বনাম মিত্রপক্ষীয় সাহায্যদান ও পুনর্গঠন পরিষদ

বিভিন্ন দেশের পক্ষ হইতে মিত্রপক্ষীয় সাহায্যদান ও পুনর্গঠন পরিষদের নিকট প্রয়োজনীয় সাহায্যের পরিমাণ জানান হইতেছে। চীনের প্রতিনিধি ৮ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের জন্য খাদ্য সরবরাহের আবেদন জানাইয়াছেন। শিশু ভবন এবং অনাথ আশ্রয়গুলির জন্য কি পরিমাণ সাহায্য প্রয়োজন তাহা পরে জানান হইবে। চীনা মহলের হিসাব-অনুসারে ৮৭ লক্ষ ১০ হাজার টন (সর্ট) খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, তন্মধ্যে সরকার ৪১ লক্ষ ১০ হাজার টন (সর্ট) ক্রয় করিয়া লইবেন; অবশিষ্ট অংশ পরিষদের নিকট হইতে সাহায্য হিসাবে প্রার্থনা করা হইবে। এছাড়াও চীন-দেশে ২ লক্ষ ৫২ হাজার টন বস্ত্র, ১ লক্ষ ৬৮ হাজার টন তুলা এবং ৪ লক্ষ ২০ হাজার টন কপড়ও বিদেশ হইতে পাঠান দরকার হইবে।

## বাঙ্গলায় ক্রায় উন্নতির সরকারী পরিকল্পনা

সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলা সরকার জানাইয়াছেন যে, খাদ্যের ব্যাপারে বাঙ্গলাকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার জন্য সরকারী কৃষিবিভাগ একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছেন। এই প্রদেশের চাষযোগ্য অনাবাদী জমিগুলিকে আবাদ করা, পাটের বাজারে বাঙ্গলার একাধিপত্যের কোনরূপ হানি না করিয়াও পাটের জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা, সারের সাহায্যে জমির উৎকর্ষ সাধন করিয়া এক ধন্দ কসলের জমিতে দুই ধন্দ উৎপাদন করা এবং তাল সার ও বীজ সরবরাহ করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করার দিকেই সরকার প্রথমে জোর দিবেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে কি পরিমাণ পতিত জমি আছে, কি পরিমাণ জমিকে এক ধন্দ হইতে দুই ধনের জমিতে পরিণত করা যায়, সারের উন্নতি সাধন কোথায় কতটা সম্ভবপর, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য কৃষিবিভাগে বহু সংখ্যক অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করা হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার জন্য মোট ৩০ জন ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিযুক্ত করা হইবে।

এই সকল অফিসারই আবশ্যকীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিবেন। শস্তাদি আনা নেওয়ার জন্য গভর্ণমেন্ট যানবাহনের সুবিধা করিয়া দিবেন। জেলা-ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের মারফত উন্নত শস্ত বীজ বিতরণ করা হইবে। তাহারাই জমির উন্নতি বিধান সম্পর্কে পরিকল্পনা দাখিল করিবেন। প্রথমে রেললাইনের দুই পাশের পতিত জমিগুলি আবাদ করার দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হইবে। এই ভাবে আনুমানিক এক লক্ষ একর জমি পাওয়া যাইবে। বাঙ্গলায় যে জমি অনাবাদি পড়িয়া আছে তাহার মধ্যে প্রায় ৩৭৪ লক্ষ একর জমি আবাদ করা যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

## ক্যানাডার উৎপন্ন গমের হিসাব

প্রকাশ, বর্তমান বৎসর ক্যানাডায় মোট ২৯৩ কোটি ৭০ লক্ষ বুসেল গম এবং ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ বুসেল তিবি উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর ৬০৭ কোটি ৭০ লক্ষ বুসেল গম এবং ১৪ কোটি ৯০ লক্ষ বুসেল তিবি উৎপন্ন হইয়াছিল।

## যুক্তোত্তর ভারতের কৃষিকার্য

সম্প্রতি বরোদার ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের বৈঠকে পঠিত একটি প্রবন্ধে ডাঃ ম্যাকলাগান গৌরী প্রসঙ্গক্রমে যুক্তোত্তরকালে ভারতে কৃষিকার্যের সমুদ্র উন্নতির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। যুক্তোত্তর প্রদেশে মোটর চালক হিসাবে যে সকল যুবক বর্তমানে সেনাদলে কাজ করিতেছে তাহারা বেকার হইয়া পড়িবে। মোটর এবং জমি সমান করার যন্ত্র বাহারা চালাইতে পারে তাহারা সহজেই ট্রাক্টর এবং অন্যান্য কৃষি-যন্ত্র চালাইতে পারিবে। সুতরাং তাহাদিগকে সম্যক উপায়ে কাজে লাগাইতে পারিলে ভারতবর্ষে ১৭ কোটি একর নতুন জমী আবাদ করা সম্ভব হইবে। যুক্তোত্তর প্রদেশের মোটর এবং অন্যান্য কলকারখানা কোন প্রয়োজন থাকিবে না; কাজেই এগুলিও কৃষিকার্যে ব্যবহারের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহকে দেওয়া যাইবে।

## ভারতে বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে

## তথ্য সংগ্রহ

যুক্তোত্তরকালে ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে কোন প্রকার পরিকল্পনা তৈরী করিতে গেলে ভারতের বিভিন্ন শিল্পের প্রকৃত অবস্থা সম্যকভাবে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতে বিভিন্ন শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং যুক্তোত্তরকালে শিল্পগুলির অবস্থা কিরূপ থাকার সম্ভাবনা তাহা জ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া বৃত্তিত ফরম বিতরণ করা হইয়াছে।

## জাপ-কবলিত ব্রহ্মদেশের আর্থিক চুক্তি

মার্কিন সময় বাস্তব একটি খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি জাপানী বেসতার হইতে নাকি প্রচার করা হইয়াছে যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান কারণের ফলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে ব্রহ্ম দেশের আর্থিক চাট্টি পড়িয়াছে :—(১) দেশরক্ষা কার্যের জন্য অত্যধিক ব্যয় বরাদ্দ, (২) শান প্রদেশটি থাইল্যান্ডকে ফিরাইয়া দেওয়ার রাজস্ব হ্রাস, (৩) বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির দরুন লোকের আর্থিক হ্রাস।

## নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

কুমিল্লা

কলিকাতা

প্রধান অফিস—২২, ক্যানিং স্ট্রিট

অত্র

১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ

৬৬, কলেজ স্ট্রিট

১৪০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট

অন্যান্য শাখা

কুমিল্লাকোর্ট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর,  
টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্ধমান, খুলনা,  
শিলচর, সিলেট, শিলং, ডিনপুরিয়া,  
জোরহাট, ছাতক ও রাঁচী।

## কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস - কুমিল্লা :: স্থাপিত ১৯১৪

মূলধন

|                |     |                     |
|----------------|-----|---------------------|
| অনুমোদিত       | ... | ১,০০,০০,০০০ টাকা    |
| বিলম্বিত       | ... | ৬০,০০,০০০ টাকা      |
| বিস্তৃত        | ... | ৫২,০০,০০০ টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত      | ... | ২৯,০০,০০০ টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফাণ্ডস | ... | ১২,৫০,০০০ টাকা      |

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এন, সি, দত্ত, এম, এল, সি

# বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিমিটেড

বার্ষিক সাধারণ সভায়  
সভাপতির অভিভাষণ



ম্যানেজিং এজেন্ট—  
মিঃ ডি এন চৌধুরী

গত ৩০শে নবেম্বর মঙ্গলবার সোদপুরে বঙ্গশ্রী কটন মিলের অংশীদারদের যে দশম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়, তাহার সভাপতি হিসাবে উক্ত মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট এবং মিলের পরিচালক বোর্ডের সভাপতি মিঃ ডি এন চৌধুরী নিম্নলিখিত অভিভাষণ প্রদান করেন :—

ডিরেক্টরদের রিপোর্ট, যাহা ইতিপূর্বে আপনাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, গত ১৯৪২ সালে কোম্পানীর খুব সম্ভাবনাকরূপ উন্নতি হইয়াছে। এই বৎসরে কোম্পানীর ৮২৭৭২০/১ পাই লাভ হইয়াছে এবং উহা হইতে আয়কর, মূল্যাপকর্ষ ইত্যাদি বাবদ পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা রাখিয়া বাকী টাকা হইতে প্রেকারেল শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৮ হারে এবং অর্ডিনারি শেয়ারের উপর আয়করমুক্তভাবে শতকরা বার্ষিক ১৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দিবার জন্য আপনাদের ডিরেক্টরবর্গ সুপারিশ করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের লাভ হইতেও মধ্যবর্তী ডিভিডেন্ট হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে।

এহলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আপনাদের মিলে মাত্র ২৭৬ খানা তাঁত এবং ১০৭২৮টা তাঁত রহিয়াছে। উহা বিবেচনা করিলে অসম্ভব মিলের তুলনায় আপনাদের মিলের খুব বেশী লাভ হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে মিলে নির্দিষ্ট কাজকর্ম হইয়াছে, এমনকি শক্ত বিমান আক্রমণের সময়ও মিলের কাজে কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই। আপনাদের মিলের ম্যানেজার মিঃ সি

চৌধুরী এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছেন যে তাহার কলে মিলের কর্মীদের মধ্যে একটা প্রেরণা আপিয়াছে। এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ দিনে বাহ্যতে কর্মীদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের কোন অভাব না ঘটে তজ্জন্ত তিনি মিল হইতে তাঁহার পরিবারবর্গকে পর্যাপ্ত অস্বস্তি হানাস্বরিত করেন নাই। ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য এলাউন্স ছাড়া আপনাদের মিলের কর্মীদের মধ্যে বরাবর সস্তায় খাদ্যসরবরাহ করা হইয়াছে।

আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা আমাদের মিলে উৎপাদিত দ্রব্যের চরম উৎকর্ষতা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। এই কারণে আমাদের যুতি ও শাড়ীর সব সময়েই চাহিদা থাকে এবং ক্রেতাগণ উহার মূল্য অল্প মিলের তুলনায় অধিক দিয়া থাকে। আমাদের মিলে কষ্টে এই কাজ নির্বাহ করিতে হইতেছে—কারণ বর্তমানে আশাশীতরূপ মূল্য দিয়াও বাজার হইতে উৎকৃষ্টতম শ্রেণীর কাঁচা মাল সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সব সত্ত্বেও ১৯৪২ সাল ভারতের বঙ্গশ্রী মিলের পক্ষে ছিল একটি অস্বাভাবিক বৎসর। জাপান হইতে বস্ত্রাদির আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে এরূপ উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের অবস্থা তুলনায় আরও ভাল যাইতেছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে এই জাতীয় কৃত্রিম সমৃদ্ধির উপর ভরসা স্থাপন করা যায় না। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ও ১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সাময়িকভাবে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এবং যুদ্ধ সাল হইবার পূর্বেই যে প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিবে তাহার জল্প মিল-মালিকগণকে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনের চাপে যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের বৈকল্য ক্রমশঃ হইতেছে তাহা পূরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখার মত সামর্থ্য দেখা যাইতেছে না। জনসাধারণের হিতার্থে কাপড়ের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা সাকল্যমণ্ডিত হউক আমি একপটে এরূপ কামনা জানাইয়াও সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র শিল্পকে বাহ্যতে কোনও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে না হয় ততদুঃক্ষেপে ক্রয়ক্ষতি পূরণ ভাগ বৃদ্ধি করিবার জন্যও ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

উক্ত হারে লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার আমাকে ও পরিচালকগণকে ধন্যবাদ

জানাইয়া অংশীদারদের নিকট হইতে বিস্তর চিঠি আসিয়াছে; কিন্তু আমি পুরাপুরি খুলি হইতে পারি নাই। কেননা আপনাদের কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। এক হাজার তাঁত চালু করিয়া সম্পূর্ণ শক্তি আমরা কাজে লাগাইতে সক্ষম হইব এরূপ আশা লইয়াই ঐ বিপুল অর্থ তোলা হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া বিদেশ হইতে আবশ্যক যন্ত্রপাতি আমদানীর উপায় রুদ্ধ হইয়া গেল। ফলে আমাদের মিলে মাত্র ২৭৬ খানা তাঁত লইয়াই কাজ চালাইয়া যাইতে হইয়াছে। বর্তমানে যে শিল্পসরঞ্জাম লইয়া মিলের কাজকর্ম চলিতেছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে আমাদের মূলধনের অর্ধেকেরও কম অর্থই যথেষ্ট। সুতরাং যুদ্ধ না বাধিলে অংশীদারগণকে চের বেশী লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হইতে পারিত। বাহা হউক, আমাদের হাতে যে পর্যাপ্ত অর্থ রহিয়াছে তদ্বারা যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশ হইতে নূতন শিল্প-সরঞ্জাম আনাইয়া লইয়া আমরা অনায়াসেই কারখানার আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারিব।

আমাদের হাজার হাজার অংশীদারের মধ্যে বহুসংখ্যক বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন রহিয়াছে। কোম্পানীর বার্ষিক লভ্যাংশের উপর তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধা-ক্ষীতি ও অস্বাস্থ্য কারণে জীবনযাত্রা নির্বাহে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং লভ্যাংশের পরিমাণ যথাসাধ্য বৃদ্ধি করিয়া অংশীদারগণকে সাহায্য করিবার জন্য আমি আশ্রয় চেষ্টা করিতেছি। বস্ত্ত: কোম্পানীর অংশীদারদের ভাষ্য স্বার্থ সংরক্ষণ করাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। অংশীদারগণের স্বার্থের দিক সম্যক অক্ষুণ্ণ না রহিলে ভবিষ্যতে তাহারা স্বাভাবতঃই আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে টাকা খাটাইতে ইতস্ততঃ করিবেন। এই কারণে আমি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছি সেই সব কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে কাহারো 'কলের' কিস্তি খেলাপ হইলেই তাঁহার শেয়ার বাহ্যতে বাজেয়াপ্ত না হয় আমি সর্বত্র সেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। জনসেবার আহবানে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র হইতে শিল্প ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার দেশবাসীর সেবায় বাহ্যতে এতটুকু ক্রটি না ঘটে তজ্জন্ত আমি সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকিব।

### অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রাপ্ত গম

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার কৃষি এবং বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমান বৎসরে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন গম পাঠান হইছে।

### সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ক্রয়ের ব্যবস্থা

প্রকাশ, ভারত সরকার সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। এ-সম্পর্কে বিলাতে ভারত সচিবের সহিত উক্ত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কথাবার্তা চলিতেছে, তবে কতিপয়পনের পরিমাণ চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই।

### মজুত বিরোধী আর্ডিনান্স অনুসারে 'নতুন' নিবেদাঙা

ভারত সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর ২৩টি নিত্য ব্যবহার্য পণ্য মজুত সম্পর্কে মজুত নিবারণ আর্ডিনান্স প্রয়োগ করিয়া গত ৩রা ডিসেম্বর সরকারী গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। এই আর্ডিনান্স অনুসারে উৎপাদন ও ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য কেহ নিজের ক্ষমতা বা পোষ্য পরিজনদের প্রয়োজনে নিম্নোক্ত পণ্য-সমূহ তিন মাসের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে মজুত রাখিতে পারিবে না। খাদ্য পর্যায়ভুক্ত—টিনে সংরক্ষিত খাদ্য, শিশুদের জন্য সংরক্ষিত খাদ্য,

রাশার তেল, চীনাবাদামের তেল, ভেজিটেবল-বি, নারিকেল তেল, মসুরা, লুকা, লবণ, চা, তামাক, মদ, স্পিরিট প্রভৃতি। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিও অতিরিক্ত পরিমাণে মজুত করিয়া রাখা নিষিদ্ধ হইয়াছে :—চাষের যন্ত্রপাতি, সার, সিমেন্ট, দড়ি, ছুরি, কাঁচি, রঙ ও অন্যান্য রসায়নিক দ্রব্য, ইলেকট্রিক বাস, চারফা ও চামড়ানির্মিত দ্রব্য দিয়াশলাই, আসবাবপত্র, কাঠ, মোটর গাড়ীর অংশ।

### বেলগাছিয়া পুল পুনর্নির্মাণের পরিস্থিতি

প্রকাশ, আঞ্চলিক সাড়েবার লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বেলগাছিয়ার পুলটি পুনর্নির্মাণের কথা বাঙ্গলা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। তদুপরে কেন্দ্রীয় বোর্ড ফণ্ড হইতে ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। অবশিষ্ট টাকা বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ে ও কলিকাতা ইমপ্লিমেন্ট ট্রাষ্ট দিবে।

### বাঙ্গলার জন্য বস্ত্র সরবরাহ

দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, গত কয়েক মাসের মধ্যে বাঙ্গলায় তিন কোটি গজ স্ট্যান্ডার্ড কাপড় প্রেরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সরবরাহ দপ্তর বোম্বাই হইতে কলিকাতা বন্দরে জাহাজ-যোগে আরও ৩৮ হাজার গাইট কাপড় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

### পশমী বস্ত্র সম্পর্কে আদেশ

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর আদেশ জারী করিয়াছেন যে, বিজলী চালিত পশমী বস্ত্রাদি নির্মাণের কারখানাসমূহকে আগামী ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে উৎপন্ন বস্ত্রাদি সম্পর্কে হিসাব দিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক প্রকার পশমী বস্ত্র তৈরীর ব্যয় কলের দরের সহিত খুচরা বিক্রয় দরের পার্থক্য প্রভৃতিও জানাইতে হইবে। ব্যবসায়ীগণকে জিনিষের উপর মূল্য লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং ক্রেতাদিগকে সেই দরে জিনিষ দিতে হইবে।

### শিক্ষকদের দুর্দশার স্বরূপ

সম্প্রতি ৫ হাজার শিক্ষকের স্বাক্ষরিত একখানি স্বাক্ষরলিপি বাঙ্গলার গভর্ণরের নিকট প্রেরণ করিয়া শিক্ষকগণ নিজেদের দুর্দশার কথা জানাইয়াছেন। উক্ত স্বাক্ষরলিপিতে বলা হইয়াছে যে যে বাঙ্গলার ৩৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৭ হাজারের অধিক শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের গড়পতা আয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৩০/ এবং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ১৫/ মাত্র।

### কলিকাতায় বস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা

প্রকাশ, বোম্বাই, আমেদাবাদ ও শোলাপুর হইতে প্রতি দিন বিশ ওয়াগন কাটা কাপড় কলিকাতায় প্রেরণ করা হইতেছে। গত ১০ই হইতে ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে এক বোম্বাই হইতে বিভিন্ন স্থানে মোট ৩০ হাজার গাইট বস্ত্র ও ৩৬৬ ওয়াগন কাটা কাপড় প্রেরণ করা হইয়াছে।

## দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক”  
(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

|                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| অমুদিত মূলধন             | ... | ৩,৫০,০০,০০০/ টাকা |
| বিক্রীত মূলধন            | ... | ৩,৩৬,২৬,৪০০/ টাকা |
| আদায়ীকৃত মূলধন          | ... | ১,৬৮,১৩,২০০/ টাকা |
| রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল | ... | ১,৪৮,০২,০০০/ টাকা |

১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে

ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ... ৭২,২৭,৬৮,০০০/ টাকা

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ. সি. ক্যাপটেন জে. পি

—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ পি মোদি, কে. বি. ই. চেয়ারম্যান

মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ কপুজি দাদাভাই লাম,

মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ,

মিঃ দিনশা ডি. রোয়ার, সার আরদেশীর দালাল, কে. টি,

মিঃ বিঠলদাস কাক্জি, মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশনারিয়েট

মিঃ হুরমহম্মদ এম. চিনয়,

লণ্ডন এজেন্টস—মেসার্স বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং

মেসার্স মিডল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখা—মেস অফিস—১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১নং ক্রস স্ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা—১০নং লিঙসে স্ট্রীট, গ্রাম-বাজার শাখা—১৩৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৮এ, রসা রোড। বাঙ্গলার শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাসিম, জলপাই-গুড়ী, কালিঙ্গা, দিনাজপুর ও বর্ধমান। বিহারের শাখা—জামশেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, খাগা-রিয়া, বকসোল, কাটিহার, নৌগাছিয়া, করবেলগঞ্জ, কিষণগঞ্জ, সাহেব-গঞ্জ, ভাগলপুর, পাটনা ও সাঁসারাম (আরা)। উড়িষ্যা শাখা—সম্বলপুর।

## ব্যাঙ্ক কনাস লিঃ

১২, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

কারেন্ট একাউন্ট হ্রদ শতকরা ১/ টাকা,

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট হ্রদ শতকরা ২/

টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিল্ড

ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ্ব হ্রদ শতকরা

২৪/ টাকা হইতে ৪/ টাকা পর্যন্ত। উপযুক্ত

সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ব্রাঞ্চ—কলেজ স্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান।

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

নিম্নলিখিত

স্থাপিত—১৯৩৫

ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাকো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বাই স্ট্রীট (কলিকাতা)

বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইউ, পি)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম. বি. ঘোষ দস্তিদার।

### বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের খাত-নীতি

গত ১লা ডিসেম্বর একটি প্রেস নোট প্রচার করিয়া ১৯৪৪ সালের জন্ত বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের খাত-নীতি প্রকাশ করিয়াছেন। মূল নীতি হিসাবে সরকার স্থির করিয়াছেন যে, (১) কোন কারণেই বাঙ্গলা দেশ হইতে ধান চাউল রপ্তানী করা হইবে না। (২) কলিকাতা ও শিল্পক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। (৩) প্রদেশের প্রধান প্রধান সহরে রেশনিং প্রবর্তন করা হইবে।

### ধান চাউল ক্রয়ের পরিকল্পনা

গভর্ণমেন্ট একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ধান চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। (১) ধান চাউলের ব্যবসারে অস্তিত্ব পাঁচটি বিশিষ্ট অস্তিত্ব ফার্ম, (২) রেলওয়েসমূহের একজন প্রতিনিধি এবং (৩) বণিক সমিতিসমূহের দুই জন প্রতিনিধি লইয়া একটি ক্রয়কারী বোর্ড গঠন করা হইবে, (৪) খাত ও অসামরিক বোর্ডের কমিশনার এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন। এই সমস্ত ফার্মকে চিফ্ এজেন্ট বলা হইবে, ইহারা নির্দিষ্ট জেলা হইতে ধান ও চাউল ক্রয় করিবেন। চিফ্ এজেন্টগণ বাঙ্গলাদেশে কেবলমাত্র গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতেই ধান চাউল ক্রয় করিবেন।

### ঘাটতি জেলা সম্পর্কে নীতি

ঘাটতি জেলাসমূহ হইতে যে ধান চাউল ক্রয় করা হইবে তাহা ঐ সমস্ত জেলাতেই মজুত রাখা হইবে। জেলার বাহিরে প্রেরণ করা হইবে না।

### বাড়তি জেলা সম্পর্কে ক্রয় নীতি

বাড়তি জেলাসমূহ হইতে ধান চাউল ক্রয় করিয়া ঐ সকল জেলাতে মজুত রাখা হইবে এবং ঘাটতি জেলাসমূহে প্রেরণ করা হইবে। এত-দ্ব্যতীত (১) কলিকাতার বাহিরে আর যে সমস্ত স্থানে রেশনিং প্রবর্তিত হইবে সেই সমস্ত স্থানের জন্ত, (২) সমস্ত প্রদেশের প্রয়োজনে মজুত রাখার উদ্দেশ্যে, (৩) বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্ত বাড়তি জেলাসমূহ হইতে ধান চাউল ক্রয় করা হইবে।

### সাধারণ বাজারের উপর চাপ হ্রাসের ব্যবস্থা

(১) বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানদিগকে বাজার হইতে ধান চাউল ক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না। (২) বৃহত্তর কলিকাতার জন্ত বাঙ্গলার বাজার হইতে কোন ধান চাউল ক্রয় করা হইবে না। উহা ভারত সরকার বাঙ্গলার বাহির হইতে সরবরাহ করিবেন। (৩) বৃহত্তর কলিকাতার বাহিরে যে সমস্ত মালিক এককভাবে অথবা কোন সমিতির মাধ্যমে এক হাজার বা ততোধিক কর্মচারীর খাত সরবরাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও চিফ্ এজেন্টের মাধ্যমে ছাড়া ধান চাউল ক্রয় করিতে পারিবেন না। রেলওয়ে, চা-বাগান, খনি, সরকারী বিভাগ-সমূহ এবং সেন্ট্রাল জেলাসমূহ এই বিধিনিষেধের অন্তর্ভুক্ত।

### বাড়তি জেলাসমূহ হইতে রপ্তানীর ব্যবস্থা

বাড়তি জেলাসমূহ হইতে চিফ্ এজেন্টের মাধ্যমে ছাড়া ধান চাউল রপ্তানী করা যাইবে না। স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্ত স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত জেলার ভিতরে ব্যবসা করিতে পারিবেন। বাড়তি জেলাসমূহ হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাইকারী ব্যবসায়ী মাধ্যমে ঘাটতি জেলাসমূহে

ধান ও চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে। এই সমস্ত নির্ধারিত পাইকারী ব্যবসায়ী শুধু নির্ধারিত খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট ধান চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন। বাড়তি জেলাগুলির নিজস্ব প্রয়োজন মিটাইবার পর যাহা উত্তর থাকিবে শুধু সেই পরিমাণ ধান ও চাউল বাড়তি জেলাসমূহ হইতে রপ্তানী করা হইবে।

### চাউল কল সম্পর্কে নীতি

আগামী ২০শে ডিসেম্বর হইতে চাউল কল-সমূহ চিফ্ এজেন্ট এবং সরকারী অনুমতি প্রাপ্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক পাইকারী ব্যবসায়ী ছাড়া আর কাহারও নিকট ধান ও চাউল বিক্রয় করিতে পারিবে না। কলগুলি সরকারী অনুমতি লইয়া বাড়তি জেলাসমূহ হইতে ধান সংগ্রহ করিতে পারিবে।

### মজুতের পরিমাণ নির্দেশ

উৎপাদক অথবা খাতশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে যে সমস্ত ব্যক্তির লাইসেন্স আছে তাঁহারা ছাড়া আর কাহাকেও ২০ মণের অধিক ধান অথবা চাউল মজুত করিয়া রাখিতে দেওয়া হইবে না। একই পরিবারের সমস্ত লোককে একজন লোক বলিয়া গণ্য করা হইবে।

### মূল্য হ্রাসের সঙ্কল্প

ইতিপূর্বে ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত ধান চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা বলবৎ থাকিবে। সরকারী ক্রয় ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এবং প্রয়োজন হইলে প্রদেশের জন্ত যে খাতশস্ত্র মজুত রাখা হইবে তাহা হইতে খাতশস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া ধান ও চাউলের মূল্য হ্রাস করিতে গভর্ণমেন্ট কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন।



নতুন! তবু বলা চলে—এ সেরা চায়ের দলের  
যে কোন কচিতেই খাপ খায়। সব-ভাল'র আগের  
খাসা চলবে। উজ্জল ভামার মত জিকার—এ্যারোমা ?—  
আরাম। প্রথম চুম্বকের সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ আর ক্লান্তি  
কোথায় যে যায়। একবার গুরু করলে ভাল না লেগে  
পারে না। স্বাদ পয়লা নম্বরের—একি ভালো যায়? চায়ের  
আগের পাঁচজন যখন বলবে “কী চমৎকার! কি চা?”  
তখন যেন খুসি মুখে বলতে পারেন—“কেন? ভ্যালি-ভিউ!”

**Valley-View**  
2-12 MISSION ROW EXTN., CALCUTTA



১০ টা কা য়  
১৮ পাউণ্ড দার্জিলিং ব্লেন্ড চা  
(পাতা—গুঁড়া—বোকাবু)  
বিশদ বিবরণ সাক্ষাতে বা পরে জাহান  
বার্ড টি কোম্পানী  
২৭২, ক্যানিং ষ্ট্রিট, ও  
১৩৭নং বোবান্দার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৪ঠা ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা বাহা বলিয়াছি ভদ্রভিরিক্ত বিশেষ কিছু বলিবার নাই। বাজারে টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতার সেই একঘেয়ে বিবরণের পুনরাবৃত্তি না করিলেও চলে। পূর্বের মতই ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবা মাত্র পরিশোধের কড়ারে স্বল্পমেরাদি ঋণের হ্রদের হার বোধাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোম্পানীর কাগজের দ্বয়ে অবশ্য পূর্বের তুলনায় একটু চড়তির ভাব দেখা যাইতেছে।

বিনিময় বাজার সম্পর্কেও এবার নূতন কিছু জানাইবার নাই। সেরূপ একটানা মন্দার ভাবই চলিতেছে। রপ্তানী বিলের কাজকারবার বাহা হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্য।

গত ৩০শে নবেম্বর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম যে টেওয়ার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট-আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ২২৮/০ আনা দরের সমুদয় এবং ২২৮৮ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেওয়ারের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ৮১১ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ৭ই ডিসেম্বর তারিখে বোধাই কেন্দ্রে বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং ৬ই ডিসেম্বর অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম টেওয়ার আহ্বান করা হইবে। বাহাদের টেওয়ার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১০ই ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ব পূর্বের জায়।

আগামী ৮ই ডিসেম্বর বোধাই ও কলিকাতার বিজার্ড ব্যাঙ্কের অফিসে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার আসাম সরকারের ট্রেজারী বিলের টেওয়ার আহ্বান করা হইবে। বাহাদের টেওয়ার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে।

গত ২০শে নবেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১৪ কোটি টাকার বৃক্ত প্রাদেশিক সরকারের ট্রেজারী বিলের জন্ম যে টেওয়ার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল

২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২৮৬ পাই দরের সমুদয় এবং ২২৮০ পাই দরের শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার টেওয়ারের গড়পড়তা হ্রদের হার ধার্য করা হইয়াছে বার্ষিক শতকরা ৮০৫ পাই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৬শে নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ৭২৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭২৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬৪ কোটি ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৫৫ কোটি ১৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩০ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৪ কোটি ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ হইয়াছিল ৮০ কোটি ২২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা; আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের

মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬২ কোটি ৪০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৮৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও ২কোটি ৭২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| টেলি: হুগি (প্রতি টাকার) | ১ শি: ৫৪½ পে |
| ঐ দর্শনী                 | ১ শি: ৫৪½ পে |
| ডি ৩ মাস                 | ১ শি: ৬৬½ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)   | ৩০২৮০        |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব বলবৎ ছিল; কিন্তু পরে বাজার কিছুটা মন্দা হইয়া পড়ে। প্রথম দিকে বাজার তেজী ছিল; তাহার কারণ কয়লাখনি ও পাটকলসমূহের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে

### শেয়ার বিক্রয়ের জন্য

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

## দি আয়ুর্বেদ ভবন লিমিটেড

পুরাণবাজার (টান্দপুর) ত্রিপুরা।

বিশুদ্ধ অকৃত্রিম সর্বপ্রকার আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত ও প্রচলনের  
একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

জাতীয় শিল্পের উন্নতি করে  
এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে টাকা লাগি করা শ্রেয়: ও মিয়াপদ  
শীঘ্রই লভ্যাংশ আশা করা যাইতেছে।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক  
আবেদন করুন

(ভারতরক্ষা আইনের ২৪-এ ধারা মতে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বৃত্তিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার ইহার ব্যবসা সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার আর্থিক অঙ্গসজ্জা বা তদ্বিষয়ে প্রকাশিত বিবৃতি বা অভিমতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।)

বলিয়া লোকে আশা করিয়াছিল এবং বঙ্গ শিল্প সম্পর্কে সরকারী বিধিনিষেধ কোন কোন বিষয়ে ফিক্সিং শিথিল করায় কাপড়ের কলের শেয়ারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এইভাবে কাজকারবার বৃদ্ধি পাইবার মুখে শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইবার সম্ভাব রটিতে আরম্ভ করে। ত্রিশজি সংশ্লিষ্ট আরম্ভ হওয়ায় এই সম্ভাব আরও শক্তিশালী হইয়া ওঠে। ফলে বড় বড় কোম্পানীর বেশী দামের শেয়ারের বিকিকিনির পরিমাণ এবং মূল্য হ্রাস না পাইলেও শেয়ার বাজারের সমস্ত বিভাগে সাধারণ ভাবে মন্দার ভাব ছড়াইয়া পড়ে। তবে দর যে খুব কমিয়া গিয়াছে তাহা নয়। গত বৃহস্পতিবারের পর হইতে বাজার যেন আবার একটু চাঙ্গা হইয়া ওঠে। অবিকাংশ লোকই অপেক্ষা করিয়া অবস্থার গতি পর্যবেক্ষণ করিবার মনোভাব দেখাই-তেছেন।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারে অস্পষ্টভাবে তেজীর ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। ৩০০ হুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৭৫০, ৩০ হুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৪৫০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। মেসারী গুণের মধ্যে ৩০ হুদের (১৯৬০-৬৫) ৯৮৫০, ৪০ হুদের (১৯৬০-৭০) ১১২০, ৫০ হুদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৬০, ৩০০ হুদের (১৯৪৭-৫০) ১০৩০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহের গুণপত্র হস্তান্তরের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

### ডিবেঞ্চার

৩০ হুদের হাওড়া ব্রিজ লোন—২২, ৪০ হুদের পুরা জুট—১০২ ১০, ৪৫ হুদের লক্ষ্মীচাঁদ জুট—১০২, ৫০ হুদের কটন—১০৬ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে গুজব রটে যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কন্ট্রিবিউটারী শেয়ারের সমস্ত আর এক কিস্তির টাকা কম দেওয়া হইবে—এই গুজব রটার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়। পূর্ব সপ্তাহের দর ছিল ৪৭৬ টাকা। উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪০ টাকা হয়। এই-রূপ বর্ধিত দরে ক্রয়বিক্রয়ও কিছু পরিমাণ হইয়াছে, তবে সপ্তাহের শেষের দিকে দর নামিয়া ৫১৫ টাকা দাঁড়ায়। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত শেয়ারের দরও কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ১২৭৫ টাকায় বিকিকিনি হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের দরও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৭ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হয়।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। এলগিন—১০০, মহালক্ষী—৪৭, কানপুর-টেক্সটাইল—১৪১, ডানবার—২৭৬, মুইর—৪৭০, শ্রীরাধেশ্বরী—১৮৫, বেঙ্গল-নাগপুর—৩৪০, কেশোরাম—১৬০, প্রভাতী টেক্সটাইল—১১০ আনা।

### কমলার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কমলা খনির শেয়ার বাজারেও উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। অল্প মূল্যের শেয়ারের বিকিকিনি কিছু হইয়াছে। সম্প্রতি কমলাখনির শেয়ারের দর যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার কোন ভ্রাসঙ্গত কারণ ছিল না বলিয়াই এখন মনে হইতেছে। তবে বড় বড় কোম্পানীর শেয়ারের দর বিশেষ হ্রাস পায় নাই। কাটাস-ঝরিয়া—৫৬০, কালাপাহাড়ী—২২০, ভালগোরা—১২০, বেঙ্গল—৫৫৭, সেন্ট্রাল কুরকেন্দ—২০০, থেমোমেনইন—১৭, নিউবীরভূম—২৮৫, রাণীগঞ্জ—৩২০, শামলা—৫৫, সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল—৩৫, সাউথ করণপুরা—২০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। হাওড়া-৬৭০, অকল্যাণ্ড—২৫৭, চম্পদানী—২২১, ক্লাইভ—৩০, কামারহাটা—৫৬২, কাকিনাড়া—৩০৪, ভাশনাল—২৮৫, নদীয়া—১০৮, প্রেসিডেন্সী ৬৫ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### ইঞ্জিনারিং

আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনারিং আয়রণের দর ৩৬০ হইতে কমিয়া ৩৫৫ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের দর ২৮০ হইতে কমিয়া ২৭৫ হয়। বার্ষিক কোম্পানীর লভ্যাংশের হার কম হওয়াতেও উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের দর বিশেষ হ্রাস পায় নাই, ৪০০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল—১৬৫০, জেসপ এণ্ড কোং ২১০, কুমারধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং ৮১০, মার্শালস—৪১০, ভাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৩০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার বাজারে কাজকারবার খুব কম হইয়াছে। বুলান্দ এবং রাজা—৪২, বলরামপুর—১২১, ইউ পি জুগার—৩০৫ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চা-বাগান

হাটাপাড়া—৭০৮, তেজপুর ১৬৫, হাগিয়ারা—৭২, পত্রকোলা ১১০, বিশ্বনাথ—৭৮, দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### কাগজের কল

ইন্ডিয়া পেপার পার (প্রেক) ২১২, টিটাগড় পেপার—২৭০, মাইশোর পেপার—৩০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### বিবিধ

বর্ধা কর্পোরেশন—৩৫০, ডালমিয়া সিমেন্ট—১৮০, ডানলপ রবার—৫৮, রোটাস ইণ্ডাস্ট্রিজ—৩৩০, করণপুরা ডেভেলপমেন্ট—১৭৫ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

এই সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

### কোম্পানীর কাগজ

৩০ হুদের ডিকেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৫শে নং:— ১০২১/০ ১০২১/৬; ২৬শে—১০২১/৬। ৩০ হুদের ডিকেন্স বণ্ড (১৯৪২-৫২) ২৫শে নং:— ১০০১/০; ২৬শে—১০০১/০; ৩০শে—১০০১/০

## দি কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

উত্তর বিহারের ও আসামের প্রস্ফাবিত শাখাসমূহের জ্ঞাত  
ম্যানেজার, একাউন্ট্যান্ট ও কেশিয়ার আবশ্যক।

মাদারিপুর ও চরমুগুরিয়া শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

এইচ, এম, ঘোষ, এক, আর, ই, এস (লণ্ডন),  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শ্রীবিমল রায় চৌধুরী  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দি চিটাগড়

## সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

রেজিঃ অফিস : ২১-বি, ডি এল রায় ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

শান্তিপুর শাখা

গত ৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৩, রবিবার  
খোলা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত শাখা

জিলাগঞ্জ, কালনা, আসানসোল,  
ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, বগুড়া,  
মেদিনীপুর, বেনারস, মুবড়ী ও  
গৌহাটী।

অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী ম্যানেজার ও কেশিয়ার আবশ্যক।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডি. দাশ গুপ্ত

১০০৮/০; ১লা ডিসেম্বর—১০০৮/০। ৩. অদের  
লোন (১৯৪১-৪৪) ২৫শে নং—১০০৮/০; ২৬শে—  
১০০/০ ১০০৮/০; ২৭শে—১০০ ১০০/০;  
৩০শে—১০০/০; ১লা ডিঃ—১০০/০। ৩. অদের  
লোন (১৯৪৩-৪৫) ২৫শে নং—২২৮/০; ২৬শে—  
২২৮/০; ২৭শে—২২৮/০; ৩০শে—২২৮/০;  
১লা ডিঃ—২২৮/০। ৩. অদের লোন (১৯৪৭-৫০)  
২৫শে নং—১০৩৮/০ ১০৩৮/০; ২৭শে—১০৩৮/০।  
৩. অদের লোন (১৯৪৩-৪৫) ২৫শে নং—২২৮/০

২৮৮/০; ২৭শে—২৮৮/০ ২৮৮/০; ৩০শে—২৮৮/০;  
১লা ডিঃ—২৮৮/০। ৩. অদের কোম্পানীর কাগজ  
২৭শে নং—৮৫। ৩. অদের কোম্পানীর কাগজ  
২৫শে নং—২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৭৮/০;  
২৬শে—২৭৮/০ ২৭৮/০; ২৭শে—২৭৮/০ ২৭৮/০;  
২৭শে—২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৭৮/০; ৩০শে—  
২৭৮/০; ১লা ডিঃ—২৭৮/০ ২৭৮/০। ৫. অদের  
কাগজ (১৯৪৫-৪৫) ২৫শে নং—১০৬৮/০; ২৬শে—  
১০৬৮/০; ৩০শে—১০৬৮/০ ১০৬৮/০; ১লা ডিঃ—  
১০৬৮/০।

### ডিবেঞ্চার

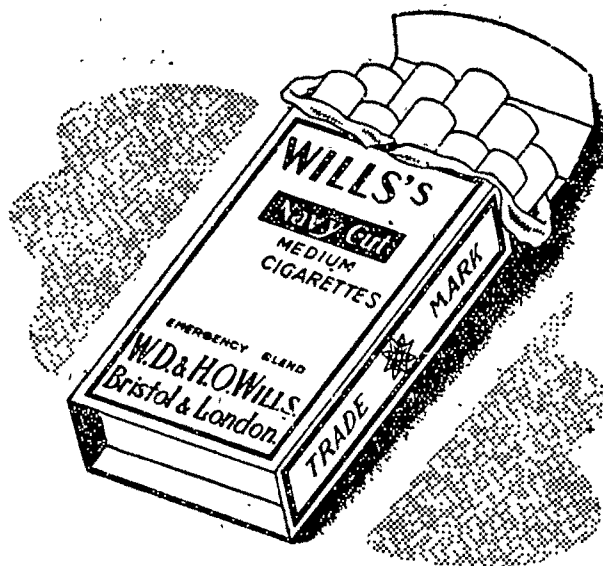
৩. অদের (১৯৪৬-৪৬) হাওড়া ব্রীজ ৩০শে  
নং—২২। ৪। অদের (১৯৩৭-৪৭) অরা ছুট  
২৫শে নং—১০২৮/০। ৫। অদের বাগদী কটন  
২৫শে নং—১০৬।

### ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ৩০শে নং—২২। হিন্দ ২৭শে  
নং—১৫। ইম্পিরিয়াল (কটি) ২৫শে নং—  
৪৮৫ ৪৮৬; ২৭শে—৫১৭৮/০; ৩০শে—৫২০



“মূল্যে বিনিময়ে ইশাহে মাল্বাৎকৃষ্টে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

২২৫, ২৪২, ২৪৫, ২৪৮, ২৪০, ২৩৫ ;  
 ১লা ডি:—২৪০, ২৩৫, ২৩৮, ২৩২ ; ২  
 (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৩০শে ন:—১২৫৫ ; ১লা  
 ডি:—১২৭৫ । রিভার্ড ২৫শে ন:—১২৫৫ ১২৬  
 ১২৫, ১২৫১০ ; ২৬শে—১২৫১০ ১২৬১০ ; ২৭শে—  
 ১২৭ ; ২৮শে—১২৬ ; ৩০শে—১২৬ ; ১লা  
 ডি:—১২৬, ১২৭ । ইউনাইটেড কয়ারিশিয়াল  
 ২৬শে ন:—২২ ; ৩০শে—২২ ।

• **କସ୍ତୁରୀର ଧନି**

\* গ্রামাঙ্গলগেমচেটড ২৫শে নং:—৪৩৯/০ ৪৩৯/০  
৪৩৯/০ ৪৩৯/০ ৪৪৮/০ ; ২৬শে—৪৪৮/০ ; ২৭শে—  
৪৩৯/০ ৪৪৮/০ । বড়বনী ২৫শে নং:—৩৯/০ ৩৯/০  
৩৯/০ ; ২৬শে—৩৯/০ ৩৯/০ ৩৯/০ ৩৯/০ ৩৯/০ ;  
২৭শে—৩৯/০ ৩৯/০ ৩৯/০ ৩৯/০ ৩৯/০ ; ২৮শে—  
৩৯/০ ; ৩০শে—৩৯/০ ৩৯/০ ৩৯/০ । বেঙ্গল ২৫শে  
নং:—৫৪০/০ ; ২৬শে—৫৫৫/০ ; ২৭শে—৫৬১/০  
৫৬৩/০ ৫৬৮/০ ; ২৮শে—৫৫৬/০ ; ১লা ডি:—৫৬০/০  
৫৬৮/০ । জালপোরা ২৫শে নং:—১২৮/০ ১২৮/০  
১৩৮/০ ১৩৮/০ ; ২৬শে—১২৮/০ ১২৮/০ ১৩৮/০  
১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০ ;  
২৭শে—১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০ ;  
২৮শে—১২৮/০ ১৩৮/০ ; ৩০শে—১২৮/০ ১২৮/০  
১২৮/০ ১২৮/০ ; ১লা ডি:—১২৮/০ ১২৮/০ ১২৮/০  
১২৮/০ ১২৮/০ । বোকারো এণ্ড রানগড় ২৫শে  
নং:—৩১৮/০ ৩১৮/০ ৩১৮/০ ৩১৮/০ ৩১৮/০ ৩১৮/০ ;  
২৭শে—৩২৮/০ ৩২৮/০ ; ২৮শে—৩২৮/০ ৩২৮/০ ;  
৩০শে—৩২৮/০ । বড়বেমো ২৫শে নং:—২৮০/০ ২৮০/০  
২৮০/০ ২৮০/০ ; ২৬শে—২৮০/০ ২৮০/০ ২৮০/০ ২৮০/০ ;  
২৭শে—২৮০/০ ২৮০/০ ২৮০/০ ; ২৮শে—২৮০/০ ২৮০/০  
২৮০/০ ; ৩০শে—২৮০/০ ; ১লা ডি:—২৮০/০ ২৮০/০  
২৮০/০ । বরাকর ২৫শে নং:—২৫৮/০ ২৫৮/০ ;  
২৬শে—২৫৮/০ ২৬৮/০ ২৬৮/০ ২৬৮/০ ;  
২৭শে—২৫৮/০ ২৫৮/০ ২৫৮/০ ২৫৮/০ ;  
২৮শে—২৫৮/০ ২৫৮/০ ২৫৮/০ ; ৩০শে—২৫৮/০ ;  
১লা ডি:—২৫৮/০ ২৫৮/০ ২৫৮/০ ২৫৮/০ ২৫৮/০ ;  
২৫৮/০ ২৫৮/০ ; ঐ (প্রোক) ২৫শে—১৬৬৮/০ ।  
সেন্ট্রাল কুরকেন্স ২৫শে নং:—১২৮০ ২০৮ ২০৮  
২০৮/০ ; ২৬শে—১২৮০/০ ২০৮ ২০৮/০ ২০৮/০

২০৬০ ২০৬০ ২০৬০ ২১০ ; ২৭শে—২১০/০  
২১০ ; ২২শে—২১০/০ ; ৩০শে—২০০ ; ১লা  
ডিঃ—২০০ । ধোমো-মেইন ২৫শে নঃ—১৭৬০/০  
১৭৬০ ; ২৭শে—১৭৬০/০ ; ৩০শে—১৭৬০/০ । ইষ্ট  
ইন্ডিয়ান ২৫শে নঃ—২৮০/০ ২৮৬০ ; ২৬শে—  
২৮০/০ ২৮৬০ ২৮৬০ ২২ ২২/০ ২৮৬০/০ ;  
২৭শে—২২০ ; ২২শে—২৮৬০ ; ৩০শে—২৮৬০/০  
২৮৬০ । ইকুইটেবল ২৫শে নঃ—৪৮ ৪৮০/০  
৪৮০ ৪৮০/০ ৪৮০ ৪৮০/০ ৪৮৬০ ; ২৬শে—  
৪৮৬০/০ ৪৮৬০/০ ৪৮৬০ ৪৮৬০/০ ৪৭ ৪৭/০ ৪৭/০  
৪৭/০ ৪৭/০ ; ২৭শে—৪৮ ৪৮০/০ ৪৮০/০ ৪৮০  
৪৮০ ; ২২শে—৪৮০/০ ৪৮০/০ ; ৩০শে—৪৭০/০ ;  
১লা ডিঃ—৪৭০ ৪৭০/০ ৪৭০ ৪৭০/০ ৪৭০/০ ।  
ফ্রিলাদি ২৫শে নঃ—২১ ২১০/০ ২১০ ২১০/০  
২১০/০ ২১৬০ ২১৬০/০ ; ২৬শে—২১০/০ ২১৬০  
২১৬০/০ ২২০/০ ; ২৭শে—২২ ২২/০ ২২০/০  
২২০/০ ২২০ ২২শে—২২ ২২০ ২২০/০ ;  
৩০শে—২২০ ; ১লা ডিঃ—২২ ২২০ ২২০/০  
২২০ । কালাপাহাড়ী ২৬শে নঃ—২৭০ ২৭০/০  
২৭০/০ ; ২৭শে—২৭০/০ ২৭০/০ ২৭০/০ ;  
২২শে—২৭০/০ ; ৩০শে—২৭০ ২৭০/০ ; ১লা  
ডিঃ—২৭০ ২৭০ । কাট্রাগ ঝড়িয়া ২৫শে নঃ—  
৫৪০ ৫৫ ৫৫০ ; ২৬শে—৫৫ ৫৫০ ; ২২শে—  
৫৪০/০ । নিউবীরভূম ২৫শে নঃ—২৮০/০ ২৮৬০  
২৮৬০/০ ২২ ২২/০ ২২০/০ ২২০/০ ; ২৬শে—  
২২০/০ ২২০ ; ২৭শে—২২০/০ ২২০ ২২০/০ ;  
২২শে—২২০ ২২০/০ ২৮৬০ ২৮৬০/০ ২২ ;  
৩০শে—২২০/০ ২৮৬০/০ ২২ ; ১লা ডিঃ—২২  
২৮৬০/০ । অজাল ২৬শে নঃ—১৫০/০ ১৫০/০  
১৫০ ; ২৭শে—১৫ ১৫০ ১৫০/০ ; ২২শে—  
১৫ ১৫০/০ । রাণীগঞ্জ ২৫শে নঃ—৩২০/০ ;  
২৬শে—৩২০ ৩২০/০ ২২৬০/০ ; ২৭শে—৩২০/০  
৩২৬০ ৩২৬০/০ ৩২ ; ২২শে—৩২০/০ ৩২০/০  
৩২৬০ ৩২৬০/০ ; ৩০শে—৩২০ ; ১লা ডিঃ—৩২ ।  
সান্তপুকুরিয়া এন্ড আসানসোল ২৫শে নঃ—৪  
৩৬০/০ ; ২৬শে—৪ ৪/০ ৪০/০ ৪০/০ ৪০ ৪০/০  
৪০/০ ; ২৭শে—৪০/০ ৪০/০ ৪০/০ ৪০/০ ; ২২শে—  
৪০/০ ; ৩০শে—৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০ ; ১লা  
ডিঃ—৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০ । সাউথ করণপুরা ২৫শে  
নঃ—২/০ ২০ ২০/০ ২০/০ ২০/০ ২০/০ ২০/০ ২০/০ ;  
২৬শে—২০/০ ২০/০ ২০ ২০/০ ২০৬০/০ ১০ ;  
২৭শে—২০ ২০/০ ২০/০ ২০/০ ২০ ; ২২শে—  
২০/০ ; ৩০শে—২০/০ ২০/০ ২ ; ১লা ডিঃ—২০/০  
২০/০ । তালচের ২৫শে নঃ—৬০ ৬০/০ ; ২৬শে—  
৬০ ৬০/০ ৬০/০ ; ২৭শে—৬০/০ ৬০ ; ২২শে—  
৬০/০ ৬০/০ ; ৩০শে—৬০/০ ৬০/০ ৬০/০ ; ১লা  
ডিঃ—৬০ । ইউনিয়ন ২৫শে নঃ—৩২০/০ ;  
২৬শে—৩২০ ৩২০/০ ৩২৬০/০ ; ৩০শে—৪০  
৪০/০ ; ১লা ডিঃ—৪০ ৩২৬০/০ । ওয়েষ্ট জামুদিয়া  
২৫শে নঃ—৩৮৬০/০ ; ২৬শে—৩২০ ৩২৬০ ৪০  
৪০/০ ৪০/০ ৪০/০/০ ; ২৭শে—৪০/০ ; ২২শে—  
৪০/০ ৪০/০ ; ১লা ডিঃ—৩২০/০ ৩২৬০ ৩২৬০/০ ।

২৫শে নং—১৪৮/০ ১৪৮৮/০ ; ২৬শে—১৫৮/০  
 ২৭শে—১৪৮/০ ১৪৮৮/০ ; ৩০শে—১৫৮/০ ১৪৮৮/০ ।  
 বেঙ্গল-নাগপুর ২৬শে নং—৩৫৮/০ ৩৫৮/০ ৩৫৮/০ ;  
 ২৭শে—৩৫৮/০ ৩৫৮/০ ৩৫৮/০ ৩৫৮/০ ; ২৮শে—  
 ৩৫৮/০ । কানপুর-টেক্সটাইল ২৬শে নং—১৪৮/০  
 ১৪৮৮/০ ১৪৮৮/০ ; ২৬শে—১৪৮৮/০ ১৪৮৮/০ ;  
 ২৭শে—১৪৮৮/০ ; ২৮শে—১৪৮৮/০ ১৪৮৮/০ ;  
 ৩০শে—১৪৮৮/০ ১৪৮৮/০ ১৪৮৮/০ । ডানবার ২৬শে  
 নং—২৮২/০ ; ২৬শে—২৮২/০ ; ২৭শে—২৮২/০ ;  
 ২৮শে—২৮২/০ ২৮২/০ ২৭৫/০ ; এলগিন ২৬শে  
 নং—২৭৮/০ ২৮৮/০ ; ২৬শে—২৭৮/০ ২৮৮/০ ২৮৮/০  
 ২৮৮/০ ২৮৮/০ ; ২৭শে—২৭৮/০ ; ২৮শে—২৮৮/০ ২৮৮/০  
 ২৮৮/০ ২৮৮/০ ২৮৮/০ ১০০/০ ১০০/০ ১০০/০ ১০০/০  
 ১০০/০ ১০০/০ ; ৩০শে—২৮৮/০ ২৮৮/০ ২৮৮/০ ১০০/০  
 ২৮৮/০ ; ১লা ডিঃ—২৮৮/০ ১০০/০ । কেশোরায়  
 ২৬শে নং—১৬৮/০ ১৬৮/০ ; ২৬শে—১৬৮/০ ১৬৮/০ ;  
 ২৭শে—১৬৮/০ ১৬৮/০ ; ১লা ডিঃ—১৬৮/০ ।  
 মহালক্ষ্মী ২৬শে নং—৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ৪৪৮/০  
 ৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ; ২৭শে—৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ৪৪৮/০  
 ৪৪৮/০ ; ২৮শে—৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ; ৩০শে—৪৪৮/০  
 ৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ৪৭৮/০ ৪৭৮/০ ৪৭৮/০  
 ৪৭৮/০ ; ১লা ডিঃ—৪৭৮/০ ৪৭৮/০ । নিউ ভিক্টোরিয়া  
 ২৬শে নং—১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ;  
 ২৬শে—১০৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ; ২৭শে—  
 ১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ;  
 ২৮শে—১০৮/০ ১০৮/০ ১১৮/০ ; ৩০শে—১০৮/০  
 ১০৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ; ১লা  
 ডিঃ—১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০  
 ১১৮/০ ; ২ (এফ) ২৬শে—১৫৮/০ ১৫৮/০ ১৫৮/০  
 ১৫৮/০ ; ২৬শে—১৫৮/০ ১৫৮/০ ১৫৮/০ ১৫৮/০ ১৫৮/০



ইউনাইটেড  
কমার্শিয়াল  
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২. বহুদেশ একত্রে যেস, কলিকাতা।

आययान्—

মিঃ জি, ডি, বিড়লা

ଅଟେ, ଗୋସ୍ଥାନୁ—'

नि: अम, ए, ऐ-नाहानी

ଆମାଗ୍ନିହୃତ ସୁନ୍ଦର  
୧ କୋଡ଼ି ଡାକ୍ତରୀ

नाशानकूर—

বোম্বাই, করাচী, হায়দ্রাবাদ  
(সিদ্ধ) আমেরাবাদ, দিল্লী

ব্যাখ্যাজ্ঞান—বি ভি. আর. সোমালকর

ইউনাইটেড  
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল  
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০.      কোম : কলি ৬৮৬৯  
 হেড অফিস—৭, ওয়েললেসলী প্লেস, কলিকাতা  
 সিডিউলভুক্ত ব্যাক ।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
 বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ "  
 আদায়কৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ "  
 আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
 ( ১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত )

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়  
সুবিধাজনক সৰ্বে সাধারণ ব্যাপক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিম্নাবলী ও সপ্ত অনুসন্ধানে জানা যায়  
 পাখী—বড়বাজার ও শ্রীমবাজার (কলিকাতা),  
 নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা  
 পে অফিস : মিরকাচিস  
 প্রিয়মাথ রায়—ডিপেট-ইন-চার্জ



9

निष्ठ ५. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

टोस्टो  
टी

१ टन ३० नून कनिधान

১৪৫/০ ১৫৫/০ ১৫৫/০ ; ৩০শে—১৪৫০ ১৫১০  
১৫১/০ ১৫৫/০ ১৫৫/০ ১৫৫০ ইউনিয়ন ২৫শে  
নং—৩০২ ৪০৪ ; ১লা ডিঃ—৪০১ টাকা।

#### রেলপথ

বজ্রিয়ারপুর-বিহার ২৫শে নং—১৪৮।  
হাফিজি-হিমালয়ান ৩০শে নং—১৪৪০।  
হোসিয়ারপুর-দোয়ার ৩০শে নং—১০২০ ১১০।  
ময়মনসিং-ভৈরববাজার ৩০শে নং—১০২।

#### খনি

বর্ষা কর্পোরেশন ২৫শে নং—৩৫০ ৩৫০ ;  
২৬শে—৩৫০ ৩৫০ ; ২৭শে—৩৫০ ৩৫০ ;  
২৮শে—৩৫০ ৩৫০ ; ৩০শে—৩৫০ ; ১লা ডিঃ—  
৩৫০ ৩৫০ ৩৫০। ইন্ডিয়া কপার ২৫শে নং—  
২৫০ ২৫০ ২৫০ ; ২৬শে—২৫০ ২৫০ ২৫০ ;  
২৭শে—২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৫০ ৩ ;  
২৮শে—৩ ৩/০ ২৫০ ২৫০ ; ৩০শে—২৫০  
২৫০ ২৫০ ; ১লা ডিঃ—২৫০ ২৫০। করণ-  
পুরা ডেভেলপমেন্ট ২৫শে নং—১৭ ১৭০ ;  
২৬শে—১৭০ ; ২৭শে—১৭০ ১৭০ ১৭০  
১৭০ ; ২৮শে—১৭০ ; ৩০শে—১৭০ ; ১লা  
ডিঃ—১৭০ ১৭০ ১৭০।

#### কাগজের কল

ইন্ডিয়া পেপার পাল ২৫শে নং—২১৩।  
২১৩ ; ২৬শে—২১৩ ২১৩ ; ২৭শে—২১৩  
২১৩ ; ১লা ডিঃ—২১৩। মাইসোর ৩০শে  
নং—২২০ ; ১লা ডিঃ—২২০। ওরিয়েন্ট ২৬শে  
নং—২২০ ; ২৭শে—৩০। অীগোপাল ২৬শে  
নং—২৪০ ২৪ ; ২৭শে—২৪ ; ১লা ডিঃ—  
২৪০। ষ্টার ২৬শে নং—২৩০ ; ২৭শে—২৩০  
২৩০ ; ৩০শে—২৩০ ২৩০ ; ১লা ডিঃ—  
২৩০। টিটাগড় ২৬শে নং—২৭০ ২৭০ ;  
২৭শে—২৭০ ২৭০ ; ২৮শে—২৭০ ২৭০ ;  
৩০শে—২৭০ ২৭০ ; ১লা ডিঃ—২৭০ ২৭০।

#### চিনির কল

বলরামপুর ২৫শে নং—১৭ ১৭০ ; ২৬শে—  
১৬৫০ ; ২৭শে—১৭ ; ১লা ডিঃ—১৬৫০।  
কেফ এন্ড কোং (অর্ডি) ২৫শে নং—২৭০  
২৭০ ; ২৬শে—২৭০ ২৮০ ; ২৭শে—২৬০  
২৭০ ; ২৮শে—২৬০ ২৬৫০ ; ৩০শে—২৬০  
২৭০ ; ১লা ডিঃ—২৭ ২৬৫০ ২৭০। কানপুর  
২৬শে নং—৪৫০ ৪৫০ ; ২৭শে—৪৫০ ; ১লা  
ডিঃ—৪৫০ ৪৫০। চম্পারন ২৫শে নং—৪৫০  
৪৫০ ; ২৬শে—৪৫০ ৪৫০। দ্বারভাঙ্গা ২৫শে  
নং—৩০০ ৩০০ ; ২৬শে—৩০০ ৩০০ ;  
২৭শে—৩০০ ৩১ ; ২৮শে—৩১ ৩০৫০ ;  
১লা ডিঃ—৩১০ ৩১০। প্রতাপপুর ২৫শে  
নং—২২০ ২৩ ; ২৭শে—২৩ ২৩০ ;  
২৮শে—২৩০ ২৩০ ২৩০ ; ১লা ডিঃ—  
২৩০ ২৩০। সমস্তপুর ২৫শে নং—২০।  
শ্রীহরপুর ২৫শে নং—১৫০ ১৫০ ; ১লা ডিঃ—  
১৫০ ১৫০। ইউপি ২৫শে নং—৩৪০ ৩৪০ ;  
২৬শে—৩৪০ ৩৪০ ; ২৭শে—৩৪০ ; ২৮শে—  
৩৪ ; ৩০শে—৩৪ ৩৪০।

#### চা-বাগান

বেলগাচি ২৫শে নং—৪৮। ভাতখাওয়া ১লা  
ডিঃ—৭৫। বিশ্বনাথ ২৬শে নং—৩৭০ ; ৩০শে  
—৩৮০ ; ১লা ডিঃ—৩৮। সেন্টাল কাছার ২৫শে  
নং—১০১০ ; ১লা—১০২০। হাটাপাড়া ২৬শে  
নং—৭৪০ ৭৩০ ; ২৭শে—৭৩০ ৭৩২ ;  
২৮শে—৭৩৬ ; ৩০শে—৭৪০ ৭৩৮। নিউ-  
টোয়াই ৩০শে নং—২২ ২২০। হারিমারা  
২৭শে নং—৭১৫০ ৭১। উদলাবাড়ী ১লা ডিঃ—  
—৩৮০। পাত্ৰকোলা ২৬শে নং—১১১৫ ;  
১লা—১১৫৫। ফালকোয়া ২৬শে নং—২৩২ ;  
২৭শে—২৪২ ; ৩০শে—২৪২। তেজপুর  
২৫শে নং—১৬০ ১৬০ ১৬৫০ ; ৩০শে—১৬৫০  
লেহ ১লা ডিঃ—২৩৭ ২৩৮ টাকা। ১লা ডিঃ—  
—২৩৭ ২৩৮ টাকা।

#### বিবিধ

আলকালি এন্ড কেমিক্যাল ২৭শে নং—৩১০  
৩০শে—৩১০ ; ১লা ডিঃ—৩১। আলুমিনিয়াম  
কর্পোরেশন ২৫শে নং—২০০ ; ২৬শে—২০৫ ;  
২৭শে—২০৫ ; ৩০শে—২০০ ২০০। আর্গাম-  
বেঙ্গল সিমেন্ট ২৫শে নং—১৩৫০ ১৩৫০ ; ২৬শে  
১৩৫০ ১৩৫০ ; ২৭শে—১৪১০ ১৪৫০ ; ২৮শে—  
১৪১০ ১৪৫০ ; ৩০শে—১৪১০ ১৪৫০ ; ১লা ডিঃ—  
১৪১০। বেঙ্গল পটারি ২৬শে নং—২৫০ ; ২৭শে  
—২৫০ ; ২৮শে—২৫০ ; ১লা ডিঃ—২৫০।  
ব্রিটানিয়া বিস্কুট ২৭শে নং—১৭০ ১৭৫ ;  
৩০শে—১৭০ ১৭৫। ব্রিটিশ-বার্মা পেট্রল ২৫শে  
নং—৩০ ৩০ ; ২৬শে—৩০ ; ২৭শে—৩০ ;  
১লা ডিঃ—৩০। বি আই কর্পোরেশন ২৫শে  
নং—৬৫০ ৬৫০ ; ২৬শে—৬৫০ ৬৫০ ; ২৭শে  
—৬৫০ ; ৩০শে—৬৫০ ; ১লা ডিঃ—৬৫০ ৬৫০।  
ক্যালকাটা ট্রানজেক্স ২০শে নং—২৫০ ২৫০ ;  
১লা ডিঃ—৩৫০। ডালমিয়া সিমেন্ট ২৬শে  
নং—১৮০ ; ২৭শে—১৮০। ডানলপ রবার্স  
২৫শে—৫৫০ ৫৫০ ; ২৭শে—৫৫০ ৫৫০ ; ২৮শে  
—৫৫০ ; ৩০শে—৫৫০। ইন্ডো-বার্মা পেট্রল ২৫শে  
নং—৬২ ৬২ ; ২৬শে—৬২ ৬৫০ ; ২৭শে—  
৬৫০। লিটার এ্যান্টিসেপ্টিক ২৫শে নং—  
১২৫ ; ১লা ডিঃ—১৪০। ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল  
২৬শে নং—৩১০ ৩১০ ; ২৭শে—৩১০ ৩১০ ;  
৩০শে—৩১০ ৩১০ ; ১লা ডিঃ—৩১০ ৩১০।  
রোটাল ইন্ডাক্স ২৬শে নং—৩৩ ৩৩০ ; ১লা  
ডিঃ—৩৩ ৩৩০। সিঙ্ক্রা স্টীম নেভিগেশন  
২৫শে নং—৩৭০ ৩৭০ ৩৮ ৩৭০ ; ২৬শে—  
৩৮০ ৩৮০। ইউনাইটেড স্ট্রাকচার ২৬শে  
নং—২০১০ ৩৪০।

বহু প্রশংসিত বিখ্যাত ওষধ—  
স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়  
“নিওটোন”

অব্যর্থ ফলশ্রম মহৌষধ  
৮ আউন্স—১৫০/০, ১২ আউন্স—২১০/০  
স্বাস্থ্য ঔষধালয়ে পাওয়া যায়  
প্রচারক—এস. ডেভী এন্ড কোং  
৪৪ সি, আমহাষ্ট স্ট্রিট, কলিকাতা।

(চাউল ক্রয় ও সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলা

সরকারের পরিকল্পনা ৬৮৩ পৃষ্ঠার পর)

ভিতর দিয়া পূর্বে দেশে নানারূপ পক্ষপাতিত্ব  
ও ছনৌতি প্রদ্রব্য পাইয়াছিল। এবার  
গবর্নমেন্ট যে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ  
করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়াও সেই ধরণের  
পক্ষপাতিত্ব ও ছনৌতি আশ্রয় প্রকাশ করিবার  
আশঙ্কা আছে বলা চলে। গবর্নমেন্ট অবশ্য  
একটি পার্চেন্টেজ বোর্ড বা ক্রয় সমিতি গঠন  
করিয়া এ বিষয়ে লোকের মনে আস্থা স্থাপন  
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বোর্ডের  
গঠন পদ্ধতি দেখিয়া দেশের জনসাধারণ  
বিশেষ কিছু আশঙ্কিত হইতে পারিবে বলিয়া  
মনে হয় না। বণিক সম্মেলন হইতে হইল  
প্রতিনিধি লওয়া হইবে, ইহা ভাল কথা।  
কিন্তু লোকের মনে বিশ্বাস ও ভরসা  
জাগাইতে হইলে যে পাঁচটি চাউল ব্যবসায়ী  
ফার্মকে চীফ এক্সেকিউটিভ হিসাবে নিয়োগ করা  
হইবে তাহাদের নাম পূর্বাঙ্কে প্রকাশ করা  
দরকার। তাহা ছাড়া প্রস্তাবিত বোর্ডটির  
একটি বিশেষ গলদ এই যে, উহাতে চাউল  
উৎপাদনকারী ও সাধারণ চাউল ক্রেতাদের  
কোন প্রতিনিধি লওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই।  
এই দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি ছাড়া পার্চেন্টেজ  
বোর্ডের কার্যধারা বাস্তব ক্ষেত্রে দেশের  
জনসাধারণের পক্ষে কতদূর কল্যাণকর হইবে  
তাহা সন্দেহের বিষয়। সর্বোপরি বাঙ্গলা  
সরকারের বর্তমান পরিকল্পনাটিতে দেশের  
নেতৃস্থানীয় ও জনপ্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের  
নিয়া কোন বিষয়ে কোন পরামর্শ কমিটি  
গঠনের ব্যবস্থা না দেখিয়া আমবা বিস্মিত  
হইয়াছি। মফঃস্বল হইতে বেপরোয়াভাবে  
চাউল ক্রয় করিতে গিয়া গবর্নমেন্ট পূর্বে  
বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। বর্তমানে  
নূতন করিয়া চাউল ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ  
করিতে গিয়াও তাহারা এই ধরণের কার্যধারা  
সুনিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত একটি পরামর্শ  
বোর্ড গঠনের গরজ দেখান নাই। দেশের  
খাদ্যসম্প্রদায় সমাধানের জন্য সকল দলের  
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই বর্তমানে যথেষ্ট  
আগ্রহ দেখাইতেছেন। খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও  
সরবরাহ বিষয়ে সরকারী বিধিব্যবস্থাগুলি  
বিচার ও তদারক করিবার জন্য এবং সকল  
বিষয়ে সমুচিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য গবর্নমেন্ট  
যদি একটি সর্বদলীয় পরামর্শ সমিতি গঠন  
করিতেন তবে তাহাদের কর্মধারার উপর  
লোকের আস্থা ও আস্থা ফিরিয়া আসিত।  
কোন শ্রেণীর স্বার্থহান না ঘটাইয়া দেশের  
খাদ্যসম্প্রদায় সহজে সমাধান করা যাইত।  
বাঙ্গলা সরকার এখনও সেরূপ সূচনাত  
প্রণালীতে কার্যে ব্রতী হইতেছেন না, ইহা  
দুঃখের বিষয়।

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩রা ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে একটা একটানা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ফলে কাজকারবারের পরিমাণও বেশী হইতে দেখা যায় নাই। পাটকলসমূহের কাজের ঘণ্টা ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এই ভরসার উপর নির্ভর করিয়া গত সপ্তাহে পাটের বাজারে যে উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষিত হইয়াছিল এখন তাহা আর নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কয়লা সরবরাহ ব্যবস্থার আরও আশঙ্করূপ উন্নতি ঘটা দূরে থাকুক আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার সরবরাহ বরং হ্রাসই পাইয়াছে। এবার যে সরবরাহ পৌঁছিয়াছে তাহার পরিমাণ দৈনিক গড়পড়তা ৩০ ওয়াগনের অধিক নহে। এই সরবরাহ পাইয়া মিলগুলির পক্ষে পুরাদমে কাজ চালান সম্ভব নহে। সুতরাং এ সপ্তাহে কতকগুলি পাটকলের কাজ বন্ধ রহিয়াছিল। আগামী সপ্তাহে কয়লার সরবরাহ অপেক্ষাকৃত প্রচুর না হইলে বর্তমান অবস্থার আশু উন্নতি দেখা যাইতেছে না। অবশ্য কোন কোন মহল বেশ আশাবাদী বলিয়াই মনে হয়। আবশ্যিক কয়লা পাইয়া মিলগুলি মজুত পাট শীঘ্রই ব্যবহার করিয়া ফেলিতে পারিবে বলিয়া তাঁহার। মনে করেন। এই ক্ষুদ্র পাট মজুতকারীদের মধ্যেও অনেকে দর সম্পর্কে চড়া সুর নরম করিতে নারাজ দেখা যায়। এই কারণেই বাজারের পূর্বোক্ত নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও এবার পাটের দর বিশেষ হ্রাস পায় নাই।

এবার আলগা পাটের বাজারে ইতিমধ্যে জাত মিডল ও বটাম যথাক্রমে ১৫ টাকা ও ১২ টাকার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। এবার পাকা বেল বিভাগেও মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধল ও চটের বাজার মন্দা ছিল। চটের দর পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় আরও কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। মিল-ওয়ালারা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় হয় ত সফল হইতে পারিবেন বাজারে এরূপ একটা মনোভাব দেখা যাইতেছে। যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ, বিশেষ করিয়া শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কিত গুজব ও জল্পনা-গবেষণা, বাজারে তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আন্তর্জাতিক সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি কখন কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তৎপ্রতি সমাক সচেতন থাকিয়াই ব্যবসায়ী মহলে ভরসার ভাব দেখা যাইতেছে। এবার ৯নং পোর্টার (সকল শ্রেণী) ২১০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২৭৬/০ আনা, ডিসেম্বর ২৭৬/০ আনা ও জাহ্নুয়ারী-মার্চ ২৭৬০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩রা ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে বোম্বাইএর তুলার বাজারে চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। কাপড়ের কলসমূহের পক্ষ হইতে এবার তুলা ক্রয়ের

দিকে বিশেষ কৌণিক দেখা গিয়াছে। ফলে বহিলা তুলার দর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। সপ্তাহের প্রথম দিকে যুদ্ধের আশু অবসানের সম্ভাবনা ও শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কিত নানারূপ গুজব, জল্পনা-কল্পনার সংবাদে বাজারে কিঞ্চিৎ প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টির উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু সেই ভাব কাটিয়া যাইতে দেয়ী হয় নাই। কোন কোন মহল যুদ্ধাবসানের সম্ভাবনায়ও ভরসার ভাব দেখাইতেছেন। তাঁহাদের মুক্তি এই যে, যদি রপ্তানী বৃদ্ধির পথ প্রতিরুদ্ধ না হয় এবং মিল সমূহ উহাদের আবশ্যিক পরিমাণ তুলা ক্রয় করিয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে যুদ্ধের পরের তুলার বাজার সম্পর্কে এখন মাথা ঘামাইবার কারণ নাই।

এবার সপ্তাহের শেষের দিকেই তুলার বাজারের চড়তির ভাব বিশেষ করিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। বাজার দর বৃদ্ধি পাইয়া গত ২রা ডিসেম্বর তারিখে বহিলা জাহ্নুয়ারী ৪৫৮।০ আনা, মার্চ ৪৫৯।০ আনা ও মে ৪৬৪ টাকার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষ দিবস উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৪৪৬।০ আনা, ৪৪২ টাকা ও ৪৪৪ টাকা।

এবারের কলিকাতার কাপড়ের বাজার সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু জানাইবার নাই। টেক্স-টাইল কন্ট্রোল বোর্ডের সংশোধিত সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বাজারে বেশ উৎকর্ষা দেখা যাইতেছে। ঐ বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের খবর আলোচ্য সপ্তাহেই ঘোষিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু এতাবৎ তাহা হইয়া উঠে নাই। কাপড়ের দর আরও হ্রাস পাইতে পারে বাজারে এরূপ শঙ্কা ও সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার ফলে আগাম কাজকারবার আদৌ হইতে পারে নাই। পবর্নমেন্ট বস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে যানবাহনের সুর্য্যবস্থা করিতেছেন এবং শীঘ্রই কলিকাতার বাজারে প্রেরণ বস্ত্রাদির আমদানী হইবে বলিয়া প্রকাশ। বস্ত্রত: চাহিদার তৃপ্তনায় যোগানের যে কমতি ছিল সেই অবস্থা কিছু দিন যাবৎ আর তেমন তীব্র ছিল না। মনে হয় শীঘ্রই বাজারে বস্ত্রাদির আর অভাব হইবে না।

(রাষ্ট্রনৈতিক প্রসঙ্গ—৬৮৪ পৃষ্ঠার পর)

এ তো গেল ইউরোপের যুদ্ধের কথা। কিন্তু যুদ্ধ যে আজ বিশ্বব্যাপী। এশিয়া খণ্ডে যে সমরায় প্রকলিত হইয়াছে তাহা নিব্বাপিত হইবে কতদিনে? এই প্রশ্ন আরও জটিল এবং ইহার জবাবও বহু ও বিচিত্র। সুদূর ওপারের কর্ণেল নক্স হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের ঘরের কাছের জেনারেল অকিনলেক পর্য্যন্ত বহু লোকের বহুবিধ ভাষণে বিশ্লষণে বক্তৃতায় বিবৃতিতে যে ধুমজালের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্য হইতে স্পষ্ট করিয়া কিছু বুদ্ধিবার উপায় নাই। তবে সহজ বুদ্ধিতে আমরা একটা কথা বুদ্ধিতে পারি। ইউরোপের যুদ্ধ মিত্রপক্ষের অনুকূলে যদি সাজ হয়, তাহা হইলে সেখানকার অসংখ্য সৈন্য ও অপরিমেয় সমরোপকরণ প্রাচ্য খণ্ডে মিত্রপক্ষের বর্তমান শক্তি-সমাবেশের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে প্রচণ্ড ব্যাপক আক্রমণ সম্ভবপর করিয়া তুলিবে তাহা একা রোধ করিবার মত ক্ষমতা জাপানের নাই। কিন্তু জাপান যে ভাঙ্গিলেও মচকায় না—মার খাইতে-খাইতেও শেষ পর্য্যন্ত হার মানিতে চায় না, এমন অভিমত মিত্রপক্ষের অনেক বিশেষজ্ঞই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ইউরোপের যুদ্ধ খতম হইলেও এশিয়ার যুদ্ধ রাতারাতি মিটিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়। অথচ আমাদের কাছে প্রাচ্যের দাপাদাপি কবে শেষ হইবে সেই কথাই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। ভারতের জনসাধারণের আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই—জাতি হিসাবে নাই বলিতে প্রায় কোন অধিকারই নাই। তাই এই ধনবল-জনবল-ধ্বংসকারী মহাযুদ্ধের সমাপ্তি এই প্রাচ্য খণ্ডে কবে হইবে সেই সাগ্রহ প্রশ্নই আজ বারে বারে আমাদের কাতর মনে উদয় হইতেছে। এই কারণেই যে প্রশ্ন দিয়া প্রসঙ্গ শুরু করিয়াছিলাম আবার সেই প্রশ্নই তুলিতে হইল : এ যুদ্ধ শেষ হইবে কবে?

আপনার চা নিরাপদে পাঠাইবার জন্য—

“ডেকা” চাচেষ্টার বাক্স

(DEKA TEA CHEST)

ব্যবহার করুন।

ইহা মজবুত ও সুন্দর।

ম্যানুফ্যাকচারার :—

দেবী কমলা এণ্ড কোং

৫নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

গ্রাম—ডেকামাল

।।।

ফোন—ক্যাল : ৪২৮৪

**S. SIRKAR & CO.**  
Manufacturing Jewellers  
125. BOWBAZAR STREET

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে সোণার বাজারে অনেকটা স্থিরভাবে লক্ষ্য করা যায়। দর খুব সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যে ঊঠা-নামা করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্জক সোণা বিক্রয় করার ফলে দর কমিয়া বাইবে বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু নির্ধারিত দরের কমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোণা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করায় বাজার বিশেষ মন্দা হইতে পারে নাই। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে দর কিছুটা কমিয়া গিয়াছে এবং কম দরেই কিছু সোণা ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। শীত্রেই হস্ত যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে, এইরূপ শুভবাদের সৃষ্টি হওয়ার ফলেই সোণার দর কমিয়া গিয়াছে। বোম্বাই বাজারে সোণার নিম্নতম দর গিয়াছে ৭৬/০ ভরি, এবং গিনির দর গিয়াছে প্রতি ২৩ ৫২ টাকা। সেই স্থলে কলিকাতার দর ছিল সোনা প্রতিভরি ৭৬/০ এবং গিনি প্রতি ২৩ ৫০ টাকা।

### রূপা

কলিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর

সোণার বাজারের সহিত সমতা রাখা করিয়া আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে রূপার বাজারে স্থির ভাব এবং সপ্তাহের শেষের দিকে মন্দার ভাব দেখা দেয়। সপ্তাহের প্রথমদিকে বোম্বাই বাজারে রূপার দর গিয়াছে প্রতি ১০০ ভরি ১২১৬/০ আনা। কলিকাতার দর গিয়াছে ১২১০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই।

(মিত্রপক্ষীয় সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতির স্বরূপ—  
৬৮৫ পৃষ্ঠার পর)

স্থাপিত হইয়াছে কারসাজি করিয়া ভারতের বর্তমান দুর্গত অঞ্চলসমূহকে তাহার আওতা হইতেও বহিষ্কৃত রাখা হইয়াছে। বর্তমান ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের মুকুট-রানায় যে কোন দিক দিয়া ভারতের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিবে না সে সম্বন্ধে পূর্বেই এদেশবাসীর মনে সংশয় জাগিয়াছিল। তাহাদের উপরোক্ত নয়া ব্যবস্থা সেই সংশয়কে আজ আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। নিছক মানবতার দিক হইতে বিচার করিয়া এই দুই দেশ কখনও ভারতের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ আগাইয়া আসিবে না জানি। কিন্তু আন্তর্জাতিক

সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে ভারতের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলকে কেন যে যুদ্ধবিক্ষস্ত এলাকার ভিতরও অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে নিতান্তই অক্ষম। যুদ্ধের জন্ত এদেশে ব্রহ্মদেশ ও অফগানিস্তান হইতে খাদ্যসামগ্রীর আমদানী বন্ধ হইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত বাহির হইতে বিস্তর মিত্রপক্ষীয় সৈন্য আমদানী হওয়ায় এদেশে খাদ্যব্যয়ের অভাব সূচিত হইয়াছে। সামরিক কারণে 'ডিনায়েল পলিসি' অবলম্বন করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলার কোন কোন অঞ্চলে খাদ্যসমস্যা বেশী রকম জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। তথাপি এদেশকে যুদ্ধবিক্ষস্ত অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা বা এদেশের দুর্গত লোকদের সাহায্যার্থ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না ইহা একটা অদ্ভুত কথা। ইহাতে ভারত সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিনী উপেক্ষা ও উদাসীনতা আজ নিতান্ত পরিষ্কারভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহাদের পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক বিধি ব্যবস্থার সহিত যুক্ত থাকিয়া কোন দিক দিয়া যে ভারতের কিছুমাত্র উপকৃত হওয়ার আশা নাই তাহা আজ আমরা ভালভাবেই উপলব্ধি করিতেছি।

সবচেয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, মিত্রপক্ষীয়, সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতির দ্বারা ভারতের কোন উপকার সাধিত হওয়ার আশা না থাকিলেও উক্ত সমিতির খরচ মিটাইবার জন্ত এদেশকে রীতিমত চাঁদা যোগাইতে হইবে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে পড়িয়া

এদেশের লোকেরা নিজেদের জাতীয় অপমৃত্যুরোধ করিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। কিন্তু নতুন ইঙ্গ-মার্কিনী ব্যবস্থায় অফগানিস্তান দেশের দুঃস্থ লোকদিগকে বাঁচাইবার জন্য তাহাদিগকে টাকা ও অন্ন বস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেই হইবে। এই জ্ঞেণীর বিধান ভারতের স্বার্থের দিক হইতে আমরা সর্বথা-আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের একজন সদস্য মিত্রপক্ষীয় সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতিতে ভারতের দেয় চাঁদা সম্পর্কে সম্প্রতি এক প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী জানাইয়াছিলেন যে, এই সমিতির কার্য-পরিচালনা বাবদ ভারতের দেয় চাঁদার অঙ্ক যথাসময়ে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিবেচনার জন্ত উপস্থিত করা হইবে। ব্যবস্থা পরিষদের অনুমতি না লইয়া উহা পরিশোধ করা হইবে না। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বর্তমান সদস্যদের অনেকের উপর সরকার পক্ষের প্রভাব ও প্রাধান্য খুবই বেশী। কাজেই ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের নির্দেশ অনুসারে তাহাদের পক্ষে এই জ্ঞেণীর চাঁদার অঙ্ক পাশ করিয়া লওয়া ত্রয়ত কার্যতঃ বিশেষ কঠিন হইবে না। তথাপি নবস্থাপিত ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ এণ্ড রিহেবিলাইজেশন কমিটির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ এইরূপ চাঁদা প্রদান সম্পর্কে সম্মিলিতভাবে আপত্তি জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

## সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

এবংসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭।০ লভ্যাংশ দিয়াছে

আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪০।০

—শাখাসমূহ—

- |                    |              |                         |
|--------------------|--------------|-------------------------|
| (১) শ্রীমবাজার     | (৬) ভাটপাড়া | (১১) দুবরাজপুর (বীরভূম) |
| (২) দক্ষিণ কলিকাতা | (৭) হিলি     | (১২) সিরাজগঞ্জ          |
| (৩) নিউমার্কেট     | (৮) দিনাজপুর | (১৩) কুচবিহার           |
| (৪) নৈহাটী         | (৯) নৌলফারি  | (১৪) বেনারস             |
| (৫) কাঁচড়াপাড়া   | (১০) রংপুর   | (১৫) এলাহাবাদ           |

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা : ২১২৫ ও ৬৪৮০

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি  
সকল অবস্থাতেই

আপনাদের  
সেবা করিতে  
প্রস্তুত

শাখাসমূহ :—

ঢাকা, কালিম্পাং,  
শিলিগুড়ী, শান্তিপুর,  
রাজসাহী, বালী, বগুড়া,  
কুষ্টিয়া, তারকেশ্বর ও  
রাণাঘাট।

শ্রীমবাজার শাখা গত ৩রা ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী

হেড অফিস :—

৩ ও ৪ হেয়ার স্ট্রিট

কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ৬১১

ফোন—ক্যালকাটা ২৭৬৭

টেলিগ্রাফ—ভনসম্পাদ

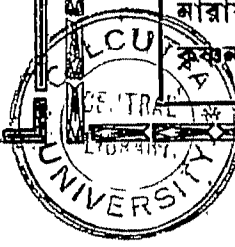
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

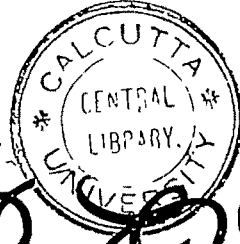
## ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

হেড অফিস—৩নং ম্যাক্সো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—নৌলফারি, ঢাকা, মেদিনীপুর,  
মারায়গঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মুন্সের), শান্তিপুর,  
কুষ্টিয়া, বালিচক, বালেশ্বর ও আনন্দপুর।





জনসেবায়—



ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রিট,  
কলিকাতা।

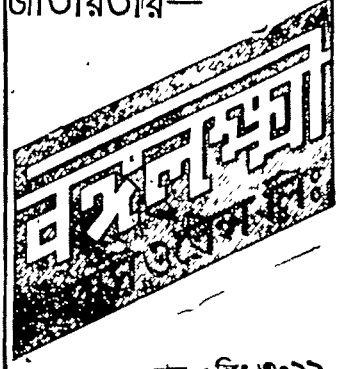
# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রনাথ ভট্টাচার্য

জাতীয়তায়—



ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রিট,  
কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর, সোমবার, ১৯৪৩

৩০শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                   | পৃষ্ঠা    | বিষয়                        | পৃষ্ঠা |
|-------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| সাময়িক-প্রসঙ্গ         | ৭০২-৭১১   | প্রাইউড শিল্প ও তাহার সমস্যা | ৭১৪    |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ        | ৭১২       | আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর      | ৭১৬-২৭ |
| ফসল আবাদের অভিনব পদ্ধতি |           | কোম্পানী প্রসঙ্গ             | ৭২৮    |
| —ভার্নালাইজেশন          | ৭১৩ ও ৭১৫ | বাজারের হালচাল               | ৭২৯-৩৪ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### যুদ্ধ শেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

যুদ্ধের পরে এদেশে কিভাবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা যাইতে পারে ভারত গবর্নমেন্ট বর্তমানে তাহা নিয়া চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। যে দেশে প্রাথমিক গঠনমূলক কাজই অতাপি শুরু হয় নাই সে দেশে পুনর্গঠনের কথা অবাস্তব। তথাপি 'পোস্টওয়ার রিকনষ্ট্রাকশনে'র জন্য নানারূপ কমিটি বসাইবার উদ্যোগ দেখিয়া আমাদের মনে একটা ভরসার সঞ্চার হইয়াছিল। অর্থনৈতিক 'পুনর্গঠন'র নামে দেশে অর্থনৈতিক সংগঠনের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু এবিষয়ে গবর্নমেন্টের মূল প্রস্তাব ও উদ্দেশ্য হিসাবে সম্প্রতি বাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমরা বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছি। শুনা যাইতেছে গবর্নমেন্ট যুদ্ধোত্তর কালের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে গিয়া মুখ্যতঃ শুধু এদেশের কৃষির উন্নতির উপরই জোর দিতে চান। দেশে শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার সম্পর্কে গবর্নমেন্ট তেমন কোন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণে যত্নপর হইবেন না। শিল্পোন্নতির দায় ও দায়িত্ব তাহারা মুখ্যতঃ দেশের উদ্যোগী লোকদের হাতেই ছাড়িয়া দিবেন। কৃষকদের আর না বাড়িলে এদেশে

শিল্পজীব্য কাটতির তেমন সুবিধা হইবে না। সে কারণে শিল্পের সম্যক প্রসারও আশা করা বৃথা। কাজেই অগণিত কৃষকের আর বৃদ্ধির জন্য সর্বত্রো কৃষির উন্নতি সাধনে যত্নপর হওয়াই গবর্নমেন্ট তাহাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। প্রকাশ সেই কর্তব্যবুদ্ধি হইতে গবর্নমেন্ট পোস্টওয়ার রিকনষ্ট্রাকশন কমিটির সদস্যদিগকে মুখ্যতঃ কৃষি উন্নতি সম্পর্কেই বিস্তারিত পরিকল্পনা স্থির করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে গবর্নমেন্টের এই নির্দেশ আমাদের নিকট সর্বথা একদেশদর্শী বলিয়াই মনে হইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া আমাদের বৃটিশ প্রভুদের একটা স্বার্থপর কারসাজিও বেশ স্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। ইংলণ্ড ও ছুনিয়ার অন্য প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলি চায় ভারতবর্ষকে চিরকাল একটা কাঁচা মাল উৎপাদনকারী দেশে পরিণত করিয়া রাখিতে। শিল্প ব্যবসায়ের জাতিগত প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং অল্প দরে কাঁচামাল কিনিয়া বেশী দরে শিল্পজাত মাল বিক্রয়ের জন্য এইরূপ একটা ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সেদৃষ্টে তাহাদের আজ্ঞাবর্তী হিসাবে ভারত গবর্নমেন্ট আজ শিল্পোন্নতির

কথা ছাড়িয়া একান্তভাবে শুধু কৃষি উন্নতির উপরই তাহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কৃষির অবস্থা নানা দিক দিয়া আজ পর্যন্ত খুবই অধ্যপতিত। এই অবস্থায় কৃষির উন্নতির জন্য সকল দিক দিয়া সুব্যবস্থা হউক তাহা আমরা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্প ব্যবসায়কে বাদ দিয়া কেবল কৃষির উপর জোর দিলেই এদেশের আর্থিক উন্নয়নের কাজ সুসমাধা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। শিল্প ব্যবসায়ের সহিত কৃষির অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে। কৃষির উন্নতির জন্য দেশে সার তৈয়ারের শিল্প, বৈজ্যতিক শিল্প ও যন্ত্রপাতি শিল্পের ভালরূপ প্রসার প্রয়োজন। সকল দিক দিয়া শিল্পোন্নতি সাধিত না হইলে দেশে কৃষিজাত মালের ভালরূপ কাটতি হওয়া অসম্ভব। তাহা ছাড়া এদেশে যেকোন বেশী পরিমাণ লোক বর্তমানে কৃষির উপর নির্ভরশীল তাহাতে তাহাদের কতকাংশকে শিল্প ব্যবসায়ের নিয়োজিত করিতে না পারিলে কৃষির পরম কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। কাজেই এদেশের আর্থিক উন্নতির জন্য সমুচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইলে একে অন্ত্রের পরিপূরক হিসাবে কৃষি ও শিল্প এই দুটিকেই সমান ভালে গড়িয়া



জোতার ব্যবস্থা প্রয়োজন। গবর্ণমেন্ট সেভাবে কার্যে ত্রুটি না হওয়ায় ভারতের প্রকৃত আর্থিক কল্যাণ সম্পর্কে তাঁহাদের আন্তরিকতার অভাবই সূচিত হইতেছে।

### কাপড়ের কলে বেশী বস্ত্র উৎপাদনের উপায়

যুদ্ধের সময়ে দেশে বস্ত্রের বেশী রকম অভাব দেখা যাওয়ায় উহার মূল্য খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছে। বস্ত্রের এই দুপ্রাপ্যতা ও দুস্বল্যতা হ্রাস করিবার জন্ত এদেশের কলসমূহে কি ভাবে অপেক্ষাকৃত বেশী বস্ত্র উৎপাদন করা যায় তদ্বিষয়ে বর্তমানে অনেকে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। কলিকাতার 'সাইন্স এণ্ড কালচার' নামক মাসিক পত্র সম্প্রতি উহাদের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, ইহা সূত্রের বিষয়। এই পত্রের মতে দেশীয় কাপড়ের কলে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইবার জন্ত বর্তমানে তিনটি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কাপড়ের কলের মালিকেরা তিন দল শ্রমিকের দ্বারা দিবারাত্র সমভাবে কলে কাপড় প্রস্তুতের কাজ চালাইতে পারেন। এত বেশী সময় কাজ চালাইতে হইলে তজ্জন্ত অধিক পরিমাণে কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রয়োজন। উপযুক্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শ্রমিকেরও বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। এই সব দিক দিয়া সব কলের সুযোগ-সুবিধা সমান নহে। তথাপি মিল মালিকেরা ঐকান্তিকভাবে যত্নপর হইলে অনেকেই তাঁহাদের কার্যকাল বর্তমানের তুলনায় বাড়াইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ কাপড়ের কলে ব্যবহার্য সূতার বৈচিত্র্য এবং উৎপাদিত বস্ত্রের প্রকার ও নমুনা কমান্বয়ে তাহাতেও বেশী কাপড় উৎপাদনের পথ প্রশস্ত করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের রুচি মিটাইবার জন্ত সাধারণতঃ কলসমূহে বিভিন্ন নম্বরের সূতায় মোটা, মিহি ও প্রশস্ত নানা ধরণের কাপড় প্রস্তুত করা হয়। ঐরূপ বৈচিত্র্য রক্ষা করিবার জন্ত কাপড়ের কলের উৎপাদনও স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময়ে আজ যেখানে দেশে বস্ত্রের নিত্য অভাব দেখা দিয়াছে সেখানে কাপড়ের কলের মালিকেরা ঐরূপ বৈচিত্র্য যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া নির্দিষ্ট কয়েক নম্বরের সূতায় মাত্র কতিপয় ধরণের বস্ত্র তৈয়ারিই তাঁহাদের কার্যধারা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন। ইহাতে বিভিন্ন রুচির লোকের বিভিন্ন প্রকার দাবী মিটানোর পক্ষে কিছু অসুবিধা হইলেও

দেশের লোকদের বর্তমান প্রয়োজনে সাধারণ শ্রেণীর বস্ত্র অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে যোগাইবার সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ কাপড়ের কলসমূহের ব্যবহৃত পিক বা গাঁতের সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় কমান্বয়ে দিয়াও ভবিষ্যতে বেশী বস্ত্র উৎপাদনের পথ প্রশস্ত করা যাইতে পারে। কাপড়ের পারিপাট্য ও উৎকর্ষ বিধানের জন্ত মিলের তাঁতসমূহে বর্তমানে বেশী করিয়া গাঁতি ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। বর্তমান ছদ্দিনে কাপড়ের পারিপাট্য ও উৎকর্ষতা সম্পর্কে লোকের দাবীদাওয়া তেমন বেশী নহে। কাজেই মিল মালিকেরা কাপড়ের কলে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইবার জন্ত প্রতি ইঞ্চি হিসাবে গাঁতি ব্যবহারের পরিমাণ কিছু হ্রাস করিতে পারেন। ইহাতে মিলের তাঁতগুলির কার্যধারার গতি বর্তমানের তুলনায় বাড়িয়া যাইবে। ফলে মিলমালিকেরাও দেশের জনসাধারণের জন্ত অধিক মাত্রায় কাপড় সরবরাহ করিবার সুবিধা পাইবেন।

'সাইন্স এণ্ড কালচার' পত্রের এই সমস্ত নির্দেশ আমরা দেশের মিল মালিকদের পক্ষে সর্বধা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। সামরিক চাহিদা ও দেশের লোকের দাবীদাওয়া মিটাইবার জন্ত তাঁহারা ইতিমধ্যে কাপড়ের কলের কার্যকাল বৃদ্ধি সম্পর্কে মনোযোগী হইয়াছেন। বস্ত্রের দুপ্রাপ্যতা ও দুস্বল্যতার কথা ভাবিয়া অল্প দুইটি বিষয়েও তাঁহারা উপযুক্ত কার্যনীতি অবলম্বনে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

### বিদেশী বণিকদের সম্পর্কে সরকারী পক্ষপাতিত্ব

রপ্তানীর লাইসেন্স ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সম্পর্কে ভারত সরকার দেশীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিকূলে বিদেশী ব্যবসায়ী কার্খাদেব প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে আরম্ভ করায় যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইহা নিয়া দেশে একটা নিদারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উহার প্রেসিডেন্ট মিঃ এস জি সা কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগের মারফতে সেই ক্ষোভ ভালভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—ভারতীয় রপ্তানীকারকেরা এদেশ হইতে বাহিরে মাল রপ্তানী সম্পর্কে বহু বৎসর যাবৎ যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন যুদ্ধকালীন অবস্থায় গবর্ণমেন্ট আজ তাঁহাদের সে অধিকার খর্ব করিয়া তৎপরিবর্তে বিদেশী কার্খাদিগকেই রপ্তানী বাণিজ্যের ব্যাপারে অহেতুক অধিপত্য করিবার সুযোগ দিতেছেন। ফলে বহু

দিনের ব্যবসাবাণিজ্য হাত ছাড়া হওয়ায় অনেক ভারতীয় রপ্তানীকারক যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অপর দিকে ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন ও অন্যান্য বিদেশী প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের স্নেহবাৎসল্যে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে একটা বড় অংশ গ্রহণের সুবিধা পাইয়া দিন দিন ক্ষীণকলেবর হইয়া উঠিতেছে। ভারত গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন গত ১৯৪১-৪২ সালের বাণিজ্যের ভিত্তিতে তাঁহারা রপ্তানীকারকদিগকে ব্যবসা করিবার লাইসেন্স দিতেছেন। লাইসেন্স সম্বন্ধে সেই রীতি বহাল করিতে গিয়া এদেশে অনেক নূতন রপ্তানীকারক কার্খাকে তাহাদের বাণিজ্যগত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। যেখানে বিদেশী কার্খাদিগকে এদেশ হইতে মাল রপ্তানীর পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইতেছে সেখানে নূতন বলিয়া অনেক ভারতীয় কার্খার পক্ষে নিজ দেশের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে অমুমতি না পাওয়া খুবই শোচনীয় বলা চলে। বিদেশী কার্খাদের সম্পর্কে সরকারী পক্ষপাতিত্ব বর্তমানে এত বেশী পরিমাণে আশ্রয় প্রকাশ করিয়াছে যে, ভারতীয় রপ্তানীকারকেরা এদেশ হইতে মাল প্রেরণের লাইসেন্স পাইয়াও অনেক সময়ে কার্যতঃ রপ্তানীর সুযোগ পাইতেছে না। জাহাজে মাল প্রেরণ সম্পর্কে কোন রপ্তানীকারককে কতকটুকু সুবিধা দেওয়া হইবে তাহা লগুন ও ওয়াশিংটনের সরকারী কর্তাদের নির্দেশেই স্থিরকৃত হইয়া থাকে। ফলে জাহাজের স্থান সম্পর্কে বিদেশী কার্খাদের দাবীই অগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়ায়। বিদেশগামী জাহাজ ভারতীয় বন্দরে ভিড়িবার পর অনেক সময়ই দেখা যায় তাহার বেশীর ভাগ স্থান বিদেশী রপ্তানীকারকদের নামে পূর্ববর্তী সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে। কেবল জাহাজে স্থান প্রদান সম্পর্কেই নহে এদেশে রপ্তানীযোগ্য মালপত্র ক্রয় সম্পর্কেও বিদেশী কার্খাদিগকে দেশীয় কার্খাদিগের তুলনায় বেশী রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইতেছে। বিদেশী কার্খাদিগকে গবর্ণমেন্ট নিয়ন্ত্রিত দরে এমন অনেক জিনিষ সরবরাহ করিয়া থাকেন যাহা সমান দরে এদেশীয় ব্যবসায়ী বা রপ্তানীকারকদিগের পক্ষে সংগ্রহ করা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। দৃষ্টান্তরূপ চায়ের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন গত বৎসর গড়ে প্রতি পাউণ্ড চৌদ্দ আনা দরে ভারতীয় চা ক্রয় করিয়া বিদেশে তাহা রপ্তানী করিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে এদেশে প্রতি পাউণ্ড পাঁচসিকা হইতে দুই টাকা দিয়া চা কিনিতে হইয়াছিল। অমুরূপভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ভারতীয় সাধারণ খরিদারদের তুলনায় ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত সস্তা দর এদেশ হইতে পাটের থলে ও চট প্রভৃতিও পাইয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ। এইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গবর্ণমেন্টের পক্ষে অচিরে পরিবর্তন করা দরকার।

ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ এস জি সাঁর উপরোক্ত মন্তব্য যে সর্বধা সময়োচিত ও সঙ্গত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্তার আজিজুল হক ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব হওয়ার পর গবর্ণ-মেন্টের কার্যনীতির সাফাই গাহিয়া এ পর্য্যন্ত অনেক বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়াছেন। রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিহিত স্বার্থের প্রতিকূলে এইভাবে বিদেশী কার্ম-সমূহের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইবার কি যৌক্তিকতা আছে তাহা তিনি একবার প্রকাশ করিয়া বলিবেন কি?

### ছুভিক্ষের পরে মহামারী

ছুভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার সর্বত্র আজ নিদারুণ মহামারীর সূচনা দেখা দিয়াছে। মফঃস্বলের সহর এবং পল্লী অঞ্চল হইতে যে ভয়াবহ বিবরণ পাওয়া যাইতেছে তাহা সত্যই মর্ম্মস্পর্শক। উত্তর বঙ্গের নীলফামারী মহকুমায় অন্যান্য পঞ্চাশ হাজার নরনারী ইতিমধ্যেই অনাহার, ম্যালেরিয়া এবং কলেরায় মারা গিয়াছে। উক্ত মহকুমা সহরের একটি বাড়ীও ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। কান্দী মহকুমার অবস্থাও ততৈবচ। এই মহকুমাতেও পঞ্চাশ সহস্রাধিক লোক কলেরা, ম্যালেরিয়া এবং খাড়াভাবজনিত রোগে ইতিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০।১৫ ভাগ ইতি মধ্যেই মারা গিয়াছে এবং শতকরা ৭।৮০ জন বর্তমানে ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। অনাহারক্ষীণ, রোগজঙ্ঘর জীবনযুতের দল প্রিয়জনের শবদেহের সৎকার করিতে পারিতেছে না। গ্রামের মধ্যে এবং নদীর ধারে শবের স্তুপ জমিয়া উঠিতেছে। ভারত-পুর নামক একটি গ্রামেই ১৭ শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সম্প্রতি মুলীগঞ্জের মহকুমা হাকিমের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও দেখা যায়, ছুভিক্ষে যত লোক মরিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু অনেক বেশী হইতেছে। লোকে এমনই জীবনীশক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, রোগের প্রথম আক্রমণের চোট পর্য্যন্ত সহ্য করিবার শক্তি তাহাদের নাই। হাসপাতালে স্থানা-স্তরিত হইবার সৌভাগ্য যাহাদের হইতেছে তাহাদেরও অনেকে হাসপাতালে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাইতেছে। বিক্রমপুর রিলিফ কমিটির আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, মুলীগঞ্জ মহকুমায় অন্ততঃ লক্ষাধিক লোক একমাত্র ম্যালেরিয়াতেই শয্যাগত। তমলুক মহেন্দ্র রিলিফ কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস লিখিতেছেন যে, ঐ অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে গত একমাসের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাধিতে এক-চতুর্থাংশ লোক মারা গিয়াছে। হাতীয়াবাড়ী নামক একটি গ্রামে গত অক্টোবর মাসেই তিনশত লোক মারা গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে এখানে-সেখানে মরার খুলি ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার এক মাত্র সিদ্ধিগঞ্জ গ্রামেই মোট ১২ শত লোকের মধ্যে ৮ শত মারা গিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা মাত্র কয়েকটি স্থানের কথা উল্লেখ করিলাম।

কিন্তু সাধারণভাবে সমগ্র বাঙ্গলারই আজ এই ভয়াবহ অবস্থা। লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু, অনাহার মৃত্যুর হাত হইতে কোন মতে যাহারা এতদিন আশ্রয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, আজ রোগের করাল আক্রমণে, বিনা পথ্যে ও বিনা ঔষধে দলে দলে মারা পড়িতেছে। রোগীকে যত্ন করিবার কেহ নাই, শবদেহ সৎকার করিবার লোক নাই। আজিকার এই মহামারীর ধ্বংসলীলা মনুষ্য সৃষ্টি ছুভিক্ষেরই দোসর। জুখের বিষয়, মহামারীর কৃষ্ণ ছায়া ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়াও কর্তৃপক্ষ সময়মত প্রতিবেদক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। জনস্বার্থের প্রতি এরূপ ঔদাসীন্য যে কোন সভ্য দেশের রাষ্ট্রকর্মতার অধীশ্বরদের পক্ষেই কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই। এদেশের শাসনকর্তৃষ্ণ যাহাদের হাতে তাহাদের স্বরণ রাখা কর্তব্য যে, কেবলমাত্র মানবতার দিক হইতেই নহে সার্থকভাবে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার জ্ঞানও এদেশের জনস্বাস্থ্য এরূপ শোচনীয়ভাবে বিপন্ন হইতে দেওয়া সমীচীন নহে। এই করাল মহামারী যে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুধাক্ষীর্ণ বাঙ্গলার হতভাগ্য নরনারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, সে বিষয়ে কে সুনিশ্চিত হইতে পারে?

### কুইনাইনের কেলেঙ্কারী

ম্যালেরিয়া আজ দেশে মহামারীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রধান প্রতিষেধক কুইনাইন। কিন্তু দেশে উহার যোগান বাড়াইবার ও প্রয়োজনমত সাধারণকে উহা সরবরাহ করিবার কোন সুব্যবস্থাই আমরা দেখিতেছি না। ভারত সচিব আমেরী সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার জন-স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী পর্য্যন্ত সকলই এই জরুরী ব্যাপারে অথবা টালবাহনা করিয়া সময় নষ্ট করিতেছেন। তাহাদের ধারণা লোকের প্রয়োজনের তুলনায় দেশে কুইনাইন পর্য্যাপ্তই রহিয়াছে। কেবল লোকে ইহা কিনিয়া খাইতে চায় না বলিয়াই ক্যাসাদ বাধিয়াছে। সম্প্রতি 'হাউস অব কমন্স' এ একজন সদস্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন—ভারতের বিশেষ প্রয়োজনে ঐ দেশে কুইনাইন প্রেরণের ব্যবস্থা না করিয়া তৎস্থলে জাহাজে করিয়া বোম্বাইয়ে মদ প্রেরণের ব্যবস্থা হইল কেন? ইহার উত্তরে মিঃ আমেরী জানাইয়াছেন—জাহাজে করিয়া ভারতে মদ প্রেরণ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা কুইনাইনের বদলে নহে। কুইনাইন ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হয়। সেখানে উহার যোগান পর্য্যাপ্ত।

যুদ্ধের সময় বাহির হইতে মদ আমদানী সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় এদেশের বড় সাহেবদের গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল। ভারতের প্রয়োজনে অথ সব দরকারী জিনিষ প্রেরণের ব্যবস্থা না হইলেও মদ আমদানীর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়ার পর বর্তমানে যথা-সম্ভব ক্ষিপ্ততার সহিত এদেশে যে এই বহুমূল্য জিনিষটি পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে তাহা আমরা জানি। এইরূপ মহৎ কাজে জাহাজের অভাব ঘটিবে না তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু ভারতে কুইনাইনের পর্য্যাপ্ত যোগান রহিয়াছে বলিয়া মিঃ আমেরী যে উক্তি করিয়া-ছেন তাহা আমাদের কাছে নিতান্তই বিস্মিত করি-

য়াছে। ভারত সরকারের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, যুদ্ধের পূর্বে এদেশে গড়ে বৎসরে ৬০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হইত। এক্ষণে উৎপাদন বাড়িয়া ৯০ হাজার পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। এহেন সামান্য পরিমাণ কুইনাইন দিয়া এই ম্যালেরিয়া জঙ্ঘরিত দেশে লোকের চাহিদা কিছুমাত্রও মিটান চলে না। পূর্বে এদেশের জন্ত জাভা হইতে কুইনাইন আমদানী করা হইত। ঐদেশ শত্রু কবলিত হওয়ার পর সে আমদানীও বন্ধ হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এইরূপ একটা বিপদ দেখা যাইতে পারে আশঙ্কা করিয়া ভারত সরকারের পক্ষে পূর্ব হইতে বেশী পরিমাণ কুইনাইন আমদানী করিয়া রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তাহারা তাহা করেন নাই। ১৯৪০-৪১ সালের শেষে দেশের উৎপন্ন কুইনাইন ও বিদেশ হইতে আমদানী কুইনাইন মিলাইয়া ভারত গবর্ণ-মেন্টের হাতে সব শুদ্ধ ২ লক্ষ ৬৮ হাজার পাউণ্ড মজুত ছিল। এই মজুত তহবিল হইতে ৪৮ হাজার পাউণ্ড হ্রাস পাইয়া গত ১৯৪১-৪২ সালের শেষে সর্বসমেত কুইনাইনের পরিমাণ ২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যে দেশে লোকের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তাই বৎসরে ৬ লক্ষ পাউণ্ডের কম নহে সে দেশে ২ লক্ষ ১০ পাউণ্ড কুইনাইনের এই সরকারী ষ্টক দেখিয়া তাহাকে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বর্ণনা করা ভ্রান্ত ও অন্ধ আশ্বপ্রশস্তি ছাড়া আর কি হইতে পারে! কেবল কুইনাইনের অপ্রাচুর্য্যই নহে, উহার বণ্টন সম্পর্কেও সরকারী ক্রটিবিচ্যুতি এবং অব্যবস্থা আজ বেশী করিয়াই লক্ষ্য করা যাইতেছে। একেত গবর্ণমেন্ট তাহাদের হাতে কুইনাইনের প্রাচুর্য্য দেখাইবার জন্ত দেশের লোকের প্রয়োজনে মজুত কুইনাইন বিশেষ কিছুই গাঁটছাড়া করিতেছেন না। তাহার উপর যে সামান্য কুইনাইন ছাড়া হইতেছে তাহাও কম দরে যথাসময়ে দেশের দরিদ্র জন-সাধারণের হাতে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা নাই। কলিকাতা সহরে বর্তমানে ম্যালেরিয়া মারাত্মকভাবে আশ্বপ্রকাশ করিয়াছে; অথচ গবর্ণমেন্ট এই সহরের ৮০০টি ঔষধের দোকানের মধ্যে মাত্র ৩২টির মারফতেই শুধু সামান্য মাত্রায় কুইনাইন সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দোকানগুলিতে কুইনাইনের ষ্টক স্বল্প। নানা বিধিনিষেধের জন্ত হুস্থ লোকদের পক্ষে উচিত দরে তাহা পাওয়ার সুবিধাও কম। কলিকাতার কথা যাহা বলা হইল বাঙ্গলার মফঃস্বল অঞ্চলে কুইনাইন সরবরাহের অব্যবস্থা সে তুলনায় অনেক বেশী। অথচ বাঙ্গলা সরকারের পাবলিক ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট ক্রমাগত বিবৃতি দিয়া এ প্রদেশে কুইনাইনের কোন অভাব নাই বলিয়াই প্রচার করিতেছেন। ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে আবির্ভূত হওয়া সম্বন্ধে যে দেশের গবর্ণমেন্ট বাহির হইতে কুইনাইনের বদলে মদ আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন ম্যালেরিয়া জঙ্ঘরিত বিভিন্ন থানার জন্ত অন্তিম মুহূর্ত্তে ৪০।৫০ পাউণ্ড কুইনাইন প্রেরণ করিয়া তাহারা যে উহাকে চরম ও পরম ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

এবার সবার আগে ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গনের কথা বলিব। বলা বাহুল্য, কলিকাতা অঞ্চলে জাপ বিমান হানা ছাড়া আর কিছু সবিশেষ বলিবার নাই। গত ৫ই ডিসেম্বর রবিবার দিবাভাগে এগার মাস কাল পরে আবার বাঙ্গলার রাজধানী অঞ্চলে বোমা বর্ষিত হইল। বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা পাঁচশত বলিয়া জানান হইয়াছে। এই বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার ও জানাইবার নাই। কেবল সহযোগী স্টেটসম্যান তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে সম্ভাবিত শৈথিল্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন আমরা তাহার উল্লেখ করিব মাত্র। সামরিক বিষয়ে আমরা একেবারে অনভিজ্ঞ। অতএব অতশত বুঝিতে পারি না। তবে সাধারণের সহজ বুদ্ধি যেমন মনে করে আমরাও তেমনি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে, দিবা ভাগে বিমান হানা দিতে আসিয়া জাপানীদের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ তাহার অপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইলেই যেন সঙ্গতি থাকিত।

আলোচ্য সপ্তাহে মিত্রপক্ষ আন্দামান ও ব্রহ্মদেশের কয়েক স্থানে বিমান হানা দিয়াছিল। আরাকান অঞ্চলে উভয়পক্ষের টহলদারী সংঘর্ষের খবরও পাওয়া গিয়াছে।

ঘরের কাছেই অর্ঘটন স্বভাবতঃই আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুবা এবার সর্বপ্রথমে তেহারান বৈঠকের আলোচনা করাই উচিত ছিল। পারশুর রাজধানীতে রুজভেন্ট-চার্জিল-ষ্ট্যালিন সম্মেলন বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের পটভূমিতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ত্রিশক্তি বৈঠকের ভিতরের সকল খবর বহির্জগতে জানান হয় নাই। কিন্তু ঐ সম্পর্কে যতটুকু আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে এবং উহা লইয়া যে সব কল্পনা-জল্পনা-গবেষণা চলিতেছে তাহা হইতে এই কথাই প্রকাশ যে, ইউরোপে জার্মানীর বিরুদ্ধে একাধিক রণাঙ্গন খুলিবার স্থান ও সময় সম্পর্কে তিন পক্ষের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তেহারান বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে আরও যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি তাহাদের স্বাধিকার ভোগ করিবে এবং নিজেদের স্বার্থ অনুসারে তাহাদের রাষ্ট্রের রূপ ও গঠন কি হইবে তাহা নিজেরাই নির্ধারিত করিবে। ভারতবর্ষও একটা জাতি কি না এবং জাতি বলিয়া স্বীকৃত

হইয়া থাকিলে নিজেদের রাষ্ট্রগঠন নিজেরাই স্থির করিবে কি না, এক কথায় ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হইবে কি না, তেহারান চার্টারে সেই কথা আটলান্টিক চার্টারের মতই ধূম্রাচ্ছন্ন হইয়া আছে। সুতরাং বর্তমান ভারত তাহার সুত্রিত অভিজ্ঞতার মর্যাদাসিক বোঝা লইয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তেহারানের বৈঠক হইতে এতটুকু ভরসার আলো দেখিতেছে না। তেহারান বৈঠকের গুরুত্ব আরও এক কারণে বেশী। লালফোজ ক্রমেই পুরাতন পোলিশ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে যে ইংলণ্ডে সমস্ত সুরক্ষিত পোলিশ ও অন্যান্য নাসী-অধিকৃত রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন গবর্নমেন্টের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জটিল প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বা ইতিমধ্যে দেখা দিয়াছে তৎসম্পর্কে তেহারানে নিশ্চয়ই একটা বোঝাপড়া হইয়াছে। তাহা যে কি এবং কোন পক্ষের কতখানি অনুকূলে তাহা অবশ্য জানা যায় নাই—আপাততঃ জানিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতের ইতিহাসের পাতা যখন একটির পর একটি উন্মোচিত হইবে তখনই আজিকার তেহারান সম্মেলনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে।

তেহারানের অব্যবহিত পরে কায়রোতে আর একটি ত্রিশক্তি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও তুরস্কের মধ্যে হঠাৎ এই আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ায় একটা কথা বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তুরস্ক এখন মিত্রপক্ষের দিকে ভিড়িয়া পড়িতেছে। তুরস্কের নিরপেক্ষতা এখনও বাহ্যতঃ বজায় থাকিলেও মূলতঃ আর অক্ষুণ্ণ নাই। সর্বনাশকর আধুনিক মহাযুদ্ধে তুরস্ক এবার লিপ্ত হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত তাহার বুদ্ধিমান রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধররা হয় তো সেই রক্তাক্ত পথ এড়াইয়া চলিতেও পারেন। কিন্তু কায়রো বৈঠকের পরে একথা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, দূর হইতে নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকিয়াও তুরস্ক হয়ত কোন কোন ব্যাপারে মিত্রপক্ষের যাহাতে সামরিক সুবিধা হয় সেইরূপ সুযোগের সৃষ্টি করিয়া দিতে দ্বিধা করিবে না। একরূপ দ্বিধার নীতি এখনও আঁকড়াইয়া থাকিলে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইনেজু সদলবলে দেশ ছাড়িয়া মিশরে গিয়া

মিঃ রুজভেন্ট ও মিঃ চার্জিলের সঙ্গে পরামর্শ বৈঠকে যোগদান করিতে যাইতেন না।

এবার অন্যান্য রণাঙ্গনের কথায় আসা যাউক। সোভিয়েট বাহিনী নীপার বাঁকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিয়েভ রণাঙ্গনে জার্মান পাল্টা আক্রমণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

ইতালীর রণাঙ্গনে যুদ্ধ তেমনি মধুর গতিতে চলিয়াছে।

মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌ-বহর বিমান বহরের সহযোগিতায় মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে জাপানী ঘাটির উপর জোর বিমান হানা দিয়া আসিয়াছে।

কলিকাতা অঞ্চলে জাপ বিমান হানার সংবাদ পাইয়া ভারত সরকারের অসামরিক-দেশরক্ষা সচিব স্মার ফিরোজ খাঁ মুন কাল-বিলম্ব না করিয়া বিমানযোগে দিল্লী হইতে কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন। বোমা বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া তিনি হাসপাতালে আহতদিগের সহিত আলাপ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সরকারী মহল ও বেসরকারী সাংবাদিক মহলের সহিত দেশরক্ষা ও বিমান হানা সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচনা করিয়া ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার এই দায়িত্ব-বোধ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় সম্পর্কে আমরা কিছু মন্তব্য না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, সোমবার ৫ই ডিসেম্বর তারিখে রাত্রিবেলার ডিনারের পরে নয়-দিল্লীতে মাননীয় দেশরক্ষা সচিব কলিকাতার উপর বিমান হানার সংবাদ প্রথম শুনিতো পাইলেন। তিনি কি সংবাদটা প্রথম লোক মারফৎ পাইলেন, না রেডিওতে শুনিলেন, না সরকারী সূত্রেই অবগত হইলেন তাহা অবশ্য আমাদের জানা নাই এবং উপরোক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিতেও তাহা প্রকাশ নাই। যে সূত্রেই তিনি সংবাদটা পাইয়া থাকুন না কেন, কলিকাতা এলাকার উপর বেলা সাড়ে এগারটার পরে এবং বেলা একটার পূর্বে যে বিমান আক্রমণ হইয়া গেল সেই খবর ভারতের অসামরিক দেশরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সচিবের কাণে তাঁহার রাত্রিকার ডিনারের পূর্বে পৌছায় নাই। ইহার কারণ

## ফসল আবাদের অভিনব পদ্ধতি— ভার্নালাইজেশন

পত ২০১২ বৎসর মধ্যে কৃষি ও শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিয়া সাম্যবাদী রাশিয়া দুনিয়ার ধনাত্মিক দেশগুলির সমক্ষে এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। জার রাজতন্ত্রের আমলে রাশিয়ায় কৃষি ও কৃষকদের অবস্থা এদেশের মতই অধঃপতিত ছিল। সাম্যবাদী গবর্নমেন্টের উদ্যোগে সমুচিত পরি-কল্পনা কার্যকরী হওয়ায় ঐ দেশে ব্যাপকভাবে যৌথ চাষাবাদের রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ভূমি কর্ষণের ব্যাপারে সকল দিক দিয়া সমুন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বিত হওয়ার ফলে রাশিয়ায় কৃষি ও কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে আজ বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে। কেবল যৌথ চাষাবাদের নীতি প্রচলন ও ভূমির উৎকর্ষতা বিধানের ব্যাপারেই নহে, ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়াও সোভিয়েট রাষ্ট্র অল্পকালের ভিতর কৃষির সমুচিত অগ্রগতি সম্ভবপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ভূমির প্রকৃতি ও আবহাওয়ার গতি বিভিন্ন ফসলের আবাদ সম্পর্কে দেশের অনেক স্থলে যে স্বাভাবিক বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া রাশিয়াছিল সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাধনা নিয়োগ করিয়া আজ তাহাও অনেক পরিমাণে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলে রাশিয়ার জমিতে পূর্বে যে সব ফসল আবাদ করা কঠিন ছিল এক্ষণে সেখানে ব্যাপকভাবে তাহার আবাদ হইতেছে। যে সব প্রয়োজনীয় ফসল পূর্বে সেখানে বিশেষ কিছু ফলিত না এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে তাহা উৎপন্ন হইতেছে।

ফসল আবাদের উন্নত প্রক্রিয়া সম্পর্কে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের অভিনব দান—ভার্নালাইজেশন (vernalisation)। দিল্লী হইতে ‘সোভিয়েট ইউনিয়ন নিউজ’ নামে সম্প্রতি যে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহাতেই সর্বপ্রথম এই ভার্নাই-লেসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এদেশে একটা খবর প্রকাশিত হয়। তৎপরে কলিকাতায় বোস ইনস্টিটিউটের ডাঃ বি কে কর ইহার সম্বন্ধে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’য় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। সম্প্রতি কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত খাদ্য ফসল প্রদর্শনীতে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়াও তিনি এই অভিনব

কৃষীয় পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছেন। কৃষির দিক দিয়া ভারতের শোচনীয় অবনতির কথা কাহারও অবিদিত নাই। এদেশে বিভিন্ন ফসল আবাদ সম্পর্কে নানারূপ অসুবিধা ও অব্যবস্থা বিস্তর পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতে একর প্রভি ফসলের উৎপাদনও দুনিয়ার অন্য অনেক দেশের তুলনায়ই কম। এই অবস্থায় উপরোক্ত ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি সম্পর্কে এদেশে যত বেশী আলোচনা হয় তাহা ততই মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। ‘সোভিয়েট ইউনিয়ন নিউজ’ের প্রদত্ত সংবাদ এবং ডাঃ বি কে কর মহাশয়ের বক্তৃতা-ও বিবৃতিতে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে সাধারণের অবগতির জন্ত বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইব।

মাটির গুণাগুণ ও স্থানীয় আবহাওয়া—এই দুইটির উপর কৃষি ফসলের আবাদ ও ফলন বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। উপযোগী ভূমি না হইলে ফসল ফলাইবার চেষ্টা সার্থক হয় না। ফসলের বীজ বা চারার উপর যথোপযুক্ত পরিমাণে আলোর তাপ ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার চাপ না পড়িলে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। কিন্তু সকল দেশের প্রাকৃতিক অবস্থায় মাটি ও আবহাওয়ার এতদূর অমুকুল সময়সীমা আশা করা বৃথা। কোথায়ও বা মাটির প্রকৃতি অনেক অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর ফসল আবাদের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। আলো ও শৈত্য এই দুইটির মধ্যে একটির সমধিক প্রভাব হেতু কোথায়ও বা খুব প্রয়োজন সত্ত্বেও প্রধান প্রধান শ্রেণীর অনেক ফসলই ফলানো যায় না। এই প্রাকৃতিক বাধা বিঘ্ন মানিয়া চলিতে হইলে কৃষি দ্বারা মানব সমাজের প্রয়োজন যথায় যথায় মিটান কঠিন। আহাৰ ও পরিচ্ছদোপকরণের দিক দিয়া অনেক দেশের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার দাবীও কখনও পরিপূর্ণিত হইবার নহে। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের ভার্নালাইজেশন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া এই শ্রেণীর মূলগত অসুবিধা হইতে কৃষিকার্যকে মুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আবহাওয়ার প্রতিকূলতা কাটাইয়া উঠিবার জন্ত তাহারা ফসলের বীজ ও চারার উপর প্রয়োজনমত আলো ও

শৈত্যের প্রতিক্রিয়া সঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহারা দেখাইয়াছেন যে, যেসব ফসলের জন্ত আলোর তাপ বেশী মাত্রায় প্রয়োজন উপযুক্ত বীজাগারে সেই সব ফসলের বীজের উপর কিছুকাল ধরিয়া কৃত্রিমভাবে তাপ সঞ্চারের ব্যবস্থা করিলে পরে শীতপ্রধান অঞ্চলের জমিতে সেই সব বীজ রোপণ করিয়াও অনায়াসে ভাল ফসল পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে যেসব ফসলের জন্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও ভিজা মাটি প্রয়োজন সেই সব ফসলের বীজের উপর কিছুকাল কৃত্রিমভাবে শৈত্য সঞ্চার করিয়া পরে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের জমিতে তাহা রোপন করিয়াও ভাল ফসল উৎপাদন করা চলে। বিভিন্ন শ্রেণীর বীজ ফলাইবার কাজে তাপ ও শৈত্যের যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয়তা স্থির করিয়া লইয়া তদনুপাতে কৃষিরা বেশী সময় ব্যাপিয়া উহাদের উপর তাহা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেই আসল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রথমে উপযুক্ত সংরক্ষণাগারে বীজগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে কিছুদূর বিকশিত করিয়া লইতে হইবে। পরে যথাসময়ে কর্ষিত ভূমিতে তাহা রোপণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা হইলেই আবহাওয়ার প্রতিকূলতা অনেক পরিমাণে কাটাইয়া উঠিয়া জমিতে বেশী পরিমাণে বিভিন্ন শ্রেণীর ফসল উৎপাদন করা যাইবে। কেবল আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া কাটিয়া উঠাই নহে, ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি দ্বারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফসল ফলানও সম্ভবপূর্ণ। ফসলের বীজগুলির উপর প্রয়োজন অনুসারে শীতাতপ সঞ্চারের মাত্রা বাড়াইয়া বীজাগারেই উহাদিগকে ভালরূপে ফুটাইয়া লওয়া এবং অনেকটা পরিণত অবস্থায় উহাদিগকে জমিতে রোপণ করা এবিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আলোর তাপ ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সংস্পর্কে ফসলের বীজগুলি উপযুক্তরূপে পুষ্ট হইবার সুযোগ না পাইলে উহা হইতে যেরূপ ভাল ফসল পাওয়া যায় না, তেমনই পোকা-মাকড় ও পরগাছার উপজবে অপরিপুষ্ট ফসল যথেষ্ট পরিমাণেও নষ্ট হইয়া থাকে। ভার্নালাইজেশন প্রক্রিয়ায় ফসলের এইরূপ ক্ষতি নিবারণেও সাহায্য হইতে পারে। বীজগুলিকে

# প্লাইউড শিল্প ও তাহার সমস্যা

শ্রীমুনীলময় সরকার

যুদ্ধের শুরু হইতে এদেশে প্লাইউড শিল্প গড়িয়া তোলার দিকে লোকের মনোযোগ নিবদ্ধ হইয়াছে। গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে এই শিল্পের কতকগুলি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্লাইউড নির্মাণ ও তাহা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত থাকিয়া বর্তমানে অনেকে বেশ ছুঁপয়সা উপার্জন করিতেছেন।

যুদ্ধের পূর্বে আমাদের দেশে প্লাইউড বা তিন পিস সংযুক্ত কাঠ ফিনল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইত। এদেশে চা রপ্তানির কাজেই প্রথমে ইহার ব্যবহার শুরু হয়। পরে ক্রমে ক্রমে অগ্ৰাণ্য বহু প্রকার কাজেও এই কাঠ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ভারত-বর্ষে একমাত্র চায়ের বাজার চাহিদাই ৬০ লক্ষের উপর। যুদ্ধের সময়ে আজ এদেশে এই শিল্প প্রসারের যে সুযোগ আসিয়াছে তাহা আর কখনও আসিবে কি না সন্দেহ। এই সুযোগের ব্যবহার কয়েকজন করিয়াছেন ও আরও কয়েকজন করিতে চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু এই শিল্পের গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য ভবিষ্যতে ব্যবসায়ীদিগকে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে অনেকেরই সম্যক ধারণা নাই। কলিকাতার অলিতে গলিতে বান্ধালী ও অবান্ধালী অনেক ব্যবসায়ী এবং সাধারণ শ্রেণীর মিস্ত্রীরা পর্যাপ্ত ছোট বড় নানা আকারে এই ব্যবসাতে মন দিয়াছেন। কিন্তু এই সব কারখানার তৈয়ারী মাল দ্বারা নিজ নিজ প্রতিপত্তি খাতে এমন জায়গায় চাহিদা মিটান ছাড়া প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানোর ক্ষমতা অনেকেরই নাই। কাজেই সাময়িক ব্যবসা হিসাবে কয়েকদিন চলিলেও শিল্প হিসাবে ইহা স্থায়ীভাবে টিকিয়া থাকিতে পারিবে কি না সন্দেহ। শিল্পের মর্যাদা না পাইলে এই ব্যবসা কয়দিন চলিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কুটীর শিল্প ও ব্যবসা হিসাবে যাহারা যত্নপাতিবহীন অবস্থায় কোন বিশেষ বিশেষ ফ্যাক্টরী হইতে কোন রকমে কতকগুলি সস্তা ও নরম কাঠ চির করাইয়া এবং গু বা আঠা জাতীয় পদার্থ দিয়া প্লাইউড নাম দিয়া বাজারে ছাড়িতেছেন তাহারা আপাতদৃষ্টিতে নিজেদের অনিষ্ট না করিলেও এই শিল্পের যে

একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতেছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর যে সব তত্ত্বা তৈরী হইতেছে তাহা বাজারে অপেক্ষাকৃত কম দামে চা বাজারের জন্য বিক্রীত হইতেছে। যে সমস্ত চা বাগানের মালিক কোন প্রকারে চা বাগান চালাইতেছেন তাহারাই বাজারের গুণাগুণ অপেক্ষা মূল্যের দিকে নজর দিয়া ঐগুলি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া উৎসাহ দিতেছেন। অবশ্য এই বিষয়ে আমাদের কতকজন ব্যবসায়ীও দায়ী। কারণ তাহারা কম দামে তত্ত্বা ক্রয় করিয়া এই শ্রেণীর ব্যবসা প্রসারে সাহায্য করিতেছেন। যাহারা সত্যি সত্যি এই শিল্প ও ব্যবসায়ের কল্যাণ চান তাহারা উপরোক্ত পন্থা নির্ধারণের জন্য মনোযোগ না দিলে আমাদের দেশের যে বড় কয়েকটা কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার। কারণ এমনিই আমাদের দেশের লোক দেশীয় জিনিষ নানা কারণে পছন্দ করেন না, তার উপর যদি চা বাগানগুলির অর্থের অপব্যয় হয় (Tea market report এ প্রকাশ পাইয়াছে যে transit-এ বহু চা বাজার ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়ায় অনেক কোম্পানীর ক্ষতি হইয়াছে), তবে দেশীয় প্লাইউড ব্যবহারকারীদের বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়া এই শিল্পের বনিয়াদ নষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। কাজেই ব্যবসা ও শিল্পের খাতিরে যে সমস্ত বড় বড় প্লাইউড কারখানা আমাদের দেশে স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাদের একযোগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া উচিত :—

(১) যুদ্ধোত্তরকালে যখন স্বাভাবিক আমদানী রপ্তানীর কাজ শুরু হইবে তখন বিদেশী মালের সঙ্গে দেশীয় প্লাইউডের প্রতিযোগিতায় আমাদের টিকিয়া থাকার সম্ভাবনা আছে কি না।

(২) যদি টিকিয়া থাকার সম্ভাবনা থাকে তবে কি কি উপায়ে তাহা সম্ভবপর এবং সেই উপায়গুলি আমরা কার্যতঃ প্রয়োগ করিতে পারিব কি না।

(৩) যে ছোট ছোট কারখানা কুটীর শিল্প হিসাবে আমাদের দেশে চলিতেছে তাহাদের মালের উৎকর্ষ বিধানের উপায় আছে কি না।

প্রথম প্রশ্নটির সম্বন্ধে তাবিবার বিষয়—

(ক) গভর্নমেন্টের সাহায্য পাওয়া সম্পর্কে

আমরা কি ভাবে ব্যবস্থা করিতে পারি। (খ) দেশীয় ও বিদেশীয় চা বাগান মালিকদের সহায়ত্ব আমরা কি ভাবে আদায় করিতে পারি। ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে ইউরোপীয় চা মালিকদের সহায়ত্ব পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ স্বাভাবিক দেশপ্রীতি ও স্বজাতি বাৎসল্য হইতে তাহারা নবাগত এই দেশীয় প্রতিযোগীকে সম্মুখে ধ্বংস করিবার জন্য যথাসম্ভব বাধা দিবেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। তবে এই সমস্যার কতক পরিমাণ সমাধান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার উপরও নির্ভর করিবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে একটি সময়োচিত পরিকল্পনা ও কর্মপ্রণালী স্থির করিবার জন্য অচিরে একটা শক্তিশালী এসোসিয়েশন গঠন করা উচিত বলিয়া মনে করি। এই এসোসিয়েশনের সদস্য হইবেন (ক) বড় কারখানার মালিকগণ, (খ) কুটীর শিল্পের মালিকগণ ও চা বাগানের মালিকগণ। এই এসোসিয়েশনের অধীনে এমন একটা শক্তিশালী কমিটি থাকিবে যাহাদের কাজ হইবে

(১) প্রত্যেক ফ্যাক্টরী নিজেরা পরিদর্শন করা এবং প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর প্রস্তুত মাল অনুমোদন করিবার পর তাহা বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা। (২) কমিটির অনুমোদিত মাপই যাহাতে চা বাগানগুলিতে ব্যবহৃত হয় তৎক্ষণ ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশানের সহিত ব্যবস্থা করা। (৩) দেশী-বিদেশী সর্বপ্রকার অগ্রায় প্রতিযোগিতা হইতে এই শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত চেষ্টার অব কমান্সের অধীনে থাকিয়া সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই সমস্ত বিষয়ে উপযুক্তরূপ কার্যনীতি অবলম্বিত হইলে এদেশে প্লাইউড শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তৃতীয় প্রশ্নের সমাধান শিল্প ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক সাহায্য ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহায়ত্ব ও ঐদার্য্যের উপর নির্ভর করে। আমার মনে হয়, এই শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য যদি এসোসিয়েশন গঠিত হয় তবে কুটীর শিল্প হিসাবে প্লাইউড তৈয়ারের যে ব্যবসা চলিতেছে তাহাকেও তাহারা ক্রমে উন্নতির দিকে নিয়া যাইতে পারিবেন।

সুপারিকল্পিতভাবে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া ও সম্ভবত্বভাবে শিল্পের বনিয়াদ সুদৃঢ় করিয়া তোলা,—ইহাই হইতেছে এদেশে প্লাইউড শিল্পের স্থায়ী উন্নতির উপায়। এখন হইতে সকলেই তৎসম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।



(ফসল আবাদে অভিনব পদ্ধতি—  
ভান'লাইজেন—১১০ পৃষ্ঠার পর)

কৃত্রিম উপায়ে পরিপুষ্ট ও বিকশিত করিয়া জমিতে রোপণ করিলে পোকা-মাকড় ও পরগাছার আক্রমণ হইতে সহজে আত্মরক্ষা করিয়া উহারা দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে পারে।

উপরোক্ত ভান'লাইজেন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাশিয়া বর্ষমানে কৃষি ফসল আবাদ ও উৎপাদন সম্পর্কে যথেষ্ট উন্নতি দেখাইয়াছে। পূর্বে ঐ দেশে কার্পাস সূতা বিশেষ পাওয়া যাইত না। বর্ষমানে উন্নত শ্রেণীর তুলা বহুল পরিমাণে ঐ দেশে উৎপন্ন হইতেছে। সয়াবিনের মত একটা নূতন ফসল রাশিয়াতে অল্প সময়ের মধ্যে বেশী রকম প্রচলন লাভ করিয়াছে। গম ফলানোর পক্ষে বিশেষ একটা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া দরকার। রাশিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের আবহাওয়া গম চাষের অমুকুল ছিল না বলিয়া পূর্বে ঐ সকল অঞ্চলে এই ফসল বিশেষ কিছু উৎপন্ন হইত না। ভান'লাইজেন পদ্ধতি অনুযায়ী গমের বীজগুলিতে পূর্বাঙ্কুর উপযুক্ত মাত্রায় তাপ ও শৈত্য সঞ্চার করিয়া বর্ষমানে সোভিয়েট গবর্নমেন্ট রাশিয়ার প্রায় সর্বত্রই বেশী পরিমাণে এই ফসল ফলাইবার ব্যবস্থা

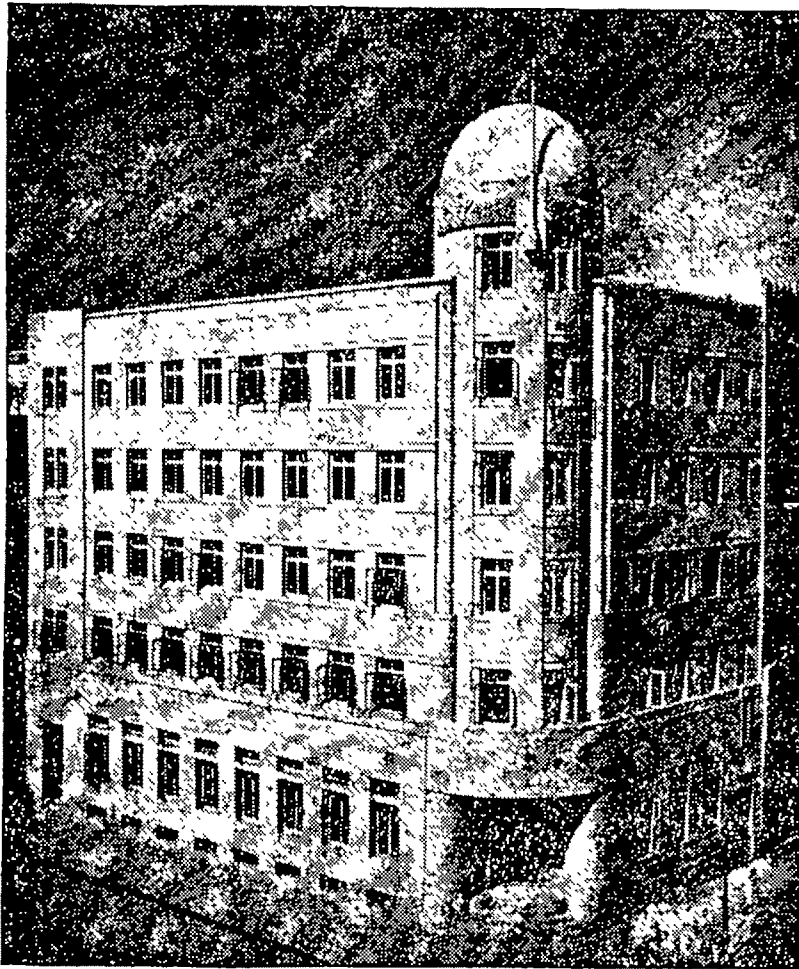
করিয়াছেন। বীট চিনি ও আলু উৎপাদনের ব্যাপারেও রাশিয়ায় ভান'লাইজেন পদ্ধতিতে অভূতপূর্ব সুফল পাওয়া গিয়াছে।

চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ষমানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এই দুর্য্যবস্থা সমাধানের জন্য গবর্নমেন্ট এদেশে বর্ষমানে খাদ্য ফসল বৃদ্ধির একটা আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। এই সময়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রে অবলম্বিত ভান'লাইজেন পদ্ধতি এদেশে প্রচলনের ব্যবস্থা হইলে এই আন্দোলন বেশী পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইত বলিয়াই আমাদের ধারণা। বৃষ্টি ও আবহাওয়ার গতি অমুকুল নহে বলিয়া নিত্যন্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও ভারতের অনেক অঞ্চলে ধান ও গম প্রভৃতির উৎপাদন বাড়ান যাইতেছে না। ভান'লাইজেন প্রক্রিয়া অনুযায়ী কৃত্রিম উপায়ে ধান ও গমের বীজ পূর্বাঙ্কুর তাপ ও শৈত্য সহযোগে পরিপুষ্ট করিয়া ক্ষেত্রে রোপনের ব্যবস্থা হইলে প্রায় সকল অঞ্চলেই এই সমস্ত বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হইতে পারে। ডাঃ বি কে কর এদেশে ভান'লাইজেন প্রক্রিয়া প্রয়োগ সম্বন্ধে বোস ইনস্টিটিউটের ফলতা ফার্মে কিছু

কিছু গবেষণা করিয়াছেন। ভান'লাইজেন প্রক্রিয়ায় বাঙ্গলায় প্রতি একরে ধানের উৎপাদন যে অনেক বাড়িতে পারে তাহার গবেষণার ফলে উহা ভালরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। অমুকুল আবহাওয়ায় কৃত্রিমভাবে গমের বীজ কিছুকাল ধরিয়া রাশিয়া পরে তাহা বাঙ্গলার জমিতে রোপণের ব্যবস্থা হইলে উহাতে এই প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে গমের উৎপাদন ও সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। খাদ্যফসল বৃদ্ধির জন্য কেবল প্রচার ও বিজ্ঞাপনে বিস্তর অর্থ ব্যয় না করিয়া বাঙ্গলা সরকার যদি এখন হইতে ভান'লাইজেন পদ্ধতি প্রচলনে যথাসম্ভব মনোযোগ দিতেন তবে এ প্রদেশে খাদ্যশস্য সমাধানের পথ অনেকটা সহজ হইয়া আসিত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

### অষ্ট্রেলিয়ায় কৃষি ও শিল্পে লোকাভাব

অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা দেশের আয়তন, কৃষি ও শিল্পসংগঠনের তুলনায় খুব কম। প্রকাশ, বর্ষমানে অষ্ট্রেলিয়ায় কৃষিকার্যে ও শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহে লোকবলের এত বেশী অভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, শীঘ্রই হয়ত সাময়িক কার্য হইতে বহু লোককে সরাইয়া লইতে হইবে।



WARDEN HOUSE  
Bombay,

## ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড

### বীমা জগতের অতি নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| আদায়ীকৃত মূলধন    | ৩,২০,৩৯০  |
| শেয়ারে প্রিমিয়াম | ১,০৮,০১০  |
| লাইফ ফণ্ড          | ১৩,১১,১১৫ |
| ফায়ার ফণ্ড        | ৭৪,৯৮০    |
| এ্যাকসিডেন্ট ফণ্ড  | ৯,৪৬০     |

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের

চিফ্ এজেন্টস্ :—

মেসার্স চিমনলাল দেশাই এণ্ড কোং  
৫৪নং বোর্ড স্ট্রিট, কলিকাতা

স্বযোগ্য অর্গানাইজার, আসাম ও  
বিহারের জন্য প্রয়োজন।

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### মিত্রপক্ষীয় মুদ্রানীতি ও ভারতবর্ষ

প্রকাশ, ওয়াশিংটনে মিত্রপক্ষীয় মুদ্রানীতি বিষয়ক সম্মেলনের আগামী অধিবেশনে যোগদান করার নিমিত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর মিঃ সি ডি দেশমুখ আগামী নববর্ষের প্রথম দিকেই আমেরিকায় যাইতেছেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভারত গবর্নমেন্টের পরামর্শদাতা ড্রার ষিওভোর গ্রীগরীও খুব সম্ভব ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

এ-সম্পর্কে একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যখন তাঁহাদের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছিলেন তখন ভারত সরকার এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেও কোন মতামত প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। অবস্থাদৃষ্টে এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে যে, যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্প প্রগতি এবং ব্রিটেনের নিকট প্রাপ্য ভারতের ষ্টাংলিং-এর স্বাধোপযুক্ত ব্যবহারের দিকে জোর না দিয়া ভারত সরকার হয়ত ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলার নীতিই অগ্রসরণ করিতে পারেন। ইতিমধ্যে আমেরিকার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি-দের অনেকে কিন্স এবং হোয়াইট, উভয়বিধ পরিকল্পনাই বাতিল করিয়া দিয়া প্রাক্ যুদ্ধ কালের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা বাণিজ্য এবং মুদ্রানীতির যুগ পুনঃবর্তনের জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন। ব্রিটেন বাহাতে ভারত ও উপনিবেশসমূহের স্বর্ণ ধীরে ধীরে দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিতে পরিশোধ করিতে পারে, তজ্জন্ত ব্রিটেনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বর্ণ ধার নিতেও তাঁহারা কুষ্ঠিত হইবেন না। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে বাহারা যোগদান করিবেন, ভারতের জাতীয় স্বার্থ বাহাতে তাঁহাদের হাতে নিরাপদ থাকে তজ্জন্ত ভারতের জনমত গঠিত হওয়া উচিত।

### ভারতে কার্পাসজাত সূতার উৎপাদন ও রপ্তানী

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত এই কয়েক মাসে সমগ্র ভারতে মোট ৬২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কার্পাসজাত সূতা তৈরী হইয়াছে, তন্মধ্যে বয়ন কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে মোট ৪১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। পূর্বে বৎসর উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯ কোটি ৭০ লক্ষ এবং ৪৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪২ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী, এই দশ মাসে মোট ১২৬ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা তৈরী হইয়াছে, তন্মধ্যে বয়ন কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে ৮৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। উক্ত সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ ভারত হইতে মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ড সূতা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

### টেকনিক্যাল ট্রেনিং পরিকল্পনা

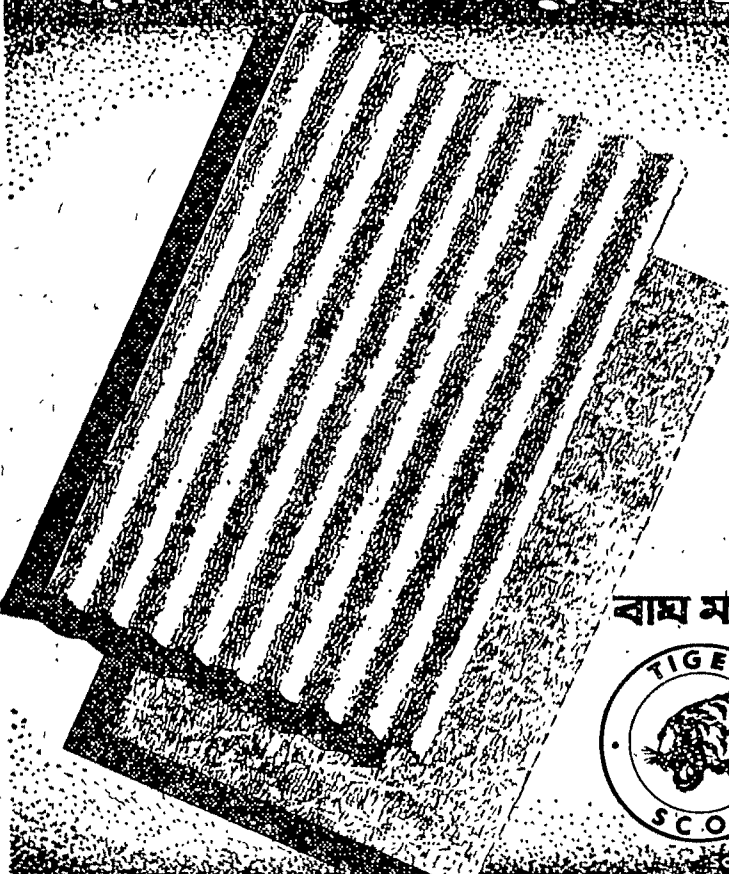
গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগ পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বর্তমানে ৩০১টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে এবং উক্ত কেন্দ্রসমূহে মোট ৩৫,২৭৫ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৫৪,১৬৭ জনের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪৭,৬৩০কে সেনা বিভাগে, ২৭২২কে সমরোপকরণ নির্মাণ কারখানাসমূহে, ১,৩৪৮কে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে এবং ২,৩৯০কে অ-সামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ফিটারের কাজেই শিক্ষা লাভ করিয়াছে সর্বাধিক; খেদী সংখ্যক; ইলেকট্রিকের কাজ শিক্ষা করিয়াছে ৪৫৪৬ জন। বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিভাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই সকল কারিগর যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্পোন্নতির কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে। বাহাঙ্গে ৬২টি কেন্দ্রে ৯৬৭৬ জন শিক্ষালাভ করিতে পারে। বাঙ্গলা দেশের ৪১টি কেন্দ্রে ৬০২৭ জন এক সঙ্গে শিক্ষালাভ

করিতে পারে। যুদ্ধের পর ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সকল শিক্ষিত কারিগরের সাহায্য লাভ করিতে পারিবে। বর্তমানে-কেরাণীদিগকে শিক্ষাদানের জন্তও ১৭টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে প্রতি বৎসর ৪,৬৬০ জন শিক্ষা লাভ করিতে পারে। ১০০ কেরাণীকে শিক্ষা দান করিয়া ইতিমধ্যেই সেনা বিভাগের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

### কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থানুযায়ী স্বর্ণ আমদানী

প্রকাশ, কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থানুযায়ী সম্পত্তি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে প্রচুর পরিমাণে-স্বর্ণ আমদানী করা হইয়াছে। মুদ্রা সঙ্কোচনের অন্ততম উপায় হিসাবে কিছুদিন যাবৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে যে স্বর্ণ বিক্রয় করা হইতেছে উহা এইরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্ত স্বর্ণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব মজুত স্বর্ণের সহিত এই বিক্রয়ের কোন সম্বন্ধ নাই।

**গ্যালভানাইজড সিট  
প্লেট ও কবচেট**



**বাঘ মার্ক**



**দি স্টীল কর্পোরেশন  
অব বেঙ্গল লিমিঃ**

ম্যানেজিং এজেন্টঃ বাগি এণ্ড কোং

### ভারতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চাষের উন্নতি

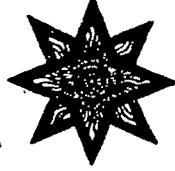
ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ছোট আঁশযুক্ত তুলাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতীয় তুলার সর্বাপেক্ষা বড় গ্রাহক ছিল জাপান। কিন্তু জাপান যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পর রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায় এবং ফলে ভারতের তুলার বাজারে সঙ্কট দেখা দেয়। এই সঙ্কট এড়াইবার জন্য ভারতীয় মিলগুলি অধিকতর পরিমাণে ছোট আঁশের তুলা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে এবং অন্তরিক্ত লম্বা আঁশযুক্ত তুলার

চাষ বাড়াইবার আয়োজন চলিতে থাকে। বর্তমান এবং গত বৎসরের তুলা চাষ সম্পর্কে যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪১-৪২ সালে মোট ৬১ লক্ষ ২৭ হাজার গাইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৭ লক্ষ ৭২ হাজার গাইট অর্থাৎ মোট উৎপন্নের শতকরা ৪৫ ভাগ ছিল লম্বা অথবা মাঝারি আঁশযুক্ত তুলা। বর্তমান বৎসরের তুলা ফসল সম্পর্কে যে সরকারী আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা

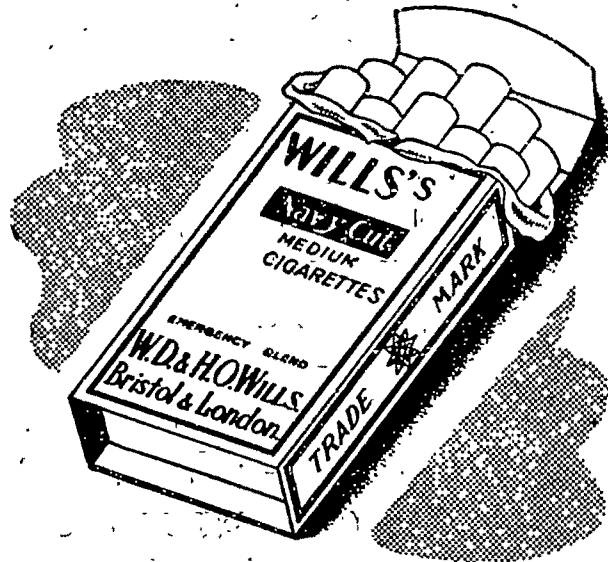
যায় যে, বর্তমান বৎসরে মোট ৪৫ লক্ষ ৫৪ হাজার গাইট তুলা উৎপন্ন হইবে, তন্মধ্যে ২৭ লক্ষ ৩৫ হাজার গাইট অর্থাৎ মোট উৎপন্নের শতকরা ৬০ ভাগ হইবে লম্বা অথবা মাঝারি ধরনের আঁশযুক্ত তুলা।

### পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী

প্রকাশ, গত নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষ হইতে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ খুব সন্তোষজনক। ফলে মিলসমূহের গুদামে মজুত মালের পরিমাণও অনেক হ্রাস পাইয়াছে।



“মূল্যের বিনিময়ে ইহা হৈ সর্বোৎকৃষ্টে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

### যুদ্ধোত্তর কালে বিভিন্নদেশের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "ফাইন্যান্সিয়াল নিউজ"— নামক পত্রিকার খবরে প্রকাশ, যুদ্ধকালীন বাণিজ্যের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আর্জেণ্টিনার যে স্বর্ণ পাওয়া হইয়াছিল, আর্জেণ্টিনাকে তাহা চুকাইয়া দিতে হইয়াছে। যুদ্ধকালীন সময়ে আর্জেণ্টিনা বা সাধারণভাবে ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশকে পণ্যক্রয়ের বিনিময় কিছু কিছু স্বর্ণ দিতে হইলেও, প্রাকৃতিক কালের তুলনায় যুদ্ধোত্তর কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অনেক দেশী পরিমাণ সোণা মজুত থাকিবে। নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে সুইজারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল এবং সুইডেনের হাতে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপের যুদ্ধরত দেশগুলির মধ্যে বিভিন্ন দেশের স্বর্ণ লুণ্ঠ করিয়া লওয়ায় জার্মানীর হাতে বর্তমানে অনেক স্বর্ণ থাকার কথা। তবে বিভিন্ন নিরপেক্ষ দেশ হইতে যে সকল পণ্যক্রয় লইতে হইতেছে তাহার বিনিময়ে জার্মানীকে স্বর্ণ দিতে হইতেছে এবং যুদ্ধের শেষে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের লুণ্ঠিত স্বর্ণ যদি ফিরাইয়া দিতে হয় তবে জার্মানীর হাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্বর্ণ মজুত থাকিবে না। ব্রিটেনের হাতেও যুদ্ধের শেষে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ খুব কমই থাকিবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের সময় স্বর্ণের উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়ার সোভিয়েটের হাতেও মজুত স্বর্ণের পরিমাণ খুব বেশী না থাকারই কথা। যুদ্ধে হারিলে স্বর্ণের দিক হইতে জাপানেরও জার্মানীর দশা হইবে। যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির হাতে যুদ্ধপূর্ব কালের তুলনায় অধিক পরিমাণ স্বর্ণ মজুত থাকিবে।

### ইঙ্গ মার্কিন যুক্তানীতির যুদ্ধোত্তর-কালীন সমন্বয়

আমেরিকার "দি জার্নাল অব কমার্স" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধোত্তরকালে ইঙ্গ-মার্কিন যুক্তানীতির সমন্বয় সাধন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতাবশালী ব্যাকারগণ যে সকল প্রস্তাব এবং মন্তব্য করেন লর্ড কিন্স বিলাতে ফিরিয়া বাইবার সময় সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। যথায়োপ্য গুরুত্ব এবং মনোযোগের সহিত তিনি ঐগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সরকারী মহলের সমর্থন না পাওয়া গেলেও মার্কিন ব্যাকারগণের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত তিনটি গুরুতর বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে :—(১) আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাল হিসাবে ইউনিটাস অথবা ব্যাকর প্রবর্তনের প্রস্তাব বাতিল করা, (২) আন্তর্জাতিক যুক্তানীতির সমতা এবং সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টার প্রথম স্তর হিসাবে ইংরাজ-আমেরিকার মধ্যে একটা বুঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা, (৩) ব্রিটিশ অর্থনৈতিক বিধিব্যবহার পুনর্গঠন ; কারণ বিলাতের আত্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবহার বিনিয়োগ সমৃদ্ধ না হইলে আন্তর্জাতিক আর্থিক সমতা কার্যকরী হইতে পারে না।

### যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের শিল্প পুনর্গঠনের সমস্যা

সম্প্রতি বিলাতের "কন্সট্রাক্টিভ" পত্রিকায় মিঃ এস জে হইলারের একটি প্রবন্ধ লইয়া বিলাতের চিন্তাশীল মহলে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে।

উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত রপ্তানী বাণিজ্য ব্যবস্থার সাক্ষ্যের উপরই ব্রিটেনের উন্নতি, তথা অস্তিত্ব নির্ভর করে। কাজেই এ-দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যুদ্ধোত্তরকালের প্রয়োজন অনুসারে এখন হইতেই ব্রিটেনের শিল্প পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগী হওয়া এবং তৎক্ষণাত্ বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা কর্তব্য। বিস্তারিত পরিকল্পনা লইয়া দেশে যথেষ্ট আলোড়নের সঞ্চার হইয়াছে কিন্তু বিস্তারিত পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলেও প্রথমে শিল্পোন্নতি এবং শিল্প পুনর্গঠন পরিকল্পনা তৈরী করা দরকার। কারণ ধরাত্তী ভাতা দেওয়ার পূর্বে রাজকোষের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করা এবং লোকে বাহাতে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। একমাত্র আধুনিক জগতের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিল্প পুনর্গঠনের পথেই ব্রিটেন এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে। বিস্তারিত সমাজ কল্যাণ পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্তই তৎপূর্বে শিল্প পুনর্গঠনের জন্ত পরিকল্পনা করা দরকার।

### সাম্রাজ্যিক ডি-হাইড্রেশন মিশনের ভারত পরিদর্শন

প্রকাশ, সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে ভারতে মাছ, মাংস, ফল ও শাক্তী প্রভৃতি শুদ্ধ করিয়া সংরক্ষিত করার (ডি-হাইড্রেশন) নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে উহা পরিদর্শন করা এবং এ-বিষয়ে ভারত সরকারকে যথাবিহিত পরামর্শ দানের জন্ত শীঘ্রই একটি সাম্রাজ্যিক মিশন ভারতে আসিতেছেন। শুধু যে সকল কারখানায় এই সকল খাদ্যক্রয় শুদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করা হয় মিশন তাহাই পরিদর্শন করিবেন না, যে সকল কেন্দ্র হইতে এই সকল দ্রব্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে মিশন তাহাও পরিদর্শন করিবেন। এই বিষয় লইয়া যে সকল গবেষণাগারে গবেষণা কার্য চলিতেছে মিশনের সদস্যগণ তথায়ও বাইতে পারেন। এই মিশন ইতিপূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আরও কয়েকটি দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন।

### করনীতি ও শিল্পোন্নতি

সম্প্রতি "দি ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স" এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীর পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান হইয়াছে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহের উপর কর ধার্যের বর্তমান নীতি যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুসংযত করা না হয় তাহা হইলে ভারতের শিল্প প্রগতি বহুলাংশে ব্যাহত হইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই বিলাতের যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করনীতি সংশোধনের দিকে মনোযোগী হইয়াছেন।

## ক্যালকাটা মিট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি: ৩৪৪৭

প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের স্মরণীয় পরিচালনা।

শাখাসমূহঃ—বেলেঘাটা, গ্রামবাজার, মিরকাধিম, ভাগলপুর, বোলাঙ্গীর ও কাটাবজী (পাটন, ষ্টেট), দ্বারভাঙ্গা, নাথনগর, নারায়ণগঞ্জ, লাহেরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি, পি)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।

## ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

### লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন

৬ লক্ষাধিক

কার্যকরী মূলধন

১২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহঃ—দক্ষিণ কলিকাতা, ধোয়াই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢাকা ও কটক।

চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

## ভারত সরকার কর্তৃক কয়লা-কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত

প্রকাশ, ভারত সরকার একজন কয়লা-কমিশনার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সরকারী শ্রম দপ্তর, সামরিক যানবাহন দপ্তর প্রভৃতি কয়েকটি পৃথক দপ্তর কয়লা সংক্রান্ত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, কয়লা রেশনিং ব্যবস্থার তদারক করা এবং কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার দায়িত্বভার তাঁহাকে অর্পণ করা হইবে। শ্রমসচিব ডাঃ আশেদকর, শ্রম দপ্তরের গেন্ডেরটরী মিঃ প্রায়র এবং শ্রমিককল্যাণ বিষয়ে ভারত সরকারের পরামর্শদাতা মিঃ নিম্বকর শীঘ্রই একবার যানবাহনের কয়লাখনি অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। মালিক এবং শ্রমিক উভয় পক্ষ হইতেই কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সকল ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে প্রস্তাব করা হইয়াছে তখন তাঁহারা তৎসম্পর্কে আলোচনা করিবেন। কয়লা খনির কাজে শ্রমিকের অপ্রতুলতার কথাও তখন আলোচিত হইবে।

## বিলাতের রেল ইঞ্জিন শিল্পের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি বিলাতের "রেলওয়ে গেজেটের" একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, যুদ্ধোত্তর রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিলাতের রেল ইঞ্জিন শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে একদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং কোশলের যেমন উন্নতি হইয়াছে, অতদিকে উৎপাদনের পরিমাণও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই যুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ হইতে যখন অগণ্য রেল ইঞ্জিনের অর্ডার আসিতে থাকিবে তখন এই সকল অর্ডার অমুসারে মাল সরবরাহ করিতে ব্রিটেনের অর্থবিধা হইবে না। উপরন্তু যুদ্ধের পর সামরিক কার্যের দায় হইতে মুক্ত বহু শিক্ষিত কুশলী টেকনিসিয়ানের সাহায্য লাভ করিয়া এই শিল্প আরও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। বিলাতের বিভিন্ন রেল কোম্পানী নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কিছু কিছু ইঞ্জিন নিজেসাই তৈরী করেন। রপ্তানী বাণিজ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা করার শক্তি সাহায্যে বৃদ্ধি পায় তজ্জন দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের ব্যাপারেও একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে।

## যুদ্ধ-রুঁকি বীমার আয়

বর্তমান বৎসরের ৩০শে মার্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে যুদ্ধ-রুঁকি বীমার (কলকারখানার) প্রিমিয়ম বাবদ ৯ কোটি ৭ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ৯ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপূরণ বাবদ দিতে হইয়াছে মাত্র ৪৮,৪০৪ টাকা। অবশিষ্ট ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা সরকারী কর্মচারী (এজেন্ট), পরামর্শদাতা প্রভৃতির বেতন বাবদ লাগিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইন্সপেক্টরদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাবদ ৮৫,৬৫৬ টাকা এবং হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতির জন্য ১০,৬১৬ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

## কৃত্রিম রবার বনাম বনজ রবার

যুদ্ধের প্রয়োজনে আমেরিকার কৃত্রিম রবার শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কৃত্রিম রবার বনজ রবার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে কৃত্রিম রবার উৎপাদনের ব্যয় বনজ রবার উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হইলেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা কার্য চলিতেছে। বনজ রবার উৎপাদনের পরিমাণ স্বাভাবিক ভাবেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু কৃত্রিম রবার যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত যে হারে কৃত্রিম রবার উৎপাদন করা হইতেছে তাহাতে আরও বহু কাল পর্যন্ত বনজ রবারের দরকার হইবে।

## নারায়ণগঞ্জ পল্লী অঞ্চলে মহামারী

ঢাকা জেলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত স্বর্ধাকুমার বসু জেলার বহু স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, নারায়ণগঞ্জের অধীন সিঁচিগঞ্জ নামক একটি গ্রামের মোট ১২ শত অধিবাসীর মধ্যে ৮ শতই অনশন, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

## চীনা কৃষি মিশন

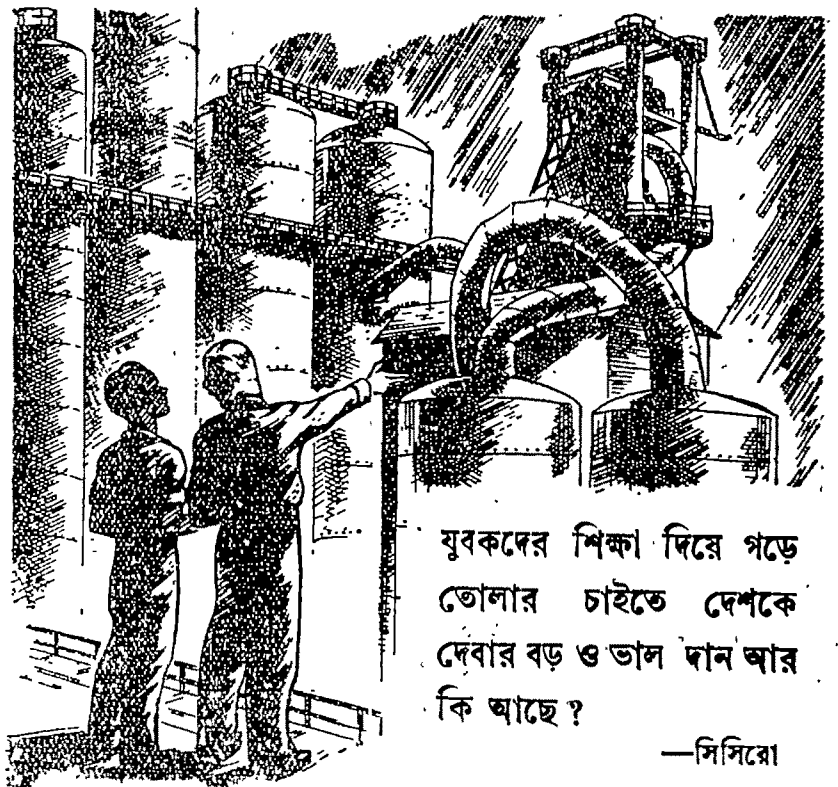
ডাঃ সি এল পালের নেতৃত্বে চীনা কৃষি মিশন পূণা হইতে হায়দ্রাবাদে গিয়া পৌছিয়াছেন। ডাঃ পাল সাংবাদিকগণকে বলেন যে, যুদ্ধের চাপে পড়িয়া চীনের খাদ্যোৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত তিন বৎসরে চীন সরকার কৃষকদিগকে শস্তবীজ, সার এবং নগদ অর্থে প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য করিয়াছেন। মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি বলেন, যে সকল দ্রব্য চীন দেশেই উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু যে সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় তাহার মূল্য শতকরা ২০০ হইতে ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

## বেতিন শিক্ষার্থীর সপ্তম দল

বেতিন পরিকল্পনা অমুসারে ভারত হইতে প্রেরিত শিল্প শিক্ষার্থীদের সপ্তম দলের শিক্ষাকার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগকে ডিমোয়া ও সার্টফিকেট প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই দল লইয়া এ পর্যন্ত মোট ৪৮৩ জন ভারতীয় বেতিন পরিকল্পনা অমুসারে শিক্ষা লাভ করিল।

# ইম্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ কর্মী

—মৌবনে



যুবকদের শিক্ষা দিয়ে গড়ে  
তোলার চাইতে দেশকে  
দেবার বড় ও ভাল দান আর  
কি আছে?

—সিসিরো

ইম্পাত-শিল্পের স্থায়ী রক্ষা ও প্রসার করা হচ্ছে আমাদের কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রধান দায়িত্ব।

হাতে কলমে শিক্ষা পাওয়া অভিজ্ঞ লোকেরা জামসেদপুরে যুবকদের এই শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনের পথে পরিচালনা করার ভার নিয়ে ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ সেনাবাহিনী গড়ে তুলছেন।

**TATA STEEL**

**টাটা স্টিল**

দি টাটা আয়রন এন্ড স্টীল কোং লিঃ, হেড সেলস অফিস : ১০২এ, ক্রাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, কর্তৃক প্রচারিত



## বিভিন্ন দেশের খাজানা পাদনের হার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাহাদের প্রয়োজনীয় খাজনাদেবতার শতকরা কতভাগ উৎপন্ন করিয়া থাকে তৎসম্পর্কে গত ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে "দি আর্থ্যান ইনস্টিটিউট অব বিজনেস রিসার্চ"-এর পক্ষ হইতে যে হিসাব প্রকাশ করা হয় নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :-

দেশের নাম—

প্রয়োজনীয় খাজনার

শতকরা কত ভাগ

উৎপন্ন হয়

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| গ্রেটব্রিটেন          | ২৫ ভাগ |
| নরওয়ে                | ৪৩ "   |
| সুইজারল্যান্ড         | ৪৭ "   |
| বেলজিয়াম             | ৫১ "   |
| হল্যান্ড              | ৬৭ "   |
| আয়ারল্যান্ড          | ৭৫ "   |
| অস্ট্রিয়া            | ৭৫ "   |
| ফিনল্যান্ড            | ৭৮ "   |
| গ্রীস                 | ৮০ "   |
| জার্মানী              | ৮০ "   |
| ( ১৯৩৭ সালের )        |        |
| ফ্রান্স               | ৮৩ "   |
| সুইডেন                | ৯১ "   |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র  | ৯১ "   |
| চিলি                  | ৯৩ "   |
| পর্্তুগাল             | ৯৪ "   |
| ইটালী                 | ৯৫ "   |
| জাপান                 | ৯৫ "   |
| ব্রেন্সিল             | ৯৬ "   |
| স্পেন                 | ৯৯ "   |
| চেকোস্লোভাকিয়া       | ১০০ "  |
| ব্রিটিশ ভারত          | ১০০ "  |
| চীন                   | ১০০ "  |
| সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র | ১০০ "  |
| ইকোনিয়া              | ১০২ "  |
| ডেনমার্ক              | ১০৩ "  |
| পোল্যান্ড             | ১০৫ "  |
| যোগোশ্লাভিয়া         | ১০৬ "  |
| ল্যাটভিয়া            | ১০৬ "  |
| বুলগেরিয়া            | ১০৯ "  |
| লিথুয়ানিয়া          | ১১০ "  |
| রুম্যানিয়া           | ১১০ "  |
| হাঙ্গেরী              | ১২১ "  |
| নিউজিল্যান্ড          | ১৭৩ "  |
| ক্যানাডা              | ১৯২ "  |
| অস্ট্রেলিয়া          | ২১৪ "  |
| আর্জেন্টাইন           | ২৬৪ "  |

## ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পরিষৎ

ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের নবম সাধারণ অধিবেশন আগামী ৩০শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার সহিত ভারতের "বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুগান্তর সংগঠন" সম্পর্কেও এক বৈঠক হইবে।

## ভারত হইতে রাশিয়ার সরবরাহ প্রেরণের নূতন পথ

পূর্ব-পারস্যের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ হইতে রাশিয়ার সাহায্য প্রেরণের জন্ত ৬০০ মাইল দীর্ঘ একটি নূতন মোটর চলাচল-যোগ্য পথ নির্মাণ করা হইয়াছে। প্রাচীনকালে এই পথেই উ'টের পিঠে পণ্য বোঝাই করিয়া ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে স্থলপথের ব্যবসা বাণিজ্য চলিত। /এই পথটি বাইরা পশ্চিম পারস্ত পথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। আজ মাত্র সপ্তাহকালের মধ্যে মোটর যোগে ভারতবর্ষ হইতে রুশ সীমান্তে মাল পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে এক হাজার মিলিটারী লরী বোঝাই করিয়া ভারতবর্ষ হইতে পাট, চট, রবার, তামা, তিন এবং পারদ পাঠান হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে রাশিয়ার সাহায্যে অল্পরকম জরাজনিত প্রেরণ করা বাইতে পারে, কিন্তু মুখ্যতঃ বানবাহনের অভাব হেতুই ইহা এতদিন সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। ৩০ হাজার আশা করা বাইতেছে।

নয়নারী ও বালক সালিকা ৮ মাসের কঠোর পরিশ্রমে এই ৬০০ মাইল দীর্ঘ পথটি নির্মাণ করিয়াছে। গড়ে দৈনিক ৩ মাইল করিয়া পথ তৈরী হইয়াছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির কোন সাহায্যই তাহারা পায় নাই, কোদালি ও শাবল মাত্র তাহাদের সম্বল ছিল। ১৫টি বিভিন্ন জাতির মিলিত একটি পরিচালক দল এই রাস্তা নির্মাণ কার্যের তদারক করিয়াছেন। জার্মান বাহিনী ককেসাস পর্যন্ত আসিয়া পড়াতেই এই পথ নির্মাণে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং নির্মাণ কার্য আরম্ভ করা হয়।

## বিদেশ হইতে আরও জাহাজ বোঝাই খাজনা আদানী

প্রকাশ, খাজনা বোঝাই আরও চারিখানি জাহাজ ভারতের বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আরও কয়েকখানি জাহাজ শীঘ্রই আসিবে বলিয়া আশা করা বাইতেছে।



গ্রাম—'মথের ধন'

ফোন—ক্যাল ৩৭৩৪

## হাজারাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা সমূহ—

|             |           |                   |
|-------------|-----------|-------------------|
| কলিকাতা     | মেদিনীপুর | তেজপুর (আসাম)     |
| বড়বাজার    | শালবনি    | মুন্সিগঞ্জ        |
| মাণিকভাঙ্গা | বালিচক    | খুলনা             |
| শিয়ালদহ    | বাঁকুড়া  | মীরকাশিম          |
| বালীগঞ্জ    | বিক্রপুর  | কৃষ্ণনগর (মদীয়া) |
|             | পড়বেতা   | বাগেরহাট          |
|             |           | পাটনা             |

\* গয়া শাখা শীঘ্র খোলা হইবে

## আমানতী টাকার উপর সুদের হার

|                      |         |                       |
|----------------------|---------|-----------------------|
| চলতি হিসাব...১%      | বার্ষিক | ফিক্সড ডিপোজিট—       |
| সেভিং ব্যাঙ্ক        |         | এক বৎসর...৪% বার্ষিক  |
| ডিপোজিট...৩% বার্ষিক |         | দুই বৎসর...৫% বার্ষিক |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাস সাটিফিকেট পাওয়া যাইবে।

## \* প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

৮ বৎসর যাবৎ প্রতি মাসে ১২ টাকা হিসাবে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ১৪০ টাকা পাইবেন।

৮ বৎসর যাবৎ ৫০ টাকা হিসাবে প্রতি মাসে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ৭০০ টাকা পাইবেন।

আয়করহীন শতকরা ৫ ডিভিডেন্ট দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কের কার্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্ণমেন্ট বিল, জি. পি. নোটস এবং বাজার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

গত সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে বঙ্গভূমি প্রসঙ্গে ডাইন-চ্যামেলের ডঃ এম. হাসান বলেন যে, পূর্ববঙ্গের নানা প্রকার দুর্গতি এবং লোকের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সত্ত্বেও বর্তমান বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা তেমন হ্রাস পায় নাই। এবৎসরের ছাত্রসংখ্যা ১৩৯০ জন, গতবৎসরের সংখ্যা ছিল ১৪০১ জন। বর্তমান বৎসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-রত ছাত্রদের মধ্যে ৮ জনকে বিজ্ঞান ও দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ রবেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় এবং অত্যন্ত বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের রচনা-সজ্জায় সমৃদ্ধ হইয়া বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রথম

খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কথাবার্তা চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে পত্ৰপত্রের জমি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

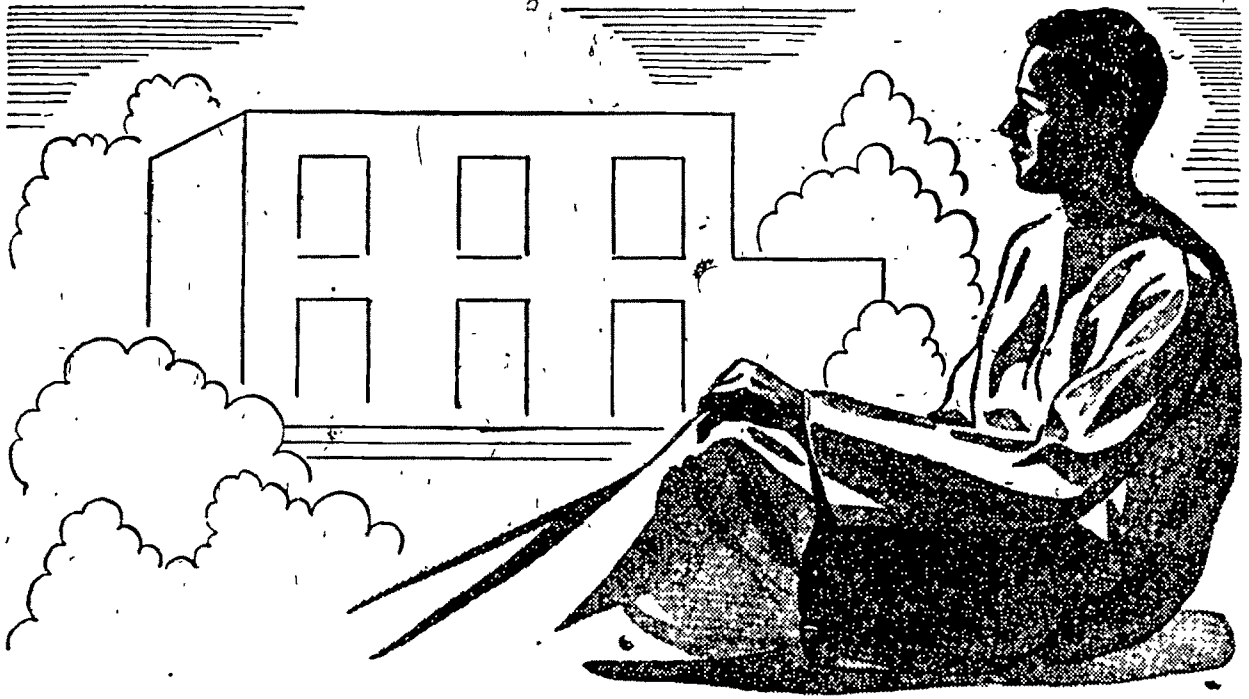
## মস্কো-লণ্ডন বিমানপথ

সম্প্রতি 'ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ার ওয়েজ কর্পোরেশন' ব্রিটেন এবং মস্কোর মধ্যে বিমান চলাচলের জন্ত একটি নূতন বিমানপথ খুলিয়াছেন। এই পথটি কায়রো, ইরাক, পারস্য আটলান্টিক, কুইবিশেব হইয়া মস্কো পর্যন্ত বিস্তৃত। বিমান বদল না করিয়া যাত্রাপথ সাহায্যে একই বিমানে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে কেবল যুদ্ধ

সংশ্লিষ্ট সরকারী লোকজন এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত যাত্রাপত্র বহন করা হইতেছে।

## ভারতে সিনেমার সংখ্যা

‘জার্মান অব দি ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রী’ ভারতে সিনেমার সংখ্যা সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতে মোট ১৪৯০টি সিনেমা গৃহ আছে। তন্মধ্যে ৯২৭টি গৃহে কেবল মাত্র ভারতীয় ছবি দেখান হয়; ৩৭৭টি গৃহে মাসে তিন সপ্তাহ দেশীয় ছবি এবং এক সপ্তাহ বিদেশী ছবি দেখান হয়। ২১৬টি সিনেমা গৃহে কেবলমাত্র বিদেশী ছবি দেখান হয়। এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক ভ্রাম্যমাণ সিনেমা আছে। তাহাদের সংখ্যা ২৫০ হইতে ৪ শতের মধ্যে।



## এইটা আপনার রাজ্য

আপনার সংসার আপনার রাজ্য। তার সব দায়, সব ভার ত আপনারই আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের নির্ভর আপনি, কারণ আপনি গৃহস্থামী, তাদের পোষক ও প্রতিপালক। তাদের মঙ্গল ও ভবিষ্যতের জন্ত আপনিই দায়ী।

জীবন হয়ত আপনার উপর খুব প্রসন্ন নাও হতে পারে, হয়ত ভাগ্যের নির্মম হাত আপনাকে আপনজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তবে দেখেছেন কি, তখন কে আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করবে, কে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ যোগাবে?

নিউ ইন্ডিয়া ফার্মি লি ইনকাম পলিসি আপনার অবর্তমানেও আপনার পরিবারকে নিয়মিত আয় যোগাবে, যতদিন না আপনার বীমা পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হয়। এ ছাড়া নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে পলিসির সম্পূর্ণ টাকাটাও তাদের দেওয়া হবে। আপনি বেঁচে থাকলে, পলিসির টাকা আপনিই পাবেন।

মোট মূলধন— প্রায় ৫ কোটি টাকা  
মোট সম্পত্তি— প্রায় ৬ কোটি টাকা  
মোট দাবী শোধ— ১০ কোটি টাকার উপর

দি নিউ ইন্ডিয়া

এসিওরেন্স কোং, লিঃ

৯, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

নিউ ইন্ডিয়া ফার্মি লি  
ইনকাম পলিসি কি কি

সুবিধা দেয় :

- \* যদি দুর্ভাগ্যবশত: আপনার মৃত্যু হয়, তাহলে আপনার পরিবার মোট যে টাকা পাবেন, তা বীমাকৃত টাকার চেয়ে বেশি।
- \* আপনার বিধবা স্ত্রীকে 'অর্থন্যাসের জন্ত ভাবতে হবে না—নিরাপদ ও লাভজনকভাবে তাঁর টাকা খাটবে।
- \* বেঁচে থাকলে সমস্ত টাকা আপনিই পাবেন—বৃদ্ধ বয়সে তা আপনার অত্যন্ত উপকারে আসবে।

বীমার হার ও অন্যান্য বিবরণের  
জন্ত মিচের কুপন পাঠান

দি নিউ ইন্ডিয়া এসিওরেন্স  
কোম্পানী লিমিটেড

৯, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রহণপূর্বক বিনামূল্যে ও বিনা  
বাধ্যবাধকতায় আমাকে 'ফার্মি লি  
ইনকাম পলিসি'র সুবিশেষ  
বিবরণ পাঠান

নাম

ঠিকানা

AJ 11

## শর্করা শিল্প সম্পর্কে পরামর্শদাতা বোর্ড

বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটির শর্করা শিল্প সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সাব কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাঙ্গলার গভর্ণর সন্ত্রস্তি বাঙ্গলার গুড় ও শর্করা শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট ইচ্ছু চাষী এবং শর্করা শিল্পপতিগণকে পরামর্শ দিবার জন্ত নিম্নোক্ত পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করিয়াছেন :—

১। শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—চেয়ারম্যান (এক্স অফিসিও)।

২। কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—ডেপুটি চেয়ারম্যান (এক্স অফিসিও) সদস্যগণ।

৩। কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টর (এক্স-অফিসিও)

৪। কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিষ্টার—(এক্স অফিসিও)।

৫। ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রি (এক্স অফিসিও)।

৬। মৌলবী মুজাম্মল হক, এম-এল-এ।

৭। মৌলবী ইকরাইল, এম-এল-এ।

৮। মৌলবী হাফিজুদ্দিন চৌধুরী, এম-এল-এ।

৯। শ্রী বাহাদুর আউলাদ হোসেন খান, এম-এল-এ।

১০। মিঃ এ এম হামিদ, এম-এল-এ।

১১। রায় সাহেব কীরীচন্দ্র দাস, এম-এল-এ।

১২। শচীন্দ্রনারায়ণ সাম্যাল, এম-এল-সি।

১৩। মিঃ আর স্ট্রটসন।

১৪। মিঃ এম কে ঝাঝারি।

১৫। ডাঃ জে সি সিংহ—অর্থনীতিবিদ এবং সংখ্যাভিত্তিক।

১৬। মিঃ জি সিরাজুদ্দিন—সুগার টেকনোলজিষ্ট।

১৭। মিঃ ডারু কোরসি—বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্শের প্রতিনিধি।

১৮। মিঃ এস বি জালাল, বেঙ্গল জাশনাল চেম্বার অব কমার্শের প্রতিনিধি।

১৯। মিঃ এম সিদ্ধিকি—মুল্লিম চেম্বার অব কমার্শের প্রতিনিধি।

২০। মিঃ ডি খৈতান, ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্শের প্রতিনিধি।

২১। মিঃ এ এল পোদ্দার, এম-এল-এ, মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্শের প্রতিনিধি।

উপরোক্ত তালিকার ৬ হইতে ১২নং সদস্যকে ইচ্ছু চাষীদের প্রতিনিধি এবং ১৩ ও ১৪নং সদস্যকে বন্দীর শর্করা শিল্প সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে কমিটিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি এন বোষ, এম-এ উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

## কলিকাতায় কুইনাইন সরবরাহের

## পরিমাণ বৃদ্ধি

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কলিকাতার কুইনাইন বিক্রয়ের জন্ত ডাক্তার-খানার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিওণ করা হইয়াছে।

## বিমান আক্রমণে আহতের সেবায়

## ব্লাড ব্যাক্টের দান

গত ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় বিমান আক্রমণের কালে যে সকল ব্যক্তি আহত হয় তাঁহাদের অনেকের চিকিৎসাকার্যে কলিকাতা ব্লাড ব্যাক্টে সংরক্ষিত সিরাম যথেষ্ট উপকারে লাগে। এই সিরাম সংরক্ষিত ছিল বলিয়াই অনেকের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়, অত্যাধিক কোন মতেই তাঁহাদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইত না। ভারতের সমস্ত প্রদেশের ব্লাড ব্যাক্টের হাতে একত্রে যত সিরাম আছে এক কলিকাতার ব্লাড ব্যাক্টে সংগৃহীত সিরামের পরিমাণ তাহার তিন গুণ। প্রয়োজনও অবশ্য কলিকাতাতেই সর্কারপেকা বেশী। এই ব্লাড ব্যাক্টের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তোলা অত্যন্ত নাগরিকের কর্তব্য।

## মার্কিন তৈল-মিশন

হাফিয়ার তৈল পরিশোধনাগারসমূহ পরিদর্শন করিয়া মার্কিন তৈল-মিশন ইরাকের মজুল তৈলখনিসমূহ পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন।

## মিত্রপক্ষীয় সাহায্য পরিমদ বনাম

## ভারতবর্ষ

প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় সাহায্য দান ও পুনর্গঠন পরিষদে ভারতবর্ষকে কত চাঁদা দিতে হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তবে উহার পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা এক ভাগের অনেক কম হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। খুব সম্ভব ভারতের দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতের চাঁদার হার কম করিয়া ধরা হইবে। সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী কৈক্যারী মাসের বাজেট অধিবেশনের সময় সরকার মিত্রপক্ষীয় সাহায্য দান ও পুনর্গঠন পরিষদের সংগঠন চুক্তি কেন্দ্রীয় পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত করিয়া লইতে চাহিবেন। পরিষদের অনুমোদন লাভ করার পর চাঁদা হিসাবে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করা হইবে।

## রেডক্রস কাণ্ডে বাঙ্গলার দান

ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি জানাইতেছেন যে, বাঙ্গলার পক্ষ হইতে যে আবেদন প্রচার করা হইয়াছিল তাহার কালে এ পর্যন্ত ৩৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

সাবান  
প্রস্তুতের

মাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিক্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

ফোন :—

বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস

— ১৫২২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—“চীমামাটি”

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতি ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভুলিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিট এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অভিজ্ঞালা একটি প্রতিষ্ঠান অনাড়ম্বরে কাজ করিয়া  
যাইতেছে। সকল রকমের ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়। ভারতের  
প্রধান প্রধান ব্যবসায়িকদের সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে।

লেনদেনের সর্ব সুবিধা জনক

তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া দেওয়া হয়।

এম কে মন্ডী,

সেক্রেটারী।

### খাদ্য সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের দান

সম্প্রতি কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অধিক খাদ্যোৎপাদন প্রদর্শনীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ বি সি শুহ বলেন যে, বিজ্ঞানের সাধারণ প্রগতি এবং বহুবিধ আবিষ্কারের ফলে লোকের মন হইতে এই প্রাচীন ধারণা ক্রমেই মুছিয়া যাইতেছে যে, খাদ্য সমস্যা দূর করিতে হইলে ভাল করিয়া এবং বেশী চাব আবাদ করা ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু খাদ্য বিজ্ঞান আজ একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, স্বাস্থ্য এবং শরীরের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়াও কারখানায় প্রস্তুত ভাইটামিন বটিকা খাইয়া জীবন ধারণ করা সম্ভব। ডাঃ শুহ বলেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে হয়ত আমেরিকা এবং জার্মানির মত দেশে লোকে প্রত্যহ কিছু পরিমাণ ভাইটামিন বটি দৈনিক খাদ্য হিসাবেই গ্রহণ করিবে। উহা হয়ত রাষ্ট্রের তরফ হইতে বিনামূল্যে প্রত্যেক নরনারীকে দেওয়া হইবে। কারণ স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার জন্য যে পরিমাণ ভাইটামিন খাদ্য আবশ্যক উহার সংগ্রহ-কার্য ও আহার ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে না দেখিয়া জাতীয় আর্থের দিক হইতে দেখা হইবে এবং রাষ্ট্রের অন্ততম প্রধান কার্য হিসাবে নিরনিত-ভাবে উপযুক্ত পরিমাণে এবং বিনামূল্যে ইহা যোগান দেওয়া হইবে। বিবিধ বুল রাসায়নিক শিল্পের উপশিল্প হিসাবে এই সকল কৃত্রিম রাসায়নিক ভাইটামিন তৈরী হইতে পারে। কাজেই এই দিক হইতে বিচার করিলে ইহার তৈরীর খরচাও নগণ্য।

### খাদ্যশিল্প হিসাবে এ্যালুমিনিয়ামের প্রসার

গত তিন বৎসরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন বিস্ময়কররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন যে পরিমাণ এ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয় উহা দ্বারা সমগ্র আমেরিকার সমস্ত রেলপথের মোট যান্ত্রিকীকৃত তিনগুণেরও বেশী পাড়ী নিৰ্মাণ করা যায়। এই প্রস্তুত পরিমাণ এ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন করিতে যে কি বিপুল বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয় তাহা সাধারণের পক্ষে ধারণা করাও শক্ত। ১৯৪০ সালে আমেরিকার ২৭টি প্রদেশে মোট যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি খরচ হইয়াছে, এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতের জন্য বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ তাহা অপেক্ষাও বেশী। উৎপাদনে এরূপ ব্যয় হইলেও এ্যালুমিনিয়ামের দাম আমেরিকায় খুব বেশী নহে। এবং ১৯৪০ সালের তুলনায় এ্যালুমিনিয়ামের দাম আজকাল শতকরা ২৫ ভাগ কম। বস্তুতঃ বর্তমানে এ্যালুমিনিয়াম একটি অত্যন্ত প্রধান ধাতুতে পরিণত হইয়াছে।

### বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক চাউলের মূল্য হ্রাস

আসামরিক সরকার হাওড়ার একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে গুচরা চাউলের দর প্রতি সের ১০০ আনা ধার্য করা হইয়াছে। কর্টোল দোকানসমূহেও মূল্য হ্রাস করিয়া প্রতি সের ১০০ আনা করা হইয়াছে।

### কাথিয়াবাড়ের করদ রাজ্যসমূহের সমস্যা

গত ৭ই ডিসেম্বর হইতে কাথিয়াবাড়ের ছোট করদ রাজ্যগুলিকে বৃহত্তর করদ রাজ্যের সঙ্গে সংযোজিত করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন রাজ্যগুলি সেই আদেশ অনুসারে কাজ করিতে রাজী নহে। প্রকাশ, সরকারের নিকট হইতে আর কোন সুবিধা না পাইলে বা সংযোজনায় মেয়াদ বাড়াইয়া না দিলে ছোট ছোট প্রত্যেকটি রাজ্য কাথিয়াবাড়ের কোন রাজ্যের সহিত সংযোজিত না হইয়া বরোদার সহিত যুক্ত হইতে চাহিবে। সম্প্রতি এই সম্পর্কে একটি নামলায় জুডিশিয়াল কমিশনার মিঃ কবীন্দ্র ও রায়বাহাদুর বর্মা কর্তৃক গঠিত স্পেশাল বোর্ড এই ধরনের আদেশ দান রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা বহির্ভূত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

### লাহোরের সমস্ত সিনেমা গৃহ বন্ধ

সরকার কর্তৃক শিল্প সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ শক্তির সরবরাহ এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করার লাহোরের সমস্ত সিনেমা গৃহ বন্ধ রাখা হইয়াছে। লাহোরে ২০টি সিনেমা গৃহ আছে।

### বেলগাছিয়ায় নতুন সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত

১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতার বেলগাছিয়া সেতুটি নতুন করিয়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত হির হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রোড কর্তৃক হইতে প্রাপ্ত অর্থের মধ্য হইতে ৭ লক্ষ টাকা বাঙ্গলা সরকার এই সেতুর জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট অবশিষ্ট ৭ লক্ষ টাকা দিবেন।

### দামোদর বাঁধ মেরামতের ব্যয়

প্রকাশ, দামোদর বাঁধের ভগ্নাংশ এই শীতকালে মেরামত করিলে যত ব্যয় হইত, সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করার ফলে ব্যয় অনেক বেশী হইয়াছে। অতিরিক্ত ব্যয়ের টাকাটা ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে দিবেন বলিয়া ঠিক হইয়াছে।

### কলিকাতা অঞ্চলে মশক নাশের চেষ্টা

প্রকাশ, কলিকাতার পূর্ব অঞ্চলের লবণ বিল (সল্টলেক) এলাকায় মশক নাশের ব্যবস্থা আরও এক বৎসর কার্যকরী রাখার জন্য বাঙ্গলা সরকার অস্থায়ী কর্মচারীদের কাছের যেমত এক বৎসর বাড়াইয়া দিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ১০,২২০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

## ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

পৃষ্ঠপোষক—হিজ হাইনেস মহারাজাবিরাজ অব ত্রিপুরা

হেড অফিস : ১০নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ৪৫৫০ ও ৪৫৪৫

অনুমোদিত মূলধন ১০০,০০,০০০ টাকা

বিক্রয়ার্থ মূলধন ২৫,০০,০০০ "

বিক্রীত মূলধন ২,২৫,০০০ টাকার উপর

আদায়ীকৃত মূলধন ৬,২১,০০০ টাকার উপর

মজুত ও অপরাপর

তহবিল ১,৬২,৯১৬৮৬/৬ পাই

শাখা :—ভানুসাগর, চৌরঙ্গী কোয়ার,

কল্টোলা, পার্ক সার্কাস (কলিকাতা),

বর্ডমান, চুঁচুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ,

সিরাজগঞ্জ, জামালপুর ও কুষ্টিয়া।

সকলপ্রকার ব্যাংকিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্যামসুন্দর আম্বালা, এম-এল-এ

## কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : কুমিল্লা

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গালী পরিচালিত সর্বস্বত্ব ব্যাঙ্ক

|                       |             |           |
|-----------------------|-------------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন        | ১,০০,০০,০০০ | টাকা      |
| বিলকৃত মূলধন          | ৫০,০০,০০০   | "         |
| বিক্রীত মূলধন         | ৫০,০০,০০০   | "         |
| আদায়ীকৃত মূলধন       |             |           |
| (অগ্রিম কলসহ)         | ২৮,০০,০০০   | টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফান্ড         | ১২,০০,০০০   | "         |
| আমানত                 | ৫,২৫,০০,০০০ | "         |
| কার্যকরী মূলধন প্রায় | ৬,০০,০০,০০০ | "         |
| (১৯৪৩ সালের আগষ্ট)    |             |           |

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :—ডাঃ এম, বি, দত্ত, এম এ ; বি এল ; পি, এইচ ডি,

(ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল

## সরকারী চাউল ক্রয়নীতি সম্পর্কে মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের অভিমত

বাল্লা সরকারের খাদ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মিঃ খেমকা এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সরকারী ক্রয় বোর্ডে যে সমস্ত কার্যকে চীফ এজেন্ট নিযুক্ত করা হইবে, উহাদের কোন প্রতিনিধি থাকা উচিত নহে। বোর্ডে কাজ করিবার অত্র ব্যবসায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রধান প্রধান বণিক সমিতির দ্বারা আহ্বান করা উচিত। মিঃ খেমকা আরও বলিয়াছেন যে, গভর্নমেন্টের পক্ষে সরাসরি চাউল খরিদ না করিয়া ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি নিয়ন্ত্রণ করা চেষ্টা করা উচিত। ব্যবসায়ীদিগকে কিছুদিন পর মজুত বান চাউলের হিসাব দাখিল করিতে বলা উচিত। তাহা হইলে গভর্নমেন্ট আরও কার্যসম্পন্ন শক্তিশালী হইতে পারে এবং বাটতি এলাকার খাদ্য শস্য সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে খরচ করিতে পারিবেন।

## বাল্লা ও আসামে-পার্শ্বল বুকিং বন্ধ

গত ৮ই ডিসেম্বর নয়াগিরী হইতে একখানি ইন্ডার প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে, অত্যন্ত তীব্র ও ডেলিভারীর অসুবিধা হওয়ার এবং মিলিটারী ট্রাকের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষভাবে বাল্লা ও আসামের অত্র যথোপযুক্ত বান-বাহন সংগ্রহ করা হুঃসাধ্য হওয়ার, গভর্নমেন্ট পার্শ্বল ওজনের পরিমাণ ১ হাজার তোলা হইতে হ্রাস করিয়া ১৬০ তোলা করিয়াছেন এবং বাল্লা ও আসামের পোষ্ট আফিসগুলিতে পার্শ্বল বুক করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

## সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের ব্যবস্থা

বাল্লায় সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ এবং ব্যাধি-প্রভাবের চিকিৎসা কার্যের অত্র সরকার নিম্নোক্ত-রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন :—(১) প্রদেশের প্রত্যেক ভাল ভাল ডিসপেন্সারীর ৪৫ মাইলের মধ্যে একটি করিয়া অতিরিক্ত চিকিৎসালয় খোলা, (২) জরুরী অবস্থায় চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পাদনের অত্র কোন কোন জেলায় অতিরিক্ত সিভিল সার্জেন নিয়োগ, (৩) গ্রামাঞ্চলে কুইনাইন বিতরণের অত্র আরও এজেন্ট নিয়োগ, (৪) ২৫০টি ধান্য ত্রানিটারী ইন্সপেক্টরের মত আরও ১৫০০ হেল্প এ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ, (৫) আরও কুইনাইন ক্রয়। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। এতদ্ব্যতীত বাল্লা সরকার জেলা বোর্ডসমূহ এবং সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এটি-ম্যালেরিয়া সোসাইটিকে ১৯৪৩-৪৪ সালে কালাজর নিবারণী ব্যবস্থার অত্র মোট ৮২ হাজার ৫ শত টাকা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

## চাউল কল নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী

গত ৭ই ডিসেম্বর বাল্লায় অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে এক প্রেসনোট প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে, আগামী ২০শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় চাউল কল নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ হইবে। উক্ত আদেশ অনুসারে বাল্লাদেশে অবস্থিত চাউলের কলসমূহকে শক্তিশালিত যন্ত্র-পাতির সাহায্যে চাউল তৈরীর কারবার চালাইবার অত্র বাল্লায় খাদ্য এবং অসামরিক সরবরাহ কমিশনারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে। তাহা ছাড়া, ফুড কমিশনারের নিকট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অত্র কাহারও নিকট ঐ সকল চাউলের কল হইতে বান চাউল বিক্রয় করা যাইবে না। এই আদেশ অমাত্ৰ

করিলে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইবে এবং যে সম্পত্তি সম্পর্কে লঙ্ঘন করা হইবে, উহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

## বঙ্গীয় যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটি সম্পর্কে মারোয়াড়ী এসোসিয়েশন

বাল্লা সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটি সম্পর্কে মারোয়াড়ী এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ আনন্দীলাল পোদ্দার সম্প্রতি গভর্নমেন্টকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষে বহু শিল্প কারখানা প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং বহু লোক বেকার হইয়া পড়িবে। বহু সংখ্যক লোকের স্থায়ী জীবিকাকর্জনের ব্যবস্থা করা বাল্লা দেশের পক্ষে যত বড় জরুরী সমস্যা পৃথিবীর আর কোন দেশের পক্ষে হয়ত তেমন নহে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটি নিয়োগ করিয়া বাল্লায় গভর্নমেন্ট প্রাথমিক উত্তমের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কমিটিতে ভারতীয় শিল্পপতিগণের কোন প্রতিনিধিকে লওয়া হয় নাই অত্র যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে। ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিধির সংখ্যাও মোটেই পর্যাপ্ত বলা যায় না।

## বিমান শিল্পে ম্যাগনেসিয়ামের ব্যবহার

বিমান নির্মাণে ম্যাগনেসিয়াম একটি অপরি-হার্য পদার্থ। প্রত্যেকটি মার্কিন জাহাজ বিমানে গড়ে আধ টন ম্যাগনেসিয়াম আছে। ম্যাগনেসিয়ামের ওজন অ্যালুমিনিয়ামের ওজনের তিন-পঞ্চমাংশ এবং ইম্পাভের ওজনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় ইহা দামে সস্তা। যাতন্য গঠনকার্যে ব্যবহৃত সর্বাপেক্ষা হালকা এই পদার্থটির উৎপাদন যুদ্ধের পরে বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া অনুমান করিবার সম্ভাব্য কারণ আছে।

## রোগের চিকিৎসায় : : রোগীর শুশ্রুষায়

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ

হট ওয়াটার ব্যাগ

আইস ব্যাগ

হাওয়াযুক্ত বালিস

এয়ার রিং ও কুশন

ডাক্তারী দস্তানা ও এপ্রন

ইত্যাদি

ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরী রবারের জ্বালাদি কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনেও হাসপাতালে সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সময়ে ফিরে এলে আমরা আবার আগের মতই আমাদের তৈরী জিনিস জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবো।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা : : বোম্বাই

B. W. 3

## ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

( প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল )

বীমা কর্ত্তন

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহক-দের মধ্যে বিতৃত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ষণ্যতার অত্র সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে চুখটনা-জনিত কতিপূর্ণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ও কোটা টাকার উপর

বিবৃত বিবরণের অত্র নিয়মিকানায় আবেদন করুন

দস্তিদার এণ্ড সন্স

চীফ এজেন্টস্।

৮নং ক্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।



### এসিড রোধক ধাতু

ইংলণ্ডের ম্যাক্লেয়ার সহরের নিকটবর্তী টিম্পারলি অঞ্চলের মেলড্রামস কোম্পানী এক প্রকার অভিনব ধাতুর উদ্ভাবন করিয়াছে। যে কোন রকমের উষ্ণ এসিড লাগিলেও ঐ ধাতু বা উহা হইতে নির্মিত যন্ত্রের জব্য কোথাও এতটুকু ক্ষয় বা বিবর্ণ হয় না। সাল্ফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, এসেটিক এসিড, ক্রোমিক এসিড, অক্সেলিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ইত্যাদি এসিডের স্পর্শে অথবা অতি-শীতল এই উভয়বিধ অবস্থায়ই উক্ত নতুন ধাতু রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, উহা কিছুতেই এসিডে ধাইয়া যায় না।

### বিলাতে কাঠের জুতার প্রচলন

শীতল বিলাতে কাঠের জুতার প্রচলন খুব বাড়িয়া যাইবে। মনে হয় আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বিলাতে তৈরী জুতার শতকরা ৫০ ভাগেরই তলা (সোল) কাঠের হইবে। জুতা প্রস্তুতকারকদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহাদের নির্মিত জুতার অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভোড়া কাঠের 'সোল' দিয়া নির্মাণ করিতে হইবে। চামড়ার অভাব হেতুই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

### মিঃ জি এল মেটার অভিমত

উক্ত প্রদর্শনীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ জি এল মেটা বলেন যে, যথোযোগ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শনাধীনে স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে না দিলে কলিকাতার রেশনিং পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে পারে না।

### মার্কিং সাহায্যবাহী প্রথম জাহাজ

ভারতের দৃষ্টিকে মার্কিং সাহায্যবাহী প্রথম জাহাজখানি শীঘ্রই রওয়ানা হইবে। প্রথম কিস্তিতে বাঙ্গলা দেশের দৃষ্টিকল্লিষ্ট শিল্পদের জন্য ২০ হাজার বাঙ্গালা জমাত চুষ আনিবে। কলিকাতায় কোয়েকার গ্রামবুলেঙ্গ ইউনিটের সহিত সহযোগিতায় যে সকল হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান, প্রতিষ্ঠান সেবা কার্যে রত আছেন তাঁদের মারফৎই উহা বিতরিত হইবে।

### ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ

এতাবৎ যে সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, ১৯৪৩ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সাত মাসে উত্তর ভারতের চ-বাগান সমূহের উৎপাদনের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪০ কোটি ২৮ লক্ষ পাউণ্ড; পূর্ববর্তী ১৯৪২ সালের উপরোক্ত সময়ে (সাত মাসে) উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড। উত্তর ভারতে যে পরিমাণ চা উৎপন্ন হয় তাহা সমগ্র ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ। দক্ষিণ ভারতে বৎসরে গড়পড়তা ৯ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভারতের ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালের উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ও ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড। চলতি বৎসরে দক্ষিণ ভারতের উৎপাদন ৯ কোটি পাউণ্ডের কম হইবে না বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতের চলতি বৎসরের মোট পরিমাণ ৫০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪২ সালের পরিমাণ ছিল (সারা ভারতের) ৫৬ কোটি ৮৬ লক্ষ পাউণ্ড।

### সমগ্র পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ

গত ২৫শে অক্টোবর তারিখের "আর্থিক জগৎ"-এ কানপুরস্থ ইম্পেরিয়াল ইন্সটিটিউট অব সুগার টেকনোলজির ডিরেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র পৃথিবীর ইক্ষু ও বীট চিনির মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রাথমিক হিসাব পরে কিছু সংশোধিত হইয়াছে। কানপুরস্থ উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর সম্প্রতি সমগ্র পৃথিবীর ইক্ষু ও বীট চিনির উৎপাদনের মোট পরিমাণের হিসাব (সংশোধিত) প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা নিম্নরূপঃ—ইক্ষু ও বীট চিনির মোট পরিমাণ ১৯৪১-৪২ সালে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টন (তন্মধ্যে ইক্ষু চিনি ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯০ হাজার টন ও বীট চিনি ৯৪ লক্ষ ৫১ হাজার টন); ১৯৪০-৪১ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৯২ হাজার টন (তন্মধ্যে ইক্ষু চিনি ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার টন ও বীট চিনি ১ কোটি ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার টন। ১৯৪১-৪২ সালে ইউরোপের বীট চিনির উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮০ লক্ষ ৪১ হাজার টন; পূর্ববর্তী বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ৯৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টন।

### ম্যালেরিয়া ও স্লীপদ মারাত্মক ব্যাধি বলিয়া ঘোষিত

গত সপ্তাহে কলিকাতা গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ম্যালেরিয়া এবং স্লীপদ রোগকে মারাত্মক ব্যাধি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

## ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলি : ৪১০১

টেলিগ্রাম : "ক্লিয়ারিং"

হেড অফিস—৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

বিশিষ্ট ডিরেক্টর বোর্ড পরিচালিত সম্ভ্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

প্রতি ১০০০ টাকার পেমেন্ট সার্টিফিকেটে ২০০০ টাকা পাওয়া যায়।

অন্যান্য নতুন স্কীমের জন্য আজই পত্র লিখুন :—

ব্রাঞ্চ :—ঢাকা, চাইবাসা (B. N. R.) চক্রধরপুর (B. N. R.), রাইপুর (C. P.), দৌঘিরপার (ঢাকা), আজারিয়া (ফরিদপুর)।

## গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৩০

::

ফোন : ক্যাল : ৪৭৩১

হেড অফিস :—২১-এ, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চসমূহ

|                    |                      |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| আগরতলা (ত্রিপুরা)  | ভবানীপুর (কলিকাতা)   | ঢাকা                |
| উদয়পুর (")        | চুচুড়া (হুগলী)      | ময়মনসিংহ           |
| গুলাঙ্গার (")      | চাপদানী (")          | সিরাজগঞ্জ (পাবনা)   |
| ভালুপাছ (শ্রীহট্ট) | বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) | রায়গঞ্জ (দিনাজপুর) |
| পূর্ণিয়া (বিহার)  | উত্তরপাড়া।          | বর্ধমান।            |

পে-অফিস :—ভবানীপুর (পূর্ণিয়া)

সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত কার্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—রায় জে, এন, মুখার্জি, বাহাদুর

গভর্ণমেন্ট প্রীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, হুগলী।

## ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ "

আদায়কৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ "

আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর (১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যখনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুসন্ধান জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা

পে অফিস : মিরকাশিম

শ্রীযুক্ত রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চা-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চা-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে একটি স্পেশাল কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ দেশে মজুত চা-এর পরিমাণ খুব বেশী নহে বলিয়াই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন পড়িয়াছে। অবশ্য গ্রেট ব্রিটেনের স্থায় মার্কিন রাষ্ট্রে প্রচুর চা কাটতি হয় না। আমেরিকানরা চা পানে অত্যন্ত অত্যন্ত নহে। কাকিই সেখানে বেশী চলে। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চা-এর কাটতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিছুকাল পূর্বের এক হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চা ব্যবহারের গড়পড়তা পরিমাণ অন্যান্য ১০ কোটি পাউণ্ড। গত ৩১শে মার্চ তারিখে ওদেশের অভ্যন্তরে চা-এর মজুত পরিমাণ ছিল মাত্র ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯ হাজার পাউণ্ড। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৎসরের ঐ তারিখের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮১ হাজার পাউণ্ড। উপরোক্ত মজুত পরিমাণের শতকরা ৯৫ ভাগই ভারতবর্ষ, সিংহল, বাঙ্গা ও সুমাত্রার চা। ঐ ৯৫ ভাগেরও অধিকাংশই ভারত ও সিংহলের সরবরাহ। বৃদ্ধ বাধিবার পর কলকারখানার কাজ ও মজুরের শ্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মরত লোকের চাঙ্গা হইবার জন্য চা-এর কাটতি বাড়িয়া গিয়াছে ও বাইতেছে। অথচ সেই অল্পপাতে মজুতের পরিমাণ ও সরবরাহের সম্ভাবনা আপাততঃ নাই। এই কারণেই মার্কিন গবর্ণ-মেন্টকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে হইল।

## তুরস্কে কর্জ ইজারা সাহায্য

সম্প্রতি কার্যোত্তে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, প্রেসিডেন্ট ইনেসু এবং মিঃ চার্লিলের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে তাহার ফলে তুরস্কের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থার সাহায্যে তুরস্ককে আরও জিনিষপত্র সরবরাহের কথা আলোচিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, আরব দেশগুলিও মিত্রপক্ষের নিকট হইতে বহু সাহায্য পাইবে।

## ভারতে চা ব্যবহারের পরিমাণ

ভারতবর্ষে কি পরিমাণ চা ব্যবহৃত হয় তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। বিশেষজ্ঞ মহলের এক আনুমানিক হিসাব অনুসারে সমগ্র ভারতে বৎসরে গড়পড়তা ১১ কোটি পাউণ্ড চা-এর ব্যবহার হইয়া থাকে। এবার আরও ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী চা-এর কাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

## অষ্ট্রেলিয়ার বস্ত্রোৎপাদনের ও ব্যবহারের পরিমাণ

অষ্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা মাত্র ৭০ লক্ষ। সুতরাং শ্রমিকের সংখ্যাও সেখানে অত্যন্ত কম। তৎসত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয়ার বৎসরে গড়পড়তা ২ কোটি ৬০ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার বৎসরে মাথা পিছু বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ (বর্তমানে) ৫০ বর্গ গজ।

## বরাদ্দ ব্যবস্থার বিস্তৃতি

কলিকাতা, গার্ডেনরীচ, হাওড়া, বালী, টালিগঞ্জ, প্রভৃতি অঞ্চল ছাড়া অস্ত্রাস্ত্র শিল্পকলে বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত বাহারা বরাদ্দ এলাকার বাহিরে বাস করেন অথচ আফিস বা কলকারখানায় কাজ করিবার জন্য বরাদ্দ এলাকায় আসেন তাঁহাদিগকেও রেশনিং ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

## উড়িয়া গভর্ণমেন্ট কর্তৃক যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিভাগ সৃষ্টি

প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী, পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে উড়িয়া গভর্ণমেন্টের একটি নতুন দপ্তর সৃষ্টি করা হইতোছে। অনেক সিনিয়র আই সি এস কর্মচারীকে এই বিভাগের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা হইবে।

## সরকারী খাত নীতির সমালোচনা

গত সপ্তাহে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে খাতোৎপাদন বৃদ্ধি প্রদর্শনীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ নলিনাক সাম্মাল বলেন যে, বর্তমান অস্বাভাবিক খাত পরিস্থিতির সময়ে খাত শক্তের স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে দিলে খাত সমস্যা আবার গুরুতর আকার ধারণ করিবে।

## কলিকাতায় খাত শস্ত সরবরাহ

প্রকাশ, গত নবেম্বর মাসে বিদেশ হইতে আমদানীসহ কলিকাতায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন খাত শস্ত সরবরাহ করা হইয়াছে।

## পরলোকে অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

রিপন কলেজের অধ্যক্ষ এবং খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ গত সোমবার ৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

## আটক ভবঘুরের সংখ্যা

প্রকাশ, গত ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত যে সকল ভবঘুরেকে আটক করা হয় তাহাদের মধ্যে ১১৬৭ জনকে আশ্রয় শিবিরে রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮৮৬ জন পুরুষ, ১৮৬ জন নারী এবং অবশিষ্ট শিশু।

## সার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

প্রকাশ, সহরসমূহের পুরীষ এবং অস্ত্রাস্ত্র ময়লাকে কিতাবে সারে পরিণত করা যায় তাহা শিক্ষা করার জন্য গভর্ণমেন্ট একজন সরকারী কর্মচারীকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

## কলিকাতার নতুন শেরিফ

মেসার্স গিল্যাণ্ডার্স আরবুথনট এণ্ড কোম্পানীর প্রধান অংশীদার মিঃ টমাস ইয়ার্ট মাজডোন আগামী ২০শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

## উত্তর-আফ্রিকায় নতুন তৈলের পাইপ-লাইন

হাইফা-ত্রিপলী পাইপ-লাইন বাড়াইয়া পূর্ব ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত লইয়া বাইবার জন্য যে পুঁজি-বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাতে নির্মাণ-ব্যয় ১ কোটি পাউণ্ড হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

## ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩ নং ধর্মভালা ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আর্থিক অবস্থা (হিসাব সাপেক্ষ)

|                |                                                                    |                                                 |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| অনুমোদিত মূলধন | ১০,০০,০০০ লক্ষ টাকা                                                | ধার ও অগ্রিম দান                                | ২২,৪৫,০০০ লক্ষ টাকা |
| আদায়ীকৃত      | ৫,০০,০০০ " "                                                       | জি. পি. নোট ও শেয়ারে                           |                     |
| কার্যকরী       | ১১,৬৬,০০০ " "                                                      | বিনিয়োগ                                        | ৩১,৫৭,০০০ " "       |
| শাখাসমূহ :-    | হাওড়া, শালিখা, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলা। | নগদে ও স্বর্ণমানে জমা                           | ২৫,৬২,০০০ " "       |
|                |                                                                    | ডি এন মুখার্জি, এম, এল, এ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। |                     |

নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক

স্থাপিত—১৯২৮—নিবন্ধিত—হেড অফিস—ময়মনসিংহ

শাখা অফিস

(সেরপুর (ময়মনসিংহ))

কলিকাতা সেন্ট্রাল অফিস—২নং ম্যাগাজি সেনে শোলা হইয়াছে।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য দক্ষতার সহিত করা হয়।

কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার জন্য অতিষ্ঠ এজেন্ট, ক্যাশিয়ার, এ্যাকাউন্টেন্ট ও ক্লার্ক আবশ্যিক। আবেদন কখন। ক্যাশিয়ারের জামিন দিতে হইবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :- এস, কে, রায়।

### ভারত মার্কিং বিমান পথ

মার্কিং যন্ত্রসম্পন্ন সমর দপ্তরের এক ঘোষণায় প্রকাশ, ওহিওর প্যাটার্সন বিমান ঘাটি হইতে ভারতে এক্ষণে নিয়মিতভাবে মালবাহী বিমান চলাচল করিতেছে। ইহাই হইল বর্তমানে জগতের দীর্ঘতম মালবাহী বিমান চলাচলের পথ। যাতায়াতে ২৮ হাজার মাইল দীর্ঘ এই বিমান পথ অতিক্রম করিতে ১২ দিন সময় লাগে। কোন পথে এই বিমান চলাচল করিতেছে তাহা অবশ্য প্রকাশ করা হয় নাই; তবে পুওরটোরিকো এই পথে পড়ে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। খুব সম্ভব উক্ত মালবাহী বিমানসমূহ অন্তর্লাত্তিক অতিক্রম করিয়া আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের পথে যাতায়াত করিতেছে।

### দামোদর বণা তদন্ত কমিটি

দামোদর নদের সাম্প্রতিক বস্তার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন:—বাল্লার সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, মি: জে. এফ. রাসেল (চেম্বার-ম্যান), ব্রিগেডিয়ার সি জি হজ এবং পুনর সেন্ট্রাল ইরিগেশন ও হাইড্রোডিনামিক রিসার্চ ট্রেনের ডিরেক্টর মি: এস সি ইংলিশ, সদস্য।

### কৃষি ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

গত শুক্রবার ডয়েলিংটন স্কোয়ারে অধিক ঋণাত্মক পাদন গোষ্ঠীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাল্লার কৃষিসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন বলেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে না ভাঙ্গিয়া বাল্লার কৃষি ব্যবস্থা ক্রমশ: সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে আনিবার জল্প পরিকল্পনা করিতে হইবে এবং চিরস্থায়ী ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে হইবে।

### কুইনাইনের অভাব নাই!

গত সপ্তাহ শেষে বাল্লার সরকারের প্রচার সচিব এক প্রেস নোট মারফৎ জানাইয়াছেন যে, বাল্লার দেশের কোন স্থানেই এখন আর কুইনাইনের অভাব নাই। প্রত্যেক জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে বর্তমানে যে পরিমাণ কুইনাইন এবং সিকোনাক্সাত ঔষধ আছে তাহা বন্টন করিতে গেলে প্রত্যেক ধানার ভাগে অন্ততঃ ৫০ পাউণ্ড করিয়া পড়িবে। সুদূর পল্লী অঞ্চলেও বাহাতে কুইনাইন সহজলভ্য হয় তজ্জন্ত কুইনাইন বিতরণের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক অতিরিক্ত এজেন্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্তমানে সরকারের হাতে যাহা আছে তাহাতে খুব বেশী দিন চলিবে না সত্য, তাই বাল্লার জন্ত অতিরিক্ত কুইনাইন বরাদ্দ করিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

### ভারতে ৯০ লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা

সম্প্রতি কমন্স সভার একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব মি: আমেরি বলেন যে, গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মোট ১৫৫৬টি এলাকার উপর পাইকারী জরিমানা ধাৰ্য করা হয়। পাইকারী জরিমানার মোট পরিমাণ ৯০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আদায় হইয়া গিয়াছে।

### ক্যানাডার গম হইতে অনশনক্লিষ্ট ভারতকে বঞ্চিত

গত ৯ই ডিসেম্বর নিউইয়র্কের 'পি-এম' পত্রিকা দীর্ঘ হেড লাইন দিয়া গুরুত্বপূর্ণ এক সংবাদ বাহির করিয়াছেন। অনশনক্লিষ্ট ভারতের জন্ত ক্যানাডার গভর্নমেন্ট এক লক্ষ টন গম পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই গম ভারতে পাঠাইতে দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

### অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক

- (1) **System of Financial Administration in India** By P. J. J. Pinto, New Book Co., Bombay. Price Rs. 15-0-0
- (2) **Marketing in India** By C. L. Govil. Gautam Bros. & Co., Cawnpore. Price Rs. 7-0-0
- (3) **India Builds Her War Economy** By P. C. Jain, Kitab Mahal, Allahabad. Price Rs. 3-8-0
- (4) **The Farmer: His Welfare and Wealth** By Dr. M. G. Bhagat, Co-operators Book Depot No. 3, Bakehouse Lane, Fort, Bombay.
- (5) **Post-war Reconstruction** By Prof. K. M. Vaswani, D. G. National College, Hyderabad.
- (6) **Future Trading and Future Markets in Cotton**—with special Reference to India—By H. L. Dholakia. New Book Company, Bombay.
- (7) **Wealth for Welfare**—By H. W. Foster and E. V. Bacon (Macmillan). Price 12s.-6d.

বহু প্রশংসিত বিখ্যাত ঔষধ—  
স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়  
“নিওটোন”

অব্যর্থ ফলপ্রসূদ মহোষধ  
৮ আউন্স—১৮/০, ১২ আউন্স—২৮/০  
সম্রাট ঔষধালয়ে পাওয়া যায়  
প্রচারক—এস, ডেভী এণ্ড কোং  
৪৪ সি, আমহাষ্ট স্ট্রিট, কলিকাতা।

## ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

প্রধান শাখা:—৯৭নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

ফোন কলি: ৪১৭৩

শাখা অফিস

কলিকাতা—

বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ইটালী।

বাংলার অন্যান্য—

চট্টগ্রাম, ফেপী, নোয়াখালী, চাঁদপুর

পুরাপুর, চৌমুহনী, দিনাজপুর

ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী ও

নবাবপুর (ঢাকা)।

বিহার—পাটনা,

আজ্ঞা, পূর্ণিয়া, রাঁচি।

লভ্যাংশ

শতকরা

৭৮০

দেওয়া হইয়াছে

যাবতীয় আধুনিক

ব্যক্তি ব্যবসায়

করা হয়।

এজেন্সী:—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

হাওড়া শাখা গত ২৫শে অক্টোবর

তারিখে খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম, কে, হুহ

## নোয়াখালী ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

হেড অফিস—

১০নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

কলিকাতা শাখা—

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও

শ্যামবাজার।

মূলধন

অমুমোদিত ১,০০,০০,০০০

ইন্সড ২৫,০০,০০০

বিক্রয়ীকৃত ১২,৫০,০০০

আদায়ীকৃত ১০,০০,০০০

কার্যকরী মূলধন প্রায়

১,০০,০০,০০০ কোটি টাকা।

অন্যান্য শাখা ও এজেন্সী—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল।

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### নাগপুর পাইওনিয়ার ইনসিওরেন্স

#### কোং লিঃ

নাগপুর পাইওনিয়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে উক্ত বীমা প্রতিষ্ঠানটির আরও শক্তি বৃদ্ধির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী মোট ৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার ২৭৮টি নতুন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নিকট মৃত্যুবাদ দাবীর পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার টাকা এবং পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৫ হাজার টাকা। কোম্পানীর ব্যয়ের হার প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২০.৩২ ভাগ মাত্র। এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, পূর্ববর্তী ১৯৪১ সালে ব্যয়ের হার ছিল শতকরা ২৭.৬৯ ভাগ। আলোচ্য বৎসরে নাগপুর পাইওনিয়ার উহার জীবন-বীমা ভহবিলের পরিমাণ প্রায় ৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

উপরোক্ত বার্ষিক রিপোর্টে গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে নাগপুর পাইওনিয়ার ইনসিওরেন্স কোং লিঃ এর মোট দায় দেখান হইয়াছে ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই প্রকার দায়ের বহলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা অর্থাৎ অর্ধেকেরও অধিক পরিমাণ কোম্পানীর কাগজে, প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট সিকিউরিটি ও অন্তর্বিধ নিরাপদ সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হইয়াছে।

উক্ত রিপোর্টে নাগপুর পাইওনিয়ার-এর গত ১৯৪২ সাল পর্যন্ত পঞ্চম ত্রৈবার্ষিক ভেলুয়েশন রিপোর্টেরও কল্যাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, নানা দিক দিয়া খুব কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন করিয়াও নাগপুর পাইওনিয়ারের তিন বৎসরে উন্নত দাঁড়াইয়াছে ২৮ হাজার ৫৬২ টাকা। উক্ত ভেলুয়েশনে “ও এম” মৃত্যু তালিকা অনুসারে পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুর হার বরাদ্দ করা হইয়াছে। সুদের হার শতকরা ৩.০ আনার বেশী হয় নাই। উক্ত রিপোর্টে ডিরেক্টরগণ কোম্পানীর বীমাকারীদের হাজার করা ১০০ টাকা ইন্টারিম বোনাস প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে নাগপুর পাইওনিয়ার বীমা প্রতিষ্ঠানটির সুদৃঢ় পরিচালনার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা ইহার আরও শক্তি বৃদ্ধি কামনা করি।

### দি আয়ুর্কেদ ভবন লিঃ

আয়ুর্কেদ চিকিৎসা ভারতীয় সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আয়ুর্কেদের বিশিষ্ট স্থান আধুনিক কালেও সর্বজনস্বীকৃত। তাই আয়ুর্কেদশাস্ত্রীয় ঔষধসমূহের প্রচার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কতিপয় প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় বাজারে ঝাঁটা ও অকৃত্রিম আয়ুর্কেদীয় ঔষধের বহুল প্রচার হইতেছে। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ত্রিপুরা জেলায় পুরানবাজারের (চাঁদপুরে) দি আয়ুর্কেদ ভবন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি নবোদ্ভবিত বিত্তময় ঔষধের প্রস্তুতকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। অতি অল্পদিন মধ্যেই ইহাদের তৈয়ারী শাস্ত্রীয় ঔষধসমূহ বাজারে চালু হইয়াছে ও ব্যবহারকারীদের প্রাণসা অর্জন করিয়াছে। ঐ প্রতিষ্ঠানটির মূলে যে কর্মসিগপ আছেন তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত, চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও জনপ্রিয়। তাঁহাদের সাধু চেষ্টায় কোম্পানিটি অচিরেই একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এমন আশা করা অত্যন্ত হইবে না।

### কুবের ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩রা ডিসেম্বর প্রাতঃকালে কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শ্রামবাজার শাখার উদ্বোধন অমুষ্ঠিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর এই অমুষ্ঠানের পোরোহিত্য করিয়াছিলেন। অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুবের ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও জাতীয় অভ্যুদয়তির সহিত উহার অঙ্গাদী সম্পর্ক সম্বন্ধে নাতিরীক্ষ বক্তৃতা করেন। নবাব বাহাদুরও একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। এই ঘারোদঘাটন উপলক্ষে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

সভাস্থে সমাগত অতিথিবৃন্দকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

### ইউনাইটেড গ্রাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ইউনাইটেড গ্রাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (পূর্বনাম চিটাগাং-জগন্নাথ ব্যাঙ্ক) নাম রেজিস্ট্রিকরণ ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং চট্টগ্রাম হইতে এই প্রতিষ্ঠানের সেন্ট্রাল অফিস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইতেছে। কিনানশিয়েল গ্যারান্টি ট্রাস্ট লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট মিঃ কে-ভট্টাচার্য এই ব্যাঙ্কটির প্রধান কর্মকর্তা।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বার্ণ এণ্ড কোং লিঃ—গত ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ১৭.০ আনা। পেকভেলী কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা। বেলাপুর কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম প্রতি শেয়ারে আয়কর রহিত ৯ টাকা হিসাবে। অকল্যাণ্ড জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম প্রতি সাধারণ শেয়ারে ৪ টাকা হিসাবে। কিনিসন জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম প্রতি সাধারণ শেয়ারে ৭ টাকা হিসাবে। মেগনা মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা। লিজিয়া টি কোং লিঃ—বর্তমান ১৯৪৩ সালের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা। কালিম্পং রোপওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৭.০ আনা।

## মাইকানাইট !

প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইকা সিট, টিউব, “ভি” রিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইণ্ডিয়ান স্টোর্স ডিপার্টমেন্ট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

## মাইকা মাইনিং এণ্ড টেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনপ্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। একটানা স্বচ্ছল অবস্থা পূর্বের মতই রহিয়াছে। ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের কড়ারে বর মেয়াদী ঋণের হার এবারও কলিকাতায় ও বোম্বাইএ যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছিল। শান্তির কালে এই সময়টা ছিল টাকার বাজারের কর্মতৎপরতার মরুময়। কিন্তু এবার বাজারে ব্যস্ত মরুময়ের কোন আভাস নাই। কোম্পানীর কাগজের বাজারেও বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজার পূর্বেরকার একটানা মন্দার অবস্থার পরে কথঞ্চিৎ তেজী ছিল। এবার কিয়ৎ পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে।

গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ২২৫০ আনা দরের সমুদয় এবং ২২৫২ দরের শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা হার বার্ষিক শতকরা ৫২ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ১৪ই ডিসেম্বর বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত বোম্বাই সহরে এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের জন্ম আবেদন গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত নিয়মাবলী পূর্বের মত।

গত ৮ই ডিসেম্বর আসাম সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২৫২ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা হার বার্ষিক শতকরা ৫০ আনা ধার্য করা হইয়াছে।

গত ২রা ডিসেম্বর বাঙ্গলা সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে

মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ২২৫০ পাই ও তদুর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ২২৫০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছিল। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা হার ৫৮ পাই নির্ধারিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৬শে নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭২৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭২৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬৪ কোটি ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৫৫ কোটি ১৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ঋণ দেওয়া হয় ৩০ লক্ষ টাকা; ইহার পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৪ কোটি ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ২২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা; আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬২ কোটি ৪০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে

উহার পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রক্ষ সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| টেলিঃ হস্তি (প্রতি টাকার) | ১ শিঃ ৫৫ ১/২ পে |
| ঐ দর্শনী                  | ১ শিঃ ৫৫ ১/২ পে |
| ডি এ ৩ মাস                | ১ শিঃ ৬৫ ১/২ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)    | ৩০২ ১/২         |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

দিবাভাগে কলিকাতার বিমান আক্রমণের প্রতিক্রিয়া আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতা শেয়ার বাজারে মন্দার সৃষ্টি করে। সোমবারে শেয়ার বাজারে কাজকারবারও খুব কম হইয়াছে, তবে কোনরূপ আতঙ্কের ভাব লক্ষ্য করা যায় নাই। বড় বড় নামকরা কোম্পানীগুলির শেয়ারের দরও চুই একটাকা নামিয়া যায়। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, উপযুক্ত পরি এইরূপ আক্রমণ হইতে থাকিবে এবং বাজার আরও মন্দা

### সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধীয়

## দ র দী

বাঙ্গলা ও আসামের একমাত্র পাক্ষিক

ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেন্দ্র চক্রবর্তী : দরদী পত্রিকা অফিস—কুমিল্লা

## শিলং ব্যাঙ্কঃ

### —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"

ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।



হইয়া পড়িবে। কিন্তু আর বিমান আক্রমণ না হওয়ায় বাজারের বিশেষ উন্নতি না হইলেও অবনতি হয় নাই।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। কাজকারবারের পরিমাণও মোটামুটি মন্দ নয়। দরদাম পূর্ব সপ্তাহের মতই ছিল। ৩১শে অক্টোবর কোম্পানীর কাগজ ২৭১.০ ও ৩ টাকা অক্টোবর কোম্পানীর কাগজ ৮৪৫.০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে। মেসারী ঋণপত্রের মধ্যে ৩ অক্টোবর ডিফেন্স বন্ড (১৯৪৬) ১০২.১/০, ৩ অক্টোবর (১৯৪১-৪৪) ২২৫.০ অক্টোবর (১৯৪৩-৪৫) ২৮১.০ অক্টোবর কোম্পানীর কাগজ (১৯৪২-৪৫) ১০৬.০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহের ঋণপত্রের কোন বিকিকিনির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

### ডিবেঞ্চার

বেঙ্গলকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিবেঞ্চারের মধ্যে ৩ অক্টোবর ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ১৯০৪-৪২-১১৪ এবং ৩ অক্টোবর ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট (১৯৪১) ২৮ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### প্রেক্ষারঙ্গ শেয়ার

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন কোম্পানীর প্রেক্ষারঙ্গ শেয়ারের চাহিদা এবং দরের হার বেশ সন্তোষজনক ছিল, তবে বিকিকিনির পরিমাণ যে খুব বেশী হইয়াছে তাহা নহে। পাটকলসমূহের মধ্যে স্যাংলো ইণ্ডিয়া-১৭৭১.০, অকল্যাণ্ড-১৬১১.০, বিড়লা-১৪৪১.০, ডালহৌসী-১২৫ দরে বিকিকিনি হইয়াছে। অত্র বিভাগে এ্যালকলী এণ্ড কেমিকেল-১২২, ডালমিয়া সিমেন্ট-১৪৪৫.০, কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং-৩৪২ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজার সাধারণভাবে মন্দা গিয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্ট্রিবিউটারিজ)-৪২৮, (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত)-১২৫৫, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-১২৫, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক-২১০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

অধিকতর হারে কাপড়ের কলে আর হইতেছে এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরও আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের চাহিদা খুব বেশী লক্ষ্য করা যায় নাই। বাসন্তী ১০ বেনারস কটন ১৪, কাপপুর টেক্সটাইল-১৪.০, বেঙ্গল নাগপুর-৩৬.০ ডানবার-২৬.০, এলগিন-২০.০ কেশোরাম-১৫, মহালক্ষ্মী কটন-৪৪.০ নিউ-ভিক্টোরিয়া-১০.০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে কয়লা খনির শেয়ার বাজার মন্দা থাকিলেও দর যে খুব কমিয়া গিয়াছে তাহা নহে। বেঙ্গল-৫৪৪, ডালগোরা-১২৫.০ বড় ধেমো-৮৫, বরাকর-২৪৫, ইকুইটেবল-৪৭১.০ কালাপাহাড়ী-২৮, নিউ-বীরভূম-২৮.০ নর্থ-দামুদা-৮৫, সাতমুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল-৫১.০ ওয়েস্ট জামুয়া-৩৮.০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজার মন্দা গিয়াছে। বেশী দামের শেয়ারের মূল্য শেয়ার প্রতি ১০ এবং কম দামের শেয়ারের মূল্য প্রতি শেয়ারে অন্ততঃ এক টাকা কম হইয়াছে।

হাওড়া-৩৩০, স্যাংলো-ইণ্ডিয়া-৩৫২, চম্পদানী-২২.০, ক্লাইভ-২২৫, কামারহাটী-৫৪৪, হাশনাল-২৭৪.০ মদীয়া-১০৬ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### ইঞ্জিনীয়ারিং

ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ইঞ্জিয়ান আররণ-৩৪১, ষ্টীল কর্পোরেশন-২৭, ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল-১৬৫.০ কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং-২৫.০ হাশনাল আররণ-১০, জেসপ এণ্ড কোং-২০.০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

### চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। কেবল এণ্ড কোং ২৬০, কাপপুর-৪৩৫, চম্পারণ-৪৩০, মারেক্কারী-২০.০ প্রতাপপুর-২০.০ রায়নগর কেইন-১০, ইউ পি,

মুগার-৩২৫.০ সমস্তিপুর-১৮৫ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বিভাগে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। হাতিয়ারা-৭০.০, কিলিং ভ্যালি-১৮০, তেলিয়া-পাড়া-৫৬.০ টাকা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প-২১০, টিটাগড় পেপার-২৬০, ষ্টার পেপার-২৩০, প্রিণোপাল-২৪০.০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### বিবিধ

ক্যালকাটা ট্রামস-২৪৫, করণপুরা ডেভেলপমেন্ট-১৮৫.০, ডালমিয়া সিমেন্ট-১৭৫, মাদিনীপুর অবিদ্যারী-১২১ টাকা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :-

### কোম্পানীর কাগজ

৩ অক্টোবর কোম্পানীর কাগজ ২রা ডি:- ৮৪৫.০; ৬ই-৮৪৫.০। ৩ অক্টোবর ঋণপত্র (১৯৪১-৪৪) ২রা ডি:- ১০০.০; ৬ই-১০০.০; ৭ই-১০০.০। ৩ অক্টোবর ঋণপত্র (১৯৪৩-৪৫) ২রা ডি:- ২৮৫.০; ৩রা-২৮৫.০; ৪ঠা-২৮৫.০; ৭ই-২৮৫.০ ২৮/৬ ২৮/৭। ৩ অক্টোবর ডিফেন্স বন্ড (১৯৪৬) ৩রা ডি:- ১০২.১/০; ৭ই-১০২.১/০। ৩ অক্টোবর ডিফেন্স বন্ড (১৯৪২-৪২) ৪ঠা ডি:- ১০০.১/০; ৭ই-১০০.১/০। ৩ অক্টোবর ঋণপত্র (১৯৪০-৪৫) ৪ঠা ডি:- ২২৫.০ ২২৫.০; ৫ই-২২৫.০ ২২৫.০; ৭ই-২২৫.০। ৩ অক্টোবর কোম্পানীর কাগজ ২রা ডি:- ২৭১.০ ২৭১.০; ৩রা-২৭১.০ ২৭১.০ ২৭১.০; ৪ঠা-২৭১.০ ২৭১.০ ২৭১.০; ৬ই-২৭১.০ ২৭১.০ ২৭১.০; ৭ই-২৭১.০ ২৭১.০ ২৭১.০।

### ডিবেঞ্চার

৩ অক্টোবর (১৯০৭-৫১) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৩রা ডি:- ২৮। ৩ অক্টোবর (১৯০২) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৩রা ডি:- ১৪।

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি  
সকল অবস্থাতেই  
আপনাদের  
সেবা করিতে  
প্রস্তুত

হেড অফিস :-

৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রিট  
কলিকাতা।

ফোন : কলিকাতা ৬১১

শাখাসমূহ :-

ঢাকা, কালিম্পাঙ,  
শিলিগুড়ী, শান্তিপুর,  
রাজসাহী, বালী, বগুড়া,  
কৃষ্ণনগর, তারকেশ্বর ও  
রাণাঘাট।

শ্রাব্যবাজার শাখা গত ৩রা ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :- মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত-১৯০৫

ফোন :- ক্যাল-২৬২২

হেড অফিস :- ৩১, ম্যাজো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :-

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বার ষ্ট্রিট (কলিকাতা)  
বারিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইউ, পি)।

পে অফিস :- গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :- মিঃ এন, বি, ঘোষ দস্তিদার।

ভারতীয়া ইলেক্ট্রিক স্টীল হুয়া. ডিসেম্বর—  
 ১৯৮০/০ ; ওরা—১৭/ ১৯৮০ ১৭/০ ১৭/০ ;  
 ঠা—১৭/০ ১৭/০ ১৭/০ ; ৭ই—১৯৮০ ১৯৮০  
 ১৯৮০/০ । ব্রেথওয়েট এন্ড কোং ঠা ডি:—১০/০ ।  
 ব্রিটানিয়া বাল্ডিং এন্ড আয়রণ হুয়া ডি:—১৭/০  
 ১৭/০ ; ওরা—১৭৮০ ১৭৮০ ; ৭ই—১৯৮০  
 ১৭/০ । ব্রিটানিয়া হুয়া ডি:—১৯৮০/০ ; ঠা—  
 ১৯/০ ১৯/০ ১৯/০ ; ৬ই—১৯৮০ ১৯৮০ ১৯৮০/০

হেড অফিস—৩নং ম্যাজেস্ট্রেন কলিকাতা।  
 শাখাসমূহ—মৌলভানারী, ঢাকা, মেদিনীপুর,  
 মারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মুন্সের), শান্তিপুর,  
 কুমিল্লাগর, বালিচক, বাগেশ্বর ও আমলপুর,  
 বোলপুর, তমলুক, কর্ণেলগোলা, ডোমার।

৩৮০ ৩৮০/০ ; ওরা—৩৮০ ৩৮০/০ ; ঠা—৩৮০  
৩৮০/০ ; ৬ই—৩৮০/০ ; ৭ই—৩৮০ ৩৮০/০ । ইঞ্জিয়া  
কপার ২রা ডিঃ—২৮০/০ ২৮০ ; ওরা—২৮০  
২৮০/০ ; ঠা—২৮০/০ ২৮০/০ ; ৬ই—২৮০/০ ২৮০/০ ;  
৭ই—২৮০/০ । করণপুরা ডেভেলোপমেন্ট ২রা  
ডিঃ—১৭৮০/০ ১৭৮০/০ ; ওরা—১৮০ ১৮০/০ ;  
ঠা—১৮০/০ ১৮৮০/০ ; ৬ই—১৭৮০ ; ৭ই—১৭৮০  
১৮৮০/০ । রোডেসিয়া কপার ২রা ডিঃ—২১০/০  
২১০/০ ; ওরা—২১০/০ ; ঠা—২১০/০ ; ৬ই—২১০  
২১০/০ ; ৭ই—২১০/০ ২১০ ।

ইন্ডিয়ান পেপার পান্স, ২রা ডিঃ—২১২/১০ ;  
 ৩রা—২১৩/১০ ; ৭ই—২১০/১০ । মাইশোর ৩রা ডিঃ—  
 ২৯৯/০ । ওরিয়েন্ট ২রা ডিঃ—৩০/১০ ; ৪ঠা—  
 ২৯৯/০ । ত্রিগোপাল ২রা ডিঃ—২৪৫/০ ২৪৯/১০ ;  
 ৩রা—২৪৫/০ ; ৪ঠা—২৪৯/০ ২৪৫/০ । ঈদ্র ৩রা  
 ডিঃ—২৩৩/০ ; ৬ই—২২৮/০ ২২৯/০ ২২৯/১০  
 টিটাগড় ২রা ডিঃ—২৭০/০ ২৭১/০ ২৭৬/০ ; ৩রা—  
 ২৭০/০ ; ৬ই—২৬০/০ ২৬০/০ ; ৭ই—২৬৯/০ ২৬০/০ ।

আমলকী বরা, ডি:—১৬০\ ; ওরা—১৬০\ ।  
 অটল বরা ডি:—১৪৬\০ । বাগমারী বরা ডি:—  
 ১৬৫\০ । ১৬৬০ । বানরহাট, ওরা ডি:—৮৩৫\০ ।  
 সেন্ট্রাল কাছার ৪ঠা ডি:—১০১\ । চণ্ডীপুর ৪ঠা  
 ডি:—১৬৫\ । দণ্ডমারা ৪ঠা ডি:—১১৫\ ১১৫\০ ।  
 দিমকুশী বরা ডি:—৪২৬০ । ছফলাঘর বরা ডি:—  
 ২৮৫\০ । ইষ্টার্ন কাছার বরা ডি:—১৩৬\০ ১৩৬\ ;  
 ওরা—১৩৬\০ ১৩৬\০ । হাঁসকোরা বরা ডি:—  
 ১৫৬০ । হাণ্ডাপাড়া বরা ডি:—৭৩৮\ ; ওরা—  
 ৭৪০\ ৭৩৮\ । হাসিমারা ৬ই ডি:—৭০\০ ৭০\০ ।  
 হাতিক্ষীরা ৪ঠা ডি:—৩০৬০ । হলদিবাড়ী ওরা  
 ডি:—৪০\০ ৪০\০ । নিউ টেরাই ওরা ডি:—  
 ২৮৬\ ; ৭ই—২৮৫\০ । তেজপুর বরা ডি:—  
 ১৬৬০ ; ওরা—১৬৬০ ।

বিসরা টোন লাইম সরা ডি:—১১৮, ১১৯ ;  
৪ঠা—১১৮ । বাক্সী কর্পোরেশন সরা ডি:—

ভারতের নবোদয়                      ১মঃ ক্লাইফ স্ট্রিট

### চিনির কল

বলরামপুর ৭ই ডিসেম্বর—১৬০। বেঙ্গল  
৩রা ডিঃ—১২১/০; ৬ই—১১১/০; ৭ই—১১৬/০  
১১১/০। কেরা এণ্ড কোং ২রা ডিঃ—২৭০ ২৭০/০  
২৭০/০ ২৭১/০; ৩রা—২৭১ ২৭০/০ ২৭১/০; ৪ঠা—  
২৭১ ২৭০/০ ২৭১/০; ৬ই—২৬১/০ ২৬১/০ ২৬১/০  
৭ই—২৬১ ২৬১/০ ২৬১/০ ২৬১/০। কানপুর ৩রা  
ডিঃ—৪৪৬/০; ৭ই—৪০৬/০। চম্পারণ ৬ই ডিঃ—  
৪২৬/০ ৪২৬/০; ৭ই—৪২৬/০ ৪২৬/০ ৪২৬/০।  
স্বারভাঙ্গা ২রা ডিঃ—৩১১ ৩১১/০; ৩রা—৩১১/০;  
৪ঠা—৩১১ ৩১১/০ ৩১১/০; ৬ই—৩১১/০ ৩১১/০  
৩১১/০; ৭ই—৩১১ ৩১১/০ ৩১১/০। প্রতাপপুর  
৩রা ডিঃ—২৩৬/০ ২৩৬/০ ২৩৬/০; ৬ই—২৩৬/০  
২৩৬/০; ৭ই—২৩৬/০। রামনগর কেইন ৩রা ডিঃ—  
১৩৬/০; ৪ঠা—১৩৬/০; ৬ই—১৩৬/০। ইউ, পি,  
২রা ডিঃ—৩০৬/০ ৩০৬/০; ৬ই—৩০৬/০; ৭ই—  
৩০৬/০ আনা।

### বিবিধ

আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ২রা ডিসেম্বর—১৪৬/০  
৪৪৬/০; ৩রা—১৪৬/০; (ডেফ) ৬ই—৩৬/০ ৩৬/০।  
বেঙ্গল পটারি ৪ঠা ডিঃ—২৪৬/০ ২৪৬/০। বি,  
আই, কর্পোরেশন ৩রা ডিঃ—৬৪৬/০; ৬ই—৬৪৬/০  
৬৪৬/০; ৭ই—৬৪৬/০ ৬৪৬/০ ৬৪৬/০; (প্রেক)  
৭ই—২১০৪/০। ক্যালকাটা ট্রামস ৩রা ডিঃ—  
২৪৬/০; ৬ই—২৪৬/০ ২৪৬/০; ৭ই—২৪৬/০। ডাল-  
মিয়া সিমেন্ট ২রা ডিঃ—১৮৬/০ ১৮৬/০; ৩রা—  
১৮৬/০; ৪ঠা—১৮৬/০; (ডেফ) ৩রা—৪১৬/০ ৪১৬/০  
(প্রেক) ৭ই—১৪৪৬/০। ডানলপ রবার ২রা  
ডিঃ—৫৮৬/০; ৩রা—৫৮৬/০। মেদিনীপুর জমিদারী  
২রা ডিঃ—১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০; ৩রা—  
১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০; ৪ঠা—  
১২৬/০; ৬ই—১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০; ৭ই—  
১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ১২৬/০ টাকা।

### পট্টার বাজার

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর  
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের  
বাজারে কোন প্রকার কর্মসংপত্ততার ভাব লক্ষিত  
হয় নাই। ইহার অন্ততম প্রধান কারণ হইতেছে  
কমলা সরবরাহের প্রাঙ্গণ। কমলার সরবরাহ ব্যবস্থা  
এখনও সন্তোষজনক নহে। ফলে মিলসমূহ উৎপাদন  
বৃদ্ধির কাজে হাত দিতে পারিতেছে না। মিলওয়া-  
লারা বাজারে যে পরিমাণ পাট কিনিবে বলিয়া  
আশা করা গিয়াছিল কার্যক্ষেত্রে তাহার পরিমাণ  
হইয়াছে অনেক কম। অবশ্য পাটের দর হ্রাস  
পায় নাই। ইহার কারণ এই যে, মফঃস্বল হইতে  
আমদানীর পরিমাণ খুবই কম হওয়ায় স্থানীয় মজুত  
পরিমাণ এমন কিছু বেশী ছিল না। গত ৬ই  
ডিসেম্বর দিবসে কলিকাতা অঞ্চলে আগ বিমান  
হানা হওয়ার ফলে বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার  
সৃষ্টি হয় নাই। প্রথমে কিঞ্চিৎ প্রতিকূল আব-  
হাওয়া দেখা গেলেও অচিরেই তাহা কাটিয়া গিয়া  
বাজারে আবার যথারীতি স্বাভাবিক অবস্থা  
চলিতে থাকে।

এবার আলগা পাটের বাজারের আদৌ  
উৎসাহজনক ছিল না। কাজকারবারের পরিমাণ  
খুবই কম হইয়াছে। সারা সপ্তাহ একটানা মন্দার  
ভাবের মধ্য দিয়া কাটিয়া সপ্তাহের শেষ ভাগে  
আলগা পাটের বাজার যৎকিঞ্চিৎ চড়তি দেখা  
গিয়াছিল। তখন ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম  
যথাক্রমে ১৫৮ টাকা ও ১২৮ টাকার বিকিকিনি  
হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগের অবস্থাও এবার  
সুবিধার ছিল না। দর অপরিবর্তিত থাকি সন্তোষ  
কাজকারবারের পরিমাণ আদৌ সন্তোষজনক হয়  
নাই। মিলমালিক পক্ষ ফার্ট ও লাইটনিং প্রতি  
বেল যথাক্রমে ৭৫ টাকা ও ৭১ টাকায় ক্রয়  
করিয়াছেন।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার খলে ও চট্টের  
বাজারেও মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। সপ্তাহের  
প্রথম দিকে কিছু পরিমাণ পাট বিক্রয় হইয়াছিল  
বটে, কিন্তু তাহার পর হইতেই নিষ্ক্রিয়তার ভাব  
চলিতেছিল। অবশ্য নবেম্বর মাসের খলে ও চট্টের যে  
মজুত পরিমাণের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে  
বাজারে বেশ ভরসার ভাব দেখা যাইতেছে। গত  
৯ই ডিসেম্বর তারিখে ৯নং পোর্টার সকল প্রকারের  
দর ছিল ২০৬ আনা এবং ১১নং পোর্টারের দর  
ছিল নগদ ২৭৬ আনা, ডিসেম্বর ২৭৬ আনা ও  
আহুয়ারী-মার্চ ২৭৬ আনা। উহাদের (৯নং ও  
১১নং) গত সপ্তাহের শেষ দিবসের দর ছিল  
যথাক্রমে ২১০ আনা এবং ২৭৬ আনা, ২৭৬/০  
আনা ও ২৭৬ আনা।

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বাঙ্গলা সরকার  
এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন যে,  
কয়েকটি পাটকল বন্ধ হওয়ার ঐ কলগুলির মজুর-  
দিগকে অল্প কলে চাকুরী দেওয়া হয়। তৎসঙ্গেও  
মজুরেরা নতুন কলের কাজে না লাগিয়া তাহাদের  
পূর্বের কাজ যাওয়ার অল্প কতিপয় দাবী  
করিতেছে। নতুন কলের কাজে যোগ দিবার  
অল্প তাহাদের কাজ নতুন বলিয়া গণ্য হইবে না।  
তাহা ছাড়া, যে যেরূপ কাজ করিত তাহাকে  
তদনুরূপ কাজই দেওয়া হইবে এবং মজুরীর হারও  
একই রকম রাখিবার চেষ্টা করা হইবে। বাঙ্গলা  
সরকার মজুরগণকে অনতিবিলম্বে কার্যে যোগদান  
করিতে অহুরোধ করিয়া জানাইয়াছেন যে, মজুররা  
মিথ্যা আশায় কাজে যোগ না দিলে শেখকালে  
আর্থিক দিক দিয়া কতিপয় হইবে।

### তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর  
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে বোম্বাইএর  
বাজারে তুলার দর খন খন উঠানামা করিয়াছে।  
যাহা হউক সপ্তাহের শেষ অর্ধাংশে তুলার দরে  
চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। প্রথম দিকের  
ঐক্যপ মন্দার ভাবের একটা কারণ ছিল বৃদ্ধ সংক্রান্ত  
গুজব ও গবেষণা। শান্তির প্রস্তাব চলিতেছে  
বলিয়া যে সংবাদ রটনাছিল তাহাতে বাজারে  
নেরাস্তের সকার হইয়াছিল। অবশ্য পরে বৃদ্ধ মিটিয়া  
গেলেও রপ্তানীর পথ অব্যাহত রহিলে তুলার

দর হ্রাস পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই এইরূপ  
যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অনেকে অকারণ শঙ্কা প্রকাশ  
করিবার আর পক্ষপাতী নহেন। মনে হয়, বৃদ্ধ  
শীঘ্র মিটিয়া গেলেও তুলা রপ্তানীর হার বৃদ্ধিই  
পাইবে। এবার মিলমালিক পক্ষ বাজারে যৎকিঞ্চিৎ  
পরিমাণ তুলা ক্রয় করিয়াছেন। গত ৯ই ডিসেম্বর  
করিলা আহুয়ারী ৪৬৭ টাকায় ও মার্চ ৪৬৪ আনা  
আনা এবং মে ৪৬৮ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।  
গত সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৪৬৮ আনা  
আনা, ৪৬৯ আনা ও ৪৬৮ টাকা।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের  
বাজারে নৈরাশ্র ও নিষ্ক্রিয়তার ভাব লক্ষিত  
হইয়াছে। চলতি বৎসর শেষ হইবার পরেও  
ব্যবসায়ীদের নিকট যে সব ছাপ-না-মারা মাল  
পাওয়া যাইবে সেই সব বস্ত্র বাজেন্নাশ্র করা হইবে  
এই মর্মে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার  
ফলে বাজারে কাজকারবার বন্ধ হইয়াছে বলিলেই  
হয়। পুচরা ক্রেতা মহল পূর্ব চুক্তির মাল খালাস  
করিয়া লইতেছেন না। বানবাহনের ব্যবহার  
ফলে শীঘ্রই কলিকাতার বাজারে প্রচুর সরবরাহ  
আসিয়া পৌছিলেই বজাদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া  
যাইবে অর্থাৎ দর নামিয়া পড়িবে এরূপ আশা  
পোষণ করিয়া ক্রেতা মহল স্বভাবতঃই ভবিষ্যতের  
দিকে তাকাইয়া আছেন। দুই-তিন সপ্তাহের  
মধ্যেই সরবরাহ আসিতে থাকিবে বলিয়া আশা  
করা যাইতেছে, বিক্রেতা মহল অবশ্য বজাদি  
বিক্রয়ের ক্ষয় বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন।  
শীত বজাদির মজুত পরিমাণ বেশী না হইলেও  
মূল্য কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ  
এই যে, সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট এই মর্মে ঘোষণা  
করিয়াছেন যে, বে-সামরিক জনসাধারণের প্রয়ো-  
জন মিটাইবার অল্প পশমী বজাদি উৎপাদনের  
সমস্ত মিলের উৎকৃষ্ট শক্তি কাজে লাগান হইবে।  
এই সংবাদে স্বভাবতঃই শীত বস্ত্রের বিভাগে আন্ত  
প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হইয়াছে। তবে এই কথা  
নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বতাই সরকারী আশ্বাস

সেবা ব্রতে ব্রতী

## গ্লিপলস ক্রেডিট

### (ব্যাংক লিমিটেড)

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ  
ক্যানিং স্ট্রাটের সংযোগ স্থলে  
ফোন-কলি: ৩৪৬

স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগজ, বিল  
ও পণ্য জবের জামিনে টাকা  
দান দেওয়া হয়।

স্বামী আমানতের স্বদের হার পত্র  
লিখিলে জানান হয়।

অগ্রাণ্য সর্বপ্রকার ব্যক্তি  
কার্য করা হয়।

এস, চৌধুরী  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ও প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হউক না কেন যতদিন পর্যন্ত না প্রকৃত প্রস্তাবে বাজারে শীত বস্ত্রাদির সরবরাহ সম্ভাব্যজনকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, ততদিন মূল্য বিশেষ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই।

### সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর  
কলিকাতায় শত্রু বিমান আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সোণার বাজার সাময়িকভাবে একটু চড়িলেও আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণভাবে সোণার বাজার নরমই ছিল বলিতে হয়। শীতের যুদ্ধ শেষ হইবে এই শব্দ রটার সোণার বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কাজেই সোণার বাজার জাপানী বিমান আক্রমণের পরও চড়িতে পারে নাই। অবস্থা দৃষ্টি মনে হয় আপাততঃ কিছুদিন সোণার বাজার হ্রাস এইরূপ নরমই থাকিবে।

বোম্বাই বাজারে পাকা সোণার দর গিয়াছে ৭৫৮০ আনা ভরি এবং গিনির দর গিয়াছে প্রতি ৫০ ১১৮০ আনা। সেই স্থলে কলিকাতা বাজারের দর গিয়াছে পাকা সোণা ৭৫৮০ আনা ভরি এবং গিনি প্রতি ৫০ ১১৮০ টাকা।

### রূপা

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর  
সোণার বাজারের মত রূপার বাজার সামান্য একটু মন্দা হইলেও আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। -বোম্বাই বাজারে রূপার দর গিয়াছে প্রতি ১০০ ভরি ১২১১৮০ আনা, সেই স্থলে কলিকাতা বাজারের দর ছিল ১২০০ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে লঙ্কনে রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—১২ পৃষ্ঠার পর)

কি? স্ত্রার ফিরোজ খাঁ মুন কি সেদিন অপরাহ্নে দিল্লীর বাহিরে মোটর ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, না কলিকাতা হইতে নয়া-দিল্লীতে এই বেতার ও টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের যুগেও সংবাদটা পৌঁছিতে রাত হইয়া গিয়াছিল? অথবা সংশ্লিষ্ট দপ্তর এই সংবাদটায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই বলিয়াই ভারতের অসামরিক দেশরক্ষা সচিবের নিকট তাহা যথাসময় পাঠাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই?

বাক্সা সরকারের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী মিঃ ব্রেয়ারের পদত্যাগ সংক্রান্ত এক সংবাদ প্রকাশ করিয়া নাগপুরের “হিতবাদ” পত্রিকা যে হাক্কামায় পড়িয়াছিলেন পাঠকবর্গের তাহা জানা আছে। স্ত্রের বিষয় সেই টালবাহানার এতদিনে অবসান ঘটিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ সরকার ও প্রাদেশিক প্রেস এডভাইসরী কমিটির মধ্যে আলোচনার ফলে ব্যাপারটা আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে না দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের নাগপুরের সহযোগীর উপর হইতে ভারতরক্ষা বিধানের ১১৬ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত দণ্ডদেশনাকচ করিয়া দেওয়া হইল, নাগপুর সরকার ব্যাপারটা লইয়া এত তালগোল না পাকাইয়া যথাসময় সুবুদ্ধির পরিচয় দিলে আরও ভাল করিতেন।

সম্প্রতি স্বনামধ্যাত ফিল্ড মার্শাল স্মার্টস ইংলণ্ডে এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তিনটি রাষ্ট্রের উপরই সকল কিছু নির্ভর করিবে। এই তিনটি রাষ্ট্র হইতেছে (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (২) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং (৩) গ্রেট ব্রিটেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কর্ণহারের অভিমতে অর্থনৈতিক সম্পদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও চের বেশী শক্তিশালী ও সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী হইবে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপে সোভিয়েট রাশিয়া হইবে সকলের অপেক্ষা দুর্দ্বার রাষ্ট্র। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন এই ত্রয়ীর মধ্যে উভয় দিকেই খাট হইয়া তিনের তুলনায় বড় গরীবের মত থাকিবে। মার্শাল স্মার্টসের এই মতামত অভিমতানী ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর

কাণে কতখানি মধু বর্ষণ করিয়াছে তাহা লইয়া আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক আমাদের আলোচনার বিষয় হইতেছে তাহার বক্তৃতার যে স্থলে মার্শাল স্মার্টস বলিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর ইউরোপে ইতালীর কথা দূরে থাকুক প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত (যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধ বাধিবার পরেও কিছুকাল) ফ্রান্স আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না বা দাঁড়াইতে দেওয়া হইবে না। এই বক্তৃতায় তুরস্কের সরকারী ও বেসরকারী মহলে চাকল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তুরস্কের প্রতিক্রিয়ার নির্গলিতার্থ এই যে, যুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপের রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে ইতালী ও ফ্রান্সকে কোনঠাসা করিয়া দাবাইয়া রাখা হইবে। এইরূপ ইঙ্গিতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, মিত্রপক্ষ সকল ছিনিয়াকে তারস্বরে গণতান্ত্রিক আদর্শের জন্য যে ছায়ের যুদ্ধের কথা প্রচার করিতেছেন তাহার পিছনে তবে অন্যবিধ মতলবও রহিয়াছে। কমলা সভায় গত ৭ই ডিসেম্বর ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি তাড়াতাড়ি ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, মার্শাল স্মার্টস যদিও ব্রিটিশ সমর মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, তথাপি তাহার ঐ উক্তি গ্রেট ব্রিটেনের সরকারী মতামত নহে—তাহার একান্ত নিজস্ব অভিমত। মিঃ এ্যাটলির অমন হলপ করিয়া অস্বীকারের পরে তুরস্ক নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক হইতে পারিবে কি না বা পারিয়াছে কি না তাহা আমরা জানি না এবং জানিতেও চাই না। ভারতে বসিয়া এই যুদ্ধ যে কিরূপ পণতন্ত্রের উচ্চাদর্শ রক্ষার ও তাহা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ সেই নির্ভর বাস্তব আমরা হাড়ে হাড়ে চের পাইতেছি।

## ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

স্থাপিত—১৯০৬ (আগষ্ট)

১৯৪১ সালের দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশনে যে হারে বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা ভারতে বিদ্যোপস্থিত সর্বোচ্চ হারের অন্তর্ভুক্ত।

### বোনাস

| প্রতি বৎসর                               | প্রতি হাজারে       |
|------------------------------------------|--------------------|
| আজীবন বীমায়                             | ১৬ টাকা            |
| মেয়াদী বীমায়                           | ১০ টাকা            |
| লাইফ ফাণ্ড                               | ৩,৩৩,০০০ টাকার উপর |
| মোট সম্পত্তি                             | ৪,৬৩,০০০ ” ”       |
| (৩০.৬.৪৩ তারিখের হিসাবানুযায়ী)          |                    |
| ১৯৪৩ সালের প্রথম অর্ধ বৎসরে লাইফ ফাণ্ডের |                    |
| পরিমিত অর্থ আরও ৫০,০০০ বৃদ্ধিত হইয়াছে।  |                    |

বিশেষ সার্ভে রিপোর্টসেটটিভস আবশ্যক।

এন. সি. দত্ত, এম. এল. সি. চেয়ারম্যান।

## ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

### কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রট, কলিকাতা।

শ্রুত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ব  
স্বল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী  
(Schemes)

কিছুকালি স্থানে চীফ এক্সেক্টিভ ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে  
ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।



বিভিন্ন বিভাগ

- পাট \*
- ময়ন \*
- কয়লা \*
- চীষার \*
- তামাক \*
- হোসিয়ারী \*
- ইলেক্ট্রিক্যাল \*
- কনফেকশনারী \*
- টেক্সটাইল (Tea-Chest) \*

ডি.জি.এস.এম.পারিয়ম লিঃ  
৪৭ এ টি ২২২নং এডিনিং, কলিকাতা  
১৯৪৩-৪৪

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্তনাথ ভট্টাচার্য

বিভিন্ন বিভাগ

- চা \*
- চিনি \*
- বিক্রী \*
- রেডিও \*
- ফেশনারী \*
- ডিটা ফুট \*
- রিলায়েন্স বাটার \*
- চা-বাগানের অরোজনীয় ও জব্যাসাধনী

ডি.জি.এস.এম.পারিয়ম লিঃ  
৪৭ এ টি ২২২নং এডিনিং, কলিকাতা  
১৯৪৩-৪৪

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর, সোমবার, ১৯৪৩.

৩১শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                               | পৃষ্ঠা    | বিষয়                                | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                     | ৭৩৫-৭৩৭   | আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির নূতন অধ্যায় | ৭৪০-৪১ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                    | ৭৩৮       | আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর              | ৭৪১-৫০ |
| ইনক্লেশন প্রশমনের সরকারী ধাপ-পারাজি | ৭৩৯ ও ৭৫৮ | কোম্পানী প্রসঙ্গ                     | ৭৫১    |
|                                     |           | বাজারের হালচাল                       | ৭৫২-৫৭ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### কলিকাতায় রেশনিং ব্যবস্থা

কলিকাতা সহরে রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াও বাঙ্গলা সরকার আজ পর্যন্ত তাহা কার্যকরী করিতে পারিলেন না। সুরাবন্দী সাহেব সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের মন্ত্রী পদে বসিয়া ছই এক মাস মধ্যেই এই বিষয়ে পাকা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবেন বলিয়া কথার দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় আট মাসকাল গত হওয়া সত্ত্বেও সাহেবের মগজ ও কল্ললোক হইতে জিনিষটা কিছুতেই কর্মলোকে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। যাহা হউক, ব্রিটিশ সরকার ও ভারত সরকারের মুখপাত্ররা যেভাবে রেশনিং প্রথার উপর জোর দিতেছেন তাহাতে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক বাঙ্গলা সরকার অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতায় এই প্রথা প্রবর্তনে বাধ্য হইবেন বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। এইভাবে যদি শেষ পর্যন্ত রেশনিং প্রথা বলবৎ হয় তবে নাগরিক জীবনের উপর কৌন্ দিক দিয়া তাহার কি প্রতিক্রিয়া দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। সংবাদপত্রে ক্রমাগত ইস্তাহার ও বিবৃতি ছাপাইয়া গবর্ণমেন্ট রেশনিং সম্পর্কে তাঁহাদের শুভ সঙ্কল্পটা ভালভাবেই প্রচার করিতেছেন। কিন্তু কি পদ্ধতিতে এই জিনিষটা গড়িয়া উঠিবে এবং এই

ব্যবস্থার আমলে কলিকাতার নাগরিকেরা কৌন্ দিক দিয়া কতদূর সুবিধা পাইবে তাহা তাঁহারা এখনও প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না। ফলে লোকের আগ্রহ ও উৎসাহ কতক পরিমাণে চাপা পড়িয়া তৎস্থলে তাহাদের মনে একটা উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। কেননা রেশনিং প্রথার অভাবে যেমন খাজদ্রব্য সম্পর্কে লোকের অশান্তি ও অনুবিধার কোন প্রতিকার হইতেছে না, তেমনই রেশনিং ব্যবস্থা যথোপযোগী না হইলে উহা প্রবর্তন করিয়াও তাহাদের হৃৎ-হৃদিশা মিটান যাইবে না। নানারূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়া উহাতে বরং খাজসমস্তা আরও কিছু জটিল হইয়া উঠিবারই আশঙ্কা আছে। কি সব নীতির উপর ভিত্তি করিয়া কলিকাতায় রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করিলে তাহা এ সহরের লোকদের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের জাতীয়বাদী দলের নেতা ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া সেবিষয়ে কতকগুলি সময়োচিত নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। সেই নির্দেশ গুলি সংক্ষেপে এইরূপ:—(১) যেসব খাজ-দ্রব্যের প্রকৃত অভাব দেখা দিয়াছে রেশনিং প্রথা কার্যতঃ সে সমস্ত সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ

রাখিতে হইবে। (২) বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের বিভিন্নরূপ প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া তদনুযায়ী খাজদ্রব্য সরবরাহ করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেশনিং পরিকল্পনায় হিন্দু বিধবাদের জন্য আতপ চাউল সরবরাহের বিধান থাকা দরকার। (৩) সরকারী দোকানের মারফতে জনসাধারণকে খাজদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়া পুরাতন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের মারফতেই তাহা বণ্টন ও বিক্রয় করিতে হইবে। বোম্বাই সহরে যে ৮০০ দোকানের মারফতে খাজদ্রব্য সরবরাহ করা হইতেছে তাহার মধ্যে ৬৫০টিই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। (৪) দেনা-পাওনার ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করিয়া ক্রেতাদিগকে দোকান নির্বাচনের স্বাধীনতা দিতে হইবে। (৫) প্রতি দোকান দিনে কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা খোলা রাখিতে হইবে। (৬) পনের জন বিশিষ্ট নাগরিককে লইয়া একটি খাজ কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটি রেশনিং ব্যবস্থা ও খাজ বণ্টন সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ তদারক করিবেন। রেশনিং ব্যবস্থা সম্পর্কে ডাঃ ব্যানার্জির এই সমস্ত নির্দেশ আমরা স্মৃতিস্তিত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। রেশনিংএর আমলে যে খাজদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে

তাহার পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নাই। আমাদের মতে সে বিষয়েও একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড নির্ধারিত হওয়া উচিত। প্রথমতঃ আমাদের কথা হইতেছে এই যে, প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক বাঙ্গালী অধিবাসীর জম্ম প্রতিদিনের হিসাবে অন্ততঃ ১ পাউণ্ড (আধ সেরের সামান্য কিছু কম) করিয়া চাউল বা আটার (লোকের দাবী অনুযায়ী) বরাদ্দ করিতে হইবে। যে চাউল, ডাল ও তেল সরবরাহ করা হইবে তাহাতে কোন ভেজাল থাকা চলিবে না। সরকারী 'কন্ট্রোল শপের' পাঁচ-মিশেলী চাউল ও নিকট শ্রেণীর ডাল দেখিয়া লোকের মনে ভেজালের আতঙ্ক আজ বেশী করিয়াই জাগ্রত হইয়াছে। ভেজাল দূর করা সম্পর্কে সুব্যবস্থা না হইলে রেশনিং ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা আশা করি, গবর্ণমেন্ট সকল দিক ভাল-রূপ বিবেচনা করিয়া সর্বজনীন কল্যাণের ভিত্তিতেই এ সহরে রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিবেন।

#### হস্তান্তরিত জমি প্রত্যর্পণ সম্পর্কে অর্ডিন্যান্স

বর্তমান আর্থিক দুর্দশার চাপে গ্রামাঞ্চলের যে সব কৃষক চাষের জমি বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সেই হস্তান্তরিত জমি প্রত্যর্পণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার ভারত শাসন আইনের ৮৮ ধারা অনুসারে শীঘ্রই একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেই অর্ডিন্যান্স দ্বারা নিম্নোক্ত বিধানসমূহ বলবৎ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ :—(১) ১৯৪৩ সালে কোন রায়ত আড়াই শত টাকা এবং তদপেক্ষা কমমূল্যে কোন জমি হস্তান্তরিত করিয়া থাকিলে, দুইদিনে পরিবার প্রতিপালনের জন্ত বাধ্য হইয়া এরূপ করিতে হইয়াছিল বলিয়া কালেক্টরের নিকট আবেদন পেশকরতঃ সে উহা ফেরৎ পাওয়ার দাবী উপস্থিত করিতে পারিবে। (২) ক্রেতার বক্তব্য শুনিয়া কালেক্টরের যদি এই ধারণা হয় যে রায়ত নিজের ভরণপোষণের জন্তই তাহার জমি বিক্রয় করিয়াছে তবে তিনি ঐ জমি প্রত্যর্পণের আদেশ দিবেন। কিন্তু এই ভাবে জমি ফিরাইয়া পাইতে হইলে ক্রেতা ইতিমধ্যে জমি হইতে যাহা পাইয়াছে তাহা বাদে শত-করা ৫২ ভাগ সুদসহ যাবতীয় প্রদত্ত টাকা বিক্রেতাকে পরিশোধ করিতে হইবে। (৩) স্বিক্রেতা ইচ্ছা করিলে ১০ বৎসর বা অল্প সময়ের মেয়াদে উপরোক্ত হস্তান্তর পুরাপুরি খাই-খালাসী বন্ধকে পরিণত করিতে পারিবে। (৪) হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পাওয়া সম্পর্কে ও তাহা খাই-খালাসী বন্ধকে পরিণত করা

সম্পর্কে আবেদন পেশ করিবার মেয়াদ দুই বৎসরে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

হস্তান্তরিত জমি প্রত্যর্পণ সম্পর্কে এইরূপ একটি অর্ডিন্যান্স জারী প্রস্তাব আমরা গবর্ণমেন্টের শ্রুত বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি। যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিদারুণ অন্ন-কষ্টের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গলার অনেক ছোট ছোট চাষী তাহাদের জমি বিক্রয় করিয়া দিয়া আজ ভূমিহীন কৃষি-মজুরে পরিণত হইয়াছে। অবস্থার এই গতি ছোট ছোট কৃষকদের ক্রমিক নিঃস্বতা ও অসহায়তাই শুধু ব্যক্ত করিতেছে না; উহার ভিতর দিয়া দেশের আর্থিক জীবনের বনিয়াদ শিথিল হইয়া পড়িবার নমুনাও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কাজেই গবর্ণমেন্ট কৃষকদের বিক্রীত জমি তাহাদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া সম্পর্কে শীঘ্রই একটি ব্যবস্থা করিতেছেন ইহা সুখের বিষয়। তবে তাহাদের পরিকল্পিত বিধিব্যবস্থার মধ্যে একটা বিষয়ে মারাত্মক অববেচনা লক্ষ্য করিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন, ১৯৪৩ সালে যে সব রায়ত তাহাদের চাষের জমি বিক্রয় করিয়াছে শুধু সেই সব জমি ফিরাইয়া পাওয়া সম্পর্কেই তাহারা কৃষকদিগকে সুবিধা দিবেন। হস্তান্তরিত জমি প্রত্যর্পণ সম্পর্কে প্রস্তাবিত সরকারী বিধান এই ভাবে ১৯৪৩ সালের বিক্রীত জমি সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখা আমাদের মতে অন্তর্চিত। গত ১৯৪২ সাল হইতেই এদেশে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে, আর জমি হস্তান্তরের রীতিও ঐ সময় হইতে বিশেষভাবে প্রসারলাভ করিতে থাকে। কাজেই দেশের দুঃস্থ ও দুর্গত কৃষকদিগের প্রকৃত কল্যাণ দেখিতে হইলে গত ১৯৪২ সালে তাহারা পেটের দায়ে যে সব জমি বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাও যথাসম্ভব তাহাদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়ার বিধান সঙ্গত। কৃষকদের প্রতি দরদ দেখাইতে গিয়া যাহারা ১৯৪৩ সালের বিক্রীত জমি সম্পর্কে একটা উদার ব্যবস্থা অবলম্বনে যত্নপর হইয়াছেন ১৯৪২ সালের বিক্রীত জমি সম্পর্কে তাহাদের এই ঔদাসীন্য নিতান্তই অযৌক্তিক। তাহা ছাড়া বর্তমান প্রস্তাব সম্পর্কে আর একটি বিষয়ও আমরা দুঃখের সহিতই লক্ষ্য করিয়াছি। ক্রেতাকে তাহার শ্রাব্য পাওনা মিটাইয়া দিয়া গবর্ণমেন্ট কৃষকদিগকে তাহাদের জমি ফিরাইয়া লওয়ার নির্দেশ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু কৃষকেরা তাহাদের দেয় টাকা পরিশোধ

করিতে না পারিলে সেই অবস্থায় তাহাদের সুবিধার জন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ বর্তমান প্রস্তাবে নাই। ইহাতে উপযুক্ত অর্থসঙ্গতির অভাবে নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও যে অনেক কৃষক তাহাদের জমি ফিরাইয়া পাইবে না ইহা নিশ্চিত। এই সব কৃষকের কথা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্টের উচিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে ও অল্প ভাবে তাহাদের জম্ম একটা সাময়িক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। দেশের বর্তমান অবস্থায় ইহা কার্যতঃ কতদূর সম্ভবপর তাহা গবর্ণমেন্ট একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?

#### যুদ্ধোত্তর যুগের শিল্প সম্ভাবনা

বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত শিল্প ব্যবসায়ী স্ত্রার ভিক্টর সেন্সন যুদ্ধোত্তরকালে শিল্প-প্রগতির সম্ভাব্য ধারা সম্পর্কে সম্প্রতি বাঙ্গালোরে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন। অভিজ্ঞ এবং বহুদর্শী বলিয়া স্ত্রার ভিক্টরের খ্যাতি আছে। তিনি বহুবার বিলাত এবং আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। ঐ সকল দেশে বিরাট সমরসম্ভার উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন নূতন আবিষ্কার এবং তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ কি ভাবে হইতেছে অথবা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, যুদ্ধোত্তরকালে হয়ত এমন সব বাড়ীঘর তৈয়ার হইবে যাহা সহজেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া চলে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার সুবিখ্যাত জাহাজী শিল্প-পতি মিঃ হেনরী কাইজার এইরূপ অস্থাবর গৃহের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তদনুসারে পরীক্ষামূলক নির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে তাহার প্রতিষ্ঠান ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অর্ডারমাত্তিক অস্থাবর বাড়ীঘর তৈরী করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। যুদ্ধোত্তরকালে গৃহই শুধু নূতন ধরণের হইবে না, গৃহস্থালির হাঙ্গামাও অনেক কমিয়া যাইবে। বাহুল্য বর্জন করিয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রন্ধনকার্য অনেক সরল হইয়া উঠিবে এবং হয়ত বা ঘর-কন্নার কাজ হইতে রান্নার পাট উঠিয়াও যাইবে। বিলাসোপকরণযুক্ত বড় বড় যাত্রি-জাহাজের বদলে দ্রুতগামী যাত্রিবিমানের আদর হইবে। বিমান শিল্পের এত উন্নতি হইবে যে, হেলিকপ্টার জাতীয় বিমান ঘরে ঘরে দেখা দিবে। এই ধরণের বিমানে লোকে ইচ্ছামত ভ্রমণ ও বাড়ীর ছাতে অবতরণ করিতে পারিবে। পরিচ্ছদ শিল্পেরও যথেষ্ট

পরিবর্তন হইবে; হয়ত কাঁচ ও প্লাস্টিক দ্বারা নূতন ধরণের নানা প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী হইবে। শুধু ইহাই নহে, খাদ্য, বিশেষ করিয়া ফল, মূল্য, শক্তি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থার সম্ভাব্য উন্নতির প্রতিও স্মার ভিক্টর শ্রোতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কথাকথলি সত্য এবং মূল্যবান সন্দেহ নাই। স্মার ভিক্টর সময়মত এই সকল সম্ভাবনার দিকে ভারতবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু শিল্পোন্নতির দিক হইতে ভারত-বর্ষ এখন পর্য্যন্ত যেরূপ নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে যুদ্ধোত্তর যুগের এই সকল বিরাট এবং বিপ্লবী সম্ভাবনার সুযোগ গ্রহণ করিবার মত সামর্থ্য তাহার নাই। বহু কাল ধরিয়া ভারতবর্ষকে হয়ত বা দর্শক; বড়জোর ক্ষেত্রের ভূমিকা অবলম্বন করিয়াই কাটাইতে হইবে।

### শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স ও তাহার ফলাফল

শেয়ার বিক্রয় ও মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিয়া গত মে মাসে ভারত গবর্ণমেন্ট যখন একটি অর্ডিন্যান্স জারী করেন তখন নানা দিক দিয়া দেশের স্বার্থহানির আশঙ্কা দেখিয়া আমরা উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। উক্ত অর্ডিন্যান্সটি বলবৎ হওয়ার পর প্রায় আট মাস কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে উহার কার্যধারা দেখিয়া জনসাধারণ উহার স্বরূপ অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রতি বৎসর কি পরিমাণ কোম্পানী রেজিস্ট্রীকৃত হইতেছে তৎসম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কোন রিপোর্ট প্রকাশ করিতেছেন না। গত ১৯৪০-৪১ সালে এ বিষয়ে যে সর্বশ্রেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ঐ বৎসরে এদেশে ৯৭৮টি নূতন কোম্পানী রেজিস্ট্রীকৃত হইয়াছিল। যুদ্ধ চলিতে থাকার ফলে ১৯৪০-৪১ সালের পর দেশে নূতন কোম্পানী গঠনের সুযোগ সুবিধা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্সটি বলবৎ হওয়াতে দেশের লোক সে সুবিধা এক্ষণে বিশেষ কিছুই কাজে লাগাইতে পারিতেছে না। উক্ত অর্ডিন্যান্সে অবশ্য কোম্পানী গঠন সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু কোম্পানী গঠন করিয়া উহার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া কঠিন হইবে মনে করিয়া অনেকে ঐ বিষয়ে আগ্রহ হইতেছেন না। যাহারা নূতন কোম্পানী গঠন ও রেজিস্ট্রী করিতে-

ছেন শেয়ার বিক্রয়ের সনদ পাওয়া সম্পর্কে বিলম্ব ও অসুবিধা দেখা যাওয়ায় তাহাদের মধ্যেও অনেকে কোম্পানীর কাজ কারবার শুরু করিতে পারিতেছেন না।

ভারত সরকারের অর্থসচিব স্মার জেরেমী রেইজম্যান শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্সের কার্যধারা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বিবৃতি দিতে গিয়া সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, এই অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার পর গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট ২৫৫টি কোম্পানীকে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত অনুমতির জন্ম ঐ সময় মধ্যে কতগুলি আবেদন তাহারা পাইয়াছিলেন অর্থসচিব তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই বটে, কিন্তু পাঁচ মাসে মাত্র ২৫৫টি কোম্পানীকে ঐরূপ অনুমতি দেওয়াতে আবেদন মঞ্জুর সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থার কড়া কড়ি ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। স্বাভাবিক সময়ে পাঁচ মাস কালের মধ্যে দেশে গড়ে ৪১০টি নূতন কোম্পানী গঠিত হইত। রেজিস্ট্রীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাইত। তাহা ছাড়া দেশের পুরাতন কোম্পানীগুলিও তাহাদের প্রয়োজনমত অনেকটা অবাধে বাজারে নূতন শেয়ার ছাড়িতে পারিত। অথচ স্মার জেরেমীর বিবৃতি হইতে জানা যায় চলতি বৎসরে মে হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে নূতন ও পুরাতন কোম্পানী মিলাইয়া মাত্র ২৫৫টি প্রতিষ্ঠানকেই শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান অর্ডিন্যান্সের ফলে কোম্পানী গঠন ও তাহার শেয়ার বিক্রয়ের কাজ যে কিরূপ বেশী মাত্রায় বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে উহা হইতে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। এদেশের আর্থিক কল্যাণ দেখিতে হইলে শিল্পবাণিজ্যের এই বড় অন্তরায় অচিরে দূর করিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

### বাহির হইতে মালপত্র আমদানীর প্রস্তাব

ইনক্লেশন প্রশমনের নামে ভারত সরকার সম্প্রতি একটি অভিনব কার্যনীতি অবলম্বনে ত্রুটি হইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন, এদেশের কৃষকেরা যাহাতে উহাদের হস্তস্থিত খাদ্যশস্য বাজারে বিক্রয় করা সম্পর্কে যথোচিত উৎসাহ পায় এবং অত্যাশ্রয় শ্রেণীর লোকেরা উহাদের বদ্ধিত ক্রয়ক্ষমতা একান্ত-ভাবে অন্নবস্ত্র ক্রয়ে নিয়োগ করিয়া এ সমস্তের মূল্য যাহাতে অত্যধিক চড়াইয়া দিতে না পারে সেজন্য তাহারা বাহির হইতে গার্হস্থ্য জীবনের নানা উপকরণ ও প্রসাধন সামগ্রী বেশী মাত্রায় আমদানী করিবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতিমধ্যে ইংলণ্ড হইতে এদেশে রেজর ব্রেড, মদ ও প্রসাধন জব্য প্রভৃতি কতিপয় ধরণের জিনিষ আনয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ১৯৪৪ সালের প্রথম ছয় মাস মধ্যে কৃষি সরঞ্জাম, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, ল্যান্টার্ন, বোতল ও কেরোসিন ইত্যাদিতে ৫ কোটি

হইতে ১০ কোটি টাকার জিনিষ এদেশে আমদানী করিবার আয়োজন হইতেছে।

অনেক আবশ্যকীয় জিনিষের উপযুক্তরূপ যোগানের অভাবে এই যুদ্ধের সময়ে এদেশের লোক যেরূপ বেশী পরিমাণে দুঃখদুর্দশা ভোগ করিতেছে তাহাতে এদেশে সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষপত্রের সরবরাহ বাড়ান খুবই ভাল কথা। কিন্তু কি কি ধরণের জিনিষ কি ভাবে ও কোথা হইতে আনা হইবে তাহার উপরই বর্তমান পরিকল্পনাটির সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। দেশে কৃষি-সরঞ্জাম ও কেরোসিন প্রভৃতির যোগান বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে খুবই বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষপীড়িত ও ম্যালেরিয়াজরিত দেশের জন্ম প্রথমে খাদ্য ও কুইনাইন আমদানীর ব্যবস্থা না করিয়া বাহির হইতে জাহাজ যোগে অচিরেই মদ, রেজর ব্রেড ও প্রসাধনসামগ্রী আনাইবার কি যৌক্তিকতা আছে তাহা আমরা বুঝি না। তাহা ছাড়া কৃষি-সরঞ্জাম, ছুরি-কাঁচি, ক্ষুর, ল্যান্টার্ন ও বোতল প্রভৃতি যাহা ভারতে প্রস্তুত করা সম্ভবপর তাহা এদেশে তৈয়ারের ব্যবস্থা না করিয়া বিদেশ হইতে এ সমস্ত আমদানী সম্বন্ধে জোর দেওয়ার অর্থ কি? চাষাবাদের কাজ চালানো ও গার্হস্থ্য জীবন-যাপনের পক্ষে এগুলি যে প্রয়োজনীয় তাহা গবর্ণমেন্ট পূর্বে হইতে জানিতেন না এমন নহে। তবে সময় থাকিতে এ সমস্ত শিল্প ভালরূপ গড়িয়া তোলার দিকে তাহারা মনোযোগ দেন নাই কেন? আসল কথা এদেশে এ সব জিনিষ উপযুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত হয় ইহা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে। তাহারা চান শিল্পের ব্যাপারে এদেশকে বরাবর পশ্চাৎপদ রাখিতে, আর সেই ফাঁকে এদেশে বৃটিশ শিল্প জব্যের কাঁচিতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে। বৃটিশ বণিক ও বৃটিশ শিল্পপতিরা কি ভাবে ভারতবর্ষে তাহাদের তৈয়ারী মাল বিক্রয় করিয়া ছুপয়সা বেশী আয় করিবে সে দিকে আমাদের গবর্ণমেন্টের আগ্রহ ও উৎসাহের অবধি নাই। সেই জন্মই এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর দিনে খাদ্য ও কুইনাইন আমদানীর বদলে জাহাজ চলাচলের কষ্টকর সুবিধা হওয়া মাত্রই তাহারা ইংলণ্ড হইতে মদ ও প্রসাধনসামগ্রী আনয়নের উপর জোর দিয়াছেন। এদেশে শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার উপযোগী যন্ত্রপাতির বিশেষ অভাব রহিয়াছে। ইংলণ্ডে এই সব জিনিষ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারত গবর্ণমেন্ট বর্তমান ক্ষেত্রে ইংলণ্ড হইতে ঐ জিনিষটি আমদানী করা সম্পর্কে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি আনাইবার সুবিধা দিলে পাছে ভারতবর্ষ শিল্পোন্নতির দিক দিয়া এক ধাপ আগাইয়া চলিতে আরম্ভ করে এই ভয়ে বাছিয়া বাছিয়া তাহারা মদ ও প্রসাধনসামগ্রী প্রভৃতিকেই আমদানীযোগ্য জিনিষের পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়াছেন। ভারত সরকারের এই শ্রেণীর মনোভাবের নিন্দা করিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

ইতালীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে বরাবর আমরা যে মন্তব্য করিয়া আসিতেছি তাহার অধিক বলিবার কিছু নাই। সংবাদে অবশ্য অনেক স্থানের নাম ও অনেক ঘাঁটি দখলের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু আসল কথা থাকিয়াই যাইতেছে। রোম আর কত দূরে? ইতালীতে মিত্রপক্ষ অবতরণ করিয়াছিল কত দিন হইল?

ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে লাল কোঁজ নীপার বাঁকে আরও অগ্রসর হইয়া দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়া লইয়াছে। কিয়েভ অঞ্চলে নাৎসী বাহিনীর প্রচণ্ড পাণ্টা আক্রমণ শানিকদূর সাফল্য লাভ করিয়া এখন মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে। সুযোগ বুঝিয়া সোভিয়েটবাহিনী স্থানে স্থানে পাণ্টা আক্রমণ চালাইয়া সুবিধা করিয়া লইতেছে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, প্রায় সমগ্র নীপার তীরভূমি শত্রু-কবলযুক্ত হইয়াছে। বার্লিনের এক সংবাদে প্রকাশ, জার্মান সামরিক মহল বিশ্বাস করেন যে, নেভেল ও লেনিনগ্রাদের মধ্যে রুশরা তাহাদের বিরাট শীতকালীন অভিযান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অবশ্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এখনও উত্তর অঞ্চলে ঐরূপ ব্যাপক আক্রমণের কোন সংবাদ দেন নাই।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, মার্কিন নৌবাহিনী ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ জাপ নৌ-ঘাঁটি ট্রাকের নিকট দিয়া আনাগোনা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী সংবাদে জানা যায় যে, মার্কিন বাহিনী নিউ ব্রুটেনের আরাওয়ে দ্বীপে অবতরণ করিয়া শত্রু ঘাঁটি গাড়িয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

ব্রহ্ম-ভারত বণাঙ্গন সম্পর্কে অল্পবিস্তর চহলদারী সংঘর্ষ ছাড়া আর সবিশেষ বলিবার কিছু নাই। গত ১৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে কলিকাতায় বিমান হানার সংকেত-ধ্বনি হইয়াছিল। কোন কিছুই ঘটে নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

মিঃ আমেরীর ছুঁর্বোণের বৃন্তান্ত পড়িয়া হাসিও পায়, কোঁতুকও অনুভব করি। বিলাতে এক জনসভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া অমন জাঁদরেল ভারত-সচিবকে কেবা কাঁহার মিলিয়া অপমান করিয়া ছাড়িয়াছেন বলিয়া

প্রথমে এক সংবাদ আসে। বুনো সাম্রাজ্যবাদী অত সহজে দমিবার পাঁত্র নহেন। সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনসভার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। এবার স্থান নির্বাচিত হইল মিঃ আমেরীর নিজেরই নির্বাচনকেন্দ্রে বার্মিংহাম। বিরোধী পক্ষের বাধাদানের ফলে এই সভাও যাহাতে পণ্ড হইয়া না যায় তাহার জন্ত পূর্বাঙ্কে উদ্যোগ-আয়োজনের কোন ক্রটি ছিল না। স্বনামধন্য ভারত সচিব মনে মনে স্থায়তঃই এই আশা পোষণ করিতে পারেন এবং করিয়াও ছিলেন যে, তাঁহার নির্বাচনকেন্দ্রে তাঁহার সমর্থকদের সংখ্যাই বেশী হইবে—বিশেষ করিয়া আগে হইতে যখন সকল আঁটধাঁট ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু অকৃতজ্ঞ বার্মিংহাম উহার প্রতিনিধিকে যেন একেবারে পথে বসাইয়া ছাড়িয়াছে। নিজের ঘরে আপন জনের কাছে এতখানি অপমান সত্যই বড় করুণ কাহিনী! শ্রোতৃবর্গ ভারতের ভাগ্য-বিধাতার কোন কথাই শুনিতো চাহেন নাই। তাঁহার প্রতি কথার জবাবেই কেহ করিয়াছেন চিৎকার, কেহ ডাকিয়াছেন বিড়াল-কুকুরের ডাক, কেহ কেহ বা আরও বেশী রসিক বলিয়াই এক সঙ্গে মুখে মুখে মেশিনগানের মুহুমুহু আওয়াজ ছাড়িয়াছেন।

নিরুপায় মিঃ আমেরী তাঁহার বক্তব্য বলিবার জন্ত বড় আশায় কয়েক মিনিট সময় প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞপাত্তক সম্মিলিত জবাব উথিত হইল: “আপনার কথা বিশ বৎসব যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। অতিরিক্ত ধৈর্য্যশীল হইবার ফলেই আজ আমাদের এই বিপদ ঘটয়াছে।” মিঃ আমেরী প্রারম্ভে বক্তৃতায় ভারতের কথা এড়াইয়া যাইবার মতলবে ছিলেন। কিন্তু উদ্বেজিত সভাগৃহ ভারতের প্রশ্নই টানিয়া আনিল। বে-কায়দায় পড়িয়া ভারত-সচিব আশ্বাস বাণী শুনাইতে থাকেন “আমার বিশ্বাস ভারতের এক বিরাট ভবিষ্যৎ আছে।” সভা হইতে ধ্বনি উঠিল “আপনি থাকিতে নহে।” ভারতের হুঁর্ভিক্ষ ঈশ্বরের সৃষ্টি এই কথা আরও একবার শুনাইয়া আমেরী সাহেব সগর্বে জানাইতে চাহিলেন, “বর্তমানে বাঙ্গলায় ২৫ লক্ষ লোক বিনামূল্যে অন্ন পাইতেছে।” “ইহাতে আপনার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, না?” বলিয়া সভাগৃহ বিজ্ঞপ-বাণ নিক্ষেপ

করিতে থাকে। বলা বাহুল্য ভারত সচিবকে এই হয়রাণির হাত হইতে বাঁচাইবার জন্ত সভাগৃহে পুলিশ ডাকিতে হইয়াছিল। হৈ-চৈ হাতাহাতির পালা সাজ হইবার পর আর কি কি হইয়াছিল সংবাদে তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু সভা যে আর হইতে পারে নাই সেই পাকা ধবর আমরা জানিয়াছি।

উপরোক্ত উপভোগ্য সংবাদটা রয়টার পাঠায় নাই। বিলাত হইতে কত কাজের কথার সঙ্গে কত অকাজের সংবাদও রয়টার মারফৎ এদেশে আসে। অথচ এমন একটা সংবাদে আদৌ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই! ধবরটা আমরা “অমৃতবাজার পত্রিকা”র লগুনস্থ নিজস্ব সংবাদদাতার কুপায় পাইয়াছি। তাঁহাকে ধন্যবাদ!

চিরকালের একরোখা আমেরী সাহেব আজকাল হঠাৎ বহুরূপী। ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। নতিলে ভূতের মুখে রাস নামের মত ভারত সচিবের মুখে কি না ভারতের স্বাধিকারের সমর্থন! “অমৃতবাজার পত্রিকা”র অটোয়াস্ সংবাদদাতার ১১ই ডিসেম্বর তারিখের এক প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, মিঃ আমেরী মাকিং যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড প্রেসের এক প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, অতলাস্তিক বোষণার উপর ভিত্তি করিয়াই ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি রচিত হইবে। এই সংবাদ পড়িয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব তাহা ঠাণ্ড করিতে পারিতেছি না। মিঃ চার্চিল ত বহু আগেই স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া রাখিয়াছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলিয়ার পথে ঠেলিয়া দিবার জন্ত তিনি প্রধান মন্ত্রীর গদি দখল করিয়া বসেন নাই এবং অতলাস্তিক সনদ আর যে-যে দেশের উপরই প্রযোজ্য হউক না কেন ভারত সম্পর্কে উক্ত চার্টার প্রযোজ্য নহে। সম্প্রতি বাঙ্গলার হুঁর্ভিক্ষের দায় ও দায়িত্ব এড়াইবার মতলবে একাধিক ব্রিটিশ সরকারী মুখপাত্র সরাসরি বলিয়া দিয়াছেন, ভারতবর্ষ যে স্ব-শাসনের অযোগ্য বাঙ্গলার হুঁর্ভিক্ষই তাহার প্রমাণ এবং মূল কারণ নাকি মন্ত্রিসভার অক্ষমতা ও অদূরদর্শিতা! হালেও মিঃ আমেরী স্বয়ং ভারতের অযোগ্যতার কথা আওড়াইয়াছেন। হঠাৎ এই সুর বদলে

## ইনফেশন প্রশমনের সরকারী সাপ্পাবাজি

একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রা প্রসারণ ও অপরদিকে চাহিদার অনুপাতে জিনিষপত্রের যোগান হ্রাস—এই দুই কারণে আজ ভারতে ইনফেশনের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক হারে বাড়িয়া তাহা অনেক পরিমাণে জনসাধারণের নাগালের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বেশী মাত্রায় নোট প্রচলনের ফলে এদেশে যে ইনফেশনের উদ্ভব হইয়াছে এই সত্য কথাটা দেশের গবর্ণমেন্ট প্রথমে স্বীকার করিতে চান নাই। পরে দেশের জনসাধারণের উপর ইনফেশনের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা গত মে মাস হইতে এই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ঐ সময় হইতে ইনফেশনের প্রতিকারের জন্ত দেশে সরকারীভাবে কিছু কিছু ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইতেছে। তবে দেশের অর্থনীতিবিদেরা যেরূপ সুচিন্তিত উপায়ে ইনফেশন প্রশমনের কথা বলিয়াছিলেন গবর্ণমেন্ট সেরূপভাবে কার্যে ব্রতী হন নাই। এদেশে ইনফেশন প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব স্মার জেরেমী রেইজম্যান জানাইয়াছিলেন যে, ভারতের মত বিরাট দেশে মুদ্রা প্রসারের মাত্রা ৭৫০ কোটি টাকা এমনকি ১,০০০ কোটি টাকাতো দাঁড়াইলেও তাহা আতঙ্কের বিষয় নহে। মুদ্রা প্রচলনের গতি যাহাতে দেশের পণ্যমূল্যের উপর একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিতে না পারে অর্থাৎ মুদ্রা বাড়িবার সঙ্গে দেশের পণ্যমূল্য যাহাতে বেশী রকম বৃদ্ধি না পায় তাহা দেখাই গবর্ণমেন্টের কর্তব্য। সেই কর্তব্য বৃদ্ধি হইতে লোকের বর্জিত ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লওয়ার জন্ত ও পণ্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করিবার জন্ত গত মে মাস হইতে গবর্ণমেন্ট এদেশে কতকগুলি বিধান বলবৎ করিয়াছেন। (অতিরিক্ত মুনাফা করের হার বৃদ্ধি, প্রাদেশিক সরকারসমূহকে সম্ভব মত নূতন ট্যাক্স বসাইবার নির্দেশ, সুবিধাজনক সর্বোচ্চ জনসাধারণের নিকট সরকারী ঋণপত্র বিক্রয়ের চেষ্টা, শিল্প কারখানার অতিরিক্ত মুনাফার একটা অংশ বাধ্যকরীভাবে সরকারী তহবিলে আমানত রাখিবার ব্যবস্থা, খাজদ্রব্য ও বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা নিয়ন্ত্রণ আর্ডিনাল দ্বারা অগ্রাধিকার প্রদান সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের

লাভের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ—এ সমস্তই সেই বিধানের অন্তর্গত।)

এদেশে ইনফেশনের গতিরোধ করিবার জন্ত যে বর্ধমানে এই সমস্তের খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বাড়িলে ও বেশী পরিমাণে সরকারী ঋণ তুলিবার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে লোকের ক্রয়ক্ষমতা স্বাভাবিকই ধ্বংস হইয়া পড়ে। তখন আর পণ্যদ্রব্যের জন্ত কড়াকড়ি করিতে গিয়া তাহারা অহেতুকভাবে উহাদের মূল্য বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে না। যুদ্ধের সময় যাহাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে না, কিংবা বাড়িলেও যাহাদের ক্ষেত্রে সেই বাড়তি যথোপযুক্ত হয় না, উহার ফলে তাহারা অনেকটা শ্রাব্য দরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কিনিবার সুবিধা পায়। আইন করিয়া দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে যাওয়াও ঐ দিক দিয়া বিশেষ উপকারী। তবে ভারত গবর্ণমেন্ট বর্ধমানে যে ভাবে এদেশে ইনফেশন প্রশমনে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে দুইটি বিষয়ে মারাত্মক গলদ দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি।

প্রথমতঃ অতিরিক্ত মুদ্রা প্রসারের অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া রোধ করিবার নামে তাহারা এ পর্যন্ত যেসব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন উহাদের কোনটির ভিতর দিয়াই উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এ সম্পর্কে আমরা বিশেষ করিয়া সরকারী ঋণ তুলিবার কথা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করিতে পারি। বর্ধমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার জন্ত দেশের লোকের মনে একটা অসন্তোষের ভাব বিद्यমান রহিয়াছে। সেজন্ত যুদ্ধপ্রচেষ্টায় আগ্রহশীল হইয়া তাহারা সরকারী ঋণপত্র ক্রয়ে কখনও বিশেষ গরজ দেখাইতেছে না। আমরা আশা করিয়াছিলাম এদেশে ইনফেশন প্রশমনের কার্যনীতি গ্রহণ করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট ঋণ তুলিবার সুবিধার্থে রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটান সম্পর্কেও সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু এহেন প্রয়োজনীয় বিষয়ে বর্ধমানেও গবর্ণমেন্ট যেরূপ ঔদাসীণ্যের ভাব দেখাইতেছেন তাহাতে আমরা বাস্তবিকপক্ষেই নিরাশ হইয়াছি। ইনফেশন প্রশমনের জন্ত দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের যেরূপ কড়াকড়ি বিধান অবলম্বিত

হইবে বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম তাহাও কার্যতঃ সেরূপভাবে অগ্রসর হয় নাই। খাজদ্রব্যের মূল্য দমাইয়া রাখার ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট পূর্বে অনেকবার অসফলকাম হইয়াছেন। নূতন ব্যবস্থায়ও তাহা সুনিয়ন্ত্রিত থাকিবার কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না। বস্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণের বেশী রকম বহ্বারম্ভ দেখাইয়া গবর্ণমেন্ট শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় ৪ গুণ বেশী মূল্যে বস্ত্রের সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। বাজারে কাপড়ের দর আবার অনেক সময়ে এই নির্ধারিত সর্বোচ্চ হারকেও ডিঙ্গাইয়া যাইতেছে। খাজ ও বস্ত্র প্রভৃতি ছাড়া অল্প-বিধ দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত গবর্ণমেন্ট যে আর্ডিনাল জারী করিয়াছেন তাহা ত এখন পর্যন্ত যথার্থ কার্যকরী হয়ই নাই। মুনাফা নিয়ন্ত্রণ আর্ডিনালের অনুমোদিত মুনাফা সম্পর্কে বর্ধমানে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তুষ্টিসাধন করিতে গিয়া উহা দ্বারা গবর্ণমেন্ট যে শেষ পর্যন্ত পণ্যমূল্যের হার বেশী কিছু নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন সেরূপ আশা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, ইনফেশনের মূল কারণগুলি দূর না করিয়া গবর্ণমেন্ট যেভাবে উহার পরিণতিটাই শুধু রোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে তাহাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কেই গোল বাধিয়াছে। একথা সকলেই অবগত আছেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারত সরকারের মারফতে বর্ধমানে এদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ মালপত্র ক্রয় করিতেছেন। ঐভাবে মালপত্র ক্রয় বাবদ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট ভারতের বিস্তার পাওনা দাঁড়াইতেছে। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসারে এক দেশের পক্ষে অন্য দেশের পাওনা মিটাইবার যেসব বিধিসঙ্গত উপায় রহিয়াছে ইংলণ্ড ভারতের পাওনা মিটাইবার ব্যাপারে বর্ধমানক্ষেত্রে সে ধরনের রীতি অনুসরণ করিতেছে না। ভারত সরকারও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উপর সে বিষয়ে কোন চাপ দিতেছেন না। ব্রিটিশ সরকারের জন্ত এদেশে মালপত্র খরিদ করিতে গিয়া তাহারা তদ্বিনিময়ে শুধু ষ্টালিংয়ের প্রতীক্ৰতি পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেছেন। এই

( ৭৫৮ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য )



# 

[ অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ ]

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠন উদ্দেশ্যে ব্রুটেন ও আমেরিকা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রানীতির পরিকল্পনা আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। দুইটি প্রস্তাবেরই মূল উদ্দেশ্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধোত্তরকালের বহির্বাণিজ্যের সমতা রক্ষা করা। বিগত মহাযুদ্ধের পর যে বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছিল বর্তমান মহত্তর যুদ্ধের অবসানে সেই সঙ্কট যে আরও প্রবলভাবে দেখা দিবে তাহা নিঃসন্দেহ এবং উহাই নিবারণের জন্ত এইরূপ মুদ্রানীতির প্রয়াস। বিগত মহাযুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান মহত্তর যুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবাধ গতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত সকল দেশেই মুদ্রা বিনিময়ের একটি স্থায়ী হার স্থাপনের বিশেষ প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল। কারণ ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে মুদ্রা-বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট না থাকিলে অর্থাৎ আজ ১ টাকার বিনিময়ে ১ শিঃ ৬ পেঃ, কাল ২ শিঃ অথবা ১ শিঃ ৪ পেঃ হইলে বহির্বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বর্ণমান বাতিল হইয়া যাইবার পর বাট্রা এবং বিনিময়ের হার রাতারাতি পাণ্টাইয়া গিয়াছিল। ওলন্দাজের দেশের গিল্ডারের দাম এক দফায় সস্তা হইয়া নামিয়া যাওয়ার ফলে টন টন জাভা চিনি অতি অল্প দরে কলিকাতার বন্দরে আসিয়া ঠেকিতেছিল এবং তাহারই ফলে আমাদের দেশীয় চিনির কলগুলির অবস্থা হইয়াছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অতএব দেখা গেল, মুদ্রা বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি ক্ষুণ্ণ হয় না। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বিনিময়ের হার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও যে বিভিন্ন দেশ হইতে ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব হইয়াছে তাহার কারণ প্রথমতঃ “লীজ-লেন্ড” ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়তঃ ব্রুটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা এই ত্রিশক্তির মধ্যে ১৯৩৮ সালে স্থাপিত একটি চুক্তি যাহা দ্বারা এতাবৎকাল পর্যন্ত এই তিনটি দেশের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় হার নির্দিষ্ট ছিল এবং আছে। এই কারণেই বর্তমান যুদ্ধের মধ্যেও বাণিজ্যের অবাধ গতি রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে।

কিন্তু যুদ্ধকালীন এই সমস্ত ব্যবস্থা যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং বাণিজ্যের অবাধ গতি রক্ষা করাও সম্ভব হইবে না। তাই যুদ্ধোত্তরকালেও যাহাতে বহির্বাণিজ্যের সাম্য রক্ষা হয় সেইরূপ কোন একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যেই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কীন্স (ব্রিটান) এবং মিষ্টার হোয়াইট (মার্কিন) দুইটি প্রস্তাব বিশ্ব দরবারে পেশ করিয়াছেন।

একগণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে অর্থনৈতিক মহাসঙ্কট যখন পৃথিবীর সকল দেশেই সমানভাবে দেখা দিয়াছে তখন তাহা নিবারণ করিবার জন্ত দুইটি বিভিন্ন নীতির প্রয়াস কেন? পৃথিবীর সকল দেশের যাহাতে সমানভাবে মঙ্গল হয় সেইরূপ একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাই ত যথেষ্ট। বস্তুতঃ দুইটি নীতি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উহাদের মূল উদ্দেশ্য একই, তবে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বিভিন্ন। একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে এই বিভিন্নতার মধ্যেই রহিয়াছে জাতিগত স্বার্থের প্রেরণা। বিগত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রুটেনের পদমর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং বর্তমান মহত্তর যুদ্ধের অবসানে তাহার আর্থিক অবস্থা যে অধিকতর সংশয়জনক হইবে তাহা নিশ্চিত। কারণ এই যুদ্ধের পর ব্রুটেনকে পাওনাদারের পর্যায় হইতে দেনাদারের পর্যায়ে নামিয়া যাইতে হইবে। শুধু ইহাই নহে, যুদ্ধের ফলে ব্রুটেনের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা পূরণ করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। বর্তমান যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ব্রুটেনের সহিত অগ্ন্যাশ্রু দেশের যে বহির্বাণিজ্য ছিল তাহা ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে এত অধিক অর্থ ব্রুটেনের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। তাই আজ ব্রুটেনের লুণ্ঠ-গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্ত লর্ড কীন্স তাহার ‘ব্যাঙ্কর’ নীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমেরিকার সমস্তা কিন্তু অগ্ন্য প্রকারের। বিশ্বের হাটে আমেরিকা আজ একজন বড় পাওনাদার। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণই তাহার আয়ত্তে। যুদ্ধোত্তরকালেও যাহাতে তাহার এই স্বচ্ছল অবস্থা বর্তমান থাকে ইহাই আজ আমেরিকার প্রধান চিন্তা এবং সেই

উদ্দেশ্যেই মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিষ্টার হোয়াইট তাহার “ইউনাইটেড এণ্ড অ্যানো-সিয়েটেড নেসনস্ স্ট্যাবিলাইজেশন ফাণ্ড” এর প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতএব দেখা গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা ব্রুটেন কেহই নিঃস্বার্থভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করেন নাই। ব্রুটেন চাহে তাহার লুণ্ঠ-গৌরব ফিরাইতে, আর আমেরিকা চাহে তাহার নবলব্ধ স্বাচ্ছন্দ্যের বনিয়াদ পাকা করিতে।

একগণে মূল নীতি দুইটির আলোচনা করা যাক। কীন্সীয় নীতিতে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ লইয়া একটি আন্তর্জাতিক সম্মত গঠন করা হইবে এবং তাহার নাম হইবে “ইন্টার ন্যাশনাল ক্লীয়ারিং ইউনিয়ন”। এই সম্মত কার্য হইবে বহির্বাণিজ্যের খাতে বিভিন্ন দেশের দেনাপাওনা ঠিক করা। কিন্তু কোন মুদ্রার সাহায্য ব্যতীত দেনাপাওনা ঠিক হওয়া সম্ভব নহে এবং সেই উদ্দেশ্যেই একটি আন্তর্জাতিক স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করা হইবে। এই মুদ্রার নামই “ব্যাঙ্কর”। মুদ্রাটি কাল্পনিক। ইহার কোন সস্তা নাই। ইহা মূল্য মাপিবার একটি মাপকাঠি বিশেষ। তবে ধরিয়া লওয়া হইবে যে ইহা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমান এবং একটি “ব্যাঙ্কর” অর্থে ঠিক সেই পরিমাণ স্বর্ণই বুঝিতে পারিব। স্বর্ণের সহিত “ব্যাঙ্করের” এই যে সম্বন্ধ ইহা যে একদম পাকাপাকি তাহা নহে প্রয়োজন হইলে এ সম্বন্ধে বিচ্ছেদ করিয়া নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করাও যাইতে পারে। বিভিন্ন দেশের চলতি মুদ্রার সহিত এই কাল্পনিক মুদ্রা ‘ব্যাঙ্করের’ একটি যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে এবং তাহা হইলেই বিভিন্ন দেশের চলতি মুদ্রারও একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার আপনা হইতেই স্থাপিত হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে যদি ‘ক’ দেশের দুইটি মুদ্রা একটি ‘ব্যাঙ্করের’ সমান হয় এবং ‘খ’ দেশের ছয়টি মুদ্রা একটি ‘ব্যাঙ্করের’ সমান হয় তাহা হইলে ‘ক’ দেশের একটি মুদ্রা ‘খ’ দেশের তিনটি মুদ্রার সমান হইবে।

এই নীতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, যদি কোন দেশের বাণিজ্যের গতি সেই দেশের প্রতিকূল হয় (অর্থাৎ যদি সেই দেশের

আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী কম হয়) এবং তাহার ফলে উক্ত দেনাদার দেশ পাওনাদারের দেনা মিটাইতে না পারে তাহা হইলে দেনাদার দেশটি এই 'সম্ভ' হইতে উপযুক্ত পরিমাণ 'ব্যাঙ্কর' দ্বারা লইয়া পাওনাদারের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে এবং এইরূপ দ্বারা লইবার ক্ষমতা তাহাকে কোন সিকিউরিটিই সম্ভ জমা দিতে হইবে না। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি পাওনাদার দেশটি 'ব্যাঙ্কর' লইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে দেনাদার দেশের উপায় কি হইবে। এই প্রশ্নে কীর্নসীয় নীতিতে বলা হইয়াছে যে, এই সম্ভের অন্তর্গত সমস্ত পাওনাদারকেই 'ব্যাঙ্কর' গ্রহণ করিতে হইবে এবং পাওনাদারগণ তাহাদের প্রাপ্য 'ব্যাঙ্কর' এই সম্ভ হইতে তুলিয়া লইয়া অগ্রাধ দেনা মিটাইবার ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। পাওনাদারের প্রাপ্য সমস্ত ব্যাঙ্করই সম্ভের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমদানীর খাতে ব্যয় করিতে হইবে। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, পাওনাদার যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানী করিবে তাহাকে সেই পরিমাণ দ্রব্যই আবার অগ্রাধ দেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে এইরূপ চলিতে থাকিলে কিছুকাল পরে পৃথিবীর আমদানী ও রপ্তানী গড়ে সমান হইয়া যাইবে এবং আন্তর্জাতিক বহির্বণিজ্যের সাম্যও রক্ষা হইবে।

এক্ষণে সকলেই প্রশ্ন করিবেন যে, এই ভাবে বাস্তবিকই কি বহির্বণিজ্যের সাম্য রক্ষা হইবে? যদি কোন দেশে বাণিজ্যের গতি ক্রমাগত তাহার প্রতিকূল হইতে থাকে এবং অপর একটি দেশের বাণিজ্যের গতি ক্রমাগতই তাহার অনুকূল হইতে থাকে তাহা হইলে ত বহির্বণিজ্যের সমতা রক্ষা হয় না। এক্ষেত্রে লর্ড কীর্নস বলিয়াছেন যে, কোন দেশ উক্ত অবস্থায় আসিবার পূর্বেই তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইবে। যেমন, যদি কোন দেশের আমদানীর পরিমাণ ক্রমাগতই তাহার রপ্তানী অপেক্ষা অধিক হইতে থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ দেশের 'উৎপাদন-শক্তি' অপেক্ষা 'ভোগশক্তি' অধিক। এমতাবস্থায় সম্ভ হইতে হয় উক্ত দেশটির উৎপাদন শক্তি বাড়াইতে নতুবা ভোগশক্তি কমাইতে বলা হইবে, অথবা সম্ভবতঃ উক্ত দেশের মুদ্রা মূল্যও কমাইতে আদেশ দেওয়া হইবে। অপর পক্ষে যদি কোন দেশের রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা ক্রমাগতই অধিকতর হইতে থাকে তাহা হইলে 'সম্ভ' হইতে হয় ঐ দেশের উৎপাদনশক্তি কমাইতে নতুবা ভোগশক্তি বাড়াইতে অথবা উক্ত দেশের মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি

করিতে আদেশ দেওয়া হইবে। এই আদেশ গ্রহণ করা কিংবা না করা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কারণ ইহা যে গ্রহণ করিতেই হইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। তবে একথা সত্য যে, বর্তমান অর্থসঙ্কট হইতে বাঁচিতে হইলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন এবং এই সহযোগিতার অভাবেই আমাদের দুর্দশা। এই বিষয়ে অনাথবাবুর 'চিঠি বদলের' কথা মনে পড়িয়া যায়।

হোয়াইটীয় নীতিতে বলা হইয়াছে যে, এই নীতির অন্তর্গত দেশগুলির মুদ্রা-বিনিময়ের হার স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক তহবিল সৃষ্টি করা হইবে। এই তহবিলের নাম হইবে "ইউনাইটেড এণ্ড অ্যাসোসিয়েটেড নেশানস্ ট্র্যাভেলাইজেশন ফাণ্ড"। এই তহবিলের অন্তর্গত পৃথিবীর সকল দেশকেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আমানত করিতে হইবে। এই আমানতী অর্থের ক্রয়দংশ দেশীয় চলতি মুদ্রা, ক্রয়দংশ স্বর্ণ এবং অবশিষ্টাংশ দেশীয় গভর্নমেন্টের সিকিউরিটি লইয়া গঠিত হইবে। কীর্নসীয় নীতির স্থায় মার্কিন নীতিতেও একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা প্রবর্তিত হইবে এবং উহার নাম দেওয়া হইবে 'ইউনিটাস'। বর্তমানে দশটি মার্কিন ডলারে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে একটি 'ইউনিটাসে' ঠিক সেই পরিমাণ স্বর্ণ থাকিবে অর্থাৎ একটি ইউনিটাসের মূল্য দশটি মার্কিন ডলারের সমান হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের চলতি মুদ্রার সহিত ইউনিটাসের বিনিময়-হার নির্দিষ্ট

করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহা হইলেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের চলতি মুদ্রার বিনিময়-হারও স্থাপনা হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে। স্বর্ণের মূল্য বাড়িলে অথবা কমিলে ইউনিটাসের মূল্যও বাড়িবে অথবা কমিবে এবং সেই সম্ভে ভিন্ন ভিন্ন দেশের চলতি মুদ্রার বিনিময়-হারেরও সমানভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে। শেষোক্ত অংশে কীর্নসীয় নীতি মার্কিন নীতি হইতে ভিন্ন; কারণ কীর্নসীয় নীতিতে বলা হইয়াছে যে, স্বর্ণের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে ব্যাঙ্করের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি না করিয়া ব্যাঙ্করের মধ্যস্থিত স্বর্ণের পরিমাণ যথাক্রমে বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার ফলে অগ্রাধ দেশের মুদ্রা বিনিময়ের হারের কোনই পরিবর্তন হইবে না। আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কীর্নসীয় নীতি অনুসারে বহির্বণিজ্যের লেনদেন ব্যাঙ্করের দ্বারাই ঠিক করিতে হইবে; কিন্তু হোয়াইটীয় নীতি অনুসারে বহির্বণিজ্যের দেনাপাওনা যতদূর সম্ভব দেশীয় চলতি মুদ্রা দ্বারাই স্থির করা হইবে। কারণ মুদ্রা বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট থাকিবার ফলে ইহাতে কোনই অসুবিধা হইবে না।

সংক্ষেপে দুইটি পরিকল্পনার আলোচনাই শেষ করা গেল। উভয় দেশেরই সরকার বাহ্যিক স্ব স্ব পরিকল্পনা বিশ্ব দরবারে পেশ করিয়া জনমতের অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে আশঙ্কায় পরিকল্পনা দুইটির গুণাগুণ আলোচনা করিবার বাসনা বর্তমানে স্থগিত রাখিলাম। ভবিষ্যতে এবিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।



## ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আ দা য়ী কু ত মূল ধ ন  
৯৯,৯৯,০০০ টাকা

চেয়ারম্যান—মিঃ জি. ডি. বিড়লা

ডিরেক্টরস্ :—

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| মিঃ এম. এল. দাছাকর    | মিঃ এ. সি. লাহা    |
| শ্রী আদমজী হাজী দাউদ  | নবীনচন্দ্র মল্লিক  |
| মিঃ কে. পি. গোয়েন্দা | মদনমোহন আর. রুইয়া |
| এম. এ. ইম্পাহানী      | আর. জি. সারাইয়া   |
| বৈজনাথ আলান           | মতিলাল তাপুয়িয়া  |

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি. টি. ঠাকুর

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নির্দিষ্ট থাকত পারেন

বোম্বাই শাখা :—পে টি টি বিল্ডিং, হার্বি রোড

ম্যানেজার—মিঃ ভি. আর. সোনালকর

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস

কলিকাতা

ফোন :—কলিঃ ৬৫৭৮

### প্লাষ্টিক শিল্পে তুলার ব্যবহার

মার্কিন সময় বাস্তবায়ন প্রকাশ যে, আমেরিকার প্লাষ্টিক শিল্পে তুলার ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিছু দিন যাবৎ আমেরিকার জাশ-মাল কটন কাউন্সিল এ-সম্পর্কে গবেষণা কার্য চালাইতেছেন। এই ভাবে তুলা ব্যবহারের একটি নতুন কেন্দ্র উদ্ভূত হইলে তুলা চাষীদের কিছু সুবিধা হইবে। বৃদ্ধির চাপে প্লাষ্টিকের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্লাষ্টিক শিল্পে তুলার ব্যবহার বৃদ্ধির কাজে কয়েকটি প্লাষ্টিক এবং রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করিতেছেন।

### ব্রিটেনে আশ্রয়প্রার্থীর সমস্যা

বিলাতের পররাষ্ট্র দপ্তরের খবরে প্রকাশ, গত ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর হইতে ব্রিটেনে প্রতি মাসে ৮০০ করিয়া আশ্রয়প্রার্থী গ্রহণ করা হইতেছে। পারস্য হইতে ৪০ হাজার পোল আশ্রয়-প্রার্থীকে পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, প্যানামা এবং মেক্সিকোতে প্রেরণ করা হইতেছে। ১৬ হাজার গ্রীক আশ্রয়প্রার্থীর সমস্যার কথাও বিবেচনা করা হইতেছে। মার্কিন সরকারী খবরে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ইউরোপীয় আশ্রয়প্রার্থীকে সাহায্য দান করিয়াছে।

### প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমান পথ

ডেইলী মেল পত্রিকার একটি মন্তব্যে প্রকাশ, বৃদ্ধির পরই প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া যে বিরাট বিমান পথ স্থাপিত হইবে এখন হইতেই তাহার ভোড়োড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানেই সামরিক এবং বেসামরিক লোকজন লইয়া বেশ সহজে এবং স্বাভাবিকভাবেই বহু বিমান প্রশান্ত মহাসাগর পারাপার করিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ এলাকাতেই বর্তমানে আমেরিকার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, কাজেই আমেরিকান বিমান কোম্পানীসমূহ এই কার্যে উদ্যোগী হইয়াছেন। বৃহত্তর কালের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরী করিয়াই তাহার নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই, এখন হইতেই তদনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বিমান ব্যবসায়ের নতুন যুগের অভ্যুদয় হইতেছে।

### মিঃ সি ডি দেশমুখের আশাবাদ

সম্প্রতি কাপপুরে একটি ভোজ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম ভারতীয় গভর্নর মিঃ সি ডি দেশমুখ বলেন যে, ইতিমধ্যেই যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে অব্যমূল্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে। তিনি আরও বলেন যে, ব্যাঙ্কের ছাত্রের মত ভুইকোড ব্যাঙ্ক এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে দেশ ছাইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না, তবে সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত

পদ্ধতিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তাহার সর্বপ্রকারে সাহায্য লাভ করিবে। স্বর্ণসম্পর্কে তিনি বলেন যে, যেকোন ব্যক্তি বাজার দরে স্বর্ণক্রয় করিতে চাহিলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে রাজী আছেন। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যে সকল শিল্প পরিচালিত হইয়া থাকে সেই সকল শিল্পকে গড়িয়া উঠিবার সুবিধা দিবার জন্য সুদের হার স্বাভাবিক কম থাকা প্রয়োজন।

### শর্করার রাসায়নিক এবং খাদ্যগুণ

#### সম্পর্কে গবেষণা

আমেরিকার ম্যাসাচুসেট বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের অর্গানিক রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ রবার্ট সি, হোকেট শর্করার রাসায়নিক এবং খাদ্যগুণ সম্পর্কে দীর্ঘ দিন যাবৎ গবেষণা কার্যে নিযুক্ত আছেন। শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে মানুষের শরীরে উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং উহার রাসায়নিক গুণাগুণ লক্ষ্য করা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবে শর্করা ব্যবহারের পদ্ধতি আবিষ্কার করাই তাহার গবেষণার উদ্দেশ্য।

### বিলাত হইতে ভারতে বাস্তবায়ী পারাবত আমদানী

সাম্প্রতিক উপায়ে সংবাদ সংগ্রহ ও বহনের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন সামরিক কেন্দ্রে হাজার হাজার বাস্তবায়ী পারাবত পোষা হইতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গেলে, সংবাদ আদান প্রদানের জন্য এই সকল পারাবত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি বিলাত হইতে বহু বাস্তবায়ী পারাবত এদেশে আনা হইয়াছে। বাস্তবায়ী পারাবতের পায়ে এলুমিনিয়ামের একটা ছোট আংটা লাগান থাকে। উক্ত আংটার সহিত একটা সনাক্তকরণ নম্বর, একটা তীর-চিহ্ন ও পারাবার বয়স লেখা থাকে। এই সকল পারাবত মারিলে ভারত রক্ষা বিভাগ অল্পসংখ্যক দণ্ডভোগ করিতে হয়।

### ৬২৬১ জন গুপ্তা আটক

কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের এক ইত্তাহারে প্রকাশ যে, সতর্কতাশূন্য ব্যবস্থা হিসাবে এ পর্যন্ত মোট ৬২৬১ জন গুপ্তা ও বদমায়সকে আটক রাখা হইয়াছে।

গ্রাম—'যথের ধন'

কোন—ক্যাল ২৭৩৪

## হাজারাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা

শাখা সমূহ

|          |           |                   |
|----------|-----------|-------------------|
| কলিকাতা  | মেদিনীপুর | ভেঙ্গুর (আসাম)    |
| রডবাজার  | শালবনি    | মুন্সিগঞ্জ        |
| মাপিকতলা | বালিচক    | খুলনা             |
| শিয়ালদহ | বাঁকুড়া  | মীরকাচিম          |
| বালীগঞ্জ | বিক্রপুর  | কৃষ্ণনগর (নদীয়া) |
|          | গড়বেতা   | বাগেরহাট          |
|          |           | পাটনা             |

### \* গয়া শাখা জীঘ্র খোলা হইবে

### আমানতী তাকার উপর সুদের হার

|                      |         |                       |
|----------------------|---------|-----------------------|
| চলতি হিসাব...১%      | বার্ষিক | ফিক্সড ডিপোজিট—       |
| লেভিং ব্যাঙ্ক        |         | এক বৎসর...৪% বার্ষিক  |
| ডিপোজিট...৩% বার্ষিক |         | দুই বৎসর...৫% বার্ষিক |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাস সাটিফিকেট পাওয়া যাইবে।

### \* প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

৮ বৎসর যাবৎ প্রতি মাসে ১২ টাকা হিসাবে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ১৪০ টাকা পাইবেন।  
৮ বৎসর যাবৎ ৫০ টাকা হিসাবে প্রতি মাসে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ৭০০০ টাকা পাইবেন।

আয়করহীন শতকরা ৫ ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্নমেন্ট বিল, জি, পি, নোটস্ এবং বাজার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## যুক্ত প্রদেশে গবাদি পশু হত্যা সম্পর্কে বিধি নিষেধ

নির্ধিষ্ঠিত গবাদি পশু জবাই করা বাহাতে বদ্ধ হয় তৎক্ষণাত্ যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট ১৯৪০ সালের অক্টোবর একটি নিয়ন্ত্রনাদেশ জারী করিয়াছেন। উক্ত আদেশে বলা হইয়াছে যে, অস্থায়ী ১০ বৎসরের কম বয়স্ক বাঁড়, হুগলী বা অন্তঃসত্তা গাভী, আড়াই বৎসরের কম বয়স্ক ভেড়া ও দুই বৎসরের কম বয়স্ক ছাগল জবাই করা যাইবে না। কৃষির প্রয়োজনে গো-জাতির রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্ধিষ্ঠিত জবাই নিবারণের অস্ত্র বিহার সরকারের নিকটও আবেদন জানান হইয়াছে।

## কর্পোরেশনের আগামী নির্বাচন

প্রকাশ, আগামী বর্ষের ২২শে মার্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী সাধারণ নির্বাচন হইবে। গত বৎসর মার্চ মাসে এই নির্বাচন হইবার কথা ছিল, কিন্তু গভর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে এক বৎসরের অস্ত্র উহা স্থগিত রাখা হয়।

## মার্কিং বস্ত্র-শিল্প শ্রমিকদের দাবী

মার্কিং বস্ত্র-শিল্পের টেক্সটাইল ওয়ার্কস ইউনিয়ন বস্ত্র শিল্পের ছয় লক্ষ শ্রমিকের অস্ত্র প্রতি ঘণ্টায় ১০ সেন্ট মজুরী বৃদ্ধি দাবী করিয়াছে। এই দাবী মানিয়া লইলে বৎসরে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ম্যাট্রিকুলেশন, ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রী পরীক্ষাসমূহের তারিখ পরিবর্তনের প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উক্ত পরীক্ষাসমূহের তারিখ পরিবর্তন করা সম্ভব নহে এবং পরীক্ষাসমূহ পূর্ণ যোজিত তারিখে অনুসারেই হইবে।

## বিলাতের বস্ত্র-কল শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি

প্রকাশ, ল্যাক্সেশায়ারের ১৮ হাজার বস্ত্র কল শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। প্রাপ্ত-বয়স্কগণকে সপ্তাহে ৪ শিলিং এবং কিশোর-কিশোরীরা সপ্তাহে দুই শিলিং বেশী পাইবে।



# হাতে খাড়া

নিউ ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল  
এ্যান্ড ইন্সটিটিউশনালিস কি কি  
সুবিধা দেয় :

- \* পিতামাতার পক্ষে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অস্ত্র নির্দিষ্ট টাকা সঞ্চয় করা সহজ করে তোলে।
- \* পিতার অর্জনমানের সন্তানের শিক্ষার অস্ত্র বীমার টাকা থেকে সম্পূর্ণ খরচ দেওয়া হয়।
- \* সাবালক প্রাপ্তির আগে সন্তান মারা গেলে তার বীমা ইচ্ছা করলেই অস্ত্র আর একটা সন্তানের অস্ত্র চালান যায়।

বীমার হার, অস্ত্র বিবরণের অস্ত্র  
অনুগ্রহপূর্বক নীচের কুপনটি পূরণ  
করে পাঠান।

যে কোন ছোট ছোট ছেলের জীবনে হাতে খাড়া এক মস্ত বড় ঘটনা। এই দিনে হয় তার বিদ্যারম্ভ। তার পিতা এইদিনে ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশা-ভরসা পোষণ করেন।

কিন্তু আশাই সব নয়। ছেলে যাতে নির্ভয়ে লেখাপড়া সম্পন্ন করতে পারে, তার সুবন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

আপনি কি আপনার ছেলের অস্ত্র এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে আপনার অবর্তমানেও সে তার লেখাপড়া নির্ভয়ে শেষ করতে পারে?

নিউ ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল এ্যান্ড ইন্সটিটিউশনালিস আপনার এই ভাবনা দূর করতে পারে। যদি আপনি মাত্র একটি প্রিমিয়াম দিয়েই হঠাৎ মারা যান, তাহলেও আপনার ছেলেকে বীমার টাকার সম্পূর্ণ সুবিধা দেওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি।

মোট মূলধন—

মোট সম্পত্তি—

মোট দাবী শোধ—

প্রায় ৫ কোটি টাকা

প্রায় ৬ কোটি টাকা

১০ কোটি টাকার উপর।

# নিউ ইণ্ডিয়া

এসিওরেন্স কোং, লিঃ

৯, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স  
কোম্পানী লিমিটেড

৯, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

অনুগ্রহপূর্বক আমাদের বিনামূল্যে  
ও বিনা বাধ্যবাধকতার আপনার-  
দের "এডুকেশনাল এ্যান্ড ইন্সটিটিউশনালিস"র সবিশেষ বিবরণ পাঠান।

নাম—

ঠিকানা—

A J 10

## ধান চাউল রপ্তানী সম্পর্কে বিধি নিষেধ

সম্প্রতি বাদনা সরকারের অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, গত ২৮শে আগস্টের এক আদেশ বলে ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, নদীয়া, যশোহর এই ছয়টি জেলা হইতে ধান চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বর্তমানে উক্ত আদেশ বাতিল করিয়া এক নতুন আদেশ জারী করা হইল। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ, দিনাজপুর, জেলাপাইকগুজি, রাজশাহী, বগুড়া, ময়মনসিংহ, বাধরগঞ্জ ও খুলনা এই ১২টি জেলা হইতে ২০শে ডিসেম্বরের পর অমুমতিপত্র ব্যতীত ধান চাউল রপ্তানী করা যাইবে না। রেলওয়ে, সীমার বা মোটরযানযোগে ব্যক্তিগত লাগেজ হিসাবে একবারে ২ মণের অনধিক মাল লইয়া যাইবার ক্ষমতা এবং নৌকা ও গো-মহিষাদির গাড়ীতে যে কোন একটি চালান ২০ মণের অনধিক পরিমাণ মাল লইয়া যাইবার ক্ষমতা কোন অমুমতি পত্রের আবশ্যক হইবে না। যে সকল উৎপাদনকারী অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সাধারণতঃ তাহাদের নিজেদের জেলার বাহিরে বিভিন্ন হাটে ব্যবসা করিয়া থাকে তাহারা উক্ত প্রকার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অবশ্য বিনা অমুমতিতেই অল্পসল্প মাল লইয়া বাতায়ত করিতে পারিবে। তবে উক্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করা হইলে গভর্নমেন্ট উহা প্রত্যাহার করিতে বিধাবোধ করিবেন না।

## মালিকগণ কর্তৃক চাউল ক্রয় সম্পর্কিত বিধিনিষেধ

গত সপ্তাহে অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যে সকল মালিক অথবা মালিকসত্ত্বের অধীনে ১০০০ কিছা তাহার অধিক শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে তাহারা তাহাদের কর্মচারীদের জন্য প্রকাশ্য বাজারে ধান চাউল ক্রয় করিতে পারিবেন না। গভর্নমেন্টের প্রধান ক্রয়কারী এজেন্টের দ্বারকং তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় ধান চাউল সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সকল মালিক ঠিক শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, ১৯৪২ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কোন একদিনে যদি তাহাদের কর্মচারীর সংখ্যা ১০০০ হয় তবে তাহাদের সম্পর্কে এই আদেশ প্রযুক্ত হইবে। যে সকল মালিক ক্ষুদ্র খাটাইয়া থাকেন তাহারা বাহাতে প্রচুর পরিমাণে উপরোক্ত মাল খরিদ করার উদ্দেশ্যে সরাসরি বাজারে প্রবেশ করিয়া সরবরাহ ব্যবস্থায় ও অন্য মূল্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই আদেশ জারী করা হইয়াছে।

## বাজার খাত প্রেরণের হিসাব

সরকারী সংবাদে প্রকাশ, গত ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত সাড়ে চার মাসে বিদেশ হইতে আমদানী সহ মোট ৪ লক্ষ ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য বাজার প্রেরিত হইয়াছে। এই খাদ্যশস্যের মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন চাউল এবং ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন গম আছে।

## শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কে তদন্ত কমিশন

বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কে তদন্ত করার ও অতিরিক্ত ভাতা সম্পর্কে সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতায় উক্ত কমিটির বৈঠকে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহীত হইয়াছে। তাহারা বলেন যে, অতিরিক্ত ভাতা মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় অত্যন্ত কম। সম্ভবতঃ আগামী প্রায় দুই মাসে কলিকাতায় পুনরায় উক্ত কমিটির বৈঠক হইবে।

## অতিলাভ ও মজুত বিরোধী অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগ নীতি

প্রকাশ, অতিলাভ ও মজুত বিরোধী অর্ডিন্যান্স কার্যকরী করা সম্পর্কে গভর্নমেন্ট ব্যবসায়ী ও ক্রেতাগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পরামর্শ সমিতির উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই ধরনের বোর্ড গঠন করা সম্পর্কে বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের কন্ট্রোলার জেনারেল মিঃ সি সি দেশাই দিল্লী, লাহোর, করাচী, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য তিনি ভবিষ্যতে কলিকাতা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও সফর করিবেন।

## কুইনাইনের অনুকল্প হিসাবে ছাতিমের ব্যবহার

গত সপ্তাহে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জানাইয়াছেন যে, কুইনাইনের অনুকল্প হিসাবে ছাতিম ব্যবহার করা যায় কিনা তৎসম্পর্কে দীর্ঘ দিন যাবৎ পরীক্ষা দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কুইনাইনের সহিত ছাতিম মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে ম্যালেরিয়া দমনে খাটা কুইনাইনের মতই কাজ করে। ছাতিম ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে ছাতিমের সহিত মিশ্রিত এক পাউণ্ড কুইনাইনে দুই শত লোকের চিকিৎসা হইতে পারে কিন্তু সাধারণ পদ্ধতিতে এক পাউণ্ড কুইনাইনে ৭০ জনের বেশী রোগীর চিকিৎসা করা যায় না। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা কার্য চালাইলে বহু কুইনাইন বাঁচান যাইতে পারে। ডাঃ রায় আরও বলিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং এবং আরও অনেকে, ছাতিম মিশ্রিত কুইনাইনের বড়ি দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা করিয়া যথেষ্ট ফল পাইয়াছেন।

## বিভিন্ন দেশে ক্যানাডার রাজদূত নিয়োগ

ক্যানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেন্সী কিং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং ব্রজিলের ক্যান-ডিয়ান প্রতিনিধিদিকে রাজদূতের মর্যাদায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আপনার চা নিরাপদে পাঠাইবার জন্য—

“ডেকা” চাচের বাক্স

(DEKA TEA CHEST)

ব্যবহার করুন।

ম্যানুফ্যাকচারার :—

দেবী কমলা এণ্ড কোং

৫নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

গ্রাম—ডেকামাল

ফোন—ক্যাল : ৪২৮৪

ইহা মজবুত ও সুন্দর।

**S. SIRKAR & CO.**  
Manufacturing Jewellers

125. BOWBAZAR STREET

**সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ**

এবংসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭।০ লভ্যাংশ দিয়াছে

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪৩.৬০

—শাখাসমূহ—

- |                    |               |                        |
|--------------------|---------------|------------------------|
| (১) শ্রীমবাজার     | (৬) ভাটপাড়া  | (১১) ছবরাজপুর (বীরভূম) |
| (২) দক্ষিণ কলিকাতা | (৭) হিলি      | (১২) সিরাজগঞ্জ         |
| (৩) নিউমার্কেট     | (৮) দিনাজপুর  | (১৩) কুচবিহার          |
| (৪) নৈহাটী         | (৯) নীলফামারি | (১৪) বেঙ্গালুরু        |
| (৫) কাঁচড়াপাড়া   | (১০) রংপুর    | (১৫) এলাহাবাদ          |

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা : ২১২৫ ও ৬৪৮৩



### অনাথ শিশুদের জন্য সরকারী ব্যবস্থা

অনুমান করা যাইতেছে যে বর্তমান দ্বিত্বিক প্রশমিত হইলেও ১০ হাজার বা ততোধিক অনাথ শিশু বাঙ্গলা সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া যাইবে। বিভিন্ন জেলায় সরকারী অথবা বেসরকারী অনাথ আশ্রম সমূহে যে সকল অনাথ শিশু স্থান লাভ করিয়াছে তাহাদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ১৮ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের আইন সঙ্গত অভিভাবক হইতেছে রাষ্ট্র, সুতরাং গভর্ণমেন্ট তাহাদের যথোপযুক্ত যত্ন ও শিক্ষার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে যাহাদের আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকে আত্মীয়-স্বজনের হস্তে দিবার চেষ্টাই প্রথমে করা হইবে। অবশ্য তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার মত আর্থিক সম্ভতি উক্ত আত্মীয় স্বজনের আছে কি না তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখা হইবে। অবশিষ্ট অনাথ-দিগকে যতদূর সম্ভব অনুমোদিত অনাথ আশ্রম-সমূহে প্রেরণ করার চেষ্টা করা হইবে। তাহাদের বাবদ অবশ্য উক্ত অনাথ আশ্রমসমূহে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। তৎসঙ্গেও যাহারা অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে তাহাদের শিক্ষা এবং পালনের জন্য সরকার কর্তৃক কয়েকটি আবাস-মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বছরমুখের ২২ একর জমিদার একটি বড় বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে।

### বাঙ্গলার বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সহিত টেক্স-টাইল কর্পোরেশনের আলোচনা

গত সপ্তাহে বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স ও এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের এক সভায় বাঙ্গলার প্রাদেশিক টেক্সটাইল কর্পোরেশন মিঃ এল কিঙ্গ বাঙ্গলার বস্ত্র সমস্তা ও তৎসহ কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। বঙ্গীয় বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, এ সম্পর্কে একটি পরামর্শ কমিটি নিয়োগ করা হইবে। ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণও জানান যে, বাঙ্গলার দ্বিত্বিকজনিত পরিস্থিতি ও যানবাহনের অনুবিধার দরুন আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে অবিক্রীত মাল নিঃশেষ করা সম্ভবপর হইবে না। সভায় যে সকল অভিমত জানান হয় মিঃ এল কিঙ্গ আন্তরিকভাবে তাহা বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

### জার্মানীর পতন সম্পর্কে মার্কিং ব্যাঙ্কারদের অনুমান

সম্প্রতি মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্যের মুখপত্র "ফাইন্যান্সের" তরফ হইতে ১০০টি বড় বড় আমেরিকান ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টদিগকে কতদিন যুদ্ধ চলিবে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে তাহারা বলেন যে, ১৯৪৪ সালের শরৎকালে জার্মানী পরাজিত হইবে। তবে তাহার পর জাপানের পতন হইতে ৬ মাসও লাগিতে পারে আবার ৩ বৎসরও লাগিতে পারে।

### ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউট

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউটের ১৯৪৩ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে নানাদিকে ইন্সটিটিউটের প্রশংসনীয় কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ উক্ত সমিতির জন্মকাল হইতেই উাহারা ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বার্থ ও উন্নতির কথা চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। শুধু চিন্তা করাই নহে, প্রচারকার্য ও অল্পবিধ সক্রিয় পন্থার আশ্রয় লইয়া দেশী বীমা ব্যবসায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উাহারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেবল ভারতীয় বীমার ক্ষেত্রেই ইন্সটিটিউটের দৃষ্টি নিবদ্ধ নাই অল্পবিধ জনহিতকর কার্যেও উাহাদের প্রচেষ্টা কম উল্লেখযোগ্য নহে। দৃষ্টান্তরূপ চম্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের বস্ত্রাবিধবস্ত্র অঞ্চলের দুর্গতদের সাহায্যার্থে ইন্সটিটিউটের সম্মোচিত অর্থ সংগ্রহ ও বণ্টন-ব্যবহার কথা উল্লেখ করা যায়। যুদ্ধ-জনিত প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ইন্সটিটিউটের আর্থিক অবস্থা পূর্ণা-পেক্ষা স্বচ্ছল হইয়াছে ইহা কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। উপরোক্ত বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউটের মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ হাজার ১১৯ টাকা। উহা হইতে সর্ববিধ ব্যয় নির্বাহ করিয়া ২৫৫ টাকা উদ্ধৃত হইয়াছে। ভারতীয় বীমার ক্ষেত্রে সুপরিচিত মিঃ এস সি

রায় সমিতির প্রেসিডেন্ট। তাহার ভ্রাতৃ বোণ্য ব্যক্তির নির্দেশ ও পরিচালনায় উক্ত সমিতির আদর্শ ও কর্ম প্রচেষ্টা যে আরও সফল হইতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

### যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে শিক্ষার স্থান

সম্প্রতি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রব্রত বলেন যে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকালে শিক্ষাকেই মূল সমস্তা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। নরবিধানে ভারতকে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে হইলে অধিকতর আর্থিক সহকারে ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিঃ জন সার্জেণ্টের যুদ্ধোত্তর কালীন শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন পরিকল্পনার প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন যে লোকায়ত্ত সরকার নিশ্চয়ই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সচেষ্ট হইবেন।

### মেদিনীপুরে আট লক্ষাধিক লোক কর্তৃক লক্ষ্মণখানার খাদ্য গ্রহণ

প্রকাশ, মেদিনীপুর জেলার কাঁচি মহকুমায় মোট ৮২২টি লক্ষ্মণখানায় প্রত্যাহ ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪৯৫ ব্যক্তিকে অন্ন দান করা হইতেছে। তন্মিষ্ট উপকূল অঞ্চলে ২৪৬৬৭ ব্যক্তি প্রত্যাহ চাউল ইত্যাদি রসদ হিসাবে পাইতেছে। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন মহকুমায় মোট ১৪৩০টি লক্ষ্মণখানায় প্রত্যাহ ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৮১ জন লোককে খাওয়ান হইতেছে এবং ৯০,৯০৪ ব্যক্তিকে অপকৃত খাদ্য দেওয়া হইতেছে।

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক

৪৩ নং ধর্মভালা স্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আর্থিক অবস্থা (হিসাব সাপেক্ষ)

|                                            |           |           |                            |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন                             | ১০,০০,০০০ | লক্ষ টাকা | ধার ও অগ্রিম দান           | ২২,৪৫,০০০ | লক্ষ টাকা |
| আদায়ীকৃত                                  | ৫,০০,০০০  | " "       | জি. পি. নোট ও শেয়ার       |           |           |
| কার্যকরী                                   | ৯১,৬৬,০০০ | " "       | বিনিয়োগ                   | ৩১,৫৭,০০০ | " "       |
| শাখাসমূহ :—হাওড়া, শালিখা, বেলুড়, বাঙ্গী, |           |           | নগদে ও স্বর্ণমানে জমা      | ২৫,৪২,০০০ | " "       |
| উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী।       |           |           | ডি এন মুখার্জি, এম, এল, এ, |           |           |
|                                            |           |           | ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।       |           |           |

নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক

স্থাপিত—১৯২৮—লিড—হেড অফিস—ময়মনসিংহ  
শাখা অফিস—

সেরপুর (ময়মনসিংহ)

কলিকাতা সেন্ট্রাল অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেনে খোলা হইয়াছে।

সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য দক্ষতার সহিত করা হয়।

কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার জন্য অভিজ্ঞ এজেন্ট, ক্যাশিয়ার, গ্র্যাকাউন্টেন্ট ও ক্লাক আবশ্যিক। আবেদন করুন। ক্যাশিয়ারের জামিন দিতে হইবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :—এস, কে, রায়।

### ভারতে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ

বৃহৎ বাধিব্যবসায়ের পর ভারতবর্ষে রাজস্বের কতটা অংশ প্রত্যক্ষ কর হইতে আদায় হইয়াছে নিম্নের তুলনামূলক তালিকা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

(কোটি টাকা হিসাবে)

| বৎসর            | মোট রাজস্ব | মোট আয়কর |
|-----------------|------------|-----------|
| ১৯৩২-৪০         | ৮১'৮৫      | ১৯'৩৭     |
| ১৯৪০-৪১         | ৭৯'৬৬      | ২৫'২৩     |
| ১৯৪১-৪২         | ১০৩'২৬     | ৪৪'০৬     |
| ১৯৪২-৪৩ (বাজেট) | ১২০'৬৯     | ৬৩'৯৯     |
| ১৯৪২-৪৩         |            |           |
| (সংশোধিত বাজেট) | ১৩২'০৪     | ৭৮'০০     |
| ১৯৪৩-৪৪ (বাজেট) | ১৬৬'৩৬     | ১০২'০০    |

১৯৩২-৪০ সাল হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট পর্যন্ত উপরোক্ত তালিকা অনুসারে মোট রাজস্বের তুলনায় মোট আয়করের হার দাঁড়াইতেছে যথাক্রমে শতকরা ২৪ ভাগ, ৩৩ ভাগ, ৪৩ ভাগ, ৫৩ ভাগ, ৫৯ ভাগ ও ৬১ ভাগ। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট রাজস্বের এবং মোট রাজস্বের তুলনায় মোট প্রত্যক্ষ করের হারের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও গ্রেট ব্রিটনের উক্ত দুই প্রকার হারের এক তুলনামূলক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(শতকরা হিসাবে)

১৯৪২-৪৩

| দেশ                  | মোট ব্যয়ের তুলনায় রাজস্ব | মোট রাজস্বের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ভারতবর্ষ             | ৫৫                         | ৬১                                |
| গ্রেট ব্রিটন         | ৫০                         | ৬৪                                |
| মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র | ২৬                         | ৩৭                                |
| ক্যানাডা             | ৫০                         | ৬৪                                |

### মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরোপকরণ বৃদ্ধির স্বরূপ

গত ১৯৪০ সালের মে মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরোপকরণের উৎপাদনের মাসিক পরিমাণ হিসাব করা হইয়াছিল ১০ লক্ষ ডলার। (প্রতি ১০০ ডলারে ৩৩২৫০ আনা।) বর্তমানে সমরোপকরণ উৎপাদনের মাসিক পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ক্রিষ্টাব্দিক ১ হাজার ৫ শত কোটি ডলার। অর্থাৎ তিন বৎসর কাল সময়ের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমরোপকরণের মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে ৪ শত কোটি ডলারের সমরোপকরণ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। এবারের মহাযুদ্ধে অর্ডারের পরিমাণ এখন ৬ হাজার কোটি ডলারের উপরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

### কালিম্পংএ অগ্নিকাণ্ডে বিপুল ক্ষতি

বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে কালিম্পং শহরের বাজার এলাকায় যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয় তাহার ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

### শরকরা শিল্পে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের স্থান

বর্তমান ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকাবাদের রোটারী ক্লাবের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে "সুগার ইণ্ডাস্ট্রি এ্যাসোসিয়েশন" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ এম পি গান্ধী বলেন যে, ভারতের সাদা চিনির মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের। ইহার কারণ এই যে, ভারতের ইক্ষু উৎপাদনের মোট জমির শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ যুক্ত-প্রদেশ ও বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া ঐ দুই প্রদেশে ইক্ষু বেশ সুবিধা দরে পাওয়া যায় এবং ইক্ষু সর-বরাহের সুযোগ সুবিধাও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ঢের বেশী। বর্তমানে ভারতবর্ষের চিনি ব্যবহারের গড়পড়তা পরিমাণ ১১ লক্ষ টনের অধিক নহে। মিঃ গান্ধী আশা করেন যে, ভারতের চালু চিনির কলগুলিতে পুরাদমে কাজ চলিলেই কম পক্ষে ১৫ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইতে পারে।

### যৌগ কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ

"ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারের" জমি ও কসল বিভাগ হইতে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, শস্তোৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে ভারতে যৌগ অথবা যুক্ত কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। যুক্ত প্রচেষ্টার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে দেখিলে অধিকাংশ লোকে উহার সমর্থন করিবেন। যে অল্প সংখ্যক লোক উহার সমর্থন করিবেন না প্রয়োজনীয় আইন বিধি-বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বাধ্য করা যাইতে পারে।

### ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল বন্ধ

কলিকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্রগণ ষষ্ঠ বর্ষে করায় বাঙ্গলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্কুলটি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

### মুদ্রা-ক্ষমতার উঠানামার তালিকা

গত এপ্রিল (১৯৪০ সাল) মাস হইতে অক্টোবর পর্যন্ত চলতি নোট ও এক টাকার মুদ্রার মোট পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(কোটি টাকা হিসাবে)

| ১৯৪০ সাল   | চলতি নোট | এক টাকার মুদ্রা | মোট প্রচলিত নোট ও মুদ্রা |
|------------|----------|-----------------|--------------------------|
| এপ্রিল     | ৩৪'০৩    | ৩'৩১            | ৩৭'৩৪                    |
| মে         | ২৬'৫০    | ৩'৫৬            | ৩০'০৬                    |
| জুন        | ১৯'২৪    | ২'৪৯            | ২১'৭৩                    |
| জুলাই      | ১৭'০০    | ০'৯৭            | ১৮'০০                    |
| আগষ্ট      | ১৪'২৬    | ০'৪৭            | ১৪'৭৩                    |
| সেপ্টেম্বর | ৫'০৪     | ০'১২            | ৪'২২                     |
| অক্টোবর    | ২২'৪১    | ১'৪০            | ২৩'৮১                    |
| মোট        | ১৩৮'৫১   | ১২'০৮           | ১৫০'৫৯                   |

### বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে আসামের সাহায্য

বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য আসামের গভর্নর যে আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে আসামের অধিবাসিগণ ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং ১১ হাজার মণ ধান চাউল দান করিয়াছেন। নগদ অর্থ বেঙ্গল সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটি দেওয়া হইয়াছে। এই টাকা দ্বারা কয়লা ক্রয় করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। ধান চাউল সরাসরিভাবে বিভিন্ন জেলায় পাঠান হইতেছে।

### ভারতের দুর্ভিক্ষে দঃ আফ্রিকা হইতে প্রাপ্ত সাহায্য

বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে রিলিফ কার্যের জন্য জাম্বিয়া, উগান্ডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে স্ত্রার পুরুষোত্তম দাসের নিকট ১ লক্ষ ১২ হাজার ৪৮৭ টাকা পাঠান হইয়াছে। উক্ত অর্থ তিনি বেঙ্গল রিলিফ কমিটির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

## রোগের চিকিৎসায় : : রোগীর শুশ্রূষায়

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ  
হট ওয়াটার ব্যাগ্  
আইস ব্যাগ্

হাওয়াযুক্ত বালিস্  
এয়ার রিং ও কুশন্  
ডাক্তারী দস্তানা ও এপ্রণ

ইত্যাদি

ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরী রবারের জব্বাদি কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে ও হাসপাতালে সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সময় ফিরে এলে আমরা আবার আগের মতই আমাদের তৈরী জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবো।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক্স (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা : : বোম্বাই

**সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের অবস্থা**

বর্তমানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকেরা সপ্তাহে একদিন ছুটি পায়। সপ্তাহে তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ ৬৬ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। শ্রমিকদের মাসিক আয় ৩০০ রুবল হইতে ৮৬০ রুবল। পড়-পড়তা হিসাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকেরা এক মাসের বেতন দ্বারা সমস্ত খণপত্র ক্রয় করিয়া থাকেন।

**বিমানযোগে ভিটামিন ক্যাপসুল আমদানী**

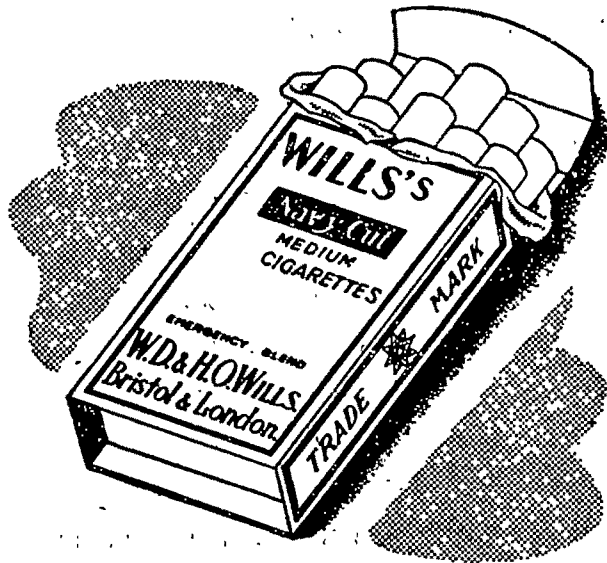
বাল্জলার দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যাধিগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য বিলাত হইতে ১০ লক্ষ ভিটামিন ক্যাপসুল আসিয়া পৌছিয়াছে। আমাশয় রোগের চিকিৎসার জন্য কিছু "সালফাথুরানি ডাইন"ও শীঘ্রই বিমানযোগে আসিয়া পড়িবে বলিয়া আশা করা বাইতেছে।

**মহীশূর রাজ্যের খাদ্যনীতি**

সম্রাতি মহীশূর রাজ্যে এই মর্মে এক আদেশ জারী করা হইয়াছে যে, নির্দিষ্ট মূল্যে গভর্ণমেন্ট ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কোন প্রকার খাদ্যশস্য বিক্রয় করা যাইবে না। কৃষক এবং জোতদারেরা নিজেদের প্রয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য রাখিতে পারিবেন অতিরিক্ত সমস্ত মাল চাহিবা-মাঝে নির্দিষ্ট দরে গভর্ণমেন্টের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে।



**“মূল্যের বিনিময়ে ইহা ইহে সন্মোহকৃষে”**



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

## ভারতের কাপড়ের কলে ভারতীয় সুতার ব্যবহারের পরিমাণ

যুদ্ধ বাধিবার পর চার বৎসরে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের কাপড়ের কলগুলিতে কি পরিমাণ দেশীয় সুতার ব্যবহার হইয়াছে নিম্নের তালিকা দৃষ্টে তাহা বুঝা যাইবে। তুলার মরশুম বরিয়া যে তুলার বৎসর গণনা করা হয় তাহা ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত।

(চার-শত পাউণ্ডের এক-একটি বেলের  
হাজার বেল হিসাবে)

### ব্রিটিশ ভারত

|                    | ১৯৪২ | ১৯৪১ | ১৯৪০ | ১৯৩৯ |
|--------------------|------|------|------|------|
|                    | —৪৩  | —৪২  | —৪১  | —৪০  |
| বোম্বাই            | ১৯৩৯ | ১৭৪৪ | ১৫৮০ | ১১৭২ |
| মাদ্রাজ            | ৬৪৭  | ৫২৪  | ৫২৫  | ৫০৭  |
| যুক্ত-প্রদেশ       | ৪৩৭  | ৪২৭  | ৬৮১  | ৩৪৯  |
| মধ্যপ্রদেশ ও রেবার | ১৭৪  | ১৭৮  | ১৫৩  | ১৪২  |
| বালুচ              | ১৩৬  | ১২৫  | ১৩৫  | ১১১  |
| পাঞ্জাব ও দিল্লী   | ১৭৫  | ১৭৯  | ১৭১  | ১৬৫  |
| বাকী ভারত          | ৫৯   | ৬৪   | ৪৭   | ৪৪   |
| ব্রিটিশ ভারতের মোট | ৩৫৬৯ | ৩৩৩৫ | ২৯৯৪ | ২৪৯৩ |

### দেশীয় রাজ্য

|                             |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| হায়দরাবাদ                  | ৮৩   | ৮৩   | ৭২   | ৬৭   |
| মহীশূর                      | ৭৭   | ৭৪   | ৬৫   | ৬৭   |
| বরোদা                       | ৮৭   | ৯০   | ৯১   | ৬৫   |
| গোয়ালিয়র                  | ৯০   | ৯৪   | ৯৫   | ৮৮   |
| ইন্দোর                      | ১৪৯  | ১৪৮  | ১৩৮  | ১২০  |
| কাথিয়াওয়ার                | ৬৫   | ৬০   | ৫০   | ৪৬   |
| পণ্ডিচেরী ও<br>অন্ধ্র রাজ্য | ১৫৭  | ১৩৭  | ১০৮  | ১০২  |
| দেশীয় রাজ্যের মোট          | ৭১১  | ৬৯০  | ৬২২  | ৫৫৬  |
| সর্বমোট                     | ৪২৮০ | ৪০২৫ | ৩৬১৬ | ৩০৪৯ |

### আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন

সম্প্রতি আমেরিকার হুট্টিং সহরে অনুষ্ঠিত ঋতু সম্মেলন এবং এ্যাটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত মিত্রপক্ষীয় সাহায্য দান ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিষদের বৈঠকের মত শীতল লণ্ডন সহরে একটি মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহের শ্রমিক সম্মেলনের আয়োজন করা হইতেছে বহিরা জ্ঞানিতে পারা গিয়াছে। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কিছুদিন পূর্বে মিঃ এন্টনী ইডেন কমন্স সত্য বলেন যে, অতলান্তিক সনদের বিধানসমূহ কার্য-করী করিবার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক আফিসকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। যুদ্ধোত্তর কালের সমাজ সংগঠনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আফিস (আই, এল, ও) যে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রমিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আফিসের সম্বন্ধ সুনির্দিষ্টভাবে স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন। আগামী লণ্ডন সম্মেলনে খুব সম্ভব এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

## বিলাতে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধন বিল

বিভারিজ পরিকল্পনার কয়েকটি নীতি কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বিলাতের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধন করিবার জন্য সম্প্রতি কমন্স সভায় একটি বিল উত্থাপন করা হয়। বিলের উল্লেখযোগ্য ধারার মধ্যে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির কথা আছে :—কোন শ্রমিক সম্পূর্ণ অশক্ত হইয়া পড়িলে নিজের জন্য প্রাপ্য ভাতা ছাড়াও পত্নীর জন্য সপ্তাহে ৫ শিলিং অতিরিক্ত ভাতা পাইবে। যদি ১৩ সপ্তাহের অধিককালের জন্য কোন শ্রমিকের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে সপ্তাহে ১০ শিলিং অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হইবে। অবশ্য সপ্তাহে ৫০ শিলিং-এর বেশী ক্ষতিপূরণ ভাতা দেওয়া হইবে না। শিশুদের জন্য বর্তমানে যে ভাতা দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া প্রত্যেক শিশুর জন্য ৫ শিলিং করিয়া ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। এককালীন ক্ষতি-পূরণ হিসাবে পূর্বে ৩০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়া হইত, উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৪০০ পাউণ্ড ধার্য করা হইয়াছে। যে সকল শ্রমিকের ছেলে মেয়ে আছে তাহাদের ক্ষেত্রে এককালীন ক্ষতি পূরণের পরিমাণ ৭০০ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮০০ পাউণ্ড করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা

অবশ্য সাময়িক। এই সকল ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে বাৎসরিক ২ কোটি পাউণ্ড ব্যয় পড়িবে। পূর্বে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কার্যে ব্যবহৃত বার্ষিক ১ কোটি ৬৬ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইত।

### প্রচুর রেজগী তৈরীর সংবাদ

সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, লাহোরে নব প্রতিষ্ঠিত টাকশালে গত অক্টোবর মাস হইতে প্রচুর খুচরা মুদ্রা তৈরী হইতেছে। ভারতের তিনটি টাকশালে রেজগী-তৈরীর কাজ বেরপ ক্ষমতাবিশিষ্ট অগ্রসর হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই হরত মাসিক ১৭ কোটি খুচরা মুদ্রা তৈরী হইতে পারিবে। ভারতীয় টাকশালের ইতিহাসে এত অধিক হারে আর কখনও রেজগী তৈরী করা হয় নাই। উক্ত বিবৃতিতে আবার দেওয়া হইয়াছে যে অদূর ভবিষ্যতে আর রেজগীর অভাবে জনসাধারণকে অসুবিধার পড়িতে হইবে না। বাহারা রেজগী মজুত করিয়াছে তাহাদিগকেও অবিলম্বে মজুত খুচরা মুদ্রা বাজারে ছাড়িতে বলা হইয়াছে।

### ভারতবর্ষ হইতে কমলা রপ্তানী

প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় যুক্ত সাময়িক কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশে ১৭৭ লক্ষ টন কমলা রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হইতেছে।



## সুবারবন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

২২, ইন্ডিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা

( ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ৯৪-এ বিধান অনুসারে এই কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়টি পরিষ্কার বৃত্তিতে হইবে যে, এই অনুমতি দেওয়ার ভারত গভর্নমেন্ট কোম্পানীর পরিকল্পনার সূচনাতা বা সে সম্বন্ধে প্রকাশিত কোন বিবৃতি বা অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না। )

- প্রায় প্রারম্ভ হইতেই নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রদান করা হইতেছে।
- পরিচালকমণ্ডলী ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট সামান্য শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার মনস্থ করিয়াছেন।

ফোন :

ক্যালকাটা—৪৮৬১

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :

মিঃ বি, সি, দাস, এম এ বি-এল।

## নূতন ধরনের ঋণপত্র প্রচার

মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের ব্যবস্থা হিসাবে ভারত সরকার 'প্রাইজ বন্ড' নামক এক প্রকার পুরস্কার-ঋণপত্র প্রচার করিয়াছেন। এই ঋণে কোনও ক্ষুদ্র দেওয়া হইবে না, তবে উহাতে "স্টেট লটারীর" একটা আকর্ষণ থাকিবে। পুরস্কার পরিকল্পনায় যে সকল ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই বর্তমান ব্যবস্থা তাহাদের অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা লাঘব করিবার একটা প্রলোভন হিসাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই ঋণ ১৯৪২ সালে ক্রয় মূল্যে পরিশোধ করা হইবে।

এই ঋণপত্র ১০০ টাকা এবং ১০ মূল্যের হইবে। ইহার ক্ষুদ্র কোনও ক্ষুদ্র দেওয়া হইবে না, তবে যে সিরিজের ঋণপত্র বিক্রয় সম্পূর্ণ হইবে, ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রতি ছয় মাস অন্তর ঐ সিরিজের একটা লটারী হইবে। প্রত্যেক সিরিজে ১০০ টাকার অথবা ১০ টাকার ১ লক্ষ ঋণপত্রের মূল্য যথাক্রমে ১ কোটি ও ১০ লক্ষ টাকা হইবে। যে সিরিজের ঋণপত্র বিক্রয় সম্পূর্ণ হইবে, প্রতি বৎসর ১৫ই জানুয়ারী এবং ১৫ই জুলাই তাহার লটারী হইবে। যে ঋণপত্রের নামে পুরস্কার উঠিবে, সেই ঋণপত্রের ক্রেতাকে পুরস্কারের টাকা দেওয়া হইবে। ১০০ টাকার ঋণপত্রের পুরস্কার ১ লক্ষ এবং ১০ টাকার ঋণপত্রের পুরস্কার ১০ হাজার টাকা হইবে। ১০০ টাকার ঋণপত্র সম্পর্কে পুরস্কারের হার নিম্নরূপ হইবে:—প্রথম পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৪০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় ১০ হাজার টাকা। ১০ টাকা সিরিজের ঋণপত্রের প্রথম পুরস্কার ২৫০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার দুইটি ১২৫০ টাকা হিসাবে ২৫০০ টাকা, এতদ্ব্যতীত ৫০০ টাকা হিসাবে ৫টি পুরস্কারের মূল্য ২৫০০ টাকা এবং ২৫০ টাকা হিসাবে ১০টি পুরস্কারের মূল্য ২৫০০ টাকা—মোট ১০ হাজার টাকা। এই সকল পুরস্কারের টাকার কোন আয়কর দিতে হইবে না। ১০ টাকা সিরিজের পুরস্কারের টাকা নগদ দেওয়া হইবে। কিন্তু ১০০ টাকা সিরিজের ঋণপত্র সম্পর্কে পুরস্কারের সমস্ত টাকা নগদ দেওয়া হইবে না। অর্ধেক টাকা নগদ এবং বাকী অর্ধেক টাকার জন্ম প্রাপকের অভিজ্ঞতার অনুসারে জাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট অথবা ডিপোজিট বন্ড দেওয়া হইবে।

## সমুদ্র পীড়া নিবারক ঔষধ

ক্যানডেডিয়ান নৌ-বিভাগের ডাক্তারগণ সমুদ্র পীড়া নিবারণের জন্ম একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। সমুদ্র এবং বিমান ভ্রমণে বাহারা অনভ্যস্ত হঠাৎ জাহাজ বা বিমানে উঠিলে তাহাদের মাথা ঘোরে এবং বমনোদ্বেগ হয়। এই নূতন ঔষধ খাইলে আর উক্ত রোগ হইতে পারে না। ক্যাপসুলে ভরিয়া ঔষধটি বিমান বা সমুদ্র যাত্রার বস্তু হই পূর্বে খাইতে দেওয়া হয়। প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর এই ক্যাপসুল ব্যবহার করা যায়।

## শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা

কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক রিসার্চ এবং রিসার্চ ইউটিলিজেশন কমিটির সভায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যের উন্নতি এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ-যাহাতে প্রসার লাভ করে তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ম দুইটি পৃথক কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। এদেশে গভর্ণমেন্ট, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে সকল গবেষণাগার আছে তৎসম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ এবং যুগোত্তরকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যে এই সকল বিভিন্ন গবেষণাগারের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় সাধন করা যায় তৎসম্পর্কে প্রথমোক্ত কমিটি তিন মাসের মধ্যেই রিপোর্ট দিবেন। এই দিক হইতে কমিটির কার্য ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ব্রিটেন এবং উপনিবেশসমূহের শিল্প-গবেষণাগারসমূহও এইরূপ সংযোগ স্থাপনের জন্ম আগ্রহী। উক্ত কমিটির কার্যের জন্ম গভর্ণমেন্ট ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। রিসার্চ ইউটিলিজেশন কমিটির গবেষণার ফলাফল কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ম যে কমিটি গঠিত হইয়াছে স্তার শ্রীরাম এবং স্তার এ এইচ গজনবী যথাক্রমে উহার সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

## সিলেক্ট কমিটিতে মাধ্যমিক শিক্ষা

## বিলের আলোচনা

সিলেক্ট কমিটিতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

## ভারতীয় কয়লা শিল্পের সমস্যা

বর্তমান কয়লার অভাব এবং কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় তাহা আলোচনার জন্ম গত সপ্তাহে ধানবাড়ী একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার, বাঙ্গলা সরকার ও বিহার সরকারের প্রতিনিধিগণ, খনি মালিকগণের তিনটি সমিতির প্রতিনিধি এবং কয়লা খনি শ্রমিকগণের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রমুখ চিহ্ন ডাঃ বি আর আবেদকর উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, খুব ভাল ফসল হওয়ায় এবং বিভিন্ন সাময়িক কার্যে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লা খনিতে শ্রমিকের অভাব হইয়াছে। মালিক সমিতিগুলি অবশ্য সাময়িক ভাবে, যুদ্ধ-পূর্ব কালের তুলনায় শ্রমিকদের বেতন শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করিতে স্বীকৃত হন।

## মাছের চাষ বৃদ্ধির সুপারিশ

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারের মৎস বিভাগের সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, স্বাভাবিকের প্রতাপূর্ণক হিসাবে মাছের চাষ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতবর্ষে বার্ষিক ৬০ লক্ষ টন মাছ ধরা হইতেছে। নৌকা, মোটরচালিত নৌকা, মৎস সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে আরও বহুগুণ বেশী মাছ ধরা সম্ভব। সেন্ট্রাল কটন কমিটির মত একটি সেন্ট্রাল ফিসারী কমিটি গঠনের জন্মও গভর্ণমেন্টের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে।

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতি ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভুক্তিলাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্‌ লিঃ

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্‌

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ক্যালকাটা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান অনাড়ম্বরে কাজ করিয়া  
যাইতেছে। সকল রকমের ব্যাঙ্কিং কাজ করা হয়। ভারতের  
প্রধান প্রধান ব্যবসায়িকদের সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে।

লেনদেনের সর্ব সুবিধা জনক

তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া দেওয়া হয়।

এম কে নন্দী,  
সেক্রেটারী।



## ব্রহ্ম প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থী সম্পর্কে মিত্রপক্ষীয় সাহায্য পরিষদ

আপানী অভিযানের ফলে ব্রহ্মদেশ এবং মালয় হইতে যে সকল ভারতবাসীকে সম্পত্তি এবং জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে তাহাদিগকে সাহায্য দানের জন্য ভারত সরকার মিত্রপক্ষীয় সাহায্যদান ও পুনর্গঠন পরিষদের নিকট যে সুপারিশ করেন, প্রকাশ, ভবনস্বারে পরিষদ মালয় এবং ব্রহ্ম প্রত্যাগত ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থীদিগকে সাহায্য লাভের সুবিধা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। মালয় এবং ব্রহ্ম প্রত্যাগত বহু সংখ্যক ভারতীয় এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিতেছিলেন। খুব সম্ভব প্রাচ্যখণ্ডের জন্ত মিত্রপক্ষীয় সাহায্য দান ও পুনর্গঠন পরিষদের হেড কোয়ার্টার আপাততঃ ভারতবর্ষেই স্থাপিত হইবে।

### বর্তমান বৎসরে জীবন বীমার পরিমাণ বৃদ্ধি

এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, বর্তমান বৎসরে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলির কাজ কারবারের পরিমাণ ১৯৪২ সালের তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে। কোন কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে জীবন বীমার কাজ গত বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

### কলিকাতার খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুবিধা

প্রকাশ, রেশনিং কন্ট্রোলার কলিকাতার প্রোসাস এসোসিয়েশনকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কলিকাতা সহরে যে রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে, তাহাতে খুচরা দোকানদারদিগকে কোন প্রকার সুবিধা দেওয়া হইবে না বলিয়া গভর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

### জার্মানীতে বিমান আক্রমণে নিহতের সংখ্যা

প্রকাশ, গত ১লা এপ্রিল হইতে ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত মিত্রপক্ষীয় বিমান আক্রমণের ফলে জার্মানীতে ১০২৪৬ জন ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

## দামোদর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কমিটি

দামোদর নদের বস্ত্র নিয়ন্ত্রণকল্পে স্থায়ীভাবে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য এবং বিশেষ করিয়া গত ১৯২০ সালে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ই এল মাস বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ জলাধারসমূহ নির্মাণের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার উপযোগিতা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য বাদলার গভর্ণর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।—

(১) চেয়ারম্যান—বর্তমানের মহারাষ্ট্রাধিরাজ বাহাদুর উদয়চাঁদ মহতাব এম; এল, এ, (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহা, (৩) সেন্ট্রাল ইরিগেশন ও পুণা হাইড্রোডায়নামিক রিসার্চ স্টেশনের ডাইরেক্টর মিঃ সি, সি, ইংলিশ, (৪) বাদলার কনজারভেটর অব ফরেস্টস্ (৫) বিহারের কনজারভেটর অব ফরেস্টস্ (৬) বিহারের পুর্ন ও সেচ বিভাগের ডিপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার, (৭) কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের চীফ রিটার সার্ভিসার, (৮) বাদলার পুর্ন ও সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার, (৯) পাঞ্জাবের কানোয়ার সায়েন, (১০) বাদলার রিটার সার্চ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর ডাঃ এন, কে বসু, (সেক্রেটারী)।

### কারিগরী ও শিল্প শিক্ষার ব্যাপক পারিকল্পনা

বাদলার কারিগরী ও শিল্প শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এবং উক্ত বিষয়সমূহে উচ্চ শিক্ষা দানের নিমিত্ত একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গভর্ণর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন:—চেয়ারম্যান—মিঃ এফ রহমান, এম এ, বি এল, এম এল এ; সদস্যগণ—(২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের কলিত পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ পি এন ঘোষ, (৩) যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ডাঃ এইচ এল রায়; (৪) প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ মহম্মদ কুদরৎ-ই-খোদা, (৫) শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এ এইচ পাঠো, (৬) কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক মিঃ জে এম সেন, (৭) ডাঃ জে এন মুখার্জি, (৮) ডাঃ ডি এন ঘোষ (সেক্রেটারী)।

### নতুন শজী উৎপাদন

২৪-পরগণার বোড়াল কৃষিশালার মিঃ এস, পি, ব্যানার্জি, ফুলকপি এবং বাগাকপির বিশ্লেষণে এক প্রকার নতুন শজী উৎপাদন করিয়াছেন। দেখিতে ফুলকপির মত হইলেও উক্ত শজীর পাতাগুলি বাগাকপির মত। ফুলকপির মত ফুটিয়া গেলেও উহার পাতাগুলি কচি এবং নরম থাকে। এই শজীটি খাইতেও খুব সুস্বাদু। সম্ভ্রতি কলিকাতার খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি প্রদর্শনীতে উহার একটি নমুনা প্রদর্শিত হয়।

## যুদ্ধের পর ব্রিটেন কি গরীব হইয়া পড়িবে?

যুদ্ধের পর ব্রিটেন কি গরীব হইয়া পড়িবে? এই প্রশ্ন লইয়া বিলাতে আজ যথেষ্ট আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। এ সম্পর্কে "নিউজ ক্রনিকল" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধশেষে ব্রিটেন নিশ্চয়ই অনেক দরিদ্র হইয়া পড়িবে। বিদেশে যে সকল বিলাতী মূলধন খাটিতেছিল তাহার অধিকাংশই বর্তমানে হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। এই সকল মূলধন হইতেই ব্রিটেনে বার্ষিক ২০ কোটি পাউণ্ড লভ্যাংশ আসিত। যুদ্ধের ফলে ব্রিটেনে বাড়ী ধরের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার মূল্যও ২০ কোটি পাউণ্ডের কম নহে এবং সমপরিমাণ মূল্যের বাণিজ্য আহাজ-ক্ষয় হইয়াছে।

### কেডারেশন অব চেম্বার্স অব কমার্সের প্রস্তাব

ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে ১৬ মাসের ও অধিককাল যাবৎ আটক রাখার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং অবিলম্বে তাহাদের মুক্তির দাবী জানাইয়া ভারতীয় কেডারেশন অব চেম্বার্স অব কমার্সের কার্য নির্বাহক সভার সম্মতি এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কার্য নির্বাহক সভার মতে যখন ইউরোপীয় মহাব্যুৎপাদন হইবার উপক্রম দেখা দিয়াছে তখন জাতীয় নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করা হইলে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হইবে, কেবল মাত্র সেইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থাতেই ভারতবর্ষ তাহার বখাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে এবং যুদ্ধোত্তর সমস্ত সমাধানে কার্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

## ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন: কলি ৬৮-৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিকাতা  
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০  
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫  
আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যখনাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোপায় সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুরোধে জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),  
মায়ারগঞ্জ এবং ঢাকা  
পে অফিস: মিরকাবিল  
প্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## পাইওনিয়ার

### ব্যাঙ্ক লিমিটেড

#### সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলিকাতা শাখা—১২২, ক্লাইভ রো

হেড অফিস:  
কুমিল্লা

- কর্মতৎপরতা
  - দক্ষতা
  - সততা
  - সৌজন্য
- আমাদের  
"সেবাসম্মত"

স্থাপিত—  
১৯২৩

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর:

মিঃ অশ্বিনচন্দ্র দত্ত, এম-এল-এ, কেন্দ্রীয়

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### নূতন বোধ কোম্পানী

বাক্সলা

সেন্ট্রাল পাণিহাটী কোল কোং লিঃ—

ডিরেক্টর মিঃ বি সি দত্ত। ঠিকানা—১১ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। অস্থায়ী মূলধন ৫০ হাজার টাকা। কয়লার খনির মালিক।

বিহার টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ

এন হিমংসিংহ। ঠিকানা—৯ অগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা। অস্থায়ী মূলধন ৫০ হাজার টাকা। কাপড়ের ব্যবসা।

জয়পুরিয়া কাকোরা কলিমারিজ্ লিঃ—

ডিরেক্টর মিঃ জয়পুরিয়া। ঠিকানা—৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। অস্থায়ী মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কয়লার খনি, কয়লার ব্যবসা, সিমেন্ট প্রস্তুত ইত্যাদির ব্যবসা।

বোম্বাই

ডব্লিউ এ হেণ্ডারসন (ইণ্ডিয়া) লিঃ—

ডিরেক্টর মিঃ ডব্লিউ এ হেণ্ডারসন। ঠিকানা—

১২৩ এসট্রানেড রোড, বোম্বাই। অস্থায়ী মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্কেট।

ভারতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—

ডিরেক্টর মিঃ এস আর স্মৃতি। ঠিকানা—খেতওয়াদি লেন, গলিতা, বোম্বাই। অস্থায়ী মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। বাতব জব্য প্রস্তুতের কারখানা।

বিজাপুর মোটর ইউনিয়ন লিঃ—ডিরেক্টর

মিঃ এইচ এফ কাম্বাত। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অস্থায়ী মূলধন ১ লক্ষ টাকা। বাস সার্ভিস।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

রাজা সুগার কোং লিঃ—গত ৩১শে মে পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ২২।০

আনা। বুলান্দ সুগার কোং লিঃ—গত ৩১শে মে পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ২২।০ আনা। ফলতান সুগার ওয়ার্কস্ লিঃ—গত

৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ২০।০ টাকা। এলগিমি মিলস্ কোং

লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৪০।০ টাকা। কেরু এণ্ড কোং

লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ১২।০ আনা। টাঁপদানী জুট

কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক শতকরা ৫।০ টাকা। এ্যালকালি

এণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম

বার্ষিক শতকরা (আয়কর মুক্ত) ৫।০ টাকা। রামপুর মেইজ প্রোডাক্টস্ লিঃ—গত ৩১শে

জুলাই পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম প্রতি শেয়ারে ৫।০ টাকা হিসাবে। শ্রমহ কোং লিঃ—গত ৩০শে

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম বার্ষিক শতকরা ১৫।০ টাকা। ইণ্ডিয়া জুট কোং লিঃ—গত

৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম বার্ষিক শতকরা ২।০ আনা।

## দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক”

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

|                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| অস্থায়ী মূলধন           | ... | ৩,৫০,০০,০০০ টাকা |
| বিক্রীত মূলধন            | ... | ৩,৩৬,২৬,৪০০ টাকা |
| আদায়ীকৃত মূলধন          | ... | ১,৬৮,১৩,২০০ টাকা |
| রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল | ... | ১,৪৮,৩২,০০০ টাকা |

১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ... ৭২,২৭,৬৮,০০০ টাকা

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি

—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| মিঃ হরিদাস মাধব দাস,    | মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম,     |
| মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস,   | মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাভাউ,     |
| মিঃ দিনশা ডি, রোয়ার,   | মিঃ আরদেশীর দালাল, কে, টি,  |
| মিঃ বিঠলদাস কাকি,       | মিঃ হরমুজি জেমজি, কমিশনারিট |
| মিঃ হরমহম্মদ এম, চিনয়, |                             |

অণ্ডন এজেন্টস—মেসার্স বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং

মেসার্স মিডল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি প্যারাটি টাউ কোং অব নিউইয়র্ক

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

সর্গাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখা—মেন অফিস—১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১নং ক্রস স্ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা—১০নং লিঙলে স্ট্রীট, শ্রাম-বাজার শাখা—১৩০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৮এ, রসা রোড। বাজলার শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদির, জলপাই-গুড়ী, কালিঙ্গা, দিনাজপুর ও বর্ধমান। বিহারের শাখা—জামশেদপুর, মহকুমাপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতাবারি, বেতিয়া, যশুকা, খাগা-রিয়া, বক্সোল, কাটিহার, নোগাছিয়া, ফরবেসগঞ্জ, কিষণগঞ্জ, সাহেব-গঞ্জ, ভাগলপুর, পাটনা ও সাহারাম (আরা)। উড়িষ্যা শাখা—সম্বলপুর।

## নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :

কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস

২২নং ক্যানিং স্ট্রীট।

কলিকাতার অন্যান্য শাখা :—

কলেজ স্ট্রীট, শ্রামবাজার ও বালীগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন :—১০ লক্ষ টাকার উপর

ডিপোজিট ১ কোটি ,, ,,

ভারতের সর্বত্র উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রের বিল আদায়ের ব্যবস্থা এবং ডাকযোগে বা টেলিগ্রাম বরাবরে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

নিমিত্তে

স্থাপিত—১৯৩৫

কোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাডো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বাজার স্ট্রীট (কলিকাতা)

বারিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইউ, পি)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন, বি, ঘোষ হস্তিদার।

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে পূর্বের মতই কলিকাতার টাকার বাজারে প্রচুর স্বচ্ছলতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এবার সপ্তাহে ঈদ ইত্যাদি উপলক্ষে বাজার তিন দিন বন্ধ ছিল। চাহিদা-মাত্র পরিশোধের কড়ারে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণের হ্রদের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এবার কোম্পানীর কাগজের বাজারে পূর্বেরকার স্থির ভাব বজায় ছিল।

এবারের একমাত্র ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের ব্যবস্থাকল্পে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কার ঋণপত্রের বোষণা। এই ঋণের মেয়াদ ৫ বৎসর। ইহাতে কোনও হ্রদ দেওয়া হইবে না। প্রত্যেক সিরিজে এক শত টাকা ও দশ টাকার ১ লক্ষ ঋণপত্রের মূল্য যথাক্রমে ১ কোটি টাকা ও ১০ লক্ষ টাকা হইবে। প্রতি বৎসর ১৫ই জানুয়ারী ও ১৫ই জুলাই লটারী হইবে। যে ঋণপত্রের নামে পুরস্কার উঠিবে সেই ঋণপত্রের ক্রেতাকে পুরস্কারের টাকা দেওয়া হইবে। পুরস্কারের টাকার কোনও আয়কর দিতে হইবে না। ৫০ হাজার টাকা হইতে ২৫০ টাকা পর্যন্ত অনেকগুলি পুরস্কার থাকিবে। এই পুরস্কার ঋণপত্রের কথা ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে। মনে হয় এই ঋণপত্র দেখিতে দেখিতে বিক্রীত হইয়া যাইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়-বাজারের অবস্থায় পূর্বের তুলনায় কোনরূপ উন্নতি বা পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। সামান্য পরিমাণ আমদানী বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে।

গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী

বিলের জন্ত যে টেন্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ২২৫/০ পাই দরের সমুদয় এবং ২২৫/০ দরের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আবেদনের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ১৮/১১ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই কেন্দ্রে বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং ২০শে ডিসেম্বর অস্ত্রান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আবেদন গৃহীত হইবে। বাহাদুর টেন্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৪শে ডিসেম্বর এবং যে সকল স্থানে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ছুটির দিন থাকিবে তথায় ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অস্ত্রান্ত সর্ব পূর্বের ভাষ।

আগামী ২২শে ডিসেম্বর যুক্তপ্রদেশ সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত বোম্বাই ও কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত টেন্ডারের আবেদন গৃহীত হইবে।

গত ৮ই ডিসেম্বর আসাম সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত যে টেন্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২৫২ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ৫/০ আনা ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর বাঙ্গলা সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত বোম্বাই ও কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত টেন্ডারের আবেদন গৃহীত হইবে। বাহাদুর আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২০শে ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অস্ত্রান্ত নিয়মাবলী পূর্ববৎ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আবেদন গৃহীত হইবে। বাহাদুর টেন্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৪শে ডিসেম্বর এবং যে সকল স্থানে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ছুটির দিন থাকিবে তথায় ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অস্ত্রান্ত সর্ব পূর্বের ভাষ।

### কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস : কুমিল্লা : : স্থাপিত ১৯১৪

#### মূলধন

|               |     |                     |
|---------------|-----|---------------------|
| অনুমোদিত      | ... | ১,০০,০০,০০০ টাকা    |
| বিলম্বিত      | ... | ৬০,০০,০০০ টাকা      |
| বিক্রীত       | ... | ৫২,০০,০০০ টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত     | ... | ২৯,০০,০০০ টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফাণ্ড | ... | ১২,৫০,০০০ টাকা      |

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এন, সি, দত্ত, এম, এল, সি

### কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি

সকল অবস্থাতেই

আপনাদের

সেবা করিতে

প্রস্তুত

হেড অফিস :—

৩১ ও ৪ হোয়ার ষ্ট্রট

কলিকাতা।

কোম : কলিকাতা ৬১১

শাখাসমূহ :—

ঢাকা, কালিম্পাং,

শিলিগুড়ী, শান্তিপুর,

রাজসাহী, বালী, বগুড়া,

কৃষ্ণনগর, তারকেশ্বর ও

রাণাঘাট।

শ্রামবাজার শাখা গত ৩রা ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী

৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

১১ই—১২/০; ১৪ই—১২/০ ১২/০ ১২/০; ১৫ই—১২/০। বড় ধেমো চই ডিঃ—২৮ ৮৮/০ ৮৮/০; ১১ই—৮৮/০; ১৪ই—২৮ ৮৮/০। বরাকর চই ডিঃ—২৪৮/০ ২৪৮/০ ২৪৮/০ ২৪৮/০ ২৪৮/০; ১৪ই—২৪৮/০ ২৪৮/০; ১৫ই—২৪৮/০। চুরুলিয়া চই ডিঃ—৩৮/০ ৩৮/০; ১৪ই—৩৮/০ ৩৮/০ ৩৮/০; ১৫ই—৩৮/০। ধেমো মেইন চই ডিঃ—১৭৮/০; ১৪ই—১৬৮/০ ১৭/০ ১৭/০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান চই ডিঃ—২৭৮/০ ২৭৮/০; ১১ই—২৭৮/০; ১৫ই—২৮। হরিলাদি চই ডিঃ—২১৮/০ ২২/০; ১১ই—২২৮/০; ১৫ই—২২/০। জয়ন্তী সেন্ট্রাল চই ডিঃ—৩৮/০ ৩৮/০ ৩৮/০; ১১ই—৩৮/০; ১৪ই—৩৮/০ ৩৮/০; ১৫ই—৩৮/০। কালাপাহাড়ী চই ডিঃ—২৮; ১১ই—২৮/০; ১৪ই—২৮। কাটাস বড়িয়া ১৪ই ডিঃ—৫০/০; ১৫ই—৫০/০। কুমারদি চই ডিঃ—১০/০ ১০/০; ১১ই—১০/০ ১০/০; ১৫ই—১০/০। মঙ্গলপুর চই ডিঃ—১৫৮/০ ১৫/০; ১৪ই—১৫৮/০ ১৫/০; ১৫ই—১৫/০। নিউ বীরভূম চই ডিঃ—২৮/০ ২৮/০; ১১ই—২৮/০; ১৪ই—২৮/০। নিউ মানভূম ১৫ই ডিঃ—৪৭। নর্থ দামুদা ১১ই ডিঃ—২৮/০; ১৪ই—২/০ ২/০; ১৫ই—২/০। পেক ভ্যালি চই ডিঃ—৪৫; ১৫ই—৪৪/০। বালীগঞ্জ চই ডিঃ—৩১৮/০ ৩১৮/০ ৩১৮/০; ১১ই—৩১৮/০ ৩১৮/০ ৩১৮/০ ৩১৮/০ ৩১৮/০ ৩১৮/০; ১৪ই—৩২/০ ৩২৮/০ ৩২৮/০ ৩২৮/০; ১৫ই—৩২৮/০ ৩২৮/০। শামলা চই ডিঃ—৫/০ ৫/০; ১৪ই—৫/০ ৫/০ ৫/০; ১৫ই—৫/০। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আগানগোল ১৫ই ডিঃ—৪৮/০। সেগু চই ডিঃ—১৮; ১৫ই—১৬৮/০ ১৭/০ ১৭৮/০ ১৭৮/০ ১৭৮/০ ১৮/০ ১৮/০। সাউথ করণপুরা চই ডিঃ—৮৮/০। ষ্ট্যান্ডার্ড চই ডিঃ—২৭। তালচের চই ডিঃ—৫৮/০ ৫৮/০ ৬/০; ১১ই—৬/০ ৬/০; ১৪ই—৬/০ ৬/০; ১৫ই—৬/০ ৬/০। ইউনিয়ন ১১ই ডিঃ—৩৮/০। ওয়েষ্ট আমুরিয়া ১৪ই ডিঃ—৩২; ১৫ই—৩২৮/০ ৩২/০ ৩২/০।

### কাপড়ের কল

বাসন্তী চই ডিঃ—১৩/০ ১৩/০ ১২৮/০; ১৪ই—১২৮/০। বেনারস কটন চই ডিঃ—১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০; ১১ই—১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০; ১৪ই—১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৪; ১৫ই—১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৪। বেঙ্গল লক্ষী ১৫ই ডিঃ—১৫৮/০। বেঙ্গল-নাগপুর ১৪ই ডিঃ—৩৫৮/০ ৩৫৮/০; ১৫ই—৩৫৮/০। কানপুর টেক্সটাইল চই ডিঃ—১৩৮/০; ১১ই—১৩৮/০ ১৩৮/০; ১৪ই—১৩৮/০; ১৫ই—১৩৮/০ ১৩৮/০ ১৩৮/০। চাকেশ্বরী ১৫ই ডিঃ—২৮৮/০। ডানবার চই ডিঃ—২৬৮/০ ২৬৮/০ ২৬৮/০। এলগিন মিলস্ চই ডিঃ—২৫ ২৫৮/০; ১১ই—২৪৮/০ ২৫; ১৫ই—২৫ ২৫৮/০ ২৫৮/০; ঐ (প্রেক) চই—২০২/০ ২১০/০। কেশোরাম চই ডিঃ—১৪৮/০ ১৪৮/০ ১৫; ১৪ই—১৪৮/০; ১৫ই—১৪৮/০ ১৪৮/০। মহালক্ষী কটন চই ডিঃ—৪৮/০ ৪৮/০; ১৪ই—৪৮/০; ১৫ই—৪৮/০। মুইর মিলস্ ১১ই ডিঃ—

৪৪৮/০; ১৪ই—৪৪৮/০। নিউ ভিক্টোরিয়া চই ডিঃ—১০৮/০ ১০৮/০ ১১/০ ১১/০ ১০৮/০; ১১ই—১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ১০৮/০ ১১; ১৪ই—১০৮/০ ১০৮/০ ১১/০ ১১/০; ঐ (প্রেক) ১৪ই—১৪৮/০ ১৫ ১৫/০; ১৫ই—১৪৮/০। প্রভাতী টেক্সটাইল ১৪ই ডিঃ—১১/০। শ্রীরাধেশ্বর চই ডিঃ—১৮/০; ১৫ই—১৮/০ ১৮/০; ঐ (প্রেক) ১৫ই—১০৭/০।

### ইলেকট্রিক

ঢাকা ১১ই ডিঃ—১৪৮/০; ঐ (প্রেক) ১১ই—১৪/০। অক্সলপুর ১১ই ডিঃ—১৬৮/০; ১৫ই—১৬৮/০ ১৬৮/০। পাটনা ১৪ই ডিঃ—১৬৮/০ ১৬৮/০। সাহজাহানপুর ১১ই ডিঃ—৮৮/০। ইউপি, ১৪ই ডিঃ—২১৭/০।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল চই ডিঃ—১৬৮/০ ১৬৮/০ ১৬৮/০ ১৬৮/০; ১৪ই—১৬৮/০। ব্রেথওয়েট ১৪ই ডিঃ—২৮/০; ১৫ই—২৮/০ ২৮/০। ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ চই ডিঃ—১৭/০; ১৪ই—১৭/০ ১৭/০ ১৭/০ ১৭/০। ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং চই ডিঃ—১৫৮/০; ১৪ই—১৫৮/০ ১৬ ১৬/০। বার্ড এণ্ড কোং ১৪ই ডিঃ—৩৮২/০। ইণ্ডিয়া মেশিনারী ১৫ই ডিঃ—১০৮/০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল চই ডিঃ—৩৪৮/০ ৩৪৮/০; ১১ই—৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০; ১৪ই—৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০; ১৫ই—৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০ ৩৪৮/০। জেসপ এণ্ড কোং চই ডিঃ—২০৮/০; ১৫ই—২১/০ ২০৮/০। কুমারখুবি ইঞ্জিনিয়ারিং চই ডিঃ—৮৮/০ ২ ২/০; ১১ই—২ ২/০; ১৪ই—৮৮/০ ২ ২/০ ২/০; ১৫ই—২৮/০ ২/০ ২/০ ২/০ ২/০ ২/০। মার্শালস্ এণ্ড কোং চই ডিঃ—৪৮/০ ৪/০ ৪/০ ৪/০; ১১ই—৪৮/০ ৪/০ ৪/০; ১৪ই—৪৮/০ ৪/০; ১৫ই—৪৮/০ ৪/০ ৪/০ ৪/০ ৪/০ ৪/০। শ্রীশাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল চই ডিঃ—১০৮/০ ১০/০ ১০/০; ১১ই—১০৮/০ ১০/০ ১০/০; ১৪ই—১০৮/০ ১০/০; ১৫ই—১০৮/০ ১০/০ ১০/০ ১০/০ ১০/০ ১০/০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং চই ডিঃ—২৮/০ ২/০; ১৪ই—২৮/০; ১৫ই—২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০; ১৪ই—২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০; ঐ (প্রেক) চই—১০০/০।

### পাটকল

আগড়পাড়া চই ডিসেম্বর—২৫৮/০। ম্যাংলো-ইণ্ডিয়া চই ডিঃ—৩৮২/০; ১৪ই—৩২০/০ ৩৮৮/০ (প্রেক) চই—১৭৭/০। অক্সলপুর চই ডিঃ—২৪৮/০ ২৪৮/০; ১১ই—২৪৮/০; ১৪ই—২৪৮/০। বালী ১৫ই ডিঃ—৩৪১/০। বরানপুর চই ডিঃ—১৬৮/০ ১৬৭/০ ১৬৮/০ ১৬৮/০ ১৭০/০; ১১ই—১৬৭/০ ১৪ই—১৬৮/০ ১৬৭/০। বেলেভেডিয়া ১১ই ডিঃ—৫০৫/০; ১৪ই—৫০৫/০ ৫০৬/০। বেঙ্গল ১৪ই ডিঃ—২৭৮/০। বিজলা (প্রেক) ১৪ই—১৪১/০। বজবজ চই ডিঃ—৪২৭/০ ৪২৮/০ ৪২৭/০

১৪ই—৪২৮/০। ক্যালকাটা ফুট চই ডিঃ—৩৪৮/০ ৩৪৮/০; ১৫ই—৩৫/০। চম্পাদানী চই ডিঃ—২২০/০; ১১ই—২২০/০; ১৪ই—২২১/০; ১৫ই—২২০/০। ডানহোর্সী ১৫ই ডিঃ—২৭৫/০ (প্রেক); ১৫ই—১৭৫/০। ডেন্টা (প্রেক) ১৫ই ডিঃ—১৪৮/০ ১৪৮/০। গ্যাংজে ১১ই ডিঃ—৪৩৮/০; ১৪ই—৪৩৫/০ ৪৩৬/০ ৪৩৭/০; ১৫ই—৪৩৬/০। গৌরীপুর চই ডিঃ—৭৮৫/০; ১৫ই—৭৮৮/০। হাওড়া চই ডিঃ—৬৩৮/০ ৬৪৮/০ ৬৪৮/০ ৬৪৮/০ ৬৪৮/০; ১৪ই—৬৩৮/০ ৬৩৮/০ ৬৪৮/০। হকুমচাঁদ চই ডিঃ—৩০/০; ১৪ই—২২৮/০ (প্রেক) ১৪ই—১৭০/০। ইণ্ডিয়া ১১ই ডিঃ—৫৪৩/০; ১৫ই—৫৪৮/০ ৫৪৩/০ ৫৪৫/০ ৫৪৬/০। কানারহাটী চই ডিঃ—৫৫৩/০ ৫৫৮/০; ১৪ই—৫৪৮/০। কাকিনাড়া ১৪ই ডিঃ—৪৬৫/০। কিনিসন ১৪ই ডিঃ—৩৬৩/০। ল্যাংডাউন ১১ই ডিঃ—১৮৮/০; ১৪ই—১২০/০। নৈহাটী ১৪ই ডিঃ—২৮৩/০ ২৮৪/০ ২৮২/০। নম্বরপাড়া চই ডিঃ—২৮/০। শ্রীশাল চই ডিঃ—২৭৮/০ ২৭৮/০; ১৪ই—২৭৮/০ ২৮/০; ১৫ই—২৭৮/০। প্রেসিডেন্সী চই—৬৮/০ ৬৮/০; ১১ই—৬৮/০; ১৪ই—৬৮/০ ৬৮/০ ৬৮/০; ১৫ই—৬৮/০ ৬৮/০। রামেশ্বরওয়া চই ডিঃ—১৫৮/০ ১৫/০; ১১ই—১৫/০ ১৫৮/০ ১৫৮/০ ১৫৮/০ ১৫৮/০; ১৪ই—১৫৮/০ ১৫৮/০ ১৫৮/০ ১৫৮/০; ১৫ই—১৫৮/০ ১৫৮/০ ১৫৮/০। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চই ডিঃ—১২ ১৮৮/০; ১৪ই—১২০/০। ষ্ট্যান্ডার্ড ১১ই ডিঃ—২৩২/০; ১৪ই—২৩২/০।

### রেলপথ

বর্ডমান-কাটোয়া রেলপথ চই ডিঃ—২৭৮/০। দাঙ্গিলিঙ-হিমালয়ান রেলওয়ে ১১ই ডিঃ—১০৭/০।

শোলোকভের বিখ্যাত উপন্যাস  
The Don Flows Home To The  
Sea-এর অনুবাদ

## সাগর সংগমে ডন নদী

অনুবাদক—স্বধীন্দ্রনাথ সরকার

সুদৃশ প্রচ্ছদ পটসহ সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠার  
সুবহুৎ গ্রন্থ (মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান—

আশনাল বুক এজেন্সী

১২, বক্সি চাটার্জি ষ্ট্রিট,

বর্ধগণ পাবলিশিং হাউস

৭২, হারিসন রোড

পূর্ববী পাবলিশার্স

৭২, হারিসন রোড

এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পুস্তকালয়

প্রকাশক

শ্রী পারলিগিং কোম্পানী,

২০৩৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

[ এই লেখকের অনূদিত ডন নদীর গতি-  
পথে-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বহু ]



হাওড়া-আমতা, ১৪ই ডিঃ—১০২। কালিঘাট-  
কলুতা রেলওয়ে চাই ডিঃ—২৭। ময়ূরভঞ্জ ১৪ই  
ডিঃ—৮২।

খনি

বিলয়া স্টোন লাইম চাই ডিসেম্বর—১১২।  
বর্ষা কর্পোরেশন চাই ডিঃ—৩৫০ ৩৫/০; ১১ই—  
৩৫/০; ১৪ই—৩৫/০। কনসোলিডেটেড টিন  
১৪ই ডিঃ—২৪/০। ইন্ডিয়ান কপার চাই ডিঃ—  
২৫০ ২৫/০ ২৪/০; ১১ই—২৫০ ২৪/০ ২৪/০;

১৪ই—২৫০; ১৫ই—২৪/০। করণপুরা ডেভে-  
লাপমেন্ট ১৫ই ডিঃ—১৭৫০ ১৭৫/০ ১৭৫/০  
১৮। রোডেসিয়া কপার চাই ডিঃ—২১/০ ২১/০;  
১১ই—২১/০; ১৪ই—২১/০ ২১/০ ২১/০; ১৫ই—  
২১/০ ২১/০। টেভর টিন ১১ই ডিঃ—১৪/০;  
১৪ই—১৪/০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প, ১১ই ডিসেম্বর—  
২০৬০; ১৪ই—২০৭। ওরিয়েন্ট ১৪ই ডিঃ

—২২০; ১৫ই—২৮৪/০। শ্রীগোপাল পেপার  
১১ই ডিঃ—২৩৪/০ ২৩৪/০ ২৩৪/০; ১৪ই—২৩৪/০।  
ষ্টার পেপার চাই ডিঃ—২৩৪/০; ১৪ই—২২৫০  
২২৫/০। টিটাপড় পেপার চাই—২৬৪/০; ১৪ই—  
২৬৪ ২৬৪/০; ১৫ই—২৬৪/০।

চিনির কল

বলরামপুর চাই ডিসেম্বর—১৬৪০। বুলন্দ ১৫ই  
ডিঃ—৪১০ ৪১০। কের এণ্ড কোং (অর্ডি)  
চাই ডিঃ—২৬৫০ ২৬৫/০; ১৪ই—২২ ২৬৫০।

# চতুর্থ ডিফেন্স লোন

১৯৫৬-১৯৫৫

শতকরা ৩ টাকার

এখনই প্রায় বন্ধ

এ লোন আজ আপনি যে-দানে গ্রহণ করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫০  
সালের পর এবং ১৯৫৫ সালের পূর্বে ডাক্কিতে পারবেন। চাঁদার কোনও  
নির্দিষ্ট সীমা আপনাকে মানতে হবে না। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া  
পর্যন্ত যত খুলি কিনতে পারেন। অর্ধ অর্ধ বৎসর হিসাবে ১৫ই জানুয়ারী ও  
১৫ই জুলাইয়ে পাবেন, কিন্তু তারজন্য ইনকাম ট্যাক্স ও সারচার্জের বিধান  
মেনে নিতে হবে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত অর্ধ-বাৎসরিক  
অর্ধ ও বৎসরেরই ১৫ই জানুয়ারী তারিখে দেওয়া হবে বলে প্রবর্তনমূল্যের  
হার প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হিসাবে বেশী লাগবে। কারণ, তা না  
হলে গল্লিত সাপ্তাহিক স্বদের কোনও কিনারা মিলবে না। নথিপত্রের  
জমা আবেদন করুন—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বম্বে, কলিকাতা,  
দিল্লী ও মাদ্রাজ; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া শাখা সমূহ এবং  
গভর্নমেন্টের টেজারী—এইসব স্থানে।

কানপুর ১৪ই ডিঃ—৪৪৮/০ ৪৪৮/০। চম্পারণ  
৮ই ডিঃ—৪২৮/০ ৪৩৮/০; ১৫ই—৪১৮/০ ৪০৮/০।  
বারভাঙ্গা ৮ই ডিঃ—৩১৮/০ ৩১৮/০; ১১ই—৩২৮/০  
৩২৮/০; ১৪ই—৩৩৮/০ ৩৩৮/০; ১৫ই—৩৩৮/০  
৩৩৮/০। গ্যাংগেজ ১৫ই ডিঃ—২৫৮/০। গোরালিয়র  
১৪ই ডিঃ—২৫২/০ ২৫২/০; ১৫ই—২৫২/০।  
মোহিনী স্মার ১১ই ডিঃ—১২৮/০; ১৫ই—১৩৮/০  
১৩৮/০। মারেক্সারী ৮ই ডিঃ—২৩৮/০ ২৩৮/০;  
১৫ই—২৩৮/০ ২৩৮/০। নিউ ইন্ডিয়া ১৫ই—  
১২৮/০। নিউ সাতান ১৫ই ডিঃ—১২৮/০।  
শ্রীবরাজ অম্ব এণ্ড কাম্বীর ৮ই ডিঃ—২৪৮/০;  
১৪ই—২৪৮/০ ২৪৮/০। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ৮ই ডিঃ—  
২৮/০; ১১ই—২৮/০; ১৪ই—২৮/০। ইউ, পি,  
স্মার ১১ই ডিঃ—৩৩৮/০ ৩২৮/০; ১৪ই—৩৩৮/০;  
১৫ই—৩৩৮/০।

### চা-বাগান

বানরহাট ১৪ই ডিসেম্বর—৮৪৮/০। বড় দুয়ার  
টা এণ্ড টিয়ার ১৫ই ডিঃ—১২৮/০ ১২৮/০। বেতেলী  
১১ই ডিঃ—১৪৮/০ ১৪৮/০। বোকাখাত ৮ই  
ডিঃ—১৫৮/০। বোকাখাত ১৪ই ডিঃ—৩২৮/০  
৩২৮/০। ধুনসেরী ১৫ই ডিঃ—৮৮/০। দিমকুশী  
১১ই—৪৮৮/০; ১৪ই—৪৮৮/০। ইথেলবাড়ী  
১৪ই ডিঃ—২৪৮/০ ২৪৮/০। হাঁসকোয়া ১৪ই  
ডিঃ—১৫৮/০। হাসিমারা ১১ই ডিঃ—১০৮/০।  
কালীনগর এণ্ড ঘোড়ীল ১৪ই ডিঃ—১২২/০।  
কিলিং ভেলী ৮ই ডিঃ—১৮৮/০ ১৮৮/০; ১১ই—  
১২৮/০। লুবা ৮ই ডিঃ—১৪৮/০ ১৪৮/০; ১১ই—  
১৫৮/০; ১৪ই—১৪৮/০ ১৫৮/০। নাথুরনাদ ১৪ই  
ডিঃ—১১৮/০; ১৫ই—১১৮/০ ১১৮/০। নিউ ডুয়াস  
১৫ই ডিঃ—১৩৫৮/০ ১৩৫৮/০। নিউ শমনবাগ ১৪ই  
ডিঃ—৩৪৮/০। নিউ টেরাই ১৪ই ডিঃ—২৮৮/০।  
উদলিয়া ৮ই ডিঃ—১২৮/০। হাসকোয়া ৮ই ডিঃ—  
২৪৮/০; ১৪ই—২৪৮/০ ২৪৮/০। রাজাভাত ১৪ই  
ডিঃ—৫৩৮/০ ৫৩৮/০। রুস্তমা ১৪ই ডিঃ—১৫৮/০  
১৫৮/০। সঙ্গীও ১৫ই ডিঃ—৪১৮/০। সাপয় ১৪ই  
ডিঃ—২০৮/০; ১৫ই—২০৮/০। তেলিয়াপাড়া ৮ই  
ডিঃ—৫৬৮/০। তেজপুর (প্রেক) ৮ই ডিঃ—১৬৮/০।  
ভিলকা ৮ই ডিঃ—১৭৮/০ ১৭৮/০।

### বিবিধ

এ্যালকালি এণ্ড কেমিক্যাল ৮ই ডিঃ—৩১৮/০;  
১৫ই—৩০৮/০। এ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন  
১১ই ডিঃ—১২৮/০ ১২৮/০; ১৪ই—১২৮/০ ১২৮/০।  
আসাম-বেঙ্গল লিমিটেড ৮ই ডিঃ—১৪৮/০ ১০৮/০;  
১১ই—১০৮/০ ১৪৮/০; ১৪ই—১০৮/০ ১০৮/০;  
১৫ই—১০৮/০ ১০৮/০। বামারলরী ১৪ই ডিঃ—  
৪২৮/০। বেঙ্গল ফ্লাওয়ার ৮ই ডিঃ—২৫৮/০।  
বেঙ্গল পটারি ১৪ই ডিঃ—২৫৮/০ ২৫৮/০; ১৫ই—  
২৫৮/০ ২৫৮/০। ব্রিটিশ-বান্সা পেট্রোল ৮ই ডিঃ—  
৩০৮/০ ৩০৮/০। বি.আই. কর্পোরেশন ৮ই ডিঃ—  
৩০৮/০; ১১ই—৩০৮/০; ১৫ই—৩০৮/০ ৩০৮/০। ক্যাল-  
কাটা সেক ডিপোজিট ৮ই ডিঃ—৮০৮/০ ৮০৮/০;  
১১ই—৮০৮/০; ১৫ই—৮০৮/০ ৮০৮/০। ক্যালকাটা  
ট্রামওয়েজ ১১ই ডিঃ—২৪৮/০ ২৪৮/০। ডালমিয়া  
লিমিটেড ১৪ই ডিঃ—১৮৮/০ ১৮৮/০; ১৫ই—১৮৮/০।

ড্রানলপ রবার ৮ই ডিঃ—৫৭৮/০ ৫৭৮/০। ফিরপো  
লিঃ ১৪ই ডিঃ—১২৮/০। গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল ১৪ই  
ডিঃ—২২৮/০। ইন্ডিয়ান কেবলস ১১ই ডিঃ—  
৩২৮/০ ৩২৮/০; ১৪ই—৩২৮/০ ৩২৮/০। রোটাস ইন্ডাস্ট্রিজ  
(প্রেক) ১৪ই ডিঃ—১৮৮/০ ১৮৮/০। ইণ্ডো-বান্সা  
পেট্রোল (প্রেক) ৮ই ডিঃ—১১২৮/০; ১৪ই—  
১১২৮/০। জেমস রাইট ৮ই ডিঃ—৩০৮/০।

### পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর  
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের  
বাজারে বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে।  
এই অবনতির মূলে তিনটি পৃথক কারণ এক সঙ্গে  
কাজ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ,  
কল্যাণ সরবরাহের সুব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব  
হইয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়তঃ, আগামী মরশুম  
সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার অধিক পাট উৎপাদনের  
নীতি গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া সংবাদ  
রচিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ১৯৪৪ সালের উৎপাদন  
সম্পর্কে চতুর্দিকে নানা প্রকার অসুস্থতা ও গবেষণা  
চলিতেছে। পশ্চিম অঞ্চলে পাটের দর কিঞ্চিৎ  
চড়তি ছিল এই বাতরগা। নতুবা কলিকাতার  
বাজারে পাটের দর এবার আরও বেশী হ্রাস  
পাইত। কাজকারবারের পরিমাণ খুবই কম  
হইয়াছে। মিলওয়ালারা পাট খরিদের দিকে  
আদৌ আগ্রহ দেখাইতেছে না; কেবল বর্তমানের  
প্রয়োজন মিটাইবার মত অল্প-অল্প পাট ক্রয়  
করিয়াছে। কল্যাণ সরবরাহের সুব্যবস্থা ও  
অসুস্থ আর্থবিক অসুবিধার সমাধান না হইলে  
পাটের বাজারের এই অবনতি শীঘ্র কাটিয়া বাইবে  
বলিয়া মনে হয় না।

আলুগা পাটের বাজারে এবার কর্মসূতঃপরতার  
একান্ত অভাব লক্ষিত হইয়াছে। কাজকারবারের  
পরিমাণ হইয়াছে স্বসামান্য। ইউরোপীয়ান  
মিডল ও বটোম সপ্তাহের প্রথম দিকে স্বাধীন  
১৫৮/০ আনা ও ১২৮/০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।  
পাকা বেল বিভাগেও এবার মন্দার ভাব  
চলিয়াছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে ধলে ও চটের বাজারে  
কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।  
কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ সন্তোষজনক হইতে  
পারে নাই। নবেম্বর মাসের মজুত পরিমাণের  
প্রকাশিত হিসাব ও রপ্তানী বৃদ্ধির সম্ভাবনা এই  
চুই কারণেই বাজার এবার কিছুটা চাঙ্গা হইয়া

উঠিয়াছিল। কাঁচা পাটের বাজারে মন্দার ভাব  
না থাকিলে পাটের দর যে বৃদ্ধি পাইতে পারিত  
তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃহস্পতিবার দিবস  
কলিকাতায় যে বিমান হানার সংকেতধ্বনি করা  
হইয়াছিল তাহাতে বাজারে কোনো প্রকার প্রতি-  
ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নাই। বাজারে এইরূপ আলোচনা  
শুনা গিয়াছে যে, কল্যাণ সরবরাহ সম্পর্কে শীঘ্র  
কোনরূপ সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া  
আগামী নতুন বৎসরের জন্য ইন্ডিয়ান জুট মিলস্  
এসোসিয়েশন কাজের নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ  
করবেন। বিদ্যুতের সাহায্যে কলকারখানা  
চালাইবার সমস্ত কার্যে পরিণত করিতে গেলে  
পূর্ব কর্মপন্থার অদলবদল করিতে হইবে বলিয়া  
প্রকাশ। নতুবা জুটল পাইবার আশা নাই।  
এবার ১১নং পোর্টার ২১৮/০ আনার এবং ১১নং  
পোর্টার নগদ ২৮৮/০ আনা; ডিসেম্বর ২৮৮/০  
আনার ও জাহ্নবীরী-বার্চ ২৮৮/০ টাকায় ক্রয়বিক্রয়  
হইয়াছে।

### তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর  
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই এর তুলার বাজার  
সম্পর্কে নতুন কিছু বলিবার নাই। সপ্তাহের  
প্রথম ভাগে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা গেলেও  
সপ্তাহের শেষ দিকে বাজারে মন্দার ভাব চলিতে  
থাকে। মিলমালিকরা অল্পস্বল্প তুলা ক্রয়  
করিতেছেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেই ভবিষ্যতে  
অবস্থা কি ঠাড়াইতে পারে তাহা ভাল করিয়া  
বুঝিয়া লইবার আগে অধিকতর কাজকারবারে  
অগ্রসর হইতে নারাজ। নতুন সর্বোচ্চ মূল্য  
নির্ধারণের এবং হুতা ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত  
কড়াকড়ির বিষয় আলোচনা করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ  
ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের আহত বৈঠকে  
যে সিদ্ধান্ত করা হইবে তাহা না জানা পর্যন্ত

**১০ টা কা য়**  
**১৮ পাউণ্ড দার্জিলিং ব্রেও চা**  
(পাতা—গুড়া—ব্রোকন্)  
বিশদ বিবরণ সাক্ষাতে বা পত্রে জাহ্নন  
**বার্ড টি কোম্পানী**  
২৭১২, ক্যানিং স্ট্রিট ও  
১৩৭নং বোম্বাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।

**শিলং ব্যাঙ্কঃ**  
**—কর্পোরেশন লিঃ—**  
স্থাপিত— ১৯০১ ইং  
হেড অফিস—শিলং।  
ব্রাঞ্চঃ—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।  
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।  
বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।  
গ্রাম : "Shilbank"  
ফোন ১৬৬ শিলং

ব্যবসায়ী মহল হাত শুটাইয়া রাখারই পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। এরার বরিল জাহাজ্যায়ী ৪৬৯ টাকা, মার্চ ৪৬৬ টাকা ও মে ৪৬৮ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহার দর ছিল বৎসরক্রমে ৪৬৭ টাকা, ৪৬৪ টাকা ও ৪৬৮ টাকা।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ছাপ-না-মারা বস্ত্র বিক্রয়ের মেয়াদ আর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে না এই মর্মে স্পষ্টাক্ষরে সরকারী ঘোষণার পরেও ব্যবসায়ী মহলে এখনও একটা প্রতীকার ভাব দেখা বাইতেছে। ক্রেতা মহল হইতে কোন কোন শ্রেণীর বস্ত্রের সম্পর্কে বেশ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতা মহল উপরোক্ত প্রতিনিধিগণের আলোচনা বৈঠকের ফলাফল না জানা পর্যন্ত কাজকারবারে পুরাপুরি লিপ্ত হইতে বিধা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই সোণার বাজারে স্পষ্টই মন্দারভাব দেখা দেয় এবং সোণার মূল্যও অনেক হ্রাস পায়। ইন্ফ্লেশন দমনের জন্ত যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে মফঃস্বল অঞ্চল হইতে বহু সোণা বিক্রয়ার্থ বাজারে আমদানী হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বড় বড় বিক্রেতার ক্রয় দরে বিক্রয় করিতে অস্বীকার করায় গত বুধবার হইতে বাজারের অবস্থার একটু উন্নতি দেখা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে সোণার দর ৭২০ আনা ৭৪০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে গিণির দর ছিল প্রতি ২২০ আনা, আলোচ্য সপ্তাহে দর কমিয়া সেই স্থলে ৪২৫ আনা হয়। কলিকাতা বাজারে পাকা সোণার দর গিয়াছে প্রতি ভরি ৭২০ আনা এবং গিণি প্রতি খণ্ডের দর ২২ টাকা।

## রূপা

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে সোণা অপেক্ষা রূপার বাজারেই মন্দার ভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়। রূপার দর প্রতি ১০০ ভরিতে ১০৮ টাকা কমিয়া যায়। গত সপ্তাহে বা কোন ব্যাঙ্ক রূপা বিক্রয় না করিলেও রূপার বাজারে ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যাই এখন বেশী। কিন্তু হঠাৎ বাজার এরূপ মন্দা হইয়া পড়ার পশ্চাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কারণ যে কিছু আছে তাহাও নচেৎ বাজারের গতি এখন মন্দার দিকে।

বোম্বাই বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১১২০ পর্যন্ত নামিয়া যায়। পরে অবশ্য কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ১১০০ আনা হয়। বোম্বাইয়ের মত কলিকাতার রূপার বাজারেও অবশ্য মন্দার ভাব দেখা দিয়াছে। কিন্তু বোম্বাইয়ের মত কলিকাতায় মূল্য এত বেশী হ্রাস পায় নাই। কলিকাতা বাজারে প্রতি ১০০ ভরির দর গিয়াছে ১১৭ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই।

(রাজনৈতিক-প্রসঙ্গ—৭৫৮ পৃষ্ঠার পর.)

স্বভাবতঃই আমাদের মনে খটকা লাগে। আবার কোন নূতন চালের আঁটবীট বাঁধা হইতেছে কে জানে! সুবিখ্যাত ভারতবন্ধুর মুখে ভারতের আশু স্বরাজের আভাস রীতিমত ভাবিবার ও গবেষণার বিষয়।

বড়লাটের শাসন-পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জাতীয় উদারনৈতিক দলের সদস্য স্যার জর্জ স্ট্রার বাঙ্গলার গবর্নর হইবেন বলিয়া এক গুজব রটিয়াছে। গুজব আমাদের আলোচ্য নহে। সম্প্রতি স্যার জর্জ স্ট্রার বিলাতে এক বক্তৃতায় ভারতকে যে হিতোপদেশ শুনাইয়াছেন আমাদের মস্তব্যের বিষয় তাহাই। স্যার স্ট্রার অনেক কথার পরে অবশেষে বলিয়াছেন, “আমরা আগেও যাহা বলিয়াছি এখনও তাহাই বলিতেছি। আপনাদিগকে নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে এবং যদি ইচ্ছা করেন তবে স্বাধীনতাও বাছিয়া লইতে পারেন।” আমরা ইচ্ছা করিলেই স্বাধীন হইতে পারি। স্যার জর্জ স্ট্রারের কথা সত্য হউক। কিন্তু আমরা যে চিরকালের নাবালক সেই মামুলী কথাটা অশ্রু কথার আড়ালে ভদ্রলোক ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন নাই। স্যার স্ট্রার বলিতেছেন বটে। স্বাধীনতা আমরাও ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারি, কিন্তু “বাহিরের নিরাপত্তা ব্যতিরেকে স্বাধীনতার অর্থ হয় না।” অর্থাৎ নাবালক ভারত নাবালক না হওয়া পর্যন্ত স্বরদারির কাজে “গার্জ্জন” বা অভিভাবকের প্রয়োজন। কথাটা বড়ই পুরাতন। বার বার শুনিয়া শুনিয়া আমাদের কাণ কালাপালা।

আবার গুজব রটিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃগণকে শীঘ্রই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আমরা শুধু একটা প্রশ্নই করিবঃ ইহা লইয়া কতবার হইল?

রয়টার প্রদত্ত সংবাদে জানা গেল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত পত্রিকা “লাইফ”এ ভারতের নিদারুণ দুর্ভিক্ষের চার পৃষ্ঠা ছবি বাহির হইয়াছে। ছবির শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে “মৃত্যু-ক্ষীতির ফলে দশ লক্ষ ভারতবাসীর মৃত্যু”। দেখা বাইতেছে “লাইফ” পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ মিঃ আমেরীকে বিশ্বাস করেন না, নহিলে ভারত সচিবের “প্রকৃত তথ্য” ও তৎপ্রদত্ত “সঠিক সংখ্যা” হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হইতে পারিত না!! কারণ-তত্ত্বের ব্যাপারেও “লাইফ” পত্রিকা আমেরী কোম্পানীর কথায় যে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই তাহার প্রমাণ উক্ত পত্রিকার মন্তব্যেই রহিয়াছে। বলা হইয়াছে, “এই শোচনীয় ব্যাপারের জন্ত যত রকম কারণ দেখান সম্ভব, সমস্তই দেখান হইয়াছে। কিন্তু ১৯৪২ বা ১৯৪১ সাল অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে ভারতে বেশী শত্রু হইয়াছে। স্থানে স্থানে শত্রুর ঘাটতি ছিল

একথা ঠিক, কিন্তু প্রথমতঃ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা আংশিক অচল হইয়া পড়িয়াছিল এবং দ্বিতীয়তঃ টাকার বাজার ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল—এই দুই কারণের ফলেই চূড়ান্ত অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।” ভারত সম্পর্কে বাহিরের লোকের সঠিক তথ্য অবগত হইবার পথে নানা বাধা রহিয়াছে। তৎসঙ্গে “লাইফ” পত্রিকা বর্তমান ভারতের মর্যাদাত্মিক পরিস্থিতির কার্যকারণের প্রধান সূত্র ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন প্রথমে মিঃ আমেরী ও শাসকশ্রেণীর অজ্ঞানতা বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞের দল স্বীকার করেন নাই। পরে সেই কথা শুধু স্বীকার করাই নহে, তাহা নিবারণের জন্ত নানান উপায় বাতলাইতে হইতেছে। আমাদের অভিমতে “লাইফ”এ বর্ণিত দুইটি কারণের মধ্যে প্রধান কারণই হইতেছে প্রকৃত দায়িত্বশীল গবর্নমেন্টের অভাব। প্রদেশে প্রদেশে শাসনের ভার যদি কংগ্রেসের হাতে থাকিত অর্থাৎ জনকল্যাণ-কামী ব্যক্তিদের হাতে যদি জনস্বার্থের দায়িত্ব গ্রহণ থাকিত তাহা হইলে ভারতে এরূপ ঐতিহাসিক বিপর্যয় সংঘটিত হইতে পারিত না।

## বাঙ্গলায় অনশনমৃত্যু সম্পর্কে আমেরীর হিসাব

গত সপ্তাহে কমন্স সভার প্রমোডের প্রসঙ্গে মিঃ আমেরী বলেন যে, দুর্ভিক্ষের ফলে সমগ্র বাঙ্গলায় কত লোক মারা গিয়াছে তাহার সংখ্যা জানা যায় নাই, তবে গত ১৬ই আগস্ট হইতে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কলিকাতা শহরের হাসপাতাল-সমূহে ৬১৫ জন অনশনক্লিষ্টের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, গত ১লা আগস্ট হইতে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ অথবা কলিকাতার বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ৯২১৬টি মৃতদেহের সংস্কার করে। গত ২৭শে জুন হইতে ১০ই নবেম্বরের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গলায় কলেরা রোগে ৭৭,৯০৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

## অমৃতবাজার পত্রিকার এলাহাবাদ সংস্করণ

গত ১২ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে এলাহাবাদ হইতে “অমৃতবাজার পত্রিকা”র উত্তর ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। একই সঙ্গে দুইটি প্রদেশ হইতে পৃথক পৃথক সংস্করণ প্রকাশ করার গৌরব দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকাই সর্বপ্রথম অর্জন করিলেন।

বহু ব্যবহাচিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

“নিওটোন”

অব্যর্থ কলপ্রদ মর্হোষ

৮ আউন্স—১৫০/০, ১২ আউন্স—২০০/০

ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, মীহাং

“বেপটোন”

কার্য্যকরী আদর্শ টনিক

৪ আউন্স—২০/০, ৮ আউন্স—৪৫/০

প্রত্যেক জিলায় ঠিকঠা আবশ্যিক

পরিবেশক—এসু. ডেভী এণ্ড কোং

৪৪সি, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

(ইনফ্লেশন প্রশমনের সরকারী ধাপ-পাৰাজি  
—৭৩২ পৃষ্ঠার পর)

ষ্টালিং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা হইতেছে, আর ভারতে ব্রিটিশ সরকারের জন্ম মাল ক্রয়ের সুবিধার্থ সেই ষ্টালিং সম্বল করিয়া এদেশের গবর্ণমেন্ট ক্রমাগত নোটের মাত্রা বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইংলণ্ডকে মালপত্র দিয়া তাহার বিনিময়ে কোন ব্যবহারযোগ্য জিনিষ পাওয়া যাইতেছে না—তাহার বিনিময়ে ভারতবাসীরা পাইতেছে শুধু নোট ও টাকা। ইহাতে জিনিষপত্রের যোগানের তুলনায় দেশে মুদ্রার প্রচলন অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া চলিয়াছে। পণ্যমূল্যের হার ধাপে ধাপে কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে। এদেশে ইনফ্লেশন এত মারাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার ইহাই মূল কারণ। কিন্তু গবর্ণমেন্ট পূর্বে যেমন ইহার প্রতিকারে যত্নপর হন নাই বর্তমানে ইনফ্লেশন প্রতিরোধের খোলা-খুলি সমস্ত জ্ঞাপন করিয়াও তাঁহারা তেমনি এ গলদ দূর করা সম্পর্কে আন্তরিক অনিচ্ছার ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন। ফলে মূল ব্যাধি সারাইবার পক্ষে সহায়ক না হইয়া তাঁহাদের সকল চেষ্টা রোগের বাহ্যিক লক্ষণ ও উপসর্গগুলি চাপিয়া যাওয়ারই সামিল হইয়াছে। ট্যাক্স আদায়, ঋণপত্র বিক্রয় ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী anti-inflation measures বলবৎ হওয়ার ফলে দেশে জিনিষপত্রের দর নামিয়া আসার পক্ষে যে একটা অমুকুল অবস্থার সূচনা না হইয়াছিল তাহা নয়। কিন্তু অসুবিধা দাঁড়াইয়াছে ইনফ্লেশনের মূল কারণ নিয়া। গবর্ণমেন্ট ষ্টালিংয়ের ভিত্তিতে নোট ছাড়িবার রীতি এখনও বন্ধ করিতে রাজী নহেন। গত মে মাসের প্রথমে দেশে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৬৭৭ কোটি টাকা। বেপরোয়াভাবে নোট ছাড়িবার ফলে বর্তমানে তাহা বাড়িয়া ৭৯৪ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। উহাতে ইনফ্লেশন দমনের উপায়োক্ত বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা আসলে তেমন কোন সুফল পাওয়া যাইতেছে না। anti-inflation measures এর ফলে পণ্যমূল্য সাময়িকভাবে প্রতিহত হইয়া নোট বৃদ্ধির সঙ্গে তাহা পুনরায় বাড়িয়া উঠার উপক্রম হইতেছে।

এই অবস্থায় দেশে ইনফ্লেশন প্রশমনে আন্তরিকভাবে যত্নপর হইতে হইলে গবর্ণমেন্টকে ষ্টালিংয়ের ভিত্তিতে নোট ছাড়িবার রীতি একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। কিংবা অন্ততঃপক্ষে এই ধরনের রীতি এদেশের সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ রাখিতে

হইবে। এক দেশের উপর অন্য দেশের পাওনা দাঁড়াইলে তাহা পরিশোধের সাধারণ অবলম্বনীয় নীতি পাওনাদার দেশে তদোপযোগী মালপত্র সরবরাহ করা, আর তাহা সম্ভবপর না হইলে উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ দেওয়া। ব্রুটেন একান্তভাবে যুদ্ধে ব্যাপ্ত বলিয়া এদেশে সাধারণের ব্যবহার্য শিল্পজব্য বর্তমানে বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হইতেছে না। সেকারণে ভারতের দেওয়া মালপত্রের বিনিময়ে এদেশবাসীকে উপযুক্ত পরিমাণ শিল্পজব্য সরবরাহ করা হয়ত ব্রুটেনের পক্ষে বর্তমানে সম্ভবপর নহে। কিন্তু এদেশের পাওনা মিটাইবার জন্ম ইচ্ছা করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে এখনও কতক পরিমাণে ঋণ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পাবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আফ্রিকার খনিসমূহের উৎপন্ন বেশীরভাগ ঋণই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নামে জমা হইয়া থাকে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট নির্দেশ দিলে আফ্রিকা হইতে কতক পরিমাণ ঋণ ভারতবর্ষে রপ্তানীর ব্যবস্থা হইতে পারে। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা 'ল্যাণ্ড-লীজ' বা ঋণ ও ইজারা বিধান অনুসারে আমেরিকা হইতেও ভারতে ঋণ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। ষ্টালিংয়ের বদলে ঋণ পাওয়ার সুবিধা এই যে, ইহা বেশী পরিমাণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুত রাখিয়া প্রচলিত মুদ্রা সম্পর্কে দেশের লোকের আস্থা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি করা যায়। উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা লোকের বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লওয়ারও ব্যবস্থা হইতে পারে।

ভারত গবর্ণমেন্ট যদি উপরোক্তভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে ঋণ আদায় করা পছন্দ না করেন তবে অন্য দুই প্রকারেও তাঁহারা তাঁহাদের পাওনা আদায়ের সুবিধা দেখিতে পারেন। এদেশের রেলওয়ে ও শিল্প কোম্পানীর শেয়ার এবং পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতির ঋণপত্রে বর্তমানে ব্রিটিশীদের ৩০ কোটি পাউণ্ডের মত অর্থ নিয়োজিত আছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে মাল সরবরাহ করিতে গিয়া যে পাওনা জমিতেছে তাহার মধ্যে কতকাংশের বিনিময়ে ভারত সরকার ব্রিটিশ কবলিত শেয়ার ও ঋণপত্র কিনিয়া লইতে পারেন। পরে এই গুলি ভারতীয়দের কাছে বিক্রয় করিয়া সমস্ত টাকাই যথারীতি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে তাঁহাদের নিজেদের নামে এদেশে টাকার হিসাবে ঋণ তুলিয়া সেই টাকা দ্বারা ভারতের পাওনা মিটাইবার

জন্ম বলা যাইতে পারে। ব্রুটেনের নিকট হইতে জিনিষপত্র বা ঋণ আদায় সম্পর্কে বর্তমান অবস্থায় ভারত গবর্ণমেন্টের চক্ষু লজ্জার কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত দুই পন্থা অবলম্বনের জন্ম ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ দিতে তাঁহাদের মনে কোন দ্বিধা সন্দোহের উদয় হওয়া একেবারেই অমুচিৎ। এদেশে ইনফ্লেশন জনিত দুঃখদুর্দশার কথা ভাবিয়া আমরা গবর্ণমেন্টকে অন্ততঃ এই দুই বিষয়ে অচিরেই মনোযোগী হওয়ার জন্ম অনুরোধ করিতেছি।

তবু যদি ভারত সরকার এদেশের দেওয়া মালপত্রের বিনিময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কেবল ষ্টালিং প্রতিশ্রুতি আদায়ের উপরই জোর দেন, তবে ইনফ্লেশন প্রশমনের জন্ম অন্ততঃ তাঁহাদের নিকট আমরা অন্য দুইটি বিষয়ে সমযোচিত সুবিবেচনা আশা করিতে পারি। সেই দুইটি বিষয় হইতেছে এইঃ—

(১) গবর্ণমেন্ট ঋণ ও ট্যাক্স প্রভৃতি দ্বারা এদেশ হইতে যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন ষ্টালিংয়ের ভিত্তিতে নোট ছাড়িবার কার্য-নীতি তাঁহারা সেই পরিমাণে সীমাবদ্ধ রাখিবেন। (২) যুদ্ধের সময়ে টাকার হিসাবে সরকারী রায় যাহাতে যথাসম্ভব হ্রাস পায় সে দিকে তাঁহারা আন্তরিকভাবে মনোযোগী হইবেন। বর্তমান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হইতে নুতন নুতন লোক নিয়োগ করিয়া সরকারী দপ্তরগুলিকে ফাঁপাইয়া তোলা হইয়াছে। প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিবেচনা করিলে এত বেশী লোক নিয়োগের কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই কিছু পরিমাণ লোককে সরাইয়া দিয়া গবর্ণমেন্ট টাকার হিসাবে উহাদের বাবদ খরচপত্র হ্রাস করিতে পারেন। তাহা ছাড়া বড় সরকারী অফিসারদের জন্ম কতকাংশে 'ডেকার্ড পের' ব্যবস্থা করিয়া এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের জন্ম বড় কন্ট্রোলদিগকে তাহাদের পাওনার বদলে কিছু মাত্রায় দেশরক্ষা বণ্ড যোগাইয়া এ বিষয়ে আপাততঃ ব্যয় সঙ্কোচের একটা সুরাহা হইতে পারে। এই ব্যবস্থাটুকুও যদি তাঁহারা না করেন তবে এদেশে ইনফ্লেশনের গতি শীঘ্র প্রতিরুদ্ধ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। নুতন করিয়া নোট ছাড়িবার ফলে পণ্যমূল্যের গতি উৎকর্ষমানী থাকিবে, আর ইনফ্লেশন প্রশমনের তথাকথিত সরকারী সমস্ত একটা ধাপ-পাৰাজি বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

জনসেবায়—



কোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রিট,  
কলিকাতা।

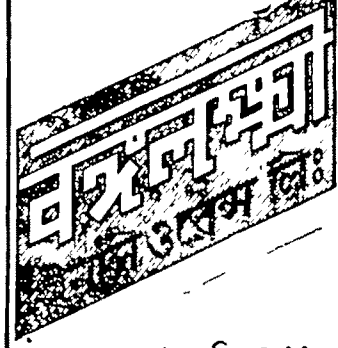
# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্তনাথ ভট্টাচার্য

জাতীয়তায়—



কোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রিট,  
কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ২৭শে ডিসেম্বর, সোমবার, ১৯৪৩

৩২শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                            | পৃষ্ঠা  | বিষয়                       | পৃষ্ঠা |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                  | ৭৫৯-৭৬১ | ম্যালেরিয়া ও জাতীয় হুঁচুপ | ৭৬৪-৬৫ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                 | ৭৬২     | আর্থিক হুঁচুপের খবরাখবর     | ৭৬৬-৭৭ |
| ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা ও বড়লাট | ৭৬৩     | কোম্পানী প্রসঙ্গ            | ৭৭৮    |
|                                  |         | বাজারের হালচাল              | ৭৭৯-৮৬ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### শুল্ক ও ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা দাবী

আধুনিক যুগে প্রতি উন্নতিশীল দেশের গবর্নমেন্টই দেশীয় শিল্পের সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী তাঁহাদের শুল্ক ও ট্যাক্সনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। কিন্তু ভারত গবর্নমেন্ট উপরোক্ত বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন সুচিন্তিত কার্যনীতি অনুসরণ করিবার গরজ দেখাইতেছেন না। পাঞ্জাবের লালা শঙ্করলাল এসোসিয়েটেড চেম্বারস অব কমার্সের বার্ষিক সভায় এক বক্তৃতায় সম্প্রতি এই শোচনীয় গলদ ও ত্রুটি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন—গত ১৯২১ সালে যখন ভারত গবর্নমেন্ট এদেশের জন্ত একটি শিল্প সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করেন তখন শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া এদেশে খুবই পশ্চাৎপদ ছিল। শিল্প প্রসারণের জ্ঞাত কার্যনীতি অবলম্বন করিয়া ভারতের আর্থিক কল্যাণ সাধন করিবার কতটুকু সুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে এদেশবাসীরা তাহা তখন সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাহার পর দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে

শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে লোকের মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্বে লোকে শিল্পের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে বিমুগ্ধ ছিল। এক্ষণে তাহারা এই সব দিকে মূলধন নিয়োগ করিতে অনেকটা আগ্রহশীল হইয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ে তাহাদের কৃতিত্ব এবং সাক্ষ্যও অনেক ক্ষেত্রে ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিয়া বর্তমানে দেশের সমর প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। যুদ্ধের পরে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রেরণায় এদেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আরও ব্যাপক উত্তোগ দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কিন্তু শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া দেশের অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব সম্পর্কে এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াও গবর্নমেন্ট তাঁহাদের পুরানো শিল্প সংরক্ষণ নীতিকে সম্যকভাবে বালাইয়া লওয়ার কোন গরজ দেখাইতেছেন না। ২২ বৎসর পূর্বে নিত্যন্ত দ্বিধা-গ্রস্ত মনোভাব নিয়া এবং সম্পূর্ণ গোঁড়া নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গবর্নমেন্ট যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহারা আজও

তাহাই বলবৎ রাখিয়া চলিয়াছেন। দেশের শিল্পোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই শুল্ক ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয় নাই। সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধির পক্ষেও ইহা উপযোগী নহে। অথচ গবর্নমেন্ট নির্বিকারে তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কেবল শুল্ক নীতির কথাই নহে। দেশের শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থ দেখিতে হইলে গবর্নমেন্টের বর্তমান ট্যাক্সনীতি সম্পর্কেও যথেষ্ট আপত্তির কারণ রহিয়াছে। এদেশীয় শিল্প ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব শিল্পোপযোগী কাঁচামাল, শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত মালের উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স বসাইয়া চলিয়াছেন। একদিকে শিল্পের জন্ত সংরক্ষণ নীতির ব্যবস্থা ও অপরদিকে তাহার উপর নির্বিকারে ট্যাক্স নির্ধারণ—এ দুইয়ের ভিতর মোটেই কোন সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না। ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের উপর এদেশের সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও ট্যাক্সনীতির প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করিয়া এ সবকে সম্যকভাবে পরিবর্তন করা ভারত গবর্নমেন্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

উপরোক্ত মন্তব্যের ভিতর দিয়া লালা শঙ্করলাল ভারতীয় অর্থনীতির একটা মূলগত গলদ সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া-



ছেন। এসোসিয়েটেড চেম্বারস অব কমার্স সরকারঘোষা ইউরোপীয় বণিকদের একান্ত প্রাধান্য রহিয়াছে বলিয়া এ সম্পর্কে তাঁহার মূল প্রস্তাবটি যথায়থ ঐ সভায় পাশ হয় নাই সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার বক্তৃতার ভিতর দিয়া শিল্প সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে যে সময়োচিত তদন্ত ও পরিবর্তন দাবী করিয়াছেন জাতীয়তাবাদী ভারত তাহা আন্তরিকভাবেই সমর্থন করিবে।

### কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ

ভারতের কাপড়ের কলসমূহে গত ১৯৪২-৪৩ সালে কি পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে তৎসম্পর্কে সম্প্রতি একটি সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের পটভূমিকায় গত ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে এদেশে প্রতি বৎসরই বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালের হিসাবে তাহা কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৪০.১ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ১৯৪০-৪১ সালে ও ১৯৪১-৪২ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪২.৬ কোটি গজ ও ৪৪.৯ কোটি গজে দাঁড়ায়। কিন্তু আলোচ্য ১৯৪২-৪৩ সালে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া ৪১.০ কোটি গজে পরিণত হইয়াছে। কাপড়ের কলের তৈয়ারী বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের মধ্যে এবার প্রায় সকলগুলিরই উৎপাদন কম হইয়াছে। তবে সাধারণের ব্যবহার্য ধৃতী-প্রস্তুতের পরিমাণ এবার যত হ্রাস পাইয়াছে অল্প কোন ধরনের বস্ত্র তত বেশী হ্রাস পায় নাই। গত ৩৪ বৎসর যাবৎ দেশের কলসমূহে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার্য বস্ত্রাদির উৎপাদন খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা সামান্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু কাপড়ের কলসমূহে জুন-সাধারণের ব্যবহার্য বস্ত্রের উৎপাদন এই এক বৎসরে ২.০ কোটি গজের উপর কমিয়া গিয়াছে। বস্ত্র ছপ্পাপ্য ও ছর্মূল্য হওয়ায় দেশের লোককে আজ অপরিসীম দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। গত দুই তিন বৎসর যাবৎ গবর্ণমেন্ট ক্রমাগত তাঁওতা দিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সুপরিকল্পিত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কাপড়ের কলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবেন এবং জনসাধারণ যাহাতে স্বেচ্ছা দরে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র পায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ঐ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের আন্তরিকতা যে কিরূপ বেশী, কাপড়ের কলে ধৃতীর উৎপাদন হ্রাস পাওয়াতে তাহা

বুঝা গিয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্র সরবরাহের গরজেই গবর্ণমেন্ট আজ মিল-সমূহের উপর শ্রবণদারি করিতে সুরু করিয়াছেন। সামরিক সাজসরঞ্জামের চাহিদা ও উহার অফুরন্ত স্পেশিফিকেশন তাঁহারা কোন অবস্থায়ই কমানিতে রাজী নহেন। ফলে মিলের কাজ বাড়িলেও তাহাতে ধৃতীর উৎপাদন বাড়িতেছে না। এই অবস্থায় যুদ্ধের সময়ে বস্ত্র সুপ্রাপ্য হওয়ার আশা কোথায়? উচ্চ মূল্যে কাপড় দিবার সরকারী আশ্বাস

ভারত সরকারের ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং ডিপার্টমেন্ট সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া জনসাধারণকে উচ্চ মূল্যে কাপড় দিবার কথা বলিতেছেন। তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, “১৯৪২ সালে এবং ১৯৪৩ সালের প্রথমার্ধে ধৃতী কাপড়ের দাম ছ ছ করে বেড়ে উঠেছিল। এর পিছনে শত শত কারণ ছিল। ব্যবসায়ীদের অতি লাভের লোভের মত কতকগুলি কারণ ছিল প্রত্যক্ষ, আবার কোথায় সেই কয়লা-খনিতে কাজ চালাবার খরচ বেড়ে মিলের জন্য বেশী দামে কয়লা কিনতে হওয়ার মত পরোক্ষ কারণও ছিল। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে লজ্জা নিবারণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। আজ কিন্তু এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। মিলগুলি স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করায় কেন্দ্রীয় সরকারের ইনডাস্ট্রিজ এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগ বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে সক্ষম হ’য়েছেন।..... যদি কোনো দোকানদার আপনার কাছে অত্যাধিক মূল্য দাবী করে কখনই তা দেবেন না”। যুদ্ধের চারি বৎসর অস্ত্রে দেশের দরিদ্র ফ্রেতা সাধারণের প্রতি আজ গবর্ণমেন্টের এহেন দরদ ও সহানুভূতি দেখিয়া অনেকেই তাহাতে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নানা কারণে বর্তমান বিজ্ঞপ্তিটির সঠিক তাৎপর্য বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাপড়ের মূল্য ছ ছ করিয়া বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এদেশে যে দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে লজ্জা নিবারণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আমরা ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ও মিল মালিকদের চূড়ান্ত ব্যবস্থার ফলে কি ভাবে ইতিমধ্যে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা আমরা ঠাঠা করিতে পারিতেছি না। আমরা যতটুকু দেখিতে পাইতেছি তাহাতে দেশে বস্ত্রের ছপ্পাপ্যতা ও ছর্মূল্যতা এখনও বিশেষ কিছুই হ্রাস পায় নাই। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ বলিতে যাহাদের বুঝায় বস্ত্রের মূল্য

নাগালের বাহিরে থাকায় তাহারা এখন পর্য্যন্ত রীতিমতই দুঃখহীন ভোগ করিতেছে। গত গত জুন মাসে গবর্ণমেন্ট বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে একটা নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। পরে মিলমালিকদের সহিত বুঝাপড়া করিয়া তাঁহারা কতিপয় শ্রেণীর বস্ত্রের সর্বোচ্চ পাইকারী দর স্থির করিয়া দেন। যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় দেশে বস্ত্রের দর ৫১৬ গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। উপরোক্ত বিধান দ্বারা তাহা সাধারণ সময়ের তুলনায় ৪ গুণ বেশী মূল্যে নির্দ্ধারিত রাখার ব্যবস্থা হয়। বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের কুতিহ ও সাকল্যের ইহাই হইল আজ পর্য্যন্ত একমাত্র নিদর্শন। যুদ্ধের পূর্বে লোকে ১ টাকা দিয়া যে কাপড় খরিদ করিত এবং যুদ্ধের সময়ে ক্রমাগত মূল্য বাড়িবার ফলে যাহার দর কিছুদিন পূর্বে ৫১৬ টাকায় পৌছিয়াছিল বর্তমান ব্যবস্থায় গবর্ণমেন্ট উহাদিগকে তাহা ৪ টাকায় ক্রয় করিবার সুবিধা দিয়াছেন। মুখ্যতঃ কতিপয় শ্রেণীর বস্ত্রের পাইকারী দর সম্পর্কেই এই নীতি প্রযুক্ত হওয়ায় দোকানদারেরা আবার অনেক সময় সাধারণকে এইটুকু সুবিধাও কার্যতঃ দিতেছে না। কাপড়ের খুচরা দর আজ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত না হওয়ায় সাধারণের পক্ষে সে সুবিধা আদায় করাও কঠিন। অথচ এইটুকু ব্যবস্থা করিয়াই গবর্ণমেন্ট অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন এবং ক্রেতাসাধারণ যাহাতে অল্পটুকু মূল্যে কাপড় কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। জনসাধারণের একান্ত দুর্দিনে তাহাদিগকে এই ভাবে ধান্দা দেওয়ার কি অর্থ আছে তাহা আমরা বুঝি না।

তবে শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেন্ট দেশের মিলমালিকদের সহিত পরামর্শ করিয়া বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভবিষ্যতের জন্য একটা ব্যাপকতর কার্যনীতি স্থির করিয়াছেন। সেই কার্যনীতি অনুসারে কাপড়ের মূল্য বর্তমানের তুলনায় আরও কিছু হ্রাস করা হইবে। প্রতি খরিদারই যাহাতে কম মূল্যে কাপড় ক্রয় করিতে পারেন সেজন্য সেই নির্দ্ধারিত দর বস্ত্রের উপরিভাগে ষ্ট্যাম্প মারিয়া ছাপিয়া দেওয়া হইবে। আগষ্ট মাসের পূর্বে মিলে যে সব বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তাহা বিক্রয় করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ঐ ষ্ট্যাম্প দেওয়া কাপড় বাজারে ছাড়া হইবে বলিয়া প্রকাশ। যদিও নব-

নির্দারিত মূল্যের হার না জানিয়া আমরা এ সম্পর্কে এখনও কোন বেশী রকম আশা বা ভরসা পোষণ করিতে পারিতেছি না, তথাপি সরকারীভাবে ঐরূপ একটা সুপরিকল্পিত বিধান অবলম্বিত হওয়া আমরা সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করি। উচিত মূল্যে কাপড় দিবার ভূয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার না করিয়া কোন তারিখ হইতে, কি দরে কোন শ্রেণীর কাপড় মিলিবে আমরা গবর্ণমেন্টকে তাহাই খোলা-খুলীভাবে ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

### রেশনিং সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ

ডিসেম্বর মাস শেষ হইতে চলিল কলিকাতায় আঙ্গও রেশন প্রথা প্রবর্তিত হইল না। সুরাবর্দী সাহেব খাজ সচিবের মসনদে বসিয়া দুই মাসকাল মধ্যে কাজটি সমাধা করিয়া ফেলিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে আট মাস কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। রেশন ব্যবস্থার উত্তোগপর্ব হিসাবে সরকারী ব্যবহার বাড়িয়াছে, বিবৃতি ও ইস্তাহারের টক্কানিনাদ লোকের কান ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আসল জিনিষটি আঙ্গও কার্যে পরিণত হইতেছে না। সুরাবর্দী সাহেবের কেরামতির দৌড় বৃদ্ধিতে পারিয়া কেবল জনসাধারণই হতাশ হয় নাই, কেন্দ্রীয় সরকারও আঙ্গ রীতিমত অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাড়াতাড়ি করিয়া রেশন ব্যবস্থা কয়েম করিবার জন্য তাঁহারা বাহির হইতে খাজদ্রব্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু নাজিম-সুরাবর্দী কোম্পানীর হাত দিয়া জিনিষটা কিছুতেই বাস্তবে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। কাজেই অনুরোধ ও উপরোধের সনাতন রীতি পরিহার করিয়া আঙ্গ তাঁহারা কর্তৃপক্ষের সুরে কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার লুকুমনামা জারী করিয়াছেন বাঙ্গলা সরকারকে আগামী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে কলিকাতায় রেশন প্রথা বলবৎ করিতে হইবে। কেবল রেশনিংয়ের তারিখ সম্পর্কেই নহে, তাহাদের লুকুম নামায় খাজ বণ্টনের অবলম্বনীয় রীতি সম্পর্কেও কতকগুলি বাধ্যকারী নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। চাউল সরবরাহ ও উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণের নামে কলিকাতায় কতকগুলি সরকারী দোকান স্থাপন করিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট এই সহরের চাউল ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের রহু দিনের ব্যবসা হইতে অপসারিত করিবার মতলব করিয়াছিলেন। রেশন ব্যবস্থার আর্মিলে কলিকাতায় কোন সাবেক ব্যবসায়ী ফার্ম বা মুদীকে চাউল বণ্টনের ভার দেওয়া হইবে না বলিয়া তাঁহারা জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার মন্ত্রীদেব এই স্বেচ্ছাচারী নীতি কেন্দ্রীয় সরকার মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তাহারা নির্দেশ দিয়াছেন রেশনিংয়ের আমলে কলিকাতায় ১ হাজার দোকানের মারফতে খাজ দ্রব্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই এক

হাজার দোকানের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ থাকিবে সরকারী দোকান, আর বাকী ৫৫ ভাগ (মোট ৫৫০টি) থাকিবে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ রেশনিংয়ের ক্ষয় কেবল সরকারী দোকানের উপর নির্ভর না করিয়া সহরের সাবেক মুদী দোকানগুলিকেও এই উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব কাজে লাগাইতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতে এই আদেশ জারীর ফলে এখন হইতে কলিকাতায় রেশন প্রথা প্রবর্তনের কাজ অনেকটা সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। বোম্বাই সহরে যে ৮০০টি দোকানের মারফতে খাজদ্রব্য সরবরাহ করা হইতেছে তাহার মধ্যে ৬৫০টিই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। কলিকাতায় যে ১ হাজার দোকানের মারফতে খাজ বণ্টনের কাজ সমাধা করা হইবে এ হিসাবে তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ-পক্ষে ৮০০টি সাবেক দোকানকে অন্তর্ভুক্ত করা হইলে আমরা সুখী হইতাম। খাজ বণ্টনের ব্যাপারে সরকারী দোকানের অনভিজ্ঞ লোকদের উপর নির্ভর না করিয়া গ্রেগরী কমিটি তাহাদের রিপোর্টে দেশের ব্যবসায়ীদিগকেই যথাসম্ভব কাজে লাগাইতে বলিয়াছিলেন। যাহা হউক বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী যেস্থলে কলিকাতার চাউল ব্যবসায়ীদিগকে একেবারে পথে বসাইবার মতলব করিয়াছিলেন সেস্থলে কেন্দ্রীয় সরকারের লুকুম রেশন ব্যবস্থার আমলে অন্ততঃ শতকরা ৫৫ ভাগ অনুপাতে তাহাদের স্থান সংরক্ষিত হইবে ইহা কতকটা সাস্থনার কথা।

### কয়লা সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার

দেশে কয়লার সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া দেখা দিতেছে। এতদিন শুনা যাইতেছিল মালগাড়ীর অভাবে খনি অঞ্চল হইতে কয়লা বেশী পরিমাণে চালান দেওয়া যাইতেছে না বলিয়াই উহা দিন দিন ছুট্রাপ্য ও ছুট্রুল্য হইয়া উঠিতেছে। এখন জানা গিয়াছে যে কেবল কয়লা চালান দেওয়ার সমস্যাই নহে, কয়লা উৎপাদনের সমস্যাও বর্ধমানের মারাত্মক হইয়া দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সুর হইতে খনি অঞ্চলের শ্রমিকেরা ক্রমেই বেশী সংখ্যায় সামরিক কার্যে যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। খনির কাজ ফেলিয়া সম্প্রতি আবার অনেকে ফসল কাটার কাজে গিয়াও আত্মনিয়োগ করিতেছে। ফলে উপযুক্ত সংখ্যক মজুরের অভাবে এক্ষণে অধিকাংশ খনিতেই কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। অনেকের ধারণা উৎপাদন হ্রাসের এই পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগের কম নহে। কয়লার যোগান কম পড়িলে তাহার ফলে শিল্প কারখানার কাজ ব্যাহত হওয়া স্বাভাবিক। উহাতে সহরাঞ্চলের গৃহস্থদিগের দুঃখদর্দশাও অনিবার্য। কিন্তু খনি অঞ্চলে বর্ধমান শ্রমিকের এইরূপ অভাব দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য হইলেও আমরা তাহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই। নিজেদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া যেসব শ্রমিক বারোমাস কয়লার খনিতে কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের দুঃখ-দর্দশার প্রাত গবর্ণমেন্ট ও খনির মালিকদের কখনও

কোন বিশেষ নজর ছিল না। খনি হইতে ইচ্ছামত কয়লার যোগান লইয়া রেল কোম্পানীগুলি তাহাদের কাজ চালাইয়াছে, কিন্তু কয়লা কোম্পানীগুলিকে সেজ্ঞতা তাহারা কখনও ভাল দর দিতে চায় নাই। ফলে খনির মজুরদের পারিশ্রমিক ছিল অতি সামান্য, আহার ও বাসস্থান প্রভৃতির দিক দিয়া তাহাদের অভাব ও অসুবিধাও ছিল বিস্তর। যুদ্ধের সময়ে জীবনযাত্রা ব্যায় বাড়িবার সঙ্গে গত কয়েক বৎসর মধ্যে জীবিকার নানা ক্ষেত্রে লোকের মাহিয়ানা ও ভাতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অল্পবস্ত্রের মূল্য বাড়িলেও খনির মজুরদের ভাতা ও পারিশ্রমিক তদনুপাতে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয় নাই। অবশ্য কয়লার দর যুদ্ধের সময়ে যথেষ্টই বাড়িয়াছে। কিন্তু এই বর্দ্ধিত আয়ের জন্য কয়লা কোম্পানীকে অত্যধিক হারে অতিরিক্ত মুনাফা কর দিতে হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধির সুফল তাহারা কার্যতঃ বিশেষ কিছু পায় নাই। ফলে খনির মালিকদের পক্ষে মজুরদের ভাতা বা মাহিয়ানা তেমন কিছু বৃদ্ধি করাও সম্ভবপর হয় নাই। এই অবস্থায় যুদ্ধের সময়ে কয়লার খনির শ্রমিকদের দুঃখদর্দশা স্বভাবতঃই খুব বাড়িয়া গিয়াছে। আর এই দুঃখদর্দশার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাহারা খনির কাজ ছাড়িয়া সুযোগমত অন্য লাভজনক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেছে। কয়লা-প্রধান অঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া ও খনি হইতে কম পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হওয়ার ইহাই হইল মূল কারণ। গত ২১০ বৎসর যাবৎ এই সমস্যা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিয়াও গবর্ণমেন্ট এতদিন উহার সমাধানে যত্নপর হন নাই। কয়লার অভাবে কার্যতঃ অশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতে দেখিয়া বর্ধমানের তাঁহারা এ বিষয়ে কতকটা মনোযোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। বক্তৃতা ও বিবৃতি মারফতে শ্রমিককল্যাণ সাধনের গতানুগতিক কর্তব্য ছাড়িয়া শ্রমসচিব ডাঃ অশ্বেদকর সম্প্রতি খানবাদে গিয়া এক সম্মেলন বসাইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার (বাঙ্গলা ও বিহার) ও খনির মালিকদের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ অশ্বেদকরের চেষ্ঠায় এই সম্মেলনে শ্রমিকদের কল্যাণার্থ কতকগুলি বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। খনির মজুরদের ক্ষয় টাকায় ছয় সের করিয়া চাউল সরবরাহ করা হইবে। ডাল, তেল, লবণ, বস্ত্র ও অন্যান্য দরকারী জিনিষ সুবিধা দরে দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। প্রকাশ, শ্রমিকদের মাহিয়ানাও যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় সাময়িকভাবে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে। এই সব ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হইলে শ্রমিকের অভাব দূর হইয়া খনিসমূহে কয়লার উৎপাদন বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্রমিকদিগকে পূর্ব হইতে এই সব সুবিধা দেওয়ার কার্যনীতি গৃহীত হইলে কয়লার অভাবে এত দুঃখ, গ্লানি ও বিশৃঙ্খলা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু সেরূপ দূরদর্শিতা গবর্ণমেন্টের নিকট আশা করা যুথ।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ইতালীয় রণাঙ্গনের যুদ্ধ এবার বেশ জোরাল হইয়া উঠিয়াছে। তবে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি আশাহীনরূপে ক্ষিপ্ত নহে। জার্মান প্রতিরোধ যেমন প্রচণ্ড, ইঙ্গ-মার্কিন কানাডীয়-ভারতীয় বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের চাপও তেমন অপরিমেয়। নাৎসী বাহিনী রোম হইতে বে-সামরিক অধিবাসীদের জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া মাইন পাতিবার সঙ্কল্প লইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রুশ রণাঙ্গনে লালফৌজ উত্তর অঞ্চলেও জোর অভিযান শুরু করিয়াছে। সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ বোধ হয় এতদিন শীতের আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন। নেভেল অঞ্চলের এই শীতকালীন অভিযানের ফলে বার্লিনের রাষ্ট্র লালফৌজের করায়ত্তে চলিয়া আসিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিয়েভ ক্ষীতিমুখে নাৎসী জেনারেল ম্যানষ্টাইনের প্রচণ্ড পাণ্টা আক্রমণ ক্রমেই মল্লভূত হইয়া আসিতেছে। অস্ট্রা স্কা রণাঙ্গনে সোভিয়েট অগ্রগতি রোধ করিতে না পারায় কিয়েভের সাময়িক সাফল্য আরও ফলপ্রসূ ও সুদূর-প্রসারী করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে রুশিয়ার সুবিখ্যাত “জেনারেল উইন্টার” (“সেনাপতি শীত”) শুরু হইয়া গিয়াছে। নীপার বাকের যুদ্ধও এক চূড়ান্ত অবস্থায় আসিয়া পৌছিতেছে। নীপার বাকের ষাঁটগুলি নাৎসী বাহিনীর হাতছাড়া হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বার্লিন ও জার্মানীর বিভিন্ন সহর ও শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমানবহর গত সপ্তাহে ঘন ঘন জোর আক্রমণ চালাইয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়া আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রশান্ত মহাসাগরে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ অল্পস্বল্প আগাইয়া সামরিক সুবিধা প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গন এবার কিছুটা তৎপর বলিয়া মনে হয়। বিশেষ করিয়া আরাকান এলাকায় ছোটখাট সংঘর্ষ সাময়িক হইলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি মিত্রপক্ষের দূরপাল্লার বোমারু বিমান ব্যাঙ্কক-এর উপর হানা দিয়া আসিয়াছে।

সম্প্রতি রয়েটার নিউ ইয়র্ক হইতে একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন।

হুর্ভিক্ষ-প্রলীড়িত ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল তিনটি মার্কিন যুবতী নিউ-ইয়র্ক-স্থিত ব্রিটিশ কনসাল্টেটের সম্মুখে পিকেটিং করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। যুবতী তিনটি ইয়ং পিপলস্ সোস্যালিস্ট লীগের সভ্য। রায়দান কালে বিচারক যুবতীদের রেড ক্রস বা অনুরূপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মে আরও একটি মূল্যবান উপদেশ বিতরণ করিয়াছেন, “বহু দূরের ভারতের জন্ত মাথা না ঘামাইয়া নিজের দেশের জন্ত মাথা ঘামাও।” এই মন্তব্যে মার্কিন যুবতী তিনটির মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা জানি না, কিন্তু ভারতের লোক একটু মুগ্ধ হস্ত করিবে মাত্র। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের গবর্ণমেন্ট বার বার জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভারত ইংরেজের ঘরোয়া ব্যাপার। তবু যে কেন মার্কিন মূলকের লোক ভারত সম্পর্কে মাঝে-মাঝে অনিশ্চিন্তা দেখায় তাহাই ভাবিবার বিষয়।

ভারতের বর্তমান বড়লাটের প্রথম বক্তৃতায় সমগ্র দেশে একটা নৈরাশ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। চিরাচরিত নিয়ম না মানিয়া লর্ড ওয়াভেল বড়লাটরূপে তাঁহার প্রথম ভাষণের সময় যতই পিছাইয়া দিয়াছেন ততই নানা-সূত্রে আশা-ভরসার গুঞ্জব-গুঞ্জন বাড়িয়া চলিতেছিল। নিজেরই নির্বাচন-কেন্দ্রে ভারত সচিব মিঃ আমেরীর অপমান এবং ভারত প্রসঙ্গে ব্রিটিশ জনসাধারণের অনুমত ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে স্থানে স্থানে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ, এই সব ঘটনার সহিত অস্ট্রা ঘটনার কাল্পনিক যোগসূত্র স্থাপন করিয়া লইয়া অনেক নৈরাশ্রবাদীও মনে করিয়াছিলেন যে, বড় রকমের কিছু যদিও আশা করা যায় না তথাপি বর্তমান শাসন-নীতি সম্পর্কে কিছুকিঞ্চিৎ পরিবর্তনের অন্ততঃ আভাস হয় তো বড়লাটের অভিভাষণে মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু চার্লিল-আমেরী-লিনলিথগো শাসন-শৃঙ্খলের স্থানে নুতন করিয়া চার্লিল-আমেরী-ওয়াভেল শৃঙ্খল রচিত হইলেও ভারত এখনও “যে তিমিরে সে তিমিরে”। অর্থাৎ ভারতের শাসনতাত্ত্বিক অচল অবস্থার অবসান সম্পর্কে শাসকশ্রেণীর পূর্ব মনোভাবের কোন প্রকার পরিবর্তনের

লক্ষণ আমরা লর্ড ওয়াভেলের ভাষণে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও পাইলাম না। লর্ড লিনলিথগো’র আমলে আমরা যেমন শুনিয়াছিলাম লর্ড ওয়াভেলের আমলেও তেমনি শুনিতেছি। স্বরাজের আশাস, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি, জনগণের সহযোগিতা ইত্যাদি। একটাও নূতন কথা নয়। লর্ড লিনলিথগো’র একাধিক ভাষণেও অনুরূপ উক্তি ও যুক্তি একটু-আধটু ভিন্ন ভাবের আড়ালে ছিল এই মাত্র। সর্বাধিক বেদনাকর এই যে, বড়লাটের সুদীর্ঘ অভিভাষণের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক প্রস্রাবলী শুটিকয়েক-বাক্যের অধিক স্থান লাভ করিতে পারে নাই। এই বিষয়ে “আর্থিক জগতের” বর্তমান সংখ্যায় অস্তুত এক প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে আমাদের প্রতিক্রিয়ার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বোম্বাই সরকারের নিজস্ব ইস্তাহারে প্রকাশ : “শ্রীযুক্ত কস্তুরীবাই গান্ধী পুনরায় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি উহার প্রকোপ কাটাইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা এখন অনেকটা ভাল। কিন্তু তাঁহার বর্তমান বয়স ও জরাজীর্ণ স্বাস্থ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে এখনও তাঁহার অবস্থার জন্ত উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।”

শ্রীযুক্ত কস্তুরীবাই গান্ধীর বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং গবর্ণমেন্টই উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। অধিকন্তু এসোসিয়েটেড প্রেসের পরবর্তী এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী সপরিবারে তাঁহার মাতার সহিত দেখা করিবার জন্ত পুণায় গিয়া পৌছিয়াছেন। এই দুইটি সংবাদই যথেষ্ট। অথচ গবর্ণমেন্ট এখনও শ্রীযুক্ত গান্ধীকে ছাড়িতেছেন না। ইহার কারণ যদি রাজনৈতিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় আমাদের শাসকশ্রেণীর স্বদেশের উপর। স্মার অসওয়াল্ড মোসলে রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিলেই সব কথা বলা হয় না। তিনি ইংলণ্ডে এমন এক মতবাদের সমর্থক, প্রচারক ও অধিনায়ক যাহার বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের অভিযান চলিতেছে। অথচ গ্রেট

## ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা ও বড়লাট

এসোসিয়েটেড চেম্বার্স এর বার্ষিক সভায় বড়লাট লর্ড ওয়েভেল যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা দেখিয়া জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীমাত্রই ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিবার পর হইতে এদেশে একটা রাজনৈতিক অচল অবস্থার সূচনা হইয়াছে। এই অচল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধের সময়ে দেশবাসীর দুঃখহৃদশাও নানাদিক দিয়া অপরিসীম হইয়াই দেখা দিয়াছে। সকলেই আশা করিয়াছিল লর্ড ওয়েভেল ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হওয়ার পর বাস্তব প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে তিনি এদেশের সমস্যাগুলিকে বিচার করিবেন এবং রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটাইয়া দেশের লোকের প্রকৃত সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ভিতর সেই সব সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইবেন। কিন্তু বড়লাটের প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতায় তাঁহার সেরূপ দূরদর্শিতা ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার প্রধান ও মুখ্য কর্তব্য এড়াইয়া গিয়া তিনি উহাতে বিশেষ করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার কথাই আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনাতেও আবার আমলাতান্ত্রিক রীতিনীতির মামুলী ছাপ সুস্পষ্ট। ফলে তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণ আমাদের নিকট একটা গুরুত্বহীন ভাববিলাস বলিয়াই মনে হইয়াছে। এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আশা বা ভরসা পোষণ করিবার মত কিছুই দেখিতেছি না।

রাজনৈতিক সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিয়া লর্ড ওয়েভেল বাহিয়া বাহিয়া অর্থনৈতিক সমস্যার কথা আলোচনা করিয়াছেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় যেসব লোক আর্থিক হৃদশার চাপে নিদারুণ দুঃষ্টকষ্ট ভোগ করিতেছে তাহাদের সম্পর্কে বড়লাটের বাহ্যিক দরদ ও সহানুভূতি উচ্ছৃঙ্খলিতভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত আন্তরিকতার অভাবে এদিক দিয়াও তিনি আশু প্রতিকারের কোন নির্দেশ দিতে পারেন নাই। সমস্যা সমাধানের নামে আমলাতন্ত্র আজ ২১৩ বৎসর যাবৎ যেসব বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ কমিটি ও কন্ফারেন্স বসাইয়া নিত্যন্ত সম্মুখগতিতে

ধীরেস্থলে বাহা কার্যকরী করা হইতেছে ভারতের বর্তমান সৈনিক বড়লাট তাহাকেই যথাসম্ভব ক্ষিপ্ততর করিয়া লওয়ার কথা বলিয়াছেন মাত্র।

বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় দেশের বর্তমান খাদ্যসমস্যার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লোকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থাহীন হইয়া খাদ্যশস্য মজুত করিতে আরম্ভ করায়, এক শ্রেণীর লোক লাভের আশায় খাদ্যশস্য ধরিয়া রাখায় এবং দেশের বাড়তি অঞ্চলগুলি ঘাটতি এলাকার জন্য স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণে রাজী না হওয়ায় দেশে খাদ্যসমস্যা এত জটিল হইয়া দেখা দিয়াছিল। খাদ্য চলাচল সম্পর্কে ও খাদ্য দ্রব্যের মূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ নানা অসুবিধার ভিতর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারায় এই সমস্যার কোন দ্রুত সমাধান সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমানে সেই সব কারণ ও অব্যবস্থা দূর করা সম্পর্কে পরবর্তমেন্ট বিশেষভাবে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মুনাফাশিকারীদিগকে দমন করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট এখন হইতে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের জন্য ইতিমধ্যেই একটি ব্যাপক সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এখন হইতে সকল দিক দিয়া সুসঙ্কল্পিত বিধান কার্যকরী করা হইবে। বাড়তি ফসল থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের সময়ে ভারতের কোন কোন প্রদেশ বাঙ্গলায় খাদ্য শস্ত প্রেরণ সম্পর্কে শৈথিল্য ও অনিচ্ছা দেখাইয়াছিল। লর্ড ওয়েভেল বোষণা করিয়াছেন যে, খাদ্য সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ভবিষ্যতে এই সব অসুবিধা যাহাতে না দাঁড়ায় তিনি সে বিষয়ে ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিতেছেন। কোন প্রদেশ বা কোন এলাকার খাদ্য সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া এখন হইতে তাহাকে সমগ্র দেশের সমস্যা হিসাবে বিচার করা হইবে। এক প্রদেশের প্রয়োজনে অন্য প্রদেশ হইতে খাদ্য চালানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে এ বিষয়ে বড়লাটের সূচিস্থিত মন্তব্য এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার বাহির হইতে ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে খাদ্য

দ্রব্য আনাইয়া বাঙ্গলা প্রদেশকে তাহার বর্তমান বিপদে সাহায্য করিবেন সত্য, কিন্তু এই প্রদেশের পক্ষে বরাবরের জন্য সেভাবে বাহিরের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকা উচিত নহে। বাঙ্গলায় বেশী পরিমাণ ফসল উৎপাদন করিয়া ও সেই উৎপন্ন ফসল স্বেচ্ছা করিয়া যাহাতে এই প্রদেশের সমস্যা স্বাভাবিকভাবে সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে এখন হইতে এদেশের জনসাধারণ ও গবর্ণমেন্টকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে।

খাদ্য-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে বড়লাটের উপরোক্ত নির্দেশসমূহের ভিতর কোন নতুনত্ব নাই। এই সব ধরনের বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা পূর্বে হইতেই দেশে আলোচিত হইতেছে। যাহাদের উপর এ সমস্ত কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে তাঁহারা পূর্বে সে দায়িত্ব পালনে কখনও আন্তরিক গরজ দেখান নাই। ভবিষ্যতে যে তাঁহারা ঐকান্তিকভাবে ঐ বিষয়ে যত্নপর হইবেন সে ভরসা কোথায়? অবশ্য লর্ড ওয়েভেল বলিয়াছেন যে, কাগজেপত্রে ছকুমনামা ও উপদেশ জারী করার চেয়ে অধীন কর্মচারীদের সহিত মুখোমুখী আলোচনা করা ও সমস্ত বিষয় সাক্ষাৎভাবে তদারক করা তিনি পছন্দ করেন; আর উপরোক্ত বিষয়ে এখন হইতে ঐ নীতিই তিনি প্রয়োগ করিতে যত্নপর হইবেন। একজন ভূতপূর্ব সেনাপতির নিকট এই ধরনের কথাই আমরা আশা করি। কিন্তু যে শ্রেণীর আমলাতান্ত্রিক অফিসর নিয়া এদেশের সরকারী দপ্তরগুলি গঠিত ও পরিচালিত হইতেছে তাঁহারা তাঁহাদের সনাতন দীর্ঘমুত্রী রীতি পরিহার করিয়া খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য আজ রাতারাতি তড়িৎকর্তা কৃতী পুরুষ হইয়া দাঁড়াইবে—এ ভরসা বাস্তবিকই করা চলে কি?

বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় এদেশের ইনক্লেশন সমস্যা নিয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যদি ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা না যায় তবে তাহাতে ইনক্লেশন প্রশমনের পক্ষেও বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। দেশে লোকের ব্যবহার্য জিনিষপত্রের অপ্রাচুর্য্য দেখা যাওয়ায় কোন কোন স্থলে উহাদের মূল্য

( ৭৮৪ পৃষ্ঠায় প্রাপ্য )

# ম্যালেরিয়া ও জাতীয় দুর্ভোগ

শ্রীবরদা দত্তরায়

শবরটা নবেম্বর মাসের হইলেও বাসী হইবার নয়। নবেম্বর মাসের (১৯৪৩ ইং) শেষ সপ্তাহের শবরে প্রকাশ যে, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, বরিশাল, আসাম ইত্যাদি স্থানে যেভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, এ অবস্থার আশু প্রতিকার না হইলে দুর্ভিক্ষে যত লোক মারা গিয়াছে, তাহার অধিক সংখ্যক লোক মারা যাইবে এবার ম্যালেরিয়ায়। শ্রীহট্ট জেলার এক বানিয়াচঙ্গ এলাকায় শতকরা প্রায় নব্বই জন লোক ম্যালেরিয়াতে ভুগিতেছে বলিয়া প্রকাশ। এই ভাবে প্রতি জেলায় প্রতি গ্রামে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে এবার প্রলয়ঙ্কর মহামারীরূপে। এমনকি কলিকাতা সহরও তাহাতে বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা কর্পোরেশনের ডঃ আমেদের এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, গত ১৪ই অক্টোবর হইতে ১৩ই নবেম্বর পর্য্যন্ত এক কলিকাতা সহরেই ম্যালেরিয়াতে মরিয়াছে ৪৩১ জন। যে কলিকাতা সহরে সংবৎসরে গড়ে ৬৫০৭০০ লোকের বেশী লোক ম্যালেরিয়াতে মরিতে দেখা যায় নাই, সেই কলিকাতা সহরেই যখন মাসে ৪৩১ জন ম্যালেরিয়াতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তখন কলিকাতা মহানগরীও যে এবার ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়াছে সে কথা বলাই বাহুল্য। বাংলা দেশের ছয় কোটি লোকের মধ্যে প্রায় তিন কোটি লোকই প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়াতে ভুগিয়া থাকে। সরকারী শবরের অসংখ্য চূর্ণকামের মধ্যেও দেখা যায় যে, কেবল ম্যালেরিয়াতেই বাংলা দেশের মৃত্যু-সংখ্যা সংবৎসরে গড়ে পাঁচ লাখ। অর্থাৎ সারা ভারতে সংবৎসরে যত লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়, তাহার এক-চতুর্থাংশ লোকই মরে হতভাগ্য বাংলা দেশে।

এ বৎসর বাংলার উপর দিয়া একদিকে যেমন দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে অশ্রু দিকে তেমনি ম্যালেরিয়া আসিয়াছে। কথায় বলে, বিপদ একাকী আসে না। দুর্ভিক্ষ কতক পরিমাণে প্রশমিত হইতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে হয়ত মহামারীরও নামান্তর ও রূপান্তর হয়, কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নিত্য সহচর। হিসাব-পত্র ঘাটিলে দেখা যায় যে,

ভারতের ৩৮ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ গড়ে ১৩ কোটি লোক ম্যালেরিয়াতে অল্প-বিস্তর ভুগিয়া থাকে। তন্মধ্যে ১০ কোটি লোকের কোন চিকিৎসাই হয় না, বাকী লোকের মধ্যে কেবল ৮০ লক্ষ লোকের আংশিক বা পূর্ণ চিকিৎসা হয় এবং তাহার পর যে সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তাহার টোটকা চিকিৎসা অথবা ঝাড়-ফুক ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে, সংবৎসরে ভারতের প্রায় ২০ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ার ছাপ লইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং এই ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে এক বাংলা দেশেই সংবৎসরে মরে প্রায় পাঁচ লক্ষ। এই ভাবে শবর বাড়িয়া কোন লাভ নাই। মোটের উপর এ কথা নির্বিশ্বাসে বলা চলে যে, প্রতি তিন জন বাঙ্গালীর মধ্যে একজন ম্যালেরিয়ার রোগী, অর্থাৎ ছয় কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে গড়ে দুই কোটি বাঙ্গালী ম্যালেরিয়ার রোগী। এবার দুর্ভিক্ষের কল্যাণে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ অনশন ও অর্দ্ধাশন ক্রিষ্ট রোগা দেহে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি থাকে না। কয়েক বৎসর পূর্বে ডাঃ বেক্টন বুলিয়াছিলেন, যে 'ম্যালেরিয়া গরীবের রোগ'। আসামের বহু চা-বাগানে দেখা গিয়াছে যে একই বাগানে যেখানে শত শত কুলী ম্যালেরিয়াতে ভুগে সেখানে দুধ-ঘি পুষ্ট ম্যানেজার কিংবা তাহার অশ্রান্ত সহকারীদের ম্যালেরিয়া হয় না। অবশ্য তাই বলিয়া এ কথা প্রমাণ হয় না যে ম্যালেরিয়া ধনী-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে না। তবে ইহা সত্য যে দুর্বল দেহে রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

সে যাক। দেশের এই অবস্থার মধ্যে ভারতের ভাঙারে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক কুইনাইন কি পরিমাণ আছে তাহা দেখিলেই আমাদের স্বাস্থ্যের অবস্থার একটা দিগদর্শন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অশ্রান্ত দেশে, যেমন গ্রীস ও ইতালী, ম্যালেরিয়ার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সেখানে প্রতি রোগী গড়ে ২৪ ও ১৬ গ্রেণ কুইনাইন ব্যবহার করে। কিন্তু সেই তুলনায় ভারতে কুইনাইন পাওয়া না গেলেও ভারতকে ম্যালেরিয়া-মুক্ত করিতে হইলে কমপক্ষেও ১০১৪ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইনের প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে এত কাল ভারত মাত্র দুই লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন দিয়াই

কোন রকমে কাজ চালাইয়া আসিয়াছে। তাহাতে কি ফল হইয়াছে, তাহার হিসাব পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই দুই লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইনও যদি ভারতের সিঙ্কোনা গাছ হইতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু সরকারী হিসাবপত্র ঘাটিলে দেখা যায় যে ভারতে এ যাবৎ মাত্র ৭০,০০০ পাউণ্ড (গড়পড়তা) প্রস্তুত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাংলার মংপু ফেক্টরীতে কুইনাইন উৎপাদন সংবৎসরে গড়ে ৫০,০০০ পাউণ্ড এবং বাদ-বাকী কুইনাইন প্রস্তুত হয় মাদ্রাজের নেছতট্টম নামক স্থানে। কাজেকাজেই এতকাল উপযুক্ত পরিমাণ কুইনাইন না হইলেও অল্পতঃ পক্ষে ভারতের ১২১৩ কোটি ম্যালেরিয়া রোগীর 'পিল্লি রক্ষার' নিমিত্ত সংবৎসরে প্রায় ১,৫০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন আমদানী করিতে হইয়াছে বিদেশ হইতে। অথচ সিঙ্কোনা-চাষের জমী বাড়ি নাই, দেশের পর্বত-প্রমাণ ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদার দিকে চাহিয়াও দেশে সিঙ্কোনা চাষ বাড়ি নাই, বরং কমিয়াছে। কারণ, বাংলার মংপু ও মাদ্রাজের নেছতট্টমে ১৯৩২-৩৩ সালে মোট ৪,৭২৪ একর জমিতে সিঙ্কোনার চাষ হইত। ১৯৩৫-৩৬ সালে তাহা কমিয়া ৪,২১৮ একর দাঁড়ায়। চাষ কমিলেই ফলনও কমে, কাজেই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালের আমদানী বাণিজ্যের খতিয়ান দৃষ্টে দেখা যায়, সেই বৎসর ভারতে জার্মানী হইতে ৫৩,১৩১ পাউণ্ড, ব্রুটন হইতে ২০,০৯৮ পাউণ্ড, যবদ্বীপ হইতে ৪৬৭০ পাউণ্ড ও অশ্রান্ত দেশ হইতে ১৫,২৩৬ পাউণ্ড কুইনাইন আমদানী হইয়াছিল। অর্থাৎ উক্ত বৎসর যে পরিমাণ কুইনাইন আমদানী হইয়াছিল তন্মধ্যে জার্মানীর ভাগ ছিল শতকরা ৫৮-৮ অংশ, ব্রুটন ২৮-০ অংশ, যাভা ৩-৭ অংশ ও অশ্রান্ত দেশের অংশ ছিল শতকরা ১৩-২। তারপর আসিয়াছে এই সর্বনাশা যুদ্ধ। জার্মানী, জাভা ও অশ্রান্ত রপ্তানীকারী দেশসমূহের মধ্যে অনেকেই ইদানীং শত্রুপক্ষ, অতএব তাহাদের নিকট হইতে কুইনাইন পাওয়ার আশা নাই বলিলেও চলে। যে সব দেশ মিত্র-পক্ষীয় বলিয়া গণ্য তাহাদের নিকট হইতেও কোন কুইনাইন পাওয়া যায় না যান-বাহনাদি সঙ্কোচনের অজুহাতে। ফলে এদেশে যেমন



একদিকে অন্নান্নাভাব তেমনি অন্য দিকে ঘটিয়াছে ঔষধাভাব। ডাক্তার মুঞ্জের ভাষায়, “Bengal suffers from double famine—food famine and quinine.” (বাংলা দেশ জোড়া দুভিক্ষের তাড়নায় ভুগিতেছে—একদিকে অন্নান্নাভাব অন্য দিকে কুইনাইনের অভাব)। কলে আজ প্রতি জিলায়, প্রতি মহকুমায় এবং প্রতি গ্রামে প্রত্যহ অগণিত লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিলেও ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নাই।

সরকারী খবরে প্রকাশ যে, এখন যথেষ্ট কুইনাইন পাওয়া যাইবে। কলিকাতার জম্ম নির್ದিষ্ট ২৫০০ পাউণ্ড কুইনাইনের ১৫০০ পাউণ্ড কুইনাইন আপাততঃ খরচ হইয়া গিয়াছে, বাকী ১০০০ (হাজার) পাউণ্ড কুইনাইন এখন পাওয়া যাইবে। বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী বাবু ভগীরথ কানোরিয়া জানানাইয়াছেন যে, তাঁহার কমিটি সরকারের নিকট হইতে এক হাজার পাউণ্ড কুইনাইন সরকার নির্ধারিত দরে ক্রয় করিয়াছে এবং সেই কুইনাইনের বড়ি প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা সহরে এবং মফঃস্বলে বিলি করিতেছেন।

এ সব খবর খুব আশাপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতের এবং বিশেষতঃ বাংলার বিরাট চাতিদার নিকট ইহা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মতই অকিঞ্চিৎকর। এই যুদ্ধের অজুহাতে অগ্ন্যাগ্ন দেশেও যে কুইনাইনের অভাব হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু তাহারা সে অভাব মোচন করিয়াছে কুইনাইনের অনুকল্প আবিষ্কার করিয়া। ইতিমধ্যেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (U. S. A.) “এটাব্রীন” দিয়া কুইনাইনের কাজ চালান হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়াতে “মেপাক্রীন” ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতেও “লেভারীন” বলিয়া একটা অনুকল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছিল এবং এদেশে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লেভারীন বড়ি দেওয়া হইবে বলিয়া শুনা গিয়াছিল; সেগুলি এখন কোথায়? ডাঃ এইচ কে নন্দী আসামে “পিরেথ্রাম” (Pyrethrum) বলিয়া একপ্রকার উদ্ভিদের সন্ধান দিয়াছেন (অমৃত-বাজার পূজা-সংখ্যা, ১৯৪৩ ইং) যাহা অনায়াসে কুইনাইনের অভাব মোচন করিতে সক্ষম। এদিকে ডাঃ এস্ দে (Dr. S. S. Dey) কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে রুশ-পদ্ধতি অনুযায়ী এদেশে জুই বৎসরের সিঙ্কোনা গাছ হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করা সম্বন্ধে যে গবেষণা করিতেছিলেন তাহাতে সফল হইয়াছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে। সরকার বাংলা ও মাদ্রাজে মাত্র ৬০০ একর জমিতে এই নূতন

পদ্ধতির সিঙ্কোনার চাষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যেখানে ৪০০০ একর জমীর সিঙ্কোনাতে ভারতের প্রয়োজনের সামান্যতম অংশও পূরণ হয় না (কারণ, যেখানে ইতালী ও গ্রীসে গড়ে জন প্রতি ১৬ ও ২৪ গ্রেণ কুইনাইন ব্যবহার করিতে পায়, সেখানে গড়ে মাথা পিছু তিন গ্রেণ কুইনাইনও ব্যবহার করিতে পায় না।), সেখানে ৬০০ একরে যে কতখানি অভাব মিটিবে তাহা ভাবিবার বিষয়। অথচ আজ বাংলা দেশে ম্যালেরিয়া ‘শিয়রে শমনের’ মত দাঁড়াইয়া। এই অবস্থায় এই হতভাগ্য দেশের কি গতি হইবে কে বলিতে পারে? অথচ দেশে ভেজাল ঔষধের অভাব নাই। কুইনাইনের নামে বহু বাজে জিনিষও যে বিক্রয় না হইতেছে এমন নয়। অল্পহীন, অর্থহীন ও স্বাস্থ্যহীন হতভাগ্যের দল আজ বাঁচিয়া থাকিবার আশায় যাহা পাইতেছে তাহাই নির্বিচারে গ্রহণ করিতেছে। এইভাবে কত কোটি লোক আজ স্বাস্থ্যহীন হইয়া উপার্জন করিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে খবর সরকার রাখেন কি না জানি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে এক বাংলা দেশেই এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রায় ৪০।৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হয় প্রতি বৎসর।

এই ক্ষতিটা যে কি ভাবে হয় তাহা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সকলেই হয়ত জানেন যে, ভারতে সংবৎসরে যত লোক ম্যালেরিয়াতে মরে তাহার এক-চতুর্থাংশ মরে এক বাংলা দেশে। সুতরাং

যেখানে এক-চতুর্থাংশ লোক মরে, সেখানে সমগ্র ভারতের ম্যালেরিয়া রোগীর এক চতুর্থাংশ বাংলা দেশেই আছে তাহাও ধরিয়া লইলে কোন আপত্তি হইতে পারে না। মোটামুটি হিসাবে সারা ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১২।১৩ কোটি লোক ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহা হইলে বাংলা দেশেও গড়ে আড়াই কোটি তিন কোটি লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়াতে ভুগে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। যাহারা এ ভাবে ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয় তাহাদের মধ্যে কিছু পরিমাণ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিছু পরিমাণ লোক রোগজীর্ণ অবস্থায় অনেকটা কাজের বাহির হইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন আয় হয় না, অন্ততঃ ইহাদের দ্বারা পুরা কাজ যে হয় না তাহা নিশ্চিত। ভারতের জনপ্রতি সংবৎসরে গড়ে আয় ৭২ টাকা। সেই হিসাবে জনপ্রতি অন্ততঃ ২৪।২৫ টাকার কাজ লোকসান হয় ধরা যায়। দুই কোটি আড়াই কোটি লোকের আয় এইভাবে হ্রাস পাইলে তাহাতে জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ যে কিরূপ বেশী দাড়ায় তাহা সহজেই অনুমেয়।

### বিজ্ঞান বিজ্ঞাপন

স্বাস্থ্য মূল্য ও টাইটেল ইত্যাদি ভাল হইলে বাড়ী ও জমী গ্যারাণ্টী দিয়া বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় এবং বিক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় ব্যাপারে সমস্ত বিষয় গোপন রাখা হয়।

শ্রীমুনীলচন্দ্র রায়,

বাড়ী ও জমীর ব্যবসায়ী, তারা আশ্রম, ৪২।ই আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা।

—যে সকল তথ্য আপনার আশ্রা আনিবে—

ত্রয়োবিংশতিতম ত্রৈবার্ষিক হিসাব নিকাশে দেখা যায়

উন্নততর মৃত্যুর হার—

এবং ব্যয়ের হার হ্রাস পাইয়াছে।

শতকরা ৩ টাকা সুদের হারে কোম্পানীর দেনাপাওনার হিসাব করিয়াও আলোচ্য তিন বৎসরে নেট লাভের পরিমাণ ১,৫০,৮৮,০৯২ টাকা। তদ্বারা বীমাকারীদের তহবিলে বাড়িয়াছে আরও ৫৪ লাখ টাকা।

বোনাস

যোষণা

আজীবন বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১২।০ টাকা

মেয়াদী বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১০ টাকা

## ও রি য়ে ণ্টা ল

গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

স্থাপিত  
১৮৭৪ সাল

বাংলা অফিস—ওরিয়েন্টাল  
এসিওরেন্স বিল্ডিংস্

হেড অফিস  
বোম্বাই

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ফোন কলিঃ ৫০০

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### কলিকাতায় রেশনিং সম্পর্কে ভারত সরকারের নির্দেশ

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতায় রেশনিং পরিকল্পনা সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের উপর ভারত-রক্ষা বিধানের ১২৬(ক) ধারা অনুযায়ী এক নির্দেশ জারী করিয়াছেন। উহাতে বাঙ্গলা সরকারকে ১৯৪৪ সালের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে কলিকাতায় রেশনিং প্রবর্তন করিতে বলা হইয়াছে। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, ১ হাজার খুচরা দোকানের মারফৎ এই রেশন বিতরণের কাজ চালাইতে হইবে, তন্মধ্যে শতকরা ৪৫টি হইবে বে-সরকারী এবং ৪৫টি সরকারী দোকান। বাঙ্গলার মন্ত্রিসভার বে-সরকারী দোকান বাদ দিয়া সরকারী দোকান মারফৎ রেশন বিতরণের কার্য চালাইবার পক্ষপাতী ছিলেন, কাজেই এই নির্দেশের প্রয়োজন হইয়াছে। গ্রীষ্মী কমিটির রিপোর্টেও স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া চলিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। বলাই বাহুল্য, বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা এই নির্দেশ প্রসঙ্গটিতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

### যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক রেল ধর্মঘটের আশঙ্কা

সম্প্রতি, আমেরিকার পাঁচটি রেল শ্রমিক সংঘের পক্ষ হইতে সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রেল শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী মানিয়া না লইলে উহা আদায় করিয়া লইবার জন্য আগামী ৩০শে ডিসেম্বর হইতে কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই ধর্মঘটে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক জড়িত হইয়া পড়িবে। উপরোক্ত পাঁচটি রেল শ্রমিক সংঘের সদস্যদের হাজার করা ২২৭ জন ধর্মঘট সমর্থন করিয়াছে। মজুরী বৃদ্ধির বাধা থাকিলে অথচ খাই খরচা বৃদ্ধি পাইয়া চলিতে থাকিবে—শ্রমিকেরা এই অবস্থা মানিয়া চলিতে রাজী নহে। পাঁচটি রেল শ্রমিকসংঘের সভাপতিগণ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন :—আমরা এই ধর্মঘট অনুমোদন করি। এই ধর্মঘটের আশু ফলাফল হইবে তাহাও আমরা জানি, কিন্তু আমরা একথাও জানি যে এত বড় সম্ভবতঃ শ্রমিকদের ধর্মঘটের শেষ ফল বাহা হইবে তাহাতে যুদ্ধের সাফল্য এবং যুদ্ধ জয়ের পর মার্কিন দেশের সাধারণ লোকের কল্যাণের সুবিধা হইবে।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্র-গবর্ণমেন্ট রেলওয়ে সমূহের পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন। রেল কর্তৃপক্ষ ও তিনটি শ্রমিক সংঘ ইহাতে সম্মত হইয়াছেন।

### খনি ধর্মঘটেরও সম্ভাবনা

সম্প্রতি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ন্যাকটসচিব বলেন, শীঘ্রই যদি খনি মজুর ও মালিকদের মধ্যে মজুরী সম্পর্কে একটা আপোষ-রক্ষা না হয় তাহা হইলে আবার কয়লা খনিসমূহে ধর্মঘট দেখা দিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, এবার ধর্মঘট হইলে যে পরিমাণ কয়লা ঘাটতি পড়িবে তাহা পূরণ করা সম্ভব হইবে না।

### কলিকাতার উপকণ্ঠে বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেন চালাইবার অনুরোধ

গত সপ্তাহে যানবাহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য জার এডওয়ার্ড বেঙ্কল কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের গৃহে উক্ত সমিতির পরিচালকদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ট্রেনে ভীড় কমাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে ১০০ অথবা ১৫০ মাইল পর্যন্ত বিজলী প্রবাহ দ্বারা ট্রেন চালাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অনুরোধ জানান হয়। বৈঠকে কয়লা উত্তোলন এবং বর্টন ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কেও আলোচনা হয়। এদেশে যথাসম্ভব রেল ইঞ্জিন তৈরীর ব্যবস্থা করিতেও তাহাকে অনুরোধ করা হয়।

### সাহায্য দান পরিষদে চাঁদা দানের বিরোধিতা

সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্য দান ও পুনর্গঠন পরিষদে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে চাঁদা দানের বিরোধিতা করিয়া সম্প্রতি ফেডারেশন অব চেম্বার্স অব কমার্সের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গ্রাম—'বখের ঘন'

ফোন—ক্যাল ৩৭৩৪

## হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা

শাখা সমূহ—

|          |           |                   |
|----------|-----------|-------------------|
| কলিকাতা  | মেদিনীপুর | ভেঙ্গপুর (আসাম)   |
| বড়বাজার | শালবনি    | মুন্সিগঞ্জ        |
| মাণিকতলা | বুলিচক    | খুলনা             |
| শিয়ালদহ | বাঁকুড়া  | মীরকাশিম          |
| বালীগঞ্জ | বিষ্ণুপুর | কৃষ্ণনগর (মদীয়া) |
|          | গড়বেতা   | বাগেরহাট          |
|          |           | পাটনা             |

\* গরা শাখা শীঘ্র খোলা হইবে

### আমানতী ডাকার উপর সুদের হার

|                      |         |                       |
|----------------------|---------|-----------------------|
| চলতি হিসাব...১%      | বার্ষিক | ফিক্সড ডিপোজিট—       |
| সেভিং ব্যাঙ্ক        |         | এক বৎসর...৪% বার্ষিক  |
| ডিপোজিট...৩% বার্ষিক |         | দুই বৎসর...৫% বার্ষিক |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাস সাটিফিকেট পাওয়া যাইবে।

### \* প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

৮ বৎসর বাবৎ প্রতি মাসে ১০ টাকা হিসাবে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ১৪০ টাকা পাইবেন।

৮ বৎসর বাবৎ ৫০ টাকা হিসাবে প্রতি মাসে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ৭০০০ টাকা পাইবেন।

আয়করহীন শতকরা ৫ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্ণমেন্ট বিল, জি, পি, নোটস্ এবং বাজার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমানের পক্ষপাতী

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ভার্গা মস্কো হইতে প্রকাশিত “বুদ্ধ ও শ্রমিক শ্রেণী” নামক পত্রিকায় সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমান পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী, কিন্তু কোন আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির সমতাস্থাপন পরিকল্পনার সহিত যুক্ত হইবার আগ্রহ রাশিয়ার নাই। তবে সোভিয়েট কেবল নিজের দেশের প্রাক-যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা ফিড়াইয়া আনিতেই চাহে না, বৃহত্তম অস্ত্র দেশের অর্থ-

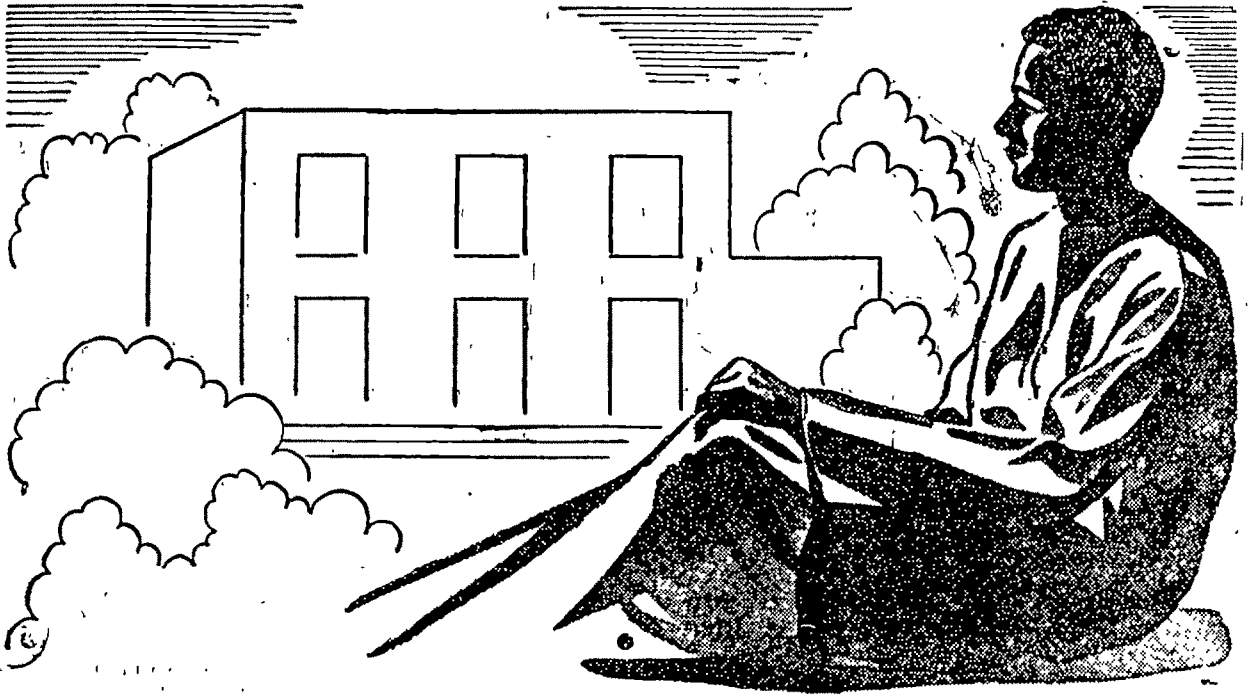
নৈতিক পুনর্গঠনের কার্যেও তাহার আগ্রহ কম নয়। কিন্তু এবং হোয়াইট-পারিকল্পনা আলোচনা করিয়া উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীর অস্ত্র দেশের সহিত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের যে ব্যবসা বাণিজ্য চলিবে, তাহার মূল্য হিসাবে নির্ধারিত মূল্যে স্বর্ণ দেওয়াই সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে সুবিধা, ইহাতে কাজকারবারেরও সুবিধা হইবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন ধরনের মুদ্রানীতি প্রচলিত আছে, কাজেই কোন আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক বা মুদ্রানীতির সমতা প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনার সহিত সহযোগিতা করা সোভিয়েটের পক্ষে কঠিন।

## কেন্দ্রীয় পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন

প্রকাশ, আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের এক যুক্ত অধিবেশন হইবে। খুব সম্ভব বড়লাট এই যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিবেন।

## চীনা বাদাম রপ্তানী বন্ধের অনুরোধ

ভারতবর্ষ হইতে চীনাবাদাম রপ্তানী নিষিদ্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ জাপনের সিদ্ধান্ত করিয়া ভারতীয় ফেডারেশন অব চেম্বার্স অব কমার্সের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।



## এইটা আপনার বাড়ি

আপনার সংসার আপনার বাড়ি। তার সব দায়, সব ভার ত আপনারই আপনার জী ও ছেলেমেয়ের নির্ভর আপনি, কারণ আপনি গৃহস্থামী, তাদের পোষক ও প্রতিপালক। তাদের মঙ্গল ও ভবিষ্যতের জন্য আপনিই দায়ী।

জীবন হয়ত আপনার উপর খুব প্রসন্ন নাও হতে পারে, হয়ত ভাগ্যের নির্ভর হাত আপনাকে আপনজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। ভেবে দেখেছেন কি, তখন কে আপনার জী ও ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করবে, কে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ যোগাবে?

নিউ ইন্ডিয়া ক্যামিলি ইনকাম পলিসি আপনার অবর্তমানেও আপনার পরিবারকে নিয়মিত আয় যোগাবে, যতদিন না আপনার বীমা পলিসির মেয়াদ পূরণ হয়। এ ছাড়া নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে পলিসির সম্পূর্ণ টাকাটাও তাদের দেওয়া হবে। আপনি বেঁচে থাকলে, পলিসির টাকা আপনিই পাবেন।

মোট ভরবিল— প্রায় ৫ কোটি টাকা  
মোট সম্পত্তি— প্রায় ৬ কোটি টাকা  
মোট দাবী শোধ— ১০ কোটি টাকার উপর

# নিউ ইন্ডিয়া

এসিওরেন্স কোং, লিঃ

১, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

## নিউ ইন্ডিয়া ক্যামিলি ইনকাম পলিসি কি কি সুবিধা দেয় :

- \* যদি হুজুগ্যবশত: আপনার মৃত্যু হয়, তাহ'লে আপনার পরিবার মোট যে টাকা পাবেন, তা বীমাকৃত টাকার চেয়ে বেশি।
- \* আপনার বিধবা স্ত্রীকে অবর্তমানের জন্য ভাবতে হবে না—নিরাপদ ও লাভজনকভাবে তাঁর টাকা খাটবে।
- \* বেঁচে থাকলে সমস্ত টাকা আপনিই পাবেন—বৃদ্ধ বয়সে তা' আপনার অত্যন্ত উপকারে আসবে।

## বীমার হার ও অন্যান্য বিবরণের জ্ঞান নিচের কুপন পাঠান

দি নিউ ইন্ডিয়া এসিওরেন্স  
কোম্পানী লিমিটেড  
৯, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা  
অগ্রগণ্যপূর্বক বিনামূল্যে ও বিনা  
বাধ্যবাধকতায় আমাকে “ক্যামিলি  
ইনকাম পলিসির” সবিশেষ  
বিবরণ পাঠান

নাম

ঠিকানা

### কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে কমিটি গঠন

প্রকাশ, সেন্ট্রাল কটন কমিটির মত ভামাক, নারিকেল, চাউল এবং চিনি প্রভৃতি পণ্য সম্পর্কেও সেন্ট্রাল কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। খুব সম্ভব শীঘ্রই সেন্ট্রাল কোকোনাট এবং সেন্ট্রাল রাইস কমিটি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হইবে। সেন্ট্রাল রাইস কমিটির কাজ চালাইবার জন্য খুব সম্ভব প্রতি মণ চাউলের উপর এক পয়সা কর ধার্য করা হইবে। ইহাতে বার্ষিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আদায় হইবে। সেন্ট্রাল কোকোনাট কমিটি স্থাপন সম্পর্কে ইতিমধ্যেই মাদ্রাজ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর গভর্নমেন্টের সহিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে কোচিন রাজসরকারের অমুদোদন এবং সহযোগিতা লাভের জন্য আলোচনা চালান হইতেছে। সেন্ট্রাল রাইস কমিটির মত সেন্ট্রাল কোকোনাট কমিটির কাজ চালাইবার জন্যও সামান্য কিছু কর ধার্য করা হইবে। ভামাক এবং চিনি শিল্পের উন্নতি বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য কিছু কিছু অর্থ বর্তমানেও আবগারী বিভাগের আয় হইতে দেওয়া হইতেছে। ভামাক চাষ এবং ভামাক শিল্পের উন্নতির জন্য বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করা আছে।

### আমেরিকার ভারতীয়গণের নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল ভারতীয় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন তাঁহারা যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার পাইতে পারেন তজ্জন্য ভারত সরকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভে চীনাদের পক্ষে যে আইনগত বাধা ছিল তাহা বাতিল করিয়া নতুন আইন করা হইয়াছে। ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার লাভের প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্য তাহাতে হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আইন আছে যে, ককেশিয়ান জাতির লোকেরা মার্কিন নাগরিক অধিকার পাইতে পারে।

ভারতীয়েরাও মূলতঃ ককেশিয়ান জাতির শাখা এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া মার্কিন আদালতে যে আবেদন জানান হইয়াছিল তাহা অবশ্য বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্টকে অহরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন ভারতীয়দিগকে ককেশিয়ান জাতিভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লন, তাহা হইলেই ভারতীয়েরা মার্কিন নাগরিক অধিকার পাইতে পারিবে। পেগিং আইন বিধিবদ্ধ করার দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকার পূরণের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে সম্পর্কে বড়লাট সরাসরিভাবে ফিল্ড মার্শাল আর্টসের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ডাঃ খারেও এ সম্পর্কে একটি যুক্তোত্তর পরিকল্পনা তৈরী করিতেছেন।

### বস্ত্রোৎপাদন ব্যবস্থা পরিদর্শনের প্রশ্ন

আমেরিক অধিবাসিগণের জন্য যে সকল বস্ত্র তৈরী হয় তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য সরকার হইতে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন কি না কিছুদিন যাবৎ কর্তৃপক্ষ মহলে এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা চলিতেছে। বর্তমানে ভারতীয় কলসমূহে উৎপন্ন বস্ত্রের শতকরা ৬০ ভাগ সরকারী প্রয়োজনে গ্রহণ করা হইতেছে, উহার উৎপাদন এবং মাপ প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য সরকারী লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বেসরকারী জনসাধারণের জন্য যে সকল বস্ত্র তৈরী হয় তাহার উৎপাদন পদ্ধতি এবং মাপ প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখিবার কোন সরকারী ব্যবস্থা নাই। অনেক সময় অভিযোগ আসিয়াছে যে, বহু মিল মিল বাজারে যে সব কাপড় ছাড়িয়াছে তাহা মাপেও ছোট এবং নিকৃষ্ট ধরনের হুতা হারা তৈরী। বহু ক্ষেত্রে এই সকল অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কলওয়ালী এবং ব্যবসায়ীরা যাহাতে খুসীমত লাভ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গভর্নমেন্ট বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করিয়াছেন। কাজেই ধারাপ কাপড় দিয়া এবং মাপে ছোট দিয়াও যাহাতে কলওয়ালীরা জনসাধারণকে ঠকাইতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও সরকারের কর্তব্য।

### ফেডারেল কোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

প্রকাশ, ফেডারেল কোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব লইয়া যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বর্ধাধিকরণের ক্ষমতার গণ্ডী এবং বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ হইলেই হয়। প্রকাশ, ফেডারেল কোর্টের ক্ষমতার সংখ্যা আরও তিনজন বৃদ্ধি করা হইবে এবং আরকর সম্পর্কিত মামলাসমূহের আপীলের সুনানী ও বিচার ফেডারেল কোর্টে হইতে পারিবে।

### মাদ্রাজে খাতোৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলন

প্রকাশ, গত দুই বৎসর যাবৎ খাতোৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলন চালাইবার ফলে মাদ্রাজ প্রদেশে ১০ লক্ষ একর পতিত জমি আবাদ করা সম্ভব হইয়াছে। তবে এই সকল জমির উৎপাদনের পরিমাণ এবং খাজ সমস্তা সমাধানের কাজে ইহাতে কতখানি সহায়তা হইবে তাহা অবশ্য এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

### ত্রিযুক্ত আশুতোষ ব্যানার্জি

ত্রিযুক্ত আশুতোষ ব্যানার্জি ভারত সরকারের ইনসিওরেন্স এডভাইসরী কমিটির একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

## সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—  
বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস  
" — ১৫৯২ ক্যান্টরী  
টেলিগ্রাম—"চীনা মার্জি"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিন্টোনোলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ  
৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা

## মাইকানাইট !

প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইকা সিট, টিউব,  
"ডি" রিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়।  
ইণ্ডিয়ান ফৌস ডিপার্টমেন্ট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম  
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

## মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড  
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

## মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে বড়লাট

সম্প্রতি এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের বাৎসরিক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বলেন যে, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনসাধারণকে অধিকতর পরিমাণে প্রযুক্তির সরবরাহ করিতে পারিলে মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করার একটা উপায় হইবে। কয়েক মাস পূর্বে এই উদ্দেশ্যে বঙ্গ শিল্প সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাতে সফল লাভ করা গিয়াছে। ঔষধপত্র সম্পর্কে অবশ্য এখনও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। সাময়িক প্রয়োজনের প্রাধান্য দিতে গিয়া ভারতের জনসাধারণ পশমী কাপড়, জুতা ও কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রব্যাদি পাইতেছে না। সরবরাহ বৃদ্ধি করিয়া এই অসুবিধা আংশিকভাবে দূর করা যায়। ভারতের সম্পদ এখনও এত বেশী যে ঠিকমত কাজে লাগাইতে পারিলে ভারতের শক্তিশালী হইবার পথে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না।

জেলা বোর্ডসমূহের স্বাস্থ্য বিভাগ  
সরকার কর্তৃক গ্রহণের প্রস্তাব

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার প্রদেশের জেলা বোর্ডসমূহের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালনা ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। সরকারের মতে সংক্রামক রোগসমূহের প্রাদুর্ভাব বশতঃই এই ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। খুব সম্ভব এ সম্পর্কে শীঘ্রই সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে।

## খাজ সমস্তা সম্পর্কে বড়লাট

এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রদর্শন বড়লাট বলেন যে, সরকারী খাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা। এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য ফটকাবাজী এবং মজুত বন্ধ করা এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আদেশ বিশেষভাবে বলবৎ করা প্রয়োজন। বাঙ্গলার খাজ সমস্তা সমাধানের দায়িত্ব এখন এক রকম বাঙ্গলারই। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই কলিকাতায় যাহাতে খাজ সরবরাহ করা যাইতে পারে তৎক্ষণাত্ কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রদেশে পর্যাপ্ত ফসল হওয়া সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থার অক্ষমতার দরুণ যদি সেই ফসল ভালভাবে উদ্ধার বা বণ্টন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অনির্দিষ্ট কাল যাবৎ বাঙ্গলার জন্য খাজ সরবরাহের ব্যবস্থা অটুট রাখিয়া চলা সম্ভব নহে।

খাজ মূল্য নির্ধারণের জন্য সম্মেলনের  
আহ্বান

চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য শস্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার আগামী ৬ই জানুয়ারী দিল্লীতে একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ এবং কয়েকটি দেশীয় রাজ্যকে এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। একদিনেই এই সম্মেলনের কাজ শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বাঙ্গলার ছাত্রকে বিভিন্ন প্রদেশের  
ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে

বাঙ্গলা দেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এবং আর্থিক কারণে কার্যে সাহায্য করিবার জন্য তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে ছাত্র প্রতিনিধি দল সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই প্রতিনিধি দল রংপুর, ঢাকা, যশোহর, চট্টগ্রাম, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাগুলি পরিদর্শন করিবেন। বিভিন্ন জিলার ছাত্র ও জননেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় রিলিফের কাজে ইহারা সাহায্য করিবেন। তামিলনাড়ুর ছাত্রেরা বাঙ্গলার সাহায্যে ইতিমধ্যেই ৪৬০৯ টাকা পাঠাইয়াছেন। ছাত্র প্রতিনিধিগণ ২৫০০ খণ্ড বস্ত্র, এক পাউণ্ড কুইনাইন পাউডার ও ৬০০০ কুইনাইন বড়ি সঙ্গে আনিয়াছেন। অন্ধ্র প্রায় ২৭৫০ টাকা পাঠাইয়াছেন এবং ছাত্রেরা ৩৫০ খণ্ড বস্ত্র সঙ্গে আনিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের ছাত্রেরা ৬০০০ টাকা ৪০০ খণ্ড বস্ত্র আনিয়াছেন। পাঞ্জাব ছাত্র ফেডারেশন মুসলিম ছাত্রদের সহযোগিতায় ৭০০০ টাকা ৪০০ খণ্ড বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রতিনিধিদের মারফৎ পাঠাইয়াছেন।

## আমেদাবাদে রেশনিং ব্যবস্থা

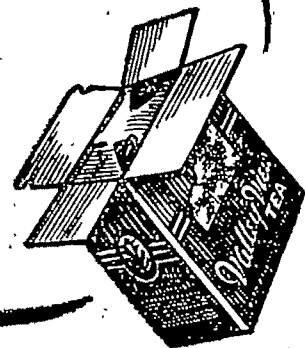
গত ১৯শে ডিসেম্বর হইতে আমেদাবাদে রেশনিং প্রবর্তন করা হইয়াছে। সহরটিকে এই উদ্দেশ্যে ১১টি ওয়ার্ডে ভাগ করিয়া মোট ৪২৫টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের মারফৎ রেশনকরা খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কি মজা  
আজকাল চা খাচ্ছি

সকালের খাওয়ার সঙ্গে এক কাপ চা—ওঃ কী মজা! আজকাল মা যে নিজেই কেন দিচ্ছেন ভেবে পাই নে। বোধ হয় ডাক্তারবাবুর কথাতো। তিনি নিজে বলে গেলেন, “হুঁ একটু বেশি মেশালে এ্যাসিডিটি আর ট্যানিনের ঘোষ সব কেটে যায়।” ও সব বড় বড় কথা আমি বুঝি নি—এটুকু বুঝি যে দিকি চাঙ্গা লাগে। এখন কী মজায় যে আছি!—এ নইলে তা আমার একদিনও চলবে না। সব ছেলেমেয়েকেই চা দেওয়া যায়, সবাই নিশ্চয়ই ভালবাসে, আমি কিন্তু আর একটু বলি—ভ্যালি ভিউ বলতে আমি একেবারে পাগল।

Valley-View

P-12 MISSION ROW EXTN., CALCUTTA  
NICHOLSON ROAD, DELHI





## বিভিন্ন জেলায় বস্ত্র বিতরণের হিসাব

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্তমান মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ কালের মধ্যে মোট ২৬৫২ গাইট ষ্ট্যান্ডার্ড কাপড় বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় নিঃস্বদেশ মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক গাইটে ৪ শত জনের মত কাপড় আছে। বিভিন্ন জেলার হিসাব :- বর্ধমান—৭৭ গাইট, বীরভূম—৪০ গাইট, বাঁকুড়া—৮২ গাইট, ২৪ পরগণা—২৪০ গাইট, নদীয়া—৪৪ গাইট, মুর্শিদাবাদ—৩৮ গাইট, খুলনা—৪৯ গাইট, ঢাকা—২২৪ গাইট, ময়মনসিংহ—১৫২ গাইট, বাধরপাড়া—১৪৩ গাইট, চট্টগ্রাম—১০৫ গাইট, পার্শ্ব চট্টগ্রাম—৫ গাইট, ত্রিপুরা—১০০ গাইট, নোয়াখালি—৮৫ গাইট, রংপুর—১০৮ গাইট, বগুড়া—৪০ গাইট, পাবনা—৬২ গাইট, মালদহ—৪ গাইট, রাজশাহী—৩২ গাইট, দিনাজপুর—৪২ গাইট, জলপাইগুড়ি—১০ গাইট, ঝাড়িগুড়ি—১৫ গাইট, যশোর—৫১ গাইট, করিমপুর—১১৪ গাইট, মেদিনীপুর—৬৩৩ গাইট, হাওড়া—৫০ গাইট, হুগলী—৩৭ গাইট এবং কলিকাতা—৬৪ গাইট। গভর্ণমেন্টের সাইক্লোন রিলিফ কমিটি, বেঙ্গল সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটির অর্থ এবং বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দ্বারা এই সকল বস্ত্র প্রদান করা হইয়াছে।

## ক্লস দেশসমূহের বিমান শিল্প ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত

কর্তৃপক্ষ মহলের সহিত সংশ্লিষ্ট বিমান বিষয়ক পত্রিকা "আমেরিকান এভিয়েশন" সংবাদ দিতেছেন যে, যুদ্ধের পর এলিস দেশসমূহ হইতে বিমান শিল্প সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা হইবে বলিয়া কুইবেক ও কান্সোতে মিঃ চার্লিস এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ সকল দেশের বিমানপথ এবং অসামরিক বিমানের ব্যবহারও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। উহাদের জন্য যে সকল বিমানপথ প্রয়োজন কেবলমাত্র মিত্রপক্ষই তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন।

## জার্মানীর নুতন মারপাঞ্জ

জেনেভা হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সুইস অস্ত্রবিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস এই যে, জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ ১২ টন ওজনের হাউই গোলা ব্যবহারের চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল বিরাট হাউই গোলা নিক্ষেপের জন্য জার্মানরা ইংলিশ চ্যানেল এলাকায় নুতন ধরনের বহু কামান বসাইয়াছে। জার্মান সেনানায়কেরা অবিলম্বে এই নুতন অস্ত্র ব্যবহারের জন্য তোড়জোড় করিতেছেন।

## চিত্রশিল্পকলা প্রদর্শনী

আগামী ১১ই জানুয়ারী চোরকীষ গভর্ণমেন্ট আর্টস্কুল ওবনে যে চিত্রশিল্পকলা প্রদর্শনী হইবে প্রকাশ, তাহাতে প্রদর্শনার্থ এ পর্যন্ত দুই হাজারটি জিনিস পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪৪ সালের প্রদর্শনী অস্ত্র বৎসরের প্রদর্শনী অপেক্ষা অনেক বড় হইবে। এই বৎসর পুরস্কারের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন শিল্পকলা প্রদর্শনীতে এত টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।

## সরকার কর্তৃক চুক্তিপীড়িতদের চিকিৎসার ব্যয় গ্রহণ

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এক প্রেস নোট প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, চুক্তিপীড়িতদের চিকিৎসার্থ বেসামরিক কর্তৃপক্ষ যে সকল হাসপাতাল চালাইতেছেন, ঐ সকল হাসপাতালের প্রয়োজনে বা বেসামরিক লোকজনের চিকিৎসায় সৈন্যবিতাপের মেডিকেল ইউনিটের যে সকল জরুরি প্রয়োজন হইবে তাহা ক্রয় এবং সরবরাহের ব্যয় বাঙ্গলা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত প্রেসনোটে আরও বলা হইয়াছে যে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় জরুরি বস্ত্রাদি সমস্ত দুর্গত অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করা হইতেছে। চিকিৎসার সাঙ্গসরঞ্জাদি প্যাক করিবার জন্য ভারত পতাকা মের্ট তাহাদের মেডিকেল বোর্ড প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বিনামূল্যে দশ লক্ষ বড়ি ভিটামিন কম্পাউন্ড, দশ লক্ষ বড়ি হ্যালিবাট ক্যাপসুল এবং নয় লক্ষ বড়ি ভিটামিন বি (১) দিয়াছেন।

## নাসিকা-গর্জন নিবারক ঔষধ

চিকাগোর ডাঃ জিরোমি এক ট্রেসাস নাসিকা-গর্জন নিবারকের জন্য এক প্রকার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঔষধটির নাম দেওয়া হইয়াছে সিলনাসল। নাসিকার অভ্যন্তরে ইনজেকশন দ্বারা এই ঔষধটি প্রয়োগ করিলে নাক ডাকা বন্ধ হয়। ঔষধটির উপকারিতা পরীক্ষা করিয়াও দেখা হইয়াছে। ফলাফল খুব সন্তোষজনক।

## ভারতে গৃহ নির্মাণ পদ্ধতির সমালোচনা

ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারের যুক্তপ্রাদেশিক কেন্দ্রের বার্ষিক সভায় সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এস এম চক্রবর্তী এদেশের গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। এদেশের গৃহগুলি খাপছাড়াভাবে গড়িয়া ওঠে, ফলে এগুলি অস্বাস্থ্যকর হইতে বাধ্য; হাতুরে মিজীদের ঝারা এবং তাহাদের রুচি অনুসারেই সাধারণতঃ ঘরবাড়ী তৈরী করা হইয়া থাকে। তিনি বলেন সকল সময়ই ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লওয়া উচিত। ইহাতে ঘরবাড়ী দেখিতেও ভাল হয় এবং ধরচও বেশী হয় না। এ সম্পর্কে জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সচেতন হওয়া উচিত।

## চাউল আমদানীকারকগণের প্রতি সতর্কবাণী

হাওড়া ও কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ব রেল টার্মিনাস হইতে যে সকল আমদানীকারক চাউল স্থানান্তরিত করিতে দেয়ী করিতেছেন সম্প্রতি এক প্রেস নোট প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, ট্রেনসমূহে পৌছিবার সপ্তাহকালের মধ্যে ঐ সকল চাউল স্থানান্তরিত করা না হইলে গভর্ণমেন্ট উহা গ্রহণ করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ নামমাত্র ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হইবে। রেলস্টেশনসমূহে জীড় কমাইবার উদ্দেশ্যেই গভর্ণমেন্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেছেন বলিয়া উক্ত প্রেসনোটে উল্লেখ করা হইয়াছে।

= শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান =

## ক্যালকাটা ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৩০.৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্থাপিত—১৯৩০

জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করতে চাই  
আপনাদের সহানুভূতি। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল  
রকম কাজই সুবিধাজনক সত্রে করা হয়। ভারতের  
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,  
জেনারেল ম্যানেজার।এম কে মন্ডা,  
সেক্রেটারী।

## গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৩০

কোম : ক্যাল : ৪৭৩১

হেড অফিস :—২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

| ব্রাঞ্চসমূহ          |                      |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| আগরতলা (ত্রিপুরা)    | ভবানীপুর (কলিকাতা)   | ঢাকা                |
| উদয়পুর ( )          | চুচুড়া (হুগলী)      | ময়মনসিংহ           |
| গঙ্গাসাগর ( )        | চাপদানী ( )          | সিরাজগঞ্জ (পাবনা)   |
| ভাঙ্গুগাছ (শ্রীহট্ট) | বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) | রায়গঞ্জ (দিনাজপুর) |
| পূর্ণিয়া (বিহার)    | উত্তরপাড়া           | বর্ধমান।            |

পে-অফিস :—ভবানীপুর (পূর্ণিয়া)

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—রায় জে এন মুখার্জি, বাহাদুর

গভর্ণমেন্ট প্রীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, হুগলী।

## জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিপ্লোমা

সম্মতি, অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্থের ডিরেক্টর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জনস্বাস্থ্য বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ডিপ্লোমা এবং ডাক্তারী উপাধি দিয়া থাকেন, তাহা বাহাতে ভারত সরকারের অমুমোদন লাভ করে, তৎক্ষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভারত সরকারের নিকট আবেদন করেন।

## কাশ্মীর রাজ্যে তাম্রধনির সন্ধান

প্রকাশ, কাশ্মীর রাজ্যের বানিহাল নামক স্থানে পাঁছাড়ের নীচে তাম্রমিশ্রিত প্রস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভূ-স্তর পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, ভগ্নায় ৩ হইতে ৭ ফিট পতীর কার্বোনেট মিশ্রিত তাম্র-স্তর এক হাইলেন্ড বেনী দীর্ঘত বটেই, খুব সম্ভব আরও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। ভূ-স্তর পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ৪০ হইতে ৫০ ফিট নীচে একই প্রকার তাম্র-স্তর রহিয়াছে।

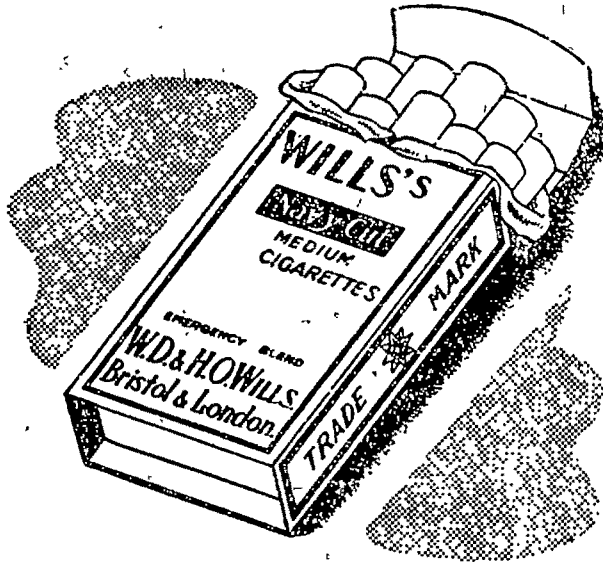
## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পার্ট-মেটাল পরীক্ষার ব্যবস্থা

বাংলা সরকার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রস্তাবানুযায়ী আই-এ, আই-এস-সি, বি-এ, বি-এস-সি ও বি-কম কোর্সে কম্পার্টমেটাল পরীক্ষা-প্রথা, অর্থাৎ এক বিষয়ে অঙ্কিতকার্য হইলে এবং অঙ্কিত বিষয়ে গড়ে শতকরা ৪০ নম্বর পাইলে ছাত্রছাত্রীর জন্য কেবল সেই বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা মঞ্জুর করিয়াছেন। চলতি বৎসর হইতেই এই প্রথা অনুযায়ী পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

500

Bauxite = Aluminium  
Magnesium (Alloy)

“মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

## এখনও ২০ লক্ষ নিরন্ন কষ্ট লক্ষ্যরখানার খাণ্ড গ্রহণ

সম্প্রতি প্রকাশিত বাঙ্গলা সরকারের এক প্রেসনোটে দেখা যায় যে, বর্তমান মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ৫৭২০টি লক্ষ্যরখানা হইতে ২০ লক্ষাধিক নিরন্নকে খাণ্ড দান করা হইয়াছে। বিভিন্ন জেলায় বিস্তারিত হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—মেদিনীপুর—৬,৭২,২০৮, ২৪ পরগণা—২,৫৪,০০০, ফরিদপুর—১,৪৮,১৪০, হুগলী—১,০৫,০০০, ঢাকা—২৭,২০০, বাগেরগঞ্জ—২৩,৪১৪, রংপুর—৮৬,০০১, হাওড়া—৮৫০০০, চট্টগ্রাম—৮৫০০০, নোয়াখালী—৮২৭৪৫, বর্ধমান—৭৭৮৬৭, ময়মনসিংহ—৭০০০০, বাঁকুড়া—৬২৮০১, বীরভূম—৪৮৭৫০, মুর্শিদাবাদ—২৬৭০০, খুলনা—১৮২৫০, নদীয়া—১১৭৪১, পাবনা—১১৬০০, ত্রিপুরা—১১১৫০, কলিকাতা—১০৮৫০, বগুড়া—৫৮০৭, দিনাজপুর—২৩০০, রাজশাহী—২২০০, যশোর—১৮২০, জলপাইগুড়ী—১৬২২, মালদহ—১৫০, দার্জিলিং—১০০। এতদ্ব্যতীত ৫০ হাজারের অধিক লোককেও সুলভ ভোজনাদি দিয়া হইতে খাণ্ড দিয়া সাহায্য করা হইতেছে। ২৫ হাজারের অধিক লোককে অর্থ সাহায্য এবং ২ লক্ষ ২১ হাজার লোককে খাণ্ডদ্রব্য দিয়া সাহায্য করা হইতেছে। প্রায় ৪৬ হাজার ব্যক্তি টেষ্ট রিলিকের মারফৎ সাহায্য পাইতেছে। ১ হাজার ৮১টি সস্তা খাণ্ডশস্ত্রের দোকান মারফৎ ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার পরিবারকে সস্তায় খাণ্ডশস্ত্র দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি দরিদ্রনিবাস খোলা হইয়াছে; তন্মধ্যে তমসুকের আটটিতে ৪৫০ জনের স্থান আছে। কাঁধি মহকুমা ও মেদিনীপুর সদরেও দুইটি করিয়া দরিদ্রনিবাস আছে। কলিকাতার ১৮টি দুই বিতরণ-কেন্দ্র হইতে ৩০২২ জনকে দুই দেওয়া হইতেছে।

### ব্রিটিশ শিল্পে লাভের হার

সম্প্রতি বিলাতের “ইকনমিস্ট” পত্রিকায় যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তিন বৎসর পর বিলাতের শিল্প কারখানাগুলিতে আবার কিছু কিছু ফুরাফুরা হইতেছে। ৩০৫টি কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ ৭ কোটি ৮২ লক্ষ ২০ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে এবং উহাদের নীট লাভের পরিমাণ ৪ কোটি ৬২ লক্ষ ৮৫ হাজার পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৬ হাজার পাউণ্ড হইয়াছে।

### মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে রেশনিং পরিকল্পনা

মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এ্যাডমিনিস্ট্রিটর মি: চেম্বার বাউলিস ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যে রেশনিং পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সঙ্ঘ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রায় ৪ লক্ষ রেস্টোরাঁ তৎসংক্রান্ত আদেশের আওতায় পড়িবে। সংগৃহীত খাণ্ডসম্ভার বাহাতে স্তায় সঙ্গতভাবে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয় তদুদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

## শ্রী বাস্তব সমীপে খাণ্ড ব্যবসায়িবৃন্দ

কলিকাতার বিভিন্ন খাণ্ডদ্রব্য বিক্রেতা সমিতির প্রতিনিধিবর্গ গত মঙ্গলবার ভারত সরকারের খাণ্ডসচিব শ্রী বাস্তবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক আবেদনপত্র পেশ করেন। কলিকাতায় রেশনিং-এর সময় অতি প্রয়োজনীয় খাণ্ড দ্রব্য-সমূহ পরিবেশনের কার্যে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক ধারাবাহিকি বাহাতে বন্ধ করিয়া না দেওয়া হয় তৎক্ষণাত্ তাহার আবেদন জানান। প্রতিনিধি দলে বঙ্গীয় চিনি ব্যবসায়ী সমিতি, কলিকাতা আটা ব্যবসায়ী সমিতি, মারোয়াড়ী চাউল কল মালিক সমিতি, স্নাত ব্যবসায়ী সমিতি, কলিকাতা লবণ ব্যবসায়ী সমিতি, শস্ত ও ডাইল ব্যবসায়ী সমিতি, বঙ্গীয় মশলা বিক্রেতা সমিতি, কলিকাতা তৈল ব্যবসায়ী সমিতি, কলিকাতা মুদী সমিতি প্রভৃতি ব্যবসায়ী সম্মত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। প্রতিনিধিবৃন্দ যে স্মারকলিপি পেশ করেন, তাহাতে বিশেষরূপে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান ব্যবসা পদ্ধতির কাঠামো ভাঙিয়া ফেলিলে বা তাহার অক্ষয় করিলে, তাহা যে কেবলমাত্র এক মহান সামাজিক-অর্থনৈতিক অনর্থের সূচনা করিবে তাহা নহে ভবিষ্যতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে যখন এই সর্বব্যাপী রেশনিং-এর অবসান হইবে তখন ইহা এক অবিবেচনাগ্রস্ত ও অসঙ্গত বিধানরূপে প্রমাণিত হইবে।

## কলিকাতায় রেশনিং প্রবর্তন সম্পর্কে শ্রী জওলাপ্রসাদ

গত ২১শে ডিসেম্বর ভারত গভর্নমেন্টের খাণ্ড সচিব শ্রী জওলাপ্রসাদ শ্রী বাস্তব এগোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, বাঙ্গলার খাণ্ড পরিস্থিতির উন্নতি হইয়াছে। দুঃস্থদিগকে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করাই এখন বড় সমস্যা। তিনি আশা করেন যে আগামী আশ্বিন মাসেই কলিকাতায় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। বাঙ্গলা সরকারের এবার খুব বেশী চাউলের আবশ্যক হইবে না। কারণ কলিকাতা অঞ্চলে খাণ্ড সরবরাহের ভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গলায় উৎপন্ন অধিকাংশ চাউল গ্রামবাসীদের জন্যই থাকিতে পারিবে। অন্যথ ও বিধবাদের মধ্যে পুষ্টির অভাবের কথা লইয়াও তিনি বাঙ্গলা সরকারের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগে কাজ করিতেছেন এবং করিতে থাকিবেন বলিয়াই তিনি আশা করেন। উপসংহারে তিনি বলেন যে, খাণ্ডশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ করার উপর তিনি খুব জোর দিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার যদি ফটকা-শস্ত্র ও মজুতকারীদিগকে সংযত করিতে সমর্থ না হন, খাণ্ডশস্ত্র যদি তাহাদের হাতে পিয়া পড়ে তবে পুনরায় বিপদ ঘটবার আশঙ্কা আছে।

# হাওয়া

উদ্ভিদেব উদ্ভিদ

## নাসিওরেস

জি:

## ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

প্রধান শাখা :—৯৭নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

কোন কলি : ৪১৭৩

শাখা অফিস

কলিকাতা—

বালীগঞ্জ, শ্রামবাজার, ইটানী।

বাংলার অন্যান্য—

হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী,

চাঁদপুর, পূর্ণাবাজার, চৌমুহনী,

দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী ও

নবাবপুর (ঢাকা)।

বিহার—পাটনা,

আজমগড়, পূর্ণিয়া, রাঁচি।

লভ্যাংশ  
শতকরা

৭১০

দেওয়া হইয়াছে

যাবতীয় আধুনিক

ব্যক্তি ব্যবসায়

করা হয়।

এজেন্সি :—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম. কে. হুহ

## যুদ্ধোত্তর জগতে মার্কিন প্রভুত্ব স্থাপনের পরিকল্পনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্তম প্রয়োজন প্রেসিডেন্ট মিঃ হারবার্ট এর সম্প্রতি 'নিউইয়র্ক টেলিগ্রাম' পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সকল বিমান ষাঁটী লাভ করিয়াছে যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চট করিয়া সেগুলি ছাড়িয়া আসা আমেরিকার পক্ষে ঠিক হইবে না। আমেরিকার সহিত বিদেশী জাহাজী ব্যবসার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করারও প্রয়োজন হইবে। বিদেশী জাহাজ-সমূহকে কেবলমাত্র মার্কিন সামুদ্রিক পোতাশ্রয়-সমূহেই ভিড়িতে দেওয়া হইবে। যুদ্ধোত্তর জগৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈয়ারীর ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন:—প্রথমতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল বিমান ষাঁটী নিশ্চিত হইয়াছে সেগুলি স্থায়ীভাবে দখল করিয়া লইবার জন্য এবং তাহা সম্ভব না হইলে অন্তত ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ বিমান বলে শক্তিশালী হইয়া শত্রুরাষ্ট্র-সমূহ বাহাতে আবার জগতের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে তজ্জন্ত অন্ততঃপক্ষে এক উত্তর-পূর্বকালের মধ্যে তাহারা বাহাতে বিমান শিল্প গড়িয়া তুলিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার, তৃতীয়তঃ যে সকল দেশের নিজস্ব বিমান ব্যবসা থাকিবে না সেই সকল দেশের বিমান পথে বিমান ব্যবসা

চালাইবার অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়া কর্তব্য।

## কলিকাতায় বাড়ী রং করা সম্পর্কে বিধি নিষেধ

গত ২১শে ডিসেম্বর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া কলিকাতায় বাড়ী রং করা সম্পর্কে প্রচলিত বিধি নিষেধের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আদেশ অনুযায়ী কোন বাড়ী রং করিতে হইলে চতুঃপার্শ্বের রংয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হালকা রং ব্যবহার করিতে হইবে। এই আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হইলে ভারত রক্ষা আইনের ৫১ (ই) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং বাড়ীর মালিকদিগের দ্বারা তাহাদের ব্যয়ে নির্দেশ অনুযায়ী রং করা হইয়া লওয়া হইবে।

## বিহারে পুলিশ ফোজের সংখ্যা বৃদ্ধি

সম্প্রতি পুলিশ ট্রেনিং কলেজের কাডেটদের পুরস্কার বিতরণী সভায় বিহার পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ সি, জে, ক্রীড বলেন যে, বিহারে স্থায়ী পুলিশের সংখ্যা ১৩,০৩৬ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২১,৬০০ করা হইয়াছে।

## যুক্তপ্রদেশে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশে শীঘ্রই একটি প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সম্পর্কে যে সকল উপবিধি গ্রন্থন করা হইয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক তাহা অনুমোদিত হইয়াছে।

## পাঞ্জাবে রেশনিং প্রবর্তনের ব্যবস্থা

সম্প্রতি ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের খাজ সচিব সর্দার বলদেব সিং বলেন যে, পাঞ্জাব সরকার রেশনিং পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছেন এবং জনসাধারণের মঙ্গলার্থ উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য যথাযথ চেষ্টা করিতেছেন। প্রদেশের যে সমস্ত সহরের লোক সংখ্যা এক লক্ষ বা তদুর্দ্ধ গভর্নমেন্ট সেই সব সহরে রেশনিং প্রবর্তন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়াও তিনি প্রকাশ করেন। অবশ্য প্রথমতঃ লাহোর, অমৃতসর এবং রাওলপিণ্ডিতেই রেশনিং প্রবর্তন করা হইবে। খাজ সচিব ইহাও জানান যে, পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট অচিরে বেসরকারী নেতাদের লইয়া একটি ফুড এডভাইসরী কমিটি গঠন করিবেন। রেশনিং প্রবর্তনের জন্য গভর্নমেন্টকে বার্ষিক ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে এবং এই ব্যয় ভার মিটাইবার জন্য পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেশনিং পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত খাজ-শস্ত্রের উপর অতিরিক্ত কর ধাৰ্য্য করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

## বোম্বাইয়ে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলন

প্রকাশ, বোম্বাই সরকার খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের জন্য ১৯৪৪-৪৫ সালে শস্ত বীজ ক্রয়, মজুত এবং বিতরণের উদ্দেশ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে এই শস্ত বীজ বিতরণের ফলে ১০ লক্ষ মণ অধিক খাদ্যশস্ত্র জন্মিবে। বর্ধিত খাদ্যশস্ত্রের মূল্যবাবদ কৃষকদের ৮০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে।

বাঙ্গালীর অর্থে, বাঙ্গালীর স্বার্থে, বাঙ্গালীর প্রতিভা ও পরিশ্রমে

## টাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

হেড অফিস :—৪নং সিমসন রোড, ঢাকা

মিলস্ :—১নং ধামগড়, ২নং গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ।

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| অনুমোদিত মূলধন  | ... | ৬০ লক্ষ টাকা |
| আদায়ীকৃত মূলধন | ... | ৪৬ লক্ষ টাকা |
| টাকার সংখ্যা    | ... | ৫৩০০০        |
| ভাঁজের সংখ্যা   | —   | ১২৯৬         |

|                                    |     |                       |
|------------------------------------|-----|-----------------------|
| ১৯২৭ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত মোট বিক্রয় | ... | ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা * |
| " " " " প্রদত্ত মজুরী              | ... | ১ " ৪ " " *           |
| " " " " মোট লাভ                    | ... | ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা * |
| " " " " প্রদত্ত লভ্যাংশ            | ... | ৩১ লক্ষ ৩ হাজার " *   |
| " " " " বাড়তিবাদ ভাণ্ডার          | ... | ৩১ লক্ষ ৭২ " " *      |
| " " " " সংরক্ষণ ভাণ্ডার            | ... | ৭ লক্ষ ৮৮ " " *       |

(\* সংখ্যাগুলি মোটায়ুটি)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রী সূর্য্যকুমার বসু

টাকেশ্বরী কটন মিলস্ ৮০০০ বাঙ্গালী কর্মী পরিবারের অন্ন সংস্থান করিয়াছে।

## ভারতে এ আর পি লোকের সংখ্যা

গত ১৯৪২ সালের শেষ ভাগের হিসাব অনুসারে ভারতে এ আর পি'র কার্যে নিযুক্ত কর্মচারী ও লোক জনের মোট সংখ্যা ৪ লক্ষ জন। এই সময় বাঙ্গলার ২৫টি সহরে মোট ১৪ লক্ষ ফুট স্মিট ট্রেক ছিল। বাঙ্গলা দেশে এ আর পি'র কাজে নিযুক্ত মেয়ে কর্মীদের সংখ্যা ছিল (এই সময়ে) ১ হাজার ১ শত জন। উহাদের অধিকাংশই কলিকাতার বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থার কার্যে নিযুক্ত ছিল।

## বৃটিশ ভারতের রাজস্বাঘাট

গত ১৯০৮-৩৯ সালের হিসাব হইতে জানা যায়, বৃটিশ ভারতে ৩ লক্ষ মাইল রাজস্ব আছে। এই সমস্ত রাজস্ব যে সব লরী ও বাস যাতায়াত করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪০ হাজার।

## সাহায্য দান ও পুনর্গঠনের সরকারী পরিকল্পনা

প্রকাশ, বর্তমান চুক্তি এবং গত বৎসরের কটিকার ফলে যে সমস্ত শ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বাঙ্গলা সরকার এক্ষণে তাহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রকল্প বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। ছোট, খাট চাষী, দীঘল, কারিগর, নিম্নমধ্যবিত্ত, সম্মলহীনদিগকে সাহায্য করার কথা বিবেচিত হইতেছে। যাহারা ঋণগ্রস্তভাবে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে স্বস্থানে প্রেরণ করিয়া বাড়ির নিৰ্মাণ করিবার অর্থ এবং চাষবাসের সাহায্যস্বত্ব, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জরুরি জিনিস করিবার অর্থ ঋণ ও অর্থ সাহায্য দান করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

## মিঃ দেশাইয়ের আশ্বাস

গত ২১শে ডিসেম্বর বেঙ্গল ল্যান্সনাল চেম্বার অব কমার্সের কমিটির সহিত সাক্ষাৎকারের সময় ভারত সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ দেশাই বণিক শ্রেণীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, মজুত ও অতিলাভ নিবারণ অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগব্যাপারে কারখানার মালিক, আমদানীকারক ও ব্যবসায়ীদিগকে অনর্থক হয়রানী করা হইবে না। গভর্ণমেন্ট বণিক শ্রেণীর প্রতি বিরূপ মনোভাব লইয়া এই অর্ডিন্যান্স রচনা করেন নাই। তবে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা যাহাতে ক্রেতা সাধারণকে শোষণ করিতে না পারে তদ্ব্যবস্তায় এই বিধান জারী করা হইয়াছে। মিঃ দেশাই স্বীকার করেন যে, এই অর্ডিন্যান্সের কোন কোন বিধান অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থায় খানিকটা রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব অনিবার্য।

## বিহারে গবাদি পশুহত্যা নিয়ন্ত্রণ আদেশ

সম্প্রতি বিহারের গভর্ণর এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত শ্রেণীর পশু হত্যা করিতে, হত্যা করাইতে বা হত্যার জন্ত বিক্রয় করিতে পারিবে না :—(১) চাষবাস এবং মালপত্র বহনের কার্যে নিযুক্ত ১০ বৎসরের কম বয়স্ক গবাদি পশু, (২) দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী গাভী, (৩) দুই বৎসরের কম বয়স্ক ছাগল ও ভেড়া। বর্ষাঋতু কারণে পশুহত্যা করা হইলে এই আদেশের আমলে পড়িবে না। এই আদেশ অমান্য করিলে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে।

## অতিরিক্ত মুনাফা কর আইন সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে প্রতিবাদ

বোনাস, কমিশন মাগ্গী ভাতা প্রভৃতি সীমাবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা কর আইন সংশোধনের জন্য ভারত সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা উত্থাপন না করিতে অনুরোধ জানাইয়া সমবেত ভাবে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ইণ্ডিয়ান চেম্বার, মুসলিম চেম্বার, মাদ্রাসারী চেম্বার ও বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি ভারত সরকারের অর্থসচিবের নিকট এক তার করিয়াছেন। তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে শুধু শিল্পেরই যে ক্ষতি হইবে তাহা নহে, শ্রমিকদের মধ্যেও ভয়ঙ্কর অসন্তোষের সঞ্চার হইবে। ফলে শ্রমিক বিকোভ এবং উৎপাদন কার্যে বিঘ্নের সৃষ্টি হইবে। উৎপাদন হ্রাস পাইলে ক্রেতা সাধারণকেও অসুবিধা সহ করিতে হইবে।

## নিরস্ত্র অপসারণে সরকারী সাহায্য বন্ধ

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলার দুঃস্থদের প্রদেশের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্ত থাক্কার এবং অন্যান্য প্রতিনিধিকে আর আর্থিক সাহায্য করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

## বাঙ্গলার বাহিরে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রেরণ নিষিদ্ধ

বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধানাবলী অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়া বাঙ্গলা দেশ হইতে বাঙ্গলার বাহিরে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তবে যাত্রীরা নিজদের সঙ্গে দুগ্ধ অথবা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি লইয়া গেলে তাহা আদেশের আমলে পড়িবে না।

## কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস :—৪ নং ক্লাইভ স্ট্রিট,

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

অগ্রাণ্য অফিস :—৪, ক্লাইভ স্ট্রিট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,

৯৯এ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ১৩৯ বি, রসা রোড।

### অগ্রাণ্য অফিসসমূহ

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| বরিশাল,           | ডিক্রগড়,    | মিতাইগঞ্জ,  |
| ভৈরব,             | ধুবড়ী,      | নওগাঁ,      |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া, | গোহাটী,      | পাবনা,      |
| বসিরহাট,          | জোড়হাট,     | পাটনা,      |
| চাঁদপুর,          | ময়মনসিংহ,   | পুরাণবাজার, |
| চট্টগ্রাম,        | নারায়ণগঞ্জ, | রাজসাহী,    |
| ঢাকা,             |              | তিনসুকিয়া  |

### ভারতের বাহিরে এজেন্সি অফিস

আমেরিকান এজেন্টস :—গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী অব নিউইয়র্ক

লণ্ডন এজেন্টস :—বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অষ্ট্রেলিয়ান এজেন্টস :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি,

ম্যানিঞ্জিং ডাইরেক্টর :—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, বি-এল, পি, এইচ ডি,

(ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল

## ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

## বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

## বীমা কর্তৃক

### এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বন্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ষণ্যতার জন্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- স্বস্বামান্য প্রিমিয়াম দিলে চুক্তি-অনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ও কোটা টাকার উপর

বিদ্যুত বিবরণের জন্ত নিম্নলিখিতকানায় আবেদন করুন

দক্ষিণাঞ্চল এণ্ড সন্ম  
চীফ এজেন্টস।

৮নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।



## এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের প্রস্তাবাবলী

গত সপ্তাহে এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সভায় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে কয়েকটির মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

### খাদ্য সমস্যা

খাদ্য বিষয়ে ভারতবর্ষ বাহ্যতে অল্প সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে ভারত সরকারকে তাহার ব্যবস্থা করিতে অমরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ হইতে বাহ্যতে বিদেশে গার রপ্তানী বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যথা-সম্ভব ব্যাপকভাবে বিদেশ হইতে গার এবং গার তৈয়ার করিবার যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইবে।

### যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আর একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, এই এসোসিয়েশন বিশ্বাস করেন যে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্ত যে কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইবে, সমগ্র সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্বাহপ্রণালী বাহ্যতে উন্নত এবং ভারতবাসীদের সামাজিক অবস্থা অমুখ্যরী বাহ্যতে শিল্প বাণিজ্য সম্প্রসারিত হইতে পারে তদ্ব্যতীত এই পরিকল্পনা অমুখ্যরে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, আধি-ব্যাধি প্রভৃতি দূরীভূত করিবার জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে। এই কর্মসূচী অমুখ্যরী কাজ করিবার জন্ত ভারত সরকারকে অমরোধ করা বাইতেছে যে, তাহারার বেন অবিলম্বে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি-গণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাহ্যতে কমিটির অধিবেশন চলিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

### যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য ও মূল্যনীতি

যুদ্ধোত্তর মূল্যনীতি এবং বাণিজ্য বিষয়ক ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আর একটি প্রস্তাবে তাহা সমর্থন করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবনতি এবং ভারতবাসীদের অমুখ্যর জীবনযাত্রা নির্বাহপ্রণালীর প্রতি বিশেষভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। প্রস্তাবে আরও অমরোধ করা হইয়াছে যে, মূল্যনীতি এবং বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কোন ব্যবস্থা করা হইলে তাহার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার মূশূল উন্নতি বেন ব্যাহত না হয়।

### ট্রাক টেলিফোন ব্যবহারের সুবিধা দাবী

আর একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, ব্যবসায়িক বাহ্যতে ট্রাক টেলিফোন ব্যবহার করিতে পারেন তদ্ব্যতীত প্রত্যহ দুই ঘণ্টাকাল তাহাদের জন্ত ট্রাক টেলিফোন রিজার্ভ করিয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

## বাল্লার নুতন লাট

গত ২৩শে ডিসেম্বর ময়াদিনী হইতে প্রকাশিত একটি ইভাহারে বলা হইয়াছে যে বাল্লার গভর্ণর পদে মধ্য প্রাচ্যের বর্তমান রাষ্ট্রসচিব মিঃ রিচার্ড গাভিনার, ক্যাসি, ডি এল, ও এম সি'কে নিয়োগ করা হইয়াছে।

## খাদ্যনীতি উপলক্ষে সিদ্ধান্তে মন্ত্রিসঙ্ঘট

১৯৪৪ সালের ১৫ই জানুয়ারীর পর সিদ্ধান্তে কেহ নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত গম রাখিলে তাহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়া যে মন্ত্রিত্ব বিরোধী আদেশ জারী করা হইয়াছে, মন্ত্রিসংঘের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজের বিশেষ ক্রমতা অমুখ্যরে গবর্ণরই তাহা করিয়াছেন। প্রকাশ মন্ত্রীরা গবর্ণরকে জানাইয়া দিয়াছেন যে এই আদেশের বলে তাহাদের ক্রমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, ক্রমতা, শূন্য হইয়া কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণে তাহারার অসমর্থ।

## ভারতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ

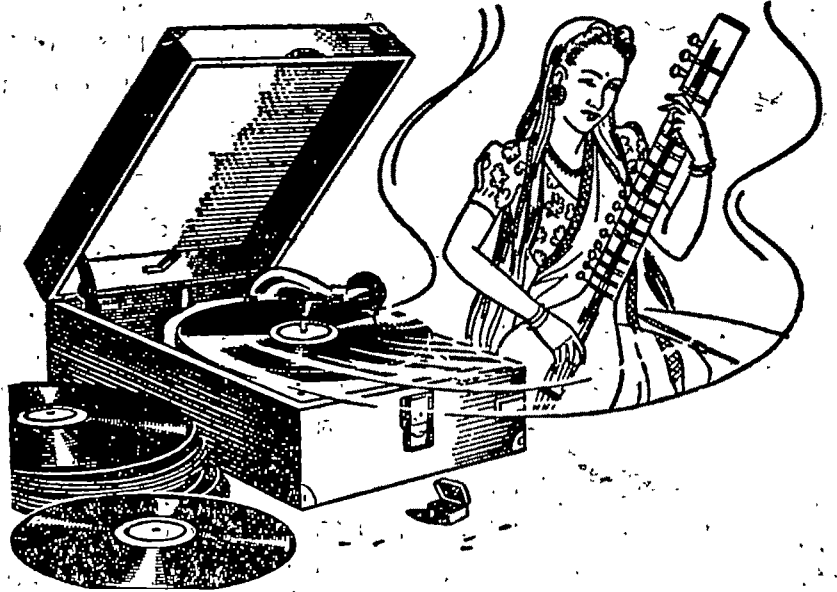
গত ১৯৪১-৪২ সালে ভারতবর্ষে মোট ২৩৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৮ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল।

## ভারতে দুগ্ধ ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস

গত ১৯৩১ সালের সেন্সাস এবং ১৯৩৫ সালের গবাদি পশুর সেন্সাস রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে দৈনিক মাথাপিছু দুগ্ধ খাওয়ার পরিমাণ মাত্র ৬.৬ আউন্স। ১৯৪১ সালের সেন্সাসের পরে নুতন তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া উপরোক্ত হিসাব সংশোধিত হইয়া দৈনিক মাথা পিছু দুগ্ধ ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৫.৮ আউন্স। গোটা দেশের মাথা পিছু দুগ্ধ খাওয়ার হিসাবের পরিবর্তে দরিদ্র জনসাধারণের মাথা পিছু দুগ্ধ ব্যবহারের হিসাব গ্রহণ করা সম্ভব হইলে পরিমাণ ৫.৮ আউন্সেরও অনেক কম হইবে। ভারতে এমন অসংখ্য নরনারী রহিয়াছে বাহ্যদের প্রাত্যহিক আহাৰ্যের মধ্যে দুগ্ধ বা দুগ্ধজ দ্রব্য আদৌ থাকে না।

## বৃটিশ বিমান বাহিনীতে পারাবতের সংখ্যা

বর্তমান মহাযুদ্ধেও পারাবতের যে কতখানি প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা বৃটিশ বিমান বাহিনীর পায়রার সংখ্যা হইতেই বেশ বুঝা যায়। গত ১৯৪০ সালে বাহকের কাজ করিবার জন্ত আর, এ, এক-এ কিঞ্চিৎকিৎ ২০ হাজার পায়রা ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার দাঁড়াইয়াছে বলিয়া জানা যায়।



## সঙ্গীতে ইম্পাত

সঙ্গীতই আনন্দ ও উদ্দীপনার উৎস। আমাদের প্রিয় সঙ্গীত আমরা ইম্পাতের তৈরী গ্রামোফোন পিন ও সাউণ্ড বক্সের জন্তই ইচ্ছামত শুনতে পাই। কর্মমুখর জগতে ইম্পাতই তাই বিরাম ও আনন্দ দেয়।

100 00 93.3  
40  
28

TATASCOB

টাতা ও স্কব

দি টাটা আয়রণ এ্যান্ড স্টীল কোঃ লিঃ ও দি স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।

## বেঙ্গল রেশনিং প্রিপারেটরী অর্ডার

গত সপ্তাহে কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বেঙ্গল রেশনিং প্রিপারেটরী অর্ডার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বজবজ, সাউথ দমদম, দমদম, বরানগর, কামারহাটী, পানিহাটী, খড়দহ, টিটাগড়, দক্ষিণ ব্যারাকপুর, উত্তর ব্যারাকপুর, গারুলিয়া, ভাটপাড়া, নৈহাটী, হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকা ও ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া, কোতরাং, রিষড়া, কোরগর শ্রীরামপুর, বৈষ্ণবাটী, চাপনানী, ভজের, হুগলী, চুচুড়া ও বীশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সম্প্রসারিত করা হইল।

## কয়লা খনি মজুরদের দাবী

সম্প্রতি ধানবাংদে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি কুমারী শাস্তা তাল কাওয়ারের সভানেতৃত্বে করিয়া কয়লা খনি মজুর সঙ্ঘের এক সভায় শ্রমিকদের দাবী আনাইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

(১) মজুরপণের অস্ত্র বর্জিত হারে মজুরী ও মাগগী ভাতা দাবী, (২) সর্বনিম্ন মজুরীর হার নির্ধারণ, (৩) যথা সম্ভব মজুরদের প্রতি নিষিদ্ধ লইয়া একটি কল্যাণ সমিতি ও সম্মিলিত উৎপাদন সমিতি গঠন, (৪) নারী শ্রমিকদিগকে কয়লাখানের কাজে নিযুক্ত করার অসম্মতি দিয়া সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহার প্রত্যাহার।

## ইণ্ডিয়ান চেম্বারের গ্রুহে মিঃ দেশাইয়ের সহিত আলোচনা

গত ২১শে ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ভবনে ভারত গভর্ণমেন্টের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ সি, সি, দেশাইয়ের সহিত কলিকাতা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের কমিটির সভ্যগণ সাক্ষাৎ করিয়া ১৯৪০ সালের মজুত ও অতিলাভ নিবারক অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধিকতর কার্যকরী ভাবে এবং দক্ষতার সহিত কার্য পরিচালনার অস্ত্র কমিটির পক্ষ হইতে উক্ত অর্ডিন্যান্সের কয়েকটি ধারা সংশোধন করিবার অস্ত্র প্রস্তাব করা হয়।

## সিদ্ধ হইতে চালানী চাউলের দর হ্রাস

গত ২৩শে ডিসেম্বর সিদ্ধুর প্রধান মন্ত্রী স্তার গোলাম হোসেন আনান যে সিদ্ধ হইতে বেঙ্গল চাউল চালান বাইতেছে তাহার দর মণ প্রতি দুই টাকা করিয়া হ্রাস করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে মন্ত্রিসভার যে ঐকান্তিক আগ্রহ আছে ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে।

## ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা

সরকারী প্রচার পত্র মারফৎ জানা যায় যে, এতাবৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ২০ হাজার বাঙ্গালীকে লওয়া হইয়াছে।

## বিভিন্ন প্রদেশের উৎপন্ন চিনির পরিমাণ

গত ২২শে নবেম্বর পর্যন্ত ১৯৪২-৪৩ সালের মরসুমে কোন প্রদেশে ও কোন দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| বুঙ্গপ্রদেশ                 | ৬, ১০, ২৪০ টন  |
| বিহার                       | ২, ৩৭, ৬৭১ "   |
| বোম্বাই                     | ৭৭, ২২১ "      |
| মাদ্রাজ                     | ৩৪, ৯০২ "      |
| পাঞ্জাব                     | ৬, ৫৭২ "       |
| বালুচা                      | ১৬, ৫০৭ "      |
| উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | ৩, ১৬৭ "       |
| উড়িষ্যা                    | ২, ৭২২ "       |
| সিন্ধ                       | ২, ০০৮ "       |
| দেশীয় রাজ্যগুলি            | ৮১, ৬০৪ "      |
| মোট                         | ১০, ৭৫, ০২৪ টন |

## যুদ্ধকালীন ভারতের উৎপাদন বৃদ্ধি

যুদ্ধ বাধিবার পর ভারতবর্ষে উৎপাদন কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সরবরাহ বিভাগ মারফৎ নিম্নলিখিত মূল্যের অর্ডার সরবরাহের হিসাব হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। সরকারী প্রচারপত্রে এরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, যুদ্ধ বাধিবার পর প্রথম ১৬ মাসের অর্ডারের পরিমাণ ছিল ৮৫ কোটি টাকা। এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সালে দীড়ায় ১১৮ কোটি টাকার ইহার পরে ১৯৪২ সালের পরিমাণ দীড়ায় ২২৩ কোটি টাকা। ১৯৪০ সালের প্রথম ৫ মাসের মধ্যেই অর্ডারের পরিমাণ ১৪২ কোটি টাকার দাঁড়াইয়াছে।

## ক্যালকাটা মিট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : কলি: ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৫১, হারিসন রোড

শাখাসমূহ :—

বেলেঘাটা, শ্রামবাজার, মিরকাডিম, ভাগলপুর, বোলানীর ও কাটাবজী (পাটনা ষ্টেট), হারভালা, মাধনগর, নারায়ণগঞ্জ, লাহোরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি, পি)।

আরামবাগ ও পাটনা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।

## ওভারল্যান্ড ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক  
কার্যকরী মূলধন ... ১২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোমাই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢাকা ও কটক।

চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

ইউনাইটেড  
ইণ্ডিয়ান  
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯

হেড অফিস—৭, ওয়েলসলী স্ট্রীট, কলিকাতা  
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ "

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ "

আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর

(১৯৪০ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যত্ননাথ রায়

সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত

সাবধান কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অ্যুসন্ধানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্রামবাজার (কলিকাতা),

নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা

পে অফিস : মিরকাডিম

শ্রীমদাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## রেশনিং ব্যবস্থার সুফল

রেশনিং ব্যবস্থার জীবনযাত্রা অনুসৃত হওয়ার ফলস্বরূপ বিলাতে বর্তমানে ১২ বৎসর বয়সের বালকদের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য তাহাদের পিতাদের ঐ বয়সের গড়পড়তা দৈর্ঘ্যের অপেক্ষা ২'৪ ইঞ্চি অধিক হইয়াছে এবং মেয়েদের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য ও ওজন তাহাদের মায়েরদের ঐ বয়সের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য ও ওজন অপেক্ষা যথাক্রমে ২'১ ইঞ্চি ও ১৩'৪ পাউণ্ড বেশী হইয়াছে। ইহা ছাড়া রেশনিং ব্যবস্থার ফলে বৃদ্ধজনিত নানাবিধ অসু-বিধার মধ্যেও শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা ৪৯ জনে নামিয়া আসিয়াছে। ইতিপূর্বে শিশুমৃত্যুর হার এত কম আর কোন দিন হয় নাই। সাধারণের মৃত্যুর হারও পূর্বের হাজার করা ১২'১ হইতে হ্রাস পাইয়া হাজার করা ১১'৬ জনে টাড়াইয়াছে। অপর পক্ষে জন্মের হার পূর্বের হাজার করা ১৪'২ হইতে বাড়িয়া গিয়া হাজার করা ১৫'৮ জন হইয়াছে।

## মহাযুদ্ধে দেশীয় রাজ্যের সৈন্য সাহায্য

গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে এতাবৎ দেশীয় রাজ্যসমূহের সৈন্য বিভাগে মোট ৬১ হাজার ১৯৯ জন নতুন লোক ভর্তি করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে এতাবৎ ভারতীয় সেনাবিভাগে ২ লক্ষ 'রিজুই' বা নতুন লোক পাঠান হইয়াছে। রেশণ্ডের বোর্ডের আবেদনও কতিপয় দেশীয় রাজ্য হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহারের নিমিত্ত ২৮ টি ইঞ্জিন ও ৮৫০ টি ওয়াগন দেওয়া হইয়াছে।

## জাপ-অধিকৃত চীনের জনসংখ্যা

গত নবেম্বর মাসে জর্নৈক মার্শিপ সাংবাদিকের নিকট মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য ও সংগঠন পরিষদের চৈনিক প্রতিনিধি ডাঃ সিয়াং বলিয়াছেন যে, স্বাধীন চীনে বর্তমানে ২২ কোটি লোকের বসবাস রহিয়াছে এবং জাপ-অধিকৃত চীনের জন-সংখ্যা হইবে ২০ কোটি। এই ২০ কোটি ছাড়াও অধিকৃত চীনে ৪ কোটি নিরাশ্রয় নরনারী আছে।

## বিলাতে বস্ত্র রেশনিংএর ফলাফল

গ্রেট ব্রিটেনে বস্ত্র সম্পর্কে মাথা পিছু বরাদ্দ-প্রথা বা রেশনিং চালু হওয়ার ফলে লোকে ৬০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র কম ব্যবহার করিয়াছে এবং ঐ পরিমিত বস্ত্র সরবরাহের কাজে ৫০ লক্ষ টন (কাহাজ) বাঁচিয়া গিয়াছে।

## মাদ্রাজের রাস্তাঘাট

মাদ্রাজ প্রদেশে মোট ৩৬ হাজার ৬৭৭ মাইল রাস্তা রহিয়াছে। তন্মধ্যে ২১ হাজার ৬৭৭ মাইল হইতেছে আধুনিক রাস্তাঘাট।

## মধ্য প্রদেশে তুলার পরিবর্তে

## খাদ্যশস্ত্রের চাষ

গত দুই বৎসরে মধ্য প্রদেশে প্রায় ৮ লক্ষ একর তুলা চাষের জমিকে খাদ্যশস্ত্র উৎপাদনের জমিতে পরিবর্তিত করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

## গ্রেট ব্রিটেনে দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ

গ্রেট ব্রিটেনের দুগ্ধ উৎপাদনের বাৎসরিক পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ১ শত কোটি গ্যালন।

## মাদ্রাজে ভার্জিনিয়া তামাক চাষের পরিমাণ

উত্তম শ্রেণীর সিগার ও সিগারেট প্রস্তুতে ভার্জিনিয়া তামাকের আবশ্যক হয়। (মাদ্রাজে) অন্যান ৮০ হাজার একর পরিমিত জমিতে উক্ত ভার্জিনিয়া তামাকের চাষাবাদ হইয়া থাকে। মাদ্রাজের জেলাসমূহের মধ্যে মাহারা, মালাবার, কয়েম্বাটুর, গুন্টুর ও ট্রিচিটেই অধিক পরিমাণ ভার্জিনিয়া তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে।)

## অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক

- (1) War-Time Prices. By P. J. Thomas. Oxford Pamphlet on Indian Affairs. Price As. 0-6-0
- (2) Will The War Make Us Poorer. By M. Young. Oxford University Press. Price 6d.
- (3) Grow More Vegetables: Eat More Vegetables. By Rai D. N. Mitra Bahadur. Published by the University of Calcutta. Price Rs. 1-8-0
- (4) Our Soviet Ally. Edited by Margaret Cole. (With chapters on economic and educational systems.) Price Rs. 4-8-0



১৯৪৩ শেষ হয়ে এ'ল কিন্তু এর ভয়াবহ স্মৃতি মানুষের মনকে বহুদিন নাড়া দেবে। যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, দেশব্যাপী মনস্তর, মানুষের জীবনে যে বিরাট বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে তার থেকে ভবিষ্যতে আর্থিক সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করেছেন। ডোমিনিয়নের পলিসি অল্প খরচে আপনার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে দিতে নিশ্চিতরূপে সহায়তা করবে। আজকের দিনে নিশ্চয়তার দাম সবচেয়ে বেশী।

**ডোমিনিয়ন**  
ইনসিওরেন্স কোং লিঃ  
১৫, ক্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা

২১-৫/৮

নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

**ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক**

স্থাপিত—১৯২৮—নিঃ—হেড অফিস—ময়মনসিংহ

শাখা অফিস—

(সেরপুর (ময়মনসিংহ))

কলিকাতা সেন্ট্রাল অফিস—৩নং ম্যাক্সো লেনে খোলা হইয়াছে।

সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য দক্ষতার সহিত করা হয়।

কলিকাতা ও নারায়ণগঞ্জ শাখার জন্ম অভিজ্ঞ এজেন্ট, ক্যাশিয়ার, গ্র্যাকাউন্টেন্ট ও ক্লার্ক আবশ্যিক। আবেদন করুন। ক্যাশিয়ারের তামিন দিতে হইবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :- এস, কে, রায়।

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতি ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভুলিলাভ করুন।

**বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ**

সেক্রেটারি এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### শ্রীব্যাক্ষ লিঃ

গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীব্যাক্ষ লিমিটেডের কাশিয়া শাখা অফিসের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। রায় এস বি দে বাহাদুর এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। কাশিয়া সহরের বাবতীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য নাগরিকগণ সমবেত হইয়া উক্ত ব্যাক্ষ প্রতিষ্ঠানের নতুন শাখার ধারোদ্বাটনের শুভকর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নাতিদীর্ঘ ভাষণ ও বক্তৃতার পর রায় এস বি দে বাহাদুর স্বধারীতি শ্রীব্যাক্ষের কাশিয়া শাখার উদ্বোধন করেন। সভাস্থে সমাগত অতিথিবৃন্দকে অলম্বোপে আপ্যায়িত করা হয়। ব্যাক্ষের প্রতিনিধি ও কর্মচারীরা উপস্থিত ভক্তগণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

### জেনুইন ইন্সিওরেন্স লিঃ

গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকারের ইন্সিওরেন্স সুপারিন্টেন্ডেন্টের আবেদন অনুসারে বিচারপতি মিঃ ম্যাকনেনার "জেনুইন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ" এর কারবার শুটাইবার আদেশ দিয়াছেন। মিঃ বি বহু সাময়িকভাবে লিফাইডেটর নিযুক্ত হইয়াছেন।

### নতুন যৌথ কোম্পানী বাক্স

ষ্ট্যান্ডার্ড এণ্ড জেনারেল এগিওরেন্স কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পি গোয়েঙ্কা। ঠিকানা—৪ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার বীমার ব্যবসায়।

### পোদ্দার এণ্ড শুহ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ

আনন্দীলাল পোদ্দার। ঠিকানা—১১৫এ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ঔষধ পত্রাদির ব্যবসা।

### ওরিয়েন্টাল ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর

মিঃ ডি আর বিশ্বাস। ঠিকানা ৮৪এ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। মার্চেন্ট, কমিশন এজেন্ট ইত্যাদি।

### ইউনাইটেড মিনারলেস লিঃ—ডিরেক্টর

মিঃ জি পি বৈতান। ঠিকানা—১ কমার্শিয়াল বিল্ডিং, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। খনিজ কাঁচা মাল ও ভেবজের কাঁচা মাল আমদানী ও রপ্তানীর এবং প্রস্তুতের কাজকারবার।

### ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

—ডিরেক্টর মিঃ অরুণ ঘোষ। ঠিকানা—৬ পাশি বাগান লেন, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। কাঠ কয়লা, গ্যাস, বোটর গাড়ী ইত্যাদি আমদানীকারক ও রপ্তানীকারক।

### জয়পুরিয়া কোল এজেন্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর

মিঃ জয়পুরিয়া। ঠিকানা—৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেন্সী।

### কিলবার্ণ এসোসিয়েশন লিঃ—ডিরেক্টর

মিঃ জি সি এইচ কেট। ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই। অহুমোদিত মূলধন ৩৬ হাজার টাকা। মার্চেন্ট ও এজেন্ট।

### বোম্বাই

মেসার্স চিত্রল মাইনিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম জি শাহ। ঠিকানা—ইউনাইটেড ইন্ডিয়া বিল্ডিং, ভার কিরোজ শাহ মেটা রোড, বোম্বাই। অহুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

### মেসার্স সুর্য্যকিরণ কার্ভেসি লিঃ—

ম্যানেজিং এজেন্ট মেসার্স পি লিমারে এণ্ড কোং। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অহুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ঔষধের ব্যবসা।

### বি বোম্বে ড্রাগ হাউস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ

এল এন নায়ার। ঠিকানা—গ্রকটস্ রোড, গ্র্যান্ট রোড, বোম্বাই। অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ঔষধের ব্যবসা।

### ভেকাম কিনাল এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন

লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এ ডি দেশপাণ্ডে। ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই। অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—টাকা ধার দেওয়া।

### পরলোকে স্বামী শিবানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রী ১০৮ স্বামী শিবানন্দ ব্রহ্মচারী ৭৫ বৎসর বয়সে গত মঙ্গলবার শেষ রাতে তাঁহার কলিকাতাহ্ অনৈক শিষ্যের গৃহে সমাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার হরিবার, এলাহাবাদ, মহেশগঞ্জ ও রাধামাইল আশ্রমের তার উপযুক্ত শিষ্যগণের উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।



## শিলং ব্যাঙ্কঃ —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
কোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## সেবা ব্রতে ব্রতী প্রিপলস ক্রেডিট (ব্যাঙ্ক লিমিটেড)

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ  
ক্যামিং স্ট্রিটের সংযোগ স্থানে  
ফোন কলি: ৩৪৬

স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগজ, বিল  
ও গণ্য জবোয় আধিনে টাকা  
ধার দেওয়া হয়।

স্বামী আমানতের স্বদের হার পত্র  
লিখিলে জানান হয়।

অগ্ন্যাগ্ন সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং  
কার্য করা হয়।

এস, চৌধুরী  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৪শে ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার পূর্বের মতই অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিদামাত্র পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে গৃহীত ঋণের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে পূর্বের মতই ১০ আনা ও ১০ আনা অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

এবারের বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্বের মতই ছিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিনিময় বাজার সম্পর্কে কিছুটা তৎপরতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার বাজারে রপ্তানী বিলের বে পরিমাণ কাজকারবার হইয়াছিল তাহা খুবই কম।

গত ২১শে ডিসেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য ভারত সরকার বে টেজার আদ্বান করিয়াছিলেন তাহার আবেদনের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ২২৮/৬ পাই দরের সমুদয় এবং ২২৮/০ দরের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেজারের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ১৬/০ আনা বার্ষ্য করা হইয়াছে।

আগামী ৪ঠা জানুয়ারী বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং ৩রা জানুয়ারী অন্ত্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেজার আদ্বান করা হইবে। বাহাদের টেজার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৬ই জানুয়ারী কিংবা যেখানে ৬ই তারিখে ছুটির দিন থাকিবে সেখানে ৮ই জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্ত্য নিয়মাবলী পূর্ববৎ।

গত ২২শে ডিসেম্বর যুক্তপ্রদেশ সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য বে টেজার আদ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২৮/০ আনা ও তদুর্ধ্ব দরের সমুদয় এবং ২২৮/২ পাই দরের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেজারের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ১৬/৫ পাই বার্ষ্য করা হইয়াছে।

গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বাঙ্গলা সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেজারের আদ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

তন্মধ্যে ২২৮/৬ পাই দরের সমুদয় এবং ২২৮/০ পাই দরের শতকরা প্রায় ১১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেজারের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ১৬/১১ পাই বার্ষ্য করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চুক্তি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮২০ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮১৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্ধের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২২ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা; পূর্ব-সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৩০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা; পূর্বসপ্তাহে ঐরূপ ধারের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্ত্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৮ কোটি ১৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা; আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮ কোটি

৫৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা; ভূপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বন্ধ সরকার ও অন্ত্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে, নিয়রূপ হার বলবৎ ছিল :—

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| টেলি: হুগ্গি (প্রতি টাকায়) | ১ শি: ৫৪½ পে |
| ঐ দর্শনী                    | ১ শি: ৫৪½ পে |
| ডি এ ৩ মাস                  | ১ শি: ৬৪½ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)      | ৩৩২৮০        |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৪শে ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে একটা স্থিরতাব লক্ষিত হইয়াছে। এবার বাজার মাত্র তিন দিন খোলা ছিল। গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে আগামী ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত শেয়ার বাজার বড়দিন উপলক্ষে বন্ধ থাকিবে তৎসঙ্গেও ঐ তিন দিনে কাজকারবারের পরিমাণ অধিক হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টতই বাজারে নিষ্ক্রিয়তার ভাব

## রোগের চিকিৎসায় :: রোগীর শুশ্রুষায়

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের তৈরী :

- রবার ক্লথ
- হুটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- হাওয়া বালিস
- এয়ার রিং কুশন
- ডাক্তারী দস্তানা

প্রভৃতি

যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরী রবারের ক্লথাদি কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে, হাসপাতালে ও এ, আর, পি'তে সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সমর্থন ফিরে এলে আমরা আবার আগের মতই আমাদের তৈরী জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবো।

আমাদের তৈরী ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা :—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা।

কলিকাতার দোকান :—১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রাট।

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্নবী রোড, কোর্ট, বোম্বাই।

নাগপুর কারখানা :—ঘাট রোড, নাগপুর।

B. W. I



স্থিতি হয়। অবশ্য শেয়ারের মূল্যে হ্রাস ঘটে নাই। প্রায় সকল বিভাগেই মন্দার ভাব চলিয়াছিল। একমাত্র কয়লার খনির বিভাগে এবার চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। কয়লার সরবরাহ ও আমদানী সংক্রান্ত ভরসার ভাবই এই অস্ত্র দারী। কিন্তু বিশ্বের বিষয় এই যে, কয়লার খনির বাজারে চড়তি হওয়া সত্ত্বেও পাটকল বিভাগে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই।

এবার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

### কোম্পানীর কাগজ

৩৯০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৭৫০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্র সমূহের মধ্যে ৩ টাকা সুদের ১৯৪২-৪২ সাল ১০০৯০ আনা, ৩ টাকা সুদের ১৯৪১-৪৪ সাল ১০০৯০ আনা, ১৯৪০-৪১ সাল ৯৯ টাকা, ১৯৪৫-৪৬ সাল ১০০৯০ আনা ও ১৯৪০-৭০ সাল ১১৫৯০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বন্ড (১৯৪৬) ১০২১০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ১৯৪৫ টাকা, রিজার্ভ ১২৬ টাকা, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২৩৯০ আনায় এবং হিন্দ ব্যাঙ্ক ৫৯০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

এই বিভাগে কোনরূপ কর্মতৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। বেঙ্গল নাগপুর ৩৫৯০ আনা, কানপুর টেক্সটাইল ১৩৫০ আনা, এলগিন ৯৪৫০ আনা, মহালক্ষী ৪৬০ আনা, মুইরমিলস ৪৫০ টাকা, নিউ ডিস্টোরিয়া ১২ টাকা হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### কয়লার খনি

কেবল এই বিভাগেই এবার বেশ কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। শেয়ারের দরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ্যামালগামাটেড ৪৫০ টাকা, বেঙ্গল ৪৬৫ টাকা, বোকাবো এণ্ড রামগড় ৩৯৯০ টাকা, মেইন ১৮০ আনা, কার্টাস অরিয় ৫৬৯০ আনা, নিউ রীসভুম ৩০৯০ আনা, রাণীগঞ্জ ৩৫৯০ আনা, সাউথ করণপুর ৯ টাকা ও তালচের ৬০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### পাটকল

এই বিভাগে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। আগরপাড়া ২৫ টাকা, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৩৮৫ টাকা, চাপদানী ২১৫ টাকা, গৌরীপুর ৭৭৭ টাকা, হাওড়া ৬৩৫ আনা, হকুমচাঁদ ৩০০ আনা, কামারহাটী ৫৪২ টাকা, নদীয়া ১০৫৯০ আনা, প্রেসিডেন্সী ৬৫ আনা, রামেশ্বর ১৬ টাকা ও রিলায়েন্স ৬৯০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

### ইঞ্জিনীয়ারিং

এই বিভাগে শেয়ারের দরে এবার কিছু চড়তিভাব দেখা গিয়াছিল। ইঞ্জিয়ান আয়রন ওরদা আনা, ষ্টীল কর্পোরেশন ২৭০ আনা, ইঞ্জিয়ান গ্যালভানাইজিং ৪৪০ আনা, বেসপ এণ্ড কোং ২১০ আনা, কুমারখুর্বা ৯৯ আনা, মার্শালস ৪৫ আনা, শ্রাশনাল আয়রন ১০৯ আনা ও সারথ ইঞ্জিনীয়ারিং ২৯০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চিনির কল

চিনির কল বিভাগে এবার দারভাঙ্গা সুগার ৩৪৫ আনা, কের এণ্ড কোং ৪২ টাকা, কানপুর ৪৪৯০ আনা, নিউ লাবান ১৯০ আনা, প্রতাপপুর ২৪ টাকা ও ইউ পি সুগার ৩৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চা-বাগান

বিঘনাথ ৩৭৯ আনা, সাপয় ২০ আনা ও বানারহাট ৮২০ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### বিবিধ

বিবিধ বিভাগে এবার এ্যাম্বিনিয়ার কর্পোরেশন ১২৫ আনা, বি আই কর্পোরেশন ৬৯ আনা, বার্মা কর্পোরেশন ৩৫ আনা, ইঞ্জিয়ান কপার ২৫ আনা, এ্যালকালি এণ্ড কেমিক্যাল ৩০ আনা ও ইঞ্জিয়ান শ্রাশনাল এয়ারওয়েজ ২৭০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

### কাগজের কল

কাগজের কলের শেয়ারসমূহের মধ্যে ইঞ্জিয়ান পেপার পাল্প ২০৫ টাকা ও টিটাগড় পেপার ২৯ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

### কোম্পানীর কাগজ

৩ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই ডিসেম্বর—৮৪৯০; ১৮ই—৮৫। ৩ সুদের ডিফেন্স বন্ড (১৯৪২-৪২) ১৬ই ডিঃ—১০০৯০; ২১শে—১০০৯০; ২২শে—১০০৯০। ৩ সুদের ঋণপত্র (১৯৪০-৪১) ১৬ই ডিঃ—২২৫০; ১৭ই—২২৫০; ১৮ই—২২৫০; ২০শে—২২৫০ ২২৫০; ২১শে—২২৫০; ২২শে—২২৯০ ১০০। ৩ সুদের লোন (১৯৪০-৪১) ১৬ই ডিঃ—২৮৯০; ২২শে—২৮৯। ৩ সুদের ডিফেন্স বন্ড (১৯৪৬) ১৭ই ডিঃ—১০২১০; ২২শে—১০২১০। ৩ সুদের ইউ পি (১৯৪১-৪১) ১৭ই ডিঃ—২৮১০। ৩ সুদের লোন (১৯৪১-৪১) ১৬ই ডিঃ—১০০০; ২২শে—১০০। ৩ সুদের কোম্পানীর কাগজ

১৬ই ডিঃ—২৭৯০ ২৭৯০ ২৭৯০ ২৭৯০; ১৭ই—২৭৯০ ২৭৯০ ২৭৯০; ১৮ই—২৭৯০ ২৭৯০ ২৭৯০ ২৭৯০; ২০শে—২৭৯০ ২৭৯০; ২১শে—২৭৯০ ২৭৯০; ২২শে—২৭৯০ ২৭৯০। ৪৯ সুদের লোন (১৯৪৫-৪০) ২০শে ডিঃ—১১৫৯০। ৫ সুদের লোন (১৯৪৫-৪৫) ১৬ই ডিঃ—১০৬; ১৭ই—১০৭০; ২০শে—১০৫৯০; ২২শে—১০৫৫০। ইউ পি, (১৯৪৪) ১৭ই ডিঃ—১০১৫০।

### ডিবেন্চার

৫ সুদের (১৯২৮-৪৮-৮৮) ক্যালকাটা পোর্ট-ট্রাষ্ট ১৬ই ডিঃ—১১৮৯০। ৫ সুদের (১৯৩৮-৪৮) রাণীগঞ্জ কেইন ১৭ই ডিঃ—১০৪ ১০৪০; ২০শে—১০৪ ১০৪০।

### ব্যাঙ্ক

ক্যালকাটা শ্রাশনাল ১৭ই ডিঃ—১০৯০ ১০৫০; ২২শে—১০৫০। হিন্দ ২০শে ডিঃ—৫৯০; ২১শে—৫৯০। ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৬ই ডিঃ—১২৪৫; এ (কপি) ১৭ই—৫০২; ১৮ই—৫০২; ২০শে—৫০২ ৫০২; ২২শে—৫০২। রিজার্ভ ১৭ই ডিঃ—১২৬; ২০শে—১২৬ ১২৬; ২১শে—১২৬ ১২৬০; ২২শে—১২৬ ১২৬। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১৭ই ডিঃ—২২ ২১; ১৮ই—২৩০।

### কয়লার খনি

এ্যামালগামেটেড ১৮ই ডিঃ—৪০৫০; ২০শে—৪৪ ৪০৫০ ৪০৫০; ২২শে—৪৪ ৪০৫০। বড়বনী ২০শে ডিঃ—৩০ ৩০ ৩০; ২১শে—৩০। বেঙ্গল ১৬ই ডিঃ—৪৪০; ১৭ই—৪৪৫ ৪৪৫; ২০শে—৪৪৫ ৪৪৫ ৪৪৫; ২১শে—৪৬০ ৪৬১; ২২শে—৪৬৬ ৪৬৬। বেঙ্গল-নাগপুর ২১শে ডিঃ—৪০। ভালগোড়া ১৭ই ডিঃ—১১৯০ ১২০ ১২১০; ১৮ই—১২১০ ১২১০; ২০শে—১২৫০ ১৩; ২১শে—১২৫০ ১৩০; ২২শে—১৩০ ১৩০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৭ই ডিঃ—৩০০ ৩০০; ১৮ই—৩০০;

দি

শ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

স্থাপিত—১৯৩৪

হেড অফিস—কাণপুর

লাইফ্‌ ফায়ার ম্যারিন এ্যাকসিডেন্ট

এজেন্সি-কমিশন বংশপরম্পরাগত  
প্রগতিশীল নিরাপত্তাবিধায়ক আধুনিক  
সম্পূর্ণ ভরভার চিন্তাকর্ষক পলিসীসমূহ  
শ্রী ইণ্ডিয়া পলিসী নির্ভরযোগ্য সম্পত্তি

চেয়ারম্যান : ম্যানেজিং ডাইরেক্টর  
স্তার পদম্পন্ন সিংহানিয়া এন্‌ কে ভারতীয়

লাইফ ম্যানেজার :

কে ভট্টাচার্য

ব্রাঞ্চ :

ভারতের সর্বত্র

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :

৯নং ক্লাইভ স্ট্রীট

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

“নিওটোন”

অব্যর্থ কলপ্রদ মহৌষধ

৮ আউন্স—১৫০, ১২ আউন্স—২৯০

ম্যালেরিয়া, পালান্ডার, প্লেথার

‘বেপটোন’

কার্যকরী আদর্শ টনিক

৪ আউন্স—২১০, ৮ আউন্স—৩৫০

প্রত্যেক জিলায় ঠিকঠা আবখ্যক

পরিবেশক—এস. ডেভী এণ্ড কোং

৪৪সি, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

২০শে—৩০/০ ৩০/০; ২১শে—৩০/০ ৩১/০;  
২২শে—৩১/০ ৩১/০। বড়ধেমো ১৬ই ডিঃ—  
৮৬/০ ৮৬/০; ১৭ই—৮৬/০; ১৮ই—৮৬/০ ২;  
২০শে—২/০ ২/০; ২১শে—২/০ ২/০;  
২২শে—২৬/০ ২৬/০। বরাকর ১৬ই ডিঃ—  
২৪/০ ২৪/০ ২৪/০ ২৪/০; ১৭ই—২৪/০  
২৪/০ ২৪/০ ২৪/০ ২৪/০; ১৮ই—২৪/০  
২৪/০ ২৪/০; ২০শে—২৫/০ ২৫/০ ২৫/০;  
২১শে—২৫/০ ২৫/০ ২৫/০ ২৫/০; ২২শে—  
২৫/০ ২৫/০ ২৫/০ ২৫/০ ২৫/০ ২৫/০ ২৫/০  
২৫/০। সেণ্ট্রাল কুরকেন্স ২০শে ডিঃ—  
২০/০; ২১শে—২০/০। চুরুলিয়া ১৬ই ডিঃ—  
৩/০ ৩/০; ১৮ই—৩/০ ৩/০; ২০শে—  
৩/০ ৩/০; ২১শে—৩/০ ৩/০; ২২শে—  
৪/০ ৪/০। দেউলী ২১শে ডিঃ—১০৬/০ ১১;  
২২শে—১১ ১১/০। ধেমোমেইন ১৭ই ডিঃ—  
১৬৬/০ ১৭; ২০শে—১৭/০ ১৮/০; ২০শে—  
১৮/০ ১৮/০; ২২শে—১৮/০ ১৮/০। ইষ্ট  
ইন্ডিয়ান ১৭ই ডিঃ—২৭/০; ১৮ই—২৭/০  
২৭/০; ২০শে—২৭/০ ২৮/০; ২১শে—২৮/০;  
২২শে—২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০।  
ইকুইটেবল ১৬ই ডিঃ—৪৮/০ ৪৮/০; ১৭ই—  
৪৮/০ ৪৮/০; ২০শে—৪৮/০ ৪৮/০; ২১শে—  
৪৮/০ ৪৮/০ ৪৮/০; ২২শে—৪৮/০  
৪৮/০। হরিলাদি ১৬ই ডিঃ—২১৬/০; ১৭ই—  
২১৬/০ ২১৬/০; ১৮ই—২১৬/০ ২২;  
২০শে—২২/০ ২২/০; ২২শে—২২/০ ২২/০।  
অরুণী সেণ্ট্রাল ১৬ই ডিঃ—৩/০; ১৭ই—  
৩/০ ৩/০; ১৮ই—৩/০ ৩/০; ২০শে—  
৩/০ ৪/০; ২১শে—৩/০; ২২শে—৪/০।  
কালাপাহাড়ী ১৬ই ডিঃ—২৭/০ ২৭/০;  
১৭ই—২৮/০ ২৭/০; ১৮ই—২৭/০ ২৮/০;

২০শে—২৮/০ ২৮/০; ২১শে—২৮/০ ২৮/০।  
কাটাস ঝড়িয়া ১৮ই ডিঃ—৪৫/০ ৪৫/০;  
২০শে—৪৫/০ ৪৬/০; ২২শে—৪৬/০ ৪৬/০।  
কুমারদি ১৭ই ডিঃ—১০/০ ১০/০; ১৮ই—  
১০/০; ২০শে—১০/০; ২২শে—১০/০।  
লাকুরকা ১৮ই ডিঃ—২৫/০; ২১শে—২৫/০  
২৫/০; ২২শে—২৬/০। মণ্ডলপুর ২১শে ডিঃ—  
১৫৬/০ ১৬/০; ২২শে—১৬/০ ১৬/০।  
নাঝিয়া ১৭ই ডিঃ—১২/০ ১২/০; ১৮ই—১১/০  
নিউ বীরভূম ১৬ই ডিঃ—২৭৬/০; ১৭ই—২৭৬/০  
২৮/০; ১৮ই—২৮/০ ২৮/০; ২০শে—২৮/০  
২৮/০; ২১শে—২৮/০; ২২শে—২৮/০  
৩০/০। নর্থ দামুদা ১৭ই ডিঃ—২/০ ২/০;  
১৮ই—২/০ ২/০; ২১শে—২/০; ২২শে—  
২/০। বালীগঞ্জ ১৭ই ডিঃ—৩২/০ ৩২/০ ৩২/০  
৩৩/০; ১৮ই—৩৩/০ ৩৩/০ ৩৩/০ ৩৪/০  
৩৪/০ ৩৪/০; ২০শে—৩৪/০ ৩৪/০; ২২শে—  
৩৪/০ ৩৪/০ ৩৪/০। বেওয়া ১৬ই ডিঃ—  
৪০/০; ১৭ই—৪০/০; ২২শে—৪০/০।  
শামলা ১৬ই ডিঃ—৫/০ ৫/০; ১৮ই—৫/০;  
২০শে—৫/০ ৫/০ ৫/০ ৫/০; ২১শে—৫/০  
৫/০; ২২শে—৫/০ ৫/০ ৫/০ ৫/০ ৬/০।  
সাতপুকুরিয়া এণ্ড আগানগোল ১৮ই ডিঃ—৪/০;  
২১শে—৩৬/০ ৩৬/০ ৪/০; ২২শে—৪/০। শিরপুর  
২২শে ডিঃ—৪০/০ ৪০/০। সেন্সা ১৬ই—  
১৭৬/০ ১৮/০ ১৮/০ ১৮/০; ১৭ই—১৮/০  
১৮/০ ১৮/০ ১৮/০; ১৮ই—১৮/০ ১৮/০  
১৮ই—১৮/০ ১৮/০ ১৮/০ ১৮/০। সাউথ  
করমপুরা ১৮ই ডিঃ—৮/০ ৮/০ ৮/০; ২০শে—  
৮/০ ৮/০ ৮/০ ৮/০ ৮/০; ২১শে—৮/০  
৮/০ ৮/০; ২২শে—৮/০ ৮/০ ৮/০ ৮/০ ৮/০।  
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৬ই ডিঃ—৬/০; ১৭ই—৬/০ ৬/০;  
১৮ই—৬/০; ২০শে—৬/০ ৬/০; ২১শে—  
৬/০ ৬/০; ২২শে—৬/০। ইউনিয়ন ১৮ই ডিঃ—  
৩২৬/০ ৩২৬/০; ২০শে—৩২৬/০। ওয়েস্ট  
আমুরিয়া ১৮ই ডিঃ—৩২/০; ২০শে—৩২/০  
৪০/০; ২১শে—৩২/০; ২২শে—৪০/০ ৪০/০।

## কাপড়ের কল

বাসন্তী ১৭ই ডিসেম্বর—১১/০। বেনারস  
১৬ই ডিঃ—১০৬/০ ১০৬/০; ১৭ই—১০৬/০  
১০৬/০ ১০৬/০; ১৮ই—১০৬/০; ২০শে—১০৬/০  
১০৬/০; ২১শে—১০৬/০ ১০৬/০। বেঙ্গল-নাগপুর  
১৬ই ডিঃ—৩৫/০ ৩৫/০ ৩৫/০ ৩৫/০; ১৭ই—  
৩৫/০ ৩৫/০; ২০শে—৩৬/০; ২১শে—৩৬/০  
৩৬/০; ২২শে—৩৬/০। কানপুর টেক্সটাইল  
১৬ই ডিঃ—১০৬/০ ১০৬/০; ১৭ই—১০৬/০;  
১৮ই—১০৬/০ ১৮/০; ২০শে—১০৬/০; ২১শে—  
১৮/০ ১০৬/০; ২২শে—১০৬/০। এলগিন মিলস  
১৬ই ডিঃ—২৬/০; ২০শে—২৬/০; ২১শে—  
২৬/০ ২৬/০; ২২শে—২৬/০ ২৬/০ ২৬/০ ২৬/০।  
কেশোরাম ১৬ই ডিঃ—১৪৬/০; ১৭ই—১৪৬/০  
২০শে—১৪৬/০; ২১শে—১৪৬/০ ১৪৬/০।  
মহালক্ষী ১৭ই ডিঃ—৪৫৬/০; ১৮ই—৪৫৬/০;  
২০শে—৪৬/০ ৪৬/০; ২২শে—৪৬/০ ৪৬/০।

মুইর মিলস ২২শে ডিঃ—৪৫/০। নিউ ভিক্টোরিয়া  
১৬ই—১২/০ ১০৬/০; ১৭ই—১০৬/০ ১০৬/০;  
১৮ই—১২/০ ১১/০; ২০শে—১০৬/০ ১১/০।  
২১শে—১০৬/০ ১১/০; ২২শে—১০৬/০ ১১/০।  
(প্রেক্ষ) ১৬ই ডিঃ—১৪৬/০ ১৫/০; ১৭ই—  
১৫/০ ১৫/০; ২০শে—১৪৬/০। প্রভাতী  
টেক্সটাইল ১৭ই ডিঃ—১০৬/০ ১০৬/০; ২১শে—  
১০৬/০। সীরাধেশ্বর ১৭ই ডিঃ—১৮/০ ১৮/০  
১৮ই—১৮/০ ১৮/০; ২০শে—১৮/০; ২২শে—  
১৮/০ (প্রেক্ষ) ১৭ই—১০৭/০; ১৮ই—১০৭/০;  
২২শে—১০৭/০।

## ইলেকট্রিক

জব্বলপুর ২১শে ডিঃ—১৭/০। রাওলপিণ্ডি  
২০শে ডিঃ—৩১৬/০। আপার গ্যাংজেজ ২২শে  
ডিঃ—১৪০/০ ১৪০/০ ১৪০/০।

## ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্বার বাটলার ২১শে ডিঃ—১৬৬/০;  
২২শে—১৬৬/০। ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ১৬ই  
ডিঃ—১৬৬/০ ১৬৬/০; ১৭ই—১৬৬/০ ১৬৬/০;  
২০শে—১৬৬/০ ১৬৬/০; ২১শে—১৬৬/০ ১৬৬/০  
১৬৬/০। ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১৬ই  
ডিঃ—১৭/০; ২০শে—১৭/০; ২২শে—১৭/০  
১৭/০। ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৬ই ডিঃ—  
৩৪৬/০ ৩৪/০ ৩৪/০ ৩৪/০; ১৭ই—৩৪/০  
৩৪/০ ৩৪/০; ১৮ই—৩৪/০ ৩৪/০ ৩৪/০;  
২০শে—৩৪/০ ৩৪/০; ২১শে—৩৪/০ ৩৪/০;  
২২শে—৩৪/০ ৩৪/০ ৩৪/০ ৩৪/০। ইন্ডিয়া  
মেশিনারী ১৮ই ডিঃ—১০৬/০; ২০শে—১০৬/০;  
২১শে—১০৬/০; ২২শে—১০৬/০ ১০৬/০। জেসপ  
এণ্ড কোং ১৬ই ডিঃ—২০৬/০; ১৭ই—২০৬/০;  
১৮ই—২১/০; ২১শে—২০৬/০ ২১/০ ২১/০  
২১/০; ২২শে—২১/০; ঐ (প্রেক্ষ) ১৮ই—১২৬/০।  
কুমারধুবী ১৬ই ডিঃ—২/০; ১৭ই—২/০ ২/০  
২/০; ১৮ই—২/০ ২/০; ২০শে—২/০ ২/০; ঐ  
(প্রেক্ষ) ২১শে—৩৩৬/০। মার্শালস এণ্ড কোং ১৬ই  
ডিঃ—৪/০ ৪/০; ১৭ই—৪/০ ৪/০; ২০শে—৪/০;  
২১শে—৪/০; ২২শে—৪/০ ৪/০; ২৩শে—  
৪/০ ৪/০ ৪/০। জাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল  
১৬ই ডিঃ—১০৬/০ ১০/০; ১৭ই—১০৬/০ ১০৬/০  
১০/০; ১৮ই—১০৬/০ ১০/০; ২০শে—১০/০  
১০/০ ১০/০ ১০/০; ২১শে—১০/০ ১০/০;  
২২শে—১০/০ ১০/০। জাশনাল জু এণ্ড  
অয়ার প্রজাক্টস ১৮ই ডিঃ—১০/০; ১৭ই—  
১০/০; ১৮ই—১০/০ ১০/০; ২১শে—১০/০  
১০/০; ২২শে—১০/০ ১০/০। ষ্টীল কর্পো-  
রেশন ১৬ই ডিঃ—২৬৬/০ ২৭/০ ২৭/০ ২৭/০;  
১৭ই—২৭/০ ২৭/০ ২৭/০ ২৭/০; ১৮ই—২৭/০  
২৭/০; ২০শে—২৭/০ ২৭/০; ২১শে—২৭/০  
২৭/০ ২৭/০; ২২শে—২৭/০ ২৭/০; ঐ  
(প্রেক্ষ) ১৭ই—১০২/০; ২০শে—১০২/০।

## পাটকল

আদমজী ২০শে ডিঃ—৩৪/০; ২১শে—  
৩৪/০। আগড়পাড়া ১৭ই ডিঃ—২৫/০; ২২শে—  
২৫/০। এলায়েন্স ১৭ই ডিঃ—৪২৬/০ ৪২৭/০

## নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক

হেড অফিস—

১০নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

কলিকাতা শাখা—

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও  
শ্যামবাজার।

মূলধন

|             |             |
|-------------|-------------|
| অনুমোদিত    | ১,০০,০০,০০০ |
| ইস্যুড      | ২৫,০০,০০০   |
| বিক্রয়ীকৃত | ১২,৫০,০০০   |
| আদায়ীকৃত   | ১০,০০,০০০   |

কার্যকরী মূলধন প্রায়  
১,০০,০০,০০০ কোটি টাকা।বিল ও পেনশন আদায়, বাজার চলতি মালের  
উপর দান, ঋণদায়গণের পক্ষে শেয়ার ও সিকি-  
উরিটি ক্রয় এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল।

৪২৬; ২০শে—৪২৮; ২১শে—৪২৯ ৪৩০।  
 এয়ারমো-ইন্ডিয়া ১৭ই ডিঃ—৩৮৩ ৩৮২;  
 ২০শে—৩৮৪; ২১শে—৩৮৫ ৩৮৬।  
 অকল্যাণ্ড ১৮ই ডিঃ—২৪৬ ২৪৭; ২২শে—  
 ২৪৮। বালী ১৮ই ডিঃ—৩০২; ২০শে—  
 ৩০৩। বরানগর ১৮ই ডিঃ—১৬৭; ১৭ই—  
 ১৬৭ ১৬৬; ১৮ই—১৬৭; ২০শে—১৬৬;  
 ২১শে—১৬৭। বেলভেডিয়া ১৮ই ডিঃ—  
 ৪২২ ৫০০ ৫০২ ৫০৩; ১৮ই—৪২৫ ৪২৬  
 ৪২৭ ৪২৮; ২২শে—৪২৯ ৫০০। বেঙ্গল  
 ১৮ই ডিঃ—২৭৫। ভারত ১৭ই ডিঃ—৩২;  
 ১৮ই—৩২/০ ৩২/০ ৩২/০; ২০শে—৩২/০  
 ৩২/০ ৩২/০; ২১শে—৩২/০ ৩৩; ২২শে—  
 ৩২/০ ৩৩। বিড়লা ২২শে ডিঃ—৪১; ঐ  
 (প্রেক্ষ) ২০শে—৪১; ২১শে—৪১। বজ্রবজ্র  
 ১৮ই ডিঃ—৪২৭; ১৭ই—৪২৮; ১৮ই—  
 ৪২৮; ২২শে—৪২৯ ৪২৬। ক্যালকাটা  
 ১৭ই ডিঃ—৩৫ ৩৫/০; ঐ (প্রেক্ষ) ১৭ই—  
 ১৪৫। চম্পাদানী ১৮ই ডিঃ—২১২ ২২০;  
 ১৭ই—২১২ ২২০; ২১শে—২১৫; ২২শে—  
 ২১৪ ২১৫। ক্লাইভ ১৭ই ডিঃ—২৮৫ ২৮৬;  
 ২১শে—২৮৬; ২২শে—২৮৬। ক্রেইগ ১৮ই  
 ডিঃ—৩৫/০; ১৭ই—৪; ২১শে—৩৫/০;  
 ২২শে—৩৫/০। এম্পায়ার ২০শে ডিঃ—৩২/০  
 ৩৩/০ ৩৩/০। গ্যাংজে ১৮ই ডিঃ—৪৩৫;  
 ২১শে—৪৩৬; ২২শে—৪৩৬। গৌরীপুর  
 ২২শে ডিঃ—৭৭৭। হগলী (প্রেক্ষ) ২১শে ডিঃ—  
 ২২/০; ২২শে—২২/০ ২২/০। হাওড়া ১৮ই  
 ডিঃ—৬৩০; ১৭ই—৬৩০ ৬৩০/০ ৬৩০ ৬৩০/০;  
 ১৮ই—৬৩০/০; ২২শে—৬৩০/০। হুগুচাঁদ  
 ২০শে ডিঃ—৩০; ২২শে—৩০/০ ৩০/০।  
 ইন্ডিয়া ১৮ই ডিঃ—৪৪৫; ১৭ই—৪৪৬ ৪৪৭;  
 ২০শে—৪৪৭ ৪৪৮; ২২শে—৪৪৮। কামার-  
 হাটা ১৮ই ডিঃ—৪৪৭ ৪৪৮; ১৭ই—৪৪৮  
 ৪৪৯; ২২শে—৪৪৯। কিনিগন ২২শে ডিঃ—  
 ৩৬৩ ৩৬৬। লরেন্স ১৮ই ডিঃ—২২৭;  
 ২২শে—২২৮। নৈহাটা ১৮ই ডিঃ—২৭৮;  
 ২২শে—২৮৫। নম্বরপাড়া ২০শে ডিঃ—২৭০।

ন্যাশনাল ১৭ই ডিঃ—২৭০/০; ২০শে—২৮/০;  
 ২২শে—২৭০ ২৮। নিউ সেন্ট্রাল ২০শে ডিঃ—  
 ৩৭৬; ২১শে—৩৭৬ ৩৭৬; ২২শে—৩৮৫।  
 নর্থব্রুক ১৭ই ডিঃ—৩২ ৩১৫ ৩১৬/০; ঐ  
 (প্রেক্ষ) ২২শে—১৫৭। নদীয়া ১৮ই ডিঃ—  
 ১০৮; ১৭ই—১০৮/০; ১৮ই—১০৮/০ ১০৮;  
 ২০শে—১০৮/০ ১০৮; ২১শে—১০৮ ১০৮/০;  
 ২২শে—১০৮ ১০৮ ১০৮/০। প্রেসিডেন্সী ১৭ই  
 ডিঃ—৬৫/০; ২১শে—৬৫/০ ৬৫/০ ৬৫/০;  
 ২২শে—৬৫/০ ৬৫/০। রামেশ্বরপুর ১৮ই ডিঃ—  
 ১৫০/০ ১৫০/০ ১৫০/০ ১৫০/০; ১৭ই—১৫০/০  
 ১৫০ ১৫০/০ ১৫০/০ ১৫০/০; ১৮ই—  
 ১৫০/০; ২০শে—১৫০/০ ১৫০/০ ১৫০/০ ১৫০/০;  
 ২১শে—১৫০ ১৫০/০; ২২শে—১৫০/০ ১৫০/০  
 ১৫০। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ১৮ই ডিঃ—১২; ১৮ই—  
 ১২/০; ২০শে—১২/০; ২২শে—১২/০। ষ্ট্যান্ডার্ড  
 ১৮ই ডিঃ—২২৭ ২২৮ ২২৯; ১৭ই—২২৭;  
 ২০শে—২২৮; ২১শে—২২৭ ২২৮ ২২৯;  
 ২২শে—২২৭ ২৩০। ইউনিয়ন ১৭ই ডিঃ—  
 ৩৭৫; ২২শে—৩৮৬।

#### কাগজের কল

ইন্ডিয়া পেপার পার ২১শে ডিঃ—২০৫।  
 ওরিয়েন্ট পেপার (প্রেক্ষ) ১৭ই ডিঃ—১১৬।  
 ঐগোপাল ১৮ই ডিঃ—২০০; ১৭ই—২০০/০।  
 টিটাগড় ১৭ই ডিঃ—২৬০/০ ২৬০/০; ২১শে—  
 ২৬০/০; ২২শে—২৬০।

#### চিনির কল

বলরামপুর ১৮ই ডিঃ—১৬০; ১৭ই—১৫০;  
 ১৮ই—১৬০ ১৬০/০; ২০শে—১৬০/০ ১৬০  
 ১৬০/০; ২১শে—১৬০ ১৬০/০। কেরা এন্ড কোং  
 (অডি) ১৮ই ডিঃ—২৬৫/০ ২৬৫/০; ১৭ই—২৬৫  
 ২৬৫/০ ২৬৫/০; ২০শে—২৬৫/০ ২৭; ২১শে  
 —২৬৫ ২৬৫/০ ২৬৫/০ ২৬৫/০ ২৭/০ ২৭/০  
 ২৭/০ ২৭/০; ২২শে—২৭০ ২৭০/০ ২৭০  
 ২৭০/০। কানপুর ১৭ই ডিঃ—৪৪৫/০; ১৮ই—  
 ৪৪৫/০ ৪৪৫/০ ৪৪৫/০; ২১শে—৪৪৫/০ ৪৪৫/০  
 ৪৪৫/০। চম্পারণ ২১শে ডিঃ—৪০০/০ ৪০০/০;  
 ২২শে—৪০০/০ ৪১। দারভাঙ্গা ১৮ই ডিঃ—

৩০০/০ ৩০০/০ ৩০০/০ ৩২৫/০ ৩২৫/০ ৩২৫/০  
 ৩৪; ১৭ই—৩৪০ ৩৪/০ ৩৪০/০ ৩৪০/০।  
 ১৮ই—৩৪০ ৩৪০/০ ৩৪০/০ ৩৪০/০ ৩৪০/০।  
 ২০শে—৩৪০/০ ৩৪০/০ ৩৪০/০ ৩৪০/০ ৩৪০/০;  
 ২১শে—৩৪০/০। সমস্তপুর ১৮ই ডিঃ—১৮০/০  
 ১৭ই—১৮০ ১৮০/০ ১৮০/০ ১৮০/০; ২১শে—১৮০  
 শ্রীলক্ষ্মীপুর ২০শে ডিঃ—১৬০ ১৬০/০ ১৬০/০  
 ১৬০/০। ইউ, পি, ১৮ই ডিঃ—৩২৫/০; ১৭ই—  
 ৩২৫/০ ৩২৫/০ ৩২৫/০; ২১শে—৩২৫/০; ২২শে—  
 ৩২৫/০ ৩২৫/০ ৩২৫/০ ৩২৫/০।

#### চা-বাগান

বানর হাট ২২শে ডিঃ—৮২০। বিশ্বনাথ  
 ১৮ই ডিঃ—৩৭০; ২১শে—৩৭০। দার্জিলিং টি  
 এন্ড সিঙ্কোনা ২২শে ডিঃ—২৮৪। দেবচান  
 ২১শে ডিঃ—৩০৫। ডিমকুসী ১৭ই ডিঃ—  
 ৪৮০/০। ইথেলবাড়ী ২২শে ডিঃ—২৫। জয়-  
 বীরপাড়া ১৭ই ডিঃ—৩২৫ ৩২৫/০। মহীনা  
 ১৮ই ডিঃ—১০৫/০ ১০৫/০; ১৭ই—১০৫/০।  
 নাগুরনাদী ১৭ই ডিঃ—১৮৫ ১২৫; ২০শে—১০৫  
 ১৮৫/০। কুতিয়া ১৭ই ডিঃ—১৫৫/০; ২০শে—  
 ১৫৫ ১৫৫/০। তেজপুর ১৮ই ডিঃ—১৬০/০  
 ১৬০ ১৬০/০; ২০শে—১৫০/০।

#### রেলপথ

দার্জিলিং-হিমালয়ান (প্রেক্ষ) ২০শে ডিসেম্বর  
 —১০৪০; ২১শে—১০৪০। ময়মনসিংহ-  
 ভৈরববাজার ১৭ই ডিঃ—১০৮।

#### খনি

বিলরা লাইম ষ্টোন ১৮ই ডিসেম্বর—১১৮  
 ১১৮। বঙ্গী কর্পোরেশন ১৭ই ডিঃ—৩৫ ৩৫/০;  
 ২০শে—৩৫/০ ৩৫/০; ২১শে—৩৫/০ ৩৫/০;  
 ২২শে—৩৫/০ ৩৫/০। ইন্ডিয়ান কপার ১৭ই ডিঃ—  
 ২৫০ ২৫০/০; ২০শে—২৫০/০ ২৫০/০; ২২শে—  
 ২৫০ ২৫০/০। করণপুরা ডেভলপমেন্ট ১৭ই ডিঃ—  
 ১৭৫ ১৭৫/০; ১৮ই—১৮৫/০ ১৭৫/০ ১৮/০;  
 ২০শে—১৮৫ ১৮৫/০; ২২শে—১৮৫/০ ১৮৫/০  
 ১৮৫/০ ১৮৫/০। রোডেসিয়া কপার ১৮ই ডিঃ—  
 ২০ ২০/০; ১৭ই—২০/০ ২০/০; ১৮ই—২০/০  
 ২০/০; ২০শে—২০/০; ২১শে—২০/০; ২২শে—  
 ২০/০। ট্যাঙ্ক টিন ২১শে ডিঃ—১০/০ ১০/০।

## নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : কলিকাতা প্রধান অফিস  
 কুমিল্লা ২২নং ক্যানিং স্ট্রিট।

কলিকাতার অন্তর্গত শাখা :—

কলেজ স্ট্রিট, গ্রামবাজার ও বালীগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন :—১০ লক্ষ টাকার উপর  
 ডিপোজিট ১ কোটি , ,

ভারতের সর্বত্র উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রের বিল  
 আদায়ের ব্যবস্থা এবং ডাকযোগে বা টেলিগ্রাম  
 বরাবরে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

## ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

কোন :—ক্যাল—২৬২২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাকো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বার স্ট্রিট (কলিকাতা)  
 বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইউ, পি)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এল, বি, শোব দস্তিদার।

## বিবিধ

আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ২২শে ডিসেম্বর—১৩৬০  
(ডেক) ১৬ই—৩।০ ২২শে—৩।০। আসাম সল ১৬ই  
ডিঃ—৫.০ ৫/০; ১৭ই—৫/০; ১৮ই—৫.০ ৫/০  
৫০/০ ৫/০; ২০শে—৫০/০ ৫/০ ৫।০ ৫।০ ৫।০/০;  
২১শে—৫।০ ৫।০/০ ৫।০/০; ২২শে—৫।০/০।  
বেঙ্গল পটাসিয়াম ১৬ই ডিঃ—২৪৬/০ ২৫.০; ১৭ই  
—২৫/০। বি. আই কর্পোরেশন ১৬ই ডিঃ—৬।০  
৬।০ ৬।০/০; ১৭ই—৬।০ ৬।০/০; ২০শে—  
৬।০; ২১শে—৬।০/০; ২২শে—৬।০/০ ৬।০  
(গ্রেফ) ২১শে—২১৩.০ ২১২.০। ক্যালকাটা সেক  
ডিপোজিট ২১শে ডিঃ—৮।০ ৮।০। ডালমিয়া  
সিমেন্ট ১৬ই ডিঃ—১৮০/০; ২০শে—১৮।০ (ডেক)  
১৬ই—৪০/০। ডানলপ রবার ১৭ই ডিঃ—৫৭.০;  
(২২ গ্রেফ) ১৬ই—১২১.০। হুমায়ুন প্রপার্টিজ  
২১শে ডিঃ—১০০/০; ২২শে—১০/০ (ডেক) ২২শে  
—৩।০। ইন্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ১৭ই  
ডিঃ—১২২.০; ২০শে—১২৮.০ ১০০.০; ২১শে—  
১০২।০ ১০২.০ ১০৩.০ ১০১।০; ২২শে—১০৩.০  
১০২.০। লিটার এনটিলেপটিকস ২০শে ডিঃ—  
১৫৫.০। মেদিনীপুর জমিদারী ১৬ই ডিঃ—১২৪।০; ১৭ই—  
১২৫।০ ১২৫.০ ১২৬।০ ১২৮.০ ১২৬।০  
১২৭.০ ১২৭।০; ১৮ই—১২৭.০ ১২৭।০ ১২৮.০  
১২৮।০ ১২৮.০; ২০শে—১৩০.০ ১২৮।০ ১৩০.০  
১২৮.০ ১২৮.০; ২১শে—১২৮.০ ১৩০.০ ১৩০।০;  
২২শে—১৩০।০ ১৩০.০ ১২৮।০ ১৩০।০।

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৪শে ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের  
বাজারের সকল বিভাগেই কম-বেশী মন্দার ভাব  
লক্ষিত হইয়াছে। মিল-মালিক পক্ষ হইতে পাট  
খরিদের বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই।  
অবশ্য বিক্রেতা মহলও মফঃস্বলের বাজার কিঞ্চিৎ  
চড়তি ছিল বলিয়াই পাট হাতছাড়া করিবার  
অন্ত তেমন উদ্গ্রীহ ছিলেন না।

এবার আলগা পাটের বিভাগেও মন্দার অবস্থা  
পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই বিভাগে বরাবর একটা  
নিরুৎসাহের ভাব বিদ্যমান ছিল। ক্রেতা প্রায়

ছিল না বলিলেই হয়। বিক্রেতা মহলও এত  
উদগ্রীহ ছিল না যে, দর কমাইয়া খরিদার  
আকর্ষণের চেষ্টা করিবেন। এই বিভাগে এবার  
ইউরোপীয়ান জাত ১৭ টাকা, মিডল্ ১৫ টাকা  
ও বটোম ১২ টাকার এবং সুপারভাইজড্ জাত  
১৬৬০ আনা, মিডল্ ১৪৬০ আনা ও বটোম ১১৬০  
আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও  
আলোচ্য সপ্তাহে কাজকারবারের পরিমাণ  
যৎসামান্য হইয়াছে। মিলমালিকগণ অপকৃষ্ট  
শ্রেণীর পাটের দরদস্তুর করিয়াছিল মাত্র।

আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই ধুলে ও  
চটের বাজারে বাহতঃ তেজীর ভাবই পরিলক্ষিত  
হইয়াছে। কিন্তু বাজারে যথোপযুক্ত মালের  
অভাবে কাজকারবারের পরিমাণ আদৌ সন্তোষ-  
জনক হইতে পারে নাই। কয়লা সমস্তর এখনও  
সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই। কোন কোন মিল  
পূর্বাগ্রেপক্ষ কিছু অধিক পরিমাণ কয়লার যোগান  
পাইয়া কারখানার কাজ বাড়াইয়া দিয়াছে বটে,  
কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে আবশ্যিক পরিমাণ  
কয়লার অভাবে পুরানমে কাজ অগ্রসর হইতে  
পারিতেছে না। এইরূপ প্রকাশ যে, পূর্ববর্তী  
সপ্তাহে যে ক্ষেত্রে পাটকলসমূহ উহাদের প্রয়ো-  
জনের শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র কয়লা পাইয়াছিল  
সেক্ষেত্রে আলোচ্য সপ্তাহে সরবরাহের পরিমাণ  
কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৬০ ভাগে  
বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরবরাহের এরূপ সামান্য অধিক্যে  
বাজারের অবস্থায় এমন কিছু ইতর-বিশেষ ঘটনার  
আশা নাই। এবার ১নং পোটার ২১ টাকার

এবং ১১নং পোটার নগদ ২৮/০ আনা ও  
আলুয়ারী-মার্চ ২৮ টাকার বিকিকিনি হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৪শে ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের বোম্বাইএর কাঁচা তুলার  
বাজার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু বলিবার নাই।  
তুলা ক্রয়ের দিকে মিলওয়ালাদের ঝোঁক দেখা  
যায় না। অল্প স্বল্প তুলা তাহারা খরিদ করিতেছেন  
বটে, কিন্তু উহার পরিমাণ যৎসামান্য। ছাপ  
না-দেওয়া বস্ত্র সম্পর্কে সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশ ও  
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণের সম্মেলনে যে  
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সেই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের  
মনোভাব না প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়ী  
মহল প্রতীক্ষার থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন।  
এই কারণে বাজারে আগাম কাজকারবার সম্পর্কে  
এখন আদৌ কোন আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে না।  
এবার ঝরিল ৪৭০ টাকার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।  
পূর্ব সপ্তাহে উহার দর ছিল ৪৬২ টাকা। ঝরিল  
মার্চ ও মের দর গত সপ্তাহে ছিল ৪৬৬ টাকা,  
ও ৪৬৮ টাকা। এবার উহাদের দর ছিল  
যথাক্রমে ৪৬৬ টাকা ও ৪৬৮ টাকা।

কলিকাতা কাপড়ের বাজারে এবারও তেমন  
কর্মতৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। খুচরা বিক্রেতার  
ছাপ-না-মারা বস্ত্র কিনিতে ভরসা পাইতেছে না।  
ইতিমধ্যে এই বিষয়ে স্পষ্ট সরকারী নীতি  
ঘোষিত না হইলে বাজারে একটা নিষ্ক্রিয়তা ও  
অনিশ্চয়তার ভাব চলিতে থাকিবে।

## ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

পৃষ্ঠপোষক—হিজ হাইনেস মহারাজাধিরাজ অব ত্রিপুরা

হেড অফিস : ১০নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ৪৫৫০ ও ৪৫৪৫

অনুমোদিত মূলধন ১০০,০০,০০০ টাকা

বিক্রয়ার্থ মূলধন ২৫,০০,০০০ "

বিক্রীত মূলধন ৯,২৫,০০০ টাকার উপর

আদায়ীকৃত মূলধন ৬,২১,০০০ টাকার উপর

মজুত ও অপরাপর

তহবিল ১,৬২,৯১৬৮/৬ পাই

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্যামসুউদ্দিন আহমদ, এম-এল-এ

ফোন : কলিকাতা ১৩৫২

গ্রাম : "ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা"

## দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক

অফ ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক—শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর

কে, সি, এস, আই

সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান

চীফ অফিস—আগরতলা, ত্রিপুরা স্টেট

কলিকাতা অফিস—১১নং ক্লাইভ রো

ব্রাঞ্চ ও সাব-ব্রাঞ্চ

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে।

শতকরা ১০ হিসাবে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মহারাজ কুমার প্রজেক্টকিশোর দেববর্মান

গোলাঘাট (আসাম) ব্রাঞ্চ ও মহু (শ্রীহট্ট) সাব-ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

## ব্যাঙ্ক কলোনাল লিঃ

১২, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

কারেন্ট একাউন্ট হ্রদ শতকরা ১ টাকা,

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট হ্রদ শতকরা ২

টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিল্ড

ডিপজিট ৬ মাস বা তদূর্ধ্ব; হ্রদ শতকরা

২।০ টাকা হইতে ৪ টাকা পর্যন্ত। উপযুক্ত

সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেওয়া হয়।

ব্রাঞ্চ—কলকাতা স্ট্রীট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান।

(ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা ও বড়লাট  
—৭৬০ পৃষ্ঠার পর)

বৃদ্ধির কারণ ঘটনা। গবর্ণমেন্ট বাহির হইতে জব্যসামগ্রী আমদানী করিয়া এবং সৈন্ত বিভাগের মজুত জব্য-সামগ্রীর মধ্যে কিছু কিছু বাজারে ছাড়িয়া এই মূল্য বৃদ্ধির গতি রোধ করিতে যত্নপর হইয়াছেন। ইহাতে ইনফ্লেশন প্রশমনের পক্ষে একটা অনু-কূল অবস্থার সূচনা হইবে বলিয়া তাঁহার ধারণা। ইনফ্লেশন প্রশমনের অজ্ঞাত উপায় হিসাবে তিনি ট্যাক্স ও ঋণ গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। দেশরক্ষা বণ্ড প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্ত গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে বর্তমানে একটা আন্দোলন শুরু করা হইয়াছে। সকলে এই আন্দোলনে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিলে লোকের বদ্ধিত ক্ষয়ক্ষমতা টানিয়া লওয়ার সুবিধা হইয়া দেশে ইনফ্লেশনের গতি প্রতিকূল হইতে পারে।

ইনফ্লেশন সম্পর্কে লর্ড ওয়েভেলের এই সব উক্তি নিতান্ত মামুলী ধরণের আমলা-তান্ত্রিক উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছুই নহে। লোকের ক্রয়যোগ্য জব্যসামগ্রীর বোগান বাড়াইবার জন্ত গবর্ণমেন্ট বাহির হইতে কৃষি সরঞ্জাম, রেজর ব্লেড, মদ এবং প্রসাধন সামগ্রী প্রভৃতি আমদানীর যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন গত সপ্তাহে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা তাহার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করিয়াছি। দেশে ট্যাক্সের বহর বাড়িতে বাড়িতে ইতিমধ্যেই তাহা অনেক পরিমাণে লোকের সঙ্গতি ও সামর্থ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সরকারী ঋণপত্র ক্রয় সম্বন্ধে এদেশে সাধারণের আগ্রহ বিশেষ কিছু নাই। ঋণপত্র বিক্রয় সম্পর্কে সরকারীভাবে আন্দোলন চালাইয়া ও দেশরক্ষা বণ্ড ক্রয়ের জন্ত লটারীর প্রলোভন দেখাইয়া বর্তমান অবস্থায় এদিক দিয়া লোকের মনে প্রয়োজনানুরূপ আগ্রহ-তৎপরতা সঞ্চার করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের শুরু হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ সরকারের নামে এদেশে বিস্তারিত মালপত্র ক্রয় করিতেছেন। এই ভাবে যে পাওনা দাঁড়াইতেছে তাহার বিনিময়ে ইংলণ্ড হইতে কোন ব্যবহার্য জিনিষ কিংবা স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে না। ভারত গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে শুধু মাত্র ষ্টালিংয়ের প্রতিশ্রুতি লইয়া ভারতীয় পাওনাদারদের দাবী মিটাইবার জন্ত তাহার ভিত্তিতেই ক্রমাগত নোট ছাড়িয়া চলিয়াছেন। এইরূপ বেপরোয়াভাবে নোট ছাড়িবার ফলেই দেশে ইনফ্লেশনরূপী মহা অনর্থের

সৃষ্টি হইয়াছে। বড়লাট ইনফ্লেশনের সেই মূল কারণ দূর করা সম্পর্কে কোন ভরসা দিতে পারেন নাই। বিষয়টি খুবই অশ্রীতি-কর বলিয়া তিনি তাহা উল্লেখ করিতে পারেন নাই। ইনফ্লেশনের মূল কারণ দূর করা সম্পর্কে যেখানে আন্তরিকতার এতটুকু অভাব রহিয়াছে সেখানে জব্যসামগ্রী আমদানীর প্রতিশ্রুতি এবং বেশী ঋণ তুলিবার কঁাকা আশ্বাস দিয়া লোকের মনে ইনফ্লেশন দমন সম্পর্কে কতটুকু ভরসা জাগান যাইবে তাহা আমরা বুঝি না।

ইনফ্লেশন ও ঋণ সমস্যার সঙ্গে লর্ড ওয়েভেল তাঁহার বক্তৃতায় দেশের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্যা নিয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের লোকসংখ্যা বর্তমানে বৎসরে ৪০।৫০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বদ্ধিত জন-সংখ্যার জীবনযাত্রার উন্নতির জন্ত যুদ্ধের পরে এদেশে নূতন করিয়া আর্থিক উন্নতির কাজ শুরু করিতে হইবে। ভারতে কৃষির অবস্থা নানাদিক দিয়া খুবই অধঃপতিত বলিয়া ইহা লোকের আয় বৃদ্ধির পক্ষে তেমন সহায়ক হইয়া উঠিতেছে না। কৃষির সমুচিত উন্নতির জন্ত, বিশেষ করিয়া জমিতে ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার জন্ত, এদেশে জল সেচের সুবন্দো-বস্ত করিতে হইবে। ভালভাবে চাষাবাদের কাজ চালাইবার জন্ত কৃষির পরম সহায়ক হিসাবে দেশে বিদ্যুৎ শিল্পের ব্যাপক প্রসার সাধন করিতে হইবে। বিদ্যুৎ শিল্পের বহুল প্রচলন দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারেও যথেষ্ট কাজে আসিবে। ভারতের কল্যাণের জন্ত কৃষি ও শিল্প এই দুইটিরই সমুচিত উন্নতি প্রয়োজন। কাজেই একসঙ্গে একে অণ্ডের পরিপূরক হিসাবে এই দুইটিকেই ভালভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তাহা ছাড়া যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত বড়লাটমহোদয় যানবাহনের প্রসার এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রগতির কথাও বলিয়াছেন। তবে তিনি জানাইয়াছেন যে, এদেশে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের

অর্থসামর্থ্য খেয়াল কম তাহাতে শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া কার্যে ব্রতী হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। যুদ্ধোত্তর-কালের জন্ত গবর্ণমেন্ট আপাততঃ বিশেষ করিয়া কৃষি, শিল্প ও যানবাহনের অগ্রগতির জন্তই সমুচিত পরিকল্পনা গ্রহণের চেষ্টা করিবেন। শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক কার্য-নীতি অবলম্বনের কথা পরে সুবিধামত চিন্তা করা যাইবে।

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে বড়লাটের উক্তি আমরা কতকটা আশা প্রদ বলিয়া মনে করি। তবে যুদ্ধোত্তরকালের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা এখনও কার্যতঃ স্থির হয় নাই; আর বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্টের বক্তৃতায় প্রকাশ, গবর্ণমেন্ট এ সম্পর্কে যে সব কমিটি স্থাপন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এ পর্যন্ত একটিরই শুধু প্রাথমিক বৈঠক সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে কার্যতঃ কিছু করিতে হইলে এ বিষয়ে গবর্ণ-মেন্টকে আরও বেশী ক্ষিপ্ৰতা ও তৎপরতা নিয়া কার্যে ব্রতী হইতে হইবে। সম্প্রতি শুনা যাইতেছিল যে গবর্ণমেন্ট যুদ্ধোত্তর কালের জন্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে গিয়া মুখ্যতঃ শুধু এদেশের কৃষির উন্নতির উপরই জোর দিতে চান। দেশে শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার সম্পর্কে তাঁহারা কোন কার্যকরী উদ্যোগ দেখাইবেন না। শিল্পোন্নতির দায় ও দায়িত্ব তাঁহারা মুখ্যতঃ দেশের ব্যব-সায়ীদের হাতেই ছাড়িয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া আমরা যথেষ্ট আশঙ্কিত হইয়াছিলাম। কৃষি ও শিল্পের ভিতর একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ রহি-য়াছে। একটিকে ছাড়িয়া অঙ্গটির উপর জোর দেওয়া এদেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। সেই ধারণা হইতে ইতিপূর্বে আমরা গবর্ণমেন্টকে একযোগে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনে যত্নপর হইতে অনু-রোধ করিয়াছিলাম। লর্ড ওয়েভেলের বক্তৃতায় এ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত

## ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলি : ৪১০১

টেলিগ্রাম : "ক্লিয়ারিং"

হেড অফিস—৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

বিশিষ্ট ডিরেক্টর বোর্ড পারচালিত সম্ভ্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

প্রতি ১০০০ টাকার পেমেন্ট সার্টিফিকেটে ২০০০ টাকা পাওয়া যায়।

অন্যান্য নূতন স্ফীমের জন্য আজই পত্র লিখুনঃ—

ব্রাঞ্চ :—ঢাকা, চাইবাসা (B. N. R.) চক্রধরপুর (B. N. R.),

রাইপুর (C. P.), দৌধিরপুর (ঢাকা), আদারিয়া (করিমপুর)।



দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কৃষি ও শিল্প এই দুইটির সমান প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তিনি উহাদের যুগপৎ উন্নতি সাধনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তবে দেশের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে প্রকারান্তরে একটা উপেক্ষা ও শৈথিল্যের ভাব দেখাইয়া তিনি আমাদের কাছে বাস্তবিকপক্ষেই বিস্মিত করিয়াছেন। সমাজ-কল্যাণকর বিধি-ব্যবস্থা হিসাবে তিনি কৃষি, শিল্প ও যানবাহনের উন্নতি সম্পর্কে জোর দিয়াছেন, এসব দিকে বেশী অর্থ নিয়োগের সুবিধার জন্য শিক্ষাদীক্ষার উন্নতির প্রশ্ন কিছুকাল চাপিয়া রাখা তাঁহার মতে অনুচিত বা অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই যুক্তি আমাদের কাছে নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইয়াছে। আধুনিক যুগে লোকের শিক্ষাদীক্ষা তাহাদের জাতীয় উন্নতির একটি মূল অবলম্বন। ইহাকে অবহেলা করিয়া কৃষি, শিল্প ও যানবাহনের সমুচিত অগ্রগতি কোনমতেই আশা করা যায় না। আমাদের দেশের লোক শিক্ষার দিক দিয়া এত পশ্চাৎপদ বলিয়াই তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির প্রশ্ন আজ এত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যুক্তোত্তর পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে একটা বিশেষ অগ্রগণ্য স্থান দেওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত।

লর্ড ওয়েভেল দেশের রাজনৈতিক সমস্যাতে বাদ দিয়া তাঁহার বক্তৃতায় মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়াই আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বক্তৃতা কেবল রাজনীতির দিক হইতেই হতাশাব্যঞ্জক হয় নাই, অর্থনীতির দিক হইতেও তাহা অনেকটা অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পরাধীন দেশে রাজনৈতিক অবস্থার সহিত লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের

সুযোগ না নিয়া এদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে বড় বড় বুলি আওড়ান নূতন বড়লাটের পক্ষে অনেকটা অবাস্তব ভাব-বিলাসেরই সামিল হইয়াছে। খাতি সমস্যা সমাধানের জন্ত লর্ড ওয়েভেল জনসাধারণকে তাহাদের অকারণ আতঙ্কের ভাব পরিহার করিতে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস হইতে উপদেশ দিয়াছেন। ইনফ্লেশন প্রশমনের সুবিধার জন্ত তিনি এখন হইতে সকলকে বেশী করিয়া স্বল্পপত্র ক্রয় করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু লোকে কেন এত সহজে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, কেন এত চেষ্টায়ও তাহাদের আত্মবিশ্বাস হইতেছে না এবং ইনফ্লেশন প্রশমনের সুবিধা হইবে জানিয়াও সরকারী স্বল্পপত্র ক্রয়ে তাহাদের আগ্রহ কেন এত কম তাহা তিনি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আমাদের মতে এদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থাই তাহার প্রধান কারণ। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারামুক্ত করিয়া এদেশে জাতীয় সরকার কায়েম করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যদি তাহাদের সহিত একটা আপোষ-রফায় অগ্রসর হন তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লোকের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে। দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তাহারা ঐকান্তিকভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। ফলে দেশে খাতি সমস্যা এবং ইনফ্লেশন সমস্যা সমাধানের পথও সহজ হইয়া আসিবে। জাতীয় গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইলে দেশের লোকের পরিপূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতার ভিতর দেশের আর্থিক প্রগতির জন্ত একটা ব্যাপক পরিকল্পনা গঠনেও তাহারা কার্যকরীভাবে উত্তরোত্তর হইতে পারিবেন। সেই সুসঙ্গত রীতি অনুসরণ না করিয়া লর্ড ওয়েভেল কতকগুলি ফাঁকা আশ্বাস দিয়া যেভাবে সহজে কিস্তি-মাতের চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে সমস্যা সমাধানের পথ সুগম না হইয়া বরং আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

(রাজনৈতিক প্রশ্ন—৭৬২ পৃষ্ঠার পর)

বুটেনের ক্যাসিট নেতা মোসলে-দম্পতি যুবক-যুবতী সত্ত্বেও যখন স্বাস্থ্যের কারণে কারাশ্রম-বাসিনের বাহিরে আসিতে পারেন, তখন খ্রীষ্টোক্ত কস্তুরীবাঈ গান্ধীর শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক (সরকারী ভাষা অনুসারেই) সত্ত্বেও তাঁহাকে কেন এতকাল আটকাইয়া রাখা হইতেছে? ভারতবর্ষ গ্রেটবুটেন নহে বলিয়াই কি ক্যাসিট নেতা ওদেশে যে অধিকার পাইলেন এদেশে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী অহিংসপন্থী খ্রীষ্টোক্ত গান্ধীকে সেই অধিকার দেওয়া হয় নাই?

গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখের “আনন্দ-বাজার পত্রিকা”য় ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টি এ মেনন আই সি এস ময়মনসিংহে বদলী হইবার পথে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ভারত সরকারের যুদ্ধ বিভাগীয় গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ কে এন মুখার্জি ঘূষ লইবার অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার নিকট হইতে নাকি পাঁচ শত টাকার নোট উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, মিঃ মেনন খড়্গাপুরের জনৈক ডাক্তারের (ইনি এক ঘুষের মামলার আসামী) নিকট হইতে ঐ টাকা লইয়াছিলেন। এই সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে আমরা সঠিক কিছু জানি না এবং সেই কারণেই এই সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করা অনুচিত বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা আরও একবার গবর্ণমেন্টকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, ছোটখাট দোকানদার ও খুদে দালাল শ্রেণীর লোক ধরিয়া সাজা দিলেই আসল সমস্যা দূর হইবে না। চূণোপুড়িদের সঙ্গে সঙ্গে গভীর জলে থাকিয়া যাহারা ধাঁই মারিয়া মারিয়া চলেন সেই সব বড় বড় কুই-কাতলাও বেড়ালালে টানিয়া তুলিতে হইবে। নহিলে লাভ ও লোভের যে কদর্য কার্যকলাপ লক্ষ কোটি দেশবাসীর মুখের গ্রাস লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে সেই ব্যাপক জুর্নীতির অবসান ঘটতে পারে না।

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি  
সকল অবস্থাতেই  
আপনাদের  
সেবা করিতে  
প্রস্তুত

হেড অফিস:—

৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রিট

কলিকাতা।

ফোন: কলিকাতা ৬১১

শাখাসমূহ:—

ঢাকা, কালিম্পাও,  
শিলিগুড়ী, শান্তিপুর,  
রাজসাহী, বালী, বগুড়া,  
কুষ্ণনগর, তারকেশ্বর ও  
রাণাঘাট।

শ্রামবাজার শাখা গত ৩রা ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী

## ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ব  
স্বল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী  
(Schemes)

কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে

ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৫শে ডিসেম্বর

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোণার দর ৭২ টাকায় হ্রাস করায় বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে এবার সপ্তাহের শেষ ভাগে মূল্য-হ্রাস লক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে সপ্তাহের শেষের দিকে রেডি সোণা ৭৩/০ আনায় এবং গিনি সোণা ৫১৮/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহাদের দর ছিল ৭০৫/০ আনা ও ৫২০/০ আনা।

## রূপা

বোম্বাইয়ের রূপার বাজারেও এবার প্রথম দিকে মূল্য হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু শেষের দিকে দর কিছুই চড়িয়া গিয়াছিল। এবার রেডি রূপা ১১৫০/০ আনায় বিক্রি হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহার দর ছিল ১১৩০/০ আনা। কলিকাতার বাজারে, গত সপ্তাহের ১১৭ টাকায় তুলনার রূপার দর ১১৭/০ আনা ছিল।

সঙ্কটকালীন জ্যোতস্ময়া সম্পর্কিত  
অভিযান

বর্তমান সঙ্কট সময়ে যে সকল রায়ত জমিজমা হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার বাহাতে তাহা ফেরৎ পায়, তৎক্ষণ বাঙ্গলা-গবর্ণর ভারত-রক্ষা বিধানের ৮৮ ধারার (১) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ২৪শে ডিসেম্বর কৃষি জমি হস্তান্তর (সাময়িক ব্যবস্থা) অর্ডিন্যান্স নামে এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। ২৪শে ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা পেস্টের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে। অর্ডিন্যান্সের মূল বিধানগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) ১৯৪০ সালের মধ্যে কোন রায়ত কোন জমিজমা আড়াই শত টাকা বা তদপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় বা অন্য প্রকারে হস্তান্তরিত করিয়া থাকিলে সঙ্কটকালে পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিবার জন্য সে উহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে এই কারণ

দর্শাইয়া কালেক্টরের নিকট যদি আবেদন করে, এবং ক্রেতার বক্তব্য শুনিবার পর কালেক্টরের যদি এই ধারণা জন্মে যে, রায়ত নিজ পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি এই সর্ব্বোচ্চ উহা প্রত্যাপনের আদেশ দিবেন যে, ক্রেতা ইতিমধ্যে সম্পত্তি হইতে বাহা পাইয়াছে, তাহা বাদে শতকরা ৩ টাকা ২ আনা হার সুদ সহ জমির মূল্যের টাকা কালেক্টরের নিকট বিক্রেতাকে জমা দিতে হইবে। ক্রেতা ইতিমধ্যে সম্পত্তির যদি কিছু উন্নতিসাধন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্তঃকালেক্টর যে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবেন, সেই টাকাও তৎসহ জমা দিতে হইবে।

(২) বিক্রেতা ইচ্ছা করিলে ১০ বৎসর বা ক্রেতামুদায়ী তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য বিক্রয় কোবালাকে পুরাপুরি খাই-খালসী বন্ধক কোবালার পরিবর্তিত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

কালেক্টর যে সময়ের জন্য উহা খাই-খালসী বন্ধকে পরিণত করিবার আদেশ দিবেন, সেই সময় অন্তে ঋণ পরিশোধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং রায়ত জমি ফেরৎ পাইবে।

অভিন্যান্স জারীর তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

এই অভিন্যান্স অনুসারে কালেক্টরকে যে সকল বিষয় ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে হাইকোর্ট বা দেওয়ানী আদালতের কোন এক্সায় থাকিবে না।

## শেয়ার বিক্রয়ের জন্য

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

## দি আয়ুর্বেদ ভবন লিমিটেড

পুরাণবাজার (চাঁদপুর) ত্রিপুরা।

বিশুদ্ধ অকৃত্রিম সর্বপ্রকার আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত ও প্রচলনের  
একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

জাতীয় শিল্পের উন্নতি করে,  
এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে টাকা লাগি করা প্রায়ঃ ও মিত্রপদ  
শীঘ্রই লভ্যাংশ আশা করা যাইতেছে।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক  
আবেদন করুন

(ভারতরক্ষা আইনের ২৪-এ ধারা মতে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বৃত্তিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার ইহার ব্যবসা সঙ্কটীয় পরিবর্তনের আর্থিক সুসঙ্গতি বা তদ্বিষয়ে প্রকাশিত বিবৃতি বা অভিমতের কোন দাবি লইতেছেন না।)

ঢাকাওয়া ব্যাঙ্ক  
কর্পোরেশন লিঃ

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রট, কলিকাতা।

ফোন : কলি : ১৭৪৪

শতকরা বার্ষিক সুদ

চলতি হিসাবে

১০০ ও তদতিরিক্ত জমায়— ১

সেভিংস ব্যাঙ্ক— ২

স্থায়ী আমানত— ৩-৬

ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড  
হিসাবের নিয়মাবলীর জন্য লিখুন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ ডি, এন, চাট্টাচার্য

নিরাপত্তা ও কার্যতৎপরতার জন্য—

## দি ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস:—ঢাকা

স্থাপিত—১৯২৮

শাখা সমূহ :—

ভোলা, কলিকাতা,  
চট্টগ্রাম, চরমুগুরিয়া,  
ঢাকা ও মায়ামগজ

কলিকাতা শাখা :—

১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রট  
ফোন : কলি : ৪৪০১

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্ক কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি, এম, ভট্টাচার্য

৭০ বৎসর সত্যের সহিত পরিচালিত

**আক্ষয় কুমার লাহা**

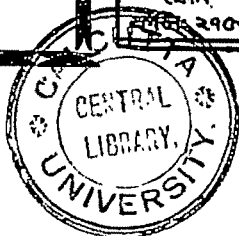
৩৯ ধর্মতলা ট্রট কলিকাতা

ইমারতের  
মটর গাড়ীর  
সিনেমার  
কারখানার

"রেডিয়াম" মার্কা  
চিরস্থায়ী  
সিমেন্ট-কলার

KEY  
BRAND  
PAINTS

ফোন : ২৭০৬ গ্রাম  
কলারঘর



**বিভিন্ন বিভাগ**

- পাট \*
- লবণ \*
- কয়লা \*
- ঔষধ \*
- ডাক \*
- যোগাযোগ \*
- ইলেকট্রিক্যাল \*
- কনস্ট্রাকশন \*
- সিইসি গার (Tea-Chest) \*

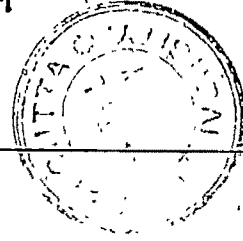
**জি.এস.এম.পারিয়াম লি:**  
৩৭ এ টি ৩৪ জন এডিনিং, কলিকতা  
৩৭ এ টি ৩৪ জন এডিনিং, কলিকতা

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ ভট্টাচার্য



**বিভিন্ন বিভাগ**

- চা \*
- চিনি \*
- বিক্রয় \*
- রেডিও \*
- ফোনগ্রাম \*
- ‘ভিটা’ হুড \*
- ‘রিলায়েন্স’ বাটার \*
- চা-বাগানের প্রয়োজনীয় জরাজীর্ণ \*

**জি.এস.এম.পারিয়াম লি:**  
৩৭ এ টি ৩৪ জন এডিনিং, কলিকতা  
৩৭ এ টি ৩৪ জন এডিনিং, কলিকতা

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারী, সোমবার, ১৯৪৪

৩৪শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                              | পৃষ্ঠা    | বিষয়                         | পৃষ্ঠা  |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                    | ৮০৫-৮০৭   | ইনক্লেশন সম্পর্কে কয়েকটি কথা | ৮১০-৮১১ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                   | ৮০৮       | আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর       | ৮১২-৮১৩ |
| ভারতের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা | ৮০৯ ও ৮১৮ | কোম্পানী প্রসঙ্গ              | ৮২১     |
|                                    |           | বাজারের হালচাল                | ৮২২-৮২৭ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### পাট চাষের জমি

পাট চাষের আগামী মরশুম নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন পূর্বে বাঙ্গলা সরকারের মুখপাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এবার তাঁহারা পাটের জমি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন কার্যনীতি অবলম্বন করিবেন না। অর্থাৎ আগামী মরশুমে কৃষকদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত বেশী পরিমাণ জমিতে পাট বুনিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু পাট সমস্যা নিয়া ১০ই জানুয়ারী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হওয়ার কথায় তাহাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনা হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। বাঙ্গলায় আগামী বৎসর পাটের জমি নিয়ন্ত্রণ করা হইবে না বলিয়া যে খবর প্রকাশিত হইয়াছিল, নানাদিক বিবেচনা করিয়া আমরা তাহাতে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। কাজেই এ বিষয়ে একটা পুনর্বিবেচনার কথায় আমরা কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছি। দিল্লী বৈঠকের ফলে পূর্বকার সিদ্ধান্ত বাতিল হইয়া আগামী বৎসরের জন্য পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা কার্যনীতি গৃহীত হউক, ইহাই আমাদের দাবী।

আগামী বৎসরে বাঙ্গলায় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের কার্যনীতি অবলম্বন সম্পর্কে আমাদের এই দাবীর মূলে কতকগুলি বিশেষ যুক্তি রহিয়াছে। গত দুই বৎসর যাবৎ বাঙ্গলায় খাদ্যভাব সমস্যা খুবই জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় দেশে ধান চাষের জমির পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল। কিন্তু পাটের জমি নিয়ন্ত্রিত না হইলে ধানের জমি বৃদ্ধি সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। গত ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় পাট চাষের জমি দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল। উহার ফলে ১৯৪১-৪২ সালে এই প্রদেশে ধান চাষের জমি ২৫ লক্ষ একর বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহার পর গবর্ণমেন্ট পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন বৎসরই আর তেমন কোন কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। ফলে ধান চাষের জমি ও ধান উৎপাদনের পরিমাণ স্বভাবতই ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এই মারাত্মক অববিবেচনার জন্য বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ ও মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ ধারণা কেবল আমাদেরই নহে, ভারত সরকারের দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ট্রেড কমিশন ডাঃ সাফায়েৎ আমেদ খানও দুর্ভিক্ষ

সম্পর্কে এক রেডিও বক্তৃতায় সম্প্রতি এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। কাজেই খাদ্যভাব সমস্যা সমাধানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলায় ধানের চাষ যথা-সম্ভব বৃদ্ধি করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঙ্গলা সরকার এবার এদেশে পাটের চাষ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

কেবল বেশী পরিমাণ ধান উৎপাদনের জন্যই নহে, পাটের মূল্যের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও এ প্রদেশে উহার চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার বিশেষ আবশ্যিকতা রহিয়াছে। এপ্রদেশের পাটকলওয়ালারা তাহাদের লাভের ফিকির হইতে কোন দিনই দরিদ্র পাটচাষীদিগকে উহাদের উৎপন্ন পাটের গ্রায্য মূল্য পাইতে দেন না। গতবার মার্কিং গবর্ণমেন্ট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে পাট ও চটের জন্য কিছু বেশী অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। ফলে পাটের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে সকল দিক দিয়াই একটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিং গবর্ণমেন্ট, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের সহিত বুঝাপড়া করিয়া ভারতীয় পাটকল সমিতি এদেশে পাটের মূল্য এরূপ একটা স্তরে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহাতে

এই ছদ্মনিবেশ পাট বেচিয়া কৃষকেরা ভাল দর আদায় করিতে পারে নাই। দেশে চাউলের দর মণকরা ৫০ টাকার উপর পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু পাটের সর্বোচ্চ দর ১৯ টাকাতাই সীমাবদ্ধ ছিল। পাটকলওয়ালাদের কারসাজির ফলে এই সর্বোচ্চ দরের তুলনায় আসলে অনেক কম দরেই পাটের বিকিকিনি হইয়াছে। অধিক পরিভাপের বিষয়, এই কারসাজির বিরুদ্ধে পাটচাষীদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া বাঙ্গলা সরকার বরাবর পাটকলওয়ালাদের সম্ভবদ্ব্যর্থ শোষণেরই সমর্থন ও পরিপোষকতা করিয়াছেন। এই অবস্থায় জমিতে পাটচাষ করিয়া তাহার শ্রায্য মূল্য পাইবার কোন আশাই ভবিষ্যতে দেখা যাইতেছে না। নিয়ন্ত্রণ নীতি পরিহার করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে পাটের চাষ বাড়াইতে গেলে শেষ পর্যন্ত তাহাত জলের দরেই বিক্রয় করিতে হইবে। কাজেই সময় থাকিতে আমরা এবার গবর্ণমেন্টকে ও দেশের লোককে পাটের চাষ কমান্বার ব্যবস্থা কবিতে অনুরোধ করিতেছি।

**ইক্ষু বিক্রয় সম্পর্কে সরকারী কতোয়া**

বাঙ্গলা সরকারের প্রচারপত্র সাপ্তাহিক ‘বাঙলার কথা’য় ‘চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত সরকারী প্রচেষ্টার নাম দিয়া সম্প্রতি একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই ইস্তাহারটি এই—“বাঙ্গলা দেশের চিনির কলসমূহে যাহাতে সমুচিত মূল্যে যথেষ্ট ইক্ষু সরবরাহ হইতে পারে, তজ্জন্ত বাঙলা সরকার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়কে এক আদেশ জারী করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত আদেশে চিনির কলসমূহ এবং উহাদের ইক্ষু গ্রহণ-কেন্দ্রের চারিদিকে ন্যূনাধিক ১৮ মাইল ব্যাসার্দ্ধ করিয়া যে অঞ্চলে ইক্ষু উৎপন্ন হয় এইরূপ স্থানকে নিষিদ্ধ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অঞ্চলের সমস্ত আঁখ চিনির কলসমূহে প্রদান করিতে হইবে এবং তাহা শুড় প্রস্তুত বা এইরূপ অন্য কোন কার্যের জন্ত ব্যবহার করা চলিবে না। চিনির কলগুলির ইক্ষু গ্রহণ-কেন্দ্রে প্রদত্ত প্রতি মণ আঁখের নির্ধারিত মূল্য ১ টাকা। উল্লিখিত নিষিদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে শুড় প্রস্তুত করার সমস্ত যন্ত্রপাতি স্থানীয় রেজেন্ট্রী আফিস হইতে রেজেন্ট্রী করিয়া লইতে হইবে। বিদ্যুৎশক্তি বা গো-মহিষাদি পশুচালিত কলকজার দ্বারা শুড় প্রস্তুত নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে।

এই ইস্তাহার পাঠ করিয়া আমরা নানা কারণে খুবই শঙ্কিত হইয়াছি। যুদ্ধের সময়ে দেশে আঁখ চিনি ও শুড়ের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। অল্পবস্ত্রের, ছুঁতুল্যতার ভিতর শুড়ের চড়তি বাজার এই ছদ্মনিবেশের দিনে অনেক ইক্ষুচাষীকে জীবন ধারণে সাহায্য করিয়াছে। শুড় তৈয়ারের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া গবর্ণমেন্ট আঁখ তাহাদিগকে যেভাবে চিনির কলে উৎপন্ন ইক্ষু বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছেন তাহাতে বর্তমান অবস্থায় উহাদের লাভের সুযোগ অনেকটা কমিয়া আসিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা হইতেছে। অবশ্য গবর্ণমেন্ট ইক্ষুর মণ প্রতি দর ১ টাকা হারে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দেশের চাউল ও বস্ত্রের দর যে হারে বাড়িয়াছে ইক্ষুর এই নির্ধারিত মূল্য সে তুলনায় কম বলিয়াই মনে হয়। ইক্ষু হইতে শুড় তৈয়ার করিয়া যে লাভ পাওয়া যায় ইক্ষুর নির্ধারিত মূল্য সে তুলনায় যথোচিত বিবেচিত হইলে কৃষকেরা স্বেচ্ছায়ই চিনির কলসমূহে ইক্ষু বিক্রয় করিতে চাহিবে। এই অবস্থায় ইক্ষুর মণকরা মূল্য এক টাকা ধার্য করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি উহাকে যথোচিত বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন তবে আদেশ জারী করিয়া ইক্ষুচাষীদিগকে চিনির কলে উহা বিক্রয়ে বাধ্য করার ব্যবস্থা হইল কেন? ইক্ষুর বর্তমান মূল্যকে তেমন লাভজনক মনে না করিয়া অনেক কৃষক তাহাদের উৎপন্ন ইক্ষু হইতে নিজেরাই শুড় উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিবে—এই আদেশ দ্বারা কি প্রকারান্তরে সেই সম্ভাবনাকেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়/নাই?

কেবল শ্রায্য মূল্য পাওয়ার কথাই নহে, বর্তমান ব্যবস্থায় পল্লী অঞ্চলে লোকের ব্যবহার্য চিনি ও শুড় রীতিমত ছুপ্রাপ্য হওয়ার আশঙ্কাও আছে। গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন, চিনির কল ও ইক্ষু গ্রহণ-কেন্দ্রের আঠার মাইল এলাকার মধ্যে কোন কৃষক তাহার উৎপন্ন ইক্ষু দ্বারা শুড় তৈয়ার করিতে পারিবে না। এইসব এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণ শুড় আমদানী সম্পর্কে গবর্ণমেন্টই ব্যবস্থা করিবেন। চিনি ও শুড়ের সহজ এবং স্বাভাবিক যোগান হইতে বঞ্চিত হইয়া পল্লী অঞ্চলের লোকেরা যদি এই ব্যাপারে সর্বতোভাবে গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে তবে কার্যতঃ গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রয়োজনমত উচিত মূল্যে যথোচিত পরিমাণ চিনি সরবরাহ করিতে

পারিবেন কি? একদিকে বাহিরে কলের চিনি রপ্তানী করিয়া ও অপরদিকে সহর অঞ্চলের প্রয়োজনে উহা চালান দিয়া গবর্ণমেন্ট এতদিন মফঃস্বলের জন্ত যে স্বল্প চিনির বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া চিনি বটনের সরকারী ব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত যে গলদ লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহাতে উপরোক্ত বিষয়ে কোন সুন্দোবস্ত হওয়ার আশা আমরা তেমন কিছু দেখিতেছি না।

### কৃত্রিম শিল্প জব্যের প্রচলন

যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন দিক দিয়া শিল্প-বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা বর্তমানে সম্ভব নহে। তবে পেট্রল, রবার, আঁশযুক্ত জব্য এবং কয়েকটি মূল্যবান ধাতুর যে সকল অমুকল্প (substitute) আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু বিবরণ সম্প্রতি “দি রয়াল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি” এর পক্ষ হইতে ডাঃ সি এইচ দেশখ কর্তৃক প্রকাশিত একখানি পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। জব্যগুণ এবং ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক হইতে কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন এই সকল জব্য প্রকৃতিজাত জব্যগুলি অপেক্ষা কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট নহে। কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন বিভিন্ন অমুকল্প জব্য যে বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যাপকভাবে সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে তাহার আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল অমুকল্প জব্যের প্রয়োজন এবং প্রচলন বদ্ধ হইয়া যাইবে না। শান্তির সময়েও শিল্পোন্নয়ন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহাদের গুরুত্ব হ্রাস পাইবে না। এ বিষয়ে আমরা গ্রন্থাকারের সহিত একমত। ডাঃ দেশখ যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ১৯৪১ সালে জার্মানীতে দেড় লক্ষ মোটর লরীতে এবং ২০ হাজার ট্রাক্টরে পেট্রলের পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার করা হইত। তাহার পর হইতে বিভিন্ন প্রকার মোটর চালনার কাজে পেট্রলের ব্যবহার আরও কমান্বিয়া গ্যাসের প্রচলন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সাল হইতেই জার্মানীতে কয়লা, লাইমস্টোন, ক্লোরিন হইতে কৃত্রিম উপায়ে আঁশযুক্ত জব্য উৎপাদন করিয়া তদ্বারা কাপড়, মৎস্ত শিকারের জাল প্রভৃতি তৈয়ারী করা হইতেছে। এ্যাক্সিস দেশসমূহের বিমান শিল্পে এক্ষণে নিকেলের পরিবর্তে ক্রোমিয়াম এবং মলিবডেনাম ব্যবহার করা হইতেছে এবং যত

দূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, উহাতে গুণ এবং শক্তির দিক হইতে তাহাদের বিমানের কোন ক্ষতি হয় নাই। আমেরিকায় কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রজন এ্যালুমিনিয়ামের অল্পকল্প হিসাবে এত বেশী সমাদর লাভ করিয়াছে যে, এ্যালুমিনিয়াম অপেক্ষাও উহা বেশী চুস্তাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোল হইতে বার্ষিক ৮ লক্ষ টন এবং শস্তজাত মদ হইতে বার্ষিক ২ লক্ষ টন কৃত্রিম রবার উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি বসান হইতেছে। জাপানও তাহার অধিকৃত এলাকা হইতে প্রভূত পরিমাণে বনজ রবার সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। পৃথিবীর বৃহৎ সঞ্চিত বিভিন্ন প্রকার ধাতুর এবং প্রকৃতি-জাত সম্পদের ভাণ্ডার যুগ যুগান্তর ধরিয়া ব্যবহারের ফলে যেরূপ হারে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে কৃত্রিম অল্পকল্প-শিল্পের এই যুগান্তরকারী আবিষ্কার-সমূহ নতুন নতুন উৎপাদনের কাজে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়া যে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

#### অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা

সম্প্রতি মাদ্রাজে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের ষড়বিংশতিতম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বি ভি নারায়ণস্বামী নাইডু এই সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের যুদ্ধান্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে এখন হইতেই একটি ব্যাপক পরিকল্পনা স্থির করিবার উপর জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “এই বিশ শতাব্দীর যুগে আমরা মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক বিধিবিধানের ভিতর বাস করিতেছি। ধনীরা তাহাদের প্রাসাদোপম অটালিকায় স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে। গরীবেরা উহাদের ঘারে অনুগ্রহ-জীবী হিসাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বহু প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদ সত্ত্বেও এদেশে উহা যথাযথ কাজে লাগাইবার কোন সুব্যবস্থা নাই। ফলে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে জাতীয় আয় ও জাতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়া অল্প অনেক দেশের তুলনায়ই আমরা নিতান্ত পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইতেছি। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে এখন হইতে অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।” জনসাধারণের খাচ্ছাত্তাব পূরণ সম্পর্কে এই পরিকল্পনার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া ডাঃ নাইডু বলেন, “এদেশের জন্য সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা গঠন করিতে হইলে জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্তিকর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা তাহার ভিতর সর্বোপরি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ডাঃ এ্যাক্রয়েড এদেশের লোকদের জন্য যে হারে মাথাপিছু খাদ্যবস্তু নির্দেশ দিয়াছেন সে হারে ৫ জন (৩ জন বয়স্ক লোক ও দুই জন শিশু নিয়া) এক একটি পরিবারের জন্য কেবল খাদ্য বাবদই বৎসরে ২৪০ টাকা প্রয়োজন। এই সঙ্গে জ্বালানী দ্রব্য প্রভৃতির খরচ ধরিলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে

৩৬০ টাকা। এই অর্থের সংস্থান করিতে হইলে কেবল এদেশবাসীর খাচ্ছাত্ত বৎসরে ন্যূনপক্ষে ৩ হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয় প্রয়োজন। লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে হইলে খাদ্য ছাড়া অল্প অনেক দিক দিয়াও অল্পরূপভাবে উপযুক্ত জাতীয় আয়ের সংস্থান হওয়া দরকার।” ডাঃ নাইডুর মতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে ব্যাপক পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিয়া এদেশের জাতীয় আয় ঐভাবে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। জাতিগঠনমূলক কার্য সম্পর্কে গবর্নমেন্ট সর্বদাই অর্থাভাবের অভ্যুত্থাত দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার মতে সেই অভ্যুত্থাত অনেকটা অবাস্তব। তিনি বলেন, “যে গবর্নমেন্ট প্রকৃত উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতা নিয়া এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে বর্তমানে যুদ্ধজয়ের কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন তাহারাই ইচ্ছা করিলে অল্পরূপ অগ্রহ ও কর্মপ্রচেষ্টা নিয়া এদেশের কৃষি ও শিল্পের সমুচিত উন্নতির ব্যবস্থাও অবশ্যই করিতে পারেন। ভারতের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণের জন্য গবর্নমেন্টের পক্ষে আজ সে বিষয়ে সূক্ষ্মকল্পিত হওয়া প্রয়োজন।” ডাঃ নারায়ণস্বামী নাইডুর এই সব সুচিন্তিত মন্তব্য আমরা গবর্নমেন্টের পক্ষে সর্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

#### শিল্প প্রগতির ক্ষেত্রে ভারতের স্থান

জাতীয় ঐশ্বর্য্য ও শক্তিসামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যুগে জগতের অনেক দেশই ব্যাপকভাবে শিল্প সাধনায় ত্রুটি হইয়াছে। সুপরিকল্পিত কার্যপন্থা অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী ও জাপান প্রভৃতি দেশ শিল্প প্রগতির দিক দিয়া ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ও সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে। সাম্যবাদী রাশিয়া তাহার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে শিল্প পন্থা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অল্পকাল মধ্যে সমুজ্জ্বল রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। তাহা ছাড়া সেদিনকার অনেক অল্পমত দেশও শিল্প প্রসারের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া আমাদের চোখের সম্মুখে জাতীয় সমৃদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াইয়া চলিয়াছে। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের এই পরম অগ্রগতির যুগে জগতে আজ ভারতের স্থান কোথায়? ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে উহার ইঞ্জিনিয়ারিং ও খাত্তবিজ্ঞা বিভাগের সভাপতি মিঃ জে জে গান্ধী তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে আজ সে কথা নিয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, “এই বিশ্ব প্রগতির যুগে ভারতের স্থান কোথায়? বিমান ও মোটর নির্মাণের শিল্প গড়িয়া তোলার অধিকার আমাদের নাই। জাহাজ শিল্পের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও আমরা করিতে পারি নাই। এদেশে যে সব ভারী যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহা আমাদের কাছে বাহির হইতেই আনিতে হইতেছে। আমাদের দেশের বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে আমরা যথাযথ কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। বহু প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ হইয়াও আমাদের দেশ শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া আজও নিদারুণভাবে অর্থপতিত থাকিয়া

যাইতেছে।” মিঃ গান্ধী ভারতের এই শোচনীয় অর্থপতিত অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইহার একটি প্রধান কারণও তিনি তাঁহার অভিভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—বৈজ্ঞানিক গবেষণা জাতীয় উন্নতির নিয়ামক। পাশ্চাত্যের বর্তমান শিল্পোন্নতি সর্বতোভাবে উহাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপক বিধিব্যবস্থার ফলে এই যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশ আজ শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, যান-বাহনের উন্নতি করিয়া, প্রাকৃতিক জিনিষের বদলে অল্পকল্প পদার্থ ব্যবহার করিয়া আগাইয়া চলিতে সমর্থ হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রতি বৎসর তাহার জাতীয় আয়ের শতকরা ১ ভাগ ব্যয় করিতেছে, মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র ঐ বাবদ তাহাদের জাতীয় আয়ের শতকরা ১ ভাগের ১০ ভাগ খরচ করিতেছে, ইংলণ্ডও তাহার জাতীয় আয়ের শতকরা ১ ভাগের ১০ ভাগ ব্যয় করিতেছে। ভারতবর্ষের মূল গলদ, এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আজও কোন সুব্যবস্থা হইতেছে না। যুদ্ধের সময়ে কয়েকটি সরকারী বিভাগ গঠন করিয়া গবর্নমেন্ট শিল্প বিষয়ক গবেষণা সম্পর্কে কিছু জোর দিয়াছেন সত্য, কিন্তু জগতের উন্নতিশীল দেশের তুলনায় উহা মোটেই উল্লেখযোগ্য কিছু নহে। দর্শন ও সংস্কৃতির দিক দিয়া আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য মূল্যবান সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্তমানে আমাদের জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। আমরা যে প্রতিযোগিতার যুগে বাস করিতেছি সে যুগে ভালভাবে টিকিয়া থাকিতে হইলে সংস্কৃতি ও ধর্মনীতি প্রভৃতির চেয়ে অর্থনৈতিক উন্নতিই সমধিক প্রয়োজন। কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিয়া সেই অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতবর্ষকে আজ বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে।

মিঃ জে জে গান্ধী এই সব উক্তি আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। মিঃ গান্ধী ভারতের বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠান টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার। সে কারণে তাঁহার মন্তব্যগুলি সকল দিক দিয়াই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতি ও দর্শনের জাতীয় ঐতিহ্যে মগ্ন হইয়া এদেশের বহু লোক শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে আজও বেশী রকম উপেক্ষা দেখাইতেছেন। দেশের গবর্নমেন্টও তাহাদের রিক্রম মনোভাব হইতে শিল্প বিষয়ক গবেষণা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন সুপরি-কল্পিত কর্মপন্থা অনুসরণের গরজ দেখাইতেছেন না। ফলে এই চরম আর্থিক উন্নতির যুগেও সকল দিক দিয়া আজ আমাদের জাতীয় অবনতির শোচনীয় দশাই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। মিঃ গান্ধীর বক্তৃতা দেশের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উহাদিগকে আজ সচেতন করিয়া তুলিবে বলিয়া আমরা আশা করি।



## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

লাল কোজ প্রাক্তন পোলিশ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া একাধিক স্থানে দশ হইতে পনের মাইল অগ্রসর হইয়াছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আলোচ্য সপ্তাহের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয়। কেননা পোলিশ সীমান্তে নাৎসী জাখানীর এই সামরিক বিপর্যয় মিত্র-পক্ষের কোন কোন মহলে জটিল রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পোলিশ প্রধান মন্ত্রী লগুন হইতে ওয়াশিংটন ছুটিয়া যাইতেছেন বলিয়া এক সংবাদ আসিয়াছে। এবারের যুদ্ধে ইউরোপের যত বিভাঙিত গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন ও প্রাশ্রয় পাইয়াছেন। সেই সব জীয়াইয়া-রাখা গবর্ণমেন্টগুলির মধ্যে পোলিশ সরকার অন্যতম। পোলিশ সরকারী মুখপাত্র ও মুখপত্র সমন্বরে জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট বাহিনী পোল্যান্ডে আক্রমণকারীর মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতেছে, না মুক্তিদাতার কর্তব্য পালন করিতেছে, সেই আসল কথাটা না জানা পর্যন্ত তাহারা কিছুতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছেন না। পোলিশ তরফ হইতে অতলাস্তিক সনদের দোহাই পাড়িয়া পোলিশ জাতির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট যুদ্ধরাষ্ট্রের তরফ হইতেও (অবশ্য বেসরকারীভাৱে) মস্কো ও তেহেরান বৈঠকের আলোচনার প্রতিধ্বনি করিয়া জানান হইয়াছে যে, কোন দেশে কিরূপ গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইবে তাহা স্থির করিবে সেই দেশেরই জনসাধারণ—ইংলণ্ডে সযত্নে প্রতিপালিত এবং শোষক ও শাসক শ্রেণীর কায়মী স্বার্থপরপুষ্টি গবর্ণমেন্টগুলি নহে।

সুতরাং পোলিশ রাষ্ট্রের প্রশ্ন লইয়া মিত্রপক্ষ মতান্তর, এমনকি, মনান্তরও দেখা দিতে পারে। আপোষ-মীমাংসার পথে সোভিয়েট-পোলিশ সমস্যার আশু সমাধান না হইলে সোভিয়েট বাহিনীর খাস জাখান ভূমির দিকে অগ্রগতি জটিল আবর্তের সৃষ্টি করিলে বিস্তৃত হইবার কিছু নাই।

কিয়েভ ও নীপার রণাঙ্গনের সর্বত্র লাল কোজ ছুকার বেগে আগাইয়া চলিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ নাৎসী ঘাঁটি বার্লিনে সোভিয়েট শক্তির হস্তগত হওয়ায় দক্ষিণ রণাঙ্গনে নাৎসী বাহিনীর বিপদ ঘনাইয়া আসিল। গত ৬ই জানুয়ারী তারিখের মস্কোস্থ রয়টারের সংবাদ-দাতার খবর দৃষ্টে মনে হয়, নীপার বাঁকের

পাঁচ লক্ষাধিক জাখান বাহিনী স্ট্যালিনগ্রাডের আয় একটি মহা-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতেছে। হের হিটলারের সমগ্র ইউক্রেন এলাকার হেড কোয়ার্টার্স রৈভানা সরাসরি বিপন্ন হইয়াছে। ফলাফল শীঘ্রই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

ইতালীয় রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ বিপক্ষের প্রতিরোধ টেলিয়া একাধিক এলাকায় অগ্রসর হইতেছে বটে, কিন্তু অগ্রগতির হার পূর্বের তুলনায় বেশী নহে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ অল্পশল্প জয়লাভ করিতেছে। এ সপ্তাহে অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনী নিউগিনির উত্তর উপকূলে এক নূতন এলাকায় সাফল্যের সহিত অবতরণ করিয়াছে। ঐ স্থানের নাম কেপগুমি।

ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গন পূর্বের তুলনায় এখন বেশ তৎপর বলিয়া মনে হয়। স্থানে স্থানে স্থলবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ছাড়া বিমান যুদ্ধও চলিতেছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আরাবাকান অঞ্চলের অদূরে ত্রিশ খানি জাপ বিমানের আক্রমণ পথে মিত্রপক্ষীয় বিমান বহর বাধা দিয়া বিপক্ষের অধিকাংশ জঙ্গী ও বোমারু বিমান ধ্বংস বা ঘায়েল করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উক্ত ঘটনার সংবাদ প্রকাশে দেৱী হইয়াছে এবং এই প্রথম জানা গেল যে, ভারতবর্ষেও এতদিনে সুবিখ্যাত জঙ্গী বিমান “স্পিট ফায়ারে”র আমদানী করা হইয়াছে।

মুসলিম লীগের স্বরূপ বহু আগেই ধরা পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে অবস্থা বিপাকে ছদ্ম-বেশ আরও খসিয়া পড়িতেছে।

বাজলার নয়া গবর্ণর মিঃ কেসির নিয়োগ সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা আমাদের অভিমত ও জাতীয়তাবাদী ভারতের প্রতিক্রিয়ার কথা জানাইয়াছি। এমনকি খাস অষ্ট্রেলিয়ার একজন মন্ত্রী পর্যন্ত বাজলার সর্বময় শাসন-কর্তার পদে মিঃ কেসির নিয়োগ সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদের অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ স্মার নাজিমুদ্দীন ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ ভারতের এই অপমানে ক্ষুব্ধ হওয়া দূরে থাকুক তাহারা একযোগে মিঃ কেসিকে এই প্রতিশ্রুতি জানাইয়া অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন যে, নয়া গবর্ণরের পেছনে তাহাদের সম্মিলিত সমর্থন অটুট থাকিবে। চমৎকার! ইহার উপর আর কোন মন্তব্য না করিয়া আমরা শুধু ভারতবিখ্যাত ডাঃ খান সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিব: “মুসলিম লীগওয়ালারা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ভাড়াটে লোক।”

সম্প্রতি লগুনে বিশ্ববিদ্যালয় শ্রমিক-সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলনে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া অমুসৃত নীতির পরিবর্তন দাবী করা হইয়াছে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও ভারত সচিব মিঃ আমেরীর অপসারণের দাবী জানাইয়াও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এদেশে ও ওদেশে নানা সূত্রে একরূপ আয়সঙ্গত দাবী বহুবার উদ্ভূত হইয়াছে এবং প্রতিবারই তাহা অরণ্যের রোদনে পর্যাবসিত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী অনমনীয় জেদ ও আত্মঘাতী কূটনীতির উচ্চমঞ্চ হইতে এক চুল নামিয়া আসিতে নারাজ। সুতরাং আয়া দাবী ইংলণ্ডের শ্রমিক সম্বন্ধে কল্পনা কি ভারতের উদার-নৈতিক দলই করুক মিঃ আমেরী এখনও বাহালতবিয়ে তাহার তক্তভাউসে সমাসীন রহিয়াছেন এবং হৃদয়-প্রদীপিত ভারত-ভূমির জনসাধারণ আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া গেলাম!

পুরাতন বৎসর শেষ হইয়া গেল। শুরু হইল নূতন বৎসর—১৯৪৪ সাল। বর্ষশেষে নববর্ষের প্রারম্ভে এবারও যথার্থীতি বিবদমান শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিস্থানীয় কর্তা-ব্যক্তিদের মুখ হইতে বড় বড় বুলি শুনা গিয়াছে। সকলেই শাস্তির জন্ত লালায়িত—যে-সে শাস্তি নয়, প্রকৃত শাস্তিই নাকি তাহাদের কাম্য। তাহারই জন্ত মাঝখানের এই যুদ্ধটা প্রাণপণে চালাইয়া যাইতে হইবে। বিগত মহাযুদ্ধেও একাধিক নববর্ষ উপলক্ষ্যে অনুরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের স্বাধীকরূপ আরও নগ্ন আরও কুশ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। এবারও যে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বুকে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটয়া নূতন পথে সভ্যতার যাত্রা শুরু হইবে তাহার ভরসা কোথায়? পরপাদনত ভারতবর্ষে বসিয়া প্রতিদণ্ডে প্রতি প্রহরে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অপমান আমরা ভোগ করিতেছি এবং বিভিন্ন দেশের সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ সুখী সমাজের অনুরোধ-সঙ্গেও যে ভাবে কংগ্রেস নেতৃগণকে এখনও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাখিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা অগ্রায়ভাবে ও কৃত্রিমভাবে কায়ম করিয়া রাখা হইতেছে তাহাতে ১৯৪৪ সালের অনাগত গহ্বরে আমরা এতটুকু আশার আলো খুঁজিয়া পাই না, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বহুভঙ্কা-নিনাদিত পুনর্গঠন-পরিকল্পনার তোড়জোড়ের মধ্যে ভরসার ভাব পাইতেছি না। এশিয়া ও আফ্রিকার শ্বেতজাতি-কবলিত দেশগুলির স্বাধিকার লাভের কোন ভরসা দেখা যাইতেছে কি?

গিয়াছে) শোষণ ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।—ইহাতে এত আপত্তি কেন? অনেকে হয়ত দরিদ্রের কল্যাণের দোহাই পাড়িয়াই বলিবেন যে, মুদ্রাসঙ্কোচ করিলে পণ্যমূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পব্যবসায়ীরা বাধ্য হইয়া লোক ছাঁটাই করিবেন, ফলে বহুলোক বেকার হওয়ায় মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে কষ্টের একশেষ হইবে। আমরা বলিব, সরকারকে আইন করিয়া অংশতঃ লোক ছাঁটাই বারণ করিতে হইবে এবং ধনীদেব: নিকট হইতে কর আদায় করিয়া বেকারদের উপযুক্ত পরিমাণ ভাতা দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এজ্ঞা সমস্ত উচ্চ সরকারী কর্মচারীর বেতন প্রভৃতি নির্মমভাবে কমাইয়া দিতে হইবে। কেহ কেহ সরকারী ব্যয়সঙ্কোচের কথাও বলিয়াছেন। সেই ব্যয়সঙ্কোচের প্রকৃষ্টতম উপায় হইল উচ্চ কর্মচারীদের বেতন কমাইয়া দেওয়া। রাজকর্মচারীরা যদি সত্য সত্যই জনসাধারণের অর্থে প্রতিপালিত জনসাধারণের “সেবক” মাত্র (অন্ততঃ তাঁহারা এই প্রকার দাবী করিতে ছাড়েন না), তবে তাঁহারা জনসাধারণের ভাগ্য হইতে জনসাধারণের গড়পড়তা আয়ের সমপরিমাণ মাত্র বেতন লইতে বিধায়িত হন কেন?

পরিশেষে আর একটা কথা বলিব। নোট ছাপাইলেই মূল্য বৃদ্ধি পায় বলিয়াছি। মূল্য বৃদ্ধির ফলে দরিদ্রতম জনগণ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নোট ছাপানো অর্থই হইল জনসাধারণকে অপ্রত্যক্ষভাবে কর-ভারাক্রান্ত করা। যে জনগণের নিকট হইতে কর তোলা কাহারও মতে সমীচীন নহে, সেই জনগণের নিকট হইতে ছাঁটাই দশ কোটি নয়, একেবারে শত শত কোটি টাকা আদায় করা—নোট ছাপানোর ইহাই প্রকৃত অর্থ। ভারতে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও ছুর্ভিক্ষ ইহারই প্রত্যক্ষ ফল। আশ্চর্য্য এই, ভারত গভর্নমেন্টের প্রয়োজনেও এই বাড়তি নোট ছাপানো হয় নাই—ছাপানো হইয়াছে ব্রিটিশ সরকারকে অর্থ জোগাইবার জন্ত। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দরিদ্র ভারতীয় জনগণের নিকট হইতে মুদ্রাপ্রসারের সুড়ঙ্গপথে শত শত কোটি টাকার অর্থ টানিয়া লইয়া ধনী সমৃদ্ধ ব্রিটেনের তথা ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-ব্যয় মিটাইতে হয় কেন? ব্রিটিশ সরকার নিজের তহবিল হইতে সেই অর্থ জোগাইতে পারে না কি? আর না পারিলেই দরিদ্র ভারতীয়দের নিকট হইতে তাহা আদায় করিবার মধ্যে কি যুক্তি আছে? আসল কথা, ব্রিটিশ ধনিকদের বিলাসী জীবনযাত্রায় বাধা

দেওয়া ত' চলে না! “গণতন্ত্র” কি এই বলে যে, ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষে শিল্প-ব্যবসায়ী, পুঞ্জিপতি ও রাজস্বদেব: কোটা কোটা টাকার উপর হাত দেওয়া চলিবে না, গরীবের হাঁড়ি-কুড়িতে যাহা আছে তাহা দ্বারা যুদ্ধব্যয় মিটাইতে হইবে? ইংলণ্ডের ভুবনবিষ্ফট সমৃদ্ধ পুঞ্জিপতি শ্রেণী এখনও প্রতি বৎসরে শত শত কোটি টাকার বিলাসজব্য ভোগ করিতেছে। ভারত হইতে ব্রিটেন যুদ্ধকার্যের জন্ত মুদ্রা প্রসারের মারকত চারি বৎসরে যে ৬০০ কোটি টাকা প্রধানতঃ ষ্টালিং ঋণের বিনিময়ে গ্রহণ করিয়াছে—তাহা কি এই শ্রেণীর বিলাসোপকরণ ভোগের মাত্রা কমাইয়া গত ৪ বৎসরের মধ্যে আদায় করা অসম্ভব ছিল? অসম্ভব ছিল না জানি। কিন্তু প্রশ্ন হইল, ভারতময় এত কোটি দাঁস থাকিতে ব্রিটিশ প্রভুদের ট্যাকে হাত পড়িবে কেন?

\* লেখকের মতামত সম্পর্কে সকল বিষয়ে আমরা একমত নহি।—স: অ: জ:

## রুজভেন্ট কর্তৃক কর্ত্ত ও ইজারা রিপোর্ট পেশ

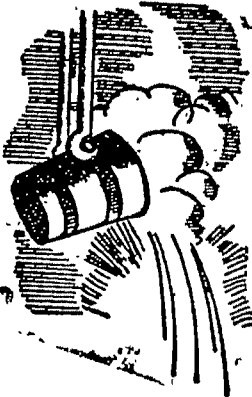
সম্রাতি প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট কংগ্রেসের নিকট ঋণ ও ইজারা সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, গত নবেম্বর মাসের শেষে ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার সাহায্য দানের পরিমাণ ৪৬৫ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টালিং হইয়াছে। ১৯৪০ সালের প্রথম ১১ মাসে এই সংখ্যা ছিল ২৫৮ কোটি ৯০ লক্ষ ষ্টালিং এবং সমগ্র ১৯৪২ সালে এই সংখ্যা ছিল—১৭৫ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টালিং। প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট আরও বলিয়াছেন যে, ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার প্রতিদান হিসাবে কোনরূপ মূল্য না দিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গের নিকট হইতে বেশ ভাল রকম সরবরাহ পাইতেছে। ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ঋণ এবং ইজারার পারস্পরিক ব্যবস্থা হিসাবে, গ্রেটব্রিটেন হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ২৭ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, অস্ট্রেলিয়াকে ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, নিউজিল্যান্ডকে ৫ কোটি ১০ লক্ষ ডলার এবং ভারতবর্ষকে ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ ডলার সাহায্য দান করা হইয়াছে।

## ইম্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ কর্ম্মী

—যৌবনে



“ভাগ্য যার ভবিষ্যৎ উজ্জল করে, তার যৌবন-অভিধানে ‘বিফলতা’ বলে কোন শব্দ নেই...”—মের্কেলে



যৌবনের উদ্দীপনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সুযোগ “ইম্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ কর্ম্মী”দের এনে দেবে পুরস্কার।

সেই যুবকই ভাগ্যবান যে জীবনের প্রারম্ভেই ভারতের শিল্পোন্নতিতে তার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত জানে।

**TATA STEEL**

তাতা স্টীল

দি টাটা স্টীল কোং লিমিটেড

হেড সেক্স অফিস: ১০২এ, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত

# আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

## ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ক্ষতি

ভারতে বস্ত্রাদির উৎপাদন ও কাপড়ের কল-সমূহের প্রসার যে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বৃহৎ-পূর্ব সময়ের মুক্তকালীন ছয় বৎসরের নিম্নোক্ত হিসাব-দুটো তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে :—

| সাল     | মিলের সংখ্যা |
|---------|--------------|
| ১৯৩৭-৩৮ | ৩৮০          |
| ১৯৩৮-৩৯ | ৩৮৯          |
| ১৯৩৯-৪০ | ৩৮৮          |
| ১৯৪০-৪১ | ৩৯০          |
| ১৯৪১-৪২ | ৩৯৬          |
| ১৯৪২-৪৩ | ৪০১          |

এবার উক্ত ছয় বৎসরের তাঁতের, মাকুর, মজুরের সংখ্যা ও ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ (বেল হিসাবে) নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

| মাকুর  | তাঁত | প্রত্যহ গড়পড়তা মজুরের সংখ্যা | ব্যবহৃত তুলা |
|--------|------|--------------------------------|--------------|
| ১০০,২০ | ২০০  | ৪৩৭                            | ৩,৬৬৩        |
| ১০০,৫৯ | ২০২  | ৪৪২                            | ৩,৮১১        |
| ১০০,০৫ | ২০০  | ৪৩০                            | ৩,৬৮০        |
| ৯৯,৬১  | ১৯৮  | ৪২৯                            | ৪,২৫১        |
| ১০০,২৬ | ২০০  | ৪৮০                            | ৪,৭৪১        |
| ১০০,৫৭ | ২০১  | ৫০০                            | ৪,৮৯০        |

উপরোক্ত তালিকায় রাজ্যিকালে মিলে যে সমস্ত মজুর কাজ করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ধরা হয় নাই। এরূপ বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারতের জন-সাধারণের মধ্যে কাপড়ের দ্রুত ঘুচে নাই এবং ঘুচিবে না; “কমাস” পত্রিকার ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের বিশেষ সংখ্যায় এক প্রবন্ধে নিম্নোক্ত আনুমানিক হিসাব হইতে তাহা প্রদর্শন হইবে :—

|                   |       |
|-------------------|-------|
| মিলের মোট উৎপাদন  | ৪,৮০০ |
| তাঁতের মোট উৎপাদন | ১,৫০০ |
| মোট উৎপাদন        | ৬,৩০০ |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| প্রয়োজন :—                          |       |
| সাময়িক প্রয়োজনে                    | ৭০০   |
| বাহিরে রপ্তানী                       | ৬০০   |
| দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের প্রয়োজনে | ৬,০০০ |
| মোট প্রয়োজন                         | ৭,৩০০ |

উপরোক্ত হিসাব অনুসারে ১ হাজার গজ অর্থাৎ ১০ লক্ষ গজ কাপড় বাটতি হইবে।

## চা-শিল্পে মূলধনের পরিমাণ

ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় ৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৮ শত একর জমিতে চাএর চাষ হইয়া থাকে। ভারতের চা-বাগানসমূহে যে সমস্ত লোক কাজ করে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। ভারতীয় চা-শিল্পে কিঞ্চিদধিক ৫২ কোটি টাকা মূলধন খাটিতেছে।

## ভারতীয় তুলার রপ্তানী হ্রাস

নিম্নে ভারতীয় তুলা রপ্তানীর ছয় বৎসরের তালিকা দেওয়া হইল। এই হিসাব হইতে রপ্তানীর পরিমাণ যে ক্রমেই হ্রাস পাইয়াছে তাহা বুঝা যায়। কেবলমাত্র ১৯৩৯-৪০ সালে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

| মরশুম   | বেল       |
|---------|-----------|
| ১৯৩৭-৩৮ | ২,৭৩২,০০০ |
| ১৯৩৮-৩৯ | ২,৭০৩,০০০ |
| ১৯৩৯-৪০ | ২,৯৪৮,০০০ |
| ১৯৪০-৪১ | ২,১৬৮,০০০ |
| ১৯৪১-৪২ | ১,০২৩,০০০ |
| ১৯৪২-৪৩ | ১০২,০০০   |

## ভারতে রবারের উৎপাদন

ভারতবর্ষে বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০৫ একর জমিতে রবারের চাষাবাদ হইয়াছে। অবশ্য এই হিসাবের মধ্যে রবার প্রডাকশন বোর্ডের অনুমতিক্রমে যে অতিরিক্ত ৭৬ হাজার একর জমিতে রবারের আবাদ হইতেছে তাহা ধরা হয় নাই। রবারের চাষাবাদে অন্যান্য ৪০ হাজার লোক কাজ করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

গ্রাম—যথের ধন

ফোন—ক্যালি ৩৭৩৪

## হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা সমূহ

|          |           |                    |
|----------|-----------|--------------------|
| কলিকাতা  | মেদিনীপুর | তেজপুর (আসাম)      |
| বড়বাজার | শালবনি    | মুল্লিগঞ্জ         |
| মাণিকতলা | বালিচক    | খুলনা              |
| শিয়ালদহ | বাঁকুড়া  | মীরকাশিম           |
| বালীগঞ্জ | বিষ্ণুপুর | কুমারগঞ্জ (মদীয়া) |
|          | গড়বেতা   | বাগেরহাট           |
|          |           | পাটনা              |

\* গয়া শাখা জীঘ্র খোলা হইবে

## আমানতী টাকার উপর সুদের হার

|                      |         |                       |
|----------------------|---------|-----------------------|
| চলতি হিসাব...১%      | বার্ষিক | কিন্তু ডিপোজিট—       |
| সেভিং ব্যাঙ্ক        |         | এক বৎসর...৪% বার্ষিক  |
| ডিপোজিট...৩% বার্ষিক |         | দুই বৎসর...৫% বার্ষিক |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাস সাটি'ফিকেট পাওয়া যাইবে।

## \* প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট \*

৮ বৎসর বাবৎ প্রতি মাসে ১২ টাকা হিসাবে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ১৪০০ টাকা পাইবেন।

৮ বৎসর বাবৎ ৫০০ টাকা হিসাবে প্রতি মাসে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ৭০০০ টাকা পাইবেন।

। আমরকরহীন শতকরা ৫ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্নমেন্ট বিল, জি.পি. নোটস্ এবং বাজার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

### যুদ্ধের পরও রেশনিং চলিবে

সম্প্রতি আমেরিকাবাদে সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে ভারত সরকারের রেশনিং এডভাইসর মিঃ কিরবি অভিমত প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং ব্যবস্থা শেষ হইবে না। ইহা একটি সুপরীক্ষিত বস্তু এবং কোন না কোন আকারে ইহাকে প্রচলিত রাখা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষে জিনিষপত্রের দাম খুব বেশী অথচ ক্রয়করণ এই অতিরিক্ত চড়া দামের কোন সুবিধা পাইতেছে না। খাদ্যসকলের কলে বহু লোকের পক্ষে জীবনধারণ করা কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। তিন বৎসর পূর্বে অসম্ভব দেশে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয়, কিন্তু ভারতে যে খাদ্যসকল দেখা দিতে পারে তাহা তখন অল্পত বলিয়াই মনে হইত। তখন বয়ঃ এইরূপ মনে হইয়াছিল যে, যুদ্ধকালীন অবস্থার কলে ভারতবর্ষের সুবিধা হইতেছে। অবশ্য এই সকল দোষত্রুটি এবং অসুবিধার জন্ত কাহাকেও দোষারোপ করিয়া বর্তমানে কোন লাভ হইবে না। তবিশ্বতে বাহ্যতে উক্ত ভুলের পুনরাবৃত্তি হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করাই বড় কথা।

### বোনাস ভাতা নিয়ন্ত্রণে মারোয়াড়ী

#### এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ

বোনাস, কমিশন এবং মাগ্গি ভাতা প্রভৃতি দেওয়ার পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া অতিরিক্ত লাভকর আইন অনুসারে যে সব বিধিনিষেধ আরোপ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে শ্রমিক ও কর্মচারীদের মনে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহার কলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকার্যে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া মারোয়াড়ী এসোসিয়েশনের কমিটি ভারত সরকারের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং উক্ত প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

### আমেরিকার ভারতের নতুন ট্রেড কমিশনার

প্রকাশ, মিঃ এস কে কপালনী আই সি এস মিঃ এইচ এস মালিকের স্থলে নিউইয়র্কে ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত পদ গ্রহণের পূর্বে মিঃ কপালনী দেশের প্রধান প্রধান বণিক ও ব্যবসায়ী সমিতির সহিত আলোচনার জন্ত ২২ জানুয়ারী হইতে একমাস-ব্যাপী সফরে বহির্গত হইবেন।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৩ সালের ব্যয়

প্রকাশ, ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ১৫০ বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় নাই এক ১৯৪৩ সালেই তদপেক্ষা বেশী ব্যয় হইয়াছে। ১৯৪০ সালের ব্যয়ের মোট পরিমাণ ৮৬০ কোটি ডলারের কাছাকাছি হইবে। দৈনিক গড়ে ২৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণই দৈনিক গড়ে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার।

### ছাত্তা উৎপাদনের হিসাব দাখিলের নির্দেশ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এক প্রেস নোট প্রকাশ করিয়া মজুত ও অভিলান্ত দমন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী, সমস্ত ছাত্তা উৎপাদক, প্রস্তুতকারক ও ছাত্তার সাজসজ্জাম মজুতকারীদেরকে অগামরিক সরবরাহ বিভাগের কন্ট্রোলার জেনারেলের নিকট মজুত মাল, উৎপাদনের মাসিক ব্যয়, উৎপাদক অথবা প্রস্তুতকারিগণের অভ্যাস, বর্তমানে এবং যুদ্ধের ঠিক পূর্বেকার খুচরা বিক্রয় মূল্য প্রভৃতির একটা হিসাব দাখিল করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এই হিসাব দাখিল করিতে হইবে।

### প্রথম কারাও-এর সমাধি আবিষ্কৃত

মিশরের আকহিম সহরের অধূরে জলের জন্ত মাটা খুঁড়িতে যাইয়া মিশরের কুইজেন ক্রবক একটি সমাধি-গহ্বরে ৫০ হাজার টারিং মূল্যের ধনসম্পত্তি পাইয়াছে। কবরটি মিশরের প্রথম কারাও রাজা মেথার কবর বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। মিশরের কর্তৃপক্ষ কবরটি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছে।

### ১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী বাণিজ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে পরিমাণ মাল রপ্তানী হইয়াছে আর কোন বৎসর এরূপ হয় নাই। গত বৎসরের প্রথম ১১ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১২৪ কোটি ১০ লক্ষ ১৭০ শত ডলার মূল্যের মাল রপ্তানী হইয়াছে। বর্জ ও ইজারা বিধান অনুসারে যে সকল দ্রব্য বিদেশে পাঠান হইয়াছে তাহাও অবশ্য এই হিসাবে ধরা হইয়াছে তবে বিদেশস্থ মার্কিন সেনা বাহিনীকে যে সকল মালপত্র পাঠান হইয়াছে তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই।

### মাজাজে চাউল রেশনিং

সরকারী সংবাদে প্রকাশ, মাজাজের কালিকট, ক্যানাপুর, তেলীচেরী এবং অসম্ভব কয়েকটি স্থানে চাউল রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে।

### মিঃ ডি এন ঘোষ

বরোদা রাজ্যের ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক রিসার্চের ডাইরেক্টর মিঃ ডি এন ঘোষ ইণ্ডিয়ান সেক্ট্রাল ছুট কমিটির সংখ্যাতন্ত্র এবং প্রচার বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

## শিলং ব্যাঙ্কঃ

### —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত— ১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"

ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও কুর্মিগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## রোগের চিকিৎসায় : : রোগীর শুশ্রুষায়

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ  
হট ওয়াটার ব্যাগ  
আইস ব্যাগ

হাওয়াযুক্ত বালিস  
এয়ার রিং ও কুশন  
ডাক্তারী দস্তানা ও এপ্রণ

ইত্যাদি

ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

যুদ্ধের জন্ত আমাদের তৈরী রবারের দ্রব্যাদি কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে ও হাসপাতালে সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সময় কিরে এলে আমরা আবার আগের মতই আমাদের তৈরী জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবো।

## বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা : : বোম্বাই

## ৩১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় খাদ্য রেশনিং

প্রকাশ, আগামী ৩১শে জানুয়ারী হইতে যুদ্ধের কলিকাতা অঞ্চলে রেশনিং আরম্ভ করা হইবে বলিয়া চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতা এবং গার্ডেন রীচ, টালীগঞ্জ, বেহালা, হাওড়া, বালী ও বেলুড় মিউনিসিপ্যাল এলাকাগুলিতে একই সঙ্গে উক্ত তারিখ হইতে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। বর্তমানে চাউল, আটা, ময়দা, গমজাত অল্পাত্ত দ্রব্য, ডাল এবং চিনি এই কয়েকটি খাদ্যদ্রব্য রেশনিং প্রথা অনুসারে বিলি করা হইবে। উপরোক্ত এলাকা-সমূহে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে আনুমানিক ৩০ হাজার লোকের অল্প বরাদ্দ খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

## সরকারী ও বেসরকারী দোকানের সংখ্যা

প্রকাশ, খাদ্য কলিকাতা অঞ্চলে রেশন বন্টন কেন্দ্র সমূহের মধ্যে—সরকারী দোকানের সংখ্যা হইবে ৪৪০টি এবং বেসরকারী খুচরা দোকানের সংখ্যা হইবে ৪০০। এতদ্ব্যতীত সহরের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলিতেও কতকগুলি দোকান খোলা হইবে, তবে এইরূপ দোকানের সংখ্যা নাকি এখনও সঠিক ভাবে নির্ধারিত হয় নাই। প্রকাশ, টালীগঞ্জ, গার্ডেন রীচ, হাওড়া, বেলুড় ও বালী মিউনিসিপ্যালিটিতে সরকারী দোকানের সংখ্যা খুব কম হইবে। অধিকাংশই হইবে বেসরকারী খুচরা দোকান অথবা বড় বড় প্রতিষ্ঠানের দোকান। প্রকাশ, রেশন বিলি-সম্পর্কে কতক-গুলি ক্রেতা-সমবায় সমিতির দাবীও কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ক্রেতাগণকে রেশন লইবার জন্য নিজ নিজ সুবিধামত সহরের যে কোন স্থানে দোকান নির্মাচন করিয়া লইবার সুবিধা দেওয়া হইবে। প্রথমতঃ বরাদ্দ দোকানসমূহে দুই প্রকার চাউল রাখা হইবে এবং ক্রেতাকে উহার যে কোন একটি বাছিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

## রাত্রিকালে পাটকলে নারী শ্রমিক নিয়োগের প্রতিবাদ

সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটির এক সভায় রাত্রিকালে পাটকলসমূহে নারী শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যতদিন নারী শ্রমিকদের অল্প দিনে কাজের বন্দোবস্ত করা না হয় ততদিন তাহা-দিগকে ভাতাদানের জন্য দাবী জানান হইয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে কলিকাতায় বোমাবর্ষণের ফলে নিহত এবং আহত শ্রমিকদিগের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের নিমিত্ত সরকারকে অহরোধ করা হইয়াছে এবং বস্তি, মিল, কারখানা ও শ্রমিকদের বাসস্থানের নিকটে যথেষ্ট পরিমাণে আশ্রয়স্থল নির্মাণের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান হইয়াছে।

## যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বাণিজ্যগত সাম্রাজ্য- বাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর ই সি জনসন "রকি মার্টিনেট নিউজ" এই মর্মে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষের প্রধান রাষ্ট্র-গুলি যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইবে এবং যাহার ভাগে যে এলাকা পড়িবে সেই এলাকায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থ কোন দেশ দখলের আকাঙ্ক্ষা নাই, তবে ইহার বিরূপ ভাবে একটা বাণিজ্যগত সাম্রাজ্যবাদ গড়িয়া তুলিবার গোপন আশা পোষণ করে। সেনেটর জনসন আরও লিখিয়াছেন যে, রাশিয়া বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ, উত্তর বলকান রাষ্ট্রসমূহ, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানী ও ফ্রান্সের উপর প্রাধান্য করিবে। ব্রিটেন নরওয়ে, হল্যান্ড, বেলজিয়ম, আফ্রিকা, স্পেন, ইতালী, গ্রীস এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে প্রাধান্য করিবে। ব্রিটেনকে একদিকে নিজের প্রভাবহীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাম্যবাদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে অন্-দিকে নিঃপটালিনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিতে হইবে। জাপানকে তাহার মূল দ্বীপপুঞ্জে কোণঠাসা করিয়া রাখা হইবে। খেতজাতী-

সমূহ চীনকে মূল্যবান বাণিজ্যিকার দ্বিতে বাধ্য হইবে। ব্রিটেন, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচ্য ভূখণ্ডে এক প্রকার সম্মিলিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবে।

## কয়লা সম্পর্কে বর্তমান ব্যবস্থাই বহাল থাকিবে

প্রকাশ, কলিকাতা অঞ্চলে বর্তমানে যে পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করা হইতেছে অদূর ভবিষ্যতে উহার পরিমাণ হ্রাস করিবার কোন পরিকল্পনা নাই। বরং গত নবেম্বর মাসে যে পরিমাণ কয়লা দৈনিক কলিকাতায় আসিয়াছে, ডিসেম্বর মাসে দৈনিক পড়ে তাহা অপেক্ষা তিন ওয়াগন কয়লা বেশী আসিয়াছে। নির্দিষ্ট সংখ্যা আরও বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

## খাদ্য সচিবের নিকট বাঙ্গলার চাউল কল মালিকগণের প্রতিনিধি দল

সম্প্রতি বাঙ্গলার চাউল কল মালিকগণের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য—একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্তমানে বাঙ্গলার চাউল কলের মালিকদিগকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা উহার খাদ্য সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

# ইহাউজ

ডাবল ডাবল

## কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজি: অফিস :—৪ নং ক্লাইভ স্ট্রীট,

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

অন্যান্য অফিস :—৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

৯৯এ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ১০৯ বি, রসা রোড।

### অন্যান্য অফিসসমূহ

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| বরিশাল,           | ডিব্রুগড়,   | মির্জাপুর,  |
| ভৈরব,             | ধুবড়ী,      | নওগাঁ,      |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া, | গৌহাটী,      | পাবনা,      |
| বসিরহাট,          | জোড়হাট,     | পাটনা,      |
| চাঁদপুর,          | ময়মনসিংহ,   | পুরাণবাড়ী, |
| চট্টগ্রাম,        | নারায়ণগঞ্জ, | রাজসাহী,    |
| ঢাকা,             |              | তিনসুকিয়া  |

### ভারতের বাহিরে এজেন্সি অফিস

আমেরিকান এজেন্টস :—গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী অব নিউইয়র্ক

লণ্ডন এজেন্টস :—বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টস :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি,

ম্যানোজিং ডাইরেক্টর :—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, বি-এল, পি, এইচ ডি,

(ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল



মিঃ বি. সি. দাস, এম এ বি-এল।

## দশ লক্ষ টন বেশী চাউল উৎপাদনের সম্ভাবনা

সরকারী হিসাবে প্রকাশ এবার ভারতবর্ষে দেশের স্বাভাবিক প্রয়োজন অপেক্ষাও ১০ লক্ষ টন বেশী চাউল উৎপন্ন হইতে পারে। সমগ্র ভারতবর্ষের উৎপন্ন চাউল সম্পর্কে যে প্রাথমিক পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, এবার সমগ্র ভারতবর্ষে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টনেরও অধিক চাউল উৎপন্ন হইবে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন হইত। তন্মধ্যে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টন চাউল এই দেশে উৎপন্ন হইত এবং ব্রহ্মদেশ হইতে ১৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী করা হইত। এবার প্রত্যেক প্রদেশেই বেশী চাউল উৎপন্ন হইবে। বাঙ্গলা দেশে এবার শতকরা ১৬ ভাগ বেশী জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে এবং এবার বাঙ্গলাদেশে শতকরা ৪৫ ভাগ বেশী পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইবে। আসামে শতকরা ৩ ভাগ বেশী জমিতে ধানের চাষ করা হইয়াছে এবং শতকরা ১০ ভাগ বেশী চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সমগ্র ভারতে এবার ৬ ভাগ বেশী জমিতে ধানের চাষ করা হইয়াছে এবং শতকরা ১৬ ভাগ বেশী চাউল উৎপন্ন হইবে। প্রাথমিক হিসাবে বাঙ্গলাদেশে ২৭ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে তবে চূড়ান্ত পূর্বাভাস প্রকাশিত হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে বাঙ্গলাদেশে এক কোটি টনেরও বেশী চাউল উৎপন্ন হইয়াছে।

## গুড় প্রস্তুতের উপর বিধিনিষেধ আরোপ

বাঙ্গলা দেশের চিনির কলসমূহে ইক্ষু সরবরাহের সুবিধা করিবার উদ্দেশ্যে কৃষকগণ কর্তৃক গুড় উৎপাদনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে যে সরকারী আদেশ জারী করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, চিনির কলসমূহ এবং উহাদের ইক্ষু গ্রহণ-কেন্দ্রের চারিদিকে ন্যূনতম ১৮ মাইল ব্যাসার্ধ করিয়া যে অঞ্চলে ইক্ষু উৎপন্ন হয় এরূপ অঞ্চলের সমস্ত ইক্ষু চিনির কলসমূহের নিকট নির্দিষ্ট দূরে বিক্রয় করিতে হইবে। কৃষকেরা নিজেদের ইচ্ছামত উহা হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। মিলসমূহকে যে সব আঁধ সরবরাহ করা হইবে তাহার অল্প গ্রহণ-কেন্দ্রের দূর হইয়াছে প্রতি মণ ১ টাকা এবং মিলসমূহের কটকে সরবরাহ দিলে অল্প দূর দিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে মণ প্রতি ১০০ আনা। উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে গুড় প্রস্তুত করিবার যে সকল যন্ত্রপাতি বা সাহসরঞ্জাম আছে তাহা স্থানীয় রেজিষ্টারী আফিসসমূহ হইতে রেজিষ্টারী করিয়া লইবার অল্প আদেশ দেওয়া হইয়াছে। গুড় প্রস্তুত সম্পর্কিত এই বিধিনিষেধ আগামী ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। উল্লিখিত অঞ্চলসমূহের কৃষক-দিগকে আঁধ চাষের পরিমাণ এবং ফসলের আনুমানিক হিসাব ক্রয়কেন্দ্রে অথবা নিকটবর্তী

মিলে জানাইতে বলা হইয়াছে। নিম্ন অঞ্চলসমূহে বর্ণিত পরিমাণ গুড় সরবরাহের দায়িত্ব গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন। এই আদেশ কার্যকরী করা হইতেছে কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সরকারী কর্মচারীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মিলসমূহের অল্প বর্ণিত পরিমাণ আঁধ ক্রয় করা হইয়া গেলে অথবা বিক্রয়ের অল্প উপস্থাপিত করা সত্ত্বেও মিলগুলির পক্ষে যদি ঐ সকল আঁধ ক্রয় করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে প্রয়োজনমত উক্ত আদেশ শিথিল অথবা রহিত করার ব্যবস্থা করা হইবে।

## ফরাসী মুক্তি সংসদের বাজেট বরাদ্দ

প্রকাশ, ফরাসী মুক্তি সংসদ ১৯৪৪ সালে ৪২৫০ কোটি ফ্রাঙ্ক ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত বরাদ্দের শতকরা ৯০ ভাগ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যয় করা হইবে। ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্পদ হইতে এই অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। ১৯৪৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত ফরাসী স্বাধীনতা আন্দোলন চালাইতে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন ৩০৮ কোটি ফ্রাঙ্ক ঋণ দিয়াছে। ভিসি সরকার প্রতি

দশ দিনে তদপেক্ষা বেশী অর্থ আর্থানীকে “দখলী-ব্যয়” হিসাবে দিয়া থাকেন।

## উড়িষ্যা হাইকোর্ট স্থাপনের সুপারিশ

উড়িষ্যা স্বতন্ত্র হাইকোর্ট স্থাপনের উপযোগিতা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহার তদন্তকার্য শেষ হইয়াছে। কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, স্বতন্ত্র হাইকোর্ট স্থাপনের ফলে তাড়াতাড়ি বিচার শেষ হইবে এবং প্রদেশের বিচারকার্য পরিচালনের সাহায্য হইবে। হাইকোর্টের অল্প বার্ষিক ২ লক্ষ ২ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। প্রধান বিচারপতিকে বার্ষিক ৫১ হাজার টাকা এবং অল্প হুইজন বিচারপতিকে ৪০ হাজার টাকা বেতন দিতে হইবে।

## সাত জাহাজ গম আমদানী

প্রকাশ, গত ডিসেম্বর মাসে ৭ খানি জাহাজ বোঝাই হইয়া ৪৩,০০০ টন গম বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শীঘ্র আরও পঞ্চ বোঝাই জাহাজ আসিয়া পড়িবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

# সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

এবংসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭।০ লভ্যাংশ দিয়াছে

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪৩।০

—শাখাসমূহ—

- |                    |               |                        |
|--------------------|---------------|------------------------|
| (১) শ্যামবাজার     | (৬) ভাটপাড়া  | (১১) ছবরাজপুর (বীরভূম) |
| (২) দক্ষিণ কলিকাতা | (৭) হিলি      | (১২) সিরাজগঞ্জ         |
| (৩) নিউমার্কেট     | (৮) দিনাজপুর  | (১৩) কুচবিহার          |
| (৪) নৈহাটি         | (৯) নীলকামারি | (১৪) বেনারস            |
| (৫) কাঁচড়াপাড়া   | (১০) রংপুর    | (১৫) এলাহাবাদ          |

হেড অফিস—২-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা : ২১২৫ ও ৬৪৮৩

## সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস

—১৫৯২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—“চীমানাচী”

মাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, অ্যাকসন সেন, কলিকাতা

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতি ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
হৃষ্টলাভ করুন।

## বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এন্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এন্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

### কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচন

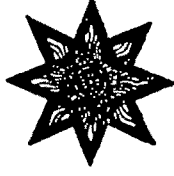
গত ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার্ড প্রাইভেটগণ কর্তৃক প্রিন্স পি এন ব্যানার্জী (বর্তমান ফেলো), প্রিন্স এস এন মিত্র (বর্তমান ফেলো) এবং ডাঃ সুবোধ মিত্র পাঁচ বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

### শক্তিশালী সার্চলাইট আবিষ্কার

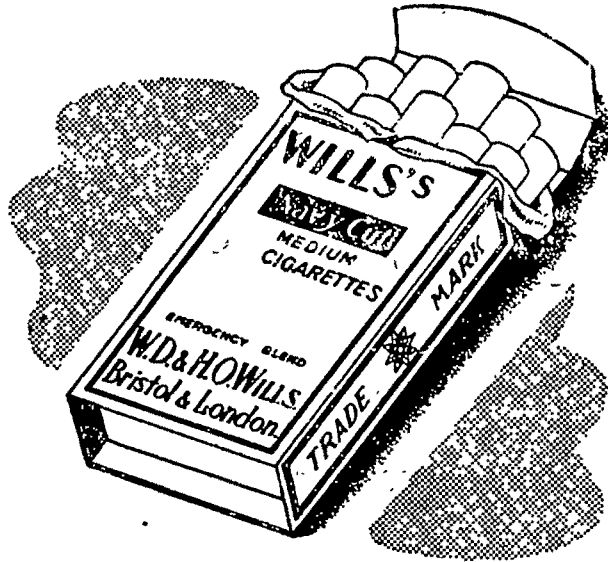
নিউ ইয়র্কের জেনারেল ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার্স ১২০ ইঞ্চি ব্যাসবৃদ্ধ এক অতিকায় বিরাট শক্তিশালী সার্চলাইট তৈরী করিয়াছেন। এই সার্চলাইট হইতে ৭৫ লক্ষ ক্যান্ডল পাওয়ার আলো বিচ্ছুরিত হয়। শত্রুপক্ষের বিমানের সন্ধান করিবার কাজে জাহাজে অথবা উপকূলে এই ধরনের অতিকায় সার্চলাইট খুব কার্যকরী।

### বিমানপথে চীনে সাহায্য প্রেরণ

সরকারী সংবাদে প্রকাশ, আসামের বিমান ঘাঁটিসমূহ হইতে হিমালয় পার হইয়া চীনে প্রচুর পরিমাণে সময়সস্তার প্রেরণ করা হইতেছে। ইতিপূর্বে ব্রহ্মপথে মোটরট্রাক বোঙ্গে যে পরিমাণ সাহায্য প্রেরণ করা হইতেছিল বর্তমানে বিমান পথে প্রেরিত সাহায্যের পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশী।



**“মূল্যের বিনিময়ে ইহা ই সর্বোৎকৃষ্ট”**



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

## ঔষধাদি নিয়ন্ত্রণের নতুন ব্যবস্থা

ঔষধপত্রাদির মূল্য ও বন্টন নিয়ন্ত্রণের জন্ত ভারত সরকার ভারতরক্ষা বিধান অমুসারে সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ অমুসারে ডাক্তারগণ সাধারণতঃ যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সাধারণের মধ্যে বাহার চাহিদা আছে তাহার বন্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণার্থীনে আনা হইয়াছে। ভেদ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ অমুসারে কোন ঔষধের জন্ত যে-মূল্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক দরে কোন ঔষধ বিক্রয় করিলে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে উহা ভারতরক্ষা বিধান অমুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে। কোন ব্যবসায়ীর নিকট কোন ঔষধ মজুত থাকা সত্ত্বেও উহা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিলে তাহাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ক্রেতার আরম্ভক হইলে ব্যবসায়ী ঔষধ বিক্রয়ের জন্ত ক্যাসমেমো দিতে বাধ্য থাকিবেন। এই আদেশ অমুসারে কোন লোকের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন নিয়ন্ত্রিত ঔষধ মজুত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোন পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতাও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে জায়গলতভাবে যে পরিমাণ ঔষধ প্রয়োজন হয় কোনও সময়ে তাহার অতিরিক্ত পরিমাণ ঔষধ নিজেদের অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণার্থীনে রাখিতে পারিবে না। আগামী ১৫ই জানুয়ারী হইতে প্রত্যেক বিক্রেতাকে দোকানের প্রকাণ্ড স্থানে ঔষধসমূহের নিয়ন্ত্রিত মূল্যের একটি তালিকা রাখিতে হইবে। ভেদ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের কোন ব্যবস্থা অমান্য করা হইলে তৎসম্পর্কিত অভিযোগ-সমূহ কলিকাতা কর্পোরেশন, গার্ডেনরীচ, হাওড়া, বালী প্রভৃতি সহরের জন্ত কলিকাতার আবগারী বিভাগের কালেক্টরের নিকট এবং অন্যান্য অঞ্চলের জন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

## জন্মমৃত্যুর হিসাব সংগ্রহের নতুন ব্যবস্থা

সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েক বৎসর হইতে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টর জানাইতেছেন যে, জন্মমৃত্যুর হিসাব পাইতে খুব বিলম্ব হয়। গত কয়েক মাসে মৃত্যুর হার অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর হিসাব মোটেই পাওয়া যায় নাই। এতদিন পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণের উপর এই হিসাব সংগ্রহ করিবার ভার ছিল। নানাভাবে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহারাও সময়মত হিসাব পাঠাইতে পারিতেছেন না। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্ত এখন হইতে জন্মমৃত্যুর হিসাব সংগ্রহ করিয়া জানাইবার ভার জেলাবোর্ডের কর্মচারিগণের উপর স্থগত করা হইল।

## মুসলিম চেম্বারের রিলিফ ফণ্ড

গত ৩১শে ডিসেম্বর মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের সাহায্য তহবিল বন্ধ করা হইয়াছে। তাহার পরও কিছু সাহায্য আসিয়া পৌঁছে। গত ৪ঠা জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৯১০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

## দঃ আফ্রিকানদের প্রাতি কর্পোরেশনের প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা

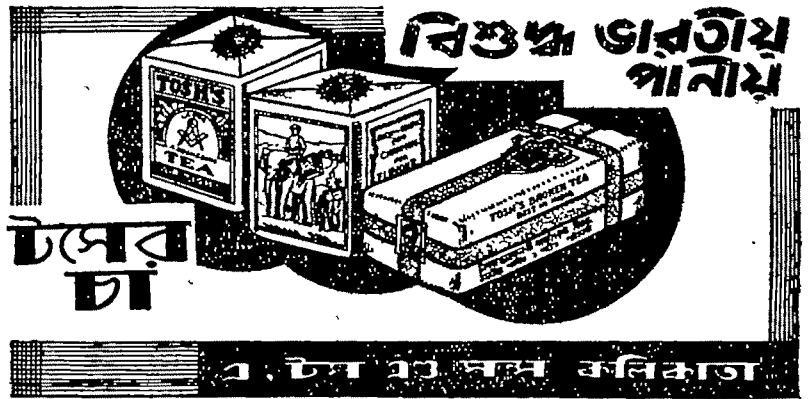
দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেন্ট ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যে আতিগত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ জানাইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সম্প্রতি এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মুসলিম লীগের নেতা মিঃ আব্দার রহমান সিদ্দিকি নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন-এবং বিনা-বিরোধিতায়-উহা গৃহীত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের অভিমত এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের গভর্ণমেন্ট ভারতীয় মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যে আতিগত পার্শ্বক্যের নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই কর্পোরেশন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি হিসাবে এইরূপ নিয়ম করিবে যে, কর্পোরেশনের অধিকার-ভুক্ত কোন জমি হস্তান্তর লীজ বা অন্য কোনভাবে দঃ আফ্রিকা ইউনিয়নের কোন ইউরোপীয়ানকে দেওয়া হইবে না। অথবা দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের কোন অধিবাসীকে কর্পোরেশনের চাকুরী দেওয়া হইবে না। প্রস্তাবের অপর অংশে

বাংলার অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটী এবং লোকাল বোর্ড প্রভৃতিকেও অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

## বোমাবিক্ষবস্ত স্থানের সম্পত্তি

## রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা

কলিকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকার কোন স্থান বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত হইলে উক্ত স্থানের মালপত্র উদ্ধার এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত সম্প্রতি একটি সরকারী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। বাংলা সরকারের চীফ স্টালভেজ অফিসারের নেতৃত্বে এবং তত্ত্বাবধানে উক্ত উদ্ধারকার্য চলিবে। বিমান হানার ফলে বিধ্বস্ত বাড়ী হইতে জিনিষ-পত্রাদি স্থানান্তরিত করার কাজে বাড়ীর মালিককে সাহায্য করা, মালিকবিহীন বাড়ীর মালপত্রাদি উদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া প্রকৃত মালিকের হস্তে অর্পণ করা প্রভৃতি কাজও উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই কার্যে এ, আর, পি এবং পুলিশ কর্মচারিগণ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে।



স্থাপিত—

১৯৩৫

কোন-ক্যাল { ১১২২  
ও  
১১২৩

## শ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩১, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা অফিসসমূহ—

কালীঘাট, বহুবাজার, বড়বাজার, শ্যামবাজার, ও কার্শিয়াং।

চেম্বারম্যান—হরিগদ্বদার, এম. এ., বি. কম., এম. আর. এ. এস. (লণ্ডন)

ম্যাস: ডাইরেক্টর—

ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার—

এস. বিশ্বাস

এস. এম. সেনগুপ্ত

## হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৪৩ নং ধর্মভদ্রা স্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আর্থিক অবস্থা (হিসাব সাপেক্ষ)

|                                      |           |           |                             |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন                       | ১০,০০,০০০ | লক্ষ টাকা | ধার ও অগ্রিম দায়ন          | ২২,৪৫,০০০ | লক্ষ টাকা |
| আদায়ীকৃত                            | ৫,০০,০০০  | "         | জি. পি. নোট ও শেয়ারে       | "         | "         |
| কার্য্যকরী                           | ৯১,৬৬,০০০ | "         | বিনিয়োগ                    | ৩১,৫৭,০০০ | "         |
| শাখাসমূহ:—                           |           |           | নগদ ও স্বর্ণমানে জমা        | ২৫,৬২,০০০ | "         |
| হাওড়া, শালিখা, বেলুড়, বালী,        |           |           | ডি এন মুখার্জি, এম. এল. এ., |           |           |
| উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী। |           |           | ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।        |           |           |

## ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

১৯৪৪ সালের ৩রা জানুয়ারী দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস এন বসু সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। উক্ত অধিবেশনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনার সহিত ঋতু, ঋতুবিজ্ঞান ও ঋতু সমস্ত প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচনা হয়।

## ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণ

গত সপ্তাহে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, বর্তমান অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় দেশের ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার কথা উল্লেখ করা হইবে। এ বিষয়ে দেশের কি প্রয়োজন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। খুব বেশী দিনের কথা নহে, আমাদের দেশের বহু অগ্রণী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতি তাহার নেতৃত্বে সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন সম্পর্কে সমস্ত কথা অতিশয় অবধানতার সহিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেই বিবেচনাগ্রহীত সিদ্ধান্ত বর্তমান সময়ে একটা অমূল্য জিনিষ হইতে; কিন্তু চুঃখের বিষয় উপরোক্ত সুসংহত চিন্তার ফলাফল-সমূহ হইতে আজ আমরা বঞ্চিত।

## বড়লাটের উদ্বোধনী বক্তৃতা

বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বড়লাট বলেন যে, আয়তন, লোকসংখ্যা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতের যে স্থান গ্রহণ করা আবশ্যিক সেই স্থান গ্রহণ করিতে হইলে ভারতবর্ষকে বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। গত ২৫-বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধে অসামান্য দেশের মত ভারতের বৈজ্ঞানিকগণও যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজেও তাঁহাদিগকে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে প্রচুর কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত উহার পূর্ণ সদ্যবহার সম্ভব নহে।

## বিজ্ঞান কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত গান্ধীর বক্তৃতা

সম্প্রতি বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাতুবিজ্ঞা শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত জে জে গান্ধী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বিমান কিম্বা মোটর নির্মাণের অধিকার আমাদের নাই। যথোপযুক্ত জাহাজ নির্মাণ শিল্প এখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের যে সকল ভারী যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিপুল ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনা হইয়া আমাদের পক্ষে সঙ্কট থাকিতে হয়। অনেক সময় বলা হয় যে, ভারতের শিল্পোন্নতির এবং শিল্প সংগঠনের যে অভাব ছিল যুদ্ধের ফলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এই মতের সমালোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন যে, এই উক্তি প্রান্তিপূর্ণ। খুব অল্প অভাবই দূর হইয়াছে কিন্তু যেগুলি আসল অভাব তাহা মোটেই পূর্ণ হয় নাই। ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধী বলেন যে, এদেশে পদার্থ বিজ্ঞা, বাতু বিজ্ঞা, জ্যালানী, কাঁচ, অথবা সিমেন্ট সম্পর্কে গবেষণা করিবার কোন জাতীয় গবেষণাগার নাই। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শিল্পগুলির সম্বন্ধে গবেষণা কার্য চালাইবার জন্তও কোন প্রতিষ্ঠান নাই এবং শিল্প ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ বিধানেরও কোন ব্যবস্থা নাই। উপসংহারে তিনি বলেন যে, জাতীয় পন্থায় জাতীয় গবেষণার পরিকল্পনা করিবার সময় আসিয়াছে। এখন হইতে তাহা করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে আরও অসুবিধার পড়িতে হইবে।

## বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে আগামী বৎসর নাগপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। ভারত এস এস ভাটনগর উক্ত অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ভারত সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ে উপদেষ্টা অধ্যাপক ছিল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েশনের অনারারী সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রথম প্রণীত বৈজ্ঞানিকগণের জন্তই উক্ত পদ বিশেষভাবে সংরক্ষিত।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক অর্থ সম্মেলন আহুত

প্রকাশ, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনার জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী বিভাগ কর্তৃক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে বোগদানের জন্ত ৪৪টি রাষ্ট্রের নিকট আমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ করা হইয়াছে। ৮০০ কোটি ডলারের একটি আর্থিক স্থিতি ভাণ্ডার এবং ১০০০ কোটি ডলারের একটি পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা উক্ত সম্মেলনে আলোচিত হইবে। প্রকাশ, অধিকাংশ দেশের পক্ষ হইতেই উক্ত আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্মেলনের তারিখ এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই।

## কলিকাতায় মশক নিবারণের চেষ্টা

কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকারীন অনেক স্থানে জল আবদ্ধ থাকায় মশক উৎপাদনের সুবিধা হইতেছে। এই বিষয়ে কর্পোরেশনের সুপারিশক্রমে বাঙ্গলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়া আনাইয়া দিয়াছেন যে, কোনও বাড়ীতে মশক জন্মাইবার মত জল-আবদ্ধ রাখা চলিবে না। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে বাড়ীর মালিককে ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড দেওয়া বাইতে পারিবে এবং ক্রমাগত লঙ্ঘন করিতে থাকিলে প্রতিদিনের জন্ত ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে।

## গম হইতে মদ উৎপাদন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের ডাঃ এ কে বল এবং ডাঃ আরভিন টাকার গম হইতে মদ ব্যয়ে মদ তৈরীর এক নতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

ইউনাইটেড  
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল  
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোনঃ কলি ৬৮৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা  
সিডিউলডুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”  
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”  
আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যখনাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অতুসন্ধান জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),  
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা  
পে অফিসঃ মিরকাধিম  
প্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

## বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

## বীমা কর্তন

## এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বন্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্মণ্যতার জন্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে ছুটি-না-জানিত কতিপূর্ণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৯ কোটি টাকার উপর

বিভূত বিষয়গণের জন্ত নিম্নটিকানায় আবেদন করুন

দস্তিদার এণ্ড সন্স  
চীফ এজেন্টস্।

৮নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।



### সিলেক্ট কমিটিতে কৃষি আয়কর বিল

প্রকাশ, এক মাসের অধিককাল যাবৎ সিলেক্ট কমিটির বৈঠকে বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিলের আলোচনা চলিতেছে। সর্বনিম্ন যে পরিমাণ কৃষি-আয়ের উপর কর ধার্য করা হইবে তাহাই এই বিলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রকাশ, কমিটি ইতিমধ্যেই এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে গভর্ণমেন্ট বিলে করধার্যোপযোগী সর্বনিম্ন আয়ের পরিমাণ ২০০০ টাকা ধার্য করিয়াছিলেন। পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া উক্ত আয়ের পরিমাণ ৩৫০০ টাকা নির্দ্ধারিত করা হয়। সিলেক্ট কমিটি গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছেন। করধার্যোপযোগী সর্বনিম্ন আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার ফলে গভর্ণমেন্টের যে পরিমাণ কর লাভের সম্ভাবনা ছিল তাহা অন্ততঃ ২০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে। সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ দাখিল করা হইলে গভর্ণমেন্ট উহা বিবেচনাস্থে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে আলোচনার ব্যবস্থা করিবেন।

### শুষ্ক ফল সংরক্ষণের নূতন পদ্ধতি

বৃদ্ধজনিত অবস্থার ফলে ফল শুষ্কীকরণ এবং সংরক্ষণ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পূর্বে যে পদ্ধতিতে ফল শুষ্কীকরণ হইত তাহাতে শতকরা ৫ ভাগ জলীয় পদার্থ রহিয়া যাইত; ফলে দীর্ঘদিন উহা সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। বেশী করিয়া শুকাইতে গেলে ফলের উপরিভাগ অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যাইত এবং দেখিতেও উহা বিকৃত মনে হইত। বর্তমানে আমেরিকার ফেডারেল টেলিফোন এন্ড রেডিও কর্পোরেশনের মিঃ ভার্গন শারম্যান রেডিও-তরঙ্গ পরিচালনা করিয়া এক নূতন পদ্ধতিতে ফল শুষ্কীকরণ ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে ফলে মাত্র শতকরা ১ ভাগ জলীয় অংশ থাকিতে পারে এবং সংরক্ষিত ফল দেখিতে সুসুন্দর এবং নরম থাকে।

### পিতলের বাসন শিল্পকে সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত

প্রকাশ, গৃহকার্যে প্রয়োজনীয় বাসন তৈয়ারীর জন্য ভারত সরকার প্রতি মাসে কিছু কিছু পিতলের চাদর সরবরাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে সকল বাসনের কারখানার মাসিক অন্ততঃ ৫০ টন মাল তৈরী হয় মাত্র তাহাদিগকেই এই ভাবে সাহায্য করা হইবে। উৎপন্ন বাসনগুলি যথাসম্ভব অল্পমূল্যে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকার হইতে কতকগুলি সর্বাধিক করিয়া দেওয়া হইবে।

### উচ্চ শ্রেণীর কৃত্রিম রবার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেল লেবোরেটরীর গবেষক ডাঃ ফুলার এবং ডাঃ বিগ্জ "প্যারাকন" নামক নূতন এক প্রকার কৃত্রিম রবার উৎপাদন করিয়াছেন। বনজ রবারের প্রায় সকল গুণই ইহাতে বিদ্যমান আছে, অধিকন্তু বনজ রবার অপেক্ষা ইহা বহু গুণ স্থায়ী এবং মজবুত। বনজ রবার অপেক্ষা অনেক সহজভাবেই ইহাকে গলাইয়া যে কোন ছাঁচে ঢালাই করা যায়।

### বঙ্গ ক্রয় সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতি নির্দেশ

জনসাধারণ কি ভাবে বঙ্গশিল্প নিয়ন্ত্রণ আদেশের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে, সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় বাঙ্গলা সরকারের টেক্সটাইল কন্ট্রোলার মিঃ এলকিন্স তৎসম্পর্কে নির্দেশ দিয়াছেন। প্রথমতঃ জনসাধারণ যেন অচিহ্নিত কোন মাল খরিদ না করেন, দ্বিতীয়তঃ (Tex) চিহ্নিত মালের অন্ত সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য না দেন এবং তৃতীয়তঃ কোন ব্যবসায়ী আইন অনুসারে না চলিলে তাঁহারা যেন তাহা টেক্সটাইল কন্ট্রোলারের নিকট জানান। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থামুসারে লাভের যে হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ব্যবসায়ীদিগকেও তাহাতেই সঙ্কট থাকিতে তিনি অমরোপ করেন।

### মজুত মালের হিসাব

তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, উক্ত আদেশ ঘোষিত হইবার পর যে প্রাথমিক অমূল্যমান হয় তাহাতেই দেখা গিয়াছে যে, ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় মিলে উৎপন্ন গুণ ৮ মাসের মাল মজুত করিয়া রাখিয়াছে।

### কলিকাতার বঙ্গ ব্যবসায়ীদের প্রতি নির্দেশ

গত ৫ই জানুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের টেক্সটাইল কন্ট্রোলার কলিকাতার বঙ্গ ব্যবসায়ীদিগকে অবিলম্বে তাঁহাদের বজ্রাদি শীলমোহর করিয়া ১০ই জানুয়ারী তারিখের মধ্যে মজুত মালের সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। বঙ্গ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে হিসাব পাওয়ার পর ছাপ না দেওয়া কাপড়গুলিতে একটি বিশেষ মার্কাসহ ছাপ ও তৎসহ সঠিক বিক্রয় মূল্য লিখিয়া দিবার সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

### নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এয়ার ট্রেনিং কোর

গত ৫ই জানুয়ারী নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ার এয়ার ট্রেনিং কোরের উদ্বোধন কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। তিনজন স্থায়ী অফিসার ছাত্র-দিগকে শিক্ষাদান করিবেন এবং আরও কয়েকজন তাঁহাদের কাজে সাহায্য করিবেন।

### বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন

বাঙ্গলার গভর্ণর আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন।

### ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে বাজেট অধিবেশন

প্রকাশ, আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

### বাঙ্গলার কাঁচ শিল্পে কয়লার অভাব

কয়লা সঙ্কটের ফলে বাঙ্গলার কাঁচের কারখানাগুলিকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তৎপ্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বেঙ্গল মাস যাহুকেকচারিং এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এক পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত পত্রে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতের কাঁচ শিল্পের জন্য মাসিক মাত্র ৬০০০ টন কয়লা বরাদ্দ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারও বন্টন ব্যবস্থা ভ্রাসমূল্য হয় নাই। বৃহৎ প্রদেশের ১০টি কারখানার জন্য ৪৪০০ টন বরাদ্দ করা হইয়াছে, অথচ বাঙ্গলার ৩০টি কারখানার জন্য ১৫০০ টনেরও কম কয়লা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাঙ্গলার কাঁচের কারখানাগুলির জন্য মাসে ৮০০০ টন কয়লার দরকার হয়।

### ডাইল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, আগামী রবি শব্দের সময় হইতে ডাইল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া ভারত গভর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

### অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক

- (1) **Statistics : Theory and Practice.** By M. K. Ghosh and S. C. Choudhury. The Indian Press Ltd., Allahabad. Price Rs. 8.
- (2) **The Cry of Distress.** By K. Santhanam. The Hindusthan Times, New Delhi. Price Rs. 2.
- (3) **Kathiawar Economics.** By A. B. Trivedi. Khalsa College, Bombay. Price Rs. 10.
- (4) **Transition From War to Peace.** By A. C. Pigon. Oxford University Press. Price 6d.
- (5) **ব্যবসা ও ব্যবসায়ী—ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতিমূলক নূতন মাসিক পত্রিকা।** কার্যালয় ১০৮ নং আমহাট্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ক্যালকাটা মিট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি: ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৫১, হারিসন রোড

শাখাসমূহ :—

বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, মিরকাডিম, ভাগলপুর, বোলাঙ্গীর ও কাটাবঙ্গী (পাটনা স্টেট), হারভাঙ্গা, নাখনগর, নারায়ণগঞ্জ, লাহোরিয়াসরাই ও রামপুর (সি, পি)।

আরামবাগ ও পাটনা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল।

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

আমরা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, সুবিখ্যাত বীমা প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটির গত ১৯৪৩ সালের নূতন কাঙ্কের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি টাকারও উপরে। বর্তমানে দেশের জনসাধারণের জীবনে যে আর্থিক জুর্ভোগ ও দুর্দশার দিন চলিতেছে তাহাতে নূতন বীমাপত্র প্রদানের পরিমাণ ৫ কোটি টাকার অধিক হওয়ায় হিন্দুস্থানের উপর দেশবাসীর অটুট আস্থা ও ভরসাই স্থিত হইতেছে।

### জি এস এম্পোরিয়াম লিঃ

আমরা সুপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জি এস এম্পোরিয়াম লিমিটেডের নিকট হইতে নববর্ষের সুদৃশ্য দেওয়াল-পঞ্জী উপহার পাইয়াছি। কতিপয় সুশিক্ষিত ও উন্নতমনা যুবক কর্মীর নেতৃত্বে জি এস এম্পোরিয়াম অল্পকাল মধ্যে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। নববর্ষে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের আরও উন্নতি ও প্রিবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

### মাতাদিন থৈতান এণ্ড কোং

আমরা মাতাদিন থৈতান এণ্ড কোং লিমিটেডের নিকট হইতে একটি নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী উপহার পাইয়াছি। উহার ঠিক ও শেয়ার ব্যবসায়ী। ১৯১৭ রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতায় উহাদের আফিস অবস্থিত।

### নূতন যৌথ কোম্পানী

স্ট্রাক্টি ইলেকট্রিক্যাল ষ্ট্রাপিংস লিঃ—  
ডিরেক্টর—মিঃ এ এইচ বিশপ। রেজিষ্টার্ড অফিস—বিঃ ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম প্রস্তুতের কার্যকারবার।

হিন্দুস্থান ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি সি চ্যাটার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—কাটোয়া, বর্ধমান। অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। জমিজমা ও অন্তর্বিধ বিষয়সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় ও উন্নয়ন।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

রত্না সুগার মিলস্ কোং লিঃ—গত ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের অন্তর্বাৎসরিক শতকরা (আয়কর মুক্ত) ২৮ টাকা। ক্যালকাটা

ট্রায়গুয়েজ কোং লিঃ—গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক শতকরা ৬৪ পাউণ্ড। স্বর্ণাঙ্গার—গত ১৯৪৩ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত এক বৎসরের অন্তর্বাৎসরিক শতকরা ২৫ টাকা। মিউ বীরভূম কোল কোং লিঃ—গত ১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ছয় মাসের অন্তর্বাৎসরিক শতকরা ৬০ আনা। টিটাগড় পেপার মিলস্ কোং লিঃ—গত ১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অন্তর্বাৎসরিক শতকরা ১০৮ টাকা (শতকরা ৫৮ টাকা বোনাস সহ)। ম্যাকনাল আয়রন এণ্ড স্টীল কোং লিঃ—গত ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের অন্তর্বাৎসরিক শতকরা ১০৮ টাকা। লিষ্টার এন্টিসেপটিক এণ্ড ড্রেসিং কোং লিঃ—গত ১৯৪২ এপ্রিল পর্যন্ত একবৎসরের অন্তর্বাৎসরিক শতকরা ১৩৪২ সাল) আয়করমুক্ত বার্ষিক শতকরা ৬৮ টাকা। থরদহ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অন্তর্বাৎসরিক প্রতি সাধারণ শেয়ারে ১৫ টাকা হিসাবে। মিডল্যাণ্ড স্কাব এণ্ড প্রোডিউস কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের অন্তর্বাৎসরিক ফাইনাল ডিভিডেন্ট বার্ষিক শতকরা ২১০ আনা (সর্বসাকুল্যে বার্ষিক শতকরা ১৫ টাকা)।

বাঙ্গালীর অর্থে, বাঙ্গালীর স্বার্থে, বাঙ্গালীর প্রতিভার ও পরিশ্রমে

## ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

হেড অফিস :—৪নং সিমসন রোড, ঢাকা

মিলস্ :—১নং ধামগড়, ২নং গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ।

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| অনুমোদিত মূলধন  | ... | ৬০ লক্ষ টাকা |
| আদায়ীকৃত মূলধন | ... | ৪৬ লক্ষ টাকা |
| টাকার সংখ্যা    | ... | ৫৩০০০        |
| ভাঁজের সংখ্যা   | —   | ১২৯৬         |

|                |                     |     |                       |
|----------------|---------------------|-----|-----------------------|
| ১৯২৭ হইতে ১৯৪৩ | পর্যন্ত মোট বিক্রয় | ... | ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা * |
| " " "          | " প্রদত্ত মজুরী     | ... | ১ " ৪ " "             |
| " " "          | " মোট লাভ           | ... | ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা * |
| " " "          | " প্রদত্ত লভ্যাংশ   | ... | ৩১ লক্ষ ৩ হাজার " *   |
| " " "          | " ঝাড়তিবাদ ভাণ্ডার | ... | ৩১ লক্ষ ৭২ " " *      |
| " " "          | " সংরক্ষণ ভাণ্ডার   | ... | ৭ লক্ষ ৮৮ " " *       |

(\* সংখ্যাগুলি মোটামুটি)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রী সূর্যকুমার বসু

ঢাকেশ্বরী কটন মিল ৮০০০ বাঙ্গালী কর্মী পরিবারের অন্ন সংস্থান করিয়াছে।

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৬ই জানুয়ারী.

বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে বাজার বন্ধ থাকায় গত সপ্তাহে আমরা টাকার বাজার সম্পর্কে কিছু জানাইতে পারি নাই। অবশ্য তাহাতে বিশেষ ক্ষোভের কারণ নাই; কেন-না বড়দিনের ছুটির আগেও টাকার বাজারের অবস্থা যেরূপ ছিল এখনও সেরূপই রহিয়া গিয়াছে। টাকার একটানা প্রচুর স্বচ্ছলতা ছাড়া বলিবার আর কোন কথা নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিদা মাত্র দিবার অধীকারে স্বল্প মেয়াদী ঋণের হ্রদের হার বোম্বাই ও কলিকাতার যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনার পূর্বের মতই অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কেবল মাত্র কোম্পানীর কাগজের দরে এবার কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে।

বিনিময় বাজারে এবার বর্ষ-শেষে যথারীতি কাজের ভীড় লক্ষিত হইয়াছিল। কিয়ৎ পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে। কিন্তু নতুন বৎসরের প্রারম্ভ হইতেই আবার যথাপূর্ব মন্দার ভাব চলিতেছে।

গত ৪ঠা জানুয়ারী তিন মাসের মেয়াদী ভারত সরকারের ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেন্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ২২৮০ আনা দরের সমুদয় এবং ২২৮০ আনা দরের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ৮/০ আনা ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ১১ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাই কেন্দ্রে বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অস্ত্রান্ত কেন্দ্রে ১০ই জানুয়ারী কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ভারত সরকারের ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেন্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী

১৪ই জানুয়ারী তারিখে এবং যে স্থলে ঐ তারিখ ছুটির দিবস সেখানে আগামী ১৩ই জানুয়ারী টাকা দিতে হইবে। অস্ত্রান্ত নিয়মাবলী পূর্ববৎ।

আগামী ১৩ই জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী আমায় সরকারের ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারে আবেদন বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত বোম্বাই ও কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে গৃহীত হইবে। যাহাদের টেন্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৫ই জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অস্ত্রান্ত সর্তাবলী পূর্বের মত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৪৩) তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮২৮ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮২০ কোটি ৫৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২২ কোটি ৬২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে পবর্নমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৩ লক্ষ টাকা; ইহার পূর্ব সপ্তাহে পবর্নমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অস্ত্রান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ১৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অস্ত্রান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| টেলি: ছত্তি (প্রতি টাকায়) | ১ শি: ৫৪½ পে |
| ঐ দর্শনী                   | ১ শি: ৫৪½ পে |
| ডি এ. ৩ মাস                | ১ শি: ৬৪½ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)     | ৩০২৮০        |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৭ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে যথেষ্ট কর্মচঞ্চল্য দেখা যায়। দীর্ঘ অবকাশের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণ অর্ডার জমিয়া না থাকিলেও ছুটির পর প্রথমারস্ত্রে যথেষ্ট তৎপরতা দেখা গিয়াছে। নতুন ক্রেতাও অনেক দেখা যাইতেছে। বাজারের অবস্থা মোটের উপর বেশ সন্তোষজনক। বৃদ্ধ পরিস্থিতির উন্নতিও বাজারের অবস্থার উন্নতি বিধানের কার্যে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ারের দরের উন্নতিই খুব বেশী উল্লেখযোগ্য। খনিসমূহে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শ্রমিক সমস্তারও অনেক উন্নতি হইয়াছে—এই সংবাদের ফলে সাধারণতঃ যে সকল কয়লা খনির শেয়ারের চাহিদা বেশী তাহাদের দর কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটকল-সমূহের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ এবং সজে সজে মূল্যও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজারের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক এবং বর্তমান অবস্থা বলবৎ থাকিলে দরের উর্দ্ধ গতিও বজায় থাকিবে।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজার বেশ তেজী ছিল। ৩১০ হ্রদের কোম্পানীর কাগজের দর ২২ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। তবে মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের দর বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। ৩৭ হ্রদের (১৯৬০-৬৫) ঋণপত্রের চাহিদা বেশ ছিল, উহার দর গিয়াছে ২২ টাকা। ৩৭ হ্রদের ডিক্লেজ বণ্ড (১৯৪২-৫২) ১০০/১০। ৩৭ হ্রদের (১৯৫০-৫৫) ২২৮/১০। ৪৭ হ্রদের (১৯৬০-৭০) ১১২৮০। ৫৭ হ্রদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৫৮/১০ দরে

বহু প্রশংসিত বিখ্যাত ঔষধ—  
স্বাস্থ্য, জ্ঞতি, যৌবন রক্ষায়  
“নিওটোন”

অব্যর্থ ফলপ্রসূ মর্হোবধ

৮ আউন্স—১৮০/০, ১২ আউন্স—২৮০/০

সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

প্রচারক—এস. ডেভী এণ্ড কোং

৪৪ সি, আমহাষ্ট, ষ্ট্রিট, কলিকাতা।



ইউনাইটেড  
ফার্মাশিয়ারাল  
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২, বঙ্গল এয়ারলেইন সেন্স, কলিকাতা।

চোখদান—

মিঃ জি, ডি, বিড়লা

ভাইস চেয়ারম্যান—

মিঃ এম, এ, ই-সাহাবী

আদারীকৃত মূলধন

১ কোটি টাকা

সাধারণ—

বোম্বাই, করাচী, হায়দ্রাবাদ

(সিদ্ধ) আমোদাবাদ, দিল্লী

ম্যানেজার—মিঃ ডি, আর, সোনালাকর

হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট-সমূহের ঋণপত্রের মধ্যে ৫৭ শতকের ইউ, পি (১৯৪৪) ১০১৫০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### ডিবেন্ডার

৩০ শতকের হাওড়া ব্রিজ ৯৯ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত আলোচ্য সপ্তাহে অন্য কোন ডিবেন্ডার ক্রয়বিক্রয় হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীসমূহের প্রেকারেন্স শেয়ারও বাজারে বেশ চাহিদাপ্য ছিল। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ দিয়া থাকে তাহাদের প্রেকারেন্স শেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল। পাট-কলের মধ্যে এম্পায়ার—১৬৬০, হাওড়া—১৭০০, ক্যালকাটা জুট—১৪৮, হুগুচাঁদ—১৭৫ টাকা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। অস্ত্রাশ্র শিল্পের মধ্যে এ্যালকেলী এণ্ড কেমিকেল—১৩২, ষ্টীল কর্পোরেশন—১৩০০, কুমারধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং—১২৫, ইন্ডো-বর্মী পেট্রোল—১১৩০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজারে তেজীভাব বলবৎ ছিল। ভারত ব্যাঙ্ক ১২২০, হিন্দুব্যাঙ্ক—৬০ ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদারীকৃত) ১২৫, (কন্ট্রি) ৪৯৭০, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১২৮০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক—২২০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলসমূহের শেয়ারের মূল্য স্থির ভাব দেখা গিয়াছে। কেবল মাত্র বেঙ্গল নাগপুর ছাড়া অন্য কোন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য নতুন করিয়া বৃদ্ধি পায় নাই। কানপুর টেক্সটাইল—১৩৫০, এলগিন—৮৯, নিউ-ভিক্টোরিয়া ১০০০, কেশোরাম—১৫০০, মহালক্ষী—৪৬৫০, মুইর মিলস্—২৭৫, জীবাবেন্দ্রাম—১৮০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লাখনির শেয়ার বাজারে তেজীভাব বৎবল ছিল। প্রায় সমস্ত খনির শেয়ারের দরই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এয়ামালগেমে-টেড—৪৩০ হইতে ৪৬০; বেঙ্গল—৫৭৫ হইতে

৫৯৫, বোকারো এণ্ড রামগড়—৩২ হইতে ৩৩০, বরাকর—২৭ হইতে ২৮৫০, সেন্ট্রাল কুরকেন্দ—২০০ হইতে ২৩৫০, ইকুইটেবল—৫১৫০ হইতে ৫৩৫০, কাটাল অরিয়্যা ৫৭০ হইতে ৫৮০, নিউ বীরভূম ৩১০ হইতে ৩২০০, রাণীগঞ্জ ৩৭০ হইতে ৩৯০ এবং ওয়েস্ট জামুয়া ৪১৫০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩০ হইয়াছে।

### পাটকল

কয়লা সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি এবং কার্য পরিচালনের নতুন বন্দোবস্তের ফলে আলোচ্য সপ্তাহে পাট কলের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে হাওড়া—৬৬৫০, আপড়পাড়া—২৭০, স্যাংলো ইণ্ডিয়া—৪০৮, বিড়লা—৪৫০, কোর্ট মাষ্টার—৭০২, গৌরীপুর ৮০৯, স্ত্রাশ্রাশ্র—৩০০, মেঘনা ৮৬, নদীয়া—১১৫, রামেশ্বরওয়া ১৬০, সুরা—১৫০, প্রেসিডেন্সী—৭০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইঞ্জিনিয়ার আয়রণ সস্তোষ-জনক হারে ইন্টারিম ডিভিডেন্ট দিবে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য ১০০ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬০ আনা হইয়াছে। ষ্টীল কর্পোরেশনের দরও কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ২৭৫ হইয়াছে। আর্থার বাটলারের দর ১৭৫ আনা হইতে এক চোটে বৃদ্ধি পাইয়া ২০০ আনায় উঠিয়াছে। ব্রেথওয়েট ১০০০, বাণ এণ্ড কোং ৩৮১, ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল—১৮, জেসপ এণ্ড কোং ২১০, কুমারধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং—২০০, সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ২০০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের চাহিদা খুব বেশী দেখা না গেলেও দুই একটি কোম্পানীর শেয়ারের দর কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেক এণ্ড কোং—২৮৫০, কানপুর—৪৪, মারে-ক্রমারী—২৩০০, নিউ সাতান—২২৫, রামনগর কেন এণ্ড স্ফার—১৩০, সমস্তিপুর—২০০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের চাহিদা মোটেই ছিল না। ডিমকুলী—৪৮০০,

সাপাই—২০০, নিউ তেরাই—২৮০, কিলিং জ্যালী—২৬০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### বিবিধ

এয়ালুমিনিয়াম কর্পোরেশন—২১, ক্যালকাটা আইস—১৬৫০, বি আই কর্পোরেশন—৬০, গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল—২৮০, রোটার ইণ্ডাস্ট্রিজ—৬৩, বর্মী কর্পোরেশন—৬০, ক্রমপুরা ডেভেলপমেন্ট—২৪০, ইণ্ডিয়া পেপার পান—২০০, টিটাগড় পেপার—২৭৫ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

### কোম্পানীর কাগজ

৩ শতকের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪২-৪২) ৩রা জাঃ—১০০০০; ৪ঠা—১০০৫০ ১০০৫০ ১০০০০। ৩ শতকের লোন (১৯৪৩-৪৫) ৩রা জাঃ—২২৫০; ৪ঠা—২২৫০ ২২৫০ ২২৫০; ৫ই—২২৫০। ৩ শতকের লোন (১৯৪৩-৪৫) ৩রা জাঃ—২৮০; ৪ঠা—২৮৫০ ২২। ৩ শতকের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৪ঠা জাঃ—১০২ ১০২০। ৩ শতকের কোম্পানীর কাগজ ৩রা জাঃ—২৭০০ ২৭৫০ ২৭৫০ ২৭৫০ ২৮; ৪ঠা—২৮০ ২৮০ ২৮০ ২৮০ ২৮০; ৫ই—২৮৫০ ২২ ২৮৫০ ২৮৫০। ৩ শতকের লোন (১৯৪৭-৪০) ৪ঠা জাঃ—১০৩০ ১০৩০। ৪ শতকের লোন (১৯৪০-৭০) ৫ই জাঃ—১১২০ ১১২৫০। ৫ শতকের লোন (১৯৪৫-৪৫) ৪ঠা জাঃ—১০৫০ ১০৫৫০ ১০৫৫০। ৫ শতকের ইউ পি (১৯৪৪) ৪ঠা জাঃ—১০১৫০।

### ডিবেন্ডার

৩০ শতকের (১৯৪৬-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ৪ঠা ২৮৫০ ২২।

### ব্যাঙ্ক

ভারত ৩রা জাঃ—১২০ ১২০০; ৪ঠা—১২১ ১২১০; ৫ই (ডেক) ৪ঠা—৫০; ৫ই জাঃ—৫০ ৫০। সেন্ট্রাল ৩রা জাঃ—৮৮। হিন্দ ৩রা জাঃ—৫৬; ৪ঠা—৫৬০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদারীকৃত) ৫ই জাঃ—১২৫০। রিজার্ভ ৩রা জাঃ—১২৬; ৪ঠা—১২৭; ৫ই—

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

নিম্নোক্ত

স্থাপিত—১৯৩৫

কোমঃ—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাজো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বার ষ্ট্রীট (কলিকাতা), বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইউ, পি)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম, বি, ঘোষ দস্তিদার।

## নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :  
কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস  
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট।

কলিকাতার অস্ত্রাশ্র শাখা :—

কলেজ ষ্ট্রীট, শ্রামবাজার ও বালীগঞ্জ।

আদারীকৃত মূলধন :—১০ লক্ষ টাকার উপর

ডিপোজিট

১ কোটি

ভারতের সর্বত্র উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রের বিল আদায়ের ব্যবস্থা এবং ডাকযোগে বা টেলিগ্রাম বরাবরে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

বাগদাদী ওরা আত্মদারী—১৩০। বেঙ্গল-  
নাপপুর ওরা আঃ—৩৫৫০; ৪ঠা—৩৫৫০ ৩৫৫০/  
৩৫৫০ ৩৫৫০ ৩৫৫০; ৫ই—৩৫৫০ ৩৫৫০/  
কানপুর টেক্সটাইল ৪ঠা আঃ—১৩০ ১৩০০/  
৫ই—১৩০ ১৩০ ১৩০ ১৩০/  
এলগিন  
মিলস্ ওরা আঃ—২০ ২০০ ৮২০০; ৪ঠা—  
২০০ ২০ ৮২০০; ৫ই—৮২০ ৮২০। কেশো-  
রাম ওরা আঃ—১৫৫০। মহালক্ষ্মী ওরা আঃ—  
৪৫০ ৪৫০; ৪ঠা—৪৫০ ৪৫০ ৪৫০। মুইর  
মিলস্ ওরা আঃ—৪৫৫ ৪৫৫; ৪ঠা—৪৫৫  
৪৫৫ ৪৫২ ৪৫৫। নিউ ভিক্টোরিয়া ওরা আঃ  
—১০০ ১০০ ১০০; ৪ঠা—১০০ ১০০;  
৫ই—১০০ ১০০; (প্রেক্ষ) ওরা আঃ—১০০  
১০০; ৪ঠা—১০০। শ্রীরাধেশ্বর ওরা আঃ—  
১৮০ ১৮০; ৪ঠা—১৮০ ১৮০; ৫ই—১৮০  
১৮০; (প্রেক্ষ) ওরা—১০৭; ৪ঠা—১০৭;  
৫ই—১০৭।

আর্থার বাটলার ঠাটা জাহ্নসারী—১৭৫০ ১৮/৫  
 হেই—১২০ ১২০ ১২০/০ ১০/০ ১২০/০ ১২৫/০  
 ১৪৫/০ ২০/০ । ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল ওরা  
 জা:—১৬৫/০ ১৬৫০ ; ঠাটা—১৬৫/০ ; হেই—  
 ১৬৫/০ ১৭০/০ ১৭/০ ১৭০ । ব্রিগেট এন্ড কোং  
 ওরা জা:—২৫০ ; হেই—২৫/০ ১০/০ ২৫০/০ ১০/০  
 ১০/০ ১০/০ । ব্রিটানিয়া ঠাটা জা:—১৬০/০  
 ১৬০ ১৬০/০ । বার্ণ এন্ড কোং ঠাটা জা:—৩৭০/০  
 হগলী ডকিং হেই জা:—৭২০ । ইন্ডিয়ান আয়রন  
 এন্ড ষ্টীল ওরা জা:—৩৪০/০ ৩৪৫ ৩৪৫/০ ৩৫/০  
 ৩৪৫/০ ; ঠাটা—৩৪৫ ৩৫/০ ৩৪৫/০ ৩৪৫/০  
 ৩৪৫/০ ৩৪০/০ ; হেই—৩৫০ ৩৫/০ ৩৫০/০  
 ৩৫০/০ ৩৫০/০ ৩৫০/০ । ইন্ডিয়া মেশিনারী ঠাটা  
 জা:—১০৫০ ; হেই—১০৫০ ; ( প্রেক ) ঠাটা—  
 ১০২/০ ; হেই—১০৮০ । জেনপ এন্ড কোং ওরা  
 জা:—২১০/০ ২১০ । কুমারধূবী ওরা জা:—২০  
 ২০/০ ; ঠাটা—২০ ; হেই—২০/০ ২০/০ ২০/০  
 ২০ । মার্শালস এন্ড কোং ওরা জা:—৪৫০ ৪৫/০ ;  
 ঠাটা—৪০/০ ৪০/০ । ভাশনাল আয়রন এন্ড ষ্টীল  
 ওরা জা:—১০০/০ ; ঠাটা—১০০/০ ১২০ ১২০/০  
 ১২০ ; হেই—১২০ । ভাশনাল স্ট্রু হেই জা:—  
 ১০০/০ । সারথ ওরা জা:—২৫০ । ষ্টীল কর্পোরেশন  
 ওরা জা:—২৭০/০ ২৭০/০ ২৭০/০ ২৭০ ; ঠাটা—  
 ২৭০/০ ২৭০/০ ২৭০/০ ২৭০ ২৭০/০ ২৭০/০  
 ২৭০ ; হেই—২৭০ ২৭০/০ ২৭০/০ ২৭০/০ ২৭০  
 ২৭০/০ ( প্রেক ) ওরা জা:—১২০ ; ঠাটা—  
 ১০০/০ আনা ।

আদমজী ওরা জাহ্নুয়ারী—৩০৮/০; ৪ঠা—  
৩৪৮/০। আগড়পাড়া ৪ঠা জাঃ—২৫১/০ ২৬/৩;  
৫ই—২৫০/০ ২৬/০। আলেকজেন্দ্রা ৪ঠা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ ডি, এন, চাটার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর



জা:—২২৪। এলায়েন্স ৪ঠা জা:—৪৪৫।  
 স্যাংগো ইন্ডিয়া ওরা জা:—৩২০; ৪ঠা—৩২৮।  
 এই—৪০০। অকল্যাণ্ড ওরা জা:—২৫২, ২৫০,  
 ২৫৫, ২৫১; ৪ঠা—২৬০, ২৫৮; এই—  
 ২৬১, ২৬২, ২৬১। ২৬২, ২৬৩। বালী ওরা  
 জা:—৩৪৫; ৪ঠা—৩৪৮, ২৪২; এই—৩৫৭,  
 ৩৫৪, ৩৫৭। বরানগর ৪ঠা জা:—১৭২।  
 ১৭০; এই—১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭।  
 বেলভেডিয়া এই জা:—৫২০, ৫২২, ৫২৫।  
 ভারত ৪ঠা জা:—৩০। ৩০০; এই—৩০৫।  
 রিডলা ওরা জা:—৪১০, ৪১০। বজ্রবজ ওরা  
 জা:—৪৩৫; ৪ঠা—৪৪৭; এই—৪৫৪,  
 ৪৫৫। ক্যালকাটা জুট এই জা:—৩৫০, ৩৬;  
 (প্রেক) এই—১৪৮। চম্পদানী ওরা জা:—  
 ২১৮; ৪ঠা—২১৭। ২১৮, ২১২, ২১২।  
 ২২০; এই—২২২, ২২৬। চিত্তভালসা ৪ঠা জা:  
 ২৪১। ২৪৫, ২৪৫; এই—২৫০। ক্লাইভ ৪ঠা  
 জা:—৩০, ৩০, ৩০; এই—৩০১। ৩০১।  
 ৩১, ৩১। ৩১। ক্রেইগ ৪ঠা জা:—৪১০;  
 এই—৪১। ৪১। ডালহৌসী এই জা:—২৮৫।  
 এম্পায়ার ৪ঠা জা:—৩০। কোর্টমহার এই জা:—  
 ৭০০, ৭০৮, ৭১৬ (প্রেক) ওরা জা:—১৮০।  
 কোর্ট উইলিয়ম এই জা:—৩১১, ৩১২ (প্রেক)  
 এই—১৮১। গ্যাংগে ৪ঠা জা:—৪৪৬; এই—  
 ৪৪৬, ৪৪৮, ৪৫০, ৪৫৩, ৪৫৪। গৌরীপুর ৪ঠা  
 জা:—৭২৬, ৮০০। হুগলী ৪ঠা জা:—২০।  
 হাওড়া ওরা জা:—৬৪১; ৪ঠা—৬৪১, ৬৫০,  
 ৬৫১। হুন্টন ওরা জা:—৩০০; (প্রেক)  
 এই—১৭৫। ইন্ডিয়া ওরা জা:—৪৪১;  
 ৪ঠা—৪৪৩, ৪৪০, ৪৪২; এই—৪৪৪, ৪৪৫;  
 ৪৪৬—৪৪৮, ৪৪৫, ৪৪৬। কামারহাটি ৪ঠা  
 জা:—৫৬৫, ৫৭০; এই—৫৭২, ৫৭৭।  
 কাকিনাড়া ৪ঠা জা:—৪৭৮, ৪৮০। কদারনাথ  
 ৪ঠা জা:—১৪; এই—১৪০, ১৪০। কিনিগন  
 এই জা:—৩৭৪, ৩৭৬। ল্যাংডাউন ৪ঠা জা:  
 —১২৮, ২৭০; এই—২৭২। লরেন্স ৪ঠা  
 জা:—৩০৫; এই (প্রেক) ওরা—১৬০; ৪ঠা  
 —১৭৩। মেঘনা ওরা জা:—৮১৫; ৪ঠা  
 —৮২, ৮২০, ৮৩, ৮৩০, ৮৩০। নৈহাটি  
 এই জা:—২২১। শ্রীশাল ৪ঠা জা:—  
 ২৮৫। নীলিমারা ৪ঠা জা:—২৪৫। নিউ  
 সেন্ট্রাল ৪ঠা জা:—৩২২, ৩২৪। নর্থকক এই  
 জা:—৩০। নদীয়া ৪ঠা জা:—১০৮, ১০৮।  
 এই—১১১, ১১২। প্রেসিডেন্সী ওরা  
 জা:—৬৫; ৪ঠা—৬৫, ৬৫; এই—৬৫,  
 ৬৫। ৭, ৭। ৭। রামেশ্বরওয়া ওরা জা:—  
 ১৬, ১৬০, ১৫০, ১৫০; ৪ঠা—১৬, ১৫০।  
 ১৫০; এই—১৬০। রিলায়েন্স (প্রেক) এই  
 জা:—১৭২; এই ৪ঠা—৬১০; এই—৬২০।  
 সুরা এই জা:—১৫০, ১৫০। শ্রীলঙ্কা-  
 নারায়ণ ওরা জা:—১২০, ১২০; এই—২০।  
 ট্যাংগার্ড এই জা:—২৪১, ২৪২। ইউনিয়ন ৪ঠা  
 জা:—৩২৮; এই—৪০৫, ৪০৮।

## রেলপথ

দার্জিলিং-হিমালয়ান ৪ঠা জা:—১১২। ১১২।  
 ডেরী-রোটার ওরা জা:—১৫। হাওড়া-আমতা  
 ওরা জা:—১১২। ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার ৪ঠা  
 জা:—১০৮।

## খনি

বিসরা স্টোন লাইম এই জা:—১২২। বাম্বা  
 কর্পোরেশন ওরা জা:—৩৫০, ৩৫০; ৪ঠা—৩৫০,  
 ৩৫০; এই—৩৫০, ৩৫০। কনসোলিডেটেড  
 টিন ৪ঠা জা:—২১। ইন্ডিয়ান কপার ওরা জা:—  
 ২৫০, ২৫০; ৪ঠা—২৫০, ২৫০। এই—  
 ২৫০। করণপুরা ডেভেলপমেন্ট ওরা জা:—  
 ২০০, ২০০; ৪ঠা—২০০, ২০০; এই—২১,  
 ২১। উড়িয়া মিনারেলস এই জা:—১২।  
 রোডেসিয়া কপার ওরা জা:—২০, ২০; ৪ঠা—  
 ২০, ২০; এই—২০, ২০।

## বিবিধ

এ্যালকালি এন্ড কেমিক্যাল (প্রেক) এই জা:—  
 ১৩২। এ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন ওরা জা:—  
 ২১০, ২১০; এই—২১, ২১। আসাম বেলল  
 সিমেন্ট ৪ঠা জা:—১৪, ১৩৫; এই—১৩৫।  
 বামারলরী ওরা জা:—৪২৫; ৪ঠা—৪২৭।  
 ৪৩০; এই—৪৩০। ব্রিটেনিয়া বিস্কুটস এই  
 জা:—১২১। বি আই কর্পোরেশন ওরা জা:—  
 ৬১, ৬১; ৪ঠা—৬১; এই—৬১, ৬১।  
 ডানলপ রবার এই জা:—৫৮। ইণ্ডো-বাম্বা  
 পেট্রল ওরা জা:—৬৮। জাশনাল সেক্ ডিপো-  
 জিট ওরা জা:—৩৫। নদীয়া ইন্ডিয়া অয়েল ৪ঠা  
 জা:—২২, ২২; এই—২১৫, ২২।  
 রোটার ইন্ডাস্ট্রিজ এই জা:—৩০, ৩০। শ্রী  
 ট্যানিসট্রি টি (অর্ড) এই জা:—৫০। ইউনাইটেড  
 ফ্লাওয়ার ৪ঠা জা:—৩০। ওয়ালফোর্ড ট্রান্স-  
 পোর্ট ওরা জা:—৩০।

## কাগজের কল

শ্রীগোপাল এই জা:—২৪, ২৩০। টিটাগড়  
 ওরা জা:—২৬০, ২৬০; ৪ঠা—২৬০, ২৬০;  
 এই—২৭, ২৭, ২৭, ২৭।

## চিনির কল

বলরামপুর ওরা জা:—১৬০, ১৬০; ৪ঠা—  
 ১৬০, ১৬০। কেরা এন্ড কোং (অর্ড)  
 ওরা জা:—২৮০, ২৮০; ৪ঠা—২৮০, ২৮০;  
 এই—২৮, ২৮। কানপুর ওরা জা:—৪৫;  
 ৪ঠা—৪৫; এই—৪৫। প্রতাপপুর এই জা:—  
 ২৪০; রামনগর কেন ৪ঠা জা:—১৩০; এই—  
 ১০, ১০। সমষ্টিপুর ওরা জা:—১৮০; এই—  
 ১২০। শীতলপুর ওরা জা:—১৬০। শ্রীম্বরাজ  
 জম্মু এন্ড কাশ্মীর ওরা জা:—২৪০। উই পি ওরা  
 জা:—৩৭০, ৩৭০; ৪ঠা—৩৭০; এই—  
 ৩৬০, ৩৭০।

## চা-বাগান

বানারহাট ওরা জা:—৮১০; ৪ঠা—  
 ৮০৫; এই—৮১০। বিশ্বনাথ ওরা জা:—  
 ৩৭০। সেন্ট্রাল কাছার ওরা জা:—১০২।  
 হাঁসকোয়া ওরা জা:—১৫০, ১৫০; এই—১৫০,  
 ১৫০। জয়বীরপুর ৪ঠা জা:—৩২০। সোনাই  
 রিভার এই জা:—২৫০। তেজপুর (অর্ড) এই  
 জা:—১৬। কিলিং ভেলী ওরা জা:—২৪০,  
 ২৪০; লুবা ৪ঠা জা:—১৫। মুরুল্লনী ওরা  
 জা:—৩০। গোপুর এই জা:—৩০। অটল ৪ঠা  
 জা:—১৪০ আনা।

## মহালক্ষ্মী কটন মিলস লিমিটেড

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে,  
 আগামী ২২শে জানুয়ারী তারিখ শনিবার অপরাহ্ন  
 ৩ ঘটিকার সময় কোম্পানীর ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রিট  
 (তেতলা) কলিকাতায় রেজিস্টারীকৃত অফিসে  
 নিম্নলিখিত কার্যাদির জন্য কোম্পানীর অংশীদার-  
 গণের একবিংশতিতম অধিনায়ী সাধারণ সভা  
 সমুষ্ঠিত হইবে—

- (১) ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে  
 বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের  
 ডিরেক্টরের রিপোর্ট এবং পরীক্ষিত  
 ব্যালান্সশীট ও লাভক্ষতির হিসাব  
 বিবেচনা ও গ্রহণ করা।
- (২) ১৯৪৩ সালের ১৫ই জুলাই ও উহার  
 পর যে মধ্যবর্তী লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে  
 তাহা মঞ্জুর করা এবং ১৯৪৩ সালের  
 ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর শেষ  
 হইয়াছে তৎসম্বন্ধে লভ্যাংশ ঘোষণা  
 করা।
- (৩) অবসর গ্রহণকারী ডিরেক্টর মিঃ এস  
 আর রায় চৌধুরীর স্থলে একজন ডিরেক্টর  
 নির্বাচিত করা। অংশীদারগণ ইচ্ছা  
 করিলে মিঃ এস আর রায় চৌধুরীকেও  
 পুনরায় ডিরেক্টর নির্বাচিত করিতে  
 পারেন।
- (৪) অবসর গ্রহণকারী ডিরেক্টর রায় বাহাদুর  
 ডব্লিউ সি দে বিশ্বাসের স্থলে একজন  
 ডিরেক্টর নির্বাচিত করা। অংশীদার-  
 গণ ইচ্ছা করিলে রায় বাহাদুর ডব্লিউ  
 সি দে বিশ্বাসকেও ডিরেক্টর নির্বাচিত  
 করিতে পারেন।
- (৫) চলতি বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ  
 করা এবং অডিটরের পারিশ্রমিক  
 নির্ধারিত করা।

১৯৪৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী হইতে ২৭শে  
 জানুয়ারী পর্যন্ত উভয় দিন সহ কোম্পানীর শেয়ার  
 ট্রান্সফার বহিস্কৃত বন্ধ থাকিবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে  
 এইচ দত্ত এন্ড লক্ষ্মী  
 ম্যানেজিং এজেন্টস্

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে বেশ তৎপরতার ভাব দেখা গিয়াছে। এই চড়তির মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ দুইটি কারণ। প্রথমতঃ কলিকাতার বাজারে বাহির হইতে পাট সরবরাহের পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার জন্য জোর চেষ্টা চলিতেছে এরূপ সংবাদও পাটের বাজারে ভরসা ভাব জাগ্রত করিয়াছে। মিলমালিকরা গত সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণে পাট খরিদ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা চড়া দামে পাট ক্রয় করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহেন। বিক্রেতা মহলও মফঃস্বলের নিয়মিত সরবরাহ সম্পর্কে অনিশ্চিত হইতে না পারায় নিশ্চিন্তে কাজকারবার চালাইতে পারিতেছেন না। ক্রেতা ও বিক্রেতা এই উভয় মহলেই ভবিষ্যতে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহার অপেক্ষার থাকার ভাব দেখাইতেছেন। আগামী মরশুমে পাটচাষ নিয়ন্ত্রিত হইবে কি না এবং নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে কি পরিমাণ অধিতে পাট চাষের অসুবিধা দেখা হইবে সেই সব প্রশ্ন আলোচনা করিবার জন্য নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক আলোচনা বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে কোনরূপ আগাম অভিমত প্রকাশ না করাই বিধেয়।

আলোচ্য সপ্তাহে আলপা পাটের বাজারেও কাজকারবারের পরিমাণ প্রচুর হইয়াছে। অবশ্য দর বেশী চড়িয়া যাওয়ার সপ্তাহের শেষ ভাগে মিলওয়ালারা প্রথম দিকের ভ্রায় তেমন ক্রয় করেন নাই। এবার ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম বণ্যক্রমে ১৫০ ও ১২০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। সপ্তাহের শেষে দর আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে আশাহুস্রণ ক্রয়বিক্রয় হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহের থলে ও চটের বাজারে একটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। থলে ও

চটের দর একটা সঙ্কীর্ণ পঞ্জীর মধ্যে ঘন ঘন উঠা-নামা করিয়াছে। এবার ২নং পোর্টার চটের সকল শ্রেণীর দর ছিল ২১০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নম্বর ২৮০ আনা, জানুয়ারী ২৮০ ও জানুয়ারী-মার্চ ২৮০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজার বেশ তেজী ছিল। সোণার বাজার ও শেরার বাজার চড়তি থাকার জন্যই এবার তুলার দরে উর্ধ্বগতি দেখা গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও একটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। তুলা চাষের অঞ্চল-সমূহ হইতে প্রতিকূল আবহাওয়ার সংবাদ আসিয়াছে। গত ৬ই জানুয়ারী বাজার বন্ধের মুখে বরিলি জানুয়ারী ৪৮৪০ আনার ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহার দর ছিল ৪৬৪০ আনা। বরিলি মার্চ ও মে-এর দর গত সপ্তাহের ৪৬৭০ আনা ও ৪৬৮০ আনার তুলনায় এবার ছিল যথাক্রমে ৪৭৮০ আনা ও ৪৭৮০ আনা।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে এবার মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাজকারবার বৎসান্বিত হইয়াছে। ছাপ না দেওয়া বস্ত্রের বিক্রয় সমস্তর দরুণ বাজারে সাময়িকভাবে মালের ঘাটতি দেখা যাইবে বলিয়া অনেকে অসুস্থান করিয়াছিলেন। বস্ত্রতঃ তাহা হয় নাই এবং বস্ত্রের দর বাড়িয়া দিয়া ফাঁকতালে দু' পরয়া করিয়া লইবার সুযোগ ব্যবসায়ীরা পান নাই। এই মালের শেষ ভাগে অ-চিকিত্ত বস্ত্রাদি চিকিত্ত করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থাপিত করা হইবে। সুতরাং শীঘ্র বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে মোটামুটি স্থিরতার ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ পঞ্জীর মধ্যে মূল্যের ওঠানামা অবশ্য কিছু কিছু লক্ষ্য করা গিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সোণার বিক্রয় দর কিছু হ্রাস না করিলে সোণার বাজারে

উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আশা করা যায় না। গত ৭ই জানুয়ারী কলিকাতা বাজারে প্রতি ভরি সোণার দর ৭২১/০ এবং গিনি প্রতি খণ্ডের দর গিয়াছে ৫০০/০ আনা।

## রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে খুব তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে এবং যে হারে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাকে উল্লেখযোগ্যই বলিতে হয়। সরবরাহ কম অথচ চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পূর্ব সপ্তাহের দর অপেক্ষা প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ৫ টাকা বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে রেডি রূপার সর্বোচ্চ দর গিয়াছে ১১২৫০ আনা। সেই স্থলে কলিকাতা বাজারের দর ছিল ১১৮০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই।

শোলোকভের বিখ্যাত উপন্যাস  
The Don Flows Home To The  
Sea-এর অনুবাদ

## সাগর সংগমে ডন নদী

অনুবাদক—সুধীন্দ্রনাথ সরকার

সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটল সহ সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠার  
সুবহুৎ গ্রন্থ (মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান—

ভাষানাল বুক এজেন্সী

১২, বকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট,

বর্ধমান পাবলিশিং হাউস

৭২, হারিসন রোড

পুরবী পাবলিশিং

৭২, হারিসন রোড

এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পুস্তকালয়

প্রকাশক

শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী,

২০৩৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[ এই লেখকের অনূদিত ডন নদীর গতি-  
পথে-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত ]

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি  
সকল অবস্থাতেইআপনাদের  
সেবা করিতে  
প্রস্তুত

হেড অফিস:—

৩ ও ৪ হেরার ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

ফোন: কলিকাতা ৬১১

শাখাসমূহ:—

ঢাকা, কালিম্পাং,  
শিলিগুড়ী, শান্তিপুর,  
রাজসাহী, বালী, বগুড়া,  
কুসনগর, তারকেশ্বর ও  
রাণাঘাট।

শ্রামবাজার শাখা গত ৩রা ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—মিঃ এস. কে. চক্রবর্তী

## ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ব

স্বল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী  
(Schemes)

কতকগুলি স্থানে টীক এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে

ম্যানেজারের মিকট আবেদন করুন।

জনসেবায়—

**বঙ্গবন্ধু**

ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্তমুনাথ ভট্টাচার্য

জাতীয়তায়—

**বঙ্গবন্ধু**

ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী, সোমবার, ১৯৪৪

৩৫শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                      | পৃষ্ঠা | বিষয়                                  | পৃষ্ঠা |
|----------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ            | ৮২৯-৩০ | ভারতের রাষ্ট্রাঘাট-উন্নয়নের পরিকল্পনা | ৮৩৪-৩৫ |
| রেশনিং ও জনস্বার্থ         | ৮৩১    | আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর                | ৮৩৬-৪৫ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ           | ৮৩২    | পুস্তক-পরিচয়                          | ৮৪৫    |
| ব্যক্তি ব্যবসায়ের সংস্কার | ৮৩৩    | কোম্পানী প্রসঙ্গ                       | ৮৪৬    |
|                            |        | বাজারের হালচাল                         | ৮৫৮-৫৯ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### ইনফ্লেশন প্রশমনে অর্থনীতিবিদদের নির্দেশ

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের মাজাজ অধিবেশনে কতিপয় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেশের ইনফ্লেশন সমস্যা নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ভারতে ইনফ্লেশন মারাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করায় উহা প্রশমনের উপায় সম্পর্কে ও উহার কুফল হইতে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা সম্পর্কে দেশের হিতকামী ব্যক্তিমাতেই বর্তমানে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। কিন্তু এই জটিল বিষয়ে সময়োচিত নির্দেশ দেওয়ার মত যোগ্যতা দেশের অর্থনীতিবিদদের ভিতর যেরূপ আশা করা যায় সেরূপ আর কোন শ্রেণীর লোকদের ভিতর আশা করা যায় না। কাজেই মাজাজ সম্মেলনে ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ ইনফ্লেশন প্রশমনের উপায় সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন দেশের গবর্নমেন্ট ও দেশবাসীর নিকট তাহা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। উক্ত সম্মেলনের বিশদ কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায় নাই। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট হইতে আমরা ইনফ্লেশন প্রশমন সম্পর্কে কতিপয় অর্থনীতিবিদদের উক্তি ও নির্দেশ নিয়ে উল্লেখ করিলাম।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জ্ঞানচাঁদ তাঁহার বক্তৃতায় ইনফ্লেশন প্রশমনের জ্ঞান এদেশে গবর্নমেন্ট ও জনসাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যনীতির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সামগ্রিক যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জ্ঞান জনসাধারণের সামগ্রিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সেই সহযোগিতার অভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই যুদ্ধের সময়ে ইনফ্লেশন এত মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যুদ্ধপ্রচেষ্টায় জনসাধারণের প্রকৃত সহযোগিতা পাইতে হইলে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ত্রুটি হওয়া গবর্নমেন্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। মিঃ সত্যনারায়ণ রাও এক বক্তৃতায় বলেন, এদেশে ইনফ্লেশন দমন করিতে হইলে একদিকে সঞ্চয় ও ঋণ ক্রয়ের বাধ্যকরী নীতি প্রয়োগ করা এবং অপরদিকে সহর অঞ্চলের কতিপয় শ্রেণীর লোকের আয় দুই হাজার টাকায় সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা গবর্নমেন্টের পক্ষে সঙ্গত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিসার্চ ডিরেক্টর ডাঃ বি কে মদন এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলেন, যদি দেশে প্রচুর পরিমাণে আবশ্যকীয় জব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় এবং খাজদ্রব্য ও বস্ত্রাদি সম্পর্কে যদি সুবটনের নীতি অনুসৃত

হয় তবে সমস্ত জটিলতা অচিরেই অর্ধেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। 'ইষ্টার্ন ইকনমিস্ট' পত্রের সম্পাদক ডাঃ পি এস লোকনাথন এক বক্তৃতায় বলেন, এদেশে যুদ্ধপ্রচেষ্টা পরিচালনার সুবিধার্থ গবর্নমেন্ট মুদ্রাপ্রসারণকে একটি অবলম্বনীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই নীতির ফলেই এদেশে ইনফ্লেশন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইনফ্লেশনের জ্ঞান যুদ্ধপ্রচেষ্টার নিমিত্ত জিনিষপত্র সংগ্রহ করা গবর্নমেন্টের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ আজ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী হইতে কতক পরিমাণে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। গবর্নমেন্ট যদি আগে লোকের শ্রম্য দাবী-দাওয়া পূরণ করিয়া পরে বাকী জব্যসামগ্রী যুদ্ধপ্রচেষ্টার কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন তবেই ইনফ্লেশনের বর্তমান কুফল প্রতিহত হইতে পারে, নতুবা তাহা কঠিন। অপর একজন অর্থনীতিবিদ এদেশে ইনফ্লেশন প্রশমনের জ্ঞান ভারত ও মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের লীজ-লেণ্ড বা ইজারা ও ঋণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা পরিবর্তিত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন।

অর্থনীতিবিদদের উপরোক্ত নির্দেশ আমাদের মতে বর্তমান অবস্থায় বিবেচনা করিয়া

দেখিবার যোগ্য। ইনফ্লেশন প্রশমনের জন্ত রাজনৈতিক সমস্তা সমাধানের কথা উত্থাপন করিয়া ডাঃ জ্ঞানচাঁদ দেশের মূল গলদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাজনৈতিক সমস্তার সমাধান ছাড়া ইনফ্লেশন প্রশমনের বিধি-ব্যবস্থা ভালভাবে কার্যকরী করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ডাঃ লোকনাথন প্রথমে দেশের জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় অব্যাসামগ্রী সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দিয়া পরে সমর প্রচেষ্টার জন্ত বাকী অব্যাসামগ্রী নিয়োগ করার যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহাও আমাদের নিকট খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে হইয়াছে। এইভাবে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের যোগান সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিধান করিতে না পারিলে ইনফ্লেশনের মারাত্মক কুফল হইতে সাধারণের স্বার্থরক্ষা করা বাস্তবিকই কঠিন।

#### বস্ত্র-শিল্পের সম্প্রসারণ

বোম্বাই মিলওনাস এসোসিয়েশন সম্প্রতি তাঁহাদের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের কাপড়ের কলগুলি সম্পর্কে গত ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত এক বৎসরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গত ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৩৯৬টি। বর্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা বাড়িয়া ৪০১টি দাঁড়াইয়াছে। এই ৪০১টি কাপড়ের কলের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশে দুইটি, বাঙ্গলায় দুইটি, বোম্বাইয়ে ১টি এবং দিল্লীতে ১টি কলের (মোট ৬টি) কাজ আলোচ্য বৎসরে অংশতঃ বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। গত ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহের সমষ্টি-কৃত আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা বাড়িয়া ৪৮ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। প্রদেশগুলির মধ্যে বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলগুলির আদায়ী মূলধন এবার ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজপুতন, বাঙ্গলা ও যুক্তপ্রদেশে তাহা যথাক্রমে ৩০ লক্ষ, ২৮ লক্ষ ও ১৩ লক্ষ টাকা করিয়া বাড়িয়াছে। তাঁত ও টাকুর দিক দিয়া বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায়, গত ১৯৪১-৪২ সালে যে স্থলে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে তাঁত ও টাকুর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ও ৯৯ লক্ষ ৬১ হাজার সেস্থলে আলোচ্য বৎসরে তাহা যথাক্রমে ২ লক্ষ ১ হাজার ও ১ কোটি ১ লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে কাপড়ের কলের টাকুর সংখ্যা এবার এইরূপ বাড়িয়াছে— বোম্বাই প্রদেশ ২৭ হাজার, মাদ্রাজ ৩০ হাজার

যুক্তপ্রদেশ ২৯ হাজার, বাঙ্গলা ৪ হাজার ও দিল্লী প্রদেশ ১ হাজার। মোট ২ লক্ষ ১ হাজার তাঁতের মধ্যে গড়ে প্রত্যহ ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকুতে দিনের বেলায় কাজ চলিয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে দেশী ও বিদেশী মোট ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার বেল তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে সেই স্থলে ৪৮ লক্ষ ৯ হাজার বেল তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব বৎসর মিল-গুলিতে গড়ে প্রত্যহ দিনের বেলায় ৪ লক্ষ ৮ হাজার শ্রমিক কাজ করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে কার্যরত শ্রমিকের সংখ্যা ৫ লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই সব বিবরণ দেখিয়া ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহের উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। হুঃখের বিষয় এই যে, যুদ্ধের সময়ে বস্ত্র-শিল্পের এই সম্প্রসারণের সঙ্গে দেশের সাধারণ বস্ত্র ব্যবহারকারীদের সুখসুবিধার কোন যোগ নাই। সামরিক সাজসরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে মিলসমূহের কার্যধারা এত বেশীমাত্রায় নিয়োজিত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহারা সাধারণের ব্যবহার্য ধুতি বিশেষ কিছু উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। ফলে বস্ত্রের দুস্প্রাপ্যতা ও দুর্খূল্যতার জন্য জনসাধারণের হুঃখহৃদশা আজ অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের লোকের স্বার্থ দেখিতে হইলে এদিক দিয়া একটা প্রতিকারোপায় বিধান করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

#### স্বর্ণ বিক্রয়ের নীতি

ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে কিছুকাল যাবৎ এদেশে যে স্বর্ণ বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন ভারতীয় অর্থনৈতিক সংশ্লেষনে এক বক্তৃতায় অধ্যাপক সি এন ভকিল তাহার স্বরূপ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, যেকোন চড়া মূল্যে এই স্বর্ণ বিক্রয় করা হইতেছে তাহা বর্তমান অবস্থায় কতদূর সঙ্গত সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু ইনফ্লেশন প্রশমনে যে এইভাবে স্বর্ণ বিক্রয়ের একটা সার্থকতা রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই ইনফ্লেশনের বাজারে এক শ্রেণীর লোকের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ অর্থের কতকাংশ নিয়োগ করিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্তমানে স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন। এইভাবে বেশী মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করা প্রকারান্তরে একটা ট্যাক্স দেওয়ারই সামিল। কাজেই স্বর্ণ বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িলে দেশে ইনফ্লেশনের কুফলও ততটুকু পরিমাণে বিদূরিত হইবে। লোকের বদ্ধিত ক্রয়ক্ষমতা বিশেষভাবে সাধারণের ব্যবহার্য পণ্যজব্য ক্রয়ে নিয়োজিত হওয়ায় এতদিন তাহাদের মূল্য ক্রমাগত চড়িয়া উঠিয়াছিল। লোকের অতিরিক্ত আয় কতক পরিমাণে স্বর্ণ ক্রয়ে নিয়োজিত হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির গতি তদনুপাতে নিয়ন্ত্রিত হইবে। আর দেশের দরিদ্র জনসাধারণ উহার ফলে অপেক্ষাকৃত কম দরে জিনিষপত্র কিনিবার সুযোগ পাইবে।

তবে মিঃ ভকিল বলেন যে, কোথা হইতে স্বর্ণ আনা হইতেছে এবং কি পরিমাণে উহা বিক্রয় করা হইবে গবর্ণমেন্ট তাহা খোলাখুলি প্রকাশ না করায় সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ও রহস্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে স্বর্ণ বিক্রয় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সম্বন্ধে ভারত সরকারের অর্থসচিব এ বিষয়ে কোন কথা প্রকাশ করিতে চান নাই। বোম্বাইয়ের বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ছাপ রহিয়াছে। উহাতে তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের চালানী স্বর্ণ বলিয়াই অমু্যমিত হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনিগুলির অধিকাংশই ব্রিটিশীদের। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সেই স্থান হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া কতক পরিমাণে তাহা ভারতের জন্ত প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধের সময়ে মিত্রপক্ষ ইতিপূর্বে বিমানযোগে চীনদেশে স্বর্ণ প্রেরণ করিয়াছেন। খুব সম্ভব সেইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতেও ভারতবর্ষে স্বর্ণ পাঠান হইতেছে। মিঃ ভকিলের ধারণা, সামরিক মালপত্র ক্রয়ের সুবিধার্থ ভারতে টাকা তুলিবার জন্তই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এদেশে উপরোক্তভাবে স্বর্ণ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকারের জন্ত ভারতে মালপত্র কিনিবার সুবিধার্থ এদেশের গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের শুরু হইতে ষ্টালিংয়ের ভিত্তিতে ক্রমাগত নোট ছাড়িতেছেন। উহার ফলেই ভারতে ইনফ্লেশনরূপ মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকার যদি এদেশে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিবার ব্যবস্থা করেন তবে নোট ছাপিবার রীতি কতক পরিমাণে বন্ধ হইয়া ইনফ্লেশন দমনে তাহা কিছু মাত্রায় সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যাপক ভকিলের মতে ইহাতে ভারতের ক্ষতির আশঙ্কাও রহিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে বর্তমানে যে স্বর্ণ বিক্রয় করা হইতেছে তাহার দর সাধারণ সময়ের তুলনায় খুবই বেশী। লোকের নিকট এইরূপ বেশী দরে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে তাহা যদি ভারত গবর্ণমেন্ট পাইতেন তবে উহাতে বিশেষ কোন আপত্তির কারণ থাকিত না। কিন্তু বর্তমানে যে স্বর্ণ ছাড়া হইতেছে তাহা ব্রিটিশ সরকারের চালানী স্বর্ণ। কাজেই চড়া মূল্যের যাবতীয় লাভও শেষ পর্যন্ত তাহারাই পাইবেন। এই কারণেই স্বর্ণ বিক্রয়ের বর্তমান কার্যনীতি এদেশের লোকেরা তেমন সমর্থন করিতে পারিতেছে না।

স্বর্ণ বিক্রয়ের কার্যনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক সি এন ভকিলের এই মন্তব্য আমরা খুব সূচিস্থিত বলিয়াই মনে করি। এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া লোকের মনে যে সন্দেহ ও আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহাতে ভারত গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে একটা খোলাখুলি বিবৃতি তাহারা সত্যতঃই দাবী করিতে পারে।

## রেশনিং ও জনস্বার্থ

বহু পূর্বে হইতে কলিকাতা সহরে রেশনিং প্রবর্তনের সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াও বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা অযথা টালবাহানা করিয়া এবিষয়ে সময় নষ্ট করিতেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ৩১শে জানুয়ারী মধ্যে রেশন ব্যবস্থা বলবৎ করিবার জন্য জরুরী ছকুমনামা জারী করায় সম্প্রতি এ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের চৈতন্য হইয়াছে। তাহারা ঘোষণা করিয়াছেন ঐ তারিখ হইতেই তাহারা কলিকাতায় রেশন ব্যবস্থা কায়েম করিবেন। বহু বিলম্বের পর এতদিনে রেশনিং প্রথা বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু রেশনিং সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে ত্রুটি হইয়াছেন তাহা শেষ পর্য্যন্ত কতদূর পরিমাণে জনস্বার্থের অনুকূল হইবে সে বিষয়ে আমাদের মনে আজ সন্দেহ জাগিয়াছে।

প্রথমে লোকের মাথাপিছু খাদ্যদ্রব্যের বরাদ্দ ও তাহা সরবরাহ সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার কথাই আলোচনা করা যাউক। বাঙ্গলা সরকারের রেশনিং কন্ট্রোলার সম্প্রতি এক সংবাদপত্রে প্রতিনিধির নিকট জানাইয়াছেন যে, আগামী ৩১শে জানুয়ারী হইতে রেশন কার্ডের ভিত্তিতে তাহারা এ সহরের অধিবাসীদিগকে প্রতি পূর্ণবয়স্ক লোক পিছু সপ্তাহে ৩৯ সের ও ছুই বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক শিশুদের প্রতিজনে পৌনে দুই সের হিসাবে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবেন। তবে লোকের দাবী অনুযায়ী তাহাদিগকে ঐ পরিমাণে চাউল পাওয়ার সুবিধা দেওয়া হইবে না। চাউল ও আটা এই দুইটি মিলাইয়া হারাহারিভাবে সাধারণকে ঐ বরাদ্দ অনুযায়ী সরকার-নির্দিষ্ট দোকান হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে। প্রতি পূর্ণবয়স্ক লোক তাহার সাপ্তাহিক বরাদ্দ আদায় করিতে গিয়া দোকান হইতে মাত্র ২ সের করিয়া চাউল পাইবে। চাউলের সঙ্গে ১৯ সের আটা দিয়া তাহার মোট বরাদ্দ ৩৭ সের পরিপূরণ করা হইবে।

রেশনিংয়ের জন্য গবর্ণমেন্ট লোকের মাথাপিছু খাদ্যদ্রব্যের (চাউল ও আটা) পরিমাণ আধারের হিসাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যের এই ছুপ্রাপ্যতার দিনে সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলিবার নাই। যাহারা বেশী পরিশ্রম করিয়া থাকে, পারিবারিক বরাদ্দ

হইতে তাহাদের অতিরিক্ত দাবী কতক পরিমাণে পোষাইয়া লওয়া হয়ত অসম্ভব হইবে না। কিন্তু উপরোক্ত বরাদ্দ অনুযায়ী এ সহরের বাঙ্গালী অধিবাসীদিগকে পুরামাত্রায় চাউল পাওয়ার সুবিধা না দিয়া তাহাদিগকে কিছু পরিমাণে আটা কিনিতে বাধ্য করা হইবে বলিয়া রেশনিং কন্ট্রোলার যে সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। চাউলই বাঙ্গালীর সাধারণ খাদ্য। আটা খাইতে তাহারা এখনও অভ্যস্ত হয় নাই। অনভ্যাসের ভিতর রীতিমত আটা খাইতে গিয়া ইতিপূর্বে অনেক ক্ষেত্রে লোকের শারীরিক বিপত্তিও ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এই অবস্থায় তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে চাউলের পরিবর্তে কিছু পরিমাণ আটা ব্যবহার করিতে বাধ্য করা খুব অসুচিৎ বলিয়াই মনে হয়। ভাতের চেয়ে আটা অনেকাংশে সারবান, সে হিসাবে বাঙ্গালী কিছু পরিমাণ আটা খাইয়া অভ্যস্ত হউক ইহা আমরা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া এ বিষয়ে তাহাদিগকে রীতিমত বাধ্য করিতে যাওয়া সম্ভব নহে। সরকারী দোকানে গবর্ণমেন্ট প্রচুর পরিমাণে আটা রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। চাউলের তুলনায় উহার দামও অপেক্ষাকৃত কম। ইহাতে লোকে তাহাদের সুবিধা ও অভিক্রটি অনুযায়ী দোকান হইতে চাউলের পরিবর্তে কিছু পরিমাণ আটা অবশ্যই কিনিতে চাহিবে। কিন্তু লোকের প্রয়োজন ও ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেককে কমপক্ষে দেড় সের আটা ব্যবহারে বাধ্য করা একটা অসঙ্গত জুলুম ছাড়া আর কি হইতে পারে? এই ভাবে বাঙ্গালীর জাতিগত অভ্যাস ও সংস্কারের উপর অযথা হস্তক্ষেপ না করিয়া বাঙ্গলা সরকারের কর্তব্য রেশনিং ব্যবস্থার আমলে তাহাদিগকে তাহাদের বরাদ্দ অনুযায়ী পুরামাত্রায় চাউল পাওয়ার সুবিধা দেওয়া। তাহা না হইলে এ সহরের রেশনিং ব্যবস্থা লোকের মনঃপূত হইবে না বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

রেশনিংয়ের আমলে যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে তাহার গুণাগুণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট এখনও কোন কিছু প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না। রেশন ব্যবস্থা চালু করিবার পূর্বে আমাদের মতে সে বিষয়েও একটা স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারিত

হওয়া উচিত। কলিকাতা সহরে 'কন্ট্রোল' দোকান হইতে বর্তমানে যে চাউল, আটা ও ডাল সরবরাহ করা হইতেছে তাহার ভিতর ভেজালের আধিক্য খুবই বেশী। 'কন্ট্রোল'র চাউল যেমন মোটা তেমনই পাঁচমিশালী ধরণের। উহাতে পথের ও ধূলাবালির প্রাচুর্য্য দেখিয়া গৃহস্থ ঘরের অন্তরমহলে ইতিমধ্যেই 'ত্রাহি মধুসূদন' রব উঠিয়াছে। আটার ভিতর ভূষি থাকায় শরীরের পুষ্টি সাধনের বদলে তাহা নিতান্ত অপরিপুষ্টিরই কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। 'কন্ট্রোল'র দোকান হইতে ছয় আনা সেরের ডাল কিনিয়া সিদ্ধ না হওয়ার দরুণ তাহা ত শেষ পর্য্যন্ত অনেককে ফেলিয়াই দিতে হইতেছে। রেশনিং বলবৎ হওয়ার পর গবর্ণমেন্ট যদি খাদ্য সম্পর্কে সুব্যবস্থার নামে জনসাধারণকে এই শ্রেণীর চাউল, আটা ও ডাল সরবরাহ করিতে থাকেন তবে লোকের দুঃখহৃদ্যতার আর কোন সীমা থাকিবে না। জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে এ বিষয়ে পূর্ব হইতেই একটা সমুচিত প্রতিকারোপায় বিধান করা কর্তব্য। নতুবা রেশনিংয়ের ফলে লোকের সুবিধা হওয়ার পরিবর্তে উহাতে অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলার মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে।

গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী ৩০শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতা সহরে কোন লোক মাথাপিছু এককালীন ১ মণ ১৬ সেরের বেশী পরিমাণ চাউল ও আটা (একত্রে) মজুত রাখিতে পারিবে না। গত ১৫ই জানুয়ারীর পূর্বে যাহাদের হাতে উপরোক্ত পরিমাণের চেয়ে বেশী খাদ্যদ্রব্য মজুত ছিল তাহাদিগকে ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাইজের নিকট সে সম্পর্কে একটা বিবৃতি দাখিল করিতে হইবে। সেই বিবৃতি পাইয়া ডিরেক্টর মহোদয় তাহাকে ভবিষ্যতে ঐ বাড়তি খাদ্যদ্রব্য রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ হস্তান্তরিত খাদ্যদ্রব্য যথোচিত পরিমাণে হ্রাস না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন গৃহস্থকে রেশনিং ব্যবস্থা অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে না। এই ব্যবস্থার সঙ্গে গবর্ণমেন্ট আগামী ৩১শে জানুয়ারী হইতে রেশন কার্ড ছাড়া অন্য কোনভাবে বাজার (৮৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

পোল্যান্ডের অভ্যন্তরে লাল ফৌজের অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ষাটি সাণি নাৎসী বাহিনীর হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। রডনোও বেরোও হইবার উপক্রম হইয়াছে। শ্বেত রুশিয়ায় জেনারেল রঙ্গোসোভস্কির সৈন্যবাহিনী জার্মান ব্যাহ ভেদ করিয়া মোজি ষাটির এগার মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেপেতোভা রেলওয়ে-কেন্দ্র রক্ষার জন্য জার্মানরা আগ্রাণ লড়াই চালাইতেছে। জেনারেল ভাহুতিনের বাহিনী ছুঁবার বেগে এই স্থানের দশ মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। বিপন্ন ওডেশা-ওয়ারিশ-বালিন রেলপথ রক্ষা করার জন্য জেনারেল ম্যানস্টেইন যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এই রেল লাইন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে নীপার বাকের ও দক্ষিণাঞ্চলের অস্থায়ী রণাঙ্গনের বহু সংখ্যক নাৎসী সৈন্য সোভিয়েট বেড়া-জালে আটক পড়িয়া যাইবে। ভিট্‌বের্স অঞ্চলেও শীতকালীন অভিযানের দাবাশি জলিয়া উঠিয়াছে। বালিনের সরকারী মহল হইতেই জানান হইয়াছে যে, রাশিয়ানরা ভিট্‌বের্স-এর উত্তর-পশ্চিমে নাৎসী ব্যাহ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে এবং যুদ্ধ এখন জার্মান রণাঙ্গনের পশ্চাৎভাগে চলিতেছে। অধিকন্তু লাল পল্টন রেটিংসার পশ্চিমের জার্মান আত্মরক্ষা ব্যাহও ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আর একটি সংবাদে প্রকাশ, সুদীর্ঘ নীরবতার পর ক্রিমিয়ার কার্চ ষাটির অদূরে সোভিয়েট বাহিনী সাকলোর সহিত উপকূলে অবতরণ করিয়া সুদূর ষাটি গাড়িয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ক্রিমিয়া হইতে জার্মানদের স্থলপথে পলায়নের পথ বহু আগেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণসাগরের সমুদ্র-পথও বাধা-বিপত্তির আকাশপথ ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর নাই। এবার কার্চ অভ্যন্তরে এলাস্কার সোভিয়েট অভিযান ক্রিমিয়ার ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে আর অবরুদ্ধ নাৎসী সৈন্যদের হয় শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাইয়া প্রাণ দিতে হইবে, নয় ত বা অবরোধের চাপে আত্মসমর্পণ করিয়া বাঁচিতে হইবে। এক-কথায় লেলিনগ্রাড অঞ্চল হইতে কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত সুবিশাল রুশ রণাঙ্গনে জার্মানীর ব্যাপক ভাগ্য বিপর্যয় সূত্র হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পোল্যান্ডে সোভিয়েট অগ্রগতি লইয়া ওদিকে বেশ গোলযোগ পাকাইয়া উঠিতেছে। এই বিষয়ের কিছুটা আভাস আমরা গত সপ্তাহে দিয়াছিলাম। খানকয়েক মার্কিং ও বিলাতী পত্রিকা লগুনে জীয়াইয়া রাখা রাষ্ট্রদূত পোলিশ গবর্নমেন্টের সুরে বেশ খানিকটা সুর মিলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য ট্রেটবুটেন ও মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মহল এই বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। লগুনে রাজ্যহারা পোলিশ গবর্নমেন্টের ঘনঘন গোপন বৈঠক বসিতেছে। সোভিয়েট প্রস্তাবে তাহাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নাকি শীঘ্রই জানান হইবে।

ইতালীর রণাঙ্গন তথৈবচ। রোম নগরী যে কতদিনে মিত্রপক্ষের করতলগত হইবে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি দেখিয়া সামরিক বিজ্ঞানে একেবারে অনভিজ্ঞ আমরা তাহার কোন জবাব খুঁজিয়া পাই না। তবে অচিরে যে কিছু হইবে না তাহা জেনারেল আইশেন-হাওয়ার, জেনারেল মন্টগোমারী প্রমুখ সামরিক ধুরন্ধরগণের বচনভঙ্গী হইতেই ইতিপূর্বে আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

যুগোস্লাভিয়ায় নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজোহী গণবাহিনী সাকলোর সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মিত্রপক্ষ তিতো গবর্নমেন্টকে পুরাপুরি মানিয়া লইলেও এতা-বৎ জার্মানীর হায় শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে আধুনিক সংগ্রামে লিপ্ত যুগোস্লাভ গণবাহিনীর সময়োচিত সাহায্যের তথা নিজেদের ভবিষ্যৎ সুবিধার জন্য ঐ হুভাগ্য দেশের উপকূলে পর্যাপ্ত সৈন্য ও সমরোপকরণ লইয়া অবতরণ করিতেছেন না।

রাজধানী বালিন ও বিখ্যাত বিমানপোত নির্মাণের কারখানাগুলির উপর গত সপ্তাহে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান বহর ঘন ঘন জোর বিমান আক্রমণ চালাইয়া বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির সামরিক সুবিধা অব্যাহত রহিয়াছে। গত সপ্তাহের মধ্যভাগে জাপানীরা কেপ গ্রন্থারে সৈন্য অবতরণ করাইবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইতে পারে নাই বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। মিত্র পক্ষীয় বিমান

বহর আবার ফরমোসা দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ জাপ ষাটিতে বোমাবর্ষণ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া জাপানী সূত্রে সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গন এবার বেশ তৎপর ছিল। আরাকান অঞ্চলে মিত্র পক্ষ আবার মংদ অধিকার করিয়াছে। বুধিৎ হইতেও তাহারা আর বেশী দূরে নহে। এ প্রসঙ্গে স্বতঃই গত বৎসরের অভিযানের কথা মনে পড়ে।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা মিঃ আমেরী ইয়র্ক সহরে ভারত সম্পর্কে ইংলণ্ডের জনসাধারণের জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত করিয়াছেন। উক্ত ভাষণে ভারত সচিব বাঙ্গলায় ছভিক্ষের দায়িত্ব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের এক বিন্দু দোষ-ত্রুটি নাই বলিয়া উচ্চৈশ্বরে সাক্ষাৎ গাহিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে “ডেলি টেলিগ্রাফ” সুর তুলিয়াছেন যে, এইবার ভারত সচিব একটা জবাবের মত জবাব দিয়াছেন—এত-কাল বাঙ্গলার ছভিক্ষ সম্পর্কে দায়িত্ব লইয়া ইংলণ্ডে যে ভ্রান্ত ধারণা ও গুস্তব ছড়ান হইয়াছে এতদিনে সে সবেব নিরসন হইবে। মিঃ আমেরী ও তাহার পৌ-ধরা পত্রিকাগুলির অপভাষণ সম্পর্কে কিছু বলিতে চাহি না। আমাদের কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুখপাত্র স্টেটসম্যান পত্রিকার অভিমতই যথেষ্ট মনে করি। ভারতের ছভিক্ষ সম্পর্কে স্টেটসম্যান মিঃ আমেরীর ব্যাখ্যাকে প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়াই অভিহিত করিয়াছে। সহযোগীর ভাষায়, “প্রকৃত অবস্থার সহিত যাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছিল এবং যাহাদের দৃষ্টি পক্ষপাতের দ্বারা আচ্ছন্ন নহে এমন ব্যক্তি কখনই এই রায় (মিঃ আমেরীর) মানিয়া লইতে পারেন না।” পরিশেষে স্টেটসম্যান যুক্তি-তর্ক ও তথ্যাদির উল্লেখ করিয়া ছভিক্ষের মূলে যে নয়াদিল্লী ও হোয়াইট হলেরও অমার্জ্জনীয় অক্ষমতা ও ওদাসীত্ব নিহিত ছিল এই কথা বলিতে কসুর করেন নাই। যে সত্য আজ সমগ্র হুনিয়ার নিকট প্রকাশ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বাঙ্গলার সেই চূড়ান্ত ছদ্মশার উপর মিথ্যার যবনিকা টানিয়া দিবার চেষ্টা করিলেই লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে কেন?

## ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংস্কার

ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট একটি ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাবের মূল ভিত্তি হিসাবে তাঁহাদের ভরফ হইতে একটি খসড়া বিলও উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময় হইতে জগৎব্যাপী নূতন মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় গবর্ণমেন্ট এইরূপ আইন প্রণয়নে কার্যাতঃ ত্রুটি হন নাই। যুদ্ধের সময়ে একটি ব্যাপক আইন বলবৎ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্ক ব্যবসা সংস্কারের উদ্দেশ্য বর্তমানে কতকগুলি ছোটখাট বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনে তাঁহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা এদেশীয় ব্যাঙ্কসমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলড বা তালিকাভুক্ত শ্রেণীতে উন্নত করা সম্পর্কে ক্রমেই বেশী রকম কঠোরতা দেখাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২৭৭ (আই) ধারায় দুইটি জরুরী বিধান সংযুক্ত করিয়া এই যুদ্ধের সময় কোন কোন দিক দিয়া ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কেও তাঁহারা উত্থাপী হইয়াছেন। শেষোক্ত বিষয়ে উহাদের মূল লক্ষ্য হইতেছে ব্যাঙ্ক কোম্পানীসমূহের পক্ষে অর্ডিনারী শেয়ার ছাড়া অল্প কোন ধরনের শেয়ার বাহির করার রীতি বন্ধ করা এবং অনুমোদিত মূলধনের অর্ধেক পরিমাণ বিক্রীত মূলধন দেখাইতে না পারিলে কোন ব্যাঙ্ককে কার্য শুরু করিতে না দেওয়া। এই প্রস্তাবটি যথারীতি বিবেচনা করিয়া তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করার জন্ত ভারত গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানান হইয়াছে। শুনা যাইতেছে গবর্ণমেন্ট উক্ত পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংস্কার সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপরোক্ত প্রস্তাব ও কার্যধারা নিম্না ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের মাজাজ অধিবেশনে দেশের অনেক বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ সময়োচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মারফতে ঐ সব বিষয় বিশ্লেষণ ও

সমালোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। অধ্যাপক মিঃ এ আর ভাট ঐ সম্মেলনে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংস্কার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কোন কোন প্রস্তাব নিম্না বিস্তারিত আলোচনা করেন। এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কার্যধারা কল্যাণকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে কিরূপ বিধিব্যবস্থা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ঐ প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি নূতন পক্ষও নির্দেশ করেন। মিঃ ভাটের প্রবন্ধটি সকল দিক দিয়া খুব সময়োচিত মনে হওয়ায় আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহা নিম্না সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

মিঃ ভাট ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বর্তমান মনোভাবের আলোচনা করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক দিয়া খুবই পশ্চাৎপদ দেশ। এদেশে সর্বোচ্চ যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালনার কাজ শুরু হইয়াছে। এই সময়ে নানা সম্ভবপর ক্রটিবিচ্যুতি ও বিপদ হইতে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে সংরক্ষণ করিবার জন্ত উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার একটা ব্যবস্থা দরকার। তবে সকল বিষয়ে কঠোর বিধান অবলম্বন করিয়া ব্যাঙ্ক পরিচালকদিগকে একান্ত নাগ-পাশে আবদ্ধ করা ঠিক নহে। ইহাতে দেশে ব্যাঙ্কিংয়ের প্রসার সম্পর্কে অহেতুক বাধা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। সেট দিক হইতে বিবেচনা করিয়া মিঃ ভাট ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংস্কারের জন্ত কর্তৃপক্ষকে শুধু সেই সব নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন, দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে যাহা অচিরে কার্যকরী করা বাস্তবিক পক্ষেই প্রয়োজন। এহেন কার্যনীতি হিসাবে তিনি বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্কের শাখা প্রসার, ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় ও ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যাপারে ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেন। এই সব দিক দিয়া উপযুক্তরূপে বিধিনিষেধ বলবৎ না থাকার দরুন এদেশে ব্যাঙ্কিংয়ের ক্রমিক উন্নতি সত্ত্বেও জনস্বার্থের পক্ষে তাহা সর্বথা অনুকূল হইতেছে না। কাজেই অবিলম্বে এ সব বিষয়ে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাস্তবিকই দরকার। দেশের বড় বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়ের প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনা না করিয়া

একই স্থানে বেশীসংখ্যক শাখা আফিস স্থাপন করিয়া কাজকারবারের ব্যাপারে অহেতুকভাবে প্রতিযোগিতার মাত্রা বাড়াইয়া চলিয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের জীবন্তি ও উৎকর্ষের দিক হইতে এই নীতি সর্বথা মারাত্মক। কাজেই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোম্পানীসমূহের কার্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যদি অদূর ভবিষ্যতে একটা বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তবে মিঃ ভাটের মতে তাহা মোটেই অমুচিত হইবে না।

এদেশের ব্যাঙ্ক কোম্পানীসমূহকে ভবিষ্যতে সাধারণ শেয়ার ছাড়া অল্প কোন শেয়ার বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে প্রস্তাব করিয়াছেন মিঃ ভাট তাহার প্রবন্ধে উহা সমর্থন করিয়াছেন। এদেশে সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে দীর্ঘমিয়াদী ঋণ প্রদানের সুবিধা কম। সচরাচর ব্যাঙ্কসমূহ সেরূপ ঋণ প্রদান করেও না। কাজেই বাজারে প্রচুর পরিমাণ প্রেকারেল ও ডেফার্ড শেয়ার ছাড়িয়া যে কোন সঠিক মূলধন যোগাড় করিবার সমীচীনতা ও সার্থকতা বিশেষ কিছু দেখা যায় না। ইহাতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মিছামিছি শুধু ভারাক্রান্তই করা হয়। সাধারণ কমাশ্বিগাল ব্যাঙ্কের কাজকারবার নির্বাহ করার পক্ষে অর্ডিনারী শেয়ার মূলধন ও সাধারণের আমানতী জমা—এই দুইই সব চেয়ে উপযোগী। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া মিঃ ভাট প্রেকারেল শেয়ার বিক্রয়ের রীতি বন্ধ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন। তবে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের নির্দেশ অনুযায়ী একেবারে প্রেকারেল শেয়ার বিক্রয় বন্ধ না করিয়া যদি কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কগুলিকে শুধু non-cumulative প্রেকারেল শেয়ার ছাড়িবার অনুমতি দেন তবে তাহাতেও আসল উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। কম্যুলেটিভ প্রেকারেল শেয়ার বাহির করার বড় অসুবিধা এই যে, কোন বৎসরে ব্যাঙ্ক কোম্পানীর লাভ না হইলেও সেই বৎসরের হিসাবে পরে উহাদিগকে লভ্যাংশ যোগাইতে হয়। নন-কম্যুলেটিভ প্রেকারেল শেয়ার সম্পর্কে সেরূপ দায়িত্ব থাকে না। কাজেই

(৮৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ভারতে রাস্তাঘাট উন্নয়নের পরিকল্পনা

[ শ্রীআশুতোষ দাস ]

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে আগপুরে ভারত সরকারের রাস্তা সংক্রান্ত বিভাগের উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জে বি ভট্টগারের সভাপতিত্বে একটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন হয়। বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য হইতে ৩০ জন চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং ভারত সরকারের সমর সরবরাহ বিভাগ, কেন্দ্রীয় পুষ্ঠ বিভাগ ও সামরিক বিভাগের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত সম্মেলনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ভারতে সমস্ত ঋতুর উপযোগী করিয়া পল্লী অঞ্চলের সংযোগ সাধনের জন্য অন্ততঃ ৪ লক্ষ মাইল রাস্তা সরকার। ইহার মধ্যে ২ লক্ষ মাইল পাকা রাস্তা থাকা প্রয়োজন। এইরূপ রাস্তাঘাট নির্মাণ করিবার জন্য ঐ সম্মেলনে 'জাতীয় রাজপথ পরিকল্পনা' রচনা করিবার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তাহার উন্নয়নের জন্য ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া রাস্তার জন্য জমি দখল এবং নদী-নালার উপর সেতু তৈয়ার করিতে যথাক্রমে ৫০ কোটি টাকা করিয়া আরও ১ শত কোটি টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া আনুমানিক বরাদ্দ করা হইয়াছে।

(ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। এদেশের জন-সংখ্যা বিপুল। পল্লী অঞ্চলে এদেশের শতকরা ৮০ জন লোক বসবাস করে। লোকসংখ্যার শতকরা ৭৭ জন চাষী। কৃষকগুলোর আর্থিক উন্নতির জন্য এবং তাহাদের গোসম্পদ রক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ত রাস্তাঘাটের প্রয়োজন অনিবার্য।) ১৯২৭ সালে 'রয়াল কমিশন অব এগ্রিকালচার' (রাজকীয় কৃষি কমিশন) তাহাদের রিপোর্টে (উপযুক্ত রাস্তার অভাবে যে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং তাহাদের অকালমৃত্যুর জন্য কৃষিকার্যের ক্ষতি হয়) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। (ভারতের সমস্ত বিরাট দেশে পল্লী এলাকায় বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইলে রাস্তার যে বিশেষ দরকার তাহা অনস্বীকার্য। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নতি, পণ্যপ্রবাহাদি বাজারজাত করার সুব্যবস্থা, ডাকবিলির সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রাস্তার ব্যাপক প্রসার একান্ত বিধেয়।)

(ভারতে রাস্তাঘাটের শোচনীয় অভাব কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান সময়ে রাস্তার অভাব ও যানবাহনের অসুবিধার জন্য বাজার পল্লী অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে না পারায় এদেশে দারুণ অনরকষ্ট দেখা দিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইতেছে। বৃটিশ ভারতের রাস্তার হিসাব লইলে দেখা যায় যে, এখানে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ১৮১ মাইল।) (ইহার মধ্যে পাকা রাস্তা ৮২ হাজার ২৯৯ মাইল এবং কাঁচা রাস্তার পরিমাণ হইতেছে ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৮২ মাইল।) বৃটিশ ভারতের এই রাস্তার মধ্যে ৪৬ হাজার ৮২৭ মাইল পুষ্ঠ বিভাগের অধীনে, ১৮ হাজার ৪৩৩ মাইল মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় এবং ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯২১ মাইল রাস্তা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। ইংলণ্ডে প্রতি ৩ বর্গ মাইলে ১ মাইল পাকা রাস্তা, ফ্রান্সে প্রত্যেক অর্ধ বর্গ মাইলে ১ মাইল পাকা রাস্তা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক ১ শত বর্গ মাইলে ৮০ মাইল পাকা রাস্তা আছে। কিন্তু ভারতে পাকা রাস্তার আয়তন হইতেছে প্রতি ১ শত বর্গ মাইলে মাত্র ২০ মাইল।) (এতদ্ব্যতীত ভারতের এই রাস্তার শতকরা ৭৫ ভাগ বর্ষাকালে যানবাহন চলাচলের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য।)

(রাস্তাঘাট নির্মাণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে ভারত সরকার ১৯২৭ সালের পূর্বসময় পর্যন্ত বিশেষভাবে উদাসীন ছিলেন। ইহার পর ভারতে মোটর যানের দ্রুত প্রসারের জন্য ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার-সমূহ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণের একটা যুক্ত সর্বভারতীয় কর্মসূচী অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার মিঃ এম আর জয়াকরকে সভাপতি করিয়া এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ১৪ জন সদস্য লইয়া একটি রাস্তা উন্নয়ন কমিটি গঠন করেন। উক্ত রাস্তা উন্নয়ন কমিটি মোটামুটি নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন:— (১) ভাবতে রাস্তাঘাটের উন্নতি করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকারের অর্থ দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে না। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারকে

রাজস্ব হইতে ইহার ব্যয়ভার কতকটা মিটাইতে হইবে। (২) রাস্তাগুলির শ্রেণী বিভাগ করিয়া যে সকল রাস্তা স্থানীয় সরকারের হাতে আছে তাহার কতকগুলি প্রধান রাস্তায় পরিবর্তিত করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট রাস্তা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমণ্ডলীর অধীনে দিতে হইবে। (৩) রেলপথের সঙ্গে যে সকল রাস্তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে তাহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ের অর্থসাহায্য করা উচিত।)

রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত অর্থ কিভাবে পাওয়া যাইবে তৎসম্বন্ধেও এই কমিটি কতকগুলি প্রস্তাব করেন। কমিটির মতে রাস্তা উন্নয়নের দ্বারা রেলপথের অতিরিক্ত আয় হইবে এবং মোটরযোগে মাল চলাচলের জন্য বাণিজ্য শুদ্ধ ও মোটর স্পিরিটের উপর উৎপাদন কর বাবদ আয়ের দ্বারা ভারত সরকারের বিশেষ অর্থ লাভ হইবে। মোটরের উপর ট্যাক্স বসাইয়া এবং মোটর লরী ও মালবাহী গাড়ীর উপর লাইসেন্স ফি বসাইয়া তাহার আয়ের দ্বারাও রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করা যাইবে। রাস্তার উন্নতির জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা মিটাইবার জন্য কৃষি কমিশন ঋণ করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত কমিটি এইরূপ ঋণ গ্রহণ করার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই।

যাহা হউক, রাস্তা উন্নয়ন কমিটির প্রধান সুপারিশ অনুসারে ১৯২৯ সালে ভারত সরকার মোটর স্পিরিটের উপর গ্যালন প্রতি আমদানী শুদ্ধ চারি আনা বাড়াইয়া ছয় আনা ধার্য করেন। এই বাবদ ১৯২৯-৩০ সালে ভারত সরকারের ৯৪ লক্ষ টাকা আয় হয়। ১৯২৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্থায়ী বি এন মিত্র রাস্তাঘাট উন্নয়ন সম্বন্ধীয় ব্যয় মিটাইবার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে যে সকল আর্থিক ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ করা হয় তাহা এই:—(১) রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন সম্বন্ধীয় কার্যসূচী অব্যাহতভাবে অনুসরণ করিবার জন্য মোটর স্পিরিটের যে বর্দ্ধিত শুদ্ধ ধার্য করা হইয়াছে তাহা বহাল রাখা, (২) এইরূপ শুদ্ধ বাবদ যে আয় হইবে তাহা রাস্তা উন্নয়নের জন্য এককালীন ব্যয় হিসাবে মঞ্জুর করা হইবে

এবং তাহা একটা রাস্তা উন্নয়ন তহবিলে জমা হইবে। বাৎসরিক মঞ্জুরীকৃত ব্যয়কে নিম্নরূপে ভাগ করা হইবে—ভারত সরকার মঞ্জুরীকৃত অর্থের শতকরা ১০ ভাগ মঞ্জুর হিসাবে জমা রাখিবেন। ইহা হইতে রাস্তা-ঘাট মেরামতের জন্য প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করা হইবে। অবশিষ্ট অর্থ হইতে যে যে প্রদেশ হইতে যে অনুপাতে পেট্রোল ট্যাক্স পাওয়া গিয়াছে সেই সেই প্রদেশকে তদনুরূপ অর্থ প্রদান করা হইবে।

১৯২৯ সালে রাস্তা তহবিল গঠিত হইবার পর ১৯৪১-৪২ সালের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত তহবিলের মোট আয় হইয়াছে ১৭ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। ইহা হইতে বেসামরিক বিমান পরিচালনার জন্য ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা প্রদান করা হইয়াছে। রাস্তা তহবিলে জমা হইয়াছে ১৭ কোটি ২০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য মঞ্জুর বাবদ রাখা হইয়াছে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা এবং বাকী ১৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে বন্টন করিবার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কত টাকা বন্টন করিবার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং কত টাকা খরচ হইয়াছে তাহার একটি হিসাব দেওয়া হইল :—

—রাস্তা উন্নয়ন বাবদ অর্থ বন্টন ও ব্যয়—

( ১৯৪২ সালের মার্চ পর্যন্ত )

| প্রদেশ                      | বন্টন<br>(লক্ষ টাকা) | ব্যয়<br>(লক্ষ টাকা) |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| মাদ্রাজ                     | ২১৬.৩৩               | ১৪৬.৫৪               |
| বোম্বাই                     | ২৬১.১৬               | ২৩১.০৬               |
| বাল্লারা                    | ১২০.১৭               | ১৬৪.২৫               |
| বুন্দেলখণ্ড                 | ৮৭.২৫                | ৮২.১৫                |
| পাঞ্জাব                     | ১২৭.২১               | ১২৫.৪০               |
| বিহার                       | ৪৬.৯০                | ২৮.৭৫                |
| মধ্যপ্রদেশ ও বেরার          | ৪৫.৮২                | ৪৪.৭১                |
| আসাম                        | ৩৪.৮১                | ৩৩.৮০                |
| উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | ২৭.৪৬                | ২৭.০৭                |
| উড়িষ্যা                    | ৪.৮৪                 | ০.৮৭                 |
| সিন্ধু                      | ২৭.৪০                | ৩৪.১৭                |
| মোট                         | ১০৭০.১৫              | ৯২৪.৪৭               |

রাস্তা তহবিলের বিষয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রদেশসমূহে যে টাকা উক্ত তহবিল হইতে বন্টন করা হইয়াছে তাহার সাবুল্য অর্থ প্রাদেশিক সরকারসমূহ নূতন রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ব্যয় না করিয়া

উহার কতকাংশ তাহাদের পূর্বেরকার রাস্তা উন্নয়নের খরচ মিটাইবার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। হিসাব গ্রহণ করিয়া দেখা গিয়াছে রাস্তা তহবিল প্রবর্তিত হইবার পূর্ব বৎসর রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরবর্তী ১০ বৎসরের রাস্তা নির্মাণের বাৎসরিক গড়-পড়তা ব্যয় বৃদ্ধি না পাইয়া বরং কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রদেশসমূহে ৬ কোটি টাকা রাস্তা নির্মাণের জন্য ব্যয় হইয়াছে; তাহার অনুপাতে মোটর যানবাহন চলাচলের জন্য ট্যাক্স বাবদ আয় হইয়াছে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ ট্যাক্স বাবদ আয় হইয়াছে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে গিয়াছে।

(এই সকল ব্যাপার আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয় যে, ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ ভারতে রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য এখনও আন্তরিক-ভাবে সচেষ্ট নহেন। অথচ ভারত কৃষি প্রধান দেশ এবং এই দেশের কৃষিপণ্যাদির বাজার সুপরিচালিত করিতে হইলে রাস্তাঘাটের ভাল বন্দোবস্ত থাকা দরকার। গ্রাম্য রাস্তায় সাধারণতঃ গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য যানবাহনের ব্যবস্থা নাই। তাহার উপর বর্ষাকালে পল্লী অঞ্চলের রাস্তাঘাটের অধিকাংশই প্রায় অকেজো হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই সকল স্থানের রাস্তা উন্নয়নের ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যিক এবং যাহাতে মোটর গাড়ী ঐ সকল রাস্তায় চলিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা বিধেয়। ১৯৩৯ সালে ভারতে মোটরের সংখ্যা ছিল মাত্র ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৪৫ খানা এবং তাহার মধ্যে লরী ও বাসের সংখ্যা ছিল ৩৯ হাজার ৯২২ খানা। বর্তমান যুদ্ধের দরুন পেট্রোল রেশনিং-এর জন্য ইহার সংখ্যা হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে রাজপুতানা, সিন্ধু, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা এবং বাল্লারা দেশে রাস্তাঘাটের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। বোম্বাই এবং মাদ্রাজের জন্য রাস্তা তহবিল হইতে বাল্লারার তুলনায় অনেক বেশী অর্থ বন্টন করিবার বন্দোবস্ত আছে। অথচ বাল্লারা দেশেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশী লোক বসবাস করে। এই অবস্থায় রাস্তাঘাট নির্মাণ সম্পর্কে বাল্লারা সরকারের ঔদাসীন্য মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। কেন্দ্রীয় রাস্তা তহবিল

হইতে আরও অধিক অর্থ বাল্লারা সরকারের দাবী করা উচিত।

ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলের স্বথ, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে ১০ লক্ষ মাইল রাস্তা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্মাণ করা উচিত। ইহার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে ভারতবাসীর আয় বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের উপর কর বসাইয়া গভর্ণমেন্ট তাহা আদায় করিতে পারিবেন। রেলপথ এবং রাস্তার সঙ্গে যাহাতে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া মালপত্র সরবরাহের সুবিধা করা যায় তাহার প্রচেষ্টার উপর এদেশের কৃষি ও শিল্প পণ্যাদির উৎপাদন ও বন্টনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। এ বিষয়েও গভর্ণমেন্টের অবহিত হওয়া উচিত।

বাল্লারার পল্লীসমূহ আজ দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতির আক্রমণে ধ্বংসের মুখে। এই প্রদেশকে রক্ষা করিতে হইলে বিস্তৃত রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং পণ্য উৎপাদন ও বন্টনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। এ প্রদেশে রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে বাল্লারা সরকারের পক্ষে একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তাহা কার্যে পরিণত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্য দাবী করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। বাল্লারা দেশ বর্তমানে মিত্রশক্তি-বর্গের পূর্ব এশিয়ার অগ্রতম প্রধান সামরিক ঘাটি। সেদিক দিয়া বাল্লারাদেশে রাস্তা ও যানবাহনের সুব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেও বিশেষ সম্ভব।

বর্তমান সময় সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে ভারতের কোন কোন স্থলে এবং বিশেষতঃ বাল্লারাদেশের কতকাংশে রাস্তা-ঘাটের কিছু কিছু সংস্কার করা হইতেছে। কিন্তু তাহার ব্যাপকতা সেরূপ উল্লেখযোগ্য নহে। রাস্তাঘাটের অভাবে ভারতের বৈশীরা ভাগ পল্লী অঞ্চল এখনও জগত হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে। আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতার কোন প্রভাবই সে সকল স্থানে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। সরকারী পরিকল্পনা প্রায়ই শঙ্কুগতিতে অগ্রসর হয়। নাগপুর সম্মেলনের পরিকল্পনা আরও ব্যাপক, দ্রুতগামী এবং সুসংবদ্ধ হওয়া দরকার। এক্ষণে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হইলে ভারত সরকারের ঋণ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা উচিত। ভারতে রেলপথ স্থাপন করিতে ভারত সরকার ৮ শত কোটি টাকারও উপর ঋণ করিয়া-ছিলেন। অতএব রাস্তা নির্মাণের জন্যও ভারত সরকারের ঋণ গ্রহণ করার নীতি গ্রহণ না করার কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### আমদানি সংগ্রহ কার্যে বাঙ্গলা ও কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্ত ব্যবস্থা

প্রকাশ, আমদানি সংগ্রহ করার ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে একটি কার্যকরী পন্থা নির্ধারিত হইয়াছে। শান্ত সংগ্রহ ব্যবস্থার নিষেধের প্রতিনিধি থাকিবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যে দাবী করিয়াছিলেন বাঙ্গলার মজিগণ তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শান্ত ক্রয়ের অন্তর্গত যে চারিজন চীফ এজেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছিল উহাদের দুইজনকে কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত করিবেন। এতদ্ব্যতীত ইহাও আশা করা যাইতেছে যে কেবল কলিকাতা এলাকায় রেশনিং প্রবর্তনের কার্যে বাঙ্গলা সরকার চলতি ব্যবসায়িকগণের নিকট হইতে অধিকতর পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

### ধান ক্রয় সম্পর্কে সুরাবন্দীর বিবৃতি

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন সম্পর্কে বাংলার খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবন্দী সাংবাদিকগণের নিকট বলেন যে, বিভিন্ন প্রদেশ সম্মেলনে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে। মিঃ সুরাবন্দীর মতে বাঙ্গলায় যথেষ্ট পরিমাণে মূল্য হ্রাস পায় নাই। তাহার মতে মূল্য একরূপভাবে হ্রাস পাওয়া উচিত, বাহাতে উৎপাদনকারী ও ভ্রাতা মূল্য পায় অথচ ক্রেতাসাধারণেরও অসুবিধা না হয়। যে সকল উন্নত প্রদেশ দেশের বিত্তাগণের নিকট মাল বিক্রয় করে অথবা বাঙ্গলায় রপ্তানী করে তাহারা বিলম্বিত বর্ধিত মূল্য দাবী করিতেছে। বিভিন্ন প্রদেশের ষড়ি শস্যের এবং চাউলের ভ্রাতা মূল্য কি হওয়া উচিত তাহা নির্ধারণের ভার এখন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

### দাম না কমিলে খাদ্য ক্রয় করা হইবে না

মিঃ সুরাবন্দী আরও বলেন যে, বর্তমান দরে বাঙ্গলা সরকার ধান চাউল ক্রয় করিবেন না। যতদিন জনসাধারণ সরকারী ক্রয়ের ফলে চাউলের দাম চড়িবে এই আশায় বেশী মূল্য ইাকিতে থাকিবে ততদিন বাঙ্গলা সরকার চাউল খরিশের কোন চেষ্টা করিবেন না।

### কর্পোরেশন কর্তৃক চাউল ক্রয়ের অনুমতি লাভ

সরকারী সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক কলিকাতা কর্পোরেশনকে নিষ্পেষ্ট ধরণের চাউল সরবরাহের ফলে কর্পোরেশন এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে যে গোলযোগ চলিতেছিল সম্ভাবজনকভাবে তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। গভর্নমেন্ট কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে, কর্তৃকারীদের ব্যবহারের অন্ত ইচ্ছা করিলে তাহারা যে কোন চাউল কল হইতে সরাসরিভাবে ক্রয় করিতে পারেন। এবং

গভর্নমেন্ট আরও জানাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কর্পোরেশনকে ভাল চাউল সরবরাহ করিবার অন্ত কর্তৃত্ব লাভের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

### তিন মাসে ৩৭ জাহাজ খাদ্যশস্য আমদানী

সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, গত তিন মাসে ৩৭ খানি জাহাজ বোঝাই খাদ্যশস্য ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

### তিনমাসে বাঙ্গলায় ৩৮ হাজার টন খাদ্য প্রেরণ

প্রকাশ, গত অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ কর্তৃক বাঙ্গলায় মোট ৩৮ হাজার টন খাদ্য শস্ত প্রেরিত হইয়াছে।

### ভারতের সাহায্যে ক্যানাডার গম

সম্প্রতি একটি প্রেসনোটে ক্যানাডার প্রধান মন্ত্রীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, ভারতের দুর্ভিক্ষ সাহায্যের অন্ত ক্যানাডা ভারতকে যে পরিমাণ গম দিতে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে ১০ হাজার টন গম অবিলম্বে ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাহাজে স্থানের অভাব হেতুই ইতিপূর্বে গম প্রেরণ করা সম্ভব হইয়া ওঠে নাই।

গ্রাম—যশের ঘন

কোন—ক্যাল ৩৭৩৪

## হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা সমূহ—

|          |           |                   |
|----------|-----------|-------------------|
| কলিকাতা  | মেদিনীপুর | ভেঙ্গপুর (আসাম)   |
| বড়বাজার | শালবনি    | মুলিগঞ্জ          |
| মাণিকতলা | বালিচক    | খুলনা             |
| শিয়ালদহ | বাঁকুড়া  | মীরকাঁদিম         |
| বালীগঞ্জ | বিষ্ণুপুর | কৃষ্ণনগর (মদীয়া) |
|          | গড়বেতা   | বাগেরহাট          |
|          |           | পাটনা             |

### \* গয়া শাখাশিখর খোলা হইবে \*

### আমানতী ডাকার উপর সুদের হার

|                      |         |                       |
|----------------------|---------|-----------------------|
| চলতি হিসাব...১%      | বার্ষিক | ফিক্সড ডিপোজিট—       |
| সেভিং ব্যাঙ্ক        |         | এক বৎসর...৪% বার্ষিক  |
| ডিপোজিট...৩% বার্ষিক |         | দুই বৎসর...৫% বার্ষিক |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাস সাটিফিকেট পাওয়া যাইবে।

### \* প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট \*

৮ বৎসর বাবৎ প্রতি মাসে ১০ টাকা হিসাবে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ১৪০ টাকা পাইবেন।

৮ বৎসর বাবৎ ৫০ টাকা হিসাবে প্রতি মাসে জমা দিলে ১০ বৎসর পরে ৭০০০ টাকা পাইবেন।

আয়করহীন শতকরা ৫ ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্নমেন্ট বিল, জি. পি. নোটস্ এবং বাঙ্কার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।



### সরকারী খাজ বণ্টন নীতির প্রতিবাদ

সম্প্রতি বেঙ্গল স্ট্রানাল চেম্বার, ইন্ডিয়ান চেম্বার ও মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ব্যবসায়ের আভাবিক পণ্ডলি কাজে লাগাইবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার যে চেষ্টা করিতেছেন, বাঙ্গলার কল্যাণের জন্য তাহা সমর্থনযোগ্য। উক্ত চেম্বার অব কমার্সসমূহের মতে বাঙ্গলা সরকার বরাদ্দ খাজদ্রব্য বণ্টনের ক্ষমতা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যাইতেছেন তাহা ক্রটিপূর্ণ এবং উহার ফলাফল মোটেই ভাল হইবে না। বরাদ্দ পরিকল্পনা অনুসারে খাজ বণ্টনের ক্ষমতা সমগ্র কলিকাতায় ৪ শত বে-সরকারী দোকানের প্রত্যেকটিতে ১৫ শত এবং ৪ শত ৫০টি সরকারী দোকানের প্রত্যেকটিতে ৩ হাজার করিয়া রেশন কার্ড বণ্টনের যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, চেম্বারসমূহের মতে উহা দ্বারা ব্যবসায়ের আভাবিক পণ্ডলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে।

### বিদেশী পুস্তকের মূল্য নির্ধারণ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অসাময়িক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল এক আদেশ জারী করিয়া বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতির মূল্যের হার নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। বিজ্ঞেতাগণকে বলা হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে উপরোক্ত দ্রব্যসমূহের উপর বিক্রয় মূল্য লিখিয়া দিতে হইবে। যুক্তরাজ্য হইতে আমদানী করা পুস্তক সম্পর্কে প্রতি শিলিং এক টাকা হিসাবে এবং আমেরিকার প্রকাশিত পুস্তকের প্রতি ডলারে ৫ টাকা খুচরা বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হইয়াছে। পাইকারী কেনাবেচার বৈধ মূল্য কম থাকে তাহাও বলবৎ থাকিবে। বোম্বাই ও করাচীতে খুচরা বিক্রয়ের ক্ষমতা শিলিং প্রতি ৮০ আনার বেশী লওয়া যাইবে না। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রভৃতির খুচরা বিক্রয় সম্পর্কে প্রতি শিলিং ১১০ আনা এবং প্রতি ডলারে ৬৫০ ধরিতে হইবে। পাইকারী কেনাবেচার ক্ষেত্রে অবশ্য মূল্য উপযুক্ত পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে। পাঁচ পেনী আট আনার সমান এবং দশ সেন্ট এগার আনার সমান বলিয়া ধরিতে হইবে।

### বজ্রোৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস

ব্রিটিশ ভারতের কাপড় ও হুতার কলগুলিকে প্রতিবৎসর সরকারের নিকট উৎপাদনের হিসাব দাখিল করিতে হয়। ১৯৪২-৪৩ সালের যে হিসাব দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসর ব্রিটিশ ভারতের কলসমূহে মোট ১৫৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৭ হাজার পাউন্ড হুতা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের উৎপাদনের তুলনায় উহা শতকরা ২.৮ ভাগ কম এবং ১৯৪০-৪১ সালের উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ১৩.৭ ভাগ কম। ১৯৪২-৪৩ সালে বজ্র তৈরী হইয়াছে মোট ১০৬ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড, ১৯৪১-৪২ সালের উৎপাদনের অপেক্ষা উহা শতকরা ২.৯ ভাগ কম।

### কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রয়নীতি সম্পর্কে সন্দেহ

মিঃ সুরাবর্দী বলেন যে, অস্ত্র প্রদেশ হইতে ভাষ্য মূল্য কেন্দ্রীয় সরকার খাজদ্রব্য পাইতে পারিবেন কি না তাহা সন্দেহজনক, কারণ খাজদ্রব্য সংগ্রহের ক্ষমতা ভারত সরকারের নিজস্ব কোন ক্ষমতা এজেন্সী নাই। উক্ত প্রদেশগুলির উপর ভারতরক্ষা আইনের ১২৬ (ক) দ্বারা অনুসারে নির্দেশ জারী পূর্বে ভারত সরকারকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

### কুটির শিল্প হিসাবে চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা

প্রকাশ, ইম্পিরিয়াল ইন্সটিটিউট অব সুরগার টেকনোলজির ডাইরেক্টর মহোদয়ের পরিচালনাধীনে বিলাতিতে অবস্থিত সুরগার রিসার্চ এন্ড টেস্টিং কেন্দ্রে চিনি উৎপাদনের ক্ষমতা নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন ক্রমিক নিষ্কাশনের পরিহারের লোক জনের সাহায্যে গরু অথবা মহিষ দ্বারা কল চালাইয়া দৈনিক ২৫১৩০ মণ আঁখ মাড়াই করিতে পারিবে। এই ধরনের চিনি উৎপাদন ব্যবস্থা আবগারী আইনে পড়িবে না।

### করাচীতে রেশনিং প্রবর্তন

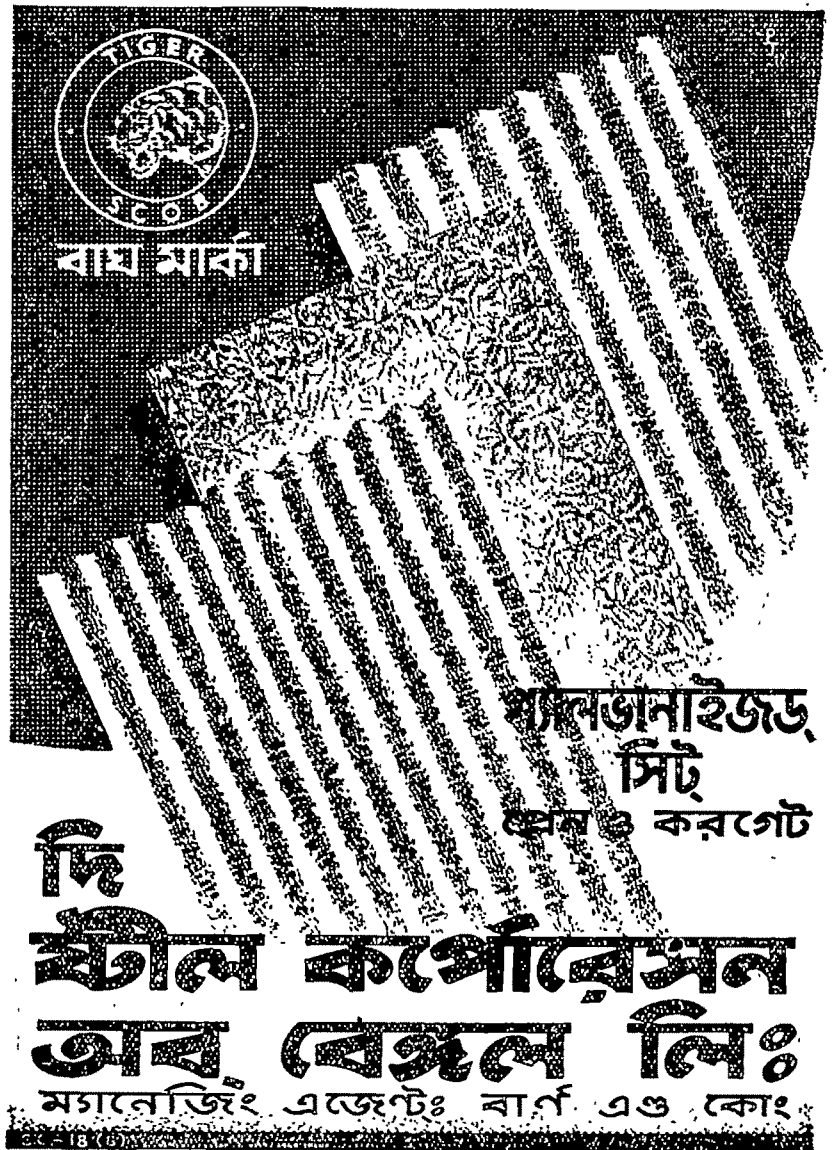
প্রকাশ, আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে করাচীতে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে।

### গ্যাস রেশনিং ব্যবস্থা বাতিলের সম্ভাবনা

গত নবেম্বর মাস হইতে কয়লা সঙ্কটের ফলে কলিকাতায় গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার সঙ্কট সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কয়লা উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার বর্তমানে যে হারে উন্নতি হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় আগামী একমাস বা দেড় মাসের মধ্যেই কলিকাতায় গ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হইবে।

### কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমান শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রকাশ, ভারতীয় বিমান বাহিনীর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় সাঙ্কসরঞ্জাম আসিয়া পৌছিয়াছে। তাইস চ্যান্সেলারকে চেয়ারম্যান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষাদান ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। তিন মাস শিক্ষা গ্রহণ করিবার পর ছাত্রগণ বৈমানিকরূপে নিযুক্ত হইবার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ডে উপস্থিত হইতে পারিবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহাদিগকে একটা বৃত্তি দেওয়া যাইবে। প্রতি তিন মাস অন্তর ৫০ জন করিয়া ছাত্রকে বিমান বিজ্ঞা শিক্ষার কাজে ভর্তি করা যাইবে। এক্ষণে আটটি বিশ্ববিদ্যালয় বিমান বিজ্ঞা শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।



**বায়ু মার্কা**

**গ্যামভানাইজড সিট**

**ফ্রেন্ড ও করগেট**

**দি ইন্ডিয়ান কর্পোরেশন**

**অব বেঙ্গল নিঃ**

**ম্যানেজিং এজেন্টঃ বার্ন এন্ড কোং**

## ভারতে চিকিৎসকের অপ্রতুলতা

সম্প্রতি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখার সভাপতির ভাষণে ডাঃ কে. ভি. কৃষ্ণাণ বলেন যে, এদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষয় হওয়া ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ৩৮ কোটি লোকের এই দেশে ডাক্তারী শিক্ষার ক্ষয় মাত্র ৩৭টি প্রতিষ্ঠান আছে এবং এদেশে লাইসেন্স প্রাপ্ত ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ১৪২ হাজার। ডাক্তারের সংখ্যা অন্ততঃ ইহার দশগুণ হওয়া উচিত ছিল। সমগ্র ভারতে ১০টি মেডিকেল কলেজ এবং ২৭টি মেডিকেল স্কুল হইতে প্রতি বৎসর মাত্র ১৭ শত নতুন ডাক্তার বাহির হন। ফলে দেশের অধিকাংশ লোকই চিকিৎসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের মেডিকেল কলেজ হইতে যে সকল ডাক্তার পাস করিয়া বাহির হন তাঁহারা পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসা করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন না। ডাক্তার তৈয়ারি সংখ্যা বৃদ্ধি করার উপর তিনি খুব জোর দেন। সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ১৯১৪ সালে রাশিয়াতে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার। বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষা পরিকল্পনার ফলে ১৯৪০ সালে ডাক্তারের সংখ্যা হয় ১ লক্ষ ২০ হাজার। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অব্যবহার্য জিনিষপত্র সংগ্রহ

সম্প্রতি আমেরিকার নৌবিশাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল মালপত্র অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়া থাকে তাহাও আজকাল কাজে লাগান হইতেছে। সম্প্রতি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে ২৫ হাজার টন নষ্ট জিনিষপত্র মেরামত করিয়া কাজে লাগান হইয়াছে এবং ২৪ হাজার টন মালপত্র ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য আহাজ বোঝাই করিয়া আমেরিকার পাঠান হইয়াছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন হইতে ইতিমধ্যেই যে সকল মালপত্র উদ্ধার করা হইয়াছে তাহার মূল্য দশ লক্ষ ডলারের কম নয়।

## আমেরিকার বে-সামরিক জনসাধারণের জন্য উৎপাদন

আমেরিকায় সময় সম্ভার উৎপাদন বোর্ডের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সামরিক প্রয়োজনে জনসাধারণের ব্যবহার্য বহু জিনিষপত্রের উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমানে কিছু কিছু দ্রব্য উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। বর্তমান বৎসরে ২০ লক্ষ ইলেকট্রিক ইঞ্জিন এবং ৫০ হাজার স্নানের টব তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

## প্রপেলারহীন বিমান

সম্প্রতি বিলাতে এবং আমেরিকায় বিমান বাহিনীর জন্য প্রপেলারহীন বিমান তৈরী হইতেছে। এই সকল বিমান অত্যন্ত দ্রুতগামী। আমেরিকা ও ব্রিটেনে সাফল্যের সহিত এই সকল বিমান চালাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

## ভারতীয় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন

প্রকাশ, ভারতবর্ষের ক্ষয় শীঘ্রই একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন গঠিত হইবে। এই কমিশনের সদস্য হিসাবে যে দশ জন বিখ্যাত ভারতীয় শিল্প-পতির নাম শোনা যাইতেছে তন্মধ্যে শ্রী হোমি হোদী, শ্রী সুলতান চিনোয়, মিঃ কস্তুরভাই লালভাই, মিঃ ইম্পাহানী, শ্রী বসুধন চট্টো, মিঃ রামরতন গুপ্ত এবং মিঃ ডি পি বেতান অন্যতম। খুব সম্ভব কমিটির সদস্যগণ আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে সফর করিবেন। বড়লাটের সাম্প্রতিক কলিকাতা বক্তৃতায় অন্ততঃ তাহারই আভাস পাওয়া গিয়াছে।

## বর্তমান বৎসরে বহু নতুন কোম্পানী রেজিষ্টারী হইবার সম্ভাবনা

বর্তমান বর্ষে গত বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক নতুন কোম্পানী গঠিত এবং রেজিষ্টারীকৃত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। নতুন কোম্পানী গঠন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সম্বন্ধে অধিকতর সংখ্যায় কোম্পানী গঠনের অসুবিধা লাভ করার মধ্য দিয়া দেশের শিল্প প্রগতির লক্ষ্যই পরিলক্ষিত হয়।

## মোটর গাড়ীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ

মোটর গাড়ী বিক্রয় করিয়া কেহ যাহাতে অতিরিক্ত লাভ করিতে না পারে তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই পুরাতন মোটর গাড়ীর মূল্য ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। খুব সম্ভব মজুত ও অতি লাভ দমন আঁড়ান্স অনুসারে এ-সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান শিল্প

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময়সম্ভার উৎপাদন বোর্ডের সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মোটর ৮৫ হাজার ১৯৪৬ খানি সামরিক বিমান তৈরী হইয়াছে। ১৯৪২ সালে তৈরী হইয়াছিল ৪৭,৮৪০ খানি। গত ডিসেম্বর মাসেই ৮৮০২ খানি বিমান তৈরী হইয়াছে।

## ব্রিটেনে চা রপ্তানীর ব্যবস্থা

প্রকাশ, ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটেনে চা রপ্তানী কার্য বাহাতে অর্হুভাবে পরিচালিত হয় তজ্জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার আজ্ঞাপত্র হইতে বিশেষ প্রতি-নিধি হিসাবে মিঃ পিনককে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইয়াছে।

## নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

## ন্যাশনাল স্টেটাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১০, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ সমূহ—আজমীর এবং তেজপুর

ডিরেক্টর বোর্ডঃ—

চেয়ারম্যান—মিঃ কে. বি. নাথ, এম. এস. সি.

ম্যানেজিং পাটনার, ইউনাইটেড কেমিকেল ইণ্ডাস্ট্রিজ, কলিকাতা

মিঃ এম. এ. রেজাক, অবসরপ্রাপ্ত আবগারী ইন্সপেক্টর, আসাম।

মিঃ আর. এন. চৌধুরী, জমিদার ও ব্যাংকার, নোয়াখালি

মিঃ জি. আর. নাথ, ল্যান্ডহোল্ডার ও মহাজন, তেজপুর, আসাম।

মিঃ এস. সি. গুহ, ব্যাংকার ও এজেন্ট, আজমীর।

মিঃ বি. কে. বৈষ্ণব, এজেন্ট, গোহাটী ব্যাঙ্ক লিঃ, তেজপুর, আসাম।

মিঃ জে. ভৌমিক, বি. এ—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

## = শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান =

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৩৯, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

স্থাপিত—১৯৩০

জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করতে চাই  
আপনাদের সহানুভূতি। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল  
রকম কাজই সুবিধাজনক সতে করা হয়। ভারতের  
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস. এম. বসু,  
জেনারেল ম্যানেজার।

এম. কে. নন্দী,  
সেক্রেটারী।

### যুদ্ধোত্তর যুগের গৃহ নির্মাণ সমস্যা

সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশের হাইল্যান্ড ইন্সটিটিউটে এক বক্তৃতাশ্রম্বে অধ্যাপক রাধাকমল মুখো-  
পাধ্যায় যুদ্ধোত্তর যুগের নগর নির্মাণ ব্যবস্থা এবং  
গৃহ নির্মাণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।  
ভারতের শিল্প প্রধান মহরগুলি খাপছাড়া ভাবে  
গড়িয়া উঠায় এবং জন বহুল হওয়ায় যেরূপ  
অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে যুদ্ধোত্তর যুগে  
নগর নির্মাণ সম্পর্কে একটি ছোট এবং সুপরি-  
কল্পিত নীতি অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজনীয়  
বলিয়া অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেন।  
এই কার্যের জন্য সরকারী তহবিল হইতে এবং  
মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের করের হার বৃদ্ধি করিয়া  
অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। শ্রমিকদের অন্য যে  
সকল গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে তাহার ব্যয়  
মিটাইতে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার একটা  
অংশ শিল্পকারখানার মালিকগণের বহন করা  
উচিত। সহরসমূহের বাহিরে যে সকল কল-  
কারখানা গড়িয়া উঠিবে তাহার শ্রমিকেরা বাহাতে  
নিকটেই বসবাস করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা  
ধাকা উচিত। আবশ্যক হইলে এসম্পর্কে প্রয়ো-  
জনীয় আইন করিয়া শ্রমিকদের জন্য আবাসগৃহ  
নির্মাণে শিল্পপতিদিগকে বাধ্য করা উচিত হইবে।  
শ্রমিক সাধারণের স্বাস্থ্য, আচার ব্যবহার এবং  
নৈতিক উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই তাহাদের  
জন্য স্বাস্থ্যকর এবং তত্ত্ব আবাসস্থানের সংস্থান  
করা কর্তব্য।

### কুটার শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ

সম্প্রতি কলিকাতার কমলালয় ট্রোসের গৃহে  
নিখিল ভারত কুটার শিল্প এবং হস্তশিল্প প্রদর্শনীর  
উদ্বোধনী বক্তৃতা শ্রম্বে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখো-  
পাধ্যায় বলেন যে, বৈদেশিক অর্থ নৈতিক শোষণের  
বিকল্পে আত্মীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি দূর করিতে  
এবং বিশেষ করিয়া বর্তমান ছুটিক বিধ্বস্ত  
বাঙ্গলাকে পুনরায় অর্থনৈতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত  
করিতে কুটার শিল্প ও হস্ত শিল্প প্রসারের চেষ্টা  
এবং তাহার অন্ত আবশ্যকীয় বাজার সৃষ্টির ব্যবস্থা  
করা একান্ত কর্তব্য।

### চলন্ত ট্রেণে রেডিও টেলিফোন

বসাইবার প্রস্তাব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেলকর্তৃপক্ষ চলন্ত ট্রেণ-  
সমূহে রেডিও-টেলিফোন স্থাপনের কথা চিন্তা  
করিতেছেন। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে  
ট্রেণ সংঘর্ষ অনেক সময় এড়ান যাইবে বলিয়া  
মনে করা যাইতেছে।

### স্ত্রীর সম্মুখম চেষ্টা

প্রকাশ, পোষ্ট ওয়ার সার্বেন্টিকিফ এণ্ড  
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ প্র্যানিং কমিটির সভাপতি পদে  
স্ত্রীর সম্মুখম চেষ্টাকে নিয়োগের চেষ্টা হইতেছে।  
হয় জন বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং বৈজ্ঞানিককে এই  
কমিটির সদস্য নিযুক্ত করা হইবে।

### উদ্ভিজ্জ তৈলের ব্যবসা সম্পর্কে বিধিনিষেধ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এক প্রেস নোট জারী  
করিয়া বাদাম তৈল, তিসির তৈল, রেড়ীর তৈল,  
কার্পাস বীজের তৈল, তিল তৈল এবং নারিকেল  
তৈল সম্পর্কে ফটকাবাজী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই  
সমস্ত জব্য হইতে যে খেল প্রস্তুত হয় তৎসম্পর্কেও  
এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে।

### এক বৎসরে ৬৫ খানি বিমানবাহী জাহাজ নির্মাণ

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী নৌসচিব  
মিঃ জেমস ফরেস্টল জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালে  
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের ৬৫ খানি বিমান-  
বাহী জাহাজ নির্মাণ করিয়াছে। তন্মধ্যে ৬ খানি  
২৭ হাজার টনের জাহাজ।

### নিখিল ভারত টেক্সটাইল কনফারেন্স

প্রকাশ, আগামী মার্চ মাসে দোলের বন্ধে  
সর্ব ভারতীয় টেক্সটাইল কনফারেন্সের অধিবেশন  
হইবে। টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে  
এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। এক্ষণে  
সম্মেলন ইতিপূর্বে আর হয় নাই।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-সংক্রান্ত হিসাব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরসম্ভার উৎপাদন  
বোর্ডের চেয়ারম্যান সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে  
ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত  
হইবার পর হইতে শিল্প-সংক্রান্ত হিসাব এবং  
তথ্যাদির প্রকাশ স্তগিত রাখা হইয়াছিল। কিন্তু  
মার্কিন ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিগণ বাহাতে বিভিন্ন  
শিল্পের সঠিক বর্তমান অবস্থা অবগত হইয়া  
তথ্যের অন্ত পরিচয়না এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ  
করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের অবগতির উদ্দেশ্যে  
শিল্পোৎপাদন এবং শিল্প বিষয়ক গবেষণা সংক্রান্ত  
তথ্যাদি এখন হইতে পুনরায় প্রকাশ করা হইবে।  
সাধারণ ভাবে বিভিন্ন প্রধান প্রধান শিল্পের অবস্থা  
ও প্রগতির, ধারা এই হিসাবে সন্নিবেশ করা  
হইবে, তবে কোন বিশেষ শিল্প-কারখানার উৎ-  
পাদন সংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রকাশ করা হইবে  
না।

### সাংবাদিকের মৃত্যু

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের  
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চৌধুরী গত শুক্রবার বেলা-  
গাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাস-  
পাতালে পাকস্থলীর গীড়ায় মারা গিয়াছেন।

## শিলং ব্যাঙ্কঃ —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
ফোন : ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## রোগের চিকিৎসায় :: রোগীর শুশ্রুষায়

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের তৈরী :

- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- হাওয়া বালিস
- এয়ার রিং কুশন
- ডাক্তারী দস্তানা

প্রভৃতি

যুদ্ধের অন্ত আমাদের তৈরী  
রবারের ক্লথাদি কেবলমাত্র  
সামরিক প্রয়োজনে ও হাসপাতালে  
সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক  
সময় ফিরে এলে আমরা আবার  
আগের মতই আমাদের তৈরী  
বিনিময় জনসাধারণকে সরবরাহ  
করিতে পারবো।

আমাদের তৈরী ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই  
ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

## বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা :—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা।

কলিকাতার দোকান :—১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট।

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্নবী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।

নাগপুর কারখানা :—ঘাট রোড, নাগপুর।

## কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থা এবং ভারতবর্ষ

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক ও ইজারা দান সম্পর্কে কংগ্রেসে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, পররাষ্ট্র দপ্তরের অর্থনৈতিক কাণ্ড পরিচালনা দপ্তরের কর্মচারীগণ উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের মার্চ মাস হইতে গত অক্টোবর মাস পর্যন্ত ভারতবর্ষে কর্তৃক ও ইজারা আইন অনুসারে আমেরিকা হইতে মোট ৭১ কোটি ১ লক্ষ ৩১ হাজার ডলার মূল্যের মাল প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭ কোটি ১৯ লক্ষ ৪১ হাজার ডলার মূল্যের গোলাবারুদ, ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ১৭ হাজার ডলার মূল্যের বিমান ও উহার অংশসমূহ, ১৮ কোটি ৯২ লক্ষ ১৭ হাজার ডলার, মূল্যের ট্যাক ও অস্ত্রাগাড়ী, ২০ কোটি ৭৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ডলার মূল্যের শ্রমশিল্প সংক্রান্ত জরায়ি, ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ১২ হাজার ডলার মূল্যের কৃষিজাত জরায়ি ও খাদ্যজরায়ি এবং ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৮৭ হাজার ডলার মূল্যের জলযানাদি প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত কর্মচারীগণ আরও জানাইয়াছেন যে, কর্তৃক ও ইজারা আইন অনুসারে ভারত হইতে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ মাল পর্যন্ত অস্থান ৫৬ কোটি ৯১ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণাদিতে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ডলার, পেট্রোলিয়াম ও তৎসংক্রান্ত জরায়িদিতে ১৩ কোটি ১২ লক্ষ ৭ হাজার ডলার, সামরিক সাঙ্গসজ্জা প্রভৃতিতে ৫৪ লক্ষ ২১ হাজার ডলার, বানবাহন প্রভৃতিতে ৩১ লক্ষ ৬১ হাজার ডলার এবং মাহিয়ানা ইত্যাদিতে ৩০ লক্ষ ৭৮ হাজার ডলার ব্যয়িত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র গ্যাসোলিন, মোটর গ্যাসোলিন, গাড়ীর কলকজার ব্যবহারের অস্ত্র প্রয়োজনীয় তৈল এবং অস্ত্রজরায়িও সরবরাহ করা হইয়াছে। মার্কিন বাহিনী ভারত সরকারের নিকট হইতে টেলিফোন, ডাক বিভাগের সুবিধাজনক বৈদ্যুতিক শক্তি, আগবাব পত্র, মশারি এবং গ্যাসনিরোধ জরায়িও পাইয়াছেন।

## যুক্তরাজ্যে খাদ্যোৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান লর্ড ডি লা ওয়ার যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, সামরিক প্রয়োজনে বিমান ক্ষেত্র এবং বিমান বাহিনী নির্মাণের ৬ লক্ষ একর কর্ষণযোগ্য জমিতে কৃষিকাণ্ড বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিলাতে খাদ্যসত্ত্ব উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্তমানে যতদূর বৃদ্ধিতে পারা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, যুদ্ধের পর ব্রিটেনের কৃষিকাণ্ডের অবস্থা বৃদ্ধপূর্ণ কালের তুলনায় অনেক ভাল হইবে। তিনি আরও বলেন যে প্রাক-যুদ্ধকালে যুক্তরাজ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যজরায়ির শতকরা ৪৫ ভাগ উৎপন্ন করিত। কিন্তু বর্তমানে ব্রিটেনে অবস্থিত মিত্রপক্ষীয় সেনা বাহিনী এবং জনসাধারণের মোট যে পরিমাণ খাদ্যজরায়ির প্রয়োজন তাহার শতকরা ৭০ ভাগ যুক্তরাজ্যেই উৎপন্ন হইতেছে।

## কাশ্মীরের জন্য গুটিপোকা আমদানী

প্রকাশ, কাশ্মীর রাজ্যে রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সিচোয়ান সিঙ্ক কোম্পানীর নিকট হইতে সাত হাজার আউন্স গুটিপোকা আমদানী করা হইবে। উহার মূল্য পড়িবে ৩৫ লক্ষ ডলার। ভারতে এই ধরণের প্রচেষ্টা ইহাই সর্বপ্রথম।

## হস্তনির্মিত কাগজ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

প্রকাশ, পুণাতে যে হস্তনির্মিত কাগজ নির্মাণ-কেন্দ্র আছে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরিভাবে উহার ভার গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত ১৯৩৯ সালে নিখিল ভারত কুটির শিল্প সমিতির প্রচেষ্টায় বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কর্তৃক পুণাতে এই কাগজ নির্মাণ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। তাহার পর হইতে হস্ত নির্মিত কাগজ শিল্পের শিক্ষা এবং গবেষণা কেন্দ্র সিহাবে এই প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছে। বর্তমানে কাগজের অভাব হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে এই ধরণের হস্ত-শিল্পকে উন্নত করিয়া কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার দিন আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে একজন বিশেষজ্ঞের উপর এই কেন্দ্রটির কার্য পরিচালনের ভার অর্পণ করা হইবে।

## দিল্লীতে পাট সম্মেলন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণক্রমে দিল্লীতে দুই দিন ব্যাপী পাট সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য সচিব ভারত আজিজুল হক উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ভারত রামস্বামী মুদালিয়র, মিঃ সি ই জোন্স, ভারত থিয়োডর গ্রেগরী, মিঃ পি এম খারেশাট প্রভৃতি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী ভারত নাজিমুদ্দিন, খাজ সচিব মিঃ মুরারী এবং অর্থসচিব মিঃ তুলসীচন্দ্র গোস্বামী সম্মেলনে যোগদান করেন। বর্তমান বৎসরে কত একর জমিতে পাট চাষ করা হইবে তাহা নির্ধারণ করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল। সম্মেলনে যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছে, ভারত সরকার শীঘ্রই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

## কানপুরে শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণ

প্রকাশ, কানপুরে শ্রমিকদের জন্য ভারত সরকার ৬ হাজার গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। আরও জানা গিয়াছে যে, কানপুর ইমপ্লিমেন্টে ট্রাষ্ট ও ১৫ শত গৃহ নির্মাণের জন্য তাঁহাদের অধিকারভুক্ত জমি ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।



**সান ব্রান্ড**  
**পাল পাউডার**

শিশু এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের পক্ষে আদর্শ খাদ্য, সকল সম্ভাব্য দোকানে পাওয়া যায়। ডাক্তার ও মেডিকেল ট্রোর কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যিক।

**দি নিউ ফাউন্ড ব্রান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কো**  
**১০৫, কটন স্ট্রিট, কলিকাতা**

## দি কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :— ২৯, স্ট্যান্ড রোড, কলিকাতা।

মাদারিপুর

শাখা খোলা হইয়াছে।

বরাহমগঞ্জ, চরমুগুরিয়া ও  
পাটনা শাখা শীঘ্রই খোলা  
হইবে।

সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য করা হয়

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন।

মিঃ বিমল রায় চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

**সেন্ট্রাল প্রেস এডভাইসরী কমিটি**

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া বর্তমান বৎসরের অন্ত সেন্ট্রাল প্রেস এডভাইসরী কমিটি গঠিত হইয়াছে :—মিঃ জে, এন, শানী, মিঃ জে, কে, ভাউলে, মিঃ বি, শিবরাও, মিঃ এ, এস, আয়েজার, মিঃ এস, এন, ভাটনগর, মিঃ হিলাল আমেদ ছুবেয়ী, শ্রীহৃত দেবদাস গান্ধী এবং মিঃ ডি, পি শর্মা।

**আড়াই লক্ষ টাকার মজুত হরলিকস্ ও ঔষধ উদ্ধার**

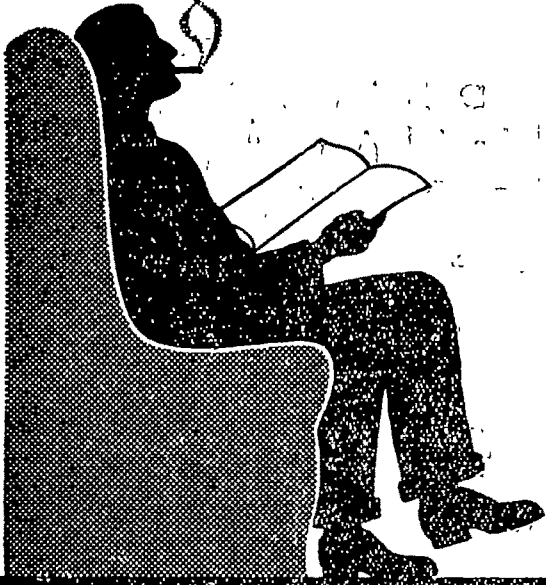
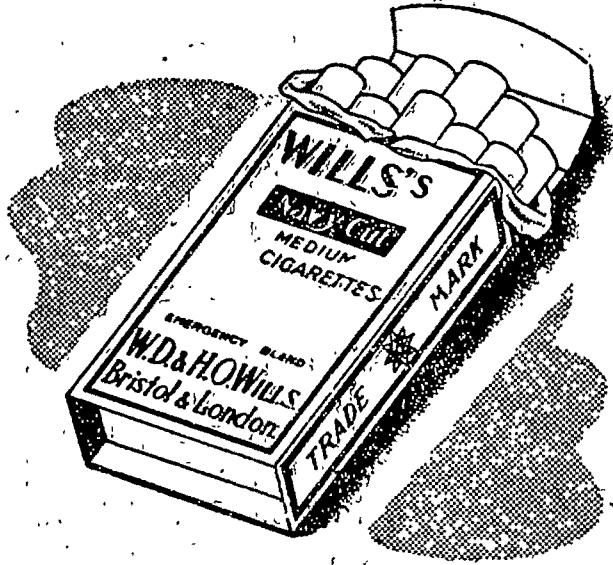
গত সপ্তাহে কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বালীগঞ্জের একটি গৃহ ভ্রমণ করিয়া মোট ২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা মূল্যের হরলিকস্ ও ঔষধপত্র উদ্ধার করিয়াছে। এই সম্পর্কে ২ জন জীলোক এবং ১ জন পুরুষকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

**সম্পাদক সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী**

গত সপ্তাহে মাদ্রাজে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ভারতে অধিক পরিমাণে সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজ আমদানী, সংবাদ সেলস ব্যবহার উন্নতি এবং শান্তি সম্মেলনে বিশ্বের সমস্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।



**“মূল্যের বিনিময়ে ইহা ইহে সর্বোৎকৃষ্টে”**



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**



## শিল্পগত চাকরুলা প্রদর্শনী

গত ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুল ভবনে বাঙ্গলার গভর্ণর শ্রী টমাস রাধার-কোর্ড "শিল্পগত চাকরুলা প্রদর্শনী" উদ্বোধন করেন। উক্ত প্রদর্শনীতে ভারতের ৭০টি স্থান হইতে চিত্রাদি প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহাতে ৫২৮টি দর্শনীয় বস্তু আছে। ১৯টি বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন। জাপ-বিরোধী আন্দোলন, কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্যের অপচয় বিরোধী আন্দোলন, অধিক খাদ্যোৎপাদন আন্দোলন সংক্রান্ত চিত্রাদি, শিল্পগত চাকরুলার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকারের দেওয়াল চিত্র ও লেবেল, সংবাদপত্র সজ্জা প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত নানা প্রকারের চিত্র ও কটো প্রদর্শনীতে দেখান হইতেছে। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসর যে পরিমাণ অর্থ পুরস্কার ও বৃত্তি হিসাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এই প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত হয়। গত বৎসর পুরস্কার হিসাবে ১৩ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছিল, সেই স্থলে এবার ১৯ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। বৃত্তির পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া দুই হাজার হইতে চারি হাজার টাকা হইয়াছে। ভারতের শিল্প সংক্রান্ত উন্নতির পটভূমিকায় চিত্রকলায় প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব প্রকাশ করাই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। এই বৎসর ১ হাজার টাকা করিয়া ৪টি বৃত্তি ২০ বৎসরের কম বয়স ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। মিস মণি শেঠনা (স্মার জে, জে, স্কুল, বোম্বাই) শ্রীরঞ্জন দত্ত (গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্ট, বাঙ্গলা) শ্রীনিরেন ঘোষ (দিল্লী পলিটেকনিক) এবং শ্রীমতীশ কুমার গাগরাল (মেয়ো স্কুল অব আর্ট, লাহোর) এই পুরস্কার পাইয়াছেন। চাকরুলার সর্ক্যাপেক্ষা অধিক মৌলিকতার জন্য পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত ডি সেনগুপ্ত এবং সর্ক্যাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভারতীয় ভাব উদ্দীপনার জন্য প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত কমল ঠাকুর।

## কেন্দ্রীয় পাট কমিটির অধিবেশন

প্রকাশ, আপামী ২০শে জানুয়ারী কলিকাতায় শ্রী পি এম খারেসাট আই-সি-এস-এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় পাট কমিটির যে অধিবেশন হইবে তাহাতে কমিটির ছোট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ লেবরেটরীসমূহের বিস্তৃতি সাধনের জন্য একটি অফিসী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে এককালীন ২ লক্ষ ১৮ হাজার ২০০ টাকা এবং বার্ষিক ৬০,২০০ টাকা ব্যয় পড়িবে। কমিটির এগ্রিকালচারাল রিসার্চ লেবরেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ জে এস প্যাটেল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ জে এল মুখার্জী এই পরিকল্পনার যুগ্ম-উত্তোক্ত। টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরীসমূহের ডিরেক্টর মিঃ সি আর লোভার পাণ্ডের বর্তমান চারিটি শ্রেণী বিভাগের পরিবর্তে ছয়টি শ্রেণী বিভাগের জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনাও এই অধিবেশনে পেশ করিবেন।

## সম্পাদক সম্মেলনে নব গঠিত ষ্ট্যান্ডিং কমিটি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া বর্তমান বৎসরের জন্য নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হইয়াছে—মেসার্স কে, শ্রীনিবাসন (হিন্দু) শ্রী ফ্রান্সিস লো, (টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই) দেবদাস গাঙ্গী (হিন্দুস্থান টাইমস, দিল্লী) জে, এন, সাহনী (ডাশনাল কল, দিল্লী) আই, এম, ট্রিকেল (টেটগমান, কলিকাতা) এ, এস, ভারতম (এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া) তুষারকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা কলিকাতা) রমানাথ পোয়েঙ্কা (ইণ্ডিয়ান প্রেস, মাদ্রাজ) অমৃতলাল শেঠ (জয়ভূমি, বোম্বাই), শ্রীমলদাস গাঙ্গী (বন্দোবস্তরন, বোম্বাই) এম, হারিস (আজমল, বোম্বাই) সি, আর, শ্রীনিবাসন (বদেশ-মিত্রম, মাদ্রাজ) আর, ডি, মহেশ্বরী (নব ভারত, নাগপুর) এ, ডি, মনি (হিতবাদ, নাগপুর) এস, এস ভাসন (আনন্দবিকাতন) আর, এইচ, মোহবারী (সমুদ্র কর্ণাটক, হবলী) কে, পূর্ণিমা (সিন্ধু অবজারভার, করাচী) কে, শ্রীনিবাসন (ফ্রী প্রেস জার্নাল) এস, স্বামী (ফ্রী প্রেস, মাদ্রাজ) বিভাতাঙ্গর (আজ, বেনারস)।

## কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যার হার বৃদ্ধি

কলিকাতা নগরীতে মৃত্যুর হার কয়েক দিনের জন্য সামান্য কমের দিকে গিয়া আবার উৎপন্নকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুর সংখ্যা সামান্য হ্রাস পাইলেও কলেরা ও বগভের বিস্তার এবং এই উভয়বিধ রোগের কলে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বগভে মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৯ জন, পূর্ববর্তী সপ্তাহে উক্ত সংখ্যা ছিল ৭৫। কলেরার মৃত্যু সংখ্যাও উক্ত সপ্তাহে ২৮ হইতে বাড়িয়া ৩৮ হইয়াছে।

## কলিকাতা ব্রাড ব্যাঙ্কের প্রসংশনীয় কার্য

কলিকাতা এলাকায় বিঘটন আক্রমণ হইলে বাহাতে আহতদের শরীরে অবিলম্বে রক্ত সঞ্চালন করা যায় তদুদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকারের সার্জন জেনারেলের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতা ব্রাড ব্যাঙ্ক একখানি গাড়ী লইয়া ঘটনাস্থলে কয়েকজন ডাক্তার প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত বিমান হানার সময় ১১ জন আহত ব্যক্তির দেহে রক্ত সঞ্চালন করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চমৎকার ফল পাওয়া গিয়াছে।

## ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

## লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

|| আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক ||  
|| কার্যকরী মূলধন ... ১২ লক্ষাধিক ||

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপুরা স্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা  
গোপালপুর, জয়ালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, ঢাকা ও কটক।  
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

**S. SIRKAR & CO.**  
Manufacturing Jewellers

125. BOWBAZAR STREET

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতি ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
তৃপ্তিলাভ করুন।

**বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ**

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্

**সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ**

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

## বঙ্গীয় আইন সভার আগামী অধিবেশন

প্রকাশ, বঙ্গীয় আইন সভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনের আলোচনার জন্য অনেকগুলি সরকারী বিল উপস্থিত করা হইবে। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় বঙ্গীয় বিজ্ঞপ্তির সংশোধন বিল (১৯৪০), বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিল, বঙ্গীয় টাউনশ্ব বিল (১৯৪৪), কারোণার ও কোজদারী কার্যবিধি সংশোধন বিল, বঙ্গীয় জমি হস্তান্তর (সাময়িক বিধান) বিল, বঙ্গীয় মহাজনী আইন সংশোধন বিল, বঙ্গীয় কৃষি উন্নয়ন সংশোধন বিল (১৯৪৪), বঙ্গীয় কাঁইনাল (সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল, বঙ্গীয় প্রকৃতি কল্যাণ (চা-বাগান) বিল, বেঙ্গল রিপলিং এন্ড এমেন্ট বিল, জমিতে নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিল, বঙ্গীয় ওরাকফ্ সংশোধন বিল, কলিকাতা শেরিফ বিল, বঙ্গীয় চাষীখাতক আইন সংশোধন বিল, বঙ্গীয় দুঃস্থ ও নিরন্ন সাহায্য বিল এই অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে।

## ব্রিটেনে ধর্মঘটের ফলে কাজের ক্ষতি

সম্প্রতি বিলাতের "ইন্ডিনিং স্ট্যান্ডার্ড" পত্রিকা একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গত যুদ্ধকালীন সময়ের তুলনায় বর্তমান যুদ্ধের সময় ধর্মঘটের ফলে কাজের ক্ষতি অনেক কম হইয়াছে। অবশ্য সংখ্যার দিক হইতে বর্তমান যুদ্ধের সময়ই ধর্মঘট বেশী হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত বিলাতে মোট ৪৮৫০টি ধর্মঘট হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় ২৮৭৬টি ধর্মঘট হইয়াছিল, তবে রয়েল ইকনমিক সোসাইটির পক্ষ হইতে যে হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে গত মহাযুদ্ধ কালে ধর্মঘটের সংখ্যা অল্প হইলেও উহাতে বর্তমান যুদ্ধকালীন ধর্মঘট-সমূহ অপেক্ষা ৫ লক্ষ বেশী শ্রমিক যোগদান করিয়াছিল। গত যুদ্ধের সময় মাথাপিছু শ্রমিকদের দেড়দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছিল সেই স্থলে বর্তমান যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের মাথাপিছু মাত্র অর্ধদিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে।

## বার্তাজীবীদের কল্যাণ বিধায়ক কমিটি

সম্মেলনের এক প্রস্তাব অনুযায়ী মালিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত আলোচনা ও বার্তাজীবী-দিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানকল্পে প্রস্তাবাবলী গঠনের জন্য মিঃ বি শিবরায়, মিঃ এম সুরেন্দ্রনাথ এবং মিঃ জে. কে. কাউলকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

## বিমান পথ স্থাপনে পর্ন্তগীজ

## জাহাজ কোম্পানীর চেষ্টা

বড় বড় চারিটা পর্ন্তগীজ জাহাজ কোম্পানী ইতিমধ্যেই বিমান পথ স্থাপনের আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। একটি কোম্পানীত যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বে পর্ন্তগীজ-আফ্রিকা বিমান পথ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

## অগ্ন্যাগ্নি মিত্র রাষ্ট্রকে গ্রেটব্রিটেনের সাহায্যের পরিমাণ

গত ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরে গ্রেটব্রিটেন মিত্রপক্ষের বিভিন্ন দেশকে নিম্নরূপ মূল্যের দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছে :—

| দেশ                     | পাউণ্ড          |
|-------------------------|-----------------|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র    | ৫৮ কোটি ১০ লক্ষ |
| সোভিয়েট রাশিয়া        | ১৭ কোটি ৯০ লক্ষ |
| অভ্যন্তরীণ মিত্ররাষ্ট্র | ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ |

## আসাম-বঙ্গ আর এম এস সন্মেলন

সম্প্রতি বর্তমানে আসাম-বঙ্গ পোষ্টাল আর এম এস সন্মেলন হইয়া গিয়াছে। বর্তমান বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি বসু, শ্রীযুক্ত বীরেন সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত প্রভাত চক্রবর্তী যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন।

## মিত্রপক্ষের বর্তমান রবার সম্পদ

জাপান কর্তৃক কাঁচা রবার উৎপাদক অঞ্চল-সমূহ অধিকৃত হইবার পূর্বে পর্যন্ত গ্রেটব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলিয়া অনুন ৫ লক্ষ টন কাঁচা রবার ব্যবহার করিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে এই দুই দেশ তাহাদের উপরোক্ত প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ কাঁচা রবারের দ্বারা মিটাইতে সক্ষম।

## সরকারী প্রাইজ বণ্ডের প্রতিবাদ

সম্প্রতি ডাশনাল ক্রিস্টিয়ান কাউন্সিলের পক্ষ হইতে বড়লাটের নিকট একটি তার প্রেরণ করিয়া সরকারী প্রাইজ বণ্ডের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। নৈতিক কারণে এই প্রথা মোটেই সমর্থন যোগ্য নহে বলিয়া উক্ত আবেদনে উহা প্রত্যাখ্যান করিবার অনুরোধ জানান হইয়াছে।



মিঃ এস চাটার্জি

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিন্ডিকেট  
লিঃ, মাইকা মাইনিং এন্ড ট্রেডিং  
কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, এরিয়ান সিঙ্ক  
এন্ড কটন মিলস্ লিঃ, ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট  
অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, ডাশনাল নিউট্রি-  
মেন্টস্ লিঃ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতি-  
ষ্ঠানের প্রধান পরিচালক।

আমরা আনন্দের সহিত ঘোষণা  
করিতেছি।

প্রথিতযশা লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী  
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী

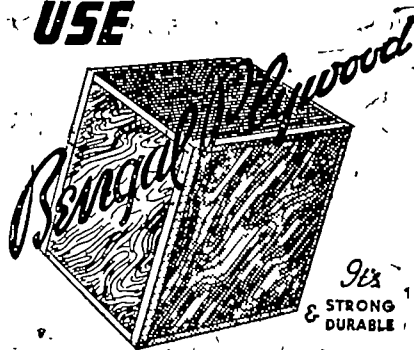
আমাদের ডিরেক্টস বোর্ডে  
যোগদান করিয়াছেন।

এই নব ভারতীয় শিল্প প্রদেক্ষায়  
টাকা খাটাইয়া জাতীয় আর্থিক  
বনিয়াদ দৃঢ় করুন এবং নিজেও  
লাভবান হউন।

বেঙ্গল ববীন এন্ড প্লাইউড

কোম্পানী লিঃ

USE



নির্দিষ্ট সংখ্যক অর্ডিনারী ও ৭১% প্রেকারেন্স শেয়ার বিক্রয় হইবে। ৩১শে জাহুয়ারীর পর হইতে প্রতি অর্ডিনারী শেয়ারের মূল্য ২৮ টাকা বৃদ্ধি হইবে।

## ডিভিডেণ্ড

১৯৪৩ ইং সনের জন্ম শতকরা ১২ টাকা হিসাবে গ্র্যান্ড-ইন্টেরিস্ট ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে এবং চূড়ান্ত ডিভিডেণ্ড বন্ডিত হারে আশা করা যায়।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আকস্মিক।

ম্যানেজিং এজেন্ট—মেসার্স সন্তোষ চ্যাটার্জি এন্ড কোং,

৫৭, রাধাবাজার ষ্ট্রট, কলিকাতা।

ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুসারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট প্রকাশ থাকে যে, এই অনুমতি দ্বারা ভারত গভর্নমেন্ট কোম্পানীর ব্যবসা স্বত্বীয় কোন পরিকল্পনার আর্থিক সুসঙ্গতি বা তৎবিষয়ে প্রকাশিত বিবৃতি বা অভিমতের সত্যতা সন্দেহ কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

### ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যে বৎসর বরা হইয়া থাকে সেই বৎসরে ভারতের বস্ত্র-শিল্পের মোট উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে সম্প্রতি সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, বস্ত্রোৎপাদনের পরিমাণ পূর্বাংকশা দ্বারা পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের সহিত উহার পূর্ববর্তী চার বৎসরের একটি তুলনামূলক তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল :-

| বৎসর    | উৎপাদনের পরিমাণ<br>(১০ লক্ষ গজ হিসাবে) |
|---------|----------------------------------------|
| ১৯৪২-৪৩ | ৪১০২'৩০                                |
| ১৯৪১-৪২ | ৪৪২০'৬১                                |
| ১৯৪০-৪১ | ৪২৬২'৫০                                |
| ১৯৩৯-৪০ | ৪০১২'৫০                                |
| ১৯৩৮-৩৯ | ৪২৬২'২৬                                |

নিয়ে ব্রিটিশ ভারত ও বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য কি পরিমাণ বস্ত্রোৎপাদন হইয়াছে তাহার আলোচ্য-বৎসরের ও তৎপূর্ববর্তী বৎসরের তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হইল :-

| প্রদেশ ও             | (১০ লক্ষ গজ হিসাবে) |         |
|----------------------|---------------------|---------|
| দেশীয় রাজ্য         | ১৯৪২-৪৩             | ১৯৪১-৪২ |
| বোম্বাই              | ২৫১০'৭৮             | ২৮৫৭'৮০ |
| মাদ্রাজ              | ১০৫১'২০             | ১০২১'১২ |
| বাম্বা               | ১৭১১'২৮             | ১২৪৪'৪৫ |
| মুক্তপ্রদেশ          | ৩০২'০৪              | ২২২'২৮  |
| আজমীর-মারোয়াড়া     | ৩০'৬১               | ২৪'৬৮   |
| পাঞ্জাব              | ৬০'২৬               | ৬২'২১   |
| দিল্লী               | ৭২'১৬               | ৮৫'১৭   |
| মধ্যপ্রদেশ ও বেহার   | ১০১'৫৫              | ২৫'২৩   |
| বিহার                | ১০'০৭               | ১৪'৭২   |
| গুজ                  | *                   | *       |
| বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য | ৭৩৮'২০              | ৭৫০'২২  |
| মোট                  | ৪১০২'৩০             | ৪৪২০'৬১ |

### নাৎসী জার্মানীর জাতীয় ঋণ

মহারত্মের চতুর্থ বৎসরে জার্মানীর জাতীয় ঋণ ৬ হাজার ৩ শত কোটি মার্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

### বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত জ্ঞান, শক্তি, যৌবন রক্ষায় “নিওটোন”

অব্যর্থ কলপ্রদ মনোবৈজ্ঞানিক

৮ আউন্স—১৮/০, ১২ আউন্স—২৪/০

ম্যালেরিয়া, পালান্ডুর, প্লেব্রা

### ‘বেপটোন’

কার্যকরী আদর্শ টনিক

৪ আউন্স—২১/০, ৮ আউন্স—৩৬/০

প্রত্যেক জিনায় ষ্টিকিট আবশ্যিক

পরিবেশক—এস. ডেভী এন্ড কোং

৪৪৮, আমহাট ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

### বাঙ্গলায় বস্ত্র সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে উক্ত সময়ের মধ্যে ভারতের প্রধান প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হইতে বিক্রয় কেন্দ্র-সমূহে পূর্ব বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় ৩ লক্ষ ১ হাজার ৯৪৩ খানা বস্ত্র বন্টন করা হইয়াছে। আলোচ্য তিন মাসে গড়গড়তায় ৪,১৭,৫৮৫ গাইট কাপড় উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। গত ১৯৪২ সালের উক্ত তিন মাসে ২,২২,৩২৩ গাইট কাপড় প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় যে বস্ত্র বন্টনের পরিমাণ শত-করা ৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলাকেও অংশমত বস্ত্র বন্টন করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত রেলপথে প্রেরিত কাপড় ব্যতীত সমুদ্রপথে ৩৮,০০০ গাইট অর্ধাৎ প্রায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ গজ কাপড় বাঙ্গলায় প্রেরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩ কোটি ২০ লক্ষ গজ ট্র্যাঙ্কার্ড কাপড়ও পাঠান হইয়াছে।

### ভাতা ও বোনাস নিয়ন্ত্রণে

### সাংবাদিকগণের অসুবিধা

কর্মচারীগণের মাপ গিঁতাতা ও বোনাস নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা প্রত্যাখ্যার করার জন্য অস্বস্তি জন্মিয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির কার্যকরী সমিতির সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, এ দেশের সাংবাদিকগণের বেতনের হার অতি অল্প। সুতরাং গভর্নমেন্টের এই প্রস্তাব-কার্যকরী করা হইলে সাংবাদিকগণ বিশেষ বিপদাপন্ন হইবেন। কারণ মালিকেরা এখন যেমন অতিরিক্ত মুনাফা কিছু অংশ কর্মচারীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেছেন, সরকারী প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হইলে তখন আর তাহা করা সম্ভব হইবে না।

### হিন্দু নারীর দায়াদিকার আইন

হিন্দু বিধবারা বাহাতে ১৯৩৭ সালের দায়াদিকার আইনের সম্পূর্ণ ছবোপ পাইতে পারেন তজ্জন্ত বাঙ্গলা সরকার উক্ত আইনের বিশেষ বিশেষ ধারাগুলি সংশোধন করিয়া ক্রিয়াকর্মিত তাহার অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ক্রিয়াকর্মি উক্ত আইনের আওতায় আসে না বলিয়া ফেডারেল কোর্ট যে রায় দিয়াছেন, তজ্জন্তই এই আইন সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই বিল আনয়ন করা হইবে।

### বস্ত্র ব্যবসায়ের বিপুল লাভ

আমেদাবাদের বস্ত্র ব্যবসায়ী ও মিল মালিকগণের ১৯৪৩ সালের লাভের অঙ্ক গতাই বিশ্বম-কর। প্রকাশ, এই বৎসর আমেদাবাদের মিল মালিকদিগকে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভের হিসাবে দিতে হইবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগকে দিতে হইবে দুই কোটি টাকা।

### বিশ্বে নূতন ব্যবস্থা স্থাপনে রুজভেন্টের পারিকল্পনা

সম্প্রতি কংগ্রেসে প্রেরিত বাণীতে প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিবে বলিয়া মনে হইতেছে। কূটনৈতিক মহল মনে করেন যে, বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নূতন নূতন বাণিজ্য চুক্তি রচিত হইবে। মিত্র রাষ্ট্রপুঞ্জের সকলেই একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রামান গ্রহণ করিবে এবং দ্রবিত্বের দেশসমূহে শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট একটি সাংবাদিক সম্মেলনেও আত্মক দিয়াছিলেন যে, ১৯৩০ সালের মন্ডার পরবর্তী দশ বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফে নয়া ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল, সমগ্র বিশ্বে তিনি অমূল্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক।

### আমেরিকায় খাদ্যযুক্ত ইম্পোর্টের

### ব্যবহারের পারমাণ

গত ১৯৪০ সালে, আমেরিকায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্যযুক্ত ইম্পোর্টের ব্যবহার হইয়াছে। ১৯৩২ ও ১৯২০ সালের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ১০ লক্ষ টন ও ২০ লক্ষ টন।

### বিড়লা ব্রাদার্স-এর মোটর করখানা

প্রকাশ, বিড়লা ব্রাদার্স শীঘ্রই এদেশে একটি মোটর নির্মাণ কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। আবঙ্গকীয় বস্ত্রপাতিও কিছু কিছু আমদানী করা হইয়াছে। বিলাতি এবং আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ করা হইতেছে।

## ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি. ৬৮-৬৯,  
হেড অফিস—৭, ওয়েলসলী স্ট্রীট, কলিকাতা  
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”  
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”  
আমানত—৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যত্ননাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোপায় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অসুসন্ধান জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),  
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা  
পে: অফিস : মিরকাধিম  
শ্রীযুক্ত রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## বাল্লার চাউল কল ও চাউল ব্যবসায়গিরের কর্তব্য

সম্প্রতি বঙ্গীয় চাউল কল সমিতি ও চাউল ব্যবসায়ী সমিতি প্রতিনিধিগণ দিল্লীতে গিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব ও খাদ্য দপ্তরকে তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, বাল্লার চাউল ব্যবসা ও বণ্টনের ব্যাপারে স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হইবে। স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থা বলবৎ না রাখিয়া বাল্লার চাউল সংগ্রহ ও বরাদ্দ প্রথা চালু করার ব্যবস্থা সফল হইতে পারে না। তাঁহারা আরও বলেন যে, চাউল ব্যবসায়ীরা বরাদ্দ প্রথা কার্যকরী করার ভার লইতে প্রস্তুত আছেন এবং সন্ততার নির্দশন স্বরূপ মোটাটুটি পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা সরকারের নিকট জমা রাখিতে রাজী আছেন।

### চাউলকলসমূহের ক্ষতি

প্রতিনিধিগণ বলেন যে, সরকারী ব্যবস্থার ফলে বাল্লার ৪৫০টি চাউলের কল গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শতকরা ৭০টি কলের কাজ বন্ধ হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কলসমূহেও নিয়মিত সময়ের অর্ধেক সময় কাজ হইতেছে। ফলে গত আড়াই মাসে চাউলের উৎপাদন প্রায় ৮০ লক্ষ মণ হ্রাস পাইয়াছে। প্রায় ৫০ হাজার লোক এই ব্যবসায়ের সহিত জড়িত আছেন। সরকারীনীতির ফলে তাহারা বেকার হইয়া পড়িবে এবং ব্যবসায়ীরা সর্বস্বান্ত হইবে।

### এজেন্ট নিয়োগ ব্যবস্থার গলদ

বাল্লা সরকার কর্তৃক যে চারিজন চীফ এজেন্ট নিয়োগ করা হইয়াছে তাহাতেও তাঁহারা আপত্তি জানাইয়াছেন। তাঁহারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এই সকল চীফ এজেন্ট বাল্লার ৫ কোটি মণ চাউল ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। চীফ এজেন্টদের মধ্যে দুই জন কখনও চাউলের ব্যবসা করিতেন না, আর দুই জনেরও আন্তরিক ব্যবসায়ের সহিত কোন যোগ ছিল না।

### জনসাধারণের অসুবিধা

প্রতিনিধিগণ বলেন, সরকার যে সকল নতুন লোককে ব্যবসায়ে ঢুকাইতেছেন, কারবারের খুঁটিনাটি শিখিয়া উঠিতে তাহাদের যথেষ্ট সময় লাগিবে। ততদিন জনসাধারণকে গুরুতর ক্ষতি সহ করিতে হইবে। প্রচুর ফসল পাওয়ায় বাল্লার যে সুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল সরকারী নীতির ফলে তাহাও নষ্ট হইবে।

### আমেরিকায় বাধ্যতামূলক লোক নিয়োগের প্রস্তাব

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, প্রত্যেক অসামরিক নরনারীকে প্রয়োজন হইলে জাতির সেবায় বাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করা যায় উচ্ছিন্ন প্রয়োজনীয় আইন করা দরকার। অনেকেই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এই সুপারিশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন। আমেরিকান

ফেডারেশন অব লেবারের সভাপতি মিঃ উইলিয়াম গ্রীণ বলেন যে উহা দ্বারা শ্রমিক-ধর্মঘট বন্ধ হইবে না। লোকবলের অভাবও দূর হইবে না। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ধর্মঘট না করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি দ্বারা আমেরিকায় যে ফল পাওয়া গিয়াছে ব্রিটেনে শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াও তদন্তরূপ ফল পাওয়া যায় নাই।

### আমেরিকায় ১০ হাজার কোটি ডলারের বাজেট

গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট ১০ হাজার কোটি ডলারের দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন বাজেট পেশ করেন। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চলিবে এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এই বাজেট উত্থাপন করা হইয়াছে। আগামী ১লা জুলাই যে আর্থিক বৎসর শুরু হইবে ঐ বৎসর ১৯৭৬ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ব্যয় ও ৫২০০ কোটি ডলার রাজস্ব আদায় হইবে এবং ফলে বাজেটে ঘাটতি হইবে বলিয়া প্রেসিডেন্ট অনুমান করেন। তবে ইতিমধ্যে কোন কোন বৃহৎ রণাঙ্গনে যুদ্ধের পরিসমাপ্তিরও আশা করা বাইতেছে এবং তাহা হইলে হয়ত উপরোক্ত বরাদ্দ অর্ধ সম্পূর্ণ ব্যয় হইবে না।

### তৈলবীজ চাষের পুরস্কার (১৯৪৩-৪৪)

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, বর্তমান বৎসর সমগ্র ভারতে মোট ৩০ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমিতে রাই এবং সরিষা এবং ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে।

### পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে গমের দরের তারতম্য

পাঞ্জাব অপেক্ষা যুক্ত প্রদেশে গমের দর চিরদিনই কিছু বেশী থাকে। গত সেপ্টেম্বর মাসে পাঞ্জাব অপেক্ষা যুক্তপ্রদেশে গমের দর ৩ টাকা বেশী ছিল। কিন্তু এখন যুক্তপ্রদেশ অপেক্ষা পাঞ্জাবে গমের দর বেশী।

## পুস্তক-পরিচয়

প্রোভিডেন্ট ইনসিওরেন্স ডাইরেক্টরী—  
দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রবাসভোব বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত।  
প্রকাশক : ছায়া পাবলিকেশন্স লিঃ, ২১১ মিশন রো, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা (ডাক খরচা আলাদা)।

স্বাধীন ও উন্নতিশীল দেশগুলির ভাষ্য এদেশের জনসাধারণ বীমার উপযোগিতা সম্পর্কে এখনও সত্যক সচেতন হইয়া উঠে নাই। ইহার অভ্যন্তর কারণ এদেশের জনসাধারণের নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য। দরিদ্র দেশের বিস্তর লোক বীমা সম্পর্কে সচেতন হইলেও জীবন-বীমা করিবার মত তাহাদের সামর্থ্য নাই। এই সব লোকের জন্যই প্রোভিডেন্ট বীমার আবশ্যক ও আবির্ভাব। এক্ষেত্রে পরিভাপের অন্ত নাই। আজও প্রোভিডেন্ট বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির সমষ্টিগত শক্তি দরিদ্র জন-সমষ্টির ক্ষুদ্র ভয়াংশের নাগালের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। ইহার মূলে একাধিক কারণ বাধা রহিয়াছে স্বীকার করি। কিন্তু অনেক প্রোভিডেন্ট প্রতিষ্ঠাও অস্বাভাবিক দারী। আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশকের নিবেদনেই জানা যায় যে, ১৯৪৩ সালের ডাইরেক্টরী প্রকাশের ব্যাপারে অনেক প্রোভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোম্পানী যথাসময় ও যথোচিত সাড়া দেন নাই।

আলোচ্য ডাইরেক্টরীখানি প্রোভিডেন্ট বীমার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগতদেরই যথেষ্ট উপকারে আসিয়াছে ও আসিবে। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার জলন্ত প্রমাণ। এই ডাইরেক্টরীতে ভারতের বিভিন্ন প্রোভিডেন্ট কোম্পানীর বিবিধ তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিভিন্ন কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত বার্ষিক কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রয়োজনীয় ডাইরেক্টরীখানির সম্পাদনার ভার ছিল ইনসিওরেন্স হেরাল্ডের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়ের উপর। তাঁহার সম্পাদনায় ১৯৪৪ সালের ডাইরেক্টরী আরও তথ্য-সমৃদ্ধ হইয়া বাহির হইবে বলিয়া আমরা আশা পোষণ করি।

## ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলি : ৪১০১

টেলিগ্রাম : "ক্লিয়ারিং"

হেড অফিস—৮নং লায়ন্স রেজ, কলিকাতা।

বিশিষ্ট ডিরেক্টর বোর্ড পরিচালিত সম্ভ্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

প্রতি ১০০০ টাকার পেমেন্ট সার্টিফিকেটে ২০০০ টাকা পাওয়া যায়।

অগ্রাণু নতুন স্কিমের জন্য আজই পত্র লিখুন :—

প্রাঞ্চ :—ঢাকা, চাইবালা (B. N. R.), চক্রবর্তীপুর (B. N. R.), রাইপুর (C. P.), দীঘিরপার (ঢাকা), আজারিয়া (ফরিদপুর), বোম্বাই, নবদ্বীপ ও দক্ষিণ কলিকাতা।

## সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস

—১৫৯২ ক্যান্টারী

টেলিগ্রাম—"চীনা মাটি"

সাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

## কোম্পানী এসক

### সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

আমরা জানিয়া আনন্দ লাভ করিলাম যে, ভারত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরে নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। আরও সুখের বিষয় এই যে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ উক্ত বৎসরের অল্প উহার অংশাদারগণকে বার্ষিক শতকরা ১০৷ টাকা হারে লভ্যাংশ (আয়করমুক্ত) এবং বার্ষিক শতকরা ২৷ টাকা বোনাস প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের কর্মচারীদেরও আলোচ্য বৎসরে ৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বোনাস দেওয়া হইয়াছে। এই সব প্রস্তাব এবং মজুত তহবিল ইত্যাদি বাদ দিয়া নীট লাভের যে ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানিয়াছে।

### নিউ এশিয়াটিক ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, নিউ এশিয়াটিক ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের নতুন কাজের পরিমাণ ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপরে দাঁড়াইয়াছে। এই স্থানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববর্তী ১৯৪২ সালের নতুন কাজের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এক বৎসর কালের মধ্যে নতুন কাজের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার উক্ত বীমা প্রতিষ্ঠানটি যে সুযোগ্য ও দুরদৃষ্টিমণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা সুপরিচালিত সেই কথা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। ১৯৪০ সালের নতুন কাজের শতকরা ২২ ভাগ কার্য কলিকাতা শাখা হইতে হওয়ার ইষ্টার্ন সার্কেলের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অজয় রায় চৌধুরী এম-এ (কমার্স) যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

### ব্যাঙ্ক অব ময়মনসিংহ গোবীপুত্র লিঃ

গত ১২ই জানুয়ারী কলিকাতায় ব্যাঙ্ক অব ময়মনসিংহ গোবীপুত্র লিমিটেডের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার শেরিফ মিঃ টি এস ম্যাডস্টোন এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। এই নতুন ব্যাঙ্কটির কার্যালয় হেয়ার স্ট্রীট ও ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের মোড়ে অবস্থিত। সভাস্থে সমবেত অতিথিবর্গকে প্রাণ্ড হোটেলে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়।

### কেমিকেল এসোসিয়েশন

#### (ক্যালকাটা) লিঃ

আমরা সুপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেমিকেল এসোসিয়েশন (ক্যালকাটা) লিমিটেডের নিকট হইতে সম্প্রতি একটি সুদৃশ্য দেওয়ালপত্রী

উপহার পাইয়াছি। তাহাদের প্রস্তুত কাজল কালি শুণে ও উৎকৃষ্টতায় আজ দেশবাসীর নিকট সমাদরের আসন ভাল কারিয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

### নুতন যৌথ কোম্পানী

#### —বাকলা—

লাউথ এশিয়াটিক কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম এন রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৭, মিশন রো এল্ডেনশন, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। জেনারেল মার্চেন্ট ও ম্যানেজিং এজেন্ট।

এশিয়া ট্রেডিং এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর ডি এস এল জে মুন্সি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২ ব্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। জেনারেল মার্চেন্ট।

#### —বোম্বাই—

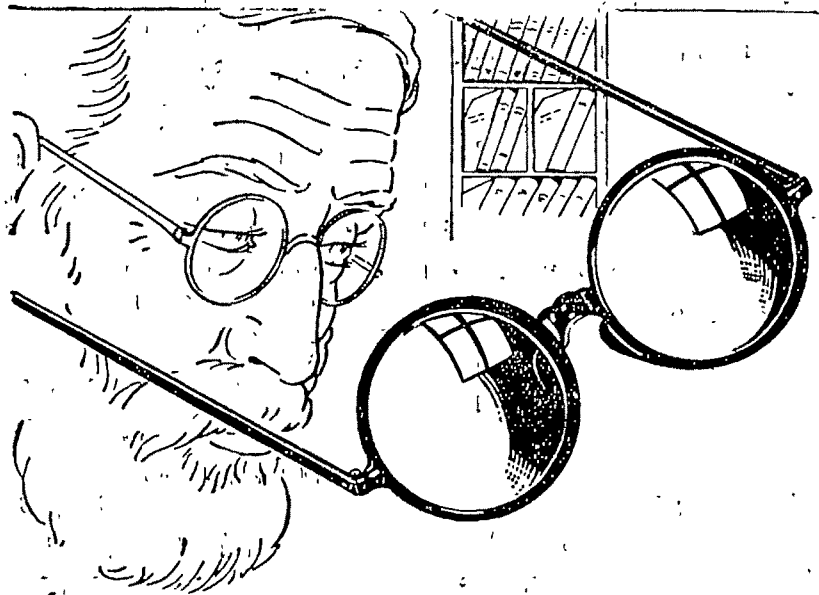
চার্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস আর শুন্ডী। রেজিষ্টার্ড অফিস—সেকেন্ড খেতোয়াদী লেন, পল্লিখা, বোম্বাই।

অধুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। বাতব দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা।

বিজাপুর মোটর ইউনিয়ন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ এক কামা। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অধুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—বাস মার্ভিস।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বুলন্দ সুগার কোং লিঃ—গত ৩১শে মে পর্যন্ত এক বৎসরের অল্প শতকরা ২৪০ আনা বোনাস সহ লভ্যাংশ বার্ষিক শতকরা ২২৪০ আনা। ব্রাহ্ম সুগার কোং লিঃ—গত ৩১শে মে পর্যন্ত এক বৎসরের অল্প শতকরা ২৪০ আনা বোনাস সহ লভ্যাংশ বার্ষিক শতকরা ২২৪০ আনা। ইণ্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড এয়ারওয়েজ লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের অল্প বার্ষিক শতকরা ৫৷ টাকা। রামপুর মেইন প্রোডাক্টস লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত এক বৎসরের অন্য বার্ষিক শতকরা ১০০৷ টাকা। মাইশোর কেমিক্যাল এন্ড কার্টিলাইজাস লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের অন্য বার্ষিক শতকরা ১২৪০ আনা। মেকেজিজ লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত এক বৎসরের অন্য বার্ষিক শতকরা ৮৷ টাকা। মাইশোর পেপার মিলস লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অন্য বার্ষিক শতকরা ১২৪০ আনা।



## দৃষ্টিশক্তির সহায়ক ইম্পাত

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ভাল দৃষ্টিশক্তি অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য। যে ইম্পাত চসমার লেন্সগুলিকে ভেঙ্গে বিভিন্ন আকার দেয়, সেই ইম্পাতের জ্রেম দিয়েই আবার লেন্সগুলিকে বাধানো হয়। ইম্পাতের সহায়তা না পেলে আমরা অনেকেই কর্মহীন হ'য়ে পড়তাম।

অন্তএব আমাদের মধ্যে যাদের দৃষ্টিশক্তি খারাপ তাদের জীবিকা নির্ভরের সহায়তা করে ইম্পাত।

**TATA and COB**

তাটা-কব

দি টাটা আয়রণ এন্ড স্টীল কোং লিঃ এবং দি স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।



# নিরাপদে টাকা খাটাতে চান কি ?

নিম্নলিখিত শেয়ারসমূহ ক্রয়ের জন্য আমরা সমগ্র ভারত হইতে বহু পত্র পাইতেছি, বাজারের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক দরে আমরা এই সকল শেয়ার সরবরাহ করিতে পারি।

| কোম্পানীর নাম                                    | প্রতিস্থানি শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্য |             |         | সর্বশেষ প্রদত্ত ল্যাংগুয়ের হার                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | অডিটারী                              | প্রেকারেন্স | ডেফার্ড |                                                                                                                    |
| গ্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস্‌ লিঃ                     | ২০৯                                  | ১০৯         | ১৯      | অডিটারী প্রেকারেন্স ও ডেফার্ড শেয়ারের উপর যথাক্রমে শতকরা ২০৯, ৭৭০ টাকা ও ১০০৯ টাকা                                |
| বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্‌ লিঃ                       | ৪০৯                                  | ×           | ×       | শতকরা ৪০৯                                                                                                          |
| হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ  | ২৫৯                                  | ×           | ×       | ×                                                                                                                  |
| মাইকা মাইনিং এ্যান্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ | ২৫৯                                  | ১০০৯        | ২৫০     | অডিটারী ও প্রেকারেন্স শেয়ারের উপর ১৯৪২ সালে যথাক্রমে ১০৯ টাকা ও ৭৯ টাকা এবং ১৯৪৩ সালে যথাক্রমে ১০৯ টাকা ও ৭৯ টাকা |
| কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ                     | ২৫৯                                  | ×           | ×       | শতকরা ১০৯                                                                                                          |
| লেবং এ্যান্ড মিনারেল স্প্রিং টী কোং লিঃ          | ১০৯                                  | ১০০৯        | ×       | নিউ ইয়র্ক<br>১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকালের উপর সম্ভাব্যজনক ল্যাংগুয়াজ আশা করা যাইতেছে              |
| কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ                 | ১০৯                                  | ×           | ×       | শতকরা ১২৯ টাকা                                                                                                     |
| সেন্ট্রাল টিপারা টী কোং লিঃ                      | ১০৯                                  | ×           | ×       | ১৯৪০ সালে শতকরা ৫৯ টাকা, ১৯৪১ সালে শতকরা ১০৯ টাকা ও ১৯৪২ সালে শতকরা ১০৯ টাকা                                       |
| লহর ভ্যাঙ্গী টী কোং লিঃ                          | ২৫৯                                  | ×           | ×       | ১৯৪১ সালে শতকরা ৬৯ টাকা এবং ১৯৪২ সালে শতকরা ৬৯ টাকা                                                                |
| গোপালপুর টী কোং লিঃ                              | ২৫৯                                  | ×           | ×       | বার্ষিক শতকরা ১৬০৯ টাকা                                                                                            |
| ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ                  | ১০৯                                  | ×           | ×       | ১৯৪১ সালে বার্ষিক শতকরা ৬৯ টাকা, ১৯৪২ সালে বার্ষিক শতকরা ৬৯ টাকা                                                   |
| হিন্দুস্থান লেবরেটরীজ লিঃ                        | ২৫৯                                  | ×           | ×       | ১৯৪১ সালে শতকরা ৭৯ টাকা ও ১৯৪২ সালে শতকরা ৬৯ টাকা                                                                  |
| ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ লিঃ                         | ১০৯                                  | ১০০৯        | ×       | ১৯৪১ সালে বার্ষিক শতকরা ২৫৯ টাকা ও ৬৯ টাকা                                                                         |
| এরিয়ান সিঙ্ক এ্যান্ড কটন মিলস্‌ লিঃ             | ৫০৯                                  | ×           | ১৯      | নিউ ইয়র্ক<br>এখনও শেয়ার পাওয়া যায়                                                                              |
| মোহিনী মিলস্‌ লিঃ                                | ১০৯ ও ২৫৯                            | ×           | ×       | ১৯৪২ সালে বার্ষিক শতকরা ২৫৯                                                                                        |

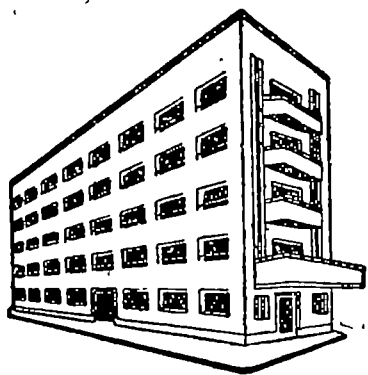
বিস্তারিত বিবরণ ও অপরাপর লাভজনক শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের দর ইত্যাদি জানিবার জন্য লিখুন:—

## বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিন্ডিকেট লিমিটেড

(ষ্টক এবং শেয়ার ডিলার্স, কাইনাস ব্রোকাস ও ইনভেস্টমেন্ট এডভাইসরস্‌)

“শেয়ার ডিলার্স হাউস”, ১২, চৌরঙ্গী স্কয়ার, কলিকাতা।

বিশেষ অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী হইতে আমরা সর্বপ্রকার বাজার চলতি, ও অপরাপর শেয়ারের মূল্য প্রদান সম্পর্কে “সহজ কিস্তিবন্দী ব্যবস্থা” প্রবর্তন করিয়াছি। দর ও নিয়মাবলীর জন্য আমাদের “মাসিক শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট” নিয়মিত পাঠ করুন।



শেয়ার ডিলার্স হাউস

পত্র দিলে বিনামূল্যে নমুনা কপি পাঠান হয়।

No. 2

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৪ই জানুয়ারী  
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে নূতন কিছু বলিবার নাই। পূর্বের মতই একটানা স্বচ্ছলতার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। চাহিদামাত্র পরিশোধের অধীকারে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে স্বল্প-মেয়াদী ঋণের সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতার যথাক্রমে ৭ আনা ও ৮ আনা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। অবশ্য কোম্পানীর কাগজের দরে গত সপ্তাহের মতই চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে।

এবারের বিনিময় বাজারের অবস্থায় একটা স্থিরভাব লক্ষিত হইয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য হইয়াছে। কিন্তু পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজ ছাড়া উল্লেখ করিবার মত কিছু জানাইবার নাই।

গত ১১ই জানুয়ারী ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেন্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ২২৫/০ আনা ও তদুর্দ্ধ দরের সুমুদয় এবং ২২৫/২ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ১৭ পাই বার্ষ্য করা হইয়াছে।

আগামী ১৮ই জানুয়ারী বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং ১৭ই জানুয়ারী অস্তিত্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেন্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২১শে জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক-বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৪৫ কোটি ৬২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮২৮ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা; তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২৪ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৩০ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অস্তিত্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮০ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯০ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ কোটি ২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্রহ্ম সরকার ও অস্তিত্ত প্রাদেশিক সরকার-সমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| টেলি: হুগি (প্রতি টাকায়) | ১ শি: ৫৪½ পে |
| ঐ দর্শনী                  | ১ শি: ৫৪½ পে |
| ডি এ ৩ মাস                | ১ শি: ৬৪½ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)    | ৩০২৫০        |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৫ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমার্ধে 'কলিকাতার' শেয়ার বাজারে সবিশেষ তেজীর ভাব লক্ষ্য করা যায়। কাজ কারবারের পরিমাণও খুব বেশী হইয়াছে; শেয়ার বাজারে যাহারা কাজ কারবার করেন তাহাদিগকে খুব কণ্ঠচঞ্চল দেখা যায়। কয়লা খনি এবং কাপড়ের কলসমূহের শেয়ারের দরই হঠাৎ খুব চড়িয়া যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং-কোম্পানীগুলির শেয়ারের দরও ছুই এক টাকা করিয়া বৃদ্ধি পায়। চিনির কলের মধ্যে কেরা এণ্ড কোম্পানীর শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩২৫০ আনা পর্যন্ত ওঠে। বাহাবাহা কয়েকটি চা-বাগানের শেয়ারও বেশ ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। সপ্তাহের শেষের দিকে শোনা যায় যে, শেয়ার বাজারের কাজকারবারের উপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হইবে, ফলে অনেকে তাড়াহুড়া করিয়া কিছু পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলে। তবে বাজারে মোটামুটি তেজীর ভাবই বর্তমান আছে।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজার বেশ তেজী গিয়াছে। ৩১০ সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ২২ হারেই বলবৎ ছিল। গবর্ণমেন্ট ৩ সুদে ৫০ কোটি টাকা মূল্যের নূতন লোন (১৯৬৬—৬৮) বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করিবেন। এই সংবাদে বাজারে কিছুটা উৎসাহের সঞ্চার হয়। মেয়াদী ঋণপত্রের মধ্যে ৩ সুদের (১৯৫০—৫৫) ২২৫/০, ৩ সুদের (১৯৬০—৬৫) ২২১/০, ৩ সুদের (১৯৪৭—৫০) ১০৩/০, ৪ সুদের (১৯৬০—৭০) ১১২/০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের ঋণপত্রের কোন ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই।

## নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : কলিকাতা প্রধান অফিস  
কুমিল্লা ২২নং ক্যানিং স্ট্রিট।

কলিকাতার অস্তিত্ত শাখা :—

কলেজ স্ট্রিট, গ্রামবাজার ও বালীগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন :—১০ লক্ষ টাকার উপর  
ডিপোজিট ১ কোটি ,, ,,

ভারতের সর্বত্র উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রের বিল  
আদায়ের ব্যবস্থা এবং ডাকযোগে বা টেলিগ্রাম  
বরাবরে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

নিরাপত্তা ও কার্যতৎপরতার জন্য—

## দি ইষ্টার্ন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজি: অফিস:—ঢাকা

স্থাপিত—১৯২৮

শাখা সমূহ :—

ভোলা, কলিকাতা,  
চট্টগ্রাম, চরমুগুরিয়া,  
ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা শাখা :—

১৪, ক্লাইভ স্ট্রিট  
ফোন : কলি : ৪৪০১

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম ভট্টাচার্য

### ডিব্বেঞ্চার

আলোচ্য সপ্তাহে কোন প্রকার ডিব্বেঞ্চারের ক্রয়বিক্রয়ের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে বড় বড় কোম্পানী এবং বিশেষ বাছা বাছা পাট-কলের প্রেক্ষারত শেয়ারের বেশ চাহিদা দেখা যায়।

### ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৪ টাকা পর্যন্ত ওঠে। ভারত ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর পূর্ব সপ্তাহের দর ১২২৪০ আনার কাছাকাছিই ছিল; ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ২৫৮, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১২৬০, (কন্ট্রিবিউটারীজ) ৫০৪ টাকা দরে বিকিকিনি হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে উক্ত বৎসরে বড় বড় ব্যাঙ্ক-সমূহের কাজ করার দর যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বেশ সন্তোষজনক। গত ডিসেম্বর মাসে যে বাণ্যাসিক হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক লভ্যাংশ দানের পূর্ব হার বজায় রাখিয়াছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক গত বৎসরের আগ-গোড়া শতকরা ১২ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিয়া আসিয়াছে। ১৯৪২ সালে উক্ত লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল শতকরা ১০ টাকা।

### কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমার্ধে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে খুব তেজীর ভাব বলবৎ ছিল, কিন্তু গত বৃহস্পতিবার হইতে অনেকে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের ভক্ত বহু শেয়ার বাজারে উপস্থাপিত করায় দর কিছুটা হ্রাস পায়। তবে দর যে খুব কমিয়া গিয়াছে তাহা নহে। এ্যামাল-গেম্বেটেড ৪৬৯/০ বেঙ্গল ৬১১, বরাকর ৩৯৯/০, সেন্ট্রাল কুরকেন ২১৬/০, ইকুইটেবল ৫৩০ নিউবীরডুম ৩২০, নর্থ দামুদা ১০, রাণীগঞ্জ ৩৭৬০, সাউথ করণপুর ১০৬০, ভালচের ৬৯০/০ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে শোনা যায় যে, কাপড়ের কলসমূহের উৎপাদন শক্তি সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইবার জন্য বেসরকারী সরকার যে পরিকল্পনা

করিয়াছেন তাহা গ্রহীত হইয়াছে এবং মিলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; ফলে কাপ-ড়ের কলের শেয়ারের দর হঠাৎ খুব চড়িয়া যায়। বেনারস ১৪৬০/০ বেঙ্গল-নাগপুর ৩৯১/০ কানপুর টেক্সটাইল ১৪৯০/০ দানবার ৩০৩ এলগিন ২১৪০ মুইর মিলস ৫১৭ নিউ ভিক্টোরিয়া ১১৮ ত্রিরাধে-ভাম ১২৯ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজার খুব তেজী ছিল, কাজকারবারের পরিমাণও খুব বেশী হইয়াছে। পাটকলসমূহে কাজের সময় বৃদ্ধি এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলেই পাটকলের শেয়ার কিনিবার ভক্ত লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার পাটের সর্বোচ্চ দরের হার আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য পাটচাষের জমির পরি-মাণ হ্রাস করিবার পক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাম্প-তিক পাট সম্মেলনে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ফলে সপ্তাহের শেষের দিকে পাটকলের শেয়ার বাজারে চড়তির ভাব বন্ধ হইয়াছে। স্ট্যান্ডার্ড-ইণ্ডিয়া ৪০৩ চম্পদানী ২৭৭ ক্যালকাটা জুট ৩৯০ ক্লাইভ ৩৯১/০ হাওড়া ৬২ ইণ্ডিয়া ৫৬ কামারহাটি ৫১৮ কাকিনাড়া ৪৮৭ ওরিয়েন্ট ২৩৪ নন্দরপাড়া ৩০ জাহানাল ৩০ নেলীয়ারলা ২৬৫ নর্থকক ৩৪ প্রেসিডেন্সী ৭৯০ রামেশ্বরওয়া ১৭৯ পুরা ১৭৯/০ রিলায়েন্স ৬৩ ওয়েল্ডারসি ৬৬/০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভারতীয় ইলেকট্রিক স্টীল ১৮, ব্রেথওয়েট ১৯৯/০ বার্গ এন্ড কোং ৩২১ হুগলী ডকিং এন্ড ইঞ্জি-নিয়ারিং ১০৮ দরে বিকিকিনি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রনের শেয়ারের দর ৩৭৬/০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮/০ পর্যন্ত ওঠে এবং পরে আবার ৩৭৬/০ আনার নামিয়া আসে। কুমারখুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ১০ জাহানাল জু ১৩০/০ স্টীল কর্পোরেশন ২৮/০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চিনির কল

চিনির কলের মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহে কেবল এন্ড কোম্পানীর দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩২৬০ আনা হয়। এইরূপ উচ্চহারে কিছু পরিমাণ ক্রয়বিক্রয়ের পর দর ৩২৬/০ আনার নামিয়া আসে। কানপুর ৪৩৬ বেঙ্গল ১৩০ মারেক্সারী ২৬ নিউলাবান ২৩০ রামনগর কেন এন্ড সূগার ১৪৬ সমষ্টিপুর ২৯ ইউ পি সূগার ৩৭০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের দর সাধারণভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও কাজকার-বারের পরিমাণ খুব বেশী হয় নাই। ডিমকুসী ৪৮০ ইষ্টইণ্ডিয়া ১৬৯ পত্রকোলা ১১০৮ সাপোই ২০১ তেজপুর ১৬৯ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### কাগজের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের শেয়ার বাজারে বেশ তেজী ছিল। মহীশূব ৩০০ ওরিয়েন্ট ৩২০ টিটাপুর ২৮৯/০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### বিবিধ

বর্মা কর্পোরেশন ৪০/০, ইণ্ডিয়ান কপার ৩১/০ করণপুরা ডেভলাপমেন্ট ২২১/০ ব্রিটানিয়া বিস্কুট ২০১০ বি আই কর্পোরেশন ৬৯০/০ ক্যালকাটা আইস ১২০/০ মেদিনীপুর জমিদারী ১৩২ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

### কোম্পানীর কাগজ

৩ টাকা সুদের ডিস্কেন্স বণ্ড (১৯৪২-৪২) ৬ই জা:—১০০৬০ ১০০৬০/০; ১২ই—১০০৬। ৩ সুদের ঋণপত্র (১৯৪১-৪৪) ৬ই জা:—১০০৬০; ১০ই—১০০৬০ ১০০৬০/০। ৩ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৩-৪৫) ৬ই জা:—২২৬০/০; ১০ই—২০৬০/০; ১১ই—২২৬০/০ ২২৬০/০; ১২ই—২২৬০/০। ডিস্কেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৬ই জা:—১০২৬০/০; ১০ই—১০২৬০/০; ১২ই—১০২৬০/০। ৩ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৩-৪৫) ৬ই জা:—২২৬; ১১ই—২৮৬০/০; ১২ই—২২৬০ ২৮৬০/০। ৩ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই জা:—৮৬৯/০; ১১ই—৮৬৯/০; ১২ই—৮৬৯/০। ৩ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৬ই জা:—২২৬ ২৮৬০/০; ৮ই—২৮৬০/০ ২২৬০/০; ১০ই—২৮৬০/০ ২২৬; ১১ই—২৮৬০/০ ২৮৬০/০; ১২ই—২২৬০/০ ২৮৬০/০। ৩ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৭-৫০) ৬ই জা:—১০৩০/০; ১০ই—১০৩০/০। ৪ সুদের ঋণপত্র (১৯৪০-৭০) ৬ই জা:—১১২৬০ ১১২৬০/০।

### ব্যাঙ্ক

ভারত ৬ই জা:—১২২৬০; ৮ই—১২৩৬০; ১১ই—১২২৬০। ক্যালকাটা ন্যাশনাল ৬ই জা:—১৩৬০। হিন্দ ৮ই জা:—৫৭২; ১০ই—৫৭২; ১১ই—৫৭২; ১২ই—৫৭২ ৫৬৬০ ৫৭২। ইম্পি-রিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১১ই জা:—১২৬০। রিজার্ভ ৬ই জা:—১২৭৯০ ১২৮৯০; ৮ই—১৩০৮০

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি  
সকল অবস্থাতেই  
আপনাদের  
সেবা করিতে  
প্রস্তুত

হেড অফিস :—  
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রট  
কলিকাতা।  
ফোন : কলিকাতা ৬১১

শাখাসমূহ :—  
ঢাকা, কালিম্পাঙ্গ,  
শিলিগুড়ী, শান্তিপুর,  
রাঙ্গাসাহী, বালী, বগুড়া,  
কৃষ্ণনগর, তারকেশ্বর ও  
রাণাঘাট।

শ্রামবাজার শাখা গত ৩রা ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস্ কে চক্রবর্তী

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাজো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বার ষ্ট্রট (কলিকাতা)  
বারিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইউ, পি)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন বি ঘোষ দস্তিদার।

নীলকামারী, ঢাকা, মেদিনীপুর,  
নারায়ণগঞ্জ, পুণ্ডী, জামালপুর (মুন্সের),  
শান্তিপুর, কৃষ্ণমগর, বাগিচক,  
বালেশ্বর, আমন্দপুর, বোলপুর,  
ভমলুক, কর্ণেলগোলা, ডোমার,  
কোলাখাট, বেরিলী, মান্দাহ,  
চাকুলিয়া ও কষ্টাই ।

ছাপ্রমুখ-শিলঘাট ১২ই জাঃ—১৮।  
দার্জিলিং-হিমালয়ান ৬ই জাঃ—১১৩, ১১৬,  
১১৪। হোলিয়ারপুর-দোমাব ৬ই জাঃ—১০৫।  
হাওড়া-আমতা ৬ই জাঃ—১১৩।

বিসয়: ষ্টোন লাইম চই আ:—২২\ ২২\০ ;  
ই—২২\০ ২২২ । বর্ষা কর্পোরেশন চই  
—৩৮/০ ৩৮/০ ; চই—৩৮/০ ৩৮/০ ৩৮/০ ;  
ই—৩৮/০ ; ১১ই—৩৮/০ ৩৮/০ ; ১২ই—৪  
০ ৪/০ ৪/০ ৪।। কনসোলিডেটেড ষ্টীল চই  
—২৪।। ইঞ্জিয়ান কর্পার চই আ:—২৮/০  
৩/০ ; চই—৩/০ ৩/০ ৩/০ ; ১০ই—৩/০ ৩/০  
০ ৩/০ ৩। ৩।/০ ; ১১ই—৩।/০ ৩। ৩।/০  
০ ; ১২ই—৩। ৩/০ । করণপুরা ডেভেলোপ-  
মেন্ট চই আ:—২৩০/০ ২৪।০ ; চই—২৬  
৮/০ ; ১০ই—২৬৮ ২৬। ২৬।/০ ২৬\০/০  
/০ ২৬\০ ; ১১ই—২৬\০/০ ২৬৮/০ ২৬। ২৬\০  
৮ ২৭\ ২৭/০ ২৭। ২৭৮/০ ২৮০/০ ২৮\০  
/০ ; ১২ই—২৯। ২৯\০ । উড়িষ্যা মিনারেলস  
আ:—১২৮ ২০\ ; ১১ই—২০।/০ ২০\০  
৮ ২৮\ ; ১২ই—২৯\০ ২৯\৮ ২৯৮/০ ।  
ডেঙ্গিয়া কর্পার চই আ:—২\০ ২\/০ ২\৮/০  
/০ ; ১০ই—২\০/০ ২\৮/০ ; ১১ই—২\/০ ২\৮/০  
/০ ২৮\ ; ১২ই—২\/০ ।

বেঙ্গল ১১ই জাঃ—২১৪। ইণ্ডিয়া পেনপার-  
পান্ন ৬ই জাঃ—২১০; ৮ই—২২৯, ২২৯০।  
২২৯, ২২৯, ২২০; ১০ই—২২৩, ২২২, ২২৩০।  
২২৪; ১১ই—২২২, ২২৩, ২২৬, ২২৬০।  
২২৭; ১২ই—২২৯, ২৩৩। মহাশূর: ১১ই  
জাঃ—২৮৬০; ১২ই—৩০০। ওরিয়েন্ট ১১ই  
জাঃ—৩২০; ১২ই (প্রেক) ১০ই—১১৭০।  
শ্রীপোপান্ন ১০ই জাঃ—২৩০; ১১ই—২৩০।  
২৩৬০, ২৪, ২৩৬০; ১২ই—২৩৬০, ২৩৬০।  
ষ্টার ১১ই জাঃ—২২৬, ২৩। টিটাগড় ৬ই  
জাঃ—২৭০, ২৭০০, ২৭৬০; ৮ই—২৭০০;  
১১ই—২৮, ২৮০, ২৭০, ২৮০, ২৮০০, ২৮০০।  
২৮০, ২৮০, ২৮০০; ১২ই—২৮০, ২৮০০।  
২৮০, ২৮০০, ২৮০০, ২৮৬০।

ফোন বড়বাড়ার ৬৩৮২



## পাটের বাজার

মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম. এল. এ, কেন্দ্রীয়

যথাক্রমে ১৬১০ আনা ও ১৩১০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। সুপার বটম ও জঙ্গলী তোবা বটমের দর ছিল যথাক্রমে ১৩১০ আনা ও ১৩৮ টাকা। পাকা বেল বিভাগও এবার বেশ ভাল ছিল। রপ্তানীর কাজকারবার সন্তোষজনকই হইয়াছে।

ধল ও চটের বাজারও আলোচ্য সপ্তাহে পূর্বের ভায়ে অনেক বেশী তৎপর ছিল। জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা এবং পাটকলসমূহের ডিগেশ্বর মাসের উৎপাদনের পরিমাণ সন্তোষজনক হওয়ার ফলে ও চটের দরে চড়তির ভাব দেখা দিয়াছে। কমলা সরবরাহের পরিমাণও পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। অবশ্য পাটের বাজারের চড়তির ভাবও অনেকখানি অস্থূল প্রতিজ্ঞায় স্থগিত করিয়াছে। এবার ২নং পোর্টার সকল শ্রেণী ২৯৪০ আনার এবং ১১নং পোর্টার সকল শ্রেণী ২৮১০ আনার বিকিকিনি হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৫ই জামুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে বোম্বাই-এর তুলার বাজারে বেশ চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। রূপার বাজারের চড়তির ভাবও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সপ্তাহের শেষ ভাগে রূপার দর নামিয়া পড়ায় তুলার বাজারে তুলার দরেও হ্রাস দেখা যায়। সপ্তাহের শেষের দিকে তুলার দরের এই অবনতি বিশেষ করিয়া লক্ষিত হইয়াছে আগাম কাজকারবারের ক্ষেত্রে। এবার করিলা জামুয়ারীর দর ৪৮৫ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল; পরে অবশ্য নামিয়া গিয়া ৪৮৫ টাকা বিকিকিনি হইয়াছে। করিলা মার্চ ৪৭৪০ আনা, মে ৪৭৬ টাকা ও জুলাই ৪৮০০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৪৮৪ টাকা, ৪৮১ টাকা ৪৮৫১০ আনা।

কলিকাতার বাজারে ষ্ট্যান্ডার্ড রূপ প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হওয়ায় এবার বস্ত্রের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। মিলসমূহ হইতে আরও সরবরাহ আসিয়া পৌঁছিতে থাকিলে কাপড়ের দর আরও নামিতে থাকিবে বলিয়া মনে হয়। এবার কাপড়ের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ বেশী হয় নাই। ক্রেতারহীন কাপড়ের দর আরও নামিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৫ই জামুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে সোণার দর সর্বাঙ্গ গভীর মধ্যে ওঠানামা করিতে দেখা গিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে কোন সোণা বিক্রয় না করায় সোণার দর কিছুটা চড়তির দিকে যায়, কিন্তু পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে বিক্রয় আরম্ভ হওয়ায় দর আবার নামিয়া আসে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দর না কমাইয়া ৭১৮ আনা দরেই বিক্রয় করিতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে পাকা সোণা ৭২/০ আনা দরে এবং গিনি প্রতি ৪৩ ৪২৪/০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

## রূপা

কলিকাতা, ১৫ই জামুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে রূপার বাজারে মোটামুটি তেজীর ভাব দেখা যায় এবং রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১২২১০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইতে থাকে। কিন্তু সপ্তাহের মাঝামাঝি সংবাদ রটে যে বিশেষ প্রভাবশালী মহল হইতে প্রচুর পরিমাণে রূপা বিক্রয় করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রূপার বাজার ১১৮১০ টাকান্তে নামিয়া যায়। পরে অবশ্য দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ১১৯৫০ আনা পর্যন্ত ওঠে। গত শুক্রবার কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর গিয়াছে ১২০৫০ আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডন রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই।

(রেশনিং ও জনস্বার্থ—৮৩১ পৃষ্ঠার পর)

হইতে চাউল ও আটা প্রভৃতি কিনা নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন বলিয়াও প্রকাশ। রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিতে হইলে এইরূপ বিধিবিধান প্রবর্তনের সঙ্গতি আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যেভাবে গবর্ণমেন্ট এই সব বিধান কার্যকরী করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রস্তাবিত রেশনিং প্রথা সম্পর্কে এখন হইতে যে সব ত্রুটিবিচ্যুতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে উহা দ্বারা প্রকৃত সুফল পাওয়ার আশা বিশেষ কিছু নাই। চাউল মজুত ও ক্রয় সম্পর্কে উপরোক্ত সরকারী বিধিনিষেধ সহরের ধনী লোকদের বিশেষ কিছু ক্ষতি না করিয়া প্রকারান্তরে তাহা দরিদ্র জনসাধারণেরই অসুবিধা সৃষ্টি করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা। রেশনিংয়ের আমলে 'কন্ট্রোল' দোকানের চাউল ও অল্প খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে কোন কথা চলিবে না। অধিকন্তু লোকের ইচ্ছা ও অভিরুচির উপর নির্ভর না করিয়া গবর্ণমেন্ট চাউলের সঙ্গে কিছু পরিমাণ আটা লইতেও সকলকে বাধ্য করিবেন। সহরের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এইরূপ ব্যবস্থা কার্যতঃ কতদূর মানিয়া লইবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে। তাহাতে আমরা এই সহরে খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া চাউল সম্পর্কে, নূতন করিয়া একটা চোরাবাজার সৃষ্টির আশঙ্কা দেখিতেছি। ধনী লোকেরা গত ১৫ই জামুয়ারীর পূর্বে যে চাউল মজুত করিয়াছেন তাহা তাহাদিগকে আপাততঃ ভোগ করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া গবর্ণমেন্ট তাহাদের খাদ্যদ্রব্য মজুতের অর্ডারে একটা খোলাখুলি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

উহাদের মধ্যে বাহারা পূর্বে চাউল মজুত করেন নাই রেশনিংয়ের আমলে ২ সের চাউল ও ১১ সের আটা পাওয়ার কথা শুনিয়া তাহারাও তাহাদের অর্থসম্পত্তি লইয়া ৩০শে জামুয়ারীর মধ্যে বাজার হইতে চাউল কিনিয়া রাখিতে সচেষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। মাথাপিছু ১ মণ ১৬ সের হিসাবে মজুত করিলেও ধনী পরিবারের হাতে এইভাবে চাউল মজুতের পরিমাণ কম দাঁড়াইবে না। তাহা ছাড়া অর্থ যখন আছে তখন চোরাবাজার হইতেও ভবিষ্যতে তাহারা চাউল পাইবার আশা নিশ্চয়ই রাখেন। কাজেই বরাদ্দ প্রথার উপর নির্ভর না করিয়াও তাহারা বেশ কিছুদিন চলিতে পারিবেন। কিন্তু সকল দিক দিয়া যাবতীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে সহরের দরিদ্র জনসাধারণকে। অর্থের অভাবে ১৫ই জামুয়ারীর পূর্বে তাহারা চাউল কিনিয়া রাখিতে পারে নাই। আগামী ৩০শে জামুয়ারীর মধ্যে মাথাপিছু ১ মণ ১৬ সের চাউল কিনিয়া মজুত করিবার সঙ্গতিও তাহাদের নাই। রেশনিংয়ের আমলে যদি নূতন করিয়া চোরাবাজারের কাজকারবার ফাঁপিয়া উঠে (উপযুক্ত বিধান অবলম্বন করিয়া উহা পূর্ব হইতে বন্ধ করার ব্যবস্থা হউক ইহাই আমরা চাই), তথাপি চাউলের চড়াবূল্য দিয়া উহারা তাহা কিনিয়া খাইতে পারিবে না। কাজেই রেশনিং 'শপে'র দেওয়া খাদ্য খাইয়াই তাহাদিগকে জীবনধারণের সুযোগ দেখিতে হইবে। দরিদ্র মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রমিকদের সেই অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট রেশনিংয়ের আমলে লোকের মাথাপিছু পুরামাত্রায় চাউল সরবরাহ করিবার ও সেই চাউলের গুণ এবং মাপের ষ্ট্যান্ডার্ড যথোপযোগী করিবার উপর জোর দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

## কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার কারণ

### অনুসন্ধান

ভারত সরকারের জনস্বার্থ বিভাগের কমিশনার কর্ণেল কটার বর্তমানে কলিকাতায় আসিয়া সংক্রামক আকারে কলিকাতায় ম্যালেরিয়া বিস্তারের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছেন। সম্প্রতি অত্যন্ত বিশেষজ্ঞদের সহিত তিনি সহরের উপকণ্ঠস্থিত 'সেন্ট লেক' পরিদর্শন করিয়াছেন। বাদলা সরকার ও কলিকাতা কর্পোরেশনের ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞদের সহিতও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ৮ই জামুয়ারী পর্যন্ত যে সাত সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সময়ের মধ্যে কলিকাতায় ম্যালেরিয়া রোগে ৯৯৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৮২২ পৃষ্ঠার পর)

মিঃ আমেরী তাঁহার বক্তৃতায় “হুর্ভিক্ষ” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাকে শত্রুবাদী তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার যথাসময় হস্তক্ষেপ করিয়া যথোপযুক্ত খাদ্য-শস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থা না করিলে, বাঙ্গলার অবস্থা আরও শোচনীয় আরও ভয়াবহ হইত। মিঃ আমেরীর স্মৃতি-শক্তি বড়ই কম। নহিলে আজ তাঁহার মুখে হুর্ভিক্ষের স্বীকারোক্তি ভূতের মুখে রাম নামেরই মত। বাঙ্গলায় যখন অনশন ও অনাহারের ট্রাজিডি শুরু হইয়াছে, যখন সংবাদপত্রে ও অজ্ঞাত সূত্রে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সচেতন করিবার চেষ্টা চলিতেছে সেই সময় হইতে কলিকাতার রাজপথে মৃত্যুর মিছিল পর্য্যন্ত মিঃ আমেরী বার-বার হুর্ভিক্ষের কথা স্বীকার করিয়া নানান কৈফিয়ৎ গাহিয়াছেন। তখন ইংলণ্ডের জনসাধারণকে প্রকৃত তথ্য যিনি জানিয়া জানান নাই, সেই ব্যক্তির মুখনিঃসৃত সাফাই শুনিয়া আজও ইংলণ্ডের বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ খালনের প্রচেষ্টাকে সম্মেহের চক্ষে দেখিবেন।

এবার মিঃ আমেরীর ভাষণে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণের সারমর্ম শোনা যাউক। ভারত-সচিবের মতে, ফ্রিপস প্রস্তাবে ভারতকে যাঁহা দিতে চাওয়া হইয়াছিল ততখানি বড় দান নাকি কোন দেশ কোন দিন পায় নাই। এই “ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি” দান যে অ-দান হইয়া রহিল তাহা ব্রিটিশ শাসকদের দোষে নয়। সকল নষ্টামির গোড়ায় রহিয়াছে কংগ্রেস। ইত্যাদি। মন্তব্য অনাবশ্যক। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, মিঃ আমেরীর ঐ ইয়র্কের বক্তৃতার মধ্য হইতে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার নিরসনের সন্দিগ্ধা এবং কংগ্রেস নেতৃগণকে মুক্তি দিয়া আপোষ-মৌমাংসার পথে অগ্রসর হইবার ঝোঁক নাকি প্রকট হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া কোন কোন মহল আশাষিত গবেষণা করিয়াছেন। আমরা সবিনয়ে স্বীকার করিব, আমাদের অতীত দৃষ্টিশক্তি নাই এবং চিত্তশক্তিও অতটা প্রখর নহে।

গত ১০ই জানুয়ারী নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি স্বনামখ্যাত সাংবাদিক মিঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ ব্রেলভী তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে ভারত-বর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অসম্ভব বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন

আমরা উহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, “একনায়ক শাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। ভারতের সংবাদপত্রগুলি-গ্রেট-ব্রিটেন কিংবা মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রের স্থায় স্বাধীন নহে। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে দেখা যাইবে যে, ভারত সরকারের বর্তমান একনায়ক ব্যবস্থাই ইহার জন্ম দায়ী।”

ভারতবর্ষের সাংবাদিকগণের হুর্ভোগ ও হুর্দশা প্রায় প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াইয়াছে। অথচ দেশের জনমত গড়িয়া তুলিয়া জাতীয়তার বনিয়াদ দৃঢ় করিবার গুরু দায়িত্ব ইহাদের উপর। সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের অভাব অভিযোগ অবিচার অত্যাচার লইয়া সংগ্রাম যাহাদের আজীবনের ব্রত তাহাদের নিজেদের হুঃখ কষ্ট লইয়া মাথা ঘামাইবার কেহ নাই। এক দিকে সদা-সতর্ক সরকার পক্ষ, আর এক দিকে অতি হুঁসিয়ার (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) মালিক পক্ষ। এই দুই দিকের কুপা-পরিপুষ্ট সংবাদিকের জীবন আর যাহাই হউক কোনও শাস্তিপ্রিয় লোকের পক্ষে আদৌ লোভনীয় নহে। মিঃ ব্রেলভী গত ৭ই জানুয়ারী মাদ্রাজে তামিলনাড়ু সাংবাদিক সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে সাংবাদিক জীবনের হুঃখ বেদনার দিক এবং উহার নিরসনের উপায় সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। মিঃ ব্রেলভী এদেশের সাংবাদিকগণের চাকুরীর অবস্থা, বেতন ও ভবিষ্যৎ উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, “ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের স্থায় ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে সাংবাদিকদিগের সম্বন্ধ হওয়া এবং দেশের বিশালতার বিষয় বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলন একতাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।” মিঃ ব্রেলভীর নির্দেশ অনুসারে একরূপ সম্বন্ধ সাংবাদিকগণের চেষ্টায় কবে তাহাদের হুঃখ হুর্দশার লাঘব হইতে শুরু হইবে আমরা সেই সুদিনের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

(ব্যাক ব্যবসায়ের সংস্কার—৮৩০ পৃষ্ঠার পর)  
কম্বুলেটিভ প্রেকারেল শেয়ার ছাড়ার রীতি বন্ধ করিলে ব্যাঙ্ক কোম্পানীর পক্ষে অথবা ভারাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে।

এদেশে এক শ্রেণীর বিস্তারিত লোক বেশী টাকার শেয়ার কিনিয়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কার্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অনেক সময়ে আহতুক প্রতিপত্তি বিস্তার করিবার সুবিধা

পায়। মিঃ ভাটের মতে এই রীতি সর্বদা অপসিকর। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ ও দেশের আমানতকারীদের স্বার্থ দেখিতে হইলে উহা যথাসম্ভব বন্ধ করা প্রয়োজন। এবিষয়ে অবলম্বনীয় বিধিব্যবস্থা হিসাবে তিনি প্রথমতঃ অংশীদারদের দেয় ভোটের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে আমানতকারীদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

তাহা ছাড়া মিঃ ভাট তাঁহার প্রবন্ধে আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশের অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান শিল্প ব্যবসায়ের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া লাভের ফিকিরে জমি, বাড়ী প্রভৃতিতে বেশী পরিমাণ তহবিল নিয়োগ করিতে শুরু করিয়াছে। ফলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে শিল্পোন্নতি গড়িয়া তোলার আশা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য Legal Practitioners Act-এর অনুরূপভাবে একরূপ একটা বিধান বলবৎ করা প্রয়োজন যাহাতে দেশের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের তহবিলের কতকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে দান করিতে বাধ্য হয়। মিঃ ভাটের এই সব প্রস্তাব আমরা সকল দিক দিয়াই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংস্কার সম্বন্ধে বর্তমানে যাহারা চিন্তাভাবনা করিতেছেন এই সব নির্দেশ কার্য্যকরী করা কতদূর সম্ভবপর এবং সেরূপ করা হইলে তাহা বাস্তবক্ষেত্রে কতদূর কল্যাণকর হইবে তাহারা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

অনামী লিখিত

কথা প্রসঙ্গে

(সরস নিবন্ধের বই)

দাম দেড় টাকা

পুরবী পাবলিশাস

৭২, হারিসন রোড;

কলিকাতা।

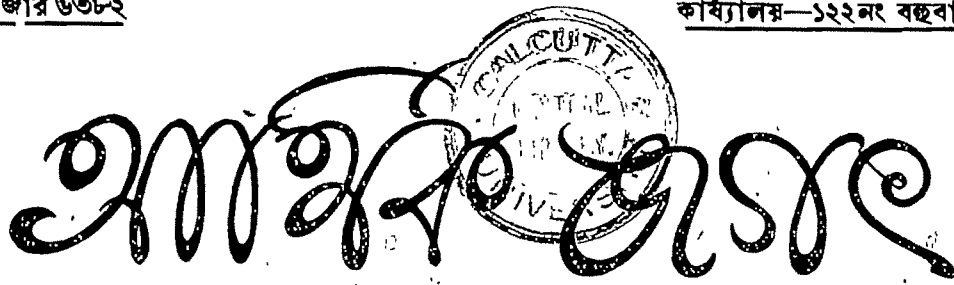
‘অরুণি’ কার্যালয় ও প্রধান প্রধান

পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

বিভিন্ন বিভাগ

- পাট \*
- দ্রব্য \*
- করলা \*
- চাষার \*
- তাক \*
- যোগ্যারী \*
- ইলেক্ট্রিক্যাল \*
- কনফেকশনারী \*
- চাষের গাছ (Tea-Chest) \*

ডি.জি.এস.এম.পারিওয়াল নিঃ  
৪৭ এ চিহ্নকরন প্রতিনিঃ, কলিকাতা  
১৯৫৮-৫৯, ৬০-৬১



ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বিভিন্ন বিভাগ

- চা \*
- চিনি \*
- বিক্রয় \*
- রেডিও \*
- ফেশনারী \*
- 'ভিটা' ফুড \*
- 'বিলারেন্স' বাটার \*
- চা-বাগানের প্রয়োজনীয়  
অন্যান্যদ্রব্য

ডি.জি.এস.এম.পারিওয়াল নিঃ  
৪৭ এ চিহ্নকরন প্রতিনিঃ, কলিকাতা  
১৯৫৮-৫৯, ৬০-৬১

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ২৪শে জানুয়ারী, সোমবার, ১৯৫৮

৩৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

বিষয়

পৃষ্ঠা

সাময়িক প্রসঙ্গ

৮৫৫-১৭

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

৮৫৮

ইনফ্লেশন দমনের জন্য 'কনসিউমার সার্ভিসিডি'র প্রস্তাব

৮৫৯

'লীজ এণ্ড লেণ্ড' সাহায্য ও তাহার ভবিষ্যৎ

৮৬০-৬১

বিষয়

পৃষ্ঠা

আর্থিক চুক্তির খবরাখবর

৮৬২-৭০

✓পুস্তক-পরিচয়

৮৭০

কোম্পানী প্রসঙ্গ

৮৭১

বাজারের হালচাল

৮৭১-৭৮

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### আবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

এক দুর্ভিক্ষের ছাপ বিলীন না হইতেই আর এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া বাজলার উপর ঘনাইয়া আসিতেছে। এই প্রদেশের লীগ মন্ত্রিসভাকে হয়ে প্রতিপন্ন কবিবার জন্য হিন্দুমহাসভার নেতারা এই অশুভ সম্ভাবনার কথা প্রচার করিতেছেন না। নাজিম-সুরাবদৌ কোম্পানীর বিরুদ্ধে 'অপজি-সন' দলের আক্রোশমূলক বিশোধগার উহা নহে। নিতান্ত স্পষ্ট ভাষায় এই সম্ভাবনার কথা প্রচার করিয়াছেন এক বিলাতী সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি, যাহার সহিত এদেশের রাজনৈতিক দলাদলির কোন সম্পর্ক নাই। লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রের নূতন দিল্লীস্থ বিশেষ সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন, "এবার বাজলায় খুব বেশী পরিমাণ খান উৎপাদন সত্ত্বেও ঐ প্রদেশের অর্ধাংশ-ক্লিষ্ট রোগজরুরিত জনসাধারণের সমক্ষে এক ভয়াবহ নূতন দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষে বাজলার লোকদের দুঃখ-কষ্ট আরও নিদারুণ হইয়া দেখা দিবে। স্থানীয় বিশৃঙ্খলা ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের অকর্মণ্যতার দরুণ শস্য সংগ্রহ ও বণ্টন সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা কার্যকরী হইতেছে না। গঠনতাত্ত্বিক খুঁটিনাটি নিয়া বসিয়া থাকিয়া

কেন্দ্রীয় সরকারও এই গলদ ও অব্যবস্থাকে অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবার সুযোগ দিতেছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যখন বাজারে নূতন ফসল উঠিতে শুরু করিয়াছিল তখন চাউলের দর ৪০ টাকা হইতে মন প্রতি ১১। ১২ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা পুনরায় চড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইতিমধ্যেই চোরা বাজারে ২২ টাকায় চাউল বিক্রয় হইতেছে, সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরের তুলনায় উগা ৫ টাকা বেশী। গত বৎসর যে সব কারণে দুর্ভিক্ষপাকের সূচনা হইয়াছিল সেই কারণগুলি এক্ষণে পুনরায় একে একে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। চারিদিকে আত্মহীনতার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে, জনসাধারণের নিকট শস্য পৌছাইবার স্বাভাবিক ব্যবসাগত যোগ দ্বিম হইতে বসিয়াছে এবং কৃষক ও পণ্য ব্যবহারকারীরা খাতি মজুত করিবার ফলে কোন কোন স্থানে উহার অপ্রাচুর্য্যও দেখা যাইতেছে।"

বাজলায় এবার বেশী ফসল উৎপন্ন হইতে দেখিয়া যাহারা স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিয়াছিলেন, 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতার প্রেরিত এই খবর পাঠ করিয়া অবস্থার প্রকৃত গতি তাহারা বুঝিতে পারিবেন।

### কেন এই দুর্ভিক্ষ?

এক সময় ছিল যখন দেশে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইলেই লোকে তাহাদের অভাব পরিপূরণ সম্পর্কে আশ্রয়িত হইতে পারিত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার এই চরম উন্নতির যুগে কেবল ফসল উৎপাদনের উপরই লোকের অভাব পরিপূরণের প্রস্তুতি নির্ভর করে না। দেশের শাসন ব্যবস্থা, গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য নীতি ও মুদ্রানীতি এবং সর্বোপরি পণ্য বণ্টন সম্পর্কে সরকারী কার্যধারা এ সমস্তের উপরই তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। গত ১৯৪৩ সালে বাজলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল (এবং যাহা এখনও ভালরূপ প্রশমিত হয় নাই) অনেকের ধারণা খাতি ফসলের কম উৎপাদনই তাহার কারণ। কিন্তু তাহা অংশতঃ সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। চাউলের উৎপাদন এক বৎসরে কয়েক লক্ষ টন কম হইলেই তাহার ফলে এক বা দুই-তৃতীয়াংশ লোকের খাতিভাবের কারণ ঘটিতে পারে না। উহার দরও চড়িতে চড়িতে মন প্রতি ৫ টাকা হইতে ৪০।৫০ টাকায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে না। তথাপি যে গত বৎসর দেশে এই অবস্থার সূচনা হইয়াছিল তাহার কারণ দেশের শাসন, কর্তৃপক্ষের অকর্মণ্যতা, বাজলা হইতে বেরোয়াভাবে বাহিরে শস্য

রপ্তানী, গবর্ণমেন্ট, শিল্পপতি ও মুনাফা শিকারি-  
গণ কর্তৃক অব্যাহতভাবে চাউল মজুত এবং  
সর্বোপরি ইনফ্লেশন। ষ্টালিংয়ের ভিত্তিতে  
বেমালুম নোট ছাড়িবার ফলে দেশে এই  
ইনফ্লেশন দেখা দিয়াছিল। এই ইনফ্লেশনের  
দরুণই চাউলের দর বাড়িয়া উঠিয়া তাহা  
জনসাধারণের নাগালের বাহিরে গিয়া  
দাঁড়াইয়াছিল। গতবারের সহিত এবার-  
কার অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যাইবে  
এবার দেশে চাউলের উৎপাদন কিছু বেশী  
হইয়াছে এবং বাজলা হইতে বাহিরে উঠা  
রপ্তানী করা হইবে না বলিয়াও গবর্ণমেন্ট  
একটা আশ্বাস দিয়াছেন। তাহা ছাড়া আর  
সকল দিক দিয়াই অবস্থা ও অব্যবস্থা প্রায়  
একই রূপ রহিয়াছে। বর্তমান নাজিম মন্ত্রি-  
সভার উপর জনসাধারণের কিছুমাত্র আস্থা  
নাই, তথাপি ঐ মন্ত্রিসভা বাজলার ঋণশস্য  
সুর্বটনের নামে উহা নিয়া ছিনিমিনি খেলিতে  
কম্বুর করিবেন না। চাউল মজুত করিয়া  
লাভের ব্যবসা চালাইবার জন্য মুনাফা-  
শিকারীরা পূর্বের মত ৩২ পাতিয়া বসিয়া  
আছে। গতবার যেমন উহাদিগকে দমন  
করিবার জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অব-  
লম্বিত হয় নাই, এবারও তেমনই উহাদের  
কারসাজি অব্যাহতভাবে চলিবার সম্ভাবনাই  
দেখা যাইতেছে। তাহা ছাড়া যে ইনফ্লেশনের  
জন্য গতবার চাউল ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয়  
সামগ্রীর দর এত বেশী পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়া-  
ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের যুদ্ধকালীন অর্থনীতির  
প্রভাবে তাহাও এবার যথারীতি বজায় রহি-  
য়াছে। কাজেই এবার ফসল কিছু বেশী  
হইলেও সকল দিক বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতে  
উহা মূলভ ও সুপ্রাপ্য থাকা সম্পর্কে আমরা  
মোটাই নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না।  
চাউল প্রথম বাজারে উঠিবার সময়ে দেশে  
উহার দর স্বভাবতঃই কিছু কম থাকে। এই  
কারণে আমন ধান লাগিবার সঙ্গে বাজারে  
চাউলের দর গত ২১ মাস কিছু নিম্ন দেখা  
গিয়াছে। কৃষকেরা তাহাদের হাতের চাউল  
বিক্রয় করিয়া দিলে উহা বহুল পরিমাণে  
মুনাফাশিকারীদের গুণামে গিয়া মজুত হইবে।  
ইহার পর চাউল নিয়া গত বৎসরের মত  
আবার ভেঁকিবাঁজ শুরু হইবে। উহার দামও  
তখন হয়ত হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিবে। কলি-  
কাতার বাজারে চাউলের দর কিছুদিন পূর্বে  
১৬।১৭ টাকা মুদ্রায় বর্তমানে ২৪।২৫ টাকায়  
উঠিয়াছে। মক্কাবলের কোন কোন অঞ্চলেও  
চাউলের দর বেশ বাড়িতেছে। ইহাকে দ্বিতীয়  
হুভিকের পূর্ব লক্ষণ মনে করিয়া আমরা শঙ্কিত

হইতেছি। 'নিউজ ক্রনিকেল'র সংবাদদাতাও  
ইহা দেখিয়াই আজ ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয়  
কেন্দ্রীয় সরকারকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক  
করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সময় থাকিতে  
এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে অবহিত হওয়ার  
গরজ তাঁহাদের কোথায়? গত হুভিকের  
সময়ে ব্রিটিশ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার  
পঞ্চমুখে যে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের অকর্মণ্য-  
তার নিন্দা করিয়াছিলেন, সকল দিক দিয়া  
ভাবী হুভিকের অন্তত সূচনা লক্ষ্য করিয়াও  
তাঁহারা সেই অকর্মণ্য গবর্ণমেন্টের হাতে  
বাজলার ভাগ্য সঁপিয়া দিয়া বসিয়া আছেন।  
জনসাধারণের জীবনমরণ সমস্যা সম্পর্কে  
এহেন উপেক্ষা ও উদাসীনতা যে কোন সভ্য  
গবর্ণমেন্টের পক্ষেই নিন্দনীয়।

### ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল

#### কর্পোরেশন ও তাহার ভবিষ্যৎ

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পো-  
রেশন নামক নূতন 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'  
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে উহা কিভাবে  
এদেশের রপ্তানীকারকদিগকে মধ্যপ্রাচ্যের  
ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে হটাইয়া দিতে শুরু  
করিয়াছে ইতিপূর্বে সেই কাহিনী আমরা  
একাধিকবার বর্ণনা করিয়াছি। বিদেশী  
বণিকদের অন্ত্রায় প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয়  
ব্যবসা-বাণিজ্যকে রক্ষা করা সম্পর্কে গবর্ণ-  
মেন্টের একটা অপরিহার্য দায়িত্ব রহিয়াছে।  
আধুনিক যুগে পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিশীল  
দেশের গবর্ণমেন্টই সে দায়িত্ব ভালভাবে  
পালন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের  
গবর্ণমেন্টের সে দায়িত্বজ্ঞানের বালাই নাই।  
ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের  
কার্য্যধারা ভারতীয় বাণিজ্য স্বার্থের পরিপন্থী  
বলিয়া দেশবাসী সমবেতকণ্ঠে উক্ত প্রতি-  
ষ্ঠানের বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্টকে সজাগ হইতে  
অনুরোধ করিয়াছিল। ভারতীয় মালপত্রের  
রপ্তানী সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠান যাহাতে কোন  
সুযোগ না পায় তৎসম্পর্কে বিধিব্যবস্থা  
অবলম্বনেরও দাবী জানাইয়াছিল। কিন্তু  
ভারত গবর্ণমেন্ট ইউনাইটেড কিংডম কম-  
ার্শিয়াল কর্পোরেশনকে বয়কট করা দূরের  
কথা, প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত সর্বপ্রকারে  
সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়া উহাকে পরিপুষ্ট  
করিয়াই আসিতেছেন। ভারত সরকারের  
বাণিজ্য সচিব হইয়া যে স্তার আজিজুল হক  
বক্তৃতা ও বিবৃতি মুখে তাঁহার অকুণ্ঠ স্বদেশ-  
প্রেমের বড়াই করিতে কখনও ত্রুটি করেন  
নাই, আজ চাকুরী বজায় রাখিবার আভাবিক  
সুবিধি হইতে তিনিও আজ এই বিজাতীয়

প্রতিষ্ঠানের হইয়া উমেদারী করিতেছেন।  
যাহা হউক, ব্রিটিশ বণিকদের স্বার্থের খাতিরে  
এদেশের বাণিজ্য স্বার্থকে পদদলিত করিবার  
দৃষ্টান্ত ভারত সরকারের পক্ষে নূতন নহে।  
আর ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবদিগের  
এইরূপ জো-ছকুম বুদ্ধি দেখিয়াও আমরা  
রীতিমত অভ্যস্ত হইয়াই উঠিয়াছি। কাজেই  
যুদ্ধের সময়ে ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল  
কর্পোরেশনের টিকিতে হাত দেওয়ার কোন  
আশাই আমরা রাখি না। বর্তমানে আমাদের  
ভাবিবার বিষয় হইতেছে উহার ভবিষ্যৎ  
লইয়া। যুদ্ধকালীন অবস্থায় অত্যাবশ্যকীয়  
দ্রব্যসামগ্রী চলাচল করিবার জন্তই এই  
প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা  
শুনিয়াছিলাম। এদেশীয় ব্যবসায়ীদের সর্ব-  
প্রকার প্রতিবাদের উত্তরে ভারত গবর্ণমেন্টও  
উহা শুনাইয়াই তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার  
চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন যুদ্ধের পরে এই  
প্রতিষ্ঠানটির কাজ সত্য সত্যই ফুরাইবে  
জানিলে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি।  
কিন্তু সেদিক দিয়াও আপাততঃ অন্তত লক্ষণ  
ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। ভারত  
সরকারের মুখপাত্ররা জানাইয়াছিলেন যুদ্ধের  
পরে এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ যাহাতে বন্ধ  
করিয়া দেওয়া হয় সে বিষয়ে তাঁহারা ব্রিটিশ  
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি  
আদায় করিবেন এবং যথাসময়ে দেশবাসীর  
অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিবেন। কিন্তু  
বৎসরাধিক কাল গত হওয়া সত্ত্বেও এবিষয়ে  
গবর্ণমেন্ট আর কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন  
না। ইহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে  
অভীক্ষিত প্রতিশ্রুতি আদায় করা সম্ভবপর  
হয় নাই বলিয়াই লোকের মনে সন্দেহ  
জাগিয়াছে। তাহা ছাড়া ইউনাইটেড কিংডম  
কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান স্তার  
ফ্রান্সিস যোশেপ সম্প্রতি এক বক্তৃতায় উক্ত  
প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন  
তাহাও খুব ভরসাজনক নহে। তিনি  
বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময়ে শিল্প ও ব্যবসা  
বাণিজ্যকে নানাদিক দিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার  
যে ব্যবস্থা হইয়াছে যুদ্ধের পরে সহসা তাহা  
উঠাইয়া না লইয়া ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে  
তাহা শিথিল করিতে হইবে। কাজেই  
যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই  
প্রতিষ্ঠানটির কার্য্যধারা সম্পর্কে কি মনোভাব  
অবলম্বন করিবেন তাহার উপরই উহার  
ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এইরূপ উক্তি  
হইতে যেটুকু বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে  
সুদূর ভবিষ্যতে যাহাই হউক না কেন যুদ্ধের  
অব্যবহিত পরেই ইউনাইটেড কিংডম কম-  
ার্শিয়াল কর্পোরেশনটির কাজ বন্ধ হইবার  
কোন আশা নাই। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-  
ধারার ফলে বর্তমানে ভারতীয় রপ্তানীকারক-  
দের যে ক্ষতি হইতেছে তাহাতে উহার সেরূপ  
দীর্ঘ পরমায়ু বাস্তবিকই আশঙ্কার কথা।



### রেলের ভাড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা

নূতন দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, ভারত সরকার আগামী এপ্রিল মাস হইতে নূতন করিয়া রেলের যাত্রি-ভাড়া বৃদ্ধির আয়োজন করিতেছেন। বর্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে সাধারণভাবে সরকারী রেলপথসমূহের মাশুল শতকরা ৬৫ ভাগ হারে বাড়ান হয়। তারপর ই আই ও এন ডাব্লিউ রেলওয়ের ভাড়া কম বলিয়া এই দুইটি রেলপথের যাত্রি-ভাড়া আর এক দফা বৃদ্ধি করা হয়। প্রকাশ, ইহাতেও রেল লোকের ভিড় কমিতেছে না। 'রেল কম ভ্রমণ করিও' আন্দোলন সত্ত্বেও যাত্রীর চাপ দিন দিন কেবল বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই রেলের মাশুল নূতন করিয়া শতকরা ২৫ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। কর্তৃপক্ষ বর্তমানে সেই প্রস্তাব আগ্রহের সহিত বিবেচনা করিতেছেন। এই ব্যাপারে গবর্নমেন্ট ইনক্লেশন প্রশমনের অঙ্গ-হাতও তুলিয়াছেন। রেলের ভাড়ার হার চড়াইয়া না দিলে ইনক্লেশন দমনের সুমহান লক্ষ্যও নাকি সাধিত হইবার নহে। কাজেই এবিষয়ে একটা সরকারী ঘোষণা নিতান্ত আসন্ন বলিয়াই বুঝা যাইতেছে।

নূতন করিয়া রেলের যাত্রি-ভাড়া বৃদ্ধির এই সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে শঙ্কিত হইয়াছি। এদেশে রেল মাশুলের হার পূর্বেই বেশী ছিল। যুদ্ধের সময়ে উহা বাড়াইবার ফলে সাধারণের পক্ষে রেল যাতায়াত করা ইতিমধ্যেই বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। নূতন করিয়া যদি তাহা শতকরা ২৫ ভাগ হইতে শতকরা ৪০ ভাগের মত উচ্চ হারে বৃদ্ধি করা হয় তবে নিতান্ত প্রয়োজনেও সাধারণের পক্ষে রেল চড়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। রেলের মাশুল বৃদ্ধি করিয়া যাত্রীর চাপ হ্রাস করিবার চেষ্টা প্রকারান্তরে ধনীদিগের অহুকুলে গরীবের উপর অবিবেচনা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই যানবাহন সঙ্কোচের দিনেও রেল বিভাগ ধনী লোকদের ও সরকারী বড় অফিসরদের বিলাস ভ্রমণে এ পর্যন্ত কোন বাধা সৃষ্টি করেন নাই। উপরের শ্রেণীর কামরার সংখ্যা এখনও অনেকটা পূর্ব হারেই বলবৎ আছে, আর উপরোক্ত ধরণের ভাগ্যবান লোকেরা বহু প্রকার লটবহর লইয়া এখনও বেশ আরামে আয়াসে তাঁহাদের ভ্রমণ-কার্য সমাধা করিতে পারিতেছেন। রেলের ভাড়া বাড়িলে তাঁহাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। অর্থসঙ্কতিই যেখানে অধিকারের মাপকাঠি, সেখানে কিঞ্চিৎ বেশী দক্ষিণা দিয়া তাঁহারা

তাঁহাদের ভ্রমণের সুবিধা অবশ্যই করিয়া লইতে পারিবেন। এই ভাড়া বৃদ্ধির ব্যবস্থায় সব চেয়ে অসুবিধা হইবে গরীব, মধ্যবিত্ত, ছোট ব্যবসায়ী ও চাষী মজুরদের। বিশেষ দরকারেও ভবিষ্যতে রেল যাতায়াতের আশা তাহা-দিগকে ছাড়িতে হইবে। গবর্নমেন্ট রেলের ভিড় কমাইবার জন্য যাত্রি-ভাড়া বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু এই ভিড় বৃদ্ধি পাইয়াছে কাহাদের ক্রটিতে? যুদ্ধ আসিতেছে বৃষ্টিয়া অন্তান্ত দেশের গবর্নমেন্ট পূর্ব হইতে রেলের ইঞ্জিন ও মালগাড়ী প্রভৃতি বেশী পরিমাণে তৈয়ার করিয়া রাখার উপর জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের গবর্নমেন্ট পূর্বেও যেমন সেরূপ কোন কার্যনীতি অবলম্বন করেন নাই, এখনও তাঁহারা সে বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত উদাসীনতাই দেখাইতেছেন। যুদ্ধের সময় এদেশে রেলওয়ের উপর সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্য বহনের গুরুভার নিপতিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সর্বপ্রযত্নে রেলের ইঞ্জিন ও গাড়ী বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া গবর্নমেন্ট বরং বাহিরের প্রয়োজনে এদেশ হইতে তাহা অন্ত্র-চালান দেওয়ারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে সামরিক কারণে চাপ বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও এদেশের রেল-পথের কার্যকারিতা যুদ্ধের সময়ের তুলনায় বর্তমানে শতকরা ৩৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। এই যেখানে রেল পরিচালনার নীতি সেখানে রেল ভিড় বৃদ্ধি পাওয়া নতাস্তই অবশ্যস্বাভাবী। এই ভিড় কমাইতে হইলে যাত্রি-ভাড়া বৃদ্ধি না করিয়া এখন হইতে রেলের ইঞ্জিন ও গাড়ী বাড়াইবার দিকেই কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া সঙ্গত।

### ভারতীয় বহির্ব্যাণিজ্যের ছয় মাস

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্যাণিজ্যের গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী ব্যঞ্জিত দুইই হ্রাস পাইয়াছিল। বর্তমানে ১৯৪৩-৪৪ সালের প্রথম ছয় মাসের বিবরণ দেখিয়া সেই অবনতি আরও বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম ছয় মাসে বাহির হইতে ভারতে ৫৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল ও এদেশ হইতে বিদেশে ১৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছিল। আলোচ্য ১৯৪৩-৪৪ সালের প্রথম ছয় মাসে সেট স্থলে আমদানী ও রপ্তানী সঙ্কুচিত হইয়া যথাক্রমে ৫২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তবে রপ্তানীর তুলনায় আমদানী কম হ্রাস পাওয়ায় পণ্য ব্যঞ্জিত মোট হিসাবে ভারতের অহুকুল উদ্ভবের পরিমাণ না কমিয়া তাহা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম ছয় মাসে পণ্য-

ব্যঞ্জিত খাতে আমদানীর তুলনায় ৪০ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা পরিমাণে রপ্তানীর অধিক্য দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালের প্রথম ছয় মাসে সেই অধিক্য কিছু বাড়িয়া ৪৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যের হিসাবে আমদানী ও রপ্তানী ব্যঞ্জিতের গতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাহিরের সহিত খাত্তামগ্রীর আদানপ্রদানের মাত্রা এবার যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪২ সালে এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১৮ লক্ষ টাকার ডাল, শস্ত ও ময়দা জাতীয় জিনিষ আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে সেই স্থলে মাত্র ৭৪ হাজার টাকা মূল্যের ঐ সব জব্য আমদানী হইয়াছে। তবে খাত্তামগ্রীর আমদানী যত কমিয়াছে এদেশ হইতে বাহিরে তাহার রপ্তানী তত কম নাই। ১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার ডাল, শস্ত ও ময়দা জাতীয় জিনিষ বাহিরে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালের প্রথম ছয় মাসে সেই স্থলে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ঐ সব জিনিষ বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে। এই যুদ্ধের সময়ে অন্তান্ত দেশের তুলনায় খাত্তামগ্রীর রপ্তানীর গরজটা যে আমাদেরই বেশী ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ভারতে তুর্ভিক্ষ মারাত্মক মুহুর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। দেশবাসী তাহাদের একান্ত হৃদ্বিন্দে এই সময়ে গবর্নমেন্টকে বাহির হইতে গম আমদানীর জন্য কর্তৃত্বভাবে অনুরোধ জানাইয়াছিল। কিন্তু ভারত গবর্নমেন্ট যে সেই অনুরোধে কিছুমাত্র কর্ণপাত করেন নাই ১৯৪৩ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে বাহির হইতে মাত্র ৭৪ হাজার টাকার ডাল, শস্ত ও ময়দা আমদানী হওয়াতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। অথচ সেই তুর্ভিক্ষের সময়েও এদেশ হইতে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার খাত্তামগ্রীর বাহির হইয়া যাইতে তাঁহারা উৎসাহ দিয়াছিলেন। এদেশবাসীর জীবন-মরণ সমস্যায় এদেশের গবর্নমেন্টের উপেক্ষা ও উদাসীনতা যে কিরূপ বেশী ইহা হইতে তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। পাট, তুলা, তামাক ও চামড়া প্রভৃতি বেশী পরিমাণে বাহিরে রপ্তানী হওয়ার উপর এ দেশের কৃষকদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের বিষয় ১৯৪৩ সালের প্রথম ছয় মাসে পাট, তামাক ও চামড়ার রপ্তানী পূর্বের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে। আলোচ্য সময়ে তুলার রপ্তানী বাড়িয়াছে। তবে তাহা সামান্য। বাহিরের হাটে রপ্তানীযোগ্য মালপত্রের অধিকাংশের কাটতি এইভাবে হ্রাস পাইলে এই সঙ্কটের দিনে ভারতীয় কৃষকদের হৃৎহৃদ্বিন্দার আর সীমা থাকিবে না। কি ভাবে বিদেশে ভারতীয় পাট, তুলা ও তামাক প্রভৃতির রপ্তানী বাড়ান যায় সে বিষয়ে ভারত গবর্নমেন্টের মনোযোগ বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

রুশ-জার্মান রণাঙ্গনের সর্বত্র লাল ফৌজের অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে। বহুদিনের নিশ্চরতার পর উত্তরে লেনিনগ্রাড অঞ্চলে ব্যাপক সমরান্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ এবারের সর্বাধিক আলোচনার বিষয়ই হইতেছে লেনিনগ্রাড অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনীর দুর্ব্বার অভিযানের কথা। ঐ অঞ্চলে সুদীর্ঘ জার্মান আত্মরক্ষা প্রাচীরের দুই স্থানে ব্যুহ ভেদ করিয়া লাল পল্টন পাশ্চাত্যী শত্রু সমাবেশের উপর অসম্ভব চাপ দিয়াছে। আরও দক্ষিণে রুশ সৈন্যদল নভোসকোলনিকি সহরের পাঁচ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি সুবিনো টেসন জার্মানদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, রুশ বাহিনী ভোলখভ রণাঙ্গনে নভোগরোদ অধিকার করিয়াছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির উত্তরে সোভিয়েট বাহিনী পাঁচ দিনের যুদ্ধে উনিশ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং জার্মান ব্যুহের ভাঙ্গন একত্রিশ মাইল প্রসারিত করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে, নভোগরোদ-লেনিনগ্রাড রেল লাইন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে উত্তরের সোভিয়েট অভিযানই নৎসী জার্মানীর পক্ষে সব চেয়ে বেশী মারাত্মক বলিয়া মনে হইতেছে। দক্ষিণে ওডেসা রেলপথ ও বুগ নদীর রক্ষায় ফিল্ড মার্শাল মানস্টাইন আগ্রাণ চেষ্টা করিয়াও সোভিয়েট সৈন্যদলের চাপ বিনষ্ট বা ব্যাহত করিতে পারিতেছেন না। পোল্যান্ডের অভ্যন্তরেও রুশ সৈন্যরা যথাপূর্ব্ব আগাইয়া চলিয়াছে। জেনারেল ভাতুতিনের সৈন্যদল দুই দিক হইতে দ্রুতবেগে রভনো সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নীপার বাঁধ অঞ্চলের ও ক্রিমিয়ার কার্চ অঞ্চলের যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু বলিবার নাই। সম্প্রতি মস্কো রেডিও হইতে জানান হইয়াছে যে, গত দুই মাস কালের মধ্যে রুশ রণাঙ্গনে নৎসী জার্মানীর ৪৬ ডিভিসন (মোট ৫ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য) সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

ইতালীতে মিত্র বাহিনীর প্রথ অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে। মিত্রপক্ষের জৈনিক সামরিক বড় কর্তা কথাপ্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, আগামী বসন্তকালে মিত্র বাহিনী রোমে প্রবেশ করবে। এতকাল বোধ হয় প্রাত্যহিক

অগ্রগতির সংবাদ শুনিতে শুনিতে রোম আর কতদূর আমবা সেই প্রশ্ন করিতে থাকিব।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে মিত্র বাহিনী ছোটখাট জয়লাভ করিতেছে। গত সপ্তাহে মার্কিন বিমানবহর কতকগুলি জাপানী জাহাজ ডুবাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গন এবারও বেশ তৎপর। মিত্রপক্ষীয় বাহিনী আরাকান অঞ্চলে অল্পখল আগাইয়া চলিয়াছে। মন্দ অঞ্চলে জাপানীদের পাণ্টা আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে এবং বুখিডং-এর উত্তর-পূর্ব দিক হইতে জাপ সৈন্যদল বিভাড়িত হইয়া দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। এ সপ্তাহে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান বহর ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে বিমান হানা দিয়া আসিয়াছে। মায়ু উপদ্বীপে এক দীর্ঘস্থায়ী আকাশ যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় বিমান বহর এক শক্তিশালী জাপ বিমান বহরের গতিরোধ করিয়া বিপক্ষের ১৫ খানি বিমান ধ্বংস ও আরও ৬ খানি বিমান ঘায়েল করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রুশ-পোলিশ সীমান্ত সমস্তা লইয়া যখন জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইঙ্গ-মার্কিন মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষের মধ্যে যখন একটা আপোষ-মীমাংসার উদ্যোগ আয়োজনের কথা শুনা যাইতেছে, “ঠিক সেই সময়ে এই মর্মে এক গুজব রটিয়াছে যে, জার্মানীর সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের পৃথক শাস্তি আলোচনা চলিতেছে। এই গোপন সংবাদ কায়রো হইতে সোভিয়েট পত্রিকা “প্রাভদা”র প্রতিনিধি স্বদেশে প্রেরণ করেন। হের ফন রিবেন্ট্রপের সহিত একাধিক বৃটিশ প্রতিনিধির নাকি শাস্তি প্রস্তাবের আলোচনা হইয়া গিয়াছে বলিয়া “প্রাভদা” যে সংবাদ দিয়াছে বা রটাইয়াছে তাহার প্রতিবাদে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর জানাইয়াছেন যে, ঐরূপ সন্দেহের মূলে কোন ভিত্তি নাই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্টও এই সংবাদে বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, কি উদ্দেশ্যে ঐরূপ গুজবের সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্পর্কে তাঁহার ক্ষণতম ধারণাও নাই। এই সব প্রতিবাদ ও ছুঃখ প্রকাশের ভাষা যথোপযুক্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল নহে। “প্রাভদা”র মতামতকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের

আধা-সরকারী মতামত বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। সুতরাং ঐ শাস্তির গুজব একেবারে মিথ্যা হইলেও সোভিয়েট রুশিয়া এবং ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অবকাশ রহিয়াছে, এই ঘটনায় স্বতঃই সেরূপ মনে হয়। তেহেরান বৈঠক এবং তাহারও পূর্ব্ব মস্কো সম্মেলনে যদিও স্থির হইয়াছিল যে, নৎসী কবলযুক্ত দেশসমূহে কিরূপ গবর্ণ-মেন্ট থাকিবে এবং শাসনের বলগা কাহাদের হাতে রহিবে সেই আসল বিষয় সেই সেই দেশের জনসাধারণই ঠিক করিয়া লইবে—বাহির হইতে মিত্রপক্ষ বা আর কেহ জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া কোন শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিতে পারিবে না। লগুনে জীয়াইয়া রাখা রাষ্ট্রচ্যুত পোলিশ সরকারকে পোলিশ জনসাধারণ মানিতে রাজী কি না তাহা ভবিষ্যতের কথা। ইতিমধ্যে মস্কো-কায়রো-তেহেরানের সাক্ষাৎকার ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে সোভিয়েট অগ্রগতিতে সমাজতন্ত্রবাদের বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন না তো? “প্রাভদা”র গুজব যদি সত্যি সত্যিই শুধুই গুজব হয়, তথাপি শোষিত ভারতের শাসক শ্রেণীর দেশের পক্ষে ঐরূপ গোপনে শাস্তি স্থাপন করা যে বিশ্বয়ের বা কল্পনার বাহিরের কোন বিষয় নহে গুজবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সেই শঙ্কা-সম্ভাবনার কথাটাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে নবগঠিত কমনওয়েলথ পার্টির মনোনীত প্রার্থী লেঃ লসন সম্প্রতি পাল্লি-মেন্টের এক উপনির্বাচনে অজ্ঞান দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে ভোটযুদ্ধে হারাইয়া যথারীতি নির্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত নির্বাচন যুদ্ধে কমনওয়েলথ দলের বিঘোষিত কম্বন্ধনীতির মধ্যে একটি প্রধান দাবী ছিল ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের। জয়লাভ করিবার পর লেঃ লসন তাঁহার নির্বাচন কেন্দ্রের সমর্থকদের আহ্বত সভায় বক্তৃতা দিতে চাহিয়া সামরিক বিভাগের অমুমতি পান নাই। নিষেধাজ্ঞার মর্ম্ম এই যে, সামরিক কার্যে নিযুক্ত কোনও পাল্লি-মেন্টের সভ্যের ইচ্ছা বা খুশীমত বক্তৃতা দিবার অধিকার নাই। কমনওয়েলথ পার্টি ও উহার সহিত সহানুভূতি-  
( ৮৭৭ পৃষ্ঠার দৃষ্টব্য )

## ইনফ্লেশন দমনের জন্য 'কন- সিউমার সাবসিডি'র প্রস্তাব

বোম্বাইয়ের 'স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী স্তার চুণীলাল মেটা এদেশে ইনফ্লেশন দমনের জন্ত গবর্ণমেন্টকে কনসিউমার সাবসিডি'র ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সরকারী অর্থ সাহায্যে সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষপত্রের মূল্য হ্রাস—ইহাই হইতেছে কনসিউমার সাবসিডি'র মূল তাৎপর্য। এদেশে উহা কার্যকরী করিবার জন্ত স্তার চুণীলাল মেটার মতে প্রথমতঃ গবর্ণমেন্টকে কৃষকদের নিকট হইতে শস্য দরে খাতিশস্ত ও অখ্যাশ্ত ফসল কিনিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেশের কোন স্থানে লোকের সর্বোচ্চ জীবনযাত্রা ব্যয় কি হইতে পারে গবর্ণমেন্টকে তাহা স্থির করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ সেই সর্বোচ্চ জীবনযাত্রা ব্যয়ের দিকে নজর রাখিয়া সাধারণের উপকারার্থ তদনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্রীত মূল্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দরে জিনিষপত্র বিক্রয় করিবার ফলে যে ক্ষতি হইবে যুদ্ধ প্রচেষ্টার অঙ্গীয় ব্যয় হিসাবে গবর্ণমেন্টকে তাহা পরিপূরণ করিতে হইবে। ইনফ্লেশন দমনের জন্ত ইংলণ্ড, ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এইরূপভাবে কনসিউমার সাবসিডি প্রদানের নীতি ইতিমধ্যেই বহুল-পরিমাণে কার্যকরী হইলেও ভারতে এই ধরনের প্রস্তাব একেবারেই নূতন। দেশের বর্তমান অবস্থায় এই প্রস্তাবের গুরুত্ব স্বরণ করিয়া আমরা উহার যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

একদিকে আভ্যন্তরীণ মুদ্রা প্রসারণ ও অপর-দিকে চাহিদার অনুপাতে জিনিষপত্রের যোগান হ্রাস—এই দুই কারণে আজ ভারতে ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়াছে। এই ইনফ্লেশনের ফলে পণ্যমূল্য অত্যধিক হারে চড়িয়া গিয়া অনেক পরিমাণে তাহা জনসাধারণের নাগালের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সীমাবদ্ধ বা স্বল্পবদ্ধিত আয়ে নিজেদের ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে সমর্থ না হইয়া অন্নহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় দেশের বহু লোক আজ অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে। এহেন জাতীয় দুর্ভোগের সূচনা দেখিয়া দেশের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রই আজ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কি সব বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ইনফ্লেশনের কুফল হইতে দারুণ জনসাধারণকে রক্ষা করা যাইবে

তাহা নিয়া উহারা বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করিতেছেন। বেশী মাত্রায় নোট প্রচলনের ফলে এদেশে যে ইনফ্লেশন সৃষ্টি হইয়াছে এই সত্য কথাটা দেশের গবর্ণমেন্ট প্রথমে স্বীকার করিতে চান নাই। দেশের জনসাধারণের উপর ইনফ্লেশনের নিশ্চয় প্রতিক্রিয়া সাক্ষাৎভাবে অবলোকন করিয়া গত মে মাস হইতে তাহারা ঐ বস্তুটির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সেই সময় হইতে ইনফ্লেশন প্রশমনের নামে গবর্ণমেন্ট কতকগুলি বিধি-বিধান প্রণয়নেও যত্নপর হইয়াছেন। অতি-রিক্ত মুনাফা করের হার বৃদ্ধি, প্রাদেশিক সরকারসমূহকে সম্ভবমত নূতন ট্যাক্স বসাইবার নির্দেশ, সুবিধাজনক সর্বোচ্চ জনসাধারণের নিকট সরকারী ঋণপত্র বিক্রয়ের চেষ্টা, শিল্প কারখানার অতিরিক্ত মুনাফার একটা অংশ বাধ্যকরীভাবে সরকারী তহবিলে আমানত রাখিবার ব্যবস্থা, খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং—মুনাফা নিয়ন্ত্রণ-অডিনাল-দ্বারা অখ্যাশ্ত দ্রব্যাদি-সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের লাভের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ—এ সমস্তই সেই বিধানের অন্তর্গত।

এদেশে ইনফ্লেশনের গতিরোধ করিবার জন্ত যে বর্তমানে এই সমস্তের খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমস্ত বিধিবিধান প্রবর্তনের একটা বাহ্যিক চেষ্টা শুরু হইলেও উহাদের পিছনে গবর্ণমেন্টের প্রকৃত সঙ্কল্প ও আন্তরিকতার এখনও বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এ বিষয়ে আমরা বিশেষ করিয়া সরকারী ঋণ তুলিবার কথা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করিতে পারি। রাজনৈতিক অচল অবস্থার জন্ত এদেশে লোকের মনে একটা অসন্তোষের ভাব বিद्यমান রহিয়াছে। সেজন্ত সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করা সম্পর্কে তাহারা বিশেষ কোন গরজ দেখাইতেছে না। আমরা আশা করিয়া-ছিলাম এদেশে ইনফ্লেশন প্রশমনের কার্য-নীতি গ্রহণ করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট ঋণ তুলিবার সুবিধার্থ রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটান সম্পর্কেও সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু এহেন প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণমেন্ট পূর্বের মতই উদাসীনতার ভাব দেখাইতেছেন। ইনফ্লেশন প্রশমনের জন্ত দেশে পণ্যমূল্য

নিয়ন্ত্রণের যেরূপ কড়া কড়ি বিধান অবলম্বিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম, তাহাও কার্যতঃ সেরূপভাবে অগ্রসর হয় নাই। নিজেদের মরজ্জিমত ইস্তাহার ও বিবৃতি মারফতে পণ্যদ্রব্যের একটা সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দিয়াই এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট তাহাদের কর্তব্য শেষ করিতেছেন। সেই দরে বাজারে কার্যতঃ জিনিষপত্র পাওয়া যাইতেছে কি না তাহা দেখিবার গরজ তাহাদের নাই। সকল শ্রেণীর লোককে নির্দিষ্ট মূল্যে নির্ধারিত পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কিনিবার সুবিধা দিতে হইলে এদেশে ব্যাপকভাবে রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা দরকার। এ সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ নিজেদের শুভ সঙ্কল্প আওড়াইয়াও গবর্ণমেন্ট তাহা কার্যে পরিণত করা বিষয়ে তেমন কোন মনোযোগ দিতেছেন না। ফলে তাহাদের যাবতীয় প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দেশের পণ্যব্যবহারকারীদের দুঃখহৃদশা দূর হইতেছে না।

ইনফ্লেশন প্রশমনে যাবতীয় সরকারী প্রচেষ্টার এই ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া স্তার চুণীলাল মেটা বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছেন। তাই দেশের কনসিউমার বা পণ্যব্যবহারকারীদের দুঃখহৃদশা দূরীকরণের জন্ত একটা কার্যকরী বিধান হিসাবে তিনি বর্তমানে কনসিউমার সাবসিডি'র কথা তুলিয়াছেন। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেশের বর্তমান অরস্থায় তাহার এই প্রস্তাবের যথেষ্ট যৌক্তিকতা রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধের শুরু হইতে এদেশে পণ্যদ্রব্যের দর ক্রমাগত চড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ পণ্যমূল্য বাড়িলেও দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রমিকদের আয় তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। বর্দ্ধিত দরে খাদ্য সামগ্রী কিনিতে না পারিয়া এই সব শ্রেণীর কিছু-সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে প্রাণ হারাইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছি অন্নবস্ত্রের ক্রমাগত হ্রাসমূল্যতা তাহাদের জীবনও দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। যুদ্ধকালীন ইনফ্লেশনের দরুণই দেশে এহেন শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দেশের সাধারণ লোক এই যুদ্ধ বা ইনফ্লেশন কোনটার জন্তই দায়ী নহে। ভারত গবর্ণমেন্ট নিজেদের গরজে দেশকে

(৮৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ সাহায্য ও তাহার ভবিষ্যৎ

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ বা ‘ইজারা ও ঋণ’ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি যে হিসাব-নিকাশ যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের গত ৬ই জানুয়ারী তারিখের অধিবেশনে পেশ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে যুদ্ধ জয়ের জন্য মিত্রপক্ষীয় জাতিগুলিকে বলীয়ান করিয়া তোলাই এই ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য। তিনি এই বলিয়া আমেরিকার জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছেন যে, এই ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ ব্যবস্থার ফলেই আজ মিত্রপক্ষ চক্রান্তিক প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিতে সাহসী ও অগ্রগামী হইয়াছে। ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ সাহায্য আরও বর্ধিত করিতে পারিলেই ১৯৪৪ সালের ভিতরে যুদ্ধ সমাপ্তির সম্ভাবনা; নচেৎ নয়।

১৯৪৩ সালের গত নভেম্বর পর্য্যন্ত ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ খাতে মিত্রজাতি-সংঘকে যে সাহায্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দান করিয়াছে তাহার মোট পরিমাণ ১৮৬০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৪৬৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১১ মাস সময়ে ১০৩৫ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ২৫৮ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য-সামগ্রী ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ ব্যবস্থায় আমেরিকা সম্মিলিত জাতিগুলিকে সাহায্য পাঠাইয়াছে। আর ১৯৪২ সালের হিসাবে এই সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৭০০ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ১৭৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড। এই সকল সাহায্য দানের সমষ্টিগত ফল যে সকল মিত্রপক্ষীয় জাতি উপভোগ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ভারত, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের পাণ্ডনার মূল আছে জাপানকে সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্য-বিস্তার কার্য হইতে বিরত করা। অত্যদিকে জার্মেনী ও তাহার সমর্থনী শক্তিপুঞ্জকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট সৈন্যের রসদ, ব্রিটিশ সেনা আর যুদ্ধ-প্রচেষ্টার কাজে নিযুক্ত কন্মীদের ভরণপোষণ ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই বিশেষ সাহায্য-ব্যবস্থার কথা বলিতে গিয়া কেবল উপরোক্ত বর্ণনা দিলেই সব কিছু বলা হয় না। যদিও পূর্বকালে ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ ব্যবস্থার উপকারিতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কেহই উহার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিতে সাহসী হই

নাই : সেকালে কেবল ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’-রূপ দানের ‘অঙ্ক’-মধ্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা সকলেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি। উত্তরকালে, অর্থাৎ বর্তমানে, সমস্ত অবস্থা ও ব্যবস্থায় এক পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে। আমেরিকা-বাসীরা ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ বন্দোবস্তের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছে; বুটেনের ব্যবসায়ীরা হইয়াছে সচকিত আর ভারতবর্ষে আমরা সন্দেহান হইয়া পড়িয়াছি।

মাত্র গত ১১ই নভেম্বর (১৯৪৩) তারিখে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’-এর দ্বাদশ বিবরণী পাঠ করিয়াছেন। তারপর ৬ই জানুয়ারী (১৯৪৪) তারিখেই আবার তিনি ত্রয়োদশ বিবরণ পেশ করিলেন। ইহাতে ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ আমেরিকা ভূভাগে বেশ বড় রকমের এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গত ১১ই নভেম্বর ও ৬ই জানুয়ারী উভয় তারিখেই ‘প্রতিদান’ কথাটির উপর সর্বাপেক্ষা সমধিক জোর দিয়াছেন। সেকথাটি ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’-এর প্রাথমিক ও লৌকিক পদ্ধিচয়ের অন্তর্গত নয় মোটেই। ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্য ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ সাহায্যের প্রতিদানে ৮৭ কোটি ১০ লক্ষ ডলার পাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, নিউজিল্যান্ড ৫ কোটি ১০ লক্ষ ডলার এবং ভারতবর্ষ ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ ডলার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে নানাভাবে পাঠাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-সম্পর্কিত সংবাদ-কেন্দ্র হইতে যে খবর প্রচারিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৪১ সালের মার্চ, অর্থাৎ যখন ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ ব্যবস্থা প্রথম প্রচলিত করা হয়, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষকে প্রায় ৩০ কোটি ডলারের ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ সাহায্য দান করিয়াছে। টাকার হিসাবে এই সাহায্যের পরিমাণ কমবেশী ১০০ কোটি টাকা। তারপর, ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য দপ্তর ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত সেই বৎসরের ১১ মাসে যে পরিমাণ ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ সাহায্য বুটেন ও

কানাডা বাদে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও মিশরকে সর্বসম্মত প্রদান করিয়াছে, তাহা ঐ ব্যবস্থা অনুসারে মোট রপ্তানীর মালের শতকরা ৭৪ অংশ। যুক্তরাজ্য পাঠাইয়াছে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে শতকরা ৬৩ ভাগ, ব্রিটিশ আফ্রিকায় শতকরা ৫১ ভাগ, ভারতবর্ষে শতকরা ৬১ ভাগ, চীনে শতকরা ৬০ ভাগ, রাশিয়ায় শতকরা ৮৮ ভাগ, কানাডা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শতকরা ১ ভাগ। সকল প্রকার ও সর্বদেশে প্রেরিত অসামরিক মালপত্র রপ্তানী পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ মাল ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’-এর আওতায় পড়ে। নানারূপ মাল অনুযায়ী, খাদ্য সম্বন্ধীয় ও কৃষিজাত দ্রব্যের শতকরা ৭৯ অংশ, কল-কজার শতকরা ৪০ ভাগ, লোহা ও ইস্পাতের শতকরা ৫৪ ভাগ, জ্বালানী কাঠের শতকরা ৪০ ভাগ, লৌহ ছাড়া অস্ত্রাশ্রয় ধাতুর শতকরা ৬২ ভাগ ও অস্ত্রাশ্রয় দ্রব্যের শতকরা ২৫ ভাগ ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ ব্যবস্থার অন্তর্গত।

যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকা যেসব মালপত্র সমধিক রপ্তানী করিত, বর্তমান ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ ব্যবস্থার ফলে তাহাদের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া আসিয়াছে, অত্যদিকে নানারূপ নূতন মালপত্র রপ্তানী হইতেছে। নূতন মালপত্রের ভিতরে কাঠ, ঢালাই লোহা, ষ্টীলের নল, যন্ত্রপাতি, ডিসেল এঞ্জিন, মোটর সাইকেল প্রদান। যুদ্ধের পূর্বে যে সকল মাল আমেরিকা রপ্তানী করিত সেসব মালপত্র প্রয়োজন ও ব্যবসায়ের খাতিরে অস্ত্রাশ্রয় দেশে সমাদৃত ছিল। বর্তমানে যুদ্ধের ভয় সেই সকল মালের রপ্তানী ও কার্টি কমিয়া আসিলেও নানা নূতন ধরণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বিদেশে চলিয়া যাঁতেছে। ফলে ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ ব্যবসা আমেরিকার অনেক শিল্পজাত উৎপাদকে বিদেশে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে।

যদিও ‘লীজ এণ্ড লেণ্ড’ ব্যবসা প্রধানতঃ যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজে সহায়তা করিবার জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া বলা হয় তথাপি ধারে জিনিষপত্র দিয়া আমেরিকা যুদ্ধোত্তর ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে বস্তুতপক্ষে এক প্রধান স্থান অধিকারের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যুদ্ধোত্তর-কালীন মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কে আমেরিকার

নিজস্ব পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এক একটি দেশ ব্যবসার আয়তন ও আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিতে বাধ্য হইবে আর গচ্ছিত সোণার পরিমাণ অনুপাতে সেসব দেশ ভোটাধিকার লাভ করিবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারত-বর্ষকে ৩৬ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১২৫ কোটি টাকা ঐ আন্তর্জাতিক ধন ভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখিতে হইবে, আর সেই সঙ্গে ৪৬৭টি ভোট লাভ করিবে।

লণ্ডনের 'টাইম'এ প্রশ্ন করা হইয়াছে, 'লীজ এণ্ড লেণ্ড'-এর স্বরূপ কি? সত্যই কি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধ-জয়ের প্রচেষ্টায় নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করিয়া যাইতেছে? না, 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটেনের ধারের অঙ্ক বাড়াইয়া চলিয়াছে? গত মহাসমরের পর যুদ্ধ-ঋণ পরিশোধ করিবার প্রচেষ্টায় অসম্ভাব্য, সন্দেহ, অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল; বর্তমানের যুদ্ধ-পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কি সেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিবে? এ সব প্রশ্ন সেদেশে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

আমেরিকায় জনসাধারণ 'লীজ এণ্ড লেণ্ড'-ব্যবস্থার প্রতি ক্রমশই বিরূপ হইয়া উঠিতেছে। কিছুকাল পূর্বে "হাউস অফ রিপ্রেসেন্টেটিভস"-এ মিঃ লরেন্স স্মিথ নামে একজন সদস্য একটি বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' ব্যবস্থায় যে প্রচুর ক্ষতি আমেরিকার হইতেছে, তাহা বন্ধ করা। সম্প্রতি আমেরিকার আইন-সভার ৫ জন সদস্য পৃথিবীর সমস্ত সমরস্থল পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। তাহাদের মতে সর্বত্রই নাকি 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' ব্যবস্থায় প্রাপ্ত জব্য-সামগ্রী অযথা নষ্ট করা হইয়াছে। গত ১১ই নভেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্র সভার প্রতি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন, ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য দেশ 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' সাহায্য-লাভের পরিবর্তে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে নানাভাবে সাহায্যদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। 'লীজ এণ্ড লেণ্ড'-এর সহকারী পরিচালক মিঃ কিলিপ ইয়ং হইতে আরম্ভ করিয়া খোদ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পর্যন্ত সরকারী দপ্তরের সমস্ত কর্মচারীর চোটা সঙ্গেও আমেরিকার জনসাধারণ 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' ব্যবস্থার উপর যে আস্থাবান হইতে পারে নাই, তাহার প্রমাণরূপ গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখের রয়টারের খবরটি দেখিলেই বোঝা

যায়। উক্ত খবরে জানান হইয়াছে যে, আমেরিকা যে পরিমাণ 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' সাহায্য মিত্রপক্ষীয় জাতিগুলিকে দান করিয়াছে, এক্ষণে তাহারা তাহার প্রতিদান পাওয়ার তাগিদ পাঠাইয়াছে।

ভারতবর্ষে 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' ব্যবস্থার টর্চ লাইট হইতে আরম্ভ করিয়া ইঞ্জিন পর্যন্ত নানারূপ কলকজা আসিয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজে ব্যবহৃত জব্য-সামগ্রীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' ব্যবস্থায় প্রাপ্ত। তারপর, নানারূপ কারখানা স্থাপন করার উদ্দেশ্যে যেসব কলকজা আসিয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' ব্যবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। কেবল যে বর্তমানের যুদ্ধ সম্বন্ধেই 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' কার্য-করী এমন নয়, যুদ্ধোত্তরকালেও 'লীজ এণ্ড লেণ্ড'-এর সাহায্য ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্প-কারখানা গঠনের কাজে আসিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এখন প্রশ্ন, বর্তমান ও ভবিষ্যতের খাতে ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সাহায্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, ভারত কিরূপে সে সাহায্যের প্রতিদান দিবে? এদিকে লণ্ডনে রক্ষিত আন্তর্জাতিক

ব্যবসার জমাখাতায় ভারতের নামে পাওনা জমিয়াছে ও জমিতেছে, অগ্রদিকে নিউইয়র্কের খাতায় ভারতের দেনা বদ্ধিত হইতেছে। এই ধরনের পাওনা ভবিষ্যতে কিভাবে মিটান হইবে তাহা বর্তমানে একটা ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ব্যক্ত না করায় সকল দিক দিয়াই আশঙ্কার কারণ দেখা যাইতেছে। 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' ব্যবস্থা সম্পর্কে লোকের সেই সন্দেহ ও আশঙ্কার কারণ হ্রদয়ঙ্গম করিয়া ভারত গবর্নমেন্টের পক্ষে এ বিষয়ে অচিরে একটা খোলাখুলি বিবৃতি প্রকাশ করা উচিত।

## হারাইয়াছে

২০শে জামুয়ারী কলিকাতাগামী লোক্যাল ট্রেনে (বি. এন্ড. এ. আর'এর ৭২নং ডাউন ট্রেন) বা হাওড়া-শিয়ালদহ ট্রামে বেলা ৩ ঘটিকার সময় একটি ক্রমালে বাধা ৫০০ খানি টিটাপড় পেপার মিলের কন্ট্রোল্ড পেপারের কুপন (নভে:— ডিসেম্বর, '৪৩) হারাইয়া গিয়াছে। যিনি পাইয়াছেন দয়া করিয়া পাঠাইয়া দিলে আবশ্যকক্ষেত্রে উপযুক্ত পুরস্কার দিব।

শ্রী হিন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়,

ঠাকুরপাড়া, ভাটপাড়া, ২৪পরগণা।

আপনার চা নিরাপদে পাঠাইবার জগ্য—

—‘ডেকা’ চাচের বাক্স—

(DEKA TEA CHEST)

ব্যবহার করুন।

ইহা মজবুত ও সুন্দর।

ম্যানুফ্যাকচারার :—

দেবী কমলা এণ্ড কোং

নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

গ্রাম—ডেকামালা

।।।

ফোন—ক্যাল : ৪২৮৪

হাইড্রো  
নাসিওনেস

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভূষিত করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিট এণ্ড এক্সেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট, হাটখোলা, কলিকাতা।



## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, বর্তমান বৎসর সমগ্র ভারতে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে ধানচাষ হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে যে সংশোধিত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছিল তদনুসারে গত বৎসর সমগ্র ভারতে মোট ৭ কোটি ১৫ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে ধানচাষ হইয়াছিল। অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর শতকরা ৬ ভাগ বেশী জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। বাংলাদেশে এবৎসর ৭২ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে আউস ধানের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর আউস আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৬৫ লক্ষ ৭ হাজার। এই হিসাব অনুসারে বর্তমান বৎসরে ৩০ লক্ষ ৪১ হাজার টন আউসের চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টন। এবৎসর বাংলাদেশে মোট ১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৪ হাজার একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় যে সংশোধিত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছিল, তদনুসারে গত বৎসর আমন আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৮১ হাজার একর। এবৎসর ৮৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টন আমন ধানের চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সংশোধিত হিসাব অনুসারে গত বৎসর ৫৩ লক্ষ ৮১ হাজার টন আমন ধানের চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল।

### কুড়ি মণের অতিরিক্ত ধান চাউল রাখা নিষিদ্ধ

সম্প্রতি অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্য মজুত করা সম্পর্কে বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, যে সকল অঞ্চল কলিকাতা রেশনিং পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা ছাড়া প্রদেশের সর্বত্র আগামী ১লা ফেব্রুয়ারীর পর হইতে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী লাইসেন্স নাই এরূপ কোন পরিবার অথবা ব্যক্তি বিশেষ সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর অথবা অতিরিক্ত ডেপুটী ডিরেক্টরের অনুমতিপত্র ছাড়া ২০ মণের অধিক ধান কিম্বা চাউল মজুত রাখিতে পারিবে না। কাহাকেও যদি ২০ মণের অধিক ধান কিম্বা চাউল মজুত রাখিবার অনুমতি দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে অনুমতিপত্রে কতটা মাল মজুত রাখা যাইবে তাহা নির্দিষ্ট করা থাকিবে। মজুতকারীকে মাসের শেষ তারিখে সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী অথবা অতিরিক্ত ডিপুটী ডিরেক্টরের নিকট মজুত মালের হিসাব দাখিল করিতে হইবে।

তবে যে ব্যক্তি স্বয়ং অথবা নিজ পরিবারের লোকজন অথবা যেতনভোগী মজুরের সাহায্যে

বা সাহায্য ব্যতিরেকে কিম্বা আধিয়ার, বর্গাদার প্রভৃতির দ্বারা ধান উৎপাদন করিবেন, সে ব্যক্তি যে ধান রাখিবে বা মজুত করিবে তৎসম্পর্কে এই আদেশ প্রযুক্ত হইবে না।

### মতভেদের কারণ

প্রথমতঃ চীফ এজেন্টদের ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়তঃ চাউলের কলগুলিকে কিস্তাবে কাজে লাগান হইবে সে সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে মতভেদ হয়। চীফ এজেন্টদের ক্ষমতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গলা সরকারের অফিসী অফিসে বিবেচনা করিয়া উহা অগ্রাহ্য না করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এসম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারকে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। চাউলের কলসমূহ সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, ভারত সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে চাউলের কলগুলি কাজে লাগান সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারই পছন্দ নির্ধারণ করিবেন। এসম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের সম্মতিক্রমে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ কর্মচারীকে পাঠাইয়াছেন।

### বাঙ্গলা ও কেন্দ্রীয় সরকারের মতভেদের অবসান

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যসচিব ভারত জে পি ত্রীবাস্তব এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং মিলের সাহায্যে চাউল তৈরী করা সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে যে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল

তাহার অবসান ঘটিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিয়াছেন যে, গত নবেম্বর মাসে ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া বাঙ্গলা সরকারের আমন ধান সংগ্রহ পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি স্থির করা হইয়াছিল। তখন স্থির হইয়াছিল যে, মফঃস্বলের বাজারগুলির উপর যাহাতে বণ্যাসক্ত্য কম চাপ পড়ে, গভর্নমেন্ট সেই ভাবে বাজার হইতে ধান ক্রয় করিবেন। এই কার্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা ও উহার চতুর্পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন তাহা বাঙ্গলা সরকারকে সরবরাহ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

### চীফ ক্রয় এজেন্ট নিয়োগ

ঐ সময় আরও স্থির হয় যে, বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে চারিজন চীফ এজেন্ট প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের আদেশ ক্রমে চারিটি নির্দিষ্ট এলাকায় এককভাবে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের সাহায্য লইয়া আমন ধান ও চাউল সংগ্রহ করিবেন এবং একটি ক্রয়বোর্ড এ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারকে পরামর্শ দিবেন।

### চুষকের নুতন শক্তি ও ব্যবহার

প্রকাশ, নিউইয়র্ক ল্যাবরেটরীতে গবেষণায় নিযুক্ত জনৈক ভিয়েনীয় বৈজ্ঞানিক এমন চুষক প্রবাহের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা জনকে বিপ্লিষ্ট করিয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে লইয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত চুষকের ঋণাত্মক ও ধনাত্মক প্রান্তভাগদ্বয়কেও তিনি পরস্পর হইতে



## ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আ দা রী কৃত যু ল ধ ন  
৯৯,৯৯,০০০ টাকা

চোরম্যান—মিঃ জি, ডি, বিড়লা

ডিরেক্টরস্—

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| মিঃ এম্, এল, দাহারকার | মিঃ এ, সি, লাহা      |
| ভার আদমজী হাজী দাউদ   | ,, নবীনচন্দ্র মল্লিক |
| মিঃ কে, পি, গোয়েন্দা | ,, মদনমোহন আর, রুইরা |
| ,, এম্, এ, ইম্পাহানী  | ,, আর, জি, সারাইয়া  |
| ,, বৈজনাথ জালান       | ,, মতিলাল তাপুয়া    |

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি, টি, ঠাকুর

যে ব্যাঙ্ক টাকা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

বোম্বাই শাখা :—পে টি টি বিল্ডিং, হার্বি রোড

ম্যানেজার—মিঃ ভি, আর, সোনালকর

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস

কলিকাতা

ফোন :—কলিং ৬৫৭৮

বিচ্ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন। এ আবিষ্কার সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে চুষক শক্তি সম্পর্কে এ যাবৎ যে ধারণা চলিয়া আসিতেছে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে। এই আবিষ্কার অভিনব এবং গুরুত্বের দিক হইতে এতই চমকপ্রদ যে,

আমেরিকার বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা এ-সম্পর্কে চট্ করিয়া কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তবে একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি এই আবিষ্কার সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে বর্তমানে

আমরা যেমন বিদ্যুৎশক্তি চালিত যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকি, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে চুষক শক্তি চালিত যন্ত্রাদি ব্যবহারের সুযোগ পাইব। আবিষ্কারক অধ্যাপক স্বয়ং এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে



## মেয়ূগ ও এয়ূগের কথা...

কয়েক বৎসর আগেও আমাদের জন্ত কাপড় আসত ইংলও থেকে। তার আগে কি আমরা তবে কাপড় পরতাম না? তা নয়, আমাদের প্রয়োজনীয় সব কাপড় তৈরী হ'ত এই ভারতেই— তাঁতে। সে শিল্প ছিল এতই বিরাট যে আমরা প্রচুর কাপড় বিদেশেও রপ্তানী ক'রতে পারতাম। কিন্তু যখন থেকে ইংলওে কলে কাপড় তৈরী হ'তে লা'গল তখন থেকেই এই শিল্পের হুদ্দিন উপস্থিত হ'ল। একদিকে রাজশক্তির স্নেহপুষ্ট কাপড়ের কল, অন্যদিকে সেই রাজশক্তিরই আমাদের শিল্প-বানিজ্যের ধ্বংসকামনা; এই দুই চাপে প'ড়ে আমাদের অসহায় তাঁতশিল্প বিলুপ্ত হ'ল। ফলে লক্ষ লক্ষ তাঁতী বৃত্তিহীন হ'য়ে রুবিিকেই জীবিকা ব'লে অবলম্বন ক'রল; আর তাদের পুত্রপ্ৰমের ফল ভোগ করতে লা'গল তাঁরাই যারা দায়ী তাঁদের হুর্দশার জন্য। তবে সৌভাগ্যের কথা যে এই দুঃখের দিনের শিক্ষা আমরা ভুলি নাই; আমরা বুঝেছি যে যন্ত্রশক্তির সামনে আত্মরক্ষা করতে চাই যন্ত্রশক্তি। তাই স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সফল হ'ল যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্প, ভারতবাসীর অর্থে ও শ্রমে যার প্রতিষ্ঠা, ভারতবাসীর স্বদেশপ্রেমে যার প্রচলন। আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এই শিল্পের কল্যাণে সুখী, উন্নত জীবন যাপন ক'রছে—আর আমাদের বস্ত্র সমস্তা চিরকালের জন্য মিটে গেছে। আজ আমরা অপেক্ষা ক'রছি সেই শুভদিনের, যুদ্ধান্তে যেদিন আমাদের উৎপাদিত বস্ত্র আমাদের প্রতিবেশী আরব, পারস্য, মালয়, চীন পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি রাষ্ট্রে পাঠাতে পা'রব। জাতীয় শিল্প বানিজ্যের এই উন্নতিতে বাংলাদেশের অংশও কিছু কম নয়। তার উন্নততম যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত এবং সর্বোৎকৃষ্ট কাপড় ও সূতা তৈরীর বৃহত্তম কলটি হচ্ছে—



প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর — শ্রী সূর্য কুমার বসু।

বৃহত্তর আবিষ্কারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই আবিষ্কারের ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক চূড়ক রসায়নের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে।

### রেশনিং ব্যবস্থা সম্পর্কে গোলদারি ব্যবসায়ীদের অভিযোগ

সম্প্রতি কলিকাতা গোলদারি ব্যবসায়ী সমিতির সংগঠক সম্পাদক রেশনিং সম্পর্কে বোম্বাই ও বাঙ্গলা সরকারের ব্যবস্থার তুলনা করিয়া কলিকাতার খুচরা দোকানদারদের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। সরকারী ব্যবস্থার ফলে বহুসংখ্যক খুচরা দোকানদারদের জীবিকাজনের পথ রুদ্ধ হইল। বিবৃতি প্রসঙ্গে গোলদারি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, বোম্বাই সহরে খুচরা ব্যবসায়ীদিগকে রেশনিং ব্যবস্থার সুযোগ দানের জন্য ছয়টি ছোট দোকান মিলিত করিয়া একটি রেশন দোকান করা হইয়াছে। একটি বেসরকারী দোকানকে যে স্থলে ১৫ শত লোকের খাদ্য সরবরাহের ভার দেওয়া হইয়াছে, একটি সরকারী দোকানকে সেই স্থলে ৩ হাজার লোকের খাদ্য সরবরাহের ভার দেওয়া হইয়াছে; এইভাবে প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ অমান্য করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া মালের মূল্য বাবদ দেয় টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া দিতে হইবে এই নির্দেশ না দিয়া যে কোন সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের চেক লইবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। নির্ধারিত দোকানদারকে মণ প্রতি ১০ আনা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু বোম্বাই সরকার প্রতি মণে ৯ টাকা হিসাবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া দোকানদারদিগকে ইংরাজীতে হিসাবপত্র রাখিতে বাধ্য করা হইতেছে, তজ্জন্ত তাহাদিগকে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করিতে হইবে। বোম্বাইয়ে দোকানে তিন প্রকার চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে; সেট স্থলে কলিকাতার রেশন দোকানে মাত্র এক প্রকার চাউল সরবরাহ করিতে হইবে।

কলিকাতায় আমদানী খাদ্যশস্য রাখিবার স্থানাভাব!

প্রকাশ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যে সকল খাদ্যশস্য বাঙ্গলাদেশে পাঠান হইয়াছে, উপযুক্ত স্থানাভাবে উহা লইয়া বাঙ্গলা সরকার মুন্সিলে পড়িয়াছেন। সেনা বিভাগের সাহায্য লইয়া টালিগঞ্জে ১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত রাখিবার মত একটি গোলাঘর নির্মাণের কথা বিবেচনা করা হইতেছে।

### ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় ও কম্বল বিতরণের ব্যবস্থা

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার বিনামূল্যে বিতরণের সর্বোচ্চ বিশিষ্ট বেসরকারী সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়, হুতার কম্বল ও শিশুদের জামা প্রভৃতি অর্থমূল্যে বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিকাতায় রিলিফ কো-অর্ডিনেশন অফিসার, সমস্ত কালেক্টর এবং মহকুমা হাকিমকে এইরূপ বিক্রয় যন্ত্রীর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

### রেশনিং প্রবর্তনের পর খাদ্য মজুত সম্পর্কিত আদেশ

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের অ-সামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে এক প্রেস নোট প্রকাশ করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে জানুয়ারীর পর যে সমস্ত এলাকায় কলিকাতা রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে সেই সকল স্থানে রেশন কন্ট্রোলারের অধীন পেশাল অফিসার প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত আগামী ৩০শে জানুয়ারীর পর ধান, চাউল, আটা, ময়দা ও গম মিলিয়া এক মণ ১৬ সেরের অধিক এবং পরিবারভুক্ত ভৃত্যগণ-সহ বাড়ীর প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য ১ সেরের অধিক চিনি রাখিতে পারিবে না। দুই হইতে ১২ বৎসর বয়স্কদের প্রত্যেকের জন্য ২৮ সের খাদ্যশস্য এবং ১ সের চিনি রাখা যাইবে। দুই বৎসরের কম বয়সের শিশুদের জন্য ১ সের করিয়া চিনি রাখিতে দেওয়া হইবে, তবে কোন খাদ্যশস্য রাখিতে দেওয়া হইবে না।

### কার্পাস বস্ত্র ও হুতার ক্রয়-বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে নির্দেশ

মধ্যবর্তী ব্যবসায়িক কর্তৃক কার্পাস বস্ত্র ও হুতা ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য সম্পর্কে সম্প্রতি এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কার্পাস বস্ত্র ও হুতার মিল হইতে বিক্রয়ের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, ১৯৪৩ সালের বস্ত্র ও হুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার পূর্বে কোন পাইকারী বিক্রেতা অথবা কোন পাইকারী বিক্রেতা অথবা কোন খুচরা

বিক্রেতার সহিত কন্ট্রোল করিয়া থাকিলেও সেই কন্ট্রোল অনুযায়ী মাল ডেলিভারী যদি উক্ত আদেশ জারীর তারিখে অথবা পরবর্তী কোন তারিখে দেওয়া হয় তাহা হইলে কন্ট্রোল বাহাই থাকুক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই উক্ত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য লওয়া চলিবে না।

### ছাপবিহীন বস্ত্র ও হুতার ছাপ দিবার অনুরোধ

সম্প্রতি মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স এবং কলিকাতা হুতা ব্যবসায়ী সমিতির কমিটি সরকারকে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে বহু দোকান ও গুদামে বহু পরিমাণ ছাপহীন হুতা ও কাপড় জমা হইয়া আছে। এই সমস্ত বস্ত্র ও হুতা বাহাতে বিক্রয় হইতে পারে তজ্জন্ত অবিলম্বে ঐ সকল মালে ছাপ দিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

### জাপানে ক্রমবর্ধমান কর ভার

জাপানিউজ এজেন্সীর একটি সংবাদে প্রকাশ, আগামী ২১শে জানুয়ারী জাপান পালিমেন্টে যে বিল উত্থাপন করা হইবে তাহা দ্বারা ১৯৪৪-৪৫ আর্থিক বৎসরে জাপানের প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি পাইবে। কর সংস্থাপনে প্রথম বৎসর ২২০ কোটি ইয়েন এবং দ্বিতীয় বৎসর ২৫০ কোটি ইয়েন বৃদ্ধি পাইবে। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ কর হইতেই ১৬০ কোটি ইয়েন সংগৃহীত হইবে।

## শিলং ব্যাঙ্কঃ

### —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
কোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## ক্যালকাটা মিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি: ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৫১, হারিসন রোড

আখাসমুহঃ—

বেলেঘাটা, শ্রীমবাজার, মিরকাতিম, ভাগলপুর, বোলাজীর ও কাটাঝড়ী (পাটনা ষ্টেট), দারভাঙ্গা, নাখনগর, নারায়ণগঞ্জ, লাহোরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি, পি)।

পাটনা শাখা খোলা হইয়াছে।

আরামবাগ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

### টেক্সটাইল কমিশনার কতৃক মূল্য নির্ধারণ

কারখানা হইতে মাল লওয়ার পর প্রথম বা পরবর্তী কোন বিক্রয়ের সময় পূর্ব মূল্য অপেক্ষা শতকরা কতটাকা বেশীমূল্যে বিক্রয় করা যাইবে তাহা টেক্সটাইল কমিশনার ঠিক করিয়া দিবেন। যদি এইরূপ বিক্রয়ের কোন সর্বোচ্চ মূল্য ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা অপেক্ষা বেশী মূল্য লওয়া যাইবে না। যে ক্ষেত্রে কোন ক্রেতা কণ্ট্রাক্ট অমুযায়ী স্বেচ্ছায় অথবা দালতের ডিক্রী অমুসারে নির্ধারিত দর অপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়াছেন সেক্ষেত্রে উক্ত ক্রেতা প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ বিক্রয়তার নিকট হইতে ফেরৎ পাইবেন। এই অর্ডিন্যান্স জারীর পূর্বে অথবা পরে যে সকল কণ্ট্রাক্ট হইয়াছে সেই সকল কনট্রাক্ট সম্পর্কে এবং উক্ত কনট্রাক্ট অমুসারে ১৯৪৩সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যে বা তাহার পর যে সকল বিক্রয় হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এই বিধান প্রযোজ্য।

### আমেরিকা হইতে শিল্প-বস্ত্র আমদানীর দাবী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারতবর্ষের যে ডলার পাওনা হইয়াছে তাহার বিনিময়ে ভারতীয় শিল্পের প্রসার ও উন্নতির উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় বস্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষপত্র আমদানী করিবার ব্যবস্থা না করার ভারত সরকারের নীতির সমালোচনা করিয়া, ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজের সভাপতি কুমার রাজা স্ত্রীর মুখিয়া চেম্বারের সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের যে ব্যবস্থা বাণিজ্য চলিতেছে তাহা ভারতবর্ষের অমুকুল হওয়া সত্ত্বেও ডলারের অভাব আছে এই অজুহাত দেখাইয়া ভারতীয় শিল্পপতিগণের এই ধরনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইতেছে।

### দেশরক্ষায় ৫ বৎসরে ১৬৪১ কোটি টাকা ব্যয়

প্রকাশ, ১৯৩২-৪০ সাল হইতে ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্যন্ত এই ৫ বৎসরে ভারতবর্ষ দেশরক্ষা ব্যাপারে ৭১৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তদমুসারে এই কয়েক বৎসরে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট দেশরক্ষা ব্যাপারে সাহায্য বাবদ ভারত গভর্ণমেন্টকে ৯২৬ কোটি টাকা দিয়াছেন। এই ভাবে উক্ত ৫ বৎসরে ভারতে দেশরক্ষা ও সরবরাহ বাবদ মোট ১৬৪১ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৩২-৪০ সালে ভারতে দেশরক্ষা বাবদ ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৪৩-৪৪ সালে এই খাতে ২২০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই সময়ে ভারতের দেশরক্ষার খাতে ব্রিটেনের সাহায্যের পরিমাণ ৪ কোটি টাকা হইতে ৩৪৫ কোটি টাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

### ভারতে যুদ্ধকালীন রাজস্ব বৃদ্ধির হিসাব

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এই কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে স্বাভাবিক রাজস্ব অপেক্ষা ৩৩৪ কোটি টাকা বেশী রাজস্ব আদায় করা হইয়াছে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি পাওয়ার কর্তার বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগে বেশী আয় হওয়ার উক্ত পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ আদায় হইয়াছে। রেলপথ লইতে অতিরিক্ত ১২৫ কোটি টাকা, ডাক ও তার বিভাগ হইতে অতিরিক্ত ৯৬ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে অতিরিক্ত ৪৩ কোটি টাকা পাওয়ায় মোট অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ৩৩৪ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইহা হইতে আয়করের অংশ বাবদ ৩০ কোটি টাকা প্রাদেশিক সরকার সমূহকে দিয়া অবশিষ্ট ৩০৪ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা হইয়াছে।

### তাস ও সিগারেট সম্পর্কে সরকারী আদেশ

সম্প্রতি মজুত ও অভিলান্ত দমন অর্ডিন্যান্স অমুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পাইকারী ও খুচরা সমস্ত সিগারেট ব্যবসায়ীকে দোকানের বিশেষ প্রকাশ স্থানে মূল্য তালিকা রাখিতে নির্দেশ দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাস নির্মাতাদিগকে আগামী ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে নয়াদিল্লীস্থ অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার জেনারেলের নিকট গত ১৫ই জানুয়ারীতে যে মাসে মজুত ছিল তাহার বিবরণ, মাসিক উৎপাদন, উৎপাদনের ব্যয়, কারখানার বিক্রয় মূল্য, বাজারে খুচরা বিক্রয় মূল্য এবং যুদ্ধ-পূর্ব কালের লাভের হার জানাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

### কৃষিকার্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নতুন আদেশ

সম্প্রতি ভারত রক্ষা বিধানের নতুন একটি ধারায় কৃষিকার্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা দ্বারা কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকার কৃষিজাত কোন দ্রব্য যুদ্ধ পরিচালনা অথবা জনসাধারণের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলে এবং উহার উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ অথবা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলে (ক) নির্দিষ্ট কোন শস্তের চাষ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন, (খ) পতিত জমিতে কোন নির্দিষ্ট শস্তের আবাদের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, (গ) এই আদেশের ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমি চাষ করিলে উহার শস্ত বাজেয়াপ্ত করা যাইবে, তবে (ক) ধারায় উল্লিখিত বিধান সম্পর্কে আদেশ জারী করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকারকে পূর্ব হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের অমুমোদন লাভ করিতে হইবে।

### দুর্ভিক্ষ দমন সম্পর্কে মিঃ কে সি নিয়োগীর প্রস্তাব

বাজলার দুর্ভিক্ষ প্রশমনকল্পে বিশেষ করিয়া খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধাদি দানের ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়া মিঃ কে সি নিয়োগী কেন্দ্রীয় পরিষদের আসন্ন বাজেট-ধি-বেশনে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। আর একটি প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেশের খনিজ সম্পদ বৃদ্ধির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে সুপারিশ করা হইয়াছে।

## আমাদের তৈরী রবারের জিনিষ :

- রবার রুথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- হাওয়া বালিস
- এয়ার রিং ও কুশন
- ডাক্তারী দস্তানা

প্রভৃতি

যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরী রবারের  
স্বাভাবিক কেবলমাত্র সামরিক প্রয়ো-  
জনে ও হাসপাতালে সরবরাহ  
করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সময়  
ফিরে এলে আমরা আবার  
আগের মতই আমাদের তৈরী  
জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ  
করতে পারবো।

আমাদের তৈরী ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই  
ভারতের সর্বত্র সমাদৃত।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা :—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা।

কলিকাতার দোকান :—১২, চোরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট।

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্নবী রোড, কোর্ট, বোম্বাই।

নাগপুর কারখানা :—ঘাট রোড, নাগপুর।

## শ্রার জেরিমি রেইসম্যানের বক্তৃতা

যুক্তোত্তর আর্থিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থসচিব শ্রার জেরিমি রেইসম্যান বলেন যে, মার্কিন অথবা ব্রিটিশ আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্ট এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তবে সম্মিলিত জাতিসংঘের অজ্ঞাত সত্ত্বার মত ভারতবর্ষকেও তাহার আর্থিক নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে ভারতের যে স্বর্ণ পাওনা হইয়াছে তৎসম্পর্কে শ্রার জেরিমি রেইসম্যান বলেন যে, আন্তর্জাতিক বৈঠকে শুধু ভারতবর্ষের বিষয়ই বিবেচিত হইবে না, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যথেষ্ট পাওনা হইয়াছে—কাজেই এমন একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে যাহা দ্বারা সকল দেশের এই পাওনা অর্থের একটা ব্যবস্থা হইতে পারে। বৈঠকে অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার আরকলিপি উপস্থাপিত করিয়া তিনি বলেন যে, ১৯৪৩ সালের শরৎ কালে মার্কিন ও ব্রিটিশ পরিকল্পনা যে আকারে ছিল, এই আরকলিপিতে তাহার বিশ্লেষণ আছে, তবে এসকল পরিকল্পনার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি মনে করেন যে, (১) আর্থিক চুক্তির সহিত ভারতের সংশ্লিষ্ট থাকার সুবিধা ও অনুবিধা, (২) অব্যবহিত যুক্তোত্তরকালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে ভারতের মনোভাব, এবং (৩) অব্যবহিত যুক্তোত্তরকালে ভারতের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে কি নীতি অনুসৃত হইবে, তৎসম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনার মধ্যেই বর্তমান বৈঠকের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখা হইবে।

## দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়

উক্ত পরিকল্পনায় ভারতের বর্তমান কৃষিপ্রধান ভিত্তিকে অধিকতর সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। জাতীয় আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ কৃষি হইতে, শতকরা ৩৫ ভাগ শিল্প হইতে এবং শতকরা ২০ ভাগ চাকুরী হইতে আসিবে। পরিকল্পনায় ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী কৃষি-সংস্কার ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে। শিল্প সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র বড় বড় শিল্প গড়িয়া তুলিলেই হইবে না, তাহার সহিত ছোট ছোট শিল্পের ব্যাপক উন্নতির জন্তও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ১৫ বৎসরে মোট ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তবে ভারতে গণতান্ত্রিক জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নহে।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল উৎপাদন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময়-সম্ভার উৎপাদন বোর্ডের চেয়ারম্যান সম্প্রতি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, গত দুই বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে হারে সময়-সম্ভার উৎপাদন করা হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গত দুই বৎসরে আমেরিকার প্রায় ১ লক্ষ ৩৪ হাজার বিমান, ৪ লক্ষ ২৪ হাজার কামান, ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ট্যাঙ্ক এবং ১২ লক্ষাধিক মিলিটারী লরী তৈরী হইয়াছে।

## শিল্পপতিগণ কর্তৃক আর্থিক উন্নতি পরিকল্পনা

সম্প্রতি শ্রার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, মি: জে আর ডি টাটা, শ্রীযুক্ত জি ডি বিড়লা, শ্রার আরদেশীর দালাল, শ্রার শ্রীরাম, শ্রীযুক্ত কঙ্কর-ভাই লালভাই, মি: এ ডি শ্রক, ডা: জন মাঠাই-এর যুক্ত স্বাক্ষরে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত একটি পরিকল্পনার খসরা প্রকাশ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রণেতাগণ দাবী করিয়াছেন যে, উহা কার্যকরী করা হইলে ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসাধারণের জীবন-যাত্রা ব্যবস্থার বিপ্লবী পরিবর্তন সাধিত হইবে। উপরোক্ত শিল্পপতিগণের এই পরিকল্পনা অল্পসারে চলিলে ভারতের জাতীয় আয় তিন গুণ বাড়িয়া যাইবে ইতিমধ্যে যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে তাহা ধরিলেও মাথা পিছু লোকের আয় দ্বিগুণ হইবে। স্বাস্থ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কে জাতীয় প্রয়োজনের দিক হইতে এই পরিকল্পনায় সমগ্র সমস্যাটি বিবেচনা করা হইয়াছে।

## ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদানের জন্য পদক পুরস্কার

কলিকাতার ব্লাড ব্যাঙ্কে বাহারা ১০ বার রক্ত দিয়াছেন একপ ৭২ জন ব্যক্তিকে বাঙ্গলার গভর্নর শ্রার টমাস রাদারফোর্ড সম্প্রতি পদক বিতরণ করিয়াছেন।

## ভারতের শিল্প প্রগতি

শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ এখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। রপ্তানীর বাজারে চীন, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন, মালয়, আফগানিস্তান, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশেও ভারতবর্ষ শিল্পজাত দ্রব্য প্রেরণ করিতে পারিবে।

## বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন

বর্তমান কার্য্য্যহুটী অল্পসারে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে এবং মোট ৪১ দিন ধরিয়া পরিষদের অধিবেশন হইবে। তন্মধ্যে মাত্র দুই-দিন বে-সরকারী বিষয়সমূহ আলোচনার জন্ত নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম দিন বঙ্গীয় দুঃস্থ অপসারণ অর্ডিন্যান্স (১৯৪৩) এবং বঙ্গীয় আবাদী জমি হস্তান্তর নিরোধ অর্ডিন্যান্স (১৯৪৩) উত্থাপন করা হইবে। ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় কৃষি আরকর বিল সম্পর্কে আলোচনা হইবে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট বরাদ্দ উত্থাপন করা হইবে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে চার দিন বাজেটের বরাদ্দ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা চলিবে এবং ১০ই মার্চ হইতে ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত বিভিন্ন দফা সম্পর্কে ভোট গ্রহণ চলিবে।

## যুক্তোত্তর পুনর্গঠন কমিটির বৈঠক

গত সপ্তাহে নয়াদিল্লীতে যুক্তোত্তর পুনর্গঠন কমিটির সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রার জে পি শ্রীবাস্তব বলেন যে, যুদ্ধের পর জনসাধারণ যাহাতে উন্নততর জীবন-যাপন করিতে পারে তদুদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন বিষয়ে ইতিমধ্যেই মূল্যবান তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। যুদ্ধের পর সেনা বাহিনী হইতে মুক্ত সৈনিকদের মধ্যে কিতাবে জমি বিলি করা হইবে, রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, চাষ-আবাদি, বনরক্ষা, মাছের চাষ এবং শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েই বা কি পরিকল্পনা করা হইবে তৎসম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে।

## সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—  
বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস  
" — ১৫৯২ ক্যান্ট্রী  
টেলিগ্রাম—"চীনাঙ্গাটী"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপাষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রঞ্জন • সিট্রোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ  
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

## সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

এবংসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭।০ লভ্যাংশ দিয়াছে  
আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪৩।০

—শাখাসমূহ—

- |                    |               |                        |
|--------------------|---------------|------------------------|
| (১) শ্যামবাজার     | (৬) ভাটপাড়া  | (১১) ছবরাজপুর (বীরভূম) |
| (২) দক্ষিণ কলিকাতা | (৭) হিলি      | (১২) সিরাজগঞ্জ         |
| (৩) নিউমার্কেট     | (৮) দিনাজপুর  | (১৩) কুচবিহার          |
| (৪) নৈহাটি         | (৯) নীলকামারি | (১৪) বেনারস            |
| (৫) কাঁচড়াপাড়া   | (১০) রংপুর    | (১৫) এলাহাবাদ          |

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা : ২১২৫ ও ৬৪৮৩



### দামোদর বন্যা তদন্ত কমিটি

দামোদর নদের বন্যা স্থায়িতাবে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দানের জন্য বাঙ্গলা সরকার যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন তাহার অধিবেশন হইতেছে। আমেরিকার বিখ্যাত বাঁধ নির্মাণ-বিশেষজ্ঞ মিঃ ড্রাভেজ বর্তমানে এদেশে আছেন। কমিটি বাহাতে তাঁহার পরামর্শ লাভের সুযোগ পায় বাঙ্গলা সরকার তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করিয়াছিলেন তাহার রিপোর্টও বর্তমান কমিটি বিবেচনা করিবেন। গত ১৯১০ সালে দামোদর নদে ভয়াবহ প্রাণনের পর বিশেষজ্ঞ-গণ দ্বারা বন্ধার কারণ সম্পর্কে সাত বৎসর ব্যাপী তদন্ত করান হয়। উক্ত কমিটির রিপোর্ট (মাস কমিটির রিপোর্ট) এতকাল সরকারী নথিপত্রের মধ্যে চাপা পড়িয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিতে উক্ত মাস কমিটির সুপারিশগুলি বিবেচনা করিয়া মতামত ব্যক্ত করার জন্যই বর্তমান কমিটি গঠিত হইয়াছে।

### এলাহাবাদে সিনেমা প্রদর্শনী ও জলের ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরি ব্যবস্থার হ্রাসের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে কোন সিনেমা দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টায় একবারের বেশী ছবি দেখাইতে পারিবে না এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পর হইতে বাগানের পাছে, ঘাসের লনে মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক যে পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা হয় উহা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

### বিনিময় ব্যবস্থার প্রতিবাদ

উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে যে ভাবে বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসৃত হইতেছে, ভবিষ্যতেও যদি উহা বলবৎ থাকে তাহা হইলে যে সমস্ত দেশে টাংকিং-এর প্রচলন নাই, সেই সমস্ত দেশ হইতে ভারতবর্ষের জিনিষপত্র ক্রয় করিবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইবে।

### প্রকৃত্ত্ব বিভাগের নতুন ডাইরেক্টর জেনারেল

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন লেকচারার ডাঃ আর ই মার্টিনার হইলার ভারত সরকারের প্রকৃত্ত্ব বিভাগের নতুন ডাইরেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। কার্যভার গ্রহণের জন্য তিনি শীঘ্রই ভারতে আসিবেন।

### আর্জেণ্টিনায় প্রবল ভূমিকম্প

প্রকাশ, আর্জেণ্টিনার সানজুয়ানে প্রবল ভূমিকম্পের ফলে প্রায় ৫ হাজার লোক নিহত এবং ১০ হাজার আহত হইয়াছে। বুয়েনোস এয়ারসের পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ, সানজুয়ান, ত্রিনিদাদ, কনপেনসিয়ান সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

### পরিকল্পনার মূলনীতি

ডাক্তার জগদীশপ্রসাদ বলেন যে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই হইল কৃষিকার্য ও পল্লী অঞ্চলের উন্নতি বিধান করা। এই সঙ্গে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি এবং কৃষিকার্যে যন্ত্র-শক্তি ব্যবহার প্রচলন করা আবশ্যক হইবে। সকলের জন্য খাদ্য ও জীবিকা সংস্থাপনের উপায় ক'রখা দেওয়াই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

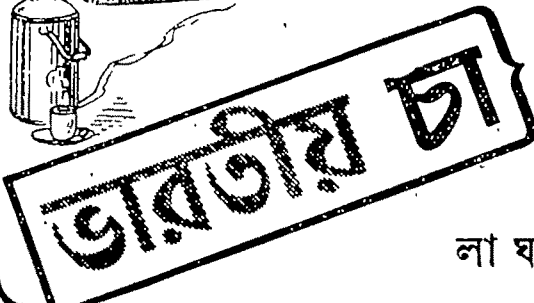
### অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অস্বতঃ কিছুকালের জন্য অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রয়োজন হইবে এবং শুষ্কের ব্যাপারেও সরকারী সাহায্যের দরকার হইবে। ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া বহির্জগতের সহিত ভারতের কি সম্পর্ক, তাহাও এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।



ভারতের প্রত্যেক কারখানার কার্য-বিবরণীতেই দেখা যায় যে আজ সেখানে যে-পরিমাণ মাল উৎপন্ন হচ্ছে যুদ্ধের আগে তা' কখনোই সম্ভব মনে করা যেতো না। এ অপূর্ব সাফল্য সম্ভব হয়েছে শুধু সুশৃঙ্খল পরিচালনা আর যন্ত্রপাতির সমস্ত ব্যবহারে কিন্তু তার চেয়েও যেটা বড়ো কথা — শ্রমিকরা

আজ বেশি উৎপাদনের বাড়তি খাটুনি খাটতে পারছে। এ-বিষয়ে কারখানায় কারখানায় চা এক অপরিহার্য সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্মরত শ্রমিককে চা দেওয়ার ফলে তার উত্তম ফিরে আসে আর কাজে মনোযোগ বেড়ে যায়। ফলে সাধারণত কাজের শেষের দিকে যে-টিলেমি এসে উৎপাদন কমিয়ে দিতে চায় — চায়ের গুণে সেটা আর আসতে পারেনা।



যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপ লাঘব করে দেয়

ইন্ডিয়ান টি মার্কেট এস. প্যান্থান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 230

## ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক এ ডি. হিল এক আর এস বলেন যে, ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি এবং তাহা হইতে ফল লাভ করিতে হইলে এখনও অনেক কিছু করিতে হইবে। ভারতে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন একথা ঠিক, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম এবং প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের সংখ্যা আরও কম। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের সংখ্যা এবং সাজসজ্জাম ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি খুব জোর দেন। তাঁহার মতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ দান নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য হইবে। ভারতবাসিগণের স্বাভাবিক প্রতিভা এবং ভারতের নৈসর্গিক সম্পদ এত অধিক যে ইহা না হইয়াই পারে না। ভারতবর্ষে আসিয়া এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের সহিত মিশিয়া তিনি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে, ভারতের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত অবাধে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত।

## যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনার ব্যয়ভার

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ভারত বোয়েস্টার সিং সার্জেন্ট-পরিকল্পনার সমর্থন করিয়া বলেন যে, জাতীয় শিক্ষার জন্য ভারত ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ভার বহন করিতে পারে। অবিলম্বে এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া তিনি বলেন যে, ভারতের নৈসর্গিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা প্রয়োজন। ব্যয় সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, প্রথম পাঁচ বৎসরে ১০ কোটি এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসরে ২০ কোটি টাকা ব্যয় বাড়িবে; কিন্তু এই বিরাট দেশের পক্ষে ইহা এমন কিছু বেশী নহে। নির্ধারিত সহকারে কাজ করিলে প্রথম দশ বৎসরে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণও ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে এবং ৫০ বৎসরের স্থলে ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা যাইবে।

## রাশিয়াতে প্রেরিত মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ

মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের আর্থনৈতিক বিভাগ হইতে প্রচার করা হইয়াছে যে, কর্ক ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে এপর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে ৩৮৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ডলার মূল্যের দ্রব্যসম্পদ প্রেরণ করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে নবেম্বর মাসেই আমেরিকা হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের জিনিষ রপ্তানী করা হইয়াছে। কর্ক ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়নে ৭৪০০ বিমান, ৩৭০০ ট্যাঙ্ক, ১ লক্ষ ৬০ হাজার মোটরলরী, ৩০ হাজার ছোট মোটর গাড়ী, ২০ হাজার অস্ত্রাদির প্রেরণ গাড়ী এবং বিপুল পরিমাণ খনিজ, রাসায়নিক, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি প্রেরণ করা হইয়াছে। সমস্ত প্রকারের খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করা হইয়াছে ২০ লক্ষ

টন। তন্মধ্যে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন হইতেছে আটা-ময়দা, ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চিনি এবং ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন মাংস।

## ১৩টি দরিদ্র নিবাস স্থাপনের ব্যবস্থা

প্রকাশ, নোয়াখালী জেলার সদর মহকুমার ৮টি থানায় ১৩টি সরকারী দরিদ্র নিবাস স্থাপন করা হইবে। শীঘ্রই এই সকল দরিদ্র নিবাসে লোক গ্রহণ কার্য আরম্ভ হইবে। গত ডিসেম্বর মাস হইতেই ফকী মহকুমার লজরখানার স্থলে ছয়টি দরিদ্র নিবাস খোলা হইয়াছে।

## ঢাকা বণিক সমিতির নির্বাচন

গত সপ্তাহে ঢাকা বণিক সমিতির ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্তমান বৎসরের জ্ঞান রায়বাহাদুর এস কে দাস—সভাপতি, শ্রীযুক্ত হৃদয়কুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত শ্রামচন্দ্র বসাক—সহঃ সভাপতি, শ্রীযুক্ত বি সি রায়—কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত প্রমোদ সেন সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

## পাউরুটিও রেশনিংএর আওতার পড়িবে

বাংলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া আনাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে জাম্মারী কলিকাতায় রেশনিং প্রবর্তিত হইবার পর হইতে টিকিট ছাড়া বাজার হইতে পাউরুটি কিনিতে পারা যাইবে না। পাউরুটির কার্ড রেশন দোকানেই পাওয়া যাইবে। প্রথম সপ্তাহে লোকে রেশন লইবার জন্য ব্যস্ত থাকিবে; কাজেই প্রথম সপ্তাহ হইতে এই ব্যবস্থা কার্যকরী না করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহ হইতে কার্যকরী করা হইবে। রেশনিং প্রবর্তিত হওয়ার পর প্রথম সপ্তাহে সাধারণভাবেই বাজারে রুটি কিনিতে পাওয়া যাইবে।

## কলিকাতায় রেশনিং প্রবর্তনের তারিখ

গত সপ্তাহে কলিকাতা গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আনাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বাংলা সরকার কর্তৃক আগামী ৩১শে জাম্মারী হইতে কলিকাতা এলাকায় রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে বলিয়া যে আদেশ দিয়াছেন, কলিকাতা, সাউথ জুবাবন, গার্ডেনরীচ, টালীগঞ্জ, এবং বাগী, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এই আদেশ প্রযোজ্য। বর্তমানে ধান, চাউল, গম ও গমছাত দ্রব্যাদি এবং চিনি রেশন করা হইবে।

## বিমানযোগে ম্যালেরিয়া আমদানী

সম্প্রতি মিশরের আইন সভায় স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মহাশয় মিশরে বিমানযোগে ম্যালেরিয়া আমদানী সম্পর্কে এক চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশ করেন। কিছুদিন পূর্বে মিশরে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে, পশ্চিম আফ্রিকা হইতে যে সকল বিমান মিশরে আসিয়া থাকে ঐ সকল বিমানযোগে ম্যালেরিয়া জীবাণুবাহী মশকেরা মিশরে আসিয়া বংশ এবং রোগের বিস্তার করিতে থাকে। মিশরের সুযোগ্য সরকার অবশ্য সন্দেশেই প্রতিবেদক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ম্যালেরিয়ার প্রসার নিবারণ করিয়াছেন।

## ভারতে এম আর সি পি পরীক্ষা

### গ্রহণের ব্যবস্থা

সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, আগামী যে মাসে এদেশেই লগুনের রয়াল কলেজ অব কিজিসিয়ান-এর সভ্য তালিকাভুক্ত হওয়া সম্পর্কে একটি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থীদের মধ্য হইতে ১০০ জন সামরিক এবং ৪০ জন বে-সামরিক ডাক্তার মনোনীত করা হইবে।

# কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : কুমিল্লা

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলাদেশী পরিচালিত সর্বস্বত্বব্যবস্থা ব্যাঙ্ক

|                              |             |           |
|------------------------------|-------------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন               | ১,০০,০০,০০০ | টাকা      |
| বিলম্বিত মূলধন               | ৫০,০০,০০০   | "         |
| বিক্রীত মূলধন                | ৫০,০০,০০০   | "         |
| আদায়ীকৃত মূলধন              |             |           |
| (অগ্রিম কলসহ)                | ২৮,৫০,০০০   | টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফাণ্ড                | ১২,০০,০০০   | "         |
| আমানত                        | ৫,৮০,০০,০০০ | "         |
| কার্যকরী মূলধন               | ৬,৫০,০০,০০০ | "         |
| (১৯৪৩ সালের নবেম্বর পর্যন্ত) |             |           |

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম এ ; বি এল ; পি, এইচ ডি, (ইকন) লগুন, বার-এট-ল

**ইলেকট্রিক বাস আমদানীর ব্যবস্থা**

প্রকাশ, ভারত সরকার এদেশে ইলেকট্রিক বাসের অভাব মিটাইবার জন্ত শীঘ্রই বিদেশ হইতে এক কোটি ইলেকট্রিক বাস আমদানী করিতেছেন। সমগ্র ভারতে বৎসরে প্রায় এক কোটি ৬০ লক্ষ ইলেকট্রিক বাস প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ এদেশেই তৈরী হয় এবং অবশিষ্ট বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়।

**জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার আবেদন**

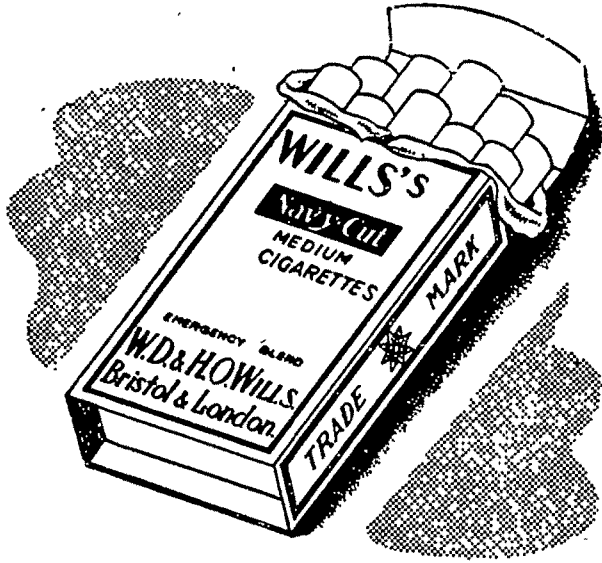
প্রকাশ, ভারতের ৯০ জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভারত সরকারের নিকট সম্মিলিতভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্যের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে একটি জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

**ভারতে মার্কিন সাহায্যের প্রস্তাব**

প্রকাশ, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য দান ও পুনর্গঠন ভাণ্ডার হইতে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সাহায্য করিবার জন্ত অনুরোধ করা যায় কিনা মার্কিন কংগ্রেস সে সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। এ সম্পর্কে উত্থাপিত এক সংশোধন প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, টাকাকড়ি ও সুযোগ-সুবিধার দিক হইতে যতটা সম্ভব ভারতের জন্ত সাহায্য বরাদ্দ করিতে হইবে।



**“মূল্যের বিনিময়ে ইহা ই সর্বোৎকৃষ্টে”**



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

## ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের প্রতি নির্দেশ

ইতিপূর্বেই এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, যে সকল প্রতিষ্ঠানের মালিকের অধীনে এক হাজারের বেশী লোক কাজ করে, সেই সকল মালিক সরকারী এজেন্টের মারফৎ ছাড়া সরাসরিভাবে ধান চাউল ক্রয় করিতে পারিবেন না। পূর্বে আদেশে ক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে অবশ্য কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে এক আদেশ জারী করিয়া গভর্নমেন্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য আধমণ হিসাবে ধান অথবা চাউল ধরিলে চুই মাসে যত ধান চাউলের প্রয়োজন কোন মালিকই তাহার বেশী মজুত রাখিতে পারিবেন না। আগামী ৩১শে তারিখ হইতে যে সকল অঞ্চলে বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তিত হইবে, ঐ সকল অঞ্চল ব্যতীত অন্য সর্বত্র এই আদেশ বলবৎ হইবে।

## কর্পোরেশনের সভায় রেশনিং ব্যবস্থার ক্রটর সমালোচনা

গত সপ্তাহে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় প্রস্তাবিত রেশনিং ব্যবস্থার ক্রট-বিচ্যুতির সমালোচনা করা হয়। কর্পোরেশন এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, রেশন কার্ড রেজিস্টারী করাইবার সময়ের মেয়াদ এবং রেশন-বন্টন দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাহার বাঙ্গলা সরকারকে অহুরোধ জ্ঞাপন করিবেন। এই সঙ্গে প্রত্যেক ওয়ার্ডে রেশন-ব্যবস্থা সম্পর্কে জন-সাধারণের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারকার্য চালাইবার জন্য একটি করিয়া বে-সরকারী প্রতিনিধিদল কমিটি গঠনের জন্যও গভর্নমেন্টকে অহুরোধ করা হইবে।

## বেঙ্গল রিলিফ কমিটি কর্তৃক ৩৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত

প্রকাশ, নগদে ও জিনিষপত্রে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির তহবিলে এ পর্যন্ত ৩৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

## রেশনকৃত খাদ্যব্যবসায়ের মূল্য

আগামী ৩১শে জামুয়ারী হইতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে নিম্নলিখিত রেশন দ্রব্যের মূল্য নিম্নোক্ত হারে নির্ধারিত হইয়াছে :—

চাউল—সাড়ে ছয় আনা সের, গম—সাড়ে চারি আনা সের, আটা—পাঁচ আনা সের, ময়দা—ছয় আনা সের, চিনি—সাত আনা সের।

## পার্কৃত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মজুত বিরোধী অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ

গত সপ্তাহে কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের মজুত ও অতিমাত্রা নিরোধ অর্ডিন্যান্স চট্টগ্রামের পার্কৃত্য অঞ্চলেও প্রযোজ্য হইবে। অর্ডিন্যান্সটি অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

## বাঙ্গলায় লবণের চুক্তি

সম্প্রতি দিল্লীতে লবণ সমস্তা সমাধানের জন্য একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশে লবণ চুক্তি দেখা যাইতেছে।

## পুস্তক-পরিচয়

**যুদ্ধের দক্ষিণা**—শ্রী অনাথগোপাল সেন প্রণীত। প্রকাশক মডার্ন বুক এজেন্সী। ১০০ং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ; মূল্য ১৯০ টাকা।

যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতে সামরিক ব্যয় ও ইনফ্লেশনের সমস্তা জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় এই সব সমস্তা নিম্না বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও বাঙ্গলা ভাষায় এসম্পর্কে কোন পুস্তক এতদিন বাহির হয় নাই। শ্রীযুক্ত অনাথ-গোপাল সেন 'যুদ্ধের দক্ষিণা' বইটি প্রকাশ করিয়া আজ সেই অভাব পূরণ করিলেন। 'যুদ্ধের ব্যয় রহস্য', 'কর, ঋণ ও ইনফ্লেশন', 'ষ্টালিনের প্রেম-লিজন', 'ইনফ্লেশন, না পূর্ণমুগ', 'লেণ্ড-লিজ রসায়ন' ও 'গত মহাযুদ্ধের হিসাব নিকাশ' প্রভৃতি ৯টি প্রবন্ধে এই পুস্তকটি সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই সব প্রবন্ধের ভিতর দিয়া লেখক যুদ্ধকালীন অর্থনীতি ও সমাজজীবনে তাহার প্রতিক্রিয়ার কথা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। যে ইনফ্লেশন নিম্না দেশে আলাপ-আলোচনা ও গবেষণার বিরাম নাই সেই ইনফ্লেশনের স্বরূপ ও রহস্য এই পুস্তকটিতে ভালভাবেই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলিকে সুলভ ও সরল করিয়া বলিবার ক্ষমতা অনাথবাবুর যথেষ্টই রহিয়াছে। তাঁহার অনবদ্য রচনাভঙ্গি মুন্সিয়ানার গুণে বর্তমান পুস্তকটি সকল দিক দিয়াই উপভোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টাকার কথার মত 'যুদ্ধের দক্ষিণা' বইটিও সুদীর্ঘমুখ্য সমাধর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

**ষ্টারভিং ইন্ডিয়া (Starving India)**—সত্যসঙ্ক প্রণীত। সোসিও ইকনমিক রিসার্চ সেন্টার, ১০১এ বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

বাঙ্গলা দেশের দুর্ভিক্ষ এখনও সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় নাই। ইতিমধ্যেই আর একটি আগর দুর্ভিক্ষের শব্দা সম্ভাবনার কথা উঠিয়াছে সত্ত বর্তমানের চূড়ান্ত দুর্দশা ও অদূর ভবিষ্যতের ঘোর অনিশ্চয়তার সম্মুখে আলোচ্য গ্রন্থখানি কেবল সময়োচিত বলিয়াই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে, বস্তবের জোরেও বইখানি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। লেখক খাদ্য সম্বন্ধে কার্যকারণ নির্ভকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া সমস্তা সমাধানেরও ইঙ্গিত দিয়াছেন। লেখকের সকল মতামতের সহিত সকলেই একমত হইবেন এমন আশা বোধ হয় কোন লেখকই পোষণ করেন না। কিন্তু তথ্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিতর্ক মতানৈক্য সত্ত্বেও সুদীর্ঘ সমাজ মন দিয়া শুনিয়া থাকেন। "সত্যসঙ্কের" আলোচ্য "বুড্ডু ভারত" ("Starving India") শীর্ষক পুস্তকে তিনি নিজ পূর্বকল্পিত ধারণা বা বিশ্বাস বা বিরূপতা পাঠকদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে চাহেন নাই। তিনি ঘটনাবলীর উল্লেখ ও তথ্যাদির সমাবেশে খাদ্য সমস্তার গোড়ার কথা লইয়া সূচন্বিত আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের অভিমতে, একদিকে বিদেশী

শাসক-শ্রেণীর অবাধ শোষণ এবং আর এক দিকে দেশীয় বণিক শ্রেণীর নির্লজ্জ মুনাফার লোভ—এই দুই কারণ ভারতের বর্তমান দুর্দশার মূলে, এই বিষয়ে কেহু দ্বিমত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। ভারত সরকারের অল্প নীতির ফলে মুদ্রা ক্ষীতির ঘূর্ণাবর্তে অবস্থা যে দিনের পর দিন কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে লেখক তাহা বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকের শেষের দিকে লেখক খাদ্য সমস্তার চূড়ান্ত সমাধান সমাজতন্ত্রবাদ ছাড়া অন্য কোন সমাজব্যবস্থায় অসম্ভব বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সংক্ষেপে সমাজতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদী সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হইতে পারে। অধিকন্তু সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে তিনি নিজে যে কি বুঝিয়া থাকেন এবং ভারতের বর্তমান অবস্থায় তৎবর্ণিত সমাজতন্ত্রের অমুপস্থিতি যে কি পছন্দ লইবেন তাহা আদৌ খোলাসা করিতে পারেন নাই বা করেন নাই।



## বান্ধববাদী

পৃথিবীতে সব কিছুই কণস্থায়ী। কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে তার পার্শ্ব উন্নতিতে আত্মহারা হয়ে এই শাখত সত্যটিকে অস্বীকার করতে চায়। শঙ্করাচার্য্য শুধু সাধকই ছিলেন না—তিনি ছিলেন সত্যিকারের বান্ধববাদী। তাই মানুষের এই কণস্থায়ী মোহকে নাড়া দেবার জন্য বলে গিয়েছেন,—

“মা কুরু ধনজনবোবন গরম্  
হরতি নিমেষাং কাল সর্গম্।”

মহামানব শঙ্করের এই অমর বাণী শ্রবণ করে আমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যতের জন্য একটা পাকা বন্দোবস্ত করে রাখা উচিত। ডোমিনিয়নের পলিসি আপনার ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করে রাখতে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

এজেন্সী এবং স্পেশাল এজেন্সীর  
জন্ম সেক্রেটারীর নিকট  
আবেদন করুন।

## ডোমিনিয়ন

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ  
৩৬, রাইড স্ট্রীট - কলিকাতা

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### শ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া অত্যন্ত প্রীতি হইলাম যে, কানপুরের শ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের ৩৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের নতুন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৫ লক্ষ টাকারও উর্দ্ধে। পূর্ববর্তী বৎসরের (১৯৪২) নতুন কাজের পরিমাণ ছিল ৩৭ লক্ষ টাকা। মহাযুদ্ধের নানারূপ অস্বাভাবিক প্রতিকূলতার দিনে এরূপ বৃদ্ধি উক্ত বীমা প্রতিষ্ঠানটির সুদক্ষ পরিচালনার সুস্পষ্ট পরিচয়। আলোচ্য বৎসরের কোম্পানীর অগ্নি-বীমা ও চূর্ণিতনা বীমা (ফায়ার ও এ্যাকসিডেন্ট) বিভাগের কার্যাবলীর ফলাফলেও যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষিত হয়। এই দুই বিভাগের প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাণ ১৯৪২ সালের ৪ লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি শ্রী ইণ্ডিয়া জাহাজী বীমার (ম্যারাইন ইনসিওরেন্স) ক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছে। আমরা এই সুপ্রতিষ্ঠিত বীমা প্রতিষ্ঠানটির আরও শক্তি সমৃদ্ধি কামনা করি।

উক্ত কানপুরের শ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল ইনসিওরেন্সের দিল্লীস্থ শাখা অফিসের কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কার্যালয় সম্প্রতি আরও বড় বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। দিল্লীস্থ বর্তমান শাখা অফিসের ঠিকানা এই : কেশরী বিল্ডিং, বাগ বেগম সেমরু, চাঁদনীচক, দিল্লী।

### নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী

সম্প্রতি আমরা বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মডার্ন ল্যাবরেটরীজ লিঃ-এর নিকট হইতে নববর্ষের সুদৃশ্য দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি। আমরা নববর্ষের প্রারম্ভে এই দুইটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর প্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

### নূতন ঘোষণা কোম্পানী

এশিয়ান এয়ারওয়েজ লিঃ-ডিপার্টমেন্ট মিঃ এম জি রবগন। রেজিষ্টার্ড অফিস-৬ লায়ন্স রোড, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। ভারতের অভ্যন্তরে ও অন্তর্বিমান পথে যাত্রী ও মাল চলাচলের সার্ভিস।

মহারাজা কাশিমবাজার চায়না ক্রেডিট লিঃ-ডিপার্টমেন্ট মিঃ শ্রীশঙ্কর নন্দী। রেজিষ্টার্ড অফিস-৮৬ বি ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। খনি ও খাতব অঞ্চলসমূহ ক্রয়, ইজারা লওয়া বা অন্তর্বিধ প্রকারে ঐ সব অধিকারের ব্যবসা।

পোন্ধার মাইনিং কর্পোরেশন লিঃ-ডিপার্টমেন্ট মিঃ আনন্দীলাল পোন্ধার। রেজিষ্টার্ড

অফিস-১৫এ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্রিটিশ ভারতে খনি ও অমিজমা ক্রয়, ইজারা লওয়া ইত্যাদির কাজকারবার।

রেজাক প্রোপার্টিজ লিঃ-ডিপার্টমেন্ট মিঃ আবদুল রেজাক হাজী আবদুল সম্মার। রেজিষ্টার্ড অফিস-৩২ এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। অমিজমা ও ইয়ারত ক্রয়, ইজারা লওয়া বা অন্তর্বিধ প্রকারে অধিকার লওয়ার কাজ কারবার।

বাসন্তিকা লিঃ-ডিপার্টমেন্ট মিঃ এস সি গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস-৪৪ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

বি সি স্টুই এণ্ড কোং লিঃ-ডিপার্টমেন্ট মিঃ বি সি স্টুই। রেজিষ্টার্ড অফিস-৭৭/১ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। লোহালঙ্কার ও অন্যান্য ধাতব দ্রব্যাদির কাজকারবার।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বেলাপুর কোং লিঃ-গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক এক বৎসরের অন্তর্বিধ বার্ষিক শতকরা ১৮ টাকা।

সিমপ্লেস মিলস্ কোং লিঃ-চলতি বৎসরের অন্তর্বিধ ইন্টারিম ডিভিডেন্ট বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা।

এ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোং লিঃ-গত ৩৯শে জুলাই পর্যন্ত এক বৎসরের অন্তর্বিধ বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা।

জুজরাট রেলওয়ে কোং লিঃ-চলতি বৎসরের জন্য ইন্টারিম ডিভিডেন্ট বার্ষিক শতকরা ২।০ আনা।

কামপুর টেক্সটাইল-গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয়মাসের জন্য বার্ষিক শতকরা ২০ টাকা।

আদমজী জুট মিলস্ লিঃ-গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য ৭। আনা।

নৈহাটী জুট মিলস্ কোং লিঃ-গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা।

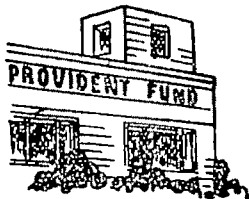


## লোহ পরিবার

কর্মকান্ত যৌবনের পর জীবনের অবশিষ্টাংশ যে এইরূপ প্রচ্ছন্ন শাস্তিতে উপভোগ করিতে পারে সে কত সুখী।

প্রতিষ্ঠাতা জামসেদজী টাটাই তার আদর্শ, তার বন্ধু। তাঁরই সুস্বপ্ন দূরদৃষ্টির দরুণ আজ সে কর্মময় জীবনের পর এইরূপ নিষ্কল্যাণ অবসর গ্রহণ করতে পেরেছে।

আজ সে “লোহ পরিবারের” গর্বিত পিতামহ। যৌবনে ভারতের শিল্পোন্নতিতে সহায়তা করার সুফল ভোগ করছে।



# TATA

## টাটা

দি টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোং লিঃ, হেড সেকেন্স অফিস : ১০২এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, কর্তৃক প্রচারিত



## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২১শে জাম্মারী

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে নূতন করিয়া কোন কিছু বলিবার নাই। অবস্থা পূর্বের মতই। ব্যাংকসমূহের মধ্যে চাহিদা মাত্র পরিশোধের কড়ারে বলমেয়াদী ঋণের সুদের হার বোঝাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

অবশ্য কোম্পানী কাগজের দরে এবার তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তবে দর বৃদ্ধি ঘটে নাই, বরং গত সপ্তাহের কাগজের দর যেখানে ৯৯ টাকা ছিল, এবার সেখানে আরও ১০ আনা কম দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ইতিপূর্বে গবর্ণ-মেন্টের ১০০ টাকা ও ১০০০ টাকার যে প্রাইজ বন্ডের খবর আমরা দিয়াছিলাম গত ১৫ই জাম্মারী তারিখ হইতে উহার বিক্রয় শুরু হইয়াছে এবং এতাবৎ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উক্ত বন্ড ক্রয় প্রার্থীর সংখ্যা ও তাহাদের আগ্রহ বেশ সন্তোষজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

এবার ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আস্থানে মোট আবেদনের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার অন্তর্গত বোধ হয় এই সপ্তাহ হইতে আবার তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার পরিবর্তে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের অন্তর্গত টেণ্ডার গৃহীত হইতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময়-বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। যৎসামান্ত রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে মাত্র।

গত ১৮ই জাম্মারী ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আস্থানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২ কোটি ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ২২৬/০ আনা দরের সমুদয় এবং ২২৬/৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের পড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

তিন মাসের মেয়াদী ভারত সরকারের ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের অন্তর্গত আবেদন গৃহীত হইবে। বোঝাইএঁ আগামী ২৫শে জাম্মারী বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ট টাইম) পর্যন্ত এবং অন্ত্যস্ত কেন্দ্রে ২৪শে জাম্মারী কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৮শে জাম্মারী টাকা দিতে হইবে। অন্ত্যস্ত সর্ব পূর্বের ভাষ।

গত ১৩ই জাম্মারী আসাম সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আস্থানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২৬/৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ১০/০ আনা নির্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ২৪শে জাম্মারী বোঝাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ ও বেরার সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। বাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৬শে জাম্মারী টাকা দিতে হইবে। অন্ত্যস্ত সর্ব পূর্বের ভাষ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৪ই জাম্মারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে। তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৫২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৪৫ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২৮ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণ-মেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্ত্যস্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। আলোচ্য

সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্রহ্ম সরকার ও অন্ত্যস্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ লক্ষ ৯ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| টেলিগ্রাফিক (প্রতি টাকার) | ১ শি: ৫৫ ১/২ পে |
| ঐ দর্শনী                  | ১ শি: ৫৫ ১/২ পে |
| ডি এ ও মাল                | ১ শি: ৬৫ ১/২ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)    | ৩৩২ ১/২         |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২২শে জাম্মারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে খুব তেজীর ভাব লক্ষ্য করা যায়, কাজকারবারের পরিমাণও খুব বেশী হইয়াছে। তবে সাধারণভাবে বলিতে গেলে শেয়ারের দর যে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে। আরাকান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে বৃদ্ধির পরিবর্তি উন্নতি লাভ করার শেয়ার বাজারেও কাজকারবারের উৎসাহ এবং পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, অন্ত্যস্ত বৎসরের মত বর্তমান বৎসরের বাজেট প্রস্তাব লইয়া কিন্তু শেয়ার বাজারে বিশেষ জল্পনা কল্পনা শোনা যাইতেছে না।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজার খুব তেজী গিয়াছে। ৩০০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৯.০ আনায় পর্যন্ত ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

= শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান =

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—বায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর, (সি. পি.)

জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করতে চাই  
আপনাদের সহায়ত। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল  
রকম কাজই সুবিধাজনক সত্বে করা হয়। ভারতের  
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,  
জেনারেল ম্যানেজার।

এম কে নন্দী,  
সেক্রেটারী।

মেয়াদী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয় অবশ্য খুব বেশী হয় নাই, কারণ অবশ্য বিক্রেতার অভাব। আগামী ছই এক সপ্তাহের মধ্যে কোম্পানীর কাগজের মূল্য কিরূপ দাঁড়ায় অনেকই আগ্রহসহকারে তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। সরকারী প্রাইজবন্ড নাকি লোকে বেশ ক্রয় করিতেছে। ৩- সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৮- ৩- সুদের (১৯৫৩-৫৫) ৯৯৫/০ ৩- সুদের (১৯৬৩-৬৫) ৯৯৫/০ ৩- সুদের (১৯৪২-৪২) ১০০০/০ ৩- সুদের (১৯৫১-৫৪) ১০০১/০ ৩- সুদের (১৯৪৭-৫০) ১০৩১/০ ৪- সুদের (১৯৬০-৭০) ১১২৫/০ ৫- সুদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৫০/০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### ব্যাঙ্ক

ভারত ব্যাঙ্ক—১২৫০ ক্যালকাটা ক্রাশনাল ১৩৫০ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক—২২- ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৯৩৫- (কলিকাতা) ৫০৫- ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ২৫১০ হিন্দ ব্যাঙ্ক ৭৫- টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

### কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে বেশ উৎসাহের লক্ষণ দেখা গিয়াছে, কাজ কার-বারের পরিমাণও বৃদ্ধি হইয়াছে। এ্যামালগেম-টেড ৪৬০ বেঙ্গল—৬০৩- ভালগোড়া ১৪৫০ বোকারো এন্ড রামগড় ৩৪০- বরাকর ৩০০- ধেমো মেইন—২০৫০ ইকুইটেবল—৫৪৫০ বঙ্গল-পুয় ১৮৫০, নিউবীরভূম—১০৫০- নর্থ দামুদা—১০৫০- রাণীগঞ্জ—৩৯৫০ কাটাল ঝরিয়া ৫৮০- ওয়েস্ট জামুয়া ৪৬০ কুমারদি—১৯৫০ সাত-পুকুরিয়া এন্ড—আসানসোল ৪/০ ভালচের ৬৫/০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। শেয়ারের মূল্য পূর্বে সপ্তাহের সর্বোচ্চ, নিম্নতমের কাছাকাছি উঠানামা করিয়াছে, বাসন্তী কটন, ১৩৫- বেঙ্গল নাগপুর ৩৩৫০ কানপুর টেক্সটাইল ১০৫০- কেশোরাম—৬৮৫০ নিউভিক্টোরিয়া ১০৫০- শ্রীরাধেশ্বর—২০৫০ বেনারস ১৫০০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ারের চাহিদা বেশ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। অনেক মনে করিতেছেন যে বর্তমান বৎসরে পাটকলসমূহের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং যুদ্ধোত্তরকালে পাট শিল্প খুব লাভজনক হইয়া দাঁড়াইবে। তাই পাটকলের শেয়ার ক্রয়ের জন্ত ক্রমেই লোকে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। ম্যাংলো ইঞ্জিয়া—৪১৫- ক্যালকাটা জুট ৩৮- হইতে ৪২৫/০ চিতাভালসা ২৫৫০ হইতে ২৬৫০ ৩৭৫/০ হইতে ৩৩৫/০ এম্পায়ার ৩৫৫০ হইতে ৪০৫০ কামারহাটা ৫০০- হইতে ৫১০- কাকিনাড়া ৪৮৭- হইতে ৫০২- ইঞ্জিয়া ৫৬০- হইতে ৬০১- জাশনাল—২৫৫/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৫/০ আনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চাম্পাদানী ২১৩- নদীয়া ১১৭৫/০ প্রেনীডেন্সী—৭৫০ রামেশ্বরওয়া ১৭৫০ ওয়েভারলি—৭৫০ ফ্রেইগ ৬৫০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী-সমূহের শেয়ার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং ৩৭৫/০, ষ্টীল কর্পোরেশন ২৯৫০, ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল ১৮৫/০, ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এন্ড আয়রন ১৮৫/০, বার্ব এন্ড কোং ৪০০, জেসপ এন্ড কোং ২৪৫/০, কুমারধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং ২৫৫০, জাশনাল আয়রন এন্ড ষ্টীল ১২৫০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### চিনির কল

বলরামপুর ১৮৫০, বেঙ্গল ১৩৫, কের এন্ড কোং ৩২৫, ভারতীয় জুগার ৩৪৫/০, মারী জুগারী ২৫৫, কানপুর ৩৪৫০, রামনগর কেন এন্ড জুগার ৪৫০/০, সমস্তিপুর সেন্ট্রাল ২২৫০, প্রতাপপুর ২৭৫০, ইউ পি জুগার ৩৬৫০/০।

### চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে বাহাবাহা কয়েকটি চা-বাগানের শেয়ার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। বিশ্বনাথ ৩৮৫/০, হাতিয়ারা ৬২৫০, হাতিয়ারা ৩০৫০, তেজপুর ১৮৫০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কাগজের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের শেয়ার ক্রয়ের জন্ত লোকে খুব আগ্রহ দেখা যায়। ইঞ্জিয়া পেপার পাল্প ২৩৫০, ষ্টার পেপার ২৫৫০, ত্রীগোপাল ২৫৫০, টিটাগড় ৩০৫০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### বিবিধ

বর্মা কর্পোরেশন—৪৫০ ইঞ্জিনিয়ারিং কপার ৩/০ করণপুরা ডেভেলপমেন্ট ২৭৫০ বি আই কর্পোরেশন—৬৫০ ক্যালকাটা ট্রামস ২৭৫০ ডালমিয়া সিমেন্ট ১২০৫ ডানলপ রবার ৫২৫০ রোটাস ইন্ডাস্ট্রিজ ৩৫৫ মেদিনীপুর জমিদারী ১৫৫০, আসাম-স—৫৫০/০ পোট সিপিং ২৬৫০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে।

এ-সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

### কোম্পানীর কাগজ

৩- সুদের ডিফেন্স বন্ড (১৯৪৬) ১২শে জানুয়ারী—১০২৫/০ ৩- সুদের লোন (১৯৫৩-৫৫) ১০ই জাঃ—৯৯৫/০ ; ১৮ই—৯৯৫/০ ; ১২শে—৯৯৫/০ ২২৫/০ ৩- সুদের লোন (১৯৬৩-৬৫) ১০ই জাঃ—৯৯৫/০ ; ১৮ই—৯৯৫/০ ; ১২শে—৯৯৫/০ ২২৫/০ ৩- সুদের ডিফেন্স বন্ড (১৯৪২-৪২) ১৮ই জাঃ—১০০৫/০ ; ১৭ই—১০০৫/০ ; ১২শে—১০০৫/০ ১০০৫/০ ৩- সুদের লোন (১৯৫১-৫৪) ১৭ই জাঃ—১০০৫/০ ১০০৫/০ ; ১৮ই—১০০৫/০ ১০০৫/০ ; ১২শে—১০০৫/০ ১০০৫/০ ৩- সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই জাঃ—৮৮৫/০ ৩- সুদের লোন (১৯৪৭-৫০) ১২শে—১০০৫/০ ৩- সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৩ই জাঃ—৯৮৫/০ ২২৫/০ ; ১৮ই—৯৮৫/০ ; ১২শে—৯৮৫/০ ২২৫/০ ৩- সুদের লোন (১৯৬০-৭০) ১৮ই জাঃ—১১২৫/০ আনা।

### ব্যাঙ্ক

ভারত ১৩ই জাঃ—১২৫০ ১২২৫/০ ; ১৮ই—১২২৫/০ ১২২৫/০ ; ১৮ই—১২২৫/০ ১২২৫/০ ; ১২শে—১২২৫/০ ১২২৫/০ (ডেফ) ১৩ই—৫/০ ৫০/০ ৫১০

## নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : কলিকাতা প্রধান অফিস  
কুমিল্লা ২২নং ক্যানিং স্ট্রিট।

কলিকাতার অগ্রাঙ্ক শাখা :—

কলেজ স্ট্রিট, গ্রামবাজার ও বালীগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন :—১০ লক্ষ টাকার উপর

ডিপোজিট ১ কোটি ,, ,,

ভারতের সর্বত্র উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রের বিল  
আদায়ের ব্যবস্থা এবং ডাকযোগে বা টেলিগ্রাম  
বরাবরে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

## দি ভূগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং ধর্মভাঙ্গা স্ট্রিট,

ফোন কলিকাতা ২২৬০ (তিন লাইন)

পাঁচ বৎসরের ক্যাশসার্টিফট

স্থায়ী আমানতের সমান সুদ পাওয়া যায়

চলতি হিসাবের গ্রায় ইচ্ছামত ভান্ডান যায়

বিক্রয় মূল্য—

৮১০ মূল্য ১০ টাকা

৪১০ " ৫০ " "

৮২৫ " ১০০ " "

৮২৫ " ১০০ " "

বিশেষ বিবরণের জন্ত পত্র লিখুন :—

শাখা : হাওড়া, সালখিয়া, বেঙ্গল, বালী, উত্তর পাড়া, শ্রীরামপুর, সেগুড়াহুলী।

৫১/০; ১৫ই—৫১/০ ৫১/০; ১৮ই—৪৫/০ ৫১/০ ৫১/০  
৫১/০; ১২শে—৫১/০ (প্রক) ১৮ই—১১৭/০  
কালকাটা জামিনাল ১৪ই জাঃ—১০৫/০ ১০৫/০  
সেন্ট্রাল ১৭ই জাঃ—২৫০/০; ১৮ই—২২/০  
১৩ই জাঃ—৫৭/০; ১৪ই—৫৬/০ ৫৭/০; ১৫ই—  
৫৬/০ ৫৭/০; ১৮ই—৫৭/০ ৫৭/০; ১২শে—৫৭/০  
ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৭ই জাঃ—  
১২০৫/০  
রিজার্ভ ১৩ই জাঃ—১০৩/০ ১০৩/০  
১০৩/০ ১০৩/০ ১০৩/০; ১৪ই—১০৩/০ ১০৩/০;  
১৫ই—১০৫/০ ১০৩/০; ১৭ই—১০৫/০ ১০৫/০;  
১৮ই—১০৬/০; ১২শে—১০৫/০ ১০৬/০  
ইউ-  
নাইটেড কমার্শিয়াল ১৩ই জাঃ—২৫০/০ ২৪০/০  
২৪০/০; ১৪ই—২৪০/০; ১৫ই—২৪০/০; ১২শে—  
২৪/০ ২৫০/০ ২৫০/০

### করমার খনি

এ্যামালগেমিটেড ১৩ই জানুয়ারী—৪৬/০/০;  
১৪ই—৪৫/০ ৪৫/০; ১৭ই—৪৫/০ ৪৫/০;  
১২শে—৪৫/০ ৪৬/০ ৪৬/০  
বাম্‌সার ১৭ই  
জাঃ—২১/০ ২১/০; ১৮ই—২১/০ ২১/০  
বরবনী ১৫ই জাঃ—৩০/০; ১৮ই—৩০/০; ১২শে—  
৩১/০  
বেঙ্গল ১৩ই জাঃ—৬০৮/০ ৬১০/০ ৬১০/০;  
১৪ই—৫২২/০; ১৫ই—৫২৮/০ ৬০০/০; ১৭ই—  
৫২৭/০ ৬০০/০ ৬০১/০ ৬০২/০; ১৮ই—৬০০/০  
৬০১/০; ১২শে—৬০২/০ ৬০৩/০  
তালগোড়া  
১৩ই জাঃ—১৪১/০ ১৪১/০; ১৪ই—১৪১/০;  
১৫ই—১৪১/০ ১৪১/০ ১৪১/০; ১৭ই—১৪১/০  
১৪১/০ ১৪১/০ ১৪১/০; ১৮ই—১৪১/০ ১৪১/০  
১৪১/০ ১৪১/০ ১৪১/০; ১২শে—১৪১/০ ১৪১/০  
১৪১/০ ১৪১/০ ১৪১/০  
জুলনাবারী ১৩ই  
জাঃ—২০৫/০; ১৫ই—২০১/০  
বোকারো-  
রায়গড় ১৫ই জাঃ—৩৩৫/০ ৩৪/০; ১৭ই—৩৩/০  
৩৩৫/০; ১৮ই—৩৩৫/০ ৩৩৫/০ ৩৩৫/০ ৩৩৫/০  
৩৩৫/০ ৩৩৫/০ ৩৪/০  
বোরিয়া ১৫ই জাঃ—৩৪/০  
৩৪০/০  
বড় ধেমো ১৭ই জাঃ—২৫/০; ১৮ই—  
২৫/০ ২৫/০; ১২শে—২৫/০ ২৫/০  
বরাকর  
১৩ই জাঃ—৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০  
৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০; ১৪ই—৩১০/০ ৩১০/০  
৩১০/০; ১৫ই—৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০  
৩১০/০; ১৭ই—৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০;  
১৮ই—৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০  
৩১০/০ ৩১০/০; ১২শে—৩১০/০ ৩১০/০  
৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০  
৩১০/০ ৩২/০ ৩২/০ ৩২/০ ৩২১/০ ৩২১/০ ৩২১/০  
সেন্ট্রাল কুরকেন্দ ১৩ই জাঃ—২২/০ ২১৫/০ ২২০/০  
২১৫/০; ১৪ই—২১৫/০ ২১৫/০; ১৫ই—২১৫/০  
২১৫/০; ১৭ই—২১৫/০ ২১৫/০ ২২০/০ ২২/০  
২২০/০; ১৮ই—২১৫/০ ২২/০ ২২০/০  
চুফলিয়া  
১৩ই জাঃ—৪১/০ ৪১/০; ১৭ই—৪১/০ ৪১/০  
৪১/০; ১৮ই—৪১/০ ৪১/০  
দেউলী ১৩ই জাঃ—  
১১০/০ ১১০/০ ১১০/০ ১১০/০; ১৪ই—১১০/০  
১১০/০ ১১০/০; ১২শে—১১০/০  
ধেমোমেইন  
১৪ই জাঃ—১২০/০ ১২০/০ ১২০/০; ১৫ই—১২০/০  
১২০/০; ১৭ই—২০০/০ ১২০/০ ১২০/০ ২০০/০;

১৮ই—১২০/০ ১২০/০ ২০/০ ২০০/০ ২০০/০;  
১২শে—২০/০ ২০০/০ ২০০/০ ২০০/০ ২০০/০  
২০০/০  
ইষ্ট ইন্ডিয়ান ১৩ই জাঃ—৩১/০ ৩১০/০;  
১৪ই—৩০৫/০ ৩১/০ ৩০৫/০; ১৮ই—৩১/০ ৩১০/০  
৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০; ১২শে—৩১/০ ৩১০/০  
৩১০/০  
ইকুইটেবল ১৩ই জাঃ—৫২১/০ ৫২০/০  
৫২০/০ ৫০০/০ ৫০৫/০ ৫০০/০; ১৫ই—৫০৫/০ ৫৪/০  
৫৪০/০; ১৭ই—৫৪০/০; ১২শে—৫৪০/০ ৫৪০/০  
৫৫/০  
ঘনিক এন্ড মুসলিয়া ১৩ই জাঃ—১২৫/০;  
১৪ই—১২৫/০; ১৫ই—১৩০/০ ১০০/০ ১০০/০;  
১৭ই—১৩০/০; ১৮ই—১২৫/০ ১২৫/০ ১৩০/০  
১৩/০ ১০০/০; ১২শে—১৩০/০  
হরিনাদী ১৩ই  
জাঃ—২৫০/০; ১৮ই—২৪০/০ ২৪০/০ ২৫০/০;  
১২শে—২৫০/০ ২৫০/০ ২৫০/০  
অম্বলী সেন্ট্রাল  
১৪ই জাঃ—৪০/০; ১৭ই—৪১/০ ৪১/০ ৪১/০  
৪১/০  
কালাপাহাড়ী ১২শে জাঃ—২৮৫/০ ২৮০/০  
২৮/০  
কাটাল করিয়া ১৭ই জাঃ—৫৭০/০;  
১২শে—৫৭০/০  
খাস-কাজোরা ১৪ই জাঃ—  
১৮০/০ ১৮০/০ ১৮০/০ ১৮০/০  
কুমারদি ১৪ই  
জাঃ—১১০/০; ১৭ই—১১০/০; ১৮ই—১১০/০;  
১২শে—১০০/০ ১১০/০ ১১০/০  
লাকুরকা ১৮ই  
জাঃ—৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩২/০  
জাঃ—১৮৫/০; ১৭ই—১২/০ ১৮০/০; ১৮ই—  
১৮০/০; ১২শে—১৮০/০ ১৮০/০  
নিউ বীরভূম ১৩ই  
জাঃ—৩২০/০ ৩২০/০; ১৪ই—৩১০/০; ১৫ই—৩০৫/০  
৩০৫/০; ১৭ই—৩০৫/০ ৩২/০ ৩০৫/০ ৩০৫/০;  
১৮ই—৩১০/০ ৩০৫/০ ৩০৫/০; ১২শে—৩১০/০  
৩১০/০  
নিউ মানভূম ১৫ই জাঃ—৫২৫/০  
নর্থ দামুদা ১৩ই জাঃ—১০/০ ১০০/০ ১০০/০;  
১৪ই—১০০/০; ১৫ই—১০০/০ ১০০/০; ১৭ই—  
১০০/০ ১০০/০ ১০০/০ ১০৫/০; ১৮ই—১০০/০  
১০০/০; ১২শে—১০০/০ ১০০/০ ১০০/০ ১০০/০  
১০০/০  
পরাসিয়া ১৩ই জাঃ—৫/০; ১৭ই—  
৫/০ ৫০/০ ৫০/০ ৫০/০; ১৮ই—৫০/০ ৫০/০  
পেকতালী ১৩ই জাঃ—৪৮০/০; ১২শে—৪৭/০  
৪৬৫/০  
পিত্তর শীতলপুর ১৮ই জাঃ—২১০/০ ২২/০  
রাণীগঞ্জ ১৩ই জাঃ—৩৭/০ ৩৭০/০ ৩৭৫/০; ১৪ই—  
৩৭৫/০ ৩৭০/০ ৩৭/০; ১৫ই—৩৭৫/০ ৩৭৫/০ ৩৮/০  
১৭ই—৩৭৫/০ ৩৮/০ ৩৮০/০; ১৮ই—৩৮/০ ৩৮/০  
৩৭৫/০; ১২শে—৩২০/০ ৩২/০ ৩৮০/০ ৩৮৫/০  
৩৮৫/০ ৩৮৫/০; বেগুনা ১৪ই জাঃ—৪২৫/০;  
১৫ই—৪২০/০ ৪২৫/০ ৪২৫/০; ১৭ই—৪২০/০;  
১৮ই—৪২/০ ৪২০/০  
শায়লা ১৩ই জাঃ—৫৫/০  
৫৫০/০ ৫৫০/০; ১৪ই—৫৫/০ ৬/০; ১৫ই—৬/০  
৫৫০/০; ১৭ই—৬/০ ৬/০ ৫৫০/০ ৫৫০/০; ১৮ই—  
৫৫০/০; ১২শে—৫৫০/০ ৫৫০/০  
সাতপুকুরিয়া  
এন্ড আসানসোল ১৩ই জাঃ—৪০/০; ১৫ই—৪/০  
৩৫০/০; ১৮ই—৪/০  
সাতপুকুরিয়া ১৩ই  
জাঃ—১০০/০ ১০৫/০; ১৪ই—১০০/০; ১৭ই—  
১০০/০; ১৮ই—১০০/০ ১০০/০ ১০০/০ ১০০/০;  
১২শে—১০০/০ ১০০/০ ১০০/০  
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৭ই  
জাঃ—৩১০/০ ৩১০/০  
তালচের ১৩ই জাঃ—  
৬১/০ ৬১/০ ৬১/০; ১৪ই—৬১/০; ১৭ই—৬১/০  
৬১/০; ১৮ই—৬১/০; ১২শে—৬১/০ ৬১/০;

ইউনিয়ন ১৪ই জাঃ—৪২০/০; ১৭ই—৪২০/০;  
১২শে—৪২০/০  
ওয়েস্ট জাম্বিয়া ১৪ই জাঃ—  
৪২০/০; ১৫ই—৪০০/০; ১৭ই—৪০/০ ৪০০/০  
৪৪/০ ৪৪০/০ ৪৪০/০ ৪৪০/০ ৪৫/০ ৪৫০/০;  
১৮ই—৪৬০/০ ৪৬০/০ ৪৬০/০ ৪৬০/০ ৪৬/০ ৪৬০/০  
৪৬৫/০; ১২শে—৪৬০/০ ৪৬/০ ৪৬৫/০ ৪৬০/০  
৪৬০/০ ৪৬০/০

### কাপড়ের কল

বাসন্তী ১৭ই জানুয়ারী—১৩০/০; ১৮ই—  
১৩০/০; ১২শে—১৩০/০ ১৩০/০  
বেনারস ১৩ই  
জাঃ—১৪০/০ ১৪৫/০ ১৪৫/০; ১৫ই—১৪০/০  
১৪০/০; ১৭ই—১৪০/০ ১৪৫/০; ১৮ই—১৪০/০  
১৪৫/০ ১৪৫/০; ১২শে—১৪৫/০ ১৫/০ ১৫০/০  
বেঙ্গল-নাগপুর ১৩ই জাঃ—৩২০/০; ১৪ই—৩২/০;  
১৫ই—৩২০/০ ৩২০/০; ১৭ই—৩৮০/০ ৩৮০/০ ৩২০/০  
৩২/০; ১৮ই—৩২০/০ ৩৮৫/০; ১২শে—৩৮৫/০  
৩২০/০ ৩৮৫/০  
বিভলা কটন ১২শে জাঃ—৪৮০/০  
কানপুর টেক্সটাইল ১৩ই জাঃ—১৪০/০ ১৪০/০  
১৪০/০ ১৪০/০; ১৫ই—১৪০/০ ১৪০/০; ১৬ই—  
১৪/০ ১৪০/০; ১৭ই—১৪০/০ ১৪০/০ ১৪০/০;  
১৮ই—১৪০/০ ১৪০/০ ১৪০/০; ১২শে—১৪০/০  
১৪০/০  
ঢাকেশ্বরী ১৭ই জাঃ—৩১০/০; ১৮ই—  
৩১/০  
ডানবার ১৩ই জাঃ—২২৫/০ ২২৮/০ ৩০১/০  
৩০২/০ ৩০৩/০  
১৪ই—৩০০/০ ৩০১/০ ৩০২/০ ২২৮/০  
২২২/০ ২২৫/০; ১৫ই—৩০০/০ ৩০১/০ ৩০২/০  
২২২/০; ১৭ই—৩০৫/০ ৩০৩/০ ৩০১/০; ১৮ই—  
৩০৩/০ ২২৭/০  
এলগিন মিলস ১৩ই জাঃ—২১/০  
২১০/০; ১৪ই—৮২০/০; ১৫ই—৮২০/০ ৮২০/০ ৮২/০  
৮৮৫/০ ৮৭/০ ৮৬০/০; ১৭ই—৮৫/০ ৮৬/০ ৮৭/০;  
১৮ই—৮৫০/০ ৮৫০/০ ৮৫০/০ ৮৫/০; ১২শে—৮৫/০

## ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯

হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিকাতা  
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”

আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যখনাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোপায় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুরোধে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),  
মাদারগঞ্জ এবং ঢাকা

পে অফিস : মিরকাশিম

প্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ



ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস, সি, পাল।



## পাটের বাজার

কলিকাতা, ২২শে জাম্ময়ারী  
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজার বেশ তেজী ছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারের অবস্থায় স্পষ্ট মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্রেতা ও বিক্রেতা মহলে কাজকারবারের জন্ত বিশেষ ব্যগ্রতা দেখা যায় নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, সম্প্রতি নয়াদিগ্গাজিতে পাট সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক হইয়া গিয়াছে তাহার সিদ্ধান্ত এখনও ঘোষিত হয় নাই এবং পাকা খবর জানিবার পূর্বে ব্যবসায়ীরা কাজকারবারে পুরাপুরি আগ্রহের হওয়া সমীচীন মনে করিতেছেন না। সপ্তাহের শেষের দিকে বিক্রেতা মহল পাট হাতছাড়া করিবার জন্ত উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও মিল-ওয়ালারা সাড়া দেন নাই। বাজারে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আগামী মরসুমে আরও আধক পরিমাণ আমতে পাট চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে এবং উহার ফলে বাজারে পাটের ছড়াছড়া দেখা দিবে। এবার মফঃস্বল হইতেও বিস্তর পাটের সরবরাহ হইয়াছে। এই সব কারণেই সপ্তাহের প্রথম দিকের চড়াতির ভাব শেষের দিকে বজার থাকা সম্ভব হয় নাই।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২২শে জাম্ময়ারী  
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে তুলার দরে ঘন ঘন উঠানামা করিয়াছে। সপ্তাহের শেষ দিবসে তুলার দর কমতির দিকেই ছিল। মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র হইতে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিকে বজাদি রপ্তানীর ফলে ঐ সব স্থানে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইবে বলিয়া বাজারে শঙ্কা দেখা দিয়াছে। এবার কলিকাতায় কাপড়ের বাজারে নিষ্ক্রিয়তার ভাব দেখা গিয়াছে। বস্ত্রের দর আরও হ্রাস পাইবে কি না এখনও তাহা বুঝা যাইতেছে না। কলিকাতার বাজারে এবার কাজকারবারের পরিমাণ সামান্য হইয়াছে এবং দরেও বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

“নিওটোন”

অব্যর্থ ফলপ্রসূ মনোবোধ

৮ আউন্স—১৮০/০, ১২ আউন্স—২৮০/০

ম্যালেরিয়া, পালাফ্র, প্রীহায়

‘বেপটোন’

কার্যকরী আদর্শ টনিক

৪ আউন্স—২১০, ৮ আউন্স—৩৮০

প্রত্যেক জিলায় ষ্টকিষ্ট আবশ্যিক

পরিবেশক—এস. ডেভী এণ্ড কোং

৪৪সি, আমহার্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—৮৫৮ পৃষ্ঠার পর)

সম্পন্ন ও সমর্থক মহলে এই গণতন্ত্রবিরোধী হুকুমজারী লইয়া বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষে বাস করিয়া এরূপ ঘটনা আমাদের কাছে আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নহে। তবে শাস ইংলণ্ডের জনসাধারণও আমাদের মত এই ক্যাসিটবিরোধী মহামুদ্রের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রকৃত রূপ টের পাইতেছে কি না তাহাই আসল প্রশ্ন। সেখানেও সর্বত্র এবং সর্ব-সময় জনমত ও জনস্বার্থের অনুকূলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না, বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেখানকার জনমত একবার সম্যক সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হইলে শাসকশ্রেণীর জেদ অল্পবিস্তর ভাঙিতে পারে। কিন্তু ভারত প্রসঙ্গে বিলাতের জনসাধারণেরও একপ্রকার ঔদাসীন্য রহিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কমন্স সভায় ভারত দরদ কিংবা নির্বাচন ক্ষেত্রে ভারত সম্পর্কে অনুকূল কল্পনাবৃত্তির ঘোষণা অনেকটা লোক-দেখান ব্যাপার বলিয়াই আমাদের মনে হয়। আজ পর্যন্ত আমরা এমন প্রমাণ পাই নাই যাহাতে বিলাতের জনসাধারণ সম্পর্কে আমাদের উক্ত-রূপ অভিমতের পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে। দেখা যাউক, লেঃ লসন সম্পর্কিত ঘটনা লইয়া একদিকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং অপর দিকে ভারতকে স্বাধীনতা দিবার দাবীর জের কত দূর গড়ায়।

মিঃ জিন্নার পাকিস্তান পরিকল্পনা যে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নহে এই কথা প্রকৃত দেশকল্যাণবাসীদের বুঝিতে বাকী নাই। কেবল জাতীয়তাবাদী ভারতই নহে, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন বিদেশীদের কাছেও এই সত্য আর চাপা নাই। পাল আমেরিকের রক্ষণ-শীল দলের সদস্য উইং কমান্ডার গ্র্যান্ট ফেরিস সম্প্রতি ভারত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া ভারতের জনকয়েক নেতৃস্থায়ী ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ আলোচনার সারমর্ম ও তৎ-সম্পর্কে তাঁহার অভিমত একটি সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ জিন্না সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা শুধু উদ্ধৃত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। মিঃ ফেরিস লিখিয়াছেন, “আমার আশঙ্কা হয়, বোম্বাই-এ মিঃ জিন্নার বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। পুরাপুরি পাকিস্তান ব্যতীত আর কিছু মুসলিম লীগ গ্রহণ করিবে না। আমার এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করাও কঠিন ব্যাপার।”

জাহাজ ভর্তি হইয়া ছইন্ডি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দুর্ভিক্ষপ্রাপ্ত ভারতের জন্ত চাউল নয়, গম নয়, মাতৃদুগ্ধবিক্রিত লক্ষ লক্ষ অসহায় শিশুর জন্ত দুগ্ধচূর্ণ নয়, ঘরে ঘরে মুমূর্ষু ম্যালেরিয়া রোগীর জন্ত কুইনাইন নয়—আসিয়াছে ছইন্ডি, খাঁটি স্বচ্ছ ছইন্ডি।

বড়সাহেবদের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল, নৈশ ক্লাবের রঙিন নেশা তেমন করিয়া আর জমিতেছিল না বোধ হয়! আপশোষের শেষ হইয়াছে। যুদ্ধের বাজারে সাহেব-সুবারা পেট ভরিয়া মদই যদি একটু না খাইতে পাইল, তবে আর এ সব হাঙ্গামারই বা কি দরকার! কলিকাতার খেতাজ বণিক সমাজের মুখপত্র ‘ক্যাপিটেল’ এ সংবাদ উল্লাসে আশ্বহারা হইয়া পড়িয়াছেন। ঢোকে ঢোকে সব খাইয়া না ফেলিয়া, কি করিয়া রাখিয়া ঢাকিয়া খাইতে হইবে সময়মত তাহারই পরামর্শ শুনাইয়াছেন। সংবাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট মন্তব্যটি অবশ্য সুযোগ্য সহযোগীর উপযুক্তই হইয়াছে। রঙিন নেশার ঝোঁকেও বণিকের সুস্থ ব্যবসায়ীবুদ্ধি ঠিকমত কাজ করিয়া যাইতেছে। বড় সাহেবদের গলা ভিজাইবার এই পরম উপাদেয় পদার্থটি আমদানী করিবার প্রকৃত কৃতিত্ব কাহার, সেজ্জা কাহার গবর্ণমেন্টের নিকট উমেদারী করিয়াছিলেন—এখন তাহারই গবেষণা চলিতেছে এবং সেই মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে অকুপণ সাধুবাদ কুলি উজার করিয়া বর্ষণ করা হইতেছে। খেতাজ বণিক এবং মত্ত ব্যবসায়ীদের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের মনে অবশ্য সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তাই যে দেশে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক অনাহারে ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, সে দেশেও ঋতুজব্দ ও ঔষধের পরিবর্তে জাহাজ ভর্তি করিয়া মত্ত, প্রসাধনসামগ্রী ও বিলাসজব্দ আমদানী হইতে দেখিয়াও আমরা আশ্চর্য্য হই না। দুই শত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের গুণে এরূপ তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইবার মত স্নায়বিক দুর্বলতা আজ আর আমাদের নাই।

সেবা ব্রতে ব্রতী

**পিপলস ক্রেডিট**  
(ব্যাংক লিমিটেড)

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ

ক্যামিং ষ্ট্রিটের সংযোগ স্থলে

ফোন কলি: ৩৪৬

স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগজ, বিল  
ও পণ্য জবোয়র জামিনে টাকা  
ধার দেওয়া হয়।

স্বামী আমানতের স্বদের হার পত্র  
লিখিলে জানান হয়।

অগ্ন্যন্ত সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং  
কার্য্য করা হয়।

এস, চৌধুরী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই সোণার বাজারে কাজকারবারের উৎসাহের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। সোণার দরও গত সপ্তাহের নিম্নতম দরের কছাকাছি একআধটু ওঠানো করা হয়েছে। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃকও সোণা বিক্রয়ের পরিমাণ খুব সামান্য। বোম্বাই বাজারে সোণা ৭০৫০/০ আনা ভরি এবং গিনি প্রতিখণ্ড ৪৯১/০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতা বাজারে সোণার দর পিছাছে প্রতি ভরি ৭১৫০/০ এবং গিনি প্রতিখণ্ড ৪৯১/০ আনা।

### রূপা

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে অনিশ্চয়তার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে বেশ কিছু পরিমাণ রূপা বিক্রয় হইতে থাকে, কিন্তু পরে রূপার দর প্রতি ১০০ ভরিতে ২- টাকা হইতে ৩- টাকা নামিয়া আসে। সপ্তাহের শেষের দিকে অবশ্য বাজার কিছুটা তেজী হইয়া ওঠে। কোন প্রত্যাশালী মহল হইতে রূপা বিক্রয় করা হইতেছে না বলিয়াই হয়ত বাজারের এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। রেড রূপা প্রতি ১০০ ভরি ১১৯১/০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

( ইনফ্লেশন দমনের জন্ত 'কনসিউমার সাবসিডি'র প্রস্তাব—৮৫২ পৃষ্ঠার পর )

এই যুদ্ধের ভিতর টানিয়া নিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকারকে ভারত হইতে মালপত্র যোগাইবার সুবিধার জন্ত এই ইনফ্লেশনও তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন। কাজেই বর্তমান দুর্দশা হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের একটা নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে। দেশে ইনফ্লেশনের সূচনা হইলে জনসাধারণকে ইহার কুফল হইতে রক্ষা করার জন্ত গবর্ণমেন্টের কর্তব্য পণ্যমূল্য ও রেশনিংয়ের কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করা। দেশের শিল্পগতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে এদেশের গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে আন্তরিক ভাবে যত্নপর হইতে চান না। অন্ততঃ যুদ্ধের গত চারি বৎসরে এই বিষয়ে আমরা তাঁহাদের কোন সুসঙ্কল্পিত চেষ্টার পরিচয় পাই নাই। এই অবস্থায় 'কনসিউমার সাবসিডি'র ব্যবস্থা ছাড়া এদেশে দরিদ্র লোকদের জীবন রক্ষার আর কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। এই নীতি অনুযায়ী গবর্ণমেন্ট নিজেরা বর্ধিত দরে জিনিষপত্র কিনিয়া তদপেক্ষা কম মূল্যে দেশের জনসাধারণের নিকট তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহা হইলে দেশে পণ্য জব্যের মূল্য যাহাই হউক না কেন সেজন্ত দেশের দরিদ্র মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কৃষক শ্রমিকদের কোন বিশেষ অনুবিধার কারণ দাঁড়াইবে না।

এইরূপ বিধান বাস্তবে পরিণত করার জন্ত আর চুপীলাল মেটা যে কার্যক্রম নির্দেশ করিয়াছেন তাহা আমাদের মতে যথাসম্ভব হইয়াছে। জনসাধারণের ভিতর অভ্যাবশ্যকীয় জব্যাদি সরবরাহ করিতে হইলে গবর্ণমেন্টকে প্রথমে উৎপাদকদের নিকট হইতে এই সমস্ত কিনিতে হইবে এবং পরে লোকের সর্বোচ্চ জীবন যাত্রা ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য

রাখিয়া উদযুযায়ী কম মূল্যে উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। একথা সত্য যে, সরকারী ভাবে খাতা শস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় ও মজুতের ব্যবস্থা দেশের লোক প্রথমে ভাল চোখে দেখিবে না। বাঙ্গলা দেশে বর্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলীর উপর লোকের আস্থা যেরূপ কম তাহাতে 'কনসিউমার সাবসিডি'র নীতি অনুযায়ী চাউল প্রভৃতি বেশী পরিমাণ ক্রয় ও মজুত করিতে গেলে অনেকেই উহাতে আশঙ্কিত হইয়া উঠিবে। বাঙ্গলা সরকার ইতিপূর্বে চাউল কিনিয়া তাহা ঠিক ঠিক ভাবে জনসাধারণের প্রয়োজনে নিয়োগ করেন নাই বলিয়াই আজ দেশে এই মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি বাঙ্গলা সরকারের চাউল ক্রয় ও বন্টননীতি সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং ভবিষ্যতে উহার কোনরূপ অপব্যবহার হইবে না বলিয়া যদি তাঁহারা ভরসা দেন তবে 'কনসিউমার সাবসিডি'র উদ্দেশ্য নিয়া বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে চাউল ক্রয় করা বর্তমান অবস্থায় অসমর্থনযোগ্য হইবে না। তবে পণ্য ব্যবহারকারীদিগকে অপেক্ষাকৃত কমদরে জিনিষপত্র কিনিবার সুযোগ দিতে হইলে গবর্ণমেন্টকে যে সেজন্ত যথেষ্ট পরিমাণ মাল ক্রয় ও মজুত করিতেই হইবে তাহার কোন কথা নাই। গবর্ণমেন্ট দোকানী ও ব্যবসায়ীদিগকে নির্দিষ্ট দরে চাউল প্রভৃতি বিক্রয়ে বাধ্য করিয়া পরে যদি এই বাবদ তাহাদের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করেন তবেও কাজ চলিতে পারে।

'কনসিউমার সাবসিডি' সম্পর্কে যে সমস্তাটা সবচেয়ে বড় হইয়া দেখা যাওয়ার আশঙ্কা আছে তাহা হইতেছে এই বাবদ অর্থ নিয়োগের সমস্তা। ইংলণ্ডে পণ্য ব্যবহারকারীদিগকে কম দরে জিনিষপত্র ক্রয়ের সুবিধা দিতে গিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট গত ১৯৪২-৪৩ সালে ১৫ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন। ক্যানাডায় ঐ সালে সরকারী ভাবে ১০ কোটি ডলার খরচ হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট 'কনসিউমার সাবসিডি' বাবদ বর্তমানে ১০০ কোটি ডলারের মত খরচ করিতেছেন। ভারতের মত বিরাট দেশে এই ভাবে 'কনসিউমার সাবসিডি'র ব্যবস্থা করিতে গেলে তাহাতেও এদেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিস্তর অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হইবে। এই অর্থ কোথা হইতে আসিবে সে সম্পর্কে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন দাঁড়াইবে। 'কনসিউমার সাবসিডি'র প্রস্তাব এড়াইয়া যাওয়ার ইচ্ছা থাকিলে গবর্ণমেন্টও সজ্ঞারে তাহাই প্রচার করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার ও তাহা নিয়া মাথা ঘামাইবার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। যুদ্ধের পূর্বে এদেশের বাৎসরিক সামরিক ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৫০ কোটি টাকা। ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাবে তাহা ২২০ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। পূর্বে ৫০ কোটি টাকা সামরিক ব্যয় মিটানই গবর্ণমেন্টের পক্ষে যথাসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ২২০ কোটি টাকা পরিমাণ

সামরিক ব্যয় তাহাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। অথচ ভারত গবর্ণমেন্ট নিতান্ত স্বেচ্ছায় সেই গুরুভারই কাঁধে: আজ বহন করিতেছেন। এই অবস্থায় জনসাধারণকে কমদরে পণ্য সামগ্রী যোগাইতে গেলে বেশী অর্থব্যয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে এই বিষয়ে পিছাইয়া থাকার কোন যৌক্তিকতা নাই। দেশে ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়াইয়া সেই আয় হইতেই কনসিউমার সাবসিডি দিতে হইবে। এই ভাবে নূতন ট্যাক্সের সম্ভাবনা দেখিয়া দেশের এক শ্রেণীর লোক তাহাতে আঁতকাইয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের আতঙ্কের কথা ভাবিয়া 'কনসিউমার সাবসিডি'র প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে অমুচিত। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের লোকের উপর পরোক্ষভাবে একটা ট্যাক্সের চাপ পড়িয়াছে। সেই চাপ সকলকে অবলীলাক্রমে বহন করিতেও হইতেছে। এই পরোক্ষ ট্যাক্সের বিশেষত্ব এই যে, উহা আদায় সম্পর্কে লোকের সামর্থ্য বা অসামর্থ্যের কোন বিচার নাই। জীবনধারণোপযোগী জব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইলে এই ট্যাক্স ধনী গরীব সকলকেই পরিশোধ করিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট যদি 'কনসিউমার সাবসিডি'র দ্বারা সাধারণকে অপেক্ষাকৃত কম দরে জিনিষপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন তবে এই পরোক্ষ করের জুলুম হইতে দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে রেহাই পাওয়ার একটা উপায় হইবে। এই 'সাবসিডি' মিটাইতে গিয়া গবর্ণমেন্টকে দেশবাসীর উপর আয়কর প্রভৃতি বৃদ্ধি করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি রূপ পরোক্ষ করের তুলনায় সেই ধরনের প্রত্যক্ষ কর সব দিক দিয়া যুক্তিসম্মত হইবে। গরীবদিগকে শোষণ না করিয়া দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেন্ট ধনী ও সমর্থদের স্বক্ষে এই করের বোঝা চাপাইতে পারিবেন। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমরা এদেশে 'কনসিউমার সাবসিডি' প্রদানের নীতি সর্বথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি।

ফোন—ব্যাংককাটা ২৭৬৭ গ্রাম—জনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

নিম্নিত্তে

স্থাপিত—১৯০৫

= হেড অফিস =

৩নং ম্যাকো লেন, কলিকাতা।

== শাখাসমূহ ==

নীলকামারী, ঢাকা, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মুন্সেফ), শান্তিপুর, কলকমগর, বালিচক, বালেশ্বর, আনন্দপুর, বোলপুর, ভমলুক, কর্ণেলগোলা, ডোমার, কোলাঘাট, বেরিলী, শালদহ, চাকুলিয়া ও কটাই।



জনসে বায়—

বঙ্গলক্ষ্য

ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীহস্তাননাথ ভট্টাচার্য্য

জাতীয়তায়—

বঙ্গলক্ষ্য

ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ৩১শে জানুয়ারী, সোমবার, ১৯৪৪

৩৭শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                             | পৃষ্ঠা | বিষয়                   | পৃষ্ঠা  |
|-----------------------------------|--------|-------------------------|---------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                   | ৮৭৯-৮১ | আর্থিক জিনিয়ার খবরাখবর | ৮৮৬-৯৪  |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                  | ৮৮২    | পুস্তক-পরিচয়           | ৮৯৪     |
| ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা | ৮৮৩    | কোম্পানী প্রসঙ্গ        | ৮৯৫     |
| সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য    | ৮৮৪-৮৫ | বাজারের হালচাল          | ৮৯৬-৯০২ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

## জুভিলিয়ার খেসারৎ

মাছুয়ের তৈয়ারী জুভিলি বাঙ্গলায় বহু লোকের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। উহার হাত হইতে বাহারী প্রাণে বাঁচিয়াছে ক্রমাগত অনাহার ও অর্ধসচিবের ফলে তাহাদের মধ্যেও অনেকে আজ নানারূপ রোগ শোকে জীবন্ত। কিন্তু এতদূর পর্যন্ত গিয়াও জুভিলিয়ার পরিণতি রুদ্ধ হয় নাই। উহার অপরিহার্য খেসারৎ যোগাইতে গিয়া বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থাও আজ শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া চলতি বৎসরে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন। জুভিলিপীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিতে গিয়াই যে এইরূপ বিপুল ঘাটতির কারণ দেখা দিয়াছে সে কথাটাও তিনি ভালভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। যে প্রদেশের সরকারী আয় ১৮।১৯ কোটি টাকার (যুদ্ধের সময়ে উহা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব) বেশী নহে সে প্রদেশের পক্ষে এহেন ঘাটতি নিতান্ত জাতীয় দুর্ঘ্যোগেরই পরিচয় বলিতে হইবে। কিন্তু

সরকারী আর্থিক দুর্দশা এইখানে গিয়াই শেষ হয় নাই। আগামী বাজেট উপস্থিত করিবার সময় যত নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে ততই বাজেটের ঘাটতি সম্বন্ধে আরও আতঙ্কজনক খবর পাওয়া যাইতেছে। প্রকাশ বাঙ্গলার অর্থসচিব গত সেপ্টেম্বর মাসে যে ৭। কোটি টাকা ঘাটতির কথা বলিয়াছিলেন কলিকাতায় রেশনিং প্রবর্তনের খরচ ও জুভিলি সংক্রান্ত অন্যান্য নূতন ব্যয়ভারের ফলে শেষ পর্যন্ত উহা দ্বিগুণ মাত্রায় ফাঁপিয়া উঠার সম্ভাবনা আছে। বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে দেউলিয়া দশায় উপনীত হইতে যে আর বিশেষ বিলম্ব নাই উহাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। এই ধরনের বিপুল ঘাটতি পূরণের জন্য বাঙ্গলা সরকার কি সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহা সকলের নিকটই আজ বিশেষ ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ নূতন বাজেট বরাদ্দ উপস্থাপিত না হওয়ার পূর্বে এসম্পর্কে সঠিক খবর কিছু পাওয়া যাইবে না। যতদূর বুঝা যাইতেছে বাঙ্গলা সরকার তাহাদের ঘাটতি মিটাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ ঋণগ্রহণ করিতে বাধ্য

হইবেন। তবে ঋণ দিয়া সমস্ত ঘাটতিই কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ করিবেন না, এজন্য প্রাদেশিক সরকারকেও তাঁহারা অন্ত-ভাবে টাকা তুলিবার নির্দেশ দিবেন। কাজেই শেষ পর্যন্ত বাঙ্গলা সরকারকে নূতন ট্যাক্স বসাইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেই হইবে। কৃষিজাত আয়ের উপর কর বসাইবার জন্য ইতিমধ্যেই উত্তোগ আয়োজন শুরু হইয়াছে। বিক্রয় করের হার বাড়াইয়া দ্বিগুণ করা হইবে বলিয়াও শুনা যাইতেছে। এই দুই দফায় সরকারী আয় এক কোটি বা সোয়া এক কোটি টাকার বেশী বৃদ্ধি পাওয়ার আশা নাই। কাজেই শেষ পর্যন্ত হয়ত আরও কতিপয় দিক দিয়া ট্যাক্সের কথা উঠিবে। যুদ্ধের সময়ে নানাভাবে ট্যাক্সের বহর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই লোকের বিশেষ দুঃখদুর্দশার কারণ ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় নূতন করিয়া ট্যাক্স বাড়িবার সম্ভাবনা তাহাদিগকে খুবই আশঙ্কিত করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জুভিলিপীড়িত দেশে এহেন শোচনীয় পরিণতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আছে কি? যে জুভিলি প্রশমনের নামে আজ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে সময় থাকিতে খাজোৎপাদন বৃদ্ধির

জম্মু তহাংর কতক অংশ ব্যয় করিলে সকল দিক দিয়া একরূপ জাতীয় হুঁয়োপের কারণ খটিত না। কিন্তু এদেশের গবর্ণমেন্টের নিকট সে সুবিবেচনা ও দূরদর্শীতা আশা করা বৃথা।

### কলিকাতায় রেশনিং

অন্ত ৩১শে জানুয়ারী হইতে রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথা অনুযায়ী কলিকাতা সহরে খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের কাজ শুরু হইয়াছে। দেশে অল্পসমস্তা জটিল হইয়া দাঁড়াইবার পর হইতে কলিকাতার অগণিত নরনারী ঐ কারণে যথেষ্ট উদ্বেগ, অশান্তি ও অসুবিধা ভোগ করিয়াছে। এমন সময় গিয়াছে যখন উচিৎ মূল্য দিয়াও লোকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এতদিন পরে এই সহরে রেশনিং নীতি প্রবর্তিত হওয়ায় সে অনিশ্চয়তা ও হৃৎক হৃৎকার কতকটা প্রতিকার হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। জিনিষ-পত্রের যোগান অনুপাতে সর্বসাধারণের ভিতর তাহা সমবর্তনই রেশনিংয়ের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই ইহার ফলে এখন হইতে সকলেই কম আয়াসে তাহাদের বাধাধরা বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য পাঠিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে কলিকাতায় যেভাবে রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে নানাদিক দিয়া উহার অনেক দোষ-ত্রুটিও রহিয়া গিয়াছে। আজ এই নূতন ব্যবস্থার সূচনায় আমরা কতকগুলি বিষয়ে কড়া পক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথমে রেশনিংয়ের আমলে সরকারী দোকান ও অনুমোদিত দোকানে প্রাপ্তব্য জিনিষপত্রের কথা। যুদ্ধের সময়ে দেশে চাউল, আটা, ডাল, তেল, লবণ ও চিনি প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী যেমন ছুপ্রাপ্য হইয়াছে তেমনই বস্ত্র, কয়লা ও কেরোসিন প্রভৃতি গৃহস্থ জীবনের প্রয়োজনীয় অল্প জব্যাদিরও যথেষ্ট অভাব ঘটিয়াছে। সেই অভাব অনটনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই হৃদ্বিনে উপরোক্ত সমস্ত জিনিষ সম্পর্কেই যোগান অনুপাতে সমবর্তনের ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কলিকাতায় যে রেশনিং প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতে কেবল চাউল, আটা ও চিনি সরবরাহেরই ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। লোকের প্রকৃত প্রয়োজনের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই আংশিক ব্যবস্থায় মোটেই সন্তুষ্ট হওয়া চলে না। যে চাউল ও আটা সরবরাহের বিধান হইয়াছে তাহার গুণাগুণ ও ষ্ট্যান্ডার্ড কি হইবে তাহা এখনও আমরা অবগত নহি। কিন্তু সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ

এইচ এস সুরাবন্দী সম্প্রতি এক প্রেস কনফারেন্সে এসম্পর্কে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ ভরসার ভাব পোষণ করা যায় না। সুরাবন্দী সাহেবের বক্তব্য এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার যখন বাহির হইতে এই সব খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতেছেন তখন বাঙ্গলা সরকার উহাদের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গলায় খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে গিয়া অস্বাস্থ্য প্রদেশ হইতে নির্বিচারে কতকগুলি পাঁচমিশালি চাউল ও ভূষি মিশান আটা কেন সংগ্রহ করিবেন তাহা আমরা বুঝি না। এইরূপ অভিযোগের উত্তরে উহাদের কি বলিবার আছে তাহা জানিবার জন্ত জম্মু সাধারণ অবস্থাই দাবী করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারই খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করুন কিংবা বাঙ্গলা সরকারই তাহার ব্যবস্থা করুন জন-স্বাস্থ্যের ষাতিরে উহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সকল দিক দিয়াই বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই এ সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা কর্তৃপক্ষকে করিতেই হইবে। তাহার পর খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের কথা। বাঙ্গলা সরকার 'কন্ট্রোল সপ'গুলির মারফতে ইতিপূর্বে সের প্রতি ছয় আনা দরে চাউল বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রেশনিংয়ের আমলে তাহা বাড়াইয়া সাড়ে ছয় আনা নির্ধারিত করা হইয়াছে। এদেশে যেস্থলে চাউলের দর পূর্বে সের প্রতি ছয় আনা ছিল সেস্থলে এক্ষণে সরকারীভাবে উহার জম্মু সাড়ে ছয় আনা করিয়া দর হাঁকা সমর্থন যোগ্য নহে। দর এইরূপ চড়া থাকিলে রেশনিং সবেও এই হৃৎক দরিরের দেশে বহু লোক যে রীতিমত চাউল কিনিয়া ষাইতে পারিবে না তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। চাউলের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই, অথচ রেশনিংয়ের আমলে তাহার দর নির্ধারণ করা হইয়াছে মণ প্রতি ১৬ টাকার উপর। ইহা দ্বারা কি প্রকারান্তরে হৃৎকির অবস্থাকে স্বীকার ও কয়েম করিয়া লওয়া হয় নাই? কেন্দ্রীয় সরকার যেসব প্রদেশ হইতে উহার যোগাড় করিতেছেন সেই সব স্থানে উহার মূল্য কম বলিয়াই আমরা জানি। রেশনিংয়ের আমলে চাউলের দর এত বেশী হওয়া সে কারণেও সম্পূর্ণ অর্যোক্তিক। সকল দিক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট অদূর ভবিষ্যতে এসব বিষয়ে একটা পুনর্বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

### মিত্রপক্ষীয় সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতি

গত সপ্তাহে সংবাদ আসিয়াছে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে কয়েকদিন-ব্যাপী তুমুল বাকবুদ্ধির পর 'মিত্রপক্ষীয় সাহায্য ও পুনর্গঠন সমিতি' সম্পর্কিত বিলটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। সংশোধন প্রস্তাবটি নিম্নরূপ—'সম্মিলিত জাতি-গুলির সামরিক অভিযানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ

যে সকল অঞ্চল হৃৎকির বা মহামারীতে পীড়িত হইবে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্যদান ও পুনর্গঠন পরিষদের কার্যক্রম সেই সকল অঞ্চলেও বিস্তৃত হইবে। সেই সকল অঞ্চল যাহাতে আর্থিক এবং অস্বাস্থ্য প্রকার সুবিধা পায় কংগ্রেস সেজম্ভ সুপারিশ করিতেছেন।' প্রতিনিধি পরিষদে বিলটি গৃহীত হইবার পর উহা সেনেটে প্রেরিত হইয়াছে। সেনেট ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বিভিন্ন যুদ্ধ বিষয়ক দেশের ব্লিষ্ট নরনারীর সাহায্যকল্পে ব্যয় করিবার কর্তৃক প্রদান করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে আমেরিকার ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি মিঃ জে জে সিং বলেন যে, উক্ত সংশোধন প্রস্তাবে ভারতের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইলেও বাঙ্গলা ও আসাম সৈন্স চালনার জম্মু একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উহা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য লাভের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে। মিঃ জে জে সিংহের মত আমরাও সেই আশাই পোষণ করি। ভারতবর্ষ বিজিত দেশ নয় বলিয়া পূর্বে তাহাকে উক্ত পরিষদের সাহায্য লাভের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা পূর্বে হইতে বলিয়া আসিতেছি যে ভারতের বর্তমান সঙ্কট, হৃৎকির ও মহামারী প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধজনিত অবস্থা-প্রসূত। নিহক মানবতার জম্মু না হইলেও মিত্র রাষ্ট্রবর্গের অনিবার্য সামরিক প্রয়োজনেই হৃৎকির ও মহামারীক্লিষ্ট ভারতে বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা ও আসামে পরিষদের পক্ষ হইতে সাহায্য দান করা একান্ত কর্তব্য। এতদিনে সে কর্তব্য মার্কিং স্বীকার করিয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। প্রকাশ, আগামী এপ্রিল অথবা মে মাসে যখন পরিষদ কাউন্সিলের বৈঠক হইবে তখন সভাপতি মিঃ ডিন একিসন মার্কিং প্রতিনিধি পরিষদের উপরোক্ত সুপারিশ সমস্তগণের নিকট পেশ করিবেন। আশা করা যায় যে, কমিটি মার্কিং প্রতিনিধি পরিষদের অভিমতের যথোচিত মর্যাদা দিয়া হৃৎকির ভারতের সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু এপ্রিল বা মে মাসের এখনও অনেক দেরী। অথচ হৃৎকির মহামারীক্লিষ্ট ভারতে অবিলম্বে খাদ্য এবং ঔষধাদির প্রয়োজন। এপ্রিল-মে মাসের পর কাউন্সিলের অধিবেশনান্তে সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয় তবে তাহা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী করিতে আরও কয়েক মাস হয়ত কাটিয়া যাইবে। সাহায্যের পরিমাণ যখন সর্বাপেক্ষা অধিক তখনই যদি সাহায্য পাওয়া না গেল তবে সে সাহায্যের মূল্য কতটুকু। তাই আমরা আশা করি, সাহায্যদান ও পুনর্গঠন পরিষদের সভাপতি মিঃ একিসন কালবিলম্ব না করিয়া পরিষদ কাউন্সিলের বৈঠক আহ্বান করিবেন এবং যথাসম্ভব সত্তর ভারতবর্ষে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

## পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের দাবী

পাট চাষের নতুন মরশুম শুরু হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই, কিন্তু বাঙ্গলা সরকার আগামী বারে পাটের জমি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখনও কোন পাকাপাকি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছেন না। কিছু দিন পূর্বে এবিষয়ে দিল্লীতে ভারত সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিদের ভিতর একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ঐ বৈঠকের ফলে পাট চাষ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু সে সঙ্কল্পটা যে কি কয়েক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও খোলাখুলিভাবে সাধারণকে তাহা জানাইবার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের মত জরুরী বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশের এই বিলম্ব দেখিয়া আমরা স্বতঃই খুব উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছি। চাহিদার তুলনায় চাউলের যোগান কম হওয়ায় গত ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি রোধ করিতে হইলে চলতি ১৯৪৪ সালে পাটের জমি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাঙ্গলায় ব্যাপকভাবে খান চাষের পথ প্রশস্ত করা দরকার। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে পাটের জমি দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তাহাতে বাঙ্গলায় ২৫ লক্ষ একর বেশী জমিতে খানের আবাদ হইয়াছিল। ঐ নীতিতে ১৯৪৩ সালেও যদি কঠোর-ভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয় তবে খানের জমি ভালরূপ বাড়িয়া স্বাভাবিকভাবে খাদ্য সমস্তার একটা প্রতিকার হইতে পারে। আমাদের আশা ছিল দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া দিল্লী বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ঐ বৈঠকের ফলাফল প্রকাশ করিতে যেরূপ বিলম্ব হইতেছে তাহাতে এখন আর উপরোক্ত বিষয়ে আমরা তেমন আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। এবং যদি পাটচাষ ভাল ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয় তবে সে সঙ্কল্প অবিলম্বেই খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্তব্য। কেননা পাটের চাষ একবার শুরু হইয়া গেলে তখন উহা কমান্বয়ের আর কোন সুযোগ থাকিবে না।

পাটের জমি সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার পাকাপাকিভাবে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করায় এবার নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বিত হইবে না মনে করিয়া আমরা আশঙ্কিত হইতেছি। বাঙ্গলা সরকারের মনে কি আছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া এদিকে পাটকলওয়ালারাও অল্পরূপ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতেছেন। দেশে পাটের চাষ বেশী হইলে কম দরে পাট কিনিয়া তাহারা বেশী মুনাফায় চট বিক্রয় করিতে পারেন। সেই স্বার্থবুদ্ধি হইতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বদলে দেশে তাহারা পাটের অতি উৎপাদনই পছন্দ করেন। কিছু দিন পূর্বে বাঙ্গলা সরকারের মুখপাত্ররা এবার বাঙ্গলায়

পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণের কার্যনীতি অবলম্বিত হইবে না বলিয়া প্রকাশ করায় উহারা তাহাতে খুসী হইয়াছিলেন। পরে এ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্ত দিল্লীতে একটি বৈঠক হওয়ায় তাহারা এবার প্রমাদ গণিতে শুরু করিয়াছেন। ঐ বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা জানিতে না পারায় উহাদের মুখপত্র হিসাবে 'ক্যাপিটেল' পত্র পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে এখনও পূর্বের মত জোর প্রচারকার্য চালাইতেছেন। ঐ পত্রের যুক্তি এই যে, খাদ্য সমস্তার চাপে বাঙ্গলার কৃষকেরা এবার স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই পাটের জমি কমাইয়া খানের চাষ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। সেজন্য সরকারীভাবে কোন নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকরী না হইলে স্বাভাবিকভাবে যে পাটের চাষ বেশী মাত্রায় হ্রাস পাইবে পূর্ব পূর্ব বারের অভিজ্ঞতা হইতে সে আশা আমরা বিশেষ কিছু পোষণ করিতে পারিতেছি না। কৃষকেরা এবার স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে পাটের বদলে খানের চাষ বাড়াইবে ইহাই যদি 'ক্যাপিটেল' পত্রের স্থির ধারণা হইয়া থাকে তবে কি উদ্দেশ্যে পাটের জমি নিয়ন্ত্রণ না করার জন্ত উহারা গবর্ণমেন্টের নিকট ওকালতি করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারি কি?

## উদ্ধৃত ডলার ও তাহার সদ্যবহার

যুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্যে এদেশের হিসাবে আমদানীর তুলনায় বরাবরই রপ্তানীর আধিক্য দেখা যাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ১৫ কোটি টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। অপরদিকে ভারত হইতে ঐ দেশে ২৭ কোটি টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ফলে ঐ সালে ভারতের ১৫ কোটি টাকার মত অমুকূল উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছিল। তৎপর ১৯৪০-৪১, ১৯৪১-৪২ ও ১৯৪২-৪৩ সালে যথাক্রমে ৪ কোটি ১৯ কোটি ও ৮ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এইভাবে ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪২-৪৩ সাল পর্যন্ত ভারতের যে অতিরিক্ত পাওনা দাঁড়াইয়াছে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম অনুসারে সেজন্য ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতে অতিরিক্ত দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের স্বার্থনির্দেশে পরিচালিত হইয়া ভারত সরকার এই সুবিধা হইতে এদেশবাসীকে প্রথম হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এইরূপ ঘোষণা করেন যে, আমেরিকার সহিত বাণিজ্যে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের যে উদ্বৃত্ত ডলার পাওনা দাঁড়াইবে কোন দেশই তাহা নিজের স্বাভাবিক প্রয়োজনে খরচ করিতে পারিবে না। যুদ্ধের প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভবিষ্যতে প্রভূত মালপত্র আমদানী করিতে হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের অভিভাবক হিসাবে তাহাদের উদ্বৃত্ত ডলার সঞ্চয় করিয়া চলিবেন।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মালপত্র আমদানী করিতে গিয়া পরে তাহা খরচ করা হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এই উদ্দেশ্যের কথা জানিয়া ভারত সরকার এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। ফলে ডলারের হিসাবে ভারতের উদ্বৃত্ত পাওনা প্রথম হইতেই ব্রিটিশ সরকারের হাতে গিয়া জমা হইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট অবশ্য কাগজেপত্রে ভারতবর্ষকে বঞ্চিত করিতেছেন না। ডলার পাওনার বদলে তাহারা সেজন্য ভারতবর্ষের নামে ষ্টালিংয়ের অঙ্ক লিখিয়া রাখিতেছেন।

যুদ্ধের সময়ে ভারতের অমুকূল ডলার আধিক্য সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের এই ব্যবস্থা নানাদিক দিয়া এদেশের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পাওনা দ্বারা আমেরিকা হইতে শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি আনয়ন সম্পর্কে এদেশবাসীরা বর্তমানে কোন সুযোগ পাইতেছে না। ইহাতে যুদ্ধের সময়ে শিল্পোন্নতি গড়িয়া তোলার যাবতীয় সুযোগ অযথ্য নষ্ট হইতেছে। উদ্বৃত্ত ডলারকে ষ্টালিংয়ে পরিবর্তিত করিবার যে নীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে এই শ্রেণীর অসুবিধা ভবিষ্যতেও কম বেশী পরিমাণে দেখা যাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে নানাভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের বিস্তার ষ্টালিং পাওনা দাঁড়াইয়াছে। উদ্বৃত্ত ডলারকে ষ্টালিংয়ে রূপান্তরিত করায় সেই পাওনার বহর দিন দিন আরও বাড়িয়া যাইতেছে। ব্রিটিশ সরকার স্বর্ণ বা জিনিষপত্র দিয়া বর্তমানে এই শ্রেণীর পাওনা পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া তাহারা শুধু ভরসা দিতেছেন। এক দেশের উপর অন্য দেশের যে পাওনা দাঁড়াইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির পরিকল্পনায় উহার বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সুবিচার দেখান নাই। এই অবস্থায় যুদ্ধ শেষ হইলে ভারতবর্ষের ঐ পাওনা যে শ্রাস্ত্য বলিয়া স্বীকৃত ও সমর্থিত হইবে সে বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ দেখা দিয়াছে। যদি উহা শ্রাস্ত্য বলিয়া কার্যতঃ স্বীকৃতও হয় তথাপি ভারতবর্ষ তাহার ষ্টালিং পাওনার বিনিময়ে আমেরিকা ও অন্তর অনেক দেশ হইতে নিজের ইচ্ছামত মালপত্র কিনিবার সুবিধা পাইবে না। ইংলণ্ডের নিকট হইতে ঐ পাওনা আদায়ের জন্ত ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ বণিকদের দাবী অনুযায়ী তাহাদের পছন্দমত মূল্য দিয়া জিনিষপত্র ক্রয় করিতে হইবে। ভারতের উদ্বৃত্ত ডলার ব্যবহার সম্পর্কে এতদূর অসুবিধা ও ক্ষতির কারণ দেখা যাওয়া সকল দিক দিয়া খুবই শোচনীয়। এক্ষণে লীজ এণ্ড লেণ্ড ব্যবস্থা অনুসারে যেস্থলে নগদ মূল্য ব্যতীতই আমেরিকা হইতে সামরিক মালপত্র আমদানীর সুবিধা হইয়াছে সে স্থলে ভারতের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এখন এই ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন সাধন করিবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?



## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বহুদিন পরে ইতালীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে এবার উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানাইবার আছে। রোম নগরীর দক্ষিণে মিত্রপক্ষ নেতৃনো অঞ্চলে সাকল্যের সহিত জলপথে বিমান বহরের সহযোগিতায় সৈন্য অবতরণ করাইয়া অভ্যন্তরে আগাইয়া চলিয়াছে। উক্ত সামরিক বাহিনী রোম হইতে ত্রিশ মাইলের মধ্যে। জার্মান লাইনের পশ্চাদভাগে এরূপ অতিক্রম অভিযান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হইলে রোম নগরী দখলে যতটা বিলম্ব ঘটবে বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহার অনেক কম সময়েই কার্য সিদ্ধ হইবে। রোমের দক্ষিণে এবং নিকটে নিজেদের লাইনের পিছনের এই আক্রমণের জন্য নাৎসী সমরকর্তারা যে প্রস্তুত ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই যে, মিত্রপক্ষীয় বাহিনী নেতৃনো হইতে দশ মাইলেরও অধিক দূরে অগ্রসর হইয়া এতাবৎ জার্মান সৈন্যদের সম্মুখীন হয় নাই। মার্শাল কেসেরলিংএর সমগ্র শক্তি বোধ হয় দূরবর্তী দক্ষিণের মূল রণাঙ্গনে বাধাদান ও পাণ্টা আক্রমণের কাজে ব্যাপ্ত রহিয়াছিল। ইতালীতে ইঙ্গ-মার্কিং-ভারতীয়-কানাডীয় বাহিনীর এতদিনের শঙ্কুগতি এবার বোধ হয় অনেকটা স্বাধীন হইবার সুযোগ পাইয়া গেল।

ওডেসা-ওয়ারস-বাল্গিন রেলপথ রক্ষা করিবার জন্য জার্মান বাহিনী যখন দক্ষিণ রণাঙ্গনে আগ্রাণ লড়াইএ ব্যস্ত সেই অবসরে উত্তরখণ্ডে লেনিনগ্রাড অঞ্চলে লাল ফৌজ প্রচণ্ড অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। সোভিয়েট বাহিনীর দশ দিনের প্রবল আক্রমণের চাপে লেনিনগ্রাডের সম্মুখস্থ নাৎসী জার্মানীর এত দিনের সুদৃঢ় ব্যাধি বিপর্যস্ত হইয়াছে। রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই লেনিনগ্রাড বহির্ভাগে হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী অন্তত প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাইয়া আসিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে অবরোধ শিথিল হইলেও জার্মান নাগপাশ তেমনি দৃঢ় ও মারাত্মক হইয়া রহিয়াছিল। এতদিনে সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন অভিযানের প্রচণ্ডতার মুখে হুই-বৎসরের সযত্ন-রচিত সুদৃঢ় নাৎসী প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ধসিয়া যাইতেছে। টসনো সহরের পতন প্রত্যাশম। এই গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীতে বহু সংখ্যক জার্মান সৈন্য আটক পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে। ওদিকে ভিটেরবস্ক-এর যুদ্ধের ফলাফলের উপর জার্মানীর ভাগ্য নির্ভর করিয়া আছে। ভিটেরবস্ক হাতছাড়া হইয়া গেলে সমগ্র উত্তর পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়া ছাড়িয়া দিয়া নাৎসী বাহিনীকে দ্রুত পিছু হটিয়া যাইতে হইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের সর্বত্র মিত্রপক্ষ অল্পকাল আগাইয়া চলিয়াছে। মার্কিন বিমান বহর উপযুক্ত পরি রাবাউল ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাইয়া কতকগুলি জাপানী জাহাজ নষ্ট করিয়াছে। ব্রহ্ম নৌমান্ড এবারও বেশ তৎপর। মিত্রপক্ষীয় বাহিনী বুথিডংএর দুই পাশে গিয়া পৌঁছিয়াছে। উভয় পক্ষের মধ্যে ঘন ঘন সংঘর্ষ চলিতেছে।

ব্রহ্মের উত্তর রণাঙ্গনে হুং উপত্যকায় জেনারেল ষ্টিলওয়েলের অধীন চীনা সৈন্যরা জাপ প্রতিরোধ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইহা ছাড়া ব্রহ্ম-চীন ও ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় বিমান বহর নিয়মিতভাবে বিমান হানা দিতেছে।

গত ২৬শে জাম্মুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা দিবস গিয়াছে। ভারতের প্রতিনিধিত্বান্বিত নেতৃগণ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধকণ্ঠ। গর্ভাঙ্ক শাসনের ব্যাপক বেড়াঙ্কালে সারা দেশ বেদনাক্রান্ত। দুর্ভিক্ষের আবর্তে সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত। এমন দুর্দিনে স্বাধীনতার সম্বল গ্রহণের প্রয়োজন পূর্বের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাই বাধানিষেধের ভয়ডর অগ্রাহ করিয়া ঐ দিবস ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগা ভারতের ভাগ্য-বিধাতারা আমাদের শ্রাস্তসম্মত অধিকারের ঘোষণা সহ্য করিতে নারাজ। পরদিন সকালে সংবাদপত্র খুলিয়াই ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শোভা-যাত্রা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ও স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে ধরপাকড়ের খবর পড়িয়াছি। লর্ড ওয়াভেলের আমলে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানের আশায় বাঁহারা উদগ্রীব হইয়া আছেন গত ২৬শে জাম্মুয়ারী তারিখ তাঁহাদের নিরাশ করিয়াছে কি না জানি না। আমরা কিন্তু চক্ষুচক্ষে দেখিতেছি, লর্ড ওয়াভেলের আমলেও লর্ড লিনলিথগোর রক্তচক্ষু শাসনেরই পদাঙ্কানুসরণ চলিতেছে।

বাক্সলার নূতন গবর্ণর মিঃ কে সি যথারীতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়োগ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আমাদের মতামত জ্ঞাপন করিয়াছি। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি জানাইবার কিছুই নাই। কিন্তু যে অস্ট্রেলিয়ায় অশান্ত জাতির সহিত ভারতীয়দের সমান নাগরিক অধিকার স্বীকৃত নহে সেই অস্ট্রেলিয়ার একজন অধিবাসী যতই গুণবান ও প্রাণবান হউক না কেন তাঁহার নিয়োগ ভারতের পক্ষে সম্মানের নহে। এই অপমানের কথাই আজ আরও একবার পুনরাবৃত্তি করিয়া নূতন লাটের আমলে বাক্সলার লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু নরনারীর জীবন রক্ষার কাজে

যাহাতে সরকারী প্রচেষ্টা শূন্য ও নিষ্ফল্য পথে নিয়োজিত হইতে পারে সেই দিকে মিঃ কেসির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আপাততঃ আমাদের মন্তব্য শেষ করিলাম।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাকালে শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু দেশবাসীর নিকট এক সুদীর্ঘ আবেদন প্রচার করিয়াছেন। কংগ্রেস অনুমত পন্থার বিরোধী পন্থায় কংগ্রেসের ভিতর হইতেই কোন কোন ব্যক্তি বা দল রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুক্ত নাইডু এই সব ব্যক্তির প্রচেষ্টা সমর্থন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃগণ কারামুক্ত হইয়া যে পন্থা নির্দেশ করিবেন তাহা ছাড়া বাহিরে আসিয়া বা বাহিরে থাকিয়া কংগ্রেসের নামে কিংবা কংগ্রেসের তরফ হইতে আর কেহ কোন প্রকার আপোষ-মীমাংসার পথে অগ্রসর হইলে জাতীয়তাবাদী ভারত তাহা সমর্থন করিবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ভারত সচিব মিঃ আমেরি নিজের দেশে তাঁহার নিজেরই নির্বাচন-কেন্দ্রে ইতিপূর্বে বার কয়েক তাঁহারই একদা সমর্থকদের দ্বারা যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া যে করুণ-রসাত্মক হুর্ভোগ ভুগিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে আমরা যথাসময়ে মন্তব্য করিয়াছিলাম। ভারতের ভাগ্য-বিধাতার সেই নির্বাচন-কেন্দ্রে বাস্তবিকভাবে সপ্রতি ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে এক জনসভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় স্থানীয় শ্রমিকনেতা মিঃ জিম সিমসন ভারতের স্বাধীনতার শ্রাস্তসম্মত দাবী সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস আদৌ গৌরবের নহে। সভায় “আমেরি সাহেব বিদায় হউক” এই দাবী জানান হইয়াছে। ইহা লইয়া বহুবার (কেবল বাস্তবিকভাবেই নহে, ইংলণ্ডের আরও বহু স্থানে) আমেরিকে অপসারণ করিয়া ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য জনগণের সিদ্ধান্ত স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে। তথাপি আমেরি সাহেব বাহাল-তবিয়েতে যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন, ভারতবর্ষও যে তিনিই এখনও সে তিনিই রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে, জনমতের চাপের মূল্য বিলাতেও বড় বেশী নহে। আমাদের দেশে জনমতকে যে-ভাবে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শন করা হয় ততখানি না হইলেও খাস বুটেনেও জনমত কায়মী স্বার্থের নিয়ামক নহে। অর্থাৎ যত দিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বজায় থাকিবে, ততকাল ব্রিটিশ জনসাধারণও পুরাপুরি স্বাধীন নহে।

# ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা

## (১) জীবনযাত্রার নিম্নতম মান

আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়া ভারতের যথোচিত উন্নতির জন্ত আজ পর্যন্ত কোন ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। অথচ অগণিত জনসাধারণের জায়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ত এবিষয়ে একটি জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এদেশে যেক্রপ বেশী সেরূপ আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। প্রাকৃতিক সম্পদে ভারতবর্ষ একটি সুসমৃদ্ধ দেশ। ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য চালাইবার সুবিধা এদেশে আছে; এদেশের উৎপন্ন কাঁচামাল ও এদেশবাসীর শ্রম নিয়োজিত করিয়া শিল্পোন্নতি গড়িয়া তোলার সুযোগও যথেষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু এসমস্ত দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কোন চেষ্টা না হওয়ায় একদিকে স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধার অপচয় ঘটিতেছে, আর অপরদিকে জাতীয় আয়ের স্বল্পতা হেতু দেশের অগণিত জন-সাধারণকে চরম দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে। অর্থনৈতিক অযোগ্যতার সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষার অভাব ও স্বাস্থ্য-হীনতা বিশেষভাবে মূর্খ হইয়া উঠিয়াছে। ফলে অধিকাংশ লোকই আজ মল্লুয়ো-চিত জীবনযাত্রা ও স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত। রোগ শোক, বেকার সমস্যা এবং অনাহার ও অর্ধাহারের ছুঃখগ্রানি দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়া ভারতের এই শোচনীয় অবনতির সম্যক প্রতিকার করিতে হইলে একদিকে কৃষি শিল্প ও অপরদিকে শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমুচিত উন্নতি বিষয়ে অবিলম্বে এদেশের গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। সেজন্ত প্রথমে সুবিদ্যুত ধরণের একটি জাতীয় পরিকল্পনা গঠন করা কর্তব্য। বর্তমান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সকল দিক দিয়া অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্য শুরু করিবার জন্ত জগতের বিভিন্ন দেশ এখন হইতে উপযুক্ত কার্যপন্থা গ্রহণ করিবার উপর জোর দিতেছে। যুদ্ধোত্তর কালের জন্ত আমাদের দেশেও আজ ঐ ধরণের কার্যপন্থা স্থির করিবার কথা উঠিয়াছে। ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্ত এদেশে আজ পর্যন্ত কোন দিক দিয়া কোন গঠনমূলক কার্যই শুরু করা হয় নাই। সে হিসাবে জগতের অগ্রগত দেশে 'যুদ্ধোত্তর অর্থ-

নীতির পুনর্গঠন' কথাটার যে সার্থকতাই থাকুক না কেন, এদেশে উহার সেরূপ কোন তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এইরূপ অবস্থা সবেও দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উঠা বাস্তবিকই ভরসার কথা। কেননা অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নামে ইহা দ্বারা দেশে অর্থনৈতিক সংগঠনের কাজ অগ্রবর্তী হওয়ার আশা আছে। কিন্তু ঐ পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা চলিলেও আসলে ঐদিক দিয়া আজ পর্যন্ত কোন কার্যপন্থা স্থির হয় নাই। যে সূচিস্থিত জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার উপর সব কিছু নির্ভর করিতেছে আজ পর্যন্ত তাহাই প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষিত থাকিয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে এদেশের জন্ত জাতীয় উন্নতির একটি পরিকল্পনা গঠনে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সেদিক দিয়া কংগ্রেস গ্রাশানাল প্ল্যানিং কমিটির কার্য অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কংগ্রেস নেতারা কারাকুদ্ধ হওয়ায় সেই পরিকল্পনা গঠনের কাজ সমাপ্ত হইতে পারে নাই। এই অবস্থায় স্মার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, মিঃ জে আর ডি টাটা, মিঃ জি ডি বিরলা, স্মার আর্দেশির দালাল, স্মার জীরাম, মিঃ কস্তুরভাই লাল-ভাই, মিঃ এ ডি শ্রফ ও মিঃ জন মাথাই—এই ৮ জন সুবিখ্যাত শিল্প ব্যবসায়ী মিলিয়া ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্ত সম্প্রতি একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা খুবই সুখী হইলাম। বোম্বাইয়ের মেসার্স টাটা সল লিমিটেড এ সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের প্রকাশিত মূল স্মারকলিপির একখণ্ড আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই স্মারকলিপি পাঠ করিলে ভারতের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে বর্তমান পরিকল্পনার সার্থকতা ও বিশেষত্ব বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

স্মার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস, মিঃ জে আর ডি টাটা ও মিঃ জি ডি বিরলা প্রমুখ আট জন শিল্প ব্যবসায়ী কর্তৃক উপস্থাপিত উপরোক্ত স্মারকলিপিটিতে মোট ৫টি অধ্যায়ে ভারতীয় আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা বিবৃত করা হইয়াছে। ভারতের লোকদের জীবনযাত্রার

নিম্নতম মান কি হওয়া উচিত প্রথমে তাহা বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়া যাবতীয় উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ আর্থিক উন্নতির ব্যয় মিটাইবার জন্ত কতকগুলি কার্যকরী প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। উপর্যুপরি ৫ বৎসরে মিয়াদী তিনটি পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া উদ্যোক্তারা মোট ১৫ বৎসরে ভারতের আর্থিক উন্নতির বিধিব্যবস্থা সমাধা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ১৫ বৎসরে ঐ পরিকল্পনা বাবদ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। ১০ হাজার কোটি টাকা অর্থ ব্যয়ের কথা শুনিয়া এই পরিকল্পনাকে প্রথমে অনেকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন। কিন্তু উহার উদ্যোক্তারা সকলেই অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যবসায়ী বলিয়া সুপরিচিত। সকল দিক দিয়া যথার্থীতি বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা এই পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্ত উহা যে সর্বধা বিবেচনার যোগ্য সেবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দেশের বর্তমান অবস্থায় এহেন পরিকল্পনার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতার কথা স্মরণ করিয়া আমরা তাহা সকল দিক দিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিব। ভারতের লোকদের নিম্নতম জীবনযাত্রার আদর্শ সম্পর্কে উদ্যোক্তারা যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন প্রথমে আমরা তাহাই বিশ্লেষণ করিব।

ভারতের লোকদের জীবনযাত্রার আদর্শ আলোচনা করিতে গিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতির দিক দিয়া এদেশবাসীর বর্তমান অবস্থা কি এবং এসব দিক দিয়া তাহাদের নিম্নতম মান কি হওয়া উচিত, তাহাই একে একে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমে খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা বলেন, যদিও ভারতবর্ষ একটি কৃষি-প্রধান দেশ তথাপি এদেশের বহু লোক উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আহাৰ করিতে পায় না। যে খাদ্য পায় তাহাও অনেক সময়ে শারীরিক পুষ্টির পক্ষে যথোপযোগী নহে।

(২০১-২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য

[ শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এস-সি ]

জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা অপেক্ষা তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের স্বচ্ছলতার গুরুত্ব অধিক। কারণ পুষ্টিকর খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদের অভাবে রোগ অতি সহজেই মানুষের দেহে প্রবেশ করিতে পারে। এই কথা চিন্তা করিয়া বর্তমান রুশিয়ার জনগণের রাষ্ট্র সর্বোচ্চ দেশের জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে যত্নবান হইয়াছে। ফলে জনগণের বেকার সমস্যা দূর হইয়াছে, তাহাদের আয় অর্থাৎ ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রোগ হইলে বেতনসহ ছুটি, বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ এবং বিনামূল্যে বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। জনগণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি সাধনই সোভিয়েট রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য।

সোভিয়েটের স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যবস্থা আরোগ্য নীতির উপর গড়িয়া ওঠে নাই; গড়িয়া উঠিয়াছে প্রতিরোধ-ব্যবস্থার (Prevention) উপর। প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে পরাজিত করিয়া যদি রোগ স্বাস্থ্যে ভর করে তখন অবশ্য আরোগ্যের উপায় করিতেই হয়। যাহাই হউক, সোভিয়েটের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং আরোগ্য-ব্যবস্থা উভয়ই জগতের অল্প যে কোন দেশের এই দুই ব্যবস্থাকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ আবিষ্কার অসংখ্য দেশে কম হয় নাই বরং জার্মানী ও আমেরিকা সে বিষয়ে শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু তথাপি এই দুই দেশের জনস্বাস্থ্যের ভেতন উন্নতি দেখা যায় না; যেমন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে সোভিয়েট মাত্র কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা লইয়া। ইহার কারণ হইল প্রথমোক্ত দেশ দুইটিতে জনসাধারণের জ্ঞান রাষ্ট্র সেরূপ চিন্তা করে না ও ব্যয় করে না।

সম্প্রতি একটি ইঙ্গ-মার্কিন মেডিক্যাল মিশন রুশিয়ায় গিয়াছিল। সেই মিশনের সভ্য ডাঃ ওয়াটসন জোনসের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

“Life in Russia has been hard; the pleasures have been few. It is true, there is no sign of malnutrition. I searched for evidence of Rickets, but I found none. The children are bright-eyed,

healthy and happy.” (রুশিয়ায় বর্তমান জীবনযাত্রা স্বচ্ছল নহে; আমোদ-প্রমোদ প্রায় নাই। একথা সত্য যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দেখা যায় নাই। আমি রিকট-গ্রন্থ রোগীর সন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। শিশুরা সকলেই উজ্জল-নয়ন, স্বাস্থ্যবান ও হাসিখুসী)।

“The second very vivid impression was the astonishing capacity of the Russian women for hard work...Hundreds of military roads were guarded by women soldiers with tommyguns. Women doctors, women surgeons and nurses worked in the front-line; many of them wore chevrons for multiple wounds. The inspector general of the medical services of the Red Army is a woman. Not only did nurses attend the wounded but in the intervals of the battle they built hospitals.”

“দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল রুশনারীদিগের আশ্চর্য্য শ্রম-ক্ষমতা...টমিগান লইয়া তাহারা দলে দলে পথ পাহারা দিতেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে নারী চিকিৎসক, অস্ত্রোপচারক, এবং নার্সিং কাজ করিতেছিল; তাহাদের অনেকেরই দেহে অনেকগুলি আহত স্থান বাঁধা। লালকোজের চিকিৎসা বিভাগের প্রধান ইন্সপেক্টর একজন নারী। নাসেরা যে শুধু আহতের শুশ্রূষা করিতেছিল তাহাই নয়; অবসর সময়ে তাহারা হাসপাতাল নির্মাণও করিতেছিল।”

“An astonishing fact is the high standard of surgery which has been achieved in a country where the full developments are so young, where contacts with surgery of other countries are so limited....Much of their work is better than ours, their specialisation is excellent, their training of medical students is more thorough, their organisation of surgical services is superb.”

“যে দেশ উন্নতির পথে বেশী দিন অগ্রসর হয় নাই এবং যে দেশের অস্ত্রোপচার বিজ্ঞানের অসংখ্য দেশের বিজ্ঞানের সঙ্গে সংস্পর্শ অতি সীমাবদ্ধ, সেখানে অস্ত্রোপচার বিভাগ এতখানি উৎকর্ষ অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়!....তাহাদের কার্যকলাপের অনেক-

খানিই আমাদের অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর, তাহাদের বিশেষজ্ঞতা ক্রটিহীন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছাত্রদিগের শিক্ষা গভীর, অস্ত্রোপচার সমিতির সংগঠন অতি সুন্দর।”

কিরূপে এই সকল ব্যাপার সম্ভব হইল তাহা দেখা যাউক। সোভিয়েট রাষ্ট্রে মাতার গর্ভাবস্থা হইতেই শিশু ও মাতার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে কর্তৃপক্ষের প্রধান লক্ষ্য শিশু আলোক, বাতাস এবং জলের সাহায্যে যাহাতে স্বাস্থ্য গঠন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। সঙ্গে সঙ্গে মাতার প্রতিও যথেষ্ট লক্ষ্য থাকে। তাহাদের নীতি হইল, ‘পুত্রের জন্ম মাতাকে ও মাতার জন্ম পুত্রকে রক্ষা করা’ (To preserve the mother for the child and the child for the mother.)। সোভিয়েটে প্রতি ঘণ্টায় আটশত শিশু অর্থাৎ বৎসরে সত্তর লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে। সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহাদের প্রত্যেকের জন্ম, জামা কাপড়, মোজা জুতা, শয্যা ও চুকের ব্যবস্থা করিয়াছে ও হাজার হাজার শিশুপালন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেক জিলায় প্রত্যেক কারখানার নিকট এবং প্রত্যেকটি বসতির নিকট এইরূপ প্রতিষ্ঠান আছে। যে সকল গ্রামে এখনও প্রতিষ্ঠান হয় নাই সেখানে মোটরে বা রেলের সাহায্যে চলন্ত একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রস্তুতি ও প্রস্তুতের জন্ম গিয়া থাকে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে সারা রুশ সাম্রাজ্যে মাত্র ৬৮২৪ জন প্রস্তুতি চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। আজ সেই স্থানে ১২০০০০ জনের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রসবের পূর্বে ৩৫ দিন এবং পরে ২৮ দিন প্রস্তুতিরা পূর্ণ বেতনে ছুটি পাইয়া থাকে এবং প্রত্যেকে একটি চিকিৎসক ও একটি নাসের সাহায্য পাইয়া থাকে। রুগ্ন বা দুর্বল মাতাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্তনে পাঠানো হইয়া থাকে। কোন কিছুই পিতা বা মাতাকে এক কপর্দকও ধরচ করিতে হয় না। ব্যয়ভার রাষ্ট্রের। বরং যে সকল স্ত্রীলোক মাসিক তিন শত রুবল (১ রুবল ২০/০ আনার সমান) পর্য্যন্ত বেতন পায়, তাহারা প্রত্যেক শিশু প্রসবের পর ৪৫ রুবল পুরস্কার পায় এবং শিশুর জন্মের পর নয় মাসকাল দশ রুবল করিয়া অতিরিক্ত বেতন পাইয়া থাকে। সপ্তম শিশু যদি কাহারও হয় তাহা হইলে শিশুর জন্মকাল হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতা প্রতি বৎসরে দুই হাজার রুবল পুরস্কার পাইয়া থাকে। আরও সম্মান প্রসব করিলেও এইরূপ পুরস্কার মাতা পাইয়া থাকে। কাহারও যদি একাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে

সরকার তাহাকে প্রথমে পাঁচ সহস্র রুবল পুরস্কার দিয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর তিন সহস্র রুবল দিয়া থাকেন।

অসুস্থতা অবস্থায় এবং প্রসবের পরে নারীশ্রমিকদিগকে রাত্রে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। লঘু কাজের ব্যবস্থা হয় তাহাদের জন্য। আজ সোভিয়েটে ৪৩৮৪টি মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। বর্তমানে রুশিয়ায় ৪৩৮৪টি শিশু-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান আছে—যে ক্ষেত্রে জারতন্ত্রে ছিল মাত্র নয়টি। স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১৯৩৭ সালে ব্যয় হয় ১২৭১০০০০০০ রুবল। মাতা যখন কর্মস্থানে যায়, পুত্রেরা যায় নার্সারি বা কিণ্ডারগার্টেনে। এই সকল স্থানে শিশুদের উপযুক্ত আসবাবপত্র, পুস্তক এবং অত্যন্ত দ্রব্য দিয়া এক একটি শিশু-জগৎ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সরকারী অভিজ্ঞ শিশুতাত্ত্বিকেরা এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিশুদের আরাম, বিরাম, খেলাধুলা, ভোজন ও শিক্ষার অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৭ সালে নার্সারি শিশুর সংখ্যা ছিল ৪০০০০০০।

রুশিয়ায় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাৎসরিক প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনার দ্বারা হইয়া থাকে। ১৯১৩ সালে রুশিয়ায় চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ১৯৭৮৫, ১৯৩৭ সালে সেই স্থানে হইল ১৩২০০০। এই বৃদ্ধি শুধু শ্বেত রুশিয়ায় সীমাবদ্ধ নহে; বরং অরুশীয় জাতিগুলিতেই বৃদ্ধির পরিমাণ অধিক। আজরবৈজ্ঞানে বিপ্লবের পূর্বে ছিল মাত্র ২৯১ জন চিকিৎসক। ১৯৩৭ সালে সেখানে চিকিৎসকের সংখ্যা হইল ২৪৮০। তাজিকস্থানেও সংখ্যা দাঁড়াইল ১৩ হইতে ৩৭২ জন।

১৯৩৭ সালে সরকারী ব্যয় হইতে ১০,৩০০,০০০,০০০ রুবল জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইল (জার আমলের ব্যয়ের ৭৫ গুণ)। মাথাপিছু ব্যয় দাঁড়াইল বৎসরে ৬০ রুবল (জারের আমলে ছিল ৯০ কোপেক)।

রুশিয়ায় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলিতে বুঝায়, শ্রমিক স্বাস্থ্যরক্ষা (Industrial hygiene and labour protection), বাসগৃহ ব্যবস্থা (Housing), নগরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং পুষ্টির খাতি ব্যবস্থা। বহু স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান আজ সোভিয়েটে গড়িয়া উঠিতেছে। তাহারা সহযোগিতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশের জনকল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বদা নজর রাখা যাহাতে চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলিতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট মনোবোগ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্যামফ্লেট, পোষ্টার, হাণ্ডবিল, পুস্তক, পত্রিকা, প্রদর্শনী ও সিনেমার সাহায্যে জনগণকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকে।

আধুনিক যন্ত্রযুগের উপযুক্ত কৃষি ব্যবস্থা ও শ্রমশিল্প গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে নগরগুলির স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা যন্ত্রযুগের উপযুক্ত করিয়া তোলা হইতেছে। নিত্য নূতন নগর নির্মিত হইতেছে এবং পুরাতন নগরগুলির নবজন্ম দান

করা হইতেছে। জারের আমলে কলের জল-ব্যবস্থা ও কলের পায়খানা-ব্যবস্থা ছিল যথাক্রমে ২২২টি ও ৩৩টি নগরে। যে অঞ্চলে অভিজাত শ্রেণীর বসতি শুধু সেই অঞ্চলেই কলের বন্দোবস্ত ছিল। ১৯৩৮ সালে সারা অঞ্চল ব্যাপী কলের জলের ব্যবস্থা হয় ৩৮৩টি নগরে। কলের পায়খানা হয় ১১২টি নগরে। আজ সোভিয়েটে বস্তিগুলিকে নিঃশেষ করিয়া ফেলা হইয়াছে। শ্রমিকদিগের জন্য আলোকিত ও বাতাসপূর্ণ পাকা বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্বে আর্মিনিয়া, দাগিস্থান ও তাতার দেশে জলের কল ছিল না। বর্তমানে আর্মিনিয়া গণতন্ত্রে ৫০টি গ্রাম জুড়িয়া ১০৮৬৪ জন অধিবাসীর জন্য সাড়ে নিরানব্বই মাইল ধরিয়া ৩৪টি জলবাহী নল (water main) নির্মিত হইয়াছে। দাগিস্থানে এইরূপ ১৬১টি নল হইয়াছে। তাতারে এইরূপ ৪৭টি নলের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। সোভিয়েট শাসনে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত ৬৪৬০০০,০০০ বর্গ ফিট ভূমি লইয়া বাসস্থান নির্মাণ করা হইয়াছে।

সোভিয়েট শাসনে জনসাধারণের খাতির পরিমাণ ও গুণবাচক উন্নতি কম হয় নাই। ১৯৩৮ সালে ১৪,৮০০,০০০,০০০ রুবল মূল্যের খাতদ্রব্য উৎপাদিত হইয়াছিল (জার আমলের ছয় গুণ)।

সোভিয়েটে আজ প্রত্যেকে গড়ে দৈনিক ১০০ গ্রামের অধিক এলবুমেন পাইয়া থাকে। জনসাধারণের ভোজনালয়গুলি অতি অল্পমূল্যে খাত বিতরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেকটি ভোজনালয়ে পুষ্টির খাতির তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক কারখানা ও যৌথকৃষি প্রতিষ্ঠানের সহিত এইরূপ ভোজনালয় আছে। প্রায় ২০,০০০,০০০ জন লোক এই জনসাধারণের ভোজনালয় হইতে ভোজন করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মাসিক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের ক্রয় করিবার শক্তিও বাড়িতেছে। ১৯৩৩ সালে শ্রমিকদের মোট আয় ছিল ৩৪,৯৫৩,০০০,০০০ রুবল; ১৯৩৮ সালে হইল ৯৬,৪২৫,০০০,০০০ রুবল অর্থাৎ বাৎসরিক গড় আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৩৩ রুবল হইতে ৩৪৭৭ রুবল হইল। এই সকল উন্নতির ফলে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা সোভিয়েটে আজ অর্ধেক হইয়া গিয়াছে। তাহাদের দৈর্ঘ্য গড়ে একইঞ্চি ও ওজন গড়ে সাড়ে এগার পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কারখানা সংলগ্ন ৭৬৩১টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান আছে। কারখানার স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রমিক বসতিগুলির উন্নতি ব্যবস্থার ভার এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর। জটিল রোগ হইলে রোগীদিগকে জেলার কেন্দ্রীয় পলিক্লিনিকে বা হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল স্থানে আধুনিকতম যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসা হইয়া থাকে। সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করিয়া থাকেন। পলিক্লিনিকের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় সাড়ে সাত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নগরের পলিক্লিনিকগুলি দৈনিক প্রত্যেকে ১০০০ হইতে ৪০০০ পর্য্যন্ত রোগীর চিকিৎসা

করিয়া থাকে। জারের আমলের যৌনব্যাদি-প্রস্রাব সংখ্যা আজ কমিয়া দশ ভাগের এক ভাগে দাঁড়াইয়াছে ও নূতন যৌনরোগী আর দেখাই যায় না। এই উন্নতির মূলে হইল দেহ-বিক্রয়বস্তির বিলোপসাধন। দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা মিটিয়া যাওয়ার জন্য স্ত্রীলোকদিগের দেহ-বিক্রয়ের প্রয়োজন হয় না। যক্ষ্মারোগ ও আজ শতকরা ৮৩ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। হাসপাতালের সংখ্যা ১৯৩৭ সালের হিসাবে দেখা যায় ৩৯৬০০০ (জার আমলে ছিল ৮৯২০০)। সুনীলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, এক একটি কারখানা সংলগ্ন হাসপাতালের বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ১০ লক্ষ রুবল। এক একটি হাসপাতালে ন্যূনাধিক একশতজন চিকিৎসক ও শিক্ষক কাজ করিয়া থাকেন।

সোভিয়েটের একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হইল শ্রমিক ও কৃষকদিগের জন্য স্বাস্থ্যাবাস নির্মাণ ব্যবস্থা। ট্রান্সককেশিয়া, ইউক্রেন ও ওডেসাতে এইরূপ বহু স্বাস্থ্যাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। উদর ব্যাদি সংক্রান্ত রোগীদিগের জন্য ক্রিমিয়ায়, ককেশিয়ায়, কৃষ্ণ-সাগরের উপকূলে এবং সাইবিরিয়ায় ধাতব প্রস্রবনের নিকটে স্বাস্থ্যাবাস গঠিত হইয়াছে। উত্তর ককেশিয়া, মধ্য ও সুদূর পূর্ব রুশিয়ায় স্নানাগার (Bathing Resorts) নির্মিত হইয়াছে। ষ্টেপ ভূমিতে ঘোটক চুরের অঞ্চল বলিয়া একটি অঞ্চল আছে (Mare's milk district); সেখানকার জলবায়ু ও কুমিসের (kumiss—ঘোটক চুরের একপ্রকার খাত) সাহায্যে যক্ষ্মারোগীর কুসুম সবেল করা হইয়া থাকে। একজাতীয় স্বাস্থ্যাবাস আছে যেগুলিতে দৈনিক কাজকর্মের পর অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যপূর্ণ খাত ও আবহাওয়ার এবং স্বাস্থ্যদায়িনী নিদ্রার ব্যবস্থা করা হয়। রুগ্ন শিশুদিগের জন্য ও বনানী বিদ্যালয় (Forest School) বলিয়া একজাতীয় স্বাস্থ্যাবাস আছে। প্রকৃতির সুন্দর আবহাওয়ায় চিকিৎসার সাহায্যে তাহারা শীঘ্রই সুস্থ ও সবেল হইয়া উঠে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোনরূপ আবাসেই রোগীকে ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না এবং প্রত্যেকটি আবাসে সকলেরই অব্যাহতি। ১৯৩৭ সালে আবাসগুলি মোট ৮০০০০ রোগীর সেবা করিয়াছিল। (জারের আমলে বাৎসরিক ধনী রোগীর সংখ্যা ছিল ৩০০০)। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় উৎসাহ দিতে সোভিয়েট সরকার অত্যন্ত তম। ব্যায়ামাগারগুলি বৎসরে মোট দুই কোটি ছাত্রের স্বাস্থ্য গঠন করিতে সাহায্য করে। খেলা ও ব্যায়াম শিশুদিগকে শ্রমসহিষ্ণু বীর যুবকে পরিণত করিয়া জীবনযাত্রার পথে আগাইয়া দেয়। আজ দেশরক্ষার আহ্বানে দেখা গিয়াছে যে, যুবকদের দৈর্ঘ্য ১'০৭ ইঞ্চি, ওজন ৫ পাউণ্ড ও ছাতি ৬ ইঞ্চি গড়ে বাড়িয়াছে। এদিকে বাৎসরিক রোগজনিত মৃত্যুর হার কমিতেছে, জন্মের হার বৃদ্ধি পাইতেছে। সোভিয়েটের এই স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা ধন-তান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে সর্বথা অনুকরণযোগ্য।

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### নূতন মূলধন বিনিয়োগের অনুমতি

মূলধন বিনিয়োগ বিধান প্রবর্তনের পর প্রথম ছয় মাসে সর্বসাকুল্যে ২০ কোটি টাকা নূতন মূলধন বিনিয়োগের জন্য মোট ৫০৭ খানি আবেদন পেশ করা হয়। তন্মধ্যে ৪৪৬টি আবেদনে সর্বসাকুল্যে ১৫ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যে সকল আবেদনে সম্মতি দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে বঙ্গশিল্প সম্পর্কে ৬৮টি, সোহা ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে ৫৭টি, ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্প সম্পর্কে ৬৩টি প্রস্তাব আছে।

### কয়লা খনিসমূহে শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থা

প্রকাশ, কয়লা খনির শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রতি টন কয়লার উপর চারি আনা হারে কর বসাইয়া কেন্দ্রীয় সরকার একটি শ্রমিক কল্যাণ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। শীঘ্রই এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আদেশ জারী করা হইবে বলিয়া অনুমান করা বাইতেছে। প্রতি টন কয়লার উপর ১০ আনা হারে কর বসাইলে উক্ত ভাণ্ডারের জন্য বার্ষিক প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে। এতদ্ব্যতীত খনি মালিকদিগকে অতিরিক্ত মুনাফা কর আইনের বিধান হইতেও অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

### মিত্রপক্ষীয় সাহায্য ও পুনর্গঠন ভাণ্ডার বনাম ভারতবর্ষ

সম্প্রতি “ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইণ্ডাস্ট্রি”র কমিটি ভারত সরকারের নিকট এক প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ভারতভূমি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত অথবা শত্রু কর্তৃক অধিকৃত দেশ না হইলেও দুঃখ-হুর্দশা, অনশন এবং সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জব্যের অভাবের দিক হইতে ভারতবর্ষের অবস্থা শত্রু অধিকৃত দেশের সমতুল্য। এরূপ অবস্থায় মিত্রপক্ষীয় সাহায্য ও পুনর্গঠন ভাণ্ডারে চাঁদা দিবার ভার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অর্পণ করা একান্ত অত্যাচার। এসম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষীয় সাহায্য দান ও পুনর্গঠন পরিষদ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মিঃ ডিন এ্যাকিসন স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, আত্যন্তরীণ সাহায্য দান ব্যবস্থা লইয়া ভারতবর্ষকে এরূপ বিব্রত থাকিতে হইবে যে, যুদ্ধবিশেষ জাতিসমূহের সাহায্যক্রমে চাঁদা দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবই করিন, এসম্পর্কে কমিটি ভারত সরকারের নিজের উজ্জ্বল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভারত সরকার ইতিপূর্বে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, গড়পড়তা আয়ের অতি নিম্ন হার এবং যুদ্ধজনিত কারণে আর্থিক এবং অস্ত্র প্রকার কতি ও অস্ত্রবিধার দিক হইতে ভারতবর্ষের অবস্থা অস্ত্র দেশ হইতে পৃথক। কাজেই ভারত সরকার জাতিয়তঃ চাঁদার ভার বহন

করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। কমিটির পক্ষে এ-সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের আচরণে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, খসড়া চুক্তি কেন্দ্রীয় পরিষদে উপস্থাপিত না করিয়াই গভর্ণমেন্ট পরিষদকে উহা অনুমোদন করিতে বলিয়াছেন। অথচ ওয়াশিংটনস্থ ভারত সরকারের প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই উহা দস্তখত করিয়াছেন।

### ঘাটুতি এলাকার খাত প্রেরণ

গত ১৩ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘাটুতি প্রদেশ-সমূহে মোট ৪০,২০০ টন খাত শস্ত প্রেরিত হইয়াছে। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রেরিত খাদ্য শস্তের পরিমাণ ছিল ৪০,৪০০ টন। বর্তমান মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যে খাদ্যশস্ত প্রেরিত হইয়াছে তন্মধ্যে বাংলাদেশ ১৬,৭০০ টন, বোম্বাইয়ে ১৫,৭০০ টন এবং ত্রিবাঙ্গুর-কোচিনে ২,১০০ টন।

### আন্তর্জাতিক সমবায় ব্যবস্থা

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন নগরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমবায় আন্দোলনের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই

সম্মেলনের পক্ষ হইতে একটি আন্তর্জাতিক কো-অপারেটিভ ট্রেডিং এন্ড ম্যানুফেকচারিং এসোসিয়েশন গঠনের জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে। সম্মেলনের আর একটি প্রস্তাবে মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধোত্তর সাহায্য দান ও পুনর্গঠন পরিষদেও একটি কো-অপারেটিভ বিভাগ খুলিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। এই বিভাগ একটি কেন্দ্রীয় বনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া যুদ্ধবিশেষ দেশ-গুলির কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহকে সাহায্য করিবে। আর একটি প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের বাধা ও অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের এবং একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সর্বপ্রকারে দমন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

### কলিকাতা নগরীকে ম্যালেরিয়া শূন্য করিবার প্রচেষ্টা

প্রকাশ, কলিকাতা এলাকা হইতে স্থায়িতাবে ম্যালেরিয়া দূর করার উদ্দেশ্যে সহরের উপকণ্ঠস্থ ‘সেন্ট লোক’ অঞ্চলের জমি উদ্ধারার্থ একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ক্যালকাটা ইম-

### —যে সকল তথ্য আপনার আস্থা আনিবে—

ত্রয়োবিংশতিতম ত্রৈবার্ষিক হিসাব নিকাশে দেখা যায়

উন্নততর মৃত্যুর হার—

এবং ব্যয়ের হার হ্রাস পাইয়াছে।

শতকরা ৩ টাকা সুদের হারে কোম্পানীর দেনাপাওনার হিসাব করিয়াও আলোচ্য তিন বৎসরে নেট লাভের পরিমাণ ১,৫০,৮৮,০৯২ টাকা। তদ্বারা বীমাকারীদের তহবিলে বাড়িয়াছে আরও ৫৪ লাখ টাকা।

বোনাস

যোষণা

আজীবন বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১২১০ টাকা।

মেয়াদী বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১০ টাকা।

## ও রি য়ে টা ল

গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

স্থাপিত

১৮৭৪ সাল

ব্রাঞ্চ অফিস—ওরিয়েন্টাল

এসিওরেন্স বিল্ডিংস্

হেড অফিস

বোম্বাই

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ফোন কলিঃ ৫০০

## ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

কোন : কলিঃ ৪১০১

টেলিগ্রাম : “ক্লিয়ারিং”

হেড অফিস—৮নং লায়ন্স রোড, কলিকাতা।

বিশিষ্ট ডিরেক্টর বোর্ড পরিচালিত সম্ভ্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

প্রতি ১০০০ টাকার পেন্সন সার্টিফিকেটে ২০০০ টাকা পাওয়া যায়।

অত্যাশ্রয় নূতন স্কীমের জন্য আজই পত্র লিখুন :—

ব্রাঞ্চ :—ঢাকা, চাইবাসা (B. N. R.), চক্রধরপুর (B. N. R.), রাইপুর (C. P.), কীশোরপুর (ঢাকা), আলোরিয়া (ফরিদপুর), বোম্বাই, মবদীপ ও দক্ষিণ কলিকাতা।



ক্লভমেন্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মি: সি, ডাব্লু পার্ণারকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। প্রকাশ, মি: গার্নার ইতিমধ্যেই এসম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং পরিকল্পনাটি বর্তমানে কমিটির বিবেচনাধীন। প্রকাশ, পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিতে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

### বোম্বাইয়ে হাস-মুরগীর মাংসাহার নিয়ন্ত্রণ

হাস, মুরগী প্রভৃতির মাংস ব্যবহার হাস কলে সম্প্রতি বোম্বাই সরকার আদেশ জারী করিয়াছেন যে, আগামী ৩১শে জাম্মায়ী হইতে সোমবার এবং শুক্রবার বোম্বাইয়ের কোন হোটেল, ক্লাব, ভোজনাগার, রেস্টোরাঁ, রেলওয়ে রিক্রেশনমেন্ট রুম বা রেলের রেস্টোরাঁ গাড়ীতে হাস মুরগীর মাংস ব্যবহার করা যাইবে না।

### গভর্ণমেন্ট কর্তৃক কর্পোরেশনের আয়ের হিসাব তলব

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের উপর এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, গত ১৯৪২-৪৩ সালে এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরের গত ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত প্রতি মাসে ট্যাক্স ও অন্যান্য দফায় কর্পোরেশনের কত আয় হইয়াছে পৃথক পৃথকভাবে এবং গত ৩১শে ডিসেম্বর কর্পোরেশনের তহবিলে কত টাকা ছিল সবিস্তারে তাহা উল্লেখ করিয়া একটি হিসাব দাখিল করিতে হইবে।

### সেন্ট্রাল জুট কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

গত ২০শে জাম্মায়ী তার ফিরোজ এম খারেরাটের সভাপতিত্বে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির শীতকালীন অধিবেশনে ঢাকায় অবস্থিত জুট এক্সিক্যালচারেল রিসার্চ লেবোরেটোরিজ-এর প্রসার ও পুনর্গঠনের জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকা গবেষণাগারকে সেন্ট্রাল স্টেশন করিয়া ইহার ছয়টি শাখা স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। যুদ্ধান্তে বাঙ্গলা সরকার যদি ঢাকার কেন্দ্রীয় গবেষণাগারটি স্বহস্তে গ্রহণ করেন তাহা হইলে সেন্ট্রাল স্টেশন নারায়ণগঞ্জে স্থানান্তরিত করা হইবে এবং তথায় একটি বৃহৎ কৃষি কার্য করিয়া কাজ আরম্ভ করা হইবে। পরিকল্পনায় কিশোরগঞ্জ, রংপুর, বর্ধমান, চাঁদপুর ও যশোহরে পাঁচটি ছোট ছোট কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের কথাও পরিকল্পনায় যথোচিতভাবে অধিবেশন করা হইয়াছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিতে হইলে এককালীন ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং বার্ষিক প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় হইবে। এই অর্থের জন্য যথাসময়ে ভারত সরকারের নিকট আবেদন করা হইবে। উক্ত পরিকল্পনায় বাঙ্গলা সরকারের বিবেচনার্থে এই মর্মে একটি সুপারিশ করা হইয়াছে যে, যুদ্ধান্তে হঠাৎ পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে বাহাতে পাটের বীজ সরবরাহ করা সম্ভব হয় তজ্জন্য একটি বীজ সংরক্ষণ ভাণ্ডার গঠনের।

জন্য ১৮ লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হউক। এই সম্পর্কে ১৯৪৪ সালের আবাদ শেষ হইলে উদ্ভূত সমগ্র বীজ কিনিয়া রাধিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কমিটি আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, সম্মিলিত ব্যবস্থায় পাট বিক্রয় ও চালান দেওয়া সম্পর্কে উপায় উদ্ভাবনের জন্য গভর্ণমেন্টের অবহিত হওয়া উচিত। কমিটির হেড কোয়ার্টারে একটি “জুট মিউজিয়াম” স্থাপনের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

### যুদ্ধান্তর কালের সমস্যা

যুদ্ধান্তে পাটকে যে দুইটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে কমিটি তাহাও বিবেচনা করেন। একটি হইল পাটের পরিবর্তে যে সকল জিনিষ ব্যবহৃত হইবে তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং অপরটি হইল পাটশুল্ক নিয়ন্ত্রণ।

### কারখানা শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা

কারখানার কার্য পরিচালন সম্পর্কিত আইনের ১৯৪২ সালের যে রিপোর্ট সম্মতি



বাণীপুজার দিনে আমরা জানাতে আনন্দ বোধ করছি যে লিখে থারা নাম করেছেন তাঁদের অনেকেরই কলমে থাকে পার্ক ইন্ক।

“আম্রকাল লিখছি পার্ক ইন্কে। শুধু দিশি বা সত্তা বলে নয়, শুণেও দামী বিদেশী কালির সঙ্গে টেকা দিতে পারে বলে।”

— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

“পার্ক ইন্কে লিখলে খারাপ লেখা ভালো না হোক, ভালো কলম যে কখন খারাপ হয় না এটুকু জোর করে বলা যায়।”

— প্রেমেন্দ্র মিত্র

“পার্ক ইন্কে লিখে দেখছি কালি বেশ ভাল। দামী বিদেশী কালির বদলে এই কালি ব্যবহার করতে কিছুমাত্র অস্ববিধে বোধ করছি না।”

— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

“পার্ক ইন্ক ব্যবহার করে খুশি হলুম। এর বর্ণ মিশ্র, প্রবাহ স্বচ্ছন্দ, লেখনীর সঙ্গে অক্লান্ত সহযোগিতা লেখকের পক্ষে তৃপ্তিকর।” — বুধদেব বসু

দাঁত এম্বেসি সোসাইটি

পার্ক ইন্কে সোসাইটি

অ্যাকাডেমিক ম্যাসক্যাকচারিং ওয়ার্কস্। এজেন্টস্:— ক্যালকাটা সিটি কমার্শিয়াল কোম্পানী লিমিটেড, ১৪১২, ওল্ড টানাওয়াজার স্ট্রিট, কলিকাতা

প্রকাশিত হইয়াছে তদুপে জানা যায় যে, ১৯৪২ সালে ভারতের কারখানাসমূহে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২২ লক্ষ ৮১ হাজার ৫০৬ হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে উক্ত সংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৭৭।

### ‘লীডার’ পত্রিকার শেয়ার ক্রয়

প্রকাশ, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ডালমিয়া এলাহাবাদের বিখ্যাত ‘লীডার’ পত্রিকার অবিকাংশ শেয়ার ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ফলে শীঘ্রই উক্ত পত্রিকার পরিচালন ব্যাপারে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

### স্বার বিশ্বেশ্বরায়ার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

দেশের উৎপাদন এবং জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির জন্য পল্লী অঞ্চলে শিল্প সংগঠনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি স্বার বিশ্বেশ্বরায়ার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্প বিশেষ করিয়া কুটার-শিল্প স্থাপন করিয়া এবং চলুতি শিল্পগুলির পরিণত বৃদ্ধি করিয়া কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির উপর পরিকল্পনায় খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্ষ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ, কলসাদির উৎপাদন, সুরঙ্গী পালন, তৈয়ারী স্থাপন, বিদ্যুৎ তৈয়ারী, খাদ্যাদি টিনজাত করিয়া সংরক্ষণ বস্ত্র বয়ন, চামড়ার কুজ, অলঙ্কারাদি নির্মাণ, স্বত্বধর ও গৃহাদি নির্মাণের কার্যাদি, তরিতরকারীর চাষ এবং পশু পালন ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের কথা পরিকল্পনায় উল্লিখিত হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলকে স্বরম্পূর্ণ করিবার জন্য পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কয়েকটি গ্রাম একত্র করিয়া এক একটি ইউনিট স্থাপনের কথাও বলা হইয়াছে।

### গৃহ-দেবতার ভোগে রেশন মিলিবে না

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার সেক্রেটারীর পত্রের জবাবে কলিকাতা এলাকার রেশনিং কম্প্ট্রোলার জানাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দুদের গৃহ-দেবতার ভোগের জন্য কোন রেশন কার্ড দেওয়া হইবে না। সম্প্রতি সাংবাদিক বৈঠকে মিঃ সুরাবর্দীও এই ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছেন।

### কর্জ ইজারা সাহায্য ও ভারতের প্রতিদান

ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন ব্যতিরেকে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সকল জব্যগস্তার আমদানী করা হইতেছে, তাহা সমস্তই ভারতের হিسابে ভারতের পক্ষ হইতে আনা হইতেছে।

### ভারতে আমদানীকৃত জব্যাদি

কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থাসূত্রে ভারতবর্ষে চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম ও ঔষধ, অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্র কারখানার সাজসরঞ্জাম, মোটর পাড়ী ও উহার অংশসমূহ, মোটরের তৈল, নানাবিধ যন্ত্রপাতি, কলকল্লা ও বিজলীর সাজসরঞ্জাম, এ আর পির প্রয়োজনীয় জব্যাদি, বেতার যন্ত্র, ইঞ্জিন, জাহাজ, জাহাজ ঘাটার সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক জব্যাদি

ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রভৃতি আমদানী করা হইতেছে। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থা অস্থগারে আমেরিকার নিকট ৪৭ কোটি টাকা মূল্যের মাল চাওয়া হইয়াছিল।

### প্রতিদানমূলক সাহায্য

প্রতিদানমূলক সাহায্য হিগাবে এদেশে মার্কিন সেনাদলকে বাসের জন্য এবং অফিসাদি খোলার জন্য ঘরবাড়ী, বিমান কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অমি, খাদ্যদ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ, চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম ও ঔষধ, যাতায়াতের সুবিধা, ডাক-বিভাগের সুবিধা, বেতার বার্তা প্রেরণের সুবিধা, জাহাজ ঘাটা এবং বন্দর প্রভৃতি ব্যবস্থার এবং জাহাজ মেরামতের সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

### কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্য মজুত সম্পর্কে

#### নতুন আদেশ

ইতিপূর্বে বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে আদেশ জারী করা হইয়াছিল যে, কলিকাতা এলাকার রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর মাথাপিছু (বয়স্কদের জন্য) ১ মণ ১৬ সেরের অধিক খাদ্যশস্ত্র মজুত রাখা যাইবে না। কিন্তু সম্প্রতি আবার আদেশ জারী করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য ১৪ সের এবং ছুই হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক শিশুর জন্য সর্বসাকুল্যে

৭ সেরের অধিক খাদ্যশস্ত্র মজুত রাখা যাইবে না। প্রাপ্তবয়স্ক এবং সকল বয়সের শিশুর জন্য চিনি মাথাপিছু এক সের মজুত রাখা যাইবে। উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্যশস্ত্র বা চিনি রাখিতে হইলে তৎক্ষণ লাইসেন্স লইতে হইবে।

### হস্তনির্মিত কাগজ শিল্পে সরকারী সাহায্য

হস্তনির্মিত কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সাহায্যদানের জন্য বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। টাকা খেলার আড়িয়ল নামক স্থানে এখনও অনেক কাগজী-পরিবার হাতে কাগজ তৈরী করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্যদান করা হইবে—  
(১) উন্নত ধরণের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য অগ্রিম অর্থদান, তৈয়ারী কাগজের দাম হইতে উহা শোধ হইবে; (২) খরিদ মূল্যে রাসায়নিক জব্য সরবরাহ; (৩) তৈয়ারী কাগজ বিক্রয় করিবার সুযোগ সুবিধা দান; (৪) উন্নত ধরণের কাগজ তৈয়ারী করিবার জন্য কারিগর-বিগকে শিক্ষা দান। ৭নং কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে বাঙ্গলার শিল্প দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর ডাঃ এ করিমের নিকট আবেদন করিলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি জানিতে পারা যাইবে।

## মাইকানাইট !

প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইকা সিট, টিউব, “ডি” রিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইণ্ডিয়ান ফোর্স ডিপার্টমেন্ট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

## মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড  
১২, চৌরঙ্গী ফোরার, কলিকাতা।

## শিলং ব্যাঙ্কঃ

—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : “Shilbank”  
ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## বাংলার আইন সভার সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব

প্রকাশ, বঙ্গীয় আইন পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

### সাইকেলের মূল্য নির্ধারিত

সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকার সাইকেলের মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

### অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতের হাই কমিশনার নিয়োগ

প্রকাশ, ভারত সরকার অষ্ট্রেলিয়ায় একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পদের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তির নাম শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

### যুক্ত প্রদেশে ৬০ হাজার টন গম উদ্ধৃত

যুক্ত প্রদেশে আরও ৬০ হাজার টন গম উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই গম হইতে বাংলাদেশ ১০ হাজার টন, বোম্বাই ১৮ হাজার টন এবং বিহার ২,৫০০ টন পাইবে।

### কোচিন ও মালাবার অঞ্চলে খাদ্যভাব

সার্ভেট অব ইণ্ডিয়া সমিতির সভাপতি পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ কুঞ্জর মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, উক্ত অঞ্চলে প্রায় এক কোটি লোক অর্ধাশ্বাসে দিন কাটাইতেছে। খাদ্যসম্পদ আরও শোচনীয় হইয়া উঠিবে বলিয়া লোকের আতঙ্ক ও হুঃশিঙ্কার অন্ত নাই।

### বৎসরে প্রায় এক কোটি গো-হত্যা

বৎসরে প্রায় এক কোটি গবাদি পশুহত্যা করার ফলে দেশের গো-সম্পদ যেভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটী হলে নিখিল ভারত গো-রক্ষা কমিশনীর সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সভায় গৃহীত আর একটি প্রস্তাবে গর্ভবতী কিম্বা দুগ্ধবতী পশু এবং ৯ বৎসরের কম বয়স্ক গো-মহিষাদির হত্যা বন্ধ করিবার জন্য প্রাদেশিক গভর্নমেন্টকে অহরোধ জানান হইয়াছে। প্রত্যেক সহর এবং গ্রামে পর্যাপ্ত পরিমাণে চারণভূমির ব্যবস্থা এবং দেশে পশু চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গভর্নমেন্টকে অহরোধ জানান হয়।

### যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে ইঞ্জিনিয়ার- দের বৈঠক

সম্প্রতি ভারত সরকারের আঁহানে কলিকাতায় বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদের পাঁচদিনব্যাপী এক বৈঠকে যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন ব্যবস্থা হিসাবে গভর্নমেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ এবং বেসরকারী ইলেকট্রিক কোম্পানীগুলি যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্পর্কে বিবেচনা করা হয়। এ সম্পর্কে গভর্নমেন্টকে বিস্তারিত পরামর্শ দানের জন্য একটি টেকনিক্যাল পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে।

### বেকারদের তালিকা রাখার নতুন ব্যবস্থা

সম্প্রতি বাংলা সরকার এক প্রেসনোট প্রকাশ করিয়া জানানাইয়াছেন যে, কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের নানা স্থানে বিমান আক্রমণের পর খবর দিবার জন্য যে ৫১টি আফিস আছে, তাহাতে কেরাণী এবং দক্ষ ও অনভিজ্ঞ চাকুরীপ্রার্থীদের নামের একটি তালিকা রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। চাকুরীর উমেদারগণ নিজ নিজ অঞ্চলে অবস্থিত বিমান আক্রমণের পর খবর দিবার আফিসে শিক্ষাদীকার ও অভ্যস্ত গণাগণের বিস্তৃত বিবরণসহ বেন নাম লেখান। সরকারী বা অন্য কোনরূপ যোগ্য চাকুরী খালি হইলেই তাহাদিগকে জানান হইবে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে এবং এই ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইলে যুদ্ধের পর যে সব লোক বেকার হইয়া পড়িবে তাহাদিগের চাকুরী জোগাড় করার কাজে ইহা বিশেষভাবে কাজে লাগিবে। বর্তমানে ভারত সরকার দক্ষ শ্রমিক বিনিময়ের যে ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহা তাহাতেও কাজে লাগিবে।

### ভারতীয় ষাটবিজ্ঞা ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক সভা

সম্প্রতি কলিকাতায় ভারতীয় খনি, ভূতত্ত্ব ও ষাটবিজ্ঞা ইনষ্টিটিউটের সাধারণ বার্ষিক সভায়

সভাপতির ভীষণে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের প্রধান ষাটবিজ্ঞাবিদ মিঃ আর এস ম্যাকগ্রেগর তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, ভারতের ইম্পাত ব্যবসায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতির জন্য কারিগরী শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ, ইম্পাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, গভর্নমেন্টের কারিগরী প্রতিষ্ঠান এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের গবেষণামূলক প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেয় তাহাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা আবশ্যিক। আগামী বৎসরের জন্য মিঃ ম্যাকগ্রেগর সভাপতি ও ডাঃ পি কে ঘোষ সম্পাদক নিযুক্ত হন। সভায় ঘোষণা করা হয় যে, ভারতীয় কয়লার শুল্ক সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য মিঃ প্যাটার্সনকে ইনষ্টিটিউটের স্বর্ণপদক এবং ভারত গভর্নমেন্টের ৫০০ টাকার প্রাইজ দেওয়া হয়।

### ব্রহ্মে ভারতীয়দের স্বার্থ

ব্রহ্মদেশ পুনর্দখলের পর তথায় ভারতীয়দের স্বার্থ কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাইবে তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য ব্রহ্ম গভর্নমেন্ট আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী সিমলাতে একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। এই বৈঠকে ভারত সরকারের এবং ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগত ভারতীয়দের প্রতিনিধিগণের প্রতিনিধি আহ্বান করা হইয়াছে।

## সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস  
— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী  
টেলিগ্রাম—“চীনাশাটী”

ষাটবীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ  
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

## রোগের চিকিৎসায় : : রোগীর শুশ্রুষায় আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ  
হট ওয়াটার ব্যাগ  
আইস ব্যাগ

হাওয়াযুক্ত বালিস  
এয়ার রিং ও কুশন  
ডাক্তারী দস্তানা ও এপ্রন

ইত্যাদি

ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরী রবারের জব্বাদি কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে ও হাসপাতালে সরবরাহ করা হচ্ছে। ষাটাবিক সময় কিংবে এলে আমরা আরার আগের মতই আমাদের তৈরী জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবো।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ  
কলিকাতা ৪৪ বোম্বাই

সম্ভার, সুন্দর ও      ধুতী ও শাড়ী      পরিধান করিয়া  
 টেকসই      হস্তিনাত করুন।

# বঙ্গশ্রী কটন মিলস্‌ লিঃ

সেক্রেটারি এণ্ড এজেন্টস্‌

## সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

==শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান==

# ক্যালকাটা গ্যার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০      হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—বায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর. (সি. পি.)

জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করতে চাই  
 আপনাদের সহানুভূতি। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল  
 রকম কাজই সুবিধাজনক সত্বে করা হয়। ভারতের  
 প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস.এম. বসু,  
জেনারেল ম্যানেজার।

এম. কে. নন্দী,  
সেক্রেটারী।

**রেলের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব**

প্রকাশ, রেলের ভাড়ার হার শতকরা ২৫ হইতে ৪০ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে। গভর্নমেন্টের মতে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে রেলের ভিড়ই শুধু কমিবে না, ইন্ট্রেশন দমনের কাজেও অনেক সাহায্য হইবে।

**ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা**

সম্প্রতি প্রকাশিত বোম্বাই মিলমালিক সমিতির বার্ষিক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, গত ৩১শে আগষ্ট যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩৯৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০১ হইয়াছে। এই সকল কাপড়ের কলের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৪৬ কোটি ৪৯ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮ কোটি ৫৪ লক্ষ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মিলসমূহে তুলা ব্যবহারের পরিমাণ ৪৭ কোটি ৪ লক্ষ গাঁইট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮ কোটি ৯ লক্ষ গাঁইট হইয়াছে।

**তুলা চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)**

১৯৪৩-৪৪ সালের তুলাচাষ সম্পর্কে যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তদ্বৃ্তে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে সমগ্র ভারতে মোট ৪১ লক্ষ ৬৭ হাজার একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ৪১ হাজার টন ফসল উৎপন্ন হইবে। ১৯৪২-৪৩ সালের তিল চাষ সম্পর্কে যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছিল তদ্বৃ্তে জানা যায় যে, উক্ত বৎসর সমগ্র ভারতে মোট ৪২ লক্ষ ১৪

হাজার একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছিল এবং ৪ লক্ষ ২৬ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল।

**তুলা চাষের তৃতীয় পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)**

বর্তমান বৎসর সমগ্র ভারতে সরকারীকৃত তুলা মিলাইয়া মোট ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমিতে তুলা চাষ হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় তুলা চাষ সম্পর্কে যে সংশোধিত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে তুলা চাষের হার শতকরা ২ ভাগ বেশী। বর্তমান বৎসর মোট ৪৬ লক্ষ ৮২ হাজার গাঁইট (প্রতি গাঁইটের ওজন ৪০০ পাউন্ড) তুলা উৎপন্ন হইবে। পূর্ব বৎসরের উৎপাদন অপেক্ষা বর্তমান বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৬ ভাগ বেশী।

**ভারতে জমির উর্বরতা সম্পর্কে চীনা মিশনের উক্তি**

সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া চীনা কৃষি মিশনের নেতা ডাঃ পান অভি-মত প্রকাশ করেন যে, ভারতে একর প্রতি উৎপাদনের হার চীন অপেক্ষা অনেক কম। ভারতের কৃষি গবেষণা ব্যবস্থার উচ্চ প্রশংসা করিয়া তিনি হুংখের সহিত এই মন্তব্য করেন, গবেষণালব্ধ ফলাফল চাষ আবাদের কাজে প্রয়োগ করা হইতেছে না। তিনি চীনের যুদ্ধকালীন কৃষিনিতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য এবং তুলা উৎপাদনের দিকেই চীন মনোযোগ দিয়াছে। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি

আন্দোলন চালাইবার ফলে চীনে শতকরা ৫ ভাগ খাদ্যশস্য বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত চীনা মিশন ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন শস্তের প্রায় ৪০ পাউন্ড উন্নত ধরনের বীজ এবং কৃষি সম্পর্কিত বহু পুস্তক দেশে লইয়া যাইতেছেন।

**স্তার জেরেমি রেইসম্যানের কার্যকাল বৃদ্ধি**

আগামী এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-সচিব স্তার জেরেমি রেইসম্যানের কার্যকাল শেষ হইবে। যতদূর বুঝা যাইতেছে যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয় ততদিন পর্যন্ত তাঁহার চাকুরীর মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

**কানপুরে শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ**

কানপুরে শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণকার্যের জন্য যুক্তপ্রদেশের গভর্নমেন্ট ইমপ্ৰুভমেন্ট ট্রাস্টকে বিনা সুদে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। গত ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হইবার কথা ছিল, কিন্তু সরকার ঠিকমত সাবসিডিয়ার ইত্যাদি সরবরাহ করিতে না পারায় সময়মত কাজ শেষ হয় নাই এবং উহার মেয়াদ আরও তিন মাস বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

**বরাদ্দ খাতের পরিমাণ বৃদ্ধি**

সম্প্রতি এক সংবাদিক বৈঠকে মিঃ সুরাবর্দী বলেন যে, রেশনিং ব্যবস্থা অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্কদের চাউল, গম অথবা গমজাত দ্রব্যের মিলিত সাপ্তাহিক বরাদ্দের পরিমাণ ৩৯ সের হইতে বৃদ্ধি

বাঙ্গালীর অর্থে, বাঙ্গালীর স্বার্থে, বাঙ্গালীর প্রতিভা ও পরিশ্রমে

**টাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড**

হেড অফিস :—৪নং সিমসন রোড, ঢাকা

মিলস্ :—১নং ধামগড়, ২নং গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ।

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| অনুমোদিত মূলধন  | ... | ৬০ লক্ষ টাকা |
| আদায়ীকৃত মূলধন | ... | ৪৬ লক্ষ টাকা |
| টাকার সংখ্যা    | ... | ৫৩০০০        |
| তাঁতের সংখ্যা   | —   | ১২৯৩         |

|                                    |     |                     |   |
|------------------------------------|-----|---------------------|---|
| ১৯২৭ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত মোট বিক্রয় | ... | ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা | * |
| " " " " প্রদত্ত মজুরী              | ... | ১ " ৪ " "           | * |
| " " " " মোট লাভ                    | ... | ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা | * |
| " " " " প্রদত্ত লভ্যাংশ            | ... | ৩১ লক্ষ ৩ হাজার "   | * |
| " " " " ঋড়তিবাদ ভাণ্ডার           | ... | ৩১ লক্ষ ৭২ " "      | * |
| " " " " সংরক্ষণ ভাণ্ডার            | ... | ৭ লক্ষ ৮৮ " "       | * |

(\* সংখ্যাগুলি মোটায়ুটি)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রী সুরেশচন্দ্র বসু

টাকেশ্বরী কটন মিল ৮০০০ বাঙ্গালী কর্মী পরিবারের অন্ন সংস্থান করিয়াছে।



করিয়া ৪ সের ধান্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, এক সপ্তাহে জন প্রতি ২ সেরের অধিক চাউল দেওয়া হইবে না, এবং কেহ ইচ্ছা করিলে ৩ সেরই গমজাত দ্রব্য লইতে পারেন, উক্ত সিদ্ধান্তও পরিবর্তন করা হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থায় বরাদ্দ চাউলের সর্বোচ্চ পরিমাণ ২ সের এবং গমজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৩ সের ধান্য করা হইয়াছে।

### শ্রমিকের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা

মিঃ হুরাবদী আরও বলেন যে, কলকারখানার নিযুক্ত শ্রমিক এবং অন্যান্য কঠোর পরিশ্রমী মজুরেরা বাহাতে অতিরিক্ত খাবার পাইতে পারে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকাংশ নিম্নোক্ত-কর্তাই ভোজনাগার খুলিয়া গুরুতর পরিশ্রমকারী শ্রমিকদিগকে অতিরিক্ত খাদ্য দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

### বে-সরকারী দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে না

মিঃ হুরাবদী বলেন যে, বে-সরকারী দোকানের সংখ্যা আর বৃদ্ধি করা হইবে না, কিম্বা তাহাদিগকে ১৫ শতকের অধিক কার্ড লইতেও অসম্মতি দেওয়া হইবে না। বাহারা এখন পর্যন্ত কার্ড রেজিস্টারী করিতে পারেন নাই তাহাদের জন্য সরকারী দোকানসমূহ খোলা থাকিবে। বুল বরাদ্দ ৩০০০ কার্ড পূর্ণ হইয়া গেলেও এই সকল দোকানে আবশ্যকমত নতুন কার্ড রেজিস্টারী করা হইবে।

### লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা

সম্প্রতি মিঃ হুরাবদী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, বাঙ্গলায় লবণের চাহিদা পূরণের জন্য বাঙ্গলা সরকার বাজারে বহু পরিমাণ লবণ ছাড়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। সরকারী লবণ পোলায় দশ লক্ষ মণ লবণ রহিয়াছে।

### ভারত সরকার কর্তৃক লবণ সরবরাহ

প্রকাশ, পশ্চিম ভারতের বন্দরসমূহ হইতে প্রেরিত সরবরাহ ছাড়াই ভারত সরকার বাঙ্গলার বাহির হইতে প্রতি মাসে বাঙ্গলায় ২০ হাজার টন লবণ প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বাঙ্গলায় লবণ বণ্টন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গলায় প্রতি মাসে ৩০ হাজার টন লবণের প্রয়োজন হয়।

### নলকূপ সংস্কারের জন্য ১২ লক্ষ

#### টাকা মঞ্জুর

প্রকাশ, বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত নলকূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, মহামন্ত্রী প্রতিবেদক ব্যবস্থা হিসাবে সেগুলি সংস্কার এবং নতুন করিয়া বসাইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। অত্যধিক মহামন্ত্রী পীড়িত ১৬টি জেলায় এই কার্য আপাততঃ সীমাবদ্ধ থাকিবে।

### রেলভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে বণিক

#### সমিতির প্রতিবাদ

সম্প্রতি যাত্রীদের রেলভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া ভারতীয় বণিক সমিতি

সম্প্রতি কমিটি রেলওয়ে বোর্ডের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত পত্রে বলা হইয়াছে যে, যদি রেল ভাড়া বৃদ্ধি করা হয় তবে উহা জন-সাধারণের উপর একটি নতুন কর ধার্যের সমিল হইবে। যুদ্ধের আগে যে পরিমাণ ট্রেন চলাচল হইত এখন তাহার শতকরা ৩৭ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। চলাচলের অল্প উপায়ও নাই। সুতরাং ভাড়া বৃদ্ধি করিলেই যে যাত্রী কমিবে তাহা নহে। নিত্য প্রয়োজন না হইলে লোকে আজকাল আর রেল ভ্রমণ করে না।

### ইণ্ডিয়ান চেম্বারের সভাপতি

বর্তমান বৎসরের জন্য মিঃ প্রাণলাল নানজী—বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এবং এম এ মাস্টার সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

### যুদ্ধের কাজে মার্কিং ভায়োলিনবাদক

মার্কিং যুদ্ধরাষ্ট্রের জাশনাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর বিখ্যাত ভায়োলিনবাদক গডফ্রে জুডলো বর্তমানে ভায়োলিন পরিত্যাগ করিয়া অল্পতরঙ্গের যুদ্ধের কাজে নামিয়াছেন। তিনি “ব্রিউষ্টার এরোনটিক্যাল কর্পোরেশন” দ্বারা পরীক্ষকের কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। যে কোন বাতব দ্রব্য বাতাইয়া শব্দ শুনিলেই তিনি উহার গুণাগুণ ও উহাতে কোন খাদ আছে কি না বলিয়া দিতে পারেন। উক্ত কর্পোরেশনের কারখানায় সহস্র সহস্র ডাইভ বোম্বার এবং জরীবিমান নির্মিত হইতেছে। উহাতে খাদ মিশ্রিত কোন বাজে দ্রব্য বাহাতে ব্যবহৃত না হয় তাৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্যই তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

### বাঙ্গলায় বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ

গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় বস্ত্র ও

সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৪৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে সমগ্র বাঙ্গলায় বলবৎ হইবে।

### বাঙ্গলায় কলেরা ও বসন্ত রোগের মহামারী

গত সপ্তাহে কলিকাতা গেজেটে এক নোটিশে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, খুলনা, ২৪ পরগণা, করিমপুর, বীরভূম, বর্ধমান ও হাওড়া বাঙ্গলায় এই দশটি জেলায় কলেরা এবং নোয়াখালী, ত্রিপুরা, করিমপুর, বাধরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং রংপুর এই সাতটি জেলায় বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে। এই সকল স্থানে রোগ রিভার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার সাময়িকভাবে কতকগুলি বিধান জারী করিয়াছেন।

### মিত্রপক্ষীয় সাহায্য দান পরিষদ ও ভারতবর্ষ

যে সকল অঞ্চল মিত্রপক্ষীয় সাহায্যদান ও পুনর্গঠন পরিষদের তত্ত্বাবধি হইতে সাহায্য পাইবে, ভারতবর্ষকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য গত সপ্তাহে মার্কিং প্রতিনিধিপরিষদে একটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

### সরকারী ঔষধপত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতিবাদ

গত সপ্তাহে বেঙ্গল জাশনাল চেম্বার অব কমার্সের গৃহে কলিকাতা কমিটি এণ্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশনের এক সভায় ভারতীয় হরিশঙ্কর পাল ঔষধপত্র নিয়ন্ত্রণ বিধানের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ঔষধপত্র সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করিবার ফলে যে সমস্তর উদ্ভব হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য সরকার এবং ঔষধ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি লইয়া একটি যুক্ত

## ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

প্রধান শাখা :—৯৭ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

কোন কলি : ৪১৭৩

শাখা অফিস

কলিকাতা—

বালীগঞ্জ, শ্রামবাজার, ইটালী।

বাংলার অন্যান্য—

হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুণ্যবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, চাঁকুরগাঁও, পটুয়াটুলী ও নবাবপুর (ঢাকা)।

বিহার—পাটনা,

আজম, পূর্ণিয়া, রাঁচী।

লভ্যাংশ  
শতকরা

৭১০

দেওয়া হইয়াছে

যা বর্তমান আধুনিক  
ব্যক্তি ব্যবসায়  
করা হয়।

এজেন্ট :—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা উচিত। এসোসিয়েশনের সম্পাদক মিঃ হানিক বলেন, ভারতে ঔষধ শিল্পের যদি যথাযথ উন্নতিবিধান করা হইত তাহা হইলে বর্তমানে এরূপ গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইতে পারিত না। সভায় মেসার্স বি কে পাল, বাথগেট, এম ভট্টাচার্য, হানিক, রাইমার এবং অস্ত্রান্ত কোম্পানীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

## ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের ব্যবসা

### বাণিজ্যের গতি

গত ২৭শে জানুয়ারী ভারতের ১৯৪১-৪২ সালের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে (১) খাদ্যশস্যের চাষ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, (২) পূর্বে যে সকল ফসল আবাদ করিয়া কৃষকেরা পরসা পাইত তাহার চাষ অনেক কমিয়া গিয়াছে, (৩) প্রায় সমস্ত পণ্যেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, (৪) শিল্পকার্য্য প্রসারের অমূল্য অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, (৫) কৃষিজাত এবং শিল্পজাত উভয়বিধ পণ্যের কারবারেই লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, (৬) স্বদের হার নীচের দিকে নামিয়াছে, (৭) দেশরক্ষা ও অসামরিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইয়াছে, (৮) প্রাদেশিক সরকারসমূহের আর্থিক সজ্জতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, (৯) বাণিজ্যের গতি ভারতের পক্ষে অমূল্য হইয়াছে এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের খাতে ভারতের প্রাপ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

### কৃষির অবস্থা

সরকারী পর্যালোচনায় প্রথমে কৃষির উল্লেখ করা হইয়াছে। পাট, তুলা, চীনাবাদাম প্রভৃতি যে সকল ফসল বিদেশে রপ্তানী করা হইত এবং তাহা হইতে কৃষকেরা নগদ অর্থ পাইত যুদ্ধের ফলে তাহার রপ্তানী হ্রাস পাওয়ায় আবাদ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের বেলায় বিপরীত ভাব দেখা গিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের মাঝামাঝি টের পাওয়া যায় যে, ভারতে খাদ্যশস্যের টান পড়িলে, জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইবার ফলেই উহা হয়। পরে ব্রহ্মদেশ হাতছাড়া হইয়া যাইবার পর সঙ্কট বনাইয়া আসে। ব্রহ্ম হইতে ভারতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টন চাউল আসিত।

### শিল্পের সমস্যা

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের খুব প্রগার হইয়াছে। শিল্প বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বহু নতুন শ্রমিক কাজ পাইয়াছে। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব এবং গরহাজিরার হার খুব কম। জনসাধারণেরও আর বৃদ্ধি হওয়ায় ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের চাহিদা এবং সময় বিভাগের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া দেশের বিভিন্ন শিল্পকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। একদিকে দেশে উৎপন্ন শিল্প জব্যের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে অস্ত্রদিকে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ পূর্বে বাহির হইতে আসিত তাহাও বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এমন অনেক জিনিষ আছে যুদ্ধের পূর্বে

তাহা বিদেশে বিশেষ রপ্তানী হইত না, কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে তাহাও বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতে থাকে।

### ক্রমবর্ধমান মূল্যাকার হার

শিল্পের প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কারখানাওয়ালাদের লাভ হইয়াছে প্রচুর। শিল্পের উপকরণসমূহের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৪০ সালের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে শতকরা ৩৮ টাকা করিয়া বেশী মূল্য হইয়াছে।

### আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য

আলোচ্য বৎসর এত অধিক মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে যে আর কখন সেরূপ হয় নাই। ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে রপ্তানীর পরিমাণ মূল্যের দিক হইতে ৫১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানীর পরিমাণ পূর্বে বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইলেও রপ্তানীর মত এত অধিক হারে বৃদ্ধি পায় নাই। পূর্বে বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ১৬ কোটি টাকা বেশী মূল্যের জব্যাদি আমদানী হইয়াছে।



## ভূতাত্ত্বিক ও ছাড়িয়ে

যে-কোনো কারখানার ম্যানেজারকে আজ যে উৎপাদন সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছে, ১৯৩৯ সালে যদি ঠিক সেই সমস্যারই সমাধান করতে তাঁকে বলা হতো তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বলতেন যে 'এ একেবারেই অসম্ভব'। প্রতিদিন ভারতের সর্বত্র কারখানায় কারখানায় যে-পরিমাণ মাল তৈরি হচ্ছে তা এ-সব কারখানার স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণের চেয়ে চের বেশি। এত বড়ো একটা কৃত্রিমকে সম্ভব করে তুলতে ভারতীয় চা-ও কম সাহায্য করেনি। পৃথিবীর সর্বত্রই চা একটি নির্দোষ অথচ তাজা-করা পানীয় বলে সমাদৃত। তাই আজ ভারতের শত শত কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের চা খেতে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা নতুন উত্তম আর অর্থও মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারছে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনানুযায়ী বেশী উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।



## চা খোয়ে ক্রান্তি দূর করুন

### দেনাপাওনার হিসাব

বে-সরকারী কারবারে দেনাপাওনার হিসাব ভারতের অমুহুরেই আছে। পূর্ব বৎসর ভারতের অমুহুরে উহার পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা, আলোচ্য বৎসর উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৭৯ কোটি ৯২ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। দেশরক্ষা খাতে যে সমস্ত আমদানী রপ্তানী হইয়াছে তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই, উহা ধরা হইলে ভারতের অমুহুরে টাকার অভাব আরও অনেক বেশী হইবে।

### সমগ্র বাঙ্গলায় রেশনিং প্রবর্তন!

গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক বৈঠকে বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সচিব মিঃ সুরাবর্দী বলেন যে, রেশনিং প্রবর্তনের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বাঙ্গলার প্রত্যেক পল্লী এবং সহরে লোক গণনা করিয়া ব্যক্তিগতভাবে রেশন কার্ড বিলি করার জন্য তিনি সুপারিশ করিয়াছেন। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই প্রদেশের সমস্ত মিউনিসিপাল এলাকায় রেশনিং প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন; তবে মফঃস্বল সহরসমূহের রেশনিং কলিকাতা ও ঢাকার দ্বায় নির্ভূত হইতে পারে না; কারণ এই সকল সহরকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা সম্ভব নয়। পল্লী অঞ্চল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, প্রথমে চিনি, কেরোসিন ও ষ্ট্যান্ডার্ড কাপড় বিতরণের ব্যবস্থা করা হইবে। এই বিতরণ ব্যবস্থা সফল হইলে পরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষও বরাদ্দ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

### পুস্তক-পরিচয়

#### ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট (Indian Economist)

—অর্থনীতি বিষয়ক ইংরাজী মাসিক পত্র।  
মিঃ কালীপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ২১০সি, গীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। এই সংখ্যার দাম—আট আনা।

সম্প্রতি এই নতুন মাসিক পত্রটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় মিঃ এস সি রায় বার্কক্য বীমা সম্পর্কে, মিঃ নন্দলাল চ্যাটার্জি ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে, মিঃ সুধাকান্ত দে পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে, মিঃ অতুলকৃষ্ণ সুর ভারতে টাকার বাজার সম্পর্কে ও মিঃ সুধাংশুভূষণ রায় যুদ্ধকালীন বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধগুলি বেশ সম্বোধিত।

#### ১২টি জেলায় খাদ্যশস্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি মিঃ সুরাবর্দী সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ করেন যে, বাঙ্গলার ১২টি জেলায় খাদ্যশস্যের চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। কেবলমাত্র গভর্ণ-মেন্টের তত্ত্বাবধানে এই সকল জেলা হইতে খাদ্যশস্য অত্র রপ্তানী করা যাইতে পারে। এই ১২টি জেলাকে বাড়তি জেলা হিসাবে ধরা হইয়াছে। বাকি ১৪টি জেলার মধ্যে কয়েকটি জেলাতে সামান্য পরিমাণ বাড়তি আছে, কয়েকটি স্বয়ম্পূর্ণ এবং কয়েকটিতে ঘাটতি আছে। যে সমস্ত জেলাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় নাই সেই সমস্ত জেলার মধ্যে বর্তমানে যানবাহনের যতটুকু সুযোগ সুবিধা আছে তদনুসারে খাদ্যশস্য চলাচল করিতে দেওয়া হইতেছে।

ও হুচিহিত। প্রবন্ধ ছাড়া কতকগুলি সুলিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের মারফতেও উহাতে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়া পাণ্ডিত্য সহকারে আলোচনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু 'ইনভেস্টমেন্ট নোটস', 'কোম্পানী নিউজ' প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ বিভাগ সংযোজিত করিয়া এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্টের' প্রথম সংখ্যা দেখিয়া নানা বিষয়ে উত্তোষাদেব উল্লেখযোগ্য কৃতকার্যতার পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইলাম। সুখী সমাজে স্বাধীন প্রতিষ্ঠা ও সমাদর লাভ করিয়া উহা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হউক ইহাই আমাদের কামনা।

#### অর্থনীতি বিষয়ক নতুন পুস্তক

(1) Why This Starvation? By Minoo Masani. New Book Company, Bombay.

(2) Principles of War Economics. By U. N. Ghosh. The Minerva Book Shop, Lahore.

Price Rs. 1/8/-

(3) Reveiw of Stock Markets in 1943 and outlook for 1944. By Chhotalal V. Dalal. 14, Hamam Street, Bombay.

Price Rs. 1/8/-

(4) Indian Cotton Review 1942-43. By Chunilal Mehta & Co., Ltd. 5L, Marwari Bazar, Bombay.

(5) Food Problem in Peace and War in India. By U. N. Ghosh. Minerva Book Shop, Lahore.

Price Rs. 1/8/-

(6) Banking and Co-operation in Hyderabad State. By Prof. S. K. Iyengar, H.E.H. The Nizam's College, Hyderabad.

## দি চিটাগাঙ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বাংলা, বিহার ও আসামের জন্য সম্ভ্রান্ত  
অর্গ্যানাইজার, ম্যানেজার ও ক্যাসিয়ার চাই।

ডি দাশগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## ওড়ারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

### লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক  
কার্যকরী মূলধন ... ১২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, ধোয়াই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, চাঁদাইল, ঢাকা ও কটক।

চেয়া রম্যান শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

### ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

## বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

### বীমা কর্তন

#### এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বন্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্বাধীন অকর্মণ্যতার জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- বৎসামাত্র প্রিমিয়াম দিলে চুফটনা-জনিত কতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটি টাকার উপর

বিভূত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত স্থানের আবেদন করুন

দক্ষিণদিক, এণ্ড সন্ম

চীফ এজেন্টস্।

৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস সিণ্ডিকেট লিঃ

বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস সিণ্ডিকেট লিমিটেডের গত ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে আলোচ্য বৎসরে বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস সিণ্ডিকেটের আরও উন্নতির পরিচয় পাইয়া আমরা প্রীত হইলাম। আলোচ্য বৎসর নানা কারণেই ব্যবসায়ের পক্ষে, বিশেষ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান যে জাতীয় কাজকারবার করিয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে, অল্পকূল ছিল না বলিলে আরো অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতার উপর বার কয়েক বিমান হানার ফলে যে ব্যাপক ভ্রাস ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছিল এবং দলে দলে নরনারী সহর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল তাহাতে শেয়ার বাজারে স্বভাবতঃই কিছুটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। বস্তুতঃ কলিকাতার শেয়ার বাজার বহু দিন বন্ধ ছিল। হিসাব করিলে দেখা যাইবে আলোচ্য বৎসরে কলিকাতার ষ্টক একচেত্রে ছয় মাসের অধিক কাল কোনপ্রকার কাজকারবার হয় নাই বলিলেই চলে। এই সব বাধা সত্ত্বেও শেয়ার ডিলাস সিণ্ডিকেটের আলোচ্য বৎসরের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০ হাজারেরও উর্ধ্বে। পূর্ববর্তী বৎসরে নীট লাভের পরিমাণ ছিল ১৬ হাজার ৬৪৫ টাকা। উক্ত সিণ্ডিকেটের ডিরেক্টরগণ আলোচ্য বৎসরের মূলফা হইতে উহার অংশীদারগণকে আরকর রহিত বার্ষিক শতকরা ২ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন।

উক্ত বার্ষিক রিপোর্টে গত ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস সিণ্ডিকেট লিমিটেডের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে ১১ লক্ষ ৩৫ হাজার ২২৪ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ ৩১শে মার্চ তারিখে সিণ্ডিকেটের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—অমি ও ইমারতে ৭২ হাজার টাকা; ষ্টক ও শেয়ারে ১২ হাজার টাকা; জাশনাল নিউট্রিমেন্টস লিঃকে ঋণদান ১ লক্ষ ১ হাজার টাকা; শেয়ার বন্ধকে ঋণ ও অগ্রিম অর্থ প্রদান ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা; আসবাবপত্র ইত্যাদিতে ৪ হাজার ৩৮৭ টাকা; বইপত্র ও সামগ্রিক পত্রাদিতে ৬৬৬ টাকা; শেয়ারের কমিশনে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা; সংগঠনমূলক কার্যকলাপ ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা; নগদ হাতে ৫৪৮ টাকা এবং ব্যাঙ্কে চলতি আমানত ২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দৃষ্টে বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস সিণ্ডিকেটের কর্মোন্নতির পরিচয় পাওয়া

যায়। আমরা অকপটে এই প্রতিষ্ঠানটির আরও শক্তি-বৃদ্ধির কামনা জানাইতেছি।

### নুতন যৌথ কোম্পানী

#### বাঙ্গলা

ষ্ট্র্যাণ্ডার্ড এণ্ড জেনারেল এলিওরেল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি কে গোয়েন্ডা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ষাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। জীবন বীমার ব্যবসা।

পোদ্দার এণ্ড শুহ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আনন্দীলাল পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৫ এ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ঔষধপত্র বিক্রয়ের ব্যবসা।

এসোসিয়েড অটো পার্টস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর এ দোশী। রেজিষ্টার্ড অফিস—তান্বেকর বিল্ডিং, ল্যাংকিংস্টন রোড, বোম্বাই। অহুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। মোটর গাড়ীর ব্যবসা।

ত্রিগ্লা কন্সার্নিয়াল কোং লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্ট মেসার্স সোমান রানাদে এণ্ড কোং। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪১/১৩ নারায়ণ পোত, পুনা সিটি। ইন্টার কম।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান কমপ্লেকশন কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর এন অধিকারী। রেজিষ্টার্ড অফিসের ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই। অহুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা ইঞ্জিনীয়ারিং।

ভাইকিং ট্রান্সপোর্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে তুরো। রেজিষ্টার্ড অফিস—ফেরী রোড, বোম্বাই। অহুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। যাত্রী চলাচলের কাজকারবার।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

পাচোরা-জামনার রেলওয়ে কোং লিঃ—১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম ইন্টারিম ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ২ টাকা।

মেকেজিজ লিঃ—গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা।

মাইশোর পেপার মিলস লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ১২.১০ আনা।

শুজেরাট রেলওয়ে কোং লিঃ—চলতি বৎসরের জন্য ইন্টারিম ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ২.১০ আনা।

পীরমেড টী কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা (সেকেন্ড ইন্টারিম ডিভিডেন্ড)

বারারী কোক কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা।

## ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন লিঃ

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ১৭৪৪

শতকরা বার্ষিক সুদ

চলতি হিসাবে

১০০ ও তদতিরিক্ত জমায়— ১

সেভিংস ব্যাঙ্ক— ২

স্থায়ী আমানত— ৩-৬

ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড

হিসাবের নিয়মাবলীর জন্ম লিখুন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ ডি, এন, চাটাজী

## দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদালিঃ

(১৯২৮ সালে বরোদার সংগঠিত—সভাগণের দাবিক সীমাবদ্ধ)

\* বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়ের গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

|                               |     |             |      |
|-------------------------------|-----|-------------|------|
| অহুমোদিত মূলধন                | ... | ২,৪০,০০,০০০ | টাকা |
| বিলকৃত মূলধন                  | ... | ২,০০,০০,০০০ | "    |
| বিক্রীত মূলধন (৩১-১২-৪৩)      | ... | ১,৯৯,৮৮,২০০ | "    |
| তাগিদ দেওয়া মূলধন (৩১-১২-৪৩) | ... | ৮৩,৯৬,৪৬০   | "    |
| আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-১২-৪৩)    | ... | ৮৩,৮৮,১৪০   | "    |
| মজুত তহবিল (৩১-১২-৪৩)         | ... | ৯৮,৯৩,৫১০   | "    |

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা, কলিকাতা অফিস :—১১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা লোক্যাল কমিটি

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জালাম (মেসার্স সুরমল নাপরমল)

ডাঃ সত্যচরণ লাহা, এম, এ ; বি, এল ; পি, এইচ, ডি ; (মেসার্স প্রাণকিষণ লাহা এণ্ড কোঃ)

শ্রেষ্ঠ সুরমল মোটা (জুট ও গাপি বোকার লিঃ)

মিঃ কে এম নায়েক ; ডি, ডি, এ ; আর, এ, (ম্যানেজার, জাশনাল ইলিওরেল কোং লিঃ)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

ডব্লিউ জি এন্ড সন্স টার, জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।

এস এইচ জোখাকার,

এন্ড ম্যানেজার, কলিকাতা।

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের ব্যবস্থা পূর্ব সপ্তাহের মতই রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিদামাত্র পরিশোধের কড়ারে স্বল্প বৈদ্যাদী স্বপ্নের সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতার যথাক্রমে ৭০ আনা ও ৮০ আনা আগের মতই অপরিবর্তিত রহিয়াছে। বাজারে টাকার এতই প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে যে, টাকার চাহিদা অসম্ভবতঃ বৃদ্ধি পাইলেও বর্তমান অবস্থায় ইতরবিশেষ ঘটিবে না। তবে টাকার চাহিদা অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পাইলে আলাদা কথা। কিন্তু সে রূপ পরিস্থিতির কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। অত্যধিক স্বচ্ছলতার বাজারে এবার ট্রেজারী বিলের টেওয়ার আস্থানে আবেদনের পরিমাণ হ্রাস একটু বিষয়ের উল্লেখ করে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময়-বাজারের অবস্থার পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় কিঞ্চিৎ তৎপরতার ভাব দেখা গিয়াছে। কিন্তু রপ্তানী বিলের যে কাজ-কারবার হইয়াছে তাহার পরিমাণ খুবই সামান্য।

গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের অঙ্ক যে টেওয়ার আস্থানে করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। তদ্ব্যতী ২২/৬ পাই ও তদুর্ধ্ব দরের সমুদয় এবং ২২/৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার

ট্রেজারী বিলের টেওয়ার গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮৪ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই কেন্দ্রে বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং ৩১শে জানুয়ারী তারিখে অষ্টাভ কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেওয়ার আবেদন গৃহীত হইবে। বাহাদের টেওয়ার গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অষ্টাভ সর্বাবলী পূর্ববৎ।

গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে মধ্যপ্রদেশ ও বৈরাট সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেওয়ার আস্থানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ১১/৬ পাই দরের সমুদয় এবং ১১/৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৪৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮০ লক্ষ টাকার টেওয়ার গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮৫ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ২৮শে জানুয়ারী বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে বোম্বাই সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেওয়ার আবেদন গৃহীত হইবে। বাহাদের টেওয়ার গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩১শে জানুয়ারী টাকা দিতে হইবে। অষ্টাভ নিয়মাবলী পূর্ববৎ।

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলা সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেওয়ার আবেদন বোম্বাই ও কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত গৃহীত হইবে। বাহাদের টেওয়ার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহাদের টাকা বুঝাইয়া দিয়া বিল লইয়া বাইতে হইবে। অষ্টাভ নিয়মাবলী যথাপূর্ব।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৪৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৫২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬৫ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২৮ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। আলোচ্য

সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে পূর্ববর্তীকে আর দেওয়া হয় ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে পূর্ববর্তীকে গ্রহণ করার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অষ্টাভ ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা; তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৯ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বঙ্গ সরকার ও অষ্টাভ প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৬৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ লক্ষ ২ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| টেলি: হুগু (প্রতি টাকার) | ১ শি: ৫৪ ১/২ পে |
| ঐ দর্শনী                 | ১ শি: ৫৪ ১/২ পে |
| ডি এ ও মাস               | ১ শি: ৫৪ ১/২ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)   | ৩০২ ১/২         |

## ই উ না ই টে ড ই গু ষ্ট্রী য়া ল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ কোমঃ কলি ৬৮-৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা  
সিডিউলডুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিলকৃত মূলধন ২২,১২,২০০ ”  
আদায়কৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”  
আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুসন্ধান জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও আমবাজার (কলিকাতা),  
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা  
পে অফিস: মিরকাছিম  
শ্রীযুক্ত রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯০৫

=হেড অফিস=

৩নং ম্যাক্সো লেন, কলিকাতা।

=শাখাসমূহ=

নীলকামারী, ঢাকা, মেদিনীপুর,  
নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মুন্সের),  
শান্তিপুর, কুমারগঞ্জ, বালিচক,  
বালেশ্বর, আমলদুর্গ, বোলপুর,  
ভদ্রক, কর্ণেলগোলা, ডোমার,  
কোজাঘাট, বেরিলী, মালদহ,  
চাকুলিয়া ও কটাই।



## কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ তেজীর ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সপ্তাহের মধ্য ভাগে সেই চড়তির ভাব আর বজায় রহে নাই। বিশেষ করিয়া কাপড়ের কল, কয়লার খনি ও পাটকলের বিভাগে মন্দার ভাব স্পষ্ট হইয়াছিল। ইহার মূলে দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ বোম্বাই শেয়ার বাজারের ঘন ঘন উঠানামার সংবাদ এবং দ্বিতীয়তঃ আগামী বাজেট সম্পর্কে বাজারের শঙ্কা। যাহা হউক এই প্রতিক্রিয়াগ্রস্ত আবহাওয়া সত্ত্বেও বাজারে এবার কাজকারবার প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছে। সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারে একটা স্থির ভাব দেখা গিয়াছে। মনে হইতেছে, মাঝখানের অবনতির শঙ্কা সামলাইয়া লইয়া বাজার আবার তেজী হইয়া উঠিবে।

এবার সর্বাধিক তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে চা-বাগানের শেয়ার বিভাগে। প্রতিষ্ঠা-বলে কোম্পানীসমূহ সন্তোষজনক লভ্যাংশ প্রদান করিবে এরূপ আশায় এই বিভাগে চড়তির ভাব দেখা বাইতেছে বলিয়া মনে করা বাইতে পারে।

## কোম্পানীর কাগজ

এই বিভাগে এবার কিঞ্চিৎ মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। ৩০ আনা সুদের ১৯৫৩-৫৫ ঋণপত্র ২৮৫০ আনায়, ৩ টাকা সুদের ১৯৫৩-৫৫ ঋণপত্র ২২৫০ আনায়, ৩ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ ঋণপত্র ১০০০ আনায়, ৩ টাকা সুদের ১৯৪৬ ঋণপত্র ১০২১/০ আনায়, ৩০ আনা সুদের ১৯৪৭-৫০ ঋণপত্র ১০৩০ আনায়, ৪ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ ঋণপত্র ১১২১০ আনায়, ৪০ আনা সুদের ১৯৫৫-৬০ ঋণপত্র ১১৫১০ আনায় এবং ৫ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ ঋণপত্র ১০৫ টাকা ক্রেয়বিক্রয় হইয়াছে।

## ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ভারত ১২৩০, হিন্দ ৫৭, ইম্পিরিয়াল সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ১২৪০, রিজার্ভ ১৩৪, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২৪ ও ক্যালকাটা স্ট্রাশনাল ১৩১০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

## কাপড়ের কল

ডানবার ৩২৫, কানপুর টেক্সটাইলস ১৪/০, বেনারেস কটন ১৪০, বেঙ্গল নাগপুর ৩৮০, এলগিন ৩২০, কেশরাম ১৮০ আনা, মহালক্ষী ৪৬০ আনা, নিউ ভিক্টোরিয়া ১২০ আনা ও প্রিয়ারেস্তাম ২০০ আনায় ক্রেয়-বিক্রয় হইয়াছে।

## কয়লার খনি

সপ্তাহের প্রথম তিন দিন এই বিভাগ বেশ তেজী ছিল এবং কাজকারবারের পরিমাণও প্রচুর হইয়াছে। ভালিগোরা ১৭ টাকা, বেঙ্গল ৬০০, গ্র্যামালগ্যামেটেড ৪৬ টাকা, বড়বনী ৩০ বোকারো এণ্ড রামগড় ৩৫ টাকা, বরাকর ৩০৫ আনা, বেমো মেইন ২২ টাকা, চুরুলিয়া ৪০ আনা, ইকুইটেবল ৫০ আনা, নিউ বীরভূম ৩১০ আনা, সাতপুকুরীয়া এণ্ড আসানসোল ৪০ আনা ও সাউথ করণপুরা ১০৫ আনায় ক্রেয়-বিক্রয় হইয়াছে।

## পাটকল

সপ্তাহের প্রথম ভাগে তেজী থাকিলেও সপ্তাহের শেষের দিকে এই বিভাগে মূল্যে অবনতি লক্ষিত হয়। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪১৪ টাকা, চাপদানী ২৩০ টাকা, হুসুমচাঁদ ৩৪০ আনা, হাওড়া ৬৮৫ আনা, কামারহাটি ৫২১ টাকা, কিনিসন ৩৭৭ টাকা, মেঘনা ৬২ টাকা, নদীয়া ১১২ টাকা, প্রেসিডেন্সি ৭০ আনা ও রামেশ্বর ১৩০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

## ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড স্টীল কর্পোরেশন ৩৮ টাকা, আর্থার বাটলার ২১০ আনা, রেথওয়েট

## দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক”  
(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| অনুমোদিত মূলধন             | ... | ৩,৫০,০০,০০০ টাকা  |
| বিক্রীত মূলধন              | ... | ৩,৩৬,২৬,৪০০ টাকা  |
| আদায়ীকৃত মূলধন            | ... | ১,৬৮,১৩,২০০ টাকা  |
| রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল   | ... | ১,৪৮,৩২,০০০ টাকা  |
| ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে |     |                   |
| ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ    | ... | ৭২,২৭,৬৮,০০০ টাকা |

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি  
—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ পি মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান

মিঃ হরিদাস মাধব দাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম,  
মিঃ আরদেবী বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ,  
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, সার আরদেবী দালাল, কে, টি,  
মিঃ বিঠলদাস কাজি, মিঃ হরমুজি ক্রেশজি, কমিশনারিয়েট  
মিঃ হুরমহম্মদ এম, চিনয়,

লণ্ডন এজেন্টস—মেসার্স বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ এবং

মেসার্স মিডল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

সর্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখা—মেন অফিস—১০০নং ক্লাইভ স্ট্রিট, বড়বাজার  
শাখা—৭১নং ক্রস স্ট্রিট, নিউ মার্কেট শাখা—১০নং লিগুয়ে স্ট্রিট, শ্রাম-  
বাজার শাখা—১৩৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ভবানীপুর শাখা—৮এ, রসা-  
রোড। বাজলার শাখা—চাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, জলপাই-  
গুড়ী, কালিম্পাং, দিনাজপুর ও বর্ধমান। বিহারের শাখা—জামসেদপুর,  
মজফেরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, খাগা-  
রিয়া, রকসোল, কাটিহার, নোগাছিয়া, করবেলগঞ্জ, কিমপুগঞ্জ, সাহেব-  
গঞ্জ, ভাগলপুর, পাটনা ও সাহারাম (আরা)। উড়িষ্যা শাখা—সম্বলপুর।

## কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস - কুমিল্লা : : স্থাপিত ১৯১৪

## মূলধন

|               |     |                     |
|---------------|-----|---------------------|
| অনুমোদিত      | ... | ১,০০,০০,০০০ টাকা    |
| বিলকৃত        | ... | ৬০,০০,০০০ টাকা      |
| বিক্রীত       | ... | ৫৩,০০,০০০ টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত     | ... | ২১,৫০,০০০ টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফাণ্ড | ... | ১৩,০০,০০০ টাকা      |

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এন, সি, দত্ত, এম, এল, সি.

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি সকল : : শাখাসমূহ :—

হেড অফিস :—  
৩৩৪ হোয়ার স্ট্রিট,  
কলিকাতা

কোন : কলিকাতা ৬১১

অবস্থাতেই আপ-  
নাদের সেবা  
করিতে  
প্রস্তুত।  
ঢাকা, কালিম্পাং,  
শিলিগুড়ি, শান্তি-  
পুর, রাজসাহী,  
বালী, বগুড়া, কুষ্-  
নগর, তারকেশ্বর,  
রাণাঘাট, সূত্রাগড়,  
ভদ্রক, শ্রামবাজার,  
বড়বাজার, হাওড়া  
ও বেঙ্গুড়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস কে চক্রবর্তী

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—মিঃ এইচ. মুখার্জি।

০৩৬/০ ৩৪/০ ৩৩৬/০ ৩৩৬/০ ৩৩৬/০ । ক্রেইগ  
 ২০শে আঃ—৩৬০ ৩৬০/০ ৩৬০/০ ৩৬০/০ ; ২৫শে—  
 ৩৬০ । ডালহৌসী ২৪শে আঃ—২২৮ ; ২৫শে—  
 ৩০২ ৩০৬ ৩০২ ; ২৬শে—২২৮ । এম্পায়ার  
 ২০শে আঃ—৩৮৫ ৩২৬ ৩২৫০ ৪০ ৪০০ ;  
 ২৬শে—৩২৬ ৪০ ৪১০ (প্রোক) ২৬শে—১৬২০ ।  
 গ্যাজেজ ২১শে—৪৫০ ৪৫৬ ; ২২শে—৪৫২  
 ৪৫৫ ; ২৫শে—৪৬০ ; ২৬শে—৪৫৮ । হেলিংস  
 (প্রোক) ২৫শে—১৫২ ; ২৬শে—১৫২০ । হাওড়া  
 ২০শে আঃ—৬২৬/০ ৬২৬০ ; ২৬শে—৬২  
 ৬২০ । হুমুয়া ২১শে আঃ—৩৪ ৩৪০/০ ;  
 ২৫শে—৩৫ ৩৫৫ ৩৫৫০ ৩৬০ । ইঞ্জিয়া  
 ২১শে আঃ—৫৭৮ ; ২২শে—৫৭৫ ; ২৪শে—  
 ৫৮০ ৫৮১ ৫৮০ ৫৭৭ । কামারহাটি ২৪শে  
 আঃ—৫২৮ ৫২৫ ; ২৫শে—৫২২ ৬০০ ;  
 ২৬শে—৫২০ । কাকিনাড়া ২১শে আঃ—৫০২  
 ৫০৩ ; ২৬শে—৫০১ ৫০৩ । কেদারনাথ  
 ২০শে আঃ—১৭০ ১৭০/০ ; ২৫শে—১৭৫০ ;  
 কিনিষণ ২০শে আঃ—৩৭৭ ; ২৪শে—৩৭৮ ।  
 মেঘনা ২০শে—৮৪ ; ২১শে—৮৫ ৮৫০ ৮৫০  
 ৮৫০ ৮৬ ৮৬০ ৮৬৫ ; ২২শে—৮৬৫ ; ২৪শে—  
 ৮৬৫ ৮৭০ ; ২৫শে—৮৭০ ৮৮ ৮৮৫ ।

আদমজী ২২শে জাম্বারী—৩৫৫/০ ৩৫৫/০  
৩৫৫০ ; ২৫শে—৩৫৫/০ । আগড়পাড়া ২০শে  
জাঃ—২৭৫/০ ২৭৫/০ ; ২২শে—২৮৫ ২৭৫০ ;  
২৬শে—২৮৫ ২৮৫/০ । এলবিন্ন ২১শে  
জাঃ—৩৪০ ; ২৫শে—৩৪০ ৩৪৫ । এলায়েজ  
২০শে জাঃ—৪৬৮ ; ২১শে—৪৬৮ ; ২৫শে—  
৪৬২০ । র্যাংলো-ইঞ্জিয়া ২০শে জাঃ—৪১৫ ;  
২১শে—৪১৫ ৪১৬ ; ২৪শে—৪১২ ; ২৫শে—  
৪২০ । অকল্যাণ ২০শে জাঃ—২৭২ ;  
২৬শে—২৭০ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ (প্রেক)  
২০শে—১৬০ ; ২৫শে—১৫২ । বালী ২৪শে  
জাঃ—৩৬০ ৩৬১ ৩৬৮ ; ২৫শে—৩৫৮  
৩৬১ ৩৬২ । বরানগর ২১শে জাঃ—১৭৭ ১৭৭  
১৭৮ ; ২৪শে—১৭৬ ১৭৫ ; ২৫শে—১৭৭  
১৭৮ ১৭২ ; ২৬শে—১৭২ ১৮০ । বেল-  
ভেড়িয়ার ২০শে জাঃ—৫০০ ৫০১ ৫২৮  
৫২৫ ; ২৬শে—৫০১ । ব্রিডলা ২১শে জাঃ—  
৪৪৫ ৪৪৫/০ । বজবজ ২০শে জাঃ—৪৬০ ৪৫৬ ;  
২১শে—৪৫৪ ৪৫০ ; ২৪শে—৪৫৮ ; ২৫শে—  
৪৫৮ । ক্যালকাটা ২০শে জাঃ—৪১ ৪২ ৪২  
৪২/০ ; ২৫শে—৪২০ ; ২৬শে—৪১৫ ৪২ ।  
চাপদানী ২০শে জাঃ—২০০ ২০১ ; ২১শে—  
২০১ ; ২৫শে—২০১ ২০২ । চিভিয়ট ২০শে  
জাঃ—২৬৪ ; ২১শে—২৬৬ ২৬৪ ; ২৪শে—  
২৬৫ ২৬৬ ; ২৫শে—২৭০ । চিতবনগা  
২০শে জাঃ—২৬৫/০ ; ২৬শে—২৬৫/০ ২৭  
২৬৫/০ ২৬৫/০ ২৫০৬ ; ক্লাইভ ২০শে জাঃ—৩০৫/০  
৩০৫ ৩৪/০ ৩৩০ ৩৪ ৩৩৫/০ ; ২৬শে—

আর্থার বাটলার ২০শে জাঃ—১৯৥০ ১৯৥০  
১৯৥০ ; ২২শে—১৯৥০ ; ২৪শে—১৯৥০  
১৯৥০ ; ২৫শে—১৯৬০ ১৯৬০ ২০ ; ২৬শে—  
২০ ২০০০ ২০০ ২০০০ ২১ ২৩০০ ২০০/  
২১০ ২০৥০ ২০৬০ । ভারতীয় ইলেকট্রিক ২০শে  
জাঃ—১৯৥০ ১৯৬০ ; ২১শে—১৯৬০ ; ২৪শে—  
১৯৥০ ১৯৥০ ১৯৥০ ১৯৬০ ১৯৬০ ; ২৫শে—  
১৯৬০ ১৯৬০ ১৯৬০ ১৯৬০ ১৯৬০ ১৯৬০  
১৯৬০ ; ২৬শে—১৯৬০ ১৯৬০ ১৯৬০ । ব্রেথগেষ্ট  
এণ্ড কোং ২০শে জাঃ—১৯৥০ ১৯৥০ ১৯৥০ ;  
২১শে—১৯৥০ ১৯৥০ ; ২২শে—১৯৬০ ১৯৬০ ;  
২৪শে—১৯৬০ ১৯৬০ ; ২৫শে—১৯৬০ ১৯৬০  
১৯৬০ ; ২৬শে—১৯৥০ ১৯৬০ । ব্রিটানিয়া বিল্ডিং  
এণ্ড আয়রণ ২০শে জাঃ—১৮৥০ ১৮৥০ ১৮৬০ ;  
২৫শে—১৯৥০ ১৯৬০ ; ২৬শে—১৯৬০ ১৯৬০ ।  
ব্রিটানিয়া ২০শে জাঃ—১৭৬০ ১৭৬০ ; ২৬শে—  
১৮৬০ ১৮৬০ । বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২০শে  
জাঃ—৪০০ ৪০২ ; ২৫শে—৪১৫ ৪১৬  
৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ । ইঞ্জিনিয়ার  
আয়রণ এণ্ড স্টীল ২০শে জাঃ—(৩৭৥০০ ৭৥০  
৩৭৥০ ৩৭৥০ ; ২৬শে—৩৮৬০ ৩৮৬০  
৩৮৬০ ৩৮৬০ ৩৮৬০ ৩৮৬০ ৩৮৬০ । জেসপ



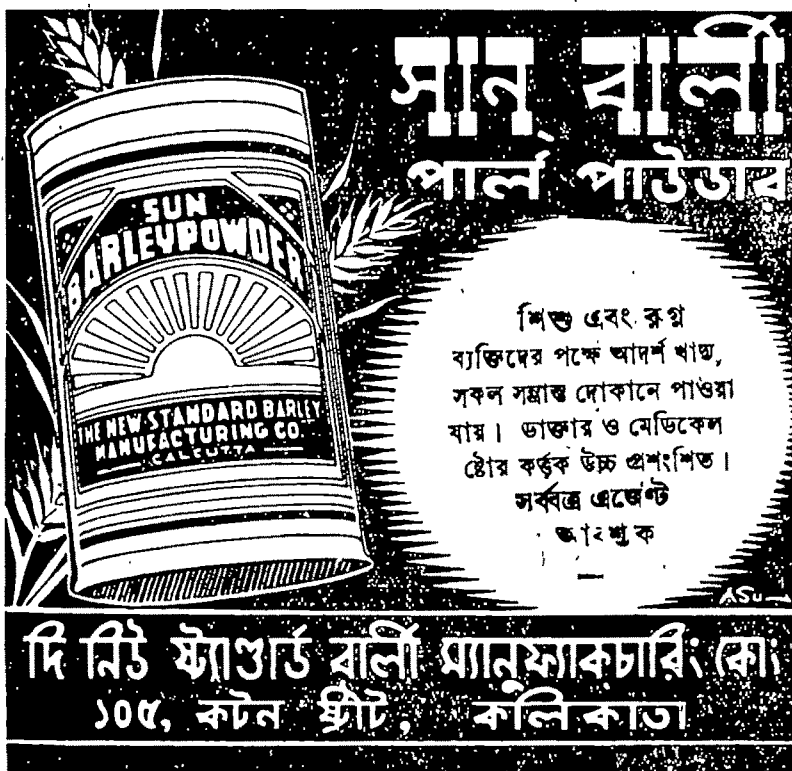
# चाङ्गचाम्पो

পৃথিবীতে সব কিছুই কণস্থায়ী।  
কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে তার  
পার্বিষ উন্নতিতে আত্মহার্য হয়ে এই  
শাস্ত সত্যটিকে অস্বীকার করতে  
চায়। শঙ্করাচার্য শুধু সাধকই ছিলেন  
না—তিনি ছিলেন সত্যিকারের  
বাস্তববাদী। তাই মানুষের এই  
কণস্থায়ী মোহকে নাড়া দেবার  
অল্প বলে গিয়েছেন,—

“মা কুরু ধনজনযৌবন পরম্  
হরতি নিমেষাৎ কাল সৰ্বম্।”  
মহামানব শব্দের এই অমর বাণী  
শ্রবণ করে আমাদের প্রত্যেকের  
ভবিষ্যতের জন্য একটা পাকা  
বন্দোবস্ত করে রাখা উচিত।  
ডোমিনিয়নের পলিসি আপনার  
ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করে রাখতে  
সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।  
এজেন্সী এবং স্পেশাল এজেন্সীর  
জন্ম সেক্রেটারীর নিকট  
আবেদন করুন।

# ডোমিনিয়ন

ইন্সটিটিউট কোঃ লিঃ  
১৫, লাইট স্ট্রীট - কলিকাতা



নীলিমারলা ২০শে জাঃ—২৬৫/০ ২৬৫/০; ২৬শে—২৭৫/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০। নিউ সেন্ট্রাল ২০শে জাঃ—৪০২/০ ৪০২/০; ২৬শে—৪০২/০। ওরিয়েন্ট ২০শে জাঃ—৪০৬/০ ৪০৬/০ ৪০৬/০; ২৬শে—৪০৬/০ ৪০৬/০ ৪০৬/০; ২৬শে—৪০৬/০ ৪০৬/০ ৪০৬/০। প্রেসিডেন্সী ২০শে জাঃ—৭৫/০ ৭৫/০ ৭৫/০ ৭৫/০; ২৬শে—৭৫/০ ৭৫/০ ৭৫/০ ৭৫/০। রামেশ্বর-ওয়া ২০শে জাঃ—১৭৫/০ ১৭৫/০; ২৬শে—১৭৫/০ ১৭৫/০ ১৭৫/০; ২৬শে—১৭৫/০ ১৭৫/০ ১৭৫/০ ১৭৫/০। রিলায়েন্স ২১শে জাঃ—৬৪৫/০ ৬৪৫/০; ২৬শে—৬৪৫/০ ৬৪৫/০; ২৬শে—৬৪৫/০ ৬৪৫/০ ৬৪৫/০। শ্রীমতীনারায়ণ ২০শে জাঃ—২৭৫/০ ২৭৫/০; ২৬শে—২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০; ২৬শে—২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ২৮/০।

### রেলপথ

দার্জিলিং-হিমালয়ান (প্রেক্ষ) ২৪শে জাঃ—১০৫/০ ১০৫/০; ২৬শে—১০৫/০ ১০৫/০। হোসিয়ারপুর দোয়ার ২৬শে জাঃ—১০৫/০ ১০৫/০। হাওড়া-আমতা ২১শে জাঃ—১১৮/০ ১১৮/০। ময়মনসিং-ভৈরববাজার (রিবেট) ২৬শে জাঃ—১০৭/০ ১০৭/০। দিল্লী-সাহারানপুর ২৬শে জাঃ—২১৩/০ ২১৩/০।

### খনি

বিদরা ষ্টোন লাইম ২০শে জাঃ—১০৫/০ ১০৫/০; ২৬শে—১০৫/০ ১০৫/০। বর্ষাকপোরেশন ২০শে জাঃ—৪/০ ৪/০ ৪/০ ৪/০; ২৬শে—৪/০ ৪/০ ৪/০ ৪/০। ইন্ডিয়া কপার ২০শে জাঃ—৩/০ ৩/০; ২৬শে—৩/০ ৩/০ ৩/০ ৩/০। করগপুরা ডেভেলপমেন্ট ২০শে জাঃ—২৭৫/০ ২৭৫/০; ২৬শে—২৭৫/০ ২৭৫/০। ট্যাঙ্কমাটিন ২০শে জাঃ—১৫/০ ১৫/০; ২৬শে—১৫/০ ১৫/০।

### কাগজের কল

বেঙ্গল ২৬শে জাঃ—২২৫/০ ২২৫/০। ইন্ডিয়া পেপার পাল্প ২০শে জাঃ—২২৮/০ ২২৮/০ ২২৮/০ ২২৮/০; ২৬শে—২২৮/০ ২২৮/০ ২২৮/০ ২২৮/০। ওরিয়েন্ট ২২শে জাঃ—৩৫৫/০ ৩৫৫/০ ৩৫৫/০ ৩৫৫/০; ২৬শে—৩৫৫/০ ৩৫৫/০ ৩৫৫/০ ৩৫৫/০। টিটাগড় ২০শে জাঃ—৩০/০ ৩০/০ ৩০/০ ৩০/০; ২৬শে—৩০/০ ৩০/০ ৩০/০ ৩০/০। টিটাগড় (ডেক) ২৬শে—৬০/০ ৬০/০।

### চিনির কল

বলরামপুর ২০শে জাঃ—১৮৫/০ ১৮৫/০; ২৬শে—১৮৫/০ ১৮৫/০। বেলুঙ্গু ২০শে জাঃ—১২৫/০ ১২৫/০ ১২৫/০ ১২৫/০; ২৬শে—১২৫/০ ১২৫/০ ১২৫/০ ১২৫/০।

কেজ এণ্ড কোং ২০শে জাঃ—৩০৫/০ ৩০৫/০ ৩০৫/০ ৩০৫/০; ২৬শে—৩০৫/০ ৩০৫/০ ৩০৫/০ ৩০৫/০। কানপুর ২২শে জাঃ—৪৪/০ ৪৪/০; ২৬শে—৪৪/০ ৪৪/০। চম্পারন ২৬শে জাঃ—৪১৫/০ ৪১৫/০ ৪১৫/০ ৪১৫/০; ২৬শে—৪১৫/০ ৪১৫/০ ৪১৫/০ ৪১৫/০। দ্বার-ভাঙ্গা ২০শে জাঃ—৩৪৫/০ ৩৪৫/০ ৩৪৫/০; ২৬শে—৩৪৫/০ ৩৪৫/০ ৩৪৫/০ ৩৪৫/০।

### চা-বাগান

বাঘমারী ২১শে জাঃ—১৬৫/০ ১৬৫/০; ২৬শে—১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০। বানরহাট (প্রেক্ষ) ২৪শে জাঃ—১৮৫/০ ১৮৫/০ ১৮৫/০ ১৮৫/০; ২৬শে—১৮৫/০ ১৮৫/০ ১৮৫/০ ১৮৫/০। সেন্ট্রাল কাছাড় ২২শে জাঃ—১০২/০ ১০২/০; ২৬শে—১০২/০ ১০২/০ ১০২/০ ১০২/০। দার্জিলিং টি এণ্ড সিঙ্কোনা ২৪শে জাঃ—২৮৫/০ ২৮৫/০; ২৬শে—২৮৫/০ ২৮৫/০ ২৮৫/০ ২৮৫/০। হার্টা পাড়া ২০শে জাঃ—৭৪৫/০ ৭৪৫/০; ২৬শে—৭৪৫/০ ৭৪৫/০ ৭৪৫/০ ৭৪৫/০। হাতিমুড়া ২০শে জাঃ—৬২৫/০ ৬২৫/০; ২৬শে—৬২৫/০ ৬২৫/০ ৬২৫/০ ৬২৫/০। হাতিমুড়া ২০শে জাঃ—৩০৫/০ ৩০৫/০ ৩০৫/০ ৩০৫/০; ২৬শে—৩০৫/০ ৩০৫/০ ৩০৫/০ ৩০৫/০। তেরাই ২৬শে জাঃ—২২/০ ২২/০ ২২/০ ২২/০; ২৬শে—২২/০ ২২/০ ২২/০ ২২/০। তেজপুর ২০শে জাঃ—১৭৫/০ ১৭৫/০।

### পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৬শে জাঃ—১৭৫/০ ১৭৫/০। কলিকাতা কাঁচা পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ক্রেতামহলের অপেক্ষা বিক্রেতামহল কাজকারবারে অধিকতর আগ্রহশীল থাকায় স্বভাবতই পাটের মূল্য হ্রাস পাইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ পাটের বাজারে এবার একটা অনিশ্চয়তার ভাব বরাবর পরিলক্ষিত হইয়াছে। উহার একমাত্র না হইলেও প্রধানতম কারণ এই যে, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মরা দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রদেশিক সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা বৈঠক হইয়া পিয়াছে এখনও সেই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষিত হয় নাই। হয় নাই বলিয়াই বাজারে নানারূপ অশুভান ও গবেষণা চলিতেছে। অনেকের এরূপ ধারণা হইয়াছে যে,

আগামী মরশুমের পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হ্রাস করা হইবে বলিয়া প্রথমে তদা গিয়াছিল আগলে নিয়ন্ত্রণ সেরূপ কড়াকড়ি রকমের হইবে না। এই অনিশ্চয়তার জন্মই আলোচ্য সপ্তাহে মিল বালিকগণ কাঁচা পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

এবার আলুগা পাটের বাজারেও কাজকার-বারের পরিমাণ সন্তোষজনক হয় নাই। এবার ইন্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম বণ্যক্রমে ১৫৫/০ আনা ও ১২৫/০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও এবার মন্দার অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের খালে চটের বাজারে উৎসাহের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। খালে ও চটের দর সর্বোচ্চ মূল্যের কাছাকাছি ঘন উঠানামা করিয়াছে। এবার ১১নং পোর্টার ও ১১নং পোর্টার (সকল রকম) বণ্যক্রমে ২১৫/০ আনা ও ২৮৫/০ আনার ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

### সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৬শে জাঃ—১৭৫/০ ১৭৫/০।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে নিষ্ক্রিয়তার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং কাজকারবার বাহা হইয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭১০/০ আনা দরে সোণা বিক্রয় করিয়াছে। বোম্বাই বাজারে এবার রেডী সোণার দর ছিল ৭১০/০ আনা। কলিকাতার সোণার বাজারের দর ছিল ৭১০/০ আনা এবং গিনি ৭১০/০ আনা এবং গিনি সোণা ৪৮৫/০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। এবার রেডী রূপার দর ১২০৫/০ আনা এবং আপাম কাজকারবারের দর ১১৮৫/০ আনা ছিল। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১১৮৫/০ আনা ও ১১৬৫/০ আনা। কলিকাতার রূপার বাজারে পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১২০৫/০ আনার তুলনায় এবার রেডী ১২১০/০ আনার হস্তান্তরিত হইয়াছে।

## ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লি.

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

### ডিস্কাউন্ট

গভর্নমেন্টের উপর কৃত বিল  
এবং ছত্তিতে চার্মসজত হারে  
ডিস্কাউন্ট দেওয়া হয়

ফলে কাজ কারবার এবং অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।  
গভর্নমেন্টের উপর বিল থাকিলে তাহার দরুন  
আমরা অগ্রিম অর্থ দিয়া থাকি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
এইচ. দত্ত

## নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা কোম. ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

### চিঠাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| অনুমোদিত মূলধন       | ৫০,০০,০০০ টাকা      |
| বিক্রীত              | ২৫,২০,০০০ টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত            | ২০,০০,০০০ " "       |
| গবর্নমেন্ট সিকিউরিটি | ১,৩২,০০,০০০ " "     |
| অমানত                | ৪,০০,০০,০০০ " "     |
| কার্য্যকরী মূলধন     | ৪,৫০,০০,০০০ " "     |

( ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত—অডিটসাপেক্ষ )

(ক) এন। দালাল,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

( ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা—

৮৮৩ পৃষ্ঠার পর )

খাচ্ছিল বিশেষজ্ঞরা বহু গবেষণার পর ভারতের প্রতি পূর্ণ বয়স্ক লোকের জন্ম প্রতিদিনের পুষ্টিকর খাওয়ার নিম্নরূপ বরাদ্দ প্রস্তুত করিয়াছেন :—

পূর্ণ বয়স্ক লোকের প্রয়োজনীয় আহাৰ্য্য

( মাথাপিছু প্রতিদিন )

| খাদ্যশস্য | ১৬ আউন্স | ফল              | ২ "   |
|-----------|----------|-----------------|-------|
| ডাল       | ৩ "      | তেল ও চর্কি     | ১'৫ " |
| চিনি      | ২ "      | খাঁটা চূষ       | ৪ "   |
| ভরিতরকারী | ৬ "      | মাছ, মাংস ও ডিম | ২'৩ " |

এই পরিমাণ খাদ্যব্যবহার করিলে তাহাতে মোট ২,৬০০ ক্যালরী (energy value) পাওয়া যাইতে পারে। আহাৰ্য্য প্রস্তুতের সময়ে এবং তাহা পরিবেশনের সময়ে কিছু পরিমাণ খাওয়ার অপচয় ঘটিয়া থাকে। সে কথা বিবেচনা করিলে ভারতের লোকদের জন্ম মাথাপিছু ২,৮০০ ক্যালরী খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়াই প্রয়োজন। আমাদের দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ খাদ্যব্যবহার উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা এই পরিমাপে সকলের জন্ম খাদ্যব্যবহার সংস্থান হওয়ার আশা নাই। কাজেই সেজন্য উহার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্য পাইতে হইলে যুদ্ধের পূর্ব সময়কার মূল্যের হিসাবে প্রতি পূর্ণবয়স্ক লোক পিছু বাৎসরিক ৬৫ টাকা ব্যয় হইবে। পূর্ণ বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের ব্যয় সামান্যই কম পড়িবে। এই হিসাবে খাদ্য বাবদ মোট জনসংখ্যার নিম্নতম ব্যয় বরাদ্দ ধরিলে বৎসরে তাহা ২ হাজার ১০০ কোটি টাকার মত দাঁড়ায়। সকলের জন্ম উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টি-কর খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইলে এই প্রকার অর্থ নিয়োগের জন্ম আমাদের কাছে প্রস্তুত হইতে হইবে।

খাওয়ার পরেই বস্ত্রের কথা। গত ১৯২৮-২৯ সালে জগতে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়িয়া

সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়াছিল। ঐ বৎসরে সমস্ত জগতে লোক পিছু গড়ে ৪২ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত (ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনে) হইয়াছিল। ঐ বৎসরে বিভিন্ন দেশের লোক মাথাপিছু নিম্নরূপ পরিমাণ বস্ত্র (কলের তৈয়ারী) ব্যবহার করিয়াছিল।

বৎসরে মাথাপিছু বস্ত্রের ব্যবহার

( গজ হিসাবে )

|                      |    |          |    |
|----------------------|----|----------|----|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬৪ | জাপান    | ২১ |
| কানাডা               | ৩৮ | মিশর     | ১৯ |
| সুইডেন               | ৩৬ | ব্রজিল   | ১৯ |
| জার্মানী             | ৩৪ | ইরাক     | ১৭ |
| মালয়                | ৩১ | ভারতবর্ষ | ১৬ |
| ডেনমার্ক             | ৩০ | গ্রীস    | ১৫ |

অন্যান্য দেশের তুলনায় জগতে এত কম বস্ত্র ব্যবহৃত হওয়া খুবই দুঃখের বিষয়। কংগ্রেস শ্রাশনাল প্ল্যানিং কমিটি এদেশের লোকের মাথাপিছু কম পক্ষে বৎসরে ৩০ গজ বস্ত্র প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোগীরাও আজ সেইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। মাথাপিছু এই ভাবে ৩০ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইলে তাহাদের মতে উহাতে ১৯৪১ সালের জনসংখ্যা অনুযায়ী বৎসরে ১ হাজার ১৬৭ কোটি গজ বস্ত্র প্রয়োজন হইবে। প্রতি গজ সাড়ে তিন আনা হিসাবে উহাতে ২৫৫ কোটি টাকা খরচ পড়িবে।

খাদ্য ও বস্ত্রের পর মানুষের জীবনের অন্ততম প্রধান প্রয়োজন বাসস্থান। এই বাসস্থানের দিক দিয়া ভারতের লোকদের জীবন-যাত্রা এখনও খুব নিম্নস্তরে রহিয়াছে। ১৯৪১ সালের আদম শুমারীর রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ সালে ভারতে বাড়ীর সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ; সহরঞ্চলে ১ কোটি ও গ্রামাঞ্চলে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ। ১৯৩১ সালে প্রতি বাড়ী পিছু ভারতে গড়ে লোকসংখ্যা ছিল ৫ জন। ১৯৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ৫'১ জন দাঁড়াইয়াছে। প্রতি লোক পিছু আবাস ঘরের পরিসর কিরূপ সে সম্বন্ধে সারা ভারতের কোন

নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে বোম্বাই, আমেদাবাদ ও সোলাপুরের কারখানা অঞ্চলের বাসস্থানগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিয়া জানা গিয়াছে যে, ঐ সব স্থানে প্রতি লোক পিছু আবাস ঘরের গড় পরিসর (floor space per person) যথাক্রমে ২৭'৫ বর্গ ফুট, ৪৩'০৪ বর্গ ফুট ও ২৪'০৩ বর্গ ফুটের বেশী নহে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোগীরা বলিতেছেন, প্রতি ঘণ্টায় যেহেতু প্রত্যেকের ৩ হাজার ঘন ফুট পরিমিত মুক্ত হাওয়া দরকার সেই হেতু বাস করিবার জন্য লোকের মাথাপিছু ১০০ বর্গ ফুট পরিমিত আবাস ঘর প্রয়োজন। এই হিসাবে ভারতে ৫ জন লোক বিশিষ্ট এক এক পরিবারের জন্য কম পক্ষে ৫০০ বর্গ ফুট পরিমিত বাসস্থানের সংস্থান করিতে হইবে। এই বাসস্থানের মোট খরচ ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকার কম হইবে না। ঘরবাড়ী সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও বাৎসরিক ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় পড়িবে।

ভারতের জনসংখ্যার কথা আলোচনা করিলে এদিক দিয়াও দেশের বিশেষ শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। জগতে উন্নতিশীল দেশসমূহের তুলনায় ভারতে হাজার করা মৃত্যুসংখ্যার পরিমাণ অধিক, শিশুমৃত্যুর প্রাকোপ নিতান্ত বেশী এবং লোকের গড় পরমাণু অত্যধিক কম।

| দেশ                  | প্রতি হাজার জনে মৃত্যুসংখ্যা | গড় পরমাণু নারী | পুরুষ |
|----------------------|------------------------------|-----------------|-------|
| কানাডা               | ২'৬                          | ৫৮'৯৬           | ৬০'৭৩ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১০'৬                         | ৬০'৬০           | ৬৪'৫১ |
| জার্মানী             | ১২'৩                         | ৫৯'৮৬           | ৬২'৮১ |
| ইংলণ্ড               | ১২'২                         | ৬০'১৮           | ৬৪'৪০ |
| অষ্ট্রেলিয়া         | ২'২                          | ৬৩'৪৮           | ৬৭'১৪ |
| জাপান                | ১৭'৬                         | ৪৬'২২           | ৪৯'৬৩ |
| ভারতবর্ষ             | ২১'৮                         | ২৬'২১           | ২৬'৫৬ |

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোগীরা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সম্পর্কে যে নিম্নতম জীবন-যাত্রার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা বর্ধাযথ কার্যকরী হইলে জনসংখ্যার দিক দিয়া ভারতের এই অবনতির অনেকটা প্রতিকার হইবে। তবে এ সম্পর্কে যথোচিত উন্নতির জন্য তাহাদের মতে পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কে, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে এবং

## নিউ গার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :

কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস

২২নং ক্যানিং স্ট্রীট।

কলিকাতার অন্যান্য শাখা :—

কলেজ স্ট্রীট, শ্যামবাজার ও বালীগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন :—১০ লক্ষ টাকার উপর

ডিপোজিট ১ কোটি ,, ,,

ভারতের সর্বত্র উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রের বিল আদায়ের ব্যবস্থা এবং ডাকযোগে বা টেলিগ্রাম বরাবরে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

## দি ভগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং বন্দ্রভাঙ্গা স্ট্রীট;

কলিকাতা ২২৬০ (তিন লাইন)

পাঁচ বৎসরের ক্যাশসার্টিফিকেট

স্থায়ী আমানতের সমান সুদ পাওয়া যায়

চলতি হিসাবের ন্যায় ইচ্ছামত ভান্ডান যায়

বিক্রয় মূল্য—

৮।০ মূল্য ১'০ টাকা

৪১।০ " ৫'০ "

৮২।০ " ১০'০ "

৮২'৫ " ১০'০ "

বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন :—

শাখা : হাওড়া, সালিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর পাড়া, শ্রীরামপুর, ফুলী।



সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রভৃতির প্রচলন সম্পর্কে ব্যাপক সুব্যবস্থা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া লোকে যাহাতে যথোচিত চিকিৎসার সুবিধা পায় তাহা দেখাও দরকার। স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে ভবিষ্যতে সহরে ও পল্লী অঞ্চলে ভালরূপ প্রচারকার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিতে গিয়া ভবিষ্যতে বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। উদ্যোক্তাদের ধারণা জনস্বাস্থ্যের যথোচিত উন্নতির জন্য ঐসব দিক দিয়া ব্যয়ের পরিমাণ ৭৯ কোটি টাকার মত দাঁড়াইবে। চিকিৎসা সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার কথা আলোচনা করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন, গত ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে মাত্র ৭ হাজার ৩০০টি হাসপাতাল ছিল, আর তাহাতে বেডের সংখ্যা ছিল ৭৪ হাজার। ঐ সালে ভারতে ডাক্তার ও নাসের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪২ হাজার ও ৪ হাজার ৫০০; অর্থাৎ প্রতি ৯ হাজার লোক পিছু একজন ডাক্তার ও প্রতি ৮৬ হাজার জন পিছু একজন নাস। অথচ ইংলণ্ডে ঐ সময়ে ডাক্তার ছিল প্রতি ৭৭৬ জন পিছু একজন ও নাস ছিল প্রতি ৪৩৫ জন পিছু একজন। ভারতের এই পশ্চাৎপদ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে ডাক্তার, নাস ও হাসপাতালের সংখ্যা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা দরকার। এ বিষয়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তাদের প্রস্তাব এই, ভারতের প্রতি গ্রামে একটি করিয়া হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। উহাতে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও দুইজন নাস থাকিবে। একজন নাসকে সুশিক্ষিত ধাত্রী হইতে হইবে। সারা ভারতে এইরূপ গ্রাম্য হাসপাতাল স্থাপন করিয়া এককালীন ১৩২ কোটি টাকা ও পরে উহা পরিচালনার জন্য বৎসরে ১৪১ কোটি

৯০ লক্ষ টাকার মত দরকার হইবে। সহর অঞ্চলে প্রতি ১০ হাজার অধিবাসীর জন্য ৪০টি বেডযুক্ত এক একটি হাসপাতাল গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা করিতে সারা ভারতে প্রথমে এককালীনভাবে ২২ কোটি টাকা ও পরে বৎসরিক খরচ হিসাবে ১৬৯ কোটি টাকার মত দরকার হইবে। ভারতবর্ষে গত ১৯৩৯ সালে ২ লক্ষ প্রসূতির মৃত্যু ঘটিয়াছিল। উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে উহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগেরই জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে। কাংজেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা ঐদিক দিয়াও তাঁহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেক হাসপাতালের নিযুক্ত নাস প্রসূতিকল্যাণে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। কিন্তু সহরঞ্চলে প্রসূতি কল্যাণের জন্য সাধারণ হাসপাতালের উপর নির্ভর না করিয়া আলাদাভাবে ঐজন্য হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। ঐ বাবদ এককালীন ৮ কোটি টাকা ও পরে বৎসরিক ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মত ব্যয়ের প্রয়োজন দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া উদ্যোক্তাদের মতে যক্ষ্মা, ক্যান্সার, যৌনব্যাধি ও মানসিক রোগ প্রভৃতির সুচিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। সেজন্যও এককালীন ১৯ কোটি টাকা ও বৎসরিক ১২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা আবশ্যিক হইবে।

স্বার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও মিঃ জি ডি বিড়লা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থাপিত পরিকল্পনাটিতে অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষার দিক দিয়া জনসাধারণের নিম্নতম জীবনযাত্রার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতে ৫ বৎসরের উচ্চ বয়স্ক লোকদের মধ্যে মাত্র ১৪.৬ জন লিখিতে ও পড়িতে জানে। জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে এই হার শতকরা ৮০ ভাগেরও উপর। শিক্ষার দিক দিয়া ভারতের এই দুর্দশার প্রতিকার করিতে হইলে এদেশে প্রতি গ্রামে একটি করিয়া বিতা-

লয় স্থাপন করিতে হইবে। ৬ বৎসর হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক বালক ও বালিকার পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। উদ্যোক্তাদের অনুমান এই বাবদ এককালীন ৮৬ কোটি টাকা ও পরে বৎসরিক ৮৮ টাকা খরচ পড়িবে। এদেশে পূর্ণ বয়স্কদের ভিতর অশিক্ষা যেক্রপ বেশী তাহাতে উহাদিগকে লেখা পড়া শিখানোর একটা ব্যবস্থা দরকার, আর সে বাবদ বৎসরিক কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

বিভিন্ন দিক দিয়া নিম্নতম জীবনযাত্রার আদর্শ রক্ষা করিতে হইলে উদ্যোক্তাদের মতে খাদ্য বাবদ ২,১০০ কোটি টাকা, বস্ত্র বাবদ ২৬০ কোটি টাকা, বাসস্থান বাবদ ২৬০ টাকা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদ ১৯০ কোটি টাকা ও প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ৯০ কোটি টাকা মিলাইয়া মোটামুটিভাবে বৎসরিক ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা জাতীয় ব্যয়ের প্রয়োজন দাঁড়াইবে। সেই ব্যয় মিটাইবার সম্ভবপর উপায় ও বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহারা তাঁহাদের স্মারকলিপিতে অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। জীবনযাত্রার নিম্নতম মান সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের গবেষণা ও প্রস্তাব আমরা উপরে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিলাম। আগামী বারে অগ্রাগ্রহ দিক দিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল নির্দেশসমূহ আমরা সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করিব।

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

“নিওটোন”

অব্যর্থ কলত্রাদ মর্হোষধ

৮ আউন্স—১৮০, ১২ আউন্স—২৪০

ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, প্লেটো

‘বেপটোন’

কার্যকরী আদর্শ টনিক

৪ আউন্স—২৪০, ৮ আউন্স—৩৬০

প্রত্যেক জিলায় ষ্টিকিট আবশ্যিক

পরিবেশক—এস, ডেভী এণ্ড কোং

৪৪সি, আমহাট ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

নিরাপত্তা ও কার্যতৎপরতার জন্য—

দি ইষ্টার্ন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস—ঢাকা

স্থাপিত—১৯২৮

শাখা সমূহ :—

ভোলা, কলিকাতা,  
চট্টগ্রাম, চরমুগুরিয়া,  
ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা শাখা :—

১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রিট  
ফোন : কলি : ৪৪০১

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম শুভাচার্য

সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,  
(ক্লাইভ ষ্ট্রিট ষ্ট্রিট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে)

কলিকাতা।

শাখাসমূহ—

ঢাকা, দমদম, বরানগর,  
আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম, এ, বি-এল

বিভিন্ন বিভাগ

- পাট \*
- লবণ \*
- কয়লা \*
- চাষার \*
- তামাক \*
- হোশিয়ারী \*
- ইলেকট্রিক্যাল \*
- কনফেকশনারী \*
- চায়ের ষার (Tea-Chest) \*

জি.এস.এম.পারিয়ম লিঃ

৪৭ এ ডিওরুজব এডিনিং, কলিকাতা

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক-শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বিভিন্ন বিভাগ

- চা \*
- চিনি \*
- বিক্রয় \*
- রেডিও \*
- কেশনারী \*
- 'ভিটা' ফুড \*
- 'রিলারেন্স' বাটার \*
- চ-বাগানের অয়োজনীয় \*
- অধ্যাপকগণ \*

জি.এস.এম.পারিয়ম লিঃ

৪৭ এ ডিওরুজব এডিনিং, কলিকাতা

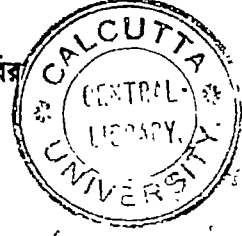
৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৪৪

৩৮শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                                 | পৃষ্ঠা | বিষয়                   | পৃষ্ঠা |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                       | ৯০৩-৫  | আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর | ৯০৯-১৯ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                      | ৯০৬    | কোম্পানী প্রসঙ্গ        | ৯২০    |
| ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা (২) | ৯০৭    | বাজারের হালচাল          | ৯২১-২৬ |
| যুবক ও জীবন বীমা                      | ৯০৮    |                         |        |



## সাময়িক প্রসঙ্গ

### শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স ও তাহার ফলাফল

শেয়ার বিক্রয় ও মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়া গবর্নমেন্ট যখন গত মে মাসে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করেন তখন শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হইবে মনে করিয়া আমরা উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি এই অর্ডিন্যান্সের প্রথম ছয় মাসের যে কার্যফল প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের সেই ধারণা অনেকাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার পর দেশের বহু শিল্পোত্তোগী সরকারী অনুমতি পাওয়া সম্পর্কে সন্দেহান হইয়া নূতন শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তৌলা সম্পর্কে মনোযোগ দিতেছেন না। ইহাতে শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার স্বাভাবিক বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা অনুমতি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন সরকারী অনুমোদন লাভে তাহাদিগকেও কার্যতঃ যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। শেয়ার বিক্রয় ও মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে গবর্নমেন্ট এপর্যন্ত মোট কতকগুলি দরখাস্ত পাইয়াছেন উপরোক্ত বিবরণে তাহা

পরিস্কারভাবে জ্ঞাপন করা হয় নাই। অর্ধ-পরিস্ফুট ভাবে, আভাষে ও ইজিত্তে বাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহাতে অনুমোদন লাভের মোট দরখাস্তের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বাতিল হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। গবর্নমেন্ট জানাইয়াছেন, গত ১৭ই মে হইতে গত ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রসারণ সম্পর্কে যে সব দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ৫৬৪টি ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ৪৯৮টি ক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ৬৬টি প্রস্তাব একেবারে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মোট দরখাস্তের মধ্যে বাতিলের পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। যে সব দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে তাহার মধ্যে নূতন কোম্পানী গঠনের জন্য ২১০টি ও পুরাতন কোম্পানীর নূতন শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ২৮৮টি প্রস্তাব রহিয়াছে। বঙ্গ-শিল্প সম্পর্কে ৬৮টি, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে ৫৭টি, রসায়ন শিল্প সম্পর্কে ৬৩টি ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে মোট ২৫টি প্রস্তাব অনুমোদন করা হইয়াছে। বীমা, ব্যাঙ্ক ও অগ্ন্যস্ত্র ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ৫০৭টি দরখাস্ত পাওয়া

গিয়াছিল। গবর্নমেন্ট তাহার মধ্যে ৪৪৬টি ক্ষেত্রে শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ১৩০টি প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ছয় মাসে শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ৬৬টি ও ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ১৩০টি দরখাস্ত বাতিল হওয়ায় শেয়ার ও মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্সটি দেশের পক্ষে যে বিরূপ অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া এখন পর্যন্ত খুবই পশ্চাদপদ রহিয়াছে। যুদ্ধের সুযোগে, এদেশের লোকেরা নূতন কোম্পানী গঠন সম্পর্কে ও পুরাতন কোম্পানীর কার্যধারা প্রসার বিষয়ে কিছু উৎসাহ তৎপরতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। শিল্প কোম্পানী সম্পর্কে সরকারী অনুমোদন লাভের শতকরা ১২ ভাগ এবং বীমা, ব্যাঙ্ক ও অগ্ন্যস্ত্র ব্যবসা কোম্পানী সম্পর্কে শতকরা ২৬ ভাগ আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ায় সেটুকু উৎসাহ তৎপরতাও ভবিষ্যতে দেশে বজায় থাকিবে বলিয়া আশা করা যায় না। শিল্প বাণিজ্য প্রসারের স্বাভাবিক সুযোগ হইতে এভাবে ভারতের লোকদিগকে বঞ্চিত করা প্রকারান্তরে এদেশের অর্থনৈতিক অবনতিতে কায়ম করিয়া রাখা ছাড়া আর কিছুই নহে।

## বিক্রয় কর

গত ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় জিনিষপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করিয়া বাঙ্গলা সরকার যে আইন প্রবর্তন করিয়াছিলেন অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি তাহার একটি সংশোধক বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিলের উদ্দেশ্য নূতন করিয়া বিক্রয়করের হার বৃদ্ধি করা। এতদিন টাকায় এক পয়সা হারে এই কর আদায় করা হইতেছিল। নূতন সংশোধন বিলে তাহা দুই পয়সা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে।

পণ্য সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর আদায়ের নীতি প্রথমে অনেক দেশে 'পার্চেজ ট্যাক্স' (Purchase tax) বা ক্রয় কর হিসাবেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরে কোন কোন দেশের গবর্ণমেন্ট ক্রয়সাজি করিয়া উহাকে বিক্রয় কর নামে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'পার্চেজ ট্যাক্স' নামটা সাক্ষাৎভাবে ক্রেতাদের উপর একটা অভিযান চালানোর সামিল, আর তাহাতে প্রতিবাদের মাত্রাও তীব্রতর হইয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই বুদ্ধিমান অর্থসচিবেরা বর্তমানে বিক্রয় কর নামেই উহাকে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু নাম যাহাই হউক, জিনিষপত্রের ক্রেতাদিগকেই যে এই শ্রেণীর করের সম্পূর্ণ চাপ বহন করিতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৪১ সালে প্রথম যখন বাঙ্গলায় এই কর বসান হয় তখন বাঙ্গলার অর্থসচিব হিসাবে মিঃ এইচ এস সুরাবন্দী বলিয়াছিলেন যে, ক্রেতাদের নিকট হইতে এই কর আদায় না করিয়া দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লাভের অঙ্ক হইতে উহা আদায় করাই গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে যে, যাবতীয় বিক্রয়-কর ব্যবসায়ীরা খরিদারদের নিকট হইতেই আদায় করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টকে কর যোগাইতে গিয়া সাধারণের ক্রয়যোগ্য জিনিষের দর টাকায় এক পয়সা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। একেই দুর্মূল্যের বাজার, তাহাতে বিক্রয় করের জলুম ফলে জনসাধারণের হৃৎকর্দশার অন্ত নাই। এই অবস্থায় নূতন করিয়া আবার এই কর বৃদ্ধি করার কথায় আমরা স্বভাবতঃই খুব শঙ্কিত হইয়াছি। নূতন অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী অবশ্য সুরাবন্দী সাহেবের মত বিক্রয় করকে ব্যবসায়ীদের কর হিসাবে চালাইবার ভড়ং দেখান নাই। বিক্রয় কর বৃদ্ধি করিলে ক্রেতাদিগকেই যে সম্পূর্ণভাবে তাহা যোগাইতে হইবে ইহা

তিনি স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। বর্তমান আর্থিক দুর্দশার ভিতর বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা ও অতিরিক্ত ট্যাক্স দ্বারা দেশে ইনফ্লেশন প্রশমনে সাহায্য করা নূতন করিয়া বিক্রয় কর বৃদ্ধি সম্পর্কে ইহাই হইতেছে তাঁহার প্রধান যুক্তি। মানুষের তৈয়ারী ছুভিক্ষ ও তাহার খেসারৎ মিটাইতে গিয়া বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে যে নিদারুণ ঘাটতি দেখা দিয়াছে তাহা আমরা জানি। কিন্তু সেই ঘাটতি পরিপূরণের জন্য এই দুর্দিনে দেশের জনসাধারণের উপর উপযুক্ত কর বসাইবার কি সমীচিনতা আছে তাহা আমরা বুঝি না। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, পুলিশ বিভাগের বরাদ্দ বাড়াইয়া, এবং অমুগ্রহ জীবীদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্র প্রসার করিয়া বাঙ্গলার মস্তিষ্কগুলি দেশের সরকারী ব্যয় অথবা বাড়াইয়া চলিয়াছেন। বাজেটের বর্তমান ঘাটতি পূরণ করিতে হইলে সেই সব শ্রেণীর আবাস্তর ব্যয় বন্ধ করা সম্পর্কেই কর্তৃপক্ষদের পক্ষে সর্বপ্রথমে মনোযোগ দেওয়া উচিত নয় কি? তাহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য কতিপয় ধরণের খরচপত্র বৃদ্ধি পাইবার ফলেই যদি সরকারী বাজেটে বেশী ঘাটতি হইয়া থাকে তবে তাহা পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর না করিয়া এই যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের অসম্ভাব্য লোকদের উপর চাপিয়া বসিবার কি অর্থ আছে? যুদ্ধকালীন বেসামরিক আত্মরক্ষা ও যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা এসমস্ত স্মার্যতঃ কেন্দ্রীয় সরকারেরই দায়িত্ব। সে দায়িত্ব সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্টকে সজাগ করিয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে বাঙ্গলার মন্ত্রী-দের কোন সুসঙ্কল্পিত চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘাটাইতে গেলে ৯৩ ধারা প্রয়োগ হওয়ার ও শেষ পর্য্যন্ত সাধের মন্ত্রী-কঁাসিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়াই কি এবিষয়ে তাঁহারা নিরীহ গোবেচারীর ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন? বিক্রয়-করের হার বৃদ্ধি সম্পর্কে অর্থসচিব ইনফ্লেশন প্রশমনের অজুহাত দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই অজুহাতের প্রকৃত সঙ্গতি বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া লোকের ক্রয় ক্ষমতা টানিয়া লওয়ার ব্যবস্থা যে ইনফ্লেশন দমনের একটা উপায় তাহা আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে দেশে মুখ্যতঃ ধনী ব্যবসায়ী, কণ্ট্রাক্টর ও বড় সরকারী চাকুরীদেরই আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি বর্জিত ক্রয় ক্ষমতা

টানিয়া লইয়া দেশে ইনফ্লেশনের প্রতিকার করিতেই হয় তবে প্রধানতঃ উহাদের উপর ট্যাক্স বাড়ানই বর্তমানে কর্তব্য। ইংলণ্ডে উচ্চ আয়সম্পন্ন লোকদের উপর ইতিমধ্যেই প্রতি পাউণ্ডে ১৯ শিলিং পর্য্যন্ত ট্যাক্স বসিয়াছে। সে তুলনায় যুদ্ধের সময় এদেশে ধনী লোকদের উপর খুব কম ট্যাক্সভার চাপিয়াছে বলা চলে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই ভাবে ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই স্তম্ভ রহিয়াছে। তাঁহারা সেই ক্ষমতা যেখানে যথোচিতভাবে প্রয়োগ করিতেছেন না সেখানে ইনফ্লেশন প্রশমনের নামে মাতিয়া উঠিয়া বিক্রয় করের মারকতে চুনোপুটি মারিবার আয়োজন বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে হাস্তকর নয় কি?

## ব্যাক ব্যবসায় ও যুদ্ধোত্তর সমস্যা

যুদ্ধের সময়ে এদেশের ব্যাকসমূহে আমানতী জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে, রিজার্ভ ব্যাকের তালিকাভুক্ত ব্যাকসমূহে জনসাধারণের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৩৮ কোটি টাকা। ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে তাহা ৬৬৪ কোটি টাকায় পৌছিয়াছে। ব্যাকের আমানত বৃদ্ধি পাওয়া এদেশের পক্ষে একটা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই; কিন্তু যুদ্ধের পরে এদিক দিয়া ব্যাক ব্যবসায়ক্ষেত্রে আবার কি নূতন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা ভাবিয়া অনেকে উদ্বিগ্ন হইতেছেন। যুদ্ধের পরে সামরিক প্রচেষ্টার ভোড়োড় যখন বন্ধ হইয়া যাইবে তখন আমানতের পরিমাণ বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া ব্যাকসমূহের সমক্ষে এক নূতন সমস্যা সৃষ্টি হইবে বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন। রিজার্ভ ব্যাকের গবর্ণর স্মার চিন্তামন দেশমুখ সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় সেই সম্ভাবনা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধোত্তর কালে তিনটি কারণে ব্যাকসমূহ হইতে গচ্ছিত টাকা তুলিয়া লওয়া সম্পর্কে লোকের গরজ দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যুদ্ধের সময়ে ব্যাকগুলি নানাভাবে যে টাকা নিয়োগ করিয়াছে যুদ্ধের পর তাহারা তাহা তুলিয়া লইতে আরম্ভ করিলে উহার ফলে লোকের গচ্ছিত আমানত সঙ্কুচিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের পরে গবর্ণমেন্ট যদি একদিকে ব্যয় হ্রাসের ও অপরদিকে ট্যাক্সদ্বারা সরকারী ঋণ পরিশোধের কার্য্যনীতি গ্রহণ করেন তবে তাহাতে ব্যাকসমূহের আমানত কমিয়া আসিতে পারে। তাহা ছাড়া যুদ্ধোত্তর কালে বাহির হইতে বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও মাল পত্র আনাইয়া এদেশে শিল্পোন্নতির উপর জোর দেওয়া হইলে উহাতেও ব্যাকের আমানত সঙ্কুচিত হওয়ার কারণ ঘটিতে পারে। কিন্তু স্মার চিন্তামন দেশমুখ

জানাইয়াছেন যে, এই সব সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিয়া ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের পক্ষে চুক্তিস্বাক্ষর হওয়ার বিশেষ কোন হেতু নাই। কেন না যুদ্ধের পরে ব্যাঙ্কের আমানত হ্রাস পাওয়ার যে সম্ভাবনা আছে নানাদিক দিয়া আমানত বৃদ্ধির সম্ভাবনাও সে তুলনায় কম নহে। যুদ্ধোত্তর কালে প্রথমে ব্যাঙ্কসমূহ যদিই বা তাহাদের প্রদত্ত ঋণ তুলিয়া লইতে আরম্ভ করে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কার্যনীতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হওয়ার ফলে পরে তাহাদিগকে আবার নতুন করিয়া ঋণ প্রদানের মাত্রা বাড়াইতেই হইবে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সংক্রান্ত কার্যনীতির জন্ত গবর্ণমেন্টও তেমন ভাবে কোন ব্যয় হ্রাসের সুযোগ পাইবেন না। বরং এদিক দিয়া ব্যাপক কার্যধারা অবলম্বন করিতে গিয়া তাহাদিগকে প্রভূত অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। শিল্পোন্নতির জন্ত বাহির হইতে বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও আসবাব আনিবার ফলে প্রথমতঃ ব্যাঙ্ক সমূহের আমানতের উপর একটা টান পড়িতে পারে। কিন্তু দেশে শিল্প ব্যবসায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে পরে আবার তাহা নতুন করিয়া কাঁপিয়া উঠারই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

স্মার চিন্তামন দেশমুখের এই সব মন্তব্য খুবই সম্যকচিত ও সূচিস্থিত। যুদ্ধের পরে দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ জটিল সমস্যা দেখা যাইবে মনে করিয়া বাঁহারা এখন ইহাতে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এই সব মন্তব্য শুনিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

### বস্ত্রের মূল্য ও গবর্ণমেন্ট

সম্প্রতি বোম্বাই সহরে বোম্বাই টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আহূত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ এম, কে, ভেলোডি বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে একটি খতিয়ান দাখিল করিয়াছেন। মিঃ ভেলোডি স্বীকার করিয়াছেন যে, বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে এখনও যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। বস্ত্রের মূল্য সামান্য কিছু হ্রাস পাইলেও দেশের সাধারণ লোকের সামর্থ্য অনুপাতে এখনও তাহা যথোপযোগী নহে। তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রণের বর্তমান প্রচেষ্টা সরকার এবং মিল মালিকগণের মধ্যে একটি আপোষ মূলক ব্যবস্থা মাত্র। আপোষমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সুবিধার খাতিরে নীতিকে বিসর্জন দেওয়া হইয়া থাকে। মিঃ ভেলোডির এই স্বীকারোক্তির মধ্যেই সরকারী প্রচেষ্টার দুর্বলতার মূল কারণটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের নিকট এ তথ্য নূতন নহে। বস্ত্র মূল্য হ্রাস সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থার নানারূপ ত্রুটি দেখাইয়া ইতিপূর্বে আমরা কয়েকবার তীব্র মন্তব্য করিয়াছি। গত জুন মাসে টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড গঠিত হইয়াছে এবং সুদীর্ঘ ৮ মাস কাল পর কন্ট্রোলার মহাশয় নিজেই স্বীকারোক্তি

করিতেছেন যে, তাঁহারা কেবল বস্ত্রমূল্যের উর্দ্ধগতিই বন্ধ করিয়াছেন কিন্তু বস্ত্র সস্তা করিবার দিকে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কিন্তু কেন তাহা সম্ভবপর হয় নাই? দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে এই প্রশ্নই আজ করিতে চাই। বর্তমানে যে মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় হইতেছে তাহা অপেক্ষা কম মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে কি মিল মালিকদিগকে গ্রায্য মুনাকার অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইবে? নিশ্চয়ই নহে। ইতিপূর্বে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, এবৎসর এক আমেদাবাদের মিল মালিকদিগকেই মুনাকার বাবদ ১০ কোটি টাকার অধিক দিতে হইবে।

একটি মাত্র কেন্দ্রের বস্ত্র-শিল্পপতিদিগকেই যেখানে ১০ কোটি টাকা মুনাকা কর দিতে হয় সেক্ষেত্রে অনুমোদিত মুনাকার হার যে এখনও খুব বেশী তাহা বেশ বুঝা যায়। এই অত্যাচ্ছ মুনাকা ধর্য করিয়া বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের যথেষ্টই আছে, একমাত্র অভাব আন্তরিকতার। এখন হইতে সেই আন্তরিকতা নিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্ত আমরা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছি।

অতঃপর ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের কথা। মিঃ ভেলোডি ঘোষণা করিয়াছেন যে, জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের মূল্য যতদিন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস না পায় ততদিন পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের ব্যবস্থা অধ্যবসায়ের সহিত চালাইয়া যাইবেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুতের পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি জানাইয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার যত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যবস্থাটাই নাকি সর্বোত্তম। কিন্তু এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের সরবরাহ এবং বন্টন ব্যবস্থা যে কিরূপ ত্রুটিপূর্ণ তাহা আজ আর কাহারও অবদিত নাই। তাহাদের জন্ত এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সেই পরীবেরাই অনেক ক্ষেত্রে অব্যবস্থার জন্ত ইহার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোত্তম পরিকল্পনার স্বরূপ যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে যুদ্ধের সময় বস্ত্র সমস্যার জটিলতা হ্রাস পাওয়ার আশা কোথায়?

### রেশন ব্যবস্থার গলদ

কলিকাতায় যে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে দেবতাদের জন্ত 'ভোগের' চাউল ও হিন্দু বিধবাদের জন্ত আতপ চাউলের বরাদ্দ না দেখিয়া বহু লোক ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ভারতের ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট এদেশবাসীর ধর্মনৈতিক অধিকারকে রক্ষা করিয়া চলিতে সর্বদাই আগ্রহ দেখাইয়াছেন। দেশের লোকদের ভিতর-বিভেদ সৃষ্টির সুবিধা হইবে মনে করিয়া তাঁহারা সম্প্রদায় বিশেষের উগ্র গোড়ামীর প্রশ্রয় দিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই অবস্থায় রেশনিংয়ের ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মসম্মত আচারকে আজ অবহেলা করিতেছেন দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই হুঃখিত

হইয়াছি। শাসন কার্য পরিচালনার পক্ষে সুবিধাজনক মনে করিয়া বাঁহারা ধর্মকে সর্বদা মাথায় রাখিয়া চলিয়াছেন রেশন ব্যবস্থার পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে মনে করিয়া সেই ধর্মনৈতিক আচারকে অস্বীকার করিয়া চলা তাহাদের পক্ষে বাস্তবিকই অশোভন। ভাবিতেছি বোম্বাইয়ে ভোগের চাউল দেওয়া হয় নাই বলিয়া যাহারা নজির দেখাইয়াছিলেন রেশনিংয়ের আমলে মাজাজে নৈবজ্ঞ ও ভোগের চাউল প্রদানের ব্যবস্থা এত সহজে তাঁহাদের চোখ এড়াইল কি করিয়া যাহা হউক অর্থনৈতিক বিষয়ের কাগজ পরিচালনা করিয়া আমরা ধর্মনৈতিক বিষয়ের উমেদারী করিতে চাই না। কলিকাতার রেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে গত এক সপ্তাহে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের নিকট সব চেয়ে মারাত্মক বলিয়া মনে হইয়াছে তাহা হইতেছে রেশনিং চাউলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও রেশন সপের ওয়ার্কিং টাইম বা কাজের সময় সম্পর্কে। 'কন্ট্রোল' দোকানের চাউল দেখিয়া পূর্ব হইতেই আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল তবু আমরা আশা করিয়াছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে রেশনিংয়ের চাউল যোগাইবেন সেখানে উহা বোধ হয় আসলে তেমন নিকুট হইবে না। কিন্তু গত সপ্তাহে কলিকাতায় কোন কোন অঞ্চলে রেশনের দোকান হইতে এমন চাউল সরবরাহ করা হইয়াছে অথবা কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণের গরজ না থাকিলেও অন্ততঃ জনস্বাস্থ্যের খাতিরে যাহা অচিরে পরিবর্তন করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। 'রেশন সপ' হইতে চাউল দেওয়ার সময় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট দোকানগুলিকে সরকারী দপ্তরের মতই বাঁধাধরা আকিসে পরিণত করিয়াছেন। সপ্তাহে ছয় দিন দোকানগুলি হইতে খাদ্যস্রব্য সরবরাহ করা হইবে। প্রতি দিন সকালে ৮টা ১৫ মিনিট হইতে ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ও বিকালে ২-১৫ মিনিট হইতে ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত খাদ্যস্রব্য দেওয়া হইবে। শনিবার দিবস উহার চেয়েও কম সময় দোকান খোলা থাকিবে। রবিবার ত একেবারেই বন্ধ। জনসাধারণের খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে এহেন সেক্রেটারিয়েটি ব্যবস্থার কি সার্থকতা আছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। এই ব্যবস্থায় আকিসের চাকুরীদের পক্ষে রেশন দোকান হইতে খাদ্যস্রব্য আনা কঠিন হইয়া দাঁড়ইয়াছে। ভাবিতেছি কেরাণী ও ব্যবসায়ীদের সকলের বাড়ীতেই অন্ততঃ একজন করিয়া চাকর বা ঝি আছে ইহা ধরিয়া নিয়াই কি এইভাবে রেশন দোকানের কাজের সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে? যাহা হউক এই শ্রেণীর অফিস টাইমের নিয়ম যে রেশন দেওয়ার ব্যাপারে কার্যকরী হওয়া সম্ভব নহে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে উহা সমুচিত ভাবে পরিবর্তন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ইউরোপের পূর্ব রণাঙ্গণের সর্বত্র নাৎসী বাহিনীর ভাগ্যবিপর্যয় আরও স্পষ্ট ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। ইতিপূর্বে লাল ফৌজ খাস রুশিয়ার প্রান্তসীমা পার হইয়া যুদ্ধ-পূর্ব পোল্যান্ডের অভ্যন্তরে চল্লিশ মাইলেরও অধিক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েট বাহিনী দুর্ব্বার বেগে জার্মান প্রতিরোধ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া এস্টোনিয়ার অভ্যন্তরে দশ মাইলেরও অধিক দূরে প্রবেশ করিয়া ৪০টি জনপদ দখল করিয়া ফেলিয়াছে। লাটভিয়ার সীমান্ত হইতেও তাহারা এখন মাত্র ৬০ মাইল দূরে। এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ জার্মান ঘাঁটি নার্ডার দিকে হৃদিক হইতে রুশ সৈন্যদের সাঁড়াশী আক্রমণ ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। নার্ডা হাতছাড়া হইলে সমগ্র বশ্টিক অঞ্চলে জার্মানীর আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ক্রত ও ব্যাপক পশ্চাদ-পসরণে পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া মনে হয়। নেপ্রোপেট্রভস্ক ও কিরোভোগ্রাদ অঞ্চলেও লাল ফৌজের প্রচণ্ড আক্রমণ জার্মান সৈন্যরা প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। কঠোর আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের পর জার্মান বাহিনী লুক ও রভনো সহর দুইটি পরিত্যাগ করিয়া পিছু হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইলমেন হ্রদ ও ফিলল্যাণ্ড উপসাগরের মধ্যবর্তী স্থান হইতে যে সর্বশেষ সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, সেখানকার জার্মান বাহিনীও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতেছে। নভোগোরোদের পশ্চিমাঞ্চলের রণাঙ্গন হইতেও রুশ বাহিনীর সাক্ষ্যের সংবাদ আসিয়াছে।

ইতালীয় রণাঙ্গনেও জার্মান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতেছে। মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ক্যাসিনোর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, এখন রোম নগরী হইতে যুদ্ধক্ষেত্রের মুহূর্ত্ত কামান গর্জন শুনা যাইতেছে। অবশ্য রোম আর বেশী দূর না হইলেও এই পথটুকুর মধ্যেই মিত্র-পক্ষকে প্রবল বাধা ও দুর্ব্বার পাণ্টা আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইবে। নেতুনোর পার ঘাটায় রাতদিন তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। জাপ দূতাবাস রোম হইতে ভ্যাটিকান সিটিতে স্থানান্তরিত হইবার সংবাদ পড়িয়া মনে হয়

যে, জার্মান কর্তৃপক্ষ রোম নগরী যে আর বেশী দিন রক্ষা করিতে পারিবেন না সেই সম্পর্কে যেন সুনিশ্চিত। ইতিমধ্যে বিপক্ষের অগ্রগতি যথাসাধ্য বিলম্বিত করিয়া রোমের উত্তরস্থ আত্মরক্ষা-প্রাচীর আরও দৃঢ় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইবার সময়ের জন্ত নাৎসী বাহিনী এখন প্রাণপণ করিয়া লড়িবে বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষ একটি দ্রবিশেষ উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্যের অধিকারী হইয়াছে। মার্কিন স্থল-বাহিনী নৌ-বহর ও বিমানবহরের সহ-যোগিতায় মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করিয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জ যুদ্ধের পূর্বেই জাপানীদের অধিকারভুক্ত ছিল এবং সামরিক সমাবেশের দিক হইতে একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘাঁটি রোই দ্বীপ মার্কিন বাহিনী দখল করিয়া ফেলিয়াছে। অগ্ন্যস্ত্র দ্বীপেও মিত্র বাহিনী অবতরণ করিয়া প্রবল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। উপরোক্ত রোই দ্বীপে খুব ভাল বিমান ঘাঁটি আছে বলিয়া প্রকাশ। এই স্থান করায়ত্ত হওয়ায় জাপানীদের প্রধানতম নৌ-ঘাঁটি ট্রুকক এখন হইতে মার্কিন বড় বোমারু বিমানের পাল্লার মধ্যে আসিয়া গেল। এই দিক হইতে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের অভিযান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গন এবারেও বেশ তৎপর। আলোচ্য সপ্তাহে আরাকান রণাঙ্গনে সর্বপ্রথম ট্যাঙ্ক ও মাঝারি কামান শ্রেণীর সফল ব্যবহারের কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর এবারও গতবারের মত ঘনঘন ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরে ও আরাকান অঞ্চলে বিপক্ষের ঘাঁটি ও শিবিরে হানা দিয়া প্রচুর ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ওদিকে মার্কিন বিমানবহরের সহযোগিতায় চীন বাহিনী জাপ বাহিনীকে হটাইয়া দিয়া ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরে অনেকদূর অগ্রসর হইতেছে। এতাবৎ তাহাদের অগ্রগতির পরিমাপ শতাধিক মাইল বলিয়া প্রকাশ।

আলোচ্য সপ্তাহে হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনী বক্তৃতা করিয়াছেন। মুসোলিনীর বক্তৃতা শুনিবার জন্ত পৃথিবীর জনসাধারণের

আর যেমন আগ্রহ নাই, তাহার ভাষণও হইয়াছে তেমনি শৃঙ্খলিত ও করুণসম্মত। হিটলারের বক্তৃতাই সমগ্র দুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছে। কিন্তু তাহার বক্তৃতা এবার আশ্চর্য্য ভীতি-বিহ্বলতায় ভরা। তাহার ভাষণে যথারীতি জোরালো কথা আছে বটে, কিন্তু সমগ্র বক্তব্যের তলে তলে আসন্ন ভবিষ্যতের সম্ভাবিত বিপর্যয়ের স্পষ্ট আভাস-ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই যুদ্ধে হয় জার্মানী নয় ত রুশিয়া জয়লাভ করিবে, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া তিনি ইঙ্গ-মার্কিন মূল ধনতান্ত্রিক মহলকে এই মর্মে সাবধান করিতে চাহিয়াছেন যে, বলশেভিকী অভিযানে জার্মানীর ও ইউরোপের সভ্যতা আজ বিপন্ন হইতে চলিয়াছে; সুতরাং এই বিপদ একা জার্মানীর নহে; সর্বনাশের পথ পরিষ্কার হইতেছে ইঙ্গ-মার্কিন কারেমী স্বার্থেরও। বিশেষ করিয়া হিটলার গ্রেট ব্রিটেনকে এই বলিয়া ভয় দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, সমগ্র ইউরোপ সাম্যবাদের করাল গ্রাসে নিপতিত হইলে ইংলণ্ড যেন স্বপ্নেও না ভাবে যে, সে দূর হইতে গা বাঁচাইয়া রহিতে পারিবে। যাহা হউক, হের হিটলারের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় কোথাও আর পূর্বের জায় সদৃশ ভীতি-প্রদর্শন ও সুনিশ্চিত জয়ের কথা নাই। নাৎসী জার্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার কিছু-কিছু আভাস ঐ বক্তৃতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভারতের ভাগ্যবিধাতারা ভারতকে স্বাধীনতা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাহাও স্পষ্ট ভাষায় নহে। কবে কতদিনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে সেই সম্পর্কে খোলাসা ঘোষণার কথা উঠিলেই চার্চিল-আমেরি-ইডেন-এ্যাটলি কোম্পানী শাক দিয়া মাছ চাকিবার চেষ্টা করেন। ভারতকে বর্তমানে যুদ্ধকালীন চূর্যোগের মধ্যে স্বাধীনতার জায় অত বড় বোঝাটা বুঝাইয়া দিবার না আছে সুযোগ, না বা অবসর। অবসর থাকিলেও সেই কাজটা নাকি কোন পক্ষেরই হিতকর নহে, এই বলিয়া মিঃ আমেরি হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশেরও অনেক সরকারী চুনোপুটি পর্য্যন্ত যখনতখন যুক্তি-জাল বিস্তার করেন। গত ১লা ফেব্রুয়ারী ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ সিপি লসন কলিকাতার এক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সেই পুরান মাঝুলী যুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া এই মর্মে উক্তি করিয়াছেন যে, এখনও বহিরাক্রমণের শঙ্কা কাটিয়া যায় নাই এবং আরও অগ্ন্যস্ত্র কারণে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া এখন মাথা ঘামান বৃথা। সাধু।



# ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির

## পরিকল্পনা

### (২) জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রস্তাব

স্মার পুরুষোত্তম ঠাকুর দাস, জে আর ডি টাটা ও মিঃ জি ডি বিড়লা প্রমুখ আটজন স্বনামধন্য শিল্প ব্যবসায়ী ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য সম্প্রতি যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা হইতে দেশবাসীর নিম্নতম জীবনযাত্রা সম্পর্কে উত্তোক্তাদের নির্দেশসমূহ গত সপ্তাহ আমরা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছি। লোকের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য এদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উত্তোক্তারা সে দিক দিয়াও কতকগুলি সুচিন্তিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। সে সব প্রস্তাব নিম্নে এই সপ্তাহে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এসব দিক দিয়া ভারতবাসীর নিম্নতম প্রয়োজন আলোচনা করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উত্তোক্তারা সেজন্য বাৎসরিক ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা জাতীয় ব্যয়ের বরাদ্দ উপস্থিত করিয়াছেন। এই ব্যয় মিটাইতে হইলে, তাহাদের মতে এদেশে লোকের মাথা পিছু বাৎসরিক অন্ততঃপক্ষে ৭৪ টাকা আয় (যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের পণ্য-মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া) থাকা দরকার। কিন্তু ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় বর্তমানে সে তুলনায় অনেক কম। ডাঃ ভি কে আর রাও উপযুক্ত তথ্য বিবরণ আলোচনা করিয়া গত ১৯৩১-৩২ সালে ব্রিটিশ ভারতে লোকের মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ ৬৫ টাকা ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালের মধ্যে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ ইহার চেয়েও কমিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৩১ সাল হইতে দেশের জনসংখ্যা বৎসরে ৫৩ কোটি করিয়া বাড়িয়াছে অথচ কোন দিক দিয়া দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় নাই। কাজেই জনসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে ১৯৩৯ সাল মধ্যে যে লোকের মাথা পিছু আয় ৬৪ টাকারও নিম্নে দাঁড়াইয়াছে তাহা একরূপ নিশ্চিত। এই হিসাবে দেখিলে নিম্নতম জীবনযাত্রা সম্পর্কে পূর্বোক্ত প্রস্তাবসমূহ কার্যকরী করিতে হইলে লোকের মাথা পিছু আয় উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি করা দরকার। তাহা ছাড়া উত্তোক্তারা বলিতেছেন খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে সব প্রস্তাব তাহারা

করিয়াছেন উহা নিম্নে বরাবরের জন্য সঙ্কট থাকে কোন উন্নতিশীল জাতির পক্ষে উচিত নহে। অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইলে উহা কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে এদেশের লোকেরা তাহাদের নিম্নতম জীবন-যাত্রা মিটাইয়া ভবিষ্যতে বাহাতে নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য আরও বেশী অর্থ ব্যয় করিতে পারে তাহাও দেখা দরকার। সে দিক হইতে বিবেচনা করিয়া উত্তোক্তারা ভারতবাসীর জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য এদেশের জাতীয় আয় বর্তমানের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৯৩৯ সালে জগতের বিভিন্ন দেশে লোকের মাথা পিছু আয় ছিল নিম্নরূপ:—

| মাথা পিছু আয় ১৯৩৯ সাল<br>(টাকার হিসাবে) |                         |     |
|------------------------------------------|-------------------------|-----|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র                     | ১,৪০৬ ফ্রাঙ্ক           | ৬২১ |
| কানাডা                                   | ১,০০৮ জার্মানী          | ৬০০ |
| ইংলণ্ড                                   | ৯৮০ জাপান               | ২১৮ |
| অস্ট্রেলিয়া                             | ৭৯২ ব্রিটিশ ভারত (১৯৩১) | ৬৫  |

এই সব বিবরণ আলোচনা করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উত্তোক্তারা ভারতে লোকের জীবন যাত্রার উন্নতির জন্য এদেশের জাতীয় আয় বর্তমানের তুলনায় বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। ১৯৩১-৩২ সালে ব্রিটিশ ভারতে লোকের সমষ্টি-গত আয় ছিল ১ হাজার ৭৬৬ কোটি টাকা। আর্থিক পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার ১৫ বৎসর মধ্যে তাহা ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার মত বাড়াইতে হইবে। ব্রিটিশ ভারতের লোকদের অনুপাতে দেশীয় রাজ্যের লোকদের আয়ের বরাদ্দ করিলে তাহাদের মতে ১৫ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৬ হাজার ৬০০ কোটি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা দরকার।

ভারতের জাতীয় আয় ১৫ বৎসরে তিনগুণ বৃদ্ধি করিলে লোকের মাথা পিছু গড় আয় ১৫ বৎসর পরে বর্তমানের তুলনায় তিনগুণ বাড়িবে না। এদেশে প্রতি বৎসরে গড়ে ৫০ লক্ষ করিয়া লোক বাড়িতেছে। ১৯৪৫ সাল হইতে যদি ভারতে আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা গৃহীত হয় তবে আগামী ১৯৬০ সালে উহা পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে এদেশের লোক সংখ্যা ৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ হইবে। সেই

হিসাবে ভারতের জাতীয় আয় তিনগুণ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে লোকের মাথা পিছু আয় ১৩৫ টাকা অর্থাৎ বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ দাঁড়াইবে। ভারতের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে গিয়া উহার উত্তোক্তারা দেশের লোকের মাথাপিছু আয় কমপক্ষে ঐ পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার কথাই বলিয়াছেন।

ভারতের লোকদের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ পরিমাণ ও এদেশের জাতীয় আয় তিন গুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে ভবিষ্যতে কি পদ্ধতিতে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উত্তোক্তারা অতঃপর তাহা নিম্নে আলোচনা করেন। তাহারা বলিয়াছেন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিই দেশের জাতীয় আয়ের মূল অবলম্বন। দেশের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে এই সমস্তের সমুচিত উন্নতির উপরই আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। তবে ঐরূপ উন্নতি সম্পর্কে কার্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কোন দিক দিয়া আমরা কতদূর পরিমাণে নির্ভরশীল হইব তাহা আমাদের দৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। দেশের কল্যাণ বৃদ্ধিয়া লোকের অর্থনৈতিক কার্যধারাকে সুনির্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ব্রিটিশ ভারতের গত ১৯৩১-৩২ সালের জাতীয় আয় সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় ঐ আয়ের শতকরা ৫৩ ভাগই আসিয়াছিল কৃষিকার্য হইতে। শিল্প কারখানা জাতীয় আয়ের শতকরা ১৭ ভাগ যোগাইয়াছিল। চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য (services) হইতে মোট আয়ের শতকরা ২২ ভাগ পাওয়া গিয়াছিল (কি সব কার্যধারা হইতে বাকী শতকরা ৮ ভাগ আয় সম্ভবপর হইয়াছিল তাহার কোন সঠিক তালিকা পাওয়া যায় না)। শিল্পব্যবসায়কে উপেক্ষা করিয়া ভারত-বর্ষ কৃষির উপর যে কিরূপ বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে এই বিবরণ-দৃষ্টে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে ভবিষ্যতে সকল দিক দিয়া সুবন্দোবস্ত হউক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উত্তোক্তারা তাহা বিশেষভাবেই কামনা করেন। কিন্তু তাই বলিয়া উহার উপর এত বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া থাকা তাহাদের মতে সমীচীন নহে। শিল্প প্রসারের (২২৬ পৃষ্ঠায় জটব্য)

# যুবক ও জীবনবীমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আজকালকার যুবকগণ তাদের চিন্তা, ভাবুকতা ও বিচার বুদ্ধির দিক দিয়ে অনেকটা স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। জগতের ধারা দিনের পর দিন বদলে চলেছে—পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলার দিক থেকে সব চাইতে বেশী আহ্বান আসছে আমাদের দেশের যুবশক্তির কাছে। দেশের ও দশের আবেদন পৌঁছে দিতে হয়েছে আজ তাদের কাছে। কাজেই “করি কি নাকরি” এমনতর প্রশ্ন আজকাল কদাচ যুবজনের মনে জাগে কারণ তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছে বলেই সিদ্ধান্তে আসার জ্ঞান তাদের কারো মুখ চাইতে হয় না।

সমগ্র সভ্যজগতে জীবনবীমার পরীক্ষা হয়ে গেছে, পরীক্ষা করে দেখার বয়সও জীবন বীমার পার হয়ে এসেছে; তার প্রয়োজন, সার্থকতা ও উপকারের কথা আজ সর্বজন-বিদিত এবং সর্বদেশে স্বীকৃত হয়েছে।

যে-কোনো যুবকের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আজ এই যে “কখন আমি জীবনবীমা করব?” জীবনের যাত্রাপথে দাঁড়িয়ে যুবক যদি এমন-ভাবে ইতস্ততঃ করে চলে তবে সুযোগ ত হারিয়ে যাবে, সময়ও এগিয়ে চলবে তার নির্দারিত পথে।

যাঁরা অর্থাৎ যে যুবক বন্ধুরা জীবনকে নানান রঙে রঙিয়ে দেখায় অভ্যস্ত তাদের চোখ মেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখা উচিত এবং নিজের গুণাগুণের প্রতি অবহিত হওয়া দরকার। আজ তোমাদের উৎসাহ আছে, বয়স কম আছে, কর্মঠ আছে—কিন্তু এমন দিন আসবে যখন বার্ষিক্য এসে তোমাদের ছয়ারে হানা দেবে তার পাইক পেয়াদা নিয়ে—কি দিয়ে তোমরা তার পাওনাগণা মিটাতে যদি না এখন থেকে তার ব্যবস্থা করে রাখ ?

জানি তোমরা উচ্চাভিলাষী, বিবেক বুদ্ধি তোমাদের আছে, অমবিশ্বাসও তোমরা নও—এ সকল মানুষের অতি উৎকৃষ্ট গুণ এবং এই সকল গুণেই জগতে নিজের পথ নিয়ে তোমরা করে নিতে পারবে। কিন্তু সময় যত এগিয়ে যাবে—সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলবে তোমাদের নানা রকম দায়িত্ব। হয়ত এখন তোমাদের উপর তোমাদের বাপমার দায়িত্ব তেমন গুরুত্ব নয়, আজ বাদে কাল তোমাদের বিবাহ হবে, ছেলেপুলে হবে, সংসার গড়ে উঠবে

তোমাদের দায়িত্বের উপর নির্ভর করে। সে দায়িত্বের কথা ত এখনি ভাবতে হয়—কেমন, নয় কি ? নিজের পরিবারের উপর তোমাদের ভালবাসা থাকবে না একথা কখনই মনে করা যায় না। কাজেই এখন থেকেই ভবিষ্যৎ দায়িত্বের কথা ভেবে দেখাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় ?

হয়ত এসব কথা তোমরা আগেই ভেবে দেখেছ। হয়ত তোমাদের প্রতিপাল্যগণের ভরণপোষণের উপায়স্বরূপ জীবনবীমা করবে বলেও ভেবেছ কিন্তু একথাও হয়ত তোমাদের মধ্যে কেও কেও ভেবেছ যে আমি যুবক, আমার দেহে বল আছে, স্বাস্থ্য আছে, এখনি ত আর মরছি না—হুদিন পরে জীবনবীমা করলেও চলবে।

বন্ধুগণ, তোমাদের আগে বহু যুবক বন্ধুই এমনি ধারা ভেবেছিল কিন্তু জীবনবীমা করা আর তাদের ঘটে ওঠেনি ফলে তাদের পরিবারকে অভাবে অনটনে হৃদশায় ভুগতে হয়েছে। হয়ত বা অনাহারেও দিন কাটাতে হয়েছে। যারা একথা ভেবেছিল কিন্তু কাজ করেনি তাদের মধ্যে কেও কেও বৃদ্ধ বয়সে আজ হয়ত অনাহারে আছে। যে কোনো বীমা কোম্পানীর চিঠিপত্র পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে দীর্ঘমুত্রতার কি ভয়াবহ পরিণাম বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘমুত্রী মানুষের দুর্বলতায়। তাছাড়া তোমাদের চারিদিকে প্রত্যহ যে শত শত দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছ তাতে এই সিদ্ধান্তই করা উচিত জীবন-বীমা করতে হলে আজই করব—কালকার জ্ঞান সেটা কখনই মূলতুবি রাখব না।

তোমরা বলবে সাথে কুলায় না। আমরা বলব চেষ্টা করেই দেখ। সিনামা দেখার বরাদ্দটা একটু কমাও না—নতুন ফিল্মটা আজই না দেখলেও চলবে, ধূমপান না করলে যদি অচলই হয় অন্ততঃ সেটা কমান যেতে পারে অনায়াসেই। কাপড় চোপড়ের মধ্যে না হয় একটা সার্ট বা একটা কোট না হয় কমই হ’ল, প্রয়োজনের বেশী বাড়তি এক জোড়া জুতা না হয় নাই রইল, এমনি করে কত খুঁটিনাটি খরচ যদি একত্র করা যায় তাহলে দেখবে যে সঞ্চয়ের অঙ্কটা মোটেই তাচ্ছিল্য করার মত নয়। জীবনবীমা মানুষের জীবনে অপরিহার্য প্রয়োজন তার চাহিদা মিটানর জ্ঞান যা

অনিবার্য তাছাড়া অল্প ব্যয়বাহুল্য কমানর মধ্যে মানুষেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

একটা কথা বুঝতে হবে যে আকস্মিক মৃত্যু হবে এই আশঙ্কা করে জীবনবীমা করা শুধু অবশ্য প্রতিপাল্য পরিবারের জন্তই নয়, নিজে বেঁচে থাকলে নিজের বার্ষিক্যের জন্তও তার প্রয়োজন পুরামাত্রায় আছে। মনে করে দেখ, পনের বা বিশ বছর পরে বীমার দ্বারা সঞ্চিত টাকার পরিমাণ যথেষ্ট হবে এবং তার উপর নির্ভর করে জীবনের বাকী দিন গুলি নিরুদ্ধেগে কেটে যাবে—তারি সঙ্গে এই সাহসনাও বীমাকারীর থাকবে যে, যদি তার মৃত্যুই ঘটে তবে তার পরিবারের ভরণ-পোষণের একটা সুব্যবস্থা থেকে যাবে।

তোমরা হয়ত ভাবছ—জীবনবীমা করে কি হবে নিজেরাই ত টাকা জমিয়ে রাখতে পারব, ইতিপূর্বে অনেকেই সে কথা ভেবেছে কিন্তু টাকা জমাতে তারা পারেনি। পরের দুর্শূল্য অভিজ্ঞতা থেকে নিজে সাবধান হওয়াই সাংসারিক পটুতা। টাকা জমান অতি কঠিন কাজ অনেক প্রলোভন এসে সামনে দাঁড়ায়, মনে হয়, আচ্ছা এই ব্যাপারটার জন্ত খরচ ত আজ করি, আসছে মাসে দেখা যাবে। মনে কর কিছু টাকা জমিয়ে ফেলেছ কিন্তু কাল তোমার বিশেষ অনুবিধা হল কিছু টাকার নিতান্ত দরকার, অথবা একটা কেনা বেচার সুযোগ এল, কিম্বা বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে হোটেলে বা সিনেমায় গেলে তাদের কিছু খসল, লজ্জায় পড়ে তুমিই বা কোন লজ্জায় কিছু তোমার সেই সঞ্চিত টাকা থেকে খরচ করবে না ? ভাবলে ওটা পুরিয়ে রেখে দেবে কিন্তু টাকাটা আর পুরিয়ে রাখা হল না।

জীবনবীমার কিন্তু এসব আশঙ্কা নাই অর্থাৎ এটা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এতে সঞ্চয় করে যেতেই হবে। প্রথমে মনে হবে কঠিন, অনুবিধাজনক কিন্তু ক্রমশঃ মিতব্যয়িতার অভ্যাস হয়ে যাবে জীবনবীমার চাঁদাটা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া তখন সহজই মনে হবে। এমন কি পরে মনেই হবে না যে টাকা দিতে হচ্ছে। জীবনবীমার অভ্যাস করা সংসার-জীবনে দরকার। কারণ এইটাই হচ্ছে সঞ্চয়ের প্রশস্ত উপায়। তুমি জীবন কালে জীবনবীমার যত্ন নাও, জীবনবীমার অফিস যত্ন নেবে তোমার মৃত্যুর পর তোমার পরি-

বারের। ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে তা হবে না। আজ তোমার যে টাকা বীমার জন্য দিতে অসুবিধা হচ্ছে কাল তা নাও হতে পারে এবং তোমার আয় বৃদ্ধির সঙ্গে বীমা বৃদ্ধির সম্বন্ধটাও যেন তোমার মনে থাকে।

কত যুবক, বয়স কত কম থাকতে থাকতে বৃদ্ধিমানের কাজ করেছে,—পরিণত বয়সে তাদের বীমার টাকা নিয়ে বাড়ীঘর ছুয়ার করেছে, ব্যবসার অংশীদার হয়েছে—হয়ত বা কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে বসেছে।

জীবনবীমার টাকা আবদ্ধ করে দরকার হলে পাব না—এমন আশঙ্কার কারণ নাই কারণ সেক্ষেত্রে বীমা কোম্পানী পলিসি বাঁধা রেখে টাকা ধার দিতে পারবে। তার জন্য যৎসামান্য সুদ দিতে হবে—সহজে ঐ টাকা শোধও হয়ে যেতে পারবে।

জীবনবীমার দ্বারা মানুষের চরিত্র গড়ে উঠে; যে যুবক মনস্তির করতে পারে এবং জীবনবীমা করে ফেলে সে শুধু যে তার চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় দেয় তাই নয়—পরন্তু তার চরিত্রকে দৃঢ়তর করবার সুযোগ গ্রহণ করে। কেন না জীবনবীমা করে সে নির্ভাবনায় দিন কাটাতে পারে—তার অবস্ৰ-মানে তার জীপুত্র পরিবারের কি উপায় হবে এভাবনা আর তাকে ভাবতে হয় না। হুশিষ্টা থেকে মুক্ত মন নিয়ে সে তার নিজের কাজকর্মে মনোনিবেশ করে সাংসারিক জীবনে সাক্ষ্যলাভ করতে পারে—অনশ্রুমনা না হলে যে কোনো কাজে সফল হওয়া যায় না—এটা সর্ববাদীসম্মত। যার হুশিষ্টা নাই—তার মানসিক বলও যথেষ্ট।

দীর্ঘমুত্রতার বিপদ ছাড়াও আর একটা ঘোরতর অসুবিধা হচ্ছে এই যে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়াম বা চাঁদার হারও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ কম বয়সে বীমা করলে অনেক কম প্রিমিয়াম নিতে হয় কিন্তু বেশী বয়সে বীমার প্রিমিয়ামের হার বেশী। বেশী বয়সে বীমা করে ভার বহন করা অপেক্ষা কম বয়সে বীমা করার সুবিধা অনেক। তাছাড়া যত বেশী দিনের জন্য বীমা গ্রহণ করা হবে তত বেশী বোনাসের টাকা যুক্ত হয়ে বীমাপত্রের দাম হ'বে অনেক বেশী। কম প্রিমিয়াম দিয়ে কম বয়সে বীমা করলে লাভ সমেত টাকার অঙ্ক বেড়ে যায় অনেক।

যথা :—

| ৫৫ বৎসর বয়সে প্রাপ্য ৫ হাজার টাকার বীমাপত্র |                 |                  |        |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| বয়স                                         | সর্বসমেত        | মেয়াদপূর্ণ হইলে | শতকরা  |
|                                              | প্রদত্ত         | প্রতি হাজারে     | ১০০    |
| প্রিমিয়াম                                   | ১০ হারে বোনাস   | টাকার            |        |
|                                              | সমেত বীমাপত্রের | প্রিমিয়ামে      |        |
|                                              | মূল্য           | অঙ্কিত লাভ       |        |
| ২৫                                           | ৫৩৯০৮/০         | ৬,৫০০            | ১২০৮/০ |
| ৩৫                                           | ৫৬৩৭৮/০         | ৬,০০০            | ১০৬৮/০ |

এখন কথা হইতেছে—কোন ধরনের বীমাপত্র ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সুবিধাজনক। ব্যক্তিবিশেষ প্রয়োজন ও পৃথক কিন্তু যুবক-গণের পক্ষে মেয়াদী বীমা (Endowment Policy with profit) সকল দিক হইতেই সুবিধাজনক কারণ ইহাতে জীবনবীমার সহিত টাকা লগ্নী করার যে সুদ বা লাভ তাহাও ইহাতে আছে।

ধরা যাক ২৫ বৎসর বয়সে ৫০০০ টাকার লাভ সহিত ৫০ বৎসর বয়সে অথবা মৃত্যু হইলে তৎপূর্বে প্রাপ্য পলিসির জন্য বাৎসরিক ২১২৮/০ আনা দিতে হয়। এই টাকাতে ৫০০০ টাকা দিবার ঝুঁকি থাকে কোম্পানীর উপর। প্রতি বৎসর এই টাকার সঙ্গে বোনাসের টাকা যোগ হয়ে যায়। এই টাকা ব্যাঙ্কে বছর বছর জমা রেখে গেলে, প্রচলিত সুদে কি পরিমাণ টাকার অঙ্ক দাঁড়াত তা এই নিম্নলিখিত তালিকা থেকে বুঝা যাবে।

| নিম্ন-<br>লিখিত<br>বৎসর<br>পরে | ব্যাঙ্কের সুদ<br>অনুসারে<br>(৩২% বাৎসরিক) | জীবনবীমা<br>বোনাস সমেত<br>হাজারকরা ১০<br>বোনাস হিসাবে |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ৫ বৎসর                         | ১১৬০৮/০                                   | ৫,২৫০                                                 |
| ১০ বৎসর                        | ২,৫০৫৮/০                                  | ৫,৫০০                                                 |
| ১৫ বৎসর                        | ৪,০৬৪৮/০                                  | ৫,৭৫০                                                 |
| ২০ বৎসর                        | ৫৮৭২৮/০                                   | ৬,০০০                                                 |
| ২৫ বৎসর                        | ৭৯৬৪৮/০                                   | ৬,২৫০                                                 |

এতে করে এই প্রমাণিত হয় যে, জীবনবীমায় পরিবার সংরক্ষণের ক্ষমতা, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার চাইতে অনেক বেশী—বিশেষতঃ মেয়াদকালের প্রথম কয়েক বৎসর। তাছাড়া ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখলে জীবনের কোনো ঝুঁকিই সে বহন করে না; অর্থাৎ মৃত্যু হলে বীমা কোম্পানীর মত একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা দিবার কোনো দায়িত্বই ব্যাঙ্কের থাকে না। ব্যাঙ্কের সুদের পরিমাণ শেষের দিকেই বেশী পাওয়া যায়—অবশ্য যদি নিয়মিত ভাবে ও নির্দিষ্ট হারে বছর বছর টাকাটা জমা দিয়ে যেতে পারা যায়—সেটা সাধারণতঃ কোনো লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।

মেয়াদী বীমা ছাড়া আরো অসংখ্য অনেক প্রকার পলিসি আছে—যাতে করে ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটতে পারে অথবা কয়েকটির সমষ্টিতেও সেটা সম্ভব হ'তে পারে। পলিসি নির্বাচন করার আগে নিজের প্রয়োজন জানিয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো বীমাকোম্পানীর অফিসে লেখা উচিত অথবা সেইরকম কোম্পানীর বিশ্বাসযোগ্য প্রতিনিধির বা এজেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে কোন্ কোম্পানী নির্ভরযোগ্য এবং কোন্ প্রতিনিধিই বা বিশ্বাসযোগ্য?

এর উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়।

যে সকল বীমা কোম্পানী সুপরিচালিত, যাদের ব্যয়বাহুল্য নাই, বীমাকারীকে সাহায্য করবার জন্য যারা সর্বদা এবং সর্বতোভাবে প্রস্তুত,—যাদের আদান প্রদানের মধ্যে শৃঙ্খলা, ক্ষিপ্ৰতা, সাধুতা, সৌজন্য ও দায়িত্ববোধের যথেষ্ট পরিচয় দেশ-বাসী পাইয়াছে—যাহাদের নামের সঙ্গে দেশের সুনামও জড়িত হইয়া গিয়াছে। যে কোম্পানীর বীমাপত্র, সারবান, লাভজনক তাহার পরিচালন পদ্ধতি ও জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে জাতীয়তার আদর্শ পরিস্ফুট এমন কোম্পানীতেই জীবনবীমা করা শুধু যুবকগণের কেন প্রত্যেক নরনারীরই কর্তব্য।

ফোন-ক্যাল ২৭৬৭

গ্রাম-জনসম্পদ

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস—দিল্লী

—সেন্ট্রাল অফিস—

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, কে, রায়।

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### উড়িষ্যা সরকারের ঘাটতি বাজেট

প্রকাশ উড়িষ্যা সরকারের, ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটে ১০ লক্ষ টাকার অধিক ঘাটতি হইবে। আগামী ১লা মার্চ হইতে উড়িষ্যা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

### রপ্তানী মাল সম্পর্কে মুনাফা নিবারণী অর্ডিন্যান্স প্রযোজ্য নহে

সম্প্রতি মন্ত্র্ত ও অতিরিক্ত মুনাফা নিবারণী অর্ডিন্যান্স অমুসারে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানান হইয়াছে যে, রপ্তানীর উদ্দেশ্যে যে সকল জিনিস বিক্রয় করা হইবে তাহা, উক্ত অর্ডিন্যান্সের আয়ত্তে পড়িবে না।

### কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয়ের হিসাব (১৯৪২-৪৩)

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গেজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের আয় ব্যয়ের যে প্রাথমিক হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ১১২ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে। এখনও কয়েকটি ছোট খাট বিষয়ের হিসাব অসম্পূর্ণ আছে। এই সকল হিসাব শেষ হইলে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইবে। তবে বর্তমানে যে সকল সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে চূড়ান্ত হিসাবের সমরূপ উহার বিশেষ কোন ভারতম্য ঘটবার সম্ভাবনা নাই।

### বিদেশে কয়লা রপ্তানী সম্পর্কে

#### সরকারী বিবৃতি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এক প্রেস নোট প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রভূত পরিমাণে কয়লা রপ্তানী করার কলেই এদেশের কলকারখানা সমূহে এবং গৃহস্থলীর কার্যে কয়লার অভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া কোন কোন সংবাদ পত্রে যে অভিযন্ত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তি হীন। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে প্রথমতঃ বস্তার কলে রেলপথের ক্ষতি এবং দ্বিতীয়তঃ খনিসমূহে শ্রমিকের অভাব হেতু এদেশে কয়লার অপ্রতুলতা দেখা দিয়াছে। গত ১৯৪৩ সালের প্রথম পাঁচ মাসে কয়লা রপ্তানী যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। উক্ত কয়েক মাসে গড়পড়তায় মাসিক ১৪ হাজার টনের অধিক কয়লা রপ্তানী করা হয় নাই। যে কয়লা রপ্তানী করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রতি মাসে ১২ হাজার টনের অধিক কয়লা সিংহলেই গিয়াছে এতদ্ব্যতীত হৃদয়ের প্রয়োজনে বিদেশেও কিছু কিছু কয়লা প্রেরণ করা আবশ্যক হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, সরকার আশা করেন খনিসমূহে বর্তমানে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে শীঘ্রই আবশ্যকমত অতিরিক্ত পরিমাণে কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হইবে।

### ভারতের বাজার লইয়া কাড়াকাড়ি!

ভারতবর্ষে বহুকাল যাবৎ ব্যবসায় লিপ্ত জনৈক ইংরাজ ব্যবসায়ী সম্প্রতি বিলাতের "গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড দি ইষ্ট" পত্রিকায় লিখিত এক পত্রে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মার্কিন শিল্পপতিগণ ভারতের বাজারে ব্যাপক ভাবে ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করিতেছেন। জাহাজ চলাচলের অবস্থা উন্নতি লাভ কয়লাই ভারতের বাজারে মার্কিন পণ্যসম্ভার প্রেরণ করার কাজ আরম্ভ হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা হইতে প্রেরিত বিশেষ কর্মচারীগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। আগামী ৪ মাস হইতে ৬ মাসের মধ্যে তাহাদের ভ্রমণ এবং অমুসন্ধান কার্য শেষ হইবে। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতে গিয়া "গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড দি ইষ্ট" পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, উক্ত ইংরাজ ব্যবসায়ী-পত্রপ্রেরক মার্কিন কর্মসূত্রে পরতা সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেন নাই। ভারতের বাজার সকলের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত তিনি ইতাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, অবস্থা অল্পকাল হওয়া মাত্র ব্রিটিশ শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরাও যেন তৎপরতার সহিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

### বিদ্যায়ী সৈন্যদের ভবিষ্যৎ

মাদ্রাজের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিশনার মি: সি, এইচ, মাষ্টারম্যান বলেন যে, যুদ্ধশেষে বিদ্যায়ী সৈন্যদিগকে কিভাবে কাজে লাগান হইবে; দেশের

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার দিক হইতে ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যায়ী সৈন্যদের, এবং তাহাদের পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে সৈন্যদিগকে জমি দান অথবা কোন কোন স্থানে সৈন্যদের জন্ম কলোনি স্থাপনের প্রস্তাব লইয়াও আলোচনা চলিতেছে। বিদ্যায়ী সৈন্যদের জন্ম বসতি স্থাপনের কাজে কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহ যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। অবশ্য শিল্পের বিস্তার হইলে—অনেক লোক কল-কারখানার কাজেও নিযুক্ত হইতে পারিবে। যে সকল সৈন্য জাপান মাইনারের কাজ করিয়াছে দেশে রাস্তা নির্মাণ পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে কার্য্য-করী করিতে পারিলে তাহাদের অনেকে এইভাবে কাজ পাইবে।

### ভারতের বিভিন্ন স্থানে রেশনিং এর বিস্তার

সমগ্র ভারতে বর্তমানে ৪০টি সহরে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৫টি সহরই হইল দেশীয় রাজ্যে। বোম্বাই প্রদেশে বোম্বাই ছাড়াও আমেদাবাদে রেশনিং প্রবর্তিত হইয়াছে এবং মুম্বাটে শীঘ্রই হইবে। মাদ্রাজ প্রদেশে এ-পর্যন্ত ১৭টি মিউনিসিপ্যাল সহরে রেশনিং প্রবর্তিত হইয়াছে এবং আগামী তিন মাসের মধ্যে মাদ্রাজের সমস্ত সহরে রেশনিং প্রবর্তন করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। জিবাকুর রাজ্যে প্রথমে

## ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

### নিম্নলিখিত

হেড অফিস—ঢাকা

বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইবে।

জাতীয় শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায় ও নূতন পরিচালনায়

## বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আপনার

সহায়তা প্রার্থনা করে।

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা, ব্রাঞ্চ অফিস : বগুড়া

প্রধান প্রধান বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

রাজধানীতে রেশনিং করা হইয়াছিল এখন রাজ্যস্বয়ং রেশনিং পরিকল্পনা বিস্তারের আয়োজন করা হইতেছে। যুক্তপ্রদেশের ২৫তী সহরে আংশিক ভাবে বরাদ্দ-প্রথা প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং অধিবাসীদের শতকরা প্রায় ৬০ জন ইহার সুবিধা পাইতেছে। পাকিস্তানে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে লাহোর, অমৃতসর এবং রাওলপিন্ডী সহরে রেশনিং প্রবর্তন করা হইবে। এতদ্ব্যতীত করাচী, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, ভক্সলপুর ও দিল্লীতে রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল রেশনিং পরিকল্পনা সার্বকভাবে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে করাচীতে একটি কেন্দ্রীয় শত ভাণ্ডার স্থাপন করা হইতেছে।

### আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন

আগামী মে মাসে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন হইবে। এবং আগামী জুন মাসে লণ্ডন সহরে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্স-এর অধিবেশন হইবে। এই উভয় সম্মেলনের জন্য গভর্ণমেন্ট প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যবস্থা করিতেছেন।

### বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি আয়কর

পাকিস্তান ও সিন্ধু ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রদেশেই কৃষি আয়কর স্থাপন করিতে বীকৃত হইয়াছে। আসামে পূর্বে হইতে কৃষি আয়ের উপর কর স্থাপন করা হইয়াছে। বাংলাদেশে কৃষি আয়ের উপর কর স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক আইন পরিষদের বিল উত্থাপন করা হইয়াছে। কৃষি আয়কর বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হইবে যুদ্ধোত্তর যুগের সংগঠনকার্যের জন্য ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে উহা সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইবে।

### ডাঃ ভাটনগর ও অধ্যাপক রমনের চীন যাত্রা

অধ্যাপক ছিল এবং ডাঃ ভাটনগর আগামী মার্চ মাসে চীন দেশে যাইতেছেন। তাহার দেড় মাস তথায় অবস্থান করিয়া চীনের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন করিবেন। তাহার পরে যাইবেন অধ্যাপক রমন। তিনি ছয় মাসকাল চীনে অবস্থান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

### গোলার খোল গলাইয়া যুজ্জা প্রস্তুত

সম্রাতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরেডোতে অবস্থিত টাকশালের কর্মচার্য বলিয়াছেন যে, সেন্ট লেক সিটির কারখানায় ব্যবহৃত কামানের গোলায় খোলগুলি গলাইয়া সেন্ট যুজ্জা প্রস্তুত করা হইতেছে।

### অতিকায় বিমান ষ্টেশন নির্মাণ

নিউইয়র্কে একটি বিরাট বিমান বন্দর তৈয়ারী হইতেছে। এই বন্দরে ঘণ্টায় তিন শত অর্ধাং মিনিটে পাঁচটি করিয়া বিমান যাতায়াত করিতে পারিবে। এই বন্দরের নির্মাণকার্য শেষ হইতে পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে। বন্দর নির্মাণ শেষ হইলে তথায় ৪০ হাজার লোক কাজ করিবে।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মের হার বৃদ্ধি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগত বিভাগের পরিচালক মিঃ জেমস স্প্রাট্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে

বলিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইতিপূর্বে কোন এক বৎসরে এত জন্ম হয় নাই। ১৯৪০ সালে মোট ৩২ লক্ষ শিশুর জন্ম হইয়াছে, ১৯৩২ সালে জন্মের সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার। যুদ্ধকালীন পতন হই বৎসরে তৎপূর্ববর্তী শান্তিকালীন হই বৎসরের তুলনায় জন্মসংখ্যা দশ লক্ষের অধিক।

### চুক্তি দমনে বাঙ্গলা সরকারের ব্যয়

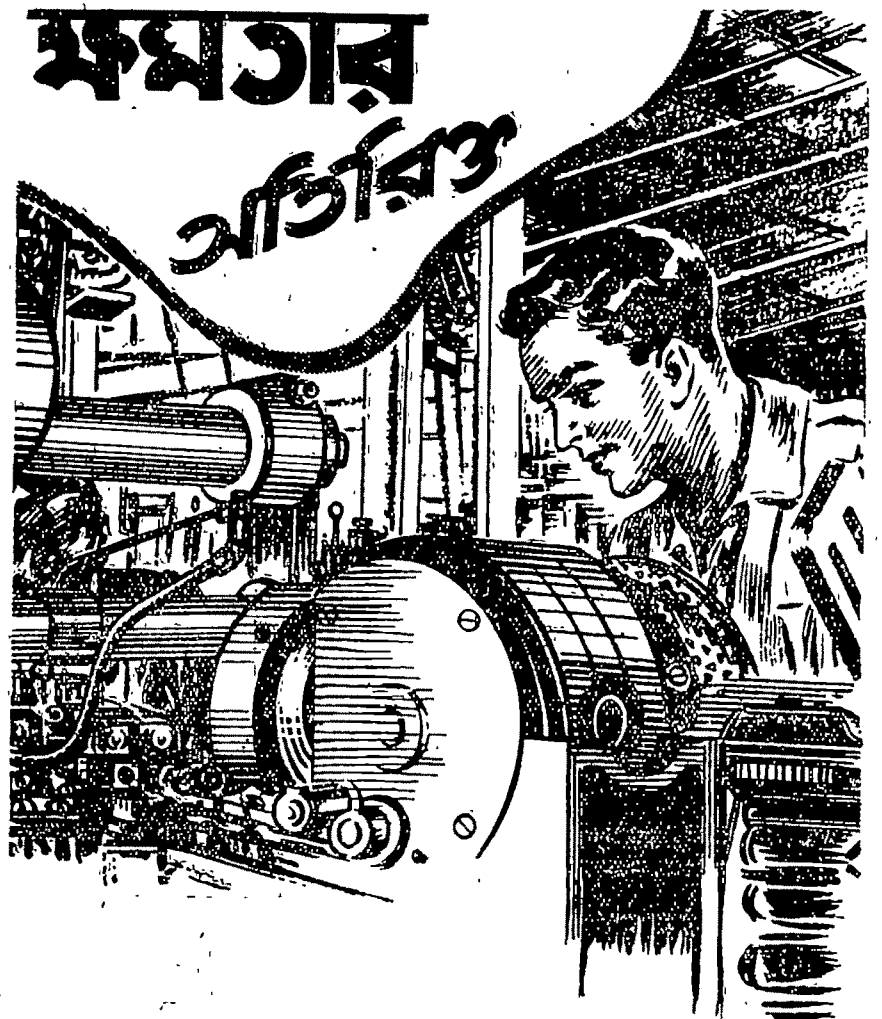
প্রকাশ, চুক্তি দমন ও তৎসম্পর্কিত সর্বপ্রকার সেবাকার্যে বর্তমান আর্থিক বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

### পাকিস্তান ও যুক্তপ্রদেশে হাইড্রো-ইলেকট্রিক পরিকল্পনা

পাকিস্তান ও যুক্তপ্রদেশের হাইড্রো-ইলেকট্রিক পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞ মিঃ স্প্রাট্টকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তা নির্মাণ পরিকল্পনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৪ হাজার মাইল রাস্তাপথ নির্মাণের জন্য ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মিঃ স্প্রাট্ট কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন।



আরো, আরো বেশি উৎপাদন আজ সারা ভারতের এবং সমস্ত সম্মিলিত জাতির একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে ভারতের সর্বত্র প্রত্যেকটি কারখানায় যে-পরিমাণ মাল উৎপন্ন হচ্ছে, যুদ্ধের আগে তা কখনোই সম্ভব মনে হতো না। এই সাকল্যের মূলে আছে অনেক কারণ। কিন্তু তার মধ্যে শ্রমিকরা যে আজকাল যুদ্ধের বাড়তি কাজের উপযোগী কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারছে এটাই একটা মস্ত কথা। আর এখানেই দেখা যায় ভারতীয় চায়ের কৃতিত্ব। শত শত কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের, চা খেতে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, কমে-যাওয়া মনোযোগ এতে আশ্চর্যকর ফিরে আসে।

# চা খেয়ে ক্রান্তি দূর করুন

ইতিহাস টি মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 232



### মার্কিন বিমান পথের পরিকল্পনা

“আমেরিকা এক্সপোর্ট এয়ার লাইন্স” কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ জে. ই. স্লেটার প্রকাশ করিয়াছেন যে, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, চিকাগো, বোষ্টন হইতে প্যারী, রোম, এথেন্স, কাইরো, বঙ্গা এবং তথা হইতে করাচী হইয়া বোম্বাই পর্যন্ত যুদ্ধের পর একটি বিমান পথ স্থাপনের জন্য অসম্মতি চাহিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিন্ডিকাল এরোনটিক বোর্ডের নিকট একটি আবেদন জানাইয়াছেন।

### জয়পুর রাজ্যে বিরাট জলাধার নির্মাণ

সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে জয়পুর রাজ্যে একটি বিরাট জলাধার নির্মাণ করা হইতেছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই উহার নির্মাণকার্য শেষ হইবে। এই জলাধারটি হইতে জল সরবরাহ করিয়া ৬ হাজার বিঘা জমি আবাদ করা সম্ভব হইবে।

### কয়লা খনি শ্রমিক মঙ্গল অর্ডিন্যান্স

গত ৩১শে জানুয়ারী “কয়লা খনি শ্রমিক কল্যাণ অর্ডিন্যান্স” নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে। উহাতে কয়লা খনির শ্রমিকদের মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে একটি তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খনি হইতে প্রেরিত প্রতি টন কয়লার উপর চারি আনা হারে কর ধার্য করিয়া এই তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করা হইবে।

### ভারতের চুক্তিতে মার্কিন সাহায্য

ভারতের চুক্তিতে সাহায্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে গঠিত “আমেরিকান রিলিফ কমিটি” পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, জাহাজযোগে ভারতে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই আরও ঔষধপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যাইবে এবং উহা নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হইবে। এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের রুহ সংক্রান্ত রিলিফ কমিটি বোর্ডের তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতেছেন।

### করাচীর তুলার বাজার

প্রায় নয় মাস কাল বন্ধ থাকার পর গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে করাচীর তুলার বাজারে আবার কাজকারবার আরম্ভ হইয়াছে। করাচীতে বৎসরে ১৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ গাইট তুলা ক্রয়বিক্রয় হয়।

### বাঁধের বালিতে জমি নষ্ট

দামোদর নদের বিগত বর্ষায় বাঁধের ভাঙন-সমূহ ভরাট করিবার জন্য বহু পরিমাণে বালি চালা হয়। বর্ষায় প্রবাহে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবাদী জমির উপর উহা সঞ্চারিত হইয়া বহু শত বিঘা উর্বর জমিকে আবাদের অসুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

### পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান কেন্দ্র !

সম্প্রতি মিশরের অর্থ-সচিব জায় আমিন ওসমান পাশা মিশর পার্লামেন্টে তাঁহার ৭ কোটি মিশরীয় পাউণ্ডের বাজেট পেশ কালে মিশরকে পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান কেন্দ্রে পরিণত করার এক পরিকল্পনা পেশ করেন। মিশর পার্লামেন্ট কর্তৃক বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হইয়াছে।

### ভারতে পদ্মপাল দমনকার্যে রুশ

#### বিমানবাহিনীর সাহায্য

পদ্মপালের উপজর্বে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে শতের বহুল কতি সাধিত হয়। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে পদ্মপাল বিরোধী ইউনিয়নের সহিত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের যে চুক্তি হইয়াছে তদনুসারে ভারতে পদ্মপাল বিনাশ কার্যে সাহায্য করিবার জন্য রুশ জন রুশ বৈমানিক বিমানসহ এ দেশে আসিয়াছেন। এই সকল বিমানে বিধাত্ত শ্রে আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পদ্মপাল ধ্বংসের জন্য বিশেষ বিমান বাহিনী গঠন করা হয়। এই বিমান বাহিনীর কর্মতৎপরতার ফলে সোভিয়েট রাশিয়ায় পদ্মপাল সম্ভার সমাধান হইয়াছে। রুশ গভর্নমেন্ট যখন শুনিতে পাইলেন যে, ভারতে এইরূপ বিমানের অভাব আছে তখন তাঁহারা এই বিমান বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব করেন। ভারতীয় ও ব্রিটিশ বৈমানিকগণ পদ্মপালের অভিযান এবং অবস্থান লক্ষ্য করেন এবং একটি মানচিত্রে উহাদের অবস্থিতি চিহ্নিত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইবামাত্র রুশ বৈমানিকগণ তথায় গমন করিয়া বিধাত্ত শ্রে দ্বারা পদ্মপালের ধ্বংস সাধন করেন।

### কলিকাতা এলাকার রেশনিং

গত ৩১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় এবং হাওড়া, বালী, বেঙ্গল, গার্ডেনরীচ, সাউথ সুবার্কিন ও টালীগঞ্জ এই পাঁচটি মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার রেশনিং প্রবর্তন করা হইয়াছে। উপরোক্ত অঞ্চল-সমূহে বরাদ্দ-প্রথা অনুসারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ৪৫০টি সরকারী, ৮০০টি বেসরকারী এবং ৭০০টি মালিকদের দোকানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বেসরকারী দোকানগুলির মধ্যে ৪০০টি কলিকাতায় অবস্থিত, কলিকাতায় সরকারী দোকানের সংখ্যা ৪৫০টি। রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রাতে ৮-১৫ মিঃ হইতে ১১-৩০ মিঃ এবং বৈকালে (শনিবার ব্যতীত) ২-১৫ মিঃ হইতে ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত এই সকল দোকান খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

### বোম্বাই-এর রেশনিং ব্যবস্থা

বোম্বাই-এ বরাদ্দ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ১২ শত দোকান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫৫২টি বেসরকারী দোকান, ৯৯টি সমবায় ভাণ্ডার, ২৯৮টি মালিকদের দোকান এবং ২২১টি সরকারী দোকান।



## সাবান প্রস্তুতের

কোন :—

বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস  
— ১৫২২ ক্যান্টিনী  
টেলিগ্রাম—“চীমামাটি”

সাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ  
৩১, জ্যাকসন স্ট্রিম, কলিকাতা

## সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

এবংসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭৪.০ লভ্যাংশ দিয়াছে  
আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪০৬.০

—শাখাসমূহ—

- |                    |                |                         |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| (১) শ্রীমবাজার     | (৬) ভাটপাড়া   | (১১) দুবরাজপুর (রীরভূম) |
| (২) দক্ষিণ কলিকাতা | (৭) হিলি       | (১২) গিরাজগঞ্জ          |
| (৩) নিউমার্কেট     | (৮) দিনাজপুর   | (১৩) কুচবিহার           |
| (৪) নৈহাটি         | (৯) মৌলভীবাজার | (১৪) বেনারস             |
| (৫) কাঁচড়াপাড়া   | (১০) রংপুর     | (১৫) এলাহাবাদ           |

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা : ২১২৫ ও ৬৪৮৩

গত আট মাস যাবৎ বোম্বাই শহরে বয়স্ক ব্যবস্থা চলিতেছে। গত নবেম্বর মাসে পারিবারিক রেশন কার্ড বাতিল করিয়া যখন ব্যক্তিগত রেশন কার্ড প্রবর্তন করা হইল তখন দেখা যায় যে, পূর্বে প্রায় ২ লক্ষ ইউনিট অন্ডায়ভাবে লেখান হইয়াছিল।

### কেন্দ্রীয় পরিষদে সাংবাদিকদের অবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব

ভারতীয় সাংবাদিকদের অবস্থা সম্পর্কে অমু-সন্ধানের জন্ত এবং গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার সাংবাদিকদের সমপর্ধ্যায়ে তাঁহাদের অবস্থা আনয়নের জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানাইয়া সঙ্গার সম্মিলিত কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

### জালানী বাঁচাইবার জন্ত স্কুল ছুটি

প্রকাশ, জালানী বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে নিউ-ইয়র্কের সরকারী স্কুলগুলি গত ২৬শে জানুয়ারী হইতে এক সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হইয়াছে। বেঙ্গলকারী স্কুলসমূহও ২৯শে জানুয়ারী হইতে এক সপ্তাহের জন্ত ছুটি দেওয়া হইয়াছে।

### বাঙ্গলার ছাত্তরে সামরিক বিভাগের সাহায্য

সম্প্রতি নয়া দিল্লী হইতে প্রকাশিত এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, যে সেনাদল বাঙ্গলায় চুক্তিক্রম দমন কার্যে সাহায্যের জন্ত নিযুক্ত আছে তাহারা গত তিন মাসে ১০ লক্ষ ৩০০ মপের অধিক খাদ্যশস্য চলাচলের কার্যে সাহায্য করিয়াছে এবং এই কার্যে যে সকল যানবাহন নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে যে দূরত্ব অতিক্রম করিতে হয় এই দূরত্ব তাহার প্রায় ১৫ গুণ।

কলিকাতায় সাপ্তাহিক মৃত্যুর হার  
গত ২৯শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় ১১৫১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২৪৯ জন নিঃশ্ব।

### সংবাদিকের মৃত্যু

“হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড” পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ গুপ্ত গত ২৩শে জানুয়ারী স্বগ্রামে, ঢাকা জেলার সাতগ্রামে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪০ বৎসর হইয়াছিল।

### বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিলের এক বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, ফিলাডেলফিয়ায় যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে যোগদানের জন্ত শ্রীযুক্ত এন, এম বোশী প্রতিনিধি এবং মিঃ ডি আর কালাপ্পা ও মিঃ মিয়াবকর উপদেষ্টা নির্বাচিত হইয়াছেন। লন্ডনে নিখিল বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদানের জন্ত মিঃ

এন এম বোশী, মিঃ এস এ ডাফে এবং মিঃ কালাপ্পা প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন।

### আসামের ধান চাষের পূর্বাভাস

আসামের ১৯৪৩ সালের আউষ ধান চাষের যে পূর্বাভাস প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে মোট ৬ লক্ষ, ৪৯ হাজার ৬ শত বাট হম্বর আউষ ধান উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৭০ হাজার হম্বর। স্বাভাবিক অবস্থায় আসামে প্রতি একর জমিতে পড়ে ৮.২ হম্বর ধান হয়। এই হিসাবে ১৯৪৩-৪৪ সালে আসামে আয়ন ধানের মোট উৎপাদন ৩ কোটি, ২৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ১০০ হম্বর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পূর্ববর্তী বৎসরে দ্বিতীয় পূর্বাভাসে উহার পরিমাণ অমুমানিক ২ কোটি ৭১ লক্ষ, ৮০ হাজার হম্বর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় মোট উৎপন্ন ধানের পরিমাণ হয় ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৯৪ হাজার হম্বর।

### রেলের ভাড়ার উপর সারচার্জ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

ওয়ার্কিংহাল মহলের খবরে প্রকাশ, সাধারণ তাবে রেলের মূলভাড়া না বাড়াইয়া বর্তমান ভাড়ার উপর সারচার্জের হার বৃদ্ধি করা হইবে।

তিন বৎসর পূর্বে যাত্রীদের ভাড়ার উপর টাকা প্রতি এক আনা এবং মালের ভাড়ার উপর টাকা প্রতি দুই আনা সারচার্জ ধার্য করা হয়। বর্তমানে আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, যাত্রীদের ভাড়ার উপর সারচার্জের পরিমাণ এক আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া চারি আনা পর্যন্ত হইতে পারে। এসম্পর্কে উল্লেখ যোগ্য এই যে, গত বৎসরের বাজেট অপেক্ষাও এবারকার বাজেটে রেলওয়ে খাতে ১৩ কোটি টাকা উন্নত হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এবার সারচার্জের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতেছে।

### মাগ্গী ভাতার হার বৃদ্ধি সম্পর্কে সুপারিশ

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার, কলকারখানার শ্রমিক এবং সরকারী কর্মচারীদের মাগ্গী ভাতার ভাড়া হার নির্ধারণের জন্ত যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই কমিটি তাঁহাদের সুপারিশ দাখিল করিয়াছেন। কমিটির সুপারিশে বলা হইয়াছে যে, যে সকল শ্রমিক বা চাকুরিয়া মাসিক ৩০ টাকা অথবা তাহার কম বেতন পাইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে শতকরা ১০০ টাকা হারে মাগ্গী ভাতা দেওয়া উচিত, এবং বাহাদুর বেতন মাসিক ত্রিশ টাকার উপর, ক্রমোন্নতি হারে তাহাদের মাগ্গীভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত।

**S. SIRKAR & CO.**  
Manufacturing Jewellers  
125. BOWBAZAR STREET

রোগের চিকিৎসায় : : রোগীর শুশ্রুষায়  
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের তৈরী :

- রবার ক্রপ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- হাওয়া বালিস
- এয়ার-রিং কুশন
- ডাক্তারী দস্তানা

প্রভৃতি

যুদ্ধের জন্ত আমাদের তৈরী  
রবারের ক্রয়াদি কেবলমাত্র  
সামরিক প্রয়োজনে ও হাসপাতালে  
সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক  
সময় ফিরে এলে আমরা আবার  
আপের মতই আমাদের তৈরী  
জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ  
করতে পারবো।

আমাদের তৈরী ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই  
ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা :—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা।

কলিকাতার দোকান :—১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রট।

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্নবী রোড, কোর্ট, বোম্বাই।

নাগপুর কারখানা :—ঘাট রোড, নাগপুর।

## ভারতে রবার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি

১৯৪৪ সালে ভারতে যে পরিমাণ রবার উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা বাইতেছে পূর্ববর্তী কোন বৎসরে ভারতে এত অধিক পরিমাণ রবার উৎপন্ন হয় নাই। বর্তমান বৎসর ভারতে যে পরিমাণ জমিতে রবারের চাষ আছে তাহা হইতে মোট ১৮ হাজার টন রবার পাওয়া বাইবে বলিয়া অনুমান করা বাইতেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতে রবার চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিন্তু নতুন যে সকল জমিতে রবারের চাষ করা হইয়াছে তাহা হইতে কি পরিমাণ রবার পাওয়া বাইবে তাহার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। কিছুদিন পূর্বেও ভারতে উৎপন্ন রবার বিলাতে এবং আমেরিকায় রপ্তানী করা হইত কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে রবার রপ্তানী এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এদেশে যে রবার উৎপন্ন হইবে তাহা বিমানের চাকা নির্মাণের কাজে এদেশেই ব্যবহৃত হইবে।

## ভারত-মার্কণ বাণিজ্য সমস্তা সম্পর্কে আলোচনা

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ভবনে উক্ত চেম্বারের কমিটির সদস্যগণের সহিত নিউ-ইয়র্কস্থ ভারতীয় ট্রেড কমিশনার মিঃ কুপালনীর আলোচনা হয়। প্রস্তাবিত ভারতীয় শিল্প মিশন, ভারতের প্রয়োজনীয় কলকারখানার বঙ্গপাতি, এদেশে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের চট ক্রয় নীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। গত ১লা তারিখ বেঙ্গল ভ্রাশ-নাল চেম্বার অব কমার্সের সদস্যগণও ভারত-মার্কণ বাণিজ্য সমস্তা লইয়া মিঃ কুপালনীর সহিত আলোচনা করেন। অতঃপর মিঃ কুপালনী বাড়োয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের কমিটির সদস্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমেরিকায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এজেন্টের অস্থিবিধা এবং ক্ষমতাহীনতা, আমেরিকা হইতে ভারতে যান আনদানীর কাজে জাহাজের অস্থিবিধা, ভারতীয় পশম শিল্পের অস্থিবিধা এবং 'জয়েন্ট মাইকা মিশনের' নীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। মিঃ কুপালনী শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে অহুরোধ করেন যে, ভারতে উচ্চশ্রেণীর বিবিধ পণ্য উৎপাদনের জন্ত শিল্পপতিগণের উচিত দেশে শিল্প বিষয়ক গবেষণা-গার স্থাপন করা।

## মার্কণ যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি

সম্প্রতি মার্কণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি মন্ত্রকের ভার-প্রাপ্ত সেক্রেটারী মিঃ রুড উইকার্ড প্রকাশ করিয়াছেন যে, আবহাওয়ার অবস্থা অতিকূল না থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৩ সালে মার্কণ যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য শস্তের উৎপাদনে নতুন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। গত সাত বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসর মার্কণ যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার পূর্ব বৎসরের হারকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। আলোচ্য

বর্ষে সমস্ত রকম খাদ্যশস্যের উৎপাদন হার ১৯৪২ সালের উৎপাদন অপেক্ষা শতকরা ৫ ভাগ এবং ১৯৩৫-৩৯ সালের গড়পড়তা হার অপেক্ষা শতকরা ৩২ ভাগ বেশী। কেবলমাত্র খাদ্যশস্তের কথা ধরিলে ১৯৪৩ সালে উৎপাদনের হার ১৯৪২ সালের খাদ্যশস্ত উৎপাদনের হার অপেক্ষা শতকরা ৬ ভাগ কম কিন্তু তৎপূর্ববর্তী যে কোন বৎসরের খাদ্যশস্ত উৎপাদনের হার অপেক্ষা শতকরা ৫ ভাগ বেশী। খাদ্য হিসাবে যে সকল প্রাণী ব্যবহৃত হয় আলোচ্য বর্ষে তাহার উৎপাদনও ১৯৪২ সালের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

## রেশন হিসাবে খারাপ চাউল দেওয়ার কর্পোরেশনের প্রতিবাদ

কলিকাতার বিভিন্ন রেশন দোকান হইতে যে চাউল দেওয়া হইতেছে, অনেক স্থলেই তাহা অতি নিকট এবং মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য। কলিকাতা কর্পোরেশনের গত বৃষবারের সভায় এই প্রসঙ্গ লইয়া বিস্তারিত আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী বলেন যে, ক্রেতা সাধারণের নিকট খারাপ চাউল বিক্রয় বাহাতে বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, কলিকাতা মিউনিসি-

প্যাল আইন অনুসারে খারাপ খাদ্যব্যয় বিক্রয়-তাকে শাস্তি দিবার যথেষ্ট ক্ষমতা কর্পোরেশনের আছে। শ্রীযুক্ত ফকিরনাথ বসু বলেন যে, গত র্শ-মেন্টের দোকানে যে চাউল দেওয়া হইতেছে তাহা শুধু খারাপই নহে উহাতে কাঁচের টুকরা, ধুলা, ধান, তুষ প্রভৃতি মিশান আছে। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠাবিহারী শেঠ মন্তব্য করেন যে, সরকারী দোকান হইতে দাগকাটা টিনের মধ্যে করিয়া জিনিষ মাগিয়া দেওয়া হয়, মাগের এই ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্য নহে। শ্রীযুক্ত বিজয় ব্যানার্জী বলেন যে, কর্পোরেশনের ফুড ইন্সপেক্টরগণ সমস্ত খারাপ চাউল আটক করিতে পারেন। উত্তরে মেম্বর বলেন যে, কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগকে অবিলম্বে এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হইবে। ডাঃ আর আমেদ বলেন যে, কর্পোরেশনের এনালিষ্টের নিকট পরীক্ষার জন্ত কিছু চাউলের নমুনা পাঠান হইয়াছিল। এনালিষ্ট এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই চাউলের নির্দিষ্ট কোন মান নাই। চাউল পরীক্ষা সম্পর্কে আর একটি অস্থ-বিধা এই যে, ফুড ইন্সপেক্টরের রেশন কার্ড নাই এই অজুহাতে অনেক সরকারী দোকান হইতে ইন্সপেক্টরদিগকে চাউলের নমুনা দেওয়া হয় নাই।

## ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা  
প্রধান শাখা—৯৭ নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

কোম কলি : ৪১৭৩

শাখা অফিস

কলিকাতা—

বালীগঞ্জ, শ্রামবাজার, ইটালী।

বাংলার অন্যান্য—

হাওড়া, চট্টগ্রাম, কেরী, নোয়াখালী,  
চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী,  
দিনাজপুর, তাঁকুরগাঁও, পটুয়াটুলী ও  
নবাবপুর (ঢাকা)।

বিহার—পাটনা,  
মাদ্রাসা, পুর্ণিয়া, রাঁচী।

লভ্যাংশ  
শতকরা

৭১।০

দেওয়া হইয়াছে

বার্ষিক আধুনিক  
ব্যক্তি ব্যবসায়  
করা হয়।

এজেন্ট :—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

সস্তার, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতি ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভুলিলাত করুন।

## বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট, হাটখোলা, কলিকাতা।

**আগামী আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষা**

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ এবং আই-এস-সি পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। এবার ১২,৩০০ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিবে। তন্মধ্যে ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী কম্পার্ট-মেন্টাল ব্যবস্থা অনুসারে পরীক্ষা দিবে।

**বঙ্গ ব্যবসায়ীদের উপর লাইসেন্স গ্রহণের আদেশ**

গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সচিবরাহ দপ্তর হইতে এক প্রেসনোট প্রকাশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে বঙ্গীয় বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ হইয়াছে। উক্ত আদেশ অনুসারে লাইসেন্স-হীন অবস্থায় কোন ব্যবসায়ী বস্ত্র অথবা সূতার ব্যবসা করিতে পারিবে না। যে সকল ব্যবসায়ী পূর্বে হইতেই বস্ত্র ও সূতার ব্যবসায় লিপ্ত আছে তাহাদিগকেও বর্তমান মাসের মধ্যেই লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে হইবে। পাইকারী ব্যবসায়ীদিগকে ১০, খুচরা ব্যবসায়ীদিগকে ৫ এবং ফেরীওয়াল-দিগকে ২ লাইসেন্স দিতে হইবে।

**রেশনিং সম্পর্কে পরামর্শদাতা কমিটি**

রেশনিং ব্যবস্থাদি সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্ত বাঙ্গলা সরকার একটি পরামর্শ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিটির সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—(১) মিঃ এ, সি, হার্টলী, আই-

সি-এস, কন্ট্রোলার অব রেশনিং (চেয়ারম্যান) (২) খান সাহেব এম, আফাজ উদ্দিন (ডিপুটি কন্ট্রোলার অব রেশনিং) ভাইস চেয়ারম্যান, (৩) মিঃ সি, ওয়ালি আই, পি, (৪) রায় সাহেব আর, এন ব্যানার্জী হাওড়ার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট (৫) মিঃ এস, সি, ঘোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ সমূহের ইনসপেক্টর (৬) মিঃ এ, আন্দারী, সেক্রেটারী, ক্যালকাটা মুসলিম অরফেনেজ (৭) সেক্রেটারী, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, (৮) এন্ড অফিসিও মিঃ এম, পি, কেসিরা (মাদোয়ারী হাসপাতালের সেক্রেটারী) (৯) মিঃ এ, ফিরপো (ফিরপো কোং) (১০) মিঃ বি, সি, ঘোষ (চারিকানাথ ঘোষ) (১১) মিঃ ও জোসেফা (গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল) (১২) ডাঃ এস, আমেদ (আমজাদিয়া হোটেল)।

**ফ্রান্সে শ্রমিক সংগ্রহের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা**

সম্প্রতি ভিসি বেতার হইতে প্রচার করা হইয়াছে যে, ১৬ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক করাসী পুরুষকে শ্রমিকের কার্যে নিযুক্ত করা হইবে এবং ১৮ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক নিঃসন্তান করাসী নারীকেও বাধ্যতামূলক ভাবে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হইবে।

**ভারতস্থ মার্কিং সৈন্যদের পরীক্ষা-দানের ব্যবস্থা**

ভারতে যে সকল মার্কিং সৈন্য আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বয়স খুব কম এবং

তাহারা কলেজে পড়িত; এখানেও যাহাতে তাহারা পড়াশুনা এবং পরীক্ষা দানের সুবিধা পায় তজ্জন মার্কিং কর্তৃপক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার অস্ত্র নির্দিষ্ট প্রস্তাবলীর উত্তর দিয়া মার্কিং সৈনিক ছাত্রেরা যাহাতে কাগজ দাখিল করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

**ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কলিকাতা****বোর্ডের প্রেসিডেন্ট**

মিঃ টি, এস, ম্যাডগোন (মের্সার গিলেসপারল এণ্ড আরবুথ নট) ১৯৪৪ সালের জন্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কলিকাতা লোকাল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং ভারত জর্জ মর্টন (বার্ড এণ্ড কোং) ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

**ভারতে তৈলবীজ চাষের অবস্থা**

ভারতে সর্বপ্রকার তৈল-বীজের প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। সমগ্র অগতে সর্বপ্রকার তৈল-বীজের মিলিত উৎপাদন ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টন, তন্মধ্যে এক ভারতবর্ষেই ৯০ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়। ভারতে উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে চীনাবাদাম, তিসি, রাই, তুলাবীজ ও তিল প্রধান। আমাদের দেশে তৈল প্রস্তুত করার জন্ত যত্নপাতি এবং কল-কারখানা বেশী নাই, কাজেই বহু পরিমাণ তৈল-বীজ প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

**রঙীন কল্পনা**

শান্তির পর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমাদের অনেকেই এখন থেকেই রঙীন কল্পনার জাল বুনছেন, কারণ একদিক দিয়ে দেখলে যুদ্ধ আমাদের স্পর্শই করেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আহত হ'য়ে পড়ে আছে, যারা শত্রুর হাতে বন্দী হ'য়ে বিদেশে দুর্বিসহ জীবন কাটাচ্ছে, তারা কোন আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

ভগ্নবাস্তব এই সব লোকদের সবর্দাই যত্ন নেওয়া দরকার যতদিন না তারা নিজের নিজের বাড়িতে আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালানর জন্ত যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, আপনারা তার সাহায্যভার গ্রহণ করুন; সমুদ্রের পারে সৈনিকদের জন্ত আমাদের গরম জামাকাপড়, আহাৰ্য্য ও হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে চলতেই হবে।

দয়া করে আপনার নিয়মিত সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠান :

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রস,

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

**ভারতীয় রেডক্রস**  
বাংলার প্রতি আবেদন

**কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ**

হেড অফিস কুমিল্লা :: স্থাপিত ১৯১৪

**মূলধন**

|                 |     |                     |
|-----------------|-----|---------------------|
| অনুমোদিত        | ... | ১,০০,০০,০০০ টাকা    |
| বিলম্বিত        | ... | ৬০,০০,০০০ টাকা      |
| বিস্তৃত         | ... | ৫৩,০০,০০০ টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত       | ... | ২৯,৫০,০০০ টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফাণ্ডস্ | ... | ১৩,০০,০০০ টাকা      |

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এন, সি, দত্ত, এম, এল, সি

**দি ভুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ**

৪৩নং ধর্মভাঙ্গা ষ্ট্রিট,

ফোন কলিকাতা ২২৬০ (তিন লাইন)

পাঁচ বৎসরের ক্যাশসার্টিফিকেট

স্থায়ী আমানতের সমান সুদ পাওয়া যায়

চলতি হিসাবের ন্যায় ইচ্ছামত ভান্ডান যায়

বিক্রয় মূল্য—

৮১০ মূল্য ১০ টাকা

৪১০ " ৫০ " "

৮২১০ " ১০০ " "

৮২৫ " ১০০ " "

বিশেষ বিবরণের জন্ত পত্র লিখুন :—

শাখা : হাওড়া, সালসিয়া, বেলুড, বালী, উত্তর পাড়া, শ্রীরামপুর, কলী।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এই রপ্তানী ব্যবস্থা বিপর্যয়গ্রস্ত হইয়া গিয়াছে। যে সকল কৃষিপণ্য বিক্রয় করিয়া কৃষকেরা নগদ টাকা পায় তন্মধ্যে চীনাবাদাম একটি উল্লেখযোগ্য জ্রব্য। বিদেশের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে চীনাবাদামের আবাদও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৯১৮ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১৭ লক্ষ ৭২ হাজার টন চীনা-বাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের চীনা-বাদাম উৎপাদনের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৭ লক্ষ ১৪ হাজার টন হয়। ১৯৪২ সালে মোট ৭৪ লক্ষ একর জনিতে চীনা-বাদামের আবাদ হইয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীতে যত চীনাবাদাম উৎপন্ন হয় তাহার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ উৎপন্ন হয় ভারতবর্ষে। ২৭ লক্ষ টনের মধ্যে ২০ লক্ষ টন এদেশে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট বিদেশে রপ্তানী হয়। যুদ্ধের ফলে চীনা-বাদামের মত তিসির বাজারও নষ্ট হইয়াছে। এদেশে বৎসরে প্রায় ৪ লক্ষ টন তিসি উৎপন্ন হয়, তাহার স্নেহক দেশে ব্যবহৃত হয়, বাকী অর্ধেক পূর্বে বিদেশে রপ্তানী হইত। ভারতীয় তিসি অজ্ঞাত দেশের তিসির তুলনায় অনেক উচ্চ শ্রেণীর এবং উহার চাহিদাও খুব বেশী।

### স্মার বজীদাস গোয়েঙ্কা

স্মার বাহাদুর স্মার বজীদাস গোয়েঙ্কা ইম্পি-রিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সেন্ট্রাল বোর্ডের অতিরিক্ত ডিরেক্টর হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন।

### পাঞ্জাব-সিন্ধু বনাম কেন্দ্রীয় সরকার

পাঞ্জাব এবং সিন্ধু সরকার কৃষি আয়ের উপর কর ধার্য করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত এসম্পর্কে মতবিরোধের অবগান হয় নাই। অজ্ঞাত প্রদেশ কৃষি-আয়কর ধার্য করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিতেছে। বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কোন প্রকার কর ধার্য করিতে বাধ্য করিতে পারে না। যদি পাঞ্জাব এবং সিন্ধু সরকার কিছুতেই বাপ না মানেন তাহা হইলে ত্রিমের বিধান অনুসারে পাঞ্জাব সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বার্ষিক যে আর্থিক সাহায্য পাইয়া থাকেন তাহা সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতে পারে। আর একটি প্রস্তাব হইতেছে যে, ছোট প্রদেশের তিন অথবা পাঁচ বৎসরের ভূমি-রাজস্ব অগ্রিম আদায় করা হউক, তাহাতে ইনফ্লেশন নিবারণের পক্ষেও সাহায্য হইবে। বাঙ্গলা, বোম্বাই প্রভৃতি শিল্পপ্রধান প্রদেশ আয়কর এবং অতিরিক্ত কর হিসাবে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য বর্ধিত কর জোগাইতেছে, সেই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে পাঞ্জাব ও সিন্ধু-দান অতি সামান্য।

### সেন্ট্রাল কটন কমিটির অধিবেশন

বোম্বাই-এর সেন্ট্রাল কটন কমিটির সভায় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। ভারতে উন্নত বস্ত্রের তুলার চাহ ক্রমেই বৃদ্ধি

পাইতেছে। বলিয়া কমিটির সভায় মন্তব্য করা হইয়াছে। ১৯২৪-২৭ সালে ভারতে উৎপন্ন তুলার শতকরা মাত্র ২৯ ভাগ ছিল লম্বা আঁশযুক্ত তুলা। ১৯৪২-৪৩ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে, লম্বা আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৬০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসায়ীরা অনেক সময় গাইটের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের তুলা মিশ্রিত করিয়া দেয়। ফলে বিদেশের তুলার বাজারে ভারতীয় তুলার স্থান অনেকখানি নষ্ট হইতেছে। ইহা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার বলিয়া সেন্ট্রাল কমিটি মনে করেন। দরকার হইলে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার জন্য কমিটি গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিবেন।

### যুদ্ধোত্তর যুগে ব্রিটিশ শিল্পের সমস্যা

যুদ্ধকালে প্রয়োজনের চাপে পড়িয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশেই বিভিন্ন প্রকারের শিল্প অতি দ্রুত গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে যে সকল অঞ্চল বিলাতী পণ্যের বাজার মাত্র ছিল, সেই সকল অঞ্চলেও বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার শিল্পব্যয়ের উৎপাদন হইতেছে। বিলাতের "ক্যান্টনমেন্টাল নিউজ" পত্রিকা সম্প্রতি এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পরিসংখ্যান অনুসারে

সহিত খাপ খাওয়াইয়া বিলাতী শিল্পপতিদিগকে এখন একটি অনুযুক্ত নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে চলিতে হইবে বলিয়া উক্ত পত্রিকায় মন্তব্য করা হইয়াছে।

### যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা কমিটি

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমার কাজ বাহাতে সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে তদ্বন্দ্বিত্তে কেন্দ্রীয় সরকার বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজে তিনটি স্থানীয় পরামর্শদাতা বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতা অঞ্চলের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাতে আছেন মেসার্স এইচ, এক, স্ট্যান্ডার্ড, এস, জি, সিং, এবং ই, সি, পিটার্স। বাঙ্গলা, আগাম, বিহার, উড়িষ্যা, মুক্তপ্রদেশ, আন্ধ্রা, অযোধ্যা, বাগেলখন্দ, বৃন্দেলখন্দ, পাঞ্জাব, দিল্লী প্রদেশ এবং উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশকে কলিকাতা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

### কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশন

কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে লৌহ, ইস্পাত, বস্ত্র, কাগজ, সোণার তার, লোহার তার, টিউব, চিনি, প্রভৃতি বিদেশী পণ্যের উপর পুনরায় শুল্ক স্থাপন করিয়া প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হইবে। উক্ত পণ্যসমূহের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া ইতিপূর্বে যে আইন করা

## মাইকানাইট !

প্রয়োজনানুযায়ী সকল রকমের মাইকা সিট, টিউব, "ডি" রিং, টেপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইণ্ডিয়ান স্টোস ডিপার্টমেন্ট এবং ভারতের বিভিন্ন বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

## মাইকা মাইনিং এণ্ড টেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

= শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান =

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—রায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর (সি. পি.)

জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করতে চাই আপনাদের সহানুভূতি। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল রকম কাজই সুবিধাজনক সত্বে করা হয়। ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,

জেনারেল ম্যানেজার।

এম কে মন্ডা,

সেক্রেটারী।



হইয়াছিল আগামী ৩১শে মার্চ তারিখ তাহার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে। সাধারণতঃ বিদেশী পণ্যের উপর শুদ্ধ বসাইবার পূর্বে একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু যুদ্ধকালীন বর্তমান অর্থনীতি অবস্থায় এরূপ কমিটি নিয়োগ করিয়া অসুবিধা করা সম্ভব নয়। বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যের উপর শুদ্ধ ধার্য্য করিয়া ইতিপূর্বে যে আইন পাশ করা হইয়াছিল তাহার

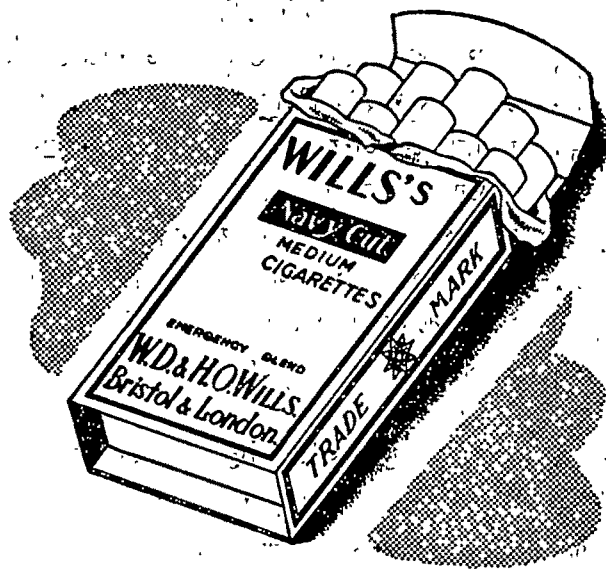
মেয়াদও শীঘ্রই উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু বর্তমান খাদ্যভাব এবং চুক্তিকালীন পরিস্থিতিতে পণ্যের উপর নতুন করিয়া শুদ্ধ ধার্য্যের সম্ভাবনা নাই। আরও আইনের কতকগুলি বিধান সংশোধন করিবার জরুরি পরিঘটে একটি বিল উত্থাপন করা হইবে। ভারতে স্ট্যান্ডার্ড সময় প্রবর্তনের ফলে ফ্যাকটরী আইন সংশোধনের প্রয়োজন হইবে।

### খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের খতিয়ান

বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত যে পরিকল্পনা করিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। বোম্বাই সরকার যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করিতে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। বৃষ্টির জল সংরক্ষিত করিয়া কাজে



“মূল্যের বিনিময়ে ইশাহে সলোংকুমে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

লাগাইয়া চাষের সাহায্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে প্রায় ১৫ হাজার একর নতুন জমি আবাদ করা যাইবে। পাঞ্জাব সরকার যে পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন তাহাতে ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০০০ কুপ খনন করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

### নতুন “বেডিন শিক্ষার্থী” দল

নতুন একটি দলে ৭৯ জন “বেডিন শিক্ষার্থী” বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিবার জন্য শীঘ্রই বিলাত যাইতেছেন। জাহাজ নির্মাণ এবং জাহাজ মেরামতের কাজ শিক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন জাহাজ নির্মাণকারক প্রতিষ্ঠানের ৪ জন প্রতিনিধিও এই দলে যাইতেছেন।

### কেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স-এর বার্ষিক সভা

আগামী ৪ঠা এবং ৫ই মার্চ নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান কেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর বার্ষিক সভার অধিবেশন হইবে। আগামী ৩রা মার্চ কার্যকরী সমিতির বৈঠক হইবে।

### কলিকাতায় অধিকতর নলকূপ স্থাপনের সুপারিশ

কলিকাতার লোকসংখ্যা অত্যধিকহারে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিশ্রুত জলসরবরাহের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শদাতা প্রস্তাব করিয়াছেন যে কলিকাতা নগরীর তলদেশস্থ ভূ-স্তরে অসুরক্ত জলসরবরাহ রহিয়াছে। বড় বড় নলকূপ স্থাপন করিয়া তাহা হইতে জল সংগ্রহ করার চেষ্টা করা উচিত। কর্পোরেশনের জল সরবরাহ কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে বর্ড ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে বাহাতে কর্পোরেশনকে আমেরিকান পদ্ধতিতে লেনী-নলকূপ বসাইবার লাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় তৎক্ষণাত পত্তনকেন্দ্রের চেষ্টা করা উচিত।

### ক্যানাডায় ইম্পাত শিল্পের উন্নতি

যুদ্ধকালে ক্যানাডায় ইম্পাত শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিদ্রোহীয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে ইম্পাত উৎপাদক দেশ হিসাবে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্র,

রাশিয়া এবং গ্রেটব্রিটেনের পরেই এখন ক্যানাডার স্থান। বর্তমান বৎসরে ক্যানাডায় যুদ্ধশিল্পে মোট ৫০ লক্ষ টন ইম্পাতের প্রয়োজন হইবে। তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ টন ক্যানাডাতেই উৎপন্ন হইবে। অথচ ১৯৩৯ সালেও ক্যানাডায় ইম্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টনের বেশী ছিল না। শুধু ইম্পাত নহে যুদ্ধের চাপে পড়িয়া ক্যানাডায় এ্যালুমিনিয়াম শিল্পও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। ১৯৩৯ সালে ক্যানাডায়, মাত্র ৮৩ হাজার শর্ট টন এ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হইয়াছে, ১৯৪৩ সালে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫ লক্ষ ৩ হাজার টন হইয়াছে।

### পাঞ্জাব সরকারের কৃষি কল্যাণ ব্যবস্থা

পাঞ্জাব সরকারের বাজেটে এবার প্রচুর অর্থ উৎসৃত হইবে। দুই বৎসর পূর্বে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়া পাঞ্জাব সরকার একটি কৃষি-কল্যাণ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। পাঞ্জাব সরকারের বর্তমান বৎসরের বাজেটে উক্ত ভাণ্ডারে দিবার অর্থ ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

### আড়াই লক্ষ মাইল রাস্তা নির্মাণের সুপারিশ

সম্প্রতি লাহোরে ইণ্ডিয়ান রোড কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে সুপারিশ করা হইয়াছে যে ভারতের প্রত্যেক পল্লীতে যাতায়াতের ব্যবস্থা সুগম করিবার জন্য আড়াই লক্ষ মাইল পথ নির্মাণ করা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত রাস্তা নির্মাণের কার্যে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে মাটি সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্যও সুপারিশ করা হইয়াছে।

### সিঙ্গু নদের বাঁধ শক্তিশালী করার ব্যবস্থা

পনের লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিঙ্গু নদীর বাঁধ আরও উচ্চ এবং শক্তিশালী করিয়া নির্মাণ করার জন্য একটি পরিকল্পনা সিঙ্গু নদ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। বস্তার হাত হইতে কয়েকটি সহরের রক্ষামূলক ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

### গম চাষের প্রাথমিক পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

১৯৪৩-৪৪ সালের গম চাষের যে প্রাথমিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতে মোট ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের সংশোধিত হিসাবে প্রকাশ উক্ত বৎসর সমগ্র ভারতে মোট ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৯ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। পূর্ব বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসর গমের চাষ শতকরা ৪ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

### রাই-সরিষা চাষের প্রাথমিক পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র ভারতে রাই-সরিষার আবাদ সম্পর্কে যে প্রাথমিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এবার সমগ্র ভারতে মোট ৩০ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমিতে রাই-সরিষার চাষ হইয়াছে, ১৯৪২-৪৩ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৪৩ হাজার একর। পূর্ব বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসর রাই-সরিষার চাষ শতকরা ১২ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

### তিসি চাষের পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

১৯৪৩-৪৪ সালের তিসি চাষ সম্পর্কে যে প্রাথমিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এবার সমগ্র ভারতে মোট ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে, ১৯৪২-৪৩ সালে ২৫ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে তিসির আবাদ হইয়াছিল। বর্তমান বৎসর পূর্ব বৎসরের তুলনায় তিসির আবাদ শতকরা ৮ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

### কয়লা অভাবে ট্রেনের সংখ্যা হ্রাস

নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কয়লার অভাবে সাময়িকভাবে ৭১খানি যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচল স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এ সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষ যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, যে ৭১খানি ট্রেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল তন্মধ্যে ৩২খানি মেইন লাইন এবং অবশিষ্টগুলি শাখা লাইনে চলাচল করিত।

## নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :  
কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস  
২২নং ক্যানিং স্ট্রীট।

কলিকাতার অন্যান্য শাখা :—

কলেজ স্ট্রীট, শ্রামবাজার ও বালীগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন :—১০ লক্ষ টাকার উপর  
ডিপোজিট ১ কোটি ,, ,,

ভারতের সর্বত্র উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রের বিল  
আদায়ের ব্যবস্থা এবং ডাকযোগে বা টেলিগ্রাম  
বরাবরে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

নিরাপত্তা ও কার্যতৎপরতার জন্য—

## দি ইষ্টার্ন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস:—ঢাকা

স্থাপিত—১৯২৮

শাখা সমূহ :—

ভোলা, কলিকাতা,  
চট্টগ্রাম, চরমুগুরিয়া,  
ঢাকা ও মারারগঞ্জ

কলিকাতা শাখা :—

১৪, ক্লাইভ স্ট্রীট

ফোন : কলি : ৪৪০১

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম ভট্টাচার্য

## চাউল কমসমূহের প্রতিনিধি সম্মেলন

গত সপ্তাহে বেঙ্গল ক্রাশনাল চেম্বার অব কমার্স আফিসে চাউলকমসমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার জেলা-সমূহ হইতে দুই শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। সরকারী চাউল ক্রয়নীতি এবং চীফ এজেন্ট নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

## সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত বৈঠক

গত বৃহস্পতিবার ৮নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেসে, বেঙ্গল রিলিফ কমিটির আফিসে সেবা কার্যের ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক সম্মিলিত বৈঠক হয়। আলোচনার ফলে সাধারণ ভাবে ইহাই স্থির হয় যে এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি অঞ্চলকে সবদিক হইতে পুনর্গঠিত করিয়া তোলা হইবে। দুর্গতদিগকে খানভানা, হতা-কাটা, তাঁতবোনা, কাগজ, তৈয়ার করা, পুষ্করিণীর পক্ষ নিষ্কাশন, পাট তৈয়ার করা, বাঁধ নির্মাণ করা প্রভৃতি কার্যে নিয়োগ করা হইবে। উদ্যোক্তারা মনে করেন কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা এইভাবে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে পারিলে দেশবাসী ও গভর্ণমেন্টের সম্মুখে একটি আদর্শ স্থাপন করা হইবে এবং এই আদর্শে গভর্ণমেন্ট বাঙ্গলাকে পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে পারিবেন। এইরূপ সংগঠনের কার্যে গভর্ণমেন্টের ১০০ কোটি টাকা বা ভর্তুকাধিক ব্যয় পড়িবে। শ্রীযুক্ত সত্যীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত পরিকল্পনাটি রচনা করিয়াছেন। বৈঠকে তিনিই উহা ব্যাখ্যা করেন।

## ডাঃ নলিনাক্ষ সাম্রাণের মূলতুবী প্রস্তাব

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইলে সরকারী আমন ক্রয়-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ডাঃ নলিনাক্ষ সাম্রাণ একটি মূলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করেন। ডাঃ সাম্রাণের প্রস্তাবের মর্ম এই যে, কলিকাতার কয়েকটি বড় ব্যবসায়ীকে শতাংশের “চীফ এজেন্ট” নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলা সরকারের আমন ক্রয়-নীতি ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গত ডিসেম্বর মাস হইতে ধান চাউলের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাই-তেছে, তাহার ফলে বাঙ্গলার নানা স্থানে দুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়াছে ও লোকের মনে আতঙ্কের স্রষ্টি হইয়াছে। প্রস্তাব উত্থাপন করিতে উঠিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ সাম্রাণ বলেন যে, ইতিপূর্বে যাহা ক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে যখন পরিষদের বিভিন্ন দলের মত চাওয়া হইয়াছিল তখন সকলেই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্যে চাউল ক্রয় করাই সরকারের উচিত, কিন্তু গভর্ণমেন্ট তাহাতে কর্পণাত্ত করেন নাই। ফলে সরকারী পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন স্থানে ধান চাউলের দাম বৃদ্ধি পাইতেছে। মূলতুবী প্রস্তাবটি আলোচনায় পর্যাবসিত হয়।

## বিক্রয় করের হার বৃদ্ধির প্রতিবাদে

## ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ

গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী ১৯৪৪ সালের বিক্রয়কর সংশোধন বিল আনয়ন করেন। এই বিলে বিক্রয়করের হার টাকার এক পয়সার স্থলে দুই পয়সা ধার্য করিয়া রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। ডাঃ নলিনাক্ষ সাম্রাণ একটি সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বলেন যে, বিলটি জনমত সংগ্রহার্থে প্রচার করা হউক। শ্রীযুক্ত শশাক্ষেপথর সাম্রাণ, মিঃ সাহেদ আলী, মিঃ আবদুল রেজ্জাক, মিঃ বোকাইনগরী, মিঃ আনন্দী লাল পোদ্দার, মিঃ ডি এন সেন, মিঃ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ডাঃ সাম্রাণের সংশোধন প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ মুখার্জি বলেন যে, জন-সাধারণের উপর আরও করভার চাপাইবার কাজে নীতিগত প্রসঙ্গটিই বড়। দেশের এই দুর্দিনে জনসাধারণ অতিরিক্ত কর দিতে সম্পূর্ণ অপারগ। অর্থসচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে পড়িয়া প্রাদেশিক সরকার বাজেটের ঘাটতি মিটাইবার উদ্দেশ্যে এই কর স্থাপন করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রাদেশিক সরকারের উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঋণ করা। এই নূতন

কর বসাইয়া যে অর্থ আসিবে তাহা হইতে বাঙ্গলার ঘাটতি বাজেটের কতটুকু পূর্ণ হইবে? ডাঃ মুখার্জির মতে পরিষদের সকল সদস্যের একযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই দাবী জানান উচিত যে, বাঙ্গলা দেশের উপর দিয়া যে দৃষ্টিক চলিয়া গিয়াছে এবং যাহার জের এখনও চলিতেছে, সেই অবস্থায় বাংলার জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত করভার চাপাইবার প্রস্তাব বাঙ্গলাদেশে কিছুতেই সমর্থন করিবে না। নূতন করভার চাপাইয়া দেশবাসীর দুঃখের মাত্রাকে দুঃসহ করিয়া না তুলিবার জন্য তিনি সদয়গণকে অনুরোধ করেন।

## অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক

- (1) **A History of Indian Currency**—By M. V. Bhatwadeker. Popular Book Depot, Bombay. Price Rs. 3-12-0
- (2) **Trade of India**—By S. A. Palekar. Podar College of Commerce and Economics, Bombay. Price Rs. 6-8-0
- (3) **British Economic Interests in the Far East**—By E. M. Gull. Royal Institute of International Affairs. Published by Oxford University Press. Price 16s.
- (4) **Pillars of Security**—By Sir William H. Beveridge. George Allen & Union Ltd. London. Price 6s.
- (5) **Calcutta Improvement Act, 1911** (Modified up to 15th March, 1940). Published by Calcutta Improvement Trust, 5, Clive Street, Calcutta.

গ্রাম—“যথের ধন”

ফোন—ক্যাল ৩৭৩৪

## হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা

শাখা সমূহ—

|            |                |                    |
|------------|----------------|--------------------|
| কলিকাতা    | মেদিনীপুর      | হবিগঞ্জ (আসাম)     |
| বড়বাজার   | শালবনি         | খুলনা              |
| মাণিকতলা   | বালিচক         | মীরকাঙ্গি          |
| শিয়ালদহ   | বাঁকুড়া       | কুষ্টিয়া (মদীয়া) |
| বালীগঞ্জ   | বিষ্ণুপুর      | বাগেরহাট           |
| শ্যামবাজার | গড়বেতা        | পাটনা              |
| ধর্মতলা    | ভৈরবপুর (আসাম) | রাঁচি              |

## আমানতী টাকার উপর সুদের হার

|                          |     |     |            |
|--------------------------|-----|-----|------------|
| চলতি হিসাব               | ... | ... | ১% বার্ষিক |
| সেস্টিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট | ... | ... | ৩% "       |
| ফিক্সড ডিপোজিট এক বৎসর   | ... | ... | ৪% "       |
| দুই বৎসর                 | ... | ... | ৫% "       |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাল সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে।

## প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| ৮ বৎসর প্রতি মাসে ১% হিসাবে জমা দিলে           |  |
| ১০ বৎসর পরে ১৪০% টাকা পাইবেন।                  |  |
| ৮ বৎসর বাবৎ প্রতি মাসে ৫% টাকা হিসাবে জমা দিলে |  |
| ১০ বৎসর পরে ৭০০% টাকা পাইবেন।                  |  |

আমকরহীন শতকরা ৫% ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্ণমেন্ট বিল, জি. পি. নোটস্ এবং বাঙ্কার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### গ্রাশনাল নিউট্রিমেন্টস লিঃ

গ্রাশনাল নিউট্রিমেন্টস লিমিটেডের গত ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিন মাস কাল সময়ের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব সম্প্রতি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এরূপ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট দাখিলের আসল কারণ এই যে, ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে উক্ত কোম্পানীর পরিচালনায় হাত বদল হয় এবং প্রধান কারখানাটি দমদম হইতে বেনারস-এ স্থানান্তরিত হয়। এই হস্তান্তর ও স্থানান্তর করণের কাজে অনিবার্য কারণেই ১৯৪২ সালের নবেম্বরের পূর্বে কারখানার কাজ স্থল করা সম্ভব হয় নাই। ইহার অন্তর্ভুক্ত, বলা বাহুল্য, ১৯৪২ সালের উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। সুতরাং ১৯৪৩ সালের প্রথম তিন মাসের অর্ধাংশে যে সময় পুনরায় পুরানো কারখানা চালান সম্ভব হইয়াছিল সেই সময়কার রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে। এই স্বল্পকালের রিপোর্ট দৃষ্টে গ্রাশনাল নিউট্রিমেন্টসের কর্মবর্তমান শক্তি ও সুপরিচালনার পরিচয় পাইয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। আগামী ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে, ঐ সময় কোম্পানীর সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইলে উৎপাদনের ও লাভের আরও বৃদ্ধিত পরিমাণ দেখা যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আলোচ্য তিন মাস কাল লাভ হইতে হইতমধ্যে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ উহার সাধারণ অংশীদারদিগকে প্রতি শেয়ারে ১ টাকা বা বার্ষিক শতকরা ২০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং লভ্যাংশের এই হার পরেও বজায় রাখিবার আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে আলোচ্য ত্রৈমাসিক রিপোর্টে নিউট্রিমেন্টস লিমিটেডের মোট দায় দেখান হইয়াছে ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৩৭ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—ইয়ারত সম্পত্তিতে ২৮ হাজার টাকা; যন্ত্রপাতি ২১ হাজার টাকা; আসবাব পত্রাদি ১ হাজার ৪৬০ টাকা; গবেষণাগারের সাঙ্গসরঞ্জাম ১ হাজার ৬০৪ টাকা; মোটর ভ্যান ১ হাজার টাকা; শেয়ার বিক্রয়ে কমিশন ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা; সংগঠনে ব্যয় ১৪ হাজার টাকা; বিজ্ঞাপনে ব্যয় ৩১ হাজার টাকা; হাতে মজুত মাল ৪৮ হাজার টাকা; নগদ হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩২ হাজার টাকা।

### স্বস্তিকা ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্

আমরা ৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতায় স্বস্তিকা ইলেকট্রিক ওয়ার্কসের নিকট হইতে নববর্ষের সুপুত্র দেওয়ালপত্রী উপহার পাইয়াছি।

### নুতন যৌথ কোম্পানী বাকলা

সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া কোল ফিল্ডস্ লিঃ—সেক্রেটারী মিঃ এল কে মুখার্জী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। কয়লা ও কয়লার খনির কাজকারবার।

কমলা কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি সি দাশগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিসের ঠিকানা এখনও প্রদত্ত হয় নাই। অহুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। তুলা, পশম, রেশম ও পাটের সুতার কল।

বীণাপাণি প্রোপার্টিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোবর্দ্ধন দাস বিনানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৩ ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। সর্বপ্রকার এজেন্সি ব্যবসা ও অন্তর্কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণের কাজ।

বোস উড্‌স ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর বি বক্সী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। প্লাইউড ও প্যাক করার কাগজ প্রস্তুতের কারখানা।

রত্নবতী কোলিমারিজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দেবজী শিবজী। রেজিষ্টার্ড অফিস ৬ ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। খনি ও খনিজ সম্পদ ক্রয় বা ইজারা লওয়ার কাজকারবার।

বলরামপুর ডাল মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হরিশচন্দ্র সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮ মল্লিক স্ট্রীট, কলিকাতা। অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ধান, চাউল, আটা, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের বীজ আমদানী, রপ্তানী, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদির ব্যবসা।

### বোম্বাই

নিউ ওয়েস্টার্ন মোটর ট্রান্সপোর্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম জে প্যাটেল রেজিষ্টার্ড অফিস—৩২-৩৩ শঙ্কর শেঠ রোড, পুণা। অহুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—মোটর বাস সার্ভিস।

ডাঃ এ ওয়েস্টার্ন (ইন্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর—জ্যাকুইনস কুঞ্জগী। রেজিষ্টার্ড অফিস—মেনকা বিল্ডিং, মারজুবান রোড, বোম্বাই। অহুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। কেমিষ্ট।

মেসার্স চার্লস লিটার এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ চার্লস লিটার। রেজিষ্টার্ড অফিস—নবসরী চেম্বারস্ হর্বি রোড, কোট, বোম্বাই। অহুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। পশমের ব্যবসা।

দি ইন্ডিয়া সেভিংস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে আর ক্রিমশ। রেজিষ্টার্ড অফিস—ব্যাঙ্ক অব বরোদা বিল্ডিং, এ্যাপোলো স্ট্রীট, বোম্বাই। অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। সুতার ব্যবসা।

দি গ্রেট ইন্ডিয়ান কন্সট্রাকশন কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর এল অধিকারী। রেজিষ্টার্ড অফিস—“সারদা সদন”, বাজার গেট স্ট্রীট, বোম্বাই। অহুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা ইঞ্জানীয়ারিং।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

পীরামিড টী কোং লিঃ—গত ৩ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় ইন্টারিম ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা (সর্বসম্মত শতকরা ১৫ টাকা)। সীতারাম স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ—গত ১৬ই আগষ্ট পর্যন্ত এক বৎসরের অন্তর্ভুক্ত কাইনাল ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ২৩/১০ আনা (সর্বসাকুল্যে শতকরা ৪০ টাকা)। আহমেদপুর-কাটোয়া রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের অন্তর্ভুক্ত বার্ষিক শতকরা (আয়কর রহিত) ২/১০ আনা। বর্তমান কাটোয়া রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের অন্তর্ভুক্ত আয়কর মুক্ত বার্ষিক শতকরা ৩/১০ আনা। বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের অন্তর্ভুক্ত আয়কর বিমুক্ত বার্ষিক শতকরা ৩/১০ আনা। বারারী কোক কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অন্তর্ভুক্ত বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা। মাইশোর স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ছয় মাসের অন্তর্ভুক্ত ইন্টারিম ডিভিডেন্ড (শতকরা ৮ টাকা বোনাস সহ) বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা।



**ইউনাইটেড  
কমার্শিয়াল  
ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

২, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

চোরামান—  
মিঃ জি, ডি, বিড়লা  
ডাক্তার চোরামান—  
মিঃ এম, এ, ইশ্বাহানী  
আদায়ীকৃত মূলধন  
**১ কোটি টাকা**

শাখাসমূহ—  
বোম্বাই, করাচী, হায়দ্রাবাদ  
(সিছু) আমেদাবাদ, দিল্লী  
ম্যামেন্দার—মিঃ ভি, আর, সোমালকর

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা পূর্ব সপ্তাহের মতই ছিল। একটানা স্বচ্ছলতার বিষয় বলা ছাড়া আর বিশেষ কোন কথা জানানোর নাই। তুলার দামের ক্ষত এবার টাকার চাহিদার পরিমাণ মন্দ ছিল না। কিন্তু ঐ টুং চাহিদার প্রচুর স্বচ্ছলতার বাজারে ইতরবিশেষ ঘটাইতে পারে না।

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার বিনিময় বাজারে একটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বাজারে এবার কিয়ৎপরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজকাববার হইতে দেখা গিয়াছে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২৬/০ পাই ও তদুর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ২২৬/ আনা দরের শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ১১/৪ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী অস্ত্রান্ত্রে কলিকাতার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ক্ষত টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অস্ত্রান্ত্রে সর্বাবলী যথাপূর্ব।

গত ২৮শে জানুয়ারী বোম্বাই সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের ক্ষত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ২২৬/৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫০ লক্ষ টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ১১/৮ আনা ধার্য করা হইয়াছে।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ক্ষত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২৬/০ আনা ও তদুর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ২২৬/০ পাই দরের শতকরা প্রায় ২২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ১১/০ আনা নির্ধারিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৫৪ কোটি ০০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৫২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২৮ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অস্ত্রান্ত্রে ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৯ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অস্ত্রান্ত্রে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৬ হাজার

টাকা ও ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ লক্ষ ৯ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| টেলিঃ হস্তি (প্রতি টাকার) | ১ শিঃ ৫৪ ১/২ পে |
| ঐ দর্শনী                  | ১ শিঃ ৫৪ ১/২ পে |
| ডি এ ৩ মাস                | ১ শিঃ ৬৫ ১/২ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)    | ৩৩২ ১/২         |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় কাজকাববারের পরিমাণ কিছু কম হইলেও মোটামুটিভাবে কলিকাতার শেয়ার বাজারে স্থিরভাব বজায় ছিল। অনেকে মনে করিতেছেন যে, পরিষদে বাজেট বরাদ্দ পেশ করার পর শেয়ার বাজারে আবার চড়তির ভাব দেখা দিবে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে পাটকলের শেয়ার বিভাগই খুব তেজী ছিল। বড় বড় নামকরা পাটকলগুলির শেয়ারের দর ২০ টাকা হইতে ৩০ টাকা এবং ছোট ছোট কলগুলির শেয়ারের দর ছই তিন টাকা করিয়া বৃদ্ধি পায়। সপ্তাহের শেষের দিকে কয়লা খনির শেয়ার বাজারও বেশ তেজী গিয়াছে। আলোচ্য

**নোয়াখালী**  
**ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক**  
—লিঃ—

স্থাপিত : ১৯২৯

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত

হেড অফিস :

১০নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

সুদের হার

বার্ষিক শতকরা

|               |     |    |
|---------------|-----|----|
| কারেন্ট       | ... | ৪০ |
| সেভিংস        | ... | ২৫ |
| স্থায়ী আমানত | ... | ২৫ |
| ৬ মাসে        | ... | ২৫ |
| ১ বৎসরে       | ... | ৩৫ |

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, সি, পাল।

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান  
**ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা**

নিম্নিতোক্ত

স্থাপিত—১৯০৫

—হেড অফিস—

৩নং ম্যাক্সো লেন, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

মীলকামারী, ঢাকা, মেদিনীপুর,  
নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মুন্সের),  
শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বালিচক,  
বালেশ্বর, আনন্দপুর, বোলপুর,  
ভূমলুক, কর্ণেলগোলা, ডোমার,  
কোলাঘাট, বেরিলী, মালদহ,  
চাকুলিয়া ও কলকাতা।



সপ্তাহে নতুন করিয়া দর বৃদ্ধি না হইলেও চা-বাগানের শেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ সামান্য কিছু বৃদ্ধি পায়। দরও বেশ তেজী ছিল। ৩১০ হুদের কোম্পানীর কাগজ ৯২/০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহের ঋণপত্রের বেশ চাহিদা দেখা যায় এবং বেশ চড়া দামে সামান্য কিছু ক্রয়বিক্রয়ও হইয়াছে। মেসারী ঋণপত্রের মধ্যে ৩৭ হুদের (১৯৪৬) ১০২১/০ আনা, ৩৭ হুদের (১৯৪১-৪৪) ১০০১/০ আনা, ৩৭ হুদের (১৯৬০-৬৫) ৯৮৫০/০ আনা, ৫৭ হুদের (১৯৪৫-৪৬) ১০৫১/০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারের ঋণপত্রের মধ্যে ৩৭ হুদের পাঞ্জাব (১৯৫২) ১১০৭, ৫৭ হুদের ইউ, পি, ১০১৫০ আনা, ৪৭ হুদের পাঞ্জাব ১৯৪৮-১০৫৫০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজারে স্থিরভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৯৩৫ (কন্ট্রিবিউটারী ৪২৫, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-১৩৪৭, ভারত ব্যাঙ্ক (অডি) ১২১৭, হিন্দুব্যাঙ্ক-৬৪০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ২৮ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে উল্লেখ করিবার মত কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। কিন্তু বোম্বাইয়ের কয়েকটি কাপড়ের কল ভাল মত লভ্যাংশ প্রদান করায় এবং কাপড়ের কলসমূহে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় সপ্তাহের শেষের দিকে কাপড়ের কলের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাসন্তী কটন ১৩১০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫১/০ বেনারস ১৪১০ হইতে ১৫৭ কানপুর টেক্সটাইল প্রায় এক টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৬/০ বেঙ্গল নাপপুর ৩২১০ ডানবার, ৩২০৭ এলগিন ৮৫১০ কেশোরাম-২১১০ মহা-লক্ষী-৪৬০ নিউভিক্টোরিয়া-১০১০ প্রভাতী টেক্সটাইল-১১১০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম কয়েকদিন কয়লার খনির শেয়ার বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ কিছুটা কম হইয়াছে, শেয়ারের দরও সাধারণ-ভাবে কিছু হ্রাস পাইতে দেখা যায়। কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে দর আবার বৃদ্ধি পায়। ভালগোড়া-১৭০/০, গ্র্যামালগেমেটেড ৪৬১০, বেঙ্গল ৬০৬, বরাকর ৩২১০, সেন্ট্রাল কুরকেণ্ড ২৪১০, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৩৪১০, থেমো-মেইন ২২৫০, ইকুইটেবল ৫২১০, নিউ বীরভূম ৩২১০, নর্থ দামুদা ১০১০, পেক ভ্যালী ৪৬১০, রাণীপঞ্জ ৪২১০, সাউথ করণপুরা ১০৫০, ওয়েস্ট জামুয়া ৪৫১০, কুমার্কি ১৬১০, শামলা ৫১০, সাতপুত্রিয়া এণ্ড আগান-সোল ৪১০, আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজার খুব তেজী গিয়াছে এবং ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ ও অনেক বেশী হইয়াছে। নামকরা বড় বড় কল-গুলির শেয়ারের দর বিশ বিশ টাকা এবং ছোট ছোট কলের শেয়ার দর শেয়ার প্রতি দুই তিন টাকা বৃদ্ধি পায়। কয়লা সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি এবং পাটকলসমূহ এখন হইতে পূর্ণ দমে কাজ চালাইয়া গত কয়েক মাসের ঘাটতি পূর্ণ করিয়া লইবে এবং কলে বর্তমান বৎসরে লভ্যাংশের হার খুব বৃদ্ধি পাইবে এই অমুখানের উপর নির্ভর করিয়াই ক্রেতার পাটকলের শেয়ার কিনিবার দিকে খুব বুকিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আগড়-পাড়া ২৮১০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১১০, অক-ল্যাণ্ড ৪০, টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৪১৫, গ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪২২, বালী ৩৬৫, হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭২, টাপদানী ২২২, হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৬, চিত্তলসা ২৬৫ হইতে ২৮১, ক্লাইভ ৩২৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪৫, হাওড়া ৭০, হকুম-চাঁদ ৩৪১ হইতে ৩৬১, নদীয়া ১১২ হইতে ১২৬, মেঘনা ৮৭ হইতে ৯৫, ইণ্ডিয়া ৫৭৭ হইতে ৫৯০, কামারহাটী ২০ বৃদ্ধি পাইয়া ৬২৭, কাঁকিনাড়া ২০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখ করিবার মত কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। ইঞ্জিয়ান

আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৮১/০ এবং ২৮১/০ আনার কাছাকাছি ওঠানামা করিয়াছে। ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১৯১০ ভারতীয়া ইলেকট্রিক ১২, মার্শালস ৫১০, ষ্ট্যানাল আয়রণ ১৪১/০ সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১০১ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ অতি সামান্য। কেবল এণ্ড কোং ৩০১০, কানপুর ৪৩১০, রামনগর কেইন এণ্ড সূগার ১৫১/০, নিউ সারন ২৪১/০, ইউ, পি, সূগার ৩৫১০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বাজার তেজী ছিল এবং কতকগুলি কোম্পানীর শেয়ারের দর বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ্বনাথ ৪৩৫০, বেতজান ৪২০, হাসিমারা ৭৬১০, হাতিকীড়া ৩২১০, তেজপুর ১৯১০, লুবা ১৬১০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

### কাগজের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের শেয়ার বাজার মন্দা গিয়াছে। মহীশূর ৩১১০, টিটাগড় ২৯১০, ওরিয়েন্ট পেপার ৩৬ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### বিবিধ

বন্দী কর্পোরেশন ৪/০, বি, আই, কর্পোরেশন ৭০/০, ডানলপ রবার ৬১, মেদিনীপুর অমিদারী ১৪৮১০, আসাম স ৬১ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

এ-সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

### কোম্পানীর কাগজ

৩ হুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪২-৪২) ১লা ফেব্রুয়ারী-১০১। ৩ হুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৭শে জামুয়ারী-১০২১/০। ৩ হুদের কোম্পানীর কাগজ ২৭শে জা:—৮২/০; ২রা ফে:—৮৮৫/০। ৩ হুদের ঋণপত্র (১৯৪১-৪৪) ২৭শে জা:—১০০০/০; ২২শে—১০০০/০; ৩১শে—১০০০/০; ১লা ফে:—১০০১/০; ২রা—

## নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

### চিওকর্ষক আর্থিক পরিচয়

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন       | ৫০,০০,০০০   | টাকা      |
| বিক্রীত "            | ২৫,০০,০০০   | টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত "          | ২০,০০,০০০   | " "       |
| গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি | ১,৩২,০০,০০০ | " "       |
| আমানত                | ৪,০০,০০,০০০ | " "       |
| কার্যকরী মূলধন       | ৪,৫০,০০,০০০ | " "       |

(১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত—অডিটসাপেক্ষ)

কে এন দালাল,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস:—

৩৩৪ হেম্মার ষ্ট্রিট,  
কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা ৬১১

সংগ্রাম ও শান্তি সকল

অবস্থাতেই আপ-  
নাদের সেবা  
করিতে  
প্রস্তুত।

শাখাসমূহ:—

ঢাকা, কালিম্পাঙ,  
শিলিগুড়ি, শান্তি-  
পুর, রাজসাহী,  
বালী, বগুড়া, কুম-  
নগর, তারকেশ্বর,  
রাণাঘাট, সূত্রাগড়,  
ভদ্রক, শ্যামবাজার,  
বড়বাজার, হাওড়া  
ও বেঙ্গুড়া।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—মিঃ এস কে চক্রবর্তী

১০০/০। ৩৯ সুদের ঋণপত্র (১৯৫০-৫৫) ২৭শে  
জাঃ—২২৫০; ২৮শে—২২৫০/০; ৩১শে—২২৫০;  
১লা ফেঃ—২২৫০/০; ২রা—২২৫০/০। ৩৯ সুদের  
ঋণপত্র (১৯৫০-৫৫) ২৮শে জাঃ—২২৫০/০; ৩১শে  
জাঃ—২২৫০/০; ১লা ফেঃ—২২৫০/০; ২রা—  
২২৫০/০। ৩৯ সুদের পাঞ্জাব (১৯৫২) ২৯শে  
জাঃ—১০০০/০। ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ  
২৭শে জাঃ—২২৫০; ২৮শে—২২৫০/০; ৩১শে—  
২২৫০/০ ২২; ১লা ফেঃ—২২৫০/০ ২২; ২রা—  
২২৫০/০ ২২/০। ৪৯ সুদের পাঞ্জাব (১৯৪৮)  
২৯শে জাঃ—১০০০/০। ৪৯ সুদের ঋণপত্র  
(১৯৫০-৭০) ৩১শে জাঃ—১১২৫/০। ৫৯ সুদের  
ইউ পি (১৯৪৪) ২৮শে জাঃ—১০১৫০; ১লা  
ফেঃ—১০১৫০/০। ৫৯ সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫)  
২৮শে জাঃ—১০৫০/০; ২রা ফেঃ—১০৫০/০।

## ব্যাঙ্ক

ভারত ২৮শে জাঃ—১২১। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক  
১লা জাঃ—১২০। ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ী-  
কৃত) ৩১শে জাঃ—১২০৫; ঐ (কটি) ২রা ফেঃ—  
৪২৫। রিজার্ভ ২৭শে জাঃ—১০৪; ২৮শে—  
১০৪ ১০৪০ ১০৪। হিন্দ ২৭শে জাঃ—৫৭; ১লা  
ফেঃ—৫৬।

## কলার খনি

এ্যামালগামেটেড ২৭শে জাঃ—৪৬; ২৮শে  
—৪৬০/০ ৪৬৫০; ৩১শে—৪৬০ ৪৬৫০/০; ২রা  
ফেঃ—৪৬। বরবনী ২৭শে জাঃ—৩৬/০ ৩৬; ২৮শে—  
৩৬/০ ৩৬/০; ৩১শে—৩৬/০ ৩৬/০। বেঙ্গল  
নাগপুর ২৭শে জাঃ—৪০০/০; ২৮শে—৪৭; ২রা  
ফেঃ—৪৭০/০। বোকারো এণ্ড রামগড়

১লা ফেঃ—৩৫০; ২রা—৩৫ ৩০০। বড়  
মোমো ২৮শে জাঃ—২৫০/০ ১০/০; ২৯শে—১০/০;  
১লা ফেঃ—১০০/০ ১০; ২রা—১০০/০ ১০।  
বরাকর ২৭শে জাঃ—৩২; ২৮শে—৩২৫০;  
২৯শে—৩২৫০; ৩১শে—৩২৫০/০; ১লা ফেঃ—  
৩২; ২রা—৩২৫০/০। মোমো মেইন ২৭শে  
জাঃ—২২; ২৮শে—২২০/০; ২৯শে—২২;  
৩১শে—২২৫০/০; ১লা ফেঃ—২২৫০/০; ২রা—  
২২৫০/০। কালাপাহাড়ী ২৭শে জাঃ—৩০০/০  
৩০/০; ২৮শে—৩০/০। কাজল বরিয় ২রা  
ফেঃ—৫৮। নিউ বীরভূম ২৭শে জাঃ—৩১০;  
২৮শে—৩১০; ২৯শে—৩২০; ১লা ফেঃ—  
৩১৫০/০; ২রা—৩১/০। নিউ মানভূম ২৭শে  
জাঃ—৫৬; ২৮শে—৫৭০; ২৯শে—৫৬০।  
রাণীগঞ্জ ২৮শে জাঃ—৪০০; ২৯শে—৪১৫০/০;  
৩১শে—৪১৫০/০; ১লা ফেঃ—৪০০; ২রা—  
৪১৫০। সাতপুকুরী এণ্ড আসানসোল ২৭শে  
জাঃ—৪০/০; ২৮শে—৪০/০; ২রা ফেঃ—৪১০/০।  
সাউথ করণপুর ২৭শে জাঃ—১০৫০/০; ২৮শে—  
১০৫০; ২৯শে—১১; ৩১শে—১০৫০/০; ২রা  
ফেঃ—১১০/০। তালচের ২৮শে জাঃ—৬০০/০;  
২৯শে—৬০০; ২রা—৩২।

## কাপড়ের কল

বাসন্তী ২৭শে জাঃ—১০০; ২৯শে—১৫৫০/০;  
৩১শে—১৪০০/০ ১৫০/০; ১লা ফেঃ—১৫০/০;  
২রা—১৫/০; বেনারেস ২৭শে জাঃ—১৪০/০;  
১লা ফেঃ—১৪০/০; ২রা—১৪০। বেঙ্গল  
নাগপুর ২৭শে জাঃ—৩৮০/০; ২৮শে—৩২;  
২রা ফেঃ—৩২০। কানপুর টেক্সটাইল ২৭শে

জাঃ—১৪; ২৮শে—১৪০/০; ২৯শে—১৪০/০;  
১লা ফেঃ—১৪০; ২রা—১৪০/০। চাকেশ্বরী  
২৭শে জাঃ—৩০৫০/০; ২৮শে—৩০৫০। এলগিন  
২৭শে জাঃ—৮২০; ২৮শে—৮৩০; ৩১শে—  
৮৪; ১লা ফেঃ—৮২৫০; ২রা—৮৩৫০। কেশরাম  
২৭শে জাঃ—১৮০/০; ২৮শে—১৮০; ২৯শে—  
১৮০; ৩১শে—১৮০/০; ১লা ফেঃ—১৮০/০;  
২রা—১৮০/০ ১২০। মহালক্ষ্মী ২৭শে জাঃ—  
৪৬০/০। প্রভাতী টেক্সটাইল ৩১শে জাঃ—  
১১০/০ ১১০।

## ইঞ্জিনিয়ারিং

বার্গ এণ্ড কোং ২৭শে জাঃ—৪১০; ২৮শে—  
৪১৪; ১লা ফেঃ—৪১০। ইঞ্জিনিয়ার্স  
এণ্ড শীল ২৭শে জাঃ—৩৮০/০; ২৮শে—৩৮০;  
২৯শে—৩৮০/০; ৩১শে—৩৮০/০; ১লা ফেঃ—  
৩৮০; ২রা—৩৮০/০। কুমারধরী ২৭শে জাঃ—  
২৫০/০; ২৮শে—২৫০/০; ২৯শে—২৫০/০; ১লা  
ফেঃ—২৫০; ২রা—২৫০। ক্রাশনাল আয়রন এণ্ড  
শীল ২৭শে জাঃ—১৪০/০; ২৮শে—১৪০/০;  
২৯শে—১৪০/০; ৩১শে—১৪০/০; ১লা ফেঃ—  
১৪০; ২রা—১৪০/০। শীল কর্পোরেশন ২৭শে  
জাঃ—২৮০/০; ২৮শে—২৮০; ২৯শে—২৮০/০;  
৩১শে—২৮০; ১লা ফেঃ—২৮০/০; ২রা—  
২৮০ ২৮০/০।

## পাটকল

বিরলা ২৭শে জাঃ—৪৬৫০; ১লা ফেঃ—  
৪৭০; ২রা—৪৭৫০। বজ্রবজ ২৮শে জাঃ—  
৪৬২; ২রা ফেঃ—৪৬৪। এম্পায়ার ২৮শে  
জাঃ—৪০০/০; ২৯শে—৪০৫০; ১লা ফেঃ—

## দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক”

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

|                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| অমুমোদিত মূলধন           | ... | ৩,৫০,০০,০০০ টাকা |
| বিক্রীত মূলধন            | ... | ৩,৩৬,২৬,৪০০ টাকা |
| আদায়ীকৃত মূলধন          | ... | ১,৬৮,১৩,২০০ টাকা |
| রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল | ... | ১,৪৮,৩২,০০০ টাকা |

১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ... ৭২,২৭,৬৮,০০০ টাকা

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোম্বে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ. সি. ক্যাপ্টেন জে. পি.

—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ পি মোদি, কে. বি. ই. চেয়ারম্যান

মিঃ হরিদাস মাধব দাস,

মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম,

মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস,

মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ,

মিঃ দিনশা ডি. রোমার,

সার আরদেশীর দালাল, কে. টি,

মিঃ বিঠলদাস কাজি,

মিঃ হরমুখি ফ্রেমজি, কমিশারিয়েট

মিঃ মুরমহম্মদ এম. চিনম,

লণ্ডন এজেন্টস—মেসার্স বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ এবং

মেসার্স মিডল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

সম্ভাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখা—মেন অফিস—১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রিট, বড়বাজার  
শাখা—৭১নং ক্রস ষ্ট্রিট, নিউ মার্কেট শাখা—১০নং লিগুসে ষ্ট্রিট, শ্রাম-  
বাজার শাখা—১৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, ভবানীপুর শাখা—৮এ, রসা  
রোড। বাজলার শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাশিম, জলপাই-  
গুড়ী, কালিম্পাং, দিনাজপুর ও বর্ধমান। বিহারের শাখা—জামশেদপুর,  
মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, খাগা-  
রিয়া, বকসোল, কাটিহার, নোগাছিয়া, ফরবেসগঞ্জ, কিশগঞ্জ, সাহেব-  
গঞ্জ, ভাগলপুর, পাটনা ও সাসারাম (আরা)। উড়িষ্যা শাখা—সম্বলপুর।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল  
ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কিছুই সামান্য নম্র

বিন্দু বিন্দু বারি দ্বারাই বিশাল বারিধির সৃষ্টি

সামান্য সামান্য নিয়মিত সঞ্চয়ই

বৃহৎ ভাণ্ডারের সৃষ্টি করে।

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টে সুদ দেওয়া হয়

প্রত্যেকবার উর্দ্ধপক্ষে ৫০০ টাকা করিয়া

সপ্তাহে দুইবার টাকা তুলিতে দেওয়া হয়।

আমাদের সহযোগিতায় আপনার সঞ্চয়

স্পাহা বর্ধিত করুন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচদত্ত

2

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

স্থাপিত—১৯৩৫ ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাডো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বার ষ্ট্রিট (কলিকাতা)

বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (উই পি)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম বি ঘোষ দস্তিদার।

৪১০; ২রা—৪১০। কোর্ট স্টোর ২৭শে জা:—  
৭২৮। গৌরীপুর ২৮শে জা:—৮০৮; ১লা  
ফে:—৮৫০। হুগলী ১লা ফে:—২৪০। হুম-  
টান ২৭শে জা:—৩৪০; ২২শে—৩৬০; ৩১শে—  
৩৬০; ২রা ফে:—৩৬০। কানারহাটী ২৭শে  
জা:—৫২১; ২৮শে—৬০৪; ২৯শে—৬০৭; ৩০শে—  
৬১৪; ১লা ফে:—৬১৮; ২রা—  
৬১৭। কাকিনাড়া ২৮শে জা:—৫০২; ২৯শে—  
৫১১; ৩০শে—৫০৬; ২রা ফে:—৫১৪।  
নৈহাটী ২৮শে জা:—৩০০; ৩০শে—৩১৫;  
১লা ফে:—৩১৫। নদীয়া ২৭শে জা:—১১২;  
২৮শে—১২০; ২৯শে—১২২; ৩০শে—১২৬;  
১লা ফে:—১২৮; ২রা—১২৭। ঝিলায়েল  
২৮শে জা:—৬৪০; ৩০শে—৬৫০; ১লা ফে:—  
৬৫০।

### রেলপথ

আরা-সাসারাম ২৮শে জা:—৮০০। বারাসত-  
বিরহাট রেলওয়ে ১লা ফে:—৮০০। দাঙ্গিলিং-  
হিমালয়ান ৩১শে জা:—১১৭০। হোলিয়ারপুর  
২৭শে জা:—১০২।

### খনি

বিসরা স্টোন লাইম ২৮শে জা:—১৪৭;  
১লা ফে:—১৪৭; ২রা—১৪৮। বার্মা  
কর্পোরেশন ২৭শে জা:—৪০; ২৯শে—৪০;  
৩০শে—৪০; ২রা ফে:—৪০। ইন্ডিয়ান কপার  
২৭শে জা:—০/০; ২৮শে—০/০; ২৯শে—০/০;  
৩০শে—০/০; ১লা ফে:—০/০; ২রা—০/০।  
রোডেসিয়া কপার ২৮শে জা:—২১০; ২৯শে—  
২১০; ২রা ফে:—২১০।

### ইলেকট্রিক

অকলপুর ২৭শে জা:—১৭০। মিরজাপুর  
৩১শে জা:—৬০০; ২রা ফে:—৬০০। মোজাফর-  
পুর ২৮শে জা:—১০০; ২রা ফে:—১০০।  
পাটনা ২৯শে জা:—১৭০। আপার গ্যাম্বেল  
ইলেকট্রিক ২রা ফে:—১৪০।

## ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

### বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

### বীমা কর্তন

### এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহক-  
দের মধ্যে বিতরণ হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী  
অকর্মণ্যতার জন্য সুযোগ সুবিধা  
পাওয়া যায়
- বৎসামাত্র প্রিমিয়াম দিলে চুখটনা-  
জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ও  
কোডি টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত স্থানসমূহে যোগাযোগ করুন

### দক্ষিণাঞ্চল এণ্ড সন্ম

চীফ এজেন্টস্।

৮নং ব্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

### কাগজের কল

ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প ২৭শে জা:—২০০;  
২৮শে—২০০; ১লা ফে:—২০৮; ২রা—  
২০৮। মহীশূর ২৭শে জা:—৩১০; ১লা  
ফে:—৩১০; ২রা—৩১০। ওরিয়েন্ট ২৭শে  
জা:—৩৬০; ২৮শে—৩৬০; ৩০শে—৩৬০;  
২রা ফে:—৩৬০। শ্রীগোপাল ২৭শে জা:—  
২৫০; ২৮শে—২৫০; ৩০শে—২৫০।  
টিটাগড় ২৭শে জা:—৩০০; ২৮শে—৩০০;  
২৯শে—৩০০; ৩০শে—৩০০; ১লা ফে:—  
৩০০; ২রা—২৫০।

### চিনির কল

কেক এণ্ড কোং ২৭শে জা:—৩০০; ২৮শে—  
৩০০; ২৯শে—৩০০; ৩০শে—৩০০; ১লা  
ফে:—৩০০; ২রা—৩০০। চম্পারণ ২৭শে  
জা:—৪১০; ২৯শে—৪১০; ৩০শে—৪১০।  
প্রভাবপুর ২৭শে জা:—২৭০; ২৭০। রায়নগর  
ফেইন ২৭শে জা:—১৫০; ২৮শে—১৫০;  
২৯শে—১৫০; ৩০শে—১৫০; ১লা ফে:—১৫০;  
২রা—১৫০। সমষ্টিপুর ২৭শে জা:—২২০; ২৮শে—  
২২০; ২৯শে—২২০; ৩০শে—২২০; ১লা  
ফে:—২২০; ২রা—২২০। ইউ পি ২৭শে জা:—  
৩৪০; ২৮শে—৩৪০; ২৯শে—৩৪০; ৩০শে—  
৩৪০; ১লা ফে:—৩৪০; ২রা—৩৪০।

### চা-বাগান

ভাত খাওয়া ২৮শে জা:—৭০। বড়পুখুরী  
২৭শে জা:—২৭০; ২৮শে—২৭০; ২৯শে—  
২৮০; ১লা ফে:—২৮০। ইন্ডেলবাড়ী ২৯শে  
জা:—২৭০; ১লা ফে:—২৭০; ২রা—২৭০।  
হাঁসকোয়া ২৭শে জা:—১৭০; ২৮শে—১৭০।  
হুগলী ২৭শে জা:—৭৭০; ২৮শে—৭৮০।  
হাতীদীরা ২৭শে জা:—৩২০; ২৮শে—৩২০;  
২৯শে—৩২০; ১লা ফে:—৩২০। উল্লাবাড়ী  
২৮শে জা:—৩৮০; ২৯শে—৩৮০; ৩০শে—  
৩৮০; ১লা ফে:—৩৮০। রাজ-  
ভাত ২৭শে জা:—৫৭০; ৩০শে—৫৭০; ৫৭০।  
তেজপুর ২৭শে জা:—১৮০; ২৮শে—১৮০;  
২৯শে—১৮০; ৩০শে—১৮০; ১লা ফে:—  
১৮০। তেজপুর (গ্রোফ) ২৭শে জা:—১২০;  
৩০শে—১২০; ২রা ফে:—১২০। সেনোই  
রিভার ২৮শে জা:—২৪০; ২৯শে—২৪০।  
জয়বীরপাড়া ২৭শে জা:—৪২০; ২৮শে—৪২০;  
২৯শে—৪২০; ৩০শে—৪২০।

### বিবিধ

আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ২৭শে জা:—১৬০;  
২৮শে—১৬০; ২৯শে—১৬০; ১লা ফে:—  
১৬০; ২রা—১৬০। বি আই কর্পোরেশন  
২৭শে জা:—৬৬০; ২৮শে—৬৬০; ২৯শে—  
৬৬০; ৩০শে—৬৬০; ১লা ফে:—৬৬০; ২রা—  
৬৬০। ডালমিয়া সিমেন্ট ২৭শে জা:—১২০; ১লা  
ফে:—১২০। ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ২৮শে জা:—  
২৭০; ১লা ফে:—২৭০। ডালমিয়া রবার ২রা

ফে:—৬০০। গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল ২৭শে ফে:—  
২২৫। ইন্ডিয়ান কেমিস্ট্রী ২৮শে জা:—২২৫।  
এন্ডার্সন কর্পোরেশন ২৭শে জা:—২১০;  
২রা ফে:—২১০। ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং ২৮শে  
জা:—২৪০। ব্রিটিশ বার্মা পেট্রল ২৮শে জা:—  
৩০০। ক্যালকাটা সেক ডিপোজিট ৩০শে  
জা:—১০০; ১লা ফে:—১০০; ২রা—১০০।  
ইউনাইটেড ফ্রাওয়ার ২৮শে জা:—৩৭০;  
৩০শে—৩৭০; ১লা ফে:—৩৭০। ওয়ালকোর্ড  
ট্রান্সপোর্ট ২৭শে জা:—৩৫০; ২৮শে—৩৫০।

### পাটের বাজার

কলিকাতা, ৬ই ফেব্রুয়ারী  
আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার কাঁচা পাটের  
বাজারে অত্যন্ত নিম্নমুখতার ভাব পরিলক্ষিত  
হইয়াছে। এবার যে কাজকারবার হইয়াছে  
তাহার পরিমাণ যৎসামান্য। নয়া দিল্লীর আলো-  
চনা বৈঠকে গৃহীত আগামী মরশুমের পাট চাষের  
অমির পরিমাণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এখনও জন-  
সাধারণের অবগতির অস্ত্র প্রকাশ করা হয় নাই।  
এই সরকারী সিদ্ধান্ত না হইবার জন্যই বাজারে  
একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যাইতেছে।  
আগামী বৎসরে কি পরিমাণ অমিতে পাট চাষের

## ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ কোমঃ কলি ৬৮-৬৯

হেড অফিস—৭, ওয়েলসলী স্ট্রিট, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”

আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর

(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত

সাবিত্রী কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অঙ্গসম্মানে জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্রীমবাজার (কলিকাতা),

মাদারগঞ্জ এবং ঢাকা

পে-অফিস : মিরকাছিম

প্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## শিলং ব্যাঙ্কঃ —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : “Shilbank”

কোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

অনুমতি দেওয়া হইবে তাহা পাকাপাকি জানিবার পূর্বে মিলমালিকগণ আবশ্যিক কাজকরবারে লিপ্ত হইতে চাহিতেছেন না। এবার সপ্তাহের প্রথম ভাগে এই সব কারণে পাটের দরে অবনতি ঘটিয়াছিল। বাহা হউক সপ্তাহের শেষভাগে মূল্যাবনতি প্রতিরুদ্ধ হইয়া বাজারে একটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু পাটের দরে এখনও চড়তির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাজার সরকার পাটের সর্বনিম্ন মূল্য আরও কিছু বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ব্যবসায়ী মহলেও একরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, বাজার সরকারের মনোভাব বা কার্যনীতি বাহাই হউক না কেন, আগামী বৎসরে পাট চাষের জমির পরিমাণ ১৯৪৩ সালের অপেক্ষা কমই হইবে। এই কারণেই বোধ হয় পাটের মজুতকারীরা মাল হাত ছাড়া করার ক্ষমতা দেখাইতেছেন না। বাহা হউক, দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেই সরকারী ঘোষণা প্রকাশের পরে ও বাজারের হালচাল আরও পরিষ্কার হইয়া আসিলে বর্তমানের নিষ্ক্রিয়তার ভাব কাটিয়া যাইবে।

এবার আলগা পাটের বাজারেও নিরুৎসাহের ভাব দেখা গিয়াছে, মিলওয়ালারা পাট ক্রয়ের দিকে কোনপ্রকার ঝোঁক দেখান নাই। বর্তমানে যতটুকু পরিমাণ নেহাৎই না কিনিলে কাজ চলে না তাহার বেশী পরিমাণ পাট তাহার ক্রয় করিতে নারাজ বলিয়া মনে হয়। এবার ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম প্রত্যাগ বথাক্রমে ১৫ টাকা ও ১২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে কাজকরবারের পরিমাণ আদৌ সম্ভাব্যজনক হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহের খলে ও চটের বাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। ১নং পোর্টার ও ১১নং পোর্টারের দর ছিল যথাক্রমে ২২৮০ আনা ও ২৮০ আনা।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইএর তুলার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল এবং তুলার দরে একটা ক্রমাবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছিল কিন্তু সপ্তাহের মধ্যভাগে বাজার চাঙ্গা হইয়া উঠে। করাচী হইতে তুলা সম্পর্কে অল্পকৃৎসংবাদই ইহার জন্ত দায়ী। রূপার বাজারের চড়তির ভাবও অল্পতম কারণ মনে হয় নাই। অবশ্য বাজার তেজী হইয়া উঠিলেও কাজকরবারের পরিমাণ আশাহরুপ হয় নাই। গত ৩রা তারিখের তুলার বাজারের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, বরিশা মার্চ ৪৭৪০ আনা, যে ৪৭৩০ আনা ও জুলাই ৪৭১৫০ আনার রিকিফিনি হইয়াছে। পূর্বসপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৪৬২ টাকা, ৪৬৭০ আনা ও ৪৭১৫০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। ছাপ-না-দেওয়া কাপড় আটক করার ফলে নগদ কাজকরবারে কাপড়ের কিছুটা অভাব দেখা দিয়াছে বলিয়াই বাজার এবার তেজী হইয়াছে। ব্যবসায়ী মহলে চাকল্য দেখা যাইতেছে। ছাপ-না-বারা বস্ত্র বিক্রীত না হওয়া পর্যন্ত তাহার নতুন আগাম কাজকরবারে অগ্রসর হইতে তরসা পাইতেছেন না। বলা বাহুল্য, ঐ আটক-করা বস্ত্র তাহাদের বেশ কিছু টাকা আটক পড়িয়াছে। এক কথায় বাজারে একটা বিশ্রী অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহার কারণ দূরীভূত না হইলে স্বাভাবিক কাজকরবারের অবস্থা ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর সোণার বাজারে নিষ্ক্রিয়তার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং কাজকরবার সর্বাঙ্গ গভীর মধোই ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭১ টাকা দরে বাজারে সোণা ছাড়িয়াছে এবং ইহা বাজারের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর চেয়ে কম দরে সোণা বাজারে ছাড়িবে না এই ধারণার বশবর্তী হওয়ায় বাজারে কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। বোম্বাই বাজারে এবার রেডী সোণার দর ছিল ৭১/০ আনা। কলিকাতার সোণার বাজারের দর ছিল ৭১/০ আনা এবং প্রতিখণ্ড পিণির দাম ছিল ৪২০/০ আনা।

### রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই রূপার বাজার তেজী ছিল। সপ্তাহের শেষের দুই দিনে বাজারে আরও উন্নতির ভাব দেখা যায়। তবে বাজারে রূপা বিক্রয় ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিষ্ক্রিয়তার দরুণ কিছু নৈরাস্তের ভাব দেখা দিয়াছিল। রেডী রূপার অভাবহেতু এবং অভিরিক্ত বিক্রীর জন্ত বাজার চড়া ছিল। এই সপ্তাহে রেডী রূপার সর্বোচ্চ দর ছিল ১২৩০ আনা এবং আগাম কাজকরবারের ব্যাপারে ১২০৫/০ আনা ছিল। কলিকাতার রূপার বাজারেও বোম্বাই বাজারের মত চড়তির ভাব ছিল। কলিকাতার বাজারে রূপার সর্বোচ্চ দর ছিল ১২২০ আনা।

বাক্সালীর অর্থে, বাক্সালীর স্বার্থে, বাক্সালীর প্রতিভা ও পরিশ্রমে

## টাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

হেড অফিস :—৪নং সিমসন রোড, ঢাকা

মিলস্ :—১নং ধামগড়, ২নং গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ।

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| অনুমোদিত মূলধন  | ... | ৬০ লক্ষ টাকা |
| আদায়ীকৃত মূলধন | ... | ৪৬ লক্ষ টাকা |
| টাকার সংখ্যা    | ... | ৫৩০০০        |
| ভাঁজের সংখ্যা   | —   | ১২৯৬         |

|                                    |     |                       |
|------------------------------------|-----|-----------------------|
| ১৯২৭ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত মোট বিক্রয় | ... | ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা * |
| " " " " প্রদত্ত মজুরী              | ... | ১ " ৪ " "             |
| " " " " মোট লাভ                    | ... | ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা * |
| " " " " প্রদত্ত লভ্যাংশ            | ... | ৩১ লক্ষ ৩ হাজার " *   |
| " " " " বাড়তিবাদ ভাণ্ডার          | ... | ৩১ লক্ষ ৭২ " " *      |
| " " " " সংরক্ষণ ভাণ্ডার            | ... | ৭ লক্ষ ৮৮ " " *       |

(\* সংখ্যাগুলি মোটামুটি )

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীসূর্যকুমার বসু

টাকেশ্বরী কটন মিল ৮০০০ বাক্সালী কর্মী পরিবারের অন্ন সংস্থান করিয়াছে।

( ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা—  
২০৭ পৃষ্ঠার পর )

সুযোগ সম্ভাবনা উপেক্ষা করিয়া দেশের লোক বর্তমানে মুখ্যতঃ যেভাবে কৃষিকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে কৃষির উন্নতির দিক দিয়া বা দেশের কল্যাণের দিক দিয়া বিচার করিলে তাহা মোটেই সমর্থনযোগ্য বলা যায় না। কাজেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির কথা আলোচনা করিতে গিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উত্তোক্তারা তজ্জন্ত কৃষির উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমাইবার এবং শিল্পের উপর বর্তমানের তুলনায় অধিকতর জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। উহাদের মতে ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় আয়ের জন্য ভবিষ্যতে শতকরা ৪০ ভাগ পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভরশীল থাকিবে। মোট আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ ও ২০ ভাগ যথাক্রমে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য (চাকুরী সহ) হইতে পাওয়ার সুযোগ দেখিতে হইবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উত্তোক্তারা ১৫ বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় ৬ হাজার কোটি টাকার উপর বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা তাহার বরাদ্দরও পরিমাণ নিম্নরূপ দাঁড়ায় :—

|                                | ১৯৩১-৩২                        | ১৫ বৎসরে        | শতকরা |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|
| সালের জাতীয় আয় (কোটি টাকা)   | আয় বৃদ্ধির বরাদ্দ (কোটি টাকা) | হারে মোট বৃদ্ধি |       |
| কৃষি                           | ১,১৬৬                          | ২,৬৭০           | ১৩০   |
| শিল্প                          | ৩৭৪                            | ২,২৪০           | ৫০০   |
| চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি | ৪৮৪                            | ১,৪৫০           | ২০০   |

ইহার অর্থ শিল্প হইতে যেখানে ১৯৩১-৩২ সালে ভারতের জাতীয় আয় মাত্র ৩৭৪ কোটি টাকা ছিল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ১৫ বৎসর মধ্যে শতকরা ৫০০ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া তাহা ২ হাজার ২৪০ কোটি টাকায় পরিণত করিতে হইবে। ভারতের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে কৃষির উপর যেরূপ বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে ভবিষ্যতে তাহা তত নির্ভরশীল রাখা পরিকল্পনার উত্তোক্তাদের ইচ্ছা নহে। কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইয়া বর্তমানের তুলনায় বেশী লোককে শিল্প ব্যবসায়ের দিকে নিয়া যাওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু নানা দিক দিয়া উন্নতিমূলক বিধিবিধান অবলম্বন করিয়া দেশে কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্পর্কে কোন অবহেলা করা চলিবে না। সকল দিক দিয়া সুব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কৃষি হইতে বাৎসরিক জাতীয় আয় শতকরা ১৩০ ভাগ বাড়াইয়া

তাহা ২ হাজার ৬৭০ কোটি টাকায় পরিণত করিতে হইবে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উত্তোক্তারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়াছেন আমাদের নিকট তাহা খুব সুচিন্তিত বলিয়াই মনে হইতেছে। ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ব্যাপকভাবে শিল্প প্রসারে আত্মনিয়োগ করিয়া অল্পকালমধ্যে তাহাদের জাতীয় ঐর্ষ্য বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু শিল্পোপযোগী কাঁচা মালের প্রচুর যোগান সম্বন্ধে নানারূপ উপেক্ষা ও অবহেলার ভিতর এদেশে প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যর্থতা হইতেছে না। ফলে আমাদের দেশে লোকের জীবনযাত্রার উন্নতিও নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইসব অবস্থা বিবেচনা করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উত্তোক্তারা আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যাপক শিল্পোন্নতিতে জোর দিয়াছেন, ইহা আমরা খুব সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করি। কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইয়া ভবিষ্যতে শিল্প ব্যবসায়ের বেশী লোক নিয়োগ করার প্রস্তাবও সেকারণে আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়াই মনে হইয়াছে। হুঃখের বিষয় ভারতের অনেক খেতাজ হিতৈষী ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। বর্তমান পরিকল্পনা আলোচনা করিতে গিয়া কৃষির উন্নতির দিক দিয়া উহার নির্দেশসমূহ যথোপযুক্ত হয় নাই বলিয়া তাঁহারা অভিযোগ তুলিয়াছেন। ভারতবর্ষ মূলতঃ একটি কৃষি-প্রধান দেশ। এদেশের আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইলে তাঁহাদের মতে কৃষিকে বরাবরের জন্য একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়া উহার উৎকর্ষ বিধানের সকলকে বেশী পরিমাণ যত্নপর হইতে হইবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে খেতাজ বণিকদের এইসব অভিমত তাঁহাদের হুঃখভিক্ষামূলক প্রচারকার্য ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতবর্ষ শিল্পোন্নতির উপর বিশেষ জোর না দিয়া বরাবরই কৃষির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া থাকিবে, আর বিদেশী বণিকেরা এদেশ হইতে কাঁচামাল নিয়া উহা হইতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করতঃ এদেশের হাটে তাহা বেশী দরে তাহা বিক্রয় করিবে। এমনই একটা লাভের ব্যবসা কায়ম করিবার ফন্সীতেই তাঁহারা ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ কেবল কৃষি উন্নতি সম্পর্কে মনোযোগী হওয়ার উপদেশ দিতেছেন। উহাদের এই স্বার্থপর প্রচারকার্য সম্পর্কে ভারতের লোকদের পক্ষে এখন হইতে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া উচিত। ভারতের জনসংখ্যার ভিতর শতকরা ৬৭ জনই বর্তমানে সাক্ষাৎভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাব উত্তোক্তারা এই নির্ভরতা কতকটা হ্রাস করিতে চান বটে, কিন্তু কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁহারা নানা দিক দিয়া সুসঙ্গত নির্দেশ প্রদানে কোন ক্রটি করেন নাই। নানাদিক দিয়া উন্নতিমূলক বিধি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বর্তমানের তুলনায় অনেক কম লোক দ্বারা ভারতের ব্যবহারোপযোগী সমস্ত কৃষিপণ্য উৎপাদন করা যাইবে

বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা। এই ধারণা যে সর্বথা সমীচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আগামী সপ্তাহে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রস্তাব ও নির্দেশ সম্পর্কে আমরা অত্যাশ্চর্য আলোচনা করিব।

( অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ—২০৬ পৃষ্ঠার পর )

কিন্তু ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখেরই মস্তোস্ত্র রয়টারের সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, নিখিল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পোল'মেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সাধারণতন্ত্রসমূহ এখন হইতে নিজেদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুসারে পৃথকভাবে অত্যাশ্চর্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে। শুধু তাহাই নহে, ঐ সব সাধারণতন্ত্রের স্বতন্ত্র সৈন্যদলও থাকিবে। এক কথায়, প্রত্যেকটি সাধারণতন্ত্র এখন হইতে সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পুরাপুরি স্বায়ত্তশাসনশীল হইল। জার্মানীর জায় অমন চূর্ণকর্ষ শত্রুর সঙ্গে প্রাণান্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালীন অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও সোভিয়েট রাশিয়া যে সংসাহস ও সৎদৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারিল, তত্থানি না হউক তাহার সিকি পরিমাণ স্বাধিকার দিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অসুবিধা কোথায়? আসলে অনিচ্ছা, অক্ষমতা নয়।

যাহা হউক, পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিভিন্ন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের এরূপ পূর্ণ ক্ষমতা প্রদানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সরকারী মহল তৃপ্তীস্থাব অবলম্বন করিয়া রহিলেও বে-সরকারী মহল হইতে যুদ্ধ গুঞ্জন শুনা যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে, সোভিয়েট গঠনতন্ত্রের এরূপ হুঃসাহসিক সংস্কারের ফলে ১৬টি ইউনিয়ন রিপাব্লিকের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; ফলে, যুদ্ধের পরে যে শান্তি সংস্থাপন হইবে তাহাতে সোভিয়েট প্রতিনিধিদের আশপাশে আরও ১৬ জন প্রতিনিধি দেখা যাইতে পারে। অর্থাৎ শান্তি বৈঠকে সোভিয়েটের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই এত সংশয়। দেখা যাউক, গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকমহলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে।

**বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত**  
**স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়**  
**“নিওটোন”**  
 অব্যর্থ ফলপ্রসূ মহোষধ  
 ৮ আউন্স—১৮০, ১২ আউন্স—২৪০  
 ম্যালেরিয়া, পালাজ্জর, প্লীহায়  
**‘বেপটোন’**  
 কার্যকরী আদর্শ টনিক  
 ৪ আউন্স—২৪০, ৮ আউন্স—৩৬০  
 প্রত্যেক জিলায় ষ্টকিষ্ট আবশ্যিক  
 পরিবেশক—এস, ডেভী এণ্ড কোং  
 ৪৪সি, আমহার্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।





জনসেবায়—



ফোন কলি: ৩০১১  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

জাতীয়তায়—



ফোন কলি: ৩০১১  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৪৮

৩৯শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                                 | পৃষ্ঠা | বিষয়                  | পৃষ্ঠা |
|---------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                       | ৯২৭-২৯ | আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর | ৯৩৪-৪৪ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                      | ৯৩০    | কোম্পানী প্রসঙ্গ       | ৯৪৫    |
| ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা (৩) | ৯৩১    | বাজারের হালচাল         | ৯৪৬-৫৪ |
| ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন          | ৯৩৩    |                        |        |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### ট্যাক্স বৃদ্ধির মরশুম

দেশে নতুন করিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির মরশুম শুরু হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের রাজ্জেট-বরাদ্দ উপস্থিত করিবার পূর্বেই ভোটারের ক্ষেত্রে ট্যাক্স বৃদ্ধির নতুন প্রস্তাব-সমূহ পাশ করিয়া নিতেছেন। বিক্রয় করের বিল ইতিমধ্যেই পাশ হইয়া গিয়াছে। কৃষিজাত আয়কর সম্পর্কিত বিলটি পরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের ১৯৪৪-৪৫ বাজেট-বরাদ্দ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ না করা পর্যন্ত ট্যাক্স বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁহাদের মনের কথা কিছুই ব্যক্ত করিবেন না। কিন্তু দেশে যুদ্ধ প্রচেষ্টার যে রাজস্বীয় যজ্ঞ শুরু হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে ঘাটতির বহর ক্রমশঃ যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে এবারও যে তাঁহারা নানা দিক দিয়া ট্যাক্স বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবেন তাহা নিশ্চিত। দিল্লী হইতে যে সব খবর আসিতেছে তাহাতে রেলের ভাড়া বৃদ্ধিই এবার ভারত সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে। বর্তমান যুদ্ধ শুরুর হওয়ার পর ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে সাধারণভাবে সরকারী রেলপথ সমূহের মাশুল শতকরা ৬৬

ভাগ হারে বাড়ান হয়। তারপর ই আই ও এন ডাব্লিউ রেলওয়ের ভাড়া কম বলিয়া এই দুইটি রেলওয়ের যাত্রী-ভাড়া আর এক দফা বৃদ্ধি করা হয়। ইহাতে সরকারী রেলওয়ের আয় ইতিমধ্যেই কাঁপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আয় বাড়িলেও মাশুল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কমিতেছে না। এক সময় ছিল যখন গবর্ণমেন্ট রেল ভ্রমণে জনসাধারণকে উৎসাহ দিবার জন্য কমভাড়া ও কনসেন টিকিটের সুবিধা দিতেন। কোন দিন কোন তীর্থ স্থানে গিয়া পূজা অর্চনা করিলে পার-লৌকিক মঙ্গলের কারণ হইবে পঞ্জিকা ঘাটিয়া রেল কর্তৃপক্ষ সে খবর নিতেন এবং তদনুযায়ী স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়া সাধারণকে তীর্থ ভ্রমণে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম চলাচলের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় এক্ষণে সেভাবে যাত্রীর সংখ্যা বাড়াইবার গরজ ফুরাইয়াছে। রেল-গাড়ীতে সাধারণ লোকের ভিড় কমাইয়া কি ভাবে সৈন্য, সাহেবশুবা ও সরকারী অফিসরদের জন্য বেশী স্থান সংরক্ষণ করা যায় এক্ষণে তাহা নিয়াই তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কাজেই রেলের ভাড়া নতুন করিয়া শতকরা ২৫ ভাগ হারে বাড়াইবার

কথা উঠিয়াছে। রেলের মাশুল বৃদ্ধি করিয়া এই ভাবে যাত্রীর চাপ হ্রাস করিবার চেষ্টা প্রকারান্তরে ধনীদিগের অনুকুলে গরীবের উপর অবিবেচনা ছাড়া আর কিছুই নহে। বিশেষ দরকারেও ভবিষ্যতে রেল যাতায়াতের আশা তাহাদিগকে ছাড়িতে হইবে। কিন্তু সে কথা ভাবিয়া যে ভারত গবর্ণমেন্ট এখনও ঐ বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন সে আশা আমরা মোটেই কিছু দেখিতেছি না। কেবল রেলের মাশুল নহে অল্প আরও কয়েকটি দিক দিয়াও কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। 'ক্যাপিটেল' পত্রের নতুন দিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, অর্থ সচিব আগামী বাজেট পেশ করিবার কালে আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফা কর বাড়াইবার দিকে মনোযোগ দিবেন বলিয়া জনরব উঠিয়াছে। তামাক, চিনি ও টেলিফোনের উপর কর বাড়িবার এবং সিমেন্টের উপর ট্যাক্স বসিবার সম্ভাবনাও আছে। এসমস্তই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা নিভাস্ত অন্তত লক্ষণ বলা চলে। ক্রমাগত ট্যাক্স বাড়িবার ফলে ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর ইতিমধ্যেই গুরুভার নিপতিত হইয়াছে। নতুন করিয়া কর বাড়িলে লোকের দুঃখ দুর্দশা

অনেক ক্ষেত্রেই অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিও নিদারুণ ভাবে ব্যাহত হইবে। কিন্তু বর্তমান গবর্ণমেন্টের নিকট সেবিষয়ে কোন সুবিবেচনা পাওয়ার আশা কোথায়?

### পাট ও বাঙ্গলা সরকার

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি তাঁহাদের কার্যনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। গত ১৯৪০ সালে এই প্রদেশে ৫৪ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট ১৯৪৪ সালে সে তুলনায় আট আনা অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ জমিতে পাট বুনিবার নির্দেশ দিয়াছেন। উপরোক্ত হারে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে বাঙ্গলা সরকার এবার পাটের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর বাধিয়া দেওয়ারও সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের জন্য তাঁহারা মণ প্রতি সর্বোচ্চে ১৭ টাকা ও নিম্নে ১৫ টাকা দর নির্ধারণ করিয়া দিবেন। ঐ দরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অন্যান্য শ্রেণীর পাটের দরও নিয়ন্ত্রিত হইবে। পাটের মূল্য উপরোক্ত হারে বলবৎ রাখিবার জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট প্রয়োজন মত পাট ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গলা সরকার প্রচার করিয়াছেন।

দীর্ঘকাল টালবাহনার পর বাঙ্গলার নাজিম মন্ত্রীসভা যে হারে এবার পাটের জমি নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। গত দুই বৎসর যাবৎ বাঙ্গলায় খাচ্ছাভাব সমস্তা নিত্য জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। এই সমস্তার সমাধান করিতে হইলে পাটের জমি বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া এপ্রদেশে ব্যাপকভাবে খান চাষের পথ প্রশস্ত করা দরকার। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে প্রকৃত দূরদর্শিতা বা কর্তব্য জ্ঞানের কোন পরিচয় দিতেছেন না। দেশে খাচ্ছা জব্যের বেশী রকম অভাব দেখিয়াও গত বৎসর ২৭ লক্ষ একর জমিতে পাট বুনিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে এই নিদারুণ অববেচনার জন্য দেশে দুর্ভিক্ষও মারাত্মক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এইরূপ ধারণা কেবল আমাদেরই নহে, ভারত সরকারের দক্ষিণ আফ্রিকান্ধিত ট্রেড কমিশনার ডাঃ সাক্সায়েৎ আমেদ বীনও বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে এক বেতার বক্তৃতায় সম্প্রতি এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। আশা করা গিয়াছিল ১৯৪৩ সালের মারাত্মক পরিস্থিতির

কথা স্মরণ করিয়া ১৯৪৪ সালে গবর্ণমেন্ট পাটের চাষ ১৯৪০ সালের তুলনায় অন্ততঃ দুইতৃতীয়াংশ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিবেন। কিন্তু পাট কলওয়ালাদের ও ভারত গবর্ণমেন্টের স্বার্থ নির্দেশে পরিচালিত হইয়া তাঁহারা তৎপরিবর্তে এবার বাঙ্গলায় ১৯৪৪ সালের তুলনায় আট আনা পরিমাণ জমিতে পাট চাষের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাঙ্গলার পূর্ব-তম মন্ত্রীসভা গত বৎসর ঐ পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দিলেও তাঁহারা একথা খোলাখুলী ভাবেই জানাইয়াছিলেন যে, কৃষকেরা ইচ্ছা করিলে ঐ তুলনায় কম পরিমাণ জমিতে পাট বুনিতে পারিবে এবং দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া তাহা করাই সম্ভব। এই নির্দেশের ফলে ১৯৪৩ সালে কার্যতঃ ২১ লক্ষ একরের বেশী জমিতে পাটের চাষ হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীসভা এবার কেবল আট আনা জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দিয়াই ক্ষান্ত হইয়া নাই। কৃষকেরা যাহাতে পুরাপুরি ঐ পরিমাণ জমিতে পাট বুনেন তজ্জন্ত তাঁহারা পরামর্শ ও উৎসাহ দিবেন বলিয়াও সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। খাচ্ছা সমস্তার এই জটিলতার দিনে গতবারের তুলনায় এই ভাবে পাটের চাষ বৃদ্ধির আয়োজন আমরা বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে মারাত্মক অববেচনা ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি।

গবর্ণমেন্ট ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর মণ প্রতি সর্বোচ্চে ও সর্বনিম্নে যথাক্রমে ১৭ টাকা ও ১৫ টাকায় নির্ধারণ করিবার কথা বলিয়া একটা বাহাত্তরি পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু চাউল ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য জব্যের বর্তমান দর বিবেচনা করিলে পাটের এই মূল্যের হার মোটেই সন্তোষজনক বলা যায় না। পাটের দর কলিকাতায় ১৫ টাকা বাধিয়া দিলে মফঃস্বলে তাহা ৯ টাকার বেশী হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই কৃষকদিগকে পাট বুনিয়া এই দুর্দিনে শেষ পর্য্যন্ত এতদূর কম দরেই উহা বিকাইতে হইবে। মাত্র ৯ টাকা দরে পাট বিক্রয় করিয়া এই দুর্দিনে কিভাবে কৃষকদের খাই-খরচ পোষাইবে তাহা আমরা বুঝি না। তাহাছাড়া বাঙ্গলায় আট আনার মত বেশী জমিতে পাটের চাষ করিলে ঐ দরও যে শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকিবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? বাঙ্গলার মন্ত্রীরা অবশ্য ভারত সরকার উপরোক্ত নিম্নতম দরে উদ্ভূত পাট খরিদ করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই শ্রেণীর ভরসার যে বিশেষ

কোন মূল্য নাই তাহা আমরা ইতিপূর্বে ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা বাঙ্গলা সরকারকে এবার পাটের জমি আরও বেশী হ্রাস করা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

### রেশনের চাউল

কলিকাতায় রেশন ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্রটি বিচ্যুতির কথা লইয়া আমরা ইতিপূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। আমাদের আশা ছিল বিরাট আকারে একরূপ একটি জটিল ব্যবস্থা চালু করিতে গেলে প্রথম প্রথম উহাতে নানা রকমের গলদ দেখা গেলেও কর্তৃপক্ষ তৎপরতার সহিত উহার সংশোধনে মনোযোগী হইবেন। কিন্তু শুধু ব্যবস্থার দোষক্রটি নহে, গত দুই সপ্তাহ যাবৎ অধিকাংশ সরকারী ও বে-সরকারী রেশন দোকান হইতে যেকোন অঞ্চল চাউল দেওয়া হইতেছে তাহাতে সহরবাসী সত্য সত্যই আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। রেশনের চাউল সম্পর্কে লক্ষ লক্ষ ক্রেতার অভিযোগের অন্ত নাই। এ সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে অসংখ্য পত্র প্রকাশিত হইতেছে। একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন ত্রিশ সের চাউলের মধ্যে চারি সের খুঁদ, এক সের ধান, আধ সের কুঁড়া, আধ সের কাঁকর, আধ সের লেদীপোকা এবং ডেলা চাউল পাওয়া গিয়াছে।” সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের সভাতেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট বিক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। অধিকাংশ রেশন দোকান হইতে প্রাপ্ত চাউল এত জঘন্য যে, তজ্জন্ত বিক্রেতাগণকে অভিযুক্ত করা চলিতে পারে বলিয়াও সভায় মত প্রকাশ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের খাচ্ছা সচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, কলিকাতার রেশন দোকান হইতে যে নিকৃষ্ট ধরণের চাউল সরবরাহ করা হইতেছে সে সংবাদ তিনি অবগত আছেন। তবে এই সকল চাউল কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা বলিতে তিনি অক্ষম, কারণ এই সকল চাউল কলিকাতায় পৌঁছিবীর অনেক পরে উহা ধারাপ বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। এই ভাবে দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া চলে না। কলিকাতায় খাচ্ছা সরবরাহের ভার যখন কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সেই খাচ্ছা জব্য যাহাতে মানুষের আহারযোগ্য হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্বও তাঁহাদের। অন্য পক্ষে বাঙ্গলা সরকারও তাঁহাদের দায়িত্ব বাড়িয়া ফেলিতে পারেন না, বিশেষ করিয়া চাউল পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবার কর্তব্য যখন তাঁহাদের উপর হস্ত। সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও যেন মারাত্মক রকমের একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গলা দেশে রেশনিং এর মত কল্যাণকর ব্যবস্থাও লোকের হৃদোগের কারণ হইয়া উঠিতেছে।

রেশন ব্যবস্থার ফলে বিলাতের লোকের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার উন্নতি হইয়াছে কিন্তু আমরা আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি যে, রেশন দোকান হইতে আরও কিছু দিন এইরূপ চাউল সরবরাহ করা হইলে কলিকাতার ক্রমবর্ধমান মৃত্যুর হারকে আরও বৃদ্ধি করিয়া তোলা হইবে। মূল খাটটিই যদি অখাত হইল তবে খাত সরবরাহের এ-আরম্বর দেখাইয়া লোককে বিভ্রান্ত করিবার অর্থ কি?

### কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট

যুদ্ধের সময়ে আয়ের তুলনায় ব্যয় বাড়িয়া চলায় কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি দেখা যাইতেছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কর্পোরেশনের চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া চীফ একসিকিউটিভ অফিসর বলিয়াছিলেন, এবার ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা আয় ও ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, আর এইভাবে শেষ পর্যন্ত ১৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশনে চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালের সংশোধিত বরাদ্দ পেশ করিতে গিয়া অস্থায়ী প্রধান কর্মকর্তা মিঃ এস এম ইয়াকুব জানাইয়াছেন যে, এবার আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ও ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। সে কারণে শেষপর্যন্ত ঘাটতির পরিমাণও বাড়িয়া ২৩ লক্ষ টাকার মত দাঁড়াইবে। আগামী ১৯৪৪-৪৫ সাল সম্পর্কে তাঁহার বরাদ্দ এই যে, ঐ বৎসরে কর্পোরেশনের আয় হইবে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, অপর দিকে ব্যয় হইবে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। কাজেই আগামী বৎসরেও কর্পোরেশনের ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার মত ঘাটতি দাঁড়াইবে। আগামীবারের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলনায় কিছু হ্রাস পাওয়া সুখের বিষয়। কিন্তু যেভাবে এই ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উহাতে কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না। জনহিতকর কার্যে খরচপত্রের বরাদ্দ কমাইয়া আগামী বৎসরের বাজেটে কর্পোরেশনের ব্যয় কম করিয়া দেখান হইয়াছে। স্বাভাবিক আয় ছাড়া কর্পোরেশনের নগদ তহবিল খোয়াইয়া তাঁহা দ্বারাও কতক পরিমাণে ব্যয় মিটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চীফ একসিকিউটিভ অফিসরের বরাদ্দ অনুসারে আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালে ২২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা নগদ তহবিল লইয়া কর্পোরেশনের কাজ শুরু হইবে। কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সালের শেষে এই নগদ তহবিলের পরিমাণ কমিয়া ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা দাঁড়াইবে। তথাপি শেষ পর্যন্ত বাজেট ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। কর্পোরেশন বাজেটের এই গতি নিতান্তই আশঙ্কাজনক বলা চলে।

যুদ্ধের সময়ে জিনিষপত্রের দর চড়িয়া উঠায় নানা দিক দিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যয় বাড়িয়াছে। সৈন্যদের জন্য সহরে ডাল সরবরাহের পরিমাণ বর্তমানে বৃদ্ধি

করিতে হইয়াছে। কলিকাতায় লোক বাড়িবার সঙ্গে কর্পোরেশনকে তাহাদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখিতে হইতেছে। অধিকন্তু বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যও কর্পোরেশনকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে হইতেছে। যুদ্ধজনিত অবস্থায় স্বাভাবিক আয় দ্বারা খরচ পত্রের এই গুরুভার বহন করা কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাজেই চীফ একসিকিউটিভ অফিসর তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। বিক্রয় কর ও আমোদ কর হইতে প্রাপ্তব্য রাজস্বের একটা অংশ কর্পোরেশনকে ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। বোম্বাইয়ের মত এই সহরেও নানা জিনিষপত্রের উপর আমদানী কর বসাইবার আইনগত অধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন। অধিকন্তু যুদ্ধের সময় কলিকাতার রাস্তা মেরামতের আংশিক ব্যয় বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বার্ষিক ৪৮ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবার দাবী জানাইয়াছেন। কর্পোরেশনের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থায় প্রধান কর্মকর্তার এই সব দাবী সর্বথা মঞ্জুর ও সম্মোচিত। যুদ্ধের জন্য নানা ভাবে কর্পোরেশনের ব্যয়বহর বাড়িতে দেখিয়াও গবর্নমেন্ট আজ পর্যন্ত তাহাদিগকে সমুচিতভাবে সাহায্য করিতেছেন না। ইহা আমরা তাঁহাদের নিতান্ত দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি।

### মুনাফার নিয়ন্ত্রণে সরকারী

#### আন্তরিকতা কোথায়?

মজুতদার ও মুনাফা শিকারীদের কার-সাজির ফলে এতদিন দেশে পণ্যমূল্য ক্রমাগত চড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে সেই চড়তি কতকটা প্রতিকূল হইলেও উহাদের স্বার্থপরতার জন্য অনেক জিনিষের দর এখনও নামিয়া আসিতেছে না। মজুতদার ও মুনাফাকারীদের লাভের খেলা এবং পণ্যমূল্যের উপর তাহার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ভালভাবে লক্ষ্য করিয়াও যুদ্ধের প্রথম চারি বৎসর মধ্যে গবর্নমেন্ট উহার প্রতিকারের জন্য কোন সমুচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। দেশের ক্রেতাসাধারণের প্রতি অফুরন্ত দরদ জানাইয়া বহু বিলম্বে গত অক্টোবর মাসে তাঁহারা একটি Hoarding and Profiteering Prevention Ordinance জারী করিয়াছিলেন। কোন অদৃশ্য কারণে জানি না তাহাও আজ পর্যন্ত পক্ষ হইয়াই রহিয়াছে। যে অর্ডিন্যান্সের সিংহ-বিক্রম রাজনীতির ক্ষেত্রে অল্প সময় মধ্যে এক বিপুল আলোড়ন সঞ্চার করিতে পারে, জন-কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হইলে তাহাও অতি সহজে স্তিমিত হইয়া পড়ে। মুনাফা নিয়ন্ত্রণের উক্ত অর্ডিন্যান্সে বলা হইয়াছিল যে, দেশে কোন জিনিষের সর্বোচ্চ মূল্য কি হইতে পারে তাহা গবর্নমেন্ট নির্ধারণ করিয়া দিবেন, আর ব্যবসায়ীদিগকে সেই দরে তাহা বিক্রয় করিতে হইবে। না করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা দ্বিধা বোধ করিবেন না। সেই নির্দেশ অমুযায়ী গবর্নমেন্ট ধীরস্থিরভাবে কয়েকটি করিয়া জিনিষের নাম ও তাহাদের সর্বোচ্চ

মূল্য সরকারী গেজেটে ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন। অনেক দরকারী জিনিষের নাম ঐ সব তালিকায় এখনও স্থান পায় নাই। যে সব জিনিষের নাম ও মূল্য ঘোষিত হইয়াছে বাজারে নির্ধারিত দরে সেই সব জিনিষ মিলিতেছে কি না তৎসম্পর্কেও তাঁহারা কোন খবর নিতেছেন না। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফা নিরোধের নীতি কার্যে বলবৎ করার জন্য কোন সুব্যবস্থা এ পর্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। সে সমস্ত প্রধানতঃ সরকারী নথিপত্রেই লিপিবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। নির্ধারিত দরে জিনিষপত্র বিক্রয়ে গবর্নমেন্ট ব্যবসায়ীদিগকে বাধ্য করিবেন কি, উহাদের শ্রম লাভের হার কি হইবে সে বিষয়েই আজ পর্যন্ত তাঁহারা কোন স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারিতেছেন না। অর্ডিন্যান্সিতে প্রথমে বলা হইয়াছিল যে জিনিষপত্রের আমদানী ব্যয় বা উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশী দরে কেহ উহা বিক্রয় করিতে পারিবে না। কিন্তু ঐরূপ লাভের মাত্রা নিতান্ত কম বলিয়া ব্যবসায়ীরা উহার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ শুরু করায় গবর্নমেন্ট এখন আর তাঁহা কার্যতঃ প্রয়োগ করিতে সাহসী হইতেছেন না। এদেশের যে দরিদ্র জনসাধারণ চড়া দরে জিনিষপত্র কিনিয়া ফতুর হইতেছে তাহাদের দুঃখ দুর্দশা সহজেই উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু মুনাফার হার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হওয়া চলে না। কাজেই অনেক চিন্তা ভাবনা করিয়া পূর্বে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল ভাবিয়া চিন্তিয়া এক্ষণে আবার তাহাই পরিবর্তন করা হইতেছে। অর্ডিন্যান্সের ৬নং ধারায় ব্যবসায়ীদের লাভের মাত্রা যে ২০ ভাগ হারে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল তাহা অলঙ্ঘনীয় নহে বলিয়া ভারত সরকারের কন্ট্রোলার জেনারেল ইতিপূর্বেই একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে এই ধারাটি পাকাপাকি ভাবে সংশোধন করিয়া গবর্নমেন্ট এইরূপ ঘোষণা করিবেন যে, কোন ব্যবসায়ী যুদ্ধের পূর্বে কোন জিনিষ বিক্রয় করিয়া শতকরা ২০ ভাগের চেয়ে বেশী লাভ করিয়া থাকিলে কন্ট্রোলার জেনারেলের অনুমতি নিয়া বর্তমানেও তাহারা সেরূপ লাভ করিতে পারিবে। কোন কোন পণ্যের ব্যাপারে শতকরা ২০ ভাগ লাভ ব্যবসায়ীদের পক্ষে স্বল্প বলিয়া বিবেচিত হইলে গবর্নমেন্ট সেই সব পণ্যের নাম উল্লেখ করিয়া তৎসম্পর্কে অনুমোদনযোগ্য মুনাফার হার বৃদ্ধি করুন, ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু কিসব পণ্য সম্পর্কে কতদূর পরিমাণে বৃদ্ধিত মুনাফার সুযোগ দেওয়া হইবে তাহা পাকাপাকিভাবে স্থির না করিয়া ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত দাবীদাওয়াও কন্ট্রোলার জেনারেলের বিবেচনার উপর একান্তভাবে ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের মতে খুবই অনুচিত। ইহাতে হোড়িং ও প্রফিটিয়ারিং নিয়ন্ত্রণের অর্ডিন্যান্সি শেষ পর্যন্ত নিতান্ত প্রহসনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাই আমরা দেখিতেছি।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে লাল ফৌজ ছর্ব্বার বেগে আগাইয়া চলিয়াছে। গত সপ্তাহে নাৎসী আত্মরক্ষা প্রাচীরের ভাঙ্গন সম্পর্কে যে আভাস দিয়াছিলাম এবার তাহা আরও স্পষ্ট আরও ব্যাপক মনে হইতেছে। ইউক্রেনে আক্রমণ সামলাইয়া উঠিবার পূর্বেই মধ্য রণাঙ্গন বিপর্য্যস্ত হইল, মধ্য রণাঙ্গনে নাৎসীদের টিকিয়া থাকিবার প্রাণান্ত প্রয়াসের সুযোগে উত্তর রণাঙ্গনে লাল-পশ্টনের প্রচণ্ড অভিযান জার্মান বাহিনীকে ঠেলিয়া হটাইয়া দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। উত্তরে লেনিনগ্রাড-নভগরোদ অঞ্চলে নাৎসী বাহিনীর পশ্চাদপসরণের রেলপথের একমাত্র যোগাযোগের উপর দুই পার্শ্ব হইতে লাল ফৌজের যে প্রচণ্ড সাঁড়াশী আক্রমণ সাক্ষ্যের দিকে যাইতেছে তাহাতে দুই লক্ষাধিক জার্মান সৈন্য বেড়াঙ্গালে আটক পড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। নীপার বাঁকে যে দশ ডিভিশন জার্মান সৈন্য আটক পড়িয়াছে, সর্ব্বশেষ সংবাদ দৃষ্টে মনে হয় তাহাদের উদ্ধারের আর কোন আশা নাই। ওদিকে অতি-গুরুত্বপূর্ণ ষাঁটি নিকোপোল জার্মানদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে এবং পাঁচ ডিভিশন নাৎসী সৈন্য সোভিয়েট বেড়াঙ্গালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে জার্মান সামরিক সমাবেশের দুইটি প্রধান ষাঁটি লুক ও রোভনো লালফৌজ দখল করিয়া লইয়াছে।

সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, লুগার দিকে লালফৌজ ত্রিশটি নূতন জনপদ দখল করিয়া অগ্রসর হইতেছে। জার্মান উর্দ্ধতন সামরিক কর্তৃপক্ষের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইলমেন হ্রদ ও পেইপাস হ্রদের মধ্যে জার্মান ব্যূহ সঙ্কুচিত করা হইয়াছে।

ইতালীয় রণাঙ্গনের যুদ্ধ আমাদের শ্রায় সামরিক জ্ঞানে অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকের কাছে নৈরাশ্রজনক বলিয়া মনে হয়। নেতুনো অঞ্চলে মিত্রপক্ষের আকস্মিক ও সাফল্যমণ্ডিত অবতরণের পর আশা করা গিয়াছিল যে, রোম নগরীর পতনের আর বৃদ্ধি বেশী দেয়ী নাই। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর শম্বুক গতিতে সেরূপ ভরসা দেখা যাইতেছে না। বরং

নেতুনোতে সেতু-মুখ টকাইয়া রাখার দিকে মিত্রপক্ষকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। ঐ অঞ্চলে নাৎসী বাহিনী প্রচণ্ডভাবে পান্টা আক্রমণ চালাইতেছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায়, সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চলে মিত্রবাহিনী এখন সুনিশ্চিতভাবে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছে। কাসিনো এখনও পুরাপুরি মিত্রপক্ষের হাতে আসে নাই। সেখানে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলিতেছে।

মার্কিন বাহিনীর মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের অভিযান আরও সাফল্য অর্জন করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে এক শক্তিশালী মার্কিন নৌ-বহর খাস জাপানের অন্তর্ভুক্ত কুরাইল দ্বীপমালায় পারামুশিরো বন্দরে জোর গোলাবর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে জাপানের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ-নীতিই প্রকটিত হইতেছে। ওদিকে এলিউশিয়ান দ্বীপে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ লক্ষাধিক সৈন্য সমবেত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। নিউগিনির জাপ ষাঁটি মাদাং পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মিত্রপক্ষ মনে করিতেছেন।

ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গন এবার বেশ তৎপর। দিন কয়েকের মধ্যে উড়িষ্যা, ভিজাগাপটম ও সিংহলে জাপ বিমান হানা হইয়া গিয়াছে। হতাহতের সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সামান্য বলিয়া প্রকাশ। আলোচ্য সপ্তাহে আরাকান রণাঙ্গনে জাপ বাহিনী তউং বাজার দখল করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর দিবসই সংবাদ আসিয়াছে যে, তাহারা পরে উক্ত ষাঁটি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

ভারতরক্ষা বিধানের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে জনসভায়, সংবাদপত্রে ও আদালতে বিরূপ সমালোচনা বড় কম হয় নাই। কিন্তু নয়া-দিম্রী ও লণ্ডন এখনও সদস্ত ঔদাসীন্নে নির্বাক ও নির্বিকার। ভারতরক্ষা বিধানের অপপ্রয়োগ লইয়া বিভিন্ন প্রদেশের হাইকোর্ট এবং ভারতের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ ফেডারেল কোর্টকে পর্য্যস্ত নাজেহাল হইতে হইয়াছে। অর্থাৎ অশ্রান্ত তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেমন শাসন, বিচার ও আইন-প্রণয়ন এই তিন বিভাগের পারস্পরিক স্বাধীনতা ও

মর্যাদা মানিয়া ও মানাইয়া চলিবার ব্যবস্থা ও ঐতিহ্য রহিয়াছে এই ভূভাগে দেশে সেরূপ স্বতন্ত্রীকরণের মর্যাদার বালাই নাই। সর্ব্বোচ্চ আদালতের চূড়ান্ত রায়কেও এখানে শাসন-বিভাগের ছকুমের ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এই মর্মে নৈরাশ্রজনিত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতরক্ষা আইন বিচারকদিগকে পঙ্গু করিয়াছে। লাহোর হাইকোর্টেও কিছুকাল পূর্বে অমুরূপ ক্ষুদ্র অভিমতের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছে। সম্প্রতি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় ভারতের এডভোকেট জেনারেল স্ত্রীর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রও ভারতে শাসন কর্তৃপক্ষের বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। কিন্তু ভারত সরকার দুঃখিত ও লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক আতিশয্য ও অপপ্রয়োগের সমর্থনে যেন মরিয়া হইয়া উঠেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাষ্ট্র সচিব স্ত্রীর রেজিনান্দ ম্যাক্সওয়েল এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির উক্ত অভি-মতের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার আইন জ্ঞান সম্পর্কে প্রকারান্তরে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা বিধানের অপপ্রয়োগের দুইটি চমৎকার দৃষ্টান্ত মিঃ পাডিওয়ালার গ্রেপ্তার ও যুক্তপ্রদেশে পণ্ডিত বৈজ্ঞানিকের গ্রেপ্তার। ভারতরক্ষা আইনে অভিযুক্ত বা আটক বন্দীদের পক্ষ সমর্থন করিবার অপরাধে ঐ দুইজন আইনজীবী ভারতরক্ষা আইনের বেড়াঙ্গালে আটক পড়িয়াছেন। স্ত্রীর রেজিনান্দ ইহাদের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে পরিষদ কক্ষে অগ্নান-বদনে জানাইয়াছেন যে, ইহারা নাকি গোপন আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহাই যদি হয়, তবে ঐ দুই আইনজীবীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে আইনের আশ্রয় কেন লওয়া হয় নাই?

সম্প্রতি ভারতরক্ষা বিধানের প্রয়োগ সম্পর্কে সরকারী অনাচারের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস, মুসলীম (১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা

(৩) শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি

স্মার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, মিঃ জে আর ডি টাটা ও মিঃ জি ডি বিরলা প্রমুখ আট জন স্বনামখ্যাত শিল্প-ব্যবসায়ী ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জ্ঞাত সম্প্রতি যে ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা হইতে দেশবাসীর নিম্নতম জীবনযাত্রা সম্পর্কে ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের নির্দেশসমূহ ইতিপূর্বে আমরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়াছি। দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে শিল্প ও কৃষির সমুচিত উন্নতি প্রয়োজন। উপরোক্ত পরিকল্পনায় এই দুই বিষয়ে কতকগুলি সুচিন্তিত প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। শিল্প ও যানবাহন সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি নিয়া এসপ্তাহে আমরা আলোচনা করিব।

ছনিয়ার বিভিন্ন দেশ ব্যাপকভাবে শিল্প-প্রসারে আত্মনিয়োগ করিয়া অল্পকাল মধ্যে তাহাদের জাতীয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু শিল্পোপযোগী কাঁচামালের প্রচুর যোগান সত্ত্বেও নানারূপ উপেক্ষা ও অবহেলার ভিতর এদেশে প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইতেছে না। ফলে আমাদের দেশে লোকের জীবনযাত্রার উন্নতিও নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রচয়িতারা এদেশের জাতীয় উন্নতির জ্ঞাত ব্যাপকভাবে শিল্প প্রসারের উপর জোর দিয়াছেন। গত ১৯৩১-৩২ সালে শিল্প হইতে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৭৪ কোটি টাকা। উদ্যোক্তারা বলিতেছেন ১৫ বৎসর মধ্যে শিল্পের ব্যাপক উন্নতিসাধন করিয়া ঐ আয় ২ হাজার ২৪০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হইবে।

দেশের প্রয়োজনে কি কি শ্রেণীর শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে ও কোন্ শিল্পের উপর কিরূপ পরিমাণে জোর দিতে হইবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা অতঃপর তাহা আলোচনা করেন। তাঁহারা দেশের পক্ষে আবশ্যকীয় যাবতীয় শিল্পকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একটি হইতেছে basic industries বা মৌলিক-শিল্প, অপরটি হইতেছে consumption-goods industries বা ভোগ সামগ্রী তৈয়ারের শিল্প। মৌলিক শিল্পের ভিতর আপাততঃ

নিম্নলিখিত শিল্পগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে :—

বিদ্যুৎ শক্তি।

খনিজ ও ধাতব শিল্প—লৌহ ও ইস্পাত, এলুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি।

ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্প—যাবতীয় ধরণের যন্ত্রপাতি, মেসিন টুল ইত্যাদি।

রসায়ন শিল্প—রসায়ন দ্রব্য, সার, রং, প্রাথমিক, ঔষধ ইত্যাদি।

অস্ত্রশস্ত্র।

যানবাহন—রেলের ইঞ্জিন, গাড়ী, জাহাজ, মোটরযান, বিমানপোত ইত্যাদি।

সিমেন্ট।

ব্যাপকভাবে এই সব মৌলিক শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা সম্পর্কে ভারতে আজ পর্য্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বিত হয় নাই। অথচ ভারতের আর্থিক উন্নতির জ্ঞাত ইহাদের সব কয়টিই যথাসম্ভব সম্বর গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা প্রয়োজন। বিদ্যুৎশক্তি, যন্ত্রপাতি, রসায়ন শিল্প ও অস্ত্রাশ্রয় ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। কাজেই দেশের শিল্পোন্নতির কথা ভাবিতে হইলে প্রথমেই এই সব মৌলিক শিল্পের কথা ভাবিতে হয়। মৌলিক শিল্প হিসাবে বিদ্যুৎ শক্তির স্থান সর্বগ্রগণ্য। কিন্তু ভারতে ২ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সুযোগ থাকিলেও আজ পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ কিলোওয়াটের বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় নাই। যন্ত্রপাতি ও রসায়ন দ্রব্য তৈয়ারের ব্যাপারেও জগতের উন্নতিশীল দেশের 'হুলনায়' ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত খুবই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। দেশে শিল্পোন্নতির বনিয়াদ সৃষ্ট করিতে হইলে এই সব শিল্প সম্পর্কে অচিরে পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা দরকার। বিদ্যুৎশক্তি ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে যাহা বলা হইল সার শিল্প, যানবাহন শিল্প ও ধাতু শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কেও কমবেশী পরিমাণে তাহাই প্রযোজ্য। ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের উপর এদেশে কৃষি-জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির প্রশ্ন বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। রেলের ইঞ্জিন ও জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণের ভাররূপ ব্যবস্থা না হইলে দেশে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি

তথা দেশের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে আমরা বিশেষ কোন আশাই পোষণ করিতে পারি না। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা সর্বপ্রথমে উপরোক্ত মৌলিক শিল্পগুলি গড়িয়া তোলা সম্পর্কে দেশবাসীকে বিশেষভাবে যত্নপর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

কিন্তু মৌলিক শিল্পকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রধান স্থান দেওয়া হইলেও উদ্যোক্তারা ভোগসামগ্রী উৎপাদনের শিল্পকে মোটেই অবহেলার চোখে দেখেন নাই। এদেশে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের ব্যাপারে কিছু পরিমাণে লোকের মনোযোগ নিবদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু অনেক জিনিসেরই আভ্যন্তরীণ যোগান দেশবাসীর প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেজন্ম বাহির হইতে সর্বদাই আমাদিগকে বিস্তর দ্রব্যসামগ্রী আনাহঁবার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। ভারতে শিল্পোপযোগী প্রচুর কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও আমাদের উপেক্ষা ও অবহেলার ফলে বৎসর বৎসর এই ভাবে দেশ হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাহিরে চলিয়া যাওয়া খুবই শোচনীয়। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দিক দিয়া দেশকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইলে ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কেও আমাদিগকে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

দেশের লোকের জীবনযাত্রার উন্নতির জ্ঞাত যেসব শ্রেণীর ভোগসামগ্রী তৈয়ারের উপর ভবিষ্যতে জোর দিতে হইবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তাদের মতে তাহা এই :—

ভোগ সামগ্রী তৈয়ারের শিল্প

বস্ত্র শিল্প

কাঁচ শিল্প

চামড়া শিল্প

কাগজ শিল্প

তৈল শিল্প

ভোগ সামগ্রী তৈয়ারের শিল্প হিসাবে উপরে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। আসলে এদিক দিয়া দেশে শিল্প প্রসারের ক্ষেত্র ইহার চেয়ে অনেক ব্যাপক বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতির পরি-

(১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



# ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

শ্রী সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

১৯০৯ সালে রাজকীয় তদন্ত কমিটি নানারূপ বিচার বিবেচনার পর নূতন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন একটা বিশেষ স্থান প্রদানের সিদ্ধান্ত করেন। ভারতের শাসন পদ্ধতি লোকপরিষদীয় স্থানীয় ব্যবস্থার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল। গ্রামের মোড়ল, গ্রামের চৌকীদার, গ্রামের শালিসী সভা ইত্যাদিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করার পথে পুরাতন ব্যবস্থা একদিকে যেরূপ অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল, অন্যদিকে এই পুরাতন রীতিনীতিই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলনের অনুকূলে ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে যাহাই হউক, সরকার পুরাতন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অমাত্র্য করিয়া এক নূতন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করিতে সাহসী হন নাই।

প্রায় বৎসর দশেক গত হইবার পর পুরাতন গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের এক আধুনিক সংস্করণ প্রবর্তন করা হইল। ক্রমে পাশ্চাত্য দেশের নিয়মকানুন প্রচলিত হইতে শুরু করিল, যদিও পুরাতন “পঞ্চায়তি” ব্যবস্থা ভারতের অনেক প্রদেশে আইনসিদ্ধ ভাবে বর্তমান রহিল।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি নব্যভাব্য ব্যবস্থায় হইল জেলা বোর্ডের সৃষ্টি। সারা ভারতব্যাপী বড় ছোট সকল রকমের জেলা বোর্ডের সংখ্যা ১৯১৯-২০ সালে দাঁড়াইল প্রায় ৭৩২। এই সময় বাংলা দেশে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বলবৎ হওয়ায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইল। ক্রমে ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা প্রায় ২,০০০এ গিয়া পৌঁছিল। ১৯২৬-২৭ সালে দেখা গেল বাংলার জেলা বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড আর ইউনিয়ন বোর্ড মিলিয়া সর্বসমেত প্রায় ৩৭৩৫টি প্রতিষ্ঠান দাঁড়াইয়াছে।

এই তো গেল গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের কথা। এইবারে সহরের কথায় আসা যাউক। ১৯২৬ সালে মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা, এই তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরে রাজকীয় অনুমতি অনুসারে মেয়রের বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সঙ্গে অন্ডারম্যান অর্থাৎ নাগরিক প্রতিনিধির আবির্ভাব। কিন্তু বর্তমানে যে নাগরিক সভা এদেশে স্থানীয় অভাব অভিযোগ পূরণ

করিয়া আসিতেছে, সেই সভার জন্ম হইতে আরও সময়ের, আরও নানারূপ আইন-কানুনের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী শহর ভিন্ন অল্প যেসব শহর আছে তাহাদের সকলের মিউনিসিপ্যাল অধিকার পাইতে ১৮৮৩-৮৪ সালের আইন প্রণয়নের অপেক্ষায় থাকিতে হইয়াছে। আজও এই আইনের উপর শহরের নাগরিক জীবন প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করিয়া আছে। এই আইনের বিধি-ব্যবস্থায় প্রতি শহরে সবকার মনোনীত ও জনসাধারণ নির্বাচিত সদস্য লইয়া স্থানীয় সভা গঠিত হইল। সমিতির সভাপতি নির্বাচন কোথাও বা সরকার কোথাও বা সদস্যবর্গের উপর গিয়া পড়িল। ১৯২১-২২ সালে সারা ব্রিটিশ ভারতে ৭৫১টি মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমান ছিল, তাহাদের মধ্যে ৫৪৫টির ছিল ২০,০০০ হাজারের কম জনসংখ্যা আর মাত্র ৬৮টির ছিল ৫০,০০০ হাজারের বেশী জন সংখ্যা। এই সকল মিউনিসিপ্যালিটির মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশী জনসাধারণ কর্তৃক মনোনীত। ১৯২৬-২৭ সালে ব্রিটিশ ভারতে ৭৭১টি মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমান ছিল; ইহাদের মোট জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯০ লক্ষ; আর, মোট আয় ছিল প্রায় ১৭ কোটি টাকার মত।

মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতির আয়ের পথ নানারূপ। জেলাবোর্ডের সর্বাপেক্ষা মোটা আয়ের উপায় হইতেছে জমির বাৎসরিক মূল্যের উপর একরূপ কর, তাহার নাম “সেস”। মিউনিসিপ্যালিটির মোট আয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ট্যাক্স হইতে আদায় হয়। বাকী এক তৃতীয়াংশ মিউনিসিপ্যাল জায়গা-জমি হইতে প্রাদেশিক সরকারের দান ইত্যাদি হইতে আসে।

স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি অনুযায়ী সমস্ত প্রাদেশিক সরকার, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি এবং কোন কোন প্রদেশে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার বহন করিয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলাবোর্ডের এক এক জন স্বাস্থ্য-কর্তা আছেন, তাহাদের আদেশ অনুপ্রেরণায় স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তবুও যতদূর উন্নতি করা উচিত তাহা সম্ভব হয় নাই, কারণ স্বায়ত্তশাসন বিভাগের কাজে

সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থান্ধার।

জনস্বাস্থ্যের পর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলিতে হয়। স্বায়ত্তশাসন বিভাগ সাধারণতঃ যেরূপ শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা প্রাথমিক শিক্ষা। ১৯২১ সালের গণনায় প্রতি হাজারে ১২২ জন লোক লেখাপড়া করিতে সক্ষম ছিল। ১৯৩১ সালের গণনায় সারা ভারতে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ২৩,৪৮৪ হাজার জন ছিল। শিক্ষা বিস্তারের পথে বাধা অনেক। তাহাদের মধ্যে জনসাধারণের দারিদ্র্য; প্রচলিত রীতি-নীতি, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ, এক-স্থান হইতে অল্প স্থানে যাতায়াতের অসুবিধা, যথার্থ শিক্ষিত শিক্ষকের অভাব, বিনা বেতনে কাজ করিবার মত সদিচ্ছার অনটন, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এদেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় হয় জেলাবোর্ড, না হয় মিউনিসিপ্যালিটি, না হয় জনসাধারণের সমিতি কিম্বা কোন বিশেষ ব্যক্তির সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। বর্তমানে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার হাতে প্রদেশের শিক্ষাভার আসিয়া পড়ায় শিক্ষার পুরাতন পন্থাকে নূতন করিয়া গড়িয়া লওয়া হইতেছে। প্রাদেশিক সরকারের কার্য-বিবরণী হইতে এ বিষয়ে উন্নতির আভাস পাওয়া যায়। অনেক প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বলবৎ করা হইয়াছে; এই নীতির অনুসরণে প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসন বিভাগকে অবৈতনিক সাধারণ শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে। ১৮৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষার খাতে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছিল; আর ১৯২০ সালে প্রায় আট গুণ টাকা শিক্ষায় ব্যয়িত হইয়াছে। এই টাকার চার ভাগের তিন ভাগ প্রাদেশিক সরকারের তহবিল ও বাকী টাকা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন খাতে খরচ করা হইয়াছিল।

জনশিক্ষার পর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসক মণ্ডলীর আর একটি কর্তব্য আছে, তাহার নাম জনহিতকর কার্য অথবা জনসেবা। ব্যক্তিগত দান ছাড়া গরীবের প্রতিপালনের কাজ পরিবার, জাতি, সমাজ ও গ্রামের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার প্রথা এই দেশে প্রচলিত আছে। এমন কি দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে সর-

কার যে সেবাকার্য্য পরিচালনা করেন তাহাতেও গ্রাম্য অথবা স্থানীয় নানা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

তারপর, স্থানীয় শান্তিরক্ষার কাজ। প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব পুলিশ-বাহিনী বর্তমান। সেই সঙ্গে প্রাচীন গ্রাম্য চৌকীদার স্থানীয় নির্বাচনের উপর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোজে গৃহীত হয়। এই চৌকীদারের মাসিক মাহিয়ানা স্থানীয় সেস কিম্বা অনুরূপ আয় হইতে দেওয়া হয়।

গ্রামে যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতিনীতির অমুবর্ত্তী। শহরে কিন্তু স্থানীয় শাসনে নানারূপ আধুনিক উন্নতি দেখা দিয়াছে অনেক কাল হইতেই। প্রায় লক্ষাধিক লোকের বাস-স্থান যে সকল শহরে রচিত হইয়াছে সেই সব শহরের সর্বসমেত জনসংখ্যা এদেশের সমস্ত জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে চার ভাগের মত। বর্তমানে নানা কারণে শহর অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষ করিয়া যে সকল শহরে যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজ চলিয়াছে সেই সকল শহরে লোকসংখ্যা সমধিক বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার জনসংখ্যা ১৯৩১ আর ১৯৪১ সালের অন্তর্বর্ত্তী কালে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে কানপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে শতকরা একশত হইতে নব্বই ভাগ লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। লাহোর, লুধিয়ানা, জামসেদপুর প্রভৃতি শহরে জন-বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৭৮ হইতে ৫৬ জন-পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

শহরাঞ্চলে এইরূপ জন বৃদ্ধির জন্য আজ-কাল বাসস্থানের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এদেশে বাসস্থানের বিশেষ কোনরূপ পরিমাপ নাই, কেহ বা পূর্ণ কুটীরে, কেহ বা অট্টালিকায় কেহ বা গাছের উপর মাচা বাঁধিয়া, কেহ বা নৌকায় বসবাস করিয়া থাকে। সে যাহাই হউক, ১৯৩১ সালে প্রতি বাড়ীতে গড়পড়তায় পাঁচ জন করিয়া লোক বসবাস করিত। বর্তমানে শহরগুলির দিকে জনস্রোত এত প্রবলভাবে বহিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে যে প্রতি শহরেই নগর পরিক্রমার বিস্তৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িতেছে। সেই জন্য এই দেশের প্রত্যেক শহরে নগরের গঠন-মূলক কাজ পুরাদমে চলিয়াছে।

ভারতের জনস্বাস্থ্যের ইতিহাসে শহর-গুলিতে যে জনসেবার প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে তাহা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। ১৯১২ সালে এই ট্রাস্টের সৃষ্টি হয়। কলিকাতা ও বোম্বাই শহরে এই ট্রাস্ট ঘন বসতির উন্নতি সাধন করিয়াছে; শহরের কত নূতন অংশ গড়িয়া তুলিয়াছে। উহার নির্দেশে নবপরিকল্পনায় ঘর বাড়ী রচিত হইয়াছে, নূতন রাস্তাবাট নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাই ভিন্ন লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ লাহোর, কানপুর এবং পরিশেষে ১৯৩৭ সালে দিল্লীতে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট স্থাপিত হইয়াছে।

১৯৩৯-৪০ সালে বাংলা দেশে কলিকাতা ছাড়া ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমান ছিল। পরের বৎসরেও তাই। ১৯৩১ সালের লোক গণনার হিসাবে কলিকাতা ভিন্ন বাংলাদেশের অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের আয়ত্বাধীনে প্রায় সাড়ে ২৩ লক্ষ লোক বাস করিয়াছে। এই জনসংখ্যা এদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের মত। এই জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগের মত মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেয়। ১৯৩৯-৪০ সালে কলিকাতা ভিন্ন বাংলার অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে বাড়ীর ভাড়া ও ট্যাক্স ইত্যাদি হইতে প্রায় ৭৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার আয় হইয়াছে। এই আয়ের প্রায় ১৩ ভাগের এক ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে।

নানাদিক দিয়া আয়ের পথ সঙ্কুচিত হইয়া আসায় বাঙ্গলায় মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রমিত ছন্দশা দেখা যাইতেছে। পূর্বেই উহাদের অধিকাংশ বিপুল মাত্রায় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল বর্তমানে যুদ্ধের জন্য উহাদের আর্থিক ছন্দশা দিন দিন আরও খারাপ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ঐ ছন্দশার প্রতি-কারের জন্য গবর্ণমেন্ট কোন সমুচিত অর্থ-

সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন না। যুদ্ধের সময়ে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপর নানা দিক দিয়া নূতন দায়িত্বভার চাপিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে আয় বৃদ্ধির বিশেষ কোন সুযোগ দিতেছেন না। এই যুদ্ধের সময়ে প্রাদেশিক সরকার নানা নূতন ব্যবস্থায় প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মারফতে কম অর্থব্যয়ে এই সব সরকারী কাজ নির্বাহ করা যাইত। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের যে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মচারী আছে তাহাদের সাহায্যে সমস্ত সাময়িক কাজকর্ম সুসম্পন্ন হইতে পারিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় দুর্ভিক্ষ-জনিত অবস্থায় খাদ্য রেশন, খাদ্য বণ্টন ইত্যাদির কাজ চলিয়াছে। এই কাজ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগগুলির মারফতে সম্পন্ন হইলে তাহা কম খরচে সুসম্পন্ন হইত তাহা খুবই বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার তাহাদিগের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সমস্ত কিছুই স্বহস্তে করিতে অগ্রণী হইয়াছেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় পূর্বে যত অনাচার ও ভুল ক্রটি লক্ষিত হইয়া থাকুক না কেন বর্তমানে এই বিরাট শক্তিকে উপেক্ষা করা মোটেই উচিত হয় নাই। কারণ যুদ্ধোত্তর কালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কাজ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে, এমন কি পাইতেছেও। সে সময় যদি সরকারকেই সমস্ত করিতে হয় তবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের সত্তা হারাইয়া বসিবে, পরন্তু সরকারও নানা ভাবে এক সংগঠিত শক্তিকে কাজে ব্যবহার না করিবার জন্য যথেষ্ট ব্যয় ও অকৃতকার্য্যতার সম্মুখীন হইবেন বলিয়াই মনে হয়।

## দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদালিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদায় সংগঠিত—সভাপণের দাবি স্বীকারিত)

বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়ের গভর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

|                               |     |     |                  |
|-------------------------------|-----|-----|------------------|
| অনুমোদিত মূলধন                | ... | ... | ২,৪০,০০,০০০ টাকা |
| বিলকৃত মূলধন                  | ... | ... | ২,০০,০০,০০০ "    |
| বিক্রীত মূলধন (৩১-১২-৪৩)      | ... | ... | ১,৯৯,৮৮,২০০ "    |
| তাগিদ দেওয়া মূলধন (৩১-১২-৪৩) | ... | ... | ৮৩,৯৬,৪৬০ "      |
| আদায়ীকৃত মূলধন (৩১-১২-৪৩)    | ... | ... | ৮৩,৮৮,১৪০ "      |
| মজুত ভববিল (৩১-১২-৪৩)         | ... | ... | ৯৮,৯৩,৫১০ "      |

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা, কলিকাতা অফিস :—১১ ক্লাইভ স্ট্রীট  
কলিকাতা লোক্যাল কমিটি

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (মেসার্স স্বরূপমল নাগরমল)

ডাঃ সত্যচরণ সাহা, এম, এ ; বি, এল ; পি, এইচ, ডি ; (মেসার্স প্রাণকিষণ সাহা এণ্ড কোঃ)

শ্রেষ্ঠ সুরমল মেটা (জুট ও গাপি ব্রোকালিঃ)

মিঃ কে এম নায়েক ; ডি, ডি, এ ; আর, এ, (ম্যানেজার, জাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

ডব্লিউ জি প্রাইভেটওয়াটার,

জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।

এস এইচ জোখাকার,

এক্সিঃ ম্যানেজার, কলিকাতা।

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### মাকণ যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম তৈল সংগ্রহের নতুন ব্যবস্থা

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ হ্যারল্ড সাইকস ঘোষণা করিয়াছেন যে, পারশ্ব উপসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর পর্যন্ত একটি তেলের পাইপ লাইন বসাইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই পাইপ লাইন ১২৫০ মাইল দীর্ঘ হইবে এবং উহা সম্পূর্ণ করিতে ১৩ কোটি হইতে ১৬ কোটি ডলার ব্যয় হইবে। সুবিধাজনক সর্বোচ্চ মার্কিন সেনা বাহিনী এবং নৌবাহিনীর ব্যবহারের জন্য একশত কোটি পিপা তৈল মজুত রাখার উদ্দেশ্যেই এই পাইপ লাইন বসান হইবে। এই পাইপ লাইন বসাইবার জন্য কয়েকটি তৈল-কোম্পানীর সহিত যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেন্টের চুক্তি হইয়াছে। চুক্তিতে ঠিক হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট সেনা ও নৌবাহিনীর ব্যবহারের জন্য আগামী ৫০ বৎসর কালের মধ্যে যে কোন সময় যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্টের সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনীর ব্যবহারের জন্য পারস্য উপকূল অঞ্চলে প্রচলিত বাজারদর অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ কম অথবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত বাজারদর অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ কম দরে (ভিন্নভাবে যেটি নিম্ন-দর হইবে সেই দরে) কোম্পানীগণের মজুত তৈলের যে কোন পরিমাণ অথবা সমস্ত তৈল ক্রয় করিতে পারিবেন।

### ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ বনাম চিকিৎসক- গণের অধিকার

নিম্নলিখ ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের একটি প্রস্তাবে ১৯৪৩ সালের ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের (৫) ধারা অনুসারে প্রস্তুতকারক ও পাইকারী বিক্রেতাদের নিকট হইতে রেজিষ্টারীযোগ্য যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকদিগকে নিজ নিজ চিকিৎসাধীন রোগীর ব্যবহারের উপযুক্ত ঔষধ ক্রয়ের জন্য বিনা ব্যয়ে আবশ্যিক লাইসেন্স দিতে ভারত গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রদেশিক মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতিগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশের চিকিৎসকদিগকে লাইসেন্স দিবার অধিকার দিতেও সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

### আইন ও অর্ডিন্যান্সের সংখ্যা

সম্প্রতি বোম্বাই-এ ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে মিঃ এম সি শীতলবাদ বলেন যে, ১৯৪০ সালের আনুমানিক হইতে বর্তমান মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভার ১২৫টি আইন প্রণীত হইয়াছে। সেই স্থলে উক্ত সময়ের মধ্যে গভর্নর জেনারেল তাঁহার অধীন ক্রমতা বলে ১০২টি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

### সিন্ধু প্রদেশে প্রচুর চাউল উদ্ভূত

প্রকাশ, এ-বৎসর সিন্ধুতে আনুমানিক ৪৫ লক্ষ বস্তা শস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। মোট উৎপন্নের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগই উদ্ভূত হইবে। উদ্ভূত চাউল বাট্টি প্রদেশসমূহে প্রেরণের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইতেছে। অনিবার্য ও কৃষকগণ নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষা কম দরেই চাউল বিক্রয় করিতেছে। সিন্ধু সরকারও রপ্তানীবোধ্য চাউলের দর মণ প্রতি দুই টাকা কমাইয়া দিয়াছেন।

### আমোদ ও বিদ্বেষ করের রাজস্ব কর্পোরেশনের বধরা নাই

কলিকাতা শহরের আমোদ ও বিদ্বেষ কর হইতে গভর্নমেন্ট যে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছেন, তাহার কিছু অংশ কর্পোরেশনকে দিবার জন্য কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন জানান হইয়াছিল, উত্তরে বাঙ্গলা সরকার জানাইয়া দিয়াছেন যে, উক্ত কর হইতে যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহার কোন বধরা কর্পোরেশনকে

দেওয়া যাইতে পারে না। রাজস্বের বাট্টি পূরণের জন্য বিভিন্ন সময় এই ছুটি কর স্থাপন করা হইয়াছিল। গভর্নমেন্টের আর্থিক অবস্থা এখন পূর্য্যাপেক্ষা খারাপ ছাড়া ভাল নহে। দ্বিতীয়তঃ গভর্নমেন্ট কর্পোরেশনকে যে অর্থ সাহায্য করিতেছেন তাহা হইতেই কর্পোরেশনের প্রয়োজন মিটিতেছে, তৃতীয়তঃ যে সকল আইন বলে ঐ কর সংগৃহীত হইতেছে সেই সকল আইনে উক্ত সংগৃহীত অর্থের কোন অংশ কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে দিবার ব্যবস্থা নাই।

### তুলা ক্রয় সম্পর্কে ভারতে পূর্ব-আফ্রিকা ও সুদানের প্রতিনিধিদল

পূর্ব-আফ্রিকা এবং সুদান হইতে ভারতে তুলা ক্রয় এবং তাহার সর্ভাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য সম্প্রতি একটি প্রতিনিধিদল দিল্লীতে আসিয়াছেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহাদের আলোচনা চলিতেছে।

অবচেতন মনের বোন তপসি আজকের মানুষ কেন মানুষের ভগ্নাংশমাত্র —

ক্রয়েড-প্রশ্নের পুঁথিতে আমরা পড়িছি, মানিকবাবুর উপস্থানে  
বেন তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই বলে মনোবিকলনের  
মতবাদ উপস্থানের ক্রেমে এঁটে মানিকবাবু  
বাক্যের ছাড়েন না। কারণ পুঁথিসত্তা বিচ্ছিন্ন  
পক্ষপাতী তিনি সত্যি নন, তা ছাড়া  
প্রধানতই তিনি পাকা উপস্থাসিক।  
তার লেখা তাই সেরা দরের সাহিত্য,  
মনস্তত্ত্বের তথ্যমাত্র নয়।  
সবচেয়ে অবাক লাগে কত ব্যাপক  
ক্ষেত্রে কি অনায়াসে তাঁর আনাপোনা!  
“পদ্মানদীর মাঝি” বা “পুতুলনাচের  
ইতিকথা” আর “চক্ৰবর্তী” বা  
“অনুভূত পুত্রাঃ”, “সহরতলি” আর  
“দিবারাত্রির কাব্য”, “প্রাগৈতিহাসিক”  
আর “অতসীমার্মী”—এ সমস্ত বই-এর লেখক  
একই ব্যক্তি কেমন করে হয়? জেলেরদের  
জীবনের রূঢ় বাস্তবতা আর কোলকাতার সৌখিন  
ফুরফুরে মেয়ে, মজুরদের নোংরা বস্ত্র আর কোমল সুরের  
মধ্যবিত্ত রোমান্টিক আবহাওয়া—সর্বত্রই তিনি সমান সহজ  
আর সমান নিষ্ঠুর। আর সর্বত্র চেয়ে দেখছেন সামাজিক মেকি  
চশমাটা খুলে — মানুষগুলো এলোমেলো, খাপছাড়া আর ভাঙাচোরা।



লিখবার জন্য কী কালি মানিকবাবু ব্যবহার করেন এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়।  
মানিকবাবু ব্যবহার করেন — পার্ক ইন্ক। বলেন — “পার্ক ইন্কে লিখে দেখছি  
কালি বেশ ভাল। দামী বিদেশী কালির বদলে এই  
কালি ব্যবহার করতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করছি না।”

## চিকিৎসা কার্যে বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক এক কোটি টাকা ব্যয়

প্রকাশ, বর্তমান আর্থিক বৎসরে বাঙ্গলা সরকার জরুরী ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারে চিকিৎসা কার্যের খাতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করার কথা জানিয়েছেন। বর্তমান হাসপাতাল-গুলির বেড সংখ্যা বৃদ্ধি, বহু জরুরী হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের ব্যয়, রোগ প্রতিষেধক কার্যে নিযুক্ত লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রায়মান চিকিৎসক দল প্রেরণ এবং বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ প্রভৃতির ব্যয় ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে।

## বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঋণ প্রার্থনা

প্রকাশ, বর্তমান আর্থিক বৎসরের জন্য বাঙ্গলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ২৫ কোটি টাকা ঋণ প্রার্থনা করিয়াছেন।

## নেপাল হইতে বাঙ্গলায় চাউল আমদানী

সম্প্রতি নেপালের রাজা এক লক্ষ টন উৎকৃষ্ট চাউল ছাড়িয়া দিতে রাজী হওয়ায় উহার মধ্য হইতে ৭০ হাজার টন বাঙ্গলায়, ২০ হাজার টন বিহার এবং ১০ হাজার টন যুক্তপ্রদেশে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

## বাত্যা ও বন্যায় মেদিনীপুরের ক্ষতির পরিমাণ

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারীভাবে জানান হয় যে, গত ষড়্-বাত্যার ফলে মেদিনীপুর জেলাতে ১৪০৫৫ জন এবং ২৪ পরগণা জেলাতে ১৩২০ জন নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মন্ত্রী শ্রীযুক্ত তারক নাথ মুখার্জি আরও জানান যে, উক্ত বাত্যার ফলে মেদিনীপুরে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৮২টি এবং ২৪ পরগণায় ২৩,৭৪০টি গবাদি পশু মারা গিয়াছে। মেদিনীপুরে গৃহাদি বিধ্বস্ত হইয়াছে ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৯৫৬ এবং ২৪ পরগণায় গৃহাদি বিধ্বস্ত হইয়াছে ২৫, ২০১। মেদিনীপুরে প্রায় ১১ কোটি টাকার এবং ২৪ পরগণায় ৮০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হানি হইয়াছে। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত মুখার্জি জানান যে, ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত জেলায় ধররাতি সাহায্য বাবদ ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

## ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের উৎপাদন ও সরবরাহ

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার বিভাগের ইচ্ছাধারে প্রকাশ, ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন কাপড়ের কলের সহিত মোট ৭৮ কোটি ৬০ লক্ষ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের চুক্তি হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৪০ কোটি ৮০ লক্ষ গজ তৈরী হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত পরিমাণে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠান হইয়াছে :—

আসাম—১ কোটি ১৮ লক্ষ ০০ হাজার গজ, বঙ্গদেশ—৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ০০ হাজার গজ, বিহার ৩ কোটি, ৮৯ লক্ষ ৬০ হাজার গজ, বোম্বাই

—২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪০ হাজার গজ, মধ্যপ্রদেশ ও বেহার—২ কোটি ৪২ লক্ষ ৮০ হাজার গজ, মাদ্রাজ—৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৫০ হাজার গজ, উড়িষ্যা—৩ কোটি ৯৮ লক্ষ, পাঞ্জাব—১ কোটি ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার, সিন্ধু—৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩০ হাজার গজ, যুক্তপ্রদেশ—৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩০ হাজার গজ, হায়দরাবাদ—১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার গজ, রাজপুতানা ষ্টেটস—১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮০ হাজার গজ।

## যুদ্ধোত্তর সংগঠন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার

সম্প্রতি টাকা বেতার কেন্দ্রে হইতে, ভারতের যুদ্ধোত্তর সংগঠন সম্বন্ধে সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন, যাহারা ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করিবেন তাহাদের সমস্তাটা অতি বিপুল। প্রথম নজর দিতে হইবে তাহাদের প্রতি বাহারা জীবন ধারণের উপযোগী ন্যূনতম শব্দ হইতে বঞ্চিত। জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, জুহুভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ন্যূনপক্ষে যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন এবং শ্রীম-

প্রধান দেশে দেহাচ্ছাদনের জন্য যে পরিমাণ বস্ত্র প্রয়োজন প্রথমতঃ তাহাই চাই। সংক্রামক রোগের প্রকোপ, শিশু মৃত্যু এবং অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও ব্যবস্থা চাই। যাহাতে লোকের ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ-জীবন বিকাশ লাভ করিতে পারে তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই। জীবনধারণের পক্ষে ইহাই নিম্নতম উপকরণ। ইহার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া যদি সকল শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যায় ভালকথা, কিন্তু সর্বপ্রথম নজর দিতে হইবে যাহারা চরম দুর্গতির মধ্যে ডুবিয়া আছে তাহাদের প্রতি।

## নূতন রাসায়নিক জব্য আবিষ্কারে ছায়া-ছবির সুবিধা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি নূতন রাসায়নিক জব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার নাম দেওয়া হইয়াছে "সাইনেলেক"। এই আবিষ্কারের ফলে ক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের প্রচুর সুবিধা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে চলচ্চিত্রের ফিল্মগুলির আয়ুষ্কাল বহুগুণ বর্ধিত করা



## আমাদের তৈরী রবারের জিনিষ :

- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- হাওয়া বালিস
- এয়ার রিং ও কুশন
- ডাক্তারী যন্ত্রাণা

প্রভৃতি

যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরী রবারের যন্ত্রাদি কেবলমাত্র সামরিক প্রয়ো-  
জনে ও হাসপাতালে সরবরাহ  
করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সময়  
কি্রে এলে আমরা আবার  
আপের মতই আমাদের তৈরী  
জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ  
করতে পারবো।

আমাদের তৈরী ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই  
ভারতের সর্বত্র সমাদৃত।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা :—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা।

কলিকাতার দোকান :—১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট।

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্নবী রোড, কোর্ট, বোম্বাই।

মাগপুর কারখানা :—ঘাট রোড, মাগপুর।

বাইবে। প্রকাশ, শীঘ্রই আমেরিকার প্রত্যেক চিত্রেই ইহা ব্যবহার করা হইবে।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, তৎসম্পর্কে স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ সাইকেন বলেন যে, যুদ্ধ জয়ের এক মাসের মধ্যেই উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করা যাইবে। বৈজ্ঞানিক শক্তির উৎপাদন এবং সেচ ব্যবস্থার জন্ত যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, সেই পরিকল্পনা অনুসারে সামরিক কার্য হইতে মুক্ত ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ব্যক্তি স্ত্রীন বৎসর বয়সী কাজ করিতে পাইবে। উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার পরিবার নতুন করিয়া বসতি স্থাপন করিয়া কৃষি-কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

### খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা

মিঃ সাইকেন আরও বলেন যে, খাদ্য সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করিবার জন্ত ছয়টি পৃথক পৃথক বিভাগ যৌথভাবে কার্য করিতেছে। এতদ্ব্যতীত জালানী মদল ক্রমশঃ কমিয়া আসার ফলে কয়লা হইতে জালানী তেল উৎপাদন সম্পর্কে পরীক্ষা চালান হইতেছে।

### ১৯৪৩ সালে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর কার্যের হিসাব

বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর ১৯৪৩ সালের নতুন জীবন বীমার পরিমাণ সম্পর্কে যে তথ্য জানা গিয়াছে নিম্নে তাহা প্রকাশ করা হইল :—

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি—৫ কোটি টাকার উপর। নিউ ইন্ডিয়া—৪ কোটি টাকা। বোম্বে মিউচুয়াল—৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। ভাশনাল—২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ইণ্ডিয়ান প্রভেন্সিয়াল—১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। মেট্রোপলিটান—১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। এলিয়ান এন্ডারেল—১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। জুপিটার জেনারেল—১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। কবি জেনারেল—১ কোটি টাকা। সি নিউ এলিয়াটিক লাইফ এন্ডারেল—১ কোটি টাকা। অক্সি ইনসিওরেন্স—৫৪ লক্ষ টাকা। ফ্রি ইন্ডিয়া জেনারেল—৪৫ লক্ষ টাকা। বোম্বে কো-অপারেটিভ—৩৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। ক্যানাডা মিউচুয়াল—৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আর্থস্ট্যান ইনসিওরেন্স—২১ লক্ষ টাকা। নিউ বেঙ্গল প্রভিডেন্ট—৬১ লক্ষ টাকা। সালেম প্রভিডেন্ট—২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা।

### বঙ্গীয় পরিষদে বিক্রয় কর সংশোধন বিল গৃহীত

বর্তমান বিক্রয় করের হার হ্রাস করা লক্ষ্যে টাকা প্রতি এক পয়সার স্থলে দুই পয়সা করার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গভর্ণমেন্ট যে বিক্রয় কর সংশোধন বিল আনয়ন করিয়াছিলেন গত সোমবার ২৭—৩৪ ভোটে তাহা গৃহীত হইয়াছে। বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল, অগভিন্দ

পরিষদ দল, কৃষক-প্রজা দল, সরকারী কংগ্রেস দল, বিরোধী তপশীলী দল প্রভৃতি লইয়া গঠিত বিরোধী দল বিলটির বিরোধিতা করেন। ইউরোপীয় দল সরকার পক্ষের সহিত বিলের পক্ষে ভোট দেন।

### মিঃ জে ডি যোশী

মিঃ জে ডি যোশী রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন।

### সেন্ট্রাল সুগার কমিটি

আগামী এপ্রিল মাস হইতেই একটি সেন্ট্রাল সুগার কমিটি গঠিত হইবে। কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ হইতে সুগার কমিটিকে পৃথক করিয়া লওয়া হইবে এবং উহাকেই অধিকতর প্রতিনিধিত্বলব্ধ করিয়া স্বতন্ত্র সেন্ট্রাল কমিটি হিসাবে গঠন করা হইবে।

### রেলওয়ে রেশন দোকানের সংখ্যা

গত নভেম্বর মাস পর্যন্ত রেলবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত খাদ্যশস্ত্রের দোকানের সংখ্যা ছিল

৫০০, তন্মধ্যে ১০০টি ছিল সামান্য দোকান। এই সকল দোকান হইতে ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ব্যক্তির জন্ত রেশন দেওয়া হইত।

### আমেরিকার কয়লা সম্পদ

আনুমানিক হিসাবে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়লাখনিসমূহে এখনও ৩ লক্ষ কোটি মণ কয়লা আছে। এই কয়লায় দেড় হাজার হইতে দুই হাজার বৎসরের কাজ চলিবে।

### জার্মান কবলমুক্ত রাশিয়ার পুনর্গঠন

মোলেনক, কালিনীন, ওরেল প্রভৃতি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল এলাকা হইতে জার্মান-দিগকে বিতারিত করা হইয়াছে, তথায় সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই সকল এলাকায় প্রতি মাসে এক হাজার করিয়া বাড়ী পুনর্নির্মাণ করা হইতেছে।

### যক্ষ্মা-বীজাণু ধ্বংসের ভ্যাক্সিন

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ টি. এস. পটার যক্ষ্মা রোগের বীজাণু ধ্বংসের জন্ত এক প্রকৃতি ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করিয়াছেন।

## ক্যালকাটা মিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৫১, হারিসন রোড

শাখাসমূহ :—

বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, মিরকাবিন, ভাগলপুর, বোলাঙ্গীর ও কাটাওয়ী (পাটনা ষ্টেট), দ্বারভাঙ্গা, মাধনগর, মারায়ণগঞ্জ, লাহোরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি. পি)।

পাটনা শাখা খোলা হইয়াছে। আরামবাগ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

## কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : কুমিল্লা

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গালী পরিচালিত সর্বস্বত্ব ব্যাঙ্ক

|                 |             |           |
|-----------------|-------------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন  | ১,০০,০০,০০০ | টাকা      |
| বিলকৃত মূলধন    | ৫০,০০,০০০   | "         |
| বিক্রীত মূলধন   | ৫০,০০,০০০   | "         |
| আদায়ীকৃত মূলধন |             |           |
| (অগ্রিম কলসহ)   | ২৮,৫০,০০০   | টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফান্ড   | ১২,০০,০০০   | "         |
| আমানত           | ৫,৮০,০০,০০০ | "         |
| কার্যকরী মূলধন  | ৬,৫০,০০,০০০ | "         |

( ১৯৪৩ সালের নবেম্বর পর্যন্ত )

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম এ; বিএল; পি. এইচ ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল



আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন  
প্রকাশ, আগামী ২০শে এপ্রিল হইতে আয়ে-  
রিকার ফিলাডেলফিয়া সহরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক  
সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই সম্মেলনে  
বিভিন্ন দেশের গভর্নমেন্ট, শ্রমিক এবং মালিক-

গণের প্রতিনিধি যোগদান করিবেন। এদেশের  
মালিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে একজন  
প্রতিনিধি এবং একজন উপদেষ্টা এই সম্মেলনে  
যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া ভারত সরকার  
জানাইয়াছেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের

তবিয়ত অবস্থা, মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধোত্তর  
সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, যুদ্ধকালীন ভিত্তি হইতে  
শিল্পসমূহকে শান্তিকালীন ভিত্তিতে রূপান্তরিত  
করার সমস্তা লইয়া সম্মেলনে আলোচনা  
হইবে।

# মুহুরিনা

## কলানন্দা

### এ'ল পুনা: ফিরে!

● “মা মেহেরুয়েছা! তুমি এখন বড় হ'য়েছ;  
কাজেই যখন আমার কাছে আসবে তখন  
কাপড়-চোপড় ভাল করে প'রে এস”—শুচি-  
পরায়ণ সম্রাট আদরিণী মেরেকে কথাগুলি একটু  
রুচ ভাবেই বললেন। “সে কি কথা,  
আকাজান,”—বিস্মিতা রাজকুমারী উত্তর  
করলেন, “আমি যে সাতপবদা মসলিন  
প'রে আছি!” কিন্তু তবু তাঁর ভবী  
দেহবল্লরীকে নয় বলেই মনে হচ্ছিল।

● সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবন-ইতিহাসের  
ছোট্ট এই ঘটনাটা হয়তো কিছুটা অবাস্তব  
বলেই মনে হবে। তবু এর মধ্যে অনেকখানি  
সত্যই নিহিত আছে। কারণ জগতে  
মসলিনের চেয়ে সুন্দরতর বস্ত্র আজও  
তৈরী হয়নি! দেশবিদেশের বণিকেরা  
এর কদর বুঝতেন—রোমের সম্রাজ্ঞীরা  
মসলিনের জুতা না করতে পারতেন এমন  
কাজই নেই। ইতিহাসের পাতায় দেখা  
যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইংরাজ ও

ফরাসী রাজসভার সুন্দরী রূপসীরা মসলিনকেই  
সুন্দরতম অঙ্গাবরণ বলে মেনে নিয়েছিলেন।  
তাদের রূপের খ্যাতির মূলে ছিল মসলিন।

● আর ঢাকা-ই ছিল সেই অল্পম মসলিন-  
শিল্পের পীঠস্থান। মাত্র ঢাকার মাটিতেই  
জন্মাত মসলিনের উপযোগী তুলো, মাত্র  
ঢাকার মেয়েরাই কাটিতে পারত মসলিনের  
জুতা, মাত্র ঢাকার বয়ন-শিল্পীরাই  
বুনতে পারত মসলিন। কিন্তু হতভাগ্য  
ভারতের অশ্রান্ত বিখ্যাত শিল্প-কলার মতই  
সেই অধিতীয় মসলিন-শিল্পও যজ্ঞযুগের  
নিষ্ঠুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পাবেনি।  
ফলে অমূল্য শিল্প-কলাটি অকালে বিনষ্ট  
হ'ল, এমন কি লোকে তার স্মৃতিটি পর্যন্ত  
ভুলে গেল। তার পরে ঢাকাতে বস্ত্র-বয়ন-  
শিল্প এক রকম ছিল না বলেই চলে।  
কিন্তু কলা-লক্ষ্মীর বৃষ্টি যত্ন নেই। তাই না  
আজ আবার ঢাকাতেই গড়ে উঠেছে বাংলা  
শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠান—

# ঢাকা শিল্প

## কটন মিলস্‌ লি:

## ধর্মকাণ্ডের জন্য চাউল

## সরবরাহ

প্রকাশ, ধর্মকাণ্ডের জন্য যে চাউল আবশ্যক হইবে বাঙ্গলা সরকার তাহা সরবরাহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূজার নৈবেদ্য ও ভোগ, এবং প্রাচাদি ব্যাপারের কোনটিতে কি পরিমাণ চাউল প্রয়োজন গণনাগণনা তাহার বরাদ্দ স্থির করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

## বর্তমান বৎসরে পাট চাষের পরিমাণ

## নির্ধারণ

গত সপ্তাহে এক ইস্তাহার জারী করিয়া বাঙ্গলা সরকার জানানিয়া দিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছিল এ বৎসর তাহার অর্ধেক পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে। উক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের উচ্চতম এবং নিম্নতম দর মণকরা বণাক্রমে ১৭ টাকা এবং ১৫ টাকা ভিত্তি করিয়া এবং পাটজাত দ্রব্যের একটা উচ্চতম দর ঠিক করিয়া আদেশ জারী করিবেন। কলিকাতায় বাহাতে নিম্নতম দর ১৫ টাকা বজায় থাকে তৎক্ষণাৎ বাহায়ে যে পাট বিক্রয়ার্থ আসিবে উহা ক্রয় করিবেন বলিয়া ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিবেন।

## দিল্লী প্রতিনিধি সম্মেলনের

## সিদ্ধান্ত

সম্মতি দিল্লীতে যে পাট সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হইয়াছে।

(১) চলতি বৎসর ১৯৪০ সালের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ কম জমিতে পাট চাষ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার আদেশ জারী করিবেন।

(২) কলিকাতায় ভারতীয় জাত মাঝারি পাটের মণকরা দর ১৫ টাকা হিসাবে ধরিয়া ভারত সরকার কাঁচা পাটের নিম্নতম দরের গ্যারান্টি দিবেন।

(৩) কলিকাতায় বাহাতে পাটের উপরোক্ত দর থাকে এবং উত্তর ভারতের দর বাহাতে উহার হারাহারি মতে থাকে তৎক্ষণাৎ ভারত সরকার কলিকাতায় অথবা উত্তর ভারতে সমুদয় নতুন ও পুরাতন পাট ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিবেন।

(৪) ভারতীয় জাত মাঝারি পাটের কলিকাতায় মণকরা দর ১৭ টাকা হিসাবে ধরিয়া ভারত সরকার এই দরে সমুদয় পাট হস্তগত করিবার অধিকার রাখিবেন।

(৫) ভারত সরকার আইন জারী করিয়া পাটের এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর বাধিয়া দিবেন। ভারত সরকার আইন জারী করিয়া পাটজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ দরও বাধিয়া দিবেন। আগামী বৎসরের ৩০শে জুন পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে।

## মূলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য

চলতি বৎসরে পাট চাষের পরিমাণ এবং মূল্য নির্ধারণ করিয়া যে সরকারী আদেশ জারী করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত জুরেশনাথ বিশ্বাস বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে মূলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, গত বুধবার আলোচনার পর উহা ৭২-১০২ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

## আরও দুই জাহাজ গম আমদানী

প্রকাশ, ১৬ হাজার টনের অধিক গম বোঝাই দুইখানি জাহাজ বিদেশ হইতে গত সপ্তাহে ভারতের কোন বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

## দক্ষিণ-চীনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

প্রকাশ, দক্ষিণ চীনের কোয়ান্টুং প্রদেশে অনশন এবং মহামারীর ফলে ইতিমধ্যেই দশ লক্ষাধিক নরনারীর মৃত্যু হইয়াছে। এই বৎসর তথায় দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা আরও তীব্র হইয়া উঠিবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা হইতেছে।

## ভারতে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ

কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রস্তোভে প্রকাশ, ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টনের অধিক খাদ্যশস্য আমদানী করা হইয়াছে।

## রেল ও ডাক বিভাগের আয় বৃদ্ধি

বর্তমান আনিতে পারা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, রেলওয়ে বাজেটে এবার প্রায় ৪৪ কোটি টাকা উন্নত হইবে এবং উহা হইতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ বাজেটে জমা করা সম্ভব হইবে। ডাক ও তার বিভাগ হইতেও প্রায় ১০ কোটি টাকার উপর আয় হইবে।

## খনি গর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে মূলতুবী প্রস্তাব

কয়লা খনি গর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থার গণনাগণনা অসম্মতি দিয়াছেন, এই কার্যের নিন্দা করিবার জন্য গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত রেণুকা রায় একটি মূলতুবী প্রস্তাব উপস্থাপন

## = শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান =

## ক্যালকাটা স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০ হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—রায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর. ( দি. পি )

জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করতে চাই  
আপনাদের সহানুভূতি। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল  
রকম কাজই সুবিধাজনক সর্বে করা হয়। ভারতের  
প্রধান প্রধান ব্যবসায়িকদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,  
জেনারেল ম্যানেজার।

এম কে নন্দী,  
সেক্রেটারী।

শিলং ব্যাঙ্কঃ  
—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
কোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## জাতীয় শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায়

## বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে।

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা,

ব্রাঞ্চ অফিস : বগুড়া

প্রধান বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রসমূহে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।

স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির আবেদন অগ্রগণ্য।

করেন। ২৩-৪১ ভোটে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে।

### কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যের সপ্ত

প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সাহায্য মঞ্জুর সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট করেকটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব এই যে, অধ্যাপক এবং অধ্যাপক কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৫ বৎসরে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ছুটির নিয়মাদি সরকারী কর্মচারীদের ছুটির নিয়মের অনুরূপ হইবে। প্রস্তাবগুলি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়া থাকেন।

### কলিকাতায় সৈন্যদের জন্য বাড়ী অধিকার

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিবহন ঐক্য অধিদপ্তর দপ্তরের একটি প্রশ্নের উত্তরে দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী জানান যে, সামরিক অথবা সরকারী প্রয়োজনে কলিকাতায় ঘরবাড়ী দখল করার দরকার হইলে একটি রিকুইজিশনিং কমিটির মারফৎ বৎসসত্ত্ব দীর্ঘ দিনের মেয়াদী নোটিশে বাড়ীর অধিকার করা হইয়া থাকে। তিনি আরও জানান, কলিকাতাতে যে সকল ব্রিটিশ বা মিত্র সৈন্য আছে তাহার শতকরা ৩৫ জন মাত্র এইরূপ দখল করা বাড়ীতে থাকে শতকরা ৫২ জন থাকে সামরিকভাবে নির্মিত চালা ইত্যাদিতে এবং শতকরা ১৩ জন থাকে স্থায়ী সেনানিবাস-সমূহে।

### জাপান অধিকৃত দেশসমূহে ভারতীয়ের সংখ্যা

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিবহন একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রবাসী ভারতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ডাঃ খারে জানান যে, ব্রহ্ম-মালয় এবং সুদূর প্রাচ্যে জাপান অধিকৃত অস্ত্রান্ত দেশে মোট ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার ভারতীয় আছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৯৪১ সালে মোট ৩৩,৭৪৮ জন অধিবাসী ছিল, বর্তমানে তথায় কত ভারতীয় আছে তাহা জানা যায় নাই।

### ঔষধ ব্যবসায়ীদের প্রতি নির্দেশ

সম্প্রতি কলিকাতার আবগারী কালেক্টর এক প্রেসনোট প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে বিনা লাইসেন্সে কেহ কোন ঔষধ বিক্রয় করিতে পারিবেন না। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই ১৯৪৩ সালের ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে বিক্রেতাদিগকে লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে হইবে।

### বৃহত্তম কংক্রিটের বাঁধ

আমেরিকার কলম্বিয়া নদীর উপর নির্মিত বাঁধটিই পৃথিবীর বৃহত্তম কংক্রিটের বাঁধ। এই বাঁধের কলে জলপ্রবাহকে কাজে লাগাইয়াই বিপুল বিদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। বাষ্পদ্বারা

এই পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করিতে হইলে দৈনিক ৭০০ গাড়ী কয়লা পোড়াইতে হইত। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে লইয়া এই বিরাট বাঁধটি নির্মিত হয় নাই। ১২ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে লইয়াই বাঁধটি নির্মিত হয়।

### গ্রাম্য মূল্যে পণ্যবিক্রয়ের ব্যবস্থা

গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, কোন ক্রয়ের অতিরিক্ত মূল্য দাবী করা, মজুত ও-মুনামা নিবারণী অর্ডিন্যান্স অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ, কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলে কোন বিক্রেতা যদি ক্রেতার নিকট কোন ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দাবী করে তবে তিনি যেন উহা বিমান আক্রমণের পর খবর দিবার আকস্মিক জানান। উক্ত আকস্মিকের কর্মচারীরা গ্রাম্য মূল্যে জিনিষটি

কিনিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে কাজ না হইলে উক্ত আকস্মিকের সুপারটাইজার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন। বস্ত্র ও সূতা মজুত সম্পর্কিত বিধিনিষেধ বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরকারী বিভাগের ডিরেক্টর গত সপ্তাহে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানাইতেছেন যে, বোম্বাইয়ের টেক্সটাইল কমিশনারের বিশেষ অমুমতি ব্যতীত কোন আমদানীকারক বা মজুতকারক আমদানীকৃত বস্ত্র অথবা সূতা মজুত করিয়া রাখিতে পারেন না। বাহারা এইরূপভাবে আমদানীকৃত মালের গাঁট খোলার ও বিক্রয়ের সময় বাড়াইতে চাহেন তাহাদিগকে প্রাদেশিক টেক্সটাইল কন্ট্রোলারের মারফৎ কেন্দ্রীয় সরকারের টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। উক্ত আবেদনে মজুত মালের পরিমাণ, মজুত রাখার স্থান, গাঁটের



**বায় মার্ক**

**গ্যালভানাইজড  
সিট  
প্লেট ও করগেট**

**দি  
স্টীল কর্পোরেশন  
অব বেঙ্গল লিমিঃ**

ম্যানেজিং এজেন্টঃ বার্ন এণ্ড কোং  
১৯-১৭ (৫)

### সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস

— ১৫৯২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—“চীনাঙ্গাচী”

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিমিঃ

৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

উপরিস্থিত মাঝী প্রভৃতি জমাইতে হইবে। ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট দরে ঐ সকল মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবেন। শুষ্ক বিভাগের শুদাম হইতে মাল খালাসের পর গাঁইট খোলার জঙ্ক তিন মাস ও খুচরা বিক্রয় করিবার জঙ্ক মোট ছয় মাস সময় দেওয়া হইবে।

### ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পুনরায় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু সোসাইটির সাধারণ সভা নির্বাচিত হইয়াছেন।

### বাধরগঞ্জে ষ্টীমার ডুবিতে বহুলোকের প্রাণহানি

গত ২৯শে জানুয়ারী বাধরগঞ্জ জেলার ভাঙা-রিয়া হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে কচা নদীতে ঝড়ের ফলে "রুজ" নামক ৬০ টনের জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে। ফলে ২৪ জন যাত্রী ও ১৮ জন খালাসী লইয়া মোট ৪২ জন লোকের প্রাণ-হানি হইয়াছে। ৪৬ জন যাত্রী ও ১০ জন খালাসীকে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কোম্পানীর রেকর্ডে দেখা যায়, ষ্টীমারখানিতে ২৫ জন খালাসী, ৭৩ জন টিকিটওয়ালার যাত্রী এবং ৫ জন পাশওয়ালার যাত্রী ছিল। ষ্টীমারখানি লোক্যাল ষ্টীমার বলিয়া উহাতে কিছু কিছু টিকিট-বিহীন যাত্রীও থাকিবার সম্ভাবনা। ঐদিনকার ঝড়ে কয়েকখানি নৌকাও জলমগ্ন হইয়াছে।

### সিলেট কমিটি কর্তৃক কৃষি আয়কর বিল সংশোধন

প্রকাশ, ১৯৪৪ সালের প্রস্তাবিত কৃষি আয়কর বিলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার সংশোধন করিবার জঙ্ক সিলেট কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটি করদার্য্যবোধ্য আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সাড়ে তিন হাজার টাকা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অট্টালিকাসমূহ হইতে লব্ধ কৃষি-আয় ট্যাক্সের আমল হইতে বাদ দেওয়া কর্তব্য বলিয়া কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। আংশিকভাবে ধর্ম্মকার্য্যে উৎসর্গীকৃত জমির কৃষি-আয়ের যে অংশ ধর্ম্মকার্য্য-দিতে ব্যয়িত হইবে কেবল সেই অংশই করের হাত হইতে রেহাই পাইবে।

### কলিকাতা কর্পোরেশনের ঘাটতি বাজেট

বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ সভায়, কর্পোরেশনের অস্থায়ী প্রধান-কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ ইয়াকুব কর্পোরেশনের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট পেশ করেন। বাজেটের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল :-

আমুখ্যাত্মক হিসাব অনুসারে কর্পোরেশনের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটে আয়ের পরিমাণ ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, ব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা এবং ঘাটতির পরিমাণ ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের সংশোধিত হিসাব অনুসারে উক্ত বৎসরের আয়ের পরিমাণ ২ কোটি ৮০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, ব্যয়ের পরিমাণ ৩ কোটি ৩ লক্ষ

৯৫ হাজার টাকা এবং ঘাটতির পরিমাণ ২৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা দেখান হইয়াছে।

### বিভিন্ন খাতে আয় ও ব্যয়

আয়—বাড়ীর উপর ট্যাক্স হইতেই কর্পোরেশনের সর্বাধিক বৈশী আয় হয়। ১৯৪৪-৪৫ সালে উহার পরিমাণ ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। পূর্ববর্ত্তী বৎসরের সংশোধিত হিসাবে উহার পরিমাণ ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বলিয়া ধরা হইয়াছে। অস্তিত্ব হুজ্রে লব্ধ আয়ের মধ্যে ব্যবসা ও উপজীবিকার উপর ট্যাক্স বাবদ ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, মোটর পাড়ীর লাইসেন্স গভর্ণমেন্ট হাতে লওয়ান গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, জলবিক্রয় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৬ শত টাকা, বাজার প্রভৃতি ১৪ লক্ষ ৮৮

হাজার ২ শত টাকা, জমি বিক্রয় হইতে ২ লক্ষ ৫ শত টাকা এবং জমির খাজনা বাবদ ৩ লক্ষ ১ হাজার ২ শত টাকা আয় হইয়াছে।

ব্যয়—এট্রিনিশমেন্ট খাতে ব্যয় হইবে ৭১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭ শত ৮০ টাকা। ইহার মধ্যে স্কুলসমূহের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের বেতনাদি বাবদ ৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ধরা হয় নাই। অস্তিত্ব প্রধান খরচের মধ্যে এইগুলিও আছে :- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি বাবদ ব্যয়—১১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭ শত টাকা, হাসপাতালসমূহে দান ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, মাতৃমন্ডল, শিশু সেবা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে দান ১ লক্ষ ৬০ হাজার ১ শত টাকা, ইমপ্লেমেন্ট ট্রাষ্টের চান্দা বাবদ ২০ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, কর্ম্মচারীদের চুখুলা-ভাতা বাবদ ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, এ, আর, পি, ব্যবহার ব্যয় ২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

আয়—“বধের বন”

ফোন—ক্যাল ৩৭৩৪

## হাজারাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা

—শাখা সমূহ—

|            |                |                 |
|------------|----------------|-----------------|
| কলিকাতা    | মেদিনীপুর      | হবিগঞ্জ (আসাম)  |
| বড়বাজার   | শালবনি         | খুলনা           |
| মালিকভালা  | বালিচক         | মীরকাশিম        |
| শিয়ালদহ   | বাঁকুড়া       | কুসনগর (নদীয়া) |
| বালীগঞ্জ   | বিষ্ণুপুর      | বাগেরহাট        |
| শ্রীমবাজার | গড়বেতা        | পাটনা           |
| ধর্ম্মভালা | ভৈরবপুর (আসাম) | রাঁচি           |

### আমানতী টাকার উপর সুদের হার

|                        |     |     |            |
|------------------------|-----|-----|------------|
| চলতি হিসাব             | ... | ... | ১% বার্ষিক |
| সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট | ... | ... | ৩% "       |
| ফিক্সড ডিপোজিট এক বৎসর | ... | ... | ৪% "       |
| দুই বৎসর               | ... | ... | ৫% "       |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাস সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে।

### প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| ৮ বৎসর প্রতি মাসে ১% হিসাবে জমা দিলে           |  |
| ১০ বৎসর পরে ১৪০% টাকা পাইবেন।                  |  |
| ৮ বৎসর বাবৎ প্রতি মাসে ৫% টাকা হিসাবে জমা দিলে |  |
| ১০ বৎসর পরে ৭০০% টাকা পাইবেন।                  |  |

আয়করহীন শতকরা ৫% ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যক্তিগত কার্য্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্ণমেন্ট বিল, জি. পি. নোটস্ এবং বাজার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও জাডী

পরিধান করিয়া  
ভূষিত করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্

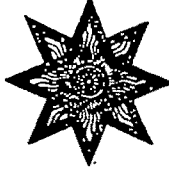
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট, হাটখোলা, কলিকাতা।

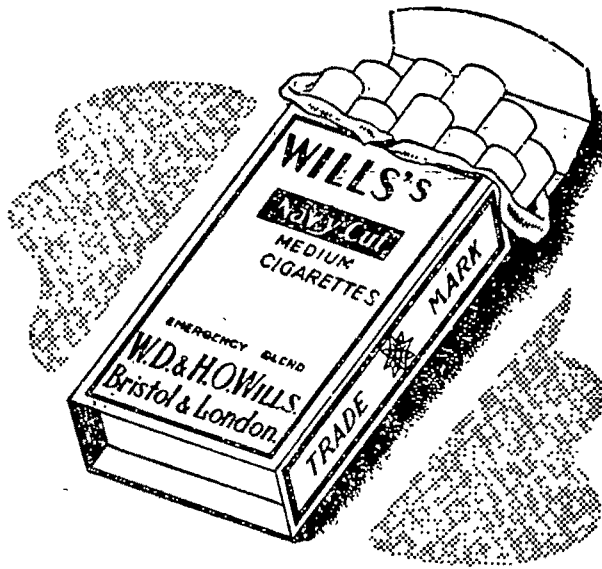
কর্পোরেশন কর্তৃক করদার্যের প্রস্তাব  
বাঞ্ছিত পেশ করিতে গিয়া মিঃ ইয়াকুব  
বলেন যে, পূর্ব বৎসরের মত এবারও কর্পোরে-  
শনের আর্থিক অবস্থা উৎসাহজনক রহিয়াছে।  
বহু কারণে কর্পোরেশনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।  
সাময়িক বিভাগের জন্ত পরিশ্রুত জল সরবরাহ  
করিতে গিয়া কর্পোরেশনের ব্যয়বাহুল্য হইয়াছে।  
এতদ্ব্যতীত, এ, আর, পি, ব্যবস্থা, যুদ্ধ বীমা প্রভৃতির  
জন্ত কর্পোরেশনকে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হই-

তেছে। প্রগতী ক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিধি  
সম্মত ভাবে কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির কাজে গভর্ণ-  
মেন্ট সাহায্য করিতেছেন। সাময়িক যানবাহন না  
চলাচলের ফলে কর্পোরেশনের রাস্তার অপূরণীয়  
ক্ষতি হইতেছে। গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে সাময়িক  
বিভাগের নিকট হইতে একটি মাসিক পথ কর  
আদায়ের চেষ্টা করিতে পারিতেন। ক্রমবর্ধমান  
ব্যয়ভার বহনের জন্ত কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির  
জন্ত সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা প্রয়োজন বলিয়া মিঃ

ইয়াকুব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আয়  
বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বোম্বাই ও অন্যান্য মিউনিসি-  
প্যালিটির অনুকরণে সহরে আমদানী কর্তৃক  
জবোয় উপর কর স্থাপনের ক্ষমতা লাভের জন্ত  
আইন পরিষদের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন বলিয়া  
তিনি সুপারিশ করিয়াছেন। করদার্যযোগ্য  
জব্য হিসাবে কমলা (গৃহস্থের ব্যবহার্য কমলা  
বাদে) পাট, চা, মদ, স্পিরিট ও বিয়ার, সিগার  
ও পাইপে ভরার তামাকের কথা উল্লেখ করা  
হইয়াছে।



“মূল্যের বিনিময়ে ইশাই সন্তোষকৃষ্টে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**



## কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারপক্ষের পরাজয়

বিভিন্ন প্রদেশে ভারতরক্ষা বিধানাবলীর সম-  
প্রয়োগ সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্টের কার্যের নিম্না-  
করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ এম, এ, কাজমী কেন্দ্রীয়  
পরিষদে যে মূলত্ববী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন গত  
বুধবার উহা কেন্দ্রীয় পরিষদে ৪৩-৪২ ভোটে  
গ্রহীত হইয়াছে। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, জাতীয়  
দল ও ইণ্ডিপেন্ডেন্ট দল একযোগে প্রস্তাবের  
পক্ষে ভোট দেন।

### ইরাণ হইতে বার্লি আমদানী

প্রকাশ, ভারত সরকার ইরাণ হইতে ভারত-  
বর্ষের জন্য বহু বার্লি ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন  
এবং প্রায় ৩০ হাজার টন বার্লি নাকি ইতিমধ্যেই  
ইরাণ হইতে ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছে

### রেশনিং ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি সম্পর্কে কর্পোরেশনের প্রস্তাব

গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ  
সভায় কলিকাতার রেশনিং ব্যবস্থার বিভিন্ন দোষ  
ত্রুটি দেখাইয়া বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ  
সম্পর্কে গ্রহীত একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে,  
কোন রেশন দোকান হইতে মানুষের অখাদ্য  
চাউল সরবরাহ করা উচিত নহে, সপ্তাহের বরাদ্দ  
খাদ্যক্রম সেই সপ্তাহের মধ্যে না লইলে তাহা  
বাতিল হইয়া যাওয়া উচিত নহে, সহরের  
অধিকাংশ লোকের সুবিধার জন্য দোকানের সময়

পরিবর্তন করা উচিত। বোম্বাইয়ের মত ব্যবসায়  
শুশ্রূষায় মূল্যের ভারতম্য হওয়া উচিত। যাহারা  
দিনমুহুরী করে এবং যে সকল মজদুর কোন প্রতি-  
ষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় তাহাদের জন্য দোকান  
খোলা উচিত।

### চাউল পরীক্ষার সুবিধা দাবী

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্প অফিসারের  
পক্ষে যাহাতে চাউলের নমুনা সংগ্রহে কোন  
অসুবিধা না হয় তজ্জন্য তাঁহাকে বা তাঁহার নিকট  
হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বঙ্গীয়  
রেশনিং আদেশের ২০নং বিধান অনুসারে উক্ত  
আদেশের ধারাসমূহ হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য  
গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

### ভারতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ

সম্রাতি সরকারী স্মৃতি প্রাপ্ত এক হিসাব দৃষ্টে  
জানা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ মরক্তমে (চলতি বৎসরের  
৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত) ভারতের বিভিন্ন চিনি  
উৎপাদক অঞ্চলে মোট উৎপন্ন চিনির পরিমাণ  
দাঁড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৩২ হাজার ২৩৪ টন। এই  
মোট উৎপাদনের মোটা অংশই বিহার ও বৃহৎ-  
প্রদেশের চিনির কলগুলির। বৃহৎপ্রদেশের  
পরিমাণ ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৯৯৮ টন এবং বিহারে  
উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ৫০ হাজার ৫ শত টন।  
বোম্বাইয়ের কলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ  
হইয়াছে ১৫ হাজার ৫ শত টন এবং মাদ্রাজের

পরিমাণ ৫ হাজার ৫৭০ টন। পাক্ষা, বাল্লা  
ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের পরিমাণ হইয়াছে  
যথাক্রমে ২ হাজার ১০৪ টন, ১ হাজার ৬৬ টন  
ও ৯২২ টন। সর্বাপেক্ষা চিনি কম উৎপন্ন  
হইয়াছে উড়িষ্যা—মাত্র ৩৭৬ টন। বৃহৎপ্রদেশ  
উহার মোট উৎপাদনের শতকরা ১৭.৮ ভাগ,  
বিহার শতকরা ১৬.৩ ভাগ, বোম্বাই শতকরা  
২৯.২ ভাগ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি শতকরা ৩৫.২  
ভাগ চিনি এতাবৎ বাহিরে রপ্তানী করিয়াছে।

### ভারতের গবাদি পশুর সংখ্যা

ভারতবর্ষের গবাদি পশুর সংখ্যা অনুমান ২০  
কোটি। সমগ্র পৃথিবীর গবাদি পশুর সংখ্যা  
হইবে ৭০ কোটি।

### ভারতের সামরিক প্রস্তুতির পরিমাণ

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রেলপথে  
সমরোপকরণ চলাচলের মোট পরিমাণ ছিল  
৫ লক্ষ টন। ১৯৪২-৪৩ সালে ঐ পরিমাণ ২৫  
গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ২০ লক্ষাধিক টনে  
আসিয়া পৌছিয়াছে।

### সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ স্বার্থের পরিমাণ

প্রকেষার রেমারের হিসাব অনুসারে চীনে  
ব্রিটিশ মূলধনের পরিমাণ ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড।  
তন্মধ্যে সাংহাই-এ ১০ কোটি পাউণ্ড, হংকং-এ  
৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং অবশিষ্ট চীনে ৩  
কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন খাটিতেছিল।

## রঙীন কল্পনা

শান্তির পর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমাদের  
অনেকেই এখন থেকেই রঙীন কল্পনার জাল বুনেছেন, কারণ  
একদিক দিয়ে দেখলে যুদ্ধ আমাদের স্পর্শই করেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আহত হ'য়ে পড়ে আছে,  
যারা শত্রুর হাতে বন্দী হ'য়ে বিদেশে ছবিসহ জীবন কাটাচ্ছে,  
তারা কোন আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে ?

ভগ্নস্বাস্থ্য এই সব লোকদের সব দাঁই যত্ন নেওয়া দরকার  
যতদিন না তারা নিজের নিজের বাড়িতে আপনজনের কাছে  
ফিরে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালানর জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন,  
আপনারা তার সাহায্যভার গ্রহণ করুন ; সমুদ্রের পারে  
সৈনিকদের জন্য আমাদের গরম জামাকাপড়, আহাৰ্য্য ও  
হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে চলতেই হবে।

দয়া করে আপনার নিয়মিত সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠান :

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রস,

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভা র তী য রে ড ক্র শ

বাংলার প্রতি আবেদন

## নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :  
কুমিল্লা।

কলিকাতা প্রধান অফিস  
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রিট।

কলিকাতার অস্ত্রান্ত শাখা :—

কলেজ ষ্ট্রিট, শ্যামবাজার ও বালীগঞ্জ।

আদায়ীকৃত মূলধন :—১০ লক্ষ টাকার উপর  
ডিপোজিট ১ কোটি ,, ,

ভারতের সর্বত্র উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রের বিল  
আদায়ের ব্যবস্থা এবং ডাকযোগে বা টেলিগ্রাম  
বরাবরে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

## দি ভূগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রিট,

ফোন কলিকাতা ২২৬০ ( তিন লাইন )

পাঁচ বৎসরের ক্যাশসাটিফিকেট

স্থায়ী আমানতের সমান সুদ পাওয়া যায়

চলতি হিসাবের গ্রান্স ইচ্ছামত ভান্ডান যায়

বিক্রয় মূল্য—

৮।০ মূল্য ১০ টাকা

৪১।০ " ৫০ " "

৮২।০ " ১০০ " "

৮২৫ " ১০০০ " "

বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন :—

শাখা : হাওড়া, সালসিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর পাড়া, শ্রীরামপুর, সেওডাকুলী।

মালয়ে রবার চাষে ব্রিটিশ মূলধনের পরিমাণ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। চীনের খনিতে খাতিত ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা ছাড়া নিচুং, কয়লা ও অন্যান্য বিবিধ ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যান্য ১ কোটি পাউণ্ড বিনিয়োগ করা হইয়াছিল। এই হিসাবের মধ্যে মালয়ে ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের হিসাব ধরা হয় নাই। ব্রহ্মদেশে যে কি পরিমাণ ব্রিটিশ মূলধন খাটান হইয়াছে কেবলমাত্র বার্মা অয়েল কোম্পানীর ৩ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনের কথা উল্লেখ করিলেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে একমাত্র তৈলের ক্ষেত্রেই (১৯৩৭ সালের হিসাবে) ২ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড খাটান হইতেছিল। থাইল্যান্ডেও ব্রিটিশ মূলধনের পরিমাণ আনুমানিক ৮ কোটি ডলার হইবে। থাইল্যান্ড ব্রিটেনের নিকট ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের ঋণে আবদ্ধ রহিয়াছে।

### সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের প্রকাশ সম্পর্কে সরকারী আদেশ

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ সালের কাগজ শিল্পের আদেশ অনুসারে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ভারত সরকারের শিল্প ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, ইতিপূর্বে যে সকল সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র প্রভৃতি বৈরত্ন সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হইতেছিল তাহা অপেক্ষা কম সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হইতে পারিবে না।

### কতিপয় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ

মুক্ত ও অতিলাভ নিবারণক অর্ডিন্যান্স অনুসারে ভারত সরকার কতিপয় জিনিষের সর্বোচ্চ বিক্রয়-মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তবে যদি কোন প্রদেশে তালিকায় উল্লিখিত কোন জব্বোর উপর কর ধার্য করা হইয়া থাকে তাহা হইলে, করের অল্পপাতে মূল্য উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া লওয়া চলিবে। তালিকায় উল্লিখিত নিম্নলিখিত জব্বোর মধ্যে কয়েকটি নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল :—  
—ভার্জিনিয়া সিগার (মিডিয়াম) ৫০টির একটিন—  
—১৬/০, ভার্জিনিয়া সিগার (এক্সট্রাশোশাল) ৫০টির একটিন—  
—২১/০, ব্রাক এণ্ড হোয়াইট—৫০টির একটিন—  
—১৬/০, আবছুলা ইম্পিরিয়াল প্রেকারেঞ্চ—৫০টির একটিন—  
—১৬/০, তাস (কারাতান) ৫০, প্যাক, গিলেট ব্রেড (৫ খানির এক প্যাক)—  
—১৬/০, সেভেন ও ব্লক ব্রেড (১০ খানির এক প্যাক)—  
—১৬/০, ভালেট ব্রেড (১০ খানির এক প্যাক)—  
—১৬/০, পার্কীর পেন (জুনিয়র)—৩৬/০, পার্কীর (ডুফোল্ড)—  
—২৬/০, ওয়াটারমান (নিউ মডেল) ৩৫/০, ব্রাকবার্ড পেন (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) ৭/০, কনওয়ে ইয়ার্ট (ছোট)—  
—১০/০, কনওয়ে ইয়ার্ট (মাকারি) ১৫/০,

### তিল চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাস

বর্তমান বৎসর সমগ্র ভারতে মোট ৪১ লক্ষ ৬৭ হাজার একর জমিতে তিলচাষ হইয়াছে, পূর্ব বৎসরের তিলচাষ সম্পর্কে যে সংশোধিত হিসাব

প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসর সমগ্র ভারতে তিল চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৪২ লক্ষ ১৪ হাজার একর। এবৎসর ৪ লক্ষ ৪১ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, গত বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ২৬ হাজার টন; অর্থাৎ এবার গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪ ভাগ বেশী তিল উৎপন্ন হইবে।

### বেঙ্গল-আসাম রেলপথে আমেরিকানদের কর্তৃত্ব

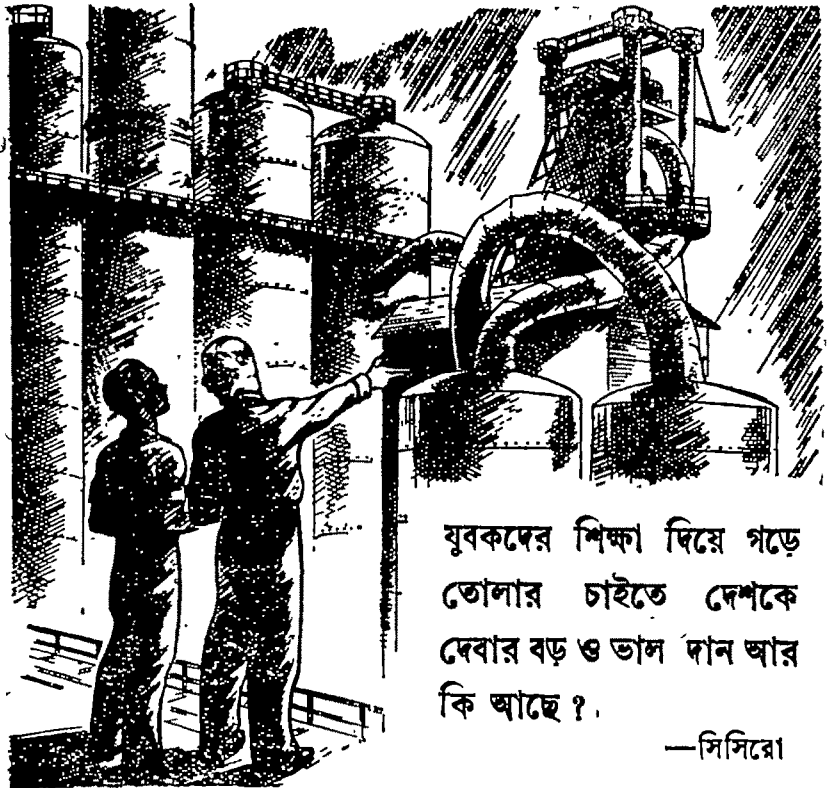
গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীমন্ত অখিলচন্দ্র দত্তের প্রস্তাব উত্তরে তার এডওয়ার্ড বেহুল বলেন যে, বেঙ্গল-আসাম রেলপথের একাংশের উপর যানবাহন চলাচল সংক্রান্ত কার্যাদি নিয়ন্ত্রণের ভার আমেরিকানদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে উহা রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের নিয়ন্ত্রণাধিনেই রাখা হইয়াছে। আমেরিকানরা ইহার অল্প কোন ব্যয়ভার বহন করিবেন না।

### বিভিন্ন স্থানে চাউলের দর বৃদ্ধি

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, প্রায় সর্বত্রই ধান চাউলের দর বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। ঢাকায় চাউলের দর ১৮ টাকা হইতে ২০ টাকা, নোয়াখালিতে ২০/১২ টাকা, কুমিল্লায় ২০ টাকা। এই সকল জেলা বাটতি জেলা, এবং এই সকল জেলায় চাউলের কণ্টোল দর ১৫ টাকা। দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বরিশাল, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলা বাড়তি অঞ্চল। দিনাজপুরে চাউলের দর ১৪, বরিশালে ১৫, জলপাইগুড়িতে ১৭ টাকা। গুলনায় চাউলের দর ১৭, সিয়াজ-পঞ্জের পল্লী অঞ্চলে চাউলের দর ১৫ হইতে ১৭ টাকা। ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থা সম্পর্কে "চাক্র মিহির" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, গত বৎসর এই সময় চাউলের যে দর ছিল, বর্তমানের দর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। সরকারী নিয়ন্ত্রিত দর ১৪ হইলেও ১৬ টাকার কম এখানে চাউল পাওয়া যায় না।

## ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ কর্মী

—মোবনে



যুবকদের শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলার চাইতে দেশকে দেবার বড় ও ভাল দান আর কি আছে ?

—সিসিরো

ইস্পাত-শিল্পের স্থায়িত্ব রক্ষা ও প্রসার করা হচ্ছে আমাদের কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রধান দায়িত্ব।

হাতে কলমে শিক্ষা পাওয়া অভিজ্ঞ লোকেরা জামসেদপুরে যুবকদের এই শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনের পথে পরিচালনা করার ভার নিয়ে ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ সেনাবাহিনী গড়ে তুলছেন।

**TATA STEEL**

টাটা স্টিল

দি টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোং লিঃ, হেড সেলস অফিস : ১০২এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত।

## সাংবাদিকদের জন্য বোনাসের প্রস্তাব

সম্প্রতি সিদ্ধ সাংবাদিক পরিষদের সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বর্তমানে যুদ্ধজনিত কারণে জীবনযাত্রার হার যেরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সাংবাদিকদিগকে বাহ্যতে তিন মাসের বোনাস দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হইল।

## বোম্বাই সরকারের পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনা

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য বোম্বাই সরকার যে পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত হইলে প্রায় দেড় কোটি একর পতিত জমি আবাদ করা সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ১৫ কোটি টাকা ব্যয় পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। প্রদেশের যে সকল অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে সেই সকল এলাকায় পতিত জমি আবাদযোগ্য করিবার জন্য ইতিমধ্যেই কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে। বিজাপুর জিলায় ৭০ হাজার একর অনাবাদী জমি আবাদ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শোলাপুর জেলাতেও ইতিমধ্যে আড়াই হাজার একর জমির উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। প্রকাশ ১৯৪৪-৪৫ সালে এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবার জন্য বোম্বাই গভর্ণমেন্ট ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

## ধান চাউল ও পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের দাবী

গত শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত অম্বৈতকুমার মাসি একটি প্রস্তাবে ধান, চাউল ও পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের দাবী উত্থাপন করেন। আলোচনাস্থে প্রস্তাবটি বিনা ভিত্তিসনে আগ্রহ হইয়া যায়।

## অতি লাভ সম্পর্কিত অভিযোগ

### জানাইবার আফিস

গত সপ্তাহে একটি প্রেসনোট প্রকাশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, ভারত সরকারের অসাময়িক সরবরাহ বিভাগের ডিপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল কলিকাতা নিউমার্কেটের মেইন বিল্ডিং-এ একটি আফিস খুলিয়াছেন। এখানে অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ, অতিলাভ এবং ক্যাশমেরো না দেওয়া সম্পর্কিত অভিযোগ সম্পর্কে শীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। দুইজন অফিসারের উপর এই নতুন আফিসের ভার দেওয়া হইয়াছে, সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত তাহারা পালা করিয়া আফিসে থাকিবেন।

## এম, এস, এম এণ্ড এস, আই রেলওয়ে

এম, এস, এম এণ্ড এস, আই, রেলওয়ে কোম্পানীগণের চুক্তির মেয়াদ ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হইবার কথা কিন্তু স্থির হইয়াছে যে, বর্তমান বৎসরের ৩১শে মার্চ তারিখেই উক্ত চুক্তি বাতিল করিয়া দেওয়া

হইবে এবং আগামী ১লা এপ্রিল হইতেই এই সকল রেলপথের উপর সরকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইবে।

## মহামারী দমনে ভ্রাম্যমান চিকিৎসক

### দল গঠন

গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকার আনাইয়াছেন যে, বাঙ্গলার রোগবিধ্বস্ত পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসাকার্য্য চালাইবার জন্য ২৫০টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসকদল গঠন করা হইয়াছে। প্রধানতঃ বিভিন্ন মেডিকেল স্কুল এবং কলেজের সিনিয়র ছাত্রদিগকে লইয়াই এই চিকিৎসকদলগুলি গঠিত হইয়াছে। এই চিকিৎসক দলগুলি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ম্যালেরিয়া আমাশয়, কলেরা এবং অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করিবে। তাহাদের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ ঔষধ দেওয়া হইবে।

## যুক্ত প্রদেশের উদ্বৃত্ত শুড় সমস্যা

প্রকাশ, বর্তমান মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আগামী মে মাসের মধ্যে প্রতি মাসে যুক্তপ্রদেশ হইতে ৪৭ হাজার টন শুড় বিভিন্ন প্রদেশে চালান দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকাশ, বর্তমান বৎসর যুক্তপ্রদেশে ৩ লক্ষ টন শুড় উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই উদ্বৃত্ত শুড় চালান হইবার অসুবিধার আটক পড়িয়া থাকায় অন্যান্য প্রদেশে যেমন শুড়ের অভাব হইয়াছে যুক্তপ্রদেশে তেমনি শুড়ের দর খুব নামিয়া গিয়াছে।

## অর্থনীতি বিষয়ক নুতন পুস্তক

- (1) **An Introduction to Industrial Psychology**—By May Smith Cassell & Co., Ltd. London. Price 7s. 6d.
- (2) **Handbook of Information**—Edited by John P. Valavi. Published by the Social League, Ernakulam.
- (3) **How to Tackle Beggary**—By John P. Valavi. The Social League, Ernakulam. Price As. 4.
- (4) **District Industrialisation Drive**—By Sir M. Visweswaraya. All India Manufacturers' Organisation, Bombay.
- (5) **Rayon Industry**—Possibilities of its Establishment in India. All India Manufacturers' Organisation, Bombay.
- (6) **Indian Economist**—Monthly Journal. Published from 2/3C, Sitaram Ghose Street, Calcutta. Price each copy As. 8.
- (7) **Poultry in India**—By J. J. Devalois. Christian Literature Society for India. Price As. 10.

## ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলি : ৪১০১

টেলিগ্রাম : "ক্লিয়ারিং"

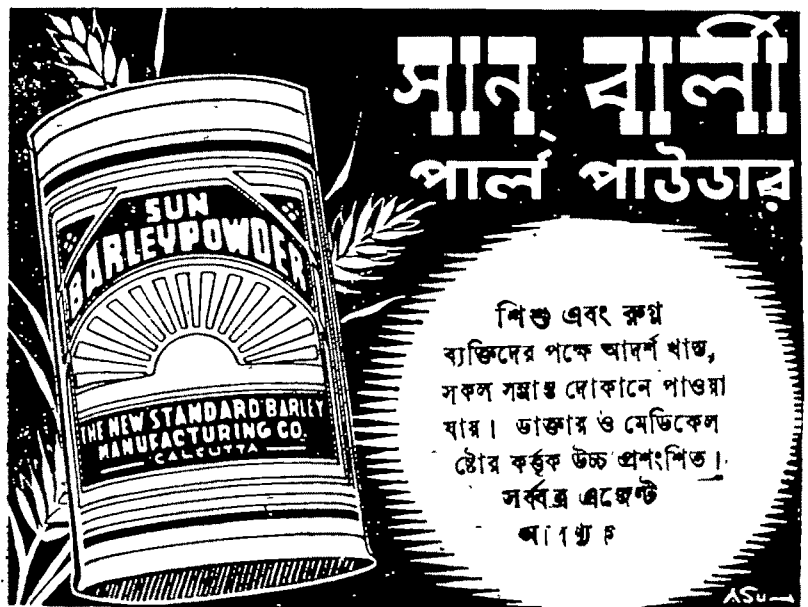
হেড অফিস—৮নং লায়ন্স রোড, কলিকাতা।

বিশিষ্ট ডিরেক্টর বোর্ড পরিচালিত সম্ভ্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

প্রতি ১০০০ টাকার পেজম সার্টিফিকেটে ২০০০ টাকা পাওয়া যায়।

অগ্রাণু নুতন স্কীমের জন্য আজই পত্র লিখুন :—

প্রাক :—ঢাকা, চাইবাসা (B. N. R.), চক্রধরপুর (B. N. R.), রাইপুর (C. P.), দীঘিরপার (ঢাকা), আদারিয়া (করিমপুর), বোম্বাই, নবদ্বীপ ও দক্ষিণ কলিকাতা।



দি নিউ স্ট্যান্ডার্ড বার্লী ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ  
১০৫, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### সুবার্কিন ব্যাঙ্ক লিঃ

সুবার্কিন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব আমরা সম্প্রতি সমালোচনার্থ পাইয়া প্রীত হইয়াছি। উক্ত রিপোর্টে আলোচ্য বৎসরে সুবার্কিন ব্যাঙ্কের আরও উন্নতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ আলোচ্য বৎসর আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবিরোধ ও জাতীয় চর্যোগ-বিপর্যয়ের কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বড় সুবিধার ছিল না। তৎসত্ত্বেও উক্ত ব্যাঙ্কের আয়মানতের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি উহার সুদক্ষ পরিচালনারই পরিচায়ক। ব্যাঙ্কটির সুনায়েমের মূল্য রহিয়াছে উহার সহজে নগদে পরিবর্তন-যোগ্য ও নিরাপদজনক অর্থ বিনিয়োগে। আলোচ্য বৎসরে সুবার্কিন ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ হাজার ৮৭৬ টাকা। এই মুনাফা হইতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর-গণ ১ হাজার ৫২৫ টাকা মজুত তহবিলে রাখিয়া অংশিদারগণকে সাধারণ শেয়ারের উপর বার্ষিক শতকরা ৬।০ আনা হারে ৩ হাজার ৫৫২ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের এবং অবশিষ্ট ২ হাজার ৭২৭ টাকা পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের টানিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

উক্ত বার্ষিক রিপোর্টে গত ১৯৪৩ সালে ৩০শে জুন তারিখে সুবার্কিন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট দায় দেখান হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪৭৯ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দাঁকাগুলি নিম্নরূপ:—হাতে নগদ ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা; ব্যাঙ্কে চলতি জমা ৩ লক্ষ ৭৯

হাজার টাকা; হাতে সোণার পরিমাণ ৯ হাজার ৪৬৭ টাকা; কোম্পানীর কাগজে ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; আলবাবপত্র ২৬ হাজার টাকা; জমি ১৫ হাজার টাকা; মোটর গাড়ী ৮ হাজার ৭৬৭ টাকা; আদায়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদজনক ঋণদানে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা।

এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট হইতেই সুবার্কিন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পরিচালকমণ্ডলীতে ধীহারা রহিয়াছেন তাঁহারা যে সুদক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

### হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৪ঠা অপ্রায়ে ১৫৮-বি ধর্মতলা স্ট্রীটে (শ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে) হাজরাদী ব্যাঙ্কের ধর্মতলা শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ শত লোক এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থে সমাগত অতিথিবৃন্দকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

### ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ও কমার্স এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র রায় এম-এল-এ সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ এবং কমার্স এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ এর ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন। বাঙ্গালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অগ্নি-বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে কমার্স এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ সর্বপ্রথম।

### সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেড সম্প্রতি দিনাজপুর জেলার বাজুরঘাটে এবং রংপুর জেলার অন্তর্গত বি এন্ড এ রেলওয়ের বিশিষ্ট কেন্দ্র সৈদপুরে নতুন শাখা অফিস খুলিয়া সর্বপ্রকার ব্যাঙ্ক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এই দুইটি ছাড়াও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রে উক্ত ব্যাঙ্কের ৮টি শাখা রহিয়াছে। কলিকাতায় ৩টি, ২৪ পরাগণায় ৩টি এবং বেনারস ও এলাহাবাদে একটি করিয়া শাখা রহিয়াছে।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এ্যালবিসন জুট মিলস কোং লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৩৮ টাকা। বজ্জ জুট মিলস কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম বার্ষিক শতকরা ১০৮ টাকা। গ্র্যান্ডমাল কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৬।০ আনা। কাগপুর সুগার ওয়ার্কস লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ২৫৮ টাকা। প্রতাবপুর কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ১০৮ টাকা। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ১৮ টাকা। বোনাস সহ কাইনাল ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ৬।০ আনা। আগরপাড়া কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৫৮ টাকা।

## ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের ব্যাঙ্ক সুবিধাজনক সর্বাদিতে আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিবিধ প্রকার কাজ করিয়া থাকে। অমুমোদিত সিকিউরিটি বন্ধকে লোন, ওভারড্রাফট ও ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হইয়া থাকে।

আমাদের ব্যাঙ্কে চলতি ও স্থায়ী আমানত, সেভিংস একাউন্ট, ক্যাশ সাউকিবেক ও প্রভিডেন্ট ডিপোজিট খুলিবার সর্বপ্রকার সুবিধা ও সুযোগ রহিয়াছে।

পূর্ক প্রদান প্রদান ভারতের ব্যবসা কেন্দ্রে এবং বহু গ্রামাঞ্চলেও আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা রহিয়াছে এবং আমাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও আমানতকারি-গণের পক্ষে হইয়া আমরা যথাসময়ে বিল আদায়ের ভার লইয়া থাকি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ দত্ত। ৩

## ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

স্থাপিত—১৯০৬ (আগষ্ট)

১৯৪১ সালের দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশনে যে হারে বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা ভারতে বিদ্যোষিত সর্বোচ্চ হারের অন্ততম।

### বোনাস

| প্রতি বৎসর                               | প্রতি হাজারে       |
|------------------------------------------|--------------------|
| আজীবন বীমায়                             | ১৬ টাকা            |
| মেয়াদী বীমায়                           | ১৩ টাকা            |
| লাইফ কাণ্ড                               | ৩,৩৩,০০০ টাকার উপর |
| মোট সম্পত্তি                             | ৪,৬৩,০০০ " "       |
| (৩০.৬.৪৩ তারিখের হিসাবানুযায়ী)          |                    |
| ১৯৪০ সালের প্রথম অর্ধ বৎসরে লাইফ কাণ্ডের |                    |
| পরিমিত অর্থ আরও ৫০,০০০ বর্দ্ধিত হইয়াছে। |                    |

বিশেষ সর্বোত্তম প্রিভিলেজস্ টেন্ডেন্স আবশ্যক।

এন. সি. দত্ত, এম. এল. সি., চেয়ারম্যান।

# বাজারের হালচাল

## টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা পূর্ব সপ্তাহে বেরূপ ছিল সেদৃশই রহিয়া গিয়াছে। টাকার প্রচুরতম স্বচ্ছলতা ছাড়া আনাইবার আর কিছু নাই বলিলেই চলে। ব্যাংকসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের বড়ারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের হ্রদের হার কলিকাতায় ১০ আনা ও বোম্বাই-এ ১০ আনায় পূর্বের স্তায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারের অবস্থারও পূর্বের-তুলনায়-বিশেষ কোন উন্নতি বা পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। এবার কিঞ্চিৎ রপ্তানী বিলের কারবার হইয়াছে।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২৮/৩ পাই দরের সমুদয় এবং ২২৮/০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৬১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ৮০ আনা ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং ১৪ই তারিখে অস্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আবেদন গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অস্তান্ত সর্ব পূর্বের স্তায়।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে যুক্তপ্রদেশ সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২৮২ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ৮০ আনা ধার্য করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার-সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৫৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী

সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৫৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০২ কোটি ৯৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১০৫ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ২৩ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে ঐরূপ ধারের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অস্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৪ কোটি ৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্রহ্ম সরকার ও অস্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৬৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ও ১৭ কোটি ৭৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| টেলিঃ হস্তি (প্রতি টাকায়) | ১ শিঃ ৫৪ ১/২ পে |
| ঐ দর্শনী                   | ১ শিঃ ৫৪ ১/২ পে |
| ডি এ ৩ মাস                 | ১ শিঃ ৬৪ ১/২ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)     | ৩০২৮০           |

## কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১১ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণও খুব কম হইয়াছে। বোম্বাই শেয়ার বাজারে মন্দা এবং ভারতের পূর্ব উপকূলের কয়েকস্থানে জাপানী বিমান আক্রমণের ফলেই বোম্ব হয় কলিকাতার শেয়ার বাজারেও মন্দার ভাব সংক্রান্ত হইয়াছে। অবশ্য আলোচ্য সপ্তাহে আরাকান অফলে শক্তবাহিনীর কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াও যে বাজারের উপর কিছুটা না পড়িয়াছে তাহা নহে, তবে সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে কিছুটা উন্নতির ভাব দেখা গিয়াছে। তবে বাজারে বরাদ্দ প্রকাশিত হইবার পূর্বে কাজ-কারবার খুব বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে সাধারণ ভাবে কোম্পানীর কাগজের বাজারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। ৩১০ হ্রদের কোম্পানীর কাগজ ৯৯।০। ৩৭ হ্রদের কোম্পানীর কাগজ ৮৯/০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। মেয়াদী ঋণ পত্রের মধ্যে (১৯৪৫-৫২) ১০০/০। ৩৭ হ্রদের (১৯৪৬) ১০২।০। ৩৭ হ্রদের (১৯৪৭-৪৮) ১০০/০। ৩৭ হ্রদের (১৯৪৮-৪৯) ১০০/০। ৩৭ হ্রদের (১৯৪৯-৫০) ১১২।০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের ঋণপত্রের মধ্যে ৩৭ হ্রদের ইউ. পি. (১৯৫২) ২২।০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

**ই.ই.উ.ডি.**  
নান্দিনা

**ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক**

লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক  
কার্যকরী মূলধন ... ১২ ১/২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপুরা স্টেট), আঠারবাড়ী; নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, ঢাকা ও কটক।

চেয়ারম্যান—শ্রীযুত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

জি, চৌধুরী—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।



### ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজারে স্থিরভাবে চলছে ছিল। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৩১, ভারত ব্যাঙ্ক ১২০, ক্যালকাটা জাশনাল ব্যাঙ্ক—১৩৫, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—১৯০৫, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১৬০, হিন্দ ব্যাঙ্ক—৫৭ মূল্যে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে তেজীর ভাবই লক্ষ্য করা গিয়াছিল, পরে শেয়ার বাজার সাধারণ ভাবে মন্দা হইয়া পড়ায় কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারেও মন্দার ভাব ছড়াইয়া পড়ে। কানপুর টেক্সটাইল—১৫০, ডানবার—৩২০, এলগিন—৮৭, নিউ ভিক্টোরিয়া ১০১, কেশোরাম—২০০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

### কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বিভাগে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। কিন্তু গত ১১ই তারিখ ঘোষণা করা হইয়াছে যে খনি হইতে উত্তোলিত সমস্ত কয়লা নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়, সরবরাহ এবং বণ্টনের সমস্ত দায়িত্ব পূর্ণবৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়াছেন। খনিসমূহে কয়লা উত্তোলনের

পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সংবাদে পর কয়লা খনির শেয়ারের দর কিছু বৃদ্ধি পাইতে পারে। এ্যামালপেমেন্টেড—৪৫০, বেল্ল—৫৮০, বোকারো এণ্ড রামগড়—৩২০, বরাকর—৩১৫, ভালপোড়া—১৫৫, বেমো মেন—২২০, ইকুইটেবল—৫২০, রাণীগঞ্জ—৪১০, ওয়েস্ট আমুরিয়া ৪৭ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

### পাটকল

পাটজাত জব্বের সর্বোচ্চ মূল্য আরও নিম্নতর হারে বাধিয়া দেওয়া হইবে এইরূপ জব্ব রটার আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে পাটকলের শেয়ার বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়। মিল-সমূহে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিদেশ হইতে আরও বেশী অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনার কলে বাজারে আবার স্থির ভাব ফিরিয়া আসে। ম্যাংলো ইণ্ডিয়া ৪২১, অকল্যাণ্ড ৩১১, বালী ৩৭৫, ক্লাইভ ৩৪০, হাওড়া ৬২০, কামারহাটি ৬১০, কাকিনাড়া ৫২২, নদীয়া ১২৬ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের দিকে লোকের ঝোঁক দেখা যায় নাই। কাজেই যে সকল কোম্পানীর শেয়ার

খুব বেশী ক্রয় বিক্রয় হয় সেগুলির দরও কিছু পড়িয়া যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ষ্টিল ৩৭০, টিল কর্পোরেশন ২৮, বার্ব এণ্ড কোং ৪১৩, ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আরম্প ১৯০, জেসপ এণ্ড কোং ২০০, জাশনাল আরম্প এণ্ড ষ্টিল ১৪০, কুমারখুবা ইঞ্জিনিয়ারিং ২০০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার খুব কমই বিকিকিনি হইয়াছে। বেল্ল ১২০, কের এণ্ড কোং ৩১০, কানপুর সুগার ৪২০, পোয়ালিয়া ২৮০, ইউপি সুগার ৩৪০ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বাজারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং বিকিকিনিও খুব কম হইয়াছে। হাসিমারা ৭৬, বিশ্বনাথ ৪২, হাতিকীড়া ৩২, তেজপুর ১৯০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### কাগজের কল

টিটাগড় পেপার ২২৫, মহীশূর ৩১০, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্ল ২০১ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

## ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯

এই ব্যাঙ্কের নতুন ও পুরাতন পৃষ্ঠপোষকবর্গের প্রতি—আপনারা বরাবর যেভাবে এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছেন, উল্লেখ্য আমরা আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের উপর আপনারা যে বিশ্বাস ও আস্থা অটুট আছে, সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত আছি। আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, এই ব্যাঙ্ক ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে সিডিউলড হইয়াছে (ইন্ডিয়া গেজেট, নোটিফিকেশন তারিখ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৪)।

বর্তমানে আমাদের ধর্মোপ সন্মোহন সুবিধা রহিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে আপনারদের সুস্থভাবে সেবা করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস করি। এক্ষণে আপনারদের নিকট আমরা আমাদের কর্মনীতি উপস্থাপন করিতেছি। আশা করা যায়, বরাবরের ন্যায় আপনারদের সহযোগিতা পাইতে থাকিলে ক্রমোন্নতি এই দ্বারা অব্যাহত থাকিবে।

এল পি রায় চৌধুরী,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

হেড অফিস—১২নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর, বন্দরমান, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর এবং ঢাকা।

## নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

ফোন ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

### চিঠাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| অমুসোদিত মূলধন       | ৫০,০০,০০০   | টাকা      |
| বিক্রীত              | ২৫,০০,০০০   | টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত            | ২০,০০,০০০   | " "       |
| গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি | ১,৩২,০০,০০০ | " "       |
| আমানত                | ৪,০০,০০,০০০ | " "       |
| কার্যকরী মূলধন       | ৪,৫০,০০,০০০ | " "       |

(১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত—অডিটসাপেক্ষ)

(ক এন দালাল,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

নিম্নলিখিত—

স্থাপিত—১৯৩৫

ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাংলো জেম, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বেয়ার স্ট্রীট (কলিকাতা)

বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (ইউপি)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম বি ঘোষ দস্তিদার।

এস, চৌধুরী  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

মিঃ অশ্বিনচন্দ্র দত্ত, এম. এল. এ, কেন্দ্রীয়

৬২৮/০ ৬৩০/০; ৬ই—৬২২/০ ৬২৩/০ ৬২৮/০;  
 ৭ই—৬১৭/০ ৬২০/০ ৬১৫/০; ৮ই—৬১৪/০  
 ৬১৩/০ ৬১০/০; ৯ই—৬২২/০ ৬১৭/০ ৬১৮/০।  
 কাঁকিনাড়া ওরা ফে:—২২০/০ ২১৯/০ ২১৮/০;  
 ৪ঠা—২২৩/০ ২২৮/০ ২২২/০ ২৩০/০  
 ২৩০/০; ৭ই—২২০/০ ২১৮/০। ল্যান্স  
 ডাউন ৭ই—২২০/০ ২২১/০ ২২১/০ ২২২/০  
 ২২৩/০; ৬ই—২২১/০; ৭ই—২১৪/০। নৈহাটী  
 ওরা—৩১৬/০; ৪ঠা—৩২৮/০ ৩২২/০ ৩২২/০;  
 ৭ই—৩১৮/০; ৯ই—৩২০/০। জাশনাল ওরা—  
 ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০; ৪ঠা—৩১৫/০; ৬ই—৩১৮/০;  
 ৭ই—৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০; ৮ই—  
 ৩০৮/০ ৩১০/০; ৯ই—৩১০/০। নদীয়া  
 ওরা—১২৭/০ ১২৬/০ ১২৬/০ ১২৮/০ ৪ঠা—  
 ১২৮/০ ১২৮/০ ১২৭/০; ৬ই—১২৭/০; ৭ই—  
 ১২৭/০ ১২৬/০; ৮ই—১২৫/০; ৯ই—১২৫/০  
 ১২৬/০। জুরা ওরা—১৮০/০ ১৮০/০ ১৮০/০  
 ১৮০/০ ১২০/০ ১২০/০; ৪ঠা—১২০/০ ১২০/০  
 ১২০/০ ১২০/০ ১২০/০ ১২০/০; ৬ই—১২০/০  
 ১২০/০ ১২০/০ ১২০/০ ১২০/০; ৭ই—১২০/০  
 ১২০/০ ১২০/০; ৯ই—১৮০/০ ১৮০/০ ১৮০/০।

### রেলপথ

আড়া-সাগরাস ৪ঠা—৮০/০। বারাসত-  
 বসিরহাট ৬ই—৮০/০। দার্জিলিং-হিমালয়ান  
 ৬ই—১১৮/০; ৮ই—১১৮/০ (প্রেক); ৯ই—  
 ১০৫/০। দিল্লী-সাহারনপুর ৯ই—২২০/০।

### খনি

রিসরা লাইম ৪ঠা—১৫০/০; ৭ই—১৪৬/০।  
 বর্ষা কর্পোরেশন ওরা—৪/০ ৪/০ ৪ঠা—৪/০  
 ৪/০; ৬ই—৪/০ ৪/০; ৭ই—৪/০ ৪/০; ৮ই—  
 ৩/০ ৩/০; ৯ই—৩/০ ৩/০। ইণ্ডিয়ান  
 কপার ওরা—৩/০ ৩/০ ৩/০ ২/০; ৪ঠা—৩/০;  
 ৬ই—৩/০; ৭ই—৩/০; ৮ই—২/০ ৩/০;  
 ৯ই—২/০ ৩/০। করণপুর ডেভেলপমেন্ট  
 ওরা—২৪/০; ৭ই—২৩০/০; ৯ই—২৩০/০।

### কাগজের কল

ইণ্ডিয়ান পেপার পান ৪ঠা ফে:—২৩২/০  
 ২৩৩/০; ৭ই—২৩০/০ ২৩১/০। মহীশূর ওরা  
 ফে:—৩১০/০। ওরিয়েন্ট ৬ই ফে:—৩৫০/০ ৩৫০/০।  
 শ্রীগোপাল ৭ই ফে:—২৫০/০ ২৫০/০; ৮ই—

২৫০/০ ২৫০/০; ৯ই—২৫০/০ ২৫০/০। ষ্টার পেপার  
 ৪ঠা ফে:—২৪০/০ ২৪০/০; ৮ই—২৪০/০। টিটাপড়  
 ৪ঠা ফে:—৩০/০ ৩০০/০; ৬ই—৩০০/০ ৩০০/০;  
 ৭ই—৩০০/০ ৩০০/০; ৮ই—৩০০/০; ৯ই—৩০০/০  
 ৩০০/০।

### রবার

চাংকত্ সারদা ৮ই ফে:—৪২ সেন্ট।

### চিনির কল

বলরামপুর ওরা ফে:—১৮০/০ ১৮০/০;  
 ৪ঠা—১৮০/০ ১৮০/০; ৬ই—১৮০/০; ৮ই—১৮০/০  
 ১৮০/০। কের এন্ড কোং ওরা ফে:—৩০০/০  
 ৩০০/০; ৪ঠা—৩১০/০ ৩২০/০; ৬ই—৩১০/০  
 ৩১০/০; ৭ই—৩১০/০ ৩১০/০; ৮ই—৩১০/০  
 ৩১০/০; ৯ই—৩১০/০। কানপুর ওরা ফে:—৪২/০  
 ৪৩/০; ৪ঠা—৪৩/০ ৪৩/০; ৭ই—৪২০/০।  
 চম্পারন ৪ঠা ফে:—৪৫০/০ ৪২০/০; ৬ই—৪৫০/০;  
 ৭ই—৪২০/০; ৮ই—৪২০/০ ৪২০/০। ভারতীয়া  
 ওরা ফে:—৩৩০/০। প্রতাপপুর ৪ঠা ফে:—  
 ২৭০/০ ২৭০/০; ৬ই—২৭০/০; ৭ই—২৭০/০  
 ২৭০/০। সমষ্টিপুর ওরা ফে:—২২০/০; ৬ই—  
 ২২০/০; ৭ই—২২০/০ ২২০/০; ৮ই—২২০/০ ২২০/০;  
 ৯ই—২২০/০ ২২০/০। শ্রীতলপুর ৭ই ফে:—১৮/০;  
 ৯ই—১৭০/০ ১৭০/০। ইউ পি ওরা ফে:—৩৫০/০  
 ৩৫০/০; ৪ঠা—৩৫০/০ ৩৫০/০; ৬ই—৩৫০/০ ৩৫০/০;  
 ৭ই—৩৫০/০ ৩৫০/০; ৮ই—৩৫০/০; ৯ই—৩৫০/০।

### চা-বাগান

বানরহাট ৪ঠা ফে:—৮৮০/০ ৮৮০/০। ভাত  
 খাওয়া ওরা ফে:—৭৫/০। বিশ্বনাথ ৬ই ফে:—  
 ৪২/০; ৯ই—৪২/০। বড়পুখুরী ৪ঠা ফে:—২৮/০  
 ২৮০/০। সেন্ট্রাল কাছার ৪ঠা ফে:—১১০/০।  
 দার্জিলিং টা এন্ড সিঙ্কোনা ওরা ফে:—৩৩২/০  
 ৩৩৩/০; ৬ই—৩৩২/০; ৮ই—৩২৮/০ ৩২২/০।  
 ইষ্টার্ন কাছার ওরা ফে:—১৫০/০; ৪ঠা—১৫০/০  
 ৬ই—১৫০/০। এলেনব্যারী ৭ই ফে:—৫৭৫/০  
 ৫৭৪/০; ৯ই—৫৬৮/০। হাঁসকোয়া ওরা ফে:—  
 ১৭০/০ ১৭০/০; ৪ঠা—১৭০/০ ১৭০/০; ৭ই—১৭০/০  
 ৮ই—১৭০/০। হস্তাপাড়া ৪ঠা ফে:—৭৭০/০;  
 ৭ই—৭৭০/০ ৭৭০/০; ৮ই—৭৬৫/০ ৭৬৬/০।  
 হাসিমারা ৪ঠা ফে:—৭৭০/০ ৮ই—৭৬০/০। হাতীকীরা

ওরা ফে:—৩২/০ ৩২০/০; ৪ঠা—৩২/০ ৩২০/০;  
 ৮ই—৩২০/০ ৩২০/০; ৯ই—৩২০/০। জয়বীরপাড়া  
 ৯ই ফে:—৪৩০/০। কর্ণকুলী ওরা ফে:—৩৩/০;  
 ৪ঠা—৩৩/০; ৬ই—৩৩/০। নিউ টেরাই ৪ঠা  
 ফে:—৩২/০ ৩২০/০; ৬ই—৩২০/০। উদলাবাড়ী  
 ওরা ফে:—৪০/০; ৬ই—৪০/০; ৭ই—৪০/০।  
 পাত্রকোলা ৯ই—১১০৫/০। রাজমাটি ওরা  
 ফে:—৪০৬/০। সোনাই রিভার ৪ঠা ফে:—২৬০/০  
 ২৬০/০। ভেজপুর ওরা ফে:—১২৫০/০ ১২৫০/০;  
 ৪ঠা—১২৫০/০ ১২৫০/০; ৬ই—১২৫০/০ ১২৫০/০; ৭ই—  
 ১২৫০/০; ৯ই—১২৫০/০ ১২৫০/০ আনা।

### বিবিধ

এ্যানুনিয়াম কর্পোরেশন ৭ই—২১০/০;  
 ৯ই—২০০/০। আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ওরা—  
 ১৬০/০ ১৬০/০; ৪ঠা—১৬০/০ ১৬০/০; ৬ই—

## ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮-৬৯  
 হেড অফিস—৭, ওয়েললেসলী প্লেস, কলিকাতা  
 সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

রিলিগুত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
 বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”  
 আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”  
 আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
 (১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যত্ননাথ রায়  
 সুবিধাজনক সর্বোপায় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
 যাবতীয় কাজ করা হয়।  
 নিয়মাবলী ও সর্ব অসুস্থজ্ঞানে জানা যায়  
 শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),  
 মারামগঞ্জ এবং ঢাকা  
 পে-অফিস : মিরকাছিম  
 প্রিন্সনাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,  
 (ক্লাইভহাট ষ্ট্রীট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে)  
 কলিকাতা।

শাখাসমূহ—

ঢালা, দমদম, বরানগর,  
 আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম, এ, বি-এল

### শোলোকভের বিখ্যাত উপন্যাস

The Don Flows Home To The Sea-এর অনুবাদ

## সাগর সংগমে ডন নদী

অনুবাদক—সুধীন্দ্রনাথ সরকার

সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটিল সহ সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠার সুবহুৎ গ্রন্থ  
 (মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র)

—প্রাপ্তিস্থান—

জাশনাল বুক এজেন্সী—১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,  
 বঙ্গপা বাবলিশিং হাউস—৭২, হারিসন রোড,  
 পূর্ববী পাবলিশিং—৭২, হারিসন রোড এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পুস্তকালয়  
 প্রকাশক—শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী,  
 ২০৩৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[ এই লেখকের অনূদিত ডন নদীর গতি পথে-এর ২য় সংস্করণ বহুত ]

১৬৫/০ ১৭; ৮ই—১৬৫/০ ১৬৫০; ৯ই—১৬৫/০ ১৬৫০। ব্রিটিশ বার্মা পেট্রোল তরা—৩০; ৪ঠা—৩০/০; ৫ই—৩০/০; ৮ই—৩০/০। বি আই কর্পোরেশন তরা—৬৫/০; ৪ঠা—৭; ৭ই—৬৫/০; ৮ই—৬৫/০; ৯ই—৬৫/০। ক্যালকাটা ট্রাম ৮ই—২৬৫/০। ডালমিয়া সিমেন্ট ৮ই—১৮৫/০; ৯ই—১২০/০ ১২০/০। ইণ্ডো-বার্মা পেট্রোল ৭ই—৬৮; ৮ই—৬৮; ৯ই—৬৭৫। রোটার ইণ্ডাস্ট্রিজ (প্রেক) ৭ই—১২০৫; ১৮২; ৯ই—১৮২। ক্যালকাটা সেক ডিপোজিট ৭ই—২৫; ৮ই—১০। ফিরপো লি: ৮ই—১৪৫; ১৪৫।

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। এই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিমণ্ডলীর বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত এতদিনে প্রকাশ করা হইয়াছে। বাংলা সরকারের ইচ্ছাচার দৃষ্টে আনা যায়, আগামী মরসুমের জন্য গবর্ণমেন্ট ১৯৪০ সালের

পাট চাষের জমির শতকরা ৫০ ভাগ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দিবেন। এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পরে এবার পাটের বাজারে কিছুটা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই সাময়িক প্রতিক্রিয়া কাটিয়া যাইতে দেয়ী হয় নাই। বাজারে আবার স্বাভাবিক মনোভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার মূলে একাধিক কারণ কাজ করিতেছে। গবর্ণমেন্ট ১৯৪০ সালের অর্ধেক পরিমিত জমিতে পাট চাষের অনুমতি দিলে পাটের চাহিদা অনিশ্চিতবিধায় প্রকৃত-প্রস্তাবে আরও কম পরিমাণ জমিতে পাট বোনা হইবে বলিয়া লোকের ধারণা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ খাদ্যশস্যের, বিশেষ করিয়া ধান-চালের মূল্য এখনও এতই চড়া রহিয়া গিয়াছে যে স্বভাবতঃই বহু পাট-চাষী ধান চাষের দিকেই ঘুরিয়া পড়িবেন।

এবার আগল পাটের বাজারেও বিশেষ কর্মতৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। কাজকারবারের পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। মিল মালিকগণ পাট খরদের বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন না। অবশ্য বহু বিক্রেতা পাট হাতছাড়া করিবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। পাকা বেল বিভাগে সপ্তাহের শেষার্ধ্বে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান জাত তোষা মিডল ও বটোম প্রক্রিয়ণ যথাক্রমে ১৬৫০ আনা ও ১৩৫০ আনার ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোমের দর ছিল যথাক্রমে ১৫৫০ আনা ও ১২৫০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহে খেলে ও চটের বাজার তেজী ছিল। সর্বোচ্চ দরেও বিক্রেতাদের অনেক মাল হাত ছাড়া করিতে নারাজ ছিলেন। খেলে ও চটের বাজারে কোন কোন মহলে পাটচাষ সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তে নৈরাশ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন পাটজাত দ্রব্যের যে সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দিয়াছেন তাহার রদ বদল হইবে না বলিয়া অন্ততঃ খেতাজ-মহল আশান্তরসা ছিল। এবার ৯নং পোর্টার ও ১১নং পোর্টার যথাক্রমে ২১৫০ আনা ও ২৮৫ আনার ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

## ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস :

২০।১সি, লালবাজার স্ট্রিট,  
কলিকাতা

শাখাসমূহ :

ভাঙ্গা ও গোপালগঞ্জ

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য আমরা  
করিয়া থাকি।

চেয়ারম্যান—

ডাঃ এম. এম. চাটার্জী

ভারত-রক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার  
শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

## দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—ভবানীপুর :: কলিকাতা।  
গ্রাম—“রেনবো” কলিকাতা :: স্থাপিত—১৯৩১ :: কোন : পি কে ২৬৮১

### মূলধন

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| অনুমোদিত—       | ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) |
| বিভীত—          | ৮,১৪,১৫০ ...                 |
| আদায়ীকৃত—      | ৩,৮২,৩৮৩৫০ ...               |
| কার্যকরী ফাণ্ড— | ৬০,০০,০০০ (ষাট লক্ষের উপর)   |

### ভিভিভেড

১৯৪১—শতকরা ১০ টাকা :: ১৯৪২—শতকরা ৭।১০ টাকা

১৯৪৩ সালে আরও বেশী আশা করা যায়।

প্রতিধানি ২৫ টাকা মূল্যের মাত্র ৪৮,০০০ সাধারণ শেয়ার  
(মোট মূল্য ১২ লক্ষ টাকা) এক্ষণে বিক্রয় করা হইবে।

৬ মাসের মধ্যে প্রতি শেয়ার বাবদ ১৫ মাত্র আদায় করা হইবে। আবেদনপত্রের সহিত প্রতি শেয়ার বাবদ ৩ টাকা এবং প্রবেশ-ফি বাবদ ১ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩১শে মার্চের পূর্বে শেয়ারের মূল্যেই শেয়ার বিক্রয় হইবে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন :—

হেড অফিস :—ভবানীপুর, কলিকাতা, অথবা যে কোনও ব্রাঞ্চে—ডালহৌসী—নর্টন বিল্ডিংস, বড়বাজার—২০৪, হারিসন রোড, শিয়ালদহ—বৈঠকখানা বাজার, হাওড়া—বেলিলিয়াস রোড, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, ইছাপুরা (ঢাকা), মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, রাঁচি, পুরুলিয়া, বলরামপুর (মানভূম), ভাগলপুর, সখলপুর, জামশেদপুর, জুগসলাই ও সাঁকচী, ঝরিয়া, কাতরাসগড়, আসানসোল, বেরহামপুর (গজাম), পুরী, খুরদা রোড, কটক—চৌধুরীবাজার ও মঙ্গলাবাগ—তেজপুর, চারালী (দরং), শ্রীহট্ট, গোহাটী, বেনারস ও জৌনপুর (ইউ, পি, ) নাগপুর (সি, পি, )।

মিঃ বি. মুখার্জী—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

(এতৎসম্পর্কে ইচ্ছা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতিদানকরে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে প্রদত্ত কোন রিপোর্ট অথবা মতামতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না)।

পাবলিসিটি অফিসার—মিঃ এল. এম. চক্রবর্তী।

D.B. I. 44.

ফোন-ক্যাল ২৭৬৭

গ্রাম-জনসম্পদ

## প্রতিজিয়ায়ল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস—দিল্লী

সেন্ট্রাল অফিস—

৩নং ম্যাক্সো লেন, কলিকাতা

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস



## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে দ্রবের ঘনঘন উঠানামা পরিলক্ষিত হইয়াছে। সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে বেশ মন্দার ভাব দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, কাপড়ের দর আরও হ্রাস করিবার সম্ভাবনার কথা শুনা বাইতেছে এবং ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটি

তুলার সর্বনিম্ন দর আরও বাড়াইয়া দিবার জন্ত যে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহাতে গবর্ণমেন্ট রাজী হইবেন না বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। মিলওয়ালারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণে তুলা ক্রয় করিতেছেন। সপ্তাহের শেষভাগে কাজকারবারের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময় ঝরিলা মার্চ ৪৭১।০ আনা, মে ৪৭০. টাকা ও জুলাই ৪৭৪।০ আনার বিকিকিনি হইয়াছে।

পূর্বসপ্তাহের শেষভাগে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৪৭৪।০ আনা, ৪৭৩।০ আনা ও ৪৭৭. টাকা।

টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের আগামী বৈঠকে কাপড়ের দর আরও কম করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এইরূপ আশঙ্কায় এবার কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। বাহির হইতে বস্ত্রাদির আমদানী প্রচুর পরিমাণে আগিতে থাকিবে এবং দুইতিন মাস কাল পরে

# চতুর্থ ডিফেন্স লোন

১৯৫৬-১৯৫৫

## শতকরা ৩ টাকার

## এখনই ক্রয় করুন

এ লোন আজ আপনি যে-দামে ক্রয় করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫০ সালের পর এবং ১৯৫৫ সালের পূর্বে ভাড়াতে পারবেন। টাকার কোনও নির্দিষ্ট সীমা আপনাকে মানতে হবে না। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত যত খুশি ক্রয় করতে পারেন। সুদ অর্ধ বৎসর হিসাবে ১৫ই জানুয়ারী ও ১৫ই জুলাইয়ে পাবেন, কিন্তু তারজন্ম ইনকাম ট্যাক্স ও সারচার্জের বিধান মেনে নিতে হবে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জুলাই পর্যন্ত অর্ধ-বৎসরিক সুদ ঐ বৎসরেরই ১৫ই জুলাই তারিখে দেওয়া হবে বলে প্রবর্তনমূল্যের হার প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হিসাবে বেশী লাগবে। কারণ তা না হলে গচ্ছিত সাপ্তাহিক সুদের কোনও কিম্বা মিলবে না। নথিপত্রের জন্ম আবেদন করুন—নিজস্ব ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বম্বে, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাস; ইম্পিঅ্যান্ডাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ান শাখা সমূহ এবং গবর্ণমেন্টের ট্রেজারী—এইসব স্থানে।

লোকের প্রয়োজনাক্রম বস্ত্র সরবরাহে আর সেরূপ সম্ভাব্য থাকিবে না, এই সংবাদও বাজারের মন্ডার ভাবের অন্ততম কারণ। কোন কোন প্রেক্ষণিক কাপড়ের স্থানীয় মজুত পরিমাণ কম না থাকিলে এবার বস্ত্রের দরে আরও অবনতি ঘটত সম্ভব নাই। এবার কাজকারবারের পরিমাণ সম্ভাব্য-জনক হয় নাই। ক্রেতামহলের অধিকতর আগ্রহ দেখা যাইতেছে মোটা কাপড়ের দিকে। এবার কিঞ্চিৎ ভবিষ্যতের সর্বোচ্চ কাজকারবারও হইতে দেখা গিয়াছে।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১১ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। দরও খুব সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যে ওঠা-নামা করিয়াছে। প্রতি ভরি ৭৯ টাকা দরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহার যত চাহিদা তত সোণাই বিক্রয় করিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সোণা বিক্রয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে সম্মতি কেন্দ্রীয় পরিষদে অর্থমন্ত্রি যে জবাব দিয়াছেন তাহাতে নূতন কোন সংবাদ জানা যায় নাই। তবে এইটুকু বোঝা গিয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে যে সোণা বিক্রয় করা হইতেছে তাহা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নিকট হইতে প্রাপ্ত। ব্রিটিশ এবং মার্কিন গভর্ণমেন্টের মধ্যে এসম্পর্কে যে সর্তাদি স্থিরীকৃত হইয়াছে তদনুসারেই এই স্বর্ণ বিক্রয় করা হইতেছে। তবে সর্বশেষ যে কি

তাহা জানিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে সোণার দর গিয়াছে ৭৯/০ এবং কলিকাতা বাজারে দর গিয়াছে ৭৯৮/০ আনা।

## রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে খুব কর্মচঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, এবং দরও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। রূপার বাজারে সরকারী হস্তক্ষেপের কোন সংবাদ এখন পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই। রূপার সরবরাহ কম থাকায় দর ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহেও রূপার দর প্রতি ১০০ ভরিতে ৩৮৮ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১২৪০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। গত ১১ই তারিখ কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর গিয়াছে ১২৭৮ টাকা।

(রাজনৈতিক প্রশ্ন—২৩০ পৃষ্ঠার পর)

লীগ ও অগ্ৰাণ্য বেসরকারী দলের সম্মিলিত ভোটের জোরে গৃহীত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ভারতের শাসন কর্তৃপক্ষ অনুমত নীতি আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন। এই সব ঘটনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতে শাসন বিভাগই সকল বিষয়ের নিয়ামক—বিচার বিভাগ একটা গোণ ব্যাপার এবং আইন-

প্রণয়ন বিভাগ তো একটা লোক-দেখান ছদ্মবেশী গণতান্ত্রিক প্রহসন মাত্র।

কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি-প্রদানের প্রস্তাব বিনা ভোট গ্রহণেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রি স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়াল দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতই পুরাতন যুক্তি শুনাইতে ছাড়েন নাই। উদার ব্রিটিশ গবর্ণ-মেন্ট সহযোগিতার জন্ত সর্বক্ষণই প্রস্তুত এবং তাঁহাদের সন্তুষ্টি যে এখনও বাস্তব-ক্ষেত্রে দানা বাঁধিতে পারিল না তাহার জন্ত কংগ্রেসই দায়ী। যাহা হউক, কংগ্রেসী দলের পক্ষ হইতে মিঃ আবদুল কোয়াম স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, “এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা আগ্রহান্বিত নহি। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্ত আমরা অনুরোধ করিব না, কোন প্রকার আবেদনও জানাইব না। আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহারের কোনরূপ প্রসঙ্গ উঠে না। যদি কোন পক্ষে কোন কিছু প্রত্যাহার করিতে হয় তাহা গবর্ণমেন্ট পক্ষেরই—তাঁহাদেরই তাহা করা উচিত।”

আমরাও অনুরূপ অভিমত পোষণ করি।

মুন্দের ডিজাইনের

ইংল্যান্ড ও বাংলা

সর্বপ্রকার ছাপার কাজ

মূলভে ও নির্দিষ্ট সময়ে

পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া

# আর্থিক জগৎ প্রেসে

অনুমোদন করুন।

১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কাহারও  
নিভুল

## কুষ্ঠী ও ঠিকুরজী

পাইতে হইলে

এবং

আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে হইলে

জ্যোতিষী সুধাংশু কুমার ভট্টাচার্য্য বি.এ,  
নেং নিতাইবার লেন, বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায়  
পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

অনামী লিখিত

## কথা প্রসঙ্গে

(সরস নিবন্ধের বই)

দাম দেড় টাকা

## পুস্তক পাবলিশার্স

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা।

‘অরুণি’ কার্যালয় ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

( ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা—  
২০১ পৃষ্ঠার পর )

কল্পনা কার্যকরী করা হইলে ভারতে লোকের জীবন যাত্রার আদর্শ ক্রমে উন্নত হইয়া উঠিবে, আর তখন দেশে পুস্তক, আসবাবপত্র, শিল্প সামগ্রী ও প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতির চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। সেই বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী তখন ব্যাপকভাবে ঐ সব দ্রব্য সরবরাহেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। মৌলিক-শিল্প ও ভোগসামগ্রী তৈয়ারের শিল্প সম্পর্কে যথোচিত উন্নতি সাধন করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা এ সমস্ত হইতে দেশের জাতীয় আয় ১৫ বৎসর পরে বার্ষিক ২ হাজার ২৪০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত করিতে মোট ৪ হাজার ৪৮০ কোটি টাকার মত অর্থ ব্যয় প্রয়োজন হইবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রচয়িতারা মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ভোগ সামগ্রীর উৎপাদনও যথাসম্ভব বৃদ্ধি করার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা আমরা তাঁহাদের সুবিবেচনার পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি। সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদী গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রথমে কেবল মৌলিক শিল্পের উপর জোর দিয়া ঐ দেশে নানারূপ বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। ভোগ্য বস্তুর প্রয়োজনীয় যোগানের অভাবে প্রথম কতিপয় বৎসর সোভিয়েট রাষ্ট্রে লোকের অভাব ও অসুবিধা বেশী পরিমাণেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বর্তমান উদ্যোক্তারা সেই গলদ উপলব্ধি করিয়া মৌলিক শিল্পের সঙ্গে এদেশবাসীর প্রয়োজন মত তাহাদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদিও বেশী পরিমাণে উৎপাদন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তাহা ছাড়া বর্তমান পরি-

কল্পনার আর একটি নির্দেশও আমাদের নিকট খুবই সুচিন্তিত বলিয়া মনে হইয়াছে। দেশের শিল্পোন্নতির জন্য উদ্যোক্তারা উহাতে বৃহদাকার কলকারখানা গড়িয়া তোলার প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা উহার পরিপূরক হিসাবে কুটির শিল্পকে বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নাই। কুটির শিল্প বেকার সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে, এই ধরনের শিল্প পরিচালনায় মূলধন নিয়োগ করিতে হয় অপেক্ষাকৃত কম। ভারতের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইলে ঐ জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জাতীয় ব্যয়ের প্রয়োজন দাঁড়াইবে। শিল্পোন্নতির ব্যাপারে যদি কুটির শিল্পের জন্যও একটা স্থান সংরক্ষিত হয় তবে আর্থিক উন্নতি বাবদ জাতীয় ব্যয়ের মাত্রা সেই পরিমাণে লাঘব হইবে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত দিক বিবেচনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা দেশে কুটির শিল্প গঠনের সুযোগ যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তবে তাঁহারা ইহা খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মৌলিক শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে কুটির শিল্পের নীতি কার্যকরী করা চলিবে না। যাবতীয় আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবে সুসজ্জিত করিয়া বৃহদাকার কারখানা হিসাবেই এই সমস্ত পরিচালনা করিতে হইবে। ভোগ সামগ্রী তৈয়ারের ব্যাপারে কিছু পরিমাণ শিল্পকে কুটির শিল্প হিসাবে চালাইবার সুযোগ আছে। দেশের প্রয়োজন বৃদ্ধিয়া সেই সুযোগকে যথাসম্ভব কাজে লাগাইতে হইবে। শিল্পোন্নতি সম্পর্কে এই নির্দেশ যে খুবই সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের জন্য শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে গিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা দেশে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কেও বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সেজন্য প্রথমতঃ দেশে রেলের ইঞ্জিন, রেলগাড়ী, জাহাজ ও মোটর যান তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ রেলপথ ও সাধারণ রাস্তাঘাটের যথোচিত প্রসার সাধন করিতে হইবে। সোভিয়েট রাশিয়া বাদে ইউরোপের ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গ মাইলে ১ লক্ষ ৯০ হাজার মাইল ব্যাপী রেলপথ রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের আয়তন ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গ মাইল হইলেও এদেশে রেলপথের পরিসর মাত্র ৪১ হাজার মাইল ( ১৯৩৮-৩৯ )। শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে রেল-

পথের আরও বিস্তৃতি সাধন করা দরকার। সেদিক দিয়া বিবেচনা করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা ২১ হাজার মাইল ব্যাপী নতুন রেলপথ নির্মাণের নির্দেশ দিয়াছেন। এদেশে পূর্বে ৪১ হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণ করিতে ৮৪৮ কোটি টাকা নিয়োগ করিতে হইয়াছে। সে হিসাবে ২১ হাজার মাইল-নতুন রেলপথ তৈয়ার করিতে মোটামুটিভাবে ৪৩৪ কোটি টাকা লাগিবার কথা। প্রতি ১০০ বর্গ মাইলে ইংলণ্ডে ২০০ মাইল রাস্তা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ মাইল রাস্তা রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি ১০০ বর্গ মাইলে বর্তমানে মাত্র ৩৫ মাইল রাস্তা আছে। রাস্তাঘাটের এহেন স্বল্প ব্যবস্থা এই বিরাট দেশের পক্ষে খুবই অপര്ধ্যাপ্ত। বর্তমানে মোট ৩ লক্ষ মাইল ব্যাপী রাস্তা আছে। উদ্যোক্তাদের মতে ১৫ বৎসরে এদেশে আরও ৩ লক্ষ মাইল রাস্তা নির্মাণ করা দরকার। ১৮ ফুট পরিসরের ১ মাইল পাকা রাস্তা নির্মাণে সাধারণতঃ ১০ হাজার টাকা খরচ পড়ে। সেই হিসাবে ৩ লক্ষ মাইল রাস্তা নির্মাণে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। ভারতের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই প্রকার অর্থ ব্যয়ের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা এই শ্রেণীর ব্যয় মিটানোর উপায় সম্পর্কেও কতকগুলি সুচিন্তিত নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। আগামী বারে আমরা কৃষির উন্নতি সম্পর্কে তাঁহাদের পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করিব। পরে আর্থিক বিলি ব্যবস্থার কথাও আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়াস পাইব।

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত  
স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়  
“নিওটোন”  
অব্যর্থ কলপ্রদ মহৌষধ  
৮ আউন্স—১৮০, ১২ আউন্স—২৪০  
ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, প্লীহায়  
‘বেপটোন’  
কার্যকরী আদর্শ টনিক  
৪ আউন্স—২১০, ৮ আউন্স—৩৬০  
প্রত্যেক জিলায় ঔষিষ্ট আবশ্যক  
পরিবেশক—এসু, ডেভী এণ্ড কোং  
৪৪সি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

  
**ইউনাইটেড  
কমার্শিয়াল  
ব্যাংক লিমিটেড**  
২, বয়েল এস্টেজ রোড, কলিকাতা।  
চেয়ারম্যান—  
মিঃ জি. ডি. বিড়লা  
কাইচ চেয়ারম্যান—  
মিঃ এম. এ. ইম্পাহানী  
আদায়ীকৃত মূলধন  
**১ কোটি টাকা**  
শাখাসমূহ—  
বোম্বাই, করাচী, হারজাবাদ  
(সিঙ্গু) আমেদাবাদ, দিল্লী  
মাদ্রাস—মি. ডি. আর. সোনালকর



বিভিন্ন বিভাগ

- পাট \*
- লবণ \*
- কয়লা \*
- চাষার \*
- তামাক \*
- যোগাযোগ \*
- ইলেকট্রিক্যাল \*
- কনসারভেশন \*
- চারের গার (Tee-Chest) \*

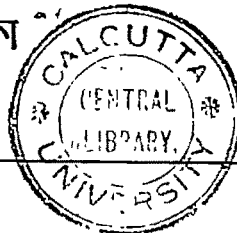
জি.এস.এম.পারিওয়াল লিঃ  
৪৭ এ টি ২২ নং ষ্ট্রাট, কলিকতা  
১৯৪৮

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্তনাথ ভট্টাচার্য



বিভিন্ন বিভাগ

- চা \*
- চিনি \*
- বিক্রয় \*
- রেডিও \*
- টেলিগ্রাফি \*
- ‘ভিটা’ হুড \*
- ‘রিটারেন্স’ বাটার \*
- চ-বাসনের প্রয়োজনীয় ও জরুরীস্বত্বী

জি.এস.এম.পারিওয়াল লিঃ  
৪৭ এ টি ২২ নং ষ্ট্রাট, কলিকতা  
১৯৪৮

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৪৮

৪০শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                | পৃষ্ঠা | বিষয়                                 | পৃষ্ঠা |
|----------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ      | ৯৫৫-৫৬ | ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা (৪) | ৯৬০-৬১ |
| বাল্লা সরকারের বাজেট | ৯৫৭    | আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর               | ৯৬২-৭১ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ     | ৯৫৮    | কোম্পানী প্রসঙ্গ                      | ৯৭২    |
| রেল বিভাগের বাজেট    | ৯৫৯    | বাজারের হালচাল                        | ৯৭০-৮২ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংগঠন

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি টি ঠাকুর সম্প্রতি লাহোরে এক বক্তৃতায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা ও তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সকল ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। ভারতের কতকগুলি পুরাতন ব্যাঙ্ক তাহাদের দীর্ঘকালের কার্য-ধারার ভিতর দিয়া অনেক নতুন লোককে ব্যাঙ্কিং সম্পর্কে শিক্ষিত ও পারদর্শী করিয়া ফুলিয়াছেন। উহাতে অভিজ্ঞ কর্মী নিয়া দেশে আজ নতুন নতুন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাও সম্ভবপর হইতেছে। এইভাবে অভিজ্ঞ লোকদের চেষ্টা ও সহযোগিতার ভিতর দিয়া ব্যাঙ্ক সংগঠনের কাজ আগাইয়া চলিলে তাহাতে দেশের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। মিঃ ঠাকুর তাহার বক্তৃতায় ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংগঠন ও উন্নতি সম্পর্কে আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর অনেক সময় অনিষ্টকর প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। আমানতী জমার সুদের হার

ও ডিসকাউন্টের হার সম্পর্কে অগোষ্ঠিত বেশী সুবিধা দিয়া কি ভাবে একে অন্যকে ডিফাইন্ডা কাজের প্রসার করিয়া লইবে সেই চেষ্টা কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই প্রবল। উহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের স্বার্থ যেরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাও তেমনই ব্যাহত হইতে দেখা যায়। এ বিষয়টি আলোচনা করিয়া মিঃ ঠাকুর বলিয়াছেন যে, এদিক দিয়া পূর্বের যেরূপ বেশীকম প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যাইতেছিল এক্ষণে আর তাহা সেরূপ নাই। প্রতিযোগিতার বদলে দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর এক্ষণে ক্রমেই একটা সহযোগিতার ভাব গড়িয়া উঠিতেছে। দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর এই সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় হইলে উহারা ভারতের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য সমবেতভাবে কাজ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। স্থায়ী সহযোগিতার ভিতর দিয়া দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে সম্ভবদ্রভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে সেজন্য মিঃ ঠাকুর ভারতে একটি ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন বা ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের ভিতর যাহাতে কোন অনিষ্টকর প্রতিযোগিতার ভাব না

দাঁড়াইতে পারে এই ব্যাঙ্ক সমিতি সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্পর্কে ও ব্যাঙ্কের সুদের হার সম্পর্কে উহারা সুসঙ্গত নীতি প্রবর্তন করিবেন এবং সকল দিক দিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক সমিতি গঠন সম্পর্কে প্রথমে এদেশীয় বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহকেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও আগ্রহ দেখাইতে হইবে।

মিঃ ঠাকুরের মত একজন বিচক্ষণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর এই সব মন্তব্য ও নির্দেশ আমরা বর্তমান অবস্থায় খুব বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। একটি ব্যাঙ্ক সমিতির ভিতর দিয়া স্থায়ীভাবে সম্ভবদ্র হইলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা যে কেবল নিজেদের মারাত্মক প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে পারিবেন তাহা নহে বিদেশী ব্যাঙ্কদের অহেতুক প্রভাব ও আধিপত্য খর্ব করিয়া এদেশে জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের মর্যাদাও তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। কাজেই এই শ্রেণীর একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্পর্কে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের পক্ষে অচিরেই বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত।

### কয়লার কেলেঙ্কারী

কলিকাতায় আবার কয়লার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। রেশন ব্যবস্থার দৌলতে কাঁড়াই হউক আর অ-কাঁড়াই হউক চাউল এখন মিলিতেছে কিন্তু, তাহা সিক্ক করিয়া খাওয়াই দায়। চাউল মিলিবে ত কয়লা মিলিবে না, কয়লা মিলিবে ত লবণ মিলিবে না—জ্বায্য পয়সার বিনিময়ে জিনিষ না পাওয়ার এই নির্মম পরিহাস হতভাগ্য বাঙ্গলার দুর্গত জন-সাধারণের পক্ষে আজ স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কখন বা পর্যায়-ক্রমে কখন বা একই সঙ্গে জীবনধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য জিনিষগুলি বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। সরকারী অক্ষমতা আর অসাধু ব্যবসায়ীর স্বার্থপক্ষিত্য ক্রুর ষড়যন্ত্র পদে পদে স্বাভাবিক নাগরিক জীবনযাত্রাকে তিস্ত বিরক্ত করিয়া তুলিতেছে। গত দুই তিন সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতায় কয়লা সঙ্কট তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। গরুর গাড়ী এবং লরী বোঝাই জ্বালানী কয়লা মাঝে মাঝে সহরের পথে চলাচল করিতে দেখা গেলেও দোকানে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিতে হয়। অধিকাংশ দোকানই বন্ধ এবং দুই একটি যাহা খোলা আছে তাহাতে কয়লার কলঙ্কের ছাপ আঁকা থাকিলেও কয়লা নাই। কোন কোন দোকানে দেখা গিয়াছে, সন্ধ্যা বেলা ঘরের ছাদ সমান উঁচু কয়লার গাদা, বিনীত দোকানী জানাইয়া দিয়াছে রাত্রে আর কয়লা বিক্রয় হইবে না, পরদিন সকালে আসিলেই কয়লা মিলিবে। কিন্তু পরদিন সকালে কেন, সকাল-হুপুর-সন্ধ্যায় সাত-আট বার ঘুরিয়াও দোকানের দরজা খোলা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পরদিনের পরদিন দোকান খুলিলে দেখা গিয়াছে এক কোণে অল্প কয়েক মনের শীর্ণ একটি কয়লার গাদা আর দোকানের সামনে অসংখ্য ক্রেতার ভীড়। অতি-সাধু দোকানী পরম কারুণ্য সহকারে ক্রেতা-ভিখারীদের মধ্যে পাঁচ সের দশ সের করিয়া কয়লা বণ্টন করিয়া দিতেছে। কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম আছে, দেড় টাকার স্থলে তিন টাকা দিলে দশ সেরের স্থলে দশ মন কয়লাও মেলে। এক কথায় বলিতে গেলে গত বৎসর চাউলের দোকানদারের ব্যবহারে যে ঐক্যতা এবং মুখে যে ক্রুর গ্লেশের হাসি দেখা গিয়াছিল, ছোট বড় কয়লাওয়ালাদের ব্যবহারেও আজ সেট ঐক্যতা, ঠোটের কঁাকে সেই হাসি। কয়লার সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ এখন সম্পূর্ণরূপে গভর্ণ-মেন্টের হাতে, কাজেই সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে বড় রকমের গলদ কোথাও না থাকিলে অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারে না। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে সরকারী মুখপাত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে কয়লা, কেরোসিন ও লবণ রেশন করিবার কোন ইচ্ছা গভর্ণমেন্টের নাই। এই ঘোষণার ফলে কয়লার দুর্ভিক্ষ আরও সঙ্কট আকার ধারণ করিবে বলিয়া আমাদের

আশঙ্কা। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, অবিলম্বে কয়লা রেশনিং না করিলে খাত রেশনিং-এর সুফল অর্ধেক নষ্ট হইয়া যাইবে। চাউল-আটার সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আবার কয়লার জন্ম হওয়া হইয়া ছুটাছুটি শুরু করিতে হয় এবং পেটের দায়ে দেড় টাকার কয়লা তিন-চার টাকা দিয়া চোরের মত চুপি চুপি চোরা বাজার হইতে কিনিতে বাধ্য হইতে হয় তাহা হইলে আংশিক বরাদ্দ ব্যবস্থার মূল্য কতটুকু? আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষ অবস্থাটা ভাল ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কয়লা, লবণ, তৈল প্রভৃতি একান্ত অপরিহার্য দ্রব্য-গুলিও অবিলম্বে বরাদ্দ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হউক—জনসাধারণের পক্ষ হইতে আমরা গভর্ণমেন্টের নিকট এই দাবী জানাইতেছি।

### টাকার বিনিময় মূল্য

ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে গত ১৯৩২ সাল হইতে টাকার বিনিময় মূল্য ষ্টালিংয়ের হিসাবে ১ শিলিং ৬ পেনী হারে বাধিয়া রাখা হইয়াছে। এই বাট্টার হার খুব চড়া বলিয়া উহার বিরুদ্ধে এদেশের জনসাধারণ অনেক-বার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদেরা সেই দাবী সম্বন্ধে এতদিন কোন কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু ভারতের প্রয়োজনে যাহার কোন পুনর্বিবেচনা হয় নাই, ব্রিটিশ বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্ম আজ তাহা, পরিবর্তনের কথা উঠিয়াছে। লণ্ডনের 'ব্যান্কার' পত্রের সম্পাদক মিঃ পল বরো সম্প্রতি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে নোটের প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ও এই দেশে পণ্যমূল্য ও জীবন যাত্রা ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে এক্ষণে টাকার স্বাভাবিক মূল্য এত বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে যে, পাউণ্ডের সহিত উহার বাট্টার হার এখন আর ১ শিলিং ৬ পেনীর মত চড়া হারে বাধিয়া রাখা সম্ভব নহে। ব্রিটেনের তুলনায় ভারতে ইনফ্লেশন দেখা দিয়াছে তিনগুণ বেশী। সেদিক দিয়া বিচার করিলে টাকার ক্রয় ক্ষমতা পাউণ্ডের তুলনায় এখন যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে বলা চলে। এই অবস্থায় টাকার বিনিময় হার এখন হইতে ১ শিলিং ৪ পেনীতে হ্রাস করিবার ব্যবস্থাই সম্ভব। ভারতে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি লণ্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রও যুদ্ধের পরে পাউণ্ডের সহিত টাকার বাট্টার হার কমাইবার জন্ম ওকালতি করিয়াছেন।

যুদ্ধের সময়ে ইনফ্লেশন ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু টাকার ক্রয় ক্ষমতা যে-পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া যুদ্ধের পরে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার বিনিময় মূল্য কম করিয়া নির্ধারণ করা এদেশের স্বার্থের দিক দিয়া কতদূর সম্ভব হইবে সেবিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ আছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে নানাদিক দিয়া যেমন সুবিধা হওয়ার কথা তেমনই অসুবিধা দেখা যাওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্টই আছে। সুবিধার দিকটা বেশী বলিয়া পূর্বে এসম্পর্কে ভারতের লোকদের

পক্ষ হইতে দাবী উঠিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে গেলে তাহার ফলে লাভের চেয়ে এদেশের ক্ষতিই বেশী হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। মুদ্রামূল্য হ্রাসের সম্ভবপর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করিলে সেই ক্ষতির সম্ভাবনা সকলেই ভাল ভাবে বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। প্রথমে সুবিধার কথা আলোচনা করা যাউক। যুদ্ধোত্তরকালে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার বিনিময় মূল্য কমাইয়া যদি তাহা ১৬ পেনীতে নির্ধারিত করা হয় তবে উহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত ষ্টালিংয়ের মূল্য টাকার হিসাবে শতকরা ১২½ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। বিদেশে ভারতীয় মালের বিক্রয় মূল্য হ্রাস পাওয়ায় রপ্তানী বাণিজ্যের পক্ষে তাহা বিশেষ উৎসাহ ব্যঞ্জক হইবে। আমদানী দ্রব্যের মূল্য শতকরা ১২½ ভাগ হারে বাড়িয়া যাওয়ায় ভারতীয় শিল্প তদনুপাতে সংরক্ষণ সুবিধা ভোগ করিবে। অসুবিধার দিকটা আলোচনা করিলে আমদানী বাণিজ্যের প্রতিকূল অবস্থার কথাই বেশী করিয়া আমাদের মনে জাগে। যুদ্ধের পর ভারতে ব্যাপক আকারে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করিবার কথা উঠিয়াছে। এদেশের শিল্পোন্নতির জন্ম বিদেশ হইতে ভবিষ্যতে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রপাতি আনয়নের প্রস্তাব উঠিয়াছে। ভারতের উদ্ভূত ষ্টালিংয়ের বেশীরভাগই এই বাবদ খরচ করিবার জন্ম সঞ্চয় করিয়া রাখা হইতেছে। কেবল ব্যাপক শিল্পোন্নতির কথাই নহে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় অতিরিক্ত সময় কাজ চলার দরুণ এদেশের বর্তমান শিল্প কারখানা-গুলির উপর যেরূপ চাপ পড়িয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই উহাদের নূতন যন্ত্রপাতি ও কলকজার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস করা হইলে সেই আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির দর এত বেশী পড়িবে যে রপ্তানী বাণিজ্যের সামান্য সুবিধা দ্বারা সেই ক্ষতি পরিপূরিত হইবে না। তাহা ছাড়া রপ্তানী বাণিজ্যের কথা বলিতে গেলে যুদ্ধের পরে তাহা বিস্তারের পক্ষে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধাই এত বেশী মাত্রায় দেখা দিবে যে সেজন্ম মুদ্রা মূল্য হ্রাসের কোন প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইবে না। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্ম বহু দেশ ভারতবর্ষ হইতে কুঁচামাল সংগ্রহে আগ্রহান্বিত হইবে। ফলে বিনায়াসে কতিপয় বৎসর বাহিরে ভারতীয় মাল প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করা যাইবে। মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের আমদানী বাণিজ্য হ্রাস পাইলে আমদানী শুদ্ধ বাবত ভারত সরকারের আয় কমিয়া যাইবে। উহার সম্বন্ধে ইহাও একটা বিশেষ অসুবিধার কথা। কাজেই সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধার দিকটাই বড় হইয়া পড়ে। সুতরাং ভারতের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া পাউণ্ডের হিসাবে টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস সম্পর্কে ব্রিটিশ অর্থনীতি-বিদদের বর্তমান প্রস্তাবের আমরা প্রতিবাদ করিতেছি।



## বাংলা সরকারের বাজেট

অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী  
বাংলা সরকারের যে নূতন বাজেট বরাদ্দ  
উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে ঋণ ও ট্যাক্স  
বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের অপরি-  
শোধিত ঘাটতির বহর দেখিয়া আমরা শঙ্কিত  
হইয়াছি। ১৯৩৭ সালে জাতিগঠনমূলক  
কার্যের বিপুল উদ্দীপনার ভিতর বাংলায়  
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল।  
কিন্তু স্বর্গীয় দলাদলি ও নীচ স্বার্থপরতার  
ভিতর মাতিয়া থাকিয়া বাংলার মন্ত্রীরা গত  
১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ঐ বিষয়ে কোন সুপরি-  
কল্পিত প্রচেষ্টা নিয়োগ করিতে পারেন নাই।  
জাতিগঠনমূলক কাজ যেটুকু শুরু হইয়াছিল  
অতঃপর যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ফলে তাহাও  
বন্ধ হইয়াছে। মহাসমরের লীলাঙ্গন বাংলার  
সীমান্ত দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে  
এপ্রদেশবাসীর বেসামরিক আত্মরক্ষার  
সমস্যা ও খাদ্য সমস্যা ক্রমে জটিল হইতে  
জটিলতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর বাংলা  
সরকার গত ২১৩ বৎসর যাবৎ তাহা নিয়াই  
ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। সরকারী বাজেটে  
এখন আর জাতিগঠনমূলক কাজের কথা নাই,  
যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থায় অপরিমিত  
সরকারীব্যয়ের উহা একটা ফিরিস্তি পত্র হইয়া  
দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ একটা আকস্মিক বিপদের  
মতই আমাদের উপর আসিয়া চাপিয়াছে।  
এই বিপদে বাংলার মন্ত্রীরা জনরক্ষা ও জন-  
সেবার কাজে একান্তভাবে তৎপর হন ইহা  
আমরা চাই। কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপারে যেমন  
এই ব্যাপারেও তেমনই তাঁহাদের কোন  
সুপরিকল্পিত কার্যনীতির পরিচয় পাওয়া  
যাইতেছে না। এ প্রদেশের প্রয়োজনে কোন  
দিক দিয়া কি বিধিব্যবস্থা আবশ্যিক হইতে  
পারে, প্রাদেশিক সরকারকে দেউলিয়া দশায়  
উপনীত না করিয়া সুচিন্তিত উপায়ে  
বিভিন্ন দিকের অস্বাভাবিক ব্যয় কি  
ভাবে মিটান যাইতে পারে সেসব বিষয়  
পূর্বাঙ্কে ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা কোন কার্য-  
ধারা অবলম্বনের গরজ দেখাইতেছেন না।  
বিনাপরিকল্পনায় নিতান্ত বেপরোয়াভাবে  
তাঁহারা শুধু অর্থব্যয় করিয়াই চলিয়াছেন।  
স্বাভাবিক রাজস্ব দ্বারা এই সব অতিরিক্ত  
খরচ পোষান সম্ভবপর নয়। কাজেই ক্রমাগত  
ট্যাক্স বসাইয়া ও ক্রমাগত ঋণ করিয়া তাঁহারা  
বাজেটের অঙ্ক ফাঁপাইয়া তুলিতেছেন। অর্থ-  
ব্যয়ের প্রকৃত স্ফুল কতদূর পাওয়া যাইতেছে  
সে দিকে তাঁহাদের নজর নাই। অপরি-  
মিত ঋণ ও ট্যাক্সের ফলে অর্থনৈতিক দিক  
দিয়া কি পরিণতি দাঁড়াইতেছে সে বিষয়েও  
তাঁহাদের কোন ধোয়া নাই। অবস্থা অমু-  
যায়ী শুধু অর্ডারমাসিক কাজ তামিল করিয়া  
যাওয়া ও যে-কোন ভাবে মোটা মাহিয়ানার  
চাকুরী বজায় রাখা—ইহাই হইতেছে বর্ষ-

মান জনপ্রিয় মন্ত্রীদের লক্ষ্য। শ্রীযুক্ত তুলসী-  
চন্দ্র গোস্বামী বাংলা সরকারের যে বাজেট  
বর্ষমানে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে সর-  
কারী আর্থিক বিলিব্যবস্থার সে শোচনীয়  
চিত্রই উন্মোচিত হইয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ১৯৪৩-৪৪ সালের  
বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া অর্থসচিব  
চলতি বৎসরে রাজস্বের খাতে ১৮ কোটি ৪৩  
লক্ষ টাকা আয় ও ২৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা  
ব্যয় ধরিয়া বাংলা সরকারের মোট ৭ কোটি  
৩৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ  
করিয়াছিলেন। কিন্তু গত ৯।১০ মাসের  
হিসাব দৃষ্টে তাঁহার বরাদ্দ সংশোধন করিয়া  
অর্থসচিব বর্ষমানে জানাইয়াছেন যে, এবার  
রাজস্বের খাতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া  
২১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ও ব্যয়ের পরিমাণ  
বাড়িয়া ৩২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা  
হইবে। কাজেই ঘাটতির পরিমাণ  
দাঁড়াইবে শেষ পর্যন্ত ১১ কোটি ১৯ লক্ষ  
টাকা। পূর্ব বৎসরের তুলনায় চলতি  
বৎসরে ট্যাক্স, আবগারী ও ষ্ট্যাম্পের দফায়  
বাংলা সরকারের আয় বাড়িয়াছে।  
কিন্তু আয় বাড়িলে কি হইবে উহার সঙ্গে  
কোন সামঞ্জস্য না রাখিয়া ব্যয় আরও অনেক  
বেশী পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। চলতি  
বৎসরের বাজেটে যেসব খরচ পত্রের বরাদ্দ  
করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যুদ্ধজনিত অস্বা-  
ভাবিক ব্যয়, দুর্ভিক্ষ প্রশমনের ব্যয় ও কৃষি  
বিভাগের ব্যয়, সব চেয়ে বেশী। যুদ্ধজনিত  
অস্বাভাবিক খরচপত্রের দফায় মোট ৭ কোটি  
৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। ১৯৪২-  
৪৩ সালে বেসামরিক দেশরক্ষা বাবদ প্রাদে-  
শিক সরকারের প্রদেয় অংশের পরিমাণ ছিল  
১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। ১৯৪৩-৪৪  
সালে তাহা ১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।  
সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্ট বা বেসামরিক  
মাল সরবরাহ বিভাগের কাজে গত বৎসর  
মাত্র ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এবার  
এই বিভাগের ব্যয় ধরা হইয়াছে ১ কোটি  
টাকা। অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে সিভিল  
সাপ্লাইজ বিভাগের উক্ত ১ কোটি টাকা  
বরাদ্দের ভিতর ঐ বিভাগের মোট ক্ষতির  
অঙ্ক ধরা হয় নাই। জনসাধারণকে অপেক্ষা-  
কৃত কম মূল্যে মালপত্র সরবরাহ করিতে গিয়া  
ইতিমধ্যেই যেরূপ আর্থিক ক্ষতি বহন করিতে  
হইয়াছে তাহাতে বৎসরের শেষে ঐ বিভা-  
গের মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩৭ কোটি টাকার  
কম হইবে না। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে  
সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের মোট ব্যয় পড়িবে  
৪৭ কোটি টাকা। 'দুর্ভিক্ষ'র হিসাবে ইতি-  
পূর্ব বৎসর বৎসর নামমাত্র টাকা  
বরাদ্দ করা হইত। ১৯৪৩ সালে ব্যাপক  
ভাবে খাদ্য সমস্যা ও মহামারী আত্মপ্রকাশ

করায় ঐ দফায় এক্ষণে খুব বেশী  
পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। ১৯৪২-৪৩  
সালে 'দুর্ভিক্ষ' খাতে বাংলা-সরকারের ৫১  
লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪  
সালে এদিক দিয়া মোট বরাদ্দ দাঁড়াইয়াছে  
৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। ঐ টাকার মধ্যে  
৩৭ কোটি টাকা সাধারণের ভিতর খাদ্যদ্রব্য  
ও বস্ত্র বিতরণের খরচাতি রিগিফে খরচ করা  
হইবে। দেড় কোটি টাকা খাল কাটা ও  
রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি ধরনের টেট রিগিফে  
ব্যয় হইবে। কৃষি বিভাগের সাধারণ কার্য-  
ধারার জন্য এবার বেশী ব্যয় মঞ্জুরের প্রস্তাব  
হয় নাই। খাদ্য কসল বৃদ্ধির আন্দোলন  
চলাইবার জন্য ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা  
খরচের পরিকল্পনা হওয়াতেই ঐ বিভাগের  
দফায় ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। অস্বাভাবিক  
মধ্যে জেল বিভাগের ব্যয় ১৯৪২-৪৩ সালের  
তুলনায় ৭২ লক্ষ টাকা বাড়িয়া এবার  
১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে।  
আর্থিক দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে জেল-  
যাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, আর সেজন্যই  
এইরূপ বৃদ্ধি খরচ পত্রের প্রয়োজন হইয়াছে  
বলিয়া অর্থসচিব জানাইয়াছেন। নানা দিক  
দিয়া এই ভাবে খরচ বাড়িয়া যাওয়ার ফলেই  
বাংলা সরকারের বাজেটে ১৯৪৩-৪৪ সালে  
১১ কোটি টাকার উপর ঘাটতি দেখা  
যাইতেছে।

এক্ষণে আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট  
বরাদ্দের কথা আলোচনা করা যাউক। অর্থ-  
সচিবের অনুমান ঐ বৎসর বাংলা সরকারের  
আয় হইবে ২১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। অপর  
দিকে তাঁহাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ  
দাঁড়াইবে ৩০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪৩-  
৪৪ সালের তুলনায় আগামী বৎসরে আয়  
৬৩ লক্ষ টাকা বেশী হইবে, কিন্তু ব্যয় ২  
কোটি ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইবে।  
কাজেই আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালের হিসাবে  
মোট ঘাটতিও কমিয়া ৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা  
দাঁড়াইবে। আগামী বৎসরের হিসাবে আয়-  
করের দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে  
৮০ লক্ষ টাকা (মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ  
টাকা) বেশী পাওয়া যাইবে বলিয়া অর্থসচিব  
অনুমান করিতেছেন। অপর দিকে সিভিল  
সাপ্লাইজ বিভাগের খরচপত্র ৪৮ লক্ষ টাকা  
পরিমাণে বেশী হইলেও আগামী বৎসরে  
দুর্ভিক্ষ প্রশমনের দফায় বাংলা সরকারের  
ব্যয় ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না  
বলিয়া তিনি মনে করিতেছেন। এই কারণেই  
সরকারী বাজেটে চলতি বৎসরের তুলনায়  
১৯৪৪-৪৫ সালে কিছু কম পরিমাণ ঘাটতি  
অনুমিত হইয়াছে।

(৯৮-৯৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ইউরোপের পূর্ব-রণাঙ্গনে গতবারের মতই সোভিয়েট বাহিনী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। লালফৌজ নার্ডা ও পসকভের প্রবেশদ্বারে পৌঁছিয়া গিয়াছে। এই দুই ষাটি দখল করিলে তাহারা পোল্যাণ্ড ও এস্টোনিয়ার জায় এবার লাটভিয়ার অভ্যন্তরেও নাৎসী বাহিনীকে হটাইয়া নিয়া চলিবে। পোল্যাণ্ডে ভিশুলা নদীতীরে জার্মানরা একটি নূতন আত্মরক্ষা-বাহু নির্মাণ করিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। সুপলো অঞ্চলে অবরুদ্ধ জার্মানদের মুক্ত করার জন্য ফন ম্যানষ্টাইনের প্রচণ্ড পাণ্টা আক্রমণ শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, কানিয়েভ অঞ্চলের অবরুদ্ধ দশ ডিভিশন জার্মান সৈন্য সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছে।

ইতালীয় রণাঙ্গনের যুদ্ধ বধারীতি চলিতেছে। আনজিও অঞ্চলে জার্মান বাহিনী প্রবল আক্রমণ চালাইতেছে। পরবর্তী এক সংবাদে প্রকাশ, মিত্রপক্ষের অগ্রগতিতে রোম-গামী রাস্তা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ক্যাসিনোর অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় হাতাহাতি যুদ্ধ কমিয়া গিয়া এখন ক্যাসিনোর লড়াই চলিতেছে।

মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিনবাহিনীর মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের অভিযান আরও সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে এক শক্তিশালী মার্কিন বিমান বহর জাপান ম্যাগেট প্রাপ্ত কেরোলিন দ্বীপপুঞ্জে ট্রাক নৌ-ঘাটির প্রায় চারি শত মাইল পূর্বে অবস্থিত পোনেপে আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে। পোনেপে মার্কিন অভিযানের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল কি না তাহা এখনও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী চার শত মার্কিন বিমানপোত ট্রাক নৌ-ঘাটিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে। টোকিও রেডিও'র এক সংবাদে প্রকাশ, ঐ বৃহত্তম জাপান নৌ-ঘাটিতে মার্কিন বাহিনীকবাহিনী অবতরণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। সংবাদটি মিত্রপক্ষ এখনও সমর্থন করেন নাই।

ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গন এবারও বেশ কর্ম-তৎপর। আরাকানে যোগাযোগের পথসমূহ হইতে জাপান সৈন্যদের বিতাড়নের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। জাপানীদের চিন্দুইন নদী অতিক্রম করার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং মায়া পর্বতমালার পূর্বদিকে জাপানীদের উপযুক্ত-পরি আক্রমণ সত্ত্বেও ভারতীয় বাহিনী ষাটি রক্ষা করিয়া পাণ্টা আঘাত হানিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মন্দ অঞ্চলেও মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সাফল্য লাভ করিতেছে। আরাকান রণাঙ্গনের সর্বত্র উভয়পক্ষের বিমান তৎপরতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের যুগ্ম অধিবেশনে লর্ড ওয়াভেল এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। বর্তমান বড় লাটের ইহাই বহুপ্রত্যাশিত প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা। তাঁহার এই ভাষণ পড়িয়া ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার একটা সুরাহা হইবে বলিয়া আমরা কোন ভরসার আলো পাইলাম না। ক্রীপস-প্রস্তাবের পুনরুজ্জীবিত করা ছাড়া তিনি কোন নূতন পথের ইঙ্গিত দিতে পারেন নাই। সেই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পুনরায় শুনাইবার সুযোগে লর্ড ওয়াভেল শাসকশ্রেণীর অনমনীয় জেদের কথাটাও জানাইয়া দিতে ছাড়েন নাই। অর্থাৎ আগষ্ট প্রস্তাব আগে বর্জন না করিলে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে না। সেই পুরাতন বুলি! সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্পর্কেও বড়লাট পুরাতন কথা শুনাইয়াছেন। এক কথায় নূতন বড়লাটের মুখ হইতে আমরা নূতন কথা একটাও পাইলাম না। ইহার বেশী আমরা আশাও করি নাই। তাই আমরা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া চুঃখিতও হই নাই, নিরাশও হই নাই। কেন না ব্রিটিশ শাসকদের মনোবৃত্তির পরিবর্তন না হইলে বড়লাটের ভাষণে নূতন নীতির প্রতিধ্বনি কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে?

পার্লামেন্টের পঞ্চাশ জন সদস্য সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুকে বিলাতে গিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এই অনুরোধের মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইতেছে যে, উক্ত পঞ্চাশ জন কমন্স সভার সদস্য তথা তাঁহাদের বহুসংখ্যক স্বদেশবাসী সরকারী-স্বত্রে প্রেরিত ও গৃহীত ভারত সংক্রান্ত সংবাদ ও তথ্যাদি “খাঁটি সত্য” বলিয়া মানিয়া লইতে নারাজ।

তাই তাঁহারা কোনও নেতৃস্থানীয় ভারতীয়ের মুখ হইতে স্বকর্ণে সকল কথা শুনিয়া জানিয়া প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝিয়া লইতে চাহেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় সাধু। শ্রীযুক্তা নাইডু যে এই সত্য প্রচারের কাজে সম্পূর্ণ যোগ্য ও সর্বজনমান্য সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্তা নাইডু রাজনৈতিক ও শারীরিক কারণে বর্তমান অবস্থায় বিলাত যাত্রা করিতে রাজী হইবেন কি না সে কথা আলাদা। এক্ষেত্রে আসল প্রশ্ন হইতেছে, ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী শ্রীযুক্তা নাইডুকে ইংলণ্ডে গিয়া সত্যোদ্ঘাটনে অনুমতি দিবেন কি? এদিকে শ্রীযুক্তা নাইডুর উপর পুনঃপুনঃ যেভাবে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে তাহাতে পার্লামেন্টের আমন্ত্রণকারীদের অনুরোধ রক্ষা হইবার কোন আশা আমরা দেখি না। বিলাতের সরকার ও ভারতের সরকারকে নিজেদের দাবীর কাছে নোয়াইতে সক্ষম হইবেন তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উক্ত পঞ্চাশ জন সদস্যের অতথানি ক্ষমতা আছে বলিয়া আমাদের ভরসা নাই। বহুবার বহু ক্ষেত্রে (ভারতীয় প্রশ্নে) এই অভিজ্ঞতাই আমরা লাভ করিয়াছি।

ভারতের অসহ রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য একটি সর্বদল সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, আগামী মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লীতে এই প্রস্তাবিত সম্মেলন হইবে। এই সংবাদে অনেকে আশান্বিত হইয়া উঠিলেও আমরা ইহাতে আদৌ উৎসাহ বোধ করি না। শ্রীযুক্ত জয়াকর, স্মার তেজ-বাহাদুর, শ্রীরাঙ্গাগোপালচারি প্রমুখ ভারতের একাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রচেষ্টা শাসকশ্রেণীর অনমনীয় জেদের পাষণ্ড প্রাচীরে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এই জাতীয় সর্বদল সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত যে ভারতের গর্বস্বত্ব শাসকশ্রেণী মানিয়া লইবেন তাহার কোন অনুকূল লক্ষণ কোথাও কি চোখে পড়ে? লর্ড ওয়াভেলের আমলেও লর্ড লিনলিথগোর অবাধ রাজত্বেরই পুনরাবুত্তি চলিতেছে। বলা বাহুল্য, অশীতি-পর বৃদ্ধ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ এই প্রচেষ্টায় আমরা আপত্তি জানাইতেছি না। তাঁহার স্মার আজীবনের খাঁটি দেশপ্রেমিক ও অক্লান্ত কর্মীর স্মৃতি শুভ প্রয়াসের মর্যাদা দিবার মত ভারতের ভাগ্যবিধাতাদের মনের প্রসারতা ও নীতির উদারতা আছে কি না কিংবা তাঁহাদের সেরূপ সদিচ্ছা উদয়ের আভাস দেখা যাইতেছে কি না তাহাই জিজ্ঞাস্য। আমাদের যত সন্দেহ ও যত সংশয় ঐ একটিমাত্র আসল প্রশ্নে।

## রেল বিভাগের বাজেট

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় রেলওয়ের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে। রেল বিভাগের বিপুল আয় বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করিবার সঙ্গে যানবাহন সচিব ঐ সালে রেল এডওয়ার্ড বেঙ্কল তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় আগামা ১লা এপ্রিল হইতে এদেশে রেলের যাত্রীভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় রেলওয়ের সমৃদ্ধি ও এদেশবাসীর জাতীয় উন্নতি—উভয়ই বেশ চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আগামী বৎসরের বাজেট-বরাদ্দ পেশ করিতে গিয়া যানবাহন সচিব গত ১৯৪২-৪৩ সালের যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় সংশোধিত বরাদ্দ ঐ সালে যে স্থলে ৩৬ কোটি টাকা উদ্ধৃত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, আসলে উদ্ধৃতির পরিমাণ সেন্সলে ৯ কোটি টাকা বাড়িয়া মোট ৪৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই উদ্ধৃত হইতে ২০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রদান করা হইয়াছে। ১৬ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ডিপ্রি-সিয়েসন ফাণ্ড বা মূল্যাপকর্ষ তহবিল হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় হইয়াছে। ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা মজুত তহবিলে স্থাপ্ত করা হইয়াছে। বর্তমানে ১৯৪৩-৪৪ সালের সংশোধিত বরাদ্দ উপস্থিত করিতে গিয়াও ঐ সালে রেল বিভাগের বেশী রকম উদ্ধৃত ধরা হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে চলতি বৎসরের প্রাথমিক বরাদ্দ পেশ করিয়া যানবাহন সচিব বলিয়াছিলেন, রেল বিভাগের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া এবার ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত হইবে। কিন্তু এক্ষণে তিনি জানাইয়াছেন যে, চলতি বৎসরে রেলের আয় যেমত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে এবার উহা ১৭৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছিবার সম্ভাবনা। অপর দিকে রায়ের হার বেশী হইলেও তাহা ১৩৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার অধিক হইবে না বলিয়া মনে হইতেছে। কাজেই এবার শেষ পর্য্যন্ত ৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত হইবে। এই উদ্ধৃত টাকার মধ্যে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা রেলওয়ের মজুত তহবিলে স্থাপ্ত করা হইবে এবং বাকী ৩২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা

ভারত সরকারের রাজস্ব তহবিলে দেওয়া হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করিতে গিয়া যানবাহন সচিব ঐ সালে রেল বিভাগের আয় আরও বাড়িয়া ১২২ কোটি টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। রেলের যাত্রী ভাড়া বর্তমানের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন কেবল তাহাতেই আয়ের পরিমাণ ১০ কোটি টাকার মত বাড়িবার কথা। অপর দিকে ১৯৪৪-৪৫ সালের হিসাবে সকল দিক দিয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৩৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। এই বরাদ্দ অনুসারে আগামী বৎসরে রেল বিভাগের ৫২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত দাঁড়াইবে। এই উদ্ধৃত হইতে ৩১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের রাজস্ব তহবিলে প্রদান করা হইবে। বাকী ২০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা রেলের মজুত তহবিলে স্থাপ্ত করা হইবে। ঐ ২০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ১০ কোটি টাকা রেলের নিম্ন-শ্রেণীর যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা বাড়াইবার জন্য সংরক্ষিত রাখা হইবে।

যুদ্ধের সময়ে প্রতি বৎসরই উদ্ধৃতির পরিমাণ এই ভাবে বাড়িয়া চলা রেল বিভাগের বিপুল সমৃদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। যুদ্ধের বিষয় এই যে, এই সমৃদ্ধির ভিতর আমরা ভারতীয় রেলওয়ের স্থায়ী উন্নতির কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। তাহা ছাড়া যে সব কারণে বর্তমানে রেলের আয় রাতারাতি বাড়িয়া চলিয়াছে সে সব কারণগুলি বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষকেও এই সমৃদ্ধির জন্য আমরা মোটেই অভিনন্দিত করিতে পারিতেছি না। সাধারণতঃ কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক ভাবে যে আয় হয় তাহা হইতে উহার যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা লাভ থাকে তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানকে আমরা সমৃদ্ধ বলিয়া থাকি এবং উহার পরিচালকদের ব্যবসা-বুদ্ধি ও কার্যদক্ষতার প্রশংসা করি। কিন্তু রেল বিভাগের বর্তমান আয় বৃদ্ধির কথা আলোচনা করিলে তাহা মোটেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা যায় না। ভারত গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইতে গিয়া বর্তমানে বেপরোয়া-

ভাবে অর্থব্যয় শুরু করিয়াছেন। সাধারণ রাজস্ব দ্বারা এই ব্যয় মিটান সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহারা বর্তমানে দেশে ইনফ্লেশনের সৃষ্টি করিয়াছেন। যুদ্ধপ্রচেষ্টা বাবদ সরকারী ব্যয়ের একটা বিপুল অংশ বর্তমানে সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম চলাচলে নিয়োজিত হইয়াছে। এই ভাবে যাত্রী ও মাল চলাচল বাবদ আয় বৃদ্ধি পাওয়াতেই রেল বিভাগের বাৎসরিক আয় ৯৪ কোটি টাকা (১৯৩৮-৩৯ সাল) হইতে ১৯২ কোটি টাকায় ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ একটা সাময়িক ব্যাপার। রেলের যুদ্ধজনিত আয়ও নিতান্তই সাময়িক। কাজেই রেলের বর্তমান সমৃদ্ধি দেখিয়া আমরা উৎফুল্ল হওয়ার কিছু দেখিতেছি না। যুদ্ধের সময়ে যে আয় বাড়িতেছে তাহা দ্বারা রেল বিভাগ যদি এদেশে রেলের ইঞ্জিন ও গাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারের ব্যাপক বিধিব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিতেন, রেলের উদ্ধৃত নিয়োগ করিয়া যদি এদেশে রেলপথের প্রসার ও রেল-ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা হইত তবে পরোক্ষভাবে বর্তমান সমৃদ্ধির একটা সার্থকতা আমরা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু সেই শ্রেণীর স্থায়ী উন্নতি সম্পর্কে এদেশের রেল-কর্তৃপক্ষ মোটেই কোন নজর দিতেছেন না। রেল বিভাগের উদ্ধৃতির মোটা অংশ বর্তমানে ভারত সরকারের রাজস্ব তহবিলে প্রদান করা হইতেছে। অর্থাৎ ভারত সরকারের বিপুল অর্থব্যয়ের ফলে একদিক দিয়া যেমন রেলের আয় বাড়িতেছে অপর দিকে তাহার কতকাংশ তাঁহারা contribution হিসাবে টানিয়া লইতেছেন। উদ্ধৃতির বাকী অংশ রেলের মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ও মজুত তহবিলে স্থাপ্ত হইতেছে। মজুত তহবিলের টাকা হইতে যুদ্ধোত্তর কালে নিম্ন শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার জন্য অনেক কিছু করা হইবে বলিয়া বলা হইতেছে। কিন্তু আসলে এই সমস্ত নিতান্ত ফাঁকা আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নহে।

আয় বৃদ্ধি ও মুনাফা সম্ভোগ সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইলেও সরকারী ভাবে রেলপথ ও রেল বিভাগ পরিচালনার মূলগত উদ্দেশ্য বা সার্থকতা তাহা নহে। জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে দেশের ও দেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সর-

(৯৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা (৪) কৃষির উন্নতি

যুদ্ধোত্তর ভারতের জাতীয় ঐশ্বৰ্য্যের বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্ত ভারতের আট জন সুবিখ্যাত শিল্পপতি দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পনের বৎসরের জন্ত যে এক ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহার বিভিন্ন দিক লইয়া আমরা গত সংখ্যায় ও উহার পূর্ববর্তী দুই সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান সংখ্যায় আমরা ঐ সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনার অন্তর্গত কৃষির উন্নতি সম্পর্কিত বিধান-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

উক্ত পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের কৃষি-শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। চাষাবাদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার এত কম করিয়া ধরার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, প্রথম দিকে ভারতবর্ষ তাহার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসলের উৎপাদনের দিকে যাহাতে ঝোঁক না দেয় সেই বিষয়ে সচেতন থাক। এই জন্ত কৃষির ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার দিকেই সর্বাধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হইবে। পাট, তুলা, চা, তৈলবীজ জাতীয় ফসল লইয়া ভারতবর্ষকে এখন বহুলাংশে বহির্বর্গাজ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় এবং এরূপ পর-নির্ভরতা রহিয়াছে বলিয়াই কোনও আন্তর্জাতিক বিপর্যায় কিংবা সাময়িক বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইলে ভারতকে ঐ জাতীয় ফসল-সম্ভার লইয়া হর্ভোগ ভুগিতে হয়। কিন্তু ঐ নূতন পরিকল্পনায় ঐ সব ফসলের উৎপাদন এরূপ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে যাহাতে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সকল অবস্থায়ই বহির্বর্গাজ্যে ভারতের স্বার্থ বজায় থাকিবে। ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া তৎস্থলে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চাষের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ঐ তুলা যাহাতে দেশের অভ্যন্তরেই ব্যবহৃত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে সূতার ও কাপড়ের কলসমূহের প্রসার ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। অনুরূপ কারণে বিস্তর তৈলের কলকারখানাও খুলিতে হইবে। তাহা হইলেই পরনির্ভরতা বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য প্রথম পর্বের সর্বপ্রায়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেই জোর দেওয়া হইবে এবং পুষ্টিকর খাদ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া ডাল, শাকশব্জী, ফলমূল ইত্যাদির চাষাবাদ

যাহাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে হইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতের হৃদশাগ্রস্ত কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে কতকগুলি আমূল সংস্কারে হাত দেওয়া অত্যাৱশ্যক। টুকরা টুকরা জমিতে চাষাবাদের রেওয়াজ কৃষির উন্নতির পথে অন্তরায়। গড়পড়তা চামোপ-যোগী জমির পরিমাণ বর্তমানে ৩ একরের বেশী নহে এবং তাহাও গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আধুনিক পদ্ধতির আশ্রয় লইয়া কৃষির উন্নতি ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গেলে ঐ ফালি-জমি সমস্তার সম্ভোষণক সমাধান একান্ত প্রয়োজন। নহিলে বিস্তৃত অঞ্চলে আধুনিক যুগে ব্যাপকতর চাষাবাদ ও অধিকতর ফসল উৎপাদন সম্ভবপর নহে। ইহা করিতে গেলে সমবায় প্রথায চাষাবাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে কোনও চাষীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে আইনগত অধি-কারের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না, অথচ বৃহত্তর অঞ্চল জুড়িয়া এক সঙ্গে কৃষিকার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলিতে থাকিবে। অবশ্য প্রথম দিকে অল্প ও অনভিজ্ঞ চাষীদের মধ্যে সমবায় কৃষি-কার্য্য চালু করিতে গিয়া অল্পস্বল্প বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়িতে পারে।

কৃষি-ঋণ ভারতের কৃষির উন্নতির পথে অগ্রতম প্রধান অন্তরায়। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ১২ শত কোটি টাকা বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। ঋণ-সালিশী ব্যবস্থায় ঐ পরিমাণ লাঘব করা সম্ভবপর। এই ঋণভার হ্রাসের কাজটাও সমবায় সমিতিগুলির মারফৎ অনায়াসে হইতে পারে। এই সমিতিগুলির হাতে কৃষকদের টাকা দিয়া সাহায্য করিবার মত যথোপযুক্ত সঙ্গতি থাকিবে। অবশ্য উক্ত পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি সম্পর্কে মূলধন বিনিয়োগের যে বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তন্মধ্যে এই বিষয়ে কোনরূপ ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় নাই।

কৃষির উন্নতির পরিপন্থী আরও একটি সমস্যা রহিয়াছে। প্রতি বৎসর বৃষ্টির জলে চাষের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জমির উপরি-ভাগের বিস্তর মাটি ধুইয়া ভাসিয়া যায়। এই ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা না

করিলে লক্ষ লক্ষ একর জমি পরিণামে চির-দিনের জন্ত চাষাবাদের অমুপযোগী হইয়া পড়িবে। আবাদী জমির চারদিকে বাঁধ দিয়া, বৃক্ষ রোপণ করিয়া, বন সৃষ্টি করিয়া ও অগ্নিবিধ উপায়ে ঐ মৃত্তিকাসম্পদ ধুইয়া যাওয়ার সমস্তার সমাধান করিতে হইবে। এই বাঁধ পরিকল্পনায় ২ শত কোটি টাকা মূলধন খাটান হইবে এবং এই স্থায়ী ব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্ত ১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

উপরোক্ত তিনটি সমস্তার সমাধান করা হইলে ভারতবর্ষের কৃষির উৎপাদন তিন উপায়ে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা; দ্বিতীয়তঃ জমির পরিমাণ বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রতি একর জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা; তৃতীয়তঃ উক্ত উভয়বিধ উপায়ের আশ্রয় লওয়া, অর্থাৎ এক সঙ্গে জমির পরিমাণ ও উৎপাদিকা শক্তি বাড়ান। বর্তমানে ব্রিটিশ ভারতের শতকরা ১৮ ভাগ এলাকা (৯ কোটি ৪০ লক্ষ একর) আবাদযোগ্য অথচ অনাবাদী রহিয়া গিয়াছে। কয়েকটি প্রথম ফসলের ক্ষেত্রে প্রতি একর জমির গড়পড়তা উৎপাদনের নিম্নলিখিত তুলনামূলক তালিকা হইতে ভারতের অবস্থাটা বুঝা যাইবে :—

প্রতি একর উৎপাদন  
টন হিসাবে  
(১৯৩৯-৪০)

| চাউল                       | তুলা                      |
|----------------------------|---------------------------|
| মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র ১'০১  | মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র ০'১১ |
| জাপান ১'৬১                 | মিশর ০'২৩                 |
| ভারতবর্ষ ০'৩৫              | ভারতবর্ষ ০'০৪             |
| চিনি                       | গম                        |
| মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র ২০'০৬ | মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র ০'৩৭ |
| যাভা ৫৪'২১                 | কানাডা ০'৫২               |
| ভারতবর্ষ ১২'৬৬             | অস্ট্রেলিয়া ০'৪২         |
|                            | ভারতবর্ষ ০'৩২             |

প্রতি একর জমির উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে আধুনিক কৃষিকার্য্যের আশ্রয় লওয়া অপরিহার্য্য—জল সেচের সুবন্দোবস্ত, নানা প্রকার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ বপন, সারের সুব্যবস্থা, উন্নত ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ইত্যাদি। ব্রিটিশ ভারতে ১৯৫৮-৩৯ সালে ২০ কোটি ৯০ লক্ষ একর চাষাবাদের জমির মধ্যে মাত্র ৫ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমির জন্ত জল সেচের ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে ২

কোটি ৮০ লক্ষ একর খাল বা নালা সাহায্যে, ৬০ লক্ষ একর জলাধারের (ট্যাক্স) সাহায্যে, ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর কূপের সাহায্যে এবং বাকী ৭০ লক্ষ একর জমিতে অগ্ন্যাশ্রু উপায়ে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, জল সেচ ব্যবস্থা আরও উন্নত ও পর্যাপ্ত করিতে না পারিলে সমগ্র দেশের মোট কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির আশা ছরাশা মাত্র। উপরোক্ত খাল ও নালা ব্যবস্থা করিতে (১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাবে) ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয় পড়িয়াছে এবং ঐগুলি চালু রাখিবার বার্ষিক ব্যয় পড়িয়াছিল ৫ কোটি টাকা। এই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও অধিক সংখ্যক খাল-নালা খননে ৩০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে এবং এসব পরিচালনার বার্ষিক ব্যয় পড়িবে অনধিক ১০ কোটি টাকা। বড় বড় বাঁধ তৈরীরও প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং মোট ৪ শত কোটি টাকা মূলধন প্রয়োজন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কূপ, জলাধার ইত্যাদিতে (৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচের জন্য) প্রায় ৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে।

এই সব ব্যবস্থা করিয়া আর একটা প্রধান কর্তব্য বাকী থাকে। এদেশের নিরক্ষর চাষীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা চাই। আধুনিক চাষাবাদের প্রক্রিয়া ও প্রণালী এবং আধুনিক উপায়ে গো-পালন ইত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে “মডেল ফার্ম” প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দশটি গ্রাম পিছু একটি করিয়া ঐ জাতীয় শিক্ষা-কেন্দ্র খুলিলে এদেশে অন্যান্য ৬৫ হাজার কেন্দ্রের প্রয়োজন রহিয়াছে। এই সব ফার্ম কেবল বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিকার্য শিক্ষাই দিবে না, উপরন্তু উন্নত ধরনের বীজ, যন্ত্রপাতি, গো-মহিষ ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া কৃষির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে একটা মস্ত ভূমিকা গ্রহণ করিবে। রাসায়নিক সারের সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব যাহাতে ঠিক মত ব্যবহার করিয়া সম্বর সুফল পাওয়া যায় তজ্জন্য দলে দলে কৃষকদের কৃষি-শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই প্রকার একটি “মডেল ফার্ম” প্রতিষ্ঠায় ৩০ হাজার হইতে ৫০ হাজার টাকার দরকার হইবে এবং উহাদের নিয়মিত পরিচালনার ব্যয় পড়িবে ২০ হাজার টাকার মত।

পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত যে সব ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল তাহাতে মোট ১ হাজার ৯৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। ঐ

সব ব্যবস্থা চালু রাখিতে ব্যয় পড়িবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। উক্ত ১ হাজার ৯৫ কোটি টাকার মধ্যে জমির উপরিভাগের মাটি ধুইয়া যাওয়া নিরোধ ও অগ্ন্যাশ্রু ব্যবস্থায় ২ শত কোটি টাকা, কার্যকরী মূলধন হিসাবে ২ শত ৫০ কোটি টাকা, বিবিধ প্রকারের জলসেচ ব্যবস্থা ও বাঁধ তৈরীতে ৪ শত কোটি টাকা, জলাধার ও কূপ খননে ৫০ কোটি টাকা এবং মডেল ফার্মে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কৃষির উন্নতি বিধায়ক প্রস্তাবিত বিধি-ব্যবস্থা-

গুলি আমরা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। ঐ পঞ্চদশবার্ষিকী বন্দোবস্ত যে জাতীয় উন্নতির মস্ত সহায়ক হইবে একথা বোধ হয় কোন চক্ষুমান ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। তবে এদেশে জমির স্বত্ব সম্পর্কিত আইনের আবশ্যিক রদবদল না ঘটিলে ভারতে কৃষির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নহে। এই বিষয়টি সম্পর্কে পরিকল্পনাকারীরা কোনরূপ স্পষ্ট আলোকপাত করেন নাই ইহা দুঃখের বিষয়। আগামী সপ্তাহে আর্থিক উন্নতি সম্পর্কিত ব্যয় মিটাইবার উপায় সম্পর্কে পরিকল্পনার নির্দেশ-সমূহ নিয়া আমরা আলোচনা করিব।



## ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আ দা য়ী কৃত মূল ধন  
৯৯,৯৯,০০০ টাকা

চোরামান—মিঃ জি. ডি. বিড়লা

ডিরেক্টরস্ :—

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| মিঃ এম. এল. দাহারকার    | মিঃ এ. সি. দাহা        |
| মিঃ আর. আদমজী হাজী দাউদ | মিঃ নবীনচন্দ্র মল্লিক  |
| মিঃ কে. পি. গৌরো        | মিঃ মদনমোহন আর. কুইয়া |
| মিঃ এম. এ. ইম্পাহানী    | মিঃ আর. জি. সারাইয়া   |
| মিঃ বৈজনাথ জালান        | মিঃ মতিলাল তাপুয়িয়া  |

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ বি. ডি. ঠাকুর

যে ব্যাঙ্ক টাকা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

বোম্বাই শাখা :—পে টি টি বিল্ডিং, হার্বি রোড  
ম্যানেজার—মিঃ ভি. আর. সোনালকর  
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস  
ফোন :—কলিঃ ৬৫৭৮

## রোগের চিকিৎসায় : : রোগীর শুশ্রূষায়

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ  
হট ওয়াটার ব্যাগ  
আইস ব্যাগ

হাওয়াযুক্ত বালিস  
এয়ার রিং ও কুশন  
ডাক্তারী দস্তানা ও এপ্রন

ইত্যাদি

ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরী রবারের জব্বাদি কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে ও হাসপাতালে সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সময় ফিরে এলে আমরা আবার আগের মতই আমাদের তৈরী জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবো।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক্স (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা : : বোম্বাই



## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### ১৯৪৩ সালে স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস

১৯৪৩ সালের স্বর্ণ উৎপাদন সম্পর্কে সমস্ত দেশের হিসাব না পাওয়া গেলেও এক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত স্বর্ণ উৎপাদনকারী বড় বড় দেশগুলির উৎপাদন সংক্রান্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় ১৯৪৩ সালেও স্বর্ণের উৎপাদন কম হইয়াছে। ১৯৪১ সালে ট্রান্সভালে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে উহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৪১ লক্ষ আউন্স হয়। ১৯৪৩ সালে উৎপাদনের পরিমাণ আরও হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ২৩ লক্ষ আউন্স হইয়াছে। ১৯৪২ সালে ক্যানাডার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার আউন্স। গত বৎসর ক্যানাডার মাত্র ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার আউন্স স্বর্ণ তোলা হইয়াছে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪২ সালে ছিল ৮০ হাজার আউন্স, ১৯৪৩ সালে উহা কমিয়া ৬০ হাজার আউন্স হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার আউন্স হইতে হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৫০ লক্ষ আউন্স হইয়াছে।

### মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহে চিনির ঘাটতি

বর্তমানে মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জ বার্ষিক ৪০ লক্ষ টন চিনি হইতে বঞ্চিত হইতেছে। জাভা ও ফিলিপাইনে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইত। রাশিয়াতে বার্ষিক ১৭ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইত, কিন্তু ১৯৪১ সালের পর হইতে জার্মানদের হাতে রাশিয়ার বহু চিনির কারখানা ধ্বংস হইয়াছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৪৩ সালে অষ্ট্রেলিয়ার ৬ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। কিউবার উৎপাদনের পরিমাণ ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টন নির্ধারিত করা হইয়াছে। যুক্তপাতি ও অনবলের অভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ৪৮ লক্ষ হইতে ৫৮ লক্ষ টন কম হইবে। হাওয়াই—৮ লক্ষ এবং পোর্টোরিকো—২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন করিবে। ব্রেন্সিল, আর্জেন্টিনা ও পেরুর উৎপাদনের পরিমাণ ২১ লক্ষ টন। ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সাধারণতঃ ৪ লক্ষ ১০ হাজার টন চিনি হইয়া থাকে। ডোমিনিকা হইতে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টন এবং মেক্সিকো হইতে ৪ লক্ষ ৭ হাজার টন চিনি পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টন, মারিটালে ৩ লক্ষ ২০ হাজার টন, ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয়। ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় হিসাব করিলে ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪৫ লক্ষ টন চিনি কম পড়িবার কথা। অর্থাৎ

১৯৩৯ সালে সমগ্র জগতে যে পরিমাণ চিনি ব্যবহৃত হইয়াছিল উহা তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ। এই ঘাটতি পূরণের জন্য এদেশে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

### শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ

যুদ্ধোত্তর কালের শর্করা শিল্পের অবস্থা লইয়া “ইন্টারন্যাশনাল সুগার কাউন্সিল” এখন হইতেই মাথা ঘামাইতেছেন। দূরবর্তী দেশ হইতে কোন বিশেষ দেশে চিনি সরবরাহের জন্য যাহাতে জাহাজের উপর অনাবশ্যক চাপ দেওয়া না হয় তজ্জন এক বা একাধিক বাড়তি দেশের চিনি নিকটতম ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করিবার জন্য পরিকল্পনা করা হইতেছে। যুদ্ধোত্তর যুগে চিনির উৎপাদন একরূপ বৃদ্ধি পাইবে যে, খাদ্য হিসাবে ছাড়াতঃ অন্ততাবে চিনি কাজে লাগাইবার কথা চিন্তা করিতে হইবে। তবে নিরপেক্ষভাবে বিচার্য হিসাব করেন তাহারা বলেন যে, প্রাক যুদ্ধকালে অনেক সময় চিনি যে উৎকৃষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে, তাহার কারণ অর্থনৈতিক নহে, রাজনৈতিক। সরবরাহ ব্যবস্থা ভাল হইলে চিনি উৎকৃষ্ট থাকিবার কথা নহে। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করিবার

কালে কোন কোন দেশে চিনির বিক্রয় দর ভাষ্য দর অপেক্ষা দশ গুণ বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকে মাথাপিছু যে হারে চিনি ব্যবহার করিত পশ্চিম ইউরোপের লোকে মাথাপিছু তাহার শতকরা ৫০ ভাগ, পূর্ব ইউরোপের লোকে মাথাপিছু তাহার শতকরা ২৫ ভাগ এবং এশিয়াবাসীরা মাথাপিছু তাহার শতকরা ৩ ভাগ মাত্র চিনি ব্যবহার করিত। কাজেই চিনি যে অনেক সময় উৎকৃষ্ট হইতে দেখা যায় তাহার কারণ কৃত্রিম।

### ক্যানাডা হইতে বিলাতে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বাহির হইতে যে ডিম সরবরাহ হইয়া থাকে তাহার শতকরা ১০ ভাগ ক্যানাডা হইতে যায়। এতদ্ব্যতীত মোট পনীর সরবরাহের শতকরা ২৫ ভাগ, টিনজাত মৎস সরবরাহের শতকরা ৩৫ ভাগ, মোট আমদানীকৃত গমের শতকরা ২৫ ভাগ এবং মোট শর্কর মাংস সরবরাহের শতকরা ৬২ ভাগ ক্যানাডা হইতে প্রেরিত হয়।

## ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড প্রডেন্সিয়াল

এন্সুরেন্স কোং লিঃ

স্থাপিত—১৯১৩

হেড অফিস : বোম্বাই

১৯৪৩ সালের নূতন বীমার পরিমাণ—

১ (এক) কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

আধুনিক সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়

কলিকাতা অফিস :—১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

= শান্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান =

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বলুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—রায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর, ( দি. পি )

জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে স্বদৃঢ় করতে চাই-  
আপনাদের সহানুভূতি। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল  
রকম কাজই সুবিধাজনক সত্রে করা হয়। ভারতের  
প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,  
জেনারেল ম্যানেজার।

এম কে নন্দী,  
সেক্রেটারী।

## ল্যাণ্ড মট গেজ ব্যাঙ্ক ও সূদের হার

সম্প্রতি মান্নাজে ল্যাণ্ড মট গেজ ব্যাঙ্ক সমূহের এক সম্মেলনে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ল্যাণ্ড মট গেজ ব্যাঙ্কসমূহ বর্তমানে শতকরা বার্ষিক ৩৭ টাকা হারে সুদ লইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল বাজারে টাকার প্রতুলতা থাকায় মহাজনেরা শতকরা বার্ষিক ৩৭ হইতে ৪৫ হারে সুদ লইতেছেন। সেই স্থলে ল্যাণ্ড মট গেজ ব্যাঙ্কের সুদের হার এত অধিক হওয়া উচিত নহে। ব্যাঙ্কের সুদের হার বর্তমানে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হার বৈধী হওয়া উচিত।

## খাদ্যজ্বরের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা

আইন করিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র চাউল ও গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভারত সরকারের যে পরিকল্পনা আছে খুব সম্ভব বর্তমান মাসেই সে বিষয়ে প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। ভারতীয় খাদ্যের প্রোগ্রামের সভাপতিশ্বে শতমূল্য নিয়ামক পরিষদের অধিবেশনও শীঘ্রই হইবে। চাউল এবং গমের মূল্যের হার স্থির করিবার পূর্বে পরিষদের সদস্যগণ পাঞ্জাব, সিন্ধ ও বৃহত্তরদেশের রবিশস্ত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবেন। পরিষদ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত খাদ্য বিভাগকে জানাইবেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য বিভাগ প্রাদেশিক সরকার সমূহকে মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবেন।

## ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত সরকারের বক্তব্য শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে এবং সে সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত আহ্বান করা হইবে। “বোম্বাই” পরিকল্পনার পাশাপাশিই সরকারী প্রস্তাবসমূহ প্রকাশ করা হইবে। তাহাতে দুইটি বিলাইয়া বিচার করা লোকের পক্ষে সহজ হইবে। রেল এবং রাস্তার যানবাহন, কৃষি, মৎসের চাষ, বন-সম্পদ প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাও সরকারী প্রস্তাবনায় সন্নিবেশ করা হইবে।

## সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ

শীঘ্রই দিল্লীতে “নিউজ প্রিন্ট এডভাইসরী কমিটি”র এক বৈঠক হইবে। গত কয়েক মাসে যে পরিমাণ সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে তাহা খুব সম্ভাব্যজনক। কাজেই সংবাদপত্র, বিশেষ করিয়া “বি” শ্রেণীর সংবাদপত্র সমূহের জন্য কাগজের বরাদ্দ বাড়াইয়া দেওয়া যায় কিনা কমিটি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

## মৎসের চাষ সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা

বর্তমান মাসের শেষ ভাগে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের এক বৈঠক হইবে। মৎসের চাষ সম্পর্কে গবেষণা করিবার অন্ত একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার এবং দুই ও দুইজাত জলজাতির উন্নতিকল্পে মাদ্রাজ ও সিন্ধুপ্রদেশে দুইজন অফিসার নিয়োগের কথা লইয়া আলোচনা হইবে।



ভূতাত্ত্বিকের চাউনি

যে-কোনো কারখানার ম্যানেজারকে আজ যে উৎপাদন সমস্তার সমাধান করতে হচ্ছে, ১৯৩৯ সালে যদি ঠিক সেই সমস্তারই সমাধান করতে তাঁকে বলা হতো তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বলতেন যে ‘এ একেবারেই অসম্ভব’। প্রতিদিন ভারতের সর্বত্র কারখানায় কারখানায় যে-পরিমাণ মাল তৈরি হচ্ছে তা এ-সব কারখানার স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণের চেয়ে ঢের বেশি। এত বড়ো একটা কৃতিত্বকে সম্ভব করে তুলতে ভারতীয় চা-ও কম সাহায্য করেনি। পৃথিবীর সর্বত্রই চা একটি নির্দোষ অথচ তাজা-করা পানীয় বলে সমাদৃত। তাই আজ ভারতের শত শত কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের চা খেতে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা নতুন উগ্ধম আর অধিক মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারছে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনানুযায়ী বেশি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।



চা খেয়ে  
ক্রান্তি দূর করুন

ইতিহাস টা য়া কে ট এন্ড প্যানশান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 231



## মজুত ও অতিলাভ নিবারণী অর্ডিন্যান্স সংশোধন

প্রকাশ, মজুত ও অতিলাভ নিবারণী অর্ডিন্যান্সের ধারাবাহিক সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। দোষীদিগকে যাহাতে সরাসরি বিচার করা যায় এবং কোন পাইকারী অথবা খুচরা ব্যবসায়ী অজান্তভাবে অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করিলে উহা ক্রোতাকে ফেরৎ দিবার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যেই অর্ডিন্যান্সটি সংশোধন করা হইতেছে। মুনাকার সর্বোচ্চ হার শতকরা ২০ টাকার অধিক হইতে পারিবে না বলিয়া অর্ডিন্যান্সের ৬নং ধারার বিধান করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই ধারাটিও সংশোধন করা হইবে। যদি কোন জব্যের উপর মুনাকার হার যুদ্ধপূর্বকালেও শতকরা ২০ টাকার অধিক থাকিয়া থাকে তাহা হইলে বিক্রোতা অসাময়িক সরবরাহ বিভাগের কন্ট্রোলার জেনারেলের অনুমতি লইয়া উক্তজব্যের উপর শতকরা ২০ টাকার বেশী মুনাকা লইতে পারিবেন।

## অষ্ট্রেলিয়ার বিমান ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ

বিমানে ভ্রমণের যৌক্তিক অষ্ট্রেলিয়ানদের খুব বেশী। এখন হইতেই অষ্ট্রেলিয়ান বড় বড় শহরগুলির মধ্যে যাত্রী-বিমান চলাচলের জন্ত বিস্তারিত আয়োজন করা হইতেছে। যুদ্ধোত্তর কালে বড় বড় শহরগুলির মধ্যে হ্রত ঘণ্টায় ঘণ্টায় যাত্রী-বিমান চলাচল করিবে। এতদ্ব্যতীত দেশবিদেশে যাত্রী-বিমান চালাইবার পরিকল্পনা ত আছেই।

## সেচ ব্যবস্থার উন্নতি প্রচেষ্টা

ভারতের প্রকৃতিজাত সেচ ব্যবস্থা লক্ষ্য করিবার জন্ত ভারত সরকারের সেচ বিষয়ক পরামর্শদাতা জার উইলিয়ম ট্যাম্প সম্প্রতি বিমান হইতে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। বিমানযোগে কয়েক সপ্তাহ কাল ভ্রমণের পর জার উইলিয়ম বর্তমানে স্থলপথে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিতেছেন।

## জাহাজ নির্মাণে কাইজার কোম্পানীর রেকর্ড

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জাহাজ নির্মাতা মিঃ হেনরি কাইজার যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার কোম্পানী ১৮৮৭ খানি জাহাজ নির্মাণ করিয়াছে, তন্মধ্যে ৯৮৫ খানি লিবার্টি সিপ, ৪৫ খানি ট্যাঙ্ক নামাইবার জাহাজ, ৪০ খানি তৈলবাহী জাহাজ, ৩ খানি বিরাটকার সৈন্তবাহী জাহাজ ১২খানি বিমানবাহী জাহাজ। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার কারখানাসমূহে নির্মিত বিমানবাহী জাহাজের সংখ্যা শীঘ্রই ৫০ ছাড়াইয়া যাইবে।

## স্বয়ংক্রিয় সাইরেন

কলম্বো মিউনিসিপ্যালিটির যেকোনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মারভিন লিওনেল এক প্রকার স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রিক সাইরেন আবিষ্কার করিয়াছেন।

## করাচী শহরের উন্নয়ন-পরিকল্পনা

করাচী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ট্যাণ্ডিং কমিটি শহরের উন্নতি বিধানের জন্ত পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে আনুমানিক এক কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

## খুচরা মুদ্রার অভাব

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ কৈলাস বিহারী লালের এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী বলেন যে, খুচরা মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এখনও ভাঙ্গানীর অভাবে লোকের যে অসুবিধা হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার তদ্বিষয়ে অবহিত আছেন।

## বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রকাশ, ময়মনসিংহ জেলার কুলিয়ার চর নামক ইউনিয়নে পরীক্ষাধীনভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। বাঙ্গলার আর কোন অঞ্চলে ইতিপূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

## বিমান আক্রমণে হতাহতের সংখ্যা

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত লালচাঁদ নভলরায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ অগলিভ জানান যে, গত ১৯৪৩ সালের ২০শে নভেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে দশবার এবং একটি দেশীয় রাজ্যে একবার জাপানী

সস্তার, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
হৃদয়লাভ করুন।

**বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ**

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্

**সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ**

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

গ্রাম—“ঘরের ঘন”

ফোন—ক্যাল ৩৭৩৪

**হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

—শাখা সমূহ—

|            |                 |                   |
|------------|-----------------|-------------------|
| কলিকাতা    | মেদিনীপুর       | হবিগঞ্জ (আসাম)    |
| বড়বাজার   | শালবনি          | খুলনা             |
| মানিকগঞ্জ  | বালিচক          | মীরকাঙ্গি         |
| শিয়ালদহ   | বাঁকুড়া        | কৃষ্ণনগর (মদীয়া) |
| বালীগঞ্জ   | বিষ্ণুপুর       | বাগেরহাট          |
| শ্রীমবাজার | গড়বেতা         | পাটনা             |
| ধর্মতলা    | ভেঙ্গপুর (আসাম) | রাঁচি             |

আমানতী টাকার উপর সুদের হার

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| চলতি হিসাব             | ... | ১% বার্ষিক |
| সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট | ... | ৩% "       |
| ফিক্সড ডিপোজিট এক বৎসর | ... | ৪% "       |
| দুই বৎসর               | ... | ৫% "       |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাল সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে।

প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| ৮ বৎসর প্রতি মাসে ১২ হিসাবে জমা দিলে           |  |
| ১০ বৎসর পরে ২৪০০ টাকা পাইবেন।                  |  |
| ৮ বৎসর যাবৎ প্রতি মাসে ৫০ টাকা হিসাবে জমা দিলে |  |
| ১০ বৎসর পরে ৭০০০ টাকা পাইবেন।                  |  |

আয়করহীন শতকরা ৫ ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্নমেন্ট বিল, জি. পি. নোটস্ এবং বাজার চলতি শেয়ার

বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

বিমান আক্রমণ হইয়াছে। ফলে ব্রিটিশ ভারতে মোট ৮৮৪ জন অসামরিক ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বারের আক্রমণের ফলেই কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

### কৃষি উন্নয়নে বাঙ্গলা সরকারের প্রচেষ্টা

প্রকাশ, বাঙ্গলার কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি এবং কৃষিজাত জীবের সর্বাধিক সম্ভাব্যতার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলার কৃষি বিভাগকে নতুন করিয়া সংগঠন করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। এই কার্যে সহায়তা করিবার জন্ত বাঙ্গলা সরকার পাজ্রাব সরকারের নিকট হইতে ছয় মাসের জন্ত একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী বার চাহিয়াছেন। এইরূপ কর্মচারী পাওয়া গেলে তাঁহার নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হইবে। প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের অমরোষক্রমে পাজ্রাব সরকার লয়ালপুর কৃষি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং পাজ্রাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলর খানবাহাদুর মিজা মহম্মদ আফজল হোসেনকে ধার দিতে সম্মত হইয়াছেন।

### বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতির বাষক সভা

সম্প্রতি বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির ১০ম বাষিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিদায়ী সভাপতি মিঃ এম, এল, শা বলেন যে, অবিলম্বে দেশের কার্পাস শিল্পের রপ্তানী বাণিজ্য সংগঠন করা দরকার। কার্পাস শিল্পের বর্তমান অবস্থা অতি-যোগ সঙ্কটে তিনি আলোচনা করেন। বর্তমান বৎসরের জন্ত শ্রীযুক্ত আর, এন, দত্ত (সভাপতি) শ্রীযুক্ত বি, এম, ব্যাপারী ও ডাঃ এন, দত্ত (সহ-সভাপতি) নির্বাচিত হইয়াছেন।

### বাঙ্গলার চুর্ভিক্ষে আয়ারল্যান্ডের দান

বাঙ্গলার চুর্ভিক্ষে সাহায্য হিসাবে আয়ারল্যান্ডের অধিবাসিগণ এক লক্ষ টালিং দান করিয়াছেন। আয়ারল্যান্ডের ত্রিশ লক্ষ লোকের পক্ষে এই দান যথেষ্টই বলিতে হইবে।

### বাঙ্গলায় কুইনাইন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলার সিকোনোজাত জব্যাদি রাখা, বিক্রয় অথবা বিতরণকার্য শীঘ্রই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। উক্ত আদেশে বলা হইয়াছে যে, যদি কাহারও নিকট ১৫০ গ্রেণের অধিক সিকোনোজাত জব্য থাকে তবে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর অথবা জেলাসমূহের নিকট তাহা জানাইবার সর্বশেষ তারিখ ২০শে ফেব্রুয়ারী। উক্ত আদেশে আরও জানান হইয়াছে যে, উপরুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ব্যতীত ১০০০ গ্রেণের অধিক পরিমাণ সিকোনোজাত জব্য রাখা, বিক্রয় করা অথবা বিনামূল্যে বিতরণ করা আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারীর পর নিষিদ্ধ হইবে। লাইসেন্স থাকিলেও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ দর অপেক্ষা অধিক দরে সিকোনোজাত জব্য বিক্রয় করা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

### ডাঃ ভি, কে, আর, ভি রাও

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের অধ্যাপক ডাঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও ভারত সরকারের খাজ দপ্তরের সংখ্যাতন্ত্র বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

### মধ্যপ্রাচ্যের তিল সম্পদ সম্পর্কে

#### ত্রিশমিতি আলোচনা

মধ্যপ্রাচ্যের তিল সম্পদ বৃদ্ধি, বিক্রয় এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্ত একটা পরিকল্পনা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ওয়াশিংটনে একটি পরামর্শ বৈঠক হইবে। প্রথমে আলোচনার জন্ত ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলকে আহ্বান করা হইয়াছে। ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের সহিত মার্কিন কর্তৃপক্ষের আলোচনা শেষ হইবার পর রুশ প্রতিনিধিদল ওয়াশিংটনে গিয়া পৌছিবেন।

### সাংবাদিকগণের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ

সম্প্রতি কলিকাতায় কমানিশিয়াল মিউজিয়ামে ভারতীয় সাংবাদিক সম্মেলন সভায় গৃহীত একটা প্রস্তাবে সাংবাদিকদের মালিকদিগকে অমরোষ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন সাংবাদিকগণের বেতনের হার যথোপযুক্ত রূপে ধার্য করেন এবং বেতন বৃদ্ধি

সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলেন।

### কাপড়ের কল সমূহে কাজের চাপ

বর্তমানে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলসমূহে প্রায় এক কোটি মাকু দেড় সিপ্ট এবং ছই লক্ষ তাঁত ডবল সিপ্ট চলিতেছে।

### আবজ্ঞনার মূল্য !

সহরের আবজ্ঞনা আজিকার যুগে আর উপেক্ষা করিয়া কেলিয়া রাখা হয় না। জমির গার, নানা প্রকারের গ্যাস এই সকল আবজ্ঞনা হইতে উৎপন্ন করা হয়। এই সকল আবজ্ঞনা হইতে যে প্লাজ-গ্যাস তৈরী হয় তাহা দ্বারা আমেরিকায় বহু ইঞ্জিন এবং গাড়ী চালান হইতেছে। যুদ্ধের পূর্বেই জার্মানীর রুঢ় প্রদেশে প্রায় ১০০ হটর লরী এই প্লাজ-গ্যাস দ্বারা চালান হইত। বর্তমানে যুদ্ধের চাপে সব দেশেই আবজ্ঞনার মূল্য বাড়িয়াছে।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ল্যানিং বোর্ড

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদ ডিম-ফ্রেটিক দল হইতে নয় জন এবং রিপাবলিকান দল হইতে নয় জন সদস্য লইয়া “পিপলস প্ল্যানিং বোর্ড” নামে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।

## ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

স্থাপিত—১৯২৯

এই ব্যাঙ্কের নতুন ও পুরাতন পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি—  
আপনারা বরাবর যেভাবে এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছেন, তদ্বন্দ্য আমরা আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের উপর আপনাদের যে বিশ্বাস ও আস্থা অর্জিত আছে, সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত আছি। আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, এই ব্যাঙ্ক ১৯৩৪ সালের রিচার্ড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে সিডিউলড হইয়াছে (ইন্ডিয়া গেজেট, নোর্টিফিকেশন তারিখ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৪)।

বর্তমানে আমাদের ষেরূপ সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে আপনাদের সুস্থভাবে সেবা করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস করি। এক্ষণে আপনাদের নিকট আমরা আমাদের কর্মনীতি উপস্থিত করিতেছি। আশা করা যায়, বরাবরের ন্যায় আপনাদের সহযোগিতা পাইতে থাকিলে ক্রমোন্নতির এই ধারা অব্যাহত থাকিবে।

এস পি রায় চৌধুরী,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

হেড্, অফিস—১২নং ক্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহঃ—কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর, বর্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর এবং ঢাকা।

যুদ্ধের পরে জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করাই কমিটির কাজ হইবে। সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী-শিল্পপতি এবং শ্রমিক-প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবার জন্য কমিটিকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। শিল্পকে যুদ্ধের ভিত্তি হইতে শান্তির ভিত্তিতে পরিবর্তন করা, যুদ্ধের পর বেকারদের জন্য কাজের সংস্থান করা, বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা, দেশের আত্যন্তরীণ সংগঠন কার্য ও কাঁচামালের বিলি ব্যবস্থা করা এবং যুদ্ধোত্তর কালে প্রচলিত আইন কাহ্ননের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা এবং নীতি নির্ধারণের ভার এই কমিটির উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

### চীনে এক লক্ষ কুপ খননের পরিকল্পনা

আগামী বৎসরের প্রথম হইতে চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহে সেচকার্যের উন্নতি বিধানের জন্য এক লক্ষ কুপ খনন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কার্যে প্রথম বৎসরে ৪৪ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে।

### দঃ আফ্রিকার সমাজ-কল্যাণ ব্যবস্থা

দক্ষিণ আফ্রিকায় সমাজ-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৪০ সালে যে কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল সেই কমিটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। এই রিপোর্টে বিভারিড পরিকল্পনার প্রায় সবগুলি ব্যবস্থাই সন্নিবেশ করা হইয়াছে। আগামী ১৯৫৫ সালের মধ্যেই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হইবে বলিয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই কার্যে বার্ষিক ৯ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় পড়িবে।

### বিরাট হাইড্রো-ইলেকট্রিক যন্ত্র উদ্ভাবন

প্রকাশ, সম্প্রতি বিলাতে বিরাট শক্তিসম্পন্ন নতুন ধরনের একপ্রকার হাইড্রো-ইলেকট্রিক যন্ত্র উদ্ভাবন করা হইয়াছে।

### আইনষ্টাইনের পুস্তকের পাণ্ডুলিপি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান্সাস সিটি শহরে সম্প্রতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের ছুঁখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নীলামে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে একখানি হইতেছে তাঁহার আবিষ্কৃত আপেক্ষিকত্ব সম্পর্কিত বিখ্যাত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি।

### মাল বহনকার্যে লরীর উপযোগিতা

সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় ভার কেনেথ মিচেল বলেন যে, ব্রডগেজের লাইনে একখানি ওয়াগন ৩০ টন মাল বহন করে কিন্তু একখানি মোটর লরী মাত্র ৪ টন মাল বহন করিতে পারে। এক একখানি ট্রেনের সঙ্গে সাধারণতঃ ৩৫খানি ওয়াগন ছুড়িয়া দেওয়া হয়। কাজেই এই ৩৫খানি ওয়াগন যে মাল বহন করে, তাহা বহন করিতে ১৭৫খানি মোটর লরীর প্রয়োজন। ২৫ গজ দূরে যদি লরীগুলি সাজান যায় তাহা হইলে উহার এক মাইল স্থান জুড়িয়া চলিতে থাকিবে। লরীতে

মাল বহনের পক্ষে ইহা একটি মস্ত অসুবিধা সন্দেহ নাই। কিন্তু — অল্পপক্ষে অসুবিধাও কতকগুলি আছে। মোটর লরী বেশী দ্রুত চলিয়া থাকে এবং বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে মাল সরবরাহ করার কার্যেও লরীর উপযোগিতা বেশী।

### আমেরিকায় কৃত্রিম রবার উৎপাদনের হার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার ডিরেক্টর সম্প্রতি যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গত আশ্বিন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৫০ হাজার টন কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি আশা করেন যে, বর্তমান বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫ হাজার টন হইবে। গত বৎসর যে পরিমাণ কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হইত বর্তমান বৎসরে তাহার পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

### ব্রিটেন কর্তৃক চীনকে ঋণ দান

প্রকাশ, ব্রিটেনের নিকট হইতে চীনের যে ৫ কোটি পাউণ্ড ঋণ পাইবার কথা ছিল সে সম্পর্কে শীঘ্রই সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে। গত ১৯৪২ সালে এই ঋণের কথাবার্তা আরম্ভ হয় কিন্তু তাহারই অঙ্গ।

সর্তাদি ঠিক না হওয়ার এ পর্যন্ত টাকা দেওয়া হয় নাই।

### সুতার উপর মুনাফার হার হ্রাস

গত সপ্তাহে টেক্সটাইল কমিশনারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, টেক্সটাইল কর্পোরেশন বোর্ডের সুপারিশ ক্রমে সুতা বিক্রয়ের উপর মুনাফার হার শতকরা ২০, টাকা হইতে কমাইয়া ১৫, টাকা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। সুতার বাজারের উপর মিলের যে দর লেগা থাকিবে খুচরা ক্রেতাদের নিকট হইতে তাহার উপর শতকরা ১৫, টাকার অধিক মুনাফা লওয়া বে-আইনী হইবে।

### শ্রমিকদের পারিবারিক ব্যয় সম্পর্কে অনুসন্ধান

প্রকাশ, কানপুরের শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের পারিবারিক ব্যয় সম্পর্কে শীঘ্রই তথ্যসংগ্রহ করা হইবে। কানপুর লেবার কমিশনার আফিসের কর্মচারীদের দ্বারা এই তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। ভারতের সর্বত্র শ্রমিকদের ব্যয় সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের যে সরকারী পরিকল্পনা আছে উহা তাহারই অঙ্গ।

### জাতীয় সেবায় উন্নত—

দি চিটাগাঙ

## সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বাংলা, বিহার ও আসাম শাখাসমূহের জন্য  
ম্যানেজার, ক্যালিফোর্নিয়া ও অর্গেনাইজার আবশ্যক।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য অতি দক্ষতার সহিত করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন—

দেবভোষ দাশগুপ্ত,  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

## শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
কোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ম্যাড্রাস লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জয়পুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস, কে, রায়।



## শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা কমিটি

এদেশে শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবস্থা সম্পর্কে ভাষ্যমূলকান এবং রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার স্তার সমুখম চেষ্টাকে

চেষ্টারম্যান করিয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং রসায়ন শিল্পের প্রতি নির্দিষ্ট হিসাবে শ্রেষ্ঠ বস্ত্ররতাই লালভাই, মিঃ জে, জে, গান্ধী এবং ডাঃ কে, এ, হামিদকে এই কমিটিতে লওয়া হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গবেষণা কার্যে নিযুক্ত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে স্তার এস, এস, ভাটনগর, স্তার জে, সি, ঘোষ, লেঃ কর্ণেল, এস, এস, সোখা, অধ্যাপক এস, কে মিত্র, এবং অধ্যাপক এম, ডি, কোরেশী কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

# মুহুর্তিনা

## কলানন্দা

### এ'ল পুনঃ ফিরে!

● “মা মেহেরমেছা! তুমি এখন বড় হ'য়েছ; কাজেই যখন আমার কাছে আসবে তখন কাপড়-চোপড় ভাল করে প'রে এস”—গুচি-পরায়ণ সম্রাট আদরিণী মেয়েকে কথাগুলি একটু রুচ ভাবেই বললেন। “সে কি কথা, আকাজান,”—বিস্মিতা রাজকুমারী উত্তর করলেন, “আমি যে সাতপদা মসলিন প'রে আছি।” কিন্তু তবু তাঁর তরী দেহবস্ত্রীকে নয় বলেই মনে হচ্ছিল।

● সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবন-ইতিহাসের ছোট্ট এই ঘটনাটি হয়তো কিছুটা অবাস্তব বলেই মনে হবে। তবু এর মধ্যে অনেকখানি সত্যই নিহিত আছে। কারণ জগতে মসলিনের চেয়ে সুন্দরতর বস্ত্র আজও তৈরী হয়নি! দেশবিদেশের বণিকেরা এর কদর বুঝতেন—রোমের সম্রাজ্ঞীরা মসলিনের জন্য না করতে পারতেন এমন কাজই নেই। ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইয়োন্ড ও

ফরাসী রাজসভার সুন্দরী রূপসীরা মসলিনকেই সুন্দরতম অঙ্গাবরণ বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাদের রূপের খ্যাতির মূলে ছিল মসলিন।

● আর ঢাকা-ই ছিল সেই অল্পম মসলিন-শিল্পের পীঠস্থান। মাত্র ঢাকার আশেপাশেই জন্মাত মসলিনের উপযোগী তুলো, মাত্র ঢাকার মেয়েরাই কাটতে পারত মসলিনের জন্ত সুতো, মাত্র ঢাকার বয়ন-শিল্পীরাই বুনতে পারত মসলিন। কিন্তু হতভাগ্য ভারতের অভ্যন্তর বিখ্যাত শিল্প-কলার মতই সেই অধিতীয় মসলিন-শিল্পও বস্ত্রযুগের নিষ্ঠুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। ফলে অমূল্য শিল্প-কলাটি অকালে বিনষ্ট হ'ল, এমন কি লোকে তার স্মৃতিটি পর্যন্ত ভুলে গেল। তার পরে ঢাকাতে বস্ত্র-বয়ন-শিল্প এক রকম ছিল না বললেই চলে। কিন্তু কলা-লক্ষ্মীর বৃদ্ধি মৃত্যু নেই। তাই না আজ আবার ঢাকাতেই গড়ে উঠেছে বাংলার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠান—

# ঢাকা স্মৃতি

## কটন মিলস্‌ লি:

## মিঃ বি. এন. আদারকর

মিঃ বি. এন. আদারকর ভারত সরকারের সহকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন।

## মার্কিন বিমান শিল্পের অগ্রগতি

“মার্কিন সমরবাহী” একটি সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৮৫ হাজার ৯১৯ খানি বিমান নির্মিত হইয়াছে। বর্তমান বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত বিমানের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়াইয়া যাইবে। শুধু সংখ্যার দিক হইতে মছে, বিমানের পাশ্চাত্য, বোমা বহন, বোমা ও গুলিবর্ষণের ক্ষমতারও আশ্চর্য উন্নতি হইয়াছে।

## সরকার কর্তৃক মডেল দোকান খুলিবার পরিকল্পনা

সম্প্রতি লক্ষ্যে সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে ভারত সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কন্ট্রোলার জেনারেল মিঃ দেশাই বলেন যে, মজুত ও মুনাফা নিবারণী অভিনাশ জারীর পর হইতে চমৎকার ফল পাওয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জরুরি বিজ্ঞপ্তির জন্য সরকার কতকগুলি মডেল দোকান খুলিবেন।

তিনি আশা করেন তাহাতে বাজারের অস্বাভাবিক অবস্থা কাটিয়া গিয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

## কলিকাতায় ধাতুশস্ত্র আমদানী সম্পর্কে বিধিনিষেধ

গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়াই কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চলের যে কোন ষ্টেশনে আড়াই মণের অনধিক ধাতুশস্ত্র আমদানী করার অবাধ সুযোগ ছিল। বর্তমানে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের যে সকল এলাকায় রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে সেই সকল অঞ্চলে কোন ধান, চাউল, গম ও গমজাত জব্য আমদানী করা এবং ডেলিভারী লওয়া যাইবে না। এজন্য পূর্ব হইতে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতি সংগ্রহ করিতে হইবে।

## সিদ্ধু সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

প্রকাশ, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্যের জন্য সিদ্ধু সরকার ৫০ লক্ষ টাকা পৃথকভাবে সংকল্প করিয়া রাখিয়া দিবেন।

## শ্রীর কয়েসজী জাহাঙ্গীর দাতব্য ট্রাষ্ট

দাতব্য কার্যে ব্যয় করিবার জন্য শ্রীর কয়েসজী জাহাঙ্গীর ২০ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে ট্রাষ্ট গঠন করিয়াছেন তাহার হাতে ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩ টাকা সুদের (১৯৩৫-৫৫) ঋণপত্র অর্পণ করা হইয়াছে।

## পোষ্টকার্ড ও থামের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা

রেলওয়ে বাজেটের নমুনা দেখিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে আরও নানা প্রকার ট্যাক্স বৃদ্ধির আশঙ্কা করা যাইতেছে। লবী মহলের ভয় এই যে, পোষ্টকার্ডের দাম বাড়াইয়া একখানা এবং এনভেলোপের দাম বাড়াইয়া দুই খানা করা হইবে। এতদ্ব্যতীত কর্পোরেশন ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইবে এবং উৎপাদন শুল্ক ও আমদানির সার চার্জ বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়াও ভয়বশোনা যাইতেছে। বর্তমানে অনুমান করা যাইতেছে যে, কেন্দ্রীয়



## বান্ধববাদী

পৃথিবীতে সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে তার পার্শ্বিক উন্নতিতে আত্মহারা হয়ে এই শাস্ত সত্যটিকে অস্বীকার করতে চায়। শঙ্করাচার্য শুধু সাধকই ছিলেন না—তিনি ছিলেন সত্যিকারের বান্ধববাদী। তাই মানুষের এই ক্ষণস্থায়ী মোহকে নাড়া দেবার জন্য বলে গিয়েছেন,—

“মা কুরু ধনজনযৌবন পরমং  
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্বম্।”

মহামানব শঙ্করের এই অমর বাণী শ্রবণ করে আমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যতের জন্য একটা পাকা বন্দোবস্ত করে রাখা উচিত। ডোমিনিয়নের পলিগি আপনার ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করে রাখতে সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করবে।

এজেন্সী এবং স্পেশাল এজেন্সীর জন্য সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

## ডোমিনিয়ন

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ  
৯৩, হাইড্রো স্ট্রীট - কলিকাতা

## ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

হেড অফিস—ঢাকা

বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইবে।

জাতীয় শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায়

## বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আপনাদের সহায়ত্ব প্রার্থনা করে।

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা, ব্রাঞ্চ অফিস : বগুড়া

প্রধান বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রসমূহে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।

স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির আবেদন অগ্রগণ্য।

## সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

এবংসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭৫.০ লভ্যাংশ দিয়াছে

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪০.০

—শাখাসমূহ—

- |                    |                  |               |                         |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| (১) শ্রামবাজার     | (৫) কাঁচড়াপাড়া | (৯) দিনাজপুর  | (১৩) দুবরাজপুর (বীরভূম) |
| (২) দক্ষিণ কলিকাতা | (৬) ভাটপাড়া     | (১০) মৌলভানগর | (১৪) সিরাজগঞ্জ          |
| (৩) নিউমার্কেট     | (৭) হিলি         | (১১) সৈয়দপুর | (১৫) কুচবিহার           |
| (৪) নৈহাটি         | (৮) বামুন্ডাট    | (১২) রংপুর    | (১৬) বেলায়ল            |
|                    |                  |               | (১৭) এলাহাবাদ           |

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা : ২১২৫ ও ৩৪৮০

বাজেটে ৪০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘাটতির পরিমাণ নাকি ৮০ কোটি টাকাও দাঁড়াইতে পারে।

### রেল বাজেটে শতকরা ২৫ টাকা ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যানবাহন বিভাগের সচিব শ্রী এডওয়ার্ড বেঙ্কল ১৯৪৪-৪৫ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন। বাজেট উত্থাপন প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে রেলযাত্রীর ভাড়া শতকরা ২৫ টাকা বাড়িবে। তবে সহরতলীর সিন্ধু টিকিটের দাম বাড়িবে না। শ্রী এডওয়ার্ড আরও বলেন যে, সংশোধিত হিসাব অনুসারে ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা উৎস হইবে এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে উৎস হইবে ৫২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। যাত্রী ভাড়া শতকরা ২৫ টাকা বৃদ্ধি করার ফলে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। শ্রী বেঙ্কল বলেন যে, এই ১০ কোটি টাকা সাধারণ রাজস্ব ও রেলওয়ের সাধারণ আয়ের মধ্যে ভাগাভাগি করা হইবে না। উহা নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির জন্য ব্যয়ের উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে সঞ্চিত রাখা হইবে। কয়লার ভাড়ার উপর সারচার্জ সাড়া বৎসরই শতকরা ২০ টাকা থাকিবে।

### আয় ব্যয়ের খতিয়ান

সংশোধিত হিসাব অনুসারে ১৯৪৩-৪৪ সালে মোট ১৭৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ট্র্যাফিকের আয় হইবে। গত বৎসর অপেক্ষা উহা ২০ কোটি টাকা বেশী। মোট পরিচালনা ব্যয় হইবে ১০৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা, গত বৎসরের ব্যয় অপেক্ষা উহা ২৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা বেশী। মোট ব্যয়ের মধ্যে কয়লা ক্রয়পূরণ বাবদ ১৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা, ষ্টেট রেলওয়ে কর্তৃক পরিচালিত বেসরকারী রেলওয়ে সমূহ বাবদ ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। উৎস ৪০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা যাইবে সাধারণ রাজস্বের খাতে এবং ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা যাইবে রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ডে। সাধারণ রাজস্বের খাতে বর্তমান বাজেটে গত বৎসর অপেক্ষা ১২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ট্র্যাফিকের আনুমানিক আয় হইবে ১৯২ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সাল অপেক্ষা ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বেশী। মোট পরিচালনা ব্যয় হইবে ১১৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সাল অপেক্ষা ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বেশী। সাধারণ রেলপথে উৎস হইবে ৫০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, এবং সাময়িক রেলপথে লোকসান হইবে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ফলে মোট উৎসের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। ভাড়া বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে শ্রী বেঙ্কল বলেন যে, ভাড়া বৃদ্ধির ফলে অন্ততঃ যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া খামিবে এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্যের জন্য একটি তহবিল গঠিত হইবে।

### খাদ্যশস্য সরবরাহের ফলে ক্ষতি

শ্রী এডওয়ার্ড বেঙ্কল বলেন যে, রেল-কর্মচারীদিগকে সস্তা দরৈ খাদ্য সরবরাহ করার ফলে চলতি বৎসর ১০ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসর সাড়ে এগার কোটি টাকা ঘাটতি হইবে।

(ইহা ঘোষণা মাত্র, অনুষ্ঠান পত্র নহে, পত্র লিখিলে অনুষ্ঠান পত্র পাঠান হইবে।)

## দি ব্যাঙ্ক অফ ময়মনসিংহ-গৌরীপুর লিঃ

সেন্ট্রাল অফিস :—সেলিসবেরি হাউস, ৩১ ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড অফিস :—গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)

শাখাসমূহ :—ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা, সুরাঙ্গগঞ্জ।

### পৃষ্ঠপোষক

শ্রীযুক্ত ব্রজেনকিশোর রায় চৌধুরী, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)

### আর্থিক উপদেষ্টা

মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার।

### চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস

মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী, এম, এল, এ, (ময়মনসিংহ)।

### ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি এ, এম-এল-সি, (গৌরীপুর)।

### ডিরেক্টরস

মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী, এম, এল, এ, ময়মনসিংহ।

মিঃ বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি এ, এম-এল-সি, গৌরীপুর।

মিঃ সুশীলচন্দ্র সেন, সি, বি, ই।

রায় সাহেব সুরেশচন্দ্র মজুমদার।

মিঃ সুশীলপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এ।

মিঃ স্তানেন্দ্রনাথ সাত্তাল।

মিঃ শরৎচন্দ্র গোস্বামী, বি, এল।

মিঃ কামাক্ষাপ্রসাদ সেন, বি, এ।

### সলিসিটাস

দত্ত এণ্ড সেন, টেম্পল চেম্বারস, কলিকাতা।

### ব্রোকাস

এন, এল, রায় এণ্ড কোং, ষ্টক এণ্ড শেয়ার ব্রোকাস, ৭, লায়ন্স রোড, কলিকাতা।

### অডিটাস

জি, বাবু এণ্ড কোং, ৬, হেষ্টিংস স্ট্রিট, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। বিক্রীত মূলধন ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫ শত টাকা; তন্মধ্যে ২৫ কোটি মূল্যের “এ” শ্রেণীর সাধারণ শেয়ার ২ হাজার এবং ২৫ কোটি মূল্যের “বি” শ্রেণীর সাধারণ শেয়ার ২১ হাজার ৬০টি। তলবীকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫ শত টাকা।

“বি” শ্রেণীর অংশীদারগণের লভ্যাংশের মোট পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত শ্রেণীর অংশীদাররা “এ” শ্রেণীর অংশীদারগণকে বাদ দিয়াও লভ্যাংশ গ্রহণের অধিকারী থাকিবেন। “বি” শ্রেণীর অংশীদারদের শতকরা ৪০ ভাগ লভ্যাংশ প্রদানের পরে প্রতি বৎসর “এ” শ্রেণীর অংশীদারগণ কোম্পানীর লভ্যাংশ পাইবার অধিকারী।

কারবার শুটাইয়া দেওয়া হইলে সেক্ষেপে মূলধন প্রত্যর্পণ ও উৎস সম্পদের অংশ লাভের ব্যাপারে “এ” ও “বি” শ্রেণীর অংশীদারদের সমান দায়িত্ব ও সমান অধিকার থাকিবে।

ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ময়মনসিংহের মহারাজা বাহাদুর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌরীপুরের মিঃ বি কে রায় চৌধুরী এবং অন্যান্য ডিরেক্টর ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবরা আরও ৪ হাজার ৯৩০টি “বি” শ্রেণীর শেয়ার ক্রয়ে রাজী হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ এবং গৌরীপুর, পূর্ববঙ্গের দুইটি বিখ্যাত জমিদার পরিবারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্যাঙ্কের কার্য সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ হইয়াছে।

অধিকন্তু, কোম্পানী লভ্যাংশ ঘোষণা করিবার মত অবস্থায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টররা কোন প্রকার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

দুইটি সমৃদ্ধ কৃষি-অঞ্চলে এই ব্যাঙ্কটি ব্যাঙ্কিং কার্য পরিচালনা করিতেছে, কাজেই শতক্রয় এবং সরবরাহের কাজে টাকা খাটাইবার একটি সুনিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে। ধান, পাট, চা

প্রভৃতি কৃষিজাত ফসলের ব্যবসা এবং ট্রেড বিলের আদান-প্রদান সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্তমানে এই ব্যাঙ্ক যে-সকল ব্যবসার উপর দৃষ্টি দিয়াছে তন্মধ্যে উপরোক্ত ব্যবসাসমূহ অত্যন্ত। হৃদয় পল্লী অঞ্চলে ব্যবসাকে স্থাপন করার ফলে, বাজার কয়েকটি বিশেষ অর্থকরী ফসলের কাজকারবারে এই ব্যাঙ্ক কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলির সহিত ব্যবসায়গত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে। এই ব্যাঙ্ক মিঃ এন আর সরকারের সাহায্য এবং সহযোগিতা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাঁহার প্রত্নত অভিজ্ঞতা এবং সর্বভারতীয় প্রভাব ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্পদস্বরূপ। বাজার যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজিষ্টার মছোদয়ের নিকট এই ব্যাঙ্কের অনুষ্ঠানপত্র দাখিল করা হইয়াছে।

ভারতরক্ষা আইনের ৯৪ এ ধারা অনুসারে এই ঘোষণা পত্র প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। তবে এতৎসম্পর্কে ইহা স্পষ্টভাবে জানা থাকা আবশ্যিক যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এই ব্যাঙ্কের কোন ক্ষমতার আর্থিক নিরাপত্তা বা তৎসম্পর্কে প্রদত্ত কোন মতামত বা বিবরণ যে নিতুল তৎসম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। ইহা সাধারণ ঘোষণা মাত্র, শেয়ার বিক্রয়ের বিস্তৃতি নহে। মেমোরেণ্ডাম এবং অনুষ্ঠানপত্রের অনুলিপি কোম্পানীর সেন্ট্রাল অথবা রেজিষ্টার্ড অফিসে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেন্দ্র মাত্র “বি” শ্রেণীর শেয়ারই এখন বিক্রয়ের জন্য আছে। অনুষ্ঠানপত্রে উল্লিখিত সর্বোচ্চ উহা বিক্রয় করা হইবে। অনুমোদিত ফরমে শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করিতে হয়।

ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল অথবা অন্যান্য অফিসে কিম্বা কোম্পানীর দালালদের নিকট আবেদন করিলে অনুষ্ঠানপত্র এবং শেয়ার ক্রয়ের আবেদন ফরম পাওয়া যায়।

## পরিষদ সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব

প্রকাশ, রাজ্যীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান অধিবেশনেই পরিষদ সদস্যদের বেতন মাসিক ১৫০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৫০ টাকা এবং দৈনিক ভাতার হার ১০ টাকার স্থলে ১৩ টাকা বর্ধ্য করিবার অত্র একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। প্রকাশ, মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে সরাসরিভাবে এই প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়া মন্ত্রিদলের সমর্থক একজন সদস্য প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবেন এবং মন্ত্রিসভা উহা স্বীকার করিয়া লইবেন।

## কেন্দ্রীয় পরিষদে এক্সাইজ এণ্ড সন্ট বিল গৃহীত

গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক এক্সাইজ এণ্ড সন্ট বিলটি গৃহীত হইয়াছে।

## বাক্সলা সরকারের বাজেট ( ১৯৪৪-৪৫ )

পত্নী ওকবার বাক্সীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসী চন্দ্র পোখামী বাক্সলা সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট পেশ করেন। তিনি যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৪৪-৪৫ সালে আয় হইবে ২১ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৪

হাজার টাকা, ব্যয় হইবে ৩০ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা এবং ঘাটতি হইবে ৮ কোটি, ৪৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। ১৯৪৩-৪৪ সালে আয় হইয়াছিল ২১ কোটি, ৩৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা এবং ঘাটতি হইয়াছে ১১ কোটি ১২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। ১৯৪২-৪৩ সালে আয় হইয়াছিল, ১৬ কোটি, ৪৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, ব্যয় হইয়াছিল ১৬ কোটি ৭২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা এবং ঘাটতি হইয়াছিল ৩২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। অর্থসচিব তাঁহার বক্তৃতার বলেন যে, প্রধানতঃ দুই দিকের দৃষ্টিতে এই ঘাটতি হইয়াছে। বৎসরের প্রথম দিকে কাজ চালাইবার অত্র ভারত গভর্নমেন্ট বাক্সলা গভর্নমেন্টকে ১২ কোটি টাকা ঋণ দেন। কিন্তু পরে তাঁহার বাক্সলা গভর্নমেন্টকে নিজেদের চেষ্টায় অর্থের সংস্থান করিতে বলেন। অর্থসচিব আশা করেন যে, তিনি পত্নী হই বৎসর অপেক্ষা আগামী বৎসর অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা আয় করিতে পারিবেন। তবে উহা বাজেটে বরা হয় নাই। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, ইতিমধ্যে যে কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে বা নতুন কর বাধ্যের প্রস্তাব হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে তাহা ছাড়াত অতিরিক্ত কর বাধ্যের প্রয়োজন হইতে পারে। অর্থসচিব বলেন যে, উপরোক্ত হিসাব শুধু রেভিনিউ একাউন্টের, উহা হইতে বাক্সলা গভর্নমেন্টের আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে সঠিক

ধারণা হয় না। রেভিনিউ একাউন্ট, কেপিটেল একাউন্ট ও ঋণ এই তিন হিসাবে চলতি বৎসরের শেষে গভর্নমেন্টের হাতে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা থাকিবে বলিয়া বরা হইলেও আগামী বৎসরে হাতে কিছুই থাকিবে না বরং ১০ কোটি, ৬৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। ইহা হইতে পারে না। কাজেই টাকার জোগাড় করিতে হইবে।

## বাক্সলা সরকারের ঋণ ভার

বাজেট বক্তৃতার পরিশিষ্টে বাক্সলা গভর্নমেন্টের ঋণ ও হস্তান্তিত মজুত মালের যে হিসাব সন্নিবেশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ বাক্সলা গভর্নমেন্টের মোট ঋণের পরিমাণ হইবে ৪৫ কোটি ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা এবং ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ ২১ কোটি, ৬২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। অন্যদ্যে যথাক্রমে ১৮ কোটি টাকা এবং ১২ কোটি টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট চলতি বৎসরের ৩১শে মার্চ বাকী ট্রেজারী বিলের পরিমাণ হইবে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; আগামী বৎসর ৩১শে মার্চ কিছু বাকী থাকিবে না। বাকী ঋণ ভারত গভর্নমেন্টের নিকট। চলতি বৎসরের ৩১শে মার্চ চাউল, গম, চিনি, লবণ ইত্যাদি থাকিবে ২২ কোটি, ৭৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার এবং আগামী বৎসর ৩১শে মার্চ ১২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার।

## কুষ্টিয়া ইউনাইটেড

### ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—২১, ফ্রীও রোড, কলিকাতা

\* ব্রাঞ্চ অফিস \*

মাহারীপুর, কুষ্টিয়া, আরা ও বেরহামপুৰ

চরমুগুরিয়া, পাটনা ও ছাপরা  
ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বি. বি. রায়চৌধুরী,

জেনারেল ম্যানেজার

বিমল রায়চৌধুরী,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তিসকল

শাখাসমূহ :—

হেড অফিস :—

৩৩.৪ হোয়ার ষ্ট্রিট,  
কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা ৬১১

অবস্থাতেই আপ  
নাগের সেবা  
করিতে  
প্রস্তুত।

টাকা, কালিম্পাও,  
শিলিগুড়ি, শান্তি-  
পুর, রাজসাহী,  
বালী, বগুড়া, কক্স-  
বাজার, ভারকেশ্বর,  
রাণাঘাট, সূত্রাগড়,  
ভদ্রক, শ্রামবাজার,  
বড়বাজার, হাওড়া  
ও বেলুড়া।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এস কে চক্রবর্তী

## নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :  
কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস  
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রিট।

কলিকাতায় অস্থায়ী শাখা :—

কলেজ ষ্ট্রিট, শ্রামবাজার ও বালীগঞ্জ।

● “ক্যাশ ক্রেডিট” প্রণয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা  
ধার দেওয়া হয়।

● মার্কেটাইল বিলের উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্বত্র।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি. কে. দত্ত।

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

নিম্নোক্ত

স্থাপিত—১৯৩৫

ফোন :—ক্যাল—২৬৩২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাক্সওয়েল, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বেয়ার ষ্ট্রিট (কলিকাতা)

বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (উত্তর প্রদেশ)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম বি ঘোষ দস্তিদার।

**ইক্ষু চাষের চূড়ান্ত পূর্ণাভাব (১৯৪৩-৪৪)**

১৯৪৩-৪৪ সালের ইক্ষু চাষ সম্পর্কে যে চূড়ান্ত সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে সমগ্র ভারতে ৪১ লক্ষ ১৩ হাজার একর জমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছে এবং ৫৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টন শুষ্ক উৎপন্ন হইবে, অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ সালের উৎপাদন অপেক্ষা শতকরা

দশভাগ বেশী। ১৯৪২-৪৩ সালে সমগ্র ভারতে মোট ৩৬ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল এবং শুষ্ক উৎপন্ন হইয়াছিল মোট ৫০ লক্ষ ৭৬ হাজার টন।

**বিভিন্ন জেলায় বসন্তের প্রকোপ**

গত সপ্তাহের কলিকাতা পেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, হাওড়া, যশোহর, খুলনা, রাঙ্গামাঠী,

বগুড়া, দিনাজপুর, পাবনা, চট্টগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্যাপকভাবে বসন্তরোগ দেখা দিয়াছে।

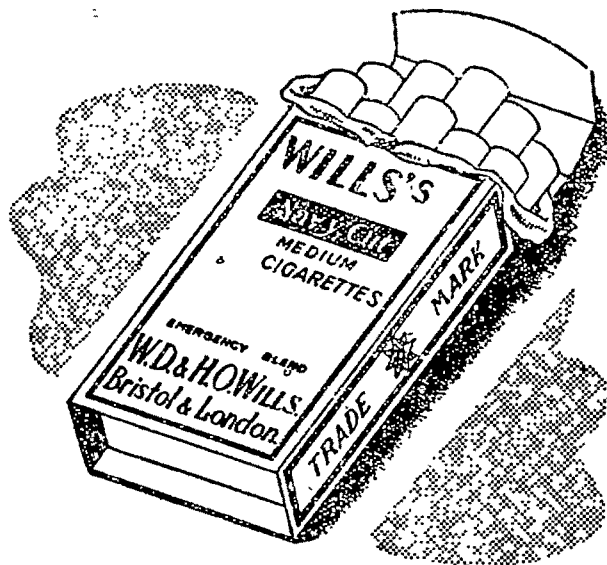
শিক্ষকদের সাহায্যে ৫০ লক্ষ টাকা

**ব্যয়ের পরিকল্পনা**

প্রকাশ, হুঃ স্ব শিক্ষকদের সাহায্যকল্পে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা বর্তমানে বাঙ্গলা সরকারের বিবেচনায়ীন আছে।



“মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**



## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### দি পিয়ারলেস্ টী কোং লিঃ

“বার্ষিক জগৎ”-এর বর্তমান সংখ্যায় অল্প পিয়ারলেস্ টী কোম্পানী লিমিটেডের প্রস্তুতপত্র বা অস্থানপত্র মুদ্রিত হইল। সাধারণভাবে চা উৎপাদন, বিক্রয় এবং চা-বাগান ইজারা লওয়া বা অল্পবিধ উপায়ে চা বাগানের পরিচালনার ভার লওয়া ইত্যাদি চা-শিল্প সংক্রান্ত কাজকারবারের অল্পই উক্ত কোম্পানীটি ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যে কোম্পানী একটি চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাজ আরম্ভ করেন। বর্তমানে ঐ চা-বাগানে ৩০৮-৯১ একর জমিতে চায়ের চাষাবাদ হইয়া থাকে। ১৯৪৪ সালের উৎপাদন ২ হাজার ২ শত ২৭ হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গত ১৯৩৫ সাল হইতে কোম্পানী উহার অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন। গত ১৯৪২ সালের লভ্যাংশের হার ছিল (আরকরমুক্ত) বার্ষিক শতকরা ১০৭ টাকা। সম্প্রতি মেসার্স এনডু, ইউল এণ্ড কোং লিঃ-এর পরীচালনাধীন একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোম্পানী সেলিম হীল টী ইষ্টেট নামে আর একটি চা-বাগান ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার ক্রয় করিয়াছেন। এই নতুন কাজের জন্য এবং কোম্পানীর আরও প্রসার ও উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই অভিপ্রায়ে কোম্পানী ১০০৭ টাকা মূল্যের ৪ হাজার প্রেকারেন্স শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৪ লক্ষ টাকা পরিমিত মূলধন সংগ্রহের সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রথমে কোম্পানীর অংশীদারগণের নিকট উক্ত শেয়ার বিক্রয় করা হইবে। অংশীদারগণের গ্রহণের পর যে সব শেয়ার অবশিষ্ট থাকিবে

সেইগুলিই অনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত করা হইবে। দি পিয়ারলেস্ টী কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা।

বর্তমানে চা-শিল্প ও চা ব্যবসায়ের সমুদ্রে প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের প্রচারের ফলে ভারতের অভ্যন্তরে চায়ের কাটতি বহুলাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। সকল দিক দিয়া পিয়ারলেস্ টী কোং লিঃ বেরূপ সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং উহার ভবিষ্যৎ বেরূপ উজ্জল বলিয়া মনে হইতেছে তাহাতে এদেশের সম্মতিসম্পন্ন লোকেরা এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে আগ্রহশীল হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

### ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

আমরা জানিয়া আঁত হইলাম যে, ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ১৯৪৩ সালের নতুন কাজের পরিমাণ হইয়াছে কিঞ্চিদধিক ১৬ লক্ষ টাকা। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, পূর্ববর্তী বৎসরের (১৯৪২) নতুন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯ লক্ষ ৭ হাজার টাকা।

### নতুন যৌথ কোম্পানী

এসোসিয়েটেড কেমিক্যালস, লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্টস্ মেসার্স বিয়লা ব্রাদার্স লিঃ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ রয়েল একচেঞ্জ মেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা। ঔষধপত্র ও ভেষজ সংক্রান্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবসা।

হিন্দুস্থান এয়ারওয়েজ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি পি পোয়েকা। রেজিষ্টার্ড অফিসের ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই। অনুমোদিত

মূলধন—১ কোটি টাকা। বিমানপোত চলাচলের সার্ভিস।

রায়নাথ ইষ্টেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর কে মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৭/১ হাজারা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ইষ্টেট এজেন্ট।

ব্যয়ানওয়ালা এজেন্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি মহীপাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯ অগ-মোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। মার্কেট।

হরিলাল হরকটাদ এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ হরকটাদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৯ বাজারগেট ষ্ট্রীট, কোর্ট, বোম্বাই। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। জেনারেল মার্কেট।

এসোসিয়েটেড ওভারলিফট ইঞ্জিনিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর এ শাহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯৮ কলবাদেরী রোড, বোম্বাই। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। কাপড়ের ব্যবসা।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বিক্রমাদী রবার কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৩২.১০ আনা। বেঙ্গল কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম শতকরা ২৭ টাকা বোনাস সহ লভ্যাংশ বার্ষিক শতকরা ১২৭ টাকা। মুইর মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম শতকরা ৫০ বোনাস সহ কাইনাল ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ৬০৭ টাকা। সীতারাম স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ—গত ১৬ই আগষ্ট পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৪০৭ টাকা।

### এগিয়ে চলো—

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ওপর জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস নির্দেশ করে—এই আস্থা ও বিশ্বাস আমাদের উপরুত্তরা ও বিশ্বস্ততার ওপর। সেল বছরের সাম্নে এগিয়ে চলা, নতুন বৎসরে ক্ষমতর ও দীর্ঘতর পথ অতিক্রমণের পূর্বসূচক-স্বরূপ হউক এটাই আমরা আশা করি। দেশবাসীর বিশ্বাস ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য, তাঁদের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি—

## দি ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল

### ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—কানপুর      স্থাপিত—১৯৩৪  
লাইফ-ফায়ার-ম্যারিন-গ্র্যাক্সিডেন্ট  
চেয়ারম্যান :      ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :  
স্টার পদক্ষেপ      এম্. কে. ভারতীয়া,  
সিংহানিয়া, কে, টি      বি, এ, এক সি, আই  
লাইফ ম্যানেজার :—কে, ভট্টাচার্য্য।  
কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

# S. SIRKAR & CO.

Manufacturing Jewellers

125. BOWBAZAR STREET

## সাবান প্রস্তুতের

সাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্ট্রোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাল্লাই কোং লিঃ  
৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা

কোম :—  
বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস  
"      —১৫৯২ ক্যান্টারী  
টেলিগ্রাম—“চীমামাটি”

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতার কথা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নতুন করিয়া বলিবার নাই। ব্যাংকসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের অঙ্গীকারে স্বল্পমেরাদী ঋণের সুদের হার কলিকাতা ও বোম্বাই-এ ৭০ আনা ও ১০ আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোম্পানীর কাগজের দরে এবার একটা স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারের অবস্থারও পূর্ববর্তী সপ্তাহের মতই। কাজকারবারের পরিমাণ এবারও যৎসামান্য।

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের অস্ত্র যে টেণ্ডার আহ্বানে করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২২৮২ পাই ও তদুর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ২২৮৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮৬ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অস্ত্রান্ত কেন্দ্রে ২২শে তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী টাকা দিতে হইবে। অস্ত্রান্ত সর্ভাবলী পূর্বের মত।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৭০ কোটি ৬১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৬০ কোটি ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাংকের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২০ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার ঐরূপ ধারের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক

অস্ত্রান্ত ব্যাংকের আয়নতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি ৫৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের আয়নতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪০ কোটি ৫১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক ব্রহ্ম সরকার ও অস্ত্রান্ত প্রাদেশিক সরকারের আয়নতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ২২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| টেলিঃ হস্তি (প্রতি টাকার) | ১ শিঃ ৫৪ ১/২ পে |
| ঐ দর্শনী                  | ১ শিঃ ৫৪ ১/২ পে |
| ডি এ ৩ মাস                | ১ শিঃ ৬৪ ১/২ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)    | ৩৩২৮০           |

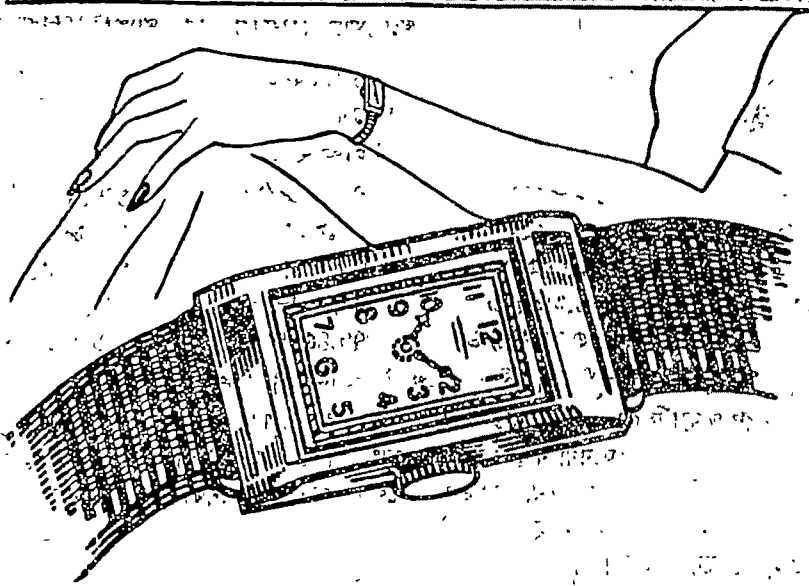
### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারের সমস্ত বিভাগেই মন্দার ভাব দেখা যায়। প্রায় সমস্ত রকম শেয়ারের দরই কিছু কিছু হ্রাস পাইয়াছে এবং কলে কাজকারবারের পরিমাণও খুব কম হইয়াছে। ১২৪৪-৪৫ সালের রেলওয়ে বাজেটের নমুনা দেখিয়া অনেকেরই মনে সন্দেহ আগিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকারের বাজেট প্রস্তাবেও হয়ত এবার নতুন নতুন ট্যাক্স বসাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। অবস্থা দেখিয়া, মনে হয় যে, বাজেটের হাদ্যমা না মিটিয়া যাওয়া পর্যন্ত শেয়ার বাজারের উন্নতির আশা কম।

### কোম্পানীর কাগজ

শেয়ার বাজারের মন্দার চেউ কোম্পানীর কাগজের বাজারের উপর আসিয়া পড়ে এবং আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের মূল্যও কিছুটা হ্রাস পায়। ৩০০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮৮/০ এবং ৩০০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৮৮/০ আনি দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রের মধ্যে ৩০০ সুদের (১৯৫৩-৫৫) ২২৮০, ৩০০ সুদের (১৯৪৭-৫০) ১০৩০, ৫০০ সুদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৫১/০, ৩০০ সুদের (১৯৪৬-৫৬) ২৮৮/০, ৩০০ সুদের (১৯৪৩-৫৫) ২৮৮/০ আনি দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।



### নিজের হাতেই সময়

আমাদের প্রতি মুহূর্তই মূল্যবান।

আমাদের হাতে ঠিক কত সময় আছে

আমরা তা জানতে পারি হাতঘড়ির ঐ

ইম্পাতের কাজের উপর।

কাজে যখন থাকি ইম্পাতই আমাদের কাজের দক্ষতার জন্ত দায়ী।

**TATA and COB**

টাতা ও কোব

সি টাটা আয়রণ এ্যান্ড স্টীল কোঃ লিঃ ও সি-স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।

(বঙ্গদেশের অয়েল্ট ষ্টক কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট এই প্রপোজিশনের মূল ইংরেজি নকল দাখিল করা হইয়াছে। ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ দ্বারা অনুসারে এই ইন্সর অন্তর্ভুক্তীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ থাকে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার কোন ক্ষীণের আর্থিক নিরাপত্তা বা উহাদের সম্পর্কে কোনরূপ অসুস্থতা বা কোনরূপ হিসাবপত্রাদি সম্বন্ধে কোনরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।)

# দি পীয়ারলেস্ টী কোম্পানী লিমিটেড্

রেজিঃ হেড অফিস :—কুমিল্লা, বেঙ্গল

অনুমোদিত মূলধন

৭,০০,০০০ টাকা

প্রত্যেকটি ২৫ টাকা করিয়া ১২,০০০টি অর্ডিনারী শেয়ারে

এবং

প্রত্যেকটি ১০০ টাকা (সমমূল্যে পরিশোধনীয়) করিয়া শতকরা ৬ টাকা হারে আয়কররহিত কিউম্যুলেটিভ পরিশোধযোগ্য ৪০০০টি

প্রেকারেন্স শেয়ারে বিভক্ত

প্রেকারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণ, শেয়ার মধ্যে বর্তমান টাকা আদায় দিয়াছেন, তাহার উপর শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে আয়কর রহিত লভ্যাংশ পাইবেন এবং ৬ মাসের নোটিশ দিয়া এই সমস্ত শেয়ারের আংশিক অথবা সমগ্রভাবে সমমূল্যে পরিশোধ করা যাইবে এবং লভ্যাংশের বেলায় ও মূলধনের ব্যাপারে, অন্ত্যস্ত শেয়ারের পূর্বে আসল মূলধনে এই সমস্ত শেয়ারের অধিকার থাকিবে; কিন্তু লাভ বা সম্পত্তির ব্যাপারে এই সমস্ত শেয়ারের আর কোন অধিকার থাকিবে না।

বিক্রীত মূলধন

...

২,৪৯,৭৫০ টাকা

(প্রত্যেকটি ২৫ টাকা করিয়া ৯,৯৯০টি শেয়ার)

আদায়ীকৃত মূলধন

...

২,২৩,০০০ টাকা

বর্তমানে বিক্রয় শেয়ার

প্রত্যেকটি ১০০ টাকা করিয়া শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে আয়কররহিত পরিশোধযোগ্য ৪০০০টি কিউম্যুলেটিভ প্রেকারেন্স শেয়ার ৪,০০,০০০ টাকা

শেয়ারের টাকা এইভাবে আদায় দিতে হইবে :—

ধরখাস্তের সঙ্গে

...

৫০ টাকা

বিলির পর

...

৫০ টাকা

প্রত্যেক ধরখাস্তের সঙ্গে গ্র্যান্ডমিশন কি বাবত ১ এক টাকা করিয়া দিতে হইবে।

ধরখাস্তের সঙ্গেও পুরা টাকা আদায় দেওয়া যাইতে পারে।

ডিরেক্টরস :

- ১। মিঃ জে সি ভট্টাচার্য, বি এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিরেক্টর ও এজেন্ট—কুমিল্লা ইলেকট্রিক সান্দাই লিঃ, ষ্টীল কন্সট্রাকশন কোং লিঃ, কুমিল্লা।
- ২। মিঃ জে সি চৌধুরী, সুপারভাইজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ভাগ্যলক্ষী কটন মিলস্ লিমিটেড্, ডিরেক্টর—দি কুমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়েল এজেন্সী লিমিটেড্, কুমিল্লা ইলেকট্রিক সান্দাই লিঃ, কুমিল্লা।
- ৩। মিঃ সি বি শুক্ল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ, কুমিল্লা, টা ম্যান্ডার।
- ৪। মিঃ এম্ এম্ রায়, বি-এল, কুমিল্লা।
- ৫। মিঃ জে এম্ বসু, বি-এল, কুমিল্লা।
- ৬। মিঃ এম্ দাশগুপ্ত, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ভাগ্যলক্ষী কটন মিলস্ লিঃ, ডিরেক্টর—দি কুমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়েল এজেন্সী লিঃ, পপুলার ব্যাঙ্ক লিঃ, কুমিল্লা।

## লাভের হিসাব ও লভ্যাংশের হার

| ৩১ ডিসেম্বর<br>বে বৎসর পূর্ণ<br>হইয়াছে | চা-বিক্রয়লব্ধ ও<br>অভ্যন্তরীণ আয় | মূল্যাপকর্ষগত<br>আয়করিক খরচ<br>ও চার্জ ইত্যাদি | নীট লাভ    | লভ্যাংশ বাবত দেয়<br>টাকার পরিমাণ | আয়কর রহিত যে<br>লভ্যাংশ ঘোষণা করা<br>হইয়াছে |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| ১৯৩৮                                    | ৫৬,৩৫৭৮৩                           | ৪০,২২৮/৮                                        | ১৬,১২৯৮৭/৭ | ১১,৯৯৮                            |                                               |
| ১৯৩৯                                    | ৭১,৮৩৫১০                           | ৪২,৯৩৮/৭                                        | ২৮,৮৯৬৮৩   | ১৪,১০৫                            | বার্ষিক ৭%                                    |
| ১৯৪০                                    | ৭০,৪৫২/৩                           | ৪৭,৪১০/৫                                        | ২৩,০৪১৮১   | ১৫,২০৬/০                          | বার্ষিক ৭%                                    |
| ১৯৪১                                    | ১০৬,২৩২/৯                          | ৬৭,৯০৮/০                                        | ৩৮,৩২৪/৯   | ১৮,২৪৭/০                          | বার্ষিক ৯%                                    |
| ১৯৪২                                    | ১১৩,৯৮২/৬                          | ৭৭,৪৫৪/০                                        | ৩৬,৪৪৮/৬   | ২০,৭৫০                            | বার্ষিক ১০%                                   |

উপরোক্ত সময়ের অন্তর্গত কুমিল্লা পীয়ারলেস্ টী কোম্পানী লিঃ কর্তৃক উপরে যে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে ও লাভের হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের যে তথ্যাদি দেওয়া হইয়াছে ও বুঝানো হইয়াছে এবং কোম্পানীর যে হিসাবপত্রাদি দেখান হইয়াছে, তৎসঙ্গে দেখিয়া শুনিয়া আমি বলিতেছি উহা নিকূল। ঐ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং কোম্পানীর নীট লাভ হইতে লভ্যাংশ আদায় দেওয়া হইয়াছে।

একটি জানান হইয়াছে যে, ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সেই বৎসরের কোন হিসাব তৈয়ার ও প্রস্তুত করা হয় নাই এবং লাভ নির্ণয় করা হয় নাই।

জি এন্স রোড, শিলং।

তারিখ—২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৪।

আঃ ইউ সি মজুমদার,

রেজিষ্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, অডিটর।

## ব্যাঙ্কারস :

দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

কলিকাতা, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

দি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

কলিকাতা, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

দি পোয়েন্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ, কার্শিয়াং।

দি ত্রিপুরা মার্জার ব্যাঙ্ক লিঃ, আগরতলা।

নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, কুমিল্লা।

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

আগরতলা।

অডিটরস :

মিঃ ইউ সি মজুমদার, বি, এস-সি, জি ডি এ, আর এ, রেজিষ্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, অডিটর, জি এন্স রোড, শিলং।

সলিসিটরস :

মেসার্স এম এন্স চ্যাটার্জি এণ্ড কোং

১২/১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেজিঃ অফিস : কুমিল্লা, বেঙ্গল।

## প্রপোজিশন

চা উৎপন্ন ও চায়ের ব্যবসায়ের এবং চা প্রস্তুত ও বিক্রয়ের কারবার পরিচালনা করার অন্তর্গত চা-বাগান বা জমি ও বাড়ীঘর ইত্যাদি ইজারা, দানপত্র, হস্তান্তর বা অন্য কোন ভাবে অর্জন করার অন্তর্গত এবং অন্তর্গত উদ্দেশ্যে—যাহা কোম্পানীর মেম্বারেরা অব্ এসোসিয়েশনে বণিত হইয়াছে তৎসঙ্গে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানী সংগঠিত হইয়াছিল।

ঐ বৎসরই কোম্পানী ত্রিপুরা রাজ্যে ফটিকছড়া টী-এজেন্ট নামে একটি চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বাগান এক্ষেপে একটি সমৃদ্ধিশালী সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, উহার ৩৩৮.৯১ একর জমিতে চায়ের চাষ রহিয়াছে। ১৯৪৪ সালে ২২০০ মণ চা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ১৯৩৫ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া

আসিতেছেন। সর্বশেষ ১৯৪২ সালে আয়কর রহিত শতকরা ১০ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবসায়ের উন্নতি ও সম্প্রসারণের অন্তর্গত কোম্পানী সম্পত্তি মেসার্স এণ্ড ইউল এণ্ড কোং, লিঃ-এর পরিচালনাধীনে কোন একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর নিকট হইতে দার্জিলিং জেলার সেলিম হিল টী এজেন্ট নামক আর একটি চা-বাগান ৪,২০,০০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন।

এতদুদ্দেশ্যে এবং আরও উন্নতি করার অন্তর্গত কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধি করা আবশ্যিক হইতে পড়িয়াছে। ঐ অবস্থায় ১৯-১৯৪৪ তারিখের এক এক্সট্রা-অর্ডিনারী সাধারণ সভায় কোম্পানী প্রত্যেকটি ১০০ টাকা করিয়া ৪০০০টি প্রেকারেন্স শেয়ার ইস্যু করিয়া ৪,০০,০০০ টাকা মূলধন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(অপর অংশ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় কোম্পানীগণের আইনের ১০৫ (সি) ধারার বিধানানুযায়ী এই সমস্ত শেয়ার ক্রয় করার ক্ষমতা প্রথমতঃ কোম্পানীর বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের নিকট উপস্থাপিত করা হইতেছে। তাহার পর ক্রয় করার পর যে সমস্ত শেয়ার থাকিবে, তাহা সর্ব-সাধারণের নিকট ক্রয়ার্থ উপস্থাপিত করা হইবে।

### সেলিম হিল টী এষ্টেট

সম্প্রতি যে সেলিম হিল টী এষ্টেট ক্রয় করা হইয়াছে, উহাতে ২১০০ একর নিম্নরূপ জমি আছে, তন্মধ্যে প্রায় ৪০০ একর জমিতে চাষের চাব রহিয়াছে। ১৯৪৪ সালে ২০০০ মণ চা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই গার্ডেনে বাংলা, ফ্যাক্টরী, মেশিনারী, বাড়ীঘর ইত্যাদি রহিয়াছে। তা' ছাড়া প্রায় ৯০০ একরের মত জমিতে মূল্যবান কাঠের বিভিন্ন রকম গাছের একটি বিশেষ বন আছে। এক্ষণে কাঠের বিপুল চাহিদা এবং ইতিমধ্যেই কাঠের জন্ত বেশ মোটা-রকমের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। কাঠ কাটিয়া ও ডেলিভারী দেওয়ার কাজ বর্তমানে চলিতেছে। কাঠের বর্তমান দর অনুযায়ী এই কারবারটিও বেশ লাভজনক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অত্রাবস্থায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রেক্ষারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষিত। এ' ছাড়া, বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকিলে বর্তমানের অর্ডিনারী শেয়ারহোল্ডার-গণের লভ্যাংশের বর্তমান হার কেবল যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে এমন নহে, পরন্তু উহা বৃদ্ধি পাইবে—এরূপ আশা পোষণ করা তাঁহাদের পক্ষে মোটেই অসঙ্গত হইবে না।

### বর্তমান ন্যূনতম শেয়ার বিক্রয়ের পরিমাণ

প্রত্যেকটি ১০০ টাকা করিয়া বর্তমান ইন্ডিয়ান পক্ষে ২০০টি (দুইশত) প্রেক্ষারেন্স শেয়ার বিক্রয় হইলেই ডিরেক্টরগণ শেয়ার বিলি করিতে পারিবেন।

### শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন

দালালী বাবত যথাসম্ভব টাকা দেওয়া হইবে, তা' ছাড়া শেয়ার ক্রয় করার ক্ষমতা বা ক্রয় করিতে স্বীকার করার ক্ষমতা বা সংগ্রহ করার ক্ষমতা বা সংগ্রহ করিতে স্বীকার করার ক্ষমতা শেয়ারের লিখিত মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে কমিশন দেওয়া হইবে।

### সংগঠনের জন্ত টাকা

কোম্পানী সংগঠনের কাজ করার জন্ত কোন টাকা দেওয়া হয় নাই বা দেওয়া হইবে না।

### ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজারে স্থিরভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে। ক্যালকাটা জাশনাল ব্যাঙ্ক ১০৬০, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৯৮৮, হিন্দ ব্যাঙ্ক ৫৭০, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০০০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ২৭৮ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে স্থিরভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে। বাগদী ১৪০, চাকেশ্বরী ৩১০, কানপুর টেক্সটাইল ১৫০, কেশোরাম ১৮৮, নিউ ভিক্টোরিয়া ১০৮, প্রভাতী টেক্সটাইল ১১৬০, শ্রীরাধেশ্বর ২৩০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### ভোটাধিকার

প্রত্যেক সদস্য স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা এক টাকার উপস্থিত থাকিলে হাত দেখাইয়া একটি ভোট দিতে পারিবেন, আর নির্বাচনের ব্যাপারে প্রত্যেক ভোটাধিকার নাই।

### শেয়ারের জন্য দরখাস্ত

এতৎসংলগ্ন করমে শেয়ারের জন্ত দরখাস্ত করিতে হইবে এবং উহার সঙ্গে দেয় আবশ্যিক টাকাসহ উহা কোম্পানীর হেড অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। যদি কোন শেয়ার খুঁটন করা না হয় তবে দরখাস্তের সঙ্গে যে টাকা দেওয়া হইবে, তাহা দরখাস্তকারীর খরচায় ফেরত পাঠান হইবে। বিলিভূত শেয়ারের সংখ্যা যদি প্রার্থিত শেয়ারের সংখ্যার চেয়ে কম হয়, তবে জমা দেওয়া উত্তম টাকা, বিলির পরে দেয় টাকার খাতে জমা করিয়া লওয়া হইবে। বিলির পরে দেয় টাকা যথাসময়ে আদায় না দিলে পূর্বে দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত হইতে পারে।

### শেয়ারের দরখাস্তের করম

### পায়ারলেন্স টী কোং লিঃ

তাং.....১৯.....

মাননীয়

শ্রীমুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মহোদয় সমীপে

পায়ারলেন্স টী কোম্পানী লিঃ,

কুমিল্লা (বেঙ্গল)

প্রিয় মহাশয়—

প্রত্যেকটি ১০০ টাকা করিয়া উপরোক্ত কোম্পানীর.....টি প্রেক্ষারেন্স শেয়ারের দরখাস্ত প্রতি শেয়ার বাবদ দরখাস্তের সঙ্গে দেয় ২৫ টাকা হিসাবে.....টাকা ও এডমিশন ফী ১ টাকা এতৎসঙ্গে আমি বা আমরা পাঠাইলাম এবং ঐ সংখ্যক শেয়ার আমাকে বা আমাদেরকে দেওয়ার জন্ত আপনাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে। কোম্পানীর মেম্বারগণ এও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের সর্ব ও নিয়মাবলী অনুসারে আমাকে বা আমাদেরকে যদি প্রার্থিত সংখ্যক বা তদপেক্ষা কমসংখ্যক শেয়ার দেওয়া হয়, তবে তাহা গ্রহণ করিতে ও উক্ত শেয়ারসমূহের দরখাস্ত প্রাপ্য আরও কিস্তির টাকা, আদায় দিতে রাজি আছি এবং উক্ত শেয়ারসমূহের মালিক বা মালিকগণ বলিয়া আমার বা আমাদের নাম রেজিষ্টারী করার জন্ত আমি বা আমরা আপনাদিগকে ক্ষমতা দিলাম।

সাধারণতঃ যেভাবে স্বাক্ষর করেন ... ..

পুরা নাম ... ..

পিতার বা স্বামীর নাম... ..

বর্তমান ঠিকানা ... ..

... ..

স্থায়ী ঠিকানা ... ..

পেশা... ..

(অনুগ্রহপূর্বক বড় হরফে নাম ও ঠিকানাগুলি লিখিবেন)

তারিখ—কুমিল্লা,  
২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৪।

স্বাঃ জে সি ভট্টাচার্য  
স্বাঃ জে সি চৌধুরী  
স্বাঃ পি বি গুপ্ত  
স্বাঃ এম এম রায়  
স্বাঃ জে এন বল  
স্বাঃ এস দাশগুপ্ত  
ডিরেক্টরগণ।

শেয়ার বিক্রয়ার্থ এজেন্ট আবশ্যিক। সর্ভাদির জন্ত হেড অফিসে দরখাস্ত করুন

### কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। বরাকর ৩১০, তালগোড়া ১৬০, সেন্টাল কুরুক্ষেত্র ২০০, ধেমো মেইন ২২০, ইকুইটেবল ৫১০, কুয়ান্ডি ১৫০, নিউ বীরভূম ৩১০, সাউথ করণপুরা ১০০, ওয়েস্ট জামুয়া ৪৭০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### পাটকল

নূতন করিয়া আবার কয়লা সরবরাহের অল্প-বিধা দেখা দিয়াছে এবং আরও কয়েকটি পাটকল যুক্তজনি প্রয়োজনে দখল করিয়া লওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলসমূহের

শেয়ারের দরও একচোটে অনেক খানি হ্রাস পাইয়াছে। ম্যাংলো-ইন্ডিয়া ২৫ টাকা কমিয়া ৩২৮, অকল্যাণ্ড ৩২ টাকায় হ্রাস পাইয়া ২৮২, বালী ৩৭৫ টাকায় হ্রাস পাইয়া ৩৫০, চাপদানী ২৩৮ টাকায় হ্রাস পাইয়া ২২০, ক্লাইভ ৩৪ টাকায় হ্রাস পাইয়া ৩২০, মুরুমচাঁদ ৩৬০ টাকায় হ্রাস পাইয়া ৩৫০, নদীয়া ৬৮ কমিয়া ১১৮, ইন্ডিয়া ৪০ টাকা হ্রাস পাইয়া ৫৪৭, কানিনাড়া ৫২৮ টাকা হ্রাস পাইয়া ৪৮০, এবং কামারহাটী ৬১০ টাকা হ্রাস পাইয়া ৫৮০ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

## ইঞ্জিনিয়ারিং

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং আয়রন এবং স্টীল কর্পোরেশন ১৮ টাকা হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৩৬।০ এবং ২৭।০ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। বার্ল এন্ড কোং ২৫ টাকা কমিয়া ৩৮.৬, ভারতীয় ইলেকট্রিক স্টীল এক টাকার কিছু বেশী হ্রাস পাইয়া ১৭।০, কুমার-খুৰী ইঞ্জিনিয়ারিং ২৬.০ হইতে হ্রাস পাইয়া ২৫.০, জাশনাল আয়রন এন্ড স্টীল ১৪ হইতে হ্রাস পাইয়া ১২।০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

## চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব দেখা গেলেও দর যে খুব হ্রাস পাইয়াছে তাহা নহে। বিশ্বনাথ ৪১।০, তেজপুর ১৮।০, ডিমকুসী ৫৪, হাতিকীড়া ৩১.০, সাপোই ২২.৮ টাকা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

## চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার বাজারেও মন্দার ভাব দেখা দিয়াছে। বলরামপুর ১৭.০, বেলমন্ড ১১.০, কেরু এন্ড কোং ২১।০, নিউ-সারন ২২.০, ইউ, পি, সুগার ৩২.০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

## কাগজের কল

ইঞ্জিয়া পেপার ২২.৬০, মহীশূর পেপার ৩১.৬০, ত্রিগোপাল ২৪.০, টিটাগড় পেপার ২৮.০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

## বিবিধ

বঙ্গী কর্পোরেশন ৩।০, বি, আই, কর্পোরেশন ৬.০, আসাম স ৪।০, হাওড়া ব্রিজ ডিরেক্টর।

# ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮-৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিকাতা।

## সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০  
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫  
আমানত... ৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যশনাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অরুসম্মানে জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),  
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে-অফিস : মিরকাছিম

শ্রীযুক্ত রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

(৩০ অক্টোবর) ১৯৪০, যেদিনীপুর অমিয়ারী ১৩৭  
দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ-সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে  
নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

## কোম্পানীর কাগজ

৩ অক্টোবর ডিকেন্স বণ্ড (১৯৪২-৪২) ১০ই  
ফেব্রুয়ারী—১০০.৬০ ১০১; ১৬ই—১০০.৬০।

৩ অক্টোবর লোন (১৯৩৩-৩৪) ১০ই ফে—২৮.৬০;  
১১ই—২৮.৬০; ১২ই—২৮.৬০; ১৬ই—২৮.৬০;

৩ অক্টোবর কোম্পানীর কাগজ  
১০ই ফে—২২.০ ২২।০; ১১ই—২২.০ ২৮.৬০।

৩ অক্টোবর লোন (১৯৪১-৪২) ১১ই ফে—১০০.৬০;  
১০০.৬০; ১৬ই—১০০.৬০; ১৬ই—১০০.৬০।

৩ অক্টোবর লোন (১৯৪৩-৪৪) ১২ই  
ফে—২২.৬০; ১৬ই—২২.৬০। ৩ অক্টোবর

(১৯৩৬-৩৭) ১২ই ফে—২৮.৬০। ৩ অক্টোবর  
ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৩) ১৬ই ফে—১০২.৬০;

১৬ই—১০২.৬০। ৩ অক্টোবর কোম্পানীর কাগজ  
১২ই ফে—২২.৬০; ১৬ই—২২.৬০ ২৮.৬০;

১৬ই—২২.৬০; ১৬ই—২২.৬০ ২৮.৬০। ৩ অক্টোবর লোন (১৯৪৭-৪৮) ১৬ই ফে—১০০.৬০।

৫ অক্টোবর লোন (১৯৪৫-৪৬) ১২ই ফে—১০০.৬০;  
১৬ই—১০০.৬০। ৫ অক্টোবর (১৯৪৪) ডি, পি,

বণ্ড ১৬ই ফে—১০১.৬০।

## ডিরেক্টর

৩ অক্টোবর (১৯৪৬-৪৭) হাওড়া ব্রিজ ১৬ই  
ফে—২২.৬০।

## ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অব বিহার (প্রেক) ১১ই ফে—৫৪.৬০।  
ভারত ১৬ই ফে—১২.৬০; প্রেক (প্রেক) ১৬ই ফে—

১১.৬০। ক্যালকাটা জাশনাল ১০ই ফে—  
১০৬.৬০ ১০৬.০; ১১ই—১০৬.৬০ ১০৬.০; ১২ই—

১০৬.৬০ ১০৬.০; ১৬ই—১০৬.৬০ ১০৬.০ ১০৬.৬০;  
১৬ই—১০৬.৬০ ১০৬.০; ১৬ই—১৮ ১৮.০।

সেন্ট্রাল ১৬ই ফে—২৪.০। হিন্দ ১২ই ফে—  
৫৭.০; ১৬ই—৫৭.০; ১৬ই—৫৭.০। ইন্ডিয়ান

(সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১১ই ফে—১২৭.০; ১৬ই—  
১২৭.০; প্রেক (প্রেক) ১১ই—৫০.৬০ ৫২.০ ৫২.০

৫২.০ ৫২.০; ১৬ই—৫০.৬০। রিজার্ভ ১২ই  
ফে—১৩০ ১৩০.০; ১৬ই—১৩২.০ ১৩০.০;

১৬ই—১৩২.০; ১৬ই—১৩২.০ ১৩১.০ ১৩১.০  
১৩১.০। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১১ই ফে—

২২ ২৭.০ ২৮.০; ১৬ই—২৮.০; ১৬ই—২৮  
২৭.০।

## কম্পানীর খনি

বরবনী ১০ই ফে—৩০.০; ১৬ই—৩০.০;  
১৬ই—২৬.০। বেঙ্গল ১২ই ফে—৫২.০;

১৬ই—৫৭.০ ৫৮.০ ৫৮.০। বেঙ্গল-নাগপুর  
১৬ই ফে—৪৮.০। ভালগোড়া ১০ই ফে—

১৬.৬০ ১৭ ১৬.০ ১৬.০ ১৬.৬০; ১১ই—  
১৬.৬০ ১৬.৬০ ১৬.৬০ ১৬.৬০ ১৬.৬০ ১৬.৬০;

১২ই—১৬.৬০; ১৬ই—১৬.০ ১৬.৬০; ১৬ই—  
১৬.০; ১৬ই—১৬.০ ১৬.০ ১৬.০। ভুলনবাড়ী

১১ই ফে—২৩.০ ২৩.০ ২৩.০; ১২ই—২২.৬০;

১৬ই—২২.৬০ ২২.৬০; ১৬ই—২২.৬০। বোকারো

এন্ড রামগড় ১০ই ফে—৩২.৬০। বড় ধোয়া ১০ই  
ফে—১০।৬০; ১১ই—১০.৬০; ১২ই—১০.৬০

১০.৬০ ১০.৬০ ১০.৬০; ১৬ই—১০.৬০; ১৬ই—  
১০.৬০; ১৬ই—১০.৬০ ১০.৬০। বরাকর ১০ই

ফে—৩২.৬০ ৩২.৬০ ৩২.৬০ ৩২.৬০ ৩২.৬০ ৩২.৬০  
৩২.৬০; ১৬ই—৩২.৬০ ৩২.৬০ ৩২.৬০; ১২ই

—৩২.৬০ ৩২.৬০; ১৬ই—৩২.৬০ ৩২.৬০ ৩২.৬০  
৩২.৬০ ৩২.৬০ ৩২.৬০; ১৬ই—৩২.৬০ ৩২.৬০

৩২.৬০ ৩২.৬০ ৩২.৬০; ১৬ই—৩২.৬০ ৩২.৬০ ৩২.৬০  
৩২.৬০; প্রেক (প্রেক) ১৬ই—১৬.৬০। সেন্ট্রাল

কুরকেন্দ ১০ই ফে—২৬.০; ১৬ই—২৬.০ ২৬.৬০  
২৬.৬০; ১৬ই—২৬.৬০; ১৬ই—২৬.৬০ ২৬.৬০ ২৬.৬০;

১৬ই—২৬.৬০। ধোয়া মেইন ১০ই ফে—২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০

২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০  
২৩.৬০ ২৩.৬০ ২৩.৬০; ১৬ই—২৩.৬০ ২৩.৬০



কে এন দালাল,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

পাটের বাজারের সমুদ্রে স্পষ্ট ভবিষ্যৎ দেখা বাইতেছে না। আগামী মরশুমে পাটচাষের পরিমাণ বেশী হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। বীজ বণনের ক্ষমতা আশঙ্কিত হইতেছে; কিন্তু কৃষকেরা এবার পাটচাষের ক্ষমিতে পরিমাণ ধান বণন করিবে তাহা বুঝা যাইতেছে না।

এবার আলপা পাটের বাজারেও কাজ-কারবারের পরিমাণ সন্তোষজনক হয় নাই। ইন্ডিয়ান জাট মিডল ও বটোম বণাক্রমে ১৫ টাকা ও ১২ টাকায় বিকিনি হইয়াছে। তোবা শ্রেণীর পাট ক্রেতার দিকে এবার কিছুটা আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। এবার পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীর কাজকারবার সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

খেল ও চটের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে বেশ তেজী ছিল। বাজার দর সর্বোচ্চদরেই রহিয়া গিয়াছিল। মিলওয়ালারা কাজকারবারের দিকে বিশেষ কোঁক দেখান নাই। জুন মাসের ওদিকে কেহ আগাম কাজকারবারে উৎসাহিত হইতেছেন না। ইহার কারণ এই যে, ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। কল্লার সমস্ত ছাড়াও আগামী মরশুমে প্রকৃতপ্রস্তাবে কি পরিমাণ ক্ষমিতে কৃষকরা পাট চাষ করিবে তাহা এখন পরিকার বুঝা যাইতেছে না। এই কারণেই পাটের বাজার এবং চটের বাজার উভয় ক্ষেত্রেই মিলওয়ালারা

তুফীজাব অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহার অপেক্ষা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এবার ৯নং পোটার ও ১১নং পোটার বণাক্রমে ২১০/০ আনা ও ২৮০/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী

বোম্বাই তুলার বাজারে তুলার দর এবার একটা সর্গীর্ণ গভীর মধ্যে ঘন ঘন উঠানামা করিয়াছে। মিল মালিকপক্ষ এবার প্রচুর তুলা ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। মকঃবলের বাজার সমূহ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা বেশ অশুভ। কিন্তু শেরার বাজারে মন্দার ভাব রহিয়াছে বলিয়াই তুলার বাজার আশাহরূপ তেজী হইতে পারে নাই। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী ষরিলা মার্চ ৪৬০৫০ আনা, মে ৪৫২৫০ আনা ও জুলাই ৪৬২১০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে এবার স্থির-ভাব লক্ষিত হইয়াছে। মকঃবল হইতে কাপড়ের চাহিদা বেশ দেখা যাইতেছে। বাজার মিল-গুলি এবার প্রচুর পরিমাণে কাজ কারবারের চুক্তি করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পশমজাত বস্তাদি সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণাদেশের পর হইতে বাজারে শ্রীতবস্তাদির দর হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এদিকে শ্রীতকাল শেষ হইয়া আসায় চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার আর সম্ভবনা নাই।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই এবং কলিকাতার সোণার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন বিবর্ত লক্ষ্য করা যায় নাই। সোণার মূল্যও খুব সর্গীর্ণ গভীর মধ্যে ওঠানামা করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ৭১০ আনা দরে সোণা বিক্রয় সমান ভাবেই চলিতেছে এবং সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা ও মাদ্রাজ শাখা হইতেও উপরোক্ত দরে সোণা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার সোণার বাজারে ফটকা-বাজীর সূচোপ নষ্ট হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সোণার বাজারেও উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। কলিকাতার দর ৭১০ আনার কাছাকাছি ওঠানামা করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে গিণির দর গিয়াছে যথাক্রমে ৪৯০ এবং ৪৯৫ আনা।

## রূপা

কলিকাতা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে রূপার বাজারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং দরও খুব সর্গীর্ণ গভীর মধ্যে ওঠানামা করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বোম্বাইয়ে রেডি রূপার দর গিয়াছে প্রতি একশত ভরি ১২৭ টাকা। কলিকাতা বাজারে রেডি রূপার দর গিয়াছে প্রতি ১০০ ভরি ১২৮ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন হয় নাই।

## দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

“ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক”

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১ সাল)

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| অনুমোদিত মূলধন             | ... | ৩,৫০,০০,০০০ টাকা  |
| বিক্রীত মূলধন              | ... | ৩,৩৫,২৬,৪০০ টাকা  |
| আদায়ীকৃত মূলধন            | ... | ১,৬৮,১৩,২০০ টাকা  |
| রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল   | ... | ১,৬৮,২২,০০০ টাকা  |
| ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে |     |                   |
| ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ     | ... | ৮১,৬০,৭১,০০০ টাকা |

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।

ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ. সি. ক্যাপ্টেন জে. পি

—ডিরেক্টরগণ—

সার এইচ পি মোদি, কে. বি. ই. চেয়ারম্যান

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| মিঃ হরিদাস মাধব দাস,      | মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম,           |
| মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস,     | মিঃ ধরমসি মুলরাজ খাতাউ,           |
| মিঃ দিনশা ডি রোমার,       | মিঃ আরদেশীর দালাল, কে. টি,        |
| মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি,       | মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশনারিয়েট |
| মিঃ হুরমহম্মদ এম্ চিনন্ন, |                                   |

লণ্ডন এজেন্টস—মেসার্স বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ এবং

মেসার্স মিডল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

নিউইয়র্ক এজেন্টস—দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

সর্তাবলী পত্র লিখিয়া জানুন।

কলিকাতার শাখা—মেম অফিস—১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, বড়বাজার শাখা—৭১নং ক্রস স্ট্রীট, নিউ মার্কেট শাখা—১০নং লিগুসে স্ট্রীট, শ্রাম-বাজার শাখা—১৩০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা—৮এ, রসা রোড। বাজলার শাখা—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাশিম, অলপাইগুড়ী, কালিঙ্গা, দিনাজপুর, বর্ধমান ও কুলটা। বিহারের শাখা—জামসেদপুর, মজঃফরপুর, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, খাগা-রিয়া, বক্সোল, কাটিহার, নোগাছিয়া, ফরবেলগঞ্জ, কিষণগঞ্জ, সাহেব-গঞ্জ, ভাগলপুর, পাতনা ও সাগারাম (আরা)। উড়িষ্যা শাখা—সম্বলপুর

## ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

উপার্জন করা সহজ কিন্তু সঞ্চয় করা কঠিন

আপনি যদি নিয়মিত প্রতিমাসে ২০ টাকা হইতে ১০ টাকা জমা দেন, তবে আমরা আপনাকে ভাল রকম সঞ্চয়ের অঙ্ক সাহায্য করিতে পারি। আপাতদৃষ্টে এই জমা অতি সামান্য হইলেও দশ বৎসর পরে আপনার এই গচ্ছিত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে এক হাজার ছয়শত ত্রিশ টাকা সঞ্চয়ের গুণ অভ্যাসসাপেক্ষ। সেই অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে আপনাকে আমরা সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

সঞ্চিত অর্থই প্রকৃত অর্জিত অর্থ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ দত্ত।

4

অনামী লিখিত

## কথা প্রসঙ্গে

(সরস নিবন্ধের বই)

দাম দেড় টাকা

## পুরবী পাবলিশাস

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা।

“অরুণি” কার্যালয় ও প্রদান প্রদান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

(বাংলা সরকারের বাজেট—১৯৭ পৃষ্ঠার পর)

চলতি বৎসরের হিসাবে ও আগামী বৎসরের হিসাবে বাংলা সরকারের বাজেটে যে পরিমাণ ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে তাহা এতদিন সাধারণের কল্পনাভীত ছিল। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় কতকগুলি অস্বাভাবিক কারণে যখন এই ঘাটতি দেখা দিয়াছে তখন সেজন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু যে শ্রেণীর ব্যয় বাড়িবার ফলে এইরূপ ঘাটতির কারণ দাঁড়াইয়াছে সেই ব্যয়নীতির কতকগুলি মারাত্মক গলদ সম্পর্কে আমরা আপত্তি না জানাইয়া পারি না। প্রথমতঃ বলা যায় যুদ্ধের সময়ে বেসামরিক আয়রক্ষার জন্য, বেসামরিক মাল সরবরাহের জন্য ও ছুভিক্ষ প্রশমনের জন্য যে খরচপত্র করা হইতেছে বর্তমানে তাহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশই সরকারী অফিসরদের মাহিয়ানা ও ভাতা বাবদ ব্যয় হইতেছে। জনসাধারণের জন্য রিলিফের নামে অল্পমূল্যে খাদ্য-সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে গিয়া ঐ দিক দিয়াও গবর্ণমেন্ট সরকারী অফিসরদের রিলিফটা অনেক সময়ে খুব বড় করিয়া দেখিতেছেন। ফলে বিস্তর টাকা ব্যয় হইলেও বাংলার দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণ আসলে তাহা দ্বারা যথোচিত উপকৃত হইতেছে না। যে সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের জন্য বর্তমানে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে নানাদিক দিয়া তাহাদের দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কথা ত আমরা প্রতিনিয়তই শুনিতেছি। বাংলার বাহির হইতে গম আনাইয়া বাংলা সরকার অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের একজন মন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ছিলেন। সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্ট বর্তমানে যে মূল্যে চাউল ও আটা বিক্রয় করিতেছেন বাজারের চলতি মূল্যের তুলনায় তাহাও বিশেষ কিছু কম নহে। অথচ অর্থ-সচিব জানাইয়াছেন সস্তাদরে জনসাধারণকে জব্যাসামগ্রী ক্রয়ের সুবিধা দিতে গিয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের ৩৯ কোটি টাকা ক্ষতি হইবে। ১৯৪৪-৪৫ সালে সেই ধরনের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫ কোটি টাকা। এত বেশী পরিমাণ ক্ষতি কেন ও কি ভাবে ঘটিতেছে তাহার কোন সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগের দাবী অনুযায়ী কেবল তাহাদের ব্যয় মঞ্জুর ও ক্ষতিপূরণ না করিয়া এ বিষয়ে উপযুক্তরূপ তদন্ত ও বিচার বিশ্লেষণের রীতি অনুসরণ করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ ছুভিক্ষ ও মহামারীর মূল কারণগুলি দূর করিবার কথা। যুদ্ধজনিত অবস্থায় দেশে খাদ্যভাবের জটিলতা বাড়িতে বাড়িতে গত বৎসর হইতে তাহা মারাত্মক ছুভিক্ষ আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছুভিক্ষের জের হিসাবে বর্তমানে দেশে মহামারীরও প্রকোপ দেখা দিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সাময়িকভাবে এ সমস্ত উপশমনের ব্যবস্থা করিলেও উহাদের আসল কারণ দূর করা

সম্পর্কে তাহারা সুপরিকল্পিতভাবে অর্থব্যয়ের কোন গরজ দেখাইতেছেন না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এ প্রদেশে খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন না বাড়িতেই এ প্রদেশে ক্রমিক ছুভিক্ষের সূচনা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থার সম্যক প্রতিকার করিতে হইলে বাংলায় আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির দিকে সরকারী মনোযোগ বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এদিক দিয়া তাহারা এখনও তেমন আন্তরিকভাবে উত্তোঙ্গী হইতেছেন না। খাদ্য ফসল বৃদ্ধির জন্য একটা আন্দোলন বর্তমানে শুরু করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এবিষয়ে সরকারী বিধিব্যবস্থা ও অর্থব্যয়ের মাত্রা মোটেই সন্তোষজনক নহে। খাদ্য ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন বাবদ ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাবে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সালে তাহা কমাইয়া মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা করা হইবে। অর্থাৎ বর্তমানে ঐ বিষয়ে যেটুকু জোর দেওয়া হইতেছে আগামী বৎসরে সেটুকু যত্নচেষ্টাও নিয়োগ করা হইবে না। কিন্তু এইরূপ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এক বৎসরেই যথেষ্ট সুফল আশা করা যায় না। যে খরচপত্র মঞ্জুরের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাও অবাস্তব ধরনের প্রচারকার্যেই নিঃশেষ হওয়ার আশঙ্কা আছে। রোগ ও মহামারীর হাত হইতে দেশের লোককে রক্ষা করিতে হইলে জন-স্বাস্থ্যের স্থায়ী উন্নতির ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে বিষয়েও কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। পূর্ব-বঙ্গের নদীনালাগুলি মজিয়া যাওয়ার দরুণ পশ্চিমবঙ্গের মত ঐ অঞ্চলেও ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা শুরু হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও তজ্জনিত অকাল মৃত্যু এবং দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার করিতে হইলে নদীনালা সংস্কারের ব্যয়বহুল কার্যনীতি অনুসরণ করা দরকার। ম্যালেরিয়া প্রণীড়িত লোকদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ কুইনাইন উৎপাদন ও তাহা বটনের প্রতিও গবর্ণমেন্টের মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু সামান্য পরিমাণ কুইনাইন সরবরাহের কাজ ছাড়া এ সম্পর্কে স্থায়ী উন্নতিমূলক কোন ব্যবস্থায়ই গবর্ণমেন্ট আজ পর্যন্ত তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছেন না। ছুভিক্ষ ও মহামারীর ফলে এ প্রদেশে লোকের আর্থিক ও সামাজিক জীবন যে ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে তাহাতে এখন হইতে সকল দিক দিয়া একটা পুনর্গঠনের কাজ শুরু হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অর্থসচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় উচ্ছৃঙ্খলভাবে 'রিহেবিলেসন ওয়ার্কের' প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিলেও আসলে সেজন্য কোন অর্থব্যয়ের বরাদ্দ করেন নাই। জাতীয় কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণে ও প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ে যেখানে গবর্ণমেন্ট এখনও এত উদাসীন রহিয়াছেন সেখানে ছুভিক্ষ ও মহামারীর স্থায়ী প্রতিকারের আশা কোথায় ?

১৯৪৩-৪৪ সাল ও ১৯৪৪-৪৫ সালের হিসাবে বাংলা সরকারের বাজেটে যে ১৯

কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে অর্থসচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় উহা পরিপূরণ সম্পর্কে আপাততঃ কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। এ বিষয়ে শুধু কয়েকটি অস্পষ্ট ইঙ্গিতই তিনি করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাংলা সরকারের পক্ষ হইতে উপযুক্ত 'সাবভেনসন' বা অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানান হইয়াছে। গত নভেম্বর মাসে এই আবেদন পেশ করা হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার আজ পর্যন্ত তাহার কোন জবাব দেন নাই। অর্থসচিব মহোদয় আশা করিতেছেন শেষ পর্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে একটা সাহায্য পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া ঘাটতি পূরণের অন্ততম উপায় হিসাবে তিনি অনেকটা দ্বিধা-জড়িতভাবে ট্যাক্সবৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই দুর্দিনে প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক দুর্দশার প্রতিকার করিতে হইলে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না বাংলার লোকদিগকে সেজন্য অধিকতর ট্যাক্স প্রদানেও প্রস্তুত হইতে হইবে। কোন দিক দিয়া নূতন ট্যাক্স বসিবে তিনি সে সম্পর্কে আপাততঃ কোন কিছু প্রকাশ করেন নাই। শুধু এইটুকু তিনি জানাইয়াছেন যে, পূর্ববর্তী দুই বৎসর নানাদিক দিয়া যে ট্যাক্স আদায় করা হইয়াছে তিনি সে তুলনায় ১০ কোটি টাকা বেশী ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

নূতন করিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধি সম্বন্ধে অর্থসচিবের এই ইঙ্গিত আমরা নিতান্ত অশুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে করি। তিনি অবশ্য অর্থনৈতিক পাণ্ডিত্য দেখাইয়া ট্যাক্সের অপকল্প স্বার্থকতা সম্পর্কে আমাদেরকে ওয়াকিবহাল করিতে ক্রটি করেন নাই। আধুনিক যুগে রাষ্ট্র-পরিচালনার সঙ্গে জনকল্যাণ ও জনসেবার প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। সেই হিসাবে দেশের লোকের সমষ্টিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ট্যাক্স দিয়া গবর্ণমেন্টকে তাহার দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা সকলেরই কর্তব্য। এমনই ধরনের অনেক গুরুগম্ভীর বাণী তিনি তাহার বাজেট বক্তৃতায় যত্নসহকারে উদ্‌গীরণ করিয়াছেন। কিন্তু অল্প দেশের পক্ষে যাহাই ঘটুক না কেন এদেশে রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে জনকল্যাণ ও জনসেবার যে বিশেষ কিছু যোগ নাই তাহা এদেশের লোক ভাল করিয়াই অবগত আছে। কাজেই নীতির দোহাই দিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির যুক্তি আওড়াইলে এদেশে তাহা কেহ সঙ্গত বলিয়া মনে করিবে না। তাহা ছাড়া যুদ্ধজনিত অবস্থায় অস্বাভাবিক সরকারী ব্যয় মিটাইবার জন্য বাংলার লোকদের উপর ইতিমধ্যেই নানাদিক দিয়া ট্যাক্সের যে গুরুভার নিপতিত হইয়াছে তাহাতে এ প্রদেশে অধিক ট্যাক্স প্রদানের সামর্থ্য লোকের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট আছে বলিয়াও আমরা মনে করি না। জটিল আর্থিক সম্বন্ধের ভিতর জনসাধারণের বাঁচিবার প্রশ্নই যেখানে আজ বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে নূতন ট্যাক্স দ্বারা তাহাদিগকে বিভ্র-

স্থিত করা নিতান্ত অসুবিধা ও অশোভন বলিয়াই আমরা মনে করি। বর্তমান অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ সাহায্য আদায়ের যে প্রয়োজনীয়তা অর্থসচিব ব্যক্ত করিয়াছেন আমাদের মতে তাহাই একমাত্র সঙ্গত ও সমীচীন পন্থা। যুদ্ধের জন্ত বাঙ্গালা সরকারকে আজ বেসামরিক আত্মরক্ষা বাবদ বিস্তর খরচপত্র করিতে হইতেছে। যুদ্ধের জন্ত দেশে খাদ্যসমস্যার জটিলতা বাড়িবার

ফলে ছুভিক্ষ প্রশমনের জন্তও এপ্রদেশে বিপুল সরকারী ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয়বহর নির্বিকারে বহন করা বাঙ্গালার মত স্বল্প আয়বিশিষ্ট প্রদেশের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যুদ্ধের সময় বেসামরিক আত্মরক্ষা ও ছুভিক্ষ প্রতিকারের মত ব্যয়-বহুল কার্য পরিচালনা প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় সরকারেরই দায়িত্ব। এসম্পর্কিত খরচপত্র

স্বাভাৱতঃ তাঁহাদের পক্ষেই মিটাইবার ব্যবস্থা সঙ্গত। বাঙ্গালা সরকারের কর্তব্য নূতন কর-চাপাইয়া এপ্রদেশের জনসাধারণকে অযথা বিপন্ন না করিয়া সরকারী-ঘাটতি পূরণের টাকা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের নিকট হইতেই সংগ্রহ করা। বাঙ্গালার বর্তমান মন্ত্রী-সভা এজ্ঞায় যদি সুসঙ্কল্পিতভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারেন তবে ইহাতে তাঁহাদের চরম অসুপস্থিততা ও অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে।



### ভুল করবেন না

জাপানীরা সাধারণ শত্রু নয়। ওরা নৃশংস, হিংসাপ্রবণ, বিশ্বাসঘাতক এবং শয়তান। আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি বিধি-ব্যবস্থা তারা গ্রাহ্য করে না। যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি তারা অমানুষিক ব্যবহার করে—যা কি না জাপানীরা পর্যন্ত কোনদিন করে না। এদের জয় করার একটি মাত্র উপায় আছে: জল, জল করার একটি মাত্র উপায় আছে: জল, স্থল ও আকাশে লড়াই করে ওদের হারিয়ে দিয়ে ওদের সমস্ত শক্তি একেবারে নষ্ট করে ফেলা। ওদের একেবারে পঙ্গু করে দিতে হবে। বিনাস্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত ওদের আমরা ছাড়বো না—এই বর্বর জাতির হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত রাখতে এছাড়া আর উপায় নেই।

## আমি তোমাদের পূজ্য

“.....ঈশ্বরের অংশ নিয়ে আমি আবির্ভূত হয়েছি, আমাকে দেবতা বলে জানবে।

“তোমরা হলে নিকৃষ্ট জীব—তোমরা শুধু একান্ত অনুগতভাবে আমার মন যুগিয়ে চলবে আর চোখ কান বুজে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাণপাত করবে।”

এইরকম কথা অধিকাংশ জাপানীই বলে থাকে। এ কেবল তাদের যুদ্ধের কথা নয় সত্যিই তারা মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করে। তার মানে একজন সাধারণ জাপানৈনিক পর্য্যন্ত এই ধারণা পোষণ করে যে ভগবান তাকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের চেয়েও উঁচুতরের মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল কিম্বা বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রমন, এঁরা তার কাছে কোথায় লাগে! জাপানী সৈনিক, ব্যবসায়ী, দর্জি, মুচি কিম্বা চাষী এরা সকলেই এই বিশ্বাস পোষণ করে!

এমনই একটা জাতকে নিয়ে কি করা যায় ভাবুন তো? দায়ীজ্ঞানহীন, পাগলাটে ছাড়া আমরা ওদের আর কিছু মনে করতে পারি না। কিন্তু ওদের এই পাগলামির জন্য করুণা দেখাতে যাওয়াও বিপজ্জনক, কারণ. কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত গৌয়ারতুমি ওদের হস্তে করে রেখেছে। ওরা সত্যিই ভয়ঙ্কর।



( রেল বিভাগের বাজেট—১৯৪৪ পূর্তির পর )

কারী রেলওয়ের কার্যনীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকিবে। এই সব দেশে রেলের আয় বাড়িলে যাত্রী ও মাল চলাচলের ভাড়া হ্রাস করিয়া সাধারণকে আনুমানিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্ট বা রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট তহিতে সেই ধরনের কোন সুবিবেচনা পাওয়া যায় না। যুদ্ধের পূর্বে রেলের ব্যয় পূরণ সম্ভার কথার তুলিয়া এদেশে যাত্রী ও মাল ভাড়ার হার বেশী করিয়া নির্ধারিত রাখা হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে আয় বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে ভাড়ার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হইতেছে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে সাধারণভাবে সরকারী রেলপথসমূহের মাসুল শতকরা ৬ ভাগ হারে বাড়ান হয়। তাহার পর ই আই ও এন ডাব্লিউ রেলওয়ের ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া এই দুইটি রেলওয়ের যাত্রী ভাড়া আর এক দফা বৃদ্ধি করা হয়। সম্প্রতি ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া যানবাহন সচিব আগামী ১লা এপ্রিল হইতে নতুন করিয়া সকল সরকারী রেলপথেই যাত্রী ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ টাকায় চারি আনা হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। এই ভাবে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির স্বপক্ষে আর এডওয়ার্ড বেঙ্কল তিনটি 'সুযুক্তি' দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ রেল যাত্রীর যে বেশী রকম ভিড় দেখা দিয়াছে ভাড়া বৃদ্ধির ফলে তাহা হ্রাস পাইবে। দ্বিতীয়তঃ বৃদ্ধিত ভাড়ার মারফতে ১০ কোটি টাকা টানিয়া লওয়ার ফলে দেশে ইনফ্লেশনের গতি প্রতিরুদ্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ ভাড়া বৃদ্ধির ফলে যুদ্ধোত্তরকালের পুনর্গঠন কার্যের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ এখন হইতে একটা তহবিল গঠনের সুবিধা পাইবেন। রেলের ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে যানবাহন সচিব যাহা বলিয়াছেন 'সুযুক্তি' দুয়ের কথা তাহাকে কোনরূপ যুক্তি হিসাবেই আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। প্রথম কথা রেলের ভাড়া বাড়াইলে যদি যাত্রীর ভিড় হ্রাস পায় তবে এই ব্যবস্থায় দেশে ইনফ্লেশন প্রতিরোধের সুবিধা হইবে কিভাবে আর যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য তহবিল গঠনেরই বা সুযোগ পাওয়া যাইবে কি করিয়া? রেল ভিড় দেখা দেওয়ার ফলে বর্তমানে আয় বাড়িয়াছে। ভবিষ্যতে এইরূপ বেশী ভিড় থাকিবে ধরিয়া লইয়াই মাসুল বৃদ্ধি দ্বারা দশ কোটি টাকা বৃদ্ধিত আয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু যানবাহন সচিবের প্রথম যুক্তি অমুযায়ী ভাড়া বাড়িবার ফলে যদি যাত্রীর ভিড় হ্রাস পায় তবে এই পরিমাণ আয় বৃদ্ধির সুবিধা কিছুতেই হইবে না। আর সে কারণে ইনফ্লেশন প্রতিরোধ সম্পর্কে ও পুনর্গঠন তহবিল গঠন সম্পর্কে তাহার যুক্তিও মোটেই টিকিবে না। আসলে যানবাহন সচিব নিতান্ত কথার কথা হিসাবেই তাহার প্রথম যুক্তিটি উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি তাহার বাজেট বক্তৃতায় ইহা খোলাখুলী ভাবেই বলিয়াছেন যে, রেলের ভাড়া কতক পরিমাণে বাড়াইলেই যে বর্তমান অবস্থায়

রেল যাত্রীর ভিড় হ্রাস পাইবে তাহা তিনি মনে করেন না। তাহার এই কথা সত্য হইলে ভিড় কমাইবার অজুহাতে ভাড়া বৃদ্ধির কোন অর্থই থাকিতে পারে না। এক্ষণে ইনফ্লেশন প্রতিরোধ সম্পর্কে ভাড়া বৃদ্ধির প্রকৃত সার্থকতা বিবেচনা করা যাউক। গত বৎসরের মে মাস পর্যন্ত এদেশের গবর্ণমেন্ট ইনফ্লেশনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহার পর হইতে তাহার এই বক্তৃটিকে যথারীতি মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহা প্রতিরোধ করিবার অজুহাতে দেশের পক্ষে হানিকর অনেক ব্যবস্থাই কয়েম করিতেছেন। কিন্তু কিসে সত্য সত্যই ইনফ্লেশনের প্রতিকার হইবে সে বিষয়ে সরকারী মুখপাত্রদের ধারণা খুব স্পষ্ট নহে। গত বৎসর ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদে রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া রেলওয়ের চীফ কমিশনার আর লিওনার্ড উইলসন বলিয়াছিলেন 'যেহেতু ইনফ্লেশন প্রশমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য সেই হেতু আগামী বৎসরের জন্য সাধারণভাবে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করিবার কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় নাই।' এক বৎসর পূর্বে ইনফ্লেশন প্রতিরোধের পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে মনে করিয়া ভাড়া বৃদ্ধির যে কার্যনীতি চীফ কমিশনার মহোদয় সময়ে পরিহার করিয়াছিলেন, এক বৎসর পরে ইনফ্লেশন দমনের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়া সেই নীতিই আজ কার্যকরীভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পূর্বকার যুক্তি ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদে বাজেট বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি এবার সম্পূর্ণ উল্টা সুরে কথা বলিয়াছেন। তিনি যুক্তি দেখাইয়াছেন "রেলের যাত্রী ভাড়া বাড়াইলে তাহার ফলে গাড়ীতে ভিড় কমিবে। অধিকন্তু দেশে ইনফ্লেশন দমনেও তাহা সহায়তা করিবে।" সরকারী কর্মকর্তাদের মতবাদের এহেন স্ববিরোধিতা দেখিয়া স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করিলে ইনফ্লেশন দমনের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক না অসুবিধাজনক হইবে সেবিষয়ে তাহার নিজেই কৃতনিশ্চয় হইতে পারিতেছেন না। গবর্ণমেন্ট নিজেই যেখানে কৃতনিশ্চয় হইতে পারিতেছেন না সেখানে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে anti-inflationary measure হিসাবে চলাইবার চেষ্টা সাধারণে সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিবে কি করিয়া।

রেলের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে ইনফ্লেশন দমনে সাহায্য হইবে বলিয়াই যদি ধরিয়া লওয়া যায় তথাপি এই ধরনের ব্যবস্থায় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বর্তমানে বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে মালপত্র সরবরাহ করিবার সুবিধার্থ ভারত গবর্ণমেন্ট ষ্টালিং প্রতিষ্ঠতির ভিত্তিতে এদেশে ক্রমাগত নোট ছাড়িতেছেন। তাহার ফলে দেশে কয়েক শত কোটি টাকার বাড়তি মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে, আর মুখ্যতঃ ইহাতেই ইনফ্লেশনের সৃষ্টি হইয়াছে। রেলের আয় ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৩-৪৪ সালে ৮৪ কোটি টাকার উপর বাড়িয়া যাওয়া

সত্ত্বেও যেস্থলে দেশে ইনফ্লেশনের গতি এত মারাত্মক হইয়া দাড়াইয়াছে, যাত্রী ভাড়া বাড়াইয়া নতুন করিয়া তাহা দশ কোটি টাকা বৃদ্ধি করিলেই তাহার গতি প্রতিরুদ্ধ হওয়ার আশা কোথায়? ইনফ্লেশন দমন করিতে হইলে তাহার মূল কারণ সর্বত্রই দূর করিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট যখন তাহা করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন তখন ইনফ্লেশন দমনের নামে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া দরিদ্র রেলযাত্রীদিগকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার কি সার্থকতা আছে তাহা আমরা বুঝি না।

রেলের বৃদ্ধিত ভাড়া হইতে নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি পুনর্গঠন তহবিল গঠন করিবার যে যুক্তি যানবাহন সচিব দেখাইয়াছেন একটা সংজ্ঞা ভাঙতা ছাড়া তাহাকে আর কিছু মনে করা যায় না। যুদ্ধের সুর হইতে এদেশে রেলের আয় ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই বৃদ্ধিত আয় হইতে সামান্য পরিমাণ অর্থও রেল বিভাগ নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার জন্য ব্যয় করেন নাই। রেলের সমৃদ্ধি যত বাড়িয়াছে রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াতের অসুবিধা এবং অব্যবস্থা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাড়া বৃদ্ধির সহজ ফন্দী হিসাবে গবর্ণমেন্ট বর্তমানে নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার কথা তুলিয়াছেন। ভাড়া অবিলম্বে বৃদ্ধি পাইলেও সেই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যুদ্ধোত্তর কালের জন্য মূলতঃ থাকিবে। জনকল্যাণমূলক কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিলেই গবর্ণমেন্ট এতদিন অর্থাভাবের মামুলী অজুহাত দেখাইয়াছেন। প্রয়োজনীয় কাজ এড়াইয়া যাওয়ার নতুন ফন্দী তহিতেছে এক্ষণে যুদ্ধোত্তর কালের নাম করিয়া সব কিছু পিছাইয়া দেওয়া। কিন্তু এই ধরনের কাঁকা আশ্বাসে নির্ভর করিয়া বর্তমানে বিনা প্রতিবাদে বৃদ্ধিত রেল ভাড়ার প্রস্তাব মানিয়া নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। রেলের বিপুল সমৃদ্ধির দিনে সাধারণ যাত্রীদের উপর এই শ্রেণীর জুলুম আমরা নিতান্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি।

কোন-ক্যাল ২৭৬৭

গ্রাম-জনসম্পদ

## প্রতিজিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস—দিল্লী

সেন্ট্রাল অফিস

৩নং মাদ্রাসা লেন, কলিকাতা

ব্যাংক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস



জনসেবায়—



ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

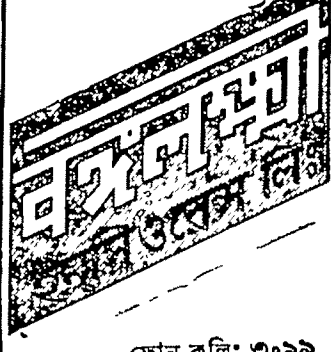
# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

জাতীয়তায়—



ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৪৪

৪১শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                                 | পৃষ্ঠা | বিষয়                  | পৃষ্ঠা  |
|---------------------------------------|--------|------------------------|---------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                       | ৯৮৫-৮৫ | আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর | ৯৯০-৯৯  |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                      | ৯৮৬    | চিঠিপত্র               | ১০০০    |
| ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা (৫) | ৯৮৭    | কোম্পানী প্রসঙ্গ       | ১০০১    |
| ব্যবসায়ী ও জীবন বীমা                 | ৯৮৮-৮৯ | বাজারের হালচাল         | ১০০২-১০ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### বাজেট সম্পর্কে বিক্ষোভ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের বাজেট নিয়া ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেল বিভাগের বাজেট নিয়া আলোচনা চলিতেছে। বাজেট রচনা করিতে গিয়া এদেশের গবর্ণমেন্ট জনকল্যাণ সম্পর্কে কোন নজর দেন না। দরিদ্র জনসাধারণের হৃৎকর্দশা উপেক্ষা করিয়া তাহাদের উপর নূতন নূতন ট্যাক্সতার চাপানো ও সরকারী আয়ের বেশীর ভাগ অংশ অবাস্তুর কার্যে নিঃশেষ করার ব্যবস্থা—ইহাই এদেশে বাজেট রচনার মূলনীতি। এবারকার বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে ও রেল বাজেটে সেই নীতিই বেশী করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই পরিষদসমূহের আলোচনায় এই উভয় বাজেটের বিরুদ্ধে এবার জনমতের তীব্র বিক্ষোভ ধ্বনিত হইতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট আলোচনার শুরু করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলা সরকারের এবারকার বাজেটকে 'জাতির স্বাস্থ্যক্ষক ও জাতি হত্যাকর' বাজেট বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, গত দুই বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের আয় উল্লেখযোগ্যরূপে বাড়িয়াছে। অধিকন্তু গবর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট

হইতে ১৫ কোটি টাকা কর্ক লইয়াছেন এবং ট্রেজারী বিল বাবদ ৩২ কোটি টাকা ভুলিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও অর্থসচিব মোটমট ১৯ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। অপরিমিত ব্যয়ের ইহার চেয়ে চূড়ান্ত নিদর্শন আর কি হইতে পারে? ইউরোপীয় দলের মিঃ ডি গ্ল্যাডিং বলেন, বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান ঘাটতি খুবই উদ্বেগের বিষয়। গবর্ণমেন্ট খাণ্ড, চিনি, লবণ ও বস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয়ের যে কারবার চালাইয়াছেন তাহাতে বিভিন্ন দিক দিয়া, বিশেষ করিয়া নিষুক্ত কর্মচারীদের মাহিয়ানা ও ভাতার দিক দিয়া, মোট খরচ-পত্রের কোন হিসাব তাহারা দেন নাই। অথচ এই সব বিষয়ে অনেক সন্দেহ ও প্রশ্নের কারণ রহিয়াছে। বেঙ্গল শাশনেল চেম্বারের প্রতিনিধি মিঃ ডি এন সেন এক বক্তৃতায় বলেন, গত চারি বৎসরে রাজস্ব খাতে বাঙ্গলা সরকারের খরচ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া ১৫ কোটি টাকা হইতে ৩০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে; এই ভাবে ব্যয় বাড়িয়া যাওয়া এই দরিদ্র প্রদেশের পক্ষে খুবই আশঙ্কার কথা। বেসরকারী আয়রক্ষা, দুর্ভিক্ষ প্রশমন ও খাদ্য ফসল বাড়াইবার আন্দোলন বাবদ যে অত্যধিক অর্থ নিয়োজিত হইতেছে তাহার

বেশীর ভাগ সরকারী অফিসরদের বেতন ও ভাতা বাবদই নিঃশেষ হইতেছে। যাহাদের সাহায্য পাওয়ার কথা তাহারা আসলে বিশেষ কিছু সাহায্য পাইতেছে না। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট আলোচনায় এ পর্য্যন্ত অশ্রু আরও অনেকে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাইয়া বক্তৃতা দিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রার নাজিমুদ্দীন পরিচালিত মুসলিম লীগ দল ইউরোপীয় সদস্যদের ও তপশীল-ভুক্ত শ্রেণীর কতিপয় সদস্যদের সমর্থনে বর্তমানে এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন যে, জনমতের তীব্র বিক্ষোভ সত্ত্বেও এহেন বাজেটও তাহারা স্বচ্ছন্দে পাশ করিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া আশা রাখেন। আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার ইহাই হইতেছে একটি চমৎকার প্রহসন।

কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে জনমতের যেরূপ শোচনীয় পরাভবই ঘটুক না কেন রেল বাজেটের আলোচনায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাহার বিজয় অভিযান আমরা ভালভাবেই লক্ষ্য করিতেছি। রেলের আয় যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যানবাহন সচিব আগামী এপ্রিল হইতে রেলের ভাড়া শতকরা ২৫ টাকা হারে বাড়াইবার প্রস্তাব

করিয়েছেন। বর্তমান হুদ্দীনে দেশের জন-সাধারণকে অমুচিৎভাবে শোষণ করিবার জন্ত এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। অতিরিক্ত ভাড়া বাবদ যে দশ কোটি টাকা আয় হইবে যানবাহন সচিব তাহা রেলের মজুত তহবিলে নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত বি দাস এই সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার জন্ত একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সেই প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়াতে ভাড়া বৃদ্ধির দাবী নাকচ করা সম্পর্কে জনমতের বিজয়ই সূচিত হইয়াছে। ইহার পরও যদি ভারত গবর্ণমেন্ট রেল ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার না করেন তবে এই ব্যাপারে তাহাদের চূড়ান্ত দায়িত্ব-হীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাই প্রকাশ পাইবে।

### এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ

বেকার লোকদিগকে উপযুক্ত কর্ম স্থানে সাহায্য করিবার জন্ত এবং কলকার-খানার মালিকদিগকে তাহাদের প্রয়োজনমত কারিগর ও কর্মী সংগ্রহের সুযোগ দিবার জন্ত অনেক উন্নতিশীল দেশেই বর্তমানে এমপ্লয়-মেন্ট এক্সচেঞ্জ (Employment Exchange) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এদেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের খুব অভাব ছিল। ভারত গবর্ণমেন্টের শেয়ার ডিপার্টমেন্ট বা শ্রম বিভাগ সম্প্রতি মাদ্রাজে একটি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ স্থাপন করিয়া এবিষয়ে প্রশংসনীয় উত্তম দেখাইয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাদ্রাজের শ্রাশনেল সার্ভিস লেবার ট্রাইবিউনেলের চেয়ারম্যান মিঃ ভি রামকৃষ্ণ জানাইয়াছেন যে, বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রয়োজনে অভিজ্ঞ কারি-গর নিয়োগ ও আদানপ্রদানের জন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট দেশের প্রধান প্রধান অঞ্চলে এইরূপ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ গড়িয়া তোলার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শিল্পপতিদের সহিত কর্মীদের যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা করিয়া দেওয়াই এই ধরনের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। এম-প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জসমূহ সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হইবে। এ সমস্তের কার্যে সাহায্য করিবার জন্ত প্রত্যেক স্থানেই একটি করিয়া পরামর্শ সমিতি থাকিবে। মালিক, শ্রমিক ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি নিয়া এই সব সমিতি গঠিত হইবে। কলকারখানায় কোন কাজ খালি হইলে এবং সেজন্ত লোক দরকার হইলে মালিকেরা এই প্রকার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কর্তৃপক্ষের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিবেন। কর্তৃপক্ষ অভিজ্ঞ

কর্মী ও বেকার লোকদের একটা তালিকা রাখিবেন। সেই তালিকা দেখিয়া মালিকদের দাবী অনুযায়ী তাহারা লোক নিয়োগের পরামর্শ দিবেন। মালিক পক্ষ এই পরামর্শ অনুযায়ী লোক নিয়োগে বাধ্য থাকিবে না সত্য, কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ না হইলে তাহা না হওয়ার কৈফিয়ৎ উহাদিগকে দিতে হইবে। তাহা ছাড়া কিভাবে কলকারখানার খালি পদ পূরণ করা হইতেছে সেবিষয়ে মালিকপক্ষকে একটি মালিক রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। যুদ্ধের কাজে নানাভাবে নিযুক্ত থাকিয়া আজ যাহারা জীবিকা সংস্থান করি-তেছে যুদ্ধের পর উহাদের পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জসমূহ বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।

এই বক্তৃতার ভিতর দিয়া এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেন্টের সঙ্কল্পের কথা জানিয়া ও তাহার উদ্দেশ্য ও কার্যনীতির কতকটা আভাস পাইয়া আমরা সুখী হইলাম। ক্রমিক শিল্পোন্নতির সঙ্গে ভারতে লোকের কর্মসংস্থান সম্পর্কে এইরূপ সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। কোন্ অফিসে ও কোন্ কারখানায় চাকুরী খালি আছে তাহা সহজে জানিতে না পারায় বেকার লোকেরা কর্মসংস্থানের যথোপযুক্ত সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। অপর দিকে উপযুক্ত লোকের সন্ধান না পাইয়া কলকার-খানার মালিকদের পক্ষে যথাসময়ে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হইলে উভয় পক্ষের ভিতর এদিক দিয়া একটা অত্যাবশ্-কীয় যোগাযোগ গড়িয়া উঠিতে পারে। সেই ধরনের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গভর্ণমেন্ট অচিরে বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলুন ইহা আমরা চাই।

### ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণে নূতন উদ্যোগ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পূর্বে এদেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে ম্যানেজিং এক্সেচুটিভ নিয়োগের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ম্যানেজিং এক্সেচুটিভ-এর বদলে বর্তমানে ১৫২০ বৎসরের মেয়াদে ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগের যে রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে এক্ষণে তাহাও তাহারা সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। গত ১৯৪২ সালের শেষে উহারা গবর্ণমেন্টের নিকট একটি স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার মূলধন সম্পর্কে ও ব্যাঙ্ক পরিচালকদের কার্যকালের মেয়াদ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ-নীতি

প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় ব্যাপকভাবে একটি ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়ন যখন সম্ভবপর নহে তখন ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২৭৭ ধারায় কয়েকটি নূতন বিধান সংযোজিত করিয়া আপাততঃ এই নিয়ন্ত্রণনীতি কার্যকরী করার কথাই বলা হইয়াছিল। ভারত গবর্ণমেন্ট বৎসরা-ধিক কাল এই সব প্রস্তাব বিচার ও বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে তদনুযায়ী কোম্পানী আইন সংশোধনের জন্ত একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিলে কোম্পানী পরি-চালকদের কার্যকালের মেয়াদ সম্পর্কে যে বিধান বলবৎ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার মর্ম এই :—

এই সংশোধক প্রস্তাবটি আইন হিসাবে প্রবর্তিত হইবার দুই বৎসর পর হইতে বৃটিশ ভারতে কোন দেশী বা বিদেশী ব্যাঙ্ক কোম্পানী উহার কার্য পরিচালনার জন্ত এককালীন ৫ বৎসরের বেশী সময়ের মেয়াদে কমিশন বা লার্ভার অংশ প্রদানের চুক্তিতে কোন কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নানারূপ গলদ দূর করিবার জন্ত কোন কোন দিক দিয়া নিয়ন্ত্রণনীতি প্রবর্তনের বাস্তবিকই প্রয়োজন রহিয়াছে। সে হিসাবে যুদ্ধের পরে একটি সুচিন্তিত ধরনের ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। কিন্তু সেজন্ত অপেক্ষা না করিয়া বর্তমানে গবর্ণমেন্ট যেভাবে আংশিকভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংস্কারের কাজে ত্রুটি হইয়াছেন তাহা আমাদের নিকট অনেক পরিমাণে আপত্তিকর বলিয়াই মনে হইয়াছে। ইহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যুদ্ধের অস্বাভা-বিক অবস্থায় দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধার কারণ হইতে পারে। তাহা ছাড়া বর্তমান প্রস্তাবটি আলোচনা করিলে উহার অত্যধিক কঠোরতা সম্বন্ধেও আমরা প্রতিবাদ না করিয়া পারি না। ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা নিয়োগের মেয়াদ এক-কালীন ৫ বৎসরে সীমাবদ্ধ করিবার নির্দেশ দিয়া গবর্ণমেন্ট বর্তমান প্রস্তাব দ্বারা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টরদিগকে তাহাদের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক দিয়া ভারতবর্ষ এখনও খুবই অল্পমত। এদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্পর্কে সবেমাত্র এদেশীয় ব্যবসায়ীদের মনোযোগ কতক পরিমাণে নিয়োজিত হইয়াছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগের ব্যাপারে বেশী কিছু কড়াকড়ি করিতে যাওয়া এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে খুব ক্ষতিকর হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। ম্যানেজিং ডিরেক্টরেরা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তাহার সমুচিত উন্নতি সাধনের ব্যাপারে একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতের মত অধঃপতিত দেশে যেখানে শিল্প ব্যবসায়ের অর্থ নিয়োগে লোকের আগ্রহ কম এবং

যেখানে দেশীয় ব্যাঙ্কে লোকে সাধারণতঃ বিশ্বাস করিয়া টাকা পয়সা রাখিতে চায় না সেখানে উহাদের চেষ্ঠা ও সাধনার মূল্য খুবই বেশী। ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের কার্যকালের মেয়াদ যথেষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করিতে গেলে উহা-তাহাদিগকে সে ক্ষুদ্র প্রেরণা হইতে বঞ্চিত করারই সামিল হইবে। অবশ্য ৫ বৎসরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে অনেক কৃতী ব্যাঙ্ক পরিচালকের পক্ষে পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য কার্যে বহাল হওয়া কঠিন হইবে না। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবটি পাশ হইলে ভবিষ্যৎ কর্তৃক সম্পর্কে স্বাভাবতঃই একটা অনিশ্চয়তার কারণ দাঁড়াইবে। ফলে অনেক অভিজ্ঞ ও সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ ও চেষ্ঠা নিয়োগে আর তেমন আগ্রহান্বিত হইবেন না। এই ধরনের অশুভ সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া আমরা খুব শঙ্কিত হইতেছি; আর সেজন্য গবর্ণমেন্টের বর্তমান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করাও আমরা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

### ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার মূলধন

তবে ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের কার্যকালের মেয়াদ সীমাবদ্ধ করিবার প্রস্তাব আপত্তিকর বলিয়া মনে করিলেও ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার মূলধন সম্পর্কে বর্তমান সংশোধক বিলের নির্দেশসমূহ আমরা মোটামুটিভাবে সমর্থন করি। যদিও একটি ব্যাপক ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্তনের সুযোগ না আসা পর্যন্ত এই ধরনের ছোটখাট সংস্কার স্থগিত রাখাই আমাদের মতে সঙ্গত ছিল। গবর্ণমেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন:—(১) ব্রিটিশ ভারতে কারবার চালাইতে হইলে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কোম্পানীকে তাহার অনুমোদিত মূলধনের তুলনায় অন্ততঃ পক্ষে অর্ধেক পরিমাণ বিক্রিত মূলধন ও বিক্রিত মূলধনের তুলনায় অর্ধেক পরিমাণ আদায়ী মূলধন দেখাইতে হইবে। (২) ভবিষ্যতে কোন নূতন ব্যাঙ্ক কোম্পানী অর্ডিনারী শেয়ার ছাড়া অথ কোন শেয়ার বিক্রয় করিতে পারিবে না। যে সব কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় করিয়াছে ভবিষ্যতে উহারা তাহা বজায় রাখিতে পারিবে। তবে নূতন করিয়া তাহাদিগকে এই শ্রেণীর শেয়ার বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না। (৩) প্রেফারেন্স শেয়ার ও সাধারণ শেয়ার—এই দুই ক্ষেত্রেই অংশীদারদের ভোটাধিকার প্রদত্ত টাকা অনুপাতে সীমাবদ্ধ থাকিবে। (৪) বর্তমান সংশোধক বিল কার্যকরী হওয়ার দুই বৎসর পর হইতে ১৯৩৭ সালের ১৫ই জানুয়ারীর পর রেজিস্ট্রীকৃত দেশী বিদেশী যে কোন ব্যাঙ্ক কোম্পানীকে ব্রিটিশ ভারতে কারবার চালাইতে হইলে উপরোক্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে।

ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানী গঠনের ব্যাপারে উত্তোক্তারা উহার অনুমোদিত মূলধন বেশী করিয়া নির্ধারণ করা সম্পর্কে একটা বৌক দেখাইয়া থাকেন। যে কোম্পানী শেষ পর্যন্ত ৫০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়

করিতে পারিবে না সেই কোম্পানীর উত্তোক্তারাও প্রথমে তাহাদের অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা ঘোষণা করিতে বিধা বোধ করেন না। কোম্পানী সম্পর্কে লোকের মনে সহজে একটা বড় রকম ধারণা জন্মাইবার ফিকিরেই অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার কার্যনীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই ভাবে সাধারণকে ধান্না দেওয়ার চেষ্ঠা আমরা খুব অনুচিত বলিয়াই মনে করি। কোন কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন বেশী হইলেই তাহা দ্বারা উহার আর্থিক দৃঢ়তা বা কার্যকারিতা প্রমাণ হয় না। আসলে কোম্পানী কি পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইল এবং কি পরিমাণ অর্থ কার্য্যতঃ আদায় হইয়া আসিল তাহার উপরই উহার সঙ্গতি ও আর্থিক ভিত্তি নির্ভর করিয়া থাকে। কাজেই সংশোধক বিলে বিক্রিত মূলধন অনুমোদিত মূলধনের অর্ধেক ও আদায়ী মূলধন বিক্রিত মূলধনের অর্ধেক দেখাইতে হইবে বলিয়া যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। অর্ডিনারী বা সাধারণ শেয়ার ছাড়া ব্যাঙ্কসমূহকে ভবিষ্যতে আর কোন শ্রেণীর শেয়ার বাহির করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে অপর প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন আমাদের মতে তাহারও যৌক্তিকতা রহিয়াছে। এদেশে সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে দীর্ঘ মিয়াদী ঋণ প্রদানের সুবিধা কম। সচরাচর ব্যাঙ্কসমূহ সেরূপ ঋণ প্রদান করেও না। কাজেই বাজারে প্রচুর পরিমাণ প্রেফারেন্স ও ডেফার্ড শেয়ার ছাড়িয়া যে কোন সর্বোচ্চ মূলধন যোগাড় করিবার সমীচীনতা ও সার্থকতা বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কাজকারবার নির্বাহ করিবার পক্ষে অর্ডিনারী শেয়ার মূলধন ও লোকের আশ্রয়ী জমা এই দুইই সব চেয়ে উপযোগী। এই দুই শ্রেণীর কার্য্যোপযোগী মূলধন সংগ্রহ বিষয়েই ব্যাঙ্ক কোম্পানীসমূহের পক্ষে যত্নপর হওয়া কর্তব্য।

তবে নূতন কোম্পানী গঠন ও নূতন শেয়ার বিক্রয়ের ব্যাপারে এই শ্রেণীর বিধিনিষেধ কার্য্যকরী হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেও চলতি কোম্পানীসমূহের বিক্রিত শেয়ার ও মূলধন সম্পর্কে এই সব বিধিনিষেধ প্রয়োগের কোন নির্দেশই আমরা সমর্থন করিতে পারি না। গবর্ণমেন্ট তাহাদের বর্তমান প্রস্তাব উপস্থিত করিতে গিয়া ১৯৩৭ সালের ১৫ই জানুয়ারীর পর রেজিস্ট্রীকৃত সমস্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানীর উপরই উপরোক্ত বিধিনিষেধ প্রয়োগের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। যেসব কোম্পানী ইতিমধ্যে প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় করিয়াছে ভবিষ্যতে সেই সব শেয়ার উহারা যথারীতি বজায় রাখিবার সুবিধা পাইবে সত্য, কিন্তু বিক্রিত ডেফার্ড শেয়ার সম্পর্কে কোম্পানীসমূহকে সে সুবিধা দেওয়া হইবে না। সংশোধন আইন কার্য্যকরী হইলে ঐ সমস্ত শেয়ার তাহাদিগকে মিটাইয়া দিতে হইবে। যে সব ব্যাঙ্ক কোম্পানী বর্তমান কোম্পানী আইনের বিধান অনুযায়ী যথারীতি

কাজ কারবার পরিচালনা করিয়া চলিয়াছে বিক্রিত শেয়ার মূলধন সম্পর্কে ভবিষ্যতে তাহাদের উপর এই শ্রেণীর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিতে গেলে নানাদিক দিয়া উহাদের যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধার কারণ দাঁড়াইবে। সেই ক্ষতি ও অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়া বর্তমান সমস্ত কোম্পানীকে এই সব বিধিনিষেধ হইতে রেহাই দেওয়ার জন্য আমরা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি।

### লীজ্ এণ্ড লেণ্ড সাহায্য ও তাহার ভবিষ্যৎ

গত কয়েক বৎসর যাবৎ মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহ কল্ক ও ইজারা বিধি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অল্পসংখ্যক সাহায্য লাভ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতিক হিসাবে প্রকাশ, এ পর্যন্ত মোট ১৯ শত কোটি ডলার মূল্যের জীব্যসামগ্রী কল্ক ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধমান দেশসমূহে প্রেরণ করা হইয়াছে। অত্যাশ্চর্য্য দেশ হইতে যুক্তরাষ্ট্রেও অবশ্য পাণ্টা সাহায্য প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাহার পরিমাণ ও মূল্যও একান্ত কম নয়। কল্ক ও ইজারা ব্যবস্থা যখন প্রবর্তিত হয় তখন হইতেই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে, যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে আমেরিকা এই ব্যবস্থা দ্বারা মিত্র রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করিতেছে। কল্ক ও ইজারা ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল মিঃ টেটিনিয়াসের উপর। মিঃ টেটিনিয়াস সম্প্রতি যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, কল্ক ও ইজারা বিধি যুদ্ধজয়ের একটি অস্ত্র মাত্র। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ নানাসূত্রে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে কল্ক ও ইজারা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের পক্ষে সন্দেহ হইবার দিন আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী রাষ্ট্রধর্মরূপের মধ্যে একটি শক্তিশালী দল ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছেন—কল্ক ও ইজারা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের মতামত ঠিক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বা মিঃ টেটিনিয়াসের মত নয়। কল্ক ও ইজারা ব্যবস্থানুযায়ী সাহায্য প্রেরণের বিপক্ষে অবশ্য তাহারা নন, কিন্তু প্রতিদানে অত্যাশ্চর্য্য মিত্ররাষ্ট্র হইতে কি পাওয়া গেল তাহা তাহারা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চাহেন। স্বর্ণ দিয়া এই ঋণ যে পরিশোধ করা যাইবে না তাহা তাহারা জানেন, তাই তাহারা কাঁচা মাল দিয়া, সামরিক এবং বিমান বাতীর স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়া, বাজার এবং বাণিজ্যের সুবিধা দান করিয়া মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধোত্তরকালে যাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে এখন হইতেই তাহার ব্যবস্থা যতটা সম্ভব পাকাপাকি করিয়া রাখিতে চান। পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব-বিশিষ্ট এই দল ক্ষুদ্র হইলেও শক্তিশালী। কাজেই তাহাদের মতামত শুনিয়া লীজ্ এণ্ড লেণ্ড সাহায্য ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা স্বাভাবতঃই খুব শঙ্কিত হইতেছি। ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে অবিলম্বে এবিষয়ে একটা খোলাখুলি বিবৃতি দেওয়া কর্তব্য।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

এবার প্রথমেই আমাদের ঘরের কাছে রণাঙ্গনের কথা বলিব। আরাকান অঞ্চলের তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য আমাদের অতি নিকটের কাণ্ডকারখানা বলিয়াই উক্ত রণাঙ্গনের ধবরাধবরের উপর আমরা এতটা গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। নতুবা এবারের মহা-যুদ্ধের মাপকাঠিতে, বিশেষ করিয়া রুশ-জার্মান শক্তি-পরীক্ষার প্রলয়ঙ্কর নিদর্শনের সম্মুখে, আরাকানের যুদ্ধকে খণ্ড যুদ্ধও বলা যায় কি না সম্ভেদ—উহাকে খোঁচা-খুঁচি বলিলে বোধ হয় ভুল করা হয় না। যে জাপ অভিযান মিত্রপক্ষ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে বলিয়া দাবী জানাইতেছে, সেই আক্রমণে মাত্র চার সহস্র জাপ সৈন্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইউরোপের এক একটা রণাঙ্গনের লক্ষ-লক্ষ সৈন্যের অহর্নিশ লড়াইএর কাছে বৃথিভং, রথভং, মণ্ড, ভাউংবাজার ইত্যাদি অঞ্চলের সংঘর্ষ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় আধুনিক যুদ্ধে আক্রমণ বলিতে যাহা বুঝায় ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে উভয় পক্ষই এখন সেই ব্যাপক ও ভীষণ শক্তি পরীক্ষা এড়াইয়া চলিতেছে।

মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে ট্রাক নৌঘাটের উপর চারশত মার্কিন বিমানের আচমকা হানার সংবাদ গত সপ্তাহেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ঐ আক্রমণের ফলে উক্ত জাপানী “পাল হারবার”-স্থ নয়খানি জাহাজ ও ২০১ খানি বিমানপোত বিনষ্ট হইয়াছে। আরও সাতখানি জাহাজ ঘায়েল হইয়াছে বলিয়া অনুমান। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্ত্যস্ত রণাঙ্গনেও মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে।

নেতুয়ু পারঘাটায় একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ইতালীয় রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের দ্রুত অগ্রগতি সম্পর্কে কোনপ্রকার ভরসার ভাব পোষণ করা যায় না। সংবাদে প্রকাশ, নাৎসীবাহিনী উক্ত পারঘাটায় আরও একটি প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। আনজিও অঞ্চলে জার্মান আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। ক্যাসিনোর এক-তৃতীয়াংশের বেশী মার্কিন বাহিনীর

করতলগত হইয়াছে। ইতালীর সর্বত্র মিত্র-বাহিনী কোথাও অল্পক্ষণ অগ্রসর হইতেছে, কোথাও বিপক্ষের পাল্টা আক্রমণ সাফল্যের সহিত প্রতিহত করিতেছে। কিন্তু আমাদের সাধারণ লোকের কাছে আসল প্রশ্ন, রোম দখলের আর দেবী কত? নেপলস অধিকারের পর বহু কাল কাটিয়া গেল। এই বিলম্ব কি মিত্রপক্ষের যথোপযুক্ত সামরিক শক্তি প্রয়োগের অভাবের জন্ত, না জার্মান বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে? পত সপ্তাহে কমল সভায় মিঃ চার্লিস স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, জার্মানীর সামরিক পরাক্রম এখনও প্রচণ্ড রহিয়া গিয়াছে। এই উক্তি যে কথার কথা নয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইতালীয় রণাঙ্গনে মাসের পর মাস মিত্রপক্ষের মূহুর অগ্রগতি।

রুশ রণাঙ্গনে লালফৌজ সকল অঞ্চলেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ক্রিমিয়রগ ও পরধন্ড দখল এবারের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ধবর। এই অঞ্চলে নাৎসী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া দ্রুত পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করিতেছে। লাটভিয়ার সীমান্ত অভিমুখে সোভিয়েট অগ্রগতিকে জার্মান বাহিনী কিছুতেই রোধ করিতে পারিতেছে না। পোল্যাণ্ড ও এস্টোনিয়ায় লালফৌজের অগ্রগতির হার পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইলেও অভিযান বন্ধ হয় নাই। এবার মার্শাল ষ্ট্যালিনের এক ঘোষণাবাগীতে প্রকাশ, নাৎসী অধিকৃত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীজ্ঞা কস্তুরবাই গান্ধী গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে পুণায় আগা খা প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কারাগারীরা অস্তুরালে মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিণী ও সহ-কর্মিণী এই মর্যাদাসিক মৃত্যু ভারতের জাতীয় মুক্তি-স্বাধীনতার ইতিহাসে এবং বর্তমান ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে অঙ্কিত ও কলঙ্কিত হইয়া রহিল। শ্রীযুক্তা গান্ধীর স্বাস্থ্যের অবস্থা হঠাৎ খারাপ হইয়া পড়ে নাই। গত তিন মাসের মধ্যে বারকয়েক তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। গত নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে তাহার শারীরিক অবস্থা যে সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল বোঝাই

সরকারের তৎকালীন ইস্তাহারও তাহা স্বীকার করে। অথচ ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদে ও বিলাতের পালোমেণ্টে শ্রীযুক্তা গান্ধীর জীবন রক্ষার জন্ত তাঁহাকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার দাবী জানাইয়া কোন কল হয় নাই। স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়ায় জীবন সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে বলিয়া যেক্ষেত্রে তথাকথিত ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধের কর্ণধাররা ইংলণ্ডের অকপট ফ্যাসিষ্ট নেতা অসওয়াল্ড মোসলেকে কারাগার-প্রাচীরের বাহিরে আসিতে অমুমতি দিলেন, সেইক্ষেত্রে শ্রীযুক্তা কস্তুরবাই গান্ধীর স্থায় আত্মজীবনের অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিতা ও মানবতার উদার আদর্শে অনুপ্রাণিতা ৭৪ বৎসর বয়সের এক মহীয়সী ভারত নারীর রাজকারার বাহিরে আসিতে অমুমতি মিলিল না! গর্ববান বিদেশী শাসন নিজেদের দেশে গণতন্ত্রের শত্রুকে যে সুবিধা-সুযোগ দিতে পারে, তার শোষণ-স্বার্থের ঔপনিবেশিক দেশে সেই নীতি প্রকৃত গণতন্ত্রের কাজে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ভারতীয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে নারাজ। কস্তুরবাই-এর মৃত্যু ভারতের মর্যাদা বন্ধনদশার জ্বলন্ত নিদর্শন!

ভারতের সভ্যতার অবস্থা জানিবার জন্ত বিলাতের ও আমেরিকার অনেক লোকই উৎসুক এবং সম্প্রতি কমল সভার পঞ্চাশ জন সদস্য শ্রীযুক্তা নাইডুকে ইংলণ্ডে গিয়া ভারত-সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যাদি জানাইবার যে অনু-রোধ করিয়া পাঠাইয়াছে সেই সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা মন্তব্য জানাইয়াছি। যাহা হউক, ভারতের বাহিরের অভ্যন্তরীণদের ভারত সম্পর্কে খাঁটি কথা জানাইবার জন্ত ভারত গবর্ণমেন্টেরও ভাবনা বড় কম নহে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠাইবার জন্ত জ্ঞানী, গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিদের বিস্তর টাকাকড়ি খরচ করিয়া বিদেশে প্রেরণের যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। সত্যোদ্ঘাটনের এই অভি-যানে বাহির হইয়া আর আর এস শ্রমী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছেন। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি হলিউডে ভারতের বর্তমান বড়স্কাটের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়া মার্কিন জনসাধারণকে জানাইয়াছেন যে, ইতি-মধ্যেই লর্ড ওয়াভেল ভারতবাসীর মনে বিস্তর



# ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা (৫) আর্থিক বিলিব্যবস্থা

স্মার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, মিঃ জে আর ডি টাটা ও মিঃ জি ডি বিরলা প্রমুখ আটজন খ্যাতনামা শিল্প-ব্যবসায়ী ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত সম্প্রতি যে ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা হইতে কৃষি, শিল্প ও জীবনযাত্রার উন্নতি সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের প্রস্তাবসমূহ ইতিপূর্বে আমরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়াছি। ঐ সমস্ত দিক দিয়া দেশের প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইলে তজ্জন্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করা প্রয়োজন। উপরোক্ত পরিকল্পনায় সে সম্পর্কেও নানা দিক দিয়া সমুচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে আমরা সেই সব আর্থিক বিলিব্যবস্থার কথা আলোচনা করিব ও ঐ সঙ্গে গোটা পরিকল্পনাটির মূল্য ও সার্থকতা বিচার করিবার প্রয়াস পাইব।

৫ বৎসরের মেয়াদী উপযুক্ত পরিমাণে পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া উদ্যোক্তারা মোট ১৫ বৎসরে ভারতের আর্থিক উন্নতির বিধি-ব্যবস্থা সমাধা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ১৫ বৎসরে ঐ পরিকল্পনা বাবদ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া তাঁহারা বরাদ্দ করিয়াছেন। কৃষি, শিল্প ও শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন দফায় ঐ অর্থব্যয়ের বরাদ্দ হইবে তাঁহাদের মতে নিম্নরূপ :—

১৫ বৎসরে অর্থব্যয়ের বরাদ্দ

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| শিল্প     | ৪,৪৮০ কোটি টাকা |
| কৃষি      | ১,২৪০ " "       |
| যানবাহন   | ৯৪০ " "         |
| শিক্ষা    | ৪৯০ " "         |
| স্বাস্থ্য | ৪৫০ " "         |
| বাসস্থান  | ২,২০০ " "       |
| বিবিধ     | ২০০ " "         |

মোট ১০,০০০ কোটি টাকা

এইরূপ বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে হইলে আর্থিক উন্নতির জন্ত এদেশকে ভালভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। তজ্জন্ত দেশবাসীর পক্ষে নানা দিক দিয়া যথেষ্ট স্বার্থভ্যাগেরও প্রয়োজন দাঁড়াইবে। সে কথা বিবেচনা করিয়া প্রথমেই বেশী পরিমাণ অর্থব্যয়ের উপর জোর না দিয়া উদ্যোক্তারা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে তাহা

ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া চলারই নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব এই, আর্থিক উন্নতির জন্ত মোট ১০ কোটি টাকা ব্যয় প্রয়োজন হইলেও পরিকল্পনার প্রথম ৫ বৎসরে মাত্র ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। পরবর্তী ৫ বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা করিতে হইবে। এইভাবে দেশের লোক ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে ও প্রাথমিক গঠনকার্য কতকদূর অগ্রসর হইলে অতঃপর শেষ ৫ বৎসরে বাকী ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা যাইবে।

কি ভাবে এই দশ কোটি টাকা শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হইবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রচয়িতারা অতঃপর তাহা নিয়া আলোচনা করেন। পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার জন্ত যে মূলধন প্রয়োজন উদ্যোক্তারা তাহাকে নিম্নোক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—(১) External finance বা বিদেশ হইতে আগত যন্ত্রপাতি ও জব্য-সামগ্রীর ব্যয় মিটাইবার মূলধন। (২) Internal finance বা দেশের আভ্যন্তরীণ খরচপত্র মিটাইবার মূলধন। উদ্যোক্তারা বলিতেছেন, এদেশের লোকদের হাতে সঞ্চিত সোণা ও রূপা প্রভৃতি ধনরত্নের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্ত এই ধনরত্নের মধ্যে ৩০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে। স্বর্ণ ও রূপা প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানীকৃত জিনিষের মূল্য পরিশোধ বাবদ প্রয়োজনমত নিয়োগ করা চলিবে। যুদ্ধের সময়ে গ্রেটব্রিটেনকে মালপত্র সরবরাহ করিতে গিয়া ভারতের অমুকুলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ইতিমধ্যেই ৮০০ কোটি টাকার ষ্টালিং সিকিউরিটি জমা হইয়াছে। যুদ্ধ আর ছই এক বৎসর চলিলে এই ষ্টালিং সিকিউরিটির পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে। এই অর্থ বাহির হইতে যন্ত্রপাতি ও আবশ্যকীয় মালপত্র ক্রমে নিয়োগ করা যাইতে পারে। আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর আধিক্য হওয়ায় বহির্বাণিজ্যক্ষেত্রে সর্বদাই ভারতের একটা অমুকুল উদ্ভূত দেখা যাইতেছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় মুখ্যতঃ এদেশের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া কৃষির উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করার যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে রপ্তানী বাণিজ্য কিছু হ্রাস পাওয়ার কথা। এদেশে ব্যাপকভাবে শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হওয়ায় অপরদিকে আবার আমদানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইবার সম্ভাবনাও আছে। কাজেই শেষ পর্যন্ত বহির্বাণিজ্যে এদেশের অমুকুল উদ্ভূত বৎসরে ৪০ কোটি টাকার চেয়ে কমিবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। এই অবস্থায় বহির্বাণিজ্যের অমুকুল উদ্ভূত বাবদও ১৫ বৎসরে ৬০০ কোটি টাকার মত পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বিদেশের বাজারে ভারতের 'ক্রেডিট' যেরূপ বেশী তাহাতে এদেশের পক্ষে বিদেশ হইতেও ৭০০ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না বলিয়া উদ্যোক্তাদের বিশ্বাস।

আভ্যন্তরীণ মূলধন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রচয়িতারা বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড, জার্মানী, জাপান ও রাশিয়ায় মোট জাতীয় আয়ের বৎসরকমে শতকরা ৭ ভাগ, ১১'৮ ভাগ, ২১'৯ ভাগ ও ১৪'২ ভাগ লোকের হাতে সঞ্চিত হয় এবং শিল্প ব্যবসায় তাহা নিয়োজিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে লোকের জীবন-যাত্রা খুব নিম্ন, এই অবস্থায় জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ ভাগের বেশী শিল্প ব্যবসায় নিয়োজিত হইবার আশা নাই। এই শতকরা ৬ ভাগ হিসাবে বরাদ্দ করিলে ১৫ বৎসরে লোকের সেভিংস বা সঞ্চয় হইতে ৪ হাজার কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহাতেও ব্যয় মিটাইবার উপযোগী সাকুল্য টাকা পাওয়া যাইবে না। মোট ১০ হাজার কোটি টাকা পূরণ করিবার জন্ত বাকী ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত নুতন মুদ্রা (created money) বাজারে ছাড়িতে হইবে। উদ্যোক্তাদের মতে এইভাবে বিভিন্ন দিক দিয়া আর্থিক পরিকল্পনার জন্ত মূলধনের যোগান হইবে নিম্নরূপ :—

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| বাহির হইতে মালপত্র আনয়নের মূলধন | ৩০০ কোটি টাকা |
| সঞ্চিত ধনরত্ন                    | ৩০০ কোটি টাকা |
| ষ্টালিং সিকিউরিটি                | ১,০০০ " "     |
| বহির্বাণিজ্যের উদ্ভূত            | ৬০০ " "       |
| বৈদেশিক ঋণ                       | ৭০০ " "       |

আভ্যন্তরীণ মূলধন  
সঞ্চয় ও নিয়োগ ৪,০০০ কোটি টাকা  
তৈয়ারী অর্থ  
(created money) ৩,৪০০ " "

মোট ১০,০০০ কোটি টাকা

(১০১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ব্যবসায়ী ও জীবন বীমা

(ত্রীসাবিত্তীক্সসন্ন চট্টোপাধ্যায়)

যাঁরা জীবন বীমার কাজ করে থাকেন, তাঁরাই জানেন যে ব্যবসায়ী লোকেদের কাছে চট করে প্রস্তাব-পত্রে (Proposal form) নাম সহি করিয়ে নেওয়া যায় না। তার কারণ ব্যবসায়ী-মনের গঠন অন্তরূপ; কেনা-বেচার বাজারে যাঁদের যাতায়াত, গণিতের অঙ্ক দিয়ে যাঁরা সর্বদা লাভ লোকসান খতিয়ে দেখেন, লাভ-অলাভ যাঁদের কাছে আশু এবং প্রত্যক্ষ, তাঁরা পরোক্ষ অর্থাৎ ভবিষ্যতের জ্ঞাত হঠাৎ অবহিত হয়ে উঠবেন এ আশা না করাই ভাল। তবে বক্তব্য বিষয়ে যুক্তি ও সঙ্গতির সঙ্গে জীবনবীমার প্রয়োজন ও সার্থকতা সঠিকভাবে বুঝাতে পারলে তাঁরাই বা কেন জীবনবীমা করবেন না?

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার অভ্যাস ব্যবসায়ীদের আছে, অনিশ্চিত বুদ্ধির মধ্যে যাতে না গিয়ে পড়েন এমন সাবধানতারও অভাব তাঁদের নাই; তবুও প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে সর্বাপেক্ষা একটা জরুরী বিষয় তাঁদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে যায়। একজন ব্যবসায়ীর সাকুল্য সম্পত্তি শুধু তাঁর উদ্বৃত্ত পত্রই (Balance Sheet) পর্যাবসিত নয়; তাঁর নিজের ব্যক্তিগত বিত্ত-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা এবং সবার উপর তাঁর মস্তিষ্ক যেটা তিনি তাঁর ব্যবসায়ের অত্যন্ত মূলধন-রূপে খাটিয়ে থাকেন, এ সবগুলিও তাঁর ব্যবসায়ের মূলধন। ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্পত্তি সংরক্ষণের জ্ঞাত অগ্নিবীমা বা নৌবীমা করার প্রয়োজন আছে এবং তা' করাও উচিত। কিন্তু নিজের ব্যবসায়ের যে প্রধান মূলধন মস্তিষ্ক ও কর্মক্ষমতা তার ক্ষয় বা ক্ষতি-পূরণের জ্ঞাত পূর্বদৃষ্টিই ব্যবস্থা করে রাখাও কি যুক্তিযুক্ত নয়?

যে ব্যক্তি আজ উদয়াস্ত খাটছে, যার জীবন আজ কর্মময় সেই সদাব্যস্ত কর্মীটির জীবন নষ্ট হয়ে গেলে ব্যবসায়ের গতি কি হবে তা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যবসায়ীরই ভেবে দেখা উচিত। এমনো হ'তে পারে যে, যে কর্ম-শক্তি, উত্তম, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবসা সৃষ্টি করেছে, পরিচালনা করেছে, নিয়ন্ত্রিত করেছে সব থেকে বেশী প্রয়োজনের সময় তার হঠাৎ পরিসমাপ্তি ঘটল। ফলে তাসের ঘরের মত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পাওনা যা থাকল তা' আদায় হ'ল না, অথচ

দেনার দায় এড়িয়ে যাওয়ার পথ রইল না। সেই ব্যবসায়ীর বিধবা পত্নী, অনাথা বালক-বালিকা ও প্রতিপাল্য পরিজনদের হঠাৎ চোখে আঁধার দেখতে লাগলেন। না থাকল ভরণপোষণের উপযোগী আর্থিক সঙ্গতি, না থাকল ছেলেমেয়ের স্থিতি করে দেবার কোনো সম্ভাবনা; এমনও দেখা গেছে, লাখ-টাকার মালিক ব্যবসাদারের অবর্তমানে তাঁর পরিবার-বর্গ না পেলে মাথা শুঁজবার একটু জায়গা, না পেলে ছ'বেলা খাবার মত দুটি ভাত। কিন্তু এই দুর্গতি থেকে অনায়াসেই নিস্তার পাওয়া যায়। আগে থেকেই এ বিষয় চিন্তা করে, হিসাব করে, স্থির সিদ্ধান্তে আসার মত মতিগতি থাকলে পরিবারবর্গকে আর এমনি করে ডুবিয়ে যেতে হয় না।

এই দুর্গতি থেকে নিজেকে এবং পরিবার-বর্গকে বাঁচানর একমাত্র উপায় অবশ্যই জীবন-বীমা—মূল্যের দিক দিয়ে সারবান, লগ্নীর দিক দিয়ে লাভজনক এবং বিজ্ঞানসম্মত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। কিস্তিতে কিস্তিতে অল্প অল্প সঞ্চয় করে সম্পত্তি সৃষ্টি করাই শুধু নয়, এমন সম্পত্তি সৃষ্টি করা যার মূল্য বাজার মন্দার দিনেও সমান থাকে, যত দিন যায় তত লাভের অংশ জমা হয়ে পাওনা টাকার অঙ্ক কেবল বৃদ্ধি হয়েই চলে। প্রথম কিস্তির প্রিমিয়াম বা চাঁদার টাকা দিলেই সেই সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ জীবনের বৃদ্ধি নিয়ে নেয় জীবন-বীমা, শুধু ব্যবসায়ীর পরিবারবর্গের ভবিষ্যত সংস্থান নয়, ব্যবসায়কে বাঁচিয়ে রাখা এবং অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার দিক দিয়ে জীবনবীমার কার্যকারিতা অনেক বেশী। সাধারণ লগ্নী ব্যাপারে (ধরা যাক শেয়ার খরিদ ব্যাপারে) বাকী কিস্তির টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত ওয়ারিশানরা আইন অনুসারে লগ্নীকৃত সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। কিন্তু ২০ বছরের মেয়াদে বীমা করে ১৯টি কিস্তির টাকা না দিয়েও একটি কিস্তির টাকা দেওয়ার পর বীমাকারীর মৃত্যু হলে বীমাকৃত সমগ্র টাকারই মালিক হতে পারেন তাঁর ওয়ারিশানরা।

এই কারণেই ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে জীবনবীমার দ্বারা অবিলম্বে ভবিষ্যত আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব। জীবনবীমা

করার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিরাপত্তার ভাব তাঁর কর্মজীবনে বল সঞ্চার করে দেয়। প্রকৃষ্ট মন নিয়ে স্বাধীনচিন্তে ব্যবসায়ে অনগ্রসর হয়ে প্রতিদিনের কাছে উত্তম, অধ্যবসায় ও ধীশক্তিকে অব্যাহত রাখা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। পরিবারবর্গের অথবা নিজের শেষ জীবনের চলাচল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলে কাজের দিকে নিবিষ্টমনে উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তি প্রয়োগও সম্ভব হয়। এতে করে কাজ-করবার দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, লাভের অঙ্ক ক্রমেই বাড়তে থাকে, সঞ্চয় করবার মত বাড়তি টাকা হ'লেই আরো বেশী টাকার জীবনবীমা করে সংসার-জীবনে অধিকতর নিরুদ্বেগ, সুখ-শান্তি ও স্বস্তি লাভ করবার পথ সুগম হয়ে পড়ে। মন নিশ্চিন্ত হলে চিন্তের স্বাধীনতা আসে, এর চাইতে মানুষের জীবনে অধিকতর কাম্য কি?

তাছাড়া জীবনবীমার পলিসি 'মূলধন' বিশেষ। হয়ত এমন স্মরণ এসে উপস্থিত হল যে কিছু মোটা টাকা খাটাতে পারলে হাতে হাতে কিছু খোকখোক লাভ হতে পারে। বাইরের কোনো লোকের কাছ থেকে টাকা ধার করতে গেলে তার কৈফিয়ৎ হাকামা অনেকখানি। দলিলপত্র আদালত ইত্যাদিতে সময় বাবে, অর্থব্যয় হবে এবং সুদের হারটাও দিতে হবে অনেক বেশী; কিন্তু জীবনবীমা থাকলে পলিসি বন্ধকে শুধু একটা নামসই দিয়ে একদিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও টাকা ধার পাওয়া যায়, তার সুদের হার কম এবং সর্ব ইত্যাদিও বিশেষ সুবিধাজনক।

বাজার মন্দা আরম্ভ হ'ল, যার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে হয়ত 'ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ'এর পাথরের দেওয়ালও উঠল কেঁপে, চটক-সুন্দর কোম্পানীর কাগজের চার ধারো গিঁট করা রং উঠল মলিন হয়ে, তখন কিন্তু বীমার পলিসির মূল্য রইল সমান,—এতটুকুও কমল না। এই বাজার মন্দার জ্ঞাত। বরং যদি লাভ-সহিত (with profit) বীমা করা হয়ে থাকে তবে পলিসির মূল্য ক্রমশঃ বাড়তে থাকল বই কমল না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, শুধু ব্যবসাদার বলে নয় প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের জীবনবীমা করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনবীমার আর্থিক মূল্য যতখানিই হোক, তাতে করে

ভবিষ্যতের জীবন নিশ্চিন্তে ও আরামে কাটবে বলে নিজের উপর একটা বিশ্বাস আসে বা নৈতিক বল বৃদ্ধি হয়, একথা ছাড়াও এর একটা অল্প দিক আছে। আমরা সকলে একথা জানি না যে, বীমার দায় উপস্থিত হলে সেই টাকা বীমাকারীকে যাতে অনায়াসেই দেওয়া যায় এজন্য বীমা কোম্পানীগুলিকে প্রিমিয়ামের টাকা লগ্নী করতে হয়। খুব সতর্কতার সহিত, বিশেষ বিবেচনা করে, ক্ষতির কোনো প্রকার ঝুঁকি না রেখে এই লগ্নী করতে হয়; কারণ টাকা শুধু শুধু ঘরে ফেলে রাখা চলে না। এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ জীবনবীমা কোম্পানীর লগ্নী সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যবসাদারের লাভ-অলাভ যে জড়িত একথা তাঁরা প্রায়ই ভুলে যান। তাঁরা ভুলে যান যে, তাঁদের আপন আপন মূলধন থাকলেই যথেষ্ট হ'ল না, তাঁদের দেশে ব্যাপকভাবে মূলধনের বিস্তৃতির প্রয়োজন। তাঁরা জীবন-বীমা করে সমগ্র দেশের শিল্পবাণিজ্য ও ব্যবসায়ের মূলধন গঠনে সহায়তা করবেন, যার ফল ব্যাপক হলেও ব্যক্তিগতভাবে তিনিও তাঁর ব্যবসার জন্য লাভ করবেন।

এতে করে আমরা বুঝতে পারলাম যে, যেহেতু আমাদের দেশী কোম্পানীগুলি দেশস্থ শিল্পব্যবসা সম্পর্কে অধিকতর অবহিত সে কারণে স্বদেশী কোম্পানীতে জীবনবীমা করা দেশীয় ব্যবসায়িগণের পক্ষে বিশেষ কর্তব্য। কেননা তাঁরাও বিদেশী কোম্পানীর মত জীবনের ঝুঁকি বহন করে এবং লাভও যাহা দেয় তাহার পরিমাণ বিদেশী কোম্পানীর চাঁদার হারের তুলনায় নিতান্ত কম নয়। একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা বিদেশী কোম্পানীতে যে প্রিমিয়াম দিই তাহার কিছুটা অংশ আমাদের আয়স্কের বাহিরে চলে যায়, কারণ বিদেশী কোম্পানীর লগ্নী আমাদের দেশে (বাধ্যতামূলক কোম্পানীর কাগজ ছাড়া) তুলনায় অনেক কম এবং আমাদের দেশে শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বিদেশী কোম্পানী যে টাকা দান দিয়েছে এমন কথাও আমরা শুনি নাই। কাজেই ভারতীয় ব্যবসায়ী বিদেশী কোম্পানীতে জীবনবীমা করে কেবল বিদেশের মূলধনের পরিপূষ্টি সাধন করেন, দেশের আর্থিক পরবশতাকেই বাড়িয়ে তোলেন।

সাংসারিক লোকের বহুবিধ প্রয়োজন থাকে, জীবনবীমার প্রকারভেদও অনেক আছে। কাজেই ব্যবসায়ী ব্যক্তি এই বহু প্রকার বীমার মধ্য থেকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে বেছে নিতে পারেন। প্রত্যেক

প্রকার বীমাতেই বিভিন্ন রকম সুবিধা আছে। লাভ-সহিত মেয়াদী বীমাই (Endowment Assurance with profit) অবশ্য সর্বোত্তম এবং অধিকতর জনপ্রিয় ও সুপ্রচলিত। মেয়াদকাল অল্পে বীমাকারীর এই টাকা প্রাপ্য হয় যখন ব্যক্তিগতভাবে শ্রম-লব্ধ অর্থ উপার্জন করার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ব্যবসায়ী লোক কর্মজীবনের শান্তির পর একটা মোটা টাকা পেয়ে অনায়াসেই বিশ্রাম নিতে পারেন, নিজের ভরণপোষণের কোনো চিন্তা আর তখন তাঁর করবার দরকার হয় না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর অকালমৃত্যুই ঘটে, তাঁর পরিবারবর্গকে জীবন-ধারণের ভাবনা ভাবতে হয় না। তবে এমন যদি হয় যে, কেহ কম প্রিমিয়াম দিয়ে বেশী টাকার বীমা চান, তাহলে একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিবার সর্বোচ্চ আঙ্গীকরণ বীমাও (Whole Life Assurance with limited payment) করতে পারেন। এমন যদি হয় আপাততঃ উপার্জন কম কাজেই প্রিমিয়াম দিবার ক্ষমতাও কম, কিন্তু পরে উপার্জন বাড়বে এবং বেশী প্রিমিয়াম দেওয়াও তার পক্ষে অসাধ্য হবে না, তাহলে প্রথম কম প্রিমিয়ামে আঙ্গীকরণ বীমা নিয়ে পরে মেয়াদী বীমায় পরিবর্তিত করার সুবিধাও হতে পারে। এই প্রকার বীমার নাম আঙ্গীকরণ বিকল্প মেয়াদী বীমা (Progressive Benefit Assurance)। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য অথবা তাদের বৈষয়িক জীবনে প্রবেশ করানর

জন্য অথবা মেয়ের বিবাহের জন্য শিশু মেয়াদী বীমাই (Childs Endowment) সর্বোৎকৃষ্ট। ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক আর এক প্রকারের বীমা আছে তাহার নাম যুক্তজীবনের মেয়াদী বীমা (Joint Life Endowment policy)। এই বীমার সর্বোচ্চ এই যে, যদি দুই জন অংশীদারের মধ্যে এক জনের মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে বীমাকৃত টাকা তৎক্ষণাৎ অল্পতম জীবিত অংশীদারের প্রাপ্য হয়। ব্যবসা পরিচালনের পক্ষে এ রকম একটা সংস্থান থাকার খুবই প্রয়োজন আছে। এইভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই বীমার প্রকার-ভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

এর পরই প্রশ্ন এই যে, ব্যবসায়িগণ কোন বীমা কোম্পানীতে বীমা করবেন? যে কোম্পানীর বয়স অনেক বেশী? যার সম্পত্তির পরিমাণ প্রভূত? অথবা যার প্রিমিয়ামের আয় বেশী? এসবের কোনটার দ্বারা কোম্পানী নির্বাচন করা চলে না। কারণ কোনো বীমা কোম্পানীর সারবস্তা কোনো একটি কারণের উপরই নির্ভর করে না। কোম্পানী দেশী কি না, কোম্পানীর সঙ্গে দেশের আর্থিক উন্নতি অবনতির কতদূর সম্পর্ক, শিল্প ব্যবসায়ের তার লগ্নীর পরিমাণ কি? চলতি বীমার পরিমাণ, সম্পত্তির পরিমাণ, বীমা তহবিলের পরিমাণ বয়সের তুলনায় কতটা? প্রতি বৎসর বা এপর্যন্ত কোম্পানী কত টাকার বীমার দায় শোধ করেছে? তার লগ্নীর রকমটা কি? কতখানি তার মধ্যে ঝুঁকি আছে, কি পরিমাণ লাভের হার তার লগ্নীর ব্যাপারে দেখা যায়, তার পরিচালন পদ্ধতির মধ্যে জাতীয়তার নীতিগত সাম্য রক্ষিত হয় কি না ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কোম্পানী নির্বাচন করা কর্তব্য।

## কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস :—৪ নং ক্লাইভ স্ট্রিট,

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

অগ্রাণ্য অফিস :—৪, ক্লাইভ স্ট্রিট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট,

৯৯এ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, ১৩৯ বি, রসা রোড।

### অগ্রাণ্য অফিসসমূহ

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| বরিশাল,           | ডিক্রগড়,    | নিতাইগঞ্জ,  |
| ভৈরব,             | ধুবড়ী,      | নওগাঁ,      |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া, | গোহাটী,      | পাবনা,      |
| বসিরহাট,          | জোড়হাট,     | পাটনা,      |
| চাঁদপুর,          | ময়মনসিংহ,   | পুরাণবাজার, |
| চট্টগ্রাম,        | নারায়ণগঞ্জ, | রাজসাহী,    |
| ঢাকা,             |              | তিনশুকিয়া- |

### ভারতের বাহিরে এজেন্সি অফিস

আমেরিকান এজেন্টস :—গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী অব নিউইয়র্ক

লণ্ডন এজেন্টস :—বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টস :—ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস্, সিডনি,

ম্যানিঞ্জিং ডাইরেক্টর :—ডাঃ এম বি দত্ত, এম, এ, বি-এল, পি, এইচ ডি,

(ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### পরলোকে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এম ভট্টাচার্য্য কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ২৭শে মাঘ কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মহেশবাবুর সত্যনিষ্ঠা, কর্মামুগ্ধতা, সততা ও জন-সেবার আদর্শ অমূল্যবায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও বাল্যকাল হইতেই ব্যবসায়ের দিকে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। বাল্যকালে তাঁহাকে কঠোর অভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে এবং বহু ঘাতসঙ্ঘাত তাঁহার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কিছুই তাঁহাকে বিচলিত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যবসায়-জীবনে সততা এবং সত্যনিষ্ঠা বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। শিক্ষিত, সৎ এবং পরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবকেরা বাহাতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। মহেশচন্দ্র লক্ষ্যবান এবং দানশীল ছিলেন। তাঁহার দানের বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাঁহার প্রদত্ত অর্থের বাহাতে সত্য হইত তৎপ্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

### বাংলায় চাউলের উৎপাদন (১৯৪৩-৪৪)

গত সপ্তাহে বাংলা সরকারের কৃষিবিভাগ কর্তৃক ১৯৪৩-৪৪ সালের আমন ধান উৎপাদন সম্পর্কে যে তৃতীয় এবং শেষ পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বর্তমান বৎসরে আভাবিক ফলনের তুলনায় শতকরা ১০৩ ভাগ চাউলের বেশী ফলন হইয়াছে। গত বৎসর এই ফলনের পরিমাণ ছিল ৬৮ ভাগ। সাতটি জেলায় অতিরিক্ত এবং অল্প জেলায় আভাবিক ফলন হইয়াছে। আভাবিক অবস্থার বাংলার প্রতি একর জমির ফলন হইতে ১২ মণ ১৬ সের পরিষ্কার চাউল পাওয়া যায়। এই হিসাবে বাংলার এবৎসর ৮৫ লক্ষ ২৮ হাজার ১ শত টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে, গত বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ ২০ হাজার ১ শত টন। জেলায়-কর্ম-চারীরা অনুমান করিয়াছেন যে, এই বৎসর মোট ১ কোটি ৮১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭ শত একর জমিতে আমন ধান উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর উক্ত জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৭ হাজার ১ শত একর।

### গম চাষের প্রথম পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

বর্তমান বৎসর সমগ্র ভারতে গম চাষের পরিমাণ সম্পর্কে যে প্রাথমিক সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত জানা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে মোট ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। গত

বৎসরের সংশোধিত হিসাব অনুসারে উক্ত বৎসর মোট ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ২ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। গত বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসর শতকরা ৪ ভাগ বেশী জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। ভারতবর্ষে পাঞ্জাবেই গমের চাষ হয় সর্বাধিক বেশী। এবৎসর পাঞ্জাবে মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে।

### চীনাবাদাম চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

গত সপ্তাহে চীনাবাদাম চাষের যে সরকারী হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র ভারতে মোট ৮৫ লক্ষ ৩১ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে এবং আনুমানিক ৭৬ লক্ষ ২৭ হাজার টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর মোট ৩৩ লক্ষ ২৩ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল এবং উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মোট ২৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টন। গত বৎসরের তুলনায় এবার উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

### চুক্তিকে অন্ততঃ ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু

চুক্তিকল্পিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারণের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক বাংলার ১০টি জেলায় তথ্যগ্রহণকারী কাজ চালান হইতেছিল। তদ্ব্যতীত আটটি জেলায় তথ্য সংগ্রহ শেষ হইয়াছে। এ-সম্পর্কে উক্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কে. পি. চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আভাবিক সময়ে বাংলার মৃত্যুহার বৎসরে হাজারকরা ৩০ অর্থাৎ ছয়মাসে হাজার করা ১৫; কিন্তু নমুনা হিসাবে যে তথ্যগ্রহণ কার্য চালান হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, এই মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়া হাজারকরা ৮৫ পর্যন্ত উঠিয়াছে। অর্থাৎ মৃত্যুর হার শতকরা ৮২ হইবার কারণ হইল চুক্তিকল্পিত ব্যর্থতা। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাংলার কম বেশী দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী চুক্তিকল্পিত প্রকোপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহা অতি-শারোজি হইবে না। সেই হিসাবে আভাবিক অপেক্ষা সম্ভাব্য মৃত্যুসংখ্যা ৩৫ লক্ষের অধিক

গ্রাম—“যথের ধন”

ফোন—ক্যাল ৩৭৩৪

## হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা

—শাখা সমূহ—

|            |                |                  |
|------------|----------------|------------------|
| কলিকাতা    | মেদিনীপুর      | হবিগঞ্জ (আসাম)   |
| বড়বাজার   | শালবনি         | খুলনা            |
| মাণিকতলা   | বালিচক         | মীরকাদিম         |
| শিয়ালদহ   | বাঁকুড়া       | কুসুনগর (মদীয়া) |
| বাদীপাড়া  | বিষ্ণুপুর      | বাগেরহাট         |
| শ্রীমবাজার | গড়বেতা        | পাটনা            |
| ধর্মতলা    | ভেড়পুর (আসাম) | রাঁচি            |

### আমানতী টাকার উপর সুদের হার

|                        |     |     |            |
|------------------------|-----|-----|------------|
| চলতি হিসাব             | ... | ... | ১% বার্ষিক |
| সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট | ... | ... | ৩% "       |
| ফিক্সড ডিপোজিট এক বৎসর | ... | ... | ৪% "       |
| দুই বৎসর               | ... | ... | ৫% "       |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাস সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে।

### প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

- ৮ বৎসর প্রতি মাসে ১২ হিসাবে জমা দিলে
- ১০ বৎসর পরে ১৪০ টাকা পাইবেন।
- ৮ বৎসর বাবৎ প্রতি মাসে ৫০ টাকা হিসাবে জমা দিলে
- ১০ বৎসর পরে ৭০০ টাকা পাইবেন।

আয়করহীন শতকরা ৫ ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যক্তিগত কার্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্ণমেন্ট বিল, জি. পি. নোটস্ এবং বাংলার চলতি শেয়ার

কালীচরণ সেন,

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

হইবে বলিয়া ধরা যায়। শিশু মৃত্যুর হারই বেশী। উহা স্থলবিশেষে সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ। বয়স্ক জীলোকের তুলনায় বয়স্ক পুরুষের মৃত্যুহার অনেক বেশী। অল্প প্রকোপের অঞ্চলেই পুরুষের মৃত্যুহার নারীর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ, অধিক প্রকোপের এলাকায় ইহা আরও বেশী।

### কৃষক ও মৎস্যজীবীদের চুক্তি

তথ্যসম্বন্ধে ফলে জানা গিয়াছে যে, বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষক তাহাদের সমস্ত জমি হারা-ইয়া ফেলিয়াছে। এই সকল জমি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা না করিলে এই সকল পরিবার নিঃস্ব ভিক্ষুক পরিণত হইবে। যে সকল ধীর নিজেদের নৌকা, জাল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে বা বাহাদের মৎস্য ধরবার অধিকার হস্তচ্যুত হইয়াছে তাহাদেরও জীবিকা অর্জনের জন্য সরকার হইতে সাহায্য দেওয়া উচিত।

### কলিকাতায় মোটরযোগে ডাক বিলির পরিকল্পনা

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই কলিকাতা সহরে মোটর গাড়ীতে করিয়া ডাক বিলির ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন। ১৯৪০ সালে কলিকাতার কোনও এক ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের সহিত মোটর-যোগে ডাক বিলির জন্য ৭ বৎসরের মেয়াদী এক চুক্তি হইয়াছিল। প্রকাশ, উক্ত কোম্পানী অত্যধিক ভাড়া দাবী করায় গভর্ণমেন্ট নিজেদের গাড়ীতে করিয়া ডাক বিলি করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে কর্তৃক ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে ৩০ লক্ষের অধিক মোটরগাড়ী সংগ্রহ করিয়াছেন।

### গো-মহিষাদি হত্যা নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার প্রদেশের সমস্ত কসাইখানা সপ্তাহে এক দিন বন্ধ রাখার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সপ্তাহে একদিন কসাইখানা বন্ধের ব্যবস্থা করিলে একমাত্র কলিকাতাতেই প্রায় ৮ হাজার গো-মহিষ রক্ষা পাইবে। তদ্ব্যতীত চাষের গরু-মহিষই থাকিবে ছই শতের অধিক। ১৯৪২ সালে কলিকাতার ৫টি কসাই-খানায় ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৫৭টি গো-মহিষ, ভেড়া-ছাগল ইত্যাদি হত্যা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে গাভী ও বলদের সংখ্যা ৫৩,১৭৪ এবং মহিষের সংখ্যা ২২,৮১৪।

### মিত্রপক্ষীয় সাহায্য দান কমিটিতে

#### যুক্তরাষ্ট্রের দান

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সম্মিলিত আভিসমূহের সাহায্য দান ও পুনর্গঠন কমিটিতে যুক্তরাষ্ট্রের টাকা হিসাবে ১০৫ কোটি ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবেই কমিটির কার্য দ্রুতীকরণের অঞ্চল অর্থাৎ ভারত-বর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

### নৌকাযোগে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহ

ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি যে সকল অঞ্চলে খাদ্যশস্যের একান্ত অভাব, সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার নৌকাযোগে সেই সকল অঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

### ঔষধ ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স সম্পর্কিত বিধান

সম্প্রতি বেঙ্গল ভাণ্ডারাল চেম্বার অব কমার্সের এক পত্রের উত্তরে ভারত সরকারের শিল্প ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, আমদানীকৃত ঔষধ বিক্রয়ের জন্য আমদানীকারীর পক্ষে ১৯৪৩ সালের ঔষধ নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অন্তর্গত ঔষধ বিক্রয়ের জন্য তাহার পাইকারী ব্যবসায়ীর লাইসেন্স আবশ্যিক। কোন ঔষধ প্রস্তুতকারীর পক্ষেও নিজে ঔষধ তৈয়ারি করার জন্য উপকরণ আমদানী করিতে আমদানীকারীর লাইসেন্স দরকার নাই, কিন্তু জনসাধারণের কাছে সরাসরি বিক্রয়ের জন্য আমদানী করিলে লাইসেন্স দরকার হইবে। পাইকারী ব্যবসায়ীর যদি খুচরা বিক্রয় করেন তবে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র

লাইসেন্স লইতে হইবে। কিরূপ স্থলে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের শাখা প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাইসেন্স লইতে হইবে না প্রাদেশিক লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ তাহা ঠিক করিয়া দিবেন।

### ধান চাউল রপ্তানী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রাঙ্গাচাঁদী, বগুড়া, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ ও খুলনা জেলা হইতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ধান চাউল রপ্তানী করা যাইবে না; তবে রেল দ্বারা লাগেজ হিসাবে দুই মণ পর্যন্ত ধান চাউল লইতে এবং কতিপয় জেলার মধ্যে নৌকাযোগে ২০ মণ পর্যন্ত ধান চাউল আমদানী-রপ্তানী করিতে অনুমতি-পত্রের প্রয়োজন হইবে না।

### নাগপুরে রেশনিং প্রবর্তন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে নাগপুরে রেশনিং প্রবর্তন করা হইয়াছে। প্রকাশ, জব্বলপুরেও শীঘ্রই রেশনিং প্রবর্তন করা হইবে, তবে দিন এখনও ধাড়া হয় নাই।

ভারত-রক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার  
শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

## দাঙ্গিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—ভবানীপুর :: কলিকাতা।  
গ্রাম—“রেনবো” কলিকাতা :: স্থাপিত—১৯৩১ :: কোন : পি কে ২৬৮১

### মূলধন

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| অনুমোদিত—       | ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) |
| বিত্তীত—        | ৮,১৪,১৫০ ...                 |
| আদায়ীকৃত—      | ৩,৮২,৩৮৩৫০ ...               |
| কার্যকরী ফাণ্ড— | ৬০,০০,০০০ (ষাট লক্ষের উপর)   |

### ডিভিডেন্ড

১৯৪১—শতকরা ১০ টাকা :: ১৯৪২—শতকরা ৭।১০ টাকা।

১৯৪৩ সালে আরও বেশী আশা করা যায়।

প্রতিধানি ২৫ টাকা মূল্যের মাত্র ৪৮,০০০ সাধারণ শেয়ার (মোট মূল্য ১২ লক্ষ টাকা) এক্ষণে বিক্রয় করা হইবে।

৬ মাসের মধ্যে প্রতি শেয়ার বাবদ ১৫ মাত্র আদায় করা হইবে। আবেদনপত্রের সহিত প্রতি শেয়ার বাবদ ৩ টাকা এবং প্রবেশ-ফি বাবদ ১ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

৩১শে মার্চের পূর্বে শেয়ারের মূল্যেই শেয়ার বিক্রয় হইবে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন :—

হেড অফিস :—ভবানীপুর, কলিকাতা, অথবা যে কোনও ব্রাঞ্চে—ডালহৌসী—নর্টন বিল্ডিংস, বড়বাড়ার—২০৪, হারিসন রোড, শিয়ালদহ—বৈঠকখানা বাজার, হাওড়া—বেলিগিয়াস রোড, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, ইছাপুরা (ঢাকা), মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, রাঁচি, পুরুলিয়া, বলরামপুর (মানভূম), ভাগলপুর, ময়লপুর, জামসেদপুর, জুগসলাই ও সাঁকটী, ঝরিয়া, কাতরাগড়, আসানসোল, বেরহামপুর (গজাম), পুরী, খুরদা-রোড, কটক—চৌধুরীবাজার ও মঙ্গলাবাগ—তেজপুর, চারালী (দরং), শ্রীহট্ট, গোহাটি, বেনারস ও জৌনপুর (ইউ, পি, )। নাগপুর (সি, পি, )।

মিঃ বি. মুখার্জী—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

(এতৎসম্পর্কে ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতিদানকল্পে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে প্রদত্ত কোন রিপোর্ট অথবা মতামতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না)।

পাবলিসিটি অফিসার—মিঃ এল. এম. চক্রবর্তী।

D.B. I. 44.



## বিলাতে প্রায় এক বৎসরের খালি সঞ্চয়

অল্পসীম অবস্থার অন্তরালে প্রায় এক বৎসরের খালি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইয়াছে। দশ হাজার শতাংশে লক্ষ লক্ষ টন টিনজাত খাদ্য, মাংস, আটা, ময়দা প্রভৃতি জমা করিয়া রাখা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডা হইতে বহু পরিমাণ ময়দা চিনি প্রভৃতিও আনিয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশে যে সকল খাদ্য উৎপন্ন হইতেছে তাহাও অতি সযত্নে ব্যবহার ও সঞ্চয় করিয়া রাখা হইতেছে।

## ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন সমস্যা

ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপার লইয়া সম্প্রতি জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। কয়েকটি দেশীয় রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ফলে ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে একটি ঐক্য নীতি অবলম্বিত না হইলে ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট স্বার্থহানির সম্ভাবনা। কোন দেশীয় রাজ্যে ব্রিটিশ ভারতে রেজিস্ট্রীকৃত কোন পণ্য কোন লোক বিখ্যানভাবে নতুন করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া লইয়া ব্যবসা চালাইতে পারে। এ-সম্পর্কে সম্প্রতি কলিকাতায় বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার অব ট্রেড মার্কস ডাঃ ডেব্রটাস্থরম-এর মধ্যে একটি আলোচনা-বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ডাঃ ডেব্রটাস্থরম বলেন যে, ইতিমধ্যে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১ লক্ষ ১০ হাজার আবেদন পেশ করা হইয়াছে এবং প্রতি মাসে প্রায় ২০ হাজার নতুন আবেদন পেশ করা হইতেছে। তিনি আরও বলেন, দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারতে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে যদি সহজতর এবং ব্যয়বাহুল্য বর্জিত কোন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা না হয় তাহা হইলে দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারতে পৃথক পৃথকভাবে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রী করিতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ২০ কোটি টাকা ব্যয় পড়িবে। এ-সম্পর্কে সরকারের বিবেচনার জন্য বণিক সমিতি-গুলিকে লিখিতভাবে প্রস্তাব পরিকল্পনা দাখিল করিতে অনুরোধ করেন।

## ব্যবসায়ীদের প্রতি সতর্কবাণী

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, সরকার জ্ঞাত হইয়াছেন যে সকল জব্যের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য বাধিয়া দেওয়া হইতেছে তাহাই বাজার হইতে উঠাও হইয়া চোরা বাজারে চলিয়া বাইতেছে। এ-সম্পর্কে সরকার দোকানী এবং ব্যবসায়ীগণকে জানাইয়া দিতেছেন যে, মাল থাকিলেও তাহা বিক্রয় না করা বা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করা মজুত ও অতিলাভ নিবারণী অর্ডিন্যান্স অঙ্গুসারে দণ্ডনীয়। এই ধরনের অপরাধীকে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে।

## রেলভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ

রেলযাত্রীর ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধির অন্তরালে রেলওয়ে বাজেটে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে সম্প্রতি বেঙ্গল ভািশনাল চেম্বার, ইণ্ডিয়ান চেম্বার,

মারোয়াড়ী চেম্বার, মুশলিম চেম্বার অব কমার্স এবং কলিকাতা মারোয়াড়ী এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এক বক্তৃতা-তার প্রেরণ করিয়া তাহার প্রতিবাদ জানান হইয়াছে।

## ওজনসমতা স্থাপনের প্রচেষ্টা

বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে ওজন সম্পর্কে যে বৈষম্য এবং গুলদ চলিয়া আসিতেছে তাহা দূর করিয়া ওজন সম্পর্কে একটা সমতা স্থাপনের জন্য বাঙ্গলা সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। এ-সম্পর্কে রিপোর্ট করিবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সভাপতি করিয়া যে কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সেই কমিটি বিভিন্ন জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটির নিকট ২২ দফা সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। এ-সম্পর্কে বণিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মত আনিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

## দেশরক্ষার ভারতের বিপুল ব্যয়ভার

পত সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজা যুবরাজ দত্ত সিংহের এক প্রস্তাব উত্তরে অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী বলেন যে, ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে দেশরক্ষা ও সরবরাহ বিভাগ বাবদ ভারতের মোট ব্যয়ের যে অংশ আর্থিক বন্দোবস্ত অনুযায়ী ভারতের রাজস্ব হইতে

নির্বাহ হইবে উহার পরিমাণ প্রায় ৮ শত কোটি টাকা। অবশিষ্ট ৯৪০ কোটি টাকা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মিকট পাওনা। শেখোক্ত অর্থের অধিকাংশই রসদ ও সমরোপকরণ সরবরাহের এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অন্তর্বিধা উহার পক্ষ হইতে ভারত যে কাছ করিয়াছে উহার ব্যয়।

## চ্যাটফিল্ড কমিটির রিপোর্ট

তিনি আরও বলেন যে, মোটামুটি বলিতে গেলে চ্যাটফিল্ড কমিটির সমস্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। প্রথমে বরাদ্দ করা হইয়াছিল ৪৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করিতে হইবে। ইহার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ভারতের এবং তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৩৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দেয়। কিন্তু জিনিষপত্রের দর অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অধিক মূল্যের জাহাজ, বিমান, মোটরযান প্রভৃতি সরবরাহ করিতে হওয়ায় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ব্যয় আরও বেশী হইয়াছে বলিয়া বরিয়া লওয়া বাইতে পারে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যয়ের মধ্যে ভারতের দেয় ১১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যতীত অপর সমস্ত ব্যয় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মিকট প্রাপ্য ৯৪০ কোটি টাকার মধ্যে ধরা হইয়াছে।

অকচেতন মনের যৌন ভাগিদে আজকের মানুষ কেন মানুষের ত্যাগশয়ী—

করেন্ড-প্রযুগের পুঁথিতে আমরা পড়িছি, মানিকবাবুর উপন্যাসে

যেন তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই বলে মনোবিজ্ঞানের

মতবাদ উপন্যাসের ক্রেমে এঁটে মানিকবাবু

বাক্যেরে ছাড়েন না। কারণ পুঁথিগত বিভ্রম

পক্ষপাতী তিনি সত্যি নন, তা ছাড়া

প্রধানতই তিনি পাকা উপন্যাসিক।

তার লেখা তাই সেরা দরের সাহিত্য,

মনস্তত্ত্বের উন্মাদক নয়।

সবচেয়ে অধিক লাগে কত ব্যাপক

ক্ষেত্রে কি অনায়াসে তার আনাগোনা!

“পদ্মানবীর মাঝি” বা “পুতুলনাচের

ইতিকথা” আর “চতুর্ভুজ” বা

“অনুভূত পুত্রঃ”, “সহরতলি” আর

“দিবারাত্রির কাব্য”, “প্রাগৈতিহাসিক”

আর “অতীতমাসী”—এ সমস্ত বই-এর লেখক

একই ব্যক্তি কেমন করে হয়? জেলের

জীবনের রূঢ় বাস্তবতা আর কোলকাতার সৌখিন

সুরকুরে মেয়ে, মজুরদের নোংরা বস্ত্র আর কোয়ল হুয়ের

মধ্যবিন্ত রোমান্টিক আবহাওয়া—সর্বত্রই তিনি সমান সহজ

আর সমান নিখুঁত। আর সর্বত্র চেয়ে দেখছেন সামাজিক মেকি

চশমাটা খুলে—মানুষগুলো এলোমেলো, খাপছাড়া আর ভাঙাচোরা।



লিখবার জন্য কী কালি মানিকবাবু ব্যবহার করেন এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়।

মানিকবাবু ব্যবহার করেন—পার্ক ইন্ক। বলেন—“পার্ক ইন্কে লিখে দেখছি

কালি বেশ ভাল। দামী বিদেশী কালির বদলে—এই

কালি ব্যবহার করতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করছি না।”

## শিল্প সম্প্রসারণের ব্যয়

শিল্পের সম্প্রসারণ ব্যবস্থার (রোজার মিশনের সুপারিশসহ) অন্তর্গত যে ব্যয় হইবে উহার অর্ধাংশ বহনের অন্তর্গত ১৯৪৩-৪৪ সালের শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দেয় অর্থের পরিমাণ প্রায় ১২ কোটি টাকা।

## কেন্দ্রীয় পরিষদে রেলভাড়া বৃদ্ধি

## প্রস্তাবের প্রতিবাদ

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে জাতীয় দলের নেতা অধ্যাপক পি এন বন্দোপাধ্যায় রেলভাড়া বৃদ্ধি প্রস্তাবের প্রতিবাদে বলেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা আরাম এবং বিলাস করিবার জন্য রেল সুযোগ করে না। যেভাবে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে জনসাধারণের উপর অসম্ভব পড়িবে।

## শ্রী হুসাইন খাঁ

মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে শ্রী হুসাইন খাঁ বলেন যে, যাত্রীসাধারণকে অধিক ভাড়া দিতে আহ্বান করার পূর্বে সরকার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি না, তাহা তিনি জানিতে চান।

## মিঃ হোসেন ভাই লালজী

মিঃ হোসেন ভাই লালজী অভিযোগ করেন যে, গভর্নমেন্ট ভারতে রেল-ইঞ্জিন প্রস্তুত করার যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা রক্ষিত হয় নাই। যুদ্ধের প্রারম্ভে এদেশ হইতে বহু সংখ্যক ইঞ্জিন

বাহিরে পাঠান হইয়াছিল। সেই ক্ষতিপূরণের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা তিনি জানিতে চাহেন।

## শ্রী আবদুল হালিম গজনভী

শ্রী আবদুল হালিম গজনভী বলেন যে, গত বৎসর যানবাহন সচিব এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, পরবর্তী বৎসরের বাজেটে রেলের ভাড়া ও মাণ্ডল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইবে না। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হইয়াছে।

## শ্রীযুক্ত নিয়োগী

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী অভিযোগ করেন যে, যে সময় রেলওয়ে বাজেটকে সাধারণ বাজেট হইতে পৃথক করা হয় সেই সময় আইন সভা কর্তৃক রেলপথ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের সহিত রেলপথগুলির সম্পর্ক সম্পর্কে গভর্নমেন্ট যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা এখন উপেক্ষা করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী আরও বলেন যে, ছোট ছোট কয়লা খনির কয়লা বহনের জন্য রেলওয়ে হইতে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইতেছে না, অথচ বড় বড় খনিগুলি মিথ্যা হিসাব দিয়া গভর্নমেন্ট ও রেলওয়েকে প্রতারিত করিয়া মাল-গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে।

## সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-মাচারীর এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য সচিব শ্রী আবদুল হক বলেন যে, গত বৎসর সংবাদপত্র

মুদ্রণের উপযোগী ১০ হাজার টন কাগজ আমদানী করা হইয়াছে। গভর্নমেন্ট সংবাদপত্রের মূল্য হ্রাস করার পক্ষপাতী, কিন্তু সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজের আমদানীর পরিমাণ এখনও এত বেশী নহে যে কাগজের বরাদ্দ খুব বৃদ্ধি করা চলে। তবে সাময়িকভাবে গভর্নমেন্ট কাগজের বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের শেষে ব্যবসায়ীদের হাতে সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজের পরিমাণ ছিল ৬৪৯ টন, সংবাদপত্রের মালিকগণের নিকট ছিল ৬৮৩০ টন; ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৮০ টন এবং ১০ হাজার ৫৭২ টন।

## মিঃ জে ভোনেশ

প্রকাশ, মেসার্স ভোলকার্ট ব্রাদার্সের মিঃ জে ভোনেশকে কেন্দ্রীয় সরকারের খাজ বিভাগের বাণিজ্য বিষয়ক পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হইয়াছে। খাজমূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য সম্প্রতি যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে মিঃ ভোনেশ তাহারও সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিবেন।

## ভারতে ব্রিটিশ শিল্প কমিশন প্রেরণের আয়োজন

যুদ্ধোত্তর যুগে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে কিরূপ সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে তৎসম্পর্কে তথ্য

আরও ২,৫০,০০০ টাকার সাধারণ ও ৭% প্রেকারেন্স শেয়ার বিক্রয়ার্থ

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

ল্যাণ্ড টাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

“শেরার ভিলাস হাউস”

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

- আমরা কলিকাতা ও কাশীতে এবং তাহার আশেপাশে সুন্দর সুন্দর প্লটে বিভক্ত বহু লক্ষ টাকার জমি ক্রয় করিয়াছি।
- ভারতের প্রতিটি শিল্পপ্রধান সুরহং নগরীতে মূল্যবান জমি খরিদে আমাদের যে পরিকল্পনা আছে, তাহা অচিরেই কার্যকরী করিতে পারিব বলিয়া আশা করা যায়।
- আমরা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার পর হইতেই নিয়মিত ভাবে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছি।

শেরারের বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট পত্র লিখুন।

( ভারতরক্ষা আইনের ৯৪এ ধারা মতে শেরার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বৃত্তিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার ইহার ব্যবসায়সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার আর্থিক সুসঙ্গতি বা তদ্বিষয়ে প্রকাশিত বিবৃতি বা অভিমতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না। )

সংগ্রহের অল্প ব্রিটিশ শিল্পপতি ও। ব্যাঙ্ক ব্যবসারি-  
গণের একটি কমিশন ভারতে প্রেরণের উদ্যোগ  
স্বায়োজন- হইতেছে বলিয়া জানিতে পারা  
গিয়াছে। প্রকাশ, তার অর্ধ শ্রুতির এই কমিশনের  
নেতৃত্ব করিবেন।

### জার্মানীর স্বর্ণ ভাণ্ডার

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে জার্মানীর রাষ্ট্র  
কোষাগারে আনুমানিক ৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের

স্বর্ণ সঞ্চিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সে বিজিত  
দেশ এবং অধিকৃত দেশসমূহের জনসাধারণের নিকট  
হইতে প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ  
আত্মসাৎ করে। ১৯৪২ সালের নবেম্বরের পর  
হইতে জার্মানী আর কোন দেশের স্বর্ণ হাতে পার  
নাই; কিন্তু অনুরক্ত তাহাকে স্বর্ণের বিনিময়ে  
দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হইতেছে। কাজেই যুদ্ধের  
পূর্বে জার্মানীর নিজস্ব স্বর্ণ বাহা ছিল তাহা বহু  
দিন হইল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

### রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা ও মাদ্রাজ শাখা হইতে স্বর্ণ বিক্রয়

গত কয়েক মাস যাবৎ বোম্বাইয়ে রিজার্ভ  
ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্দিষ্ট দরে সোণা বিক্রয় করা  
হইতেছিল। গত সপ্তাহ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের  
কলিকাতা এবং মাদ্রাজ শাখা হইতেও ৭১০ ভরি  
দরে এক তোলা হইতে ৫ তোলা পর্যন্ত সোণা  
প্রত্যেক ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা হইতেছে।

# চতুর্থ ডিফেন্স লোন

১৯৫৬-১৯৫৫

শতকরা ৩ টাকার

এখনই ক্রয় করুন

এ লোন আজ আপনি যে-দামে ক্রয় করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫৩  
সালের পর এবং ১৯৫৫ সালের পূর্বে ভাঙ্গাতে পারবেন। চাঁদার কোনও  
নির্দিষ্ট সীমা আপনাকে মানতে হবে না। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া  
পর্যন্ত যত খুশি কিনতে পারেন। শুধু অর্ধ বৎসর হিসাবে ১৫ই জানুয়ারী  
ও ১৫ই জুলাইয়ে পাবেন, কিন্তু তারিখ ইনকাস ট্যাঙ্ক ও সারচার্জের  
বিধান যেমন নিতে হবে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জুলাই পর্যন্ত অর্ধ-বাৎসরিক  
শুধু এই বৎসরেরই ১৫ই জুলাই তারিখে দেওয়া হবে বলে প্রবর্তনমূল্যের  
হার প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হিসাবে বেশী লাগবে। কারণ তা না  
হলে গড়িত সাপ্তাহিক শুল্কের কোনও কিম্বা মিলবে না। মনিপঞ্জের  
জন্ম আরম্ভ করুন—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বম্বে,  
কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ; ইম্পিউনিয়াল ব্যাঙ্ক অফ  
ইন্ডিয়ান শাখা সমূহ এবং গভর্নমেন্টের ট্রেজারী—এইসব দ্বারা।

### চীনের যুদ্ধোত্তর উন্নয়নে মার্কিন সহযোগিতা

যুদ্ধোত্তর যুগে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অধিকন্তর ব্যবসায়গত সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং চীনের উন্নয়ন কার্যে মার্কিন ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহিত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নিউ-ইয়র্কে, "সিনো-আমেরিকান কাউন্সিল অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। চীনের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ এবং সার্বিক ব্যবহার এবং শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টায় মার্কিন ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিগণের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাইবে।

### আমেরিকান ধর্মঘটজনিত ক্ষতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমসচিব যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৩৭৫০টি ধর্মঘট হইয়াছে। এই সকল ধর্মঘটে মোট ১৯ লক্ষ শ্রমিক যোগদান করে এবং একজন লোক ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ০০০ দিনে যে পরিমাণ কাজ করিতে পারিত সেই পরিমাণ কাজের ক্ষতি হইয়াছে।

### বোম্বাই-এর শিল্পপ্রগতি

বোম্বাই শহরাকলে শিল্প প্রগতি সম্পর্কে সম্প্রতি যে তথ্যসমূহ দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, যুদ্ধের ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নতি হইয়াছে সর্বাঙ্গিক অধিক। ১৯৪২ সালে বোম্বাই অকলে মোট ৩৮৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কাজ চলিয়াছে। যুদ্ধের ফলে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ ত বাড়িয়াছেই, তাহা ছাড়া ছোট ছোট বহু কলকারখানার সৃষ্টি হইয়াছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতিপূরক হিসাবে তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির কাজে নানাতাবে সাহায্য করিতেছে। লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প সরাসরি গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ববিন, মাকু প্রভৃতি কাপড়ের কলের যে সকল শাকসবজির পূর্বে বিদেশ হইতে আসিত বর্তমানে তাহাও এদেশেই তৈরী হইতেছে এবং সেজন্য ছোট বড় নানা আকারের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

### রেডিও লাইসেন্সের সংখ্যা

গত ডিসেম্বর মাসে মোট ১৮,১৮৭টি রেডিও-বার্তা গ্রহণকারীর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে; তন্মধ্যে ৪,১১২টি নতুন লাইসেন্স এবং ১৪,০৭৫টি ক্ষেত্রে পুরাতন লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোন এক মাসে এত বেশী সংখ্যক লাইসেন্স আর কখনও দেওয়া হয় নাই। বর্তমান সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে রেডিও লাইসেন্সের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬১টি।

### ভারতীয় নাবিকদের বেতন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে বাণিজ্য সচিব ভারতীয় নাবিকদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব বর্তমানে কেন্দ্রীয়

সরকারের বিবেচনায়ীন। লঙ্করেরা বর্তমানে ৪ পাউণ্ড ১২ শিলিং বেতন পাইয়া থাকে, উহা বৃদ্ধি করিয়া ১০ পাউণ্ড করার প্রস্তাব হইয়াছে। ইংরাজ ও চীনা লঙ্করেরা ১৫ পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকে।

### বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

আগামী জুন মাসে লন্ডনে যে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে তাহা দুই সপ্তাহকাল স্থায়ী হইবার সম্ভবনা। এই কংগ্রেসে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিও থাকিবেন। কংগ্রেসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা হইবে :—(১) মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহের সমর প্রচেষ্টা, (২) শান্তি সম্মেলন সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মনোভাব, (৩) শান্তি সম্মেলনে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব, (৪) যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন এবং তৎসহ আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুনর্গঠন।

### মাদ্রাজ কর্পোরেশনের ঘাটতি বাজেট

মাদ্রাজ কর্পোরেশনের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪২০ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সাইকেল, ট্যাক্সি আট আনা হইতে বৃদ্ধি করিয়া এক টাকা করিবার কথা হইতেছে।

### ভারতে রবার উৎপাদনের পরিমাণ

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালে ভারতে ১৬,৬২৯ টন রবার উৎপন্ন হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেন্ট এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ কর্তৃক রবার চাষ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ তুলিয়া লইবার ফলে ১ লক্ষ ২০ হাজার একর নতুন জমিতে রবার চাষের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই অনুমতি প্রদানের ফলে ১৯৪৩ সালেই ১০ হাজার একর নতুন জমিতে রবার চাষ করা হইয়াছে।

### সস্তা কাপড়ের জুতা

কিছু পরিমাণ পুরাতন রবার সরবরাহ করায় বর্তমান বৎসরেই ৬০ লক্ষ জোড়া রবার সোল-

বর্তমান যুগে বাঁচতে হ'লে চাই—  
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে টাকা জমান—

## ইষ্টার্ন মার্চেন্টস্ ব্যাঙ্ক লিঃ

এবিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

সুদক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হইতেছে।

২২৪, হারিসন রোড,  
কলিকাতা

● ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
● মিঃ যামিনী বিশ্বাস।

জাতীয় শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায়

## বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আপনাদের সহায়ত প্রার্থনা করে।

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা, ব্রাঞ্চ অফিস : বগুড়া  
প্রধান বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রসমূহে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।  
স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির আবেদন অগ্রগণ্য।

## ক্যালকাটা মিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : কলি: ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৫১, হারিসন রোড

আখ্যাসমূহঃ—

বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, মিরকাডিম, ভাগলপুর, বোলাঙ্গীর ও কাটাঘড়ী  
(পাটনা স্টেট), দারভাঙ্গা, নাখনগর, বারায়ণগঞ্জ, লাহোরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি, পি),  
পাটনা, আরামবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

বিশিষ্ট কাপড়ের জুতা এবং ১০ লক্ষ ছোড়া চামড়ার সোলবিশিষ্ট কাপড়ের জুতা তৈরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই জুতার দাম ১৮/০ আনা হইতে ২০/০ আনার মধ্যে হইবে বলিয়া মনে হয়।

### যুক্ত প্রাদেশিক ব্যাপারিমণ্ডল

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে পাঞ্জাবের ব্যাপারিমণ্ডলের অধিকরণে যুক্ত প্রদেশেও একটি প্রাদেশিক ব্যাপারিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। সম্মেলনের সভাপতি লাল বিহারীলাল চাম্পা বলেন যে, সরকারী নিয়ন্ত্রণ আদেশসমূহের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত এবং ব্যবসায়ীদের সাধারণ স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষা করার জন্তই এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াছে।

### কয়লা সরবরাহ ব্যবস্থা সংশোধন

গত সপ্তাহে বাংলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে প্রকাশিত এক ইন্ডাস্ট্রি বলা হইয়াছে যে, ই আই রেল লাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গত কয়েক মাস যাবৎ বেলরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বেশী পরিমাণে কয়লা ব্যবহার করিতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আজিমগঞ্জের পথে এক টাকা দশ আনা দরে বেশী দামের কয়লা পাইতেছিলেন। কিন্তু এই কয়লা শেষ হইয়া যাওয়ায় বেশী পরিমাণ কয়লা ব্যবহার করিতে অনুমতিপ্রাপ্তগণ এক্ষণে এক টাকা দুই আনা মণ দরে রেলওয়ে সাইডিংয়ের ডিপোগুলি হইতে কয়লা ক্রয় করিতে পারিবেন।

### সামরিক ব্যক্তিদের জন্য গৃহ অধিকারের প্রতিবাদ

সম্প্রতি বেঙ্গল স্টাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, মুসলিম চেম্বার অব কমার্স এবং মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে এক লিখিত পত্রে কলিকাতার কতিপয় গৃহস্থের উপর সামরিক ব্যক্তিগণের জন্ত স্থান ছাড়িয়া দিবার জন্ত ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে যে আদেশ জারী করা হইয়াছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানান হইয়াছে।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে-যুক্তকার্যে রত লোকসংখ্যা গণনা এবং বরাদ্দ-প্রথা প্রবর্তনের-জন্ত লোক গণনার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ১৯৪২ সালের জুলাই ১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা শতকরা ৩ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

### ভারতের যুদ্ধোত্তর বিমান চলাচল ব্যবস্থা

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতীয় বিমান আইন সংশোধনের জন্ত আনীত বিল সম্পর্কে বিতর্ককালে স্মার গুরুনাথ বেডের যুদ্ধোত্তর ভারতে বিমান চলাচল ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকারের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। উক্ত পরিকল্পনার সারমর্ম এই যে, যুদ্ধের পর ভারতের পূর্বে হইতে পশ্চিমে এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্তের সমস্ত বড় বড় স্থানগুলির মধ্যে প্রত্যহ বিমান চলাচলের

ব্যবস্থা করা হইবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের রাজধানীর সহিতও বিমানপথে যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে। এইভাবে আকাশপথে মোট ১০,৫০০ মাইলের মধ্যে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা হইবে এবং বৎসরে বিমানগুলি মোট প্রায় ৭৫ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করিবে। বিমানগুলি বৎসরে এক মাইলের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ টন মাল বহন করিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। যুদ্ধপূর্বকালের তুলনায় যুদ্ধোত্তরকালে বিমানগুলি প্রায় ৫ গুণ বেশী ভ্রমণ করিবে এবং ১৫ গুণ বেশী মাল বহন করিবে। স্মার গুরুনাথ আরও বলেন যে, বিমানগুলিতে একই সাথে যাত্রী, মাল এবং ডাক বহন করা হইবে এবং ইহাতে ১২ হইতে ২০

জন যাত্রীর স্থান থাকিবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে পারিলে রাত্রিতেও বিমান চলিবে। এই বিমান চলাচল ব্যবস্থার জন্ত প্রায় ৩ হইতে ৪ কোটি টাকা খরচ হইবে এবং তৎপরে উক্ত ব্যবস্থা চালু রাখার জন্ত দুই হইতে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

### স্মার সি ডি দেশমুখ আপ্যায়িত

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ক্যালকাটা ক্লাবে বেঙ্গল স্টাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ইণ্ডিয়ান চেম্বার, মুসলিম চেম্বার এবং মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের মিলিত উদ্যোগে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে

## মাইকা ও মাইকানাইট !

বর্তমানে যদিও আমাদের প্রস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যই সম্মিলিত মিত্রপক্ষের সামরিক প্রয়োজনে সরবরাহ করা হইতেছে তবুও কিছু উদ্ভূত দ্রব্য সাধারণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধান্তে সামরিক প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আমাদের প্রস্তুত অতি উত্তম দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

## মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড,  
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

## রোগের চিকিৎসায় : : রোগীর শুশ্রূষায়

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের তৈরী :

- রবার ক্লথ
- হটওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- হাওয়া বালিস
- এয়ার রিং কুশন
- ডাক্তারী মন্তানা

প্রতীতি

যুদ্ধের জন্ত আমাদের তৈরী  
রবারের জরুরী কেসলমাত্র  
সামরিক প্রয়োজনে ও হাসপাতালে  
সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক  
সময় ফিরে এলে আমরা আবার  
আগের মতই আমাদের তৈরী  
জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ  
করিতে পারবো।

আমাদের তৈরী ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই  
ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

## বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা :—পাণিহাটি, ২৪ পরগণা।

কলিকাতার দোকান :—১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট।

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্নবী রোড, কোর্ট, বোম্বাই।

নাগপুর কারখানা :—ঘাট রোড, নাগপুর।



নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—লর্ড সিংহ,  
মিঃ এন আর সরকার, স্তার আদমজী হাজী দাউদ,  
স্তার বজ্রদাস গোয়েন্ধা, মিঃ জাষ্টিস খোন্দকার,  
মিঃ জাষ্টিস সেন, মিঃ জে কে মিত্র, মিঃ এম এল  
শা, মিঃ জি এ দোগানী, মিঃ এম এ ইম্পাহানী,  
মিঃ এম এল খেমকা, ডঃ এন এন লাহা, মিঃ  
ডাব্লু সি ওয়ার্ডলওয়ার্থ, মিঃ এ আর সিদ্দিকী,

মিঃ জি এল মেটা, মিঃ টি কে ঘোষ, মিঃ ডি এন  
সেন, মিঃ এস পি লিঙ।

### রেল ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে ছাটাই প্রস্তাব গৃহীত

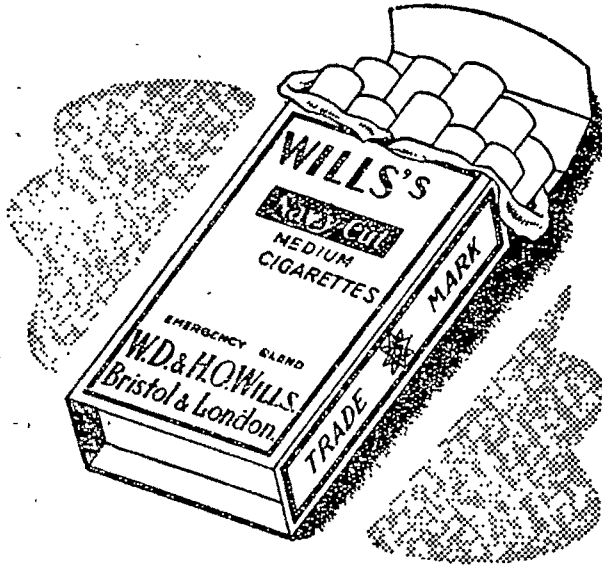
গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রিজার্ভ  
তহবিলে গ্রহণ বাবদ দাবীর ১০ কোটি টাকা  
হাস করিবার জন্য শ্রীমন্ত বি দাসের ছাটাই  
প্রস্তাব ৫১-৪৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

### সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসার পরিকল্পনা

সম্রাতি কলিকাতা কর্পোরেশনের বিবেচনাধীন  
একটি পরিকল্পনায় কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার  
ডাঃ এম ইউ আমেদ এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে,  
প্রাথমিক ৪ লক্ষ এবং বার্ষিক ১ লক্ষ ৯২ হাজার  
টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা-  
সার জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা



“মূল্যে বিনিময়ে ইশাহে মাল্লোৎকৃষ্টে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

করা হউক। তিনি বলেন যে, উক্ত হাসপাতালে কলেরা, বসন্ত, মেনিনজাইটিস, টাইফয়েড ও ডিম্ফথেরিয়া রোগের চিকিৎসার জন্য ৫০০ বেডের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

### বঙ্গীয় পরিষদে ১৯৪৩-৪৪ সালের অতিরিক্ত বাজেট

গত বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী বাঙ্গলা গভর্ণ-মেন্টের ১৯৪৩-৪৪ সালের অতিরিক্ত বাজেট পেশ করেন। বিভিন্ন খাতে তিনি মোট ৩৬ কোটি ২৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেন। তন্মধ্যে ২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা পরিষদের ভোটার বাহিরে মোট ২২টি খাতে এই দাবীসমূহ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোস্বামী বলেন যে, ছুর্ভিক্ষের খাতে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে। রেশনিং-এর ব্যয় সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বৈ-সামগ্রিক সরবরাহ বিভাগ পরিবর্তনের জন্য এবং বৃহত্তম কলিকাতায় রেশনিং প্ররক্তনের জন্য যে ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে ১৭৬টি লক্ষী ক্রয়ের জন্য ১২ লক্ষ টাকা, কলিকাতা অঞ্চলে খাদ্যশস্য মজুতের জন্য ১১০টি শস্যম ধর তৈয়ারী করিতে ১৫ লক্ষ টাকা, কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে সম্প্রতি প্রবর্তিত রেশনিং পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য চলতি বৎসরে ২৬ লক্ষ ১৫

হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরা হইয়াছে। তন্মধ্যে বেতন বাবদ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, অফিসাদির সাজসজ্জাম বাবদ ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা, তাড়া ইত্যাদি বাবদ ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং জরুরী কার্যাদির জন্য ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। জনসাধারণকে মূল্য মূল্যে খাদ্য-শস্য বিক্রয়ের জন্য পূর্বে বেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা দেড় কোটি টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া বরা হইয়াছে।

### ভারতে সিল্কোনার চাষ

যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে প্রতি বৎসর বাড়া হইতে ভারতবর্ষে ১ লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক পরিমাণ কুইনাইন আমদানী করিতে হইত। যুদ্ধ-পূর্বে ভারতের সিল্কোনা উৎপাদনের পরিমাণ ৭০ হাজার পাউণ্ডের অধিক নহে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। এই ৭০ হাজার পাউণ্ড বর্তমানে ১ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে ভারতের প্রয়োজন মিটে না। বিশেষজ্ঞ মহলের হিসাব অনুসারে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষের শতকরা ৩০ জন লোক অল্পবিস্তর ম্যালেরিয়ায় ভোগে। মাথা পিছু ১৫ গ্রেন কুইনাইন ধরিয়া এই ৩০ হাজার লোকের চিকিৎসার ও প্রতিষেধকের প্রয়োজনে অন্তত ১০ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন আবশ্যক। ইহা ছাড়া অন্যান্য কাজেও কুইনাইনের অনন্য প্রয়োজন রহিয়াছে। অথচ ভারতের বর্তমান

উৎপাদনের পরিমাণ ১ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী নহে। এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সিল্কোনার চাষ আরম্ভ হয় ১৮৬০ সালে। চাষোপযোগী অমি ও অন্তর্বিধ সুযোগ-সুবিধার অভাব না থাকা সত্ত্বেও মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ওদাসীত্বের জন্যই বিগত ৮৪ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে ভারতের প্রয়োজন ভারতের উৎপাদন দ্বারা মিটান সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

### কতিপয় দেশের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ

লীগ অব নেশন্স বা বিশ্বরাষ্ট্র সম্ম-এর পত্রিকা "মাসুলি বুলেটিন অব স্ট্যাটিস্টিক্স"-এর বিগত সেপ্টেম্বর সংখ্যার পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জীবন-যাত্রার ব্যয় ও পাইকারী মূল্য বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪০-৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাইকারী মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৩৫ ভাগ, ক্যানাডায় শতকরা ১৯ ভাগ, যুক্তরাজ্যে শতকরা ১৬ ভাগ, অস্ট্রেলিয়ায় শতকরা ২২ ভাগ, দক্ষিণ-আফ্রিকায় শতকরা ৩২ ভাগ।

### কলিকাতা ও হাওড়ার মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা

গত শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে ভার নাজিমুদ্দিন

## সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২২নং স্ট্র্যাণ্ড রোড,  
(ক্লাইভস্ট্রাট স্ট্রিট ও স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে)  
কলিকাতা।

শাখাসমূহ—

টোলা, দমদম, বরানগর,  
আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম, এ, বি-এল

## দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং বর্ধমান স্ট্রিট,

ফোন কলিকাতা ২২৬০ (তিন লাইন)

পাঁচ বৎসরের ক্যাশসার্টিফিকেট  
স্থায়ী আমানতের সমান সুদ পাওয়া যায়  
চলতি হিসাবের গ্রান ইচ্ছামত ভাঙ্গান যায়

বিক্রয় মূল্য—

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| ৮১০  | মূল্য | ১০   | টাকা |
| ৪১০  | "     | ৫০   | "    |
| ৮২১০ | "     | ১০০  | "    |
| ৮২৫  | "     | ১০০০ | "    |

বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন :—

শাখা : হাওড়া, সালখিয়া, বেঙ্গল, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, সেগুড়াহুলী।

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

নিম্নোক্ত—

স্থাপিত—১৯৩৫ ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, ৮৪, বোম্বার স্ট্রিট (কলিকাতা)

বরিশাল, বহরমপুর (বেঙ্গল), বেনারস (উউপি)।

পে অফিস :—গোড়াবাজার, বহরমপুর (বেঙ্গল)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম বি ঘোষ দস্তিদার।

নিরাপত্তা ও কার্যতৎপরতার জন্য—

## দি ইষ্টার্ন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস :—ঢাকা

স্থাপিত—১৯২৮

শাখাসমূহ :—

ভোলা, গাইবান্ধা,  
চট্টগ্রাম, চরমুগুরিয়া,  
ত্রিহট্ট ও নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা শাখা :—

১৪, ক্লাইভ স্ট্রিট

ফোন : কলি : ৪৪০১

রাজসাহী ও বরিশাল প্রাঞ্চ শীঘ্র খোলা হইবে।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি, এম, ভট্টাচার্য

বলেন যে, পূর্ব বঙ্গের মার্চ, এপ্রিল, মে এবং জুন এই চারিমাসে কলিকাতা এবং হাওড়ার ১২১৭টি মোটর ছর্চটনা হইয়াছে এবং তাহার ফলে ৪৯ জন লোক নিহত (২৬ জন ঘটনাস্থলে মৃত), এবং ১৪২২ জন আহত হইয়াছে। ভ্রমণে, মিলিটারী, লরী ৩৫৫টি ছর্চটনার

জরুর দায়ী, উহাতে ১১১৮ জন লোক, অন-  
বিহীন এবং ৩০৪ জন গুরুতরভাবে আহত  
হইয়াছে।

**রেল বাজেট সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের  
দ্বিতীয় দফা পরাজয়.**

রেলের সমস্ত কর্মচারীর জন্য প্রভিডেন্ট

ফণ্ডের ব্যবস্থা দাবী করিয়া গত শুক্রবার প্রায়  
এন এম বোশী কেন্দ্রীয় পরিষদে যে ছাঁটাই প্রস্তাব  
উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ৪৩-৪২ ভোটে গৃহীত  
হইয়াছে। এই লইয়া বর্তমান বঙ্গের রেলওয়ে  
বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের দ্বিতীয় দফা  
পরাজয় হইল।

## জা পানের দান!

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন এসিয়াবাসীদের মধ্যে আমরা ভারতীয়েরা জাতি হিসাবে শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু; অতীতের মধ্যে ঋনিকটা ভূবে থাকলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত সচেতন। অন্যদিকে দেখুন চীনারা প্রফুল্লতা সহৃদয়তা ও অদম্য সাহসের জন্য বিখ্যাত; আজ তারা তাই সম্ভবদ্বয় মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের যোগ্য অধিকারের দাবী নিয়ে এক মহাজাতি হয়ে গড়ে উঠছে।

**এবার এসিয়ার  
ফ্যাসিষ্টদের কথা  
একবার ভেবে দেখুন**



**কি কদর্য ব্যবহার ও প্ররক্তি!** এসিয়াবাসির সুনামকে এরা কলঙ্কিত করেছে। এরা নিষ্ঠুর, দাঙ্গিক, রিংশাপ্রবণ এবং বিশ্বাসঘাতক। এরা সব কিছু অনুকরণ করার চেষ্টা করে কিন্তু ভাল কিছুই ফটি করতে পারে না। সব চেয়ে নিন্দনীয় হল এদের উৎকট আত্ম-প্রবঞ্চনার প্ররক্তি। এরা মুখেও বলে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাসও করে যে, ভগবান ওদের পৃথিবী জয় করতে পাঠিয়েছেন—ওরা যা করে তাই ঠিক। যারা এমন মানুষ তাদের সঙ্গে কারবার করার একটি মাত্র পথ আছে। সব ক্ষমতা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। তাদের পশু করে দিতে হবে—অর্থাৎ তাদের বিনাসের্তে আত্মসমর্পণ করাতে হবে। এর কমে তাদের নিষ্কৃতি দেওয়াও বিপজ্জনক।

## চিঠিপত্র

সুপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জি এস এম্পো-  
রিয়াম লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ  
তারাপদ চক্রবর্তী সম্প্রতি আমাদের নিকটে  
একখানি পত্র লিখিয়া বিক্রয় কর বৃদ্ধির সম্পর্কে  
তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিষয়টি  
খুবই সমরোচিত বলিয়া সাধারণের অবগতির জ্ঞাত  
আমরা তাহার বক্তব্য নিয়ে উদ্বৃত্ত করিয়া  
দিলাম :-

‘আর্থিক জগৎ’ সম্পাদক সমীপে—

মহাশয়,

বর্তমানের প্রস্তাবিত সেলস্ ট্যাক্স ও রেল  
মাণ্ডল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী-  
সমাজের নিকট হইতে যে প্রকার আন্দোলন আশা  
করা গিয়াছিল তাহার কিছুই না দেখিয়া হতাশ  
হইতেছি। সেলস্ ট্যাক্স বা বিক্রয় কর সম্পর্কে  
বাংলার ব্যবসায়ী সমাজের বিশেষভাবে কতক-  
গুলি আপত্তির কারণ আছে। এসম্বন্ধে আমার  
মতামত ব্যক্ত করিতেছি। আপনি ‘আর্থিক  
জগৎ’এ তাহা প্রকাশ করিলে সুখী হইব।

জনসাধারণের মধ্য হইতে আমরাই প্রথম  
বোধ হয় আজ দুই মাস আগে প্রস্তাবিত বিক্রয়

কর আইনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্রতিবাদ  
জ্ঞাপন করিবার জ্ঞাত অগ্রদূত করিয়াছিলাম।  
সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ী সমাজ ও বাংলার কোটি  
কোটি ছুঃখ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের নিকট  
বিক্রয় কর আইন যে কি প্রকার ক্লেশদায়ক ও  
মর্মান্তিক তাহা অপরিজ্ঞাত নহে। এই কর  
বর্তমানে টাকার এক পরসার স্থলে দুই পরসার করা  
হইলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জনসাধারণের দুঃখ  
দুর্দশা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে ও সাধারণ ব্যবসায়ী  
সমাজও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে একথা  
নিঃসন্দেহরূপে বলা যায়। অনশন অনাহার  
হুতিক্রম হাহামারী ও ম্যালেরিয়ার বাংলার জন-  
সাধারণ তাহাদের স্বাভাবিক উৎসাহ প্রেরণা  
উদ্দীপনা হারাইয়া ফেলিয়া প্রায় পক্ষ অবস্থা  
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা না হইলে আজ সহস্র সহস্র  
কঠোর প্রতিবাদ-ধ্বনিতে আকাশ বাতাস চঞ্চল  
হইয়া উঠিত। তবু আজ এই জনসাধারণের  
ভিতর হইতেই আমরা বাংলার সকল শ্রেণীর  
অধিবাসীর নিকট আবেদন করিতেছি যে  
তাহারা যেন বাংলার প্রতি সহরে গ্রামে-হাটে  
বাজারে এই বিক্রয় কর আইনের বিরুদ্ধে তুমুল  
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের মনোভাব  
অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেন—সর্বশ্রেণীর ব্যবসায়ী  
সমাজ ও চেম্বার্স অ্যাসোসিয়েশন যেন তাহাদের  
নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরেই এই আন্দোলনের  
পূরোভাগে অগ্রসর হইয়া তাহাদের কর্তব্য  
সম্পাদনে ক্রটি প্রকাশ না করেন।

জনসাধারণের দাবী হইবে এই যে, বিক্রয় কর  
আইনের অতিশয় হইতে বাংলাকে সম্পূর্ণভাবে  
মুক্ত করা। ব্যবসায়ী সমাজের দাবী হইবে  
যে, বিক্রয় কর আইন সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করিয়া  
ব্যবসায়ে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা—নতুবা  
বর্তমানের গণ্ডাভেই, সীমাবদ্ধ রাখা। ব্যবসায়ী  
সমাজের পক্ষ হইতে আরো দাবী হইবে যে—  
এই বিক্রয় কর আইন দ্বারা সর্বশ্রেণীর ব্যবসায়ী  
কর্তৃক গভর্ণমেন্ট যে প্রকার অবৈতনিক ট্যাক্স  
কালেক্টরের কার্য করাইয়া লইতেছেন ও  
ইহার জন্য এই দুঃখস্রোত বাজারে ব্যবসায়ি-  
গণকে যে প্রকার খরচা বাড়াইয়া (যথা  
উপযুক্ত হিসাব-রক্ষক কেরানী ইত্যাদির ব্যয়  
ছাড়াও টেবিল, চেয়ার, আলো-কাগজ-খাতাপত্র  
ট্রেনারীর) ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে ও  
তাহার জ্ঞাত যে প্রকার কামেলা পোহাইতে  
হইতেছে (যাহা মধ্যে মধ্যে রীতিমত সন্ধানহানি-  
কর) তাহার ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য আদায়ী-  
কৃত ট্যাক্সের মধ্য হইতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা  
(শতকরা ১৫- টাকা অন্ততঃ) প্রত্যেক ব্যব-  
সায়ীকে তাহাদের প্রয়োজনীয় খরচা মিটাইবার  
জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

আশা করি, আমাদের প্রস্তাব দুইটি জন-  
সাধারণের ও ব্যবসায়ী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ  
করিবে ও উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যাইবে।

## রঙীন কল্পনা

শান্তির পর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ’য়ে আমাদের  
অনেকেই এখন থেকেই রঙীন কল্পনার জাল বুনছেন, কারণ  
একদিক দিয়ে দেখলে যুদ্ধ আমাদের স্পর্শই করেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আহত হ’য়ে পড়ে আছে,  
যারা শত্রুর হাতে বন্দী হ’য়ে বিদেশে ছবিবহ জীবন কাটাচ্ছে,  
তারা কোন আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে ?

ভগ্নস্বাস্থ্য এই সব লোকদের সবদাই যত্ন নেওয়া দরকার  
যতদিন না তারা নিজের নিজের বাড়িতে আপনজনের কাছে  
ফিরে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালানর জন্ত যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন  
আপনারা তার সাহায্যভার গ্রহণ করুন ; সমুদ্রের পারে  
সৈনিকদের জন্ত আমাদের গরম জামাকাপড়, আহাৰ্য্য ও  
হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে চলতেই হবে।

দয়া করে আপনার নিয়মিত সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠান :

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রস,

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভা র তী য় রে ড ক্র স

বাংলার প্রতি আবেদন

## ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিস্কাউন্ট

গভর্ণমেন্টের উপর কৃত বিল

এবং ছত্তিতে চান্সসহজ হারে

ডিস্কাউন্ট দেওয়া হয়

কলে কাজ কারবার এবং অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

গভর্ণমেন্টের উপর বিল থাকিলে তাহার দরুণ

আমরা অগ্রিম অর্থ দিয়া থাকি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এইচ. দত্ত

## নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :  
কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস  
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট।

কলিকাতায় অস্তান্ত শাখা :-

কলেজ ষ্ট্রীট, গুমাবাজার ও বালীগঞ্জ।

● “ক্যাশ ক্রেডিট” প্রথায় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা  
ধার দেওয়া হয়।

● মার্কেটাইল বিলের উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্বত্র।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :- মিঃ বি কে দত্ত।

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আরামবাগে ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আরামবাগ শাখা অফিসের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। আরামবাগের মহকুমা হাকিম মিঃ এন চৌধুরী এই অমুঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। উদ্বোধন উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পক্ষ হইতে উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ সি পাল এম-এ বি-এল স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সমাগত অতিথিবৃন্দকে সাদর স্বাগতনা প্রদান করেন ও তাঁহাদের স্বাক্ষরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

### ব্যাঙ্কলায় নুতন যৌথ কোম্পানী

লেঙ্গ এণ্ড সান্নেট্টিফিক ইন্সট্রুমেন্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ এ ডব্লিউ জল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫২, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা। অমুঠানিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। চক্ষুর ব্যাবি, চশমা সংক্রান্ত জব্যাদির নিরীক্ষা, রপ্তানীকারক ও আমদানীকারক।

জলপাইগুড়ি-মার্জিলাইং টী এণ্ড প্রোভিউন্স ডিস্ট্রিবিউশন্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সত্যশচন্দ্র কর। রেজিষ্টার্ড অফিস জলপাইগুড়ি। অমুঠানিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। চা, কাকি, কোকো ইত্যাদি ক্রয় ও বন্টনের কাজকারবার।

এ কে রাহা (ইঞ্জিনিয়ার্স) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ কে রাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—ডি ৫, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা। অমুঠানিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। ব্যবসা ইঞ্জিনিয়ারিং।

বংশল এগ্রিকালচারাল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি বংশল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪০, নিমন্তলা বাট স্ট্রীট, কলিকাতা। অমুঠানিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। চাউল, তৈল, খাদ্যশস্য, বীজ ইত্যাদির আমদানীকারক ও রপ্তানীকারক।

সায়ম লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ জে জুদা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অমুঠানিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। তেবল ও অন্যান্য রাসায়নিক জব্যাদির ব্যবসা।

কার্মাকো (ক্যালকাটা) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ জে জুদা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অমুঠানিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ঔষধপত্র, অস্ত্রোপচার ও তৎসংক্রান্ত জব্যাদি ও যন্ত্রাদির কাজকারবার।

কার্মাকো (বম্বে) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ জে জুদা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, চিত্তরঞ্জন

এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অমুঠানিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রাসায়নিক জব্যাদি ও তৎসংক্রান্ত বিবিধ জব্যাদির ব্যবসা।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

কামপুর স্প্রিং ওয়ার্কস লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত বার্ষিক শতকরা ২৫ টাকা। প্রভাবপুর কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা ১৫ টাকা। বোনাঙ্গল কাইনাল ডিভিডেণ্ড বার্ষিক শতকরা ৬০ আনা। আগর-

পাড়া কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ত বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা। মাইশোর কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাক্চার লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ত ইন্টারিম ডিভিডেণ্ড বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা। এ্যাটক্ অয়েল কোং লিঃ—গত ১৯৪৩ সালের জন্ত প্রতি পাউণ্ডে ২ শিলিং ৪ পেনি হারে আয়-কর বিমুক্ত ইন্টারিম ডিভিডেণ্ড বার্ষিক শতকরা ৩ শিলিং ৮ পেনি। ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত ইন্টারিম ডিভিডেণ্ড বার্ষিক শতকরা ৩৫ আনা।

## ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

### লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাবধিক  
কার্যকরী মূলধন ... ১২২ লক্ষাবধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, ধোরাই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী; নান্দিনা গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, ঢাকা ও কটক।  
চেয়ারম্যান—শ্রীযুত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।  
জি. চৌধুরী—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
হৃদয়লাভ করুন।

## বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারি এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

## সাবান

## প্রস্তুতের

কোম :—

বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস  
" — ১৫৯২ ক্যাষ্টরী  
টেলিগ্রাম—"চীনা মার্চ"

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপাষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ  
৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা



## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার পূর্বের মতই অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। ব্যাংকসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের অঙ্গীকারে স্বল্পমেরাদী ঋণের সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতার বণাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছে। টাকার প্রচুর বজ্রলতা ছাড়া বলিবার আর বিশেষ কিছু নাই। কোম্পানীর কাগজগুলির দরে এবার কিছুই মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময়-বাজারের অবস্থায়ও নিষ্ক্রিয়তার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বৎসামাত্র রপ্তানী বিলের কথা বাদ দিলে কাজকারবার হয় নাই বলিলেই চলে।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেরাদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ৯৯৫৬ পাই ও তদুর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। উহার অপেক্ষা নিম্ন মূল্যের সমস্ত আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮/১১ পাই ধাৰ্য্য করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের তিন মাসের মেরাদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বোম্বাই-এ আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অস্তান্ত কেন্দ্রে ২৮শে ফেব্রুয়ারী কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত গৃহীত হইবে। বাহাদুর টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩রা মার্চ তারিখে টাকা দিতে হইবে। অস্তান্ত সর্বাবলী পূর্বের ভায়।

আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলা সরকারের তিন মাসের মেরাদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম বোম্বাই ও কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাংকের কার্যালয়ে বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে। বাহাদুর টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অস্তান্ত সর্বাবলী পূর্ববৎ।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ায় সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি মোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৬৯ কোটি ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী

সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৭০ কোটি ৬১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাংকের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৪০ লক্ষ টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক অস্তান্ত ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৯ কোটি ৭২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি ৮৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৪ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ৫১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক ব্রহ্ম সরকার ও অস্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে বণাক্রমে ৩৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ও ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল বণাক্রমে ৪০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৯২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—  
 টেলি: হুগু (প্রতি টাকায়) ১ শি: ৫৩½ পে  
 এ দর্শনী ১ শি: ৫৩½ পে  
 ডি এ ৩ মাস ১ শি: ৫৩½ পে  
 ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৫০

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী

পূর্ব সপ্তাহের শেষভাগে কলিকাতা শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল। বাজারের এই মন্দাভাব অবশ্য স্থায়ী হইতে পারে নাই। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকেই বাজারে আবার তেজীর ভাব ফিরিয়া আসিতে থাকে। কাজকারবারের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি না পাইলেও সব রকম শেয়ারের মূল্যই কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে করলা খনির শেয়ার বাজারেই সাম্প্রতিক মন্দার ভাবটা সর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া

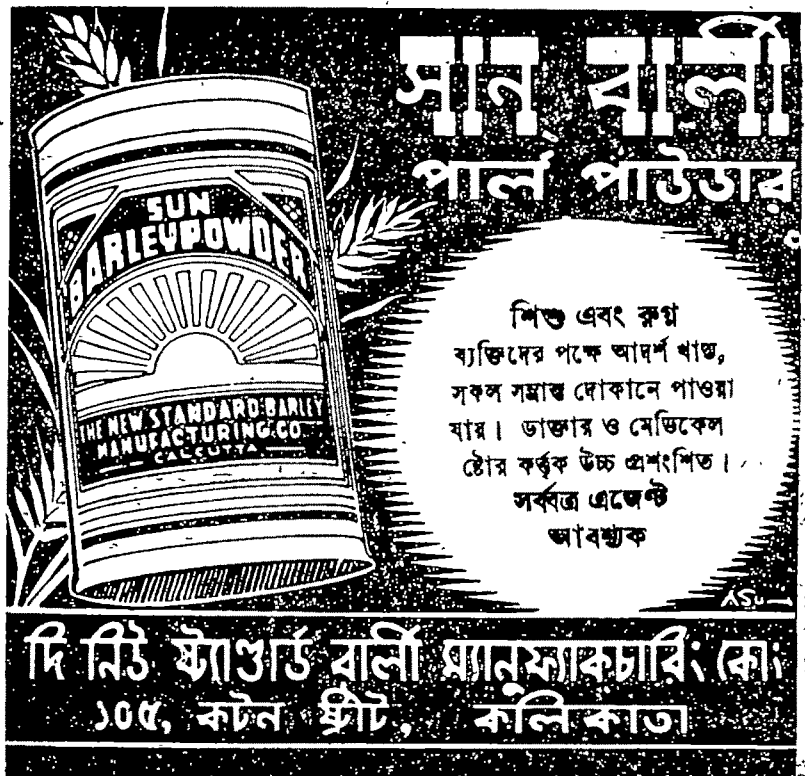
### এগিয়ে চলা—

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ওপর জমসাঁবারপের আস্থা ও বিশ্বাস নির্দেশ করে,—এই আস্থা ও বিশ্বাস জন্মায় উপযুক্ততা ও বিশ্বস্ততার ওপর। গেল বছরের সামুদ্রিক এগিয়ে চলা, নতুন বৎসরে ক্রততর ও দীর্ঘতর পথ অভিক্রমণের পূর্বসূচক-বঙ্গপ হটক এটাই আমরা আশা করি। দেশবাসীর বিশ্বাস ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্ত, তাঁদের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি—

### দি ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল

ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—কামপুর স্থাপিত—১৯৩৪  
 লাইফ-ফায়ার-ম্যারিন-এ্যাক্সিডেন্ট  
 চেয়ারম্যান : ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :  
 স্ত্রীর পদস্থ : এন্. কে. ভারতীয়া,  
 সিংহানিয়া, কে. টি বি. এ. এক সি. আই  
 লাইফ ম্যানেজার :—কে. ভট্টাচার্য্য।  
 কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট



**সান ব্রান্ড**  
**পার্ল পাউডার**

শিশু এবং কৃষ্ণ  
 ব্যক্তিদের পক্ষে আদর্শ খাদ্য,  
 সকল সম্রাজ্য দোকানে পাওয়া  
 যায়। ডাক্তার ও মেডিকেল  
 টোর কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।  
 সর্বত্র এজেন্ট  
 আবশ্যিক

দি নিউ ইন্ডিয়ান সান ব্রান্ড প্রাইভেট লিমিটেড কোং  
 ১০৫, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কাটিয়া গিয়াছে। গত মঙ্গলবার বেলা দুই ঘটিকার পর শিবরাত্রি উপলক্ষে বাজার বন্ধ হইয়া যায় এবং বুধবার ত্রিযুক্ত কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারে একটু মন্দার ভাব দেখা যায় এবং কাজ-কারবারের পরিমাণও কিছুটা কম হইয়াছে। ৩০ জনের কোম্পানীর কাগজ ২৮৮০, ৩ জনের কোম্পানীর কাগজ ৮২০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। মেসারী ঋণপত্রের মধ্যে ৩ জনের (১৯৪২-৪২) ১০০৮০, ৩ জনের (১৯৪১-৪৪) ১০০৮০, ৩ জনের (১৯৪১-৪০) ১০৩০, ৩ জনের (১৯৪০-৪৫) ১৮৮০, ৪ জনের (১৯৪০-৩৯) ১২৮০, ৫ জনের (১৯৪৫-৪৫) ১০৫৮০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক পত্ৰমেন্টসমূহের ঋণপত্রের হস্তান্তরের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

### ডিবেঞ্চার

আলোচ্য সপ্তাহে বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে স্থিরভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে। কেশোরাম, ১৭৮০, বেঙ্গল নাগপুর ৩৮০, কানপুর টেক্সটাইল ১৫৮০, চাকেশ্বরী ৩১৮০, এলগিন ৮৮০, নিউ-ভিক্টোরিয়া ১৮০ আনা দরে বিক্রি হইয়াছে।

### কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কয়লা খনির শেয়ারের দাম বেশ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শিল্প সম্পর্কে অতিরিক্ত মনোযোগের আইনের কঠোরতা শিথিল করা হইবে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়া পর হইতেই কয়লা খনির শেয়ারের দর এই ভাবে বৃদ্ধি পায়। আম্বাল-পেমেন্টেড ৪৬, বেঙ্গল ৫৮৭, ভালগোড়া ১৮৮০,

বড়ধেমো ১০৮০, বরাকর ১৮৮০, সেন্টাল ক্রসকেন্দ্র ২৪৮০, ধেমো মেইন ২২৮০, ইকুইটেবল ৫১৮০, কাটাস-করিয়া ৫৮৮০, নিউবীরভূম ৩১০, রাণীগঞ্জ ৪১০, সাউথ করণপুরা ১১৮০, তালচের ৮০, ওয়েস্ট জামুরিয়া ৫০৮০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজারে সামান্য তেজীর ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। আগড়-পাড়া ২২, এলায়েন্স ৪৬০, ম্যাংগো-ইঞ্জিয়া ৪০০, অকল্যাণ্ড ২২৮, বালী ৩৫৬, গৌরীপুর ৭২৫, হুসুমচাঁদ ৩৫৮০, হাওড়া ৬৮৮০, কামার-হাটা ৫২০, কাকিনাড়া, ৫০০, জাশনাল ২৮৮০, নদীয়া ১১৮ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী-সমূহের শেয়ার বাজারে ইঞ্জিনিয়ারিং আয়রণ এণ্ড স্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দর সর্বাধিক গতীর

## ব্যাংক



স্থাপিত  
১৯৩০ ইং

নিরাপদ এবং নিভরশীল সংস্থানার্থ

**ভারতী প্রাইভেট ব্যাংক**  
স্থাপিত-১৯৩০ : : : : : লিমিটেড

হেড অফিস :- ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিঃ

Payment

শাখা অফিস :-

বাংলায়—

কলিকাতা, শ্রীমবাজার  
বড়বাজার, বালীগঞ্জ  
কলেজ স্ট্রীট, ট্র্যাণ্ড রোড  
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ  
মিরকাছিম, ফরিদপুর  
রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া  
গোপালদি, কুমিল্লা  
জাঙ্গলবাড়িয়া, পাবনা  
আসানসোল।

আসামে—

মৌহাটি, টেংলা  
জোড়হাট, বদরপুর  
সিলেট, করিমগঞ্জ  
গোলাঘাট।

সি, পি—

নাগপুর, ইটওয়ারী  
রায়গড়, রাজনন্দগাঁও

ইউ, পি—

বেনারস, সোনারপুর

বিহারে—

পাটনা

উড়িষ্যা—

বামরা

হিজ হাইনেস রায়গড় এবং বামরার মহারাজা স্যার এস পি-রাধাকিষণ, মিঃ এ কে ক্ষলুল হক, ডঃ শ্রীমপ্রসাদ মুখার্জী, মিঃ জি এন বরহলী, মিঃ এন সি চ্যাটার্জী, মিঃ তুষারকান্তি ঘোষ, মিঃ এস কে সেন, আই-সি-এস এবং ভারতের অন্যান্য মনীষিগণ বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাংকের শাখা অফিসের উদ্বোধনে শুভেচ্ছা এবং সহায়ত্ব জানাইয়াছেন।

### ডিরেক্টরগণ

মিঃ এস পি মুখার্জী, মিঃ এম সি চক্রবর্তী, এম-এ, বি এল, মিঃ এস পি বড়ুয়া, মিঃ এস আর সরকার, মিঃ বি এন দাসগুপ্ত, মিঃ এইচ আর চৌধুরী, মিঃ পি চক্রবর্তী ও রায় বাহাদুর জয়রাম ভেলজি—এই সকল লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন।

### মূলধন

অনুমোদিত ... ১,০০,০০,০০০ কোটি  
বিক্রয়ীকৃত ... ৭০০,০০০ লক্ষের উপর  
আদায়ীকৃত (২০-১-৪৪) ৪,৯০,০০০  
কার্য্যকরী—অর্ধ কোটি টাকাও বেশী

ডিপজিট

চলতি

সেভিংস

স্থায়ী আমানত

শতকরা সুদ

১০ আনা

১৫

৪

লভ্যাংশ

৭১০

গত তিন বৎসর যাবৎ

স্থায়ীভাবে ৭১০ টাকা

হি সা বে ল ভ্যাংশ

দেওয়া হইতেছে।

সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এম সি দত্ত, এম-এ, বি-এল এবং জে সি চক্রবর্তী



ভারতীয়া ইলেকট্রিক স্টীল ১৭ই ফে:—১৭।০ ;  
১২শে—১৭।০ ; ২১শে—১৭।০ ; ২২শে—  
১৭দ০ । ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৭ই ফে:—১০।০ ;  
২১শে—১০।০ ১০।০ । ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড  
আয়রণ ২১শে ফে:—১২।০ ১২দ০ । বার্ণ এণ্ড  
কোং—১৭ই ফে:—৩৮৬ ; ২১শে—৩২৬ ;  
ঐ (৭, স্বেদের প্রেক্ষ) ১৭ই—১৭২ । ইণ্ডিয়ান  
আয়রণ এণ্ড স্টীল ১৭ই ফে:—৩৬।০ ৩৬।০  
৩৬।০ ৩৬দ০ ৩৬দ০ ৩৬।০ ; ১৮ই—৩৬।০ ;  
১৯শে—৩৬।০ ৩৬দ০ ৩৬।০ ; ২১শে—৩৬।০  
৩৬।০ ৩৬।০ ৩৬।০ ৩৬।০ ; ২২শে—৩৬দ০  
৩৬ ৩৬।০ ৩৬দ০ ৩৬দ০ । ইণ্ডিয়া মেশিনারী  
১৭ই ফে:—১০।০ ; ২১শে—১০দ০ । জেন্সন এণ্ড  
কোং ১৭ই ফে:—২২দ০ ২২।০ ; ১৮ই—২২দ০  
২৩ ; ১২শে—২২দ০ ২৩।০ ২৩।০ ২৩।০ ২৩ ;  
২১শে—২৩।০ । কুমারধুবী ১৭ই ফে:—২।  
২।০ ২।০ ; ১৮ই—২।০ ২।০ ; ২১শে—২।০ ;  
২২শে—২।০ ২।০ ২।০ । মার্শালস কোং ১৭ই  
ফে:—৪।০ ৪দ০ ; ২১শে—৪দ০ ; ২২শে—

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

৪৪/০ ৪৫/০ ৪৬/০ । ঙ্গাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল  
১৮ই ফে:—১৩৫/০ ; ১৯শে—১৩৫/০ ১৩৫/০ ;  
২১শে—১৩৫/০ ; ২২শে—১৩৫/০ ১৩৫/০ । সারণ  
১৭ই ফে:—১০০/০ ১০০/০ ; ১৮ই—১০০/০  
১০০/০ ১০০/০ ; ২১শে—১০০/০ ১০০/০ ; ২২শে—  
১০০/০ । ষ্টীল কর্পোরেশন ১৭ই ফে:—২৭৫/০  
২৭৫/০ ২৭৫/০ ; ১৮ই—২৭৫/০ ২৭৫/০ ;  
১৯শে—২৭৫/০ ২৭৫/০ ; ২১শে—২৭৫/০ ; ২২শে—  
২৭৫/০ ২৭৫/০ ২৭৫/০ ; ঐ (প্রেক)  
২২শে—১০২/০ ।

### পাটকল

আদমজী ১৮ই—৩০৫/০ ; ২২শে—৩০৫/০ ।  
আগড়পাড়া ১৮ই—২৮৫/০ ২৮৫/০ ; ২১শে—২৮৫/০ ;  
২২শে—২৮৫/০ ২৮৫/০ । এলবিসন ১৭ই—৩৫১/০ ;  
২১শে—৩৫১/০ ৩৫১/০ । স্যাংমো ইন্ডিয়া ১৭ই—  
৩২৭/০ ৪০০/০ ৩২৭/০ ; ১৮ই—৪০০/০  
৪০০/০ । অকল্যাণ্ড ১৭ই—২২১/০ ২২২/০ ২২১/০  
২২২/০ ২২৩/০ ২৮৫/০ ২৮৫/০ ; ১৮ই—২২৪/০ ২২৪/০  
২২৪/০ । বালী ১৭ই—৩৫৫/০ ৩৫২/০ ; ১৮ই—  
৩৫২/০ ; ১৯শে—৩৫৭/০ ৩৫৮/০ ৩৫৮/০ ; ২১শে—  
৩৫৮/০ । বরানগর ১৭ই—১৮০/০ ১৮১/০ ১৭৬/০

১৭২/০ ১৭২/০ ১৭৬/০ ; ১৮ই—১৮০/০ ১৮২/০ ১৮১/০  
১৮২/০ ; ১৯শে—১৮১/০ ; ২১শে—১৮২/০ ১৮১/০ ।  
বিড়লা ১৭ই—৪৪৫/০ ; ১৮ই—৪৫০/০ । চাপ-  
দানী ১৭ই—২২০/০ ২২৪/০ ; ১৮ই—২২৪/০ ;  
১৯শে—২২৪/০ । চিংবলসা ১৭ই—২৬/০ ; ১৮ই—  
২৬/০ ২৬/০ ; ২২শে—২৬০/০ ২৬/০ । ক্লাইড  
১৭ই—৩২৫/০ ; ১৯শে—৩২৫/০ । ক্রেইগ ১৭ই—  
৪৫৫/০ ; ১৮ই—৪৫৫/০ ৪৫৫/০ ; ২২শে—৪৫৫/০ ৪৫৫/০ ।  
গ্যাংজেজ ১৭ই—৪৫৫/০ ৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ; ২১শে—  
৪৫৫/০ ৪৫৫/০ ; ২২শে—৪৪৮/০ । গৌরীপুর ১৭ই—  
৭৮০/০ ; ২১শে—৮০৫/০ ৮০১/০ ; ২২শে—৭৮০/০ ।  
হাওড়া ১৭ই—৬৭৫/০ ৬৬৫/০ ৬৭৫/০ ৬৭৫/০  
৬৬৫/০ ৬৬৫/০ ৬৬৫/০ ৬৭৫/০ ; ১৮ই—৬৭৫/০ ৬৭৫/০  
৬৭৫/০ ; ১৯শে—৬৭৫/০ ৬৮৫/০ ; ২১শে—৬৭৫/০  
৬৭৫/০ ৬৭৫/০ ৬৮৫/০ ; ২২শে—৬৭৫/০ ৬৮৫/০  
৬৮৫/০ । হুগুচাঁদ ১৭ই—৩৫৫/০ ৩৫৫/০ ৩৫৫/০  
৩৫৫/০ ; ১৮ই—৩৫৫/০ ; ১৯শে—৩৫৫/০ ; ২২শে—  
৩৫৫/০ ৩৫৫/০ । ইন্ডিয়া ১৭ই—৪৪৮/০ ৪৪৮/০ ৪৪৮/০  
১৮ই—৪৫৭/০ ; ১৯শে—৪৫৭/০ ৪৫৭/০ ; ২১শে—  
৪৫৭/০ । কামারহাটী ১৭ই—৪৮৫/০ ৪৮৫/০ ৪৮২/০  
৪৮২/০ ৪৮০/০ ; ১৮ই—৪৮২/০ ৪৮২/০ ৪৮৭/০  
২১শে—৪৮২/০ ৪৮২/০ ; ২২শে—৪৮৮/০ । কাকি-  
নাড়া ১৭ই—৫০৭/০ ৫০৮/০ ৫০৩/০ ৫০২/০ ৫০০/০ ;  
১৯শে—৫০২/০ ; ২১শে—৫০২/০ ৫০৩/০ ৫০২/০ ।  
ল্যাংকডাউন ২২শে ফে:—১২৭/০ ১২৮/০ । মেঘনা  
১৮ই ফে:—২০০/০ ২০৫/০ । ঙ্গাশনাল ১৭ই ফে:—  
২২০/০ ; ১৯শে—২২০/০ ২২০/০ ২২০/০ ২২০/০ ;  
২১শে—২২০/০ ২২০/০ ২২০/০ ; ২২শে—২২০/০  
২৮৫/০ । নরকক ১৭ই ফে:—৩৪৫/০ ; ২২শে—  
৩৪৫/০ । নদীয়া ১৭ই ফে:—১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০  
১১৮/০ ১১৮/০ ; ১৮ই—১১৮/০ ১১৮/০ ১১৭/০  
১১৭/০ ১১৮/০ ; ১৯শে—১১৮/০ ১১৮/০ ১১৮/০ ;  
২১শে—১১৮/০ ১১৭/০ ; ২২শে—১১৭/০ । ঐলম্বী-  
নারায়ণ ১৯শে ফে:—২৭০/০ ; ২২শে—২৭০/০ ।  
ওয়েভারলি ১৭ই ফে:—৬৫০/০ ৬৫০/০ ; ১৮ই—  
৭০/০ ; ২১শে—৭০/০ ; ২২শে—৬৫০/০ ।

২৮৫০/০ ; ১৮ই—২৮৫০/০ ২৮৫০/০ ; ১৯শে—২৮৫০/০  
২৮৫০/০ ; ২১শে—২৮৫০/০ ২৮৫০/০ ; ২২শে—২৮৫০/০  
২৮৫০/০ । উড়িয়া মিনারেলস্ ১৮ই ফে:—৩০০/০  
৩০০/০ ; ২১শে—৩০০/০ ; ২২শে—৩০০/০ ৩০০/০ ।  
রোডেনিয়া কপার ১৮ই ফে:—২৫০/০ । ট্যাভার টিন  
২১শে ফে:—১৫০/০ ১৫০/০ ।

### কাগজের কল

ইন্ডিয়ান পেপার পার ১৭ই ফে:—২১২/০  
২১২/০ ; ১৮ই—২১২/০ ২২১/০ ; ১৯শে—২২৩/০ ;  
২১শে—২২৩/০ ২২৩/০ ; ২২শে—২২৩/০ । মহীশূর  
১৭ই ফে:—৩১০/০ ৩১০/০ ; ১৯শে—৩১০/০ ।  
ঐগোপাল ১৭ই ফে:—২৪৫/০ । টিটাগড় ১৭ই

## গিগলস ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ  
ক্যানিং স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে  
ফোন কলি: ৩৪৬

শাখা:—শ্রামবাজার  
স্থায়ী আমানতের সুদের হার  
৩% হইতে ৫% টাকা

অগ্রাণ্য সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত  
কার্য করা হয়।

এস, চৌধুরী  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

### বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

## “নিওটোন”

অব্যর্থ কলপ্রদ মহোষধ

৮ আউন্স—১৫০/০, ১২ আউন্স—২৫০/০

ম্যালেরিয়া, পালান্ডুর, প্ৰীহায়

## ‘বেপটোন’

কার্যকরী আদর্শ টনিক

৪ আউন্স—২৫০/০, ৮ আউন্স—৩৫০/০

প্রত্যেক জিলায় ইকিট আবস্থক

পরিবেশক—এস, ডেভী এণ্ড কোং

৪৪সি, আমহারিষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—ক্যালকাটা ২৭৬৭ গ্রাম—অনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

## ব্যাংক অব ক্যালকাটা

## লিমিটেড

স্থাপিত—১৯০৫

=হেড অফিস=

৩নং ম্যাকো লেন, কলিকাতা।

### শাখাসমূহ

নীলকামারী, ঢাকা, মেদিনীপুর,  
নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মুন্সের),  
শান্তিপুর, কুমিল্লা, বালিচক,  
বালেশ্বর, আমলপুর, বোলপুর,  
ভুলুকা, কর্ণেলগোলা, ডোমার,  
কোলাঘাট, বেরিলী, মালদহ,  
চাকুলিয়া ও কটাই।

### রেলপথ

আরা-সাগারাম ১৭ই ফে:—২২/০ ; ১৮ই—  
২২/০ ২৩/০ ; ১৯শে—২৪/০ ২৩০/০ ২৪/০ । বারাসত-  
বসিরহাট ২১শে ফে:—৮০/০ ৮০০/০ । দার্জিলিং-  
হিমালয়ান ২১শে ফে:—১১৬/০ ১১২/০ । ময়মন-  
সিংহ-ভৈরববাজার ১৯শে ফে:—১০২/০ । সাদারা  
(দিব্রী) সাহারানপুর ১৯শে ফে:—২২৭/০ ।

### খনি

বার্ফী কর্পোরেশন ১৭ই ফে:—৩৫০/০ ৩৫০/০ ;  
১৮ই—৩৫০/০ ; ১৯শে—৩৫০/০ ৩৫০/০ ; ২১শে—৩৫০/০ ;  
২২শে—৩৫০/০ । কনসোলিডেটেড টিন ১৭ই  
ফে:—২১/০ ২১০/০ ; ২১শে—২১/০ ২১০/০ ।  
ইন্ডিয়ান কপার ১৭ই ফে:—২৫০/০ ; ১৮ই—২৫০/০  
২৫০/০ ; ১৯শে—২৫০/০ ; ২১শে—২৫০/০ ২৫০/০ ;  
২২শে—২৫০/০ ২৫০/০ । ক্যাংরা ভেলী স্টেট ১৭ই  
ফে:—৩০৫/০ । করণপুরা ১৭ই ফে:—২২০/০

### ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

## বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

( প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল )

## বীমা কর্তব্য

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহক-  
দের মধ্যে বিতরণ হয়
- অভিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী  
অকর্মণ্যতার অত্র সুযোগ সুবিধা  
পাওয়া যায়
- স্বসামান্য প্রিমিয়াম দিলে চূড়ান্ত-  
জনিত কতিপয়পূর্ণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩  
কোটি টাকার উপর

বিভূত বিবরণের অত্র নিয়তিকানায় আবেদন করুন

## দক্ষিণাঙ্ক এণ্ড সন্স

চীফ এজেন্টস্।

৮নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা



ফে:—২৮৫/০ ২৮১/০; ১৮ই—২৮৫০/০; ১৯শে—  
২৯০/০ ২৯০/০; ২১শে—২৯০ ২৯১/০; ২২শে—  
২৮৫০/০।

### চিনির কল

বলরামপুর ১৭ই ফে:—১৮/০ ১৭৫/০;  
১৮ই—১৮/০ ১৮/০; ১৯শে—১৮/০। চম্পারণ  
২১শে ফে:—৪১০/০; ২২শে—৪০৫ ৪১০।  
মারে ক্রয়ারী ১৯শে ফে:—২৪৫০। প্রতাপপুর  
২১শে ফে:—২৪০। সমস্তিপুর ১৭ই ফে:—২২০  
২১৫০/০; ১৮ই—২১৫০/০ ২২০/০; ২১শে—২২০/০  
২২০; ২২শে—২১৫০ ২২০। শীতলপুর ১৮ই  
ফে:—১৭০; ২১শে—১৭০/০।

### চা-বাগান

ইথেলবাড়ী ১৭ই ফে:—২৬০; ১৯শে—২৭০  
২৬৫০/০। হাসিমারা ২১শে ফে:—৭৫০; ২২শে—  
৭০০। নিউ টেরাই ২১শে ফে:—৩০০/০।  
পাত্রকোলা ২২শে ফে:—১১১০। তেজপুর  
১৭ই ফে:—১৮০ ১৮০/০; ১৮ই—১৮০/০  
১৮০/০; ২১শে—১৮০/০। বড়পুকুরী ১৭ই  
ফে:—২৭০ ২৭৫০/০। বড়দীঘী ২১শে ফে:—  
৭৪০ ৭৪০। বানরহাট ১৮ই ফে:—৮৭২  
৮৬৫।

### বিবিধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল (গ্রুপ) ১৭ই ফে:—২১০; ১৮ই—২১০। বেঙ্গল টিম্বার ১৮ই ফে:—২২৫।  
ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং ১৮ই ফে:—২৪০। ক্যালকাটা  
ট্রামস্ ১৮ই ফে:—২৬০/০। ডালমিয়া সিমেন্ট  
১৭ই ফে:—১৮০; ১৮ই—১৮০/০ ১৮০; ১৯শে—  
১৮০/০ ১৮০/০; ২১শে—১৮০/০ ১৮০/০; ২২শে—  
১৮০। ডানলপ রবার ২১শে ফে:—৬৪০।  
ফিরপো লি: ২১শে ফে:—১৪৫০। রোটাস  
ইন্ডাস্ট্রিজ ২২শে ফে:—৩০০/০। ইণ্ডো-বার্মা  
পেট্রোল ১৭ই ফে:—৬৮০ ৬৮০। ক্যালকাটা সেক  
ডিপোজিট ২১শে ফে:—২০০। বি আই কর্পো-  
রেশন ১৭ই ফে:—৬১০ ৬১০; ১৮ই—৬১০/০;  
২১শে—৬১০/০ ৬১০। আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ১৭ই  
ফে:—১৫০ ১৫৫০/০; ১৮ই—১৫৫০/০ ১৬০;  
১৯শে—১৫৫০ ১৬০।

### পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের  
বাজারে একটা তেজী ভাব লক্ষিত হইয়াছে।  
কাজকারবারের পরিমাণ এবার বেশ সন্তোষজনক  
হইয়াছে। থলে ও চটের বাজারে মিলওয়ালারা  
মূল বিক্রয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় এবং ভবিষ্যতে  
ডেলিভারীর সর্বোচ্চ আগাম কাজের পরিমাণ অধিক  
হওয়ায় এবার আলগা পাটের বাজারে প্রচুর  
পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। অবশ্য পাটের  
দর খুব বেশী চড়িতে পারে নাই। মিলমালিক  
পক্ষ বর্তমানে যে পরিমাণে পাট খরিদ করিতেছেন  
সেই হারে ক্রয় করিতে থাকিলে পাটের দর অন্ত্যস্ত  
বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। মফঃস্বলে  
বাজারগুলির অবস্থাও বেশ তেজী। সেখানকার  
পাটের মজুতকারীরা আরও দুই চার সপ্তাহ  
অপেক্ষা করা প্রেয়: মনে করিয়া মাল হাতছাড়া  
করিবার জন্য এখন কোনরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন  
না। বাজারে একরূপ একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে  
যে, শেষ পর্যন্ত আগামী মরশুমের উৎপাদনের  
পরিমাণ কমই হইবে; কেননা ১৯৪৩-৪৪ সালে  
বিস্তার পাটের জমিতে পাটের বদলে খাঁড়শস্ত্রের  
চাষ হওয়ার ব্যপ্তি সম্ভবনা রহিয়াছে।

এবার আলগা পাটের বাজার বেশ কর্মজৎপর  
ছিল। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম যথাক্রমে  
১৫০ আনা ও ১২০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।  
এবার পাকা বেগ বিভাগে তৎপরতার একান্ত  
অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের থলে ও চটের বাজার যে  
বেশ তেজী ছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা  
হইয়াছে। সর্বোচ্চ দরে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাস  
পর্যন্তও আগাম কাজকারবার হইতে দেখা  
গিয়াছে। আগামী কয়েক মাসে উৎপাদনের  
বর্তমান হার বজায় রাখা হইবে বলিয়া বাজারে  
একটা ভরসার ভাব দেখা যাইতেছে; অতরাং  
কিছুকাল বাজারে থলে ও চটের কোন অভাব  
ঘটিবে না বলিয়াই মনে হয়। এবার ৯নং পোর্টান  
২১০/০ আনায় ও ১১নং পোর্টার ২৮০ আনায়  
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই তুলার বাজারে  
মনোর ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাই শেয়ার  
বাজারের মনোর ভাব তুলার বাজারে যে অনেক-  
খানি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ  
নাই। ইহা ছাড়া মিশর হইতে প্রচুর পরিমাণে  
তুলা সরবরাহের সংবাদও বাজারের এই মনোর  
ভাবে অত্যন্ত প্রাধান্য কারণ। টেক্সটাইল  
কন্ট্রোল বোর্ডের আগামী বৈঠকে কাপড়ের দর  
আরও হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে  
এরূপ আশঙ্কায় অনেকে অস্থির করিতেছেন যে,  
তুলার দর আর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই।  
এবার বরিলি মার্চ ৪৬৭/০ আনা, মে ৪৬০/০ আনা  
ও জুলাই ৪৬২৫০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

## ই উ না ই টে ড ই গু ষ্ট্রী য়া ল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ কোম: কলি ৬৮-৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলসলী স্ট্রীট, কলিকাতা

সিডিউলডুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”  
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”  
আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যক্ষনাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুসন্ধান জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও শ্রীমতীবাজার (কলিকাতা),  
মারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা

পে-অফিস: মিরকাহিম

প্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কাহারও  
নিছুল

কুষ্ঠী ও ঠিকুজী

পাইতে হইলে

এবং

আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে হইলে

জ্যোতিষী স্বধাংস্কুমার ভট্টাচার্য্য বি.এ,

৫নং নিতাইবাবু লেন, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায়

পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

কোম: ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

চিঠাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন       | ৫০,০০,০০০   | টাকা      |
| বিক্রীত              | ২৫,২০,০০০   | টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত            | ২০,০০,০০০   | ”         |
| গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি | ১,৩২,০০,০০০ | ”         |
| আমানত                | ৪,০০,০০,০০০ | ”         |
| কার্যকরী মূলধন       | ৪,৫০,০০,০০০ | ”         |

(ক এন দালাল,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৪৬৮ টাকা, ৪৫২৫০ আনা ও ৪৬২১০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বজ্রের বাজারে প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে। বাজার মিলগুলি বেশ কর্মতৎপর ছিল। টেক্সটাইল বোর্ডের আগামী অধিবেশনের ফলাফল কি হইবে না হইবে সেই বিষয় লইয়া মাথা না ঘামাইয়া কেতা ও বিক্রেতা, বিশেষ করিয়া শেখোক্ত দল, কাজকারবারের জন্য আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছেন। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে তাঁহারা আর রাজী নহেন।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী  
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইয়ে কটকা বাজারের কর্মতৎপরতার ফলে সোণার বাজার বেশ তেজী হইয়া-ওঠে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিক্রয় দর অপেক্ষা বাজারে সোণার দরও কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অনেকে মনে করিয়া-ছিল যে নির্দিষ্ট দরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে খুব বেশী পরিমাণ সোণা বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না, কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে ৭১ টাকা ভরি দরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাহার যত চাহিয়া তত সোণাই বিক্রয় করিতেছে, তখন আবার বাজারে স্থিরতাব ফিরিয়া আসে। গত মঙ্গলবার শিবরাত্রি উপলক্ষে এবং বুধবার শ্রীযুক্ত কস্তুরবা গাঙ্গীর মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশের জন্য সোণার বাজার বন্ধ ছিল। গত সোমবার বোম্বাই বাজারে সোণার দর উঠিয়াছিল ৭০৬০/১০ ভরি। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সোণার বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই এবং সোণার দর গিয়াছে ৭১১০ আনা ভরি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে এক তোলা হইতে পাঁচ তোলা পর্যন্ত ঢেলা সোণা প্রতি ভরি ৭১১০ আনা দরে বিক্রয় করা হইতেছে। বোম্বাইয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিক্রয় দর ৭১৮ ভরি।

## ইউনাইটেড

## ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

## লিমিটেড

হেড অফিস :

২০১সি, লালবাজার স্ট্রিট,

কলিকাতা

শাখাসমূহ :

ভাঙ্গা ও গোপালগঞ্জ

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্য আমরা  
করিয়া থাকি।

## রূপা

কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাই রূপার বাজারে স্থির তাব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু আমেরিকা হইতে রূপা আমদানীর সম্ভাবনা আছে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় অনেকেই রূপা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে থাকে; তাহার ফলে এবং সপ্তাহের শেষ দিকে সোণার বাজারের মন্দার চেউ লাগিয়া রূপার বাজারও মন্দা হইয়া পড়ে।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে রেডি রূপার দর গিয়াছে প্রতি ১০০ ভরি ১২৬, সেই স্থলে কলিকাতা বাজারের দর ছিল ১২৫১০ আনা।

## কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেল বাজেটের আলোচনা

কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগ দলের পক্ষ হইতে যে সব সরকারী চাকুরিয়ার অবসর বা পেনশন গ্রহণের সময় হইয়াছে তাঁহাদের কার্যকাল বৃদ্ধি করার যে নীতি গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন তাহার নিন্দা করিয়া এক ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে উহা ৪৪—৪২ ভোটে গৃহীত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলিম লীগ দলের জনৈক সদস্য ট্রেনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য যে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহা ৪৭—৪০ ভোটে গৃহীত হওয়ায় গবর্ণমেন্টের পরাজয় ঘটে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেল-শ্রমিকদের সামাজিক মাগুগী তাত্ত্বিক দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার দাবী করিয়া শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতা যে প্রস্তাব আনয়ন করেন, তাহার ভোট কল সমান সমান হয়—উভয় পক্ষেই ৪২টি করিয়া ভোট হয়। চিরাচরিত প্রথাভঙ্গারে সভাপতি বর্তমান ব্যবস্থার অধিকুলে তাহার কাঙ্ক্ষিত ভোট প্রদান করেন। কাজেই তাহার ভোট “না”র দলে পড়ায় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

## কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেট

ভারত গবর্ণমেন্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যান ২৯শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট লেখ করিবেন। ঐ দিনের কার্য-সূচীতে কিছু নতুনত্ব দেখা যায়। পূর্বে পূর্বে বৎসর অর্থসচিব রাজস্ব বিল পেশ করিয়াছেন। কিন্তু এবারের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, “আগামী ১লা এপ্রিল হইতে যে আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবে উহাতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক প্রস্তাব সমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য এক বিল” পেশ করিবেন। বিলের এইরূপ নামকরণের তাৎপর্য আগামী মঙ্গলবার অপরাহ্নে জানা যাইবে; কিন্তু লবী মহলের মধ্যে আশঙ্কার কারণ এই যে, ঐ দিন অপরাহ্নে অর্থসচিব আয়কর আইন আরও সংশোধনের জন্য আর এক বিল পেশ করিবেন। স্বভাবতঃই এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আয়কর আইন সংশোধন বিল রাজস্ব বিলে নতুন কর ধার্য করিবার প্রস্তাব সম্পর্কিত, যদিও ঐ বিলে

কেবল আয়কর ধার্য করার এবং দিবার ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আয়কর আইন সংশোধন করা হইবে। ইনকাম ট্যাক্স ও স্পার ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি একরূপ নিশ্চিত।

## অনাহারে মৃতের সংখ্যা নির্ধারণে

### গবর্ণমেন্টের অক্ষমতা

গত শনিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এক প্রশ্নের উত্তরে জনস্বাস্থ্য বিভাগের পালার্মেন্টারী সেক্রেটারী খাঁ সাহেব হামিদুলীন আহমেদ বলেন যে, বঙ্গদেশে বাহারা অনাহারে মারা গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা গবর্ণমেন্ট বলিতে পারেন না।

পালার্মেন্টারী সেক্রেটারী আরও জানান যে, বাজার বিভিন্ন স্থানে চৌকীদাররা মৃতের যে তালিকা রাখে তাহাতে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারণের জন্য পৃথক কোন বিভাগ নাই। ঐ তালিকায় “অসুস্থ কারণে মৃত্যু” বলিয়া একটি বিভাগ আছে এবং এই বিভাগেই অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়; ঐ সব মৃত্যুকে অনাহারে মৃত্যু বলিয়া সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় না। মৃতের তালিকার মধ্যে পৃথক একটি বিভাগ টানিয়া সেই বিভাগে অনাহারে মৃতের সংবাদ পৃথকভাবে দেখান যাইতে পারে কি না

## ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

২১-এ, ক্যামিং স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : কলি : ১৭৪৪

শতকরা বার্ষিক সুদ

চলতি হিসাবে

১০০ ও তদতিরিক্ত জমায়— ১১

সেভিংস ব্যাঙ্ক— ২১

স্থায়ী আমানত— ৩—৬

ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হিসাবের নিয়মাবলীর জন্য লিখুন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ ডি, এম, চাট্টোজী

ফোন-ক্যাল ২৭৬৭

গ্রাম-জনসম্পদ

## প্রভিজিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস—দিল্লী

সেন্ট্রাল অফিস—

৩নং ম্যাক্লে লেন, কলিকাতা

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস

তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট একটি প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন।

শ্রী সাহেব বলেন যে, এযাবৎ বাহারা অনাহারে মরিয়াছে তাহাদের নোট সংখ্যা গবর্ণমেন্ট সংগ্রহ করিতে পারেন না। কারণ সাধারণতঃ চৌকীদাররা মৃতের সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং তাহারা অশিক্ষিত, চিকিৎসক নহে। সুতরাং তাহাদের উপর মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করিয়া মৃতের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করার ভার দেওয়া চলে না। তিনি আরও জানান যে, ইতিমধ্যে সার্কেস অফিসাদের নিকট এই মর্মে সাকুলার দেওয়া হইয়াছে যে, অতঃপর অনাহারে মৃতের নাম “অজ্ঞাত কারণে মৃত্যুর” বিভাগে লিপিবদ্ধ করার সময় যেন উহার পাশে ‘এস’ বা ‘অনাহার’ কথাটি বসান হয়।

### বাল্যলার মৎস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি

এই দিন মিঃ জে আর ওয়াকারের এক প্রস্তাব উত্তরে মন্ত্রী শ্রী বাহাদুর গৈয়দ মোয়াজ্জেয়ুদ্দীন হোনেন বলেন যে, বাল্যলার মৎস্ত সম্পদ বাড়াইবার প্রচেষ্টা সম্প্রতি অধিক খাড়াশস্ত্র ফসাইবার আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সংরক্ষিত মৎস্ত শিল্পের উন্নতির জন্ত গত ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৪৪) হইতে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের সাহায্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে। জলপূর্ণ খাতক্ষেত্রে মৎস্তোৎপাদন, মাছের পোনা বিতরণ, জলাশয়গুলির উন্নতির জন্ত অর্থ স্বপদান প্রভৃতি আরও কয়েকটি পরিকল্পনা গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে; সুন্দরবন অঞ্চলে শত্রুকে বধনা নীতির কঠোরতা হ্রাস করিয়া ও অধিকতর মৎস্ত উৎপাদনের জন্ত প্রচারকার্যাদি চালাইয়া মৎস্তের চাষ বৃদ্ধির চেষ্টাও করা হইতেছে। মন্ত্রী মহোদয় আরও জানান যে, উপরোক্ত উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্ট এক্ষণে একটি মৎস্তচাষ সংক্রান্ত বিল প্রণয়ন করিতেছেন।

### অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পুস্তক

- (1) **A Guide to Practical Banking**—By Messrs A. A. Khosla and B. V. Krishniah. Post Box No. 239, Lahore. Price Rs. 3
- (2) **India's Might**—Edited by R. V. Murthy, editor of Commerce. Published by B. Pirozshah Kempagowda Road, Bangalore City.
- (3) **Taxation of War Wealth**—By Messrs J. R. Hicks and L. Rostas. Published by Oxford University Press, London: Aneer House F. C. 4 Bombay B. I. Building, Nicol Road. Price 12s. 6d.

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ১৮৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এবং ভারতের জনসাধারণ সজ্জ্ব মনে এই আশাও পোষণ করে যে, লর্ড ওয়াভেল ভারতের শাসন-তান্ত্রিক অচল অবস্থার একটা সংস্কারজনক অবসান ঘটাইয়া ছাড়িবেন। এদিকে দুই দিবস পরেই ১৭ই ফেব্রুয়ারী স্বয়ং লর্ড ওয়াভেল তাঁহার সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতায় মনের কথা খোলাসা করিয়াই বলিয়াছেন। বেচারার স্থার আর এস শর্মা। ১৫ই তারিখ তিনি কি আর ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মার্কিন শ্রোতাদের কাছে এত সকালেই শেখান বুলির হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া যাইবে। তবে একটা বিষয়ে তাঁহার আত্মপ্রসাদ করিবার আছে। নূন খাইয়া গুণগান না করিবার মত অকৃতজ্ঞচিত্ততা তাঁহার নাই।

সম্প্রতি বিলাতের পশ্চিম ডার্বিশায়ার উপনির্বাচনে রক্ষণশীল দলের অর্থাৎ বর্তমান

গবর্ণমেন্টপক্ষীয় প্রার্থী লর্ড হার্টিংটনকে ইণ্ডিপেন্ডেন্ট মোসালিষ্ট দলের প্রার্থী মিঃ চার্লস ৪ হাজার ৫৬১ ভোটের আধিক্যে পরাজিত করিয়া যথারীতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ চার্লস তাঁহার নির্বাচনী ইচ্ছাহারে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির দাবী ও ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এই দুইটি বিষয়কে ভিত্তি করিয়া প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে অনুরূপ উপনির্বাচনে অনুরূপ দাবীর উপর নির্ভর করিয়া নূতন কমনওয়েলথ পার্টির প্রার্থী একজন রক্ষণশীল প্রার্থীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে ব্রিটিশ জনসাধারণ যে ভারতে ব্রিটিশ শাসকগণের অমুহৃত নীতি সম্পর্কে প্রত্যাশা নহে তাহাই সূচিত হইতেছে। কিন্তু এই ফলাফলে আমাদের ভরসা পাইবার কি আছে? তথাকথিত গণতন্ত্রের দেশেও জনগণ (এই ছুঁতাগা দেশের মত এতখানি চূড়ান্ত যদিও নয়) যে কায়েমী স্বার্থের নিয়ামক নহে তাহা বার বার প্রমাণিত হইয়াছে।

## ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলি : ৪১০১

টেলিগ্রাম : “ক্লিয়ারিং”

হেড অফিস—৮নং লায়ন্স রোড, কলিকাতা।

বিশিষ্ট ডিরেক্টর বোর্ড পরিচালিত সম্ভ্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

প্রতি ১০০০ টাকার পেজেন সার্টিফিকেটে ২০০০ টাকা পাওয়া যায়।

অগ্রাণু নূতন স্কীমের জন্য আজই পত্র লিখুন :—

ব্রাঞ্চ :—ঢাকা, চাইবাসা (B. N. R.), চক্রধরপুর (B. N. R.), রাইপুর (C. P.), দীঘিরপার (ঢাকা), আজারিয়া (ফরিদপুর), বোম্বাই, নবদ্বীপ ও দক্ষিণ কলিকাতা।

শোলোকভের বিখ্যাত উপন্যাস

The Don Flows Home To The Sea-এর অনুবাদ

সাগর সংগমে ডন নদী

অনুবাদক—সুধীন্দ্রনাথ সরকার

স্বল্পমূল্যে প্রচ্ছদপটসহ সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠার সুবহুৎ গ্রন্থ  
(মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র)

—প্রাপ্তিস্থান—

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী—১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট।

বর্ধন পাবলিশিং হাউস—৭২, হারিসন রোড।

পুরবী পাবলিশার্স—৭২, হারিসন রোড এবং অজ্ঞাত বিশিষ্ট পুস্তকালয়

প্রকাশক—শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী,

২০৩৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

[ এই লেখকের অনূদিত ডন নদীর গতি পথে-এর ২য় সংস্করণ বহুত ]

(ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা—

১৮৭ পৃষ্ঠার পর)

অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ১৫ বৎসরের জন্য যে অর্থব্যয়ের বরাদ্দ উপস্থিত করা হইয়াছে এবং যেভাবে উহা সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কোন কোন সমালোচক উত্তোক্তাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। প্রথমতঃ জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ দশ কোটি টাকা ধরাতে উহার সমীচীনতা সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সময়ের পণ্যমূল্যের হার বিবেচনা করিয়া এই বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের পর কতিপয় বৎসর পণ্যমূল্য ঐ তুলনায় চড়া থাকিবার সম্ভাবনা। সে হিসাবে মোট ব্যয় দশ কোটি টাকার চেয়ে বেশী হওয়ারই কথা। তাহা ছাড়া যেভাবে ও যত সহজে উত্তোক্তারা এই টাকা সংগ্রহ ও নিয়োগ করা যাইবে বলিয়া মনে করিতেছেন আসলে সেভাবে ও তত সহজে সমস্ত টাকা পাওয়া যাইবে না বলিয়াই কোন কোন সমালোচকের ধারণা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অধ্যাপক সি এন ভকিল সম্প্রতি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বহির্বর্ণাধিকার উদ্ভূত বাবদ ৬০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া উত্তোক্তারা যে ভরসা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা কার্যে ফলবতী হওয়া কঠিন। একে ত ঐ শ্রেণীর উদ্ভূতের পরিমাণ সম্বন্ধে পূর্বে হইতেই নিশ্চিত হওয়া যায় না, তাহা ছাড়া এই প্রকারের উদ্ভূতকে মূলধন হিসাবে ধরিয়া লওয়া ভুল। এই শ্রেণীর উদ্ভূত আসলে জাতিগত লাভ বা মুনাফা নহে, কোন না কোন দিক দিয়া এজ্ঞা আমাদের সঞ্চয় বা সেভিংস খোঁয়াইয়া উহা আমাদের কাছে পাইতে হইবে। কাজেই বহির্বর্ণাধিকার উদ্ভূতকে একটা অতিরিক্ত পাওনা হিসাবে ধরিয়া লইয়া সেভিংসের সঙ্গে উহাকে অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে লাগাইবার প্রস্তাব অনেকটা অর্থহীন। ১ হাজার কোটি টাকার উদ্ভূত ঠালিংয়ের সমস্তটাই অর্থনৈতিক উন্নতিতে নিয়োগ করিবার যে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে তাহাও সেজ্ঞা পুরাপুরিভাবে পাইবার আশা নাই। কেননা উহার কতকংশ প্রচলিত মুদ্রার জামিন হিসাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া অধ্যাপক সি এন ভকিল ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত নোট প্রচারের সমীচীনতা সম্পর্কেও উত্তোক্তাদের সহিত একমত হইয়া পারেন নাই। উহার ফলে দেশে ইনফ্লেশন দেখা দিবে, আর তাহাতে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের হুপ্রাপ্যতা ও হুমূল্যতা ঘটিয়া জনসাধারণের অতীব দুঃখদুর্দশার কারণ হইবে। এইভাবে ইনফ্লেশন সৃষ্টি করিলে উহার ফলে বিদেশ হইতে ৭০০ কোটি টাকা ঋণ পাওয়াও কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া মিঃ ভকিলের ধারণা।

আর্থিক বিলিব্যবস্থার ব্যাপারে যে এইরূপ মতভেদের কারণ দাঁড়াইতে পারে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রচয়িতারা তাহা ভালরূপেই জানিতেন। আর জানিতেন বলিয়াই তাঁহারা কতকগুলি সর্বের উপর ভিত্তি করিয়া অনেকটা সাময়িক নির্দেশ হিসাবেই আর্থিক বিলিব্যবস্থার প্রস্তাবসমূহ উপস্থিত করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি যথারীতি কার্যে পরিণত করিবার সময়ে এ সমস্ত যে কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রয়োজন দাঁড়াইতে পারে তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, আর্থিক উন্নতির প্রস্তাবসমূহ বাস্তবে পরিণত করিতে যে পরিমাণ অর্থব্যয়ই প্রয়োজন হউক না কেন প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা ছাড়া তাহা সংগ্রহ ও নিয়োগের সুব্যবস্থা করা যাইবে না। অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাহা কার্যকরী করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা। যুদ্ধের পরে এইরূপ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের সুবিধা হইবে মনে করিয়াই বর্তমান উত্তোক্তারা তাঁহাদের স্বীকৃতি উপস্থিত করিয়াছেন। সেইরূপ একটি গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদি দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক দিয়া প্রকৃত জাতিগঠন-মূলক কার্যে আন্তরিকভাবে ত্রুতী হন তবে দেশের লোকের পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভিতর প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে তেমন কঠিন হইবে না বলিয়াই উত্তোক্তাদের ধারণা। প্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্কলনের প্রস্তুতি যে যত বড় করিয়াই দেখুন না কেন অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে উহাই প্রধান বিচার্য বিষয় নহে। কোন দেশের জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রকৃত সঙ্কল্প নিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলে সেজ্ঞা প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়োগের ব্যবস্থা তাঁহারা অবশ্যই করিতে পারেন। যুদ্ধের সময়ে বিপাকে পড়িয়া বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট যেভাবে তাঁহাদের অতিরিক্ত ব্যয়-বহর মিটাইয়া চলিয়াছেন এ বিষয়ে তাহা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলা চলে। লর্ড ওয়াভেল কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, “যুদ্ধের সময়ে আজ অনেক দেশই তাহাদের প্রয়োজনোপযোগী টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে। কিন্তু শান্তির সময় কোন দেশই দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেকার সমস্যার প্রতিকারে সেরূপ মাত্রায় টাকা নিয়োগ করিতে পারে নাই। ইহা আমার কাছে একটি বিষ্ময়কর সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে।” অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উত্তোক্তারা বলিয়াছেন যে, লর্ড ওয়াভেল যাহাকে বিষ্ময়কর সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন আসলে তাহা বিষ্ময়কর কিছু নহে। যুদ্ধ পরিচালনার কাজটাকে যেরূপ জরুরী বলিয়া গণ্য হয়, জীবনযাত্রার উন্নতি ও আর্থিক উন্নতির কাজটাকে সাধারণতঃ সেরূপ জরুরী বা অত্যাৱশ্যকীয় বলিয়া মনে করা হয় না। ইহাই হইতেছে সব চেয়ে বড় অসুবিধার কথা। উত্তোক্তারা বলিয়াছেন, “money or finance is not the master of a

country's economy but its servant and instrument.” কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে অর্থই প্রধান নিয়ামক নহে, উহা আসলে একটা যন্ত্র মাত্র। দেশের কাঁচামাল ও দেশের লোকের শ্রমশক্তি ইহাই হইতেছে প্রত্যেক জাতির আর্থিক উন্নতির মূলধন। এই মূলধনের দিক দিয়া ভারতবর্ষ একটি সুসমৃদ্ধ দেশ। কাজেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যে মূলধন নিয়োগ করার কথা বলা হইয়াছে ঐভাবে বিচার করিলে তাহা এদেশের পক্ষে মোটেই সাধ্যাতীত বলা যায় না। জাতীয় গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইয়া সুসঙ্কল্পিতভাবে তাঁহারা যদি আর্থিক উন্নতির কাজে উত্তোঙ্গী হন তবে সেজ্ঞা তাঁহাদের কোন জটিল অর্থাভাবের সমস্যা দেখা যওয়ার কথা নহে। উত্তোক্তাদের এই ধরনের মন্তব্য আমরা সুচিন্তিত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি।

তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে গিয়া উত্তোক্তারা distribution বা বন্টন সমস্যাকে যেভাবে পাশ কাটিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অশোভন বলিয়াই মনে হইয়াছে। বর্তমানে দেশে ধন বন্টনের ব্যাপারে যে নিদারুণ অসাম্য বিরাজ করিতেছে তাহাতে কেবল অধিক পণ্য উৎপাদন ও অধিক পরিমাণ জাতীয় আয়ের সংস্থান দ্বারাই জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার সমুচিত উন্নতি সাধন করা যাইবে না। মাথাপিছু গড় আয় বাড়িলেও অধিকাংশ লোককে বর্তমানের শ্রায় স্বল্প আয় নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। স্বার্থপর ব্যবসায়ীদের অশ্রায় কারসাজির ফলে এদেশের অগণিত চাষী তাহাদের উৎপন্ন কসলের শ্রায় মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অনেক স্থলে শিল্পপতিদের অপরিমিত মুনাফা জোগাইতে গিয়া কারখানার শ্রমিকেরা তাহাদের মনুষ্যোচিত সুখস্বচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মুষ্টিমেয়ের এই লাভের ব্যবসা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকার দরুন অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে তথাকথিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বারবার ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইয়াছে। কাজেই এ দেশে কোন আদর্শ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে ধনোৎপাদনের সঙ্গে সাধারণ লোক যাহাতে উৎপন্ন ধনের শ্রায় অংশ ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও আমাদের কাছে অবশ্যই করিতে হইবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রচয়িতারা বন্টন ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করিলেও পণ্য ও ধনদৌলত বৃদ্ধির সঙ্গে কি ভাবে সাধারণের ভিতর তাহা কার্যতঃ সুবন্টিত হইবে সে বিষয়ে তাঁহারা কোন নির্দেশ দেন নাই। এহেন অত্যাৱশ্যকীয় বিষয়টি আপাততঃ উপেক্ষা করিয়া যাওয়ার ফলে বর্তমান পরিকল্পনাটির একটা বড় রকম গলদ প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তোক্তাদের মনে কোন সত্যকার চরিত্রতা না থাকিলে এই গলদ কাটিয়া উঠার জন্য বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে অচিরে সমুচিত নির্দেশ প্রদান করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

(সমাপ্ত)

জনসেবার—



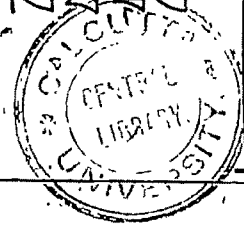
ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রিট,  
কলিকাতা।

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য



জাতীয়তায়—



ফোন কলি: ৩  
৯এ, ক্লাইভ  
কলিকাতা

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ৬ই মার্চ, সোমবার, ১৯৪৪

৪২শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়              | পৃষ্ঠা  | বিষয়                   | পৃষ্ঠা  |
|--------------------|---------|-------------------------|---------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ    | ১০১১-১৩ | আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর | ১০১৮-২৮ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ   | ১০১৪    | পুস্তক পরিচয়           | ১০২৮    |
| ভারত সরকারের বাজেট | ১০১৫    | কোম্পানী প্রসঙ্গ        | ১০২৯    |
| ভেজালের অত্যাচার   | ১০১৬-১৭ | বাজারের হালচাল          | ১০৩০-৩৮ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### ভারতের জাতীয় আয়

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডি কে আর ভি রাও 'National Income of British India' নামক একটি পুস্তক লিখিয়া ১৯৩১-৩২ সালে ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ২ হাজার ২৩ কোটি টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাহার হিসাবে ঐ সালে এদেশে লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৬৫ টাকা বলিয়া স্থিরকৃত হইয়াছিল। এদেশের জাতীয় আয় সম্বন্ধে ডাঃ রাওয়ের এই পুস্তকটি একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই পুস্তকের সিদ্ধান্ত দ্বারা এদেশ বাসীর চরম দারিদ্র্যই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালের পর দীর্ঘ ১১ বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ কি দাঁড়াইয়াছে তাহা নিয়া অনেকে গবেষণা করিতেছেন। এক জ্ঞেয় লোক ইতিমধ্যেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ১৯৩১-৩২ সালে অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন ইহার পর ভারতের জাতীয় আয় অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং এদেশবাসীর দারিদ্র্যও অনেকটা দূর হইয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কর্মসূচী পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া একজন অর্থনীতিক গবেষক ('A Student

of Economic Research') এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ রাওয়ের ১৯৩১-৩২ সালের হিসাবকে ভিত্তি করিয়া তিনি ১৯৪২-৪৩ সালে জাতীয় আয়ের দিক দিয়া বাড়তির পরিমাণ বরাদ্দ করিয়াছেন। তাহার বরাদ্দ অনুসারে ঐ সালে ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৪ হাজার ২৬৫ কোটি টাকা ও এদেশবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ১৪২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়া ডাঃ রাও নিজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সম্প্রতি উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত অর্থনীতির গবেষক ১৯৩১-৩২ সালের জাতীয় আয় হইতে ব্রহ্মদেশের আয় যথারীতি বাদ না দেওয়ায় এবং ১৯৪২-৪৩ সালের আয়ের বরাদ্দ তৈয়ার করিতে গিয়া কয়েকটি মারাত্মক ভুল করায় তাহার হিসাবে ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় আয় ৪২৬৫ কোটি টাকায় কমিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে আশঙ্কায় ডাঃ রাও তাহার ১৯৩১-৩২ সালের হিসাবকে ভিত্তি করিয়া ১৯৪২-৪৩ সালের সত্যকার জাতীয় আয় সম্পর্কে একটি মোটামুটি

মুঠি বরাদ্দ তৈয়ার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ১৯৩১-৩২ সালে ব্রহ্মদেশসহ ব্রিটিশ ভারতের যে জাতীয় আয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল ব্রহ্মদেশকে বাদ দিয়া তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৬৬১ কোটি টাকা। ১৯৩১-৩২ সালের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালে কৃষির উৎপাদন শতকরা ১১.১ ভাগ, কারখানা শিল্পের উৎপাদন শতকরা ৯০ ভাগ, সাধারণ শিল্পের উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ ও অগ্রাঙ্ক দিক দিয়া আয় বৃদ্ধিকর কার্যধারা শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়াছে। টাকার হিসাবে তাহার মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে যথাক্রমে শতকরা ৮০.৮ ভাগ, ৭৭.৭ ভাগ, ৬০ ভাগ ও ৩০ ভাগ। ফলে ১৯৪২-৪৩ সালে ব্রিটিশ ভারতের মোট জাতীয় আয় ৩ হাজার ৪২২ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে ও প্রতি লোক পিছু বার্ষিক আয় ১১৪ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়াছে বলা চলে। যুদ্ধের জঘন্য আয় এরূপ বাড়িয়াছে। কিন্তু যুদ্ধজনিত পণ্যমূল্য বৃদ্ধি আসলে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। এই অস্বাভাবিকতার কথা স্মরণ রাখিয়া বাড়তি মূল্যের বদলে যদি ১৯৩১-৩২ সালের দরে কৃষি ও শিল্পপণ্যের মূল্য বরাদ্দ করা হয়, তবে ১৯৪২-৪৩ সালে ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায়



২ হাজার ৭৮ কোটি টাকা, আর তাহাতে প্রতি লোক পিছু বার্ষিক আয় দাঁড়ায় মাত্র ৬৯ টাকা।

ডাঃ রাও যেসব যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আমাদের নিকট তাহা খুব সুচিন্তিত বলিয়াই মনে হইতেছে। যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কথা বাদ দিলে ১৯৩১-৩২ সালের তুলনায় ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালে লোকের মাথাপিছু আয় ৪ টাকা বাড়িয়া ৬৯ টাকায় পৌঁছিয়াছে বলা চলে। এইরূপ স্বল্প আয় আমাদের দেশের অপরিবর্তিত হৃৎখদারিয়ারই প্রমাণ করিতেছে।

### বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য

চলতি বৎসর ও আগামী বৎসরের হিসাবে বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে ১৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 'সাবভেনসন' বা অর্থ সাহায্য দাবী করা হইয়াছে বলিয়া অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত নভেম্বর মাসে এই আবেদন উপস্থিত করা হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত তাহার কোন জবাব দেন নাই। আশা করা যাইতেছিল ভারত গবর্নমেন্টের অর্থসচিব স্ত্রার জেরেমী রেইজম্যান তাঁহার বাজেট ভাষণে এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট পেশ করিতে গিয়া স্ত্রার জেরেমী কার্যতঃ এ বিষয়ে একটা অর্থ সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা বাংলার অভাব পূরণে নিতান্তই অনুপযুক্ত বলা চলে। অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন, বাংলায় দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রিলিফ কার্যের সাহায্যার্থে চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে ৩ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। আগামী বৎসরে ঐ বাবদ দেড় কোটি টাকা দেওয়া হইবে।

বাঙ্গলা সরকারের মোট ঘাটতির পরিমাণ যে স্থলে ১৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে সেস্থলে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে মাত্র ৪৮ কোটি টাকা অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। বাঙ্গলার একান্ত দুর্দিনে ইহা এপ্রদেশের প্রতি ভারত সরকারের নিঃস্ব উপেক্ষা ও উদাসীনতা ছাড়া আর কিছু নহে। বাঙ্গলা ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া এ প্রদেশের উপরই জাপানী আক্রমণের ভীততা লক্ষিত হইতেছে। জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান চলাইবার জন্য মিত্রপক্ষও এপ্রদেশকে ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। এইরূপে সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধের আওতায় পড়িয়া আজ নানাদিক দিয়া বাঙ্গলায় অপরিমিত হৃৎখদারিয়ারই প্রমাণ দিয়াছে। বেসামরিক আয়ের জন্য বাঙ্গলা সরকারকে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য নানা বিধি-

ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়া গবর্নমেন্টকে অল্পস্ব টাকা নিয়োগ করিতে হইতেছে। স্বাভাবিক সরকারী আয় হইতে এই ধরনের আকস্মিক খরচপত্র মিটান একা কোন প্রদেশের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাজেই এই সমস্ত অবস্থার চাপে বাঙ্গলা সরকারের স্বাধীনতা ও ঘাটতি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। যে যুদ্ধের জন্য বাঙ্গলা সরকার কোন দিক দিয়া কিছুমাত্র দায়ী নহে সেই যুদ্ধের জন্য আজ তাহাকে কতর ও দেউলিয়া হইতে হইতেছে। ভারত সরকার তাঁহাদের নিজেদের দায়িত্বে এদেশের হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধের ফলে আজ ভারতের কোন অঞ্চলে যদি বেসামরিক আয়ের ক্ষতি ও দুর্ভিক্ষ প্রশমনের সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিয়া থাকে তবে সে সমস্যা সর্বপ্রথমে সমাধান করিবার দায়িত্বও একান্তভাবে তাঁহাদের। কিন্তু সে নৈতিক দায়িত্ব যথার্থ পালন করা সম্পর্কে তাঁহারা কোন আন্তরিক গরজ দেখাইতেছেন না, ইহা হৃৎখের বিষয়। যুদ্ধজনিত অবস্থায় লোকের বেসামরিক আয়ের ক্ষতি ও দুর্ভিক্ষ প্রশমন সমস্যায় বাঙ্গলা সরকারের নিজেদের পক্ষেও যে চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিবার প্রয়োজন আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এদিক দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের চেষ্টার ক্রেটি করেন নাই। দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য নির্বিচারে সকল প্রকার ব্যয় বহন করিতে গিয়া তাঁহারা এ প্রদেশবাসীর উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সরকারী বাজেটের ঘাটতি পরিপূরিত হইতেছে না। ক্রমবদ্ধিত ব্যয় ও অপরিমিত খরচের চাপে বাঙ্গলার স্বাধীনতা হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এই অবস্থায়ও বাঙ্গলার অর্থসচিব আগামী বৎসরে নতুন ট্যাক্স বসাইয়া দশ কোটি টাকা আয় বাড়াইবার সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যেসব দেখিতেছি তাহাতে দুর্ভিক্ষপ্রাপ্তি ও মহামারীবিধ্বস্ত বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে আর কোন ট্যাক্সভার বহন করা সম্ভবপর নহে। এই দুর্দিনে বাঙ্গলার লোকদিগকে যদি প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তবে যুদ্ধজনিত অবস্থার অস্বাভাবিক ব্যয়ের বেশী ভাগই এখন হইতে ভারত সরকারকে বহন করিতে হইবে। বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান আর্থিক দুর্দশায় কেন্দ্রীয় রাজকোষ হইতে ছিটেফোঁটা ৩৪ কোটি টাকা সাহায্য দিলেই চলিবে না। যে ১৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে তাহার অধিকাংশই তাঁহাদিগকে পূরণ করিতে হইবে। সেই পরিমাণ সাহায্য ও সহযোগিতা আদায়ের জন্য বাঙ্গলার মন্ত্রীরা যদি আজ একযোগে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারেন তবে ইহাতে তাঁহাদের চরম অনুপযুক্ততা ও অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে।

### নিমেরারী ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবী

ভারত সরকারের অর্থসচিব স্ত্রার জেরেমী রেইজম্যান বাঙ্গলার বর্তমান দুর্দিনে কেবল যে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য প্রদানেই উপেক্ষা দেখাইয়াছেন তাহা নহে এ প্রদেশের

অনুকূলে যুদ্ধের সময়ে নিমেরারী ব্যবস্থা পরিবর্তনের যে দাবী হইয়াছিল তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এদেশে নতুন প্রাদেশিক আয়করসমূহ প্রবর্তনের প্রাকালে স্ত্রার অটো নিমেরার ভারত সরকারের আদারী রাজস্বের কতকাংশ লোকসংখ্যা অনুপাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভিতর বন্টনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে নিমেরারী ব্যবস্থা রদবদল করিয়া ভারত সরকার আয়করের দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্য মোট অংশ হ্রাস করিয়াছেন, কিন্তু প্রদেয় টাকা প্রদেশসমূহের ভিতর বন্টন সম্পর্কে স্ত্রার অটো নিমেরার নির্দেশই এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে বিভিন্ন প্রদেশ যে হারে প্রদেয় আয়করের ভাগ পাইত এখনও তাহারা ঠিক সেই ভাবেই তাহার ভাগ পাইতেছে। কিন্তু লোকসংখ্যা অনুপাতে প্রদেয় আয়কর বিভাগ করিয়া দেওয়ার রীতি পূর্বে প্রচলিত থাকিলেও এই যুদ্ধের সময়ে আর তাহা বজায় রাখিবার কোন সমীচীনতা দেখা যায় না। যুদ্ধের চাপে এক্ষণে আসাম ও বাঙ্গলা প্রদেশের উপর দিয়া যে বিপদের ঝড় বহিয়া যাইতেছে তাহাতে এই সব প্রদেশের স্বার্থের অনুকূলে আয়কর বন্টন সম্পর্কে নিমেরারী ব্যবস্থার একটা সময়োচিত পরিবর্তন সাধন করা দরকার। বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব শ্রীমুক্ত-তুলসীচন্দ্র গোস্বামী বাঙ্গলা সরকারের বিপুল ঘাটতির কথা উল্লেখ করিয়া কিছুদিন পূর্বে এ সম্পর্কে একটা দাবীও উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রার জেরেমী রেইজম্যান এই ধরনের দাবীকে এখন পর্যন্ত আমল দিতেছেন না। তিনি তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের উপর যুদ্ধের চাপ বিভিন্ন রূপে হওয়ায় আয়কর বন্টনের নির্দ্ধারিত হার সম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সকল প্রদেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া গবর্নমেন্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, কতিপয় প্রদেশের অবস্থা অল্প কয়েকটি প্রদেশের তুলনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেও বর্তমানে আয়কর বন্টন সম্পর্কে নিমেরারী নির্দেশ পরিবর্তনের ভেতন কোন দরকার দাঁড়ায় নাই। ভারত গবর্নমেন্টের এই সিদ্ধান্তে ভারত সচিবেরও সমর্থন রহিয়াছে বলিয়া তিনি জ্ঞাপন করিয়াছেন। নিমেরারী ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কে অর্থসচিবের এই মন্তব্যের কোন যৌক্তিকতা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। যুদ্ধের সময়ে কয়েকটি প্রদেশ যে অস্বাচ্ছন্দ্য কয়েকটি প্রদেশের তুলনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। যুদ্ধের চাপে কয়েকটি প্রদেশকে যে আজ নানাদিক দিয়া গুরুভার বহন করিতে হইতেছে তাহাও তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তথাপি নিমেরারী ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া হৃৎখ প্রদেশসমূহকে আয়করের বেশী অংশ দিতে এই অনিচ্ছা কেন? ভারতসচিব আমেরী সাহেবই বা এই অনুচিত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেন কি করিয়া? বর্তমান অবস্থায় নিমেরারী ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবী আমাদের মতে খুবই সঙ্গত।

কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে এই আখ্য দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হন সেজন্য বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে সুসজ্জিত চেষ্টা শুরু হওয়া প্রয়োজন।

### ইনফ্লেশন প্রশমনের ফাঁকা আশ্বাস

গত বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ করিতে গিয়া স্মার জেরেমী রেইজ্‌ম্যান যে ইনফ্লেশনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছিলেন এবারকার বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া তিনি সেই ইনফ্লেশন দমনের কথায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশে ইনফ্লেশনের কুফল সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট সচেতন হইয়াছেন। ইনফ্লেশন প্রশমনের জন্য তাঁহারা ইতিমধ্যেই কতকগুলি বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সেই সব বিধিব্যবস্থার ফলে প্রকৃত সুফলও পাওয়া যাইতেছে। ইনফ্লেশন প্রতিরোধের জন্য সময় ঋণ মারফতে বেশী পরিমাণ অর্থ টানিয়া লওয়া দরকার। সুখের বিষয় এজন্য প্রচার-কার্য্য চালাইয়া চলতি বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় তিন গুণ বেশী ঋণ তোলাও কার্য্যতঃ সম্ভবপর হইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালের কেন্দ্রীয় হইতে চলতি ১৯৪৪ সালের জারুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দেশরক্ষা ঋণ বাবদ ১১৫ কোটি টাকা উঠিয়াছে। ইনফ্লেশন প্রশমনের জন্য নানাদিক দিয়া যে সব বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা ক্রমে ক্রমে বেশী পরিমাণে কার্য্যকরী করাই গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য। অবস্থানুযায়ী গবর্ণমেন্ট এজন্য ভবিষ্যতে নূতন নূতন দিক দিয়া নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তনেও পশ্চাৎপদ হইবেন না।

দেশে ইনফ্লেশনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া অর্থসচিব উহার প্রতিকারে যত্নপর হইয়াছেন এবং বর্তমানে বেশী পরিমাণে ঋণ তুলিতেও সমর্থ হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু ইনফ্লেশন প্রশমন সম্পর্কে ভারত সরকারের অবলম্বিত বিধিব্যবস্থাগুলির প্রশংসা করিয়া ইতিমধ্যেই উহাদের দ্বারা প্রকৃত সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি যে আশ্বাসাধার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের নিকট তাহা অর্থহীন বাঁকচাতুর্য্য বলিয়াই মনে হইয়াছে। অসার বাঁকচাতুর্য্যের পথে না গিয়া তিনি যদি দেশের পণ্যমূল্যের হার নিয়া আলোচনা করিতেন তবে এদিক দিয়া অবস্থার প্রকৃত গতি ধরা পড়িত। এদেশে যে ইনফ্লেশন-রূপ মহা অনর্থের সূচনা হইয়াছে জিনিষপত্রের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির ভিতর দিয়াই তাহা সাধারণের নিকট ধরা পড়িয়াছিল। গবর্ণমেন্ট anti inflation measures এর একটা বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইয়া ‘ইনফ্লেশন দমন করিয়া ফেলিয়াছি’ বলিয়া গর্ব করিতেছেন, কিন্তু দেশে পণ্যমূল্যের হার স্থায়ীভাবে হ্রাস পাওয়ার কোন নমুনাই আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেন্ট কোন কোন জিনিষের মূল্য কাগজেপত্রে কম করিয়া নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু ঐ দরে অনেক জিনিষই বাজারে পাওয়া যাইতেছে না। নিজেদের অভাব মিটাইবার জন্য

অনেককে পূর্বের মত চড়া দর দিয়াই তাহা চোরা বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে হইতেছে। কাজেই গবর্ণমেন্টের তথাকথিত ‘এন্টি ইনফ্লেশন মেজারসের’ ফল কার্য্যতঃ আজও তেমন কিছুই অনুভূত হইতেছে না বলা চলে।

ইনফ্লেশনের প্রতিকার সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে চেষ্টা শুরু করিয়াছেন তাহার মূলে দুইটি মারাত্মক গলদ রহিয়াছে। প্রথমতঃ ইনফ্লেশন দমনে প্রবৃত্ত হইয়াও গবর্ণমেন্ট উহার মূল কারণ দূরীকরণে কোন গরজ দেখাইতেছেন না। ব্রিটিশ সরকারকে মালপত্র জোগাইবার সুবিধার জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট ষ্টালিং সিকিউরিটির ভিত্তিতে ক্রমাগত এদেশে নোট ছাড়িয়া চলিয়াছেন। এইরূপ বেপরোয়াভাবে নোট ছাড়িবার ফলেই দেশে ইনফ্লেশন দেখা দিয়াছে। সেই কথা ভালভাবে জানিয়াও গবর্ণমেন্ট তাহার প্রতিকার সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে মালপত্র কিনিবার সুবিধার্থ কোন কোন অর্থনীতিবিদ ঐ গবর্ণমেন্টকে নিজের নামে এদেশে টাকার হিসাবে ঋণ তুলিবার কথা বলিয়াছিলেন। অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়াই সেই দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা। লোকের চাহিদা ও মুজা সম্প্রসারণের গতি এই দুইয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতেছে না বলিয়াই দেশে ইনফ্লেশন মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কাজেই ইনফ্লেশন ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করিতে হইলে জিনিষপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা একান্ত সম্ভব। কিন্তু কৃষিপণ্য বা শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট পূর্বের যেরূপ কোন আন্তরিক চেষ্টা নিয়োগ করেন নাই বর্তমানেও ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহাদের একান্ত উপেক্ষার ভাবই লক্ষিত হইতেছে। আগামী বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া অর্থসচিব ঐ বৎসরে ৬৬৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু কৃষি বা শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উহার মধ্যে এক কোটি টাকাও ব্যয় করিবার কথা নাই। অপর দিকে অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর কর বৃদ্ধি সম্পর্কে যে সব প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহার প্রতিক্রিয়ায় দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পপণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাই আমরা দেখিতেছি। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইনফ্লেশন প্রশমনের সরকারী আশ্বাস আসলে একটা ধান্নাবান্ধি বলিয়াই মনে হইতেছে।

### দুর্ভিক্ষের মৃত্যুসংখ্যা

মিঃ আমেরি কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে বাঙ্গলা দেশের মৃত্যুসংখ্যা দশ লক্ষের বেশী নহে। কিন্তু আসলে মৃত্যুসংখ্যা উহার চেয়ে অনেক বেশী বলিয়াই সাধারণের ধারণা। কিছুদিন যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক দুর্ভিক্ষজনিত কারণে বাঙ্গলার মৃত্যুসংখ্যা নির্ধারণের জন্য দশটি জেলায় তথ্যামুসন্ধানের কার্য্য চালান হইতেছিল। তন্মধ্যে ৮টি জেলার তথ্যামুসন্ধানের কাজ শেষ হওয়ায় তৎসম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কে পি চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, স্বাভাবিক সময়ে বাঙ্গলার মৃত্যুহার বৎসরে হাজারকরা ৩০; কিন্তু নমুনা হিসাবে যে তথ্যামুসন্ধান-কার্য্য চালান হইয়াছে তাহার কলাকল হইতে দেখা গিয়াছে যে, এই মৃত্যু হার বৃদ্ধি পাইয়া হাজারকরা ৮৫ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাঙ্গলার কমবেশী দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহাকে অতিশয়োক্তি বলা যায় না। সেই হিসাবে সমগ্র বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের ফলে ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আরও জানাইয়াছেন যে, শিশু মৃত্যু সর্বাপেক্ষা অধিক, স্থল-বিশেষে উহা সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ। বয়স্ক জ্বীলোকের তুলনায় বয়স্ক পুরুষের মৃত্যুসংখ্যা বেশী। অল্প প্রকোপের অঞ্চলেই পুরুষের মৃত্যু হার নারীর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, অধিক প্রকোপের এলাকায় ইহা আরও বেশী।

ব্যাপারটির গুরুত্ব এবং এসম্পর্কে সরকারী উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ এ-সম্পর্কে যে তৎপরতা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই দেশবাসীর ধন্যবাদী। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তদীয় হিসাবের নির্ভুলতা দাবী করেন নাই; তবে বংশাবলীর বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া যে পদ্ধতিতে তথ্যামুসন্ধানের কাজ চালান হইয়াছে তাহাতে চৌকিদার বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের মারফৎ জন্মমৃত্যুর হিসাব সংগ্রহ করিবার যে সরকারী পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে তাহা অপেক্ষা ভুল অনেক কম হইবার সম্ভাবনা। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মিঃ বাটলার অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত হিসাব নির্ভরযোগ্য নয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ বাটলার বা আমেরি যাহাই বলুন, দেশ-বিদেশের লোকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টকে প্রামাণ্য তথ্য হিসাবেই গ্রহণ করিবে। গবর্ণমেন্ট যদি এই সংখ্যা ভুল বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন তবে তাঁহাদের উচিত একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়া উহার কলাকল সাধারণে প্রকাশ করা।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

এবারও আমরা সর্বপ্রায়ে আরাকান রণাঙ্গনের কথা বলিব। সেখানে আধুনিক যুদ্ধের মাপকাঠিতে ছোটখাট যুদ্ধ হইলেও ঘটনাস্থল আমাদের ঘরের কাছে বলিয়াই আমাদের নিকট, উহার গুরুত্ব বেশী। গত সপ্তাহে মিত্রপক্ষীয় সামরিক মহল হইতে সবিস্তারে জানান হইয়াছে যে, আরাকান রণাঙ্গনে জাপানীদের একটি বড় রকমের পরাজয় হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে চতুর্দশ বাহিনীর বাউলি-মংদ অভিযানের যোগাযোগ পথ ছিন্ন করিয়া বিপক্ষকে একেবারে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে আট হাজার জাপ সৈন্য সহসা প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। পঞ্চম আশ্বিন যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মিত্রপক্ষের সৈন্যরা বিভক্ত হইয়া জাপ বেড়াঙ্গালে আটক পড়িয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন হইয়াও প্রবল প্রতিরোধ যুদ্ধ চলাইয়া জাপ অভিযান বিলম্বিত করিতে থাকে। ইতিমধ্যে উত্তর দিক হইতে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী আসিয়া জাপ বাহিনীকেই পান্টা বেড়াঙ্গালে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। ফলে জাপানীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। এভাবে জাপানীদের বন্দী ও হতাহতের সংখ্যা চার হাজারের অধিক হইয়াছে। আরাকান অঞ্চলের সর্বত্র ব্রিটিশ ও ভারতীয় বাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে। মিত্রপক্ষের এই সামরিক সাফল্যের মূলে রহিয়াছে বিমান আধিপত্য। অবরুদ্ধ সৈন্যদের শৃঙ্খল হইতে রসদ সরবরাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিপক্ষের শিবির ও সৈন্য সমাবেশের উপর ঘন ঘন আক্রমণ ও বার বার বিপক্ষের বিমান হানা ব্যর্থ করিয়া দিয়া মিত্রপক্ষ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে যে বিমানবলে জাপানীদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী তাহার প্রমাণ দিয়াছে। বিমান প্রাধান্য না থাকিলে আরাকানে মিত্রপক্ষকে গত বৎসরের স্থায় একটা বড় রকমের বিপর্যয় স্বীকার করিতে হইত।

আলোচ্য সপ্তাহে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের হেড-কোয়ার্টাসের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, মার্কিন বাহিনী বিসমার্ক সাগরের উত্তর প্রবেশমুখে এডমিরালিটি দ্বীপপুঞ্জ সাফল্যের সহিত অবতরণ করিয়াছে। নিউগিনিকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরাট চক্র-

গতি আরম্ভ করা হইয়াছিল এডমিরালিটিতে অবতরণ তাহারই শেষ অধ্যায়। ইহার ফলে সোলোমনে যে জাপ সৈন্য আটক পড়িয়াছে তাহা বাদ দিয়াই প্রায় পঞ্চাশ হাজার জাপানী এখন অবরুদ্ধ হইল বলিয়া মিত্রপক্ষ দাবী করিতেছে।

সোভিয়েট বাহিনী পশ্চিমের উপকণ্ঠে পৌছিয়া গিয়াছে। এই বাটির পতন হইলে সমগ্র বাণ্টিক অঞ্চলে জার্মানবাহিনীর পক্ষে আর তিষ্টিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। ওদিকে নার্সার অবস্থিত জার্মান বাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং সোভিয়েট বাহিনী এক্ষণে ফিনল্যান্ড উপসাগরে পৌছিয়া গেল। দক্ষিণে খেরসেনের দিকেও লাল ফৌজ আগাইয়া চলিয়াছে। এদিকে মস্কো রেডিও মারফৎ সরকারী সূত্রেই প্রকাশ যে, ফিনল্যান্ড ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতির সন্ধাদি আলোচিত হইতেছে। বুলগেরিয়াও যুদ্ধ হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টায় আছে বলিয়া এক সংবাদ আসিয়াছে।

ইতালীতে আনজিও রণাঙ্গনে প্রত্যাশিত জার্মান পান্টা-আক্রমণ (তৃতীয়বার) আরম্ভ হইয়াছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, তট-মুখের সর্বত্র জার্মানদের তীব্র চাপ বৃদ্ধি পাইলেও যুদ্ধের গতি মোটামুটি মিত্রপক্ষের অনুকূলেই যাইতেছে।

কারারুদ্ধ কস্তুরবাই গান্ধীর মৃত্যু লটয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের এজেন্ট জেনারেল স্তার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী বোধ হয় অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। তাই ওয়াশিংটনে তিনি গান্ধীপত্নীর মৃত্যু সম্পর্কে সরকারী সাফাই গাহিতে গিয়া এই বলিয়া আন্দাজে ঢিল ছুঁড়িয়া বসিয়াছেন যে, ভারত সরকার কস্তুরবাই গান্ধীকে যথাসময়ে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিই কারা-মুক্ত হইতে রাজী হন নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী তাঁহার মাতার মৃত্যু সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তদুপে জানা যায়, গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে কখনও এরূপ প্রস্তাব করা হয় নাই। কাহার কথা দেশের লোকে বিশ্বাস করিবে? স্তার

গিরিজাশঙ্করের উক্তি, না দেবদাস গান্ধীর কথা? যে সময়ে বিশ্বজ্ঞ ফ্যাসিষ্ট নেতা অসওয়াল্ড মোজলের জীবন বিপন্ন হইবার ভয়ে তাঁহাকে ব্যাধিমুক্তির সুযোগ-সুবিধার জন্য মুক্তি দেওয়া গেল, সেই সময়ে ভারতের এক মহীয়সী নারীকে কি কারণে জীবন-সংশয় জানিয়াও যথাসময় ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। মার্কিন জনসাধারণের কাছে সেই সুস্পষ্ট তুলনাকে সত্ত্ব তৈরী কৈফিয়তের ছদ্ম-আবরণে একটু মোলায়েম করিয়া দেখাইবার জন্যই কি স্তার গিরিজাশঙ্করের উপরোক্ত প্রয়াস?

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সর্বদল সম্মেলনের উদ্বোধন-আয়োজন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা মন্তব্য জানাইতে গিয়া ভরসার অভাবের কথা বলিয়াছিলাম। শেষ পর্যন্ত ঐ সম্মেলনের তোড়জোড় মাঝপথে বন্ধ করিতে হইল। অবশ্য সর্বদল সম্মেলন পরে আর হইবে না এমন কথা আমরা বলিতেছি না। তবে আপাততঃ অমরূপ সম্মেলনের কোনপ্রকার আয়োজন আছে কি? যে জন্য সকল দলের একস্থানে সমবেত হওয়ার কথা উঠিয়াছিল লর্ড ওয়াভেলের প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতায় সেই আপোষ-সীমান্সার আশাভরসা চূর্ণ হইয়া যায় নাই কি? লর্ড লিনলিথগো'র আমলের অমূল্যত শাসন-নীতির কোন পরিবর্তন লর্ড ওয়াভেলের আমলে হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় সর্বদল সম্মেলনের আহ্বান বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি?

কি কক্ষেণে কংগ্রেসের “প্লোগান” অমুকরণ (অমুসরণ নহে) করিয়া মুসলীম লীগের করাচী অধিবেশনে মিঃ জিন্নাও তারফরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন “সরিয়া পড়।” বলা বাহুল্য এরূপ হঠকারিতার পরে এতদিন মিঃ জিন্না বাঁহাদের কাছে প্রয়োজনের পুতুল ছিল তাহারা আর নীরব ও নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকিতে পারেন না। ভারতের বর্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড ওয়াভেল তাঁহার সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতায় মিঃ জিন্নার এতদিনের রাঙা বেলুন কাটাইয়া- (১০০৫ পৃষ্ঠার ৫৫৮)

## ভারত সরকারের বাজেট

অর্থসচিব স্মার জেরেমী রেইজম্যান গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন এবং ঐ সঙ্গে চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালের সংশোধিত বরাদ্দও তিনি পেশ করিয়াছেন। ঐ সব বাজেট বরাদ্দের ভিতর এই অনুমিত দেশে লোকের আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য গবর্ণমেন্টের কোন সুচিন্তিত প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাযুদ্ধের রাজস্বয় যজ্ঞ চালাইতে গিয়া ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট ট্যাক্স, ঋণ ও ঘাটতির পাপচক্রে ফেলিয়া ভারতের মত দরিদ্র দেশকে কিভাবে ক্রমাগত নিষ্পেষণ করিতেছেন—সে শোচনীয় দৃশ্যই এ সমস্তের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালের প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দে ২৫৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অঙ্ক ধরিয়া অর্থসচিব যুদ্ধের সময়ে এদেশের সরকারী ব্যয়বহর আর বাড়িবে না বলিয়া আশা দিয়াছিলেন। সেই আশা ব্যর্থ করিয়া দিয়া তিনি চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে ঐ তুলনায় ৮৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় বরাদ্দ ধরিয়াছেন। এবৎসর ২৫৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বেশী আয়ের সম্ভাবনা নাই। কাজেই ১৯৪৩-৪৪ সালে শেষ পর্যন্ত রাজস্ব খাতে ৯২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালে মোট আয়ের পরিমাণ বরাদ্দ করা হইয়াছে ২৮৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। অপরদিকে ঐ বৎসর ভারত সরকারের মোট ব্যয় বাড়িয়া ৩৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিতেছেন। কাজেই আগামী বৎসরেও বাজেটে ৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ঘাটতি থাকিয়া যাইবে।

১৯৪৩-৪৪ সালের সংশোধিত আয়-ব্যয় আলোচনা করিলে দেখা যায় এ বৎসর আয়কর দফায় প্রথমে যেস্থলে ১০২ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিয়াছিলেন সেস্থলে প্রকৃত আয় ১৬৮ কোটি টাকা হইবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত মুনাফা-করের দফায় মোট আয়ের বরাদ্দ ছিল ৪০ কোটি টাকা। এক্ষণে তাহা বাড়িয়া ৬২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে

বলিয়া মনে হইতেছে। ব্যয়ের দিকে প্রথমে মোট বরাদ্দের বেশীরা ভাগ ছিল সমর ব্যয়। সংশোধিত হিসাবে বাড়তিটাও প্রধানতঃ এই দিক দিয়াই ঘটিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে রাজস্বের হিসাবে ১৮২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ও মূলধন বিনিয়োগ খাতে (capital account) ১৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা মিলাইয়া সামরিক বিভাগ বাবদ মোট ১৯৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এক্ষণে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ৩০০ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। রাজস্ব খাতে ও মূলধন বিনিয়োগের খাতে ঐ দিক দিয়া ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২৬২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ও ৩৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। অর্থ-

| ভারত সরকারের বাজেট<br>(কোটি টাকা হিসাবে) |                            |                    |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|                                          | ১৯৪৩-৪৪<br>(সংশোধিত হিসাব) | ১৯৪৪-৪৫<br>(বাজেট) |
| সাধারণ বিভাগ-                            |                            |                    |
| সমূহের ব্যয়                             | ৮৪.২৯                      | ৮৬.৫৭              |
| সামরিক ব্যয়                             | ২৬১.৬৪                     | ২৭৬.৬১             |
| মোট ব্যয়                                | ৩৪৫.৯৩                     | ৩৬৩.১৮             |
| মোট আয়                                  | ২৫৪.৫০                     | ২৮৪.৯৭             |
| ঘাটতি                                    | ৯২.৪৩                      | ৭৮.২১              |

সচিব জানাইয়াছেন, সামরিক সরঞ্জামের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ ও গত জুলাই হইতে ভারতীয় সৈন্যদের রসদ সম্পর্কে অধিকতর সুব্যবস্থা করার দরুণ চলতি বৎসরে সামরিক ব্যয় বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া বিমান বাহিনীর কতক খরচপত্র নূতন করিয়া ভারতীয় সমরব্যয়ের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করাতেও এবার ঐদিক দিয়া বরাদ্দ বাড়িয়াছে। বিমান বাহিনী প্রসারণের খরচপত্র ভারতের উপর চাপানো সম্ভব কিনা তাহা স্থির করিতে না পারায় গত বৎসর বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে অর্থসচিব তৎসম্পর্কে বিবেচনা মূলতঃই রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি জানাইয়াছেন, বিমানবহরের যে প্রসার সাধন করা হইয়াছে ভারত রক্ষার জন্য তাহা প্রয়োজন বলিয়া সৈন্য বিভাগের কর্তারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অভিমত অনুসারে তৎবাবদ খরচপত্রও সংশোধিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অনুরূপ কারণে

এদেশে এরোডোম নির্মাণের ব্যয়ও অনেকাংশে ভারত সরকারের বাজেটে মূলধন বিনিয়োগ খাতে ধরা হইয়াছে। সমর সরঞ্জামের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সমরব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে তাহার গুরুভার বহন করিতেই হইবে, কিন্তু এদেশে বিমানবাহিনী প্রসারের যাবতীয় খরচ গবর্ণমেন্ট যেভাবে ভারতবাসীর উপর চাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া পারি না। সামরিক ব্যয় সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত ভারত সরকারের যে চুক্তি হইয়াছে তদনুসারে ভারতের বাহিরে ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধোদ্যমের যাবতীয় খরচই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বহন করিবার কথা। ভারতকে ঋণী হিসাবে গ্রহণ করিয়া মিত্রপক্ষ বর্তমানে ব্রহ্মদেশ অভিযানে প্রস্তুত হইতেছেন। সেই অভিযানের জন্যই ভারতবর্ষে বর্তমানে বিমান-বাহিনী প্রসারণে ও বিমানঘাটি নির্মাণে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইতেছে। কাজেই এই ধরনের খরচপত্র ভারতের উপর না চাপাইয়া মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধোদ্যম হিসাবে তাহার ব্যয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ও মার্কিন গবর্ণমেন্টের পক্ষেই বহন করা সম্ভব। ভারত গবর্ণমেন্ট সে ভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া বেরূপ বেপরোয়াভাবে এই দরিদ্র দেশের সামরিক ব্যয় বাড়াইয়া চলিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। সাধারণ বিভাগসমূহের জন্য চলতি বৎসরের হিসাবে প্রথমে ৭৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল, সংশোধিত বরাদ্দে তাহা বাড়াইয়া ৮৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে যে সমস্ত লোক এদেশে আসিয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেন্ট ২ কোটি টাকা অধিক ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ প্রশমনের সাহায্যার্থে কেন্দ্রীয় সরকার ৩ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই সব ব্যবস্থার ফলেই সাধারণ ব্যয় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদিগকে সাহায্য দিতে গিয়া ও দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গলার লোক-দিগকে রিলিফ দিতে গিয়া এইভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে কোন আপত্তির কারণ নাই। বাঙ্গলার বর্তমান বিপদে হুঃস্থ জনসাধারণের জন্য নানাদিক দিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে

# ভেজালের অভ্যাস

[ জীবরদা দত্তরায় ]

বাঙ্গালীর খাদ্যভাব দিন দিন যেভাবে জটিল হইয়া উঠিতেছে, ঠিক সেইভাবে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার মধ্যে ভেজালও প্রবেশ করিতেছে ভীষণভাবে। বাঙ্গালীর খাদ্যের প্রধান প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে ভেজালের প্রভাব প্রমাণ করিবার জন্য পুষ্টি-পত্র ঘাটিয়া নজীরের অনুসন্ধান করিতে হয় না। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবনতি যে-ভাবে দ্রুতগতিতে চলিয়াছে তাহাতে যেকোন চক্ষুস্থান ব্যক্তি হয়ত একথা স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালীর দৈনন্দিন আহাৰ্যের মধ্যে এমন কোন প্রাণ-শক্তি থাকে না যাহা দ্বারা বাঙ্গালীর দেহ পুষ্ট ও সবল হইয়া উঠিতে পারে। ভেজালহীন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিলে হয়ত বাঙ্গালীর সাধারণ স্বাস্থ্য সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতাও জন্মিত। কিন্তু বৎসর বৎসর বাংলা দেশে ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর, আমাশয় ইত্যাদি ব্যাধি যেভাবে গ্রামের গর গ্রাম উজাড় করিয়া জনাকীর্ণ জনপদকে নির্জ্বল শ্মশানে পরিণত করে,— বাঙ্গালীর দেহকে জীবন্ত কঙ্কালে পরিণত করে তাহাতে সহজেই অনুমান হয় যে, বাঙ্গালীর খাদ্যদ্রব্যে এমন কোন শক্তিমান বস্তু থাকে না, যাহা দ্বারা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের পোষণ ও রক্ষণ হইতে পারে। এই ভয়ানক পরিণতির কারণ হিসাবে বাংলার দৈনন্দিন আহাৰ্য-বস্তুকে দায়ী করিলে চলিবে না। কারণ, বাঙ্গালী নিত্য যাহা খায় এবং নিত্য যাহা পান করে, তাহা তাহাদের স্বাভাবিক খাদ্য। স্বাভাবিক খাদ্য এই হিসাবে বলিলাম যে, এই জাতীয় খাদ্য খাইয়া আধুনিক বাঙ্গালীর বাপ-পিতামহ সুস্থ ও সবল দেহে দীর্ঘজীবী হইয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালীর দেহও ঐ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের জন্য। সুতরাং বাঙ্গালীর নিত্যকার খাদ্য, ডাল, ভাত, শাক, মাছ, ডিম, দই, দুধ ইত্যাদিকে বৈজ্ঞানিক যুগের balanced diet (পরিমিত খাদ্য) নয় বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আজও পাড়াগাঁয়ে ২১১টি অশীতিপর বৃদ্ধ দেখা যায়, যাহারা জীবন-ভরা এই জাতীয় খাদ্যাদি খাইয়াই জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি সুস্থ ও সবল দেহে কাটাইয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে

সঙ্গে বাংলার মিঠা জল-বায়ুকেও দোষ দিলে চলিবে না। কারণ এ দেশে অবাকালী যাহারা তাহারা এই জল-বায়ুর মধ্যে বাস করেন, তাহাদের দেহের ওজন দেখা যায় গড়ে দেড় মণ,—অথচ বাঙ্গালীর ওজন গড়ে এক মণের উপর উঠিতে চায় না। শুধু তাই নয়, বাঙ্গালী দিন দিন দৈর্ঘ্যও কমিতে আরম্ভ করিয়াছে, ছয় ফিট উঁচু বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প, ৪০ ছাতির মাপ বাঙ্গালীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালীর এই ক্রমক্ষয়িষ্ণু স্বাস্থ্যের কারণ খুঁজিতে হইলে হয়ত খুব বেশী দূর যাইতে হয় না। বাঙ্গালীর বর্তমান খাদ্য একশত বৎসরের পূর্বকার খাদ্যের অনুরূপ হইলেও বাঙ্গালীর খাদ্যের গুণের ভারতম্য ঘটিয়াছে। কারণ বাঙ্গালী ইদানীং যাহা খায় তাহার অধিকাংশই ভেজাল অধ্যুষিত এবং প্রাণশক্তি (Vitamin) বিহীন। আজকালকার কন্ট্রোলার কঁকর-বালি ও পাথর মিশান চাউলের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু ৩৪ বৎসর পূর্বের বাঙ্গালী কলেছাটা যে চাউল খাইত, তাহাতে কোন রকম প্রাণ-শক্তি নাই বলিলেও চলে। তদুপরি বাঙ্গালী ভাতের মাড় ফেলিয়া দেয়, তাহাতে কলেছাটা চাউলে যে প্রাণ-শক্তিটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহাও বাহির হইয়া যায়। আজকালের উজান হাওয়ায় বাঙ্গালীদের শতকরা আশী জন লোকই এই জাতীয় বাবু-ভোগ্য চাউল ব্যবহার করিয়া থাকে। ফলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবনতি হইবে না কেন? বাঙ্গালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য তেল ও ঘি। সরিষার তেল বাঙ্গালীর সর্বজনীন খাদ্য। কিন্তু ইহা বাঙ্গালীর সর্বজনীন খাদ্য হইলেও তেল আসে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে এবং এই তেলও পূর্বকার মত বলদ-টানা ঘানির তেল নহে। বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান খাদ্য চাউল যেমন কলে পরিশ্রুত হইয়া আসে তেলও তেমনি কলে পিষ্ট হইয়া পরিশ্রুত হইয়া আসে। ফলে বাঙ্গালী দেহে আসিয়াছে বেরী-বেরী নামক জ্বরজ্বর এবং জ্বররোগ্য শোথ রোগ। বেরী-বেরী রোগের মূল কারণ যে ভেজাল তেল একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। একই স্থানে হয়ত দুইটা বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী পরিবার বাস করিতেছে।

কিন্তু বাঙ্গালী পরিবারকে বেরী-বেরী রোগ-জ্বালা হইতে দেখা যায়,—অথচ এক স্থানে বাস করিলেও অ-বাঙ্গালী পরিবারে বেরী-বেরী দেখা যায় না। বাঙ্গালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য ঘি। যাহারা একটু সঙ্গতিপন্ন তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঘি ব্যবহার করেন। কিন্তু সে কোন ঘি—সে কথা বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে গেলেই সর্বনাশ।

কিছু দিন পূর্বে বড় বড় হরফে দেওয়াল-বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম, ‘ঘিএর ভিতর সাপের চর্বি—সাবধান।’ কথাটা পড়িয়া চিন্তা করিলে ভয় হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু একথা সত্য যে, বায়ু-শূন্য টানে সংরক্ষিত গালা মোহর করা আবদ্ধ কোটার ঘি ছাড়া বাঙ্গালীর অধিকাংশ ঘি-ই ভেজাল মিশান। এই ভেজালের উপাদানে সস্তায় ঘাসের ঘি (যাকে ইদানীং বনস্পতি বলা হয়) থাকিতে পারে, রাসায়নিক দ্রব্যাদি যথা টেলো ও ভেসেলিন (Tallow, Vaseline) থাকিতে পারে কিংবা নানা প্রকার চর্বিও থাকিতে পারে। সামান্য একটু হলুদের রং ও রাসায়নিক গন্ধ মিশাইলেই ঐ সব চর্বি একবারে ‘গোপাল’ মার্কা ঘি হইয়া যায়। ঝি-ঠাকুরের মারফৎ ঐ সব ঘি বাবুরা আনাইয়া লুচি, পরোটা, হালুয়া ইত্যাদি তৈয়ার করান, খাবারের দোকানের নানা জাতীয় মিষ্টান্ন তৈরী হয়। পূজা পার্বণে, বিবাহে ঐ সব ঘিএর ছড়াছড়ি দেখা যায়। অথচ ঐ সব ঘিএর এমন কোন পদার্থ নাই যাহা দ্বারা মানুষের দেহের পোষণ ও বর্দ্ধন হইতে পারে। তারপর দুধ ও দৈ-এর কথা না বলিলে চলে না। বাংলার কোন সহরেই দুধ সুরাপ্য নহে, যুদ্ধের পূর্বেও ছিল না, এখনও নহে। এই কলিকাতা সহরে যুদ্ধের পূর্বেও সাদা জল হইলেই চারি আনা সের দরে বিক্রয় হইয়াছে। অল্প দিকে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, গোয়াল দশ বাড়ীতে দুধ জোগান দিয়া আসিলেও তাহার ভাড়ের দুধ কমে নাই। শত বৎসর পূর্বে হইলে ইহা হয়ত “কৃষ্ণের কৃপা” বলিয়া মনে করা যাইত; কিন্তু বর্তমান যুগে ইহার ব্যাখ্যা অন্তরূপ। গোয়াল এক এক বাড়ীতে যেমন দুধ জোগান দেয় তেমনি সে রাস্তার কল হইতে জল লইয়া তাহা পূর্ণ করিয়া রাখে। ফলে



আধ মণ ছুধের দশ সের ছুধ বিক্রী হইলেও ছুধ কমে না। অথচ এই ছুধ রোগী-ভোগী, শিশু-বৃদ্ধের নিত্য প্রয়োজনীয় ও অতি দরকারী ষাণ্ড। ছুধের বদলে এই সাদা জলে মানুষের দেহের কতখানি পুষ্টি হইতে পারে, ইহা শুধু বিবেচ্য নহে,—কঠোর নিয়ম ও স্বাধীন আনা প্রয়োজন।

ব্যাপার এইখানেই শেষ হয় নাই। এই জাতীয় ভেজালের অত্যাচার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন সুস্পষ্টভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, বাজার প্রচলিত পেটেন্ট ঔষধাদিতেও ভেজাল চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর আর এন্ চোপারার অধীনে ঔষধাদির গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে যে এক অনুসন্ধান-কমিটি বসিয়াছিল, তখন তাহারা ১৪০০ (চৌদ্দ শত) দেশী ও বিদেশী পেটেন্ট ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। উক্ত পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে বাজারে প্রচলিত পেটেন্ট ঔষধের শতকরা পঞ্চাশটি ঔষধই যে রোগের এবং যে অবস্থার ঔষধ বলিয়া বিজ্ঞাপিত, তাহাতে ঐ রোগ আরোগ্যকারী শক্তি নাই অর্থাৎ সোজা কথায় ইহাকেও ভেজাল বলা চলে। ভারত-বর্ষ বিদেশীর চোখে 'সোণার ভারত' হইলেও ভারতবাসী যে দরিদ্র এ কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। দরিদ্র ভারত-বাসী যেহেতু দরিদ্র এবং অজ্ঞান-অনুশন-ব্লিষ্ট সেইহেতু ইহাদের আধি-ব্যধিও বেশী। ইহারা তখনই ঔষধ খায়, যখন যমে ও মানুষে বাজী রাখিয়া দড়ি টানাটানি করে এবং সেই ঔষধের দামও তাহারা দেয়, হয় ধোঁরাকীর চাউল বিক্রী করিয়া অথবা সোণার গহনা বাঁধা দিয়া। সুতরাং এ অবস্থায় যদি ঔষধের শতকরা ৫০টিও ভেজাল অথবা কৃত্রিম হয় তাহা হইলে এই হতভাগ্যেরা দাঁড়াইবে কোথায় তাহা বিবেচ্য ও চিন্তনীয়। কিন্তু এ সব বিষয় কেবল চিন্তা করিলেই চলিবে না, ইহাদের আশু প্রতিকারেরও প্রয়োজন।

কিন্তু প্রতিকার করে কে? সরকার নির্দেশিত কর্পোরেশন কিংবা মিউনিসিপালিটি নিয়োজিত ষাণ্ড-পরীক্ষক বা Sanitary Inspector নামধেয় ব্যক্তির এদেশে কোন অভাব নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বাস্থ্য ও ষাণ্ডপরীক্ষকজাতীয় ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ব্যাস-পরিধিতে যেভাবে বাড়িতে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের এলাকার জনসাধারণের স্বাস্থ্য মোটেই সেইভাবে বৃদ্ধি পাইতে দেখা

যায় না। এই ব্যাপারের মূল কোথায় এবং এই সমস্তার সমাধান কোথায় তাহা ভাবিবার আজ সময় আসিয়াছে। অল্পহীন, স্বাস্থ্যহীন, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের উপর যদি আবার এইভাবে ভেজালের অত্যাচার চলে তাহা হইলে ইহাদের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। আজ যাহারা বাংলার দুর্গভদের সেবা করিবার ভার লইয়াছেন, তাহারা যদি এ বিষয়ে নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে হয়ত এ ব্যাপারের

অনেকটা সুরাহা করতে পারে। অন্তর্গত ভেজাল যেভাবে এদেশের রাস্তায় হইতে রোগশয্যা পর্যন্ত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে এখন হইতে ইহার প্রতিকার না হইলে হয়ত বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য আস্তে আস্তে একবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। সময় থাকিতে প্রতিকার হইলে হয়ত ইহার পুনরুদ্ধার হইতে পারে, অল্পখা খবস ছাড়া ইহার আর কোন পতি আছে বলিয়া মনে হয় না।

# ইহাউজ

## নাসিওরেজ

বাংলার লবণে

বাংলার অভাব দূর হউক!

## শেয়ার বিক্রয়ার্থ

ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

## বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ

হেড অফিস :—৬ ও ৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কারখানা—আচার্য রায়নগর, কাঁচি সমুদ্রতীর

বাংলা সরকারের কাঁচি ও তামলুক কেন্দ্রের লবণের এজেন্ট  
কেন্দ্রীয় সরকারের লবণ বিভাগের শুদ্ধ-রহিত লবণের মনোনীত পরিবেশক

বাংলার বৃহত্তম কারখানা, অধিকতম উৎপাদনে

বাজারের সর্বশ্রেষ্ঠ লবণ

ডিভিডেণ্ড প্রদানে শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে

[“এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এতৎসম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, এই সম্ভাবিত দানের দ্বারা ভারত সরকার ইহাদের কোন পরিকল্পনার অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা অথবা তৎসম্পর্কে প্রাপ্ত কোন বিবৃতি বা মতামতের যথার্থতার কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।”]

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য

এজেন্ট আবশ্যিক।

## সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :—১৩৯৭ অফিস

—১৫৯২ ক্যাষ্টারী

টেলিগ্রাম—“চীনাঘাট”

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল স্যাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### সজী চাষ সম্পর্কে আউনাল জারীর সুপারিশ

গত সপ্তাহে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সহরের অনাবাদী জমিতে শাকসজী জমাইবার জন্য জমির মালিকদিগকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে আউনাল জারী করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট আবেদন করা হউক। আউনাল জারী করিয়া প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা শিথিল করিলে কলিকাতায় অন্ততঃ দুই হাজার একর পরিমিত জমিতে শাকসজী উৎপাদন করা যাইবে। সহরের পূর্বদিকে যে বিস্তীর্ণ অলাভূমি আছে, বাধ নিশ্চারণ করিয়া উহা আবাদযোগ্য করিলে উহাতে বৎসরে ১ কোটি মূল্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। কর্পোরেশনকে অর্থ সাহায্য করিলে উহার সাড়ে তিন হাজার বিঘা জমিতে কৃষিকাৰ্য্য করিতে পারেন।

### বিভিন্ন দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত মূল্য জানাইবার ব্যবস্থা

বিভিন্ন দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ মূল্য জানাইবার জন্য সম্প্রতি গভর্নমেন্ট একটি ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২১৪নং সোয়ার সাফুলার রোডে অসাধারণিক সরকারি বিত্তাঙ্গের কন্ট্রোলার জেনারেলের অফিসে বেলা ১১টা হইতে ১টা এবং ২টা হইতে ৫টার মধ্যে ব্যবসায়ীরা গিয়া অতুলকান করিলেই বিশেষভাবে নিযুক্ত ইনস্পেকশন অফিসারের নিকট হইতে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যসমূহের সর্বোচ্চ মূল্য জানিতে পারিবেন।

### হোটেল ও লজিং হাউস নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন

বাল্যার গভর্নর ভারতরক্ষা বিধানের ৮১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেঙ্গল হোটেল ও লজিং হাউসেস অর্ডার নিম্নোক্তরূপে সংশোধন করিয়াছেন:—

কোন হোটেলের ম্যানেজার বা লজিং হাউসের মালিক যদি তাঁহার হোটেল বা লজিং হাউসের কোন ঘরের দখলকারীকে উচ্ছেদ করিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকে কন্ট্রোলারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। কন্ট্রোলার তখন আবেদনকারীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে দখলকারীর কি বলিবার আছে তাহা জানাইবার সুযোগ দিবেন এবং দখলকারীর বক্তব্য শুনিবার পর তিনি যদি বোঝেন যে, চুক্তির সময়ের মধ্যে দখলকারী চার্জ মিটাইয়া দেন নাই অথবা চুক্তি না থাকিলে যে মাসের চার্জ সেই মাসের পরবর্তী মাসের ৭ দিনের মধ্যে মিটাইয়া দেন নাই অথবা দখলী কারীর আচরণ যদি হোটেল বা লজিং হাউসের অন্তর্গত দখলকারীর বিরক্তির কারণ হয় অথবা

দখলকারী দুই মাসের অধিককাল হোটেল বা লজিং হাউস হইতে অনুপস্থিত থাকেন বা ঘর কেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে কন্ট্রোলার উক্ত দখলকারীকে ঘর খালি করিয়া দিবার জন্য আদেশ দিবেন। তবে ১৯৪৪ সালের ২রা মার্চ তারিখের পূর্বে যে চার্জ পাওনা হইয়াছে দখলকারী যদি ঐ তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে তাহা মিটাইয়া দেন তাহা হইলে চার্জ অনাদায়ের চুক্তিতে উচ্ছেদের আবেদন করা চলিবে না। ম্যানেজার অথবা মালিক যদি চার্জ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে দখলকারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কন্ট্রোলারের নিকট চার্জের টাকা জমা দিতে পারেন। কোন হোটেল বা লজিং হাউসের স্বত্ব বা পরিচালনাতার যদি হস্তান্তরিত হয় তবে হস্তান্তর হইয়াছে বলিয়াই তাহা উচ্ছেদের কারণ হইবে না। যে বাড়ীতে হোটেল বা লজিং হাউস অবস্থিত সেই বাড়ী হস্তান্তরিত হইলে তাহার প্রত্যেক ঘরের দখলকারীকে অন্ততঃ এক মাসের নোটিশ দিতে হইবে।

### ধান চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

১৯৪৩-৪৪ সালের সমগ্র ভারতে ধান চাষ এবং চাউল উৎপাদন সম্পর্কে যে চূড়ান্ত সরকারী

হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসর ৭ কোটি ৯৯ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছিল এবং ৩ কোটি ৬ লক্ষ ৩ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে ৭ কোটি ৫১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছিল এবং চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯০ হাজার টন।

### তুলা চাষের ৪র্থ পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

সমগ্র ভারতে তুলা চাষ সম্পর্কে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী যে ৪র্থ পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে তুলা চাষ হইয়াছে এবং ৪৯ লক্ষ ৩৪ হাজার গাইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আবাদের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ এবং উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

### পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের উদ্ভূত বাজেট

গত শুক্রবার পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ-সচিব ভার ননোহরলাল ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট পেশ করেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে রাজস্ব খাতে

গ্রাম—“যথের ধন”

ফোন—ক্যাল ৩৭৩৪

## হাজারাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা

শাখা সমূহ—

|            |               |                   |
|------------|---------------|-------------------|
| কলিকাতা    | মেদিনীপুর     | হরিগঞ্জ (আসাম)    |
| বড়বাজার   | শালবামি       | খুলনা             |
| মাণিকতলা   | বালিচক        | মীরকাশিম          |
| শিয়ালদহ   | বাকুড়া       | কৃষ্ণনগর (নদীয়া) |
| বালীগঞ্জ   | বিষ্ণুপুর     | বাগেরহাট          |
| শ্রীমবাজার | গড়বেতা       | পাটনা             |
| বর্তমান    | তেজপুর (আসাম) | রাঁচি             |

### আমানতী টাকার উপর সুদের হার

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| চলতি হিসাব             | ... | ১% বার্ষিক |
| সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট | ... | ৩% "       |
| ফিক্সড ডিপোজিট এক বৎসর | ... | ৪% "       |
| দুই বৎসর               | ... | ৫% "       |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাল সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে।

### প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| ৮ বৎসর প্রতি মাসে ১% হিসাবে জমা দিলে            |  |
| ১০ বৎসর পরে ১৪০% টাকা পাইবেন।                   |  |
| ৮ বৎসর বাবৎ প্রতি মাসে ৫০% টাকা হিসাবে জমা দিলে |  |
| ১০ বৎসর পরে ৭০০% টাকা পাইবেন।                   |  |

আয়করহীন শতকরা ৫% ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

মাল, মিলিটারী ও গভর্নমেন্ট বিল, জি. পি. নোটস্ এবং বাজার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

কালীচরণ সেন,  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

মোট ১৯ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা আর এবং ১৫ কোটি ৭৮ লক্ষ ব্যয়বরাদ্দ ধার্য করা হইয়াছে। চলতি বৎসরে মোট ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা উৎস হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও কৃষি-মজল কার্যের জন্য যে ৬০ লক্ষ এবং উন্নয়ন তহবিলে যে ৪০ লক্ষ (মোট ১ কোটি) টাকা জমা রাখা হইয়াছে, তাহা উৎসের হিসাবে ধরা হয় নাই। এবারকার বাজেটে ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে ব্যয় করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

#### উড়িষ্যা সরকারের বাজেট (১৯৪৪-৪৫)

গত ১লা মার্চ তারিখে উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র উড়িষ্যা সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট পেশ করেন। এবার উড়িষ্যা সরকারের আয় হইবে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইবে ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। কাজেই ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে।

#### আসাম সরকারের বাজেট (১৯৪৪-৪৫)

গত ২রা মার্চ আসাম ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ-সচিব মিঃ আব্দুল মাতিন চৌধুরী আসাম সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট পেশ করেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে আসাম সরকারের আয় হইবে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইবে ৪ কোটি ৬২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। কাজেই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

#### ভারত সরকারের বাজেট (১৯৪৪-৪৫)

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের অর্থসচিব স্তার জেরিমি রেইলম্যান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট পেশ করেন। উহাতে দেখা যায় যে, আগামী বৎসর মোট আয় হইবে ২৮৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা (বর্তমান কর হারের ভিত্তিতে) এবং ব্যয় হইবে ৩৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা; সুতরাং ৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। চলতি বৎসরে মোট ২৫৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় এবং ৩৪৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে; সুতরাং ৯২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। উপরোক্ত ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসচিব মহাশয় নিম্নোক্তরূপে নতুন কর ধার্যের প্রস্তাব করেন :-

#### নতুন করস্তার

চা, কফি ও সুপারির উপর প্রতি পাউণ্ডে নতুন উৎপাদন শুল্ক ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়। বর্তমানে করধার্যযোগ্য সর্বনিম্ন আয়ের পরিমাণ বার্ষিক ১৫ শত টাকা, অর্থসচিব মহাশয় ঘোষণা করেন এক্ষণে দুই হাজার টাকার কম আয়ের উপর কর ধার্য করা হইবে না। ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কর সম্পর্কে কোন পরিবর্তন হইবে না; কিন্তু ১০ হাজার টাকা অপেক্ষা অধিক আয়ের উপর সারচার্জের হার টাকা প্রতি দুই পাই বাড়িবে। বর্তমান আমদানী-শুল্কের উপর শতকরা ২০ টাকা

সারচার্জ ধার্য আছে, তাহা আরও এক বৎসর কাল বহাল রাখা হইবে। তামাক ও সুরাসার সারচার্জের হার বৃদ্ধি করা হইবে। তামাকের উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া ঐ ব্যবস অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা আয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

অর্থসচিব আরও বলেন যে, নতুন ট্যাক্স ধার্য করিয়া এবং প্রচলিত ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করিয়া মোট ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া আশা করা বাইতেছে, সুতরাং আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ কমিয়া ৫৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

#### বাজেট প্রস্তাবের প্রতিবাদে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের কমিটি ভারত গভর্ণমেন্টের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট বরাদ্দের সমালোচনা করিয়া ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট যে তার করিয়াছেন তাহাতে চলতি বৎসরের বাজেটকে নিকটতম বাজেট বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কমিটি অভিযুক্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বাজেটের ফলে শিল্প প্রগতির পক্ষে বাধা সৃষ্টি হইবে এবং ইনফ্লেশনের সৃষ্টি হইবে। এই বাজেট জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। ইহার

**হুজুয়াজার শাখা**  
**জীয়াই খোলা হবে**  
স্থান  
২০৯, হ্যারিসন রোড  
পূর্বপাশক :  
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে. সি. এস. আই।  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :- শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য  
**দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ**  
কলিকাতা অফিস—৬, রাইড ইট  
চীফ অফিস—আগরতলা  
রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা),  
T.M.B. 15/4

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ম্যাক্সো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :- এস কে রায়।

সস্তার, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভুলিলাভ করুন।

## বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

কলে যে অবস্থায় স্থিতি হইবে তাহাতে জাতীয় শিল্পগুলি পঙ্গু হইয়া যাইবে এবং বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতার শক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। বাজেটে উল্লিখিত বিভিন্ন বরাদ্দগুলির নমুনা দেখিয়া মনে হয় ভারতীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়া এদেশে বিদেশী পণ্য আমদানীর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যেন ইহার উদ্দেশ্য। কমিটির সুচিন্তিত সমালোচনার প্রথমই দেশরক্ষার ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে দেশরক্ষার খাতে ব্যয়ের বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া দুই বৎসরে মোট ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে। কমিটির মতে উহা ভারতের সম্ভাব্য বাহিরে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্নমেন্টসমূহের সামরিক এবং বেসামরিক ব্যয় বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়া প্রাক-যুদ্ধকালের জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কমিটির মতে তারবর্ষের পক্ষে দেশরক্ষা কার্যে একাত্তাই বাহা ব্যয় না করিলে নয় তাহা ব্যতীত বাকী ব্যয়ের অংশ বৃত্তীশ গভর্নমেন্টের বহন করা উচিত। কমিটি ট্যাক্স বৃদ্ধিরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। অর্থসচিব ইতিপূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধামান অভাব দেশের কুলনার ভারতে অধিক হারে ট্যাক্স বসাইয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইবে না। এই প্রতিশ্রুতি তিনি তদ্ব করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ব্যয়ের শতকরা ২৬ ভাগ, ব্রিটেনের মোট ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ, কিন্তু ভারতের মোট ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী ট্যাক্স দ্বারা সংগৃহীত অর্থ হইতে সঙ্কলন করা হয়। কমিটি অতিরিক্ত মুনাফা করেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। গভর্নমেন্ট রেল-

ওয়ের অল্প যুদ্ধোত্তর 'রিজার্ভ' তহবিল গড়িয়া তুলিতেছেন, কিন্তু শিল্পপতিদিগের নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ এমনভাবে তুলিয়া লইতেছেন যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাঁহাদিগকে ঋণ করিতে হইতেছে। গত বৎসর গভর্নমেন্ট ২৭৯ কোটি টাকা ঋণ করিয়াছেন, কাজেই এ-বৎসরের ব্যয় মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও গভর্নমেন্ট ট্যাক্স না বসাইয়া ঋণ করিয়াই সংগ্রহ করিতে পারিতেন। যুদ্ধের সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর বসাইবার জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছে কমিটি তীব্রভাবে তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ বিক্রয় করিয়া গভর্নমেন্ট যেভাবে লাভ করিতেছেন কমিটি তাহারও প্রতিবাদ করেন। আমেরিকায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় যে মূল্যে অর্থ ক্রয় করা হইতেছে তাহা অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বেশী দরে গভর্নমেন্ট এদেশে অর্থ বিক্রয় করিতেছেন। কমিটি দৃঢ়ভাবে যত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিলাতে ভারতের হিগাবে যে অর্থ জমা হইতেছে তাহা যেন কেবলমাত্র শিল্প-বন্দাদি আমদানীর কাজেই ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণ ব্যবহারের জন্য যে সকল পণ্য সম্ভার আমদানী করা হয় তাহার মূল্য পরিশোধের কার্যে যেন উক্ত মজুত অর্থ ব্যবহার করা না হয়।

### সমস্ত সহরে রেশনিং প্রবর্তন

প্রকাশ, ভারত সরকারের স্বাভাবিকতার অঙ্গ হিসাবে ভারতের সমস্ত সহরে রেশনিং প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং বর্তমানে বড় বড় সহর অথবা নিকিষ্ট এলাকাসমূহে যেভাবে রেশনিং প্রবর্তন করা হইয়াছে উহাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা নহে বরং উহা একটি ব্যাপক সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তর মাত্র।

### আমেরিকায় দৈনিক ৩৫০ খানি বিমান তৈয়ারী

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান উৎপাদন বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ চার্লস উইলসন ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত সপ্তাহের মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক ৩৫০ খানি বিমান তৈয়ারী হইয়াছে।

### ডিপুটি ট্রেডমার্ক রেজিষ্টার

ডাঃ এস ভেঙ্কটেশ্বরন, ডি. এস. সি. বি. এস, ডিপুটি ট্রেড মার্কস রেজিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি "ল" অব ট্রেড এন্ড মার্কসডাইন্স মার্কস এ্যাক্ট এবং "কটন ট্রেডমার্ক" নামক দুইখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রণেতা।

### ভারতের বহির্বিপণ্যের হাঙ্গাম

গত অক্টোবর মাসের বহির্বিপণ্যের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত মাসে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে যত টাকা মূল্যের জব্যসত্তার আমদানী করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা ১২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা অধিক মূল্যের জব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে। তৎপূর্ব মাস ভারতের অল্পকুলে রপ্তানী বাণিজ্যের হার ছিল ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। গত অক্টোবর মাসে এবং তৎ-

পূর্ববর্তী ছয় মাসে ভারতবর্ষে যত টাকা মূল্যের জব্যাদি আমদানী করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা মোট ৫৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা অধিক মূল্যের জব্যাদি রপ্তানী করা হইয়াছে।

### যুদ্ধোত্তর ভারতে ক্রান্তীয় রত্নের বাজার

যুদ্ধোত্তর ভারতে বিলাতী কাপড়ের বাজার বিরাট দাঁড়াইবে না। দাঁড়াইবে না। কাপড়ের ও ল্যাক্সাশারীর শিল্পপতিরা এখন হইতেই তৎসম্পর্কে গবেষণা শুরু করিয়া দিয়াছেন। পাকা রংয়ের উৎকৃষ্ট ধরণের বিলাতী শার্ট, কোট এবং জুটের কাপড়ের বাজার ভারতে থাকিবে বলিয়া ল্যাক্সাশারীর বহু শিল্পপতিরা অনুমান করিতেছেন। কারণ পাকা রংয়ের অত্যুৎকৃষ্ট জামায় কাপড় তৈরী করিতে যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন তাহা ভারতে নাই বলিলেই হয়। এতদ্ব্যতীত ভারতের কাপড়ের কল এবং তাঁতের অল্প স্থল বিলাতী স্ততার চাহিদাও কিছু থাকিবে। তাহা ছাড়া নানাপ্রকার মিশ্রিত উপাদানে প্রস্তুত বস্ত্রাদির বাজারও ভারতে থাকিবে।

### মাত্রাজে এক হাজার কুপ

#### ধননের পরিকল্পনা

প্রকাশ খাড়াওপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে মাত্রাজ গভর্নমেন্ট আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক হাজার কুপ ধননের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

কোন-ক্যাল ২৭৬৭

প্রাণ-জনসম্পাদ

## প্রতিশ্রিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস—দিল্লী

—সেন্ট্রাল অফিস—

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

ব্যাক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষার

“নিওটোন”

অব্যর্থ কলগ্রন্থ মহোদয়

৮ আউন্স—১৮/০, ১২ আউন্স—২৪/০

ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর, গ্ৰীহাঙ্গ

“বেপটোন”

কার্যকরী আদর্শ টনিক

৪ আউন্স—২৪/০, ৮ আউন্স—৩৬/০

প্রত্যেক জিলায় ঠিকিট আবশ্যিক

পরিবেশক—এস, ডেভী এন্ড কোং

৪৪সি, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ কোন : কলি ৬৮৬৬

হেড অফিস—৭, ওয়েলসলী স্ট্রীট, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলম্বিত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”

আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর

(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত

বাবস্তীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুসন্ধান জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও স্মারবাজার (কলিকাতা),

মারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা

পে-অফিস : মিরকাশিম

শ্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

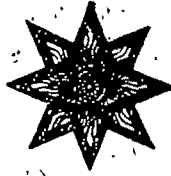
### ছুতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

প্রকাশ, ছুতা এবং বুট ছুতার মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। লাইসেন্স প্রদত্ত ব্যবসায়ীদের মারফৎ নির্দিষ্ট দরে কয়েক শ্রেণীর ছুতা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।

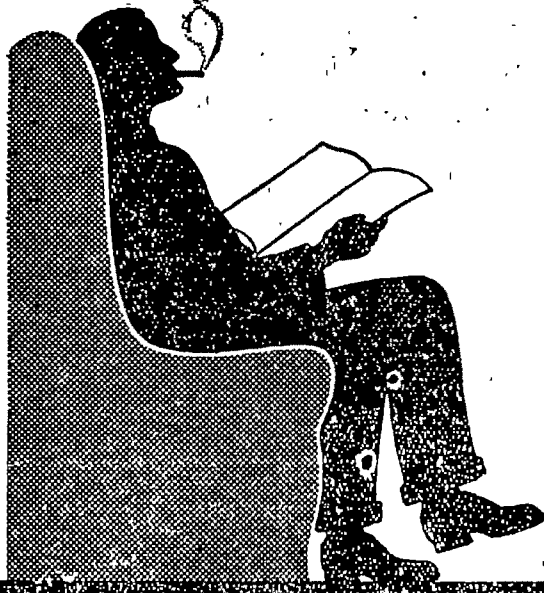
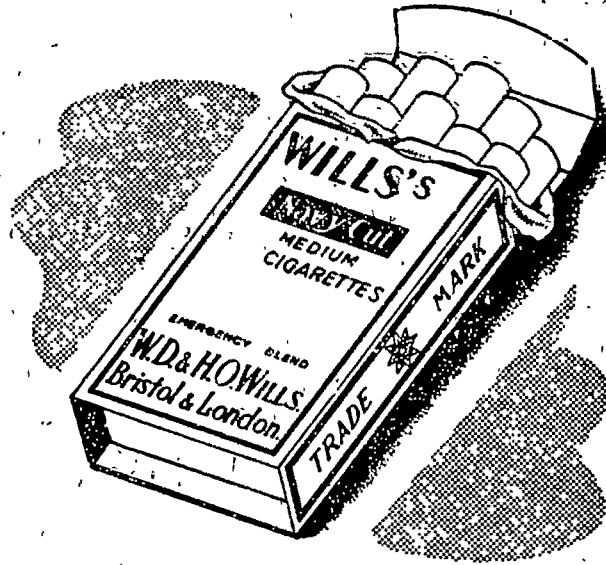
### কেন্দ্রীয় তাঁতশিল্প বোর্ড

একটি কেন্দ্রীয় তাঁতশিল্প বোর্ড গঠনের জন্য ভারত সরকার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট দাখিল করিয়া তৎসম্পর্কে তাঁহাদের মতামত আহ্বান করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত বোর্ডে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট এবং তাঁতশিল্পীদের প্রতিনিধি থাকিবেন

বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। টেক্সটাইল কমিশনার এই প্রস্তাবিত তাঁতশিল্প বোর্ড এবং টেক্সটাইল কর্পোরেশন বোর্ডের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিবেন। তাঁতশিল্পের প্রসার, উন্নতি এবং বিক্রয় ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত কার্যের তার এই বোর্ডের উপর অর্পণ করা হইবে। কয়েক শ্রেণীর কাটা কাপড়ের ব্যবসারে তাঁতীরা বাহ্যতে মিলের



“মূল্যের বিনিময়ে ইহা ইহা সন্মোহকৃষ্ণে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**



সহিত প্রতিযোগিতার সুযোগ পায় তৎক্ষণাত্ হুতার ফলওলালারা নির্দিষ্ট কয়েক শ্রেণীর হুতা তাঁতী-দ্বিপকে সরবরাহ করিতে বীকৃত হইয়াছেন।

### রপ্তানী বস্ত্রের উপর শুদ্ধ বৃদ্ধি

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার এদেশ হইতে বিদেশে যে সকল বস্ত্র রপ্তানী হয় তাহার উপর শুদ্ধ বৃদ্ধির প্রভাব বিবেচনা করিতেছেন। এই শুদ্ধের হার এমনভাবে বৃদ্ধি করা হইবে যাহাতে কাপড়ে ছাপ মারা এবং তৎসংক্রান্ত কার্যাদি পরিদর্শন করিতে যে ব্যয় হয় তাহা মিটাইয়াও কিছু অর্থ উৎপন্ন থাকিবে। এই উৎপন্ন অর্থ মুদ্রাস্ফোতনকালে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইবে।

### ইরাণে ভারতের ট্রেড কমিশনার নিয়োগ

প্রকাশ, ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে শীঘ্রই ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ইরাণে একজন ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা হইবে।

### বোম্বাই গভর্নমেন্টের গো-রক্ষা পরিকল্পনা

হুদের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বোম্বাই সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। দুধ শুকাইয়া গেলে অনেক সময় গাভী ও মহিষকে কসাই-খানায় বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ব্যয়ে বোম্বাই সরকার এক বৎসরের একটি গো-শালা নির্মাণ ও পরিচালনা করিবেন। যে সকল গাভী ও মহিষের দুধ শুকাইয়া যাইবে সরকার নগদ মূল্যে সেগুলি কিনিয়া এই গো-শালাতে রাখিয়া পালন করিবেন এবং পরে উহারা যখন পুনরায় দুগ্ধবতী হইবে, তখন বোম্বাই-বাজারে তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইবে। দুধ শুকাইয়া গেলে যে কোন ব্যক্তি তাহার গাভী অথবা মহিষকে এই গো-শালায় রাখিতে পারে, তবে তৎক্ষণাত্ গরুপিছু মাসিক ৫০ টাকা করিয়া দিতে হইবে।

### বোম্বাইয়ের পল্লী অঞ্চলে রেশনিং প্রবর্তন

বোম্বাই জেলার সর্বত্র পল্লী অঞ্চলেও রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে।

### বোম্বাই সরকারের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া বর্তমানে যে সকল জমি আবাদ হইতেছে তাহা হইতেই ১৯৪৪-৪৫ সালে যাহাতে দেড় লক্ষ টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা যায় তৎক্ষণাত্ বোম্বাই সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সার ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি এবং উচ্চশ্রেণীর বীজের ব্যবস্থা করিয়া জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এই কার্যে চীনাবাদাদের খেল সার হিসাবে ব্যবহার করা হইবে। মাজ্রাজে পরীক্ষা করিয়া-দেখা গিয়াছে যে, সার হিসাবে চীনা-বাদাদের খেল প্রয়োগ করিলে ধানের ফসল অন্ততঃ শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

### সিদ্ধু সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎকর মকুব

প্রকাশ, সিদ্ধু সরকারের বাজেটে এবারে বহু অর্থ উৎপন্ন হওয়ার সিদ্ধু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর গত বৎসর যে বিদ্যুৎ কর বসান হইয়াছিল এবার তাহা মকুব করিয়া দিবার কথা সিদ্ধু সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

### শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত

শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য সম্রাতি ভারত সরকার যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার সদস্যগণ কলিকাতার তাহাদের কাজ শেষ করিয়া টাটানগর ও নাপুর অঞ্চলে

গবেষণা কার্য চালাইতেছেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে কমিটির সদস্যগণ কতকগুলি কারখানা পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন বণিক সমিতি ও শ্রমিকদের সহিত আলোচন করেন। হায়দরাবাদ, মাজ্রাজ, বোম্বাই, বরোদা, আমেদাবাদ, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানেও কমিটি তদন্ত কার্য চালাইবেন।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ষাঁড় আমদানী

প্রকাশ, ভারতীয় গাভীর দুগ্ধদান ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৬টি হেলষ্টাইন ষাঁড় আমদানী করা হইতেছে।

দি চিটাগাঙ

## সেন্ট্রাল ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ফোন :—ক্যাল : ৩৪৬৭

জিরাগঞ্জ ব্রাঞ্চ

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর এস. এন. সিংহ উদ্বোধন করিয়াছেন।

গবর্নমেন্ট বিল ও অ্যান্ডাল সিকিউরিটির জামিনে ঋণ ও ওডারড্রাক্ট দেওয়া হয়।  
দেবতোষ দাশগুপ্ত,  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

## দি আয়ুর্বেদ ভবন লিঃ

হেড অফিস :—পুরাণবাজার (চাঁদপুর), ত্রিপুরা

বিস্তৃত সর্বপ্রকার আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত ও প্রচলনের একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

জাতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে এই প্রতিষ্ঠানের  
শেয়ারে টাকা লগ্নি করিয়া লাভবান হউন

ভিভিডেড

শতকরা ১০ টাকা

আয়কর রহিত ১৯৪৩ সনের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

অতি অল্প সংখ্যক শেয়ার অবশিষ্ট আছে।

শীঘ্রই বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইবে।

অবিলম্বে আবেদন করুন

(ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা মতে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার ইহার ব্যবসা-সম্বন্ধীয় পরিকল্পনার আর্থিক সুসঙ্গতি বা তদ্বিষয়ে প্রকাশিত নিবৃতি বা অভিমতের কোন দাবি লইতেছেন না।)

## শিলং ব্যাংকিং

—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"

ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## বাঙ্গালোরে ব্রিটিশ ডি-হাইড্রেশন মিশন

ফল, শক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার কাঁচা খাদ্য তরকারি এবং সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য সম্প্রতি বিলাত হইতে যে ডি-হাইড্রেশন মিশন ভারতে আসিয়াছেন উহার সদস্যগণ বাঙ্গালোরে "ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস" বিভিন্ন প্রকারের ফল এবং ছদ্মজাত জীব্যাদি সংরক্ষণের জন্য যে গবেষণাকার্য্য চালান হইতেছে তাহা পরিদর্শন করেন। ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে উক্ত গবেষণাগারে ছদ্ম ও বি সংরক্ষণের জন্য গবেষণা চালান হইতেছে। অল্প খরচে ছদ্ম চূর্ণ প্রস্তুত করা সম্পর্কে যে গবেষণাকার্য্য চালান হইতেছিল তাহার ফলাফল খুব সন্তোষজনক। আবশ্যিকীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে।

### সেন্ট্রাল জুট কমিটির রিপোর্ট

"ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি"র কেন্দ্রমারী মাসের বুলেটিনে প্রকাশ, গত আশ্বিন মাসে কাঁচা পাটের দর পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় শতকরা ১০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিগত বৎসর পাট ও পাটজাত দ্রব্যের দরের হার বৈষ্ণব বৃদ্ধি পাইয়াছিল বিগত বহু বৎসরের মধ্যে এরূপ আর হয় নাই। ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, চড়া হারে রেলভাড়া দিয়া মাল আনাইতে হয় বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময়সম্ভার উৎপাদন বোর্ড পাটের নির্ধারিত সর্বোচ্চ দরের হার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। পাটের থলিয়ার অভাব দূর করিবার জন্য আর্জেন্টাইন সরকার থলিয়ার কাঁচের পক্ষে উপযোগী স্থতার জিনিষ বিনা শুদ্ধে আমদানীর অনুমতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর্জেন্টাইনে সর্বশ্রেণীর পাটজাত পান্থকার ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

### কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন

আগামী ২৯শে মার্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হইয়াছে। নির্বাচনযোগ্য ৮৫টি আসনের জন্য ৩৪৪ জন পদপ্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন।

### রেলওয়ের অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিবহন রেলওয়ের ১৯৪৩-৪৪ সালের অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ বাবদ মোট ২৫ কোটির অধিক টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ক্ষয়পূরণ তহবিলের বাবদ ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ২ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

### বেঙ্গল-আসাম রেলপথের ক্রিয়দংশে

#### মার্কিন কর্তৃত্ব

গত সপ্তাহে বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ের লক্ষ হইতে এক ইঞ্চিহার প্রচার করিয়া জানান হইয়াছে যে, আগামী ১লা মার্চ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বিভাগের রেলওয়ে ইউনিট কাটিহার হইতে লিভো এবং ডিক্রাগড় পর্যন্ত মিটার গেজ সেলনের সমস্ত লাইনের পরিচালনাভার গ্রহণ করিবেন। শাখা লাইনসমূহের মধ্যে

গোলকপুঞ্জ-খুর্দী এবং মারিয়ানী-নিয়াবতী শাখা-ইউনিট ব্যতীত মার্কিন রেলওয়ে ইউনিট অন্য কোন শাখার পরিচালনা করিবেন। এসম্পর্কে চিঠিপত্র এবং অনুসন্ধানাদি অবশ্য পূর্ববৎ বি এণ্ড এ রেলকর্তৃপক্ষের নিকটই করিতে হইবে।

### ১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রপ্তানীর পরিমাণ

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাত নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত বৎসর (১৯৪৩) কর্তৃক ও ইচ্ছার বিধি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে খাদ্য ও কৃষি সামগ্রীতে মোট ১১৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের জিনিষ বিদেশে পাঠান হইয়াছে। ১৯৪২ সালে যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানী করা হইয়াছিল, ইহা উহার প্রায় দ্বিগুণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "ফরেন ইকনমিক এডমিনিস্ট্রিটর" মিঃ ক্রাউলী আরও বলেন যে, ১৯৪৩ সালে রাশিয়াতে যে পরিমাণ সময়সম্ভার প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহা ১৯৪২ সালের রপ্তানীর প্রায় দ্বিগুণ। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন

হইতে ১৯৪৪ সালের ১লা আশ্বিন পর্যন্ত রাশিয়াতে মোট ৮৪ লক্ষ টন দ্রব্যসম্ভার প্রেরণ করা হইয়াছে। উহার আনুমানিক মূল্য ৪২৪ কোটি ৩৮ লক্ষ ডলার।

#### বিমান প্রেরণ

বর্তমান বৎসরের ১লা আশ্বিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মোট ৭,৮০০ বিমান প্রেরণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩০০০ বিমান আকাশ পথে গিয়াছে, অবশিষ্ট আকাশে আসিয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে ৪৭০০ ট্যাক, ১ লক্ষ ৭০ হাজার বুটের ট্যাক, ৩০ হাজার জিপ মোটর গাড়ী, ২৫ হাজার অস্ত্র নানা প্রকার সামরিক কার্য্য ব্যবহারের উপযোগী মোটরগাড়ী পাঠান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৬০ লক্ষ ছোড়া সৈন্যদের বুট এবং ২ হাজার টন শস্তবীজও রাশিয়াতে পাঠান হইয়াছে।

### মিলের কাপড় ও সূতা সম্পর্কে

#### নূতন আদেশ

গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে এক প্রেসনোট প্রচার করিয়া ব্যবসায়ীদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে



## আমাদের তৈরী রবারের জিনিষ :

- রবার ক্রথ
- হুইওয়াটার ব্যাগ
- আইস ব্যাগ
- হাওয়া বালিস
- এয়ার রিং ও কুশন
- ডাক্তারী দস্তানা

প্রভৃতি

যুদ্ধের জন্য আমাদের তৈরী রবারের দ্রব্যাদি কেবলমাত্র সামরিক সরবরাহ জন্য ও হাসপাতালে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সময় ক্রিয়ার এলে আমরা আবার আগের নতুনই আমাদের তৈরী জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবো।

আমাদের তৈরী ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফের মতই ভারতের সর্বত্র সমাদৃত।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা :—পাণিহাটী, ২৪ পরগণা।

কলিকাতার দোকান :—১২, চৌরঙ্গী ও ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট।

বোম্বাই শাখা :—৩৭৭, হর্নবী রোড, কোর্ট, বোম্বাই।

মাদ্রাস প্রাচীন :—ঘাট রোড, নাগপুর।

যে, গত ১লা মার্চের পর হইতে টেক্সটাইল কমিশনারের বিশেষ অধুমতি ব্যতীত "টেক্স মার্ক" ছাপওয়ালা এবং "আগষ্ট ১৯৪০" মার্ক মারামিলের কাপড় ও হুতা রাখা বে-আইনী। এইগুলি প্যাক ও শিল করিয়া আগামী ১০ই মার্চের মধ্যে টেক্সটাইল কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট মহকুমা হাকিমের নিকট হিসাব দাখিল করিতে হইবে। কটে-লারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী এইগুলির উপর দামের ছাপ মারিয়া দিলে পর উহা খুলিয়া বিক্রয় করা হইবে।

### রেল ও সামরিক বিভাগে উৎকোচ ও চুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্তায় আদালত হালিম গভর্নমেন্টের এক প্রস্তাব উত্তরে সরকারপক্ষ হইতে জানান হয় যে, সামরিক সরবরাহ ও রেল বিভাগে বিস্তৃতভাবে যে ঘুষ ও চুর্নীতি প্রচলিত আছে তাহা গভর্নমেন্ট অবগত আছেন এবং উহা দমনের জন্ত একদল বিশেষ পুলিশ কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের শেষ অবধি এই সকল কর্মচারী ৪২৯টি ঘটনার তদন্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে উৎকোচ গ্রহণ এবং গভর্নমেন্টকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। চুর্নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান

কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা আনিবার জন্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রতারণা, উৎকোচ গ্রহণ ও আত্মবিক্রয় অপরাধের জন্ত বিচার ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থার জন্ত দুইটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইয়াছে; আরও একটি ট্রাইব্যুনাল শীঘ্রই গঠন করা হইবে। সামরিক প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বৃদ্ধি নির্ভাগের সম্পত্তি অপহরণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি করিয়া কেলিবারি উদ্দেশ্যে সম্পত্তি সেনা বিভাগে সামরিক ব্যক্তিদের লইয়া একটি বিশেষ তদন্ত বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগের একাংশ কলিকাতা অঞ্চলে কার্য করিতেছেন।

### ভারতে রেল ইঞ্জিন নির্মাণের ব্যবস্থা

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের রেল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্তায় এডওয়ার্ড বেইল ভারতবর্ষে রেল ইঞ্জিন নির্মাণের উদ্যোগ আরো-জন সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতে রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কাজ বিলম্ব না করিয়া জরুরি কার্যকরী করার জন্ত গভর্নমেন্ট দুইটি কারখানা খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। তবে বর্তমানে কাঁচড়াপাড়া কারখানাতেই কাজ শুরু করা হইবে এবং মোট চাহিদার প্রায় অর্ধেক ইঞ্জিনই এই কারখানায় নির্মাণ করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পর রেল ইঞ্জিন

নির্মারীর যত্নপাতি ও কলকাতা সংগ্রহ করায় অসুবিধা এবং কাঁচড়াপাড়া কারখানায় সুযোগ ও সুবিধা কি ভাবে পুরামাত্রায় কাজে লাগান যায় তাহার কথাও গভর্নমেন্ট চিন্তা করিতেছেন।

### আসামে ধান চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাস

১৯৪৩-৪৪ সালে আসামে আমন ধানের চাষ সম্পর্কে যে সরকারী চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, উক্ত বৎসর সমগ্র আসামে মোট ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬০০ হেক্টর আমন ধান উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৭৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ২০০ হেক্টর।

### কলিকাতায় জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বৃদ্ধি

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে যে হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, গত বৎসর আগষ্ট মাস হইতে গত ২-শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কলিকাতায় মৃত্যুর হারের তুলনায় জন্মের হার অনেক কম হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে কলিকাতায় ১০২৭৫টি শিশুর জন্ম ও ৪২৬৫৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

### জার্মানীকে পঙ্গু করিয়া রাখিবার পরিকল্পনা

প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহের একটি কমিটি যুদ্ধ বিরতির পর কি ভাবে জার্মানীকে সামরিক

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

নিম্নলিখিতঃ

স্থাপিত—১৯৩৫ ফোন :—ক্যাল—২৬৯২  
হেড অফিস :—৩১ ম্যাজো লেন, কলিকাতা।  
শাখাসমূহ :—  
বালিগঞ্জ—৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ  
বোবাজার—৮৪, বোবাজার স্ট্রীট  
বড়বাজার : ঢাকা : বরিশাল : বহরমপুর (বেঙ্গল)  
বেমারস ও রাঙ্গি (ইউ, পি)  
পে অফিস—গোড়াবাজার : বহরমপুর (বেঙ্গল)  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম বি ঘোষ দস্তিদার।

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি সকল  
অবস্থাতেই আপ-  
নাদের সেবা  
করিতে  
প্রস্তুত।  
হেড অফিস :—  
৩৩৪ হেন্সল স্ট্রীট,  
কলিকাতা  
ফোন : কলিকাতা ৬১১  
শাখাসমূহ :—  
ঢাকা, কালিম্পাড়া,  
শিলিগুড়ি, শান্তি-  
পুর, রাজগাহী,  
বালী, বগুড়া, কুমিল্লা,  
নগর, তারকেশ্বর,  
রাণাসাট, সুত্রাগড়,  
ভদ্রক, শ্যামবাজার,  
বড়বাজার, হাওড়া  
ও বেঙ্গুড়া।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এম কে চক্রবর্তী

## রঙীন কল্পনা

শান্তির পর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমাদের অনেকেই এখন থেকেই রঙীন কল্পনার জাল বুনেছেন, কারণ একদিক দিয়ে দেখলে যুদ্ধ আমাদের স্পর্শই করেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আহত হ'য়ে পড়ে আছে, যারা শত্রুর হাতে বন্দী হ'য়ে বিদেশে ভবিষ্যৎ জীবন কাটাচ্ছে, তারা কোন আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

ভগ্নস্বাস্থ্য এই সব লোকদের সব দাই যত্ন নেওয়া দরকার যতদিন না তারা নিজের নিজের বাড়িতে আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালানর জন্ত যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আপনারা তার সাহায্যভার গ্রহণ করুন; সমুদ্রের পারে সৈনিকদের জন্ত আমাদের গরম জামাকাপড়, আহাৰ্য্য ও হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে চলতেই হবে।

দয়া করে আপনার নিয়মিত সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠান :  
অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রস,

ইন্সটিটিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,  
ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় রেডক্রস  
বাংলার প্রতি আবেদন



পরিমাণ বাহাতে স্বদেশের চাহিদা অপেক্ষা না বৃদ্ধি পায় তৎক্ষণে উপাদান আমদানী করা নিষিদ্ধ করা হইবে। অসামরিক বিমান তৈয়ারীও একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

### ভ্রাতৃক্লের সাহায্যে ট্রান্সভালস্থ ভারতীয়দের উদ্ধার

প্রকাশ, মাদ্রাসার হুজুরাষ্ট্রে ভারতীয়দের সাহায্যকল্পে ট্রান্সভালস্থ ভারতীয়গণ "ভারতীয় হুজুরাষ্ট্রে সাহায্য সমিতি" নামে একটি সমন্বিত গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা ১ লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন।

### হাঙ্কা এরোপ্লেন ইঞ্জিন তৈয়ারীর ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "কেনারফিল্ড মেশিন এন্ড এরোপ্লেন কর্পোরেশন" ইম্পাতের সহিত এ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত করিয়া এক নতুন ধরনের হাঙ্কা বিমান ইঞ্জিন তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

### বিমান চালনার নুতন পদ্ধতি

আমেরিকায় বিমান চালনার জন্য একপ্রকার নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিমান একবার চালাইয়া দিয়া এই যন্ত্রের সহায় টিপিয়া রাখিলে বিমান সোজাপথে আপনা আপনি চলিতে থাকে।

### ঘণ্টায় ১০ হাজার মাইল গতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী" এক প্রকার ইলেকট্রিক মোটর উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা মিনিটে ১ লক্ষ ২০ হাজার বার ঘূর্ণন দেয়। যদি কোন গাড়ীতে এই মেশিন বসান হয় তাহা হইলে উহা ঘণ্টায় ১০ হাজার মাইল পর্যন্ত চলিতে সক্ষম হইবে।

### বিহারে বিক্রয় কর

বিহার গবর্ণমেন্ট জিনিবপত্রের খুচরা বিক্রীর উপর প্রতি টাকায় তিন পাই হিসাবে কর আদায় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যেসব ব্যবসায়ীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ৫ হাজার টাকার উপর দাঁড়ায় তাহাদের নিকট হইতেই এই কর আদায় করা হইবে। এই বিক্রয় কর বাবদ আয় যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সংক্রান্ত পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি

রেশনিংয়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ জনসংখ্যার যে হিসাব লাওয়া হইয়াছে এবং সেই বিভাগের যে তালিকা রাখা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ঐ দেশের জনসংখ্যা ১৯৪৩ সালে শতকরা ৩ ভাগ বাড়িয়াছে।

### কোম্পানী আইন সংশোধক বিল

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধক বিল (১৯৪৪) নামে যে আইনের বিল উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা পাশ হইয়াছে।

### ভারতের জাতীয় আয়

দিল্লী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ডি কে আর ভি রাও ১৯৩১-৩২ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ বরাদ্দ করিয়া একটা গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মদেশ বাদে ঐ সালে ব্রিটিশ ভারতের জাতীয়

আয়ের পরিমাণ ১ হাজার ৬৬১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। ডাঃ রাও সম্রাতি বোম্বাইয়ের "কমাস" পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ১৯৪২-৪৩ সালে ব্রিটিশ ভারতের আয়ের পরিমাণ বরাদ্দ করিয়াছেন। তাঁহার বরাদ্দ অনুসারে ঐ সালে ব্রিটিশ ভারতে লোক পিছু আয় ছিল ১১৪ টাকা অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৪২২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

### কলিকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো বন্ধের সম্ভাবনা

কলিকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো বন্ধ করিয়া বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিবার একটি প্রস্তাব বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিবেচনাধীন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় ১২ হাজার গ্যাসের আলো আছে। গ্যাস কোম্পানীকে গ্যাসের মূল্য

কমাইতে বলা হইয়াছে। যদি কর্পোরেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গ্যাস কোম্পানী মূল্য হ্রাস করেন তাহা হইলে কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাস পাইবে। গ্যাস কোম্পানী মূল্য হ্রাস করিতে স্বীকৃত না হইলে গ্যাসের আলোর পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করা হইবে। গত ৮৭ বৎসর যাবৎ কলিকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো চলিয়া আসিতেছে।

### বস্ত্র ও সূতা সম্পর্কে নুতন আদেশ

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের "টেক্সমার্ক" ছাপওয়াল সূতা কাপড় ও সূতা বিক্রয়ের মেয়াদ আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত এবং নবেম্বর মাসের "টেক্সমার্ক" ছাপওয়াল কাপড় ও সূতার গাইট খোলার মেয়াদ বর্তমান মাসের ৩১শে তারিখ পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

## ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

—নিম্নলিখিত—

হেড অফিস—ঢাকা

: বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইবে।

জাতীয় শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায়

## বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আপনাদের সহায়ত্ব প্রার্থনা করে।

হেড অফিস : ১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা, ব্রাঞ্চ অফিস : বগুড়া

প্রধান বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রসমূহে শীঘ্রই ব্রাঞ্চ খোলা হইবে।

স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির আবেদন অগ্রগণ্য।

এন. চক্রবর্তী—জেনারেল ম্যানেজার

## মাইকা ও মাইকানাইট !

বর্তমানে যদিও আমাদের প্রস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যই সম্মিলিত মিত্রপক্ষের সামরিক প্রয়োজনে সরবরাহ করা হইতেছে তবুও কিছু উদ্ভূত দ্রব্য সাধারণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধান্তে সামরিক প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আমাদের প্রস্তুত অতি উত্তম দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

## মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।



## আমেরিকার সহিত পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি

কেন্দ্রীয় পরিষদে, বাজেট বক্তৃতা প্রসঙ্গে, অর্থ-সচিব, ডায়র জেরিমে রেইসম্যান বলেন যে, মার্কিন-ভারত পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা বর্তমানে স্থগিত রাখা হইলেও ভারত সরকার পারস্পরিক সাহায্যের মূলগত নীতি মানিয়া লইয়াছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কক্ক ও ইজারা ব্যবস্থাসূত্রে মালপত্র লইয়াছেন। তবে উহার নিম্নের আমেরিকাকে পরিপূরক সাহায্যও দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে এই পরিপূরক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্যন্ত উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালের শেষে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৮১ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। কক্ক ও ইজারা ব্যবস্থায় আমেরিকা হইতে ভারতে যে পরিমাণ মাল ও অস্ত্র সাহায্য আসিবে তাহার কত অংশ ভারত সরকারের এবং কত অংশ ব্রিটিশ সরকারের তাহা স্থিরীকৃত না হওয়ায় উক্ত ব্যবস্থাসূত্রে ভারতের লাভালাভ কি দাঁড়াইবে তাহা এখন বলা সম্ভব নহে। তবে ১৯৪৪-৪৫ সালের শেষভাগ পর্যন্ত কক্ক ও ইজারা ব্যবস্থাসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে মোট ৩৫০ কোটি টাকার প্রণয়ন ও অস্ত্র সাহায্য পাওয়া যাইবে।

### মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের ব্যবস্থা

মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে ডায়র জেরিমে রেইসম্যান বলেন যে, বর্তমান পর্যন্ত আমরা যে মুদ্রা বাহিরে ছাড়িব উহা করণার্থে ফলেও ঋণ গ্রহণ দ্বারা পুনরায় কোষাগারে ফিরিয়া না আসে ততদিন পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ অথবা অব্যমূল্য বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করা হইয়াছে বলা যায় না। এ-সম্পর্কে গভর্নমেন্ট একটি ত্রিধারা পরিকল্পনা করিয়াছেন: (১) ভারতীয় সঙ্গতির উপর যে দাবী আনিবে উহা নিয়ন্ত্রণ করা এবং কোন অতিরিক্ত চাপ আসিলে ঋণগ্রহণ, ঋণ এবং অস্ত্র ব্যবহার্য্য জব্য আমদানী করিয়া উহার প্রতিবোধের ব্যবস্থা করা, (২) টাকা কোষাগারের বাহিরে যাওয়ার এবং কোষাগারে ফিরিয়া আসার হারের মধ্যে সমতা স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত টাকা কোষাগারে আকর্ষণ করার জন্য ব্যবতীয় চেষ্টা করা, (৩) অব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখা ও উহা আরও সম্প্রসারিত করা।

### পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে স্থানীয় পুরুষোত্তম দাস

সম্প্রতি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পনের বৎসরে ৯০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের যে পরিকল্পনা প্রকাশিত হইতেছে তৎসম্পর্কে উক্ত পরিকল্পনার অন্ততম 'রচয়িতা' স্থানীয় পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস এক-বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষ এক অর্থনৈতিক বিপ্লবের সম্মুখীন হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক বিপ্লবকে রূপ দান করাই এই পরি-

কল্পনার উদ্দেশ্য। উক্ত পরিকল্পনার একই সঙ্গে ভারতের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি এবং জনবল বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। শিল্পকে বাড়িয়া কৃষি অথবা কৃষিকে অবহেলা করিয়া ভারতে শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না। যদি কৃষির উন্নতি না হয় তাহা হইলে কাঁচামালের অভাবে শিল্প পঙ্গু হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ জনবলকে শিক্ষিত, সংহত এবং কার্য্যোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পরিকল্পনাটি এমনভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে যে, উহার মূল ভিত্তি পরিবর্তন করা যাইবে না, তবে বিস্তারিত খুঁটিনাটি লাইয়া আলোচনা চলিতে পারে এবং উহার পরিবর্তন এবং পরিবর্জন করা চলিতে পারে। প্রথমে কৃষি অথবা শিল্পের উপর জোর দেওয়া উচিত তাহা পরিকল্পনার উল্লিখিত "সুপ্রিম ইকনমিক এডভাইসরী কাউন্সিল" এবং আইন পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া তদানিন্তন গভর্নমেন্টই স্থির করিবেন।

### ব্যয় সঙ্কুলানের ব্যবস্থা

পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে যে ব্যয় পড়িবে তজ্জন্ম ঋণ পাইতে গভর্নমেন্টের পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। এ-সম্পর্কে ইন্ডিয়ান প্রেস টোলা অর্থবীন, জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে রচিত কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ঋণ দিতে অনেকেই রাজী হইবেন; তবে সমুদ্রে নিক্ষেপের অন্তঃগোলা বাকুদ তৈয়ারী করিবার ভস্ত টাকা ঋণ দিতে লোকে অস্বস্তি রাজী হইবে না। এই হয় নাই।

পরিকল্পনা মূলধন-বিনিয়োগকারীদের মূলধন বৃদ্ধির একটি কৌশলমাত্র—এই সমালোচনার উত্তরে স্থানীয় পুরুষোত্তম দাস বলেন যে, প্রত্যেকেই মনে মনে ধনপতি হইতে চায়, কিন্তু যথেষ্ট প্রকাশ করে না। মূল শিল্পগুলির উপর রাষ্ট্রের কতৃৎ কতদূর নিয়ন্ত্রণ হইবে তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে স্থানীয় পুরুষোত্তম বলেন যে, পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলে গভর্নমেন্টই তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবেন।

### স্থানীয় আরদেশির দালালের মন্তব্য

গত সপ্তাহে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার, বেঙ্গল ভাণ্ডারাল চেম্বার, মারোয়াড়ী চেম্বার এবং মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের মিলিত সভায় স্থানীয় আরদেশির দালাল পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় দালাল বলেন যে, দারিদ্র্যই ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা, পরিকল্পনা এই দারিদ্র্য দূর করিয়া ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পন্থা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে বৈষয়িক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি জাতীয় গভর্নমেন্ট দরকার। পরিকল্পনাটি গৃহীতপতিদের রচনা এবং উহাতে সম্পদ বণ্টন ও সরকারী নিয়ন্ত্রণের কথা নাই বলিয়া যে সমালোচনা করা হইতেছে তাহার উত্তরে স্থানীয় দালাল বলেন যে, দারিদ্র্যের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধিই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য; ইহা গৃহীতপতিদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই।

## শেয়ার বিক্রয়ের জন্য

ভারত গভর্নমেন্টের আদেশ পাওয়া গিয়াছে।

## ও রিয়েন্টাল কটন

কাল্টিভেশন এণ্ড মিলস্ লিঃ

হেড অফিস—১৬২, বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন: বি, বি, ৪৫৬৪

এই কোম্পানীর নিজস্ব রাগানে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইয়াছে এবং ব্যবসায়ের প্রসার উত্তরোত্তর দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

১৯৪৩ সালে অতিক্রম ১০৮ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডে বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস সিণ্ডিকেট লিমিটেড, মাইকা মাইনিং প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানক ব্যবসায়ী মিঃ এস চ্যাটার্জী ও অধ্যক্ষ বহু বিখ্যাত ব্যবসায়ী যুক্ত আছেন।

### শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক

অনুপেক্ষাসমুদায় এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র লিখুন।

[এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষ আইনের ৯৪-এ দ্বারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এতৎসম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, এই সম্ভবত্বদানের দ্বারা ভারত সরকার ইহাদের কোন পরিকল্পনার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অথবা তৎসম্পর্কে প্রদত্ত কোন বিবৃতি বা মতামতের স্বাধীনতার দায়িত্ব লইতেছেন না।]

## শ্রীযুক্ত এন আর সরকারের মন্তব্য

পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া উক্ত চেম্বার অব কমার্স সমূহের মিলিত বৈঠকের সভাপতি শ্রীযুক্ত মলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, এই বিরাট পরিকল্পনাটি যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে কতকগুলি অস্পষ্ট ও খণ্ড বিচ্ছিন্ন ধারণার জুলাই রূপ ধানের প্রথম এবং প্রাথমিকীয় চেষ্টা তাহা অস্বীকার্য বলা যায়। পরিকল্পনাটির মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে বাহ্যতে সকলেই একমত হইতে পারেন তদ্ব্যতীত চেষ্টা করা সরকার। তবে পরিকল্পনাটির কতকগুলি গলদ আছে এবং সে সম্পর্কে মতভেদেরও অবকাশ আছে। পরিকল্পনাটি সর্বজনস্বার্থের একথা বলিয়া কোন লাভ নাই। কৃষিজাত জীবের উৎপাদনের হার কিস্তিবে যুক্তনেরও বেশী করা যায় পরিকল্পনার তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। গৃহপালিত প্রাণী সম্পদ এবং বিশেষ করিয়া দুগ্ধবতী প্রাণী সম্পর্কেও পরিকল্পনার কোন কথা উল্লেখ করা হয় নাই। বাসগৃহ সম্পর্কে মাথাপিছু ১০০ বর্গ ফুট স্থানের ব্যবস্থা হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এই পদ্ধতি বার্ষিকী পরিকল্পনার সাক্ষ্যের পরও তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। মিলিত শিল্পের কথা বলিতে গিয়া শ্রীযুক্ত সরকার মন্তব্য করেন যে, দেশরক্ষার কার্যে প্রয়োজনীয় বড় বড় শিল্পের উপর জোর দেওয়ার কোন কারণ নাই। রাশিয়ার যে সকল কারণে এইরূপ শিল্প গঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল, ভারতের ক্ষেত্রে যে সেরূপ কারণ বর্তমান নাই তাহা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিবার জন্য মূলধন সংগ্রহের যে পন্থার কথা বলা হইয়াছে সে সম্পর্কেও মতভেদের অবকাশ আছে। পরিকল্পনার পূর্ন কার্য সংক্রান্ত ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া উচিত ছিল। কিছু কিছু মতভেদের অবকাশ থাকিলেও এরূপ একটি ব্যাপক পরিকল্পনার আবশ্যিকতা অস্বীকার করা যায় না।

## সংবাদপত্র মূল্যোপযোগী কাগজের

### হিসাব

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নিয়োগির প্রণেত উক্তের ভার আজিহুল

হক বলেন যে, ১৯৩২-৪০ সালে বিদেশ হইতে ভারতে ৩৬৭১৪ টন, ১৯৪০-৪১ সালে ৩০৭০১ টন, ১৯৪১-৪২ সালে ২৮২০৪ টন এবং ১৯৪৩ সালের এপ্রিল বইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮২৪৪ টন সংবাদপত্র মূল্যের কাগজ আমদানী করা হইয়াছে। এই আত্মীয় কাগজ ভারতবর্ষে এখনও নির্মিত হয় না। উক্ত সময়ে লিখিবার ও অস্তিত্ব কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কাগজ যথাক্রমে ১৬৭২৫, ৮৫০৮, ৪৪৪০ এবং ২৮৩ টন আমদানী করা হইয়াছে। উক্ত সময়ে এই আত্মীয় কাগজ ভারতে যথাক্রমে ৫২৫৭৪, ৬৫৫২৮, ৬০৬২৩ এবং ৪৮৪৬৫ টন নির্মিত হইয়াছে।

## বঙ্গোপসাগরের নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি

ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডসন নামক একজন ডাক্তার বঙ্গোপসাগরের নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি পূর্বে সাংহাই নগরীতে ব্যবসা করিতেন। এখন সিংহল গভর্নমেন্টের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া স্বকীয় পদ্ধতিতে বঙ্গোপসাগর চিকিৎসা করিতেছেন।

## দুগ্ধল্য ভাতার দাবীতে বর্ষাঘটের সংখ্যা

গত নবেম্বর মাসে বর্ষাঘট সম্পর্কে যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত মাসে মোট ২৯টি বর্ষাঘট হইয়াছিল; কয়দ্যে বোম্বাইয়ে ১২টি, বাঙ্গলা দেশে ১২টি, মধ্য প্রদেশে ৩টি এবং যুক্ত প্রদেশে ২টি। মোট বর্ষাঘটের শতকরা ৬২টি ক্ষেত্রেই দুগ্ধল্য-ভাতার দাবীই হয় একমাত্র না হয় মধ্য, কারণ। অবশিষ্ট ক্ষেত্রে বোনাঙ্গের হার, চুটির সর্ভ এবং কাজের সময় প্রভৃতি লইয়া মালিক শ্রমিকের মধ্যে বিরোধের ফলে বর্ষাঘটের সৃষ্টি হয়; কেবলমাত্র তিনটি ক্ষেত্রে বর্ষাঘটকারীরা ব্যর্থ হইয়াছে।

## কানপুর সহরের উন্নতির পরিকল্পনা

কানপুর সহরের বিস্তার সাধন এবং উন্নতির জন্য কানপুর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে শ্রমিকদের আবাস নিৰ্মাণের জন্য ১৭ লক্ষ টাকা, বস্ত্র উন্নতি বিধানের জন্য ৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা এবং জল সরবরাহ এবং পরঃপ্রাণীরা জন্য ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

## পুস্তক-পরিচয়

দ্বি ভাষা অর্থ দ্বি ভাষা রোয়াড়ী এসো-লিগেশন্স (কেন্দ্রীয়, ১৯৪৪)—সম্পাদক এম জি পোকার, বি-এল, এটর্নি-অ্যাট-ল। কার্যালয় : ১৬০এ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা।

মারোয়াড়ী এসোসিয়েশনের এই মুখপত্রখানি পাঠ করিয়া আমরা শ্রীতি লাভ করিলাম। আলোচ্য সংখ্যাখানি নতুন সহযোগীর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা। মুদ্রণ পারিপাট্য ও রচনা সম্বন্ধে এরূপ একখানি সমৃদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকার আমরা দীর্ঘ কামনা করি। আলোচ্য কেন্দ্রীয় সংখ্যার মিঃ জে এম বর্দ, অতুল মুর, এন এন রায়, সত্যোব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক-গণের সাধারণ ও বর্তমান সময়ের বিশেষ বিশেষ সমস্যাসম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহ জুলিখিত ও চুচিখিত। মারোয়াড়ী সম্মেলন কার্যকলাপের রিপোর্ট ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক অস্তিত্ব তথ্যাবলী এই পত্রিকার অন্ততম বৈশিষ্ট্য। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সম্পাদকীয় নিবন্ধ। সম্পাদকের মতামত পড়িয়া একাধারে নিজীক, চিত্তাশীল, জন্মার্জিত ও বিশ্লেষণপ্রবণ মনের মূহুর পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক মহল পরবর্তী সংখ্যার জন্য যে উৎসুক হইয়া থাকিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

## অর্থনীতি বিষয়ক নতুন পুস্তক

(1) Indian Company Law—By R. K. Soonavala, Bombay. Messrs. N. Tripath Ltd. Law Booksellers.

Price Rs. 17-8

(2) Post-war Reconstruction in India—By Prof. R. G. Sarien, Podar College, Nawalgarh (Jaipur), Ajmer.

Price As. 5

(3) Economic Development of England—By R. N. Dubey, University of Allahabad, Kitab Mahal, Allahabad (1944)

(4) Bombay Cotton Annual 1942-43. East India Cotton Association Ltd. Bombay.

Price Rs. 2

(5) Trade of India—By S. A. Palekar. Published by the author, Vincent Chambers, Vincent Road, Dadar, Bombay.

## কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস - কুমিল্লা : : স্থাপিত ১৯১৪

### মূলধন

|                   |                     |                  |
|-------------------|---------------------|------------------|
| অনুমোদিত          | ...                 | ১,০০,০০,০০০ টাকা |
| বিলিকৃত ও বিক্রীত | ৬০,০০,০০০ টাকা      |                  |
| আদায়ীকৃত         |                     |                  |
| (অগ্রিম জমা সহ)   | ৩০.৭৫,০০০ টাকার উপর |                  |
| রিজার্ভ ফাণ্ড     | ...                 | ১৪,০০,০০০ " "    |

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এন, সি, দত্ত, এম, এল, সি

## দি ভূগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং বর্ধমান ট্রাষ্ট,

কোন কলিকাতা ২২৬০ (তিন লাইন)

পাঁচ বৎসরের ক্যাশসার্টিফিকেট  
স্থায়ী আমানতের সমান সুদ পাওয়া যায়  
চলতি হিসাবের গ্রান্ট ইচ্ছামত ভাঙ্গান যায়  
বিক্রয় মূল্য—

|          |          |
|----------|----------|
| ৮০ মূল্য | ১০ টাকা  |
| ৪১০ " "  | ৫০ " "   |
| ৮২১০ " " | ১০০ " "  |
| ৮২৫ " "  | ১০০০ " " |

বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন :—

শাখা : রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, হাওড়া, লালধিয়া, বেঙ্গল, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, সেওড়াহুলী।

## কোম্পানী এসক

### মডার্ণ ল্যাবরেটরীজ্ লিঃ

সম্প্রতি সুবিধায় চিকিৎসক ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী এম-ডি মহোদয়ের পৌরোহিত্যে মডার্ণ ল্যাবরেটরীজ্ লিমিটেডের ইন্ডেকশন বিভাগের স্তম্ভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজার ডাঃ বিলিন ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সুপরিচালনাধীনে অভিজ্ঞ কেমিষ্টগণ নিয়মিতভাবে কুইনাইন, এমিটিন ও অন্যান্য এম্পিটল তৈরী করিতেছেন। জনসাধারণ বাহাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিত্তম্ভ ঔষধপত্র পাইতে পারে সেই বিষয়ে মডার্ণ ল্যাবরেটরীজ্ লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন রহিয়াছেন।

### নূতন যৌথ কোম্পানী বাক্সা

মোলাসেস্ ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ—  
ডিরেক্টর মিঃ জে বি আর হার্ডি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭, এড্‌ওয়ার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ওড় ও চিনির ব্যবসা।

রাহা থিয়েটার্স (ইণ্ডিয়া লিঃ)—ডিরেক্টর মিঃ এল কে রাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—ডি ৫, ক্লাইভ বিল্ডিংস্, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও প্রদর্শন।

### বোম্বাই

হরিশাল হরকটাদ এণ্ড কোং লিঃ—  
ডিরেক্টর মিঃ হরিশাল হরকটাদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২২, বাজারগেট স্ট্রীট, কোর্ট, বোম্বাই। অধুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কমিশনএজেন্ট।

এসোসিয়েটেড ওভারলিড্ ট্রেডিং কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জার এ শাহ্। রেজিষ্টার্ড অফিস—১২৮, কলবাদেরী রোড, বোম্বাই। অধুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। কাপড়ের ব্যবসা।

দ্বি এসোসিয়েটেড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (ইণ্ডিয়া লিঃ)—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ টি এ ম্যাকক্যারেনহাস। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অধুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। বেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

মেসার্স সি ডব্লিউ এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শেঠ চিত্তম্বাই লালুভাই। রেজিষ্টার্ড অফিস—রেলওয়েপুর্বা, আহমেদাবাদ। অধুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। মিলের কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি কাজকরবার।

### বিভিন্ন কোম্পানীর সভ্যত্ব

এম্পায়ার ডাইং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ৬৬ টাকা। নিউ সিটি অব বম্বে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ২৫ টাকা। নিউ গ্রেট ইষ্টার্ন স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ২৫ টাকা। কোলাবা ল্যাণ্ড এণ্ড মিল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা।

জাম্‌ওয়েয়ার লিঃ—গত ৩০শে মেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেরারে ১৪ টাকা হিসাবে। মাহুরা মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ৩০ টাকা। জি ম্যারিঞ্জ এণ্ড কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য আরকর রহিত প্রতি শেরারে ৭ টাকা হিসাবে। কানবার মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য কোম্পানীর শেরার মূলধনের উপর প্রতি শেরারে ৪ টাকা হিসাবে। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা।

### বিশ্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

## বেঙ্গল মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৪, ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—বড়বাজার, হাওড়া ও কলকাতা

কারেন্ট একাউন্ট—২৫০ টাকার খোলা ব্যার এবং ১০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়।  
সেভিংস্ একাউন্ট—৫০ টাকার খোলা ব্যার এবং ১১০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।  
ফিক্সড ডিপজিট—১০০ টাকার খোলা ব্যার এবং ৩ টাকা হইতে ৫ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

অন্যান্য বিবরণের জন্য পত্র লিখুন—

আর কে চক্রবর্তী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

## ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ফোন : কলি : ৪১১

টেলিগ্রাম : "ক্লিয়ারিং"

হেড অফিস—৮নং লায়ন্স রেজ, কলিকাতা।

বিশিষ্ট ডিরেক্টর বোর্ড পরিচালিত সম্ভ্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

প্রতি ১০০০ টাকার পেন্সন সার্টিফিকেটে ২০০০ টাকা পাওয়া যায়।

অন্যান্য নূতন স্কীমের জন্য আজই পত্র লিখুন :—

ব্রাঞ্চ :—ঢাকা, চাইবাঙ্গা (B. N. R.), চক্রধরপুর (B. N. R.), রাইপুর (C. P.), দৌধিরপার (ঢাকা), আজারিয়া (করিমপুর), বোম্বাই, মব্বাপ ও দক্ষিণ কলিকাতা।

## ক্যালকাটা মির্চি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি : ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৫১, হারিসন রোড

শাখাসমূহ :—

বেলেঘাটা, শ্রীমবাজার, মিরকাডিম, ভাগলপুর, বোলাজোর ও কাটাবজী (পাটনা ষ্টেট), দারভাজা, মাধনগর, নারায়ণগঞ্জ, লাহোরিয়াসরাই ও রায়পুর (দি, পি),

পাটনা, আরামবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

টাকা ও বিনিময়-বাজারের অবস্থার পূর্বের তুলনায় উন্নতি হইয়াছে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ১৯৮৬ পাউ দরের সমুদয় এবং ১৯৮০ পাউ দরের শতকরা ৪০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা হুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮১ পাউ বার্ষিক হইয়াছে।

এবার বিনিময়-বাজারের অবস্থার পূর্বের তুলনায় উন্নতি হইয়াছে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ১৯৮৬ পাউ ও তদুপরি দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা হুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮১ পাউ বার্ষিক হইয়াছে।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ১৯৮৬ পাউ ও তদুপরি দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা হুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮১ পাউ বার্ষিক হইয়াছে।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ১৯৮৬ পাউ ও তদুপরি দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা হুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮১ পাউ বার্ষিক হইয়াছে।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ১৯৮৬ পাউ ও তদুপরি দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা হুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮১ পাউ বার্ষিক হইয়াছে।

বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১০ই মার্চ অথবা যে দিने ঐ তারিখ দুটির দিন সেখানে ১ই মার্চ তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্তর্গত সর্বস্বত্বাধীনি।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ১৯৮৬ পাউ দরের সমুদয় এবং ১৯৮০ পাউ দরের শতকরা ৪০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা হুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮১ পাউ বার্ষিক হইয়াছে।

আগামী ১০ই মার্চ তারিখে বোম্বাই ও কলিকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আফিসে বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত আসাম সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট আবেদন গৃহীত হইবে। বাহাদুরের টেন্ডার প্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১০ই মার্চ বোম্বাই-এ ও ১০ই মার্চ কলিকাতায় বিল বুঝিয়া লইয়া টাকা দিতে হইবে। অন্তর্গত সর্বস্বত্বাধীনি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেঙ্গল প্রদেশ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮০২ কোটি ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৭০ কোটি ৬১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ১৯৮৬ পাউ ও তদুপরি দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা হুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮১ পাউ বার্ষিক হইয়াছে।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ১৯৮৬ পাউ ও তদুপরি দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা হুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮১ পাউ বার্ষিক হইয়াছে।

মেওরা হইয়াছিল ৪৩ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহের ধারের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫২ কোটি ৭২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি ৮৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৪ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৫১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথম সরকার ও অন্তর্গত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ও ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও ২ কোটি ২২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—  
টেঙ্গি: হুতি (প্রতি টাকায়) ১ শি: ৫৩ই পে-  
ই দশনী ২ শি: ৫৩ই পে-  
ডি এ ৩ বাস ১ শি: ৫৩ই পে-  
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৬২৫

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ  
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ হইবার পূর্বে কলিকাতা শেয়ার বাজারে কিছুটা নিষ্ক্রিয়তার ভাব দেখা গিয়াছিল। বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হইয়া গেলে শেয়ার বাজার আবার ভেজা হইয়া ওঠে। কিন্তু বাজেট প্রস্তাব বিশ্লেষণের পর লোকে বুঝিতে পারিল যে, প্রত্যেকভাবে করের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি না পাইলেও মূলধন সম্পর্কে এমন সব ব্যবস্থা

## সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২২নং স্ট্র্যাণ্ড রোড,  
(ব্রাইডস্ট্রিট স্ট্রিট ও স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে)  
কলিকাতা।

শাখাসমূহ  
টোলা, দমদম, বরানগর,  
আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর: মিঃ বি. সি. দাস, এম. এ. বি-এল

## নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা কোম ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

### চিঠাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| অনুমোদিত মূলধন       | ৫০,০০,০০০ টাকা      |
| বিক্রীত " "          | ২৫,০০,০০০ টাকার উপর |
| আদায়কৃত " "         | ২০,০০,০০০ " "       |
| গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি | ১,০২,০০,০০০ " "     |
| আমানত                | ৪,০০,০০,০০০ " "     |
| কার্যকরী মূলধন       | ৪,৫০,০০,০০০ " "     |

(ক এন দালাল,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।)

করা হইয়াছে। সাহায্যে বর্তমানে লভ্যাংশ প্রদানের হার বজায় রাখিয়া চলিতে লক্ষ্য হইলেও কোম্পানীসমূহের শেষারের মূল্য-বেশী বৃদ্ধি পাওয়া কঠিন। ঠিক এই কারণেই আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে শেষার বাজারে কিছুটা মন্দার ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে।

### কোম্পানীর কাগজ

নতুন কর ধার্যের প্রভাব কোম্পানীর কাগজের মূল্যের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ৩৯ অদের কোম্পানীর কাগজ ৯৯০, ৩৯ অদের (১৯৫৫-৫৬) ১০৪০, ৩ অদের (১৯৪২-৪৩) ১০০০, ৩ অদের (১৯৪৬) ১০২০, ৩ অদের (১৯৪৬-৪৭) ৯৮০, ৩৯ অদের (১৯৪৭-৪৮) ১০০০, ৪ অদের (১৯৪৮-৪৯) ১১২০, ৫ অদের (১৯৪৯-৫০) ১০৫০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। আদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহের স্বর্ণপত্র ক্রয়বিক্রয়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

### ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেষার বাজারে কোন পরিবর্তন হয় নাই। ভারত ব্যাঙ্ক ১২২০, ক্যালকাটা জাশনাল ব্যাঙ্ক ১৪, হিন্দ ব্যাঙ্ক ৬৬০, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৯৮, (কন্সলিডেটেড) ৫১৪, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১২৬, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ২৭০ দরে বিক্রি হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

বোম্বাই তুলার বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব বলবৎ থাকা সত্ত্বেও কলিকাতার কাপড়ের কলের শেষার বাজারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। কাপপুর টেক্সটাইল ১৫০, এলগিন ৮৫০, কেশোরাম ১৮০, নিউ ভিক্টোরিয়া ২৫০, প্রজাতী টেক্সটাইল ১১৫, ত্রীরাধেশ্বর ২৩০।

### কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেষার বাজারে পূর্ববর্তী সপ্তাহের মতই কর্মচাকলা বজায় ছিল এবং সাম্প্রতিক বর্ধিত মূল্যের হারও হ্রাস পায় নাই। এ্যামালগেমটেড ৪৬০, বেঙ্গল ৫৯০, ভালগোড়া ১৬০, বরাকর ৩০৫, ইকুই-টেবল ৫৪, নিউ বীরভূম ৩২৫, রাণীগঞ্জ ৪১০, ভালচের ৭০, ওয়েস্ট জামুরিয়া ৫৫০, হাওড়া ৬২০, হুমুচাঁদ ৬৩০, কাকিনাড়া ৫৮৫, কামারহাটি ৫০৮, নদীয়া ১২৩ টাকা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং আরম্ভ ৩৭০, ষ্টীল কর্পোরেশন ২৮০, আর্থার বাটলার ২০, ব্রিটানিয়া ব্লিডিং এন্ড আরম্ভ ১২৫, জেসপ এন্ড কোং ২৩০, ন্যাশনাল আরম্ভ এন্ড ষ্টীল ১৩০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চিনির কল

বেলগঞ্জ ১৩, কের এন্ড কোং ৩০০, চম্পারণ ৪২০, ইউ পি জুগার ৩৪, রামনগর কেম এন্ড জুগার ১৪০ দরে বিক্রি হইয়াছে।

### চা-বাগান

বাজেটে প্রতি পাউন্ড চায়ে দুই আনা হারে কর বসাইবার প্রস্তাব করার পর হইতে চা-বাগানের শেষারের দর কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। হাতীকীরা ৩৭০, তেজপুর ১৭৫, সাপোই ২১০, সেন্টাল কাছাড় ২৮, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৫০, কতিমা ১৬০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাম ২৩০, ওরিয়েন্ট পেপার ৩৩, টিটাগড় ২২ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### বিবিধ

আগাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ১২০, ডালমিয়া সিমেন্ট ১২, রবি জেনারেল ২৪০, ইঞ্জিনিয়ার উড প্রাইভেট ৩৫০, মেদিনীপুর জমিদারী ১৬৭০, বামারলারী ৪৫০, বেঙ্গল চেম্বার ২৮ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ-সপ্তাহে কলিকাতার শেষার বাজারে নিম্নরূপ বিক্রি হইয়াছে :—

### কোম্পানীর কাগজ

৩ অদের ডিফেন্স বন্ড (১৯৪২-৪৩) ২৪শে ফেব্রুয়ারী—১০০০, ২৫শে—১০০০, ১লা মার্চ—১০০০। ৩ অদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে ফেব্রুয়ারী—৮২০, ২৮শে—৮২০। ৩ অদের লোন (১৯৪২-৪৩) ২৪শে ফেব্রুয়ারী—১০০০, ২৫শে—১০০০। ৩ অদের লোন (১৯৪৩-৪৪) ২৪শে ফেব্রুয়ারী—২২০, ২৫শে—২২০, ২৮শে—২২০, ২৯শে—২২০, ১লা মার্চ—২২০। ৩ অদের লোন

(১৯৪৩-৪৪) ২৪শে ফেব্রুয়ারী—২৮০, ২৮শে—২৮০, ২৯শে—২৮০, ১লা মার্চ—২৮০। ৩ অদের ডিফেন্স বন্ড (১৯৪৩) ২৪শে ফেব্রুয়ারী—১০২০, ২৫শে—১০২০। ৩ অদের লোন (১৯৪৩-৪৪) ২৪শে ফেব্রুয়ারী—২৮০, ২৮শে—২৮০, ২৯শে—২৮০, ১লা মার্চ—২৮০। ৩ অদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে ফেব্রুয়ারী—২৮০, ২৮শে—২৮০, ২৯শে—২৮০, ১লা মার্চ—২৮০। ৩ অদের লোন (১৯৪৩-৪৪) ২৪শে ফেব্রুয়ারী—১০৩০, ২৫শে—১০৩০, ২৮শে—১০৩০, ২৯শে—১০৩০, ১লা মার্চ—১০৩০। ৩ অদের লোন (১৯৪৪-৪৫) ২৪শে ফেব্রুয়ারী—১০৫০, ২৫শে—১০৫০, ২৮শে—১০৫০, ১লা মার্চ—১০৫০।

### ব্যাঙ্ক

ভারত ২৬শে ফেব্রুয়ারী—১২২০, ২৮শে—১২২০। ক্যালকাটা জাশনাল ব্যাঙ্ক ২৪শে ফেব্রুয়ারী—১৪, ২৫শে—১৪। হিন্দ ২৪শে ফেব্রুয়ারী—৫৭০, ২৮শে—৫৬০, ২৯শে—৫৬০, ১লা মার্চ—৫৬০। ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৪শে ফেব্রুয়ারী—১৯৮, ২৮শে—১৯৮, ২৯শে—১৯৮, ১লা মার্চ—১৯৮। রিজার্ভ ২৪শে ফেব্রুয়ারী—১০০, ২৮শে—১০০, ২৯শে—১০০, ১লা মার্চ—১০০। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২৪শে ফেব্রুয়ারী—২৭০, ২৮শে—২৭০, ২৯শে—২৭০, ১লা মার্চ—২৭০।

## ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

প্রধান শাখা :—৯৭ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন কলি : ৪১৭৩

শাখা অফিস

কলিকাতা—

বালীগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, ইটালী।

বাংলার অন্যান্য—

হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরানবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াখালী ও নবাবপুর (ঢাকা)।

বিহার—পাটনা,

আজমগড়, পূর্ণিয়া, রাঁচী।

লভ্যাংশ  
শতকরা

৭১০

দেওয়া হইয়াছে

যা বর্তমান আধুনিক  
ব্যক্তি ব্যবসায়  
করা হয়।

এজেন্ট :—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ



৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ; ২৳শ—৳। ০ ৳। ০ ;  
 ২৳শ—৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ;  
 ২৳শ—৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ;  
 ৳। ০ ৳। ০ :—৳। ০ ৳। ০ । ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০  
 ৳। ০ :—৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ; ২৳শ—৳। ০ ৳। ০ ৳। ০  
 ৳। ০ ; ২৳শ—৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ; ২৳শ—৳। ০  
 ৳। ০ ৳। ০ ; ২৳শ—৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ;  
 ৳। ০ ৳। ০ :—৳। ০ ৳। ০ ৳। ০ ।

বাগদাদী ২৪শে ফে:—১৪৫০ ১৪৫০/০ ১৪৫০/০  
 ১লা মা:—১৪৫০/০; ঐ (প্রোক) ২৪শে—১২৫০/০।  
 বেলায়ল কটন ১লা মা:—১৪৫০/০ ১৪৫০/০। বেলায়ল-  
 নারগপুর ২৪শে ফে:—৩৮৫০/০; ১লা মা:—৩৮৫০/০।  
 কানপুর টেক্সটাইল ২৪শে ফে:—১৫৫০ ১৫৫০/০  
 ১৫৫০/০; ২৫শে—১৫৫০/০ ১৫৫০/০; ২৬শে—১৫৫০/০  
 ১৫৫০/০ ১৫৫০/০; ২৮শে—১৫৫০/০ ১৫৫০/০ ১৫৫০/০;  
 ২৯শে—১৫৫০/০ ১৫৫০/০ ১৫৫০/০ ১৫৫০/০ ১৫৫০/০  
 ১৫৫০/০; ১লা মা:—১৪৫০/০ ১৫৫০/০ ১৫৫০/০ ১৫৫০/০  
 ১৫৫০/০। চাকেশ্বরী ২৪শে ফে:—৩১৫০ ৩১৫০/০  
 ৩১৫০/০ ৩১৫০/০; ২৫শে—৩১৫০/০ ৩১৫০/০ ৩১৫০/০ ৩১৫০/০  
 ৩১৫০/০। ডানবার ২৪শে ফে:—২৮৫০; ২৫শে—  
 ২৮৫০ ২৮৫০/০; ২৬শে—২৮৫০/০; ২৮শে—২৮৫০/০  
 ২৮৫০/০ ২৮৫০/০; ১লা মা:—২৮৫০/০ ২৮৫০/০ ২৮৫০/০।  
 এলগিন মিলস্ ২৪শে ফে:—৮৫৫০; ২৫শে—  
 ৮৫৫০/০; ২৬শে—৮৫৫০/০ ৮৫৫০/০; ১লা মা:—৮৫৫০/০।  
 কেশোরাম ২৪শে ফে:—১৭৫০/০ ১৮৫০/০ ১৮৫০/০  
 ১৭৫০/০; ২৫শে—১৮৫০/০ ১৮৫০/০ ১৮৫০/০; ২৬শে—  
 ১৮৫০/০; ২৮শে—১৮৫০/০; ২৯শে—১৮৫০/০; ১লা  
 মা:—১৮৫০/০ ১৮৫০/০ ১৮৫০/০। মুইর মিলস্ ২৮শে  
 ফে:—৫০৫০। নিউ ডিক্টোরিয়া ২৪শে ফে:—  
 ১০৫০ ১০৫০/০ ১০৫০/০ ১০৫০/০; ২৫শে—১০৫০/০ ১০৫০/০  
 ১০৫০/০; ২৬শে—১০৫০/০ ১০৫০/০; ২৮শে—১০৫০/০;  
 ১লা মা:—১০৫০/০ ১০৫০/০ ১০৫০/০ ১০৫০/০; ঐ (প্রোক)  
 ২৪শে—১২৫০/০; ২৫শে—১২৫০/০ ১২৫০/০; ২৬শে—  
 ১২৫০/০; ২৮শে—১২৫০/০ ১২৫০/০ ১২৫০/০; ২৯শে—

ব্যাক সংক্রান্ত বাবড়ীয় কার্য আমরা  
করিন্না থাকি ।

১২৬/০ ১২৬০; ১লা মাঃ—১২৬০/০ ১৩/০ ১৩/০।  
প্রভাতী টেলিটাইল ২৪শে ফেঃ—১১৬০/০।

## ইলেকট্রিক

বেরিলী ২৪শে ফেঃ—১৬০/০। বেনারস ২৪শে  
ফেঃ—১৬০/০। কটক ২৪শে ফেঃ—১১৬০। গয়া  
২৪শে ফেঃ—১০/০। মীর্জাপুর ২৪শে ফেঃ—  
৬৬০ ৬৬/০; ২৪শে—৭০/০; ২৬শে—৭০/০;  
২৮শে—৭০ ৭১/০ ৭১/০; ২৯শে—৭৬০ ৭১/০  
৭১/০; ১লা মাঃ—৭৬০/০। রাওয়ালপিণ্ডি ২৪শে  
ফেঃ—৩১০ ৩১/০। সাজাহানপুর ২৪শে  
ফেঃ—২৬০/০।

## ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্চার বাটলার ১লা মাঃ—২০/০। ভারতীয়  
ইলেকট্রিক ষ্টীল ২৪শে ফেঃ—১৭৬০; ২৬শে—  
১৭৬০/০; ২৮শে—১৮ ১৮/০; ২৯শে—১৮।  
১৮/০; ১লা মাঃ—১৮১/০ ১৮১/০। বার্ব এণ্ড  
কোং ২৪শে ফেঃ—৩২২/০। ইঞ্জিয়ান আয়রণ এণ্ড  
ষ্টীল ২৪শে ফেঃ—৩৬ ৩৬/০; ২৬শে—৩৬/০  
৩৬/০; ২৮শে—৩৬ ৩৬/০; ২৯শে—৩৬/০  
৩৬/০; ২৯শে—৩৬/০ ৩৬/০; ১লা মাঃ—  
৩৭১ ৩৭/০। কুমারধুবি ২৪শে ফেঃ—২১/০;  
২৬শে—২১ ২১/০; ২৮শে—২১/০ ২১/০;  
২৯শে—২১/০ ২১/০; ১লা মাঃ—  
২৬০ ২৬/০। ক্রাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৪শে  
ফেঃ—১৩১/০; ২৬শে—১৩১/০; ২৮শে—১৩১/০;  
২৯শে—১৩১/০ ১৩১/০; ১লা মাঃ—১৩৬০ ১৩৬/০। ষ্টীল কর্পোরেশন  
২৪শে ফেঃ—২৭১/০ ২৭১/০; ২৬শে—২৭১/০  
২৭১/০; ২৮শে—২৭১/০ ২৭১/০; ২৯শে—২৭৬০  
২৭৬/০; ১লা মাঃ—২৭৬০ ২৮/০।

## পাটকল

আগরপাড়া ২৪শে ফেঃ—২৯/০; ২৬শে—  
২৯/০; ২৮শে—২৯৬/০ ৩০/০; ১লা মাঃ—৩০০/০

৩০/০। বালী ২৪শে ফেঃ—৩৬০/০ ৩৬০/০;  
২৬শে—৩৬০/০; ২৮শে—৩৬০/০; ২৯শে—৩৬০/০  
৩৬০/০; ১লা মাঃ—৩৬০/০ ৩৬০/০। বরানগর  
২৪শে ফেঃ—১৭২ ১৭৮/০; ২৬শে—১৮০/০;  
২৮শে—১৮০/০; ১লা মাঃ—১৮০/০। ভারত  
২৪শে ফেঃ—৪৩০/০। বজবজ ২৪শে ফেঃ—৪১২/০;  
১লা মাঃ—৪৩০/০ ৪৩০/০। এম্পায়ার ২৪শে  
ফেঃ—৩২০/০; ২৬শে—৪০১/০। গৌরীপুর ২৪শে  
ফেঃ—৭২৬ ৭২০/০; ২৬শে—৭২০/০ ৭২০/০;  
২৮শে—৭২২ ৭২০/০; ১লা মাঃ—৮০৬/০। হুগলী  
১লা মাঃ—৯২/০। হাওড়া ২৪শে ফেঃ—৬৬৬/০;  
২৬শে—৬৭১/০ ৬৭১/০; ২৮শে—৬৭১/০ ৬৭০/০;  
২৯শে—৬৭৬ ৬৮০/০; ১লা মাঃ—৬৯১/০ ৬৯৬/০।  
হুগলী ২৪শে ফেঃ—৩৬০/০; ২৬শে—৩৬০/০; ১লা মাঃ—  
৩৬০/০ ৩৬০/০। ল্যামডাউন ২৪শে ফেঃ—১২৬/০;  
২৬শে—১২৬/০; ১লা মাঃ—২০৬/০। লোথিয়ান  
২৪শে ফেঃ—৩২০/০; ২৬শে—৩২০/০। ক্রাশনাল  
২৪শে ফেঃ—২৮৬/০; ২৬শে—২৯০/০ ২৯০/০;  
১লা মাঃ—২৯০/০ ২৯০/০। নদীয়া ২৪শে ফেঃ—  
১১৮/০; ২৬শে—১১৮/০; ২৮শে—১১৮/০;  
২৯শে—১১৮/০ ১২২/০; ১লা মাঃ—১২২/০ ১২২/০;  
১লা মাঃ—১২২/০ ১২২/০। ওয়িলিংটন ২৪শে  
ফেঃ—১২২/০; ২৬শে—১৩৬/০। প্রেসিডেন্সী  
২৪শে ফেঃ—৬৬০/০; ২৬শে—৭০/০ ৬৬০/০; ২৮শে  
—৭০/০; ২৯শে—৭০/০; ১লা মাঃ—৭১০/০।

## খনি

বার্মা কর্পোরেশন ২৪শে ফেঃ—৩৬০ ৩৬০/০;  
২৬শে—৩৬০/০; ২৮শে—৩৬০/০; ২৯শে—৩৬০/০;  
১লা মাঃ—৩৬০/০। ইঞ্জিয়ান কপার ২৪শে  
ফেঃ—২৬/০; ২৬শে—২৬/০ ২৬০/০; ২৮শে—  
২৬/০ ২৬০/০; ২৯শে—২৬/০ ২৬০/০; ১লা মাঃ—  
২৬/০ ২৬০/০; ১লা মাঃ—২৬/০ ২৬০/০। রোডে-  
সিয়া কপার ২৪শে ফেঃ—২১০/০; ২৬শে—২১০/০;  
১লা মাঃ—২১০/০। ট্যান্ডয় টিন ১লা মাঃ—১১০/০।

## কাগজের কল

ইঞ্জিয়ান পেপার পাল্প ২৪শে ফেঃ—২২১০/০  
২২১০/০; ২৬শে—২২১০/০ ২২১০/০; ২৮শে—২২১০/০  
২২১০/০; ১লা মাঃ—২২১০/০ ২২১০/০। হার ২৪শে  
ফেঃ—২৩০/০ ২৩০/০; ২৬শে—২৩০/০; ২৮শে—  
২৩০/০; ১লা মাঃ—২৩০/০ ২৩০/০। টিটাগড় ২৪শে  
ফেঃ—২৮০/০ ২৮০/০; ২৬শে—২৮০/০ ২৮০/০;  
২৮শে—২৮০/০ ২৮০/০; ১লা মাঃ—২৮০/০ ২৮০/০।

## রেলপথ

আরা-সাগার ১লা মাঃ ৯১/০। বাকুড়া-  
দামোদর ২৪শে ফেঃ—৯৭০/০। হোসিয়ারপুর-  
দোয়ার ২৪শে ফেঃ—১১০/০। কাটাখাল-লাল-  
বাজার ২৪শে ফেঃ—৯৭০/০। ময়মনসিংহ-ভৈরব-  
বাজার ২৪শে ফেঃ—১১০/০। সারা-সিদ্ধাপুর  
২৪শে ফেঃ—১০৬/০।

## চিনির কল

বলরামপুর ২৪শে ফেঃ—১৮ ১৭৬/০; ২৬শে  
১৭৬/০। বেকু এণ্ড কোং ২৪শে ফেঃ—৩০০/০  
৩০০/০; ২৬শে—৩০০/০ ২০৬/০; ২৮শে—৩০০/০  
২০৬/০; ২৯শে—৩০০/০ ৩০০/০; ১লা মাঃ—  
৩০৬/০ ৩০৬/০। কানপুর ২৪শে ফেঃ—৪১০/০;  
২৬শে—৪১০/০; ২৮শে—৪১০/০; ২৯শে—৪১০/০  
চম্পারন ২৪শে ফেঃ—৪০৬/০ ৪০৬/০; ২৬শে—  
৪১০/০; ২৮শে—৪০৬/০ ৪০৬/০। ঘরভাঙ্গা ২৪শে  
ফেঃ—৩০৬/০ ৩০৬/০; ২৬শে—৩০৬/০ ৩০৬/০;  
২৮শে—৩০৬/০; ২৯শে—৩০৬/০ ৩০৬/০। সমস্তিপুর  
২৪শে ফেঃ—২১৬/০ ২২/০; ২৬শে—২২০/০  
২১৬/০; ২৮শে—২১৬/০ ২২/০; ২৯শে—২২০/০  
২২০/০; ১লা মাঃ—২২০/০ ২২০/০। ইউপি ২৪শে ফেঃ—৩২০/০ ৩২০/০;  
২৬শে—৩২০/০ ৩২০/০; ২৮শে—৩২০/০; ২৯শে—  
৩২০/০ ৩২০/০।

## ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কিছুই সামান্য নহয়

বিন্দু বিন্দু বারি দ্বারাই বিশাল বারিধির সৃষ্টি  
সামান্য সামান্য নিয়মিত সঞ্চয়ই  
বৃহৎ ভাণ্ডারের সৃষ্টি করে।

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টে স্মদ দেওয়া হয়

• প্রত্যেকবার উর্দ্ধপক্ষে ৫০% টাকা করিয়া

সপ্তাহে ছুইবার টাকা তুলিতে দেওয়া হয়।

আমাদের সহযোগিতায় আপনার সঞ্চয়

স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করুন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ দত্ত

২.

## নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :

কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস :

২২নং ক্যানিং ষ্ট্রিট।

কলিকাতায় অগ্রাগ্র শাখা :—

কলেজ ষ্ট্রিট, শ্যামবাজার ও বালীগঞ্জ।

● “ক্যাশ ক্রেডিট” প্রণয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা  
ধারণ দেওয়া হয়।

● মার্কেটাইল বিলের উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্বত্র।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি কে দত্ত।

## চা-বাগান

বানরছাট ২৫শে ফে:—৮৬০/০ ৮৬৫/০।  
বড়দীঘি ২৫শে ফে:—৭৪০/০। সেন্ট্রাল কাছার  
২৫শে ফে:—১০০/০; ২৬শে—১০১/০; ১লা মা:—  
৯৯/০। ইথেলবাড়ী ২৪শে ফে:—২৬৫০/০।  
হাতীকীরা ২৪শে ফে:—৩১/০; ২৫শে—৩১/০  
৩০৪/০। মিউ টেরাই ২২শে ফে:—৩০৫০/০।  
পাক্রকোলা ২৫শে ফে:—১১১৫/০। ভেজপুর  
২৪শে ফে:—১৮৫/০ ১৮৫০/০; ২৫শে—১৮৫০/০  
১৮৫০/০; ২৬শে—১৮৫/০ ১৮৫০/০। পুসিদিং ২৮শে  
ফে:—১৬৫০/০; ১লা মা:—১৬৫০/০। জয়বীরপাড়া  
২৪শে ফে:—৪০/০।

## বিবিধ

এ্যাক্সিনিয়াম কর্পোরেশন ২৫শে ফে:—১৯০/০  
১৯০/০; ২৬শে—১৯৫০/০। আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট  
২৪শে ফে:—১৫৫০/০; ২৬শে—১৬৫০/০ ১৬৫০/০;  
২৭শে—১৬৫০/০ ১৬৫০/০। বামারলরী ২৫শে ফে:—  
৪৪২/০ ৪৪৮/০; ২৬শে—৪৫০/০। বেঙ্গল টিম্বার  
২৬শে ফে:—২২০/০। বি আই কর্পোরেশন  
২৫শে ফে:—৬৫০/০; ২৬শে—৬৫০/০; ২৮শে—  
৬৫০/০ ৬৫০/০; ২৯শে—৬৫০/০; ১লা মা:—৬৫০/০।  
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ২৬শে ফে:—২৬৫০/০ ২৬৫০/০।  
ডালমিয়া সিমেন্ট ২৪শে ফে:—১৮৫০/০; ২৫শে—  
১৮৫০/০ ১৮৫০/০; ২৬শে—১৮৫০/০ ১৮৫০/০। ইণ্ডিয়ান  
উড প্রডাক্টস ২৮শে ফে:—৩৫০/০; ১লা মা:—৩৫০/০  
৩৫০/০। ইণ্ডিয়ান কেবলস ২৪শে ফে:—২৫০/০।  
ক্যালকাটা সিঙ্ক ২৫শে ফে:—১০০/০; ২৬শে—  
১০০/০ ১০০/০।

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ও মধ্য ভাগে  
কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে তেজীর ভাব  
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষের  
দিকে মিলমালিকরা বাজার হইতে সরিয়া  
দাঁড়াইবার কলে মন্দার ভাব দেখা দেয়। পাটের  
দর আর চড়তির দিকে না লইয়া বাইবার দিকেই  
বাজারের বৌক দেখা যাইতেছে। শেষ পর্যন্ত  
কি পরিমাণ পাটের জমিতে বীজ বপন করা হইল  
তাহা সত্যক না বুঝিয়া উঠা পর্যন্ত ক্রেতা ও  
বিক্রেতা এই উভয় মহলই অপেক্ষা করিবার  
পক্ষপাতী বলিয়া মনে হইতেছে।

কমলা সরবরাহের ব্যবস্থা পূর্বের অপেক্ষা  
সন্তোষজনক হওয়ার মিলগুলি প্রতি সপ্তাহে পুরা-  
দমে ৪৪ বস্তা কাজ চালাইতে পারিবে বলিয়া  
ভরসার ভাব দেখা যাইতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহের আগল পাটের বাজারে,  
বিশেষ করিয়া সপ্তাহের প্রথম দিকে, প্রচুর পরিমাণ  
কাজকারবার হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও  
বটোম বথাক্রমে ১৫৫০ আনা ও ১৩০ আনার  
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত তোবা মিডলের  
দর ছিল ১৭০ আনা। পাকা বেল বিভাগে  
কাজকারবারের পরিমাণ অধিক না হইলেও  
অবস্থার একটা স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছে।

এবারের ধলে ও চটের বাজারের অবস্থায়  
বিশেষ তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছে। কাজ-  
কারবারের পরিমাণ সন্তোষজনক বলিতে পারা  
যায়। কমলা সরবরাহের ব্যবস্থা ও মিলসমূহের  
উৎপাদনের পরিমাণ আরও সন্তোষজনক হইবে  
এইরূপ আশায় মিলওয়ালারা এবার বিক্রয়ের  
দিকে বিশেষভাবে কৃকিয়া পরিয়াছিলেন। এবার  
৯মং পোর্টার ও ১১মং পোর্টার (সকল শ্রেণী)  
বথাক্রমে ২১০০ আনা ও ২৮৫০ আনার ক্রয়বিক্রয়  
হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২রা মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই তুলার বাজারে  
বিশেষ মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। ইহার মূলে  
চুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ তুলা ও  
কাপড়ের সর্বোচ্চ মূল্য হ্রাস পাইবে বলিয়া সংবাদ  
এবং দ্বিতীয়তঃ তুলা রেলযোগে প্রেরণ সম্পর্কিত  
কড়াকড়ি তুলিয়া লওয়ার ধরন। তুলার বাজারে  
কাজকারবারের পরিমাণ এবার খুব কম হইয়াছে।  
তুলা ও বস্ত্রের আরও মূল্য হ্রাসের পাকা ধরন  
ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত মিলমালিকরা তুলা ক্রেয়  
আগ্রহ না দেখাইয়া, অপেক্ষা করিয়া থাকিবার  
নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এবার বরিলি মার্চ  
৪৫৬৫০ আনা, মে ৪৫৬৫০ আনা ও জুলাই ৪৫৭৫০  
আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে উহাদের  
দর ছিল বথাক্রমে ৪৬৭৫০ আনা, ৪৬৮৫০ আনা ও  
৪৬২৫০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের  
বাজারের অবস্থায় চড়তির ভাব পরিলক্ষিত  
হইয়াছে। ক্রেতার এবার বেশ কাপড় ধরিদ

করিয়াছেন। টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের  
ইণ্ডিয়ারাল কমিটি হতার ও কাপড়ের সর্বোচ্চ দর  
প্রতি টাকার বথাক্রমে ৬০ আনা ও ১০ পয়সা  
হ্রাস করিবার প্রস্তাব জানাইয়াছেন এই সংবাদ  
বাজারে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে  
নাই। বাহির হইতে বস্ত্রাদি সরবরাহ সন্তোষ-  
জনক নহে বলিয়াই বাজারে ক্রেতা মহলের  
অপেক্ষা বিক্রেতামহল দরদরিতে অধিক সুবিধা  
সুযোগ পাইতেছে।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই সোণার বাজারে  
উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই এবং মূল্যও  
খুব সঙ্গীর্ণ গম্ভীর মধ্যে ওঠা-নামা করিয়াছে।  
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে মূল্য বৃদ্ধির লক্ষণ  
এক আঙুট দেখা যায় কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক

**পাইওনিয়ার**  
**ব্যাঙ্ক লিমিটেড**  
সিডিউলডুজ ব্যাঙ্ক  
কলিকাতা শাখা—১২২, ক্রাইস্ট রো

|                        |                                                                          |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| হেড অফিস :<br>কুমিল্লা | ● কর্মভৎপরতা<br>● দক্ষতা<br>● সততা<br>● সৌজন্য<br>আমাদের<br>“সেবামন্ত্র” | স্থাপিত—<br>১৯২৩ |
|                        |                                                                          |                  |

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :  
মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত, এম. এল. এ, কেন্দ্রীয়

## সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

এবংসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭৫ লভ্যাংশ দিয়াছে

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪৩৫

—শাখাসমূহ—

- |                    |                  |                |                        |
|--------------------|------------------|----------------|------------------------|
| (১) শ্যামবাজার     | (৫) কাঁচড়াপাড়া | (৯) দিনাজপুর   | (১৩) ছবরাজপুর (বীরভূম) |
| (২) দক্ষিণ কলিকাতা | (৬) ভাটপাড়া     | (১০) নীলফামারি | (১৪) সিরাজগঞ্জ         |
| (৩) মিউমার্কেট     | (৭) হিলি         | (১১) সৈয়দপুর  | (১৫) কুচবিহার          |
| (৪) নৈহাটী         | (৮) বামুনঘাট     | (১২) রংপুর     | (১৬) বেনারস            |
|                    |                  |                | (১৭) এলাহাবাদ          |

হেড অফিস—৯-এ, ক্রাইস্ট স্ট্রিট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা : ২১২৫ ও ৪৪৮০

= শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান =

## ক্যালকাটা গ্যারান্টি ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

প্রাঞ্চ :—রায়গড়, চম্পা, ভাটপাড়া, রায়পুর, নাগপুর, (সি. পি.)

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,

জেনারেল ম্যানেজার।

(রাজনৈতিক প্রশ্ন ১০১৪ পৃষ্ঠার পর)

স্বর্ণ বিক্রয়ব্যবস্থা বহাল রাখার এবং কাঁচা তুলায় বাজার মন্দা হইয়া পড়ায় শোণার দর বৃদ্ধি ত পায়ই নাই বরং একটু হ্রাস পায়। অর্থসচিবের বাজেট বক্তৃতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বর্ণ বিক্রয় সম্পর্কে বিশেষ কোন নতুন তথ্য জানিতে পারা যায় নাই। তবে অবস্থা দেখিয়া মনে হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে নির্দিষ্ট দরে স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা আরও কিছুকাল বহাল রাখা হইবে। গত শুক্রবার বোম্বাই বাজার খুলিবার সময় দর ছিল ৭০৮/০ তরি এবং বাজার বন্ধ হইবার সময়কার দর ছিল ৭০৮/০ আনা তরি। গিনির দর ছিল প্রতিশত ৪২/০ আনা। ঐ দিন কলিকাতা বাজারের শোণা প্রতি তরি ৭১০/০ আনা এবং গিনি প্রতি শত ৪২০ আনা।

## রূপা

কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ  
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই কাঁচা তুলায় বাজারের মন্দার ভাব কিম্বা শোণার বাজারের মন্দাগতি রূপার বাজারের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অর্থসচিবের বাজেট বক্তৃতায় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক রূপা বিক্রয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন আভাস দেওয়া হয় নাই, কাজেই রূপার বাজার তেজী রাখিবার পক্ষে উহা অনেকখানি সাহায্য করিবে। তবে অনেক মনে করিতেছেন যে, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক রূপা বিক্রয়ের কোন ব্যবস্থা করা না হইলেও বিদেশ হইতে রূপা আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হইবে এবং মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক হ্রাস পাইবে। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে রূপার দর গিয়াছে প্রতি ১০০ তরি ১২৩৮০; সেই স্থলে কলিকাতা বাজারের দর ছিল প্রতি ১০০ তরি ১২৬১ আনা।

## পেনিসিলিন উৎপাদনে যুগান্তর

বঙ্গালোর "ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স"-এর বাইও-কেমিস্ট্রী বিভাগের ভরূপ গবেষকস্বরূপ মিঃ এস. পি. দে এবং মিঃ এস. ঐনিবাস রাও পেনিসিলিন উৎপাদন সম্পর্কে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। বিলাতে ও আমেরিকায় যে পদ্ধতিতে "পেনিসিলিন" উৎপাদন করা হয় তাহা অপেক্ষা এই পদ্ধতিতে মাত্র এক-চতুর্থাংশ সময় লাগিবে। কত ইত্যাদির চিকিৎসায় "পেনিসিলিন" একটি আধুনিকতম অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ।

দিয়াছেন। ইহার পরে মিঃ জিন্না কি বলিবেন তাহা শুনিবার জন্য সমগ্র ভারত উৎকর্ণ হইয়াছিল। কায়দ-ই-আজম অতঃপর মুখ খুলিয়াছেন। গোসা করিয়া অভিমানের কথা জানাইতে গিয়া তিনি মনের আসল কথাটা বোঁকাস করিয়া দিয়াছেন। "নিউজ ক্রনিকেল" পত্রিকার প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে তিনি ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিবার আবদার পূর্বের মতই স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন, দ্বিখণ্ডিত ভারতের তিন-চতুর্থাংশ যে হিন্দুস্থান থাকিবে সেই গরিষ্ঠ অংশ যদি অথও হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্থানের উপর চড়াও করে, তখন সেই সমস্যার সমাধান কিরূপে হইবে? মিঃ জিন্না জানাইয়াছেন, যাহাতে হিন্দু ভারত মুসলীম ভারতের স্বার্থ ও স্বাভাব্য নষ্ট করিতে না পারে তজ্জন্তু সসৈন্ত ব্রিটিশ সিংহ ভারতে অবস্থান করিবেন। কতকাল? যতকাল না হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের স্ব স্ব অংশের সহিত খাপ খাইয়া ভাল মানুষ না বনিয়া যায়। অতঃপর উক্ত বিলাতী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন, ইংরেজ যদি তখন ভাল ছেলের মত সরিয়া পড়িতে নারাজ হয়, তাহা হইলে কি হইবে? প্রশ্নবাণে কোণঠাসা হইয়া মিঃ জিন্না জানাইয়াছেন, ইংরেজপক্ষ সেরূপ করিবেন না। সে যাহাই হউক, মিঃ জিন্না ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে আরও কিছুকাল (স্পষ্টতঃ বহুকাল) ভারতে আটকাইয়া রাখিতে চাহেন। তাহা হইলে করাচী অধিবেশনের "ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাও" ধ্বনির কি হইবে? এখানেই আসল জিন্না ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি যে সাম্রাজ্যবাদেরই ক্রীড়নক (জানিতে বা অজানিতে) তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

(ভারত সরকারের বাজেট—১০১৫ পৃষ্ঠার পর)

গিয়া বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে বিপুল ঘাটতি দেখা দিয়াছে। এই সময়ে সামান্য ও কোটি টাকার বদলে আরও বেশী অর্থ সাহায্যই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আশা করিতেছি। কিন্তু দেশ রক্ষার কাজে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকিয়া তাহারা জনরক্ষার কাজে এখনও তেমন কিছু মনোযোগ দিতেছেন না, ইহা হৃৎখের বিষয়।

আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালের বরাদ্দ উপস্থিত করিতে গিয়া অর্থসচিব ঐ বৎসর অতিরিক্ত মুনাফা করের দফায় ভারত সরকারের আয় বাড়িয়া ৭৮ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করিতেছেন। ভাহাজ চলচলের সুবিধা বাড়িয়া যাওয়ায় আগামী বৎসরে আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের দফায়ও ভারত সরকারের প্রাপ্তব্য রাজস্ব বাড়িবে। তাহা ছাড়া উৎপাদন শুল্কের দফায়ও আয় কিছু বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তাহার ধারণা। কাজেই চলতি বৎসরের ২৫৪ কোটি টাকা আয়ের স্থলে তিনি আগামী বৎসরে ২৫৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা আয় বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু বাজেটে আয়ের অঙ্ক যেরূপ বাড়িয়াছে ব্যয়ের অঙ্কও পূর্বের তুলনায় তেমনই যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থসচিব বলিয়াছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সম্প্রতি যে ব্যাপক বিধিব্যবস্থা সূত্র হইয়াছে তজ্জন্তু ভারতের সামরিক ব্যয় বাড়িবে না। কিন্তু একথা বলিয়াও তিনি কার্যতঃ আগামী বৎসরের বাজেটে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী করিয়াই নির্ধারণ করিয়াছেন। আগামী বৎসরে মোট ৩৬০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই ব্যয়ের মধ্যে ২৭৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকাই খরচ হইবে সামরিক বিভাগের জন্য।

## অনামী লিখিত কথা প্রসঙ্গে

(সরস নিবন্ধের বই)

দাম দেড় টাকা

## পুরবী পাবলিশাস

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা।

‘অরপি’ কার্যালয় ও প্রশান প্রশান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

নিরাপত্তা ও কার্যতৎপরতার জন্য—

## দি ইষ্টাণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস :—ঢাকা

স্থাপিত—১৯২৮

শাখাসমূহ :—

ভোলা, গাইবান্ধা,  
চট্টগ্রাম, চরমুন্সুরিয়া,  
শ্রীহট্ট ও নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা শাখা :—

১৪, ক্লাইভ স্ট্রিট

ফোন : কলি : ৪৪০১

রাজসাহী ও বরিশাল ব্রাঞ্চ শীঘ্র খোলা হইবে।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি, এম, ভট্টাচার্য্য

সাউথ ইষ্ট এশিয়া কমান্ডের জন্ত ভারতের খরচ বাড়িবার যদি সম্ভাবনা না থাকে তবে আগামী বৎসরে সামরিক ব্যয় নতুন করিয়া ১৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ কি? বর্তমান বৎসরের তুলনায় সাধারণ বিভাগ-সমূহের ব্যয় ২ কোটি টাকা বাড়িয়া মোট ৮৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। আগামী বৎসরে বাঙ্গলায় দুভিক্ষ প্রশমনের কার্য্য বাবদ বাঙ্গলা সরকারকে দেড় কোটি টাকা দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া শিল্প সম্পর্কিত গবেষণার উদ্দেশ্যে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। জাতিগঠন ও জাতিকল্যাণের কাজে ইহাই হইবে আগামী বৎসরে ভারত সরকারের দান। শিল্প গবেষণার জন্ত গবর্ণমেন্ট আগামী ৩৪ বৎসর মধ্যে আরও ১ কোটি টাকা খরচ করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। নগদ ১০ লক্ষ টাকা ও আগামী ৩৪ বৎসরে ১ কোটি টাকা দিবার ভরসা দিয়া অর্থ-সচিব শিল্পোন্নতি সম্পর্কে উহা গবর্ণমেন্টের উল্লেখযোগ্য উত্তম ও সঙ্কল্পের পরিচয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু যে দেশের গবর্ণমেন্ট বর্তমানে বার্ষিক ৩৬৩ কোটি টাকার উপর ব্যয় করিতেছেন, সে-দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে শিল্প গবেষণার মত প্রয়োজনীয় বিষয়ে এই সামান্য পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করা মোটেই আশ্চর্য্যজনক বিষয় নহে। দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে ইহাকে গবর্ণমেন্টের শুভ সঙ্কল্পের পরিচয় বলিয়া ধরিয়া লওয়াও দেশবাসীর পক্ষে অসম্ভব।

মোট আয়ে ২৮৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ও মোট ব্যয় ৩৬৩ কোটি টাকা হওয়াতে আগামী বৎসরের বাজেটে ভারত সরকারের ৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। এই ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে অর্থসচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় নতুন করিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। চা, কৃষি ও সুপারির উপর প্রতি পাউণ্ডে (১ পাউণ্ড আধ সেরের চেয়ে কিছু কম) দুই আনা করিয়া কর বসিবে। তামাকের উপর উৎপাদন শুল্কের পরিমাণ বাড়াইয়া ঐ দফায় ১০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইবে। দেড় হাজার টাকার উর্দ্ধ আয়ের উপর বর্তমানে আয়কর নির্ধারিত আছে। এক্ষণে অর্থসচিব দুই হাজার টাকার নিম্ন আয়ের উপর কর ধার্য্য হইবে না বলিয়া জানাইয়াছেন। দুই হাজার টাকা হইতে ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বর্তমানে যে হারে আয়কর আদায়ের রীতি প্রবর্তিত আছে আগামী বৎসরেও তাহাই বলবৎ থাকিবে। তবে ১০ হাজার টাকার উর্দ্ধ আয়ের উপর বর্তমান সারচার্জের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে।

সুপার ট্যাক্সের দফায় ৩৫ হাজার টাকা হইতে ২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দুই পয়সা হিসাবে কর বাড়িবে। আমদানী শুল্কের দফায় বর্তমানে শতকরা ২০ টাকা হিসাবে যে সারচার্জ ধার্য্য আছে, আগামী বৎসরেও তাহা বলবৎ থাকিবে। তামাক ও সুরাসারের উপর ২ ভাগ পরিমাণ যে সারচার্জ নির্দিষ্ট আছে তাহা আগামী বৎসরে বাড়াইয়া ২ করা হইবে। কর্পোরেশন ট্যাক্সের পরিমাণ এক আনা বৃদ্ধি করিয়া টাকায় মোট তিন আনা ধার্য্য করা হইবে। আগামী বৎসরে অতিরিক্ত মুনাফা করের হার বৃদ্ধি পাইবে না, অর্থাৎ তাহা বর্তমানের স্থায় ৬৩ ভাগ হারেই বলবৎ থাকিবে। তবে ঐ দফায় ২ ভাগ কর বাধ্যকরীভাবে জমা দেওয়ার যে বিধান আছে আগামী বৎসরে তাহা পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। তাহা ছাড়া অর্থসচিব মহোদয় লোকের দেয় আয়কর অগ্রিম প্রদান করা সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের আয়করের অংশ ত্রৈমাসিক কিস্তিতে অগ্রিম জমা দিলে প্রদত্ত টাকার উপর তাহাদিগকে শতকরা ২ টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে। অর্থসচিব নতুন করিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে ঐ বাবদ আগামী বৎসরে ভারত সরকারের ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। ঐ টাকা পাওয়ার পরও ভারত সরকারের মোট ৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ঘাটতির মধ্যে ৫৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকাই অপরিশোধিত থাকিয়া যাইবে। অবশিষ্ট সেই ঘাটতি পূরণের জন্ত সরকারী ঋণের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

দেশের সামরিক ব্যয় যেভাবে ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে নতুন করিয় ঋণ ও ট্যাক্স বৃদ্ধি ছাড়া উপায় নাই। কাজেই অর্থসচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় ঐ দুই বিষয়ে জোর দিয়াছেন দেশিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। তবে ট্যাক্স বৃদ্ধি করিতে গিয়া দেশের দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত জনসাধারণকে তাহা হইতে যথাসম্ভব রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা সঙ্গত, আর ইতিপূর্বে সেই প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্ত আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টাও করিয়াছি। অর্থ-সচিব আয়কর বৃদ্ধির ব্যাপারে এবার সে বিষয়ে কিছু সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। দুই হাজার টাকার নিম্ন আয়ের উপর আয়কর বসিবে না, ইহা এই দুর্দিনে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে খুবই আশ্বাস ও ভরসার কথা। দশ হাজার টাকার উর্দ্ধ আয়ের উপর সারচার্জ বৃদ্ধি পাওয়াতে দেশের সঙ্কতিপন্ন লোকেরা ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনক্লেশনরূপ পরোক্ষ কর দ্বারা সমর-ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা না করিয়া এই ভাবে উর্দ্ধতন আয়ের উপর কর বসাইয়া তাহা সঙ্কলান করিবার ব্যবস্থা অধিকতর সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ সামরিক ব্যয়ের গুরুভার হইতে অনেকটা রেহাই পাইবে। বৃদ্ধিত হারে আয়কর ও সুপার-ট্যাক্স

নির্ধারণ করিতে গিয়া অর্থসচিব এবার দেশের জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের কথা অনেকটা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়াছেন। আয়কর ও সুপার-ট্যাক্স মিলাইয়া কোন কোম্পানীকে টাকায় ৬৫ পাইয়ের অর্থাৎ সোয়া পাঁচ আনার বেশী দিতে হইবে না বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। বীমা কোম্পানীর বিশেষ গুরুত্ব ও সার্থকতার কথা বিবেচনা করিয়া অতিরিক্ত ট্যাক্সভার হইতে উহাদিগকে রেহাই দেওয়ার কথা অনেকেই বলিয়া আসিতেছিলেন। সেই হিসাবে অর্থ-সচিবের বর্তমান কার্য্যনীতি খুবই সময়েচিত হইয়াছে বলা চলে, যদিও উহাদের দেয় ট্যাক্সের হার আরও কম করিয়া নির্ধারিত হইলেই তাহা অধিকতর সঙ্গত হইত।

তবে অর্থসচিব চা ও সুপারির উপর প্রতি পাউণ্ডে দুই আনা করিয়া কর ধার্য্য করিবার ও তামাকের উপর নতুন করিয়া কর বাড়াইবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অনুচিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। এদেশে চায়ের ব্যবহার বাড়াইবার জন্ত বর্তমানে একটা সুসঙ্কল্পিত চেষ্টা শুরু হইয়াছে। সেই চেষ্টার ফলে দেশে চায়ের কাটতি কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশীয় চা শিল্পের স্থায়ী উন্নতির জন্ত দেশের অভ্যন্তরে চায়ের কাটতি এইভাবে বাড়িয়া চলা দরকার। কিন্তু চায়ের উপর ট্যাক্স বসাইবার ফলে উহার দাম বাড়িয়া সেই কাটতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের ভিতর তামাক ও পানের ব্যবহার খুবই প্রচলিত। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে সুপারির উপর প্রতি সেরে চারি আনার মত উচ্চ হারে কর বসান এবং তামাকের উপর ট্যাক্স পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করা খুবই আপত্তিকর। এই ভাবে কর বসিলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ বর্তমান দুর্দিনে তাহাদের একমাত্র বিলাস ও সাখ্যনা হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু যুদ্ধের নামে অবাস্তবভাবে সরকারী ব্যয় বাড়াইয়া যাহারা এদেশবাসীর চরম জাতীয় হুযোগ ডাকিয়া আনিতে দ্বিধা-বোধ করিতেছেন না তাহাদের নিকট এই দিক দিয়া সময়েচিত করুণা ও সুবিবেচনা আশা করা বৃথা।

## ঢাকারিয়া ব্যাংক কর্পোরেশন লিঃ

২১-এ, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ১৭৪৪

শতকরা বার্ষিক সুদ

চলতি হিসাবে

১০০/ ও তদতিরিক্ত জমায়— ১/

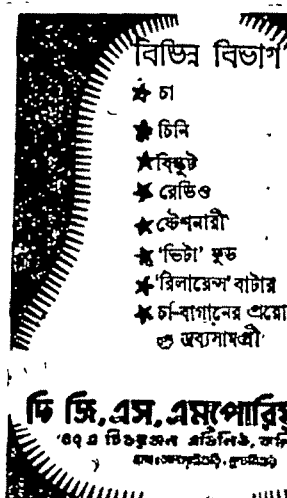
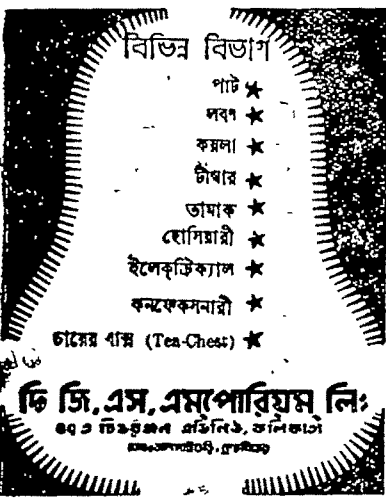
সেভিংস ব্যাঙ্ক— ২/

স্থায়ী আমানত— ৩-৬/

ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড  
হিসাবের নিয়মাবলীর জন্য লিখুন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ ডি, এন, চাট্টাঙ্গী



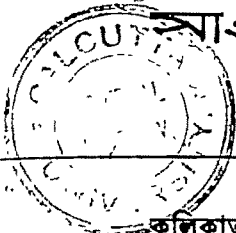


ଆଉଁସ ଉପରେ

# ARTHIK JAGAT

ব্যবস্থা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
 সাপ্তাহিক পত্রিকা

ସମ୍ପାଦକ—ଶ୍ରୀ ଶତୀକ୍ଷ୍ମନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ



ਭਰ੍ਹ ਵਰ੍ਹ

কলিকাতা, ১৩ই মার্চ, সোমবার, ১৯৪৪

৪৩শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

| বিষয়                                 | পৃষ্ঠা  | বিষয়                  | পৃষ্ঠা  |
|---------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                       | ১০৩৭-৩৯ | আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর | ১০৪৪-৫৪ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                      | ১০৪০    | কোম্পানী প্রসঙ্গ       | ১০৫৫    |
| বাজেট প্রসঙ্গ                         | ১০৪১    | বাজারের হালচাল         | ১০৫৬-৬৪ |
| ভারতে রাসায়নিক সার উৎপাদনের ব্যবস্থা | ১০৪২-৪৩ |                        |         |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

পরলোকে ডাঃ মনোমোহন রায়

আমাদের পরম বন্ধু ও হিতৈষী ডাঃ মনোমোহন রায় গত ৯ই মার্চ তাঁহার বৃন্দাবন বন্ধু লেনস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ রায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও কান্সারাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিতে ছিলেন। মিটার্স এণ্ড কোম্পানীর মালিক ও পরিচালকরূপে তিনি শেয়ারের ব্যবসায়েও নিজে কে যুক্ত রাখিয়াছিলেন। নানা শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিশ্বজ্ঞান সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। অর্থনীতি বিষয়ে সুগভীর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার জন্য দেশে তিনি খ্যাতি ও সম্মানের আসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' নামক একটি উচ্চ শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্র কয়েক বৎসর কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রের মারফতে তাঁহার সূচিস্থিত রচনা ও মন্তব্য সুধীসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। ডাঃ রায় 'আর্থিক জগতের' একজন পৃষ্ঠপোষক ও সহৃদ ছিলেন। উহার সূচনা কাল হইতে সময়োচিত পরামর্শ ও সহযোগিতা দ্বারা তিনি সর্বদাই আমাদেরিগকে উৎসাহিত

করিয়াজেন। আজ তাঁহার মত একজন প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ও অকৃত্রিম সুহৃদকে হারাইয়া আমরা গভীর মর্ষবেদনা অনুভব করিতেছি। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫২ বৎসর হইয়াছিল। এইরূপ অল্প বয়সে ডাঃ রায়ের মত একজন কৃতী পুরুষের তিরোধান খুবই পরিতাপের বিষয়। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমরা এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

### মৃত্যুর প্রবর্তনের প্রস্তাব

ভারত সরকারের অর্থসচিব স্মার জেরেমি রেইজ্‌ম্যান তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় নানা বিষয়ে ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সঙ্গে এদেশে মৃত্যুকর প্রবর্তন সম্পর্কেও একটা সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, কৃষি সংশ্লিষ্ট সাধারণ সম্পত্তি ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর সম্পত্তি সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট হারে এই কর বসান হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারই এই কর আদায় করিবেন বটে, কিন্তু প্রাদেশিক সরকারসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্ত তাহা যুদ্ধোত্তর কালে উহাদের ভিতর বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। বর্তমানে জগতের অনেক দেশে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর নির্দিষ্ট হারে মৃত্যুকর

আদায়ের রীতি প্রচলিত আছে। ট্যাক্স নীতির দিক দিয়া উহার উপযোগিতাও সেই সব দেশে ভালভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভারতে এই ধরনের ট্যাক্সের প্রস্তাব একেবারেই নূতন, ইহা আদায় করা সম্পর্কে এদেশে যথেষ্ট অসুবিধাও রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থলে আমরা এদেশের যৌথ পরিবারের কথা উল্লেখ করিতে পারি। যৌথ পরিবারের প্রথা যে ভাবে আমাদের সমাজে চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের আয়কে কেবলমাত্র তাহার ব্যক্তিগত আয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে না। তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির প্রয়োজনও বিশেষ খর্ব্ব হইয়া আসিবে বলিয়া মনে করা যায় না। যৌথ পরিবারের আগলে একজন উপার্জনশীল ব্যক্তির আয় ও সম্পত্তি যেমন এক সঙ্গে অনেকে মিলিয়া ভোগ করিয়া থাকে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিও ভ্রাতা-ভগ্নী ও স্ত্রী-পুত্র-নির্বিশেষে অনেকেরই ভোগে আসিয়া থাকে। এই অবস্থায় মৃত লোকের সম্পত্তিকে আলাদা-ভাবে বিচার করিয়া মৃত্যুর পর তাহা হইতে কর আদায় করিতে গেলে তাহাতে নির্ভরশীল লোকদের অপরিসীম দুঃখদুর্দশার কারণ

ঘটিবে। বহু দিনের প্রচলিত যৌথ পরিবার প্রথা সহসা একটা ভাঙ্গন ধরবে। এই সব পরিণতির কথা ভাবিয়া দেখিলে অর্থসচিবের বর্তমান প্রস্তাব সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখা চলে না। তাহা ছাড়া ভারতের প্রাদেশিক সরকার সমূহ তাহাদের আদায়ী রাজস্ব জাতি গঠন-মূলক কাজে ব্যয় না করিয়া যেভাবে উহার বেশীর ভাগ অবাস্তুর কার্যে নিঃশেষ করিতেছেন তাহাতে উহাদের আদায়ী ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বর্তমানে প্রকারান্তরে সাধারণেরও কোন উপকার সাধিত হওয়ার আশা নাই। একদিকে নূতন ট্যাক্সের ফলে বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, অপরদিকে সেই ট্যাক্স প্রাদেশিক সরকার সমূহের অমিতব্যয়িতার মাত্রা বাড়াইতে সাহায্য করিবে। কাজেই অর্থসচিব মুত্যুকর আদায় করিয়া সমাজ-কল্যাণের কাজে তাহা ব্যয়ের কথা বলিলেও আসলে আমরা তাহা কার্যে পরিণত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। দেশে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই জ্ঞেপীর করের প্রস্তাব স্বগিত রাখাই আমাদের মতে বাঞ্ছনীয়।

### কাগজের রেশনিং

নূতন দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্ট কাগজ সম্পর্কে এদেশে রেশনিং নীতি প্রবর্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। শীঘ্রই একজন পেপার কন্ট্রোল অফিসর নিয়োগ করা হইবে। তিনি এই রেশন ব্যবস্থা কার্য-করী করা সম্পর্কে যাবতীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। শিল্প ও বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এম এস হায়দরীর সভাপতিত্বে নূতন দিল্লীতে দেশের কাগজের কলের মালিকদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কাগজের কল-ওয়ালাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভিতর দিয়াই কাগজের রেশনিং প্রবর্তন করা হইবে।

কাগজ রেশন করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের উপরোক্ত সঙ্কল্পের কথা জানিয়া আমরা খুবই সুখী হইয়াছি। যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে কাগজের আমদানী বন্ধ হওয়ায় দেশে উহার অভাব ও হুমুসূল্যতা দেখা দিয়াছে। কমল পুস্তক প্রকাশ, সাময়িক পত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানো আজ খুবই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সাময়িক পত্র-গুলি যুদ্ধের শুরু হইতে নানাভাবে প্রভূত ক্ষতি ও অসুবিধা সহ্য করিয়া এতদিন কায়-ক্লেশে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। তদ্বির ও খোসামোদের পরও কাগজ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে প্রয়োজনমত উহা

আদায় করা যেরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে এই ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে উহাদের পক্ষে আর অধিক দিন কাজ চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। অল্পরূপ-ভাবে দেশে পুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষাদীক্ষা প্রসারের কাজও শোচনীয়ভাবে ব্যাহত হইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। বর্তমান গণ-তান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সকল দিক দিয়া শিক্ষিত জনমত গঠনের জন্য সাময়িক পত্র পরিচালনার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। পুস্তক প্রচার ও লেখাপড়ার কাজ চালানোও জাতীয় প্রগতির দিক হইতে একান্ত আবশ্যিক। এই অবস্থায় লোকে যাহাতে এ সমস্ত কাজে তাহাদের প্রয়োজন অল্পপাতে ও শ্রায্য দরে কাগজ পায় সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। বাহির হইতে যখন কাগজ আমদানী হইতেছে না তখন লোকের চৈছানুরূপ বেশী কাগজ দেওয়া হয়ত এখন আর সম্ভবপর নহে। কিন্তু দেশে যে কাগজের যোগান রহিয়াছে লোকের প্রয়োজন বৃদ্ধিয়া সকলকে তাহার শ্রায্য অংশ পাওয়ার সুবিধা গবর্ণমেন্ট অবশ্যই দিতে পারেন। আর কাগজের মূল্যও তাহারা একটা সমুচিত স্তরে নির্দ্ধারিত রাখিতে পারেন। গবর্ণমেন্ট কাগজের মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু লোকের ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়ো-জনোপযোগী নির্দ্ধারিত পরিমাণ কাগজ বন্টন সম্পর্কে তাহারা এখনও কোন সুব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। ফলে কাগজ সরবরাহের ব্যাপারে দেশে অকারণ বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্ব প্রশ্রয় পাইয়াছে। এই জিনিষটিকে কেন্দ্র করিয়া চোরাবাজারের কাজকারবার ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। সুকঠোর রেশন ব্যবস্থাই আমা-দের মতে এই সব গলদ ও অব্যবস্থার একমাত্র প্রতিকার। গবর্ণমেন্ট যদি ব্যক্তি ও প্রতি-ষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন বৃদ্ধিয়া কাগজের যোগান অল্পযায়ী তাহার একটা শ্রায্য অংশ সকলের জন্যই বিধিবদ্ধ করিয়া দেন এবং কাগজের কলের মালিক, কাগজের ব্যবসায়ী ও কাগজ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অফিসরগণ যদি সেই নীতি যথাযথ মানিয়া চলেন তবে বর্তমান অসুবিধা ও হুমুসূল্যতার একটা প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে। কাজেই অচিরে কাগজের রেশনিং প্রবর্তন সম্পর্কে আমরা গবর্ণমেন্টকে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

### ফেডারেশন চেম্বারের সভাপতির অভিভাষণ

ফেডারেশন চেম্বারের (Federation of Indian Chambers of Commers and Industry) বার্ষিক সভায় উহার সভাপতি কুমার রাজা স্তার মুখিয়া চেট্টয়ার যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে পণ্যমূল্য, ইনফ্লেশন, রপ্তানী বাণিজ্য ও উদ্ভূত ষ্টালিং প্রভৃতির দিক দিয়া এদেশের যুদ্ধ-কালীন সমস্যাগুলিকে অতি সুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হইয়াছে। ইনফ্লেশন প্রশমনে সরকারী চেষ্টার কথা

উল্লেখ করিয়া তিনি এ সমস্তকে বর্তমান অব-স্থায় অল্পপযুক্ত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইনফ্লেশন প্রশমনের নামে ভারত সরকার সম্প্রতি বাহির হইতে লোকের ব্যবহার্য জব্য আমদানী সম্পর্কে একটা কার্যনীতি অব-লম্বন করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের ধারণা ক্রয় করিবার উপযোগী জিনিষপত্র দেশে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হইলে দেশের কৃষক ও অল্প জ্ঞেপীর জনসাধারণ তাহাদের বর্দ্ধিত আয় এই সমস্তে নিয়োগ করিবে, আর তাহাতে ইনফ্লেশনও দমিত হইবে। এই ধারণার মূলে কতকটা সত্য নিহিত থাকিলেও গবর্ণমেন্ট যেভাবে উপরোক্ত বিষয়ে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন তাহাতে ইষ্টের চেয়ে অনিষ্ট বেশী হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। কুমার রাজা স্তার মুখিয়া চেট্টয়ার বলিয়াছেন, “দেশের লোকের ব্যবহারের জন্য কি সব জিনিষ দরকার তাহা দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই সব চেয়ে ভালরূপে অবগত আছেন। কিন্তু সরকারী উপর-ওয়ালারা তাহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া নিজেরাই আমদানীযোগ্য জিনিষের তালিকা তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছেন, আর ইনফ্লেশন প্রশমনের নামে লোকের ব্যবহার্য জিনিষ হিসাবে তাহাই বর্তমানে বাহির হইতে জাহাজ ভর্তি করিয়া আনা হইতেছে। সরকারী উপরওয়ালাদের অভিজ্ঞতার গণ্ডী বিশেষভাবে নূতন দিল্লীর ‘কনট সার্কাসেই’ সীমাবদ্ধ। ফলে দিল্লীর অভিজাত সমাজের প্রয়োজন বৃদ্ধিয়া বিলাসজব্য ও প্রসাধনসামগ্রী প্রভৃতিই আমদানীযোগ্য জিনিষের তালি-কায় বেশী করিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিলাতী মদই উহাতে প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষ হিসাবে এ সমস্তকে গণ্য করা যায় না, আর সে কারণে এ সমস্ত আমদানী বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহা দ্বারা ইনফ্লেশন প্রশমনের আশাও অনেকটা অর্থহীন। বিলাতী কিউটিকোরা সাবান ঝরিয়ার কয়লা খনির শ্রমিকদের প্রয়োজনে আসিবে না, গোরখপুরের মজুরেরা টুথপেষ্ট ও টুথব্রাস কিনিবার জন্য আগ্রহ দেখাইবে না, বিলাতী পাউডার ও গন্ধজব্য কিনিয়া ব্যবহারের অভ্যাস ও সঙ্গতি গারু ও কাসাই মেয়েদের নাই। এই অবস্থায় সরকারী তালিকা অল্পযায়ী জিনিষপত্র আমদানী ও বিক্রয় করিয়া লোকের বর্দ্ধিত আয় টানিয়া লওয়ার ও ইনফ্লেশন দমন করিবার সম্ভাবনা কোথায়?” তাহা ছাড়া কুমার রাজা স্তার মুখিয়া চেট্টয়ার অল্প একটা দিক দিয়াও বিষয়টির বিক্রপ সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের স্বার্থের কথা বিবেচনা না করিয়াই অনেক জিনিষের নাম আমদানীযোগ্য জিনিষের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যে সব জিনিষ দেশে তৈয়ার হইতেছে বাহির হইতে তাহা আমদানী করিতে গেলে সেই সব শিল্প কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে গবর্ণমেন্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে নারাজ। যে সব জিনিষ বর্তমানে দেশে প্রস্তুত হয় না সরকারী চেষ্টা ও সাহায্যে তাহা তৈয়ারের

ব্যবস্থা সম্ভবপর কি না সে বিষয়েও তাঁহাদের বিচার বা বিশ্লেষণের গরজ নাই। কাজেই গবর্ণমেন্টের কার্যনীতির ফলে দেশে শিল্প ব্যবসায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতি দুইই বাধাপ্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। কুমার রাজা স্মার মুখিয়া চেটিয়ারের এই সব মন্তব্য আমরা সম্যকচিত ও সূচিস্থিত বলিয়াই মনে করি। ইনক্লেশন প্রথমনের তথাকথিত সরকারী চেষ্টার অন্তরালে ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করিয়া এদেশের শিল্প ও বাণিজ্যগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবার যে কি হীন ষড়যন্ত্র চলিয়াছে এ সমস্ত হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

### দুন্ধের সমস্যা

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের জন-স্বাস্থ্য বিভাগের এক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সহরে দুন্ধের অভাবের কথা বিবেচনা করিয়া দধি, ক্ষীর ও মাখন তৈয়ার ছাড়া অন্যভাবে দুন্ধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা উচিত। আমাদের মতে এই প্রস্তাবটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। কলিকাতা সহরে দুন্ধ লইয়া কলেঙ্কারী আজ নূতন নয়। গভর্ণমেন্ট, কর্পোরেশন এবং ক্রেতাসাধারণের জ্ঞাত-সারেই এই সহরে ভেজাল দুন্ধ বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতা সহরে বসিয়া খাঁটি দুন্ধ সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। কিন্তু সেই ভেজাল দুন্ধ সংগ্রহ করাও আজ-কাল আবার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধজনিত বিভিন্ন কারণে দুন্ধের সরবরাহ হ্রাস পাওয়ায় মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুন্ধে জলীয় ভাগের পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। সময় সময় এই জলমিশ্রিত ভেজাল দুন্ধও ছুপ্রাপ্য। শিশুর পক্ষে দুন্ধ একমাত্র এবং অপরিহার্য খাদ্য। শিশুর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির পক্ষে যে পরিমাণ দুন্ধ খাওয়া উচিত তাহা সংগ্রহ করা কলিকাতা সহরের অধিবাসীদের মধ্যে খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। দুধ শিশুর প্রাণস্বরূপ এবং শিশুর মধ্যেই জাতির প্রাণ, তাহার সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ। খুব অল্প শিশুই উপযুক্ত পরিমাণে মাতৃদুধ পায় এবং অধিকাংশ শিশুকেই জন্মাবধি গোদুন্ধের উপর নির্ভর করিতে হয়। কাজেই দুন্ধের সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে অবিলম্বে অবহিত হওয়া গবর্ণমেন্টের কর্তব্য। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের দপ্তরখানায় কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে যে আলোচনা-বৈঠক হইয়া গিয়াছে তাহাতে অধ্যাপক ডাঃ বি সি গুহ অভিমত প্রকাশ করেন যে, অবিলম্বে কলিকাতায় দুন্ধ রেশনিংএর ব্যবস্থা করা উচিত এবং ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি দুন্ধজাত মিষ্টাদি প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। আমরা সর্বাস্তবকরণে ডাঃ গুহের অভি-

মত সমর্থন করি। আমরা আর একটি অধিক-তর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙ্গলা দেশের কয়েকটি বিখ্যাত দুধকেন্দ্রে কলিকাতার কোন বিখ্যাত খাদ্য প্রতিষ্ঠান কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যবসা চালাইতেছেন। পূর্বে ঐ সকল কেন্দ্রে যি তৈয়ারী করিয়া তাহা কলিকাতায় আমদানী করা হইত। এখন যি তৈয়ারী না করিয়া তাঁহারা দুধ হইতে একটি নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছেন। দুধ হইতে তাঁহারা “কেজিন” নামক এক প্রকার “আঠা” প্রস্তুত করিতেছেন। এই আঠা নবগঠিত প্লাইউড শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর উন্নততম দেশগুলিতে শিল্প হিসাবে দুন্ধের ব্যবহার প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই সকল দেশের শিশু, প্রসূতি, রোগী ও বৃদ্ধেরা প্রয়োজনীয় দুধ হইতে বঞ্চিত নহে। আমাদের দেশে মাথাপিছু দুন্ধের ব্যবহার এমনিই খুব-কম এবং এত কম যে তাহা সত্যই ভয়া-বহ। কাজেই এদেশে কেবলমাত্র খাদ্য হিসাবে ছাড়া অন্যভাবে দুন্ধের ব্যবহার অবিলম্বে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। দেশে নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠুক তাহা আমরা চাই, কিন্তু পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের বিনিময়ে নহে। আমরা আশা করি, শুধু কলিকাতায়ই নহে বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র কেবলমাত্র খাদ্য হিসাবে ছাড়া অন্য ভাবে দুন্ধের ব্যবহার গভর্ণমেন্ট অবিলম্বে নিষিদ্ধ করিবেন।

### পঞ্চদশ-বার্ষিক পরিকল্পনা

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত স্মার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও মিঃ জি ডি বিরলা প্রমুখ আটজন স্বনামধ্যাত শিল্পপতি সম্প্রতি যে পঞ্চদশ-বার্ষিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন ফেডারেশন চেম্বারের বার্ষিক অধিবেশনে তাহা সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, উদ্যোক্তারা ভারতের জন-সাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কে যে বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছেন এবং কৃষি শিল্পের দিক দিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধির যে কার্যনীতি নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা সর্বথা সূচিস্থিত। এদেশে আর্থিক উন্নতির যথাযোগ্য পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্ত ভারতে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা, সমস্ত প্রদেশের ভিতর অর্থনৈতিক ঐক্যের ভাব বজায় রাখা এবং জনসাধারণের স্বচ্ছমূলক সহযোগিতা লাভ করা প্রয়োজন বলিয়া উদ্যোক্তারা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা খুবই সমর্থনযোগ্য। এই পরিকল্পনার মূল নির্দেশসমূহ বিবেচনা করিয়া ফেডারেশন চেম্বারের উক্ত প্রস্তাবে তদনুযায়ী গবর্ণমেন্টকে ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য সম্পর্কে যত্নপর হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ-বার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ফেডারেশন চেম্বারের এই প্রস্তাব আমাদের মতে খুবই সম্যকচিত হইয়াছে। বর্তমান

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সকল দিক দিয়া অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন কার্য শুরু করিবার জন্ত জগতের বিভিন্ন দেশ এখন হইতে উপযুক্ত কার্যপন্থা গ্রহণের উপর জোর দিতেছে। যুদ্ধোত্তর কালের জন্ত আমাদের দেশেও আজ ঐ ধরনের কার্যপন্থা নির্ধারণের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু কতকগুলি সরকারী কমিটির মারফতে আলোচনা চলিলেও আসলে ঐ দিক দিয়া কোন সমুচিত কার্য-নীতি আজও স্থির হইতেছে না। যে সূচিস্থিত জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার উপর সব কিছু নির্ভর করিতেছে গবর্ণমেন্টের আন্ত-রিকতার অভাবে তাহাই প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষিত থাকিয়া যাইতেছে। স্মার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও মিঃ জি ডি বিরলা প্রমুখ অভিজ্ঞ শিল্প ব্যবসায়ীরা সম্প্রতি সেরূপ একটি পরি-কল্পনা উপস্থিত করায় এদিক দিয়া দেশে একটা উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। নিজেদের মরজ্জিমত আংশিকভাবে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা না করিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে এই পরিকল্পনার মূল নির্দেশ অনুযায়ী সে বিষয়ে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত। অবশ্য বর্তমান পরিকল্পনাটি যেভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে আপাততঃ কয়েকটি ক্রটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দেশে পণ্যের উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে কার্যকরী নির্দেশ থাকিলেও লোকের ভিতর তাহার সুবটন সম্পর্কে উহাতে কোন নির্দেশ নাই। পরিকল্পনাটি ধারাবাহিক-ভাবে ‘আর্থিক জগতে’ আলোচনা করিবার সময়ে ইতিপূর্বে আমরা এই ক্রটি-বিচ্যুতির কথা আলোচনা করিয়াছি। ফেডারেশন চেম্বারের উপরোক্ত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারও তাহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অর্থনৈতিক বিষয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে ধোলাখুলি নির্দেশ না থাকায় এবং বটন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রস্তাব এই পরিকল্পনায় আপাততঃ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় উহা কার্যতঃ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। পণ্য ও ধন-দৌলতের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে যদি লোকের ভিতর তাহা সুবটনের ব্যবস্থা না হয় তবে সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রার উন্নতি কার্যতঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। উদ্যোক্তারা এসব বিষয়ে ভবিষ্যতে তাঁহাদের প্রস্তাব দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিবার কথা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার বক্তৃতায় তৎসম্পর্কে একটা বিশেষ আগ্রহ ও প্রতীকার ভাব দেখাইয়াছেন। তবে বটন ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ে আপাততঃ যে ক্রটি-বিচ্যুতিই থাকুক না কেন পঞ্চদশ-বার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক উন্নতির মূল প্রস্তাবসমূহ খুবই সূচিস্থিত ও সুসময়োপযোগী। শ্রীযুক্ত সরকার গবর্ণমেন্টকে তাহা স্বরূপ করাইয়া দিয়া আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে তদনুযায়ী কার্যধারা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্ত সরকারের এই নির্দেশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে সর্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ইউরোপের পূর্ব-রণাঙ্গনে লাল ফৌজ সর্বত্র পূর্বের মতই অল্পবিস্তর অগ্রসর হইতেছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিম ফ্রান্সে লাল ফৌজের প্রচণ্ড অভিযানে জার্মান প্রতিরোধ বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। মস্কো ও স্ট্যালিনগ্রাড-যুদ্ধের বিখ্যাত সেনানায়ক জুকভ এই রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ওডেসা-ওয়ারস রেলপথ একস্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে দক্ষিণাঞ্চলের জার্মান বাহিনী আরও বিপন্ন হইয়া পড়িল। তবে এই নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি আর বেশী দিন বজায় রাখা সম্ভব হইবে না বলিয়াই মনে হয়। কেননা রুশিয়ায় বসন্তের বরফ গলা শুরু হইতে আর বেশী দেরী নাই। তখন অগ্রগামী ও পশ্চাদপসরণকারী এই উভয় পক্ষকেই কিছুকাল অসুবিধায় পড়িতে হইবে। উত্তর রণাঙ্গনেও নাৎসী বাহিনীকে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় মানিয়া পিছু হটিয়া যাইতে হইতেছে। এস্টোনিয়ার অভ্যন্তরস্থ নার্ডা সহরের গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি লাল ফৌজ চতুর্দিক হইতে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। উত্তর রণাঙ্গনের আর এক বাহিনী এখন ল্যাটভিয়ার সীমান্ত হইতে বিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছে। পুস্কোভ ও ভাইটেবুস্ক নাৎসীদের হাতছাড়া হইয়া গেলে লাল ফৌজের পক্ষে বর্তমান ও অদূরভবিষ্যতের সামরিক দিক হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ ঘটিবে। এই কারণেই জার্মান বাহিনী এই অঞ্চলে প্রাণপণ করিয়া প্রবল প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাইতেছে।

আরাকান রণাঙ্গনে গত সপ্তাহের মতই কণ্ঠতপস্রতা রহিয়াছে। মাঝে-মাঝে জাপানীরা স্থানে স্থানে অল্পস্বল্প পাল্টা-আক্রমণ চালাইতেছে। মিত্রপক্ষও যথাপূর্ব উৎসাদনের কাজে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ইতালীয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ যেমন ছিল তেমনই আছে। অর্থাৎ রোম দখল করা শীঘ্র সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে এবং জার্মানরা মাঝে মাঝে পাল্টা আক্রমণ করিতেছে এই দুই প্রকারের সংবাদ শুনিতে শুনিতে আজ আমাদের সাধারণের সহজ দৃষ্টি-গ্রাহ্য বড় রকমের সাকল্যের অভাবে ইতালীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ সাকল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। এডমিরালিটি দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন বাহিনীর অবতরণ ও ঘাটি স্থাপনের পর সবিশেষ

উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা এতাবৎ ঘটে নাই।

ভারত সম্পর্কে বিলাতে ও অন্যান্য দেশে যে খাটি সত্য প্রচারিত হয় না, সে কথা এখন আমরা ছাড়াও বিদেশের বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই তাঁহারা ভারত সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যাদি অবগত হইবার জন্য ভারতের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে চাহিতেছেন। কমন্স সভার বহু সদস্য ঐ উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে আমরা যথাসময় আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছি। পুনরুক্তি করিয়া কেবল একটা কথা এবারও বলিব যে, যে সময়ে ইংলণ্ডের জন-পঞ্চাশেক প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি (কমন্স সভার সদস্য) শ্রীযুক্তা নাইডুর বিলাত গমন ও তাঁহার মুখ হইতে প্রকৃত অবস্থা শ্রবণের জন্য উন্মুখ সেই সময়ে ভারতে তাঁহার উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, সম্প্রতি লর্ড ষ্টাবলগিও শ্রীযুক্তা নাইডুকে শুধু ইংলণ্ডেই নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় গিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ব্রিটিশ জনসাধারণ উদগ্রীব হইলে কি হইবে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই সত্যানুসঙ্গিণী ভাল চোখে দেখিবেন কি?

মিঃ জিন্নার ছদ্মবেশ একেবারে খসিয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তান যে আসলে কি বস্তু তাহা এতাবৎ তিনি খোঁসিয়া করিয়া বলেন নাই। চতুর্দিক হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার চাপে পড়িয়া সূচতুর কায়দ-ই-আজমি ভারতের নয় কোটি মুসলমানের স্বার্থ-সংরক্ষণের বাগাড়ম্বর করিয়া এতকাল তাঁহার স্বরূপ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমনকি মুসলিম লীগের করাচী অধিবেশনে পূর্ব-গৃহীত স্বাধীনতার প্রস্তাবের সূত্র ধরিয়া ব্রিটিশ সিংহকে “ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত করিয়া সরিয়া পড়” ধ্বনি তুলিয়া মিঃ জিন্না যে স্বাধীনতার উপাসক, স্বসম্প্রদায় ও আর সকলকে সেই ধাপ্পার কথা তারতর সুনাইতেও বাহ্যতঃ লজ্জা পান নাই। কিন্তু বড়লাটের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় বেসামাল হইয়া সম্প্রতি তিনি তাঁহার মনের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। সেই কথা “ভাগ করিয়া দিয়া সরিয়া যাও” নহে, তাহা সুস্পষ্ট “ভাগ করিয়া দিয়া থাকিয়া যাও”। ইহার পরেও যদি ভারতের অন্যান্য মুসলমানদের এবং মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত অনুরূপীদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতই স্বাধীনতাকামী তাহাদের চৈতন্য না হয় তাহা হইলে মিঃ জিন্নার

দ্বারা ভারতীয় মুসলিম স্বার্থও পরিণামে বিনষ্ট হইবে।

পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রবর্তক মিঃ জিন্না নহেন। ডাঃ সৈয়দ আবদুল লতিফই সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে ভাগ করিবার স্বপ্নে যুক্তি-বিচার-উপস্থাপিত করিয়া একটা খসড়া চিত্র তুলিয়া ধরেন। সেই পাকিস্তানী পরিকল্পনার জনক ডাঃ লতিফ মিঃ জিন্নার সাম্প্রতিক জাতীয়তাবিরোধী উক্তির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন “তিনি (মিঃ জিন্না) তাঁহার পাকিস্তানের জন্য বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের যে মর্যাদা রহিয়াছে তদতিরিক্ত মর্যাদা চাহেন না। দেশীয় রাজ্যের জায় তাঁহার পাকিস্তানে কোন নূপতি থাকিবেন না, এই তফাৎ। তাঁহার পাকিস্তান একটি আশ্রিত রাজ্য মাত্র, বড় জোর ধীরে সুষ্টে বহুকাল পরে নামে স্বাধীন মিশরের অনুরূপ মর্যাদা পাইবে। মিঃ জিন্না চাহিতেছেন, ইংরাজ ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া দিয়া আরাম করিয়া এখানেই থাকুক, অর্থাৎ পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান এই উভয় অংশেই সৈন্যসামন্তসহ পর-রাষ্ট্রীয় খবরদারী ও উভয় দিকের সম্পর্কে অভিভাবক করুক। যে স্বায়ত্তশাসন আমাদের নাই তাঁহার কিছুটা অংশ পাইলেই মিঃ জিন্না খুসী। ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপ সম্পর্কে মিঃ জিন্নার এই হইতেছে পরিকল্পনা। মিঃ জিন্নার এই জাতীয় মনোবৃত্তি দেখিয়া অতি প্রতিক্রিয়াশীল ইংরেজ পর্যন্ত লজ্জা ও বিস্ময় অনুভব করিবে। মুসলিম লীগের সদস্যরা কি ইহা মানিয়া লইবেন? লীগপতি মিঃ জিন্না তাঁহাদের কোথায় লইয়া যাইতেছেন তাহা কি মুসলিম ভারত এখনও বুঝিবে না?” পাকিস্তানের পরিকল্পনার প্রথম প্রবর্তক আজ পাকিস্তানী স্বপ্নের প্রধান পাণ্ডুর মতিগতি সম্পর্কে যাহা বলিতেছেন তাহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

সম্প্রতি বাঙ্গলার জমইয়তে ওলামার এক অধিবেশনে বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় আশি হাজার মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে বর্তমান মুসলিম লীগের সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক বর্জন করিবার এবং উহাকে কোন প্রকারে সাহায্য না করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ইহাই একমাত্র মুসলিম দল নহে। ভারতের আরও একাধিক মুসলিম পার্টি লীগের কার্যকলাপ সমর্থন করে না। কংগ্রেসের অনুরূপী মুসলমানের সংখ্যাও কম নহে। তথাপি মিঃ জিন্না যখন-তখন দাবী জানান, তিনিই ভারতের নয় কোটি মুসলমানের একমাত্র মুখপাত্র—মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার একচেটিয়া অধিকার শুধু মুসলিম লীগের!

## বাজেট প্রসঙ্গ

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের যে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে গত সপ্তাহে তাহা নিয়া আমরা মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। ঐ বাজেটে পেশ করিতে গিয়া অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান তাঁহার বক্তৃতায় ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, নানা বিষয়ে কতকগুলি জরুরী প্রস্তাবও তাঁহার বক্তৃতায় রহিয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ গত সপ্তাহে সকল বিষয়ের উল্লেখ ও সমালোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এ সপ্তাহে বাকী কতকগুলি বিষয় নিয়া আমরা আলোচনা করিব।

লেণ্ড লীজ ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সাহায্য আসিতেছে তাহার ভবিষ্যৎ নিয়া দেশে উদ্বেগ ও আশঙ্কার সীমা নাই। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অনেকবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তার জন্তই ঐ ব্যবস্থা অনুসারে মালপত্র প্রেরণ করা হইতেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাজনৈতিক দল লেণ্ড লীজ সাহায্যের মূল্য কড়ায় গণ্ডায় আদায়ের সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে ঐ দফায় ভারতের কিরূপ দেনা দাঁড়াইবে এবং তাহা কি ভাবে পরিশোধ করা হইবে তাহা নিয়া চিন্তার কারণ দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় লেণ্ড লীজ সাহায্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভারত গবর্নমেন্ট একটা খোলাখুলী বিবৃতি প্রদান করুন, এ দাবী সকলেই করিতেছে। অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় লেণ্ড লীজ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্পর্কে খাটী খবর কিছুই বিবৃত করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ভারত গবর্নমেন্ট ঐ ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মালপত্র ও 'সার্ভিস' গ্রহণ করিতেছেন এবং তৎবিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। ভারতবর্ষ মার্কিন রাষ্ট্রকে যে প্রতিদান দিয়াছে ১৯৪২-৪৩ সাল পর্য্যন্ত তাহার মূল্য ১২৥ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে ও ১৯৪৪-৪৫ সালে তাহার মূল্য যথাক্রমে ২৬ কোটি টাকা ও ৪৩ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। অর্থাৎ আগামী বৎসর পর্য্যন্ত তাহা হইবে মোট ৮১৥ কোটি টাকা। তবে

ভারতবর্ষের সাহায্য সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা করা সম্ভবপর হইলেও লেণ্ড লীজ ব্যবস্থা অনুসারে এদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কি পরিমাণ সাহায্য কার্যতঃ লাভ করিয়াছে অর্থসচিব তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। লেণ্ড লীজ ব্যবস্থায় সাহায্য ভারতের নামে আসে না—সে সম্পর্কে এদেশের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাক্ষাৎ কাজকারবার নাই। যাহা কিছু সাহায্য তাহা সমস্তই আসে গ্রেট ব্রিটেনের নামে। ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্য্যন্ত এইভাবে মার্কিন সরকারের মোট প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ৩৫০ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। এই সাহায্যের মধ্যে ১১৬ কোটির মত ভারতের ভাগে পড়িতে পারে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন। লেণ্ড লীজ ব্যবস্থায় কি ধরনের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, এই সাহায্যের প্রতিদান কিভাবে দেওয়া হইতেছে এবং যে দেয় বাকী পড়িবে তাহা কিভাবে ভবিষ্যতে শোধ করা হইবে—প্রধানতঃ সে সমস্তই এদেশবাসীর পক্ষে ভাল করিয়া জানিবার বিষয়। কিন্তু অর্থসচিব সে সমস্তই যত্নসহকারে চাপিয়া গিয়াছেন দেখিয়া আমরা নিভান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। এইরূপ দরকারী বিষয় সাধারণের নিকট হইতে গোপন রাখিতে গেলে তাহাতে লোকের সন্দেহ ও আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

যুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্যে এদেশের হিসাবে আমদানীর তুলনায় প্রতি বৎসরই রপ্তানীর আধিক্য দেখা যাইতেছে। এই ভাবে যে উদ্ভূত ডলার পাওনা হইতেছে তাহাতে লেণ্ড লীজ ব্যবস্থায় সাহায্য না লইয়াও ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহ করিতে পারে। যুদ্ধের সময়ে এদেশে শিল্পোন্নতির সুবিধার্থ তাহা দ্বারা ঐদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কথাও অনেকেই বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের স্বার্থ নির্দেশে পরিচালিত হইয়া ভারত সরকার এই শ্রায্য সুবিধা হইতে এদেশবাসীকে প্রাথমিক হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এইরূপ ঘোষণা করেন যে, আমেরিকার সহিত

বাণিজ্যে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের যে উদ্ভূত ডলার পাওনা হইবে কোন দেশই তাহা নিজের স্বাভাবিক প্রয়োজনে খরচ করিতে পারিবে না। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ হিসাবে তাহাদের উদ্ভূত ডলার সঞ্চয় করিয়া চলিবেন। যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মালপত্র আমদানী করিতে গিয়া পরে তাহা খরচ করা হইবে। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের এই উদ্দেশ্যের কথা জানিয়া ভারত সরকার এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। ফলে ডলারের হিসাবে ভারতের উদ্ভূত পাওনা সাম্রাজ্য তহবিলের নামে ব্রিটিশ সরকারের হাতে গিয়া জমা হইতেছে, আর ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাহা তাঁহার ইচ্ছামত খরচ করিতেছেন। দেশবাসীর একান্ত দাবী স্মরণ করিয়া অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় ভারতের উদ্ভূত ডলার সম্বন্ধে এখন হইতে একটা নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইহা স্মরণ বিষয়। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের উদ্ভূত ডলারের সমস্তই সাম্রাজ্য তহবিলে (Empire dollar pool) না দিয়া এখন হইতে তাহার কতকাংশ আলাদাভাবে জমা রাখা হইবে। যুদ্ধের পরে এদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্যে এ সমস্ত নিয়োগ করা হইবে। ভারতের উদ্ভূত ডলার সমস্তই ভারতের হিসাবে গ্রহণ করা হইলে এবং ভবিষ্যতের জন্ত ফেলিয়া না রাখিয়া বর্তমানে শিল্পোন্নতির প্রয়োজনে তাহা নিয়োগ করা হইলে আমরা তাহা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করিতাম। যাহা হউক এতদিন পরে অর্থসচিব যে উদ্ভূত ডলারের কতকাংশও অন্ততঃ ভারতের যুদ্ধোত্তর প্রয়োজনে সঞ্চয় করিয়া রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ইহা একটা ভরসার কথা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া গত ছয় মাস যাবৎ এদেশে স্বর্ণ বিক্রয়ের যে কার্যনীতি শুরু করিয়াছেন ইনফ্লেশন প্রশমনের সরকারী উদ্যোগ হিসাবে অর্থসচিব সে বিষয়টি সগর্বে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যাহারা কোন না কোন কারণে সরকারী সিকিউরিটিতে অর্থ নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক নয় স্বর্ণ বিক্রয়ের নীতি অবলম্বন করিয়া বর্তমানে ঐ

(শেষাংশ ১০৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



# ভারতে রাসায়নিক সার উৎপাদন ব্যবস্থা

[ জীবাণুতোষ দাস ]

যুদ্ধ বাধিবার পর বিদেশ হইতে খাত্ত-জব্বাদি, বিশেষতঃ চাউল ও গম, আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে ভারতে খাত্তশস্ত্রের ঘাটতি পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ খাত্তশস্ত্রের দিক দিয়া যে মোটেই স্বাবলম্বী নহে বর্তমান খাত্তশস্ত্র দ্বারা তাহা ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের অম্মাভাব দূর করিতে হইলে একদিকে চাষের জমির আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং অপর দিকে জমির উর্বরতা শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে হইলে, উপযুক্ত সারের প্রয়োজন, কিন্তু চাষের বিষয় জমিতে উন্নত ধরনের রাসায়নিক সার প্রয়োগের কোন সুব্যবস্থা ভারতে নাই। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে জমির উর্বরতা শক্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইতালী, জাপান, মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি একর জমিতে চাউল উৎপাদনের হার হইতেছে যথাক্রমে ৪ হাজার ৬০১ পাউণ্ড, ২ হাজার ৭৬৭ পাউণ্ড, ২ হাজার ৩৫৬ পাউণ্ড এবং ২ হাজার ৩৫৬ পাউণ্ড; ভারতে প্রতি একর জমিতে চাউল উৎপাদনের পরিমাণ গড়পড়তায় মাত্র ১ হাজার ৩৫৭ পাউণ্ড।

যুদ্ধের সময় অনেক দেশেই এক্ষণে খাত্ত সামগ্রীর অভাব দেখা দিয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে খাত্তাভাব আরও বেশী প্রকট হইয়া দেখা দিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করিতেছেন। যুদ্ধোত্তর খাত্তসমস্যা কি ভাবে সমাধান করা যায় তজ্জন্ত মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহ বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ভার্জিনিয়ার অন্তঃপাতী হটসপ্রিং নামক স্থানে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে খাত্তসমস্যা আলোচনার জন্ত এক সম্মেলন হয়। ভারত সরকারও এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হইতেছে যুদ্ধোত্তর কালে খাত্তশস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কিত পরিকল্পনা। সম্মেলনের মতে পৃথিবীর সকল লোককে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্তিকর খাত্তজব্য গ্রহণ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। এইজন্ত বর্তমানের তুলনায় পৃথিবীর খাত্তজব্য উৎপাদনের পরিমাণ অন্ততঃ তিন গুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে; ইহা করিতে হইলে পৃথিবীতে

বর্তমানের তুলনায় চাউল, গম ও ডালের উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ, মাংস শতকরা ৯০ ভাগ, দুগ্ধ শতকরা ১২৫ ভাগ, উদ্ভিজ্জ তৈল শতকরা ১২৫ ভাগ এবং ফল ও শাক-সবজীর উৎপাদন শতকরা ৩ শত ভাগ অধিক করিতে হইবে। খাত্তশস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে জমিতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইবে।

ভারতের খাত্তাভাব দূর করিতে হইলে এদেশের চাষীরা যে সার সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। পল্লী অঞ্চলে সাধারণতঃ গাছের পাতা, আবর্জনা, গোময়, শাকসবজী, মাছের কাঁটা, গাছের ছোট ছোট ডালপালা পচিয়া এবং হাড় প্রভৃতির সংযোগে যে 'পচানি' সার উৎপন্ন হয় লোকে অনেক ক্ষেত্রে জমির সাররূপে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া পাঁক মাটি অথবা চূণাপাথর মিশ্রিত শক্ত কাদামাটিও অনেক স্থলে সারের জন্ত কাজে লাগান হয়। কিন্তু এ সকল সারের পরিমাণ বেশী নহে এবং ইহাদের উৎপাদিকা শক্তিও ততটা উন্নত ধরনের নয়। অধিকন্তু কোন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষাবাদ করিতে হইলে এরূপ সারের দ্বারা সুসংবদ্ধরূপে কোনরূপ কাজ চালান অসম্ভব। অতএব ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সার প্রস্তুত করার উপর এদেশবাসীর নজর দেওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক সারের মধ্যে 'পটাশ', 'ফসফেট' এবং 'ফসফরাস' অন্যতম; 'ফসফরাস' খনিজ 'ফসফেট' হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত হাড়, পঁচা মাছ, আবর্জনা এবং ইম্পাত নির্মিত হইবার পর হাপর হইতে ইহার পরিত্যক্ত লৌহাংশ হইতেও 'ফসফরাস' প্রস্তুত হয়। ভারতে 'এপেটাইট' এবং 'ফসফেট' এর অনেক খনি বর্তমান আছে। কিন্তু ইহা ছাড়া যে রাসায়নিক সার জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে সর্বোত্তম প্রয়োজন তাহা হইতেছে 'এমোনিয়াম সালফেট'। এই সারটীতে যব-ক্ষারজান (নাইট্রোজেন) এর ভাগ বেশী পরিমাণে থাকে বলিয়া ইহা জমির পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইয়োরোপ, আমেরিকা

এবং জাপানে এই সার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এইজন্ত সেই সকল দেশের জমির ফলনের পরিমাণ এত অধিক। এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদন করিবার জন্ত ঐ সকল দেশে আধুনিক ধরনের অনেক কারখানাও গঠিত হইয়াছে।

'এমোনিয়াম সালফেট' এমোনিয়া, গন্ধক এবং অম্লজান (অক্সিজেন) এর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যৌগিক পদার্থ। বায়ুর প্রধান উপাদান হইতেছে যবক্ষারজান। বায়ু হইতে যবক্ষারজানকে দ্রবীকৃত অথবা ঘনত্ব রূপান্তরিত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে যবক্ষারজান পাওয়া যায় এবং এই যবক্ষারজানকে পরে এমোনিয়ায় পরিণত করা যায়। ইহার পরে রাসায়নিক প্রণালীতে সালফিউরিক এসিডের সঙ্গে এমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া 'এমোনিয়াম সালফেট' প্রস্তুত হইয়া থাকে। জাপান, ইতালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে অল্প ধরতে সালফিউরিক এসিড প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা সম্ভব বলিয়া ঐ সকল দেশে এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ার করিতে সাধারণতঃ সালফিউরিক এসিডই বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতে সালফিউরিক এসিডের অভাব আছে। সম্প্রতি বেলুচিস্তানের অন্তর্গত কোহিস্তুলতান নামক স্থানে গন্ধকের যে পাহাড় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে পর্যাপ্ত নহে। কিন্তু ভারতে 'জিপসাম' নামক যে একপ্রকার খড়িমটির মত নরম ধাতব পদার্থ (যাহা-হইতে প্লাষ্টার অব প্যারিস প্রস্তুত হয়) তাহা এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদন করিবার জন্ত সালফিউরিক এসিডের অল্পকল্প হিসাবে প্রয়োগ করা যায়। ইহা ছাড়া আর একটা প্রণালী অবলম্বন করিয়া পোড়া কয়লা হইতেও যবক্ষারজান প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

১৯১০ সালে জার্মানীতে হেবার নামক একজন বৈজ্ঞানিক বায়ু হইতে কৃত্রিম উপায়ে যবক্ষারজান গ্রহণ করিবার প্রণালী আবিষ্কার করেন। অতঃপর জার্মানীতে জমির সারের জন্ত যবক্ষারজান উৎপাদন করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। জার্মানী ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও কৃত্রিম যবক্ষারজান উৎপাদন করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। ১৯৩৭ সালে জার্মানীতে বায়ু

হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ৫ লক্ষ টন পরিমাণ যবক্ষারজ্ঞান আহরণ করা হইয়াছিল। বর্তমানে জার্মানিতে বাৎসরিক ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টন যবক্ষারজ্ঞান উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। অধুনা গ্রেটব্রিটেনেও 'ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ' প্রচুর পরিমাণে এমোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত করিতেছে। যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে ফ্রান্সে কৃত্রিম যবক্ষারজ্ঞান উৎপাদন করার পরিমাণ ছিল গড়ে দৈনিক ১ হাজার টন। ইতালীতে জ্বালানী কয়লার প্রাচুর্য্য নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেখানে কৃত্রিম উপায়ে বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টন যবক্ষারজ্ঞান উৎপাদিত হইতেছে। ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর কৃত্রিম যবক্ষারজ্ঞান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ ৭০ হাজার টন। ১৯৪০ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪০ লক্ষ ১০ হাজার টন। বর্তমানে জার্মানী ও তাহার অন্তর্গত দেশগুলিতে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টন কৃত্রিম যবক্ষারজ্ঞান উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

ভারতের জমি হইতে যবক্ষারজ্ঞানের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে এবং এই কারণে উহার উর্বরতা-শক্তিও বিশেষভাবে ক্ষয় হইতেছে। ভারতীয় কৃষি কমিশন (Royal Commission on Agriculture in India) ১৯২৮ সালে ইহার প্রদত্ত রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, জমিতে উত্তমরূপে ফসল জন্মাইতে হইলে যে পরিমাণ যবক্ষারজ্ঞানের প্রয়োজন তাহা ভারতের জমিতে নাই। অতএব জমিতে এই সার দেওয়ার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ভারতে জমির উর্বরতা-শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা কষ্টসাধ্য হইবে। ব্রিটিশ ভারতের স্বাভাবিক সময়ে বৎসরে এই স্থানে নিম্নলিখিত পরিমাণ জমিতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের চাষাবাদ হইয়া থাকে :—

| ফসল               | জমির পরিমাণ<br>(একর হিসাবে) |
|-------------------|-----------------------------|
| ধান               | ৮০,০০০,০০০                  |
| ডাল               | ২৮,০০০,০০০                  |
| আটা               | ২৬,০০০,০০০                  |
| জলার              | ২১,০০০,০০০                  |
| তৈলবীজ            | ১৬,০০০,০০০                  |
| ভুট্টা            | ১৩,০০০,০০০                  |
| বাঁশ              | ৬,০০০,০০০                   |
| ইক্ষু             | ৩,০০০,০০০                   |
| মসুরা             | ২,০০০,০০০                   |
| তুলা, পাট প্রভৃতি |                             |
| আশুযুক্ত ফসল      | ১৭,০০০,০০০                  |

গড়ে বাৎসরিক প্রতি একর জমিতে প্রায় ২০ পাউণ্ড হারে এমোনিয়াম সালফেট সারের

প্রয়োজন হয়। ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র ভারতে খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের চাষের জমির আয়তন ছিল ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর। ভারতের অনাবাদী জমির কথাও যদি বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলেও এই পরিমাণ জমিতে বৎসরে ২০ লক্ষ ২০ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেটের আবশ্যক।

কিন্তু বর্তমানে ভারতে বৎসরে মাত্র ২৮ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ার হয় এবং এই সার প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল কারখানা আছে তাহারা মাত্র ৩৪ হাজার টন পর্য্যন্ত বৎসরে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত 'খাদ্যশস্য সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ কমিটি'র (Food Grains Policy Committee) মতে যদি ভারতের জমিতে বৎসরে অন্ততঃপক্ষে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট সার হিসাবে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য এবং বিশেষতঃ চাউল আমদানী করার প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে লাঘব হইবে। যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে ভারতে বৎসরে প্রায় ৯৬ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট জমির সারের জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বিদেশ হইতে ইহার আমদানী একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে। এই অবস্থায় ভারতের প্রয়োজনীয় এমোনিয়াম সালফেট এদেশে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দেশবাসীর এবং ভারত সরকারের পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সরবরাহ-মন্ডল দ্বারা রামস্বামী

মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে 'রাসায়নিক সার উৎপাদন কমিটি'র (Chemical Fertilizers Committee) এক বৈঠক হয়। প্রকাশ, কমিটি ভারতে রাসায়নিক সার উৎপাদন সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করেন। ইহার মধ্যে একটি প্রস্তাব হইতেছে ভারতে রাসায়নিক সার বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন করিবার জন্য একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করা। ভারত সরকারকে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ প্রদান করিতে অনুরোধ জানান হয় এবং অবশিষ্ট শতকরা ৪৯ ভাগ মূলধন জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে বলা হয়। ইহা ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদিগকে তাহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর একটা লভ্যাংশ দেওয়া সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি প্রদানের পরামর্শও দেওয়া হয়। যৌথ কোম্পানীর পরিচালনার সমস্ত ভার একটা ডিরেক্টর বোর্ডের হস্তে অর্পণ করা সমীচীন বলিয়া কমিটি প্রস্তাব করেন এবং বোর্ডে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা অধিক করিবার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারত সরকার এবিষয়ে উত্তোষী হইয়াছেন বলিয়া আজও কোনরূপ আভাস পাওয়া যায় নাই।

সুখের বিষয় দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য কিছু কিছু উৎসাহের ভাব লক্ষিত হইতেছে। মহীশূর রাজ্যে 'মহীশূর কেমিক্যাল এণ্ড ফারটিলাইজার্স লিমিটেড' কয়েক বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে উত্তোষ প্রয়োজন শুরু করিয়া—  
(১০৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদালিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদার সংগঠিত—সভ্যগণের দাবিত মীমাংসা)  
ও বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়ের গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

|                  |            |     |             |      |
|------------------|------------|-----|-------------|------|
| অনুমোদিত মূলধন   | ...        | ... | ২,৪০,০০,০০০ | টাকা |
| বিলকৃত মূলধন     | ...        | ... | ২,০০,০০,০০০ | "    |
| বিক্রীত মূলধন    | (৩১-১২-৪৩) | ... | ১,৯৯,৮৮,২০০ | "    |
| ভাগিদেওয়া মূলধন | (৩১-১২-৪৩) | ... | ৮৩,৯৬,৪৬০   | "    |
| আদায়ীকৃত মূলধন  | (৩১-১২-৪৩) | ... | ৮৩,৮৮,১৪০   | "    |
| মজুত তহবিল       | (৩১-১২-৪৩) | ... | ৯৮,৯৩,৫১০   | "    |

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা, কলিকাতা অফিস :—১১ ক্লাইভ স্ট্রীট  
কলিকাতা লোক্যাল কমিটি

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (মেসার্স হুয়মল নাগরমল)  
ডাঃ সত্যচরণ লাহা, এম, এ ; বি, এল ; পি, এইচ, ডি ; (মেসার্স প্রাণকিষণ লাহা এণ্ড কোঃ)  
শ্রেষ্ঠ সুরক্ষমল মোটা (জুট ও গাণি ব্রোকার্স লিঃ)  
মিঃ কে এম নায়ক ; জি, ডি, এ ; আর, এ, (ম্যানেজার, জ্ঞানদাল ইন্সটিটিউট কোঃ লিঃ)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়  
ডব্লিউ জি প্রাউডওয়ার্টার, এস এইচ জোখাকার,  
জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা। এন্টিং ম্যানেজার, কলিকাতা।

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### বিলাতে ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রতিনিধি- দল প্রেরণের কথা

প্রকাশ, ভারত সরকার বিলাতে ভারতীয় শিল্পপতিদের যে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার সদস্যদের নাম শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে। খুব সম্ভব ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের জন্ত যে পঞ্চদশ-বার্ষিক পরিকল্পনা সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে উহার রচয়িতাপণের মধ্য হইতেই তিন চার জনকে উক্ত প্রতিনিধিদলে গ্রহণ করা হইবে। এই প্রতিনিধিদল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পরিদর্শন করিবেন কি না তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

### সুরেজ খালের নিয়ে সুড়ঙ্গ রেলপথ

মিশর গভর্নমেন্টের যুক্তোত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে সুরেজ-খালের নীচে একটি সুড়ঙ্গ রেলপথ নির্মাণ করা স্থির হইয়াছে। এই সুড়ঙ্গ রেলপথ নির্মাণ করিতে ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইবে।

### খাত্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে ডাঃ বি সি গুহ

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “অধ্যাপক মুখার্জী” বক্তৃতায় ডাঃ বি সি গুহ খাত্ত-পরিকল্পনায় পুষ্টিবিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। শান্তি ও যুদ্ধ উভয় সময়ই খাত্ত সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হওয়া উচিত। বিলাতে খাত্তজীব্যের কুল্য শতকরা ২৫ ভাগের বেশী বৃদ্ধি পাইতে দেখা হয় নাই। খাত্তোৎপাদনকারীদিগকে সরকার হইতে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই বাবদ ১৯৪২ সালে ১০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য খাত্ত বিভাগ কর্তৃক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রবর্তন করা হইয়াছে। ডাঃ বি সি গুহ আরও বলেন যে, বিলাতের খাত্ত দপ্তর, বৈজ্ঞানিকদের সহীয়া পুষ্টি সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্ত একটি বোর্ড গঠন করেন এবং উক্ত বোর্ডের পরামর্শ মত খাত্তজীব্যের উৎপাদন, আমদানী এবং রেশনিং সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

### যুক্তোত্তর খাত্ত পরিকল্পনা

যুক্তোত্তর যুগে খাত্তোৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন সম্পর্কে উন্নত দেশগুলিতে এখন হইতেই পরিকল্পনা তৈরী হইতেছে। শান্তির সময়ও রেশনিং বজায় রাখা উচিত এবং আয়নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকেই বাছিতে যথোপযুক্ত পুষ্টিকর খাত্ত পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এ-দেশের প্রত্যেক লোককে মোটামুটিভাবে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাত্ত সরবরাহ করিতে হইলে ডাঃ গুহের মতে এদেশে বৎসরে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন চাউল, গম প্রভৃতি, ১ কোটি ৬০ লক্ষ

টন ডাল, ৮০ লক্ষ টন চিনি-গুড়, ৪ কোটি টন ছাগ, ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন মাছ-মাংস, ৪ কোটি টন শাক, সব্জী, ১ কোটি টন খাত্ত-তৈল, ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন ফল, ১৫০ কোটি ডিম প্রয়োজন। ডাঃ গুহ বলেন, এই পরিমাণ খাত্ত উৎপাদন করা খুব কঠিন নহে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সহীয়া সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে চলিতে পারিলে এদেশে এখনই যে ধরণের যত্নপাতি ও সাজসরঞ্জাম পাওয়া যায় তাহা কাজে লাগাইলেই উপরোক্ত পরিমাণ খাত্তসম্ভার উৎপাদন করা যাইতে পারে। ডাঃ গুহ আরও বলেন, কৃত্রিম উপায়ে অপয্যাপ্ত ভিটামিন ট্যাবলেট তৈরী করা উহা প্রত্যেক নরনারীকে নিয়মিতভাবে খাইতে দেওয়া উচিত। অনেক দেশে ইতিমধ্যেই ইহা করা হইতেছে। ডাঃ গুহ উপসংহারে মন্তব্য করেন যে, শুধু রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্তই পুষ্টিকর খাত্তের প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা নহে, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য এবং কার্যক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের জন্তই উপযুক্ত খাত্তের প্রয়োজন।

### মার্কিন প্রতিনিধি দলের ইউরোপ গমন

প্রকাশ, ইউরোপের যুক্তোত্তর সমতাসমূহ আলোচনা করিবার জন্ত একটি মার্কিন বিশেষজ্ঞ-দল শীঘ্র লণ্ডনে যাইতেছেন। খুব সম্ভব পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডের সমতাস, মধ্যপ্রাচ্যে করাসী জাতীয় যুক্তি কমিটির অবস্থা, তৈল সমতাস, বিমান চলাচল ব্যবস্থা, এবং কর্ক ও ইজারা ব্যবস্থাসমূহে প্রাপ্ত মার্কিন বাণীসমূহ সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

### ছকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের জনস্বাস্থ্য-বিভাগীয় কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে বাঙ্গলা সরকারকে-অনুরোধ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন যে, দধি, ক্ষীর ও মাখন প্রস্তুত করা ছাড়া অন্য কোনভাবে ছকের ব্যবহার যেন নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে ছকের অভাবের দরুন শিশুদের খুব অসুবিধা হইতেছে, কাজেই একমাত্র দধি, ক্ষীর ও মাখন ছাড়া অন্যভাবে ছকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

**S. SARKAR & CO.**  
*Manufacturing Jewellers*

**125. BOWBAZAR STREET**

**কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

রেজিঃ অফিসঃ কুমিল্লা

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিসঃ ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

**বাঙ্গালী পরিচালিত সর্বস্বত্ব ব্যাঙ্ক**

|                                |             |           |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন                 | ১,০০,০০,০০০ | টাকা      |
| বিলিকৃত মূলধন                  | ৫০,০০,০০০   | "         |
| বিক্রীত মূলধন                  | ৫০,০০,০০০   | "         |
| আদায়ীকৃত মূলধন                |             |           |
| (অগ্রিম কলসহ)                  | ২৮,৫০,০০০   | টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফাণ্ড                  | ১২,০০,০০০   | "         |
| আমানত                          | ৫,৮০,০০,০০০ | "         |
| কার্যকরী মূলধন                 | ৬,৫০,০০,০০০ | "         |
| (১৯৪৩ সালের নবেম্বর পর্য্যন্ত) |             |           |

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরঃ—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম এ; বি এল; পি, এইচ ডি,  
(ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল

## আমেরিকা হইতে কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানীর পরিমাণ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীবৃদ্ধ কৃষি-  
মাচারীর এক প্রস্তাব উত্তরে সরবরাহ সচিব দ্বারা

সামান্যদী মুদালিরার বলেন যে, গত অক্টোবর  
মাসের শেষ পর্যন্ত কর্তৃক ও ইতারা ব্যবস্থাসূত্রে  
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১১ লক্ষ ৭ হাজার ডলার  
মূল্যের কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইয়াছে।  
তন্মধ্যে ১০ লক্ষ ৪২ হাজার ডলার মূল্যের যন্ত্রপাতি

সরকারী ডেয়ারী কার্খ প্রমুখ কেন্দ্রে বিতরণ করা  
হইয়াছে। এবং ৬৫ হাজার ডলার মূল্যের যন্ত্র-  
পাতি ষ্টকিষ্ট ও এজেন্টদের মারফৎ অত্যাধিক  
কার্যে নিযুক্ত ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিতরণ করা  
হইবে।

# ইতিহাসের

# ইঙ্গিত দিনে

# ৩৩৩৩!

ঐশ্বর্য স্বপ্ন দেখায় যদি ক্ষুধা মিটত, তবে  
বাজালীর চাইতে সুখী বোধ হয়  
জগতে কেউ থাকত না। কেননা শিল্প-  
বানিজ্যের উন্নতি ক'রে দেশের শ্রীবৃদ্ধির  
স্বপ্ন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্তক বাজালীর  
চাইতে বেশী ত কেউ দেখেনি—তার জন্ত  
স্বার্থত্যাগও বেশী কেউ করেনি। তবু  
বাংলাদেশ আজও এত দরিদ্র কেন?  
তার কারণ দেশের মাটিতে শিল্প  
প্রতিষ্ঠান গড়ে না তুললে যে স্বদেশী  
আন্দোলন বার্থ হয় বা ভারতের পশ্চিম  
প্রান্তের সমৃদ্ধিলাভে যে পূর্বপ্রান্তের ও  
সমৃদ্ধি বোঝায় না—এই ইতিহাসিক  
সত্য গুলিকে সে উপেক্ষা করেছিল।

১৯২২ সালে কিন্তু অন্ততঃ একজন বাজালীও  
ইতিহাসের এই ইঙ্গিত বুঝেছিলেন,  
তারই ফল চাকেশ্বরী কটন মিলস্—যার  
অংশীদার, কর্মী এবং কর্মকর্তা সবই  
বাজালী। আজ ঢাকাতে চাকেশ্বরীর সহায়তা  
নিয়েই গড়ে উঠেছে আরো কয়েকটা  
কাপড়ের কল, হো সি-য়া রী ফ্যা ক্টরী  
প্রভৃতি। অল্পদামে চাকেশ্বরীর তৈরী ভাল  
সুতো পেয়ে তাঁত শিল্পও পেয়েছে নতুন  
জীবন। বাজালীরা যে আজ আর শুধু  
আদর্শবাদী ভাবুক নয়, বলিষ্ঠ কর্মীও বটে,  
বাংলা যে একদিন শিল্পশ্রীতে ভারতের  
অগ্রাশ্রয় প্রদেশ কেন, জগতের যে কোন  
দেশের সমকক্ষ হ'বে তারই নিদর্শন

# চাকেশ্বরী

## কটন মিলস্ লি:

### ধান চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য হ্রাস

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ধান চাউলের সর্বোচ্চ দর নিম্নোক্তরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া এবং মালদহে চাউলের কল ভিন্ন পাইকারী ব্যবসায়িগণ চাউল প্রতিমণ ১৪৭ দরে, চাষিগণ ১০৬০ মণ দরে এবং ধান পাইকারী ব্যবসায়িগণ ৮০ আনা দরে এবং চাষিগণ ৮৭ মণ দরে বিক্রয় করিতে পারিবেন। অতীত জেলায় পাইকারী ব্যবসায়িগণ চাউল ১৫৭ টাকা মণ দরে, চাষিগণ চাউল ১৪০ মণ দরে বিক্রয় করিতে পারেন। এই সকল জেলায় পাইকারী ব্যবসায়িগণ ধান ২৭ টাকা মণ এবং চাষিগণ ধান ৮০০ মণ দরে বিক্রয় করিতে পারেন।

#### ১৫ই মার্চের পরের দর

১৫ই মার্চ হইতে উপরোক্ত জেলাসমূহে পাইকারী ব্যবসায়িগণ চাউল ১০৬০ আনা মণ দরে এবং চাষিগণ চাউল ১০৭ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিতে পারিবেন। ব্যবসায়িগণের পক্ষে ধানের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য ৮৭ মণ এবং চাষীদের পক্ষে ৭৬০ আনা মণ। অবশিষ্ট জেলাসমূহে চাউলের কল ভিন্ন অতীত ব্যবসায়িগণ ও চাষিগণ পূর্বের মূল্যেই চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু ধানের দর ব্যবসায়িদের পক্ষে ৮০ মণ ও চাষীদের পক্ষে ৮০ মণ হইবে। উল্লিখিত সর্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য লইলে ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে।

### খাদ্যদ্রব্য মজুত সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার খাদ্যদ্রব্য মজুত বিরোধী আদেশ নামক একটি আদেশ জারী করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, ছাড়পত্র ব্যতীত স্থলপথে বা জলপথে চাউল, ধান, গম, আটা, ময়দা এবং চিনি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এমন কোন অঞ্চলে লইয়া বাইতে পারা যাইবে না যেখানে এই আদেশ বলবৎ আছে। এই আদেশে বিনা অনুমতিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্ত ৬ ইউনিটের বেশী এবং বালক-বালিকাদের জন্ত ৪ ইউনিটের বেশী চাউল, গম, আটা ও ময়দা এবং ৫ ইউনিটের বেশী চিনি মজুত রাখা যাইবে না। এই আদেশ বলের সর্বত্র প্রযুক্ত হইবে এবং অমান্যকারী দণ্ডনীয় হইবেন ও তাঁহার মজুত মাল বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

### বাঙ্গলায় লবণ সঙ্কট

গত সপ্তাহে বলীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলার লবণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। অ-সামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ সুরাবর্দী বলেন যে, ভারত সরকার বাঙ্গলাকে প্রতি মাসে ৩০ হাজার টন লবণ সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু গত দুই মাসে উক্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লবণ না আসাতেই বাঙ্গলায় লবণ সমস্যা এত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর একটি প্রস্তাব

উদ্ভবের সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, লবণের হুপ্রাপ্যতা দৃষ্টে বিনামূল্যে লবণ প্রাপ্ত করা অসম্ভব হইলে দিবার অল্প ভারত গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করার প্রস্তাব অবশ্য তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই, তবে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে লবণ প্রাপ্ত শিল্পের উন্নতি এবং অন্ততঃ একটি লবণ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহারা ইণ্ডিয়ান লার্জে কমিটির রিপোর্টের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। মিঃ সুরাবর্দী আশ্বাস দেন যে, বর্তমানে বহু পরিমাণে লবণ আমদানী করা হইয়াছে এবং জলপথে ও রেলপথে উহা দ্রুত বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

### বুটেনে অবৈতনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা

মিঃ চার্লিস বুটেনের জন্ত যে যুদ্ধোত্তর পরি-কল্পনা করিয়াছেন তাহার আর্থিক স্তর হিসাবে বিলাতে অবৈতনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে একটি হোয়াইট পেপার ঘোষণা

করা হইয়াছে। বুটেনের প্রত্যেক নয়মারী এবং শিশু বাহাতে বিনামূল্যে সর্বপ্রকার চিকিৎসা-ব্যবস্থা, ঔষধ ও ডাক্তারের সুযোগ লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনায় যে সুপারিশ করা হইয়াছে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে তাহার অনেকখানিই পূর্ণ হইবে।

### সাম্রাজ্যিক বেতার সম্মেলন

সম্প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রেডিও বোর্ডের চেয়ারম্যান জারি স্ট্যাফোর্ড জিপ্স-এর সভাপতিত্বে, লন্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধকালে বেতার যন্ত্রের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর যুগের অসামরিক বিমান চলাচলের কাজে কিরূপ সাফল্যের সহিত উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কিত টেকনিক্যাল বিষয়গুলি লইয়াই সম্মেলনে আলোচনা হয়। বৈঠকে ভারতবর্ষের ডাক-টেলিগ্রাফ এবং বেসামরিক

## সাবান প্রস্তুতের

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

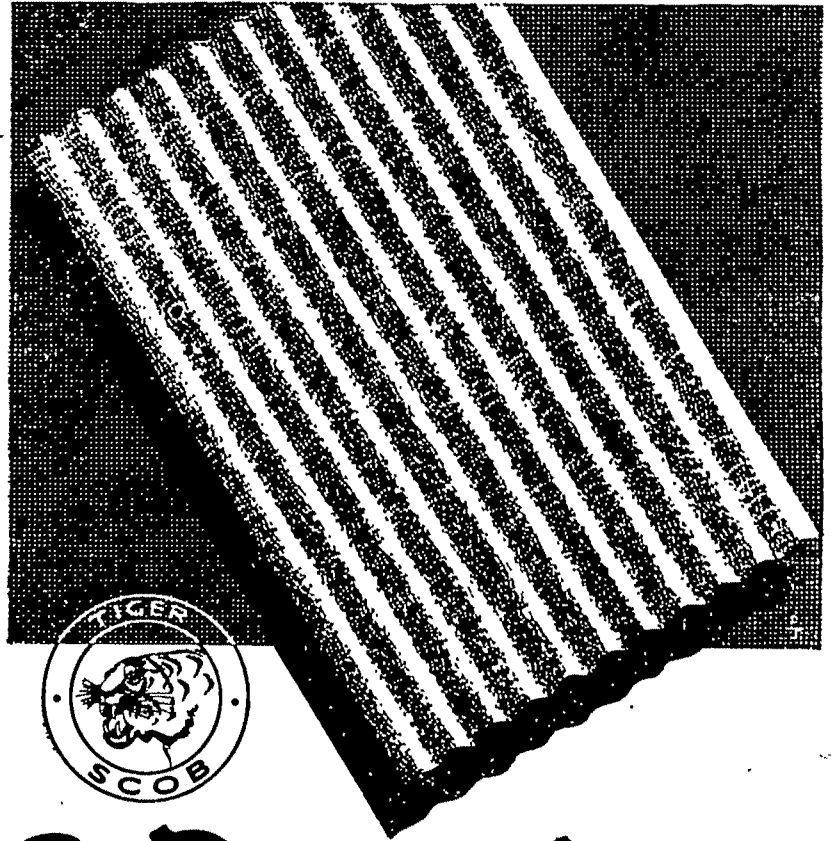
ফোন :—

বড়বাজার :—১৩২৭ অফিস  
" — ১৫২২ ফ্যাক্টরী  
টেলিগ্রাম—“চীনাঙ্গাটি”

কলিকাতা সিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

## গ্যালভানাইজড সিট প্লেট ও করগেট



দি স্টীল কর্পোরেশন  
অব. বেঙ্গল লিঃ  
ম্যানেজিং এজেন্টঃ বার্ন এণ্ড কোং



বিমান বিভাগের প্রতিনিধিও যোগদান করিয়া-  
ছিলেন।

### চীনে মার্কিন মূলধনের ভবিষ্যৎ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সটাইল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-  
টের চেয়ারম্যান মিঃ জেসেনডন ব্র্যানচার্ড সম্প্রতি  
এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর-  
কালে চীনের সহিত সহযোগিতায়, চীনের বজ্র  
শিল্পে প্রভূত পরিমাণে মার্কিন মূলধন খাটান  
বাইবে। চীন সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিলে মার্কিন  
যুক্তরাষ্ট্রের অল্প বিক্রয়ের পক্ষে বৃহত্তম বাজারে  
পরিণত হইবে।

### মধ্যপ্রদেশের উদ্ভূত বাজেট

(১৯৪৪-৪৫)

প্রকাশ, বর্তমান আর্থিক বৎসরে মধ্যপ্রদেশের  
গভর্নমেন্টের বাজেটে ১ কোটি টাকা উদ্ভূত  
হইবে। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ১ কোটি টাকা  
লইয়া যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের অল্প একটি তহবিল  
প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

### মিত্রপক্ষীয় সাহায্যদান পরিষদের দায়িত্ব

মিত্রপক্ষীয় সাহায্য দান ও পুনর্গঠন পরিষদের  
কূটনৈতিক পরামর্শদাতা মিঃ জ্যাক্সিস সাইরে  
জানাইয়াছেন যে, উক্ত পরিষদের সম্মুখে বিরাট  
দায়িত্ব রহিয়াছে। নাৎসী কবলযুক্ত ইউরোপের  
প্রায় ৭ কোটি নরনারীকে আহাৰ্য্য যোগাইবার  
ভার এই পরিষদকে গ্রহণ করিতে হইবে।

### বীমা আইন সংশোধন বিল

কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে বীমা  
আইন সংশোধনের অল্প একটি বিল আনা হইয়াছে।  
এই বিলে বীমা আইনের ৪৮নং ধারা সংশোধনের  
প্রস্তাব করা হইয়াছে। বীমা কোম্পানীর কোন  
ডিরেক্টর (শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষ হইতে  
নির্বাচিত), ম্যানেজিং এজেন্ট, অফিসার, কর্মচারী,  
আইন বা অন্যান্য বিষয়ক উপদেষ্টা, বীমার এজেন্ট  
অথবা এজেন্ট নিয়োগকারী পলিসি হোল্ডারদের  
পক্ষ হইতে ডিরেক্টর নির্বাচিত হইতে পারিবেন  
না। বীমা আইনের ৪৮নং ধারায় পলিসি হোল্ডার-  
দের পক্ষ হইতে ডিরেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা  
আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে উপ-  
রোক্ত শ্রেণীর লোকেরা নানাভাবে তথ্য করিয়া  
বা প্রভাব প্রয়োগ করিয়া পলিসি হোল্ডারদের  
পক্ষ হইতে ডিরেক্টর নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং  
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই সকল  
ডিরেক্টর স্বাভাবিকভাবেই শেয়ার হোল্ডারদের  
স্বার্থের প্রতিই বেশী মনোযোগী হইয়া থাকেন  
এবং এইভাবে পলিসি হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার যে  
ব্যবস্থা বীমা আইনে করা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ  
হইতেছে। কাজেই উপরোক্ত মর্মে আইনটি  
সংশোধন করিবার অল্প বিল আনিতে হইয়াছে।

### ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে, ভারতীয়  
কোম্পানী আইন সংশোধন করিয়া বাণিজ্য সচিব  
যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা গৃহীত

হইয়াছে। সংশোধন বিলে বলা হইয়াছে যে,  
অনেক সময় ব্যাকসমূহের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর  
অথবা ম্যানেজার লভ্যাংশের কিছু অংশ  
অথবা কমিশনের ভিত্তিতে দীর্ঘ দিনের  
মেয়াদে নিযুক্ত হন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকের  
অমুমোদিত মূলধন এবং আদায়ীকৃত মূলধনের  
মধ্যে খুব বেশী রকম পার্থক্য থাকে। আংশিক-  
ভাবে কিছু পরিমাণ অর্ডিনারী অথবা ডেফার্ড  
শেয়ার ক্রয়ের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা দলের  
হাতে অনেক সময় বহু ভোট সঞ্চয় করা হয়। এই  
সকল প্রথা সমর্থনযোগ্য নহে এবং ব্যাকে টাকা  
আমানতকারীদের আর্থের পরিপন্থী। বিলটি  
উত্থাপন করিতে গিয়া বাণিজ্যসচিব বলেন যে,  
রিজার্ভ ব্যাক অব ইন্ডিয়ায় সেন্ট্রাল কমিটি যে  
সকল সুপারিশ করিয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি  
করিয়াই সংশোধন বিলটির খসড়া রচিত হইয়াছে।  
বিলের একটি প্রধান ধারায় বলা হইয়াছে যে,  
এই বিল পাশ হইবার দুই বৎসরকাল পর হইতে  
পারিশ্রমিক হিসাবে কমিশন অথবা লাভের অংশ  
দিয়া এককালীন ৫ বৎসরের অধিক কালের অল্প  
কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর হাতে ব্যাকের পরি-  
চালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না। তবে  
৫ বৎসর পর নূতন করিয়া একরূপ চুক্তি করা যাইতে  
পারিবে। আর একটি ধারায় বলা হইয়াছে যে,

কোন ব্যাকের প্রতিশ্রুত মূলধন অমুমোদিত  
মূলধনের অর্ধেকের কম হইতে পারিবে না এবং  
আদায়ীকৃত মূলধন প্রতিশ্রুত মূলধনের অর্ধেকের  
কম হইতে পারিবে না।

### কৃষি-ঋণ সম্পর্কে ব্যবস্থা

প্রকাশ, ভারতের কৃষি-ঋণের পরিমাণ ও উহা  
পরিশোধের উপায় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের  
সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মাথা ঝামাইতেছেন।  
কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বর্তমান ইনফ্লেশনের  
আমলই ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত সময়। গভর্ন-  
মেন্ট হয়ত একরূপ একটি বিধান জারী করিতে  
পারেন যাহা দ্বারা উত্তমর্গদিগকে ৬ মাস কালের  
মধ্যে ঋণের পরিমাণ গভর্নমেন্টকে জানাইতে বলা  
হইবে। ছয় মাসের মধ্যে না জানাইলে উহা  
বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। ঋণের মোট পরিমাণ  
কত জানিতে পারিলে কিভাবে উহা পরিশোধ  
করা সম্ভব হইতে পারে গভর্নমেন্ট তৎসম্পর্কে  
বিবেচনা করিবেন। বর্তমান ইনফ্লেশনের দিনে  
গভর্নমেন্ট কিছু সাহায্য করিলেই কৃষকেরা ঋণ  
পরিশোধ করিতে পারিবে।

### ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

ভারত সরকারের পক্ষ হইতে দেশের যুদ্ধোত্তর  
উন্নয়ন সম্পর্কে যে সকল পরিকল্পনার খসড়া রচনা  
করা হইয়াছে তাহা শীঘ্রই জনমত সংগ্রহের অল্প

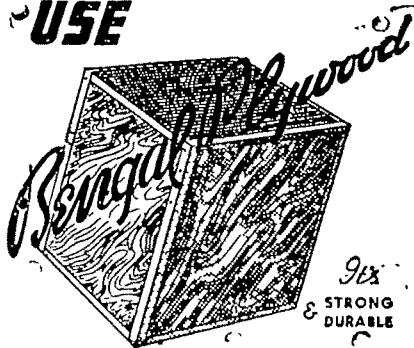
### জ্ঞান পরিবর্তন

ব্যবসায়ের দ্রুত প্রসার হেতু ১লা মার্চ হইতে কোম্পানীর  
অফিস ৪৪-৪৬নং ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা, ঠিকানায়  
প্রশস্ততর গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে; এখন হইতে এই নূতন  
ঠিকানায় টিটিপত্রাদি আদানপ্রদান করিবেন।

ইহা অতীব সুধের বিষয় যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই  
কোম্পানীর সমস্ত সাধারণ এবং শতকরা ৭১০ টাকা  
লভ্যাংশযুক্ত প্রেক্ষারেক্ষ শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

# বঙ্গল বোর্ড এণ্ড প্লাইউড কোর্পোরেশন

USE



নিজস্ব কারখানায়  
বৈজ্ঞানিক প্রণা-  
লীতে প্রস্তুত  
প্লাইউড দ্বারা  
নির্মিত

মজবুত, সুন্দর,  
হালকা ও উন্নত  
শ্রেণীর চায়ের  
প্যাকিং বাক্স

ম্যানেজিং এজেন্টস:—মেসার্স সত্যেন্দ্র চ্যাটার্জি এণ্ড কোং  
৪৪-৪৬নং ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা।

সাধারণে প্রকাশ করা হইবে। বর্তমানে কেবল মাত্র কৃষি, বন সম্পদ, মৎস্য, রাস্তাঘাট এবং রেলওয়ে সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর বিমান চালনা ও অস্ত্র বিবয়ের রিপোর্ট তৈরী হইতেছে।

### কেন্দ্রীয় সরকারের খাণ্ডনীতি

নয়া দিল্লীর ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, ব্যবস্থাপনাসম্পর্কিত কতকগুলি অমুবিধা দূর করিতে পারিলেই ভারত সরকার খাণ্ডশক্ত বিক্রয় ও সরবরাহ সম্পর্কে একচেটিয়া দাবি গ্রহণ করিবেন। প্রকাশ, খাণ্ডশক্ত ক্রয়ের বর্তমান ব্যবস্থাও পরিবর্তন করা হইবে। একচেটির মারফৎ ক্রয় না করিয়া টেন্ডার আহ্বান করিয়া ক্রয় করা হইবে।

### ভারত-ক্যানাডা বাণিজ্য

বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ ও ক্যানাডার মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যানাডা হইতে প্রধানতঃ মোটর গাড়ী ও উহার অংশসমূহ, চায়ের বাস্ক, সংবাদপত্রের কাগজ, ক্যালসিয়াম কারবাইড, এসিটিক এ্যাসিড প্রভৃতি। এদেশে আসিতেছে এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ চা, চট, রেড়ীর তৈল, চামড়া প্রভৃতি ক্যানাডায় রপ্তানী করা হইতেছে।

### ফ্যাণ্ডাসকে নিষ্পাদন করার ব্যবস্থা

প্রকাশ, কাঠের জুতা তৈরীর জন্য পূর্বে ফ্যাণ্ডাসে পরিধিতে এক গজের বেশী বস্ত-গাছ আছে তাহা তলব করা হইয়াছে। এই আদেশ কার্যে পরিণত করা হইলে বেলজিয়মের এই অঞ্চলটি বৃক্ষশূন্য হইয়া পড়িবে।

### বোম্বাইয়ে আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দানের পরিমাণ

গত ১৯৪২ সালে বোম্বাইয়ে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনারের মারফৎ যে সকল বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে মালিকেরা আহত শ্রমিকদিগকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৬০ টাকা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মালিকেরা নিজেসাই অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদিগকে ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন, তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

### বেতারবার্তা প্রেরণের নতুন ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন দেশের নোখাটা বা উপকূলবর্তী ষাটিতে অবস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট সরাসরি বেতারবার্তা প্রেরণের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের নোখাটিতে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরাও দেশে সরাসরি বেতারবার্তা প্রেরণ করিতে পারিবে।

### আমেরিকায় চীনা বিমান কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

সম্প্রতি চুংকিং বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি চীনা বিমান নির্মাণ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইতেছে। আমেরিকার ডগলাস এয়ার ক্রাফট কোম্পানীতে

বর্তমানে চীনা ছাত্রদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চীনা কারখানা স্থাপিত হইলে উহার সেখানে কাজ করিবে।

### চীনে ব্রিটিশ শিল্প মিশন

ব্রিটিশ শিল্প ফেডারেশনের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি দল বর্তমানে চীনদেশে পরিভ্রমণ করিতেছে। যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেন ও চীনে শিল্প পুনর্গঠন সম্পর্কে এই প্রতিনিধিদল চীনা শিল্প বিশারদদের সঙ্গে আলোচনা করিবেন এবং চীনে শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন।

### করনীতি সম্পর্কে শ্রীমুক্ত যোশী

গত সপ্তাহে বাজেট আলোচনাকালে, কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীমুক্ত এম এন যোশী মন্তব্য করেন যে, যুদ্ধের বাজারে ধনীরাই বেশী লাভবান হইতেছেন;

অতরাং যুদ্ধের সময় কর্তার তাহাদেরই বহন করা উচিত। বঙ্গমূল্য হ্রাস প্রচেষ্টার সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, বঙ্গের মূল্য শতকরা ৪০ টাকা কমান হইয়াছে বলিয়া অর্থগতি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার স্বরণ রাখা উচিত যে, বঙ্গ মূল্য শতকরা ৩০০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল কাজেই তাহা হইতে শতকরা ৪০ টাকা কমান হইবার কথা সত্য হইলেও খুব আশঙ্ক হইবার কারণ নাই। তিনি তামাক, চা ও সুপারীর উপর কর বসাইবার প্রস্তাবের নিন্দা করেন।

### পেট্রোল সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন আলোচনা

প্রকাশ, পেট্রোলিয়াম সংগ্রহ সম্পর্কে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিন প্রাথমিক আলোচনা শেষ হইলে পর মিত্র রাষ্ট্র-পুঞ্জের অস্ত্র

## শিলং ব্যাঙ্কঃ

### —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্ত জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

গ্রাম—"যশের বন"

ফোন—ক্যাল ৩৭০৪

## হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩৭, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

—শাখা সমূহ—

|            |                 |                    |
|------------|-----------------|--------------------|
| কলিকাতা    | মেদিনীপুর       | হবিগঞ্জ (আসাম)     |
| বড়বাজার   | শালবনি          | খুলনা              |
| মাণিকতলা   | বালিচক          | মীরকাদিম           |
| শিয়ালদহ   | বাঁকুড়া        | কুমারগঞ্জ (মদীয়া) |
| বালীগঞ্জ   | বিষ্ণুপুর       | বাগেরহাট           |
| শ্রীমবাজার | গড়বেতা         | পাটনা              |
| ধর্মানন্দা | ভেঙ্গপুর (আসাম) | রাঁচি              |

### আমানতী টা কার উপর সুদের হার

|                        |     |     |            |
|------------------------|-----|-----|------------|
| চলতি হিসাব             | ... | ... | ১% বার্ষিক |
| সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট | ... | ... | ৩% "       |
| ফিক্সড ডিপোজিট এক বৎসর | ... | ... | ৪% "       |
| দুই বৎসর               | ... | ... | ৫% "       |

আবেদন করিলে তিন বৎসরের ক্যাল সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে।

### প্রভিডেন্ট ডিপোজিট একাউন্ট

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| ৮ বৎসর প্রতি মাসে ১% হিসাবে জমা দিলে           |  |
| ১০ বৎসর পরে ১৪০ টাকা পাইবেন।                   |  |
| ৮ বৎসর বাবৎ প্রতি মাসে ৫% টাকা হিসাবে জমা দিলে |  |
| ১০ বৎসর পরে ৭০০ টাকা পাইবেন।                   |  |

আয়করহীন শতকরা ৫ ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

মাল, মিলিটারী ও গভর্নমেন্ট বিল, জি. পি. নোটস্ এবং বাজার চলতি শেয়ার বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

ক্লাসীচরণ সেন,  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শক্তিও এই আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন। আরব অঞ্চল হইতে তৈল সংগ্রহ সম্পর্কে আলোচনার সময় রাশিয়া এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল হইতে তৈল সংগ্রহ সম্পর্কিত আলোচনার নেদারল্যান্ড যোগদান করিতে পারেন।

### ব্রিটেনের সমরোপকরণ নির্মাণ

সম্প্রতি পার্লামেন্টে উৎপাদন সচিব মিঃ অলিভার লিটলটন যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে

দেখা যায় যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ১৯৪৩ সালের শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ৮৩০০০ ট্যাক, গাঁজোয়া পাড়ী প্রভৃতি; ২০ হাজার বিমান, ১ লক্ষ ১৫ হাজার ২০ মিলিমিটারের বড় কামান, ১৫ কোটি গুলী, মেশিনগান, রাইফেল, সাব-মেশিনগান, অটোমেটিক পিঙ্কল প্রভৃতি মিলিয়া ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার, ৭০ লক্ষ রাইফেলের গুলী, এবং ১০ লক্ষাধিক অন্ত্রা যানবাহন তৈয়ারী করিয়াছে। যত জাহাজ ক্ষয় হইয়াছে তাহা

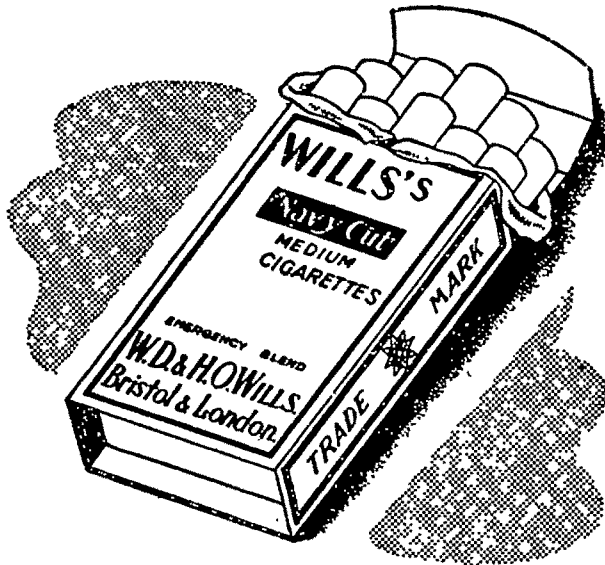
অপেক্ষা অনেক বেশী নতুন জাহাজ নির্মাণ করা হইয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রিটেনের যে সংখ্যক জাহাজ ছিল ১৯৪০ সালের শেষ ভাগে সবরকম জাহাজের সংখ্যাই তাহা অপেক্ষা অধিক দাঁড়ায়।

### চীনে অসংকুল লৌহ আবিষ্কার

প্রকাশ, চীনের কোয়াংসি এলাকাতে একটি অসংকুল লৌহখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চল হইতে প্রায় ৭০ হাজার টন লৌহ পাওয়া যাইতে পারে।



“মূল্যের বিনিময়ে ইহা ই প্রস্তুতকৃত”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

## ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্

## অব কমান্স

গত ৪ঠা ও ৫ই মার্চ নমাদিল্লীতে "ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব কমান্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিক্স"-এর সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি কুমার রাজা ভারত মুখিয়া চেট্টারীর সভাপতিত্ব আরম্ভ হইবার পূর্বে শ্রীবৃদ্ধ কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত ফেডারেশনের দুই দিন ব্যাপী অধিবেশনে বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

## জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী

প্রথম প্রস্তাবে বন্দী জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এইরূপভাবে তাঁহাদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা অস্বাভাবিক। ফেডারেশনের মতে আজ দেশের সম্মুখে যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের সমর্থন আবশ্যক এবং উহা লাভ করিতে হইলে জাতীয় নেতাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত। কমিটি আর মনে করেন যে, ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান নিকটবর্তী হইতে থাকায় ভারত কেবল একরূপ আবহাওয়ার মধ্যে আপনার উপযুক্ত আসন লাভ এবং যুদ্ধোত্তর সমস্তাসমূহের সমাধান কার্যে সাহায্য করিতে পারে—যে রূপ অবস্থা জাতীয় নেতাদের মুক্তি এবং কেন্দ্রে জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সৃষ্ট হইতে পারে।

## বিদেশে ভারতের প্রাপ্য স্বর্ণ

বিদেশে ভারতের প্রাপ্য স্বর্ণ সম্পর্কে ফেডারেশন উহার অভিমত পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন যে, ব্রিটেনের নিকট ভারতের যে স্টার্লিং পাওনা হইয়াছে তাহা প্রথমতঃ ভারতে ব্যবসায় নিয়োজিত ব্রিটিশ মূলধন ফেরৎ দিতে ব্যয়িত হওয়া উচিত। গভর্নমেন্টের উচিত এখন হইতেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট হইতে এই মর্মে একটি স্পষ্ট স্বীকৃতি আদায় করিয়া লওয়া যে, যুদ্ধ চলিতে থাকাকালে অথবা যুদ্ধাবসানে যদি স্টার্লিং-এর মূল্য কমিয়া যায় তবে উহার পরিমাণ বিচার করিয়া প্রাপ্য স্বর্ণের জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ঘাটতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। উক্ত প্রস্তাবে আরও দাবী করা হইয়াছে যে, ভারতের প্রাপ্য সমস্ত ডলার ভারতের হিসাবে জমা হওয়া উচিত এবং তৎক্ষণাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন প্রয়োগনামারূপ সংশোধন করা উচিত।

## পূর্ব এশিয়া কমান্ডের ব্যয়

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া কমান্ড মিত্রপক্ষের পৃথিবীব্যাপী রণকৌশলের একটা অংশ। কাজেই ভারত সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যয়স্বা পরিষদের অহুমোদন ব্যতীত উহার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হওয়া উচিত নহে। ফেডারেশনের মতে ভারতের স্বাভাবিক পরিস্থিতির বাহ্যতে আরও অবনতি ঘটিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে উক্ত কমান্ডের অস্তিত্ব সেনা বাহিনীর জন্ত বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণ আমদানী করার ব্যবস্থা করা উচিত।

## যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ (মালপত্র ও কলকারখানা) বীমা সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, উক্ত বীমা ব্যবস্থাহিসাবে এ পর্যন্ত বাহাদেব নিকট হইতে ৮ দফায় প্রিমিয়ম সংগ্রহ করা হইয়াছে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রিমিয়ম সংগ্রহ বন্ধ করা উচিত এবং অস্তিত্ব ক্ষেত্রেও প্রিমিয়মের হার কমাইয়া শতকরা মাসিক দুই পরস্যা ধার্য করা উচিত।

## ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন

অন্ত একটি প্রস্তাবে ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের কার্যকলাপে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া ভারত সরকারকে তাঁহাদের ক্ষমতা-

হ্রাসারে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য—বিশেষ করিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষার জন্ত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অহুমোদন করা হইয়াছে।

## অসামরিক বিমান ব্যবসা

অসামরিক বিমান ব্যবসা সম্পর্কে ফেডারেশন যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে গভর্নমেন্টের নিকট দাবী জানান হইয়াছে যে, অবিলম্বে ভারতীয় ব্যবসায়ীসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া বিমান-যোগে যাত্রী ও মাল বহনের জন্ত একটি পরিকল্পনা রচনা করা হউক।

## আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভারতের আর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত ভারতীয় পুঙ্খবোধ্যমদাস ঠাকুরদাস এবং অন্যান্য কয়েকজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি যে পঞ্চদশ-বার্ষিক

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ম্যাডো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

অবচেতন মনের যৌন তাগিদে আজকের মানুষ কেন মানুষের ভ্রাতৃত্বমাত্র—

জন্মের-প্রমুখের পৃথিতে আমরা পড়েছি, মানিকবাবুর উপস্থানে যেন তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই বলে মনোবিকলনের মতবাদ উপস্থানের ক্ষেত্রে এঁটে মানিকবাবু বাজারে ছাড়েন না। কারণ পুণ্ডিত বিজের পক্ষপাতী তিনি সত্যি নন, তা ছাড়া প্রধানতই তিনি পাকা ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা তাই সেরা দরের সাহিত্য, মনস্তত্ত্বের তথ্যমাত্র নয়। সবচেয়ে অবাক লাগে কত ব্যাপক ক্ষেত্রে কি অনায়াসে তাঁর আনাপোনা! "পদ্মানদীর মাঝি" বা "পুতুলনাচের ইতিকথা" আর "চতুর্কোণ" বা "অমৃতসুখ পুত্রা:", "সহরতলি" আর "দিবারাত্রির কাব্য", "প্রাগৈতিহাসিক" আর "অতীতমার্মী"—এ সমস্ত বই-এর লেখক একই ব্যক্তি কেমন করে হয়? জেলেদের জীবনের রুট বাস্তবতা আর কোলকাতার সৌখিন ফুরুরে মেয়ে, মজুরদের নোংরা বস্ত্র আর কোমল সুরের মধ্যবিন্দু রোমান্টিক আবহাওয়া—সর্বদাই তিনি সমান সহজ আর সমান নিখুঁত। আর সর্বত্র চেয়ে দেখছেন সামাজিক মেকি চশমাটা খুলে—মানুষগুলো এলোমেলো, খাপছাড়া আর ভাঙাচোরা।



লিখবার জন্ত কী কালি মানিকবাবু ব্যবহার করেন এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। মানিকবাবু ব্যবহার করেন—পার্ক ইনক। বলেন—“পার্ক ইনকে লিখে দেখছি কালি বেশ ভাল। দামী বিদেশী কালির বদলে এই কালি ব্যবহার করতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করছি না।”

পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন শ্রীযুক্ত নলিনী-  
রঞ্জন সরকার একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন যে,  
ফেডারেশন উক্ত পরিকল্পনাকে সামরে গ্রহণ  
করিতেছেন। অতি দ্রুত দেশের জনসাধারণের  
বার্ষিক অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য রচিত উক্ত  
পরিকল্পনার মূল ভিত্তিগুলি তিনি ফেডারেশনের  
পক্ষ হইতে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে,  
উক্ত পরিকল্পনার কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিয়া জন-  
সাধারণের আয় বৃদ্ধি এবং সমাজের অর্থনৈতিক  
সংগঠনে একটি ভারসাম্য স্থাপনের ব্যবস্থা সম্পর্কে  
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ফেডারেশনের পক্ষ  
হইতে উক্ত পরিকল্পনার নির্দেশ সমর্থন করিয়া  
তিনি বলেন যে, ভারতে যে কোন উন্নয়ন পরি-  
কল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে প্রথমতঃ ভারতের  
অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বজায় রাখিতে হইবে।  
দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন  
এবং জনসাধারণের পূর্ণ বিশ্বাসভাজন জাতীয়  
গভর্নমেন্ট গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে;  
তৃতীয়তঃ জনসাধারণ বাহাতে প্রয়োজন সহ-  
যোগিতা করিতে অগ্রসর হয় এরূপ অবস্থা  
সৃষ্টি করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত সরকার আরও  
বলেন যে, শিল্পের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং  
স্বনবর্টনের ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা রচয়িতা-  
কারিগণের মতামত আনিবার জন্য ফেডারেশন  
একান্ত আগ্রহশীল। শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে,  
ফেডারেশন সম্বোধনের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে,  
উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার কাজে  
ভারতের আর্থিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় প্রয়োজন হইলে  
বিদেশী মূলধন গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে;  
তবে উক্ত মূলধনকে বিদেশী রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব  
এবং কাসেমী স্বার্থের প্রভাব হইতে মুক্তি দিতে  
হইবে।

খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে স্ত্রীর পুরুষোত্তম  
দাসের প্রস্তাব

খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে স্ত্রীর পুরুষোত্তমদাস  
ঠাকুরদাস একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব উপস্থিত করেন।  
প্রস্তাবে দুর্ভিক্ষের ফলে দেশের বহু লোকের প্রাণ-  
হানি এবং স্বাস্থ্যহানির কথা উল্লেখ করিয়া গভীর  
দুঃখ প্রকাশ করা হয়। এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে  
গভর্নমেন্ট যে দূরদৃষ্টিহীনতা এবং বিভিন্ন বিভাগের  
কার্যের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে  
অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ক্ষোভ  
প্রকাশ করা হয়। এরূপ না হইলে হয়ত সঙ্কট  
অনেকখানি দমন করা সম্ভব হইত। তবে  
অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট সম্প্রতি  
যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন প্রস্তাবে  
তাহা সমর্থন করা হয়। দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি  
বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তাবে গভর্নমেন্টকে নিম্ন-  
লিখিত পদ্যসমূহ অবলম্বন করিতে অহুরোধ করা  
হইয়াছে :—(১) খাদ্য শস্যের উৎপাদন, সংগ্রহকার্য  
বৎ বণ্টন ব্যবস্থার জন্য একটি সর্বভারতীয় নীতি  
নির্ধারণ করা উচিত এবং উক্ত নীতি অমুসারে  
বাহাতে প্রদেশসমূহে কাজ হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা

এবং প্রয়োজন হইলে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে  
উক্ত নীতি অমুসারে চলিতে নির্দেশ দেওয়া উচিত;  
(২) খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বণ্টনের কার্যে সর-  
কারী নিয়ন্ত্রণাধীনে যত খানি সম্ভব স্বাভাবিক  
ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারাকে কাজে লাগান উচিত;  
(৩) বিদেশে খাদ্য রপ্তানী সম্পূর্ণ বন্ধ করা এবং  
বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া একটি  
সংরক্ষণ ভাণ্ডার গঠন করা উচিত; (৪) খাদ্যোৎ-  
পাদন বৃদ্ধি আন্দোলন বাহাতে সফল হইতে পারে  
তৎপ্রতি প্রাদেশিক সরকারসমূহকে আর্থিক ও  
অভ্যন্তরীণ প্রকারে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা  
উচিত। খাদ্যশস্যের দর বাহাতে একটি নির্দিষ্ট  
গভীর নিম্নে নামিয়া না যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা  
দরকার। কারণ, খাদ্যশস্যের দর খুব বেশী নামিয়া  
গেলে কৃষকদের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা নষ্ট  
হইয়া যাইবে।

উপসংহারে স্ত্রীর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস  
বলেন যে, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা হইতেছে  
যে, এদেশের গভর্নমেন্ট দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত সংবাদ  
ঠিকমত ইংল্যান্ড ও আমেরিকাকে জানান নাই।  
সম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ আমেরি প্রমোদনের যে

সকল উক্তি করিয়াছেন তাহা হয় আশ্চর্য্যপূর্ণ না হয়,  
অসম্পূর্ণ।

কয়লা সঙ্কট

কয়লা সঙ্কট সম্পর্কে ফেডারেশনের অধিবেশনে  
গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কয়লা  
খনিসমূহে মজুরের অভাব এবং গভর্নমেন্ট কর্তৃক  
বিদেশে কয়লা রপ্তানী করার কলেই কয়লা সঙ্কট  
এরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রস্তাবে বলা  
হইয়াছে যে, নতুন খনিতে কাজ আরম্ভের  
উৎসাহ দিলে, কয়লা রপ্তানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ  
করিলে এবং খনি শ্রমিকদের হুঁসিগলি হুঁসিগলি  
বৃদ্ধি করিয়া শ্রমিক সমস্যার সমাধান করিলেই  
কয়লা সঙ্কট দূর করা যায়।

যুদ্ধকালীন শিল্পসমূহের ভবিষ্যৎ

ফেডারেশনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে একটি  
প্রস্তাবে মিঃ জি এল মেহতা (কলিকাতা) যুদ্ধ-  
কালে এদেশে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,  
যুদ্ধোত্তরকালে তাহাদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া  
দাঁড়াইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করেন।  
যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য  
করিবার জন্য এবং বেসামরিক জনসাধারণের



## লোহ পরিবার

কর্মক্লাস্ত যৌবনের পর জীবনের  
অবশিষ্টাংশ যে এইরূপ প্রচ্ছন্ন  
শান্তিতে উপভোগ করিতে পারে  
সে কত সুখী।



প্রতিষ্ঠাতা জামসেদজী টাটাই তার আদর্শ,  
তার বন্ধু। তাঁরই সুস্থ দূরদৃষ্টির দরুণ আজ  
সে কর্মময় জীবনের পর এইরূপ নিরঙ্কুশ  
অবসর গ্রহণ করতে পেরেছে।

আজ সে “লোহ পরিবারের” গর্বিত  
পিতামহ। যৌবনে ভারতের শিল্পোন্নতিতে  
সহায়তা করার সুফল ভোগ করছে।

**TATA**

টাটা

দি টাটা আয়রণ এন্ড স্টীল কোং লিঃ, হেডপেলস্ অফিস : ১০২এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, কর্তৃক প্রচারিত



প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের সরবরাহ করিবার জন্য অনেক ছোট বড় শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেন্ট অবস্থা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে বিদেশী পণ্যের অসম প্রতিযোগিতা হইতে তাহা-দিগকে রক্ষা করা হইবে। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, উক্ত শিল্পসমূহের দাবী বিবেচনা করিবার জন্য অবিলম্বে বিলাতের শিল্পসম্পর্কিত "এড হক কমিটী" মত এখানেও একটি কমিটী গঠন করা হউক। গভর্ণমেন্ট এই সকল নতুন শিল্পকে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও বিদেশজাত পণ্য-আমদানীর পরি-মাণ বৃদ্ধি করিতেছেন দেখিয়া প্রস্তাবে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

#### সরকারী ট্যাক্স নীতির প্রতিবাদ

ভার বজ্রীদাস গোয়েন্কা একটি প্রস্তাবে সর-কারী ট্যাক্সনীতির প্রতিবাদ করেন। সরকারী ট্যাক্সনীতির পরিবর্তন সাধন করিয়া যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করা না হয় তাহা হইলে যুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় শিল্পকে ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইবে। সরকারী ট্যাক্স নীতির ফলে ভারতীয় শিল্পসমূহ কোন রিজার্ভ ফণ্ড গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না, অথচ যুদ্ধের প্রয়োজনে অবিরাম কাজ চালাইয়া বাওয়ায় কলকজা ও যন্ত্রপাতির অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে। কাজেই শিল্পসমূহ বাহাতে উপযুক্ত রিজার্ভ ফণ্ড গড়িয়া তুলিতে পারে গভর্ণমেন্টকে তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এবং ট্যাক্স বসাইবার সময় ভারতীয় শিল্পপতিগণের সহিত পরামর্শ করিতে বলা হইয়াছে।

#### ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীদের স্বার্থ

মিঃ এস এন হাজী (বোম্বাই) কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে বসবাস বা কাজকার-বারের জন্য বাওয়ার যেন কোন বিধি নিষেধ না থাকে। যুদ্ধরাজ্যে ভোমিসাইন্ড ব্যক্তি ব্রহ্মদেশে যেরূপ অধিকার ভোগ করে, ভারতবাসীদেরও সেইরূপ অধিকার দিতে হইবে। ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষ উভয়ের স্বার্থের খাতিরেই ব্রহ্মদেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্যে উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা প্রয়োজন।

#### প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ

সভাপতির আসন হইতে উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতীয়গণ বাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারে এবং বিনা বাধায় ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারে তজ্জন্ত ভারত গভর্ণমেন্টের উচিত মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত একটি বাণিজ্য চুক্তি করা। উক্ত প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের স্বার্থ এবং মধ্যাদার পক্ষে হানিকর পেগিং বিলেরও তীব্র নিন্দা করা হয়।

#### রিসায়ন শিল্প

ডাঃ এইচ ঘোষ (কলিকাতা) কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে এদেশে দেশরক্ষা এবং অসামরিক কার্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়

মৌলিক রসায়ন শিল্পসমূহ গঠনে সরকারের অক্ষমতা এবং আগ্রহহীনতার নিন্দা করা হয়।

#### বীমা কোম্পানীর উপর কর

বর্তমান বৎসরের বাজেটে বীমা কোম্পানী সমূহের লাভের উপর যে হারে কর-বার্ষিক প্রস্তাব করা হইয়াছে, বোম্বাই-এর মিঃ এস কে দেশাই কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে তাহার প্রতিবাদ জানান হয়।

#### গো-হত্যার প্রতিবাদ

সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে এদেশে যেরূপ নিরীকৃত্যে গো-হত্যা করা হইতেছে মিঃ প্রাণলাল দেবক রায় নানজী কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে তাহার প্রতিবাদ করা হয়।

#### বরাদ্দ অঞ্চলে খাদ্যজব্য আমদানী সম্পর্কিত আদেশ

গত ৮ই মার্চ বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে এক প্রেসনোট প্রচার করিয়া খাদ্যশস্য মজুত সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আদেশ বাতিল করিয়া জানান হইয়াছে যে, কলিকাতা, হাওড়া, বালি, বেঙ্গলুড়, টালিগঞ্জ, সাউথ সুবার্বর্ণ এবং

গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায়, কলি-কাতা টাউনহলস্থিত রেশনিং কন্ট্রোলারের আফিসের সহিত সংশ্লিষ্ট স্পেশাল অফিসারের অমুমতিপত্র ব্যতীত রেশন এলাকায় রেশন করা কোন খাদ্যজব্য আমদানী করা এই নতুন আদেশ অনুযায়ী অপরাধ এবং এই অপরাধে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয়ই হইতে পারে। যে সকল রেশনকার্ড গ্রহীতা দিনমজুর অথবা বর্গাদারের সহায়তায় অথবা বিনা সহায়তায় তাঁহাদের নিজস্ব অমিতে উৎপন্ন বান অথবা চাউল আনিতে চাহেন কেবলমাত্র তাঁহাদিগকেই আম-দানীর অমুমতিপত্র দেওয়া হইবে। রেশনকার্ড গ্রহীতা তাঁহার পরিবারের লোকজনের জন্য তিন মাস কালের জন্য যে পরিমাণ রেশন জব্য গ্রহণের অধিকারী একবারে সেই পরিমাণের অধিক মাল আমদানী করিতে অমুমতি দেওয়া হইবে না।

#### মজুতের পরিমাণ নির্দেশ

রেশন এলাকার অধিবাসিগণ, রেশনিং কন্ট্রোলারের আফিসের সহিত সংশ্লিষ্ট স্পেশাল অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত রেশনিং স্বীক

## ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক

### লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক  
কার্যকরী মূলধন ... ১২২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপুরা স্টেট), আঠারবাড়ী; নান্দিনা গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, ঢাকা ও কটক।  
চেয়ারম্যান—শ্রীযুত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।  
জি, চৌধুরী—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অমুমতি পাওয়া গিয়াছে

## দি আয়ুর্বেদ ভবন লিঃ

হেড অফিস :—পুরাণবাজার (চাঁদপুর), ত্রিপুরা

বিশুদ্ধ সর্বপ্রকার আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত ও প্রচলনের একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

জাতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে এই প্রতিষ্ঠানের  
শেয়ারে টাকা লগ্নি করিয়া লাভবান হউন

ভিভিডেড

শতকরা ১০ টাকা

আয়কর রহিত ১৯৪৩ সনের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

অতি অল্প সংখ্যক শেয়ার অবশিষ্ট আছে।

শীঘ্রই বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইবে।

অবিলম্বে আবেদন করুন

(ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা মতে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অমুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বৃত্তিতে হইবে যে, এই অমুমতি দিয়া ভারত সরকার ইহার ব্যবসা-স্বত্বীয় পরিকল্পনার আর্থিক সুসঙ্গতি বা তদ্বিষয়ে প্রকাশিত নিবৃত্তি বা অভিমতের কোন দামিষ্ট হইতেছেন না।)

অমৃতসাহ গৃহের ভূতালহ প্রত্যেক অধিবাসীর জন্ম ৪ সপ্তাহের সমপরিমাণের অধিক খাজদ্রব্য রাখিতে পারিবেন না। বিনা লাইসেন্সে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক রেশন-করা খাজদ্রব্য রাখিলে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারে। অপরাধীর দণ্ড হইলে ঐ মালও বাজেয়াপ্ত হইবে।

লাইসেন্সে যে পরিমাণ মজুত রাখার অমৃতসাহ দেওয়া হইবে তাহা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত কোন লাইসেন্স গ্রহীতা তাঁহার নিজের অথবা পরিবারস্থ কোন লোকের রেশন কার্ড ব্যবহার করিয়া খাজদ্রব্য লইতে পারিবেন না এবং লাইসেন্স গ্রহীতাকে লাইসেন্স লইবার সময় রেশনিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাহা বিহিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত তাঁহার রেশন কার্ডসমূহ হাজির করিতে হইবে।

### যুদ্ধোত্তর বিমান ব্যবসা সম্পর্কে গুপ্ত বৈঠক

প্রকাশ, যুদ্ধোত্তর বিমান ব্যবসা সম্পর্কে ব্রিটেন, কানাডা এবং রাশিয়ার প্রতিনিধিগণের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-দপ্তরে কিছুদিন যাবৎ গুপ্ত বৈঠক চলিতেছে। খুব সম্ভব এই সকল বৈঠকে একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে পর উক্ত রাষ্ট্রসমূহ এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি প্রকাশ্য সম্মেলন হইবে।

### গম হইতে রবার উৎপাদন

ক্যানাডাতে গম হইতে রবার উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে এবং এই চেষ্টা ইতিমধ্যে অনেক-খানি সফলও হইয়াছে। দেশের প্রয়োজন মিটাই-

য়াও ক্যানাডায় প্রচুর গম উৎপাদিত থাকে। গত ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ ক্যানাডায় ৭৯ কোটি ৮০ লক্ষ বুশেল গম মজুত ছিল। ক্যানাডায় যত রবারের প্রয়োজন তাহা উৎপন্ন করিতে ২ কোটি বুশেলের অধিক গম লাগিবে না। ক্যানাডায় যে গম প্রতি বৎসর উৎপাদিত হয় তাহার কতক অংশ রবার উৎপাদনের কাজে লাগাইলেই ক্যানাডায় রবার সমস্তার সমাধান হইতে পারিবে।

### সিন্ধুর উৎপাদন চাউল বিলি

সিন্ধু প্রদেশে যে ২৫ হাজার টন চাউল উৎপাদিত হইয়াছিল কেন্দ্রীয় সরকারের খাজ বিভাগ তাহা কয়েকটি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছেন। উহা হইতে জিবারু-কোচিন—১৬,০০০ টন, বোম্বাই—৬,০০০ টন, অবশিষ্ট কচ্ছ, মহীশূর এবং পশ্চিম ভারতীয় দেশীয় রাজ্য-গুলিকে দেওয়া হইয়াছে।

### চীনে সমবায় আন্দোলনের প্রগতি

সম্প্রতি চীনে সমবায় সমিতিসমূহের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সালে চীনে সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ছিল ৯১ হাজার। ১৯৪৩ সালে উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ৬৬ হাজার হয়। সভ্যসংখ্যা ১৯৩৪ সালে ছিল ৪৩ লক্ষ ৬০ হাজার, ১৯৪৩ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ৩৮ লক্ষ হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে অংশীদারগণের মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২৬ লক্ষ চীনা ডলার, ১৯৪৩ সালে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩২ কোটি ৫৪ লক্ষ চীনা ডলারে পরিণত হইয়াছে।

### ডেয়ারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গবেষণা

প্রকাশ, বাঙ্গালোরের ডেয়ারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (১) দধির রাসায়নিক গুণাগুণ, (২) মাখন-তোলা দুধ এবং দুগ্ধচূর্ণ মিশাইয়া দুধ ভেজাল করা ধরিয়া ফেলা, (৩) দি, তৈল, চর্কি, বনস্পতি দ্রুত প্রভৃতির তুলনামূলক রাসায়নিক গুণাগুণ এবং পুষ্টিকারিতা সম্পর্কে কার্য্য চালাইবার জন্ত ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

### বাঙ্গলার মৃত্যুর হার শতকরা ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এক প্রেস নোট প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন-বোর্ডসমূহের মারফৎ সরকার ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশের মৃত্যুসংখ্যা সম্পর্কে যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গত বৎসর সমগ্র বাঙ্গলায় মৃত্যু-সংখ্যা গত ৫ বৎসরের গড়ের উপর শতকরা ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলায় বাৎসরিক গড়ে ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯০৩ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৪৩ সালের মৃত্যুর সংখ্যা হইতেছে সেই স্থলে ১৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৪৯; অর্থাৎ গড় হিসাবের উপর ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৪৬ জন বেশী। ১৯৪৩ সালে কলিকাতা মোট ২ লক্ষ ১৪ হাজার ১৭৫ জন মারা গিয়াছে; ইহা গড়-হিসাবের উপর ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৯০৯ বেশী। ম্যালেরিয়ার মারা গিয়াছে ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩৩০ জন, গড় হিসাবের উপর ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭৯২ জন বেশী; বসন্ত রোগে মারা গিয়াছে ২২ হাজার ৫ জন, গড় হিসাবের উপর ১৪ হাজার ৭৫ জন বেশী।

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতি ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভূষিতা করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট, হাটখোলা, কলিকাতা।

ইউনাইটেড  
ইণ্ডিয়ান  
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯

হেড অফিস—৭, ওয়েললেসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”

আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর

(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্ব্বে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত

যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব্বে অনুসন্ধানের জন্য যার

শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),

নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা

পে-অফিস : মিরকাশিম

প্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯৩০ হেড অফিস—২১-এ ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল : ৪৭৩১

ব্রাঞ্চসমূহ

|                    |                      |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| আগরতলা (ত্রিপুরা)  | ভবানীপুর (কলিকাতা)   | ঢাকা                |
| উদয়পুর ( )        | চুঁচুড়া (হুগলী)     | ময়মনসিংহ           |
| গঙ্গাসাগর ( )      | চাপদানী ( )          | সিরাজগঞ্জ (পাবনা)   |
| ভারুগাছ (ত্রিহট্ট) | বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) | রায়গঞ্জ (দিনাজপুর) |
| পূর্ণিয়া (বিহার)  | উত্তরপাড়া           | বর্ধমান             |
| রাঁচি              | সিউড়ি               | শ্রীরামপুর          |

পে-অফিস :—ভবানীপুর (পূর্ণিয়া)

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

চেয়ারম্যান—রায় জে এম মুখার্জি বাহাদুর,

গভর্নমেন্ট প্রীডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, হুগলী।

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—মি: এইচ. মুখার্জি।

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### জি এস এম্পোরীয়াম লিঃ

গত ১৫ই মার্চ রবিবার দোলপূর্ণিমার দিবসে জি এস এম্পোরীয়াম লিমিটেডের একাদশ বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব কলিকাতা এবং কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি শাখায় যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে গত রবিবার অপরাহ্ন ৫৫ ঘটিকায় কলিকাতার ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে একটা সভার অধিবেশন হয়। বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলের ডেপুটি মলপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কুমার বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত তারাণদ চক্রবর্তী কোম্পানীর পোড়োপত্তন ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস বলিতে গিয়া বলেন যে, মাত্র ৪৫ টাকা মূলধন লইয়া ১১ বৎসরের পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের কার্য আরম্ভ হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বর্তমানে প্রায় দুই শতাধিক কর্মী কাজ করিতেছে এবং ইহার সংশ্লেষে প্রায় সাত শতাধিক লোকের উদ্যোগের ব্যবস্থা হইতেছে। বর্তমানে কোম্পানীর কার্য-করী মূলধনের পরিমাণ সাত লক্ষ টাকার উপর। বর্তমানের সফলজনক পরিস্থিতিতে নানারূপ অমুবিহার দরুণ দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী এই সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংশ্লষিত হইতে বলেন এবং দেশীয় শিল্প বাণিজ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে দেশবাসী ও পরিষদ সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্মাণ্ডি, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাজন নিয়োগী ও সভাপতি মহোদয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বাংলা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বিধানে প্রদেশবাসীদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহ-যোগিতার কথা বলেন। সভাপতিকে ধন্যবাদের পর সভার কার্য শেষ হয়। তৎপর প্রসিদ্ধ সুর-শিল্পী তিমিরবরণ ও তাঁতার সম্প্রদায়ের স্মরণ্য অর্কেস্ট্রা এবং অভিজ্ঞ শিল্পীদের নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান সমাপ্ত অতিথিবৃন্দের মনোরঞ্জন করে। অতঃপর অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি সন্নিবেশ উল্লেখযোগ্য :—অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মিঃ শচীন বাগ্‌চী, মিঃ জে সি বোস, মিঃ এন এম সরকার, ডাঃ পি ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন রায়।

### দি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পরিচালকমণ্ডলীর বিগত বৎসরের কার্যবিবরণীর রিপোর্ট দেখিয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে উক্ত ব্যাঙ্কের শক্তি ও সুপরিচালনার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য ১৯৪০ সালে ব্যাঙ্কের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা; ইহার সহিত পূর্ববর্তী বৎসরের জের

কিকিদ্দিক ২৮ হাজার টাকা বোণ দিয়া মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ইহা হইতে ডিরেক্টরগণ মজুত তহবিলে ২৮ হাজার টাকা রাখিয়া ১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা এড-ইন্টারিম লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ডিরেক্টরগণ গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য অংশীদারদের শতকরা ২১ টাকা বোনাস সহ বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা ফাইনাল ডিভিডেন্ড প্রদানের প্রস্তাব জানাইয়াছেন। মজুত তহবিলে আরও ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা রাখিয়া উহার মোট পরিমাণ ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার দাঁড় করাইবার প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

উক্ত বার্ষিক রিপোর্টে ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট দায় দেখান হইয়াছে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দক্ষাগুলি নিম্নরূপ :—

নগদ হাতে ৬২ লক্ষ টাকা; ব্যাঙ্কে চলতি আমানত ৮৮ লক্ষ টাকা, ট্রেজারী বিলে ৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা; কোম্পানীর কাগজে ২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা; ব্যাঙ্ক ও যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা; ব্যাঙ্কের ইমারত সম্পত্তি ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা; লিক্স ও আসবাবপত্র ২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

### নূতন যৌথ কোম্পানী

হিন্দুস্থান মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক লিঃ— ডিরেক্টর মিঃ এম জয়পুরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস— ১৫ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ২ কোটি টাকা। সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং ব্যবসা।

জয়শ্রী টেক্সটাইল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। তুলার ও পাটের হুতার কারখানা।

ইন্ডিয়ান ট্রেড এণ্ড জেনারেল ইমসিও-রেন্স কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে ডি থেমকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। সর্বপ্রকারের বীমা ব্যবসা।

ভারত কলা ভাণ্ডার, লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। কাঁচা মাল ও তৈরী পণ্যের ক্রয়বিক্রয়।

মহাবীর কলিমারিজ্জ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি এম সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৮ হারিসন রোড, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কয়লার কাজকারবার।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল প্রেস লিঃ— ডিরেক্টর মিঃ রাধাকৃষ্ণ নেওয়াতিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৮৫ হারিসন রোড, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। শেয়ার ক্রয়বিক্রয় ও দালালির ব্যবসা।

ইন্ডিয়ান পেন এণ্ড এলাইড ইণ্ডাস্ট্রিজ্জ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস আর রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬২ বাহির জুড়া রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। নিব, কলম ইত্যাদির কাজকারবার।

কৃষি শিল্প দুগ্ধালয় লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি এন দাশ শর্মা। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৩০ মিশন রো এক্সটেন্সন, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। হাঁস-মুরগীর চাষ এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধ-জাত জব্যাদির প্রস্তুত ও ক্রয়বিক্রয়।

ময়ূ সামগ্গল ইন্স্টেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হাজী মহম্মদ সফি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০১ ডি লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। বিস্তার ও কণ্ট্রোল।

ইষ্ট বাহুল্লা কোলিমারিজ্জ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অমৃতলাল জে চক্ৰবর্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৪ একরা স্ট্রীট, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। কয়লার খনির মালিকানা ও কয়লার কাজকারবার।

ইন্ডিয়ান অটো এণ্ড ওয়ার্কস লিঃ— ডিরেক্টর মিঃ গুলাবচাঁদ হীরাচাঁদ। রেজিষ্টার্ড অফিস—চৌপাঠী নী কেস, বোম্বাই। অমুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। মোটর গাড়ী, লরী, বাস, পেট্রল, ইঞ্জিন ইত্যাদি আমদানী, রপ্তানী ও প্রস্তুত।

গ্রেট ইন্ডিয়ান পাবলিশার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি এম ভার্গব। অমুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। গ্রন্থাদি মুদ্রণ ও প্রকাশ।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

আজম জাহী মিলস্ লিঃ—গত ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ১০ টাকা বোনাস সহ লভ্যাংশ বার্ষিক শতকরা ৩০ টাকা। ওলমামসাহী মিলস্ লিঃ—গত ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ৫ টাকা বোনাস সহ লভ্যাংশ বার্ষিক শতকরা ১৫ টাকা। কোহিনুর মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা ১৫ টাকা বোনাস সহ ফাইনাল ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ২৮ টাকা। বাউড়িয়া কটন মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা। বাকিং-হাম এণ্ড কানেক্টিক কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য বার্ষিক শতকরা ৬০ আনা। বাজালোর উলেন, কটন এণ্ড লিক্স মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য বার্ষিক শতকরা ৭৫ আনা।

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

“নিওটোন”

অব্যর্থ কলপ্রদ মহৌষধ

৮ আউন্স—১৫/০, ১২ আউন্স—২৫/০

মঙ্গলেরিয়া, পালাজুর, প্রীহার

“রেপটোন”

কার্যকরী আদর্শ টনিক

৪ আউন্স—২১/০, ৮ আউন্স—৩৫/০

প্রত্যেক জিলায় ষ্টিকিট আবশ্যিক

পরিবেশক—এস, ডেভী এণ্ড কোং

৪৪সি, আমহাট স্ট্রীট, কলিকাতা।

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১১ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে পূর্ব-পূর্ব সপ্তাহের মতই টাকার প্রচুরতম স্বচ্ছলতার কথা ছাড়া নতুন কিছু বলিবার নাই। ব্যাংকসমূহের মধ্যে চাহিদামাত্র পরিশোধের অঙ্গীকারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময়-বাজারের অবস্থায় পূর্বের তুলনায় নিষ্ক্রিয়তার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। যৎসামান্ত রপ্তানী বিলের কাজকার-বারের কথা বাদ দিলে বিনিময়-বাজারে কোন-প্রকার কর্মতৎপরতা ছিল না বলিলেই চলে।

গত ৭ই মার্চ তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আস্থানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ৯৯৮৯ পাই ও তদুর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮১১ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ১৪ই মার্চ বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অস্ত্রান্তর-কেন্দ্রে ১৩ই মার্চ তারিখ কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম টেন্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেন্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৭ই মার্চ তারিখে টাকা দিতে হইবে। অস্ত্রান্ত সূত্রাবলী যথারীতি।

গত ২রা মার্চ তারিখে বাঙ্গলা সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম যে টেন্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ৯৯৮৬ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৮০ পাই দরের শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮০৭ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

গত ৬ই মার্চ আসাম সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আস্থানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৮৬ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৮০ পাই দরের শতকরা প্রায় ৪৯ ভাগ আবেদন

গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮০৬ পাই নির্ধারিত হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ায় সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৬৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৬৯ কোটি ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাংকের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক হইতে গবর্নমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৩০ লক্ষ টাকা; ইহার পূর্ব সপ্তাহে এই ধারের পরিমাণ ছিল ৪০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক অস্ত্রান্ত ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৮ কোটি ১০ লক্ষ ৬ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি ৭২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৬ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক ব্রহ্ম সরকার ও অস্ত্রান্ত প্রাদেশিক সরকারের

আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; তৎপূর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ও ৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| টেলিগ্রাফিক প্রতী টাকার | ১ শি: ৫৫½ পে |
| ঐ দর্শনী                | ১ শি: ৫৫½ পে |
| ডি.এ. ৩ মাস             | ১ শি: ৬৫½ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)  | ৩৩২৮০        |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১১ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে হোলী উপলক্ষে মঙ্গলবার হইতে শুক্রবার পর্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। কাজেই কাজকারবার খুব বেশী হইতে পারে নাই; তবে বাজারের অবস্থা যেরূপ তেজী ছিল তাহাতে বাজার বন্ধ না থাকিলে কাজকার-বারের পরিমাণ অনেক বেশী হইত বলিয়াই মনে হয়। বোম্বাইর শেয়ার বাজার পুনরায় তেজী হইয়া ওঠায় এবং ক্রেতাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই বাজার এত তেজী হইয়া ওঠে। আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে স্থির ভাব দেখা গিয়াছে এবং শেষের দুই দিন পাট কলের শেয়ার খুব ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রন এবং ষ্টীল কর্পোরেশনেরও পূর্ব সপ্তাহের মন্দারভাব কাটিয়া গিয়াছে।

## রোগের চিকিৎসায় :: রোগীর শুশ্রুষায়

আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ  
হট ওয়াটার ব্যাপ্  
আইস ব্যাপ্

হাওয়াযুক্ত বালিস্  
এয়ার রিং ও কুশন্  
ডাক্তারী দস্তানা ও এপ্রণ

ইত্যাদি

ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্বচ্ছের জন্ম আমাদের তৈরী রবারের জুপাতি কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে ও হাসপাতালে সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বাভাবিক সময় ফিরে এলে আমরা আবার আগের মতই আমাদের তৈরী জিনিষ জনসাধারণকে সরবরাহ করতে পারবো।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

কলিকাতা ৪৪ বোম্বাই

## কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজার তেজী গিয়াছে এবং কাজকারবারের পরিমাণও যথেষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। ৩০ হুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৯।০০ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। মেয়াদী ঋণ পত্রের মধ্যে ৩ হুদের ১৯৫৩-৫৫ ৯৯।০০। ৩ হুদের (১৯৫১-৫৪) ১০০।০০, ৩ হুদের (১৯৪৯-৫২) ১০০।০০, ৩

হুদের (১৯৪৩-৪৫) ৯৮।০০, ৩০ হুদের (১৯৫৪-৫৬) ১০৪।০০, ৫ হুদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৫ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

## ডিবেঞ্চার

৫০ হুদের (১৯৫৬-৬৬) ক্যালকাটা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ১২৪।০০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

## ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক নতুন

করিয়া মূলধন বিনিয়োগের অগ্রমতি পাইয়াছেন এই সংবাদ ঘোষিত হওয়ায় ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজারে পরেও কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। কারণ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক যে নতুন মূলধন বিনিয়োগের অগ্রমতি পাইবে তাহা ধরিয়া লইয়াই ইতিপূর্বে শেয়ারের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত ১১৮।০০, ক্যালকাটা স্ট্রাশনাল ১৪, ইম্পি-রিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ১৯৫৫) (কন্ট্রি-বিউটারি) ৫০৫, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৯৫ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।



## নগর পত্তন—“জাপানী ধরণে”

জাপানীদের কথা আর কাজের মধ্যে পার্থক্যটা লক্ষ্য করুন। আসবার আগে তারা কত কিছু আশ্বাস দেয় যথা, জীবন-যাপনের উন্নত ব্যবস্থা, ভালো ভালো ইমারত, চাষ-আবাদের উন্নতি, ভালো ঘর-বাড়ী, অধিকতর সমৃদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু তারা যখন আসে তখন সঙ্গে করে আনে এক ধ্বংসের বহু। ওরা কিছু গড়ে না, কেবলই ভাঙে। শস্য আর কারখানা, এমন কি দেশের মানুষ পর্যন্ত এরা লুণ্ঠ করে নিয়ে যায়। ইতিহাসে এমন প্রমাণ কোথাও নেই যে জাপানীরা তাদের বিজিত রাজ্যের কোন দেশ, প্রদেশ বা কোন নগরের কিছুমাত্র উন্নতি সাধন করেছে।

জাপানীদের এই হচ্ছে আসল রূপ—এদের ধর্মে, শিক্ষায়, এদের যুদ্ধ-বিদ্যায় বা সংস্কৃতিতে চম্কেলজ্জা বলে কোন কথা নেই। আন্তর্জাতিক বিনি-ব্যব-হারেও এদের সততা বা মনুষ্যত্বের পরিচয় নেই।

আসলে এদের মাথারই ঠিক নেই—এদের বিচার-বুদ্ধি বলেও কিছু নেই। এই জাতির লোকদের শিক্ষা দেবার মাত্র একটি পথ আছে—সেটি হলো, তাদের পরাস্ত করা। যখন তারা বিনা সন্দেহে আত্মসমর্পণ করবে—আর এ তাদের করতেই হবে—কেবল তখনই এসিয়া তথা সারা বিশ্বের শান্তি ফিরে আসবে।



### কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে মোটামুটি স্থির ভাব বলবৎ ছিল, তবে দুই একটি ক্ষেত্রে দর সামান্য কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাউথ করণপুরা ১৪ বেঙ্গল ৫২০, তালগোড়া ১৬৬০ বরাকর ৩০০ বোকারো এণ্ড রামগড় ৩১০ বড়শেমো ১০৫০ ধেমো মেইন ২২৬০ ইকুইটেবল ৫০৬ নিউবীরভূম ৩২৬০ তালচের ৬৬০ ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৫৫০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাট কলের শেয়ার বাজারে তেজীরা ভাব দেখা গিয়াছে, ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও যথেষ্ট হইয়াছে বলিতে হয়। চলতি বৎসর পাট-কলের কাজ ভালই চলিবে এবং লভ্যাংশের হারও ভালই হইবে মনে করিয়া লোকে পাটকলের শেয়ার কিনিবার দিকে ঝোঁক দেখাইতেছে। হাওড়া ৭২, এ্যালবিসন ২৬৭, স্যাংগো-ইণ্ডিয়া ৪১৪, অকল্যাণ্ড ৬০২, বালী ৩৬০, চাপদানী ২০০, ক্লাইভ ৩৬০, কামারহাটী ৫৮৪, কাকি-নাড়া ৫২২, শ্রাশনাল ২২০, প্রেসিডেন্সী ৭১০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্মচঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় নাই। কাগপুর টেক্সটাইল ১৬০, বাসন্তী ১৪৫০, ঢাকেশ্বরী ৩২১০, কেশোরাম ১৮০, নিউ-জিক্টোরিয়া ১০০, মুইর মিলস ৪৬২, প্রভাতী টেক্সটাইল ১১৬০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী-সমূহের মধ্যে ইঞ্জিয়ান আররগ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দর কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইঞ্জিয়ান আররগ ৩৭০, ষ্টীল কর্পোরেশন ২৮০, ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ১৮০, বার্ণ এণ্ড কো ৩৮৪, জেসপ এণ্ড কোং ২৩৫০, বিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আররগ ১৩৬০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার বিশেষ বিকিকিনি হয় নাই এবং দরও পূর্বসপ্তাহের দরের কাছাকাছিই ছিল। বলরামপুর ১৮১০ কেক ৩০০, কানপুর ৩২০, চম্পারণ ৪১৬০, ইউপি জুগার ৩০৫০, নিউ সারন ২২১০, দারভাঙ্গা ৩০৬০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

### চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে এবং বিকিকিনিও কম হইয়াছে। বিশ্বনাথ ৩২৬০, হাসিমারা ৭০, পত্রকোলা ১১১২, সাপোই ২১, তেজপুর ১৭৬০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্ল ২২২০, টিটাগড় ২৮৬০, ওরিয়েন্ট ৩২০, শ্রীগোপাল ২৪৫০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### বিবিধ

বর্মী কর্পোরেশন ৩৬০, ইঞ্জিয়ান কপার ২৬০, আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ১৬, বি আই কর্পোরেশন ৬০, ডালমিয়া সিমেন্ট ১২০, রোটাগ ইন্ডাস্ট্রিজ ৩৩০, মেদিনীপুর জমিদারী ১৪৬০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

এ-সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

### কোম্পানীর কাগজ

৩, টাকা জুদের ঋণপত্র (১২৫৩-৫৫) ২রা মা:—২২৫০, ২২৬০; ৩রা—২২৫০; ৪ঠা—২২৫০; ৬ই—২২৬০; ৭ই—২২৫০, ২২৬০ পাই।  
৩, জুদের ঋণপত্র (১২৫১-৫৪) ৪ঠা মা:—১০০০; ৬ই—১০০০; ৭ই—১০০০।  
৩, ডিকেন্স ঋণপত্র (১২৪২-৫২) ৭ই মা:—১০০০।  
৩, জুদের ঋণপত্র (১২৪৩-৫৫) ৭ই মা:—২৮১০।  
৩, জুদের কোম্পানীর কাগজ ২রা মা:—২২, ২২৬; ৩রা—২২৫, ২২৬; ৪ঠা—২২, ২২১০; ৬ই—২২১০, ২২১০; ৭ই—২২১০, ২২১০।  
৩, জুদের ঋণপত্র (১২৪৪-৫২) ২রা মা:—১০৪০।  
৫, জুদের ঋণপত্র (১২৪৫-৫৫) ৪ঠা মা:—১০৫০; ৬ই—১০৫০; ৭ই—১০৫০।

### ডিবেঞ্চার

৫১০ জুদের (১২৪৬-৮৬) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৬ই মা:—১২৪০।

### ব্যাঙ্ক

ভারত ব্যাঙ্ক ৭ই মা:—১১৮০। ক্যালকাটা শ্রাশনাল ২রা মা:—১৪, ১৩৬০; ৭ই—১৪।  
সেন্ট্রাল ৬ই মা:—২২; ৭ই—২৫। হিন্দু ৩রা মা:—৫৭; ৪ঠা—৫৭, ৫৬০; ৬ই—৫৭, ৫৭০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৭ই মা:—১২৫৫। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (বকি) ৭ই মা:—৫০৫। রিজার্ভ ২রা মা:—১৩১, ১৩০; ৩রা—১৩০, ১৩১; ৪ঠা—১৩০, ১৩১; ৬ই—১৩০, ১৩১; ৭ই—১৩০, ১৩১।  
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৬ই মা:—২৭০।

### কয়লার খনি

এ্যামালগ্যামেটেড ২রা মা:—৪৫০, ৪৬০; ৭ই—৪৫০। বড়বনী ২রা মা:—২৫০, ২৬০।  
বেঙ্গল ২রা মা:—৫২০; ৩রা—৫৮৪, ৫৮৭; ৬ই—৫৮৭, ৫৮৬; ৭ই—৫২০, ৫২১।  
বেঙ্গল নাগপুর ৩রা মা:—৫৫০, ৫৫৬; ৭ই—৫৬, ৫৫৬।  
বোকারো এণ্ড রামগড় ২রা মা:—৩২০, ৩২১; ৩রা—৩১৬; ৬ই—৩১৬, ৩১৬।  
বড় শেমো ৩রা মা:—১১, ১০০; ৩১৬।

৪ঠা—১০১০; ৬ই—১০১০, ১০১০।  
ধেমো মেইন ২রা মা:—২০; ৩রা—২২০, ২২৬০; ৪ঠা—২২০, ২২১০।  
ইকুইটেবল ২রা মা:—৫৪০, ৫৪০; ৩রা—৫৩০, ৫৩০; ৪ঠা—৫৩০, ৫৩০; ৬ই—৫৩৬, ৫৩৬।  
কালাপাহাড়ী ৭ই মা:—৩১০।  
নাজীরা ৩রা মা:—১৪, ১৪০; ৪ঠা—১৪০; ৬ই—১৪, ১৪০; ৭ই—১৪০।  
নিউ বীরভূম ২রা মা:—৩২৬, ৩২৬; ৩রা—৩২০; ৪ঠা—৩২৬, ৩২৬; ৬ই—৩২৬, ৩২৬; ৭ই—৩২৬, ৩২৬।  
নর্ষদামুদা ২রা মা:—১০১০।  
পেক্ষ ভেলী ৬ই মা:—৪৭৬।  
রাণীগঞ্জ ২রা মা:—৪১০, ৪১০; ৩রা—৪০৬, ৪০৬; ৭ই—৪০৬।  
সাতপুকুরী এণ্ড আসানসোল ২রা মা:—২৬০, ২৬০; ৩রা—২৬০, ২৬০; ৪ঠা—২৬০, ২৬০; ৬ই—২৬০, ২৬০; ৭ই—২৬০।  
সিমারসোল ৩রা মা:—৮৬০, ৮৬০।  
শিবপুর ৩রা মা:—৪২০, ৪২০।  
সাউথকরণপুরা ২রা মা:—১২৬, ১২৬; ৩রা—১২৬, ১২৬; ৪ঠা—১২৬, ১২৬; ৬ই—১২৬, ১২৬; ৭ই—১২৬।



## বাস্তববাদী

পৃথিবীতে সব কিছুই কণস্থায়ী। কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে তার পার্শ্ব উন্নতিতে আত্মহারা হয়ে এই শাশ্বত সত্যটিকে অস্বীকার করতে চায়। শঙ্করাচার্য শুধু সাধকই ছিলেন না—তিনি ছিলেন সত্যিকারের বাস্তববাদী। তাই মানুষের এই কণস্থায়ী মোহকে নাড়া দেবার জন্য বলে গিয়েছেন,—

“মা কুরু ধনজনযৌবন গর্ভম্  
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্গম্।”

মহামানব শঙ্করের এই অমর বাণী শ্রবণ করে আমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যতের জন্য একটা পাকা বন্দোবস্ত করে রাখা উচিত। ডোমিনিয়নের পলিসি আপনার ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করে রাখতে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

এজেন্সী এবং স্পেশাল এজেন্সীর জন্য সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

## ডোমিনিয়ন

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ  
৮৬, ক্লাইভ স্ট্রিট - কলিকাতা

### ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

## বস্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

## বীমা কর্তন

### এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বন্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্মণ্যতার জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে চুইটনা-জনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ও কোটা টাকার উপর

বিভূত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিতানাং আবেদন করুন

### দক্ষিণাঙ্গ এণ্ড সন্স

চীফ এজেন্টস্।

৮নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা



৩৭৩। ল্যান্ডডাউন ৭ই মাঃ—২০০।  
লরেন্স তরা মাঃ—৩২২; ৬ই—৩১৮ ৩২০।  
৩২২ ৩২৪ ঐ (প্রেক) তরা—১৬০। লোথি-  
য়ান ৪ঠা—৩২৩ ৩২৫ ৩৩০; ৬ই—৩৩৭  
৩৩৪। মেথন ২রা মাঃ—২৬৫০; তরা—২৬  
লক্ষ্মণপাড়া ৪ঠা মাঃ—২২। জাশনাল ২রা মাঃ—  
২২ ২২০/০; তরা—২৮৫০ ২২ ২২০/০; ৪ঠা—  
২৮৫০; ৬ই—২২০। নেলিমারলা ২রা মাঃ—  
২৭০/০ ২৭০; ৪ঠা—২৬৫০; ৬ই—২৭০/০  
২৭০। নিউ সেন্ট্রাল ২রা মাঃ—৪০২০।  
নরকক ৬ই মাঃ—৩৪৫০; ৭ই—৩৪০ ঐ (প্রেক)  
৭ই—১৫৪ ১৫৫ ১৫৬। নদীয়া ২রা মাঃ—  
১২২০ ১২৩; তরা—১২০৫ ১২১০ ১২১; ৪ঠা—  
১২০০; ৬ই—১২২ ১২২০ ৭ই—১২২  
১২৩ ১২৩০ ১২৪। ওরিয়েন্ট ২রা মাঃ—  
২২৮; ৬ই—২২২ ২২৩; ৭ই—২২৩।  
প্রেসিডেন্সী ২রা মাঃ—৭১০ ৭১০; তরা—৭১০  
৭১০; ৬ই—৭১০ ৭১০; ৭ই—৭১০। রিলায়েন্স  
৪ঠা মাঃ—৬০; ৬ই—৬১ ৬১০ ৬১০; ৭ই—  
৬৩। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ২রা মাঃ—২৭০ ২৭০/০;  
৪ঠা—২৭০; ৬ই—২৮ ২৮০ ২৭০/০ ২৭৫০;  
৭ই—২৭৫০ ২৮। সুরা ২রা মাঃ—১৮০/০;  
৭ই—১৮ ১৮০। ষ্ট্যান্ডার্ড ২রা মাঃ—২৬১;  
৪ঠা—২৬০; ৬ই—২৬৩ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৩  
২৬৫ ২৬৭ ২৬৫০; ৭ই—২৬৪ ২৬৩ ২৬৭  
২৬৮। ইউনিয়ন তরা মাঃ—৩০০ ৩০১;  
৭ই—৪১০ ৪০৮ ৪১০ ৪১২০।

#### রেলপথ

আড়া-সাসারাম ৬ই মাঃ—২৪০ ২৪।  
বাকুড়া-মোদন তরা মাঃ—২৭৫০; ৭ই—২৭০।  
বারাসত-বসিরহাট ৬ই মাঃ—৮০। বস্তিয়ার-  
পুর-বিহার ৬ই মাঃ—৮৩। দার্কিলিং-হিমা-  
লয়ান ৪ঠা মাঃ—১০৫; ৬ই—১১২ ঐ (প্রেক)  
৪ঠা—১০৬০। হোসিয়ারপুর-দোয়োব ৬ই মাঃ—  
১১০০; ৭ই—১০২। ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার  
(গোড়) ৬ই মাঃ—১১১। সাড়া-সিরাঙ্গগঞ্জ  
৭ই মাঃ—১৫৬০। সাসরা-সাহারাগপুর ৭ই  
মাঃ—২২৫০।

#### খনি

বর্মী কর্পোরেশন তরা মাঃ—৩৫০/০; ৪ঠা—  
৩৫০/০; ৬ই—৩৫০ ৩৫০/০; ৭ই—৩৫০/০  
কনসোলিডেটেড টিন ৬ই মাঃ—২০। ইন্ডিয়ান  
কপার ২রা মাঃ—২৫০ ২৫০/০; তরা—২৫০/০  
২৫০/০; ৪ঠা—২৫০/০; ৬ই—২৫০/০। করণপুরা  
ডেভলপমেন্ট ২রা মাঃ—৩০ ৩০০; তরা—  
২২০ ২২০/০ ২২০; ৪ঠা—২২৫০ ২২৫০ ২২৫০/০  
৩০১ ৩০০ ৩০০ ৩১ ৩১০/০; ৭ই—৩০৫০  
৩১ ৩১০ ৩১০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১০/০ ৩১৫০।  
রোডেসিয়া কপার তরা মাঃ—২১০ ৬ই—২১০  
২১/০।

#### কাগজের কল

বেঙ্গল তরা মাঃ—২২৮০ ২২৭ ২২৮।  
ইন্ডিয়া পেপার পাল্প ২রা মাঃ—২২৭০ ২২৮

২২৭০ ২২৭০ ২২৮০ ২২৭ ২২৮ ২২৮; এণ্ড কোং ২রা মাঃ—৩০০ ৩০১/০ ৩০১/০;  
তরা—২২২ ২২২০ ২২৩ ২২৩০; ৪ঠা—  
২২১ ২২২; ৬ই—২২৪; ৭ই—২২৩।  
মাইশোর ৪ঠা মাঃ—৩২০/০ ৩২। ওরিয়েন্ট  
২রা মাঃ—৩৩; ৪ঠা—৩২০/০ ৩২০; ঐ (প্রেক)  
২রা—১১৫ ১১৬। শ্রীগোপাল ২রা মাঃ—  
২৫; তরা—২৫; ৬ই—২৪০/০। ষ্টার তরা  
মাঃ—২৩০/০; ৪ঠা—২৩০ ২৩০/০; ৬ই—  
২৩০/০ ২৩০/০। টিটাগড় ২রা মাঃ—২৮৫  
২৮০ ২৮৫/০ ২৮৫/০ ২৮৫; তরা—২৮০ ২৮০/০  
২৮০/০ ২৮০/০; ৪ঠা—২৮০ ২৮০/০ ২৮০/০;  
৬ই—২৮০ ২৮০/০ ২৮০/০ ২৮০/০ ২৮০/০ ২৮০;  
৭ই—২৮৫০।

#### চিনির কল

বলরামপুর তরা মাঃ—১৮ ১৮০/০ ১৮০;  
৪ঠা—১৮০/০ ১৮০/০ ১৮০/০ ১৮০/০ ১৮০/০;  
৬ই—১৮ ১৮০/০ ১৮০; ৭ই—১৮০। বেলশ্রম  
২রা মাঃ—১৩০/০ ১৩০ ১৩০/০ ১৩০/০ ১২৫০/০  
১৩; তরা—১২৫০/০; ৬ই—১২৫০/০ ১২৫০;  
৭ই—১২৫০। বুলান্দ তরা মাঃ—৩০০। কেক

এণ্ড কোং ২রা মাঃ—৩০০ ৩০১/০ ৩০১/০;  
তরা—২২৫০ ২২৫০/০ ২২৫০/০ ৩০; ৪ঠা—২২৫০/০  
৩০০/০; ৬ই—৩০০/০; ৭ই—৩০০/০ ৩০০।  
কানপুর তরা মাঃ—৩২; ৪ঠা—৩৮০/০; ৬ই—  
৩২০/০। চম্পারন ২রা মাঃ—৪১ ৪১/০

ফোন-ক্যাল ২৭৬৭

গ্রাম-জনসম্পদ

## প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস—দিল্লী

—সেন্ট্রাল অফিস—

ওনং ম্যানেজার লেন, কলিকাতা

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস

ভারত গবর্ণমেন্ট হইতে

শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

## পীয়ারলেস্ টী কোং লিঃ

স্থাপিত—১৯২৬ ইং

হেড অফিস—কুমিল্লা

লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে

(ইনকানট্যান্স রহিত)

১৯৩৮ সনে শতকরা ৬ ১৯৪০ সনে...৭১০

১৯৩৯ " " ৭১০ ১৯৪১ " ...৯

১৯৪২ সনে...১০

### সম্পত্তি

চা-বাগান

চায়ের চাষ আছে

মোট জমী

ফটিক চেরা টি ইষ্টেট

৩৩৮৯ একরে

৬০০ একর

সেলিম হিল টি ইষ্টেট

৪০০ একরে

২১০০ একর

দার্কিলিং

৯০০ শত একরে মূল্যবান কার্ঠের বন আছে।

শেয়ার বিক্রয়ার্থ এজেন্ট আবশ্যক।

শেয়ার প্রম্পটাস ও সর্ভাদি পাওয়ার ঠিকানাঃ—

হেড অফিস—কুমিল্লা অথবা কলিকাতায়

১। আইডিয়েল এডভারটাইজিং এজেন্সী, ৫৪নং কলেজ ষ্ট্রিট,

২। এস্ সি চৌধুরী—৭১নং ব্রাইভ ষ্ট্রিট,

৩। পি সি চাটার্জী এণ্ড কোং—৬নং মিশন রো, এক্সটেনশন

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া ক্লোর ২৪-এ দ্বারা অহুগারে এই কোম্পানীর আরও  
শেয়ার বিক্রয়ের আদেশ দিলেন। এই আদেশ দ্বারা ইহার অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য, কোনও বিবৃতির  
সত্যতা বা কোনও মন্তব্যের সম্বন্ধে কোনপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

১৬৯০/০ আগাম। ন' ২রা মাঃ—৫৮০/০ ৬, ৪ঠা—  
৫৮০/০; ৬ই—৫৮০/০। বেঙ্গল টিম্বার ২রা মাঃ—  
২১৮, ৭ই—২২১৯০। বি আই কর্পোরেশন  
২রা মাঃ—৬৮/০ ৬৮/০ ৬৯০; ৩রা—৬৮/০ ৬৮/০;  
৪ঠা—৬৮/০; ৬ই—৬৯০। ক্যালকাটা সেক  
ডিপজিট ৪ঠা মাঃ—২৯০/০ ২৮০। ক্যালকাটা  
ট্রামস ৭ই মাঃ—২৭, ডালমিয়া সিমেন্ট ২রা  
মাঃ—১৮৮/০ ১৮৮/০ ১২, ৪ঠা—১৭৮/০;  
৬ই—১৮৮/০; ৭ই—১২০ ১২০/০; ঐ (ডেক)  
২রা—৪১০; ঐ (প্রেক) ৩রা—১৪৪ ১৪০;  
৭ই—১৪৫। ডানলপ রবার ২রা মাঃ—৬০৮  
৬০৮/০ ৬৪, হুমায়ুন স্পোর্টিং ২রা মাঃ—১৩৯/০  
১৩৯/০ ১০৮; ঐ (প্রেক) ৪ঠা—১২৯; ৬ই—  
১২৮০; ঐ (ডেক) ৬ই—৩৯০। ইণ্ডিয়ান জাশনাল  
এয়ার ওয়েজ (প্রোফার্ড অর্ডি) ৭ই মাঃ—২৭০  
২৭৯/০। মেদিনীপুর জমিদারী ২রা মাঃ—১৪৬০  
১৪৬, ৩রা—১৪৪০; ৪ঠা—১৪৪ ১৪৪০;  
৬ই—১৪৫০ ১৪৫, ৭ই—১৪৫ ১৪৫০ ১৪৬  
১৪৬০। জাশনাল ইনসুলেটেড কেবল ২রা  
মাঃ—১৩০ ১০৮/০ ১৩০ ১৩৯/০। রোটাস  
ইন্ডাস্ট্রিজ ২রা মাঃ—৩২৮/০ ৩৩০; ৩রা—৩৩/০  
৩৩/০; ৪ঠা—৩৩০/০; ঐ (প্রেক) ৭ই—১৮২।  
কবি জেনারেল ইনসিওরেন্স ২রা মাঃ—২৪/০  
২৪০/০ ২৪০; ৩রা—২৪০/০ ২৪০ ২৪০/০; ৪ঠা—  
২৪৮০; ৬ই—২৩।

“চীন বার্তার” সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৪ সালে  
সমগ্র চীনে সেচকার্য ও জলাশয় সংরক্ষণের জন্য  
১৫ কোটি চীনা ডলার (প্রায় ৭৫ লক্ষ মার্কিন  
ডলার) ব্যয় করা হইয়াছে। চীনের ফার্মারস  
ব্যাপ্ত আপাততঃ এই সকল কার্য চালাইবার  
অর্থ সংগ্ৰহ করিবেন।

ফোন—ক্যালকাটা ২৭৬৭      গ্রাম—অনসম্পদ

নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

## বাক্য অব ক্যালকাটা

লিনিটেড্

ছাপিত—১৯৩৫

=হেড অফিস=

ওনং ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা।

== श्रीशंभु ==

মীলকামারী, ঢাকা, মেদিনীপুর,  
নারায়ণগঞ্জ, পুরী, জামালপুর (মেলের),  
শান্তিপুর, কৃষ্ণমগর, বালিচক,  
বালেশ্বর, আনন্দপুর, বোলপুর,  
ভমলুক, কর্ণেলগোলা, ডোমার,  
কোলাখাট, বেরিলী, মালদহ,  
চাকুগিয়া ও কটাই ।

হেড অফিস—কলিকাতা      কোম ক্যান ৩২৫৩ (৩ লাইন)

## চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

|                      |               |           |
|----------------------|---------------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন       | ৫০,০০,০০০/-   | টাকা      |
| বিক্রীত " "          | ২৫,৩০,০০০/-   | টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত " "        | ২০,০০,০০০/-   | " "       |
| গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি | ১,৩২,০০,০০০/- | " "       |
| আমানত                | ৪,০০,০০,০০০/- | " "       |
| কার্য্যকরী মূলধন     | ৪,৫০,০০,০০০/- | " "       |

(ক) এন দালাল,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

**রেজিষ্টার্ড অফিস :**

कूमिन्ना

**কলিকাতা প্রধান অফিস :**

२२न९ क्यानि९ ड्राट ।

**কলিকাতায় অন্যান্য শাখা :—**

কলেজ স্ট্রিট, শ্রামবাজার ও বালীগঞ্জ।

- “ক্যাশ ক্রেডিট” প্রধায় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়।
  - মার্কেটাইল বিলের উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।
- শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্বত্র।

মানেন্জিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি কে দত্ত ।

সুন্দর ডিজাইনের

## ইংরাজি ও বাংলা

সর্বপ্রকার ছাপার কাজ

সুলভে ও নির্দিষ্ট সময়ে

পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া

# আর্থিক জগৎ প্রেসে

ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রাট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

(বাজেট প্রসঙ্গ পৃষ্ঠার পর)

দিক দিয়া তাহাদিগকে অর্থ নিয়োগের একটা সুযোগ দেওয়া হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও মার্কিন গবর্ণমেন্ট তাহাদের নিজেদের তহবিল হইতে ঐ স্বর্ণ সরবরাহ করিতেছেন। স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইতেছে এদেশে ঐ সব গবর্ণমেন্টের সামরিক ব্যয় মিটাইবার কাজে তাহা নিয়োগ করা হইতেছে। এই ব্যবস্থা ভারতে ইনফ্লেশন দমনে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে।

স্বর্ণ বিক্রয়ের ফলে এদেশে ইনফ্লেশন দমনে যে কতকটা সহায়তা হইতেছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যেভাবে এই স্বর্ণ বিক্রয় করা হইতেছে ভারতের স্বার্থের দিক দিয়া তাহা কতদূর সঙ্গত সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া বিক্রিত স্বর্ণের চড়া মূল্যের কথা আমরা এই স্থানে উল্লেখ করিতে পারি। ইনফ্লেশনের বাজারে এদেশে স্বর্ণের দাম বাড়িয়াছে, আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৃটিশ সরকার ও মার্কিন সরকারের হইয়া তাহাদের স্বর্ণ সেই চড়া দরেই বিক্রয় করিয়া চলিয়াছেন। এই দুই গবর্ণমেন্ট এদেশে যাহা ক্রয় করিতেছেন সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরেই তাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু উহাদের হইয়া স্বর্ণ বিক্রয় করিবার সময় ভারত গবর্ণমেন্ট সরুপ ভাবে মূল্য হ্রাসের কোন গরজ বোধ করিতেছেন না। বর্ধিত মূল্যের সুযোগে তাহাদিগকে পুরাপুরি মুনাফারই সুবিধা দেওয়া হইতেছে। এদেশের স্বার্থহানি করিয়া বিজাতীয় স্বার্থের নিলজ্জ পরিপোষকতা ছাড়া ইহা আর কিছু নহে। অচিরে এই অসুচিৎ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হওয়া দরকার।

অর্থসচিব এবার অতিরিক্ত মুনাফা করের হার নূতন করিয়া বৃদ্ধি করেন নাই। উহা

পূর্বের ত্রায় শতকরা ৬৬৬ হারেই বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু ইনফ্লেশন প্রশমনের নামে ঐ দক্ষায় বাধ্যকরী জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দেয় করের পরিমাণ স্থির করিয়া অতিরিক্ত মুনাফার যে অংশ বাকী থাকে তাহার কতকাংশ গবর্ণমেন্টের নিকট জমা রাখিবার একটা বিধান বর্তমানে বলবৎ আছে। এবার অর্থসচিব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে অতিরিক্ত মুনাফার বাকী সমস্তটাই ভবিষ্যতে কার্য্যকরীভাবে গবর্ণমেন্টের নিকট জমা রাখিতে হইবে। এইভাবে শিল্পকারখানার বর্ধিত আয় টানিয়া লইলে ইনফ্লেশন প্রশমনে তাহা সহায়ক হইবে ভাবিয়া অর্থসচিব উৎফুল্ল হইয়াছেন। কিন্তু যে সব শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীকে কম মূলধন নিয়া কাজ চালাইতে হয় ইহাতে তাহাদের কিরূপ অসুবিধা হইবে তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। প্রথমতঃ অতিরিক্ত মুনাফা কর দ্বারা ও দ্বিতীয়তঃ বাধ্যকরী আমানতের ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের যুদ্ধকালীন লাভ সমস্তই টানিয়া লওয়ার ফলে উহারা বর্তমানে নিজেদের তহবিল বাড়াইবার কোন সুযোগ পাইবে না। তাহাতে উহাদের পক্ষে নিজ নিজ কার্য্যধারা সম্প্রসারণ করা ত কঠিন হইবেই, অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য উপযুক্ত কার্য্যকরী মূলধনেরও অভাব ঘটবে। কাজেই শিল্প বাণিজ্যের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে এইরূপ একটি ব্যবস্থা সর্বথা অসুচিৎ বলিয়াই মনে হয়।

দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে যুদ্ধের সময়ে অংশীদারদিগকে চড়া হারে লভ্যাংশ প্রদানের সুযোগ না পায় অর্থসচিব সে উদ্দেশ্যেই এইরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কেবল অতিরিক্ত

মুনাফার বাকী অংশ বাধ্যকরীভাবে জমা দেওয়ার ব্যবস্থাই নহে, মেজাজ কর্পোরেশন ট্যাক্সের পরিমাণও টাকায় তিন আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তবে কর্পোরেশন ট্যাক্স বৃদ্ধির ব্যাপারে অর্থসচিব কোম্পানীসমূহের কার্য্যকরী মূলধন সম্পর্কে কতকটা সুবিবেচনা দেখাইয়াছেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন; কোম্পানীর আয়ের যে অংশ লভ্যাংশ প্রদানে নিয়োজিত হইবে না সেই অংশের উপর টাকায় এক আনা হিসাবে কম ট্যাক্স আদায় করা হইবে। কোম্পানীসমূহ তাহাদের লাভের সমস্তই লভ্যাংশ হিসাবে বটেন না করিয়া যাহাতে তাহার কিছু পরিমাণ অন্ততঃ প্রতিষ্ঠানের কাজে নিয়োগ করে সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই অর্থসচিব ঐ বিধান অবলম্বনে ত্রুটি হইয়াছেন। নূতন ট্যাক্স নির্ধারণে এই ধরনের বিচার ও বিবেচনার নীতি খুবই প্রশংসনীয়। তবে কোন দিক দিয়াই যথোচিত পরিমাণে তাহা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয়।

**ইউনাইটেড  
কমার্শিয়াল  
ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

২, থমসন এন্ড কোম্পানী স্ট্রীট, কলিকাতা।

চেয়ারম্যান—  
শ্রী জি. ডি. বিড়লা  
ভাইস চেয়ারম্যান—  
শ্রী এম. এ. ইম্পাহাদী  
আদায়ীকৃত মূলধন  
১ কোটি টাকা

পাঠ্যসমূহ—  
বোম্বাই, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ  
(সিঙ্গ) আমেরিকা, দিল্লী  
ম্যানেজার—মি. বি. আর. সোনালাকর

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—

**বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড**রেজিষ্টার্ড অফিস :—চাঁদপুর, সেন্ট্রাল অফিস :—ঢাকা।  
কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ স্ট্রীট।

শাখাসমূহ :

পুরাণবাজার, ঢাকা, লৌহজঙ্গ,  
দীঘিরপার, শ্রীমঙ্গল, তেজপুরসুদের হার— ডিপোজিট শতকরা  
চলতি— ১  
সেভিংস ২.১০  
স্থায়ী আমানত ৪ হইতে ৬ পর্য্যন্তমিঃ এম চক্রবর্তী  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।  
মিঃ এম দত্ত  
কলিকাতা এজেন্ট।

স্থাপিত : ১৯২৩

**ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ**রেজিঃ অফিস :—কুমিল্লা সেন্ট্রাল অফিস :—নারায়ণগঞ্জ  
কলিকাতা অফিস :—১৭৬, ব্রশ স্ট্রীট।

ফোন :—বড়বাজার ৯৮৭

ক্রিয়ারিং'এর যাবতীয় সুযোগ সহ  
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

অগ্ন্যাগ্ন্য ব্রাঞ্চ :—

শিলচর, সিলেট, করিমগঞ্জ ও বরিশাল।  
সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য্য করা হয়।জেনারেল ম্যানেজার :  
শ্রীকামিনীকুমার পাল  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-  
শ্রীসত্যীশচন্দ্র সাহা



( ভারতে রাসায়নিক সার উৎপাদন  
ব্যবস্থা—১৯৪৩ পৃষ্ঠার পর )

ছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যেও 'ফার্টিলাইজার  
এণ্ড কেমিক্যালস্ ত্রিবাঙ্কুর লিমিটেড'  
নামে রাসায়নিক সার উৎপাদন জন্য একটি  
শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই  
কোম্পানীর মূলধন ১ কোটি টাকা; ইহার  
মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার শেয়ার বিলি করা  
হইয়াছে এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ সরকার ইতি-  
মধ্যেই ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার  
ক্রয় করিয়াছেন।

ভারতে রাসায়নিক সারের এইরূপ অভাব  
সঙ্গেও ভারত হইতে 'এপেটাইট' এবং  
'ফসফেট' সার উৎপাদনের জন্য বিদেশে বহু  
পরিমাণে চালান দেওয়া হইতেছে। ইহা  
ছাড়া বিস্তর পরিমাণে হাড়ের গুঁড়াও বিদেশে  
রপ্তানী হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সালে ভারত  
হইতে বিদেশে ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের সার  
এবং ২২ লক্ষ টাকা মূল্যের হাড় রপ্তানী  
হইয়াছে। এই সকল জিনিষ এদেশের  
জমিতে সার হিসাবে প্রয়োগ করিলে ভারতের  
সারের অভাব কতকটা মিটানো যায়।

ভারতে রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিবার  
জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব।  
এইরূপ যন্ত্রপাতি যোগাড় করিতে পারিলে  
এদেশে রাসায়নিক সার উৎপাদন শিল্পের  
ব্যাপক সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাব্যতা রহি-  
য়াছে। ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা পরিষদের  
ডিরেক্টর ডাঃ এইচ কে সেনের মতে ঋণ ও  
ইজারাদান বিধানানুযায়ী ভারত সরকার যদি  
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রাসায়নিক সার  
উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ভারতে  
আনা ইবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে  
অন্যাসেই এদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে এমো-  
নিয়াম সালফেট প্রস্তুত করা যাইতে পারে।  
এই প্রসঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিদের একটা  
বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিত।

যুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশের এবং যুদ্ধের দরুণ  
বিধ্বস্ত অঞ্চলের খাদ্যসম্পত্তা সমাধান করার  
এবং অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বিরাট  
প্রচেষ্টা দেখা দিবে। তখন কোন দেশই  
তাহার প্রয়োজনীয় এমোনিয়াম সালফেট  
উৎপাদনের যন্ত্রপাতি হ্রস্ত হাতছাড়া করিতে  
চাহিবে না। বর্তমানে পৃথিবীতে বৎসরে  
৭৫ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদন  
করিবার উপযোগী যন্ত্রপাতি আছে বলিয়া  
অনুমানিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে  
ইহার তুলনায় আরও অধিকগুণ এমোনিয়াম  
সালফেট উৎপাদন করার প্রয়োজন হইবে।  
সেক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে বিদেশ হইতে  
এমোনিয়াম সালফেট আমদানী অথবা তাহা  
প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা বিশেষ দুঃসাধ্য  
হইবে।

জমির সার সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশের কৃষক-  
দের মধ্যে বর্তমানে প্রচারকার্য্য চলাইবার  
বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। বাঙ্গলা  
দেশের লোক আজ খাদ্যশস্যের জন্য জীবন-  
মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। বাঙ্গলা দেশে  
অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন আজ একটি অতি  
জরুরী সমস্যা। পশ্চিম বঙ্গ এবং উত্তর বঙ্গে বহু  
জমি সারের অভাবে উর্বরা শক্তি সম্পূর্ণরূপে  
হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই সকল এমোনিয়াম  
সালফেট প্রয়োগ করিয়া জমিতে খাদ্যশস্য  
জন্মাইতে পারিলে বাঙ্গলার অন্নকষ্ট অনেকটা  
দূর করা সম্ভব হইবে। এমোনিয়াম সালফেট  
উৎপাদন করিতে যে দুইটা জিনিষের সর্বপ্রাণে  
প্রয়োজন তাহা বাঙ্গলা ও বিহারে পাওয়া  
যায়। এই দুইটা জিনিষ হইতেছে পোড়া  
কয়লা এবং 'জিপসাম'। 'জিপসাম' বিহারে  
এবং মধ্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া  
যায়। যদি বৎসরে ৫০ হাজার টন এমো-  
নিয়াম সালফেট তৈয়ার করিতে হয় তাহা  
হইলে ২২ হাজার টন পোড়া কয়লার  
প্রয়োজন হইবে। বিহারে কয়লা উত্তোলন

করার যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে বর্তমানের  
তুলনায় অল্পতঃপক্ষে আরও অতিরিক্ত  
৫ লক্ষ টন পোড়া কয়লা পাওয়া  
যায়। অতএব পোড়া কয়লার অভাব  
হইবে না। বাঙ্গালীর পরিচালনায় বাঙ্গলা  
দেশে কয়েকটি রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান  
গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুই একটি  
প্রতিষ্ঠানও যদি ব্যাপকভাবে এমোনিয়াম  
সালফেট উৎপাদন ব্যাপারে উদ্যোগী হন  
তাহা হইলে এই রাসায়নিক সার অনেক কম  
মূল্যে এখানে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইবে।  
কলে বাঙ্গলার জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি  
করিতে এমোনিয়াম সালফেট কাজে লাগান  
সম্ভবপর হইবে এবং বাঙ্গলা দেশের খাদ্য-  
ভাব অনেকাংশে দূর করা যাইবে। এমো-  
নিয়াম সালফেট উৎপাদন করিবার জন্য  
বাঙ্গলার শিল্পপতিগণ সচেত হইলে তাহারা  
এই প্রদেশের জনসাধারণের ধন্যবাদার্থ  
হইবেন এবং এইরূপ লাভজনক শিল্প গঠনের  
দ্বারা নিজেরাও উপকৃত হইবেন।

## পিপলস ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ  
ক্যানিং স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে  
ফোন কলি: ৩৪৬

শাখা :—গ্রামবাজার  
স্থায়ী আমানতের সুদের হার  
৩% হইতে ৫% টাকা

অন্যান্য সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং  
কার্য্য করা হয়।

এস চৌধুরী  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাংক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫ ফোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১ ম্যাজো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বালিগঞ্জ—৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ

বোবাজার—৮৪, বোবাজার স্ট্রিট

বড়বাজার :—টাকা : বরিশাল : বহরমপুর (বেঙ্গল)

বেমারস ও কান্দি (ইউ, পি)

পে অফিস—গোড়াবাজার : বহরমপুর (বেঙ্গল)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন বি ঘোষ দস্তিদার।

## ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

সুদূর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : উদার বীমা সর্ব

স্বল্প খরচের হার : : অভিনব বীমা প্রণালী

(Schemes)

কড়কগুলি স্থানে চীফ এক্সেক্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে  
ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই মার্চ  
আলোচ্য সপ্তাহে পর্কোপলক্ষ্যে বাজার কয়েক দিন বন্ধ ছিল। স্বল্প সময়ের অন্তর হইলেও কাঁচা পাটের বাজার এবার বেশ তেজী ছিল। পাটের বীজ বপনের যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জমির পরিমাণ বেশী নহে বলিয়া মনে হওয়ার বাজারে চড়তির ভাব দেখা দিয়াছে।

কমলা সরবরাহ সঙ্কোচজনক হইতেছে বলিয়া পাট-কলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং বাজারে কাঁচা পাটের ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বেশী দেখা যাইতেছে।

আলগা পাটের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণে কাজকর্ম হইয়াছে। মকঃস্বলের বাজার অত্যন্ত তেজী বলিয়া স্থানীয় বিক্রেতামহল পাট হাতছাড়া না করিয়া আরও অপেক্ষা করি-

বার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এবার ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম যথাক্রমে ১৬ টাকা ও ১৩ টাকায় ক্রয়বিক্রম হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও এবার বেশ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। মিলওয়ালারা পাট ক্রয়ের অন্ত বিশেষ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। সুতরাং বিক্রেতা মহল অবস্থার সুযোগ লইয়া স্বভাবতঃই পাটের দর চড়াইয়া দিয়াছিলেন।

# চতুর্থ ডিফেন্স লোন

১৯৫৬-১৯৫৫

শতকরা ৩ টাকার

এখনই ক্রয় করুন

এ লোন আজ আপনি যে-দামে ক্রয় করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫০ সালের পর এবং ১৯৫৫ সালের পূর্বে ভান্ডাতে পারবেন। চাঁদার কোনও নির্দিষ্ট সীমা আপনাকে মানতে হবে না। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত যত খুশি কিনতে পারেন। স্তম্ভ অর্ধ বৎসর হিসাবে ১৫ই জানুয়ারী ও ১৫ই জুলাইয়ে পাবেন, কিন্তু তারজমা ইনকাম ট্যাক্স ও সারচার্জের বিধান মেনে নিতে হবে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জুলাই পর্যন্ত অর্ধ-বার্ষিক স্তম্ভ এই বৎসরেরই ১৫ই জুলাই তারিখে দেওয়া হবে বলে প্রবর্তনমূল্যের হার প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হিসাবে বেশী লাগবে। কারণ তা না হলে গচ্ছিত সাপ্তাহিক স্তম্ভের কোনও কিনারা মিলবে না। নথিপত্রের জমা আবেদন করুন—নিজার্জি ন্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ান বন্ড, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাস; ইম্পিঅ্যান্সাল ন্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ান শাখা সমূহ এবং গভর্নমেন্টের ট্রেজারী—এইসব স্থানে।

আলোচ্য সপ্তাহের খেলে ও চট্টের বাজার সম্পর্কে বলিবার মত বিশেষ কিছু নাই। চড়তির ভাব অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। বাজারে বিক্রেতাদের অস্থিতির ফলে নিষ্ক্রিয়তার ভাব দূরীভূত হইতে পারে নাই। খেলে ও চট্টের দর অবশ্য সর্বোচ্চ হারেই ছিল। জুন মাসের পরে ডেলিভারীর সর্ভে কিছু পরিমাণ কাজকারবার এবারও হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ২নং পোটার ও ১১ নং পোটার যথাক্রমে ২১৯০/০ আনা ও ২৮৯০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১১ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাই-এর তুলার বাজারে তেজীর আভাস দেখা দিয়াছিল। প্রথম দিকে তুলা ক্রয়ের পরিমাণও মন্দ ছিল না। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যভাগে বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। তুলা ক্রয়ের পরিমাণ তথা তুলার দরও হ্রাস পাইতে থাকে। তুলা চাষের যে নৈরাশ্রজনক পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে বাজারের এই অবনতির মূলে তাহাও একটি বড় কারণ। মিলওয়ালারা রহিয়া সহিয়া সামান্য তুলা খরিদ করিতেছেন। বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণ তুলা আমদানী ব্যবস্থার জর ও আগামী মরশুমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। হেতু মিলমালিক পক্ষ বর্তমানে মজুত পরিমাণ বাড়াইবার জর তেমন বাগ্ন নহেন। এবার ঝরিলা ৪৪৩৫০ আনা, মে ৪৪৩১০ আনা ও জুলাই ৪৪৪৫০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৪৫৬৫০ আনা, ৪৫৬৫০ আনা ও ৪৫৭৯০ আনা। ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলা চাষের জমির পরিমাণ ১ কোটি ২২ লক্ষ ৬১ হাজার একর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার উৎপাদনের পরিমাণ অনুমিত হইয়াছে ৪৯ লক্ষ ৩৪ হাজার বেল। অর্থাৎ পূর্ববর্তী মরশুমের তুলনার শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১১ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কাঁচা তুলার বাজার, শেয়ার বাজার এবং রূপার বাজারের মন্দার ঢেউ লাগিয়া বোম্বাইয়ে সোণার বাজারেও মন্দার ভাব দেখা দেয়। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ৭১ টাকা ভরি দরে সোণা বিক্রয় চালাইয়া যাওয়ায় এবং দর কম করিবার আশু সম্ভাবনা না থাকায় মন্দার ভাব কিছুটা কাটিয়া যাইতেছে। রেডি সোণার দর ৭০৫০/০ আনার নামিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আবার ৭১ টাকা ভরি দরে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে গিলির দর গিয়াছে প্রতি ৭৬.৪২ টাকা। আলোচ্য

সপ্তাহে কলিকাতার সোণার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। সোণা ৭১৯/০ আনা ভরি এবং গিলি প্রতি ৭৬.৪২ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

## রূপা

কলিকাতা, ১১ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে কাঁচা তুলার দর পড়িয়া যাওয়ায় রূপার বাজারেও মন্দা হইয়া পড়ে। কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে মন্দার ভাব কিছুটা কাটিয়া যায়। প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ১২৪ টাকার নামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষে দর বৃদ্ধি পাইয়া ১২৬/০ আনার উঠিয়াছে। কলিকাতা বাজারে রূপার দরের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

= শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠা =

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ:—রায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর, নাগপুর (সি. পি.)

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,

জেনারেল ম্যানেজার।

শোলোকভের বিখ্যাত উপন্যাস

The Don Flows Home To The Sea-এর অনুবাদ

## সাগর সংগমে ডন নদী

অনুবাদক—সুধীন্দ্রনাথ সরকার

সুদৃশ প্রচ্ছদপটসহ সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠার সুবহুৎ গ্রন্থ  
(মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র)

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমানল বুক এজেন্সী লিমিটেড—১২, বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,

বর্ধমান পাবলিশিং হাউস—৭২, হারিসন রোড,

পূর্ববী পাবলিশিং—৭২, হারিসন রোড এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পুস্তকালয়

প্রকাশক—শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী,

২০৩৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা

[ এই লেখকের অনূদিত ডন নদীর গতি পথে-এর ২য় সংস্করণ বঙ্গবন্ধু ]

অনামী লিখিত

## কথা প্রসঙ্গে

(সরস শিবজীর বই)

দাম দেড় টাকা

পূর্ববী পাবলিশিং

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা।

‘অরপি’ কার্যালয় ও প্রথম প্রথম পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কাহারও  
নিভুল

## কুষ্ঠী ও ঠিকুজী

পাইতে হইলেন

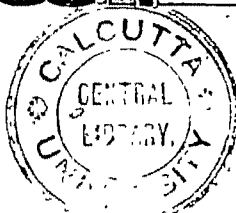
এবং

আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে হইলে

জ্যোতিষী সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য বি.এ,

৫নং নিতাইবার লেন, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতায়

পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।



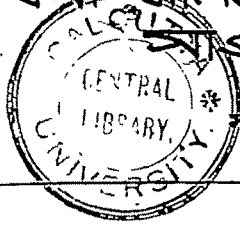
জনসেবায়—



ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

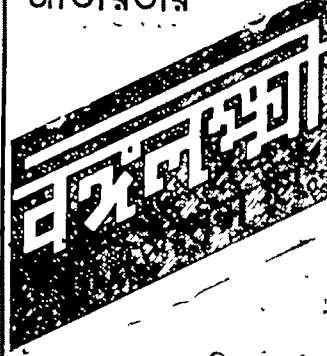
# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

জাতীয়তায়—



ফোন কলি: ৩০৯৯  
৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ২০শে মার্চ, সোমবার, ১৯৪৪

৪৪শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                                       | পৃষ্ঠা  | বিষয়                   | পৃষ্ঠা  |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                             | ১০৬৫-৬৭ | আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর | ১০৭২-৮০ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                            | ১০৬৮    | কোম্পানী প্রসঙ্গ        | ১০৮৪-৮৫ |
| শিল্প ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ                    | ১০৬৯    | বাজারের হালচাল          | ১০৮৬-৯২ |
| যুদ্ধকালীন আবিষ্কার এবং ভবিষ্যৎ শিল্প-সংগঠন | ১০৭০-৭১ |                         |         |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

লীজ এণ্ড লেণ্ড সাহায্য ও তাহার স্বরূপ  
ভারতের ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট  
এই যুদ্ধের সময়ে এদেশবাসীর সুবিধার জন্ত  
কোন জিনিষের মূল্য স্তন্যস্থিত রাখিতে  
পারেন নাই। দেশে অভাবশূন্য প্রত্যেক  
জিনিষের দরই যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায়  
সাময়িক হারে বাড়িয়া গিয়াছে, আর সেই  
চড়া দরে ঐ সমস্ত কিনিতে গিয়া জনসাধারণ  
ক্ষত হইতেছে। কিন্তু এদেশবাসীর উপ-  
কারের জন্ত জিনিষপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে  
না পারিলেও বিদেশবাসীর সুবিধার জন্ত  
ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে তাহাদিগকে কম  
দরে জব্যসামগ্রী দিবার পাকা ব্যবস্থা প্রথম  
হইতেই করিয়া ফেলিয়াছেন। যুদ্ধের শুরু  
হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারত হইতে যেসব  
মালপত্র ক্রয় করিতেছেন তাহার প্রায় সমস্তই  
নিয়ন্ত্রিত দরে তাহাদিগকে প্রদান করা  
হইতেছে। ভারত সরকারের সুব্যবস্থার  
শুণে ব্রিটিশ সরকার প্রথম হইতেই একটা  
বাঁধা দরে এদেশ হইতে চট ও থলিয়া ক্রয়  
করিতেছেন। লৌহ, ইস্পাত, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, চামড়া, জুতা, বস্ত্র ও অন্যান্য  
সরঞ্জাম এখনও যুদ্ধের পূর্ব সময়ের মূল্যে

তাহাদিগকে কিনিবার সুবিধা দেওয়া  
হইতেছে। লীজ এণ্ড লেণ্ড বা ইজারা ও ঋণ  
ব্যবস্থা অনুযায়ী আমেরিকাকে ঠিক দরে  
ভারতীয় জব্যসামগ্রী প্রদান করা হইতেছে  
ভারত গবর্ণমেন্ট তাহা এতদিন প্রকাশ করিয়া  
বলেন নাই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট  
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট লীজ  
এণ্ড লেণ্ড ব্যবস্থা সম্পর্কে সস্ত্রতি যে রিপোর্ট  
পেশ করিয়াছেন তাহাতে ঐ দিক দিয়াও  
অনুরূপ সুবিধা দানের নীতিই প্রকাশ  
পাইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র  
ভারতবর্ষ হইতে পাট, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, লাক্সা  
প্রভৃতি বাহা কিছু ক্রয় করিতেছে তাহা প্রায়  
সমস্তই নিয়ন্ত্রিত মূল্যে তাহাকে প্রদান করা  
হইতেছে। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র  
লীজ এণ্ড লেণ্ড ব্যবস্থা অনুযায়ী এদেশে বাহা  
কিছু প্রেরণ করিতেছে তাহার জন্ত ঐ দেশ  
যুদ্ধকালীন চড়া মূল্যের হিসাবেই ভারতের  
উপর মোটা পাওনা বরাদ্দ করিতেছে। ব্রিটিশ  
সরকার ও মার্কিন সরকারের পক্ষ হইয়া যে  
ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে এদেশ হইতে  
সস্তা দরে মাল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন  
উহাদের নিকট হইতে ভারতের প্রয়োজনে

মালপত্র আনা হইতে গিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ  
কম মূল্য প্রদানের কোন গরজ দেখাইতেছেন  
না। দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া বিজাতীয়  
স্বার্থের প্রতি এহেন পক্ষপাত দেখাইবার  
ফলে যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে  
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কলিকাতার মারোয়াড়ী  
চেয়ার অব কমার্স লীজ এণ্ড লেণ্ড  
ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের  
নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া  
আমেরিকার সহিত মাল আদান-প্রদানের  
ব্যাপারে উহার মূল্য সম্পর্কে ঐ বৈষম্যমূলক  
নীতির নিন্দা করিয়াছেন। তাহারা  
বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময়ে চড়া দরে  
এদেশে জিনিষপত্র প্রেরণ করিয়া মার্কিন  
যুক্তরাষ্ট্রকে যেস্থলে প্রচুর লাভের সুবিধা  
দেওয়া হইতেছে সেস্থলে ভারত হইতে  
রপ্তানীকৃত মালের মূল্য নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া  
এদেশকে তাহার শ্রায্য লাভ হইতে বঞ্চিত  
করা নিতান্তই অযৌক্তিক। ভারতীয় মাল-  
পত্রের জন্ত শ্রায্য মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা  
হইলে আমেরিকার সহিত বাণিজ্যে এদেশের  
অনুকূল উদ্ভূতের পরিমাণ বর্তমানের তুলনায়  
অনেকটা বাড়িতে পারে। সেই সুবিধার

কথা বিবেচনা করিয়া ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে অচিরে উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য। মারোয়াড়ী চেম্বারের এই দাবী আমরা খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে পরিচালিত হইয়া ভারতের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট এদেশের স্বার্থের বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভোষণ করিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, এত সহজে তাহারা তাহা পরিহার করিবেন বলিয়া মনে হয় না। এতদিন ব্রিটিশীদের সুখ-সুবিধার জন্য ভারতবর্ষকে শোষণ করা হইয়াছে; এক্ষণে আমেরিকার গুরুভাইদের জন্যও এদেশকে শোষণ করিবার পাকা ব্যবস্থা হইতেছে। দেশে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় দেখা যাইতেছে না।

#### বীমা কোম্পানীর উপর আয়কর

যুদ্ধের শুরু হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত এতদিন এই বর্ধিত আয়করের বোঝা সমভাবে দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের উপরও নিপতিত হইয়াছে। এবার নুতন করিয়া আয়করের পরিমাণ বাড়াইতে গিয়া অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান দেশের বীমা কোম্পানীসমূহকে অতিরিক্ত কর হইতে কতক পরিমাণে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, এখন হইতে তাহাদের নিকট হইতে টাকায় ৬০ পাই বা সোয়া পাঁচ আনার বেশী আয়কর আদায় করা হইবে না। বীমা কোম্পানীসমূহের দেয় আয়কর সম্পর্কে এইভাবে একটা সর্বোচ্চ হার বাঁধিয়া দেওয়া সুখের বিষয় হইলেও উহাদের জনকল্যাণমূলক কার্য-ধারার কথা বিবেচনা করিয়া উহাদিগকে অধিকতর সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়াই সকলে আশা করিয়াছিল। টাকায় ৬০ পাইয়ের মত উচ্চ হারে আয়কর যোগাইতে হইলে যুদ্ধের সময়ে এই কারণে উহাদের খরচপত্র যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। দেশের বীমাকারীদিগকে সেজন্য নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। যে দেশে জীবন বীমা সম্পর্কে এখনও লোকের আগ্রহ খুবই কম সেদেশে বীমা কোম্পানীসমূহের উপর এইভাবে ট্যাক্সের গুরুভার চাপানো গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই অসঙ্গত। কাজেই ফেডারেশন চেম্বার এই প্রকার ট্যাক্স সম্পর্কে একটা সমযোচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা

সুখী হইলাম। যুদ্ধের শুরু হইতে ইংলণ্ডে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর আয়কর বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সেখানকার বীমা কোম্পানীসমূহের কথা সর্বদাই বেশ সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতেছেন। সেখানে পাউণ্ডে ১৯ শিলিং পর্যন্ত আয়কর বসিয়াছে। কিন্তু বীমা কোম্পানীসমূহের দেয় আয়করের পরিমাণ প্রথম হইতে সর্বোচ্চে ৭ শিলিং ৬ পেনীতেই নির্ধারিত আছে। বীমা কোম্পানী সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এই সুবিবেচনার কথা উল্লেখ করিয়া গত কয়েক বৎসর যাবৎ এদেশেও তদনুরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানান হইতেছে। ভারত গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের সাড়ে চারি বৎসর অস্তিত্ব আজ এসম্পর্কে একটা বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু বীমা কোম্পানীসমূহের দেয় সর্বোচ্চ আয়করের হার কার্যতঃ ইংলণ্ডের চেয়ে বেশী করিয়াই নির্ধারণ করা হইয়াছে। ফেডারেশনের মতে এইরূপ একটা ব্যবস্থা খুবই অসঙ্গত। গত ১৯৪০-৪১ সালে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহ টাকায় সর্বোচ্চে ৪৫ পাই হারে কর প্রদান করিয়াছে। কোম্পানীসমূহের দেয় আয়কর সর্বোচ্চে ৬০ পাই নির্ধারণ না করিয়া উহা ১৯৪০-৪১ সালের হারে বাঁধিয়া দেওয়াই ফেডারেশনের মতে সমীচীন। তাহা না হইলে যুদ্ধের সময়ে দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের যথেষ্ট দুঃখহর্দিশা দেখানিবে। দেশের বীমাকারীদিগকেও অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ফেডারেশন চেম্বারের এই দাবী আমরা সুচিন্তিত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি।

#### বস্ত্র-মূল্য হ্রাসের সমস্যা

সরকারী আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দেশে কাপড়ের মূল্য বিশেষ কিছু হ্রাস পাইতেছে না। গত জুন মাস হইতে দেশে বস্ত্র মিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা কার্যকরী হইয়াছে। সেই সময় হইতে গবর্ণমেন্ট উচিত মূল্যে সাধারণকে কাপড় দেওয়া হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির পর বিজ্ঞপ্তি ছাপাইতেছেন। কিন্তু বহুদিনের ব্যগ্র প্রতীক্ষা সত্ত্বেও উচিত মূল্যে কাপড় কিনিবার সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত লোকের হইতেছে না। যুদ্ধের পূর্বে জোড়া প্রতি যে কাপড়ের দর ছিল দুই টাকা ১৯৪০ সালের প্রথম ভাগে তাহা বাড়িয়া ১২ টাকা পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল। সরকারী ব্যবস্থায় তাহা কমিয়া সম্প্রতি ৯ টাকার মত হইয়াছে। মূল্যের এই সামান্য কমতি দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখহর্দিশা বিশেষ কিছু লাঘব করিতে পারে নাই। কাপড়ের চড়া মূল্যের

জন্য উহা এখনও বহু লোকের নাগালের বাহিরেই থাকিয়া যাইতেছে। অথচ গবর্ণমেন্ট উহাকেই তাহাদের পরম সাফল্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন। সুপরিচিত লেখক মিঃ এম পি গান্ধী ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ১৯৪০ সালের বার্ষিকীতে এই তথ্যকথিত সাফল্যের স্বরূপ অনেকটা উন্মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বস্ত্রের মূল্য বর্তমানে যাহা হ্রাস করা হইয়াছে ১৯৪০ সালের সর্বোচ্চ দরের তুলনায় তাহা শতকরা ৩০ ভাগের বেশী নহে। এদেশের ক্রেতাদের অধিকাংশই যেরূপ দরিদ্র এবং বর্তমানে নানা কারণে তাহাদিগকে যেরূপ দুঃখহর্দিশার ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে তাহাতে যুদ্ধের পূর্ব সময়ের তুলনায় বস্ত্রের মূল্য ৪৫ গুণ বেশী হারে বজায় না রাখিয়া তাহা অন্ততঃ আড়াই বা তিন গুণ বেশী হারে সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন। মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন, চাহিদার তুলনায় দেশে বস্ত্রের যোগান কম বলিয়াই তাহার দর আজ পর্যন্ত বেশী রকম চড়া থাকিয়া যাইতেছে। রেশনিং প্রধার বেসামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের চাহিদা কমাইয়া উহার মূল্য হ্রাস করা সম্ভবপর নহে। এদেশে লোকে সাধারণতঃ যে পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করে তাহা জীবনযাত্রার পক্ষে এতই অপরিপূর্ণ যে, উহা ঐ তুলনায় আর কমান চলে না। কাজেই বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিতে হইলে চাহিদা সঙ্কোচের দিকে না গিয়া বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কেই গবর্ণমেন্টকে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। দেশের কাপড়ের কলসমূহ তাহাদের কাজের সময় বাড়াইয়া বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ইতিমধ্যে কিছু বৃদ্ধি করিয়াছে। উপযুক্ত রূপ সুযোগসুবিধা পাইলে উহাদের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা যাইত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে সুযোগ তাহাদিগকে দিতে পারিতেছেন না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হুপ্রাপ্য হওয়ায়, কয়লার অভাব দেখা যাওয়ায় ও অধিক সংখ্যক শ্রমিকের জন্য বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিতে না পারায় মিলের উৎপাদন বাড়ানো বর্তমানে খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও দূর হওয়ার আশা কম। কিন্তু গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিলে দেশীয় তাঁতগুলিকে নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দিয়া বর্তমান অবস্থায় তাহাদের মারফতে কাপড়ের উৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি করিতে পারেন।

মিঃ এম পি গান্ধীর এই সব নির্দেশ আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। বিশেষ করিয়া কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য তিনি দেশীয় তাঁতগুলিকে যথোচিতভাবে কাজে লাগাইবার যে পরামর্শ দিয়াছেন বর্তমান অবস্থায় তাহার সমীচীনতা আমরা ভাল-



ভাবেই উপলব্ধি করিতেছি। দেশে বস্ত্রের অভাব এবং হুমু ল্যতা লক্ষ্য করিয়াও গবর্ণ-মেন্ট দেশীয় তন্তুবায়দিগকে সূতা প্রভৃতি সরবরাহ বিষয়ে উপেক্ষা দেখাইয়াছেন। অধিকন্তু দেশের খাদ্য কর্ম্মদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহারা ঐ দিক দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের সেই অদূরদর্শিতার জন্য বস্ত্রের অভাবে দেশের লোকের হৃৎকুর্দ্দশা অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাগজপত্রে কেবল উচিত মূল্যে কাপড় দিবার ফাঁকা বুলি না আওড়াইয়া বস্ত্র সমস্যা সমাধানের জন্য কাপড়ের কলে ও দেশীয় তাঁতে বেশী বস্ত্র উৎপাদনের কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বনই গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্তব্য।

### চিনির রেশনিং

রেশন ব্যবস্থা অনুসারে কলিকাতায় মাথাপিছু মাসিক এক সের করিয়া চিনি দেওয়া হইতেছে। মাসে এক সের চিনি একজনের পক্ষে যে একান্ত অপ্রতুল তাহা গবর্ণমেন্টকে বহুবার বহুভাবে জানান হইয়াছে এবং বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আবেদনও করা হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত “ভারতীয় শর্করা শিল্প বার্ষিকী”র সম্পাদক জীযুত এম পি গান্ধী সম্প্রতি কলিকাতা এলাকায় চিনির বরাদ্দ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, কলিকাতায় চিনির বরাদ্দ সম্পর্কে এরূপ কার্পণ্য দেখাইবার কোন জায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর হইতে বোম্বাইয়ে মাথাপিছু মাসিক ৩ পাউণ্ড চিনি বরাদ্দ করা হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবে বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতায় চিনির ব্যবহার অনেক বেশী। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত “এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং রিপোর্টে” প্রকাশিত হিসাব হইতে দেখা যায়, কলিকাতায় মাথাপিছু মাসিক ৮ পাউণ্ড চিনি ব্যবহৃত হয়। ৮ পাউণ্ড দূরের কথা, মাসিক অন্ততঃ ৪ পাউণ্ড চিনি বরাদ্দ করিলেও না হয় হইত। কিন্তু সেই স্থলে বরাদ্দ করা হইয়াছে মাত্র দুই পাউণ্ড। চিনিতে শতকরা ৯৯ ভাগ কার্কেহাইড্রেট থাকায় উহা অত্যন্ত শক্তিবর্ধক। কাজেই বাঙ্গলার সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের পর যখন লোকের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন তখনও যে কেন বাঙ্গলার বেসামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ চিনির বরাদ্দ এত কম করিলেন তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। চিনির উৎপাদন ও মজুতের পরিমাণ সম্পর্কে জীযুত এম পি গান্ধী সম্ভব্য করিয়াছেন যে, উৎপাদন ও মজুতের পরিমাণ খুব সম্ভোষজনক। তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, “সুগার কর্টোলার”ও চিনির বরাদ্দ সম্পর্কে অধিকতর উদারতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। ইক্ষু চাষ ও চিনির উৎপাদন সংক্রান্ত হিসাবে দেখা যায় যে, যুদ্ধকালে এ-দেশে চিনির উৎপাদন হ্রাস তো পায়ই নাই বরং যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালের ইক্ষু চাষ সম্পর্কে সরকার

কর্তৃক প্রকাশিত চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে সমগ্র ভারতে ৪১ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে এবং ৫৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টন শুড় উৎপন্ন হইবে; অর্থাৎ ইহা ১৯৪২-৪৩ সালের উৎপাদন অপেক্ষা শতকরা দশ ভাগ বেশী। উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে, হাতে মজুত মালও রহিয়াছে যথেষ্ট; তবু কেন জনসাধারণের ভাগ্যে বরাদ্দের পরিমাণ এত কম হইল, তাহার কারণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হয় না। সরকারী হিসাবেই দেখা যায়, ১৯৪৩-৪৪ সালের মরশুমে যুক্তপ্রদেশ উহার মোট উৎপাদনের শতকরা ১৭.৮ ভাগ, বিহার শতকরা ১৬.৩ ভাগ, বোম্বাই ২৯.২ ভাগ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি শতকরা ৩৫.২ ভাগ চিনি বাহিরে রপ্তানী করিয়াছে। দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া এইভাবে একটি একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য বিদেশে রপ্তানী করা খুবই অত্যাচার। দেশবাসীর স্বার্থের খাতিরে অচিরে এই নীতি বন্ধ হওয়া উচিত।

### গৌরী সেনের টাকা

ভারত সরকার ও বাঙ্গলা সরকার নানা দিক দিয়া তাঁহাদের অবাস্তব ব্যয়বহর দিন দিন যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছেন তাহাতে গৌরী সেনের টাকা ও তাহার শোচনীয় অপব্যয়ের কাহিনী নূতন করিয়া আমাদের মনে জাগিতেছে। যুদ্ধের পূর্বে বাঙ্গলা সরকারের বার্ষিক আয় ছিল ১৫ কোটি টাকা। বর্তমানে সেই আয় বাড়িয়া ২২ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ইতিমধ্যে ব্যয়ের অঙ্ক এত বেশী পরিমাণে ফাঁপাইয়া তুলিয়াছেন যে, এইরূপ বর্ধিত আয় দ্বারাও তাহা মিটান সম্ভবপর হইতেছে না। এই প্রদেশের সরকারী বাজেটে চলতি ১৯৪৩-৪৪ সালে ১১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার ঘাটতি পড়িয়াছে। আগামী বৎসরের বাজেটেও ৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে বলিয়া অর্থসচিব জীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। জাতগঠনমূলক কাজে বেশী ব্যয় বরাদ্দ করিয়া এই ঘাটতি দেখা যায় নাই—শাসন কার্য্যে ও সাময়িক ধরনের কতকগুলি রিলিফ কার্য্যে মোটা টাকা ব্যয় করিতে গিয়াই এই ঘাটতি দেখা দিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে জেলা বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের দফায় বাঙ্গলা সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি টাকা। ঐ দুই দিকে ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া ১৯৪৪-৪৫ সালের হিসাবে তাহা যথাক্রমে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ও ৩ কোটি ২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় দুর্ভিক্ষ রিলিফ ও বেসামরিক মাল সরবরাহ কার্য্যে বিস্তর টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরিয়া গবর্ণমেন্ট জনকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা হিসাবে তাহাজ্জাহির করিতেছেন। কিন্তু এই সমস্ত দিকের মোট ব্যয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারী অফিসরদের বেতন ও ভাতা বাবদই খরচ হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, গবর্ণমেন্ট আগামী ১৯৪৪-৪৫ সালে দুর্ভিক্ষ রিলিফের দফায় যে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ

ধরিয়াছেন তাহার মধ্যে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকাই সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন ভাতা প্রভৃতিতে খরচ হইবে। খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে গিয়া ঐ দিক দিয়াও গবর্ণমেন্ট সরকারী অফিসরদের রিলিফটাই বড় করিয়া দেখিতেছেন। সরকারী অফিসরদের অকর্ম্মণ্যতা ও ছুর্নীতি-পরায়ণতার দরুণ সাধারণের মধ্যে নির্দারিত বাকী টাকাও কার্য্যতঃ তাহাদের জন্য যথার্থভাবে ব্যয়িত হইতেছে না। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও নানা দিক দিয়া বেশী মাত্রায়ই দেখা যাইতেছে। কাজেই বিস্তর টাকা ব্যয় হইলেও দেশের হৃৎ জনসাধারণ তাহা দ্বারা বিশেষ কিছু উপকৃত হইতেছে না। বেশীর ভাগ অর্থই অবাস্তবভাবে নিঃশেষ হইতেছে। সরকারী বাজেটে অমিতব্যয়িতা ও অদূরদর্শিতার এই শোচনীয় চিত্র বাঙ্গলার সন্ত্রাসীদের অকর্ম্মণ্যতাই প্রমাণ করিতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরা তাহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দলাদলি পরিহার করিয়া এখনও এই শ্রেণীর বেপরোয়া খরচপত্রের বিরুদ্ধে একযোগে তাঁহাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করিতে পারিতেছেন না, ইহা হৃৎধের বিষয়।

কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রিমণ্ডলীর বেহিসাবী খরচপত্রের বিরুদ্ধে কোন জোড়ালো প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা সম্ভবপর না হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের অপরিমিত ব্যয়ের নিন্দা করিয়া ইতিমধ্যেই কয়েকটি প্রস্তাব পাশ হইয়া গিয়াছে। বড়লাটের বর্তমান শাসন পরিষদের ব্যয়-বরাদ্দ ছাঁটাই করিবার নির্দেশ দিয়া কংগ্রেস দলের নেতা একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন; অধিকাংশের ভোটের জোরে সে প্রস্তাবটি পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। মুসলিম লীগ দলের স্তার জামিন খান ভারত সরকারের খরচপত্র পরীক্ষা ও তাহা সঙ্কোচ করা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদের কতিপয় সদস্য লইয়া একটি কমিটি বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবটি ৫৫-৪৬ ভোটে পরিষদ কর্তৃক পাশ হইয়াছে। এই প্রস্তাব দুইটির সমর্থনে বক্তৃতা দিতে গিয়া কতিপয় সদস্য ভারত সরকারের অমিতব্যয়িতার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট নানাভাবে দেশবাসীর নিকট হইতে ক্রমেই বেশী পরিমাণ ট্যাক্স আদায় করিতেছেন। কিন্তু সাধারণের টাকা সুপরিকল্পিতভাবে সমুচিত কার্য্যে ব্যয় করিবার কোন গরজই তাঁহারা দেখাইতেছেন না। স্তার জামিন খান একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগ কিছুকাল পূর্বে কানপুর হইতে ২ লক্ষ জুতা খরিদ করিয়াছিলেন। এই জুতা খরিদ করিবার পর দেখা যায় যে, তাহা সমস্তই এক পায়ের। বিনা পরিকল্পনায় যথেষ্টভাবে সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে গিয়া ভারত সরকার নিজেদের দুর্দ্দশা ডাকিয়া আনিতেছেন এবং তৎসঙ্গে এদেশকেও সর্বদা বিপদের পথে নিয়া যাইতেছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে কয়েকটি ছাঁটাই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর এবিষয়ে তাঁহাদের কতকটা চৈতন্য হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গন সম্পর্কে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু বলিবার নাই। স্থানে স্থানে জাপানীদের বিতাড়নকার্য্য পূর্বের মতই চলিতেছে। মাউন্দ উপকূলে মিত্রপক্ষীয় রণ-তরী হইতে গোলাবর্ষণের সংবাদ আসিয়াছে। উত্তর ব্রহ্মে চীন বাহিনী কর্তৃক ডিংওয়াকসা-ভান অধিকৃত হইয়াছে। এবার মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে বিপক্ষের সাম-রিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকার উপর জোর আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলিতে বড় রকমের কোন সংঘর্ষ কোথাও হয় নাই। ছোটখাট সংঘর্ষ ও অল্পস্বল্প অগ্রসর ছাড়া বলিবার বিশেষ কিছু নাই।

ইতালীয় রণাঙ্গনে বিমান আক্রমণ ছাড়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদের বড়ই অভাব। তিন সহস্রাধিক বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণে ক্যাসিনো সহর ধূলিসাৎ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বর্তমান মহাযুদ্ধে এত সঙ্কীর্ণ পরি-সরের মধ্যে এরূপ জোর বোমাবর্ষণ আর হয় নাই। ক্যাসিনোর উপর এই প্রলয়ঙ্কর বিমান হানার ফলে ঐ রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ এখন দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই। আজিও অঞ্চলের যুদ্ধ মিত্র-পক্ষের অমুকূলেই রহিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে রোম নগরীর উপরও জোর আক্রমণ চলিয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেনের ষাঁটি হইতে ইঙ্গ-মার্কিন ভারী বিমানবহর বার্লিন, মিউনিক, ষ্টাটগার্ট ও অগ্ন্যস্ত্র জার্মান ষাঁটিতে ঘন ঘন জোর আক্রমণ চালাইয়াছে ও চালাইতেছে। এবার লণ্ডনের উপরেও বার দুই জার্মান বিমান হানার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

রুশ রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনী সর্বত্র প্ৰচণ্ডপসরণ করিতেছে। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ রুশিয়ায় নাৎসী বাহিনীর অবস্থা বেশ খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ইউক্রেন জুড়িয়া মার্সাল জুকভ, মার্সাল কনিয়ভ ও জেনারেল মালিনোভস্কির বাহিনী পরস্পরের সহযোগি-তায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া জার্মান ব্যুহ

বিস্তৃত করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। রুমা-নিয়ার দিকে সোভিয়েট অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে না পারিলে বন্ধানে জার্মান কর্তৃপক্ষকে রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িতে হইবে। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে ইতিমধ্যেই ফন মান-ষ্টাইনের দুই লক্ষাধিক সৈন্য সোভিয়েট বেড়াঙ্গলে আটক পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। দক্ষিণের ফলাফলের উপরই জার্মানীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে—এবং দক্ষিণ রণক্ষেত্রে তাহা-দের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। তবে এতাবৎ কোথাও ব্যাপকভাবে নাৎসী বাহিনী নৈতিক শক্তির অভাব বা বিশৃঙ্খলার পরিচয় দেয় নাই। ইহা হইতে জার্মান প্রাতি-রোধ-শক্তি যে কত প্রবল তাহা প্রমাণিত হয়।

সোভিয়েট অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বশ্চিক ও বন্ধান অঞ্চলে রাজনৈতিক ঘটন-অঘটনের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির কথাবার্তা চলিতেছে। ফিনিশ কর্তৃপক্ষের জেদ ভাঙ্গিবার জন্য গ্রেট ব্রিটেন কড়া নির্দেশ প্রেরণ করি-য়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণহারও নরম-গরম উপদেশ বর্ষণ করিয়াছেন। ফিন-ল্যান্ড শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। ওদিকে রুমানিয়াও যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। এ সপ্তাহের যুদ্ধ সংক্রান্ত অগ্ন্যস্ত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে আয়ার সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন। আয়ারল্যান্ডকে জাপ-জার্মান দূতাবাস বন্ধ করিয়া দিবার অনুরোধ করায় মিঃ ডি ভ্যালারা তাহাতে রাজী হন নাই। ডি ভ্যালারের গবর্ণ-মেন্ট বলিতেছেন যে, আয়ারল্যান্ডের স্থায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বিবদমান কোনও পক্ষ এরূপ আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারে না। মিত্র-পক্ষের যুক্তি এই যে, যুদ্ধরত কোন পক্ষকেই আয়ারের নিরপেক্ষতার সুযোগ লইতে দেওয়া হইবে না। দেখা যাউক ঘটনা কতদূর গড়ায়।

মাতা কস্তুরবাই গান্ধীর পুণ্য স্মৃতিরক্ষার্থ ৭৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব জানাইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে ভারতের ৪০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক আবেদন প্রকাশ

করিয়াছেন। ভারতের নারী সমাজের কল্যাণ সাধন ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্য মহাত্মাজীর ৭৫তম জন্মদিবসে আগামী ২রা অক্টোবর তাহার হস্তে কস্তুরবাই স্মৃতি-তহবিলের অর্থ অর্পণ করা হইবে। উক্ত তহ-বিলের সেক্রেটারী মিঃ এ ডি ঠাকুরের এক বিবৃতি দৃষ্টে জানা যায় যে, ভারতের বাহির হইতেও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইবে। গান্ধীপন্থীর স্মৃতি-তহবিলে ভারতের বাহির হইতেও যে অর্থ পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। প্রস্তাবিত স্মৃতি-তহবিলের ৭৫ লক্ষ টাকা ভারত হইতেই উঠিয়া যাইবে। কস্তুরবাই গান্ধী পরাধীন ভারতের নারী সমাজের আদর্শমূল। জাতির মুক্তি সাধনায় স্বামীর অনুগমন করিয়া তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—অন্তিম সময়েও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সৈন্যরূপেই কারা-প্রাচীরের অন্তরালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এই মহীয়সী বীরাজনার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা করিবার সময় ও সুযোগ আজ আমাদের নাই। স্বাধীন ভারতের বাধ্যমুক্ত পরিবেশের মধ্যেই তাহাকে প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হইবে। তথাপি বর্তমানে যতটুকু কর্তব্য পালন সম্ভব সেই বিষয়ে সচেতন হওয়াও আমাদের জাতীয় কর্তব্যেরই অঙ্গীভূত। আশা করি আসমুদ্রহিমাচলের মুক্তিকামী ব্যক্তিদের অর্থে কস্তুরবাই স্মৃতি-তহবিল-অচিরকালের মধ্যেই পূর্ণ হইয়া যাইবে।

বাজলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর প্রাদেশিক পরিষদের তথা সমগ্র প্রদেশের জনসাধারণের যে আস্থা নাই তাহা এখন প্রকাশ্য দিবালোকের মতই পরিষ্কার। গত ১লা মার্চ স্পীকারের কাঙ্ক্ষিত ভোটের জোরে গবর্ণমেন্ট অল্লের জন্য বাঁচিয়া যান। গত ১৫ই মার্চ তারিখেও ভোট গণনার যে ফলা-ফল প্রকটিত হইয়াছে তাহাতে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর দেশের অনাস্থাই সূচিত হইয়াছে। ঐ দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট ব্যয়-বরাদ্দের আলোচনার সময়ে মাদকদ্রব্য বর্জননীতি প্রবর্তনে বাজলা সর-কারের অক্ষমতা সম্পর্কে হুঁটাই প্রস্তাবের (১০৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## শিল্প ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ

দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানাকারণে উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। ফেডারেশন চেম্বারের সভায় উহার সভাপতি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন ও উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত গগনবিহারীলাল মেটার যে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তাহাতে সে উদ্বেগ ও আশঙ্কা ভালভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে।

যুদ্ধের সময়ে এতদিন বাহির হইতে ভারতে শিল্পজব্য আমদানীর একটা অসুবিধা দেখা গিয়াছিল। সামরিক প্রচেষ্টার তোড়-জোড় আরম্ভ হওয়ার ফলে নানা দিক দিয়া দেশে শিল্পজব্যের চাহিদাও খুব বাড়িয়াছিল। শিল্পোন্নতির পক্ষে ইহা একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া দেশের শিল্পোদ্যোগীরা সে বিষয়ে কতকটা তৎপর হইয়াছিলেন। বাহির হইতে প্রয়োজনীয় মালমসজ্জা ও সরঞ্জাম পাওয়া কঠিন দেখিয়া গবর্ণমেন্টও নিজের গরজে ঐ বিষয়ে কিছু কিছু উৎসাহ দিয়াছিলেন। ফলে গত কয়েক বৎসরে দেশে কতকগুলি নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ কার-বার পূর্বের তুলনায় সম্প্রসারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া বরাবর জগতে অগ্রসর দেশ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এদিক দিয়া কিছু কর্মতৎপরতা প্রকাশ পাওয়াতে ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া এইবার এক খাপ উপরে উঠিবে বলিয়া সকলেই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে নানাদিক দিয়া যে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহাতে শিল্পের স্থায়ী উন্নতির আশা নিতান্তই মাঠে মারা যাইতে বসিয়াছে।

বাহির হইতে যে আমদানী বন্ধ হওয়ার দরুণ দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির সুযোগ আসিয়াছিল আজ সে আমদানী রাতারাতি বাড়িয়া চলাতেই তাহাদের প্রধান বিপদের কারণ দেখা যাইতেছে। মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ শেষ হওয়াতে ও ভূমধ্যসাগরের পথ উন্মোচিত হওয়াতে এক্ষণে বাহির হইতে জাহাজ যোগে এদেশে মালপত্র প্রেরণের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। সেই সুবিধা গ্রহণ করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে নানা শ্রেণীর মালপত্র আমদানী করিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ তাহার নিজের উৎপাদন দিয়া

অনেক জিনিষের অভাব মিটাইতে পারে নাই। লোকের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রীর যোগান কম বলিয়া এদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কুইনাইনের অভাব থাকায় এদেশে ম্যালেরিয়ার সম্যক প্রতিকার হইতেছে না। রেলের ইঞ্জিন ও মালগাড়ীর অপ্রাচুর্য্যের ফলে এদেশে যানবাহনের চূড়ান্ত রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া শিল্প প্রসারের পক্ষেও যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিতেছে। এই অবস্থায় নূতন করিয়া জাহাজ চলাচলের সুবিধা বাড়িবার সঙ্গে ভারত গবর্ণমেন্ট যদি ঐ সমস্ত জিনিষ বাহির হইতে আনিবার ব্যবস্থা করিতেন তবে তাহাতে দেশের যথেষ্ট উপকারই সাধিত হইত। কিন্তু ঐ সুযোগকে সেভাবে কাজে না লাগাইয়া তাঁহারা এমন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন যাহা দেশের পক্ষে, বিশেষ করিয়া দেশীয় শিল্পের স্বার্থের পক্ষে, সর্বথা হানিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদ্যজব্য, কুইনাইন ও যন্ত্রপাতি আনয়নের উপর কোন জোর না দিয়া গবর্ণমেন্ট বর্তমানে বাহির হইতে জাহাজযোগে মদ, সাইকেল, বৈদ্য-তিক পাখা, রেজর ব্রেড, সাবান ও গন্ধতৈল প্রভৃতি আমদানী করিতেছেন। এই সমস্ত জব্যের অধিকাংশই বর্ধ-মানে এদেশে প্রস্তুত হইতেছে। কোন দিক দিয়া দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন স্বল্প বলিয়া মনে হইলে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আনাইয়া বর্ধমানের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করাও যাইতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আম-দানীর উপর জোর না দিয়া ইংলণ্ড হইতে ঐ সমস্ত জিনিষই গবর্ণমেন্ট জাহাজ ভর্তি করিয়া আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে অনেক দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিলাতী শিল্পজব্যের এই আকস্মিক প্রতিযোগিতায় ব্যয়ল হইতে বসিয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন, এই ইনফ্লেশনের দিনে বাহির হইতে লোকের ব্যবহার্য্য জব্য-সামগ্রী আনাইয়া প্রচুর পরিমাণে তাহা দেশে ছাড়িতে পারিলে তাহাতে ইনফ্লেশনের গতি প্রতিকূল হইবে। সেজন্যই তাঁহারা ঐ সমস্ত জিনিষ আমদানী করিতেছেন। লোকের ব্যবহার্য্য জব্যের যোগান বাড়াইতে পারিলে

তাহাতে যে ইনফ্লেশন দমনে সাহায্য হইবে তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সেজন্য খাদ্যজব্য, কুইনাইন ও যন্ত্রপাতি আমদানী না করিয়া প্রথমেই বিলাতী মদ, সাইকেল ও প্রসাধনসামগ্রী আনয়নের উপর এত বেশী জোর দেওয়া হইল কেন? স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইনফ্লেশন প্রশমনের নামে অস্তু একটা গুঢ় উদ্দেশ্য সাধন করাই গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যটি হইতেছে জাহাজ চলাচলের সুযোগ বাড়িবার সঙ্গে বিলাতী পণ্যের কাটতি বাড়াইয়া দেশীয় শিল্প ও দেশীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করা।

বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নির্দেশে এদেশে তাঁহাদের আমলাতান্ত্রিক সরকার এই ব্যাপারে বর্তমানে এত তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন যে কোন চক্ষুলজ্জার বালাই পর্য্যন্ত তাঁহাদের নাই। যুদ্ধের বোরালো অবস্থায় যখন বাহির হইতে জিনিষপত্র আমদানী নিতান্তই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন তাঁহারা এদেশ-বাসীকে দেশীয় পণ্য ব্যবহারে উৎসাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে আমদানীর সুযোগ বাড়িবার সঙ্গে দেশী জিনিষের বদলে আবার বিলাতী পণ্যের প্রচার ও গুণকীর্তন শুরু হইয়াছে। ফেডারেশন চেম্বারের সভাপতি কুমার রাজা স্থার মুখিয়া চেট্টিয়ার তাঁহার বক্তৃতায় এ বিষয়ে দেশীয় ঔষধ শিল্পের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্বে এদেশে বিদেশ হইতে বিস্তর পরিমাণ ঔষধ ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি আমদানী হইত। যুদ্ধের সময়ে ঐ সমস্তের আমদানী কমিয়া আসায় এদেশে সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত বহু শিল্পোদ্যোগী বর্তমানে ঐ সমস্ত প্রস্তুতের উপর জোর দিয়াছেন। বিপাকে পড়িয়া গবর্ণমেন্টও এতদিন দেশের শিল্প ব্যবসায়ীদিগকে এবিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। ফলে বাহির হইতে পূর্বে যে সমস্ত ঔষধ ও যন্ত্রপাতি আমদানী হইত এক্ষণে তাহার শত-করা ৭৫ ভাগই দেশে উৎপাদন করা সম্ভবপর হইতেছে। কিন্তু যে গবর্ণমেন্ট এতদিন দেশী প্রতিষ্ঠানের তৈয়ারী ঔষধ ব্যবহারে সকলকে উৎসাহ দিয়াছেন, ইংলণ্ড হইতে উহা আম-দানীর সুযোগ দেখিয়া বর্তমানে তাঁহারা ই দেশী ঔষধপত্রের উপর খাপ্পা হইয়া উঠিয়া-

( ১০২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় )

# যুদ্ধকালীন আবিষ্কার এবং ভবিষ্যৎ শিল্প সংগঠন

[ প্রভাতকুমার গোস্বামী, এম, এ ]

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার শিল্প প্রচেষ্টার উন্নতির পথে চিরদিনই সাহায্য করে আসছে। আজকের যান্ত্রিক সভ্যতা এবং বণিকী সাম্রাজ্যবাদ সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধান ভেঙ্গে দিয়ে পারস্পরিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে এবং শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন যে সম্ভব হয়েছে—এর পেছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভার মহান অবদান।

বর্তমান মহাযুদ্ধে যে শুধু মারণাস্ত্রের আবিষ্কারই হয়েছে তা নয়...যে সমস্ত জিনিস অবলম্বন করে মানুষ বাঁচতে পারে—বেশ ভালভাবে বাঁচতে পারে, এমন অনেক জিনিস বৈজ্ঞানিকেরা উপহার দিয়েছেন। তা' ছাড়া এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষ যে বিভিন্ন অভিনব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার মূল্যও কম নয়। আমরা জানি আজকের যুদ্ধকালীন বিরাট অপচয় ভবিষ্যতে চাপা পড়ে যাবে... আজকের আবিষ্কার এবং অভিজ্ঞতা পৃথিবীর যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক যে, বিগত শতাব্দী-গুলির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল যেমন সমগ্র মানবসমাজ সমানভাবে ভোগ করতে পারেনি, তেমনি এই মহাযুদ্ধের লব্ধ বৈজ্ঞানিক সম্পদগুলির দ্বারা সমগ্র মানব সমাজের উন্নতির আশা নেই। কারণ যুগে যুগে আমরা দেখেছি একদল লোককে য'বা মানুষের লব্ধ সম্পদ, মানুষের প্রতিভার অবদান... শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে কৃষ্ণিগত করে বন্ধনার ভিত্তির ওপরে সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলেছে। সেই শ্রেণীর শেষ প্রতিনিধি আজ উন্নতির শেষ শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতে একটা বড় ষড়যন্ত্রের মধ্যে বৃহত্তর মানব সমাজের ভাগ্যকে টেনে নিয়ে যাবার জন্তে অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমরা জানি আজকের জাগ্রত ও সচেতন অশ্রমশীল মানবসমাজ সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে। তাই ভবিষ্যতের সংগঠন সম্বন্ধেও আলোচনা করতে ইচ্ছে হয়।

কেউ কেউ বলছেন যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, আগে যুদ্ধে জয়লাভ হোক তারপর ভবিষ্যৎ সংগঠনের কথা চিন্তা করা যাবে।

কিন্তু শিল্পপতিরা বসে নেই। তাঁরা এখন থেকে শুধু পরিকল্পনাই প্রস্তুত করছেন না, যুদ্ধজনিত শিল্প বিস্তারকে ভবিষ্যতে কি করে আপনাদের নিয়ন্ত্রিত এবং সুরক্ষিত গণ্ডীতে বেঁধে রাখা যায়, কি করে এই যুদ্ধকালীন আবিষ্কারগুলি ভবিষ্যৎ শিল্প সংগঠনে নিয়োজিত করে মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করা যায়—সে বিষয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন।

যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সমস্ত জিনিসের আবিষ্কার হয়েছে, শান্তির দিনে সেগুলি মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভাবে প্রয়োগ করা হবে তা সঠিকভাবে বলা চলে না। কারণ এই পরিবর্তনশীল জগতে প্রয়োগ-পদ্ধতিরও রূপান্তর ঘটবে। আমি এই প্রবন্ধে তাই শুধু মূলগত পদ্ধতিরই আলোচনা করবো এবং শুধুমাত্র শিল্প সংগঠনের দিক থেকে।

বর্তমানে কারখানা এবং গবেষণাগারগুলি যে শুধু নিজের ইচ্ছামত যন্ত্র এবং সামগ্রী উৎপাদন করে তা নয়, অনেক সময় নূতন নূতন জিনিস তৈরী করতে তাদের বাধ্য করা হয়। এই ধরন আমেরিকার ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী। অগ্ৰাণ্ড প্রতিষ্ঠানের মত এটিও যুদ্ধসম্ভার উৎপাদনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এখান থেকে এমন অনেক যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে যেগুলি শান্তির সময়েও কাজে আসবে। একটা সামান্য উদাহরণ দিচ্ছি। কিছুদিন আগে সামরিক বিভাগ থেকে এই কোম্পানীকে একটা ফরমাস দেওয়া হয়। ট্যাঙ্ক উঁচু নীচু সব রকম পথে চালান হয়। সুতরাং ট্যাঙ্কের গোলন্দাজদের পক্ষে গুলি ছোড়া একটু কঠিন। ধাপে চলা ঘোড়ার ওপর থেকে গুলি ছুড়লে যেমন তাক্ ঠিক করা কঠিন এও তেমনি। সুতরাং সামরিক বিভাগের এমন একটা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়লো যাতে গোলন্দাজ সৈনিকেরা যথাযথ তাক্ করে গুলি ছুড়তে পারে; তাই তাঁরা ওয়েস্টিং হাউসের শরণাপন্ন হলেন। তখন ইঞ্জিনিয়ারগণ অনেক গবেষণা করে ক্যার-কন্ট্রোল যন্ত্র তৈরী করলেন। এটা আজ ট্যাঙ্কে ব্যবহার হচ্ছে সত্যি, কিন্তু ভবিষ্যতে এটি কোন বিশেষ উৎপাদক যন্ত্রে নিয়োজিত হয়ে যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে না তাই বা কে জোর করে বলতে পারে?

আর একটি যুদ্ধকালীন আবিষ্কার—রেডিও প্যানেল। বাইরে থেকে জাহাজের ডেকে গুলি ছুড়লে এর সাহায্যে চাপ প্রতিরোধ করা যায়। পাছে শত্রুরা জানতে পারে, এই জন্তে রেডিও-এর সাহায্যে কনভয়ের জাহাজ-গুলির মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান পদ্ধতি রহিত করা হয়েছে। সম্প্রতি একপ্রকার আলোর সাহায্যে এই কার্য সম্পন্ন হচ্ছে। এই আলোর রশ্মি এত সূক্ষ্ম যে শত্রু বিমানকে যে পরিমাণ উঁচু দিয়ে উড়তে হয় সেখান থেকে তার লক্ষ্যের মধ্যে আসে না। বর্তমানে কনভয়ের সতর্কতা অবলম্বনের জন্তে এই আলোর ব্যবহার হচ্ছে বটে, ভবিষ্যতে বাণিজ্য জাহাজেও এই প্রথা অনুসরণ করা হবে—তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক শিল্পের কথা ছেড়ে এবার ধাতু শিল্পের দিকে আসা যাক। এলুমিনিয়ামের ব্যবহার একদিন সাধারণ কয়েকটি দ্রব্যের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। বর্তমানে নব নব বৈজ্ঞানিক গবেষণা তার ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছে। এলুমিনিয়ামকে গৃহ-সজ্জার ব্যাপারে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু বর্তমানে এলুমিনিয়াম দিয়ে ঘরের জানালার ফ্রেম তৈরী করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমার মনে হয় এই দিকে এলুমিনিয়ামের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। কারণ এই ফ্রেমগুলি হবে মজবুত, স্থায়ী এবং নাড়াচাড়া করতেও সুবিধে। প্রথম এলুমিনিয়াম দিয়ে বাস্পীয় ট্রেন তৈরী হয় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। তার পর থেকে অনেক গাড়ী তৈরী করা হয়েছে এবং এই ধরনের ট্রেন বেশ চলাচল করছে। ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে আরও এলুমিনিয়াম ব্যৱহৃত হবে। তা ছাড়া এলুমিনিয়াম দিয়ে যে মোটর গাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে ভবিষ্যৎ মোটর গাড়ী শিল্প সংগঠনে অনেকখানি অংশ গ্রহণ করবে এই ধাতুটী।

এই যুদ্ধে অনেক জাহাজ ডুবি হয়েছে। ভবিষ্যতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্তে প্রচুর জাহাজ দরকার হবে। জাহাজ নির্মাণেও এলুমিনিয়াম ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। ছোট ইঞ্জিন দিয়ে এলুমিনিয়াম নিশ্চিত হাল্কা জাহাজ অনেক সময় বাঁচিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারবে। জীবনতরী বা লাইফ বোট-এর দিক থেকেও চিন্তা করবার আছে।

যতদূর জানা গেছে বর্তমানে প্রায় ৭০টি এলুমিনিয়াম নির্মিত জীবনতরী বর্তমান যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। কতকগুলি এই ধরনের জীবনতরী ইউরোপীয় জাহাজে আছে; ইউ-নাইটেড ফ্রন্ট কোম্পানী (আমেরিকা) কয়েক বৎসর যাবৎ কতকগুলি জীবনতরী ব্যবহার করে সন্তোষলাভ করেছেন। হল্যান্ড-আমেরিকা লাইনে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নিউ আমষ্টারডাম ক্ল্যাগ শিপে ২২টি এলুমিনিয়াম জীবনতরী ছিল। এলুমিনিয়াম নির্মিত জীবন-তরীগুলি হাঙ্গা, তাই জাহাজে বহন করা সহজসাধ্য।

কিছুদিন যাবৎ বয়ন-শিল্পেও এলুমিনিয়াম ব্যবহার হচ্ছে। আমার মতে এই ক্ষেত্রে এলুমিনিয়াম ব্যবহার বৃদ্ধি পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে; বিশেষ করে রেয়ন (rayon) এবং নিলন (nylon) এর জনপ্রিয়তা বাড়বার পর থেকে। এই সব বয়ন-শিল্পে এলুমিনিয়ামের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে।

গত যুদ্ধের স্বাভাবিক অবস্থায় নানাভাবে কাঠের ব্যবহার হয়েছে। তা ছাড়া কাঠকে কাঁচা রাসায়নিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করবারও চেষ্টা চলেছে। যুদ্ধের সময়ে আবিষ্কৃত 'কমপ্রেগনেটেড কাঠ' এবং 'প্লাসটি-সাইমড পেপার' বিমান শিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে। এই দুটি বস্তু দিয়ে তৈরী বিমান যেমন মজবুত তেমনি হাল্কা। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় নৌবিভাগ কাঠ দিয়ে টর্পেডো বোটও তৈরী করেছেন; তারপর কাঠ থেকে কাগজ প্রস্তুতের সময়ে উদ্ভূত সালফাইট লিকার

দিয়ে মজা প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা হয়েছে। চীন দেশে পেট্রোলের যে অল্পকল্প তৈরী হয়েছে তাও কাঠ থেকে তৈরী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে টর্পেডো, বিমান শিল্প, মাদক দ্রব্য, বিমানপোতের জালানী প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাঠ একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করবে।

বর্তমান যুদ্ধে নানা রকমের কৃত্রিম রবার তৈরী হয়েছে এবং এই সমস্ত রবার বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করেছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত শক্ত রবার (যা ১০০ ডিগ্রি তাপ সহ্য করতে সক্ষম) ভবিষ্যতে তার ব্যবহার-ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত করে ফেলবে। অধুনা স্পেনে ইক্ষুদণ্ড থেকে কর্কের অল্পকল্প তৈরী হচ্ছে। এইগুলি কর্ক থেকেও বেশী কার্যকরী ও নির্ভরশীল। এর ব্যবহার যদি বৃদ্ধি পায় তা হলে কর্ক শিল্পের ক্ষেত্র অনেক সমৃদ্ধিত হবে।

এই যুদ্ধে অনেক জিনিসের অভাব পূরণের জন্তে অনেক অল্পকল্প তৈরী হয়েছে। একথা অবশ্য ঠিক যে, অল্পকল্প মাত্রেরেই আসল জিনিসের মত কার্যকরী নয়। কিন্তু এই সব অল্পকল্প ভবিষ্যতে যে শিল্প সংগঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বৎসর পেট্রোল থেকে ৮০০,০০০ টন এবং ২০০,০০০ টন শস্যজাত মাদক দ্রব্য থেকে কৃত্রিম রবার উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছে। জাপানও নাকি তার প্রচুর বৃক্ষজাত রবার থেকে পেট্রোল তৈরী করছে। এই দুটি সংবাদ থেকেই বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতে অল্পকল্পগুলি প্রাকৃতিক ও খনিজ

সম্পদের স্থান অনেকাংশে দখল করে শিল্প সংগঠনের নব নব দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে।

গত কয়েক বৎসরে অনেক জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে, অনেক নতুন জিনিস তৈরী ব্যবস্থা হয়েছে। একথা ঠিক যে, আবিষ্কার এবং তৈয়ারি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রয়োজনেই হয়েছে। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, ভবিষ্যতে ঐ সব জিনিস নষ্ট হবে—আমাদের কোন কাজেই আসবে না। আমি সর্বশেষে শুধু একটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে আমার কথার যথার্থতা প্রমাণ করবো। ধরুন ট্যাঙ্কটি শুধু মাত্র যুদ্ধের প্রয়োজনেই নির্মিত হয়েছে এবং ভালভাবে যুদ্ধের জন্তেই এর সংস্কার ও উন্নতি সাধন করা হয়েছে। শান্তির দিনে এই ট্যাঙ্ক যাহুঘরে শোভাবর্দ্ধন করবে না বা গুদাম ঘরে ধূলি সঞ্চার করবে না। এই ট্যাঙ্ক ট্রাক্টারে রূপান্তরিত করবার পরিকল্পনা এখন থেকেই প্রস্তুত আছে। শুধু ট্যাঙ্ক নয়, যুদ্ধের প্রয়োজনে নির্মিত অনেক যান, অনেক যন্ত্রপাতিও ভবিষ্যতে রূপান্তরিত অবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইবে। শিল্প সংগঠনের ভিত্তি বিজ্ঞান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখনই শিল্প-বিপ্লব হয়েছে তখনই দেখা গেছে যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ভিত্তি করেই সেই বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। আজকের পৃথিবীতে যে শিল্পের জয়যাত্রা চলেছে তা বিজ্ঞানকেই অবলম্বন করে। আজকের আবিষ্কারও ভবিষ্যতের জন্তে নব নব সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ...ভবিষ্যতের শিল্প সংগঠন যুদ্ধকালীন আবিষ্কারের ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে দাঁড়াবে।

## আর্থিক জগৎ বার্ষিক সংখ্যা

### প্রবন্ধ

অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যা অর্থনৈতিক বিষয়ে স্ফুটনিত প্রবন্ধরাজিতে সমৃদ্ধ হইয়া আগামী এপ্রিল মাসের শেষভাগে প্রকাশিত হইবে। এই বিশেষ সংখ্যার জন্ম কৃষি, শিল্প, বীমা, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সমরোচিত প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধসমূহ ৫ই এপ্রিলের মধ্যে সম্বাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

### বিজ্ঞাপন

যুদ্ধের জন্ম কাগজ দুপ্রাপ্য ও দুর্মূল্য হওয়ায় আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যায় যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞাপনের স্থান সংকুলান করা সম্ভবপর হইবে না। এই জন্ম বিজ্ঞাপন-দাতাগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা যেন বার্ষিক সংখ্যার বিজ্ঞাপন যথাসম্ভব সত্বর প্রেরণ করেন। বিলম্বে প্রাপ্ত বিজ্ঞাপন ছাপা সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার প্রতিজ্ঞা দিতে অক্ষম।

১২২, বহুবাজার স্ট্রীট,

কলিকাতা

ফোন বি. বি. ৬৩৮২



## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### বিভিন্ন দেশে আবাদী জমির পরিমাণ

কয়েকটি বড় বড় দেশে মাথাপিছু আবাদী জমি ও গো-চারণ জমির পরিমাণ (একর হিসাবে) কত নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :—

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| যুক্তরাষ্ট্র                   | ০.২৮—০.৪০  |
| পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ         | ১.০২—০.৪৭  |
| পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ         | ১.৪৩—০.৫১  |
| রুশ যুক্তরাষ্ট্র               | ২.০৫—৫.৭০  |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবা | ২.৬৬—৪.৪০  |
| ক্যানাডা ও নিউফাউন্ডল্যান্ড    | ৫.০৪—৬.৭৮  |
| অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড    | ৩.৭৪—১৭.৬০ |
| আর্জেন্টাইন-উরুগুয়ে-চিলি      | ৪.৬৪—১৮.৭০ |
| ভারতবর্ষ                       | ১.২৯—০.৫২  |
| চীন                            | ০.৫৫—১.৭৮  |
| জাপান                          | ০.২৩—০.১১  |

### পুষা কৃষি কলেজে ইরাণ হইতে ছাত্র প্রেরণের কথা

একটি ইরানী সংস্কৃতি মিশন বর্তমানে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতেছেন। উক্ত মিশনের নেতা সম্প্রতি সাংবাদিকগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইরাণ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষের পুষা কৃষিবিভাগে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা লাভের জন্য শীঘ্রই তেহারাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন প্রেরণ করিবেন।

### কেন্দ্রীয় ভাগ সেবরেটরী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

প্রকাশ, ভারত গভর্নমেন্টের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগ একটি কেন্দ্রীয় ভাগ সেবরেটরী স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। আরও প্রকাশ, বর্তমান সময়ে একখানি ভারতীয় ভৈষজ্য-তত্ত্ব প্রণয়নের বিষয়ও তাঁহার আলোচনা করিতেছেন। এই বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য গভর্নমেন্ট শীঘ্রই দিল্লীতে ড্রাগস টেকনিক্যাল এডভাইসারী বোর্ডের একটি বৈঠক আহ্বান করিবেন। বাঙলা হইতে ডাঃ বি সি ওহ. মিঃ এম এল প্রফ (ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি), মিঃ পি দাস (বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল এসোসিয়েশন), ডাঃ এ কে সেন (ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন), ডাঃ বি মুখার্জি (বাইওকেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজেশন সেবরেটরী এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্থ-এর ডিরেক্টর) এই সভায় যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

### ধীবর ও কুস্তকারদের সাহায্য দানের পরিকল্পনা

প্রকাশ, অত্যাবশ্যক ধীবর ও কুস্তকারদের সাহায্যের জন্য বাঙলা সরকার তাহাদিগকে নৌকা সরবরাহের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

সরকারী বকনানীতির ফলে যে সকল জেলের নৌকা প্রথমেই সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহাদের বিষয়ই সর্বপ্রথম বিবেচনা করা হইবে। অতীত অঞ্চলের অধিবাসীদিগকেও অবশ্য এই সুবিধা দেওয়া হইবে। এতোক জেলেকেই কিস্তিবন্দী হিসাবে নৌকার দাম দিতে হইবে। তবে ছয়-মাস কাল বিনা মূল্যে নৌকা ব্যবহার করিতে দিবার পর ব্যবহারকারী জেলের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে। তদন্তের ফলে যদি প্রকাশ পায় নৌকার দাম দিবার সম্ভাবিত্য ব্যবহারকারীর নাই, তাহা হইলে উক্ত নৌকা বিনামূল্যেই তাহাকে দান করিয়া দেওয়া হইবে। প্রকাশ, স্থানীয় অফিসারদিগকে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করিতে বলা হইয়াছে। নৌকা বিতরণ কেন্দ্রে বাইরা অত্যাবশ্যক লোকেরা যাহাতে নৌকা গ্রহণ

করিতে পারে তৎক্ষণ তাহাদিগকে বাতায়ান্তর ভাড়া দেওয়া হইবে। বড় বড় ও মূল্যবান নৌকাগুলি মাতব্বর অর্থাৎ জেলদের মধ্যে মোড়ল-পোছের লোকদিগকে অল্পরূপ সর্বোৎকৃষ্ট দেওয়া হইবে।

### মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীদের উপর নির্দেশ

সম্প্রতি কলিকাতা মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী সমিতির সভ্য ও অন্যান্য বহু ব্যবসায়ীদের এক সভায় সাধারণভাবে সকল বস্ত্রব্যবসায়ীকেই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, পাইকারী কারবারে তাঁহারা যেন কলের নির্দিষ্ট দর অপেক্ষা শতকরা ১০ টাকার বেশী ও খুচরা কারবারে শতকরা ২০ টাকার বেশী লাভ না লন ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ মানিয়া চলেন।

# ইহাউজ

উদ্ভিদাচার্যের উপস্থিতি

## নাসিওরেঙ্গা

বর্তমান যুগে বাঁচতে হ'লে চাই—  
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে টাকা জমান—

## ইষ্টার্ন মার্চেন্টস ব্যাঙ্ক লিঃ

এবিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

সুদক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হইতেছে।

২২৪, হারিসন রোড,  
কলিকাতা

● ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
● মিঃ মামিনী বিশ্বাস।

## ক্যানক্যাট মিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি: ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৫১, হারিসন রোড

শাখাসমূহ :—

বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, মিরকাহিম, ভাগলপুর, বোলাঙ্গীর ও কাটাবজী (পাটনা টেট), হারভাঙ্গা, নাখনগর, মারামগঞ্জ, লাহোরিয়াসরাই ও মারামগঞ্জ (সি, পি), পাটনা, আরামবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

## ৪৯ ঘণ্টায় ক্যানাডা হইতে ভারতবর্ষ

একখানি "লিবারেটর" বোম্বার্ক সম্প্রতি পূর্ব-ক্যানাডা হইতে ৪৯ ঘণ্টা ৩২ মিনিটে করাচীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে বোম্বার্ক-খানি ৮,৫০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছে। এই বোম্বার্কখানিতে বিমানের অংশ এবং বেতার বস্তু আসিয়াছে।

## শ্রী রামস্বামী কার্যকাল বৃদ্ধি

ভারত সরকারের সরবরাহ সচিব শ্রী রামস্বামী মুদালিয়রের কার্যকাল আরও ৫ বৎসরের জন্য বর্ধিত করা হইয়াছে। শ্রী জেরিমি রেইস-ম্যানের কার্যকালও এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

## চাষের বলদ ক্রয়ের জন্য ঋণদানের প্রস্তাব

প্রকাশ, হুঃস্ব কৃষকেরা বাহাতে চাষের বলদ ক্রয় করিয়া পুনরায় চাষ আবাদে কাজ আরম্ভ করিতে পারে তজ্জন্ত বাল্লা সরকারের কৃষি বিভাগ সুবিধাজনক সর্বো কৃষকগণকে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

## ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণের হিসাব

গত ২রা মার্চ তারিখে যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে নিম্নলিখিত ঘাটতি অঞ্চলে মোট ৩৪ হাজার টন খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হইয়াছে :—  
তন্মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে ১২,৭০০ টন, বোম্বাইয়ে ৬৮০০ টন ও বাল্লায় ৬১০০ টন প্রেরণ করা হইয়াছে।

## যুদ্ধ-বীমা সম্পর্কে নুতন আডনাঙ্ক

১৯৪২ সালের যুদ্ধ-বীমা (কারখানা) অর্ডিন্যান্স অনুসারে যে সমস্ত বীমাপত্র ইস্যু করা হইয়াছে, সেই সমস্ত বীমাপত্রের মেয়াদ বাড়াইয়া দিবার এবং ১৯৪৩ সালের যুদ্ধ-বীমা (নদীতে চলাচলকারী জাহাজ) অর্ডিন্যান্স সংশোধনের অন্তর্গত একটি নুতন অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে।

## রেশন হিসাবে গমের সহিত যব দিবার ব্যবস্থা

প্রকাশ, আগামী মরশুমে গমের কলম অল্প হইবে এই আশঙ্কা করিয়া ভারত সরকার গমের

সহিত যব দিবার ব্যবস্থা করিয়া রেশনের ঘাটতি পূরণের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইরাক হইতে যব আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানীর চেষ্টাও চলিতেছে। গম এবং ডাল নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইবে।

## যুদ্ধোত্তর বিমান ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা

ব্রিটিশ বৈদেশিক বিমান ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাইরেক্টর নোন্স সম্প্রতি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দিনরাত অবিশ্রামভাবে বিমান চালনা করিলে ইংল্যান্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছিতে মাত্র দুই দিন লাগিবে। তবে আরাম করিয়া বাহারা দেশ ভ্রমণ করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকিবে, তাঁহারা এক এক দিনে এক একটি নুতন দেশে বিশ্রাম করিয়া ৫ দিনে ইংল্যান্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছিতে পারিবেন। এই দূরপাল্লার যাত্রীবহনে খুব সম্ভব পুচ্ছহীন বিমান ব্যবহৃত হইবে। এই ধরনের বিমানে বেশী

## ব্যাঙ্ক ২

## নিরাপদ এবং নির্ভরশীল সংস্থানার্থ

## ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

স্থাপিত

১৯৩০ ইং

শাখা অফিস :—

বাংলায়—

কলিকাতা, শ্রীমবাজার  
বড়বাজার, বালীগঞ্জ  
কলকাতা ট্রাষ্ট, ট্র্যাণ্ড রোড  
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ  
মিরকাডিম, করিমপুর  
রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া  
গোপালদি, কুমিল্লা  
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা  
আসামসোল।

আসামে—

গৌহাটি, টেংলা  
জোড়হাট, বদরপুর  
সিলেট, করিমগঞ্জ  
গোলাঘাট।

সি, পি—

নাগপুর, ইটওয়ারী  
রায়গড়, রাজনন্দগাঁও

ইউ, পি—

বেনারস, সোনারপুর

বিহারে—

পাটনা

উড়িষ্যায়—

বামরা

হেড অফিস :—১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

টেমিং:

Payment

হিজ হাইনেস রায়গড় এবং বামরার মহারাজা স্যার এস পি-  
রাধাকৃষ্ণ, মি: এ কে কঙ্কলুল হক, ড: শ্রীমাশ্রী  
মুখার্জী, মি: জি এন বরহলী, মি: এন সি চ্যাটার্জী, মি:  
ভূষারকান্তি ঘোষ, মি: এস কে সেন, আই-সি-এস এবং  
ভারতের অন্যান্য মনোবিগণ বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাঙ্কের শাখা  
অফিসের উদ্বোধনে শুভেচ্ছা এবং সহায়ত্ব জ্ঞানাইয়াছেন।

## ডিরেক্টরগণ

মি: এস পি মুখার্জী, মি: এম সি চক্রবর্তী, এম-এ, বি এল,  
মি: এস পি বড়ুয়া, মি: এস আর সরকার, মি: বি  
এন দাসগুপ্ত, মি: এইচ আর চৌধুরী, মি: পি চক্রবর্তী ও  
রায় বাহাদুর জয়রাম ভেলজি—এই সকল লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ  
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন।

## মূলধন

অনুমোদিত ... ১,০০,০০,০০০ কোটি  
বিক্রয়ীকৃত ... ৭০০,০০০ লক্ষের উপর  
আদায়ীকৃত (২০-২-৪৪) ৪,৯০,০০০  
কার্যকরী—অর্ধ কোটি টাকারও বেশী

ডিপজিট

চলতি

সেভিংস

স্বামী আমানত

শতকরা সুদ

১০ আমা

১১০

৪

লভ্যাংশ

৭১০

গত তিন বৎসর যাবৎ

স্বামীভাবে ৭১০ টাকা

হি সা বে ল ভ্যাংশ

দেওয়া হইতেছে।

সকল রকম ব্যাঙ্ক কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ এন সি দত্ত, এম-এ, বি-এল

সংখ্যক বাজীর স্থান হইবে এবং ভাড়াও কম পড়িবে। তাহা ছাড়া এই ধরনের বিমানের গতিবেগও অনেক বেশী।

### ভূগলী শিল্প কেন্দ্রে রেশনিং প্রবর্তন

ভূগলী শিল্প অঞ্চলসমূহে, অর্থাৎ উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যাল এলাকা পর্যন্ত, রেশনিং প্রবর্তনের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমগ্র অঞ্চলটিকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, আগামী ৩রা এপ্রিল হইতে উক্ত অঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে।

### বর্ধমান রেশনিং

প্রকাশ, আগামী মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে বর্ধমান সহরে রেশনিং চালু করা হইবে। আরও জানা গিয়াছে যে, জেলা জজকে সভাপতি করিয়া একটি টাউন কুড় কমিটি গঠন করা হইবে এবং উক্ত কমিটীই রেশনিং সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

### কর্জ ও ইজারা সরবরাহের হিসাব

প্রেসিডেন্ট কন্সল্টেন্ট সম্প্রতি কর্জ ও ইজারা সম্পর্কে কংগ্রেসের নিকট যে বিবরণী পাঠাইয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৩ সালের শেষে আমেরিকার মোট সামরিক ব্যয়ের শতকরা ৮৬ ভাগ শস্ত্র বাহিনী ও দেশরক্ষায় লাগিয়াছে এবং ১৪ ভাগ কর্জ ও ইজারা সাহায্যরূপে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহকে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্জ ও ইজারা হিসাবে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৯৯৮ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। ১৯৪৩ সালে কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থার মূলে মোট ১১৭৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের জব্যসম্ভার সরবরাহ করা হয়। ১৯৪২ সালের জুলাইর গত বৎসর ব্রিটেনের সরবরাহ শতকরা ১০০ ভাগ, রাশিয়ার শতকরা ১১৪ ভাগ, আফ্রিকার ও মধ্য প্রাচ্যের শতকরা ১২৯ ভাগ এবং চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সরবরাহ শতকরা ৭৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

### কর্জ-ইজারা ও ভারতবর্ষ

১৯৪১ সালের ১১ই মার্চ হইতে ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্জ ও ইজারা অমূল্যে ভারতবর্ষে ৮১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫২ হাজার ডলার মূল্যের সমরসম্ভার প্রেরণ করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের রপ্তানী ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালের মোট রপ্তানীর শতকরা ৭০ ভাগ বেশী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থার শুরু হইতে ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষে ২৫ কোটি ডলার মূল্যের কৃষিজাত জব্য পাঠান হইয়াছে। তাহা ছাড়া যানবাহন ও কারিগরি, সরঞ্জাম, মাল-গাড়ী ও রেল ইঞ্জিন প্রভৃতি পাঠান হইয়াছে। কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থার সাহায্যে সাহায্যদান কেবল এক তরফাই হয় নাই, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সমর প্রচেষ্টায় ভারতের কাঁচামাল রপ্তানী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। থলিয়া তৈয়ারীর পাট কেবলমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই আমদানী করা হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ হইতে রেডিও যন্ত্র নির্মাণের জন্তও অল্পাধিক দ্রব্য আমদানী করা হইতেছে।

### শল্য চিকিৎসায় প্লাস্টিকের ব্যবহার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বিভাগের ডাক্তারেরা যে সকল আহত সৈন্যের মুখে ক্ষত চিহ্ন হইয়াছে তাহাদের চিকিৎসাকার্যে প্লাস্টিক ব্যবহার করিতেছেন। দুই শতটি ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক চিকিৎসাকার্য চালাইয়া শতকরা ৮০টি ক্ষেত্রে সফল পাওয়া গিয়াছে। শল্য চিকিৎসায় প্লাস্টিকের এই ধরনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নতুন।

### বিভিন্ন প্রদেশে দুগ্ধ ব্যবহারের হার

ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে প্রতিশত একর কবিত জমিতে গবাদি পশুর সংখ্যা, মাথাপিছু

দুগ্ধোৎপাদনের হার ও মাথাপিছু দুগ্ধ ব্যবহারের হার নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

| প্রদেশ           | পশু সংখ্যা | দুগ্ধের উৎপাদন |         | দুগ্ধের ব্যবহার |         |
|------------------|------------|----------------|---------|-----------------|---------|
|                  |            | (আউন্স)        | (আউন্স) | (আউন্স)         | (আউন্স) |
| পাঞ্জাব          | ৫৮         | ১৮'৩           |         | ৯'৯             |         |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ৮৩         | ৬'৪            |         | ৩'২             |         |
| মধ্য প্রদেশ      | ৫০         | ৬'১            |         | ৩'৮             |         |
| যুক্তপ্রদেশ      | ৯০         | ৪'৭            |         | ৫'০             |         |
| বোম্বাই          | ৩৫         | ৪'৭            |         | ৪'০             |         |
| মাদ্রাজ          | ৭৫         | ৩'৬            |         | ১'৬             |         |
| বঙ্গদেশ          | ১১২        | ৩'৯            |         | ১'৯             |         |
| আসাম             | ৯৮         | ১'৪            |         | ২'২             |         |

## সাবান

## প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :— ১৩২৭ অকিস

— ১৫২২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—“চীনাঙ্গাটী”

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিত্রোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভুলিলাভ করুন।

## বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এণ্ড এক্সেক্টিভ্‌স্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

## মাইকা ও মাইকানাইট !

বর্তমানে যদিও আমাদের প্রস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যই সম্মিলিত মিত্রপুঞ্জের সামরিক প্রয়োজনে সরবরাহ করা হইতেছে, তবুও কিছু উদ্বৃত্ত দ্রব্য সাধারণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধান্তে সামরিক প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আমাদের প্রস্তুত অতি উত্তম দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

## মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

## যুদ্ধোত্তর যুদ্ধানীতি পরিকল্পনা

যুদ্ধোত্তর যুদ্ধানীতি সম্পর্কে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল এবং আমেরিকার পরিকল্পনা বিবেচনার করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ৪৪টা রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণলিপিও কিছু দিন পূর্বে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যায় পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্রিটিশ ও আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। উভয় রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদের কারণ কিছুটা দূর হইয়াছে কিনা জানিতে পারা যায় নাই; তবে “ফিনাসিয়াল টাইমস” পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, এ-সম্পর্কে শীঘ্রই আবার আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হইবে।

## বিভিন্ন দেশে মার্কিন অর্থনৈতিক মিশন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “ফরেন ইকনমিক এডমিনিস্ট্রেটর” মি লিও টি ক্রাউলি সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে দ্রব্য-সম্ভার ক্রয় ব্যবস্থা স্বাধীন করিবার জন্য এবং যেখানে প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যে সহায়তা করিবার জন্য ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত-বর্ষ, চীন, অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্নদেশে মার্কিন অর্থনৈতিক মিশন প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, ১৯৪০ সালে নগদ মূল্যে বিভিন্ন দেশ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৮০ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারের ষাট, খনিজ-দ্রব্য, খাদ্যসম্ভার এবং বস্তাদি ক্রয় করিয়াছে।

## ভারত সরকার কর্তৃক শস্তাভ্যন্তর গঠন

প্রকাশ, জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য ভারত সরকার করাচীতে একটি শস্তাভ্যন্তর গড়িয়া তুলিতেছেন। এই ভাণ্ডারে কয়েক লক্ষ টন খাদ্য-শস্তা মজুত রাখা হইবে। প্রকাশ, আরও দুইটি কেন্দ্রে এইরূপ খাদ্যশস্তা ভাণ্ডার গঠন করা হইবে।

## যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের খাদ্য পরিস্থিতি

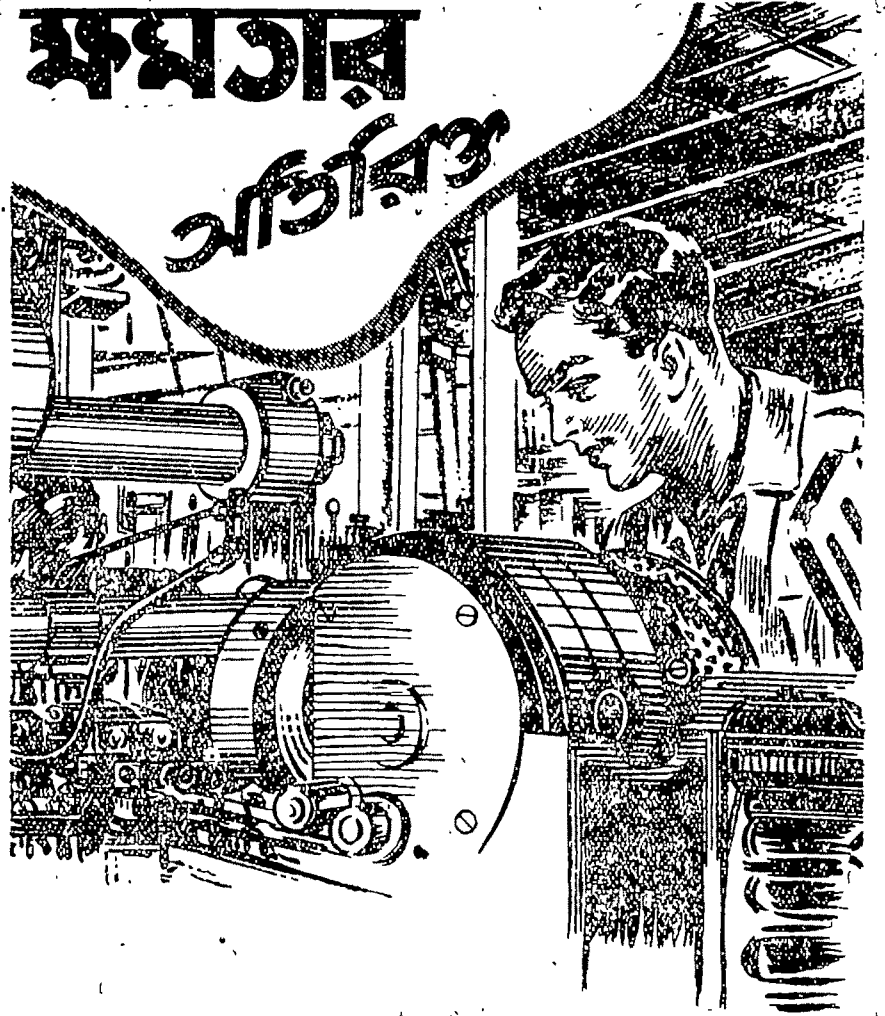
যুদ্ধোত্তর ইউরোপের কৃষি পুনর্গঠন সম্পর্কে যে মিত্রপক্ষীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে তাহার অধ্যক্ষ স্যার জন রাসেল মন্তব্য করিয়াছেন যে, পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে ব্রিটেন যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা সাকল্যের সহিত কার্যে পরিণত করা হইলেও যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটেনকে প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভারের শতকরা ৫০ ভাগ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে।

## যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব

গত আশ্বিনী মাসে বিলাতের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির চেয়ারম্যানগণ যে বার্ষিক বিবরণী এবং বক্তৃতা দান করিয়াছেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়া লণ্ডনের “গানডে টাইমস” পত্রিকার অর্থনীতির সম্পাদক-দেখাইয়াছেন যে, অধিকাংশ বড় ব্যাঙ্কই যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্যে ব্যাঙ্কের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াছেন এবং উক্ত কার্যে ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে মূলধন বিনিয়োগের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকাংশ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষই স্বীকার করিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তরকালেও কোন কোন

# ক্ষমতার

## অভিযুক্ত



আরো, আরো বেশি উৎপাদন আজ সারা ভারতের এবং সমস্ত সম্মিলিত জাতিব একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে ভারতের সর্বত্র প্রত্যেকটি কারখানায় যে-পরিমাণ মাল উৎপন্ন হচ্ছে, যুদ্ধের আগে তা কখনোই সম্ভব মনে হতো না। এই সাকল্যের মূলে আছে অনেক কারণ। কিন্তু তার মধ্যে শ্রমিকরা যে আজকাল যুদ্ধের বাড়তি কাজের উপযোগী কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারছে এটাই একটা মস্ত কথা। আর এখানেই দেখা যায় ভারতীয় চায়ের কৃতিত্ব। শত শত কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের চা খেতে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, কমে-যাওয়া মনোযোগ এতে আশ্চর্যকর ফিরে আসে।



# চা খেয়ে

## ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 232



একাত্ত আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতি রক্ষা করিয়া চলার প্রয়োজন হইবে।

### বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ ও তাঁত শিল্প

সম্প্রতি টেক্সটাইল কমিশনার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন প্রতিষ্ঠানে যদি ২৫ খানির কম বস্ত্র-চালিত তাঁত থাকে তাহা হইলে উহার উৎপন্ন বাল বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশের আওলে পড়িবে না। তবে ২৫ খানি বা তদতিরিক্ত সংখ্যক তাঁত থাকিলে আপাদী ১লা মে হইতে উহার উপর বস্ত্র ও সূতা নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রযুক্ত হইবে। উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকেও উৎপন্ন বস্ত্রের উপর মূল্যের ছাপ আঁকিয়া দিতে হইবে।

### যুক্তপ্রদেশের গুড় সমস্যা

যুক্তপ্রদেশের প্রয়োজন মিটাইয়াও উক্ত প্রদেশে প্রায় ২ লক্ষ টন গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। গুড় রপ্তানীর সমস্যা লইয়া যুক্তপ্রদেশ খুব বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনার কলে স্থির হয় যে, কেন্দ্রীয় মাল হইতে মে মাসের মধ্যে প্রতি মাসে যুক্তপ্রদেশ হইতে ৪৭ হাজার টন গুড় অত্যন্ত প্রদেশে রপ্তানী করা হইবে। প্রকাশ যুক্ত প্রদেশের গভর্নমেন্ট ক্ষয় মূল্য প্রতি মণ ৮ টাকা দরে ৩ লক্ষ মণ গুড় অত্যন্ত প্রদেশে বিক্রয় করিবেন। ইহাতে ৬ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। যুক্তপ্রদেশ হইতে যে সকল গুড় অত্যন্ত প্রদেশে প্রেরণ করা হইতেছে তাহা বিভিন্ন প্রদেশে অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রয় হইতেছে। যুক্তপ্রদেশের গভর্নমেন্ট গুড়ের উপর অল্প কিছু রপ্তানী শুদ্ধ বসাইবার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

### বিদেশে কয়লা রপ্তানীর সমালোচনা

সিংহলে ও মধ্য প্রাচ্যে প্রতি মাসে এক লক্ষ টন কয়লা রপ্তানী করিবার যে প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার দিয়াছেন, বিভিন্ন বণিক সমিতির পক্ষ হইতে তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ জানান

হইয়াছে। কয়লার অভাবে দেশের জনসাধারণের অসুবিধার অন্ত নাই, কয়লার অভাবে রেলগাড়ীর সংখ্যা হ্রাস করা হইতেছে, তবু এই সময় বিদেশে কয়লা রপ্তানী করা যে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

### যুদ্ধকালে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। শিল্পের উন্নতি বাঙ্গলা ও বোম্বাই প্রদেশেই সর্বাধিক বেশী হইয়াছে। যুদ্ধকালে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৩৯ সালের সংখ্যা অপেক্ষা বোম্বাইয়ে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ২০০, বাঙ্গলাদেশে ১ লক্ষ ৩ হাজার, যুক্তপ্রদেশে ৭৪ হাজার এবং মাদ্রাজে ৫০ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে ১৯৩৯ হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দেওয়া হইল :—

(এক হাজারের হিসাবে)

| সরকারী কারখানা          | ১৯৩৯    | ১৯৪০  | ১৯৪১  | ১৯৪২  |
|-------------------------|---------|-------|-------|-------|
| (১) স্থায়ীভাবে নিযুক্ত | ১৩১     | ১৬৮   | ২১২   | ২২২   |
| (২) সাময়িকভাবে নিযুক্ত | ১'৪     | ১     | ০'২   | ০'৬   |
| অস্থায়ী কলকারখানা      |         |       |       |       |
| (১) স্থায়ীভাবে নিযুক্ত | ১৩২২    | ১৩৮০  | ১৬৩১  | ১৬৮৭  |
| (২) সাময়িকভাবে নিযুক্ত | ২৮২     | ২২৫   | ৩০৫   | ৩০০   |
| মোট—                    | ১,৭৫১'৪ | ১,৮৪৪ | ২,১৫৬ | ২,২৮২ |

নিম্নে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দেওয়া হইল :—

(১ হাজারের হিসাবে)

| শিল্প                     | ১৯৩৯ | ১৯৪০ | ১৯৪১ | ১৯৪২ | ১৯৩৯ সালের তুলনায়<br>১৯৪২ সালে শতকরা<br>বৃদ্ধির হার |
|---------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------|
| বস্ত্র শিল্প              | ৮১৭  | ৮২২  | ২৫৩  | ২৬৫  | ১৮                                                   |
| ইঞ্জিনিয়ারিং             | ১৪৮  | ১৫২  | ২০৪  | ২২৪  | ৫১                                                   |
| খনি এবং বাতু শিল্প        | ৫৫   | ৬২   | ৭৬   | ৮২   | ৪৯                                                   |
| খাদ্য-পানীয়-ভাতাক শিল্প  | ২৭   | ২০৪  | ১২০  | ১২১  | ২৫                                                   |
| রং ও রসায়ন শিল্প         | ৫৬   | ৫৭   | ৭১   | ৭৩   | ৩০                                                   |
| কাগজ ও মুদ্রাবস্ত্র শিল্প | ৪৪   | ৪৬   | ৪৮   | ৪৯   | ১১                                                   |
| কাঠ-পাথর-কাঁচ শিল্প       | ৫২   | ৫০   | ৭৮   | ৮২   | ৫৮                                                   |
| চর্ম শিল্প                | ১৩   | ১৮   | ২৪   | ৩০   | ১৩১                                                  |
| বিবিধ                     | ২০   | ২২   | ৩৫   | ৩৮   | ৯০                                                   |

## সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

এবংসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭.৫ লভ্যাংশ দিয়াছে

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪০.৫

—শাখাসমূহ—

- |                    |                  |               |                         |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| (১) শ্যামবাজার     | (৫) কাঁচড়াপাড়া | (৯) দিনাজপুর  | (১৩) দুবরাজপুর (বীরভূম) |
| (২) বক্ষিণ কলিকাতা | (৬) ভাটপাড়া     | (১০) মৌলভানগর | (১৪) সিরাজগঞ্জ          |
| (৩) নিউমার্কেট     | (৭) হিলি         | (১১) সৈয়দপুর | (১৫) কুচবিহার           |
| (৪) নৈহাট          | (৮) বালুরঘাট     | (১২) রংপুর    | (১৬) বেনারস             |
|                    |                  |               | (১৭) এলাহাবাদ           |

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা : ২১২৫ ও ৬৪৮৩

## শিলং ব্যাঙ্ক

—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলসলী স্ট্রীট, কলিকাতা  
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলম্বিত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০  
আদায়কৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫  
আমানত—৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যক্ষনাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোপায় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
স্বাভাবিক কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুলক্ষ্যানে জানা যার  
শাখা—বড়বাজার ও শ্যামবাজার (কলিকাতা),  
মারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা।

পে-অফিস : মিরকাচিম

গ্রন্থনাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ



## নবেম্বর মাসের বহির্কাণ্ড

গত নবেম্বর মাসে ভারতের আমদানী-রপ্তানী কাণ্ড সম্পর্কে যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ৯ কোটি ৭২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য আমদানী করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে মোট ২২ কোটি ৯০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। রপ্তানী মালের মধ্যে

১৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মাল ভারতে উৎপন্ন এবং ৩ কোটি ২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশজাত মাল প্রথমতঃ ভারতে আমদানী করিয়া পুনরায় বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে।

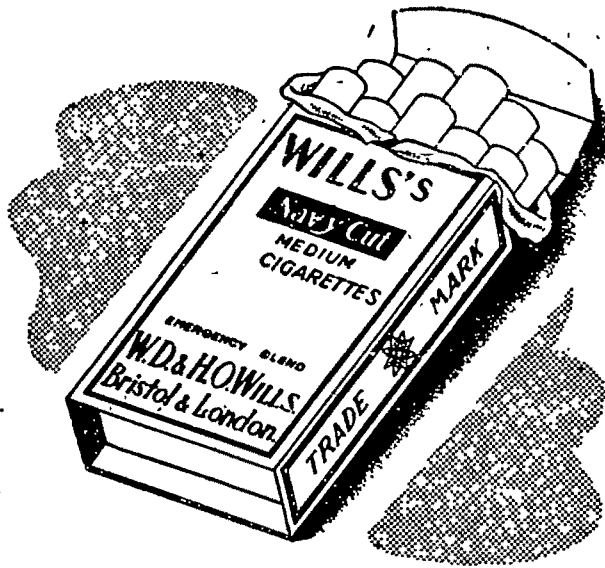
## কেন্দ্রীয় শিল্প কমিশন গঠনের পরিকল্পনা

প্রকাশ, যুক্তোত্তর ভারতের জঙ্গ একটি শিল্প পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি শিল্প কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কমি-

শনের কার্যতালিকা খুব ব্যাপক হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কোন্ এলাকায় কোন্ শিল্প প্রতিষ্ঠা করাপেক্ষা সুবিধাজনক কমিশন তাহাও বিবেচনা করিবেন। এতদ্ব্যতীত শুদ্ধ নীতি, শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন সম্পর্কে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অবস্থা এবং আর্থিক নিরাপত্তা সম্পর্কেও কমিশন বিবেচনা এবং সুপারিশ করিবেন। একজন ভারতীয়কে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইবে এবং আপাততঃ তাঁহাকে কেন্দ্রীয়



“মূল্যের বিনিময়ে ইহা হৈ সন্মোহকৃষ্ণে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

সরকারের শিল্প সম্পর্কিত উপদেষ্টা বলিয়া অভিহিত করা হইবে। কমিশন যে সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন তৎসম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই তাঁহার প্রধান কাজ হইবে। এসম্পর্কে ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতিগণের মতামত বহুতরু আনিতে পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আপাততঃ ভারতীয় শিল্পের গলদ এবং অসুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কে রিপোর্ট রচনা কার্যের মধ্যেই প্রস্তাবিত কমিশনের কার্য সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করার ভার স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির অঙ্গই মূলতঃবী রাখা উচিত। তাঁহাদের মতে ভারত সরকারের শিল্প স্থাপন, বিভিন্ন শিল্পের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য একটি স্থায়ী শিল্প কমিশন থাকা দরকার।

### গাজিয়াবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন অফিস গৃহ

প্রকাশ, গাজিয়াবাদে ২০০ কেরানীর বাসস্থান এবং ২৫ হাজার ফুট স্থানযুক্ত অফিসগৃহ নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। গত বৎসর জুলাই মাসে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাতে ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে গাজিয়াবাদে ৬০টি অফিসারদের বাসগৃহ এবং ১০০০ কেরানীর বাসগৃহ নির্মাণের কথা উল্লেখ ছিল। গাজিয়াবাদ দিল্লী হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত পরিকল্পনা বর্তমানে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দিল্লী বিমান ঘাঁটি হইতে কিছু দূরে কুতুব রোডে ১০০০ কেরানীর থাকিবার মত গৃহ নির্মাণ করা হইবে। অবশ্য এই প্রচেষ্টার ফলে দিল্লী সহরে কেরানীদের বাসগৃহের অভাব দূর হইবে না। মিন্টো রোড ব্রিজ এবং হার্ডিঞ্জ এভিনিউ-এর মধ্যবর্তী স্থানেও ১৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে ২০০ কেরানীর বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণের কথা বিবেচনা করা হইতেছে।

### কুটীর শিল্প ও কার্যকরী শিক্ষা

সম্প্রতি যুক্ত প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের অর্থ-নৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির সভার জীলোকদের জন্য কুটীর শিল্প সংগঠন এবং জ্বলের ছাত্রছাত্রীদিগকে অর্থকরী বিভাগ শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া হইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

### যুক্ত প্রদেশে কো-অপারেটিভ আন্দোলন

গতবৎসর যুক্ত প্রদেশে কো-অপারেটিভ আন্দোলন যথেষ্ট প্রকার লাভ করিয়াছে। কো-অপারেটিভ সমিতির সংখ্যা, কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ এবং সভ্যদের চাঁদার পরিমাণ যথাক্রমে ১৭০১৭ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৫৫৫, ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ১৩,৭৮০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি, ২৪ লক্ষ ৭৪,৭৭৪ টাকা এবং ১২ লক্ষ ৯১, ৫৪০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৩ লক্ষ ৪৯,০৬৬ টাকা হইয়াছে।

### ভারতীয় শর্করা শিল্পের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি কাণপুরে সুগার সিণ্ডিকেটের সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের সুগার কর্পোরেশন মিঃ এন সি মেটা ভারতীয় শর্করা শিল্পের আওতাভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেন। আগামী তিন বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চিনি উৎপাদন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং চিনির কলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বাহাতে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান হয় গভর্নমেন্টও তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। সম্প্রতি ভারতীয় চিনি ব্যবসায়ী সমিতির সভার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, প্রতি বৎসর হাতে-কলমে কাজ শিখিয়া আসিবার জন্য ২৫ জন ইঞ্জিনিয়ার ও কেমিস্টকে এক বৎসরের জন্য বিলাতে পাঠান হইবে।

### আমেরিকার বিলাতের শিল্প প্রতিনিধি দল

প্রকাশ, যুক্তোত্তর পুনর্গঠনকালে বাহাতে আধুনিকতম নির্মাণ কৌশল এবং নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি কাজে লাগান যায় তৎক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিলাত হইতে একদল প্রতিনিধি আমেরিকার গিয়াছেন।

### যুক্ত প্রদেশে যৌতুক নিবারণী আইন

বিবাহে যৌতুক গ্রহণ নিবারণের উদ্দেশ্যে যুক্ত প্রদেশে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। বিবাহের তিন বৎসর পূর্ব হইতে বিবাহের তিন বৎসর পর পর্যন্ত কোন প্রকার যৌতুক লওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, এই আইনে যৌতুক গ্রহণ কার্যকেই অপরাধমূলক বলা হইয়াছে—যৌতুক দানকে নহে; কারণ যে যৌতুক দেয় সে চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া দেয়।

### শ্রমিক কল্যাণ পরিকল্পনা

ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য সমাজ-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি সম্বলিত একটি পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। ডাঃ ডি ডি রিপ, আই-সি-এস এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং মিঃ এল আর দেশপাণ্ডে, ডাঃ আম্বেদ মুক্তার, মিঃ বি পি আদারকর কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

= শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠা =

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—রায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর, নাগপুর (সি. পি.)

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,

জেনারেল ম্যানেজার।

বাংলার লবণে

বাংলার অভাব দূর হউক।

## শেয়ার বিক্রয়ার্থ

ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

## বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ

হেড অফিস :—৬ ও ৭নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

কারখানা—আচার্য্য রায়লগর, কাঁধি সমুদ্রতীর

বাংলা সরকারের কাঁধি ও ভদ্রলোক কেন্দ্রের লবণের এজেন্ট

কেন্দ্রীয় সরকারের লবণ বিতরণের শুদ্ধ-রহিত লবণের মনোনীত পরিবেশক

বাংলার বৃহত্তম কারখানা, আধিক্যম উৎপাদনে

বাজারের সর্বশ্রেষ্ঠ লবণ

ডিভিডেণ্ড প্রদানে শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে

[“এই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারতরক্ষা আইনের ২৪-এ দ্বারা অনুমোদিত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এতৎসম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, এই সম্ভাবিত দানের দ্বারা ভারত সরকার ইহাদের কোন পরিকল্পনার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অথবা তৎসম্পর্কে প্রদত্ত কোন বিবৃতি বা মতামতের যথার্থতার কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।”]

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য

এজেন্ট আবশ্যিক।

## কেন্দ্রীয় পরিষদে গভর্ণমেন্টের পরাজয়

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে গভর্ণমেন্টের আরও তিনবার পরাজয় হইয়াছে। গত ১৩ই মার্চ মিঃ আব্দুল কোয়ামুম (কংগ্রেস) বড়লাটের শাসন পরিষদ বাবদ ব্যয় কমাইয়া এক টাকা করিবার জন্ত যে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন উহা ৫০-৪৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। পরদিন মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে স্তার ইয়ামিন খাঁ সরকারী ব্যয়সমূহ পরীক্ষা করিয়া কি তাবে ব্যয় স্ফোট করা যায়-তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যদের লইয়া একটি কমিটি নিয়োগের জন্ত এক ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, উহা ৫৫-৪৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। গত ১৫ই তারিখ স্বরাষ্ট্র বিভাগের দাবী হইতে ১০০ টাকা ছাঁটাইয়ের একটি প্রস্তাব ৫৩-৪৪ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

## সমগ্র বাঙ্গলায় চিঠিপত্র সেন্সরের ব্যবস্থা

সম্প্রতি একটি প্রেসনোট প্রকাশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, ভারতের বাহিরে প্রেরিত সামরিক বিভাগের ডাক ও চিঠিপত্র সেন্সর করা ছাড়াও আসাম এবং বাঙ্গলাদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরে যে কোন স্থানে প্রেরিত অসামরিক চিঠিপত্র কিছুদিন বাবৎ সেন্সর করা হইতেছিল। এখন হইতে বাঙ্গলাদেশের যে কোন স্থানে প্রেরিত চিঠিপত্র সেন্সর করা হইবে। শত্রুর হস্তে কোন

গোপনীয় সংবাদ পৌছিতে পারে এরূপ আশঙ্কা করিয়াই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। উক্ত প্রেসনোটে জনসাধারণকে অস্বরোধ করা হইয়াছে তাঁহারা যেন তাঁহাদের চিঠিপত্রে সৈন্তদের গতিবিধি, কোন অঞ্চলে সৈন্তের উপস্থিতি, সামরিক যানবাহন সম্পর্কিত সংবাদ, বিমান বাটী এবং সেনানিবাসের অবস্থান সম্পর্কিত কোন সংবাদ না লেখেন। এই আদেশ অমান্য করিলে ৫ বৎসর পর্যন্ত জেল, জরিমানা এবং উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারে।

## কেরোসিন তৈল বণ্টন সমস্যা

গত সপ্তাহে অসামরিক সরবরাহসচিব মিঃ সুরাবর্দী ও সরবরাহ বিভাগের কর্মচারিগণ এবং সংশ্লিষ্ট কেরোসিন তৈল কোম্পানীর প্রতিনিধি-বর্গের মধ্যে কেরোসিন তৈল বণ্টন সম্পর্কে একটি আলোচনা-বৈঠক হইয়া গিয়াছে।

## কলিকাতায় চিনি বরাদ্দ ব্যবস্থার সমালোচনা

বোম্বাই-এর "ভারতীয় শর্কর" শিল্প বার্ষিকী"র সম্পাদক মিঃ এম পি পাক্কী কলিকাতায় চিনির বরাদ্দ সম্পর্কে বলেন যে, এরূপ কার্পণ্যের পরিচয় দিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। বোম্বাইয়ে মাসিক মাথাপিছু ৩ পাউণ্ড চিনি বরাদ্দ করা হইয়াছে; কিন্তু কলিকাতায় সেই স্থলে মাত্র ২ পাউণ্ড চিনি বরাদ্দ করা হইয়াছে।

কয়েক মাস পূর্বে কেন্দ্রীয় কল বিক্রয় সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, কলিকাতায় মাথাপিছু মাসে ৮ পাউণ্ড চিনি ব্যবহৃত হয়। শতকরা ২৫ ভাগ সরবরাহ হ্রাস মানিয়া লইলেও কলিকাতায় মাথাপিছু মাসিক অন্ততঃ ছয় পাউণ্ড চিনি বরাদ্দ করা উচিত। চিনিতে শতকরা ৯৯ ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকায় উহা অত্যন্ত শক্তিবর্ধক। সম্প্রতি কলিকাতাবাসীদের পুষ্টির অভাবও ঘটিয়াছিল, তবু এমতাবস্থায় বাঙ্গলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ কেন যে চিনির বরাদ্দ এত কম করিলেন তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। দেশে যথেষ্ট পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে পরিমাণ চিনি মজুত আছে তাহাও সন্তোষজনক বলিতে হইবে। কাজেই কলিকাতায় চিনির বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া মাথাপিছু মাসিক অন্ততঃ ৪ পাউণ্ড করা উচিত। ভারতের সুপার কন্ট্রোলারও চিনির বরাদ্দ সম্পর্কে অধিকতর উদারতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন।

## কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থা সম্পর্কে মারো-য়াড়ী চেম্বারের প্রতিবাদ

কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থাসম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল লেনদেন হইয়াছে তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্শের কমিটি সম্প্রতি ভারত গভর্ণ-



## কাক ও ময়ূরপুন্দ্র -

"হিতোপদেশে" বর্ণিত যে দাঁড়াক হৃদয় ময়ূর পুচ্ছে তাহার কুৎসিত দেহাবৃত করে ময়ূরব দলে মিশিতে গিয়েছিল, পরিশেষে নকল ধরা পড়ে তাব লাহনার অবধি ছিল না। প্রতারণার হাত থেকে বেঁচে থাকতে হ'লে চাই একটু সতর্ক দৃষ্টি—নকল ফেলে আসলকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা: "হিমকল্যাণ"ই আদি নাম যাহা ২৫ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য মহাশয় দ্বারা প্রথম রচিত। আজকাল এই জনপ্রিয় নামটির "হিম" ও "কল্যাণ" শব্দ দুইটির সংযোগে নানারূপে ও ভাঙিতে বহু অস্বকরণ হইতেছে; তাই বলি সর্বদা মনে রাখিবেন আপনারদের চির বাঞ্ছিত নাম—



# হিমকল্যাণ

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

## রঙীন কল্পনা

শান্তির পর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমাদের অনেকেই এখন থেকেই রঙীন কল্পনার জাল বুনেছেন, কারণ একদিক দিয়ে দেখলে যুদ্ধ আমাদের স্পর্শই করেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আহত হ'য়ে পড়ে আছে, যারা শত্রুর হাতে বন্দী হ'য়ে বিদেশে ছবিষহ জীবন কাটাচ্ছে, তারা কোন আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

ভগ্নস্বাস্থ্য এই সব লোকদের সর্বদাই যত্ন নেওয়া দরকার যতদিন না তারা নিজের নিজের বাড়ীতে আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালানর জন্ত যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আপনারা তার সাহায্যভার গ্রহণ করুন; সমুদ্রের পারে সৈনিকদের জন্ত আমাদের গরম জামাকাপড়, আহাৰ্য্য ও হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে চলতেই হবে।

দয়া করে আপনার নিয়মিত সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠান:

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রস,

ইন্সপিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,

ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় রেডক্রস  
বাংলার প্রতি আবেদন

মেন্টের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কর্ত্ত ও ইজারা ব্যবস্থাসূত্রে এদেশে মাল রপ্তানী করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর মুনাফা করিতেছে। কিন্তু এদেশ হইতে পাট, অল, ম্যাঙ্গানিজ, শেলাক প্রভৃতি যে সকল কাঁচামাল আমেরিকায় প্রেরণ করা হইতেছে তাহা হইতে ভারতবর্ষকে লাভ করিতে দেওয়া হইতেছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদেশে যে সকল মাল প্রেরণ করিতেছে তৎসমস্ত যুদ্ধকালীন চড়া দর লওয়া হইতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষ যে সকল জিনিষ রপ্তানী করিতেছে তাহার দর নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতের কাঁচামালের অন্ত উপযুক্ত দর পাইবার ব্যবস্থা করা গভর্ণমেন্টের উচিত।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাগনোসিয়াম উৎপাদন

১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৯ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ম্যাগনোসিয়াম উৎপন্ন হইয়াছে।

### ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্শের কর্মকর্ত্তা নির্বাচন

ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্শ এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ১৯৪৪-৪৫ সালের কর্মকর্ত্তাগণের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

প্রেসিডেন্ট—মিঃ জে শীতলবাবু; ভাইস-প্রেসিডেন্ট—শ্রী বজ্রদাস গোয়েকা; কোষাধ্যক্ষ—মিঃ এন আর সরকার; কমিটির সদস্যগণ—শ্রী ঐরাম (নরাদিহী), শ্রী পদমণ্ড সিংহানিয়া (কাণপুর), লাল কুমারদাস ঝাঞ্জার—কলিকাতা (শর্করা শিল্প), শ্রী চুণীলাল বি মেটা—বীমা (বোম্বাই), শ্রী বজ্রদাস গোয়েকা—কলিকাতা (ব্যাংকিং এবং সোণা-রূপার ব্যবসা), মিঃ শান্তি-প্রসাদ জৈন—ভালমিয়নগর (খনি), মিঃ সি এম কোঠারী—মাজাজ (চা—কফি—রবার), মিঃ এম এ মাঠার—বোম্বাই (যানবাহন), রামমিত্র শেঠ, বি ডি আমিন—বরোদা (রসায়ন ও ভেষজশিল্প), মিঃ দেবীপ্রসাদ খৈতান—কলিকাতা (কাপড়-শিল্প) মিঃ বামশেও এ পোদ্দার—বোম্বাই (ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প), শ্রী রহিমতুল্লাহ এম চিনয়—বোম্বাই (বেতারযন্ত্র শিল্প), মিঃ লালজী মেহোত্রা—করাচী (কাপড় প্রেসিং), শ্রী পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস—বোম্বাই (তুলা ব্যবসা), লাল গৌরীশরণ লাল—(গম), মিঃ হরিশঙ্কর বগলা—কানপুর (পাট ও কাটা কাপড়ের ব্যবসা), মিঃ সত্যপাল ভিরমানী—অমৃতসর (গমের ব্যবসা), মিঃ আর এল নোপানী—কলিকাতা (পাটের ব্যবসা), মিঃ এম এ ইম্পাহানী—কলিকাতা (আমদানী ও বাণিজ্য)। কো-অফটেড সদস্যগণ—কুমার রাজা ছার মুখিয়া চেট্টার অব চেট্টনার (মাজাজ), মিঃ জি ডি বিরলা (কলিকাতা), মিঃ কস্তুরভাই লালভাই (আমদানি), শ্রী আব্দুল হালিম পছগতী (কলিকাতা), মিঃ এ ডি প্রফ (বোম্বাই), মিঃ জি এল খেটা (কলিকাতা)।

### কয়লা কন্ট্রোল বোর্ড গঠনের প্রস্তাব

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশন, দি ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন এবং ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক ও সাময়িক যানবাহন বিভাগের সচিববৃন্দের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া কয়লা কন্ট্রোল পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে ভারত সরকারকে অমুরোধ করা হয় যে, টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের অমুরূপ একটি কয়লা কন্ট্রোল বোর্ড গঠন করা হউক। প্রকাশ, ভারত সরকার উক্ত প্রস্তাবসূচী কার্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং শীঘ্রই এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে।

### সিংহলবাসীদের জন্য চাউলের অনুকল্প

প্রকাশ, সিংহলের অধিবাসীদের জন্য শীঘ্রই অস্ট্রেলিয়া হইতে “রাইসিনা” নামক একপ্রকার

খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হইবে। ইহা কোন নতুন খাদ্যশস্য নহে, ছাটাই করা গম। খাদ্যশস্য এবং পুষ্টির দিক হইতে ইহা চাউল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রকাশ, খাইতেও উহা সুস্বাদু। চাউল যে পরিমাণ প্রয়োজন হয় “রাইসিনা” তাহা অপেক্ষা অনেক কম লাগিবে এবং মূল্যের দিক হইতেও চাউলের তুলনায় অনেক কম লাগিবে। প্রকাশ, শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণাধীনে সিংহলবাসীদের নিকট “রাইসিনা” বিক্রয় করা শুরু হইবে।

### মোভিয়েট রাশিয়ার সহশিক্ষা

#### ব্যবস্থার সংস্কার

“নিউইয়র্ক টাইমস” পত্রিকায় একটি সংবাদে প্রকাশ, মোভিয়েট রাশিয়ার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে সহশিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। এ-সম্পর্কে রাশিয়ার সংবাদপত্রসমূহে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনটি কারণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে :—



শিশু এবং কৃষক  
ব্যক্তিদের পক্ষে আদর্শ খাদ্য,  
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া  
যায়। ডাক্তার ও মেডিকেল  
টোয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।  
সর্বত্র এজেন্ট  
আবশ্যক

দি নিউ স্ট্যান্ডার্ড বার্লী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং  
১০৫, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা

### দেশের সেবায়

## দি নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক

নিম্নলিখিত

হেড অফিস :—নবদ্বীপ...নদীয়া।

সেন্ট্রাল অফিস :—দক্ষিণ কলিকাতা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৬, ম্যাকো লেন, কলিকাতা।

ঢেতলা ও নারায়ণগঞ্জ ব্রাঞ্চ

শীঘ্রই খোলা হইবে।

(১) এই নতুন ব্যবস্থা দ্বারা নারী ও পুরুষের সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের দিক হইতে কোন প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি করা হইতেছে না। (২) সোভিয়েট রাশিয়ায় সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা চালাইয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বালক ও বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক পরিপত্তি ঠিক একই বয়সে হয় না। শরীর ও মনের দিক হইতে বালিকারা ১১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যেই সর্বাঙ্গিক বৈশী বিকাশ লাভ করে; কিন্তু বালকদের ক্ষেত্রে উক্ত সময় ১৪ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর। কাজেই বালকবালিকাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের মধ্যে এ পার্থক্য বর্তমান থাকায় তাহাদের জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা ঠিক নহে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুরুষের স্থান পৃথক।

### রেলভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব সংশোধনের সম্ভাবনা

নয়া দিল্লীর ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, রেলবাহীর ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য বর্তমান বৎসরের রেলওয়ে বাজেটে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং যে সম্পর্কে বিরোধীদের হুঁচকি প্রস্তাব ভোটাবিক্ষেপে গৃহীত হইয়াছে, সংপারিষদ বড়লাট উহা পুনর্বিবেচনা করিতেছেন। প্রস্তাবটি যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা আছে। রেল ভাড়া যদি একান্তই বৃদ্ধি করা হয় তবে উহা প্রস্তাবিত শতকরা ২৫ ভাগ অপেক্ষা অনেক কম হইবে বলিয়াই মনে হয়।

### রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারতে রেল ইঞ্জিন নির্মাণের দাবী

ভারতবর্ষে ব্রডগেজ লাইনের উপযোগী রেল ইঞ্জিন নির্মাণের ব্যবস্থা করা হউক বলিয়া গত সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বিনা ডিভিশনে গৃহীত হইয়াছে। এসম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কালীকর বলেন, এদেশে ইঞ্জিন নির্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য জনসাধারণ যে দাবী করিতেছে গভর্নমেন্ট ক্রমাগত তাহার বিরোধিতা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কালীকর মনে করেন যে, হয় গভর্নমেন্ট বিদেশের কায়েমী স্বার্থের প্রতি অতি মাত্রায় অবহিত, না হয় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতেছেন।

### আন্তর্জাতিক আর্থিক চুক্তি ও পুনর্গঠন ব্যাক

ওয়াশিংটনের একটি সংবাদে প্রকাশ সোণার উপর ভিত্তি করিয়া যুক্তোত্তর বাট্টা-বিনিময়ের উদ্দেশ্যে কয়েক শত কোটি টাকা ডলারের একটি তহবিল খোলার উদ্দেশ্যে আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া ও ক্যানাডার মধ্যে শীঘ্রই একটি চুক্তি হইবে। প্রকাশ, এ-সম্পর্কে ব্রিটিশ ও রুশ

প্রতিনিধিদের সহিত মার্কিন কর্মচারীদের যুগপৎ আলোচনা চলিতেছে। এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়া গেলে পর বাট্টা স্থিতিকরণ ও আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাক স্থাপনের প্রস্তাব আলোচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করা হইবে।

### ভারতে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহের ক্রয় নীতি

মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহ এ-দেশে তাঁহাদের ব্যয় মিটাইবার জন্য কি ভাবে টাকা সংগ্রহ করেন, গত সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ জি এস মোতিলালের একটি প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জোন্স তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট রিজার্ভ ব্যাক অব ইণ্ডিয়ায় মারফৎ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া এবং রিজার্ভ ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট ডলার বিক্রয় করিয়া

এদেশে জরুরী ক্রয় এবং অস্ত্রাদি ব্যয় মিটাইবার জন্য টাকা সংগ্রহ করিতেছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকেও তাঁহারা অংশতঃ স্বর্ণ বিক্রয়ের টাকা এবং আংশিকভাবে ঠালিং দিতেছেন।

### স্বর্ণের বিক্রয় মূল্য

স্বর্ণের বিক্রয় দর সম্পর্কে রাজা সুবরাজ দত্ত সিং-এর এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ জোন্স বলেন যে, মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহ যে দেশেই স্বর্ণ বিক্রয় করিতেছেন, সেখানেই স্থানীয় বাজারদরে বিক্রয় করা হইতেছে। গভর্নমেন্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, বর্তমানে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ হইতে যে সকল দেশে গোপা বিক্রয় করা হইতেছে তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বিক্রয়দরই সর্বাঙ্গিক কম।

### ইরানে মিত্রপক্ষের ক্রয় নীতি

রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ হোসেন ইমাম প্রশ্ন করেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ

## শেয়ারে টাকা লগ্নী করুন

মোট মূল্য ১২ লক্ষ টাকা, প্রতিটা ২৫ মূল্যের ৪৮০০০ সাধারণ শেয়ার ৩১শে মার্চ ৪৪ পর্যন্ত শেয়ারের মূল্যেই বিক্রয় করা হইবে।

### লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

১৯৪১...শতকরা ১০

১৯৪২...শতকরা ৭।০

১৯৪৩ সালে—আরও বেশী আশা করা যায়।

### শেয়ারের টাকা দেওয়ার নিয়ম

প্রতি শেয়ারের দরুণ ৬ মাসের মধ্যে ১৫ টাকা আদায় করা হইবে। প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে ৩ ও প্রবেশ ফী বাবদ ১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে।

(ভারতরক্ষা বিধানের ৯৪-এ দ্বারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লওয়া হইয়াছে। স্পষ্ট প্রকাশ থাকে যে, এই সম্মতি দিয়াছেন বলিয়াই ভারত সরকার অত্র কারবারের আর্থিক দৃঢ়তা বা কোনও কল্পনার সম্মতি করিয়া লইতেছেন কেহ যেন এরূপ না মনে করেন।)

## দার্জিলিং ব্যাক লিঃ

হেড অফিস: ভবানীপুর :: কলিকাতা।

হেড অফিস বা যে কোনও শাখায় পূর্ণ বিবরণের জন্য দরখাস্ত করুন।

মিঃ বি মুখার্জী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

### শেয়ারের দরখাস্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর,  
দার্জিলিং ব্যাক লিমিটেড।  
কলিকাতা

মহাশয়,

উক্ত ব্যাঙ্কের ২৫ টাকা মূল্যের প্রত্যেকটি শেয়ারের দরুণ ৩ টাকা হিসাবে.....টি শেয়ারের বাবদ.....টাকা এবং প্রতি দরখাস্তের দরুণ ১ টাকা এতৎসঙ্গে পাঠাইলাম এবং আমার নামে উক্ত সংখ্যক শেয়ার বরাদ্দ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। কোম্পানীর মেমোরাণ্ডাম ও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এবং অস্ত্র উপধারা ও নিয়ম অনুসারে ডিরেক্টরবর্গ আমার নামে উক্ত সংখ্যক বা তদপেক্ষা কম শেয়ার বরাদ্দ করিলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।

দরখাস্তকারীর পূর্ণ নাম.....

পিতা, স্বামী বা অভিভাবকের নাম.....

ঠিকানা.....

কর্ম বা বৃত্তি.....

স্বাক্ষর.....তারিখ.....



গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ইরাণে যে সমস্ত জব্বা-  
সক্তার ক্রয় করা হইতেছে তাহার মূল্যের শতকরা  
৬০ ভাগ স্বর্ণদ্বারা পরিশোধ করা হইতেছে।  
ভারত সরকার কি ভারতবর্ষের জব্বা ও অল্পরূপ সত্তা  
আদায়ের কোন চেষ্টা করিয়াছেন? যদি না করা  
হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের  
উত্তরে স্বর্ণ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জোন্স বলেন  
যে, মার্কিন গভর্ণমেন্ট এ-দেশে তাঁহাদের ব্যয়

আংশিকভাবে স্বর্ণ বিক্রয়লব্ধ স্বর্ণ দ্বারা  
মিটাইতেছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টও আংশিক-  
ভাবে অল্পরূপ নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন।  
এদেশে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগণ্যের ব্যয়ের শতকরা  
৬০ ভাগের জব্বা স্বর্ণ দাবী করা যুক্তিযুক্ত নহে।  
এদেশ এবং ইরাণের অবস্থার মধ্যেও পার্থক্য  
আছে। এ-দেশে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ব্যয় নির্বাহ  
সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির সহিত ইরাণের অবস্থার কোন  
সামঞ্জস্য নাই।

ভারতে সংরক্ষিত মাংস আমদানীর ব্যবস্থা  
সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত একটি  
প্রস্তাবে ভারত সরকারকে অল্পরূপ করা হইয়াছে  
যে, সৈন্তদের আহার্য হিসাবে ব্যবহারের জব্বা  
বাঙ্গলা দেশ হইতে যেন গবাদি পশু ক্রয় বন্ধ করা  
হয়। এসম্পর্কে প্রশ্ন করিলে গত সপ্তাহে রাষ্ট্রীয়  
পরিষদে ভারতের প্রধান সেনাপতি বলেন যে,  
সৈন্তদের জব্বা বিশেষ হইতে সংরক্ষিত মাংস



## জাপানীরা কি সত্যই অপরাধী?

আপনি বলবেন, “নিশ্চয়ই! চেয়ে দেখ ওরা কি না-  
করেছে কোরিয়া, ফরমোসা ও চীনে এবং আরও সম্প্রতি  
মালয় ও বার্মাতো।” কথাটা মিথ্যা নয়। ইতিহাস যদি  
যুগ যুগ ধরে তাদের দোষী বলে বিচার করে, তাদের  
নিন্দা করে সেটা মোটেই অবিচার হবে না। যে জাত  
এত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, এত হৃদশা, এত অত্যাচার,  
এত অসীম বিশ্বাসঘাতকতা, এত অমঙ্গলের জন্ত  
দায়ী তাদের কি ক্ষমা করা যায়?  
যে জাতি মনে করে যে, তারা যাই করুক না কেন,  
তাতে কোন অশ্রায় নেই, সে জাতির কাছে এ ছাড়া  
আর কিইবা আশা করা যায়? সত্যই প্রত্যেক  
জাপানী মনে করে যে, সমস্ত পৃথিবী শাসন করার

শ্রায়সম্পত্ত অধিকার একমাত্র তাঁদেরই ভাগ্যের  
নির্দেশ। সে মনে করে, পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতির  
লোক তার চেয়ে নিকৃষ্ট। তার দাঁস হবার যোগ্য—  
আমাদের সে আখ্যা দেয় “কোরুশ্বা” অর্থাৎ  
দাসজাতি।

জাপানীরা সত্যই অপরাধী। কিন্তু তারা শুধু  
অপরাধীই নয়, উপরন্তু তারা সর্ববিশেষে, তারা উদ্ভট  
প্রকৃতির বিকারগ্রস্ত মানুষ। তাঁদের সায়েস্তা করার  
একটিমাত্র উপায় হচ্ছে, সমস্ত শক্তি চিরকালের মত  
পন্থ করে তাদের শাস্ত ও নিরীহ জাতিতে পরিণত  
করে দেওয়া। তাঁদের কাছ থেকে চাই বিনা সন্তে  
আত্মসমর্পণ—তার কম কিছু নয়।

আমদানীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলেই অবিলম্বে আমাদানী কার্য শুরু হইবে।

### সরকারী কর্মচারীদের মাগ্গীভাতার হার বৃদ্ধি

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পরিষদে ডাক ও তার বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীর গুরুনাথ বেউর ঘোষণা করিয়াছেন যে, জিনিষ-পত্রের উচ্চ মূল্যের কথা বিবেচনা করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে 'এ' শ্রেণীর এলাকার ৪০ টাকা কার কম মাহিনার বে সকল কর্মচারী ১১ টাকা মাগ্গীভাতা পায় তাহারা এখন হইতে ১৪ টাকা পাইবে এবং ৪০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা কার বেশী যাহাদের বেতন তাহারা মাগ্গীভাতা হিসাবে ১৮ টাকা পাইবে। ১৫০ টাকা কার বেশী যাহাদের বেতন তাহারাও ১৮ টাকা মাগ্গীভাতা পাইবে। 'বি' শ্রেণীর এলাকাতেও মাগ্গীভাতার পরিমাণ ৪০ ও ১১ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে ১১ ও ১৪ টাকা রাখা করা হইয়াছে। ১২৫ হইতে ২০০ টাকা বেতন বিশিষ্ট কর্মচারীরাও এই হারে মাগ্গীভাতা পাইবে। 'সি' শ্রেণীর এলাকার ৩০ ও ২ হইতে মাগ্গীভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে ২ ও ১২ টাকা করা হইয়াছে। ২০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা বেতনের কর্মচারীরাও এই হারে

মাগ্গীভাতা পাইবে। ডাক ও তার বিভাগের যে সকল কর্মচারী ৪০ টাকার কম বেতন পাইতেছে তাহারা ২ হিসাবে 'সেক্রেটারী বেতন' পাইবে। ১লা মার্চ হইতে এই বৃদ্ধি হার অনুসারে ভাতা দেওয়া হইবে।

### বিক্রয় কর ও তাঁত শিল্প

গত সপ্তাহে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় বিক্রয় কর বিলের আলোচনা কালে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, তাঁতের কাপড়কে বিলের আওতা হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, তাঁতের কাপড় বিলের অধিকারের বাহিরে না রাখা হইলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইবে এবং তাহার ফলে পল্লী অঞ্চলের অর্থনীতি গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে। প্রত্যুত্তরে অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোস্বামী এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাঁহার নিয়ম প্রণয়ন কমতা প্রয়োগ করিয়া মিল ও তাঁতের কাপড়ের জন্য বিভিন্ন হার নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং দরিদ্রের সুবিধার জন্য যাহাতে তাঁতের সস্তা বস্ত্র ছাড়া অন্যান্য কাপড় বিলের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হয় তাৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

### অষ্ট্রেলিয়ার যুদ্ধ শিল্প

যুদ্ধের প্রাকালে অষ্ট্রেলিয়ায় সমারোপকরণ শিল্পের মাত্র ৪টি কারখানা ছিল। বর্তমানে (১৯৪৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত হিসাব দৃষ্টে)

সমরোপকরণ শিল্পের সরকারী কারখানার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪২টি এবং ইহা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কারখানার সংখ্যা হইবে ১৭০টি। ১৯৩৯ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় পোলাবাকর ও অন্যান্য শিল্পের কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার জন, বর্তমানে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ৭ লক্ষ ১২ হাজার জনে দাঁড়াইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা মাত্র ৭০ লক্ষ জন।

### অর্থনীতি বিষয়ক নুতন পুস্তক

(1) **Climate and Labour**—By W. Burge (Lucknow University Studies). Kitabistan, Allahabad.

Price Rs 5-4

(2) **Australian Manufacturer**—Published by Manufacturer Publishing Co. Pty. Ltd. Sydney. 10 Bond Street. Annual Subscription (overseas) £1-15s.

(3) **Report on Indian Railways for 1942-43. Vol II Statistics**—Published by the Manager of Publication (Government of India), New Delhi.

(4) **Cottage Industries And Thier Role in National Economy**—by Prof R. V. Rao. Vora & Co. 3 Round Building, Bombay. Price Re. 1

(5) **Indian Cotton Textile Industry 1943**—Edited by M. P. Gandhi Published by Messrs Gandhi & Co. Jan Mansion, Sir Phirozshah Mehta Road, Bombay. Price Rs. 4-4

## দি ভূগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং বর্ধমানা স্ট্রিট,

কলিকাতা ২২০০ (তিন লাইন)

### আর্থিক পরিচয়

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| অনুমোদিত মূলধন  | ১০,০০,০০০ টাকা |
| আদায়ী মূলধন    | ৫,০০,০০০ "     |
| ডিপোজিট         | ১,০৭,৭৮,০০০ "  |
| নগদ জমা ও লগ্নী | ৬২,১৬,০০০ "    |
| কার্যকরী মূলধন  | ১,১৬,১৮,০০০ "  |

১০০ টাকা অথবা দিয়া কারেন্ট একাউন্ট খোলা যায় এবং ক্লিয়ারিং হাউসের মারফত চেকের টাকা আদায় করা হয়।

### শাখা সমূহ :-

রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা, হাওড়া, সালখিয়া, বেঙ্গল, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, এবং সেগুড়াফুলী।

## নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :

কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস :

২২নং ক্যানিং স্ট্রিট।

কলিকাতায় অন্যান্য শাখা :-

কলেজ স্ট্রিট, শ্রীমবাজার ও বালীগঞ্জ।

● "ক্যাশ ক্রেডিট" প্রথায় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

● মার্কেটাইল বিলের উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্বত্র।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :- মিঃ বি কে দত্ত।

নিরাপত্তা ও কার্যতৎপরতার জগত—

## দি ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস :- ঢাকা।

স্থাপিত—১৯২৮

### শাখাসমূহ :-

ভোলা, গাইবান্ধা,  
চট্টগ্রাম, চরমুগুরিয়া,  
শ্রীহট্ট ও মারায়ণগঞ্জ

### কলিকাতা শাখা :-

১৪, ক্লাইভ স্ট্রিট

ফোন : কলি : ৪৪০১

রাজসাহী ও বরিশাল ব্রাঞ্চ শীঘ্র খোলা হইবে।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম ভট্টাচার্য্য

## কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সংগ্রাম ও শান্তি সকল

শাখাসমূহ :-

হেড অফিস :-

৩৩৪ হেন্সল স্ট্রিট,

কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা ৬১১

অবস্থাভেদে আপ-  
নাদের সেবা  
করিতে  
প্রস্তুত।

ঢাকা, কালিঙ্গা  
শিলিগুড়ি, শান্তি-  
পুর, রাজসাহী,  
বালী, বগুড়া, কক-  
নগর, তারকেশ্বর,  
রাণাঘাট, সূত্রাগড়,  
ভদ্রক, শ্রীমবাজার,  
বড়বাজার, হাওড়া  
ও বেঙ্গল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :- মিঃ এস কে চক্রবর্তী

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

গত ২ই মার্চ দোল পূর্ণিমা দিবসে এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেডের কলিকাতা শাখা বড়বাড়ার শাখা অফিসে ৩৯২ মহাবি দেবেশ্বর রোডে খোলা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কটি ত্রিপুরার মহারাজা শাণিক্য বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মহারাজ কুমার ব্রজেনকিশোর রায় চৌধুরীর পরিচালনায় ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

### ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

গত ১১ই মার্চ তারিখে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেডের অংশীদারগণের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় অংশীদারদের বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। সভায়ে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেডের কর্তৃদ্বারা ডাঃ এম এম চ্যাটার্জি এবার কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচনে ২৩নং ওয়ার্ড হইতে প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন।

### ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

ভারতীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব সম্প্রতি আমাদেব হস্তগত হইয়াছে। ঐ বার্ষিক রিপোর্টদুটো জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ হাজার ২৫৭ টাকা। গত বৎসর বাঙ্গলায় এবং বিহার, উড়িষ্যা, বৃহত্তরদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৭টি শাখা খুলিয়াছে।

উক্ত বার্ষিক কার্যবিবরণীতে ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট দায় দেখান হইয়াছে ৪০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৪২ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখ ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—হাতে নগদ ১১ লক্ষ টাকা; ব্যাঙ্কে নগদ ২০ হাজার টাকা; হাতে সোনার পরিমাণ ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; শেয়ারে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা; কোম্পানীর কাগজে ৪৭ হাজার টাকা; সম্পত্তি ও অন্তর্বিধ বন্ধকে ঋণদান ৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা; ওভারড্রাফট ৩ লক্ষ টাকা।

### দি আয়র্কর্সেড ভবন লিঃ

আয়র্কর্সেড ভবন লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব সম্প্রতি আমরা আলোচনার্থ পাইয়া প্রীত হইয়াছি। মহাব্যবস্থার বাজারে কাঁচা মালের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার এবং অরিজ একধিক কারণে ভেদ্য সংক্রান্ত কার্যকার্যকে দারুণ

প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও আলোচ্য বৎসরে আয়র্কর্সেড ভবন লিমিটেডের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ২৫৬ টাকা। ইহা হইতেই প্রতিষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা সূচিত হয়। উপরোক্ত লাভ হইতে ডিরেক্টরগণ বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা (আয়কর রহিত) হিসাবে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। কোম্পানীর অমুদ্বোদিত মূলধনের পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি করিয়া ১ লক্ষ টাকার দাঁড় করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৩৫ হাজার টাকার নূতন শেয়ার বিক্রয়ের

অমুদ্বোদন পাওয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কে আশাশ্রুত লাভ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশ।

উক্ত বার্ষিক কার্যবিবরণীতে ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আয়র্কর্সেড ভবন লিমিটেডের মোট দায় দেখান হইয়াছে ৪ হাজার ৪৪৭ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—আসবাবপত্র ১০২ টাকা; মজুত ঔষধপত্র ৩ হাজার ৮৮ টাকা; হাতে নগদ ৮৪৬ টাকা; অনাদায়ী কিন্তু নিরাপদ ঋণ ২৩ টাকা।

## ঢাকা ফেডারেল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস—ঢাকা

বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে শীঘ্রই শাখা অফিস খোলা হইবে।

## বঙ্গশ্রী হোসিয়ারী এণ্ড উইভিং

মিলস লিমিটেড

৪নং মহারাজা ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা।

জাতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে টাকা লগ্নী করা লাভজনক, শীঘ্রই লভ্যাংশ আশা করা যায়।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যিক। সমস্ত আবেদন করুন।

(ভারতরক্ষা আইনের ২৪-এ ধারা মতে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বৃত্তিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার ইহার ব্যবসায়িক পরিচালনার আর্থিক সুসঙ্গতি বা তদ্বিষয়ে প্রকাশিত বিবৃতি বা অভিমতের কোন দাবি লইতেছেন না।)

দি চিটাগাঙ

## সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ফোন :—কাল : ৩৪৬৭

ভাঙ্গা ভাঙ্গা

গত ১৪ই মার্চ করিদপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুত তরুণীন্দ্র রায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে খোলা হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বিল ও অমুদ্বোদিত সিকিউরিটির জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন—

দেবতোষ দাশগুপ্ত, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

## প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৬ই মার্চ সিরাজগঞ্জের জনপ্রিয় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ এইচ নোমানী, এম এ, বি সি এস প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সিরাজগঞ্জ শাখার কারোন্সটন করেন। এই উপলক্ষে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় তিনটি বালিকা কর্তৃক বন্দেমাতরম সঙ্গীত গীত হইলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় প্রবর্তক ব্যাঙ্কের পরিচয় প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও দেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের স্থান এবং বিশেষ করিয়া প্রবর্তক ব্যাঙ্কের পঞ্চাৎপটে যে গঠনমূলক অগ্রগতি আছে তাহার উল্লেখ করেন। সম্বন্ধে শ্রীমতীলাল রায় এক নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে আসাফুজা সিরাজী সাহেব একটা সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ বক্তৃতার দ্বারা সিরাজগঞ্জবাসীর পক্ষে হইতে শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয়কে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে জাতীয় কল্যাণের আদর্শকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরিপদ সরকার কর্তৃক বক্তৃবাদান্তে সভার পরিসমাপ্তি হয়। সভান্তে উপস্থিত সকলকেই অলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

## নূতন যৌথ কোম্পানী

ক্যালকাটা ট্রাক এণ্ড শেয়ার ডিলার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে গঙ্গোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিসের ঠিকানা জানান হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও দালালি।

সান্নেইস্টিক এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিল্ক প্রোডাক্টস কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ পি ঘোষ। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ল্যাবরেটরী, টেষ্ট হাউস, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি কাজকারবার।

সরোজ সিগ্গিট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস বি মোতা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৯, ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। মার্কেট ও কমিশন এজেন্ট।

শ্রীমরসিংহ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর পি মহেশেকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩০, কটন স্ট্রিট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ষ্টোর-কীপার।

লর্ড কৃষ্ণ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর পি মহেশেকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩০, কটন স্ট্রিট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ষ্টোর-কীপার।

অরোরা ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে আর পিলানী। অফিস—আগা বাঁ বিল্ডিং, দালাল স্ট্রিট, বোম্বাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং।

## বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এম্পায়ার ডাইং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জ্ঞাত বার্ষিক শতকরা ৬৬.০ আনা। মিউ লিটি অব বম্বে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জ্ঞাত বার্ষিক শতকরা ২৫.০ টাকা। মিউ গ্রেট ইষ্টার্ন স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জ্ঞাত বার্ষিক শতকরা ২৫.০ টাকা। কোলাবা ল্যাণ্ড এণ্ড মিল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জ্ঞাত বার্ষিক শতকরা ১০.০ টাকা। মাইশোর গ্লাস এণ্ড এনামেল ওয়ার্কস লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জ্ঞাত বার্ষিক শতকরা ৭৯.০ আনা ফাইনাল ডিভিডেন্ড।

আর্থার বাটলার এণ্ড কোং (মজঃফরপুর) লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জ্ঞাত বার্ষিক শতকরা ৫.০ টাকা। ক্যালিডনিয়ান জুট মিলস কোং লিঃ—গত ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত জ্ঞাত মাসের জ্ঞাত বার্ষিক শতকরা ৭৯.০ আনা। ওরিয়েন্ট জুট মিলস কোং লিঃ—গত ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত জ্ঞাত মাসের জ্ঞাত বার্ষিক শতকরা ৩৯.০ আনা।

রাজস্থান ব্যাঙ্ক  
লিমিটেড

হেড অফিস—  
২২নং ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

## ব্রাঞ্চ

শ্রীমবাজার, বালীগঞ্জ, ঢাকা,  
জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি,  
মাল (জলপাইগুড়ি), বনগাঁও,  
বানারহাট (জলপাইগুড়ি) ও  
সৈদপুর।

ফোন : ● ম্যানেজিং ডাইরেক্টর  
ক্যাল ৪০৩৮ ● পি ভজ্জ।

## জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড

ব্যাঙ্ক ও বীমা  
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড  
দি পিয়ারলেস লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

আপনাদের শ্রীরক্ষা কামনা করে।

হেড অফিস :—৮, লারসন রেজ, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ :—বোম্বে, রাইপুর, চক্রবর্ত্তপুর, চাইবাসা, ঢাকা, মবদীপ  
দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, দীঘিরপাড়া ও আজারিয়া।

আর রায়, বি, এ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—১৪, হেয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা।

বিহার শরিফ, চাইবাসা, আমানসোল, রাঁচি এবং হাজারিবাগ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস :—চিণ্ডবিনোদ গুহ, বসন্তকুমার রায়।

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৭ই মার্চ  
আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার পাটের বাজার সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতার কথা ছাড়া নতুন কিছু বলিবার নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবা মাত্র পরিশোধের অঙ্গীকারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতার যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনার অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময়-বাজার সম্পর্কেও নতুন কথা বলিবার নাই। অবস্থা যথাপূর্ব। রপ্তানী বিলের, কাজকারবার লক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার পরিমাণ যৎসামান্য।

গত ১৪ই মার্চ ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ম যে ট্রেজারী আদান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫ কোটি ৪১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ২৯৮৯ পাই ও তদুর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ট্রেজারীর গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৮/১০ আনা ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ২২শে মার্চ বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং ২১শে মার্চ অস্ত্রান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের ট্রেজারী গৃহীত হইবে। অস্ত্রান্ত সর্ব পূর্বের তায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ১০ই মার্চ তারিখে যে

সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি মোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৮৭ কোটি ৪১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৭৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্ধের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫০ কোটি ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৫১ কোটি ৪২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ২৮ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে ঐরূপ ঋণের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অস্ত্রান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অস্ত্রান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ও ২৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| টেলিগ্রাফিক (প্রতি টাকার) | ১ শি: ৫৩ ১/২ পে |
| ঐ দর্শনী                  | ১ শি: ৫৩ ১/২ পে |
| ডি এ ও মাস                | ১ শি: ৬৩ ১/২ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)    | ৩৩২ ১/২         |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৭ই মার্চ  
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে অত্যন্ত তেজীর ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। হোলীর বন্ধের পর শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজকারবারের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাই শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব, পাট ও করলা খনির শেয়ারের দরের উন্নতি এবং আরাকান রপ্তানির সাক্ষ্যজনক সংবাদ মিলিতভাবে কলিকাতা বাজারের অবস্থা এরূপ তেজী করিয়া তুলিবার কাজে সাহায্য করিয়াছে। বাজারের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এরূপ তেজীর ভাব আরও কিছুকাল বর্তমান থাকিবে।

#### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ খুব বেশী না হইলেও মূল্যের দিক হইতে স্থির ভাব বর্তমান ছিল। ৩১০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৯ ১/২, ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯০ ১/২ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। মেয়াদী ঋণ পত্রের মধ্যে ৩৯ সুদের (১৯৬৩-৬৫) ৯৮ ১/২, ৩৯ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪২-৫২) ১০০ ১/২, ৪৯ সুদের (১৯৬০-৭০) ১১২ ১/২, ৫৯ সুদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৪ ১/২, ৩১০ সুদের (১৯৪৫-৫০) ১০৩ ১/২, ৪১০ সুদের (১৯৫৫-৬০) ১১৫ ১/২ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের ঋণপত্র হস্তান্তরের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

#### ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১১১ ১/২ (কন্ট্রিবিউটারী) ৫০ ৫/৮, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০১ ১/২

## ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লি.

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রট, কলিকাতা।

**উপার্জন করা সহজ কিন্তু সঞ্চয় করা কঠিন**

আপনি যদি নিয়মিত প্রতিমাসে ২১০ টাকা হইতে ১০০ টাকা জমা দেন, তবে আমরা আপনাকে ভাল রকম সঞ্চয়ের জন্য সাহায্য করিতে পারি। আপাতদৃষ্টে এই জমা অতি সামান্য হইলেও দশ বৎসর পরে আপনার এই পুঙ্খিত তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে এক হাজার ছয়শত ত্রিশ টাকা সঞ্চয়ের ৩৭ অভ্যাগসাপেক্ষ। সেই অভ্যাগ গড়িয়া তুলিতে আপনাকে আমরা সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

সঞ্চিত অর্থই প্রকৃত অর্জিত অর্থ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ দত্ত।

## ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

স্থাপিত—১৯৩৬ (আগষ্ট)

১৯৪১ সালের দ্বিতীয় ত্র্যায়ুয়েশনে যে হারে বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা ভারতে বিধোষিত সর্বোচ্চ হারের অন্ততম।

| বোনাস                                      |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| প্রতি বৎসর                                 | প্রতি হাজারে       |
| আজীবন বীমার                                | ১৬ টাকা            |
| মেয়াদী বীমার                              | ১৩ টাকা            |
| লাইফ কাণ্ড                                 | ৩,৩৩,০০০ টাকার উপর |
| মোট সম্পত্তি                               | ৪,৬৩,০০০ " "       |
| (৩০.৬.৪৩ তারিখের হিসাবানুযায়ী)            |                    |
| ১৯৪০ সালের প্রথম অর্দ্ধ বৎসরে লাইফ কাণ্ডের |                    |
| পরিমিত অর্থ আরও ৫০,০০০ বৃদ্ধিত হইয়াছে।    |                    |

বিশেষ সর্বোচ্চ রিভ্রেন্ডেমেন্টের আবশ্যক।

এন. সি. দত্ত, এম. এল. সি., চেয়ারম্যান।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২৭০/০, ভারত ব্যাঙ্ক ১২১/০ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### ডিবেন্ডার

ডিবেন্ডারের মধ্যে কেবলমাত্র ৫/০ হুদের ইণ্ডিয়া জেনারেল মেন্ডিপেশন (১৯১৫-৪৫) ১০১/০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইর শেয়ার বাজারের তেজী চটে লাগিয়া কলিকাতা শেয়ার বাজারের কাপড়ের কল বিভাগেও শেয়ারের দর যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে গত কয়েক মাসের মধ্যে এরূপ মূল্য বৃদ্ধি দেখা যায় নাই। কাপপুর টেক্স-টাইলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৮/০ টাকা হয়। বাসন্তী ১৫/০, বেঙ্গল-নাগপুর ৪০/০, ডানবার ৩০০/০, একেশ্বরাম ১২৫/০, নিউ ভিক্টোরিয়া ১০০/০, এলগিন ৮৬/০, ত্রিরাশেস্ত্রাম ২৫৫/০ আনা দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহে বাহা বাহা কয়েকটি কয়লা খনির শেয়ার বেশ ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। যে সকল কয়লা খনির শেয়ার ক্রয়ের উপর জনসাধারণের ঝোঁক বেশী সেগুলির দর ক্ষেত্রবিশেষে ছুই তিন টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ্যামালগেমটেড ৪৫৫/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯০/০, বেঙ্গল ৬০৯/০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬২০/০, তালগোরা ৬৫০/০, বোকারো এণ্ড রামগড় ৩৩/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪/০, ইকুইটেবল ৪/০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮০/০, ধেমোমেইন ২২৫/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৩০/০, মণ্ডলপুর ২০০/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২১০/০, কাট্রাস-ঝরিয়া ৫৭৫/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬০০/০, নিউ বীর-ভূম ৩২/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩/০, রাণীগঞ্জ ৪০৫/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫০/০, ইউনিয়ন ৪৪০/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫৫/০, ওয়েষ্ট জায়ুরিয়া ৫৪৫/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৬০/০, ট্যাণ্ডার্ড ৩২/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩/০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

### পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহের পাটকলসমূহের কম দামের শেয়ারের মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে ছুইতিন টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অষ্টাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণও সন্তোষজনক। হাওড়া ৭২৫/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৪০/০, স্যাংগো-ইণ্ডিয়া ১০/০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৪২৫/০, এলায়েন্স ৪৮২/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫১০/০, অকল্যাণ্ড ৩০৭/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৫/০, ক্লাইভ ৩৪/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬৫/০, ইণ্ডিয়া ৫৭৪/০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬২০/০, হুসুর্চান ৩৫৫/০, কামারহাটা ৬০০/০, কাকিনাড়া ৫৪০/০, জাশনাল ২/০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৫/০, নেলিমারলা ৩/০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২৯/০, নদীয়া ৪/০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৬/০ টাকার ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়া আয়রণ ৩৮০/০, ষ্টীল কর্পোরেশন ২৮০/০, ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ১২/০, বার্ষিক কোং ৩২৭/০, ব্রেকওয়েট ১১০/০, ব্রিটানিয়া বিল্ডিং ১২৫/০, জেসপ এণ্ড কোং ২৩৫/০, কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯/০, সারপ ইঞ্জিনিয়ারিং ১০/০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য না হইলেও বাজারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। বুলান্ড ৪৯/০, বেঙ্গল ১০৫/০, কের এণ্ড কোং ৩১০/০, চম্পারণ ৪২/০, রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১৪০/০, ইউ পি সুগার ৩৫/০ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের দর তেজী ছিল, কিন্তু ক্রেতা ছিল কম; কাজেই ক্রয়-বিক্রয় বেশী হয় নাই। বিশ্বনাথ ৪১/০, হাতী কীরা ৩৫৫/০, হলদীবাড়ী ৪১৫/০, তেজপুর ১৯/০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কাগজের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাগজের কলের শেয়ার-বাজারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইণ্ডিয়া পেপার পান ২২২/০, ওরিয়েন্ট ৩৬/০, মাইশোর ৩৩/০, টিটাগড় ৩০/০ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

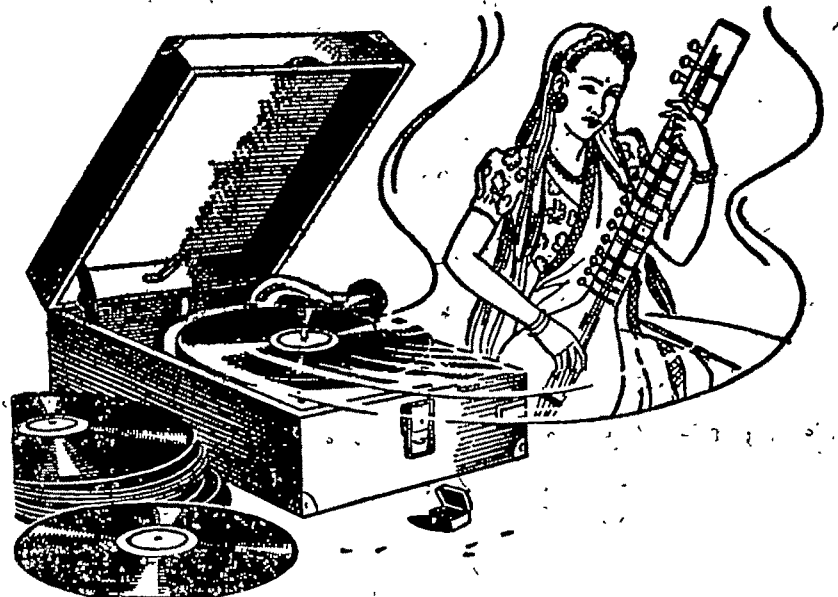
### বিবিধ

এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন ১২৫/০, বি আই কর্পোরেশন ১২৫/০, ডানলপ রবার ৬০/০, আমাম ল ৬/০, ইণ্ডিয়া জেনারেল মেন্ডিপেশন ১৫০/০, বর্মী কর্পোরেশন ৩৫/০, করণপুরা ডেভলপমেন্ট ৩২/০ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ-সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

### 'কোম্পানীর কাগজ

৩/০ হুদের ডিস্কেল বণ্ড (১৯৪২-৫২) ১১ই মা:—১০০/০; ১৩ই—১০০/০। ৩/০ হুদের ঋণপত্র (১৯৪১-৪৪) ১১ই মা:—১০০/০; ১৫ই—১০০/০। ৩/০ হুদের ঋণপত্র (১৯৪০-৪৫) ১১ই মা:—২৮/০; ১৩ই—২৮/০। ৩/০ হুদের কোম্পানীর কাগজ ১৩ই মা:—৮৫/০; ১৫ই—২০/০। ৩/০ হুদের ঋণপত্র (১৯৪০-৪৫) ১৩ই মা:—১২৫/০ ২৯/০; ১৪ই—২২/০; ১৫ই—২২/০। ৩/০ হুদের ডিস্কেল বণ্ড (১৯৪৬) ১৪ই মা:—১০২/০ ১০২/০। ৩/০ হুদের ঋণপত্র (১৯৪৬-৪৮) ১৪ই মা:—২৮/০। ৩/০ হুদের ঋণপত্র (১৯৪০-৭০) ১৫ই মা:—১১২/০। ৩/০ হুদের কোম্পানীর কাগজ ১১ই মা:—২২/০; ১৩ই—২২/০ ২২/০; ১৪ই—২২/০; ১৫ই—২২/০ ২২/০। ৩/০ হুদের ঋণপত্র (১৯৪৭-৫০) ১১ই মা:—১০৩/০; ১৪ই—১০৩/০ ১০৩/০। ৫/০ হুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৪৫) ১৩ই মা:—১০৫/০; ১৫ই—১০৫/০।



### সঙ্গীতে ইম্পাত

সঙ্গীতই আনন্দ ও উদ্দীপনার উৎস। আমাদের প্রিয় সঙ্গীত আমরা ইম্পাতের তৈরী গ্রামোফোন পিন্ ও সাউণ্ড বক্সের জগাই ইচ্ছামত শুনতে পাই। কর্মমুখর জগতে ইম্পাতই তাই বিরাম ও আনন্দ দেয়।

**TATASCOB**

টাটা ও স্কব

দি টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কো: লি: ও দি ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রচারিত।



## ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ (প্রেক) ১৪ই মাঃ—১৬৬০।  
সেন্ট্রাল ১৩ই মাঃ—২৫০। ইন্সিরাইজ (কটি)  
১৪ই মাঃ—৫১০। রিজার্ভ ১১ই মাঃ—১৩০০।  
১৬০ ১৩০০; ১৩ই—১৩১০ ১৩১০ ১৩১০;  
১৪ই—১৩০০ ১৩১০। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল  
১১ই মাঃ—২৭০০; ১৩ই—২৭০; ১৪ই—২৭০  
২৭০।

## কমলায় খনি

গ্রামালগ্যামেটেড ১১ই মাঃ—৪৫০ ৪৬০;  
১৩ই—৪৬০ ৪৬০/০; ১৪ই—৪৬০ ৪৭০;  
১৫ই—৪৭০/০। বড়ঘনী ১১ই মাঃ—২৪০/০  
২৪০/০; ১৪ই—৩০। বেঙ্গল-নাগপুর ১৪ই মাঃ—  
৫৬০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৪ই মাঃ—  
৩২০ ৩২০/০; ১৫ই—৩২০ ৩২০/০। বড় ধেমো  
১১ই মাঃ—১০০; ১৩ই—১০০/০; ১৪ই—  
১০০/০; ১৫ই—১০০। বরাকর ১১ই মাঃ—  
৩৩০/০; ১৩ই—৩২০; ১৪ই—৩৩০/০; ১৫ই—  
৩৩০/০ ৩৩০/০। ধেমো মৌন ১১ই মাঃ—  
২২০/০; ১৩ই—২২০/০; ১৪ই—২৩০; ১৫ই—  
২৩০ ২৩০। ইউনাইটেড ১১ই মাঃ—৫৪০;  
১৩ই—৫৫০; ১৪ই—৫৭০; ১৫ই—৫৭০  
৫৮০। কাজাগ বরিয় ১১ই মাঃ—৫৭০;  
১৪ই—৫৮০ ৫৮০। মাজীরা ১১ই মাঃ—  
১৪০/০; ১৩ই—১৪০/০ ১৪০। নিউ বীরভূম  
১১ই মাঃ—৩২০/০ ৩২০/০; ১৩ই—৩২০/০  
৩৩০; ১৪ই—৩৩০/০; ১৫ই—৩৩০/০ ৩৩০।  
পেকডেলী ১১ই মাঃ—৪৭০; ১৩ই—৪৭০/০  
৪৭০/০। রাণীগঞ্জ ১১ই মাঃ—৪০০ ৪১০/০;  
১৩ই—৪১০/০ ৪২০; ১৪ই—৪৪০/০ ৪৩০/০;  
১৫ই—৪৩০ ৪৫০। সাতপুকুরী এণ্ড আসানসোল  
১১ই মাঃ—৩০ ২৪০/০; ১৩ই—৩০/০ ৩০;  
১৪ই—৩০/০ ৩০/০; ১৫ই—৩০/০ ৩০/০।  
শিবপুর ১১ই মাঃ—৪২০। সাউথ কমলায়  
১১ই মাঃ—১৩০/০ ১৪০/০; ১৩ই—১৩০/০  
১৪০/০; ১৪ই—১৪০ ১৩০/০; ১৫ই—১৪০/০  
১৩০/০। তালচের ১১ই মাঃ—৬৫০/০ ৭০;  
১৩ই—৭০/০ ৭০; ১৪ই—৭০/০ ৭০; ১৫ই—  
৭০/০। ওয়েস্ট জামুয়া ১১ই মাঃ—৫৪০/০;  
১৩ই—৫৬০; ১৪ই—৫৫০; ১৫ই—৫৬০/০।

## ইলেকট্রিক

বেনারস ১১ই মাঃ—১৬০। মিরজাপুর  
১৩ই মাঃ—৮০/০ ৮০/০; ১৪ই—৮০/০ ৮০;  
১৫ই—৮০/০ ৮০। পাটনা ১৪ই মাঃ—১৭০/০।  
ইউ পি ইলেকট্রিক ১৩ই মাঃ—২৩০; ১৪ই—  
২৩০ ২৩০। আপার গ্যাজেজ ১৩ই মাঃ—  
১৫০/০; ১৪ই—১৫০।

## কাপড়ের কল

বাসন্তী ১১ই মাঃ—১৫০; ১৩ই—১৫০/০;  
১৫ই—১৪০/০ ১৫০। বেনারস ১৪ই মাঃ—  
১৪০/০; ১৫ই—১৪০। রাজলক্ষী ১৪ই মাঃ—  
১১৪০; ১৫ই—১৪০। বেঙ্গল নাগপুর ১১ই  
মাঃ—৩৮০/০; ১৪ই—৩২০/০ ৩২০; ১৫ই—  
৩২০ ৩২০/০। কানপুর টেক্সটাইলস ১১ই মাঃ—  
১৬০ ১৬০/০; ১৩ই—১৬০ ১৬০/০; ১৪ই—  
১৬০ ১৭০/০; ১৫ই—১৭০ ১৭০/০। চাকেশ্বরী  
১১ই-মাঃ—৩১০ ৩২০। কেশোরাম ১৩ই মাঃ—  
১৮০/০; ১৪ই—১২০/০ ১২০/০; ১৫ই—১২০/০  
১২০। নিউ ভিক্টোরিয়া ১১ই মাঃ—১০০;  
১৩ই—১০০ ১০০/০; ১৪ই—১০০/০ ১০০;  
১৫ই—১০০/০ ১০০/০। প্রভাতী টেক্সটাইলস  
১৫ই মাঃ—১১০/০। এলগিন মিলস ১১ই মাঃ—  
৮৬০; ১৩ই—৮৫০; ১৫ই—৮৬০ ৮৬০।

## ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ১৩ই মাঃ—১৮০/০  
১৮০/০; ১৫ই—১৮০ ১৮০/০। রেখওয়ার্ড এণ্ড  
কোং ১৪ই মাঃ—১১০। বার্ণ এণ্ড কোং ১১ই  
মাঃ—৩৮৭; ১৫ই—৩২০। ইঞ্জিনিয়ার আরর  
এণ্ড ষ্টীল ১১ই মাঃ—৩৭০/০ ৩৭০ ৩৭০/০;  
১৩ই—৩৭০/০ ৩৭০ ৩৮০; ১৪ই—৩৮০ ৩৮০/০  
৩৮০/০; ১৫ই—৩৮০ ৩৮০/০ ৩৮০। ইঞ্জিনিয়ার  
ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্টস ১৩ই মাঃ—৫৬০/০।  
য়েসপ এণ্ড কোং ১৩ই মাঃ—২৩০/০ ২৩০/০;  
১৪ই—২৩০/০ ২৩০/০; ১৫ই—২৩০/০। কুমার-  
খুদী ১৪ই মাঃ—১০০ ১০০/০; ১৫ই—১০০ ১০০/০।  
জাশনাল আরর এণ্ড ষ্টীল ১১ই মাঃ—১৩০;  
১৩ই—১৩০ ১৩০/০; ১৪ই—১৩০/০; ১৫ই—  
১৩০/০ ১৩০/০। ষ্টীল কর্পোরেশন ১১ই মাঃ—  
২৭০/০ ২৮০; ১৩ই—২৮০/০ ২৮০/০; ১৪ই—  
২৮০/০ ২৮০; ১৫ই—২৮০/০ ২৮০। ষ্টীল

কর্পোরেশন (প্রেক) ১৩ই মাঃ—১৩০; ১৪ই—  
১৩০ ১৩০/০। ইউনাইটেড আরর এণ্ড  
ইঞ্জিনিয়ারিং ১৩ই মাঃ—১১০ ১১০/০; ১৪ই—  
১১০/০; ১৫ই—১১০/০ ১১০/০।

## পাটকল

আগরপাড়া ১৩ই মাঃ—৩০০; ১৫ই—  
৩০০/০ ৩১০/০। গ্র্যান্ডো-ইন্ডিয়া ১১ই মাঃ—

## ইউনাইটেড

## ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

## লিমিটেড

হেড অফিস:

২০১সি, লালবাজার ষ্ট্রিট,  
কলিকাতা

শাখাসমূহ:

ভাঙ্গা ও গোপালগঞ্জ

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত বাবজীর কার্য আমরা  
করিয়া থাকি।টাকারিয়া ব্যাঙ্ক  
কর্পোরেশন লি:

২১-এ, ক্যামিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন: কলি: ১৭৪৪

শতকরা বার্ষিক সুদ

চলতি হিসাবে

১০০ ও তদতিরিক্ত জমায়— ১

সেভিংস ব্যাঙ্ক— ২

স্থায়ী আমানত— ৩-৬

ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড  
হিসাবের নিয়মাবলীর অন্তর্গত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—মি: ডি এম চাট্টোজী

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

## লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

ফোন:—ক্যাল—২৬২২

হেড অফিস:—৩১ ম্যাকলো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ:

বালিগঞ্জ—৫৩, রাসবিহারী এডমিউ

বোবাজার—৮৪, বোবাজার ষ্ট্রিট

বড়বাজার: ঢাকা: বরিশাল: বহরমপুর (বেঙ্গল)

বেনারস ও ব্যালি (ইউ, পি)

পে অফিস—গোড়াবাজার: বহরমপুর (বেঙ্গল)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মি: এম বি ঘোষ দস্তিদার।

## নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

কোম ক্যাল ৩২৫০ (৩ লাইন)

## চিঠাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন       | ৫০,০০,০০০   | টাকা      |
| বিক্রীত              | ২৫,০০,০০০   | টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত            | ২০,০০,০০০   | " "       |
| গবর্ণমেন্ট লিকুইডিটি | ১,৩২,০০,০০০ | " "       |
| আমানত                | ৪,০০,০০,০০০ | " "       |
| কার্যকরী মূলধন       | ৪,৫০,০০,০০০ | " "       |

কে এন দালাল,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

৪১৩, ৪১৪; ১০ই—৪১৩, ৪১৩; ১৪ই—  
৪১৫, ৪১৬; ১৫ই—৪২১, ৪২২। বালী  
১১ই মাঃ—৩৬০, ৩৬০; ১০ই—৩৬৪, ৩৬৫;  
১৪ই—৩৬৬, ৩৭২; ১৫ই—৩৭১, ৩৭৬।  
বরাহনগর ১০ই মাঃ—১৮৬; ১৪ই—১৮৬;  
১৫ই—১৯৩, ১৯৪। বিড়লা (প্রেক্ষ) ১১ই  
মাঃ—১৪৩। বজ্রবজ্র ১০ই মাঃ—৪৪০, ৪৪২;  
১৪ই—৪৪৫, ৪৪৬; ১৫ই—৪৫৬, ৪৫৭।  
ক্যালিডোনিয়ান ১১ই মাঃ—৪৬৩; ১৪ই—  
৪৬৬; ১৫ই—৪৬৩। চাপদানী ১১ই মাঃ—  
২২৯; ১০ই—২৩৩; ১৪ই—২৩২; ১৫ই—  
২৩৩। ক্লাইভ ১১ই মাঃ—৩৪, ৩৪০; ১০ই—  
৩৪০, ৩৪০; ১৪ই—৩৪০, ৩৪০; ১৫ই—  
৩৪০, ৩৪০, ৩৬, ৩৬/০, ৩৬/০। ডালহাউসি  
১০ই মাঃ—৩১০; ১৪ই—৩১২; ১৫ই—৩১১,  
৩১৫। এম্পায়ার ১৪ই মাঃ—৪১০, ৪১০;  
১৫ই—৪১০, ৪১০। গৌরীপুর ১৪ই মাঃ—  
৮২১, ৮২০। হাওড়া ১১ই মাঃ—৭২৪/০,  
৭৩০; ১০ই—৭৪/০, ৭৪; ১৪ই—৭৪/০,  
৭৪; ১৫ই—৭৪০, ৭৪০। হুসুমতি ১১ই  
মাঃ—৩৫০; ১৪ই—৩৬০, ৩৬/০। ইন্ডিয়া  
১১ই মাঃ—৫৭৪, ৫৭৮; ১০ই—৫৮৩, ৫৮০;  
১৪ই—৫৮২, ৫৮০; ১৫ই—৫৮২, ৫৮২।  
কামারহাটী ১১ই মাঃ—৫২১; ১০ই—৫২৪;  
১৪ই—৫০১; ১৫ই—৫২২, ৫০৬। কাকনাড়া  
১১ই মাঃ—৫২২, ৫২৭; ১০ই—৫০২, ৫৪১;  
১৪ই—৫৪০, ৫০৭। নৈহাটী ১০ই মাঃ—  
৩০২; ১৪ই—৩২২; ১৫ই—৩২২। নদীয়া  
১১ই মাঃ—১২০; ১০ই—১২৪; ১৪ই—  
১২৪; ১৫ই—১২৫, ১২৪। প্রেসিডেন্সী  
১১ই মাঃ—৭১০; ১০ই—৭১০, ৭১০; ১৪ই—  
৭১০, ৭১০; ১৫ই—৭১০, ৭১০।

## রেলপথ

আরা-সানারাম ১১ই মাঃ—২২। বাঁকড়া-  
দামোদর ১৫ই মাঃ—২৭। বারাসত-বসিরহাট  
১৪ই মাঃ—৭২, ৮০, ৮১। বজ্রবজ্র-  
বিহার ১৪ই মাঃ—৮২; ১৫ই—৮২। দার্জি-  
লিং-হিমালয়ান (প্রেক্ষ) ১০ই মাঃ—১০৪;  
১৪ই—১০৬। ডেরি-মোটাস ১৫ই মাঃ—১৫।  
হোলিয়ারপুর-ডোমাব ১১ই মাঃ—১১১। সারা-  
সিরাঙ্গগঞ্জ ১১ই মাঃ—১০৭; ১০ই—১০৭;  
১০৮; ১৫ই—১০৮।

## খনি

বিসরা টোন লাইম ১০ই মাঃ—১৪০, ১৪২।  
বাঙ্গা কর্পো: ১১ই মাঃ—৩৬/০; ১০ই—৩৬০;  
১৪ই—৩৬/০; ১৫ই—৩৬/০। কনসোলিডেটেড  
টিন ১৫ই মাঃ—২১/০। ইন্ডিয়ান কপার ১১ই  
মাঃ—২৬/০; ১২ই—২৬/০; ১৪ই—২৬/০;  
১৫ই—২৬/০, ২৬/০। করণপুরা ডেভেলপমেন্ট  
১১ই মাঃ—৩১০, ৩২০; ১০ই—৩২/০, ৩১৬/০;  
১৪ই—৩২, ৩২/০; ১৫ই—৩১৬/০, ৩২/০।

## কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ১৫ই মাঃ—২৩০। ইন্ডিয়া  
পেপার ১০ই মাঃ—২১৮, ২১৮; ১৪ই—

২১৮, ১১৮; ১৫ই—২১৮, ২২২। মাইশোর  
১১ই মাঃ—৩২০; ১০ই—৩২০; ১৪ই—৩৩০/  
৩৩। ওরিয়েন্ট পেপার ১০ই মাঃ—৩৩০;  
১৫ই—৩৪০। ত্রিপুরা ১১ই মাঃ—২৫;  
১০ই—২৫/০; ১৫ই—২৫, ২৫০/০। ষ্টার  
পেপার ১০ই মাঃ—২৩০/০; ১৫ই—২৩০।  
টিটাগড় ১১ই মাঃ—২৮৬/০, ২৮৬/০; ১০ই—  
২৮৬/০, ২৮৬/০; ১৪ই—২৮৬/০, ২৮৬/০; ১৫ই—  
২৮৬/০, ২৮৬/০।

## চিনির কল

বলরামপুর ১০ই মাঃ—১৮/০। কেরা এণ্ড  
কোং ১১ই মাঃ—৩০/০, ৩০/০; ১০ই—৩০/০/  
৩০; ১৪ই—৩০০, ৩০০/০; ১৫ই—৩১/  
৩১/০। কানপুর ১৫ই মাঃ—৩২, ৩২০।  
চম্পারণ ১৪ই মাঃ—৪১৬/০, ৪২০। দারভাঙ্গা  
১১ই মাঃ—৩১/০; ১৪ই—৩১, ৩১/০; ১৫ই—  
৩১, ৩১০। প্রতাপপুর ১০ই মাঃ—২৫০।  
রায়নগর কেন ১১ই মাঃ—১৪০/০, ১৪০/০;  
১০ই—১৪০/০, ১৪০/০; ১৪ই—১৪০/০, ১৪০/০;  
১৫ই—১৪০/০, ১৪০/০। সমষ্টিপুর ১৪ই মাঃ—

২২০; ১৫ই—২২০/০, ২২০/০। শীতলপুর ১১ই  
মাঃ—১৭০; ১০ই—১৭০/০। ইউ.পি. ১০ই  
মাঃ—৩৩০; ১৪ই—৩৪০, ৩৪০; ১৫ই—৩৪০/  
৩৫।

## চা-বাগান

বাগমারী ১০ই মাঃ—১৭০। বানারহাট ১৪ই  
মাঃ—৮৮০; ১৫ই—৮৭০। ইন্ডেলবাড়ী ১০ই  
মাঃ—২৭, ২৭০/০। হাসিমারা ১১ই মাঃ—  
৭৩০; ১৪ই—৭৩০। হাতীকীরা ১০ই মাঃ—  
৩০০, ৩০০; ১৪ই—৩১; ১৫ই—৩১০/  
৩১০/০। নিউ তেরাই ১১ই মাঃ—৩০০; ১৪ই—  
৩০০। রাজাভাত ১১ই মাঃ—৫৬, ৫৬০।  
তেজপুর ১১ই মাঃ—১৮৬০, ১৮৬০/০; ১০ই—১৮৬/  
১৮৬/০। তুমং ১১ই মাঃ—২০০, ২০০/০;  
১৫ই—২১, ২১০। সেন্ট্রাল কাহার ১১ই মাঃ—  
১০১; ১৫ই—১০১।

## বিবিধ

এ্যালকালি এণ্ড কেমিক্যাল ১০ই মাঃ—  
৩০। আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ১১ই মাঃ—  
১৮৬/০; ১০ই—১৮৬; ১৪ই—১৮৬/০; ১৫ই

**হুজুখাজার শাখা**  
**জীঘ্রই খোলা হবে**  
স্থান  
২০১, হ্যারিসন রোড  
পূর্বপোষক :  
ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীমত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে. সি. এল. আই।  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য  
**দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লি:**  
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রিট  
চীফ অফিস—আগরতলা  
রেজিঃ অফিস—আধাউরা (ত্রিপুরা),  
T.M.B.S. 15/5

## জাতীয় ভারতের স্বর্ণ যুগে

আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা

নিশ্চয়ই জনসম্মদের সহায়ক হইবে



আমাদেরই হাতে  
গড়া :—  
● অয়েল ক্লথ  
● লেদার ক্লথ  
প্রভৃতি।

সর্বপ্রকার জব্যের  
একমাত্র  
সরবরাহকারী

আমাদেরই নিজস্ব  
তৈরী :—  
● রবার শূন্য  
ওয়াটারপ্রুফ

ই গা স্ট্রিয়াল সি গি কে ট

ফোন : বি. বি. ৬৭৯২

৩২ই জ্যাক্সন লেন, কলিকাতা

পোঃ বক্স ৮০

১৭৭০। ব্রিটেনিয়া বিস্কুটস্ ১১ই মাঃ—২৪৭০।  
বি আই কর্পোরেশন ১১ই মাঃ—৩৭০ ৬৭০;  
১৩ই—৬৭০ ৬৭০; ১৪ই—৬৭০ ৬৭০। ডাল-  
মিয়া-সিমেন্ট ১১ই মাঃ—১২০ ১২৭০; ১৩ই—  
১৮০ ১২৭০; ১৪ই—১২০ ১২৭০। ডানলপ-  
রবার ১৩ই মাঃ—৬৩০; ১৪ই—৬৩০ ৬৩০;  
১৫ই—৬৪০। গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল ১৫ই মাঃ—  
২৮০। রোটাস ইন্ডাস্ট্রিজ ১১ই মাঃ—৩০।  
ইণ্ডো-বার্মা পেট্রোল (গ্রেফ) ১১ই মাঃ—১১০।  
ক্যালকাটা সেক্ ডিপোজিট ১১ই মাঃ—১০;  
১৫ই—২৭০। ফিরপো লিঃ ১১ই মাঃ—১৫।

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৭ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারের অবস্থা বেশ তেজী ছিল। পাট উৎপাদক জেলাগুলি হইতে এতাবৎ বীজ বপনের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা মিলওয়ালাদের পক্ষে সুখবর নহে। এই কারণেই বোধ হয় তাঁহারা এবার উচ্চ হারেই পাট ক্রয় করিয়াছেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণ এবার প্রচুর হইয়াছে। তবে সপ্তাহের শেষের দিকটা একটু শৈথিল্যের ভাব দেখা। অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহার অপেক্ষায় থাকিবার একটা ভাব দেখা গিয়াছে।

আলগা পাটের বাজারেও এবার বেশ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। মিলমালিক পক্ষ উচ্চ হারে বটোম পাট খরিদ করিয়াছেন। তোবা শ্রেণীর পাট ক্রয়ের ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান স্কুট মিলস এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যেরও অধিক দরে বিকিকিনি হইয়াছে। ইউরোপীয়ান জাত মিডল ও বটোম প্রতিমণ বথাক্রমে ১৭ টাকা ও ১৪ টাকার এবং সুপারভাইজড্ জাত মিডল ও বটোম বথাক্রমে ১৬৫০ আনা ও ১৩৫০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত তোবা মিডল ও বটোম পাটের দর ছিল বথাক্রমে ১৭৭০ আনা ও ১৪৭০ আনা। এবার পাকা বেল বিভাগেও বেশ উচ্চ হারে বিকিকিনি চলিয়াছিল। অবশ্য কাজকারবারের পরিমাণ বেশী হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহের খেলে ও চটের বাজারের অবস্থায়ও চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। পাট কলগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ ভরসা মিলমালিকরা কোন কোন শ্রেণীর চট নির্ধারিত সর্বোচ্চ দরের কম দরেও বিক্রয় করিতে-রাজী ছিলেন। এবার ২নং পোটার ও ১১নং পোটার বথাক্রমে ২১৭০ আনা ও ২৮০ আনার হস্তান্তরিত হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৭ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই তুলার বাজারে কণ্ঠতৎপরতার ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। বাজারের অবস্থা বর্তমানে বেশ তেজী বলা যায়। ইহার মূলে রহিয়াছে গবর্ণমেন্টের ক্রয়-নীতি

সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া। গবর্ণমেন্ট আনাইয়াছেন যে, নির্ধারিত সর্বনিম্ন দরেরও নিচে যদি তুলার দর নামিয়া যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট তুলা ক্রয়ের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবেন। পশ্চিমাঞ্চল হইতে তুলা সম্পর্কিত যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাও বেশ সন্তোষজনক। সস্তা ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিলওয়ালারা অবশ্য খুব বেশী আগ্রহ দেখাইতেছেন না। ভবিষ্যতে অবস্থা কিরূপ পরিবর্তিত হইবে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা

তাঁহারা আরও ভাবিবার সময় লইতেছেন বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজার বেশ তেজী ছিল এবং কাজকারবারের পরিমাণ বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদ মিলগুলির সহিত সরবরাহ বিলাটের দরুণ আশাভরূপ কাজকারবার হইতে পারিতেছে না বলিয়া চাহিদা-অনুরূপ বাজারে যোগান নাই।

# ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জসীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

## বিশ্বস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

# বেঙ্গল মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৪, স্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—বড়বাজার, হাওড়া ও কুমিল্লাগর

কারেন্ট একাউন্ট—২৫০ টাকার খোলা যায় এবং ১০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়।  
সেভিংস একাউন্ট—৫ টাকার খোলা যায় এবং ১০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।  
ড্র কিংড ডিপজিট—১০০ টাকার খোলা যায় এবং ৩ টাকা হইতে ৫ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

অগ্রাণ্য বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

আর কে চক্রবর্তী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

# ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

প্রধান শাখা :—৯৭ নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

ফোন কলি : ৪১৭৩

শাখা অফিস

কলিকাতা—

বালীগঞ্জ, শ্রামবাজার, ইটালী।

বাংলার অন্যান্য—

হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী,  
চাঁদপুর, পুরণবাজার, চৌমুহনী,  
দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী ও  
নবাবপুর (ঢাকা)।  
বিহার—পাটনা,  
আজ্ঞা, পূর্ণিয়া, রাঁচী।

লভ্যাংশ  
শতকরা

৭১।০

দেওয়া হইয়াছে

যাবতীয় আধুনিক  
ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়  
করা হয়।

এজেন্সী :—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৭ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই এবং দরও খুব সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যে ওঠানমা করিয়াছে। রূপার বাজারের তেজী অবস্থা এবং শেয়ার বাজারে সাধারণভাবে দর বৃদ্ধির সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭১ টাকার ভরি দরে সোণা বিক্রয় চালাইতে থাকায় ফটকা বাজার সোণার বাজারে কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। বোম্বাই বাজারে সোণা ৭১ টাকা ভরি এবং পিনি প্রতি ৭৩ ৪৯০ আনা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

## রূপা

কলিকাতা, ১৭ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে রূপার বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই; কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে হঠাৎ রূপার দর খুব বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। সম্প্রতি কিছুদিনের মধ্যে রূপার দর এত বেশী উঠিতে দেখা যায় নাই। কাঁচা তুলার দর বৃদ্ধি এবং শেয়ার বাজারের উন্নতির কলেই রূপার বাজারে ফটকাবাজদের ক্রমতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিমের প্রদেশগুলি হইতে বহু সোণা বাজারে আমদানী হওয়া

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—১৯৪৮ পৃষ্ঠার পর)

উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। ইটাই প্রস্তাবটি ৯২-১০৯ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহাতে বর্তমান মন্ত্রিসভার ঘূনধরা অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। সরকার পক্ষে ১৯ জন ইউরোপীয়ান ও ২ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যতীত আর কেহ ভোট দেয় নাই। ইউরোপীয়ান মহলের সম্পূর্ণ সমর্থন পাইয়াও মাত্র ১৭ ভোটের জোরে কোন মতে টিকিয়া গেলেও বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিসভার পরমায়ু সম্পর্কে সন্দেহ হইতে হয়। গবর্ণমেন্ট দলে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে এবং বিরোধী দল শক্তি সঞ্চয় করিতেছে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় অস্বীকার করার উপায় নাই। স্তার

সত্ত্বেও সরকারের পরিমাণ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় রেডি রূপার দর গিয়াছে প্রতি ১০০ ভরি ১২৬৮/০ এবং আগাম বিক্রয়ের দর গিয়াছে ১২২৮/০ আনা। কলিকাতা বাজারে রূপার দর উঠিয়াছিল প্রতি ১০০ ভরি ১২৮ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন হয় নাই।

নাজিমুদ্দীন কোম্পানীর পক্ষে মন্ত্রিসভার গদী আকড়াইয়া থাকা এখন বিড়ম্বনা মাত্র। নৈতিক প্রশ্নের কথা তুলিলে তাঁহাদের এখন পদত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়ান উচিত। ইউরোপীয় সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার আসলে আত্মপ্রত্যাহার ছদ্মবেশ মাত্র। বাঙ্গলার মন্ত্রিগণের পিছনে বাঙ্গলার জনমত যে নাই তাহা অন্ধ ছাড়া আর সকলের কাছেই পরিস্ফুট।

কেন্দ্রীয় পরিষদে পর পর তিনবার ভারত সরকারের পরাজয় হইল। সর্বশেষ পরাজয় হইয়াছে গত ১৫ই মার্চ। ভারতরক্ষা আইনে ও বিধান প্রদত্ত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হেতু স্বরাষ্ট্র বিভাগের ব্যয় একশত টাকা হ্রাস করিবার জ্ঞাত জাতীয় দলের ইটাই প্রস্তাব ৫৩-৪৪ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক (!) ভারত সরকারের দেহে যেন গভীরের চামড়া উপযুপরি পরাজয়েও ভেদ করা যায় না।

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন—

## বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—চাঁদপুর, সেন্ট্রাল অফিস :—ঢাকা।  
কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ স্ট্রীট।

## শাখাসমূহ :

পুরানবাজার, ঢাকা, লোহজঙ্গ,  
দৌলতপুর, জীনগর, তেজপুর

স্বদের হার—ডিপোজিট শতকরা  
চলতি—১  
সেভিংস—২½  
স্থায়ী আমানত—৪, হইতে ৬ পর্যন্ত

মিঃ এম চক্রবর্তী  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ এম দত্ত  
কলিকাতা এজেন্ট।

## কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস - কুমিল্লা : : স্থাপিত ১৯১৪

## সুলভন

অনুমোদিত ... ১,০০,০০,০০০ টাকা  
বিলিকৃত ও বিক্রীত ৬০,০০,০০০ টাকা  
আদায়ীকৃত ৩১,০০,০০০ টাকার উপর  
(অগ্রিম জমা সহ)  
রিজার্ভ ফাণ্ড ... ১৫,০০,০০০ " "

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এন সি দত্ত, এম, এল, সি

অনামী লিখিত

## কথা প্রসঙ্গে

(সরস শিবজের বই)

দাম দেড় টাকা

## পুরবী পাবলিশার্স

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা।

‘অরণি’ কার্যালয় ও প্রধান প্রকাশন পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

## সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,  
(ক্লাইভস্ট্রীট স্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ে)

কলিকাতা।

## শাখাসমূহ

ঢালা, দমদম, বরানগর,  
আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম, এ, বি-এল

(শিল্প ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ—১৯৬৯ পৃষ্ঠার পর) ছেন। সরকারী হাসপাতালের ইনস্পেক্টরেরা বর্তমানে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের তৈয়ারী ঔষধের বদলে বিদেশী ঔষধ সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন। দেশীয় ঔষধ ব্যবহার না করিবার জন্য একটি প্রদেশের সার্জন জেনারেল সম্প্রতি বিভিন্ন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের নিকট এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে দেশীয় ঔষধ নিষাদাদের সমক্ষে আজ একটা ছদ্মদিনের সূচনা দেখা যাইতেছে। ঔষধ শিল্প সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে দেশের অন্য আরও কতিপয় শিল্প সম্পর্কেও তাহাই ঘটিতেছে। প্রথমে দেশীয় শিল্পোद्यোগীদিগকে নানা শিল্প দ্রব্য তৈয়ারে উৎসাহ দিয়া পরে তাহাদিগকে এইভাবে বিপদ ও ক্ষতির পথে ঠেলিয়া দেওয়া খুবই অসুচিৎ। কাজেই ফেডারেশন চেম্বার তাহাদের বার্ষিক সভায় এক প্রস্তাব পাশ করিয়া বাহির হইতে নির্বিচারে জব্যসামগ্রী আমদানী ও দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের বিনিময়ে বিলাতী পণ্যকে উৎসাহ দিবার নীতি—এই দুই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহাদের এই প্রতিবাদ সর্বথা সঙ্গত ও সময়োচিত বলিয়াই আমরা মনে করি।

কেবল যুদ্ধের সময়ে নির্বিচারে জব্যসামগ্রী আমদানীর নীতি বন্ধ করার প্রস্তাব নহে, গত কয়েক বৎসরে দেশে যে সব শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের কল্যাণ দেখিতে হইলে উহাদের যুদ্ধোত্তর সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কেও এখন হইতে একটা পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া দরকার। বর্তমানে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে শিল্পদ্রব্য রপ্তানীর সুযোগ কতকটা বাড়িয়াছে, আর তাহাতেই দেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপদ দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের পরে যখন সকল দেশ হইতেই বেশী পরিমাণে মাল রপ্তানী শুরু

হইবে তখন উহাদের প্রতিযোগিতায় এদেশের নূতন শিল্পগুলির পক্ষে টিকিয়া থাকা নিতান্তই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। সেই বিপদের কথা বিবেচনা করিয়া ফেডারেশন চেম্বার দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকে যুদ্ধোত্তরকালে রক্ষণ শুল্কের সুযোগ দিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে দেশে যেসব শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে যুদ্ধের পরে উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তৎক্ষণাৎ যে একটা সংরক্ষণ ব্যবস্থার দরকার গবর্ণমেন্ট ইহা ভালভাবেই জানেন। আর জানেন বলিয়াই ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব হিসাবে স্মার রামস্বামী মুদালিয়র গত ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে এবিষয়ে অনেক আশা ও ভরসার কথা বলিয়া দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে যে নমুনা দেখা যাইতেছে তাহাতে রামস্বামী মুদালিয়রের সেই আশার বাণী শেষ পর্যন্ত একটা ফাঁকা আশ্বাসে পরিণত হইবে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। গবর্ণমেন্ট এপর্যন্ত মাত্র ২৩টি শিল্পকে যুদ্ধোত্তর সংরক্ষণ সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য শিল্পের কথা এখন পর্যন্ত বিবেচনা করা হইতেছে না। বাহির হইতে নির্বিচারে যেভাবে বিদেশী মাল আমদানী করা হইতেছে তাহাতে অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকে সংরক্ষণ করিবার মতলব গবর্ণমেন্টের আছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহের কারণ দেখা দিয়াছে। যদি যুদ্ধের পরে কতিপয় শিল্পকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া গবর্ণমেন্ট স্থির করেন তবুও হয়ত টেরিফ বোর্ড বসাইয়া উপযুক্তরূপে বিচার ও বিশ্লেষণের নামে তাহা দীর্ঘকাল মুলতুবি রাখা হইবে। ফলে এই বিলম্বের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার পূর্বেই হয়ত অনেক নূতন শিল্পের পরমায়ু ফুরাইয়া আসিবে। কাজেই ফেডারেশন চেম্বার কেবলমাত্র গবর্ণমেন্টের ফাঁকা আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এবিষয়ে অবিলম্বেই একটা সুপরিকল্পিত কার্যনীতি অবলম্বনের দাবী জানাইয়াছেন। এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে গিয়া মিঃ জি এল মেটা বলিয়াছেন, যুদ্ধের পরে দেশের নূতন শিল্পগুলির জন্য রক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থা করিতে হইলে টেরিফ বোর্ডের বিবেচনার জন্য বসিয়া থাকা চলিবে না। শিল্পের প্রয়োজন বুঝিয়া অতি সত্বর সে বিষয়ে বিধান অবলম্বন করিতে হইবে। শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইন অনুসারে ইংলণ্ডে বিশেষ কমিটি নিযুক্ত রহিয়াছে। শিল্পের প্রয়োজন বুঝিয়া এই

কমিটি সকল সময় সত্বর বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেন্ট যদি এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এদেশেও একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করেন তবে ঐ কমিটি পূর্বে হইতে দেশীয় শিল্পের অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি অনুধাবন করিয়া যথাসময়ে তাহাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থার নির্দেশ দিতে পারিবেন। টেরিফ বোর্ডের তদন্ত ও সুপারিশের উপর নির্ভর না করিয়া গবর্ণমেন্টও তখন ঐ বিষয়ে সত্বর বিধান অবলম্বন করিতে পারিবেন। মিঃ মেটার এই নির্দেশ আমরা খুব সমীচীন বলিয়াই মনে করি। যুদ্ধোত্তর প্রতিযোগিতা হইতে এদেশের নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে কেবলমাত্র ফাঁকা বুলি না আঙড়াইয়া এই ধরণের জরুরী বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনেই গবর্ণমেন্টের পক্ষে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

### প্রস্তর হইতে সোণা আবিষ্কার

প্রকাশ, বাঙ্গালোর হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে টুমকুর জেলার বেলারা নামক স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েক খণ্ড ক্ষটিক প্রস্তর হইতে প্রায় ২০ তোলা সোণা পাওয়া গিয়াছে। সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, ৩৪ শত কিট মাটা খুঁড়িলে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের সোণা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই কাজে প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হইতে পারে। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি না পাওয়া পর্যন্ত সমগ্র পরিকল্পনাটির কাজই বন্ধ আছে।

### গ্র্যাণ্ডিক্লোরা হইতে কৃত্রিম রবার

হাইতি দীপে সি-গ্র্যাণ্ডিক্লোরা ফুল হইতে রবার প্রস্তুত করা হইতেছে। সম্প্রতি ভারতে ও যুক্ত প্রদেশে সি-গ্র্যাণ্ডিক্লোরা হইতে কৃত্রিম রবার উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

“নিওটোন”

অব্যর্থ কলপ্রদ মহৌষধ

৮ আউন্স—১৬/০, ১২ আউন্স—২৪/০

ম্যালেরিয়া, পালান্দ্র, প্রীহায়

‘বেপটোন’

কার্যকরী আদর্শ টনিক

৪ আউন্স—২/০, ৮ আউন্স—৩/০

প্রত্যেক জিলায় ষ্টিকিট আবস্তক

পরিবেশক—এস ডেভী এণ্ড কোং

৪৪সি, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

কোন-ক্যাল ২৭৬৭

গ্রাম-জনসম্পদ

প্রতিশ্রিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস—দিল্লী

সেন্ট্রাল অফিস—

৩নং ম্যাক্সো লেন, কলিকাতা

ব্যাংক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস

বিভিন্ন বিভাগ

- পাট \*
- দাবা \*
- কয়লা \*
- চাখার \*
- ডাখাক \*
- হোসিয়ারী \*
- ইলেকট্রিক্যাল \*
- কনসেকসনারী \*
- রেগ বক্স (Tea-Chest) \*

জি.এস.এম.পারিয়ম লিঃ  
৫৭ এ ডিওরজন এডিনিউ, কলিকতা  
১৯১৮-১৯১৯

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক-শ্রীযুক্তনাথ ভট্টাচার্য

বিভিন্ন বিভাগ

- চা \*
- চিনি \*
- বিক্রয় \*
- ওয়েভ \*
- কেশনারী \*
- 'ভিটা' হুড \*
- 'বিনারেল' বালির \*
- চা-বানিজ্যের প্রয়োজনীয় \*
- অন্যান্যখণ্ডী

জি.এস.এম.পারিয়ম লিঃ  
৫৭ এ ডিওরজন এডিনিউ, কলিকতা  
১৯১৮-১৯১৯



৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ, সোমবার, ১৯৪৪

৪৫শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা  | বিষয়                   | পৃষ্ঠা  |
|------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ              | ১০২০-২৫ | আর্থিক ছুনিয়ার খবরাখবর | ১১০০-১১ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ             | ১০২৬    | কোম্পানী প্রসঙ্গ        | ১১১২-১৩ |
| বঙ্গশিল্পের যুদ্ধোত্তর সংগঠন | ১০২৭    | বাজারের হালচাল          | ১১১৪-২২ |
| বাড়তি অঞ্চলে চাউল সমস্যা    | ১০২৮-২৯ |                         |         |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### কয়লা সঙ্কট

চাউলের চূর্ণাল্যতা হ্রাস না পাইলেও দেশে উহার চূর্ণাপ্যতা আপাততঃ ঘুচিয়াছে। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কয়লার অভাব আজও মিটাইবার ব্যবস্থা হইতেছে না। যুদ্ধের পূর্বে গৃহস্থ ঘরের ব্যবহার্য কয়লার মণ ছিল ছয় আনা, সরকারী নির্দেশে তাহার মূল্য বর্ধমানে দেড় টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় এই দরে গুঁড়া কয়লাও উপযুক্ত পরিমাণে রীতিমত মিলিতেছে না। মফঃস্বল সহরের অবস্থা সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করার সুবিধা আমাদের হয় নাই। কিন্তু এখানে বলিয়া যে খবর পাইতেছি তাহাতে মফঃস্বলের অবস্থা কলিকাতার তুলনায় আরও বেশী ভয়ানক বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিকের অভাবে খনি অঞ্চলে কয়লা উৎপাদনের বিঘ্ন ঘটয়াছিল। শ্রমিকদিগের বেতন বৃদ্ধি ও তাহাদের জন্ত কম মূল্যে চাউল ও আটা প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া ভারত গবর্নমেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধির একটা পাকা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পরিকল্পনা

কার্যতঃ সকল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বাজলার অল্প অনেক সহরের তুলনায় খনি অঞ্চল হইতে কলিকাতার দূরত্ব কম। গবর্নমেন্ট চেষ্টা করিলে এই সহরে কয়লার যোগান সহজেই প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি করিতে পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু গবর্নমেন্ট সে বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আসল সুব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কিছুই হইতেছে না। সম্প্রতি কলিকাতার একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি কল্টোলায় অব্ কোল ডিষ্ট্রিক্টসনের সহিত দেখা করিয়া এ সম্পর্কে আসল ব্যাপারটা জানিতে চাহিয়াছিলেন। কল্টোলায় মহোদয় তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, ভারত গবর্নমেন্ট বাজলার জন্ত মাসিক ১ হাজার ৯০০ গাড়ী কয়লা সরবরাহ করা স্থির করিয়াছিলেন। কলিকাতার জন্ত প্রতিদিন ২৫ গাড়ী পাঠান হইবে বলিয়াও তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যানবাহনের অসুবিধা হেতু বর্ধমানের সেই পরিমাণ কয়লা কলিকাতায় প্রেরণ করা সম্ভবপর হইতেছে না। গত ১লা মার্চ হইতে ২১শে মার্চ পর্যন্ত ২৫ গাড়ীর স্থলে গড়ে দৈনিক মাত্র ২০ গাড়ী কয়লা

আসিয়াছে। তাহাতেই কলিকাতায় বর্ধমানের কয়লার অভাব দেখা দিয়াছে। কল্টোলায় মহোদয় আশা দিয়াছেন মার্চ মাসের শেষভাগে কলিকাতায় দৈনিক ২৫ গাড়ী করিয়া কয়লা আসিবে, আর তাহাতে এ সহরের অভাব দূরীভূত হইবে।

কিন্তু কল্টোলায় মহোদয় আশা দিলেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কার্যতঃ বিশেষ কোন ভরসাই আমরা বোধ করিতে পারিতেছি না। একেত কয়লার উৎপাদন সমস্যা ও মাল গাড়ীর চলাচলের সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান হওয়ার কোন নমুনা দেখিতেছি না। তাহার উপর ২৫ গাড়ী হিসাবে কলিকাতার জন্ত কয়লার যে বরাদ্দ স্থির হইয়াছে এ সহরের প্রয়োজন অনুপাতে তাহা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে। ঠিক ঠিক ভাবে ঐ পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করা হইলেও উহা দ্বারা এ সহরের অভাব পরিপূরিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দৈনিক ২০ গাড়ী করিয়া কয়লা আনা সত্ত্বেও যখন সহরে এই জিনিষটির এত বেশী চূর্ণাপ্যতা লক্ষ্য করা যাইতেছে তখন ২৫ গাড়ী কয়লা আসিলেই বা তাহাতে উহার স্বচ্ছলতা দেখা



যাইবে কি করিয়া? অথচ কলিকাতার জন্ত কয়লার যোগান ইহার চেয়ে বাড়ান সম্ভবপর নহে বলিয়াই কন্ট্রোলার মহোদয় মন্তব্য করিয়াছেন। বর্তমানে সহরে যে কয়লা আসিতেছে তাহা সাধারণের ভিতর সুবণ্টনের কোন ব্যবস্থা নাই। ইহাতে সরকার অনুগৃহীত লোকেরা, এ আর পি. অফিসরদের আত্মীয়-স্বজনেরা এবং কয়লা ব্যবসায়ীর বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিরা সহজেই তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত কয়লা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে। কিন্তু বাকী জনসাধারণের অভাব রীতিমতই অপূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। একেত কয়লা আসিতেছে কম, তাহার উপর উহার বণ্টন সম্পর্কে এহেন অব্যবস্থা। কাজেই সমস্তার কোন কুলকিনারা হইতেছে না। জনসাধারণের একান্ত দুর্দশার কথা ভাবিয়া গবর্ণমেন্ট অন্ততঃ কয়লার সুবণ্টন সম্পর্কে, অচিরে একটা সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করিবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

#### ইনক্লেশনের ফলে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি

ইনক্লেশনের জন্ত পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাতে কেবল দেশের জনসাধারণেরই চরম দুঃখদুর্দশার কারণ ঘটে নাই, উহার ফলে সরকারী ব্যয়বহর বাড়িয়া গিয়া সেদিক দিয়াও একটা বড় রকম জাতীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব বিলের আলোচনায় মিঃ যমুনাদাস মেটা. সে দুর্গতি ভালভাবেই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইনক্লেশনের ফলে জিনিষপত্রের দ্রুতমূল্যতা দেখা যাওয়ায় সে কারণে গবর্ণমেন্টকে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী মূল্য দিয়া প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহ করিতে হইতেছে। জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি হেতু সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার দিক দিয়াও তাহাদিগকে খরচপত্রের হারা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে হইতেছে। এই বর্ধিত ব্যয় মিটাইবার জন্ত ট্যাক্স ও স্বর্ণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের গত কয়েক বৎসরে এদেশের সরকারী স্বর্ণের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকার মত বাড়িয়া গিয়াছে। গবর্ণমেন্ট যদি ইনক্লেশন সম্পর্কে পূর্বাভাস সজাগ হইতেন তবে সকল দিক দিয়া এত বেশী অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইত না। ট্যাক্স এবং স্বর্ণের দিক দিয়াও এদেশবাসীর উপর যুদ্ধের চাপ অপেক্ষাকৃত কম হইত। ৮০০ কোটি টাকা স্বর্ণ তুলিয়া গবর্ণমেন্ট উহা দ্বারা বর্তমানে যে জিনিষ ও সার্ভিস ক্রয় করিতেছেন যুদ্ধের পূর্ব সময়ের হারে

তাহার মূল্য দাঁড়ায় ২৬৬ কোটি টাকা। কেননা ইনক্লেশনের ফলে টাকার মূল্য কমিতে কমিতে বর্তমানে তাহা এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে। দেশে ইনক্লেশনের সূচনা না হইলে সরকারী ব্যয়ের দিক দিয়া ভারতবর্ষকে যে বর্তমানের তুলনায় কিরূপ কম ভার বহন করিতে হইত ইহা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

মিঃ যমুনাদাস মেটার বক্তৃতায় ইনক্লেশনের ফলে সরকারী ব্যয় বাড়িবার যে চিত্র উন্মোচিত হইয়াছে এই দরিদ্র দেশের বিহিত স্বার্থের দিক দিয়া তাহা আমরা নিতান্ত শোচনীয় বলিয়াই মনে করি। কিন্তু গবর্ণমেন্ট প্রথম হইতে ইনক্লেশন প্রতিকারে যত্নপর হওয়া তো দূরের কথা সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় উহাকে সংবর্দ্ধন করিয়া আসিয়াছেন। ইনক্লেশনের পরিণতি স্বরূপ একদিক দিয়া দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও অশ্রুদিক দিয়া সরকারী বাজেটে বিপুল ঘাটতি দেখা যাওয়া সত্ত্বেও ঐ বিষয়ে তাহারা তাহাদের মূল নীতি পরিবর্তন বা সংশোধন করিতেছেন না। বৃটিশ সরকারের ষ্টার্লিং সিকিউরিটির ভিত্তিতে এখনও এদেশে সমভাবেই নোট ছাড়া হইতেছে। সরকারী অমিতব্যয়িতা ও স্বেচ্ছাচারিতার এহেন নিম্নজ দৃষ্টান্ত ছনিয়ার অস্ত্র কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ।

#### কলিকাতার যানবাহন সমস্যা

যুদ্ধের ফলে কলিকাতা নগরীর জনসংখ্যা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভব হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকের কাজকারবার, ছুটীছুটি এবং গমনাগমনও ঐ একই কারণে পূর্বা-পেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উপযুক্ত হারে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দূরের কথা, উহার সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে এবং ক্রমেই কমিতেছে। বাস চলাচলের প্রথাটা কোনমতে বজায় থাকিলেও পেট্রলের অভাবে বাসের সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে, অনেক লাইন হইতে বাস উঠিয়াও গিয়াছে। ট্রাম গাড়ীই কলিকাতার জনসাধারণের প্রধানতম যান। কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে দীর্ঘদিনের রেওয়াদী চুক্তিতে ইহারা কলিকাতার রাজপথে ট্রাম চলাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে। বাস প্রভৃতির তুলনায় যুদ্ধের অঘাত ট্রামের উপর খুব কমই পড়িয়াছে। আজিকার দিনে যাত্রিসাধারণের সুযোগ সুবিধার দিকে বেশী করিয়া মনোযোগী হওয়া দূরের কথা, এই বিদেশী প্রতিষ্ঠানটি যাত্রিসাধারণের

অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া একে একে ছুপুরের সস্তা, ভাড়ার টিকিট, বদলী টিকিট, রবিবারের সস্তা টিকেট বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং অল সেক্সন টিকিটের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়াছে। ট্রামের সংখ্যাও ইহার ক্রমেই কমাইয়া দিতেছে। ট্রামে আরাম করিয়া বসিয়া যাতায়াত দূরের কথা, কোনমতে ঠাসাঠাসি করিয়া একটু দাঁড়াইবার স্থান এবং সময়বিশেষে হাতল ধরিয়া কোনমতে বাতুর-ঝোলা হইয়া যাইতে পারিলেই যখন যাত্রী-সাধারণ কৃতার্থচিত্তে টিকিটের ভাড়া গণিয়া দেয় তখন আর ট্রাম গাড়ীর সংখ্যা বাড়াইবার জন্ত কোম্পানীর গরজই বা কিসের? বাসের প্রতিযোগিতার ভয় নাই, অসহায় যাত্রীরা যখন নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়াও ট্রাম গাড়ীতে উঠিবে এবং ৫৭ খানা ট্রাম গাড়ীর যাত্রী যখন ১ খানা গাড়ীতেই বোঝাই করা চলে, তখন আর ভাবনা কি? বিদেশী কোম্পানী এদেশের জনমতের তোয়াক্কা করে না; ব্যবসায়ী ধুরন্ধরেরা খুব ভাল করিয়াই জানে, যাত্রী-জনতার ক্ষোভ আক্রোশ যাহা কিছু কণ্ডাক্টর, ড্রাইভারের উপর দিয়াই গড়াইবে, খোদ কোম্পানীকে তাহা স্পর্শ করিবে না।

ট্রাম-যাত্রীর অসুবিধার কথা লইয়া সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের সভাতে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। যাত্রীসাধারণের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ট্রাম কোম্পানীকে যে পত্র লিখিয়া ছিলেন তাহার জবাবে ট্রাম কোম্পানীর পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, বেপরোয়াভাবে মিলিটারী গাড়ী চালনার ফলে বহু ট্রাম জখম হইয়াছে। ট্রামের যন্ত্রপাতির জন্ত বিলাতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল যন্ত্রপাতি ১৯৪৫ সালের পূর্বে আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই বর্তমানে অধিকতর সংখ্যক ট্রাম রাস্তায় বাহির করা সম্ভব নহে। মিলিটারী লরী চালনা সম্পর্কে ট্রাম কোম্পানী যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহার সারবস্তা অস্বীকার করা যায় না। সে সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ১৯৪৫ সালের পূর্বে আমদানী করা যাইবে না বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই নৈরাশ্র-ব্যঞ্জক। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত যদি কলিকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং জনসাধারণের যান-বাহনের সংখ্যা হ্রাসের বর্তমান হার বজায় থাকে তাহা হইলে এক বৎসর পর

যানবাহনের অবস্থা, কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা কল্পনা করিতেও আমরা আতঙ্কিত হইতেছি। ভারতের কলকারখানায় যখন বহুবিধ ঠিক্সিন এবং যন্ত্রপাতি তৈয়ারী সম্ভবপর তখন সময় থাকিতে এদেশেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরীর ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। বিদেশী ব্যবসায়ী কোম্পানী অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই ছোট বড় সমস্ত জিনিষই নিজের দেশ হইতে ক্রয় করিতে চাহিবে; কিন্তু যে ব্যবসায়ের সহিত কলিকাতা নগরীর লক্ষ লক্ষ নরনারীর সুযোগ-সুবিধা জড়িত তাহার ব্যবসায়-নীতি সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট ও কর্পোরেশনের সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। কলকজার অভাবেই অতিরিক্ত ট্রাম রাস্তায় বাহির করা সম্ভবপর হইতেছে না বলিয়া ট্রাম কোম্পানী যে যুক্তি দেখাইয়াছেন আমরা তাহা সম্ভোষজনক বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। অনেক সময় দেখা যায়, ডিপোগুলিতে সাড়ি-বন্দী ট্রাম গাড়ী পড়িয়া আছে, কিন্তু রাস্তায় উপযুক্ত সংখ্যক গাড়ী দেওয়া হইতেছে না। আমাদের মনে হয় কোম্পানীর এই উক্তির পর অসহায়ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া কর্পোরেশন অথবা গভর্ণমেন্টের পক্ষে উচিত এসম্পর্কে উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করা এবং কি উপায়ে প্রয়োজনীয় কলকজা দ্রুত এদেশে তৈয়ারী করিয়া ট্রাম কোম্পানীর যুক্তিযুক্ত অসুবিধা দূর করা যায় তৎসম্পর্কে একটি কার্য্যকরী পন্থা নির্দেশ করা। কেবলমাত্র ট্রামের উপর নির্ভর না করিয়া ক্রমবর্ধমান যাত্রীসাধারণের দ্রুত চলাচলের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাসের জন্ত অতিরিক্ত পেট্রোল বরাদ্দ করাও গভর্ণমেন্টের কর্তব্য।

### কৃষির উন্নতি সম্পর্কে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা

বরোদা রাজ্যে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে ঐ রাজ্যের গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি একটি অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষকেরা তাহাদের স্বল্প পরিশোধ করিতে সমর্থ না হওয়ায় ঐ রাজ্যের কতকগুলি গ্রামের কৃষিজমি প্রায় সমস্তই মহাজনের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। বরোদা গবর্ণমেন্ট মহাজনদের হাত হইতে সেই জমি কিনিয়া লইয়া কৃষকদিগকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তবে কৃষকদিগকে জমি ফিরাইয়া দিলে সাধারণ অবস্থায় তাহারা তাহা বরাবর সংরক্ষণ করিয়া চলিতে পারিবে না। অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া উহারা আবার ঋণ করিতে সুরু করিবে, আর শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের জমি পুনরায় মহাজনদের কাছে বিকাইয়া যাইবে। তাই বরোদা সরকার কৃষকদের অবস্থার স্থায়ী উন্নতির জন্ত কয়েকটি পরীক্ষামূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহারা স্থির করিয়াছেন, একটি গ্রামের কৃষিজমি তাহারা পুরাপুরিভাবে কৃষকদের হাতে ফিরাইয়া দিবেন। একটি গ্রামের সমস্ত জমিকে তাহারা সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবেন। গ্রামের কৃষকেরা আর্থিক হিসাবে ঐ ক্ষেত্রে কাজ করিবে ও পারি

আর্থিক স্বরূপ উৎপন্ন ফসলের অংশ পাইবে। অল্প একটি গ্রামের জমি গবর্ণমেন্ট যৌথ চাষাবাদ নীতিতে কৃষকদের দ্বারা চাষ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কৃষকদের দ্বারা সমবায় সমিতি গঠন করাইয়া আর একটি গ্রামে সেই সমিতির পরিচালনায় চাষাবাদের কাজ ও ফসল বিক্রয়ের কাজ নির্বাহ করা হইবে। এই চারিপ্রকার বিধিব্যবস্থার ভিতর কোন ব্যবস্থায় কৃষকেরা সবচেয়ে বেশী পণ্য উৎপাদন করিতে পারে এবং কোন ব্যবস্থায় কৃষকদের আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় গবর্ণমেন্ট তাহা লক্ষ্য করিবেন। পরে সবচেয়ে উপযোগী পন্থাটি বাছিয়া লইয়া তদনুযায়ী বরোদা গভর্ণমেন্ট ঐ রাজ্যে কৃষির উন্নতির বিধান অবলম্বন করিবেন। বরোদা গবর্ণমেন্টের ঐ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের সমর্থন লাভ করিয়াছে। ঐ কাউন্সিল তাহাদিগকে সেজন্ত অর্থ সাহায্য প্রদানে রাজী হইয়াছেন।

বরোদা রাজ্যে এরূপ একটা পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার কথা শুনিয়া আমরা খুবই সুখী হইলাম। এদেশে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে অনেকে অনেক প্রকার কার্য্যনীতির কথা বলিয়া আসিতেছেন। গবর্ণমেন্টও চাষাবাদের উৎকর্ষ সম্পর্কে ও কৃষকদের কল্যাণ সম্পর্কে বড় বড় বুলি ও বড় বড় পরিকল্পনা আওড়াইবার ক্রটি করিতেছেন না। কিন্তু কিভাবে যে এদেশে কৃষির উন্নতি সাধিত হইবে ও কৃষকদের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে সে বিষয়ে প্রকৃত সূচিন্দেশ এখনও বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছে না। সেজন্ত কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বনেও অথবা বিলম্ব হইতেছে। বরোদা রাজ্যে উপরোক্তরূপ পরীক্ষামূলক কার্য্য চালাইবার ফলে ঐ বিষয়ে সমুচিত পন্থা যে কি তাহা বুঝিয়া উঠা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভবপর হইবে। পরে তদনুসারে তাহারা কৃষি-উন্নতির জন্ত যথোপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। সেদিক দিয়া বিবেচনা করিয়া বরোদা গবর্ণমেন্টের বর্তমান প্রচেষ্টাকে সকলেই বিশেষ উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিবেন সন্দেহ নাই।

### নিয়ন্ত্রিত দরে জিনিষ বিক্রয়ের সরকারী দোকান

ভারত সরকারের কন্ট্রোলার জেনারেল অব সিভিল সাপ্লাইজ্ মুন্সীফা নিয়ন্ত্রণ অডিনান্স অনুসারে এদেশে জিনিষপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া চলিয়াছেন। ইতিমধ্যে রেজর ব্লেক, ফাউন্টেন পেন, সাইকেল, চশমা, টুথপেস্ট, উল্লিঙ্গ ঘৃত ও আমদানীকৃত ঔষধপত্রের উর্দ্ধতম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। শীত্রই অথ আরও জিনিষের মূল্যও নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণের এহেন শুভ প্রচেষ্টার কথা জানিবার সুবিধা হইলেও নিয়ন্ত্রিত দরে জিনিষপত্র কিনিবার সৌভাগ্য দেশে অনেকেরই হইতেছে না। যে সব দোকানে

এই সব-মাল পাওয়া যাইত মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে তাহাদের অধিকাংশ হইতেই উহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। দাম কম করিয়া নির্ধারিত হইলেও সেই দরে সকল ব্যবসায়ী মালপত্র পাইতেছে না। কয়েকটি দোকানকে এজেন্ট হিসাবে গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে নির্ধারিত মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। এই সব দোকানের নাম সাধারণে অবগত নহে। দোকানগুলিতে মাল সরবরাহ করা হয় এত কম যে দোকানের খোঁজ পাইলেও তাহাতে গিয়া নিয়ন্ত্রিত দরে জিনিষ পাওয়া অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। কাজেই সরকারী ব্যবস্থায় লোকের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। জিনিষপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইলে কোথায় ও কোন কোন দোকানে সেই দরে উহা পাওয়া যাইবে গবর্ণমেন্টের পক্ষে সাধারণকে তাহা জানাইয়া দেওয়া কর্তব্য। যে দোকানে জিনিষ মিলিবার কথা সে দোকান যাহাতে স্নাত্য দরেও উপযুক্ত পরিমাণে তাহার যোগান পায় সে বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করাও গবর্ণমেন্টের পক্ষে উচিত। কিন্তু সেরূপ সুব্যবস্থা বর্তমানে কিছুই হইতেছে না। ফলে নির্ধারিত দরে সাধারণকে জিনিষপত্র দিবার সরকারী প্রতিশ্রুতি কার্য্যতঃ একটা ধাপ্পাবাজিতেই পরিণত হইয়াছে।

যাহা হউক সম্প্রতি আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ভারত সরকারের কন্ট্রোলার জেনারেল অব সিভিল সাপ্লাইজ্ মি: সি সি দেশাই ক্রেতাসাধারণের হৃদয় ঘুচাইবার জন্ত বর্তমানে একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন। প্রকাশ, দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারত গবর্ণমেন্টের অর্ধে কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই কতকগুলি দোকান স্থাপন করা হইবে। যে সমস্ত জিনিষের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইবে সরকারী নির্ধারিত দরে সেই সমস্ত জিনিষ এই সব দোকানের ভিতর দিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত করা হইবে। ব্যবসাবাণিজ্যে অভিজ্ঞতা আছে এমন লোক নিয়োগ করিয়া সরকারী দোকানগুলি পরিচালনার ব্যবস্থা হইবে। দোকানগুলি যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ মালের যোগান পায় গবর্ণমেন্ট সেদিকে বিশেষ নজর রাখিবেন। দেশে নিয়ন্ত্রিত দরে জিনিষপত্র পাওয়া সেরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অবিলম্বে এরূপ একটা পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়া খুবই প্রয়োজন। মি: দেশাই সে সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন ইহা বাস্তবিকই ভরসার কথা। কিন্তু যে প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহাতে আপত্তি: মাত্র বড় বড় কেন্দ্রে হই একটি করিয়া দোকান স্থাপনই গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে। নিয়ন্ত্রিত দরে জিনিষপত্র কিনিবার জন্ত সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণ যেরূপ বেশীমাত্রায় আগ্রহশীল তাহাতে সামান্য কয়েকটি দোকানে আসল উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই সাধিত হইবে না। সেজন্ত অধিক সংখ্যক দোকানের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বাস্তব সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট সেভাবেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

জাপানবাহিনী ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বর্তমান মহাযুদ্ধে খাস ভারত-ভূমিতে ইহাই প্রথম যুদ্ধ। এই কারণেই বিশ্ব-সংগ্রামের পটভূমি ও পূর্ব-এশিয়ার গোটা সামরিক সমাবেশের দিক হইতে এই ঘটনার গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন আমাদের কাছে, বিশেষ করিয়া আসাম ও বাঙ্গলা দেশের কাছে, মণিপুর সীমান্তের লড়াইএর গুরুত্ব যথেষ্ট রহিয়াছে। জাপান সৈন্যদল চিন্মুইন নদী পার হইয়া এক স্থানে রাজধানী ইক্ষল হইতে চল্লিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে। টিডিম বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। ব্রিটিশপক্ষীয় সৈন্যগণ প্রধান জাপ-বাহিনীকে বাধা দিবার জন্য আগাইয়া গিয়াছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, তিন স্থানে জাপ অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ ও জাপ আক্রমণ ব্যর্থ করা হইয়াছে। যাহা হউক, মণিপুর যুদ্ধ সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট করিয়া কিছুই বুঝা যাইতেছে না। ইহা জাপানীদের ভারতে প্রবেশের অভিপ্রায়, না সামরিক কারণে কিছুটা কিলক প্রবেশ করাইয়া রাখিবার মত-লব, সংঘর্ষের ফলাফল হইতে তাহা শীজই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

উত্তর-ব্রহ্ম ও আরাকাশ গণাজনে এবার জাপানীদের প্রতিরোধ দৃঢ় হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্বের মতই মার্কিন বাহিনী অল্পখয় অগ্রসর হইতেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার মত কোন ঘটনা এবার ঘটে নাই। মার্কিন সৈন্যদল ইলোয়ুসাও নামক একটি নূতন দ্বীপে এবার অবতরণ করিয়াছে।

ইতালীয় রণাজনে অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে বলিলেও চলে। ক্যাসিনোর দশ ভাগের নয় ভাগ মিত্রপক্ষের করতলগত হওয়া সত্ত্বেও নাৎসী বাহিনীকে সেখানে এখনও পৰ্য্যদস্ত করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। অস্ত্রান্ত রণাজনেও সন্তোষজনক অগ্রগতির সংবাদ নাই।

এবার ইউরোপের পূর্ব সীমান্তে চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ দেখা গিয়াছে। নাৎসী

বাহিনী সহসা তাহার বিগত চারি বৎসরের লড়াইএর সাথী ও পরম মিত্র হাজেরী অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইহাতে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই প্রকট হইয়া পড়িল। অর্থাৎ তাহার স্বপক্ষের রাষ্ট্রের উপর আর পুরাপুরি নির্ভর করা চলিতেছে না। এই অবস্থাসের কারণ কি? কারণ স্পষ্টতঃই লালকোজের দ্রুত অগ্রগতি। ইউক্রেন বাহিনী রুশীয় সীমান্ত পার হইয়া বেসারেবিরার অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়া আগাইয়া চলিয়াছে। লাল কোজ রুমানিয়ার সীমান্ত হইতে এখন মাইল ত্রিশেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। একরূপ অবস্থায় বন্ধন অঞ্চলে রাজনৈতিক বিপর্যয় খুবই স্বাভাবিক। শুধু হাজেরী নয়, নাৎসী জার্মানীকে নরওয়ে ও ডেনমার্কের মত আরও একাধিক বন্ধন রাষ্ট্র হয়তো শীজই গ্রাস করিতে হইবে। লালকোজ যাহাতে খাস জার্মানীর দিকে না যাইতে পারে তাহার জন্য প্রবল প্রতিরোধ-প্রাচীর দাঁড় করাইতে হইলে হাজেরী অমূল্য (প্রাকৃতিক কারণেই) যুদ্ধক্ষেত্র এবং এই দেশের জনসাধারণ পশ্চাৎ হইতে যাহাতে জার্মান বাহিনীকে বিরত করিতে না পারে তজ্জন্ত শাসনভার সম্পূর্ণভাবে জার্মান কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা অত্যাবশ্যক।

অস্ত্রান্ত রণাজনে সোভিয়েট বাহিনী গত সপ্তাহের মতই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ক্রিমিয়া ও খেরসন অঞ্চলের প্রায় ২০ ডিভিশন জার্মান সৈন্য লালকোজের বেসারেবিরার প্রবেশের ফলে আটক পড়িয়া রহিল। সমুদ্র পথ ও আকাশপথ ছাড়া কিংবা আত্মসমর্পণ ব্যতীত ইহাদের কোন পত্যস্তর রহিল না।

সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, নাৎসী বাহিনী বুলগেরিয়ার বন্দর দখল করিয়াছে এবং ওদিকে সোভিয়েট প্যারাসুট বাহিনী হাজেরীর অভ্যন্তরে নামিয়াছে।

ডাবলিনের জাপ ও জার্মান দূতাবাসের দরজা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন অনুরোধের চাপ আয়ার সরকার অগ্রাহ্য করিয়াছেন। গত সপ্তাহে আমরা এই প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। ইতিমধ্যে আয়ারের সঙ্গে আলষ্টার ও গ্রেট ব্রুটেনের যাতায়াতের সকল পথ এবং তারের ও টেলিফোনের যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়া

হইয়াছে। আয়ার গবর্ণমেন্ট তাহাদের স্থির সিদ্ধান্তে অবচলিত থাকিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, আইরিশ পার্লামেন্ট ও আইরিশ জাতির বিধোষিত, ও গৃহীত অভিমত অনুসারেই আয়ার নিরপেক্ষ রহিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত যত বড় বাধাবিল্লই আসুক, না কেন এই অমূল্য নীতি অমাত্র করা হইবে না।

যাহা হউক, আয়ারের নিরপেক্ষতা লইয়া সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার পরিষদে বেশ উপভোগ্য আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বিরোধী দলের নেতা ডাঃ মালান বলেন যে, ওয়েস্ট-মিনষ্টার আইন অনুসারে শাসিত কোন এক ডোমিনিয়নের স্বাধীন কার্যকলাপের উপর যখন আক্রমণ করা হইয়াছে, তখনই ঐ আক্রমণ অস্ত্রান্ত ডোমিনিয়নের পক্ষে উদ্ভেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্তই তিনি মিঃ ডি ভ্যালোরার নিকট তার প্রেরণ করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ডাঃ মালান বলেন যে, গণতান্ত্রিক নিয়মকানুন অনুসারে আয়ারের নিরপেক্ষ থাকিবার অধিকার আছে এবং সে ঐ অধিকারই প্রয়োগ করিয়াছে।

ইহার জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকান রাষ্ট্রের কর্ণধার জেনারেল স্মিটস জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন হল্যান্ড ও অস্ত্রান্ত দেশ নাৎসী জার্মানীর করতলগত হইয়াছিল এবং আন্তর্জাতিক আইনকানুন ও গণতান্ত্রিক শ্রায়নীতি স্পষ্টভাবেই ভঙ্গ করা হইয়াছিল তখন কি জন্ত ডাঃ মালান এইরূপ বিচলিত হন নাই?

জেনারেল স্মিটস-এর এরূপ উক্তিভেদে যুক্তির অভাব রহিয়াছে। ডাঃ মালান নাৎসী জার্মানীর পররাষ্ট্র গ্রাস করার কার্যকলাপ সমর্থন করেন কি করেন না তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু সমগ্র সভ্য জিনিয়া জার্মানীর ঐ গণতন্ত্রবিরোধী কাজ সমর্থন করিতে পারে নাই। আজ জার্মানীর অপকার্যের নজির তুলিয়া অমূল্য কার্যের সমর্থন খুঁজিতে যাওয়ার অর্থ গণতান্ত্রিক আদর্শেরই বিরুদ্ধাচরণ করা। আয়ারের নিরপেক্ষতার উপর আঘাত গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা সমর্থন করা যায় কি না তাহাই বিবেচ্য বিষয়। এই বিষয়ে আমরা একটা কথাই স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি। আয়ারল্যান্ডে

## বস্ত্রশিল্পের যুদ্ধোত্তর সংগঠন

যুদ্ধের জন্ত বাহির হইতে বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় ও সামরিক কারণে দেশে উহার চাহিদা অস্বাভাবিক রূপে বাড়িয়া যাওয়ায় বর্তমানে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একটা সুদিন দেখা গিয়াছে। পূর্বাপেক্ষা বেশী সময় কাজ করিয়া কাপড়ের কলসমূহকে বস্ত্রের বর্ধিত দাবীদাওয়া মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইতেছে। বস্ত্রের উৎপাদন, কাটতি ও মূল্য যুগপৎ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই শিল্পের অভাবনীয় সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধজনিত সাময়িক উন্নতি নিয়া কোন শিল্প-ব্যবসায়ীই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। বর্তমান সমৃদ্ধির ভিতর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাঁহাদিগকে চিন্তাভাবনা করিতে হয়। যুদ্ধের পর এদেশের শিল্প ব্যবসায়ের সমক্ষে নানাদিক দিয়া নূতন সমস্তার আশ্ব-প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা আছে। সেই সব সমস্তার কথা পূর্বাভাসে বিবেচনা করিয়া এখন হইতে তৎপ্রতিকারে যত্নপর হওয়া এবং প্রয়োজনমত শিল্প-ব্যবসায়কে পুনর্গঠন করা ব্যবসায়ীদের পক্ষে খুবই দরকার। ভারতের কাপড়ের কলের মালিক ও পরিচালকেরা সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক সম্মেলন বসাইয়া সেভাবে এদেশীয় বস্ত্রশিল্পের যুদ্ধোত্তর সমস্তার কথা আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

বোম্বাইয়ের অগ্রতম প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিল্প-ব্যবসায়ী স্তার ভিক্টোর সেন্সন এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া একটি সময়োচিত বক্তৃতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সমস্তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের সময়ে ভারতে আজ বস্ত্রের যে বেশী রকম চাহিদা দেখা গিয়াছে যুদ্ধের শেষে তাহা বজায় থাকিবে না। কাজেই এদেশের কাপড়ের কলগুলিকে তাহাদের উৎপন্ন বস্ত্র কাটতির জন্ত ভবিষ্যতে কতক পরিমাণে রপ্তানী-বাণিজ্যের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু অগ্রাশ্রয় দেশের প্রতিযোগিতার ভিতর বাহিরের হাটে যে কোন মূল্যে যে কোন শ্রেণীর জিনিস বিক্রয় করা যাইবে না। সেজ্ঞা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে উৎকৃষ্ট বস্ত্র যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার সমক্ষে এভাবে বাহিরের হাটে বস্ত্র বিকাইবার

জন্য ভারতীয় কাপড়ের কলের মালিক-দিগকে এখন হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে স্তার ভিক্টোর সেন্সনের এই নির্দেশ আমরা স্মৃতিস্তম্ভ ও সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। এদেশের প্রয়োজনে নানা সামরিক সরঞ্জাম তৈয়ারে ব্যাপৃত থাকায় ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি বর্তমানে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানীর সুযোগ পাইতেছে না। ভবিষ্যতে সামরিক বিভাগের জন্য বস্ত্র যোগাইবার প্রয়োজন যখন থাকিবে না তখন বস্ত্রের রপ্তানী বাড়াইবার প্রশ্ন তাহাদের সম্মুখে বড় হইয়া দেখা দিবে। কিন্তু তৈয়ারী বস্ত্রের পড়তা-খরচ বেশী পড়িলে বিদেশী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা তখন বাহিরের বাজারে মোটেই কোন সুবিধা করিতে পারিবে না। উৎপন্ন বস্ত্র উত্তম শ্রেণীর না হইলে সে কারণে বাহিরে তাহার কাটতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। সে কথা বিবেচনা করিয়া দেশীয় কলে কম খরচে উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপাদনের দিকে কল-মালিকদের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্ত কি ভাবে বস্ত্র-শিল্পের পুনর্গঠনের কাজ চালানো যাইতে পারে স্তার ভিক্টোর সেন্সন তাহার বক্তৃতায় সে বিষয়েও কতকগুলি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, এদেশে সাধারণতঃ যেকোন কম মূলধন নিয়া কাপড়ের কল স্থাপন ও পরিচালনা করা হয় তাহাতে কম পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা চালিত তাঁত বা light power loomই এদেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দেশে ব্যাপকভাবে এই শ্রেণীর তাঁত বসাইয়া নিপুণ কারিগরের সাহায্যে তাহাতে অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎকৃষ্ট বস্ত্র তৈয়ারের ব্যবস্থা হইতে পারে। সমবায় নীতিতে সম্ব-বদ্ধ হইয়া কাজ করিলে এই সব কলের পরিচালকেরা রপ্তানীর প্রয়োজন বুঝিয়া তদনুযায়ী যথোপযোগী বস্ত্র সহজেই সরবরাহ করিতে পারে। তাহা ছাড়া বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্ত স্তার ভিক্টোর সেন্সন এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলাইবার কথাও বলিয়াছেন। মানচেষ্টারে যে সার্লি ইনষ্টিটিউট অব টেক্স-টাইল রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা উপযুক্ত-রূপে গবেষণা পরিচালনা করিয়া তথাকার

বস্ত্রশিল্পকে নানাভাবে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। উহার অনুকরণে ভারতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইলে তাহা তুলার গুণাগুণ সম্পর্কে ও বস্ত্র উৎপাদনের নানা প্রক্রিয়া সম্পর্কে সময়োচিত গবেষণা পরিচালনা করিতে পারে। সেই গবেষণার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ও প্রসার সহজ-সাধ্য হইতে পারে। স্তার ভিক্টোর সেন্সনের মত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির এই সব নির্দেশ আমরা গবর্নমেন্ট ও দেশবাসীর পক্ষে সর্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি।

এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া স্তার সোরাব সাক্কাতওয়ালার তাঁহার অভি-ভাষণে বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্ত নানা দিক দিয়া সুপরিকল্পিত সংগঠন-কার্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের পরে কেবল বাহিরের হাটে বিদেশী প্রতিযোগিতার তীব্রতা বাড়িবে না, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে এদেশেও সে ধরনের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। কাজেই সকল দিক দিয়া সংগঠনের নীতি অরলম্বন করিয়া উহার ভিত্তি এখন হইতে সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা দরকার। যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দিক দিয়া ভারতের অধিকাংশ কাপড়ের কলই তেমন সুসজ্জিত নহে। এই যুদ্ধের সময়ে অধিকমাত্রায় কাজ চালাইতে গিয়া উহাদের যন্ত্রপাতির ক্ষয়ও বেশী করিয়াই ঘটিয়াছে। কাজেই বর্তমান সাজসজ্জা নিয়া যুদ্ধোত্তর প্রতিযোগিতার ভিতর উহারা উহাদের উন্নতি বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে না। সেজ্ঞা উহাদের যন্ত্রপাতির সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রয়োজনমত বাহির হইতে নূতন উপকরণ ও সরঞ্জাম আনাইবার সুযোগও দেখিতে হইবে। কাজেই দেশীয় কাপড়ের কলের মালিকদের পক্ষে এখন হইতে একটা পরিকল্পনা নিয়া সেবিষয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকা কর্তব্য। কাপড়ের কলের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও কলকজা ভবিষ্যতে এদেশেই যাহাতে তৈয়ার করা যায় সেদিকেও শিল্পোত্তোগীদের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

স্তার সোরাব সাক্কাতওয়ালার এই নির্দেশ খুবই সময়োচিত। বিশেষ করিয়া এদেশে বস্ত্রশিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈয়ারের (১০৯৯ পৃষ্ঠায় জটব্য)

# বাড়তি অঞ্চলে চাউল সমস্যা

[ চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ]

গতবারের মত এবারেও যাতে দুর্ভিক্ষ দেখা না দেয় সেজন্তে সরকার পক্ষ থেকে এখন থেকেই আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। রেশনিং পরিকল্পনায় কলকাতায় এ বছরে যে, ১,৭৫,৫০,০০০ হাজার মণ চাল লাগবে, তা ভারত সরকার বাংলাদেশের বাহিরে থেকে সরবরাহ করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাতে আশা করা যায়, বাংলাদেশের ঐ পরিমাণ চাল বিভিন্ন দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে কাজে লাগবে। বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ আইন দ্বারা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ধান চাল আমদানী ও রপ্তানী কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যা কিছু কেনবার ভার পড়েছে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চার জন প্রধান এজেন্ট-এর উপর। এই প্রধান এজেন্টরা প্রত্যেক জেলায়ই চাল কিনছেন,— বাড়তি জেলাগুলিতে চাল কিনছেন প্রথমতঃ ঘাটতি অঞ্চলের অভাব পূরণের জন্তে, দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় সঞ্চয়-ভাণ্ডার গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে এবং ঘাটতি অঞ্চলেও কিনছেন কেবল স্থানীয় সঞ্চয়-ভাণ্ডার গড়ে তোলবার জন্তে।

ধান ও চালের সর্বোচ্চ দর এখন ৮০ ও ১৪৮ তে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আরেকটী নিয়ম অনুসারে চাল কলের মালিকরা তাঁদের উৎপাদিত চাল একমাত্র সরকারী এজেন্টদের কাছেই এবং নির্দিষ্ট দরে বিক্রী করতে বাধ্য থাকবেন। এ জন্তে প্রত্যেক কল-মালিককে মাসে দুবার সরকারের কাছে তাঁদের মজুত চালের পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রীর পরিমাণ ইত্যাদির বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। উৎপাদনকারী চাষী এবং অনু-মোদিতা ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউ ২০ মণ-এর বেশী ধান বা চাল মজুত রাখতে পারবেন না এই আইনও সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যেভাবে দেশের অল্প-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা এখন করা হচ্ছে এতে দেশের লোকের খাদ্যাভাব স্থায়ীভাবে ঘুচবে কি না এবং তা যদি না হয় তাহলে অপেক্ষাকৃত ভাল-পছন্দ আছে কি না।

বীরভূম বাড়তি অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে এবং সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে শোনা যাচ্ছে, প্রায় ৫০ লক্ষ মণ ধান বা ৩০ লক্ষ মণ

চাল এ জেলা থেকে রপ্তানী হয়ে ঘাটতি অঞ্চলের অভাব পূরণ করবে। ঐ পরিমাণ চাল রপ্তানীর উপরে, এ জেলায় সঞ্চয়-ভাণ্ডার হবে, তারও নাকি চেষ্টা চলছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকারের সামনে দুটী কার্যধারা রয়েছে, এ দুটীকেই পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হবে। গ্রাম থেকে ধানের যথেষ্ট পরিমাণ আমদানী চালু রাখা এবং সহর অঞ্চল থেকে উপযুক্ত পরিমাণ চাল সংগ্রহ করা, এই দুই রকম কাজই একসঙ্গে চালাতে হচ্ছে। চালের কলের উপর যে আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে তা ব্যর্থ হবে যদি গ্রাম-াঞ্চল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ধান আমদানী কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

তাই একদিকে যেমন চাল সংগ্রহের পন্থা চালু রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ধান আমদানীর স্বচ্ছলতাও স্থায়ী করবার জন্তে নানা রকম ব্যবস্থা হয়েছে। বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কর্মচারীরা গ্রামের অভ্যন্তরে গিয়ে-চাষীদের মধ্যে ধান বিক্রীর উৎসাহ দিচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে সমবায় পদ্ধতিতে সঞ্চয়-ভাণ্ডার গড়ে তোলবারও পরামর্শ দিচ্ছেন। অপরদিকে কল-মালিকদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে তাঁদের উৎপাদনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব ত নিচ্ছেনই, উপরন্তু সমস্ত চাল সরাসরি এজেন্ট-এর কাছে ১৩০/০ দরে বিক্রী করতে বাধ্য করছেন। এই নীতি বীরভূম জেলায় কোন শ্রেণীর উপর কি ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে এইবারে দেখা যাক। আদিকাল কলে ৮০/০ আনায় ধান বিক্রী হচ্ছে। এই দরে দেড়মণ ধান কিনতে লাগে ১২৫/০ এবং এই দেড়মণ ধান থেকে যে এক মণ চাল তৈরী হচ্ছে তার দর হচ্ছে ১৩০/০। মাত্র ৫/০-র তফাতে কুলী-খরচ, কল চালা-নোর খরচ এবং অন্ত সমস্ত খরচ কুলিয়ে কিরূপ লাভ থাকছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বোলপুরের কল-মালিক সমিতি ইতিমধ্যেই চালের দর বাড়ানোর চেষ্টা করছেন এত কম দর তাঁদের পোষাচ্ছে না বলে। কিন্তু তবুও দেখা যাচ্ছে প্রায় সব কলই চলছে এবং সব কলই যে বরাবরের মত লোকমান দিচ্ছে এ কথাও ভাবা কঠিন। তবে গত বছরের অপরিমিত লাভের তুলনায় এবার লাভের মাত্রা কল-মালিকদের কাছে খুবই নৈরাশ্র-জনক।

এই হিসাবে এক একটী কলে মাসে প্রায় ৯০০০ হাজার মণ চাল তৈরী হয়। বীরভূমের পঞ্চাশটী কল থেকে মাসে তাহলে, কম করে ধরলেও, প্রায় ৪,০০,০০০ লক্ষ মণ চাল তৈরী হচ্ছে এবং বর্তমানে এর সমস্তটাই বীরভূমের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কলের চাল স্থানীয় বাজারে পাবার আইনতঃ কোন উপায় নেই, অতএব স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে তাহলে কোথাকার চাল স্থানীয় চাহিদা পূরণ করছে? লুপ্তপ্রায় কুটার শিল্প টেকি এই সুযোগে আবার সর্বত্র কাজে লাগবে এই আশা করা গিয়েছিল, কারণ এই বাড়তি অঞ্চলে অল্প কোন জায়গা থেকে চাল আমদানী হবার পথ খোলা নেই। কিন্তু সরকারী নীতি এর বিপরীত দিকে গেছে। টেকিছাটা চালের দর ঠিক করা হয়েছে মণ প্রতি ১২৫০, অথচ দেড় মণ ধানের দরই ১২৫০ টাকা। এইজন্তে গ্রাম অঞ্চলে চাল তৈরী করবার উৎসাহ কেউ পাচ্ছে না, বরং ধান বিক্রীর লাভ অপেক্ষাকৃত বেশী বলে চাষীরা ধান বিক্রীতেই বেশী ঝোঁক দিচ্ছে। অনেকের মতে টেকিছাটা চালের দর নীচু করে রাখার পিছনে সহরে ধান আমদানীর পরিমাণ বেশী রাখার ইচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু সরকার যদি চেকীছাটা চাল গ্রাম থেকে করিয়ে বাইরে রপ্তানী করতেন, তাহলে তার কল্যাণ ভূত হত।

চাষীরা ধান বিক্রী করে প্রচুর টাকা পেলে ভেবে সান্ত্বনা লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে চাষীরা যে পরিমাণ লাভের অংশের অধিকারী তার অনেকখানি থেকেই বঞ্চিত হয় সরকারের উদাসীনতার জন্তে এবং আড়তদারদের ব্যবসার কলে। সরকার যে দর বেঁধেছেন তাতে চাষীদের কাছ থেকে ধান কেনার দাম হল ৮০ এবং আড়তদারদের কাছ থেকে কল-মালিকদের কেনার দর হল ৮০; মধ্যস্থতার কাজ করার জন্তে ঐ শ্রেণীর ব্যবসাদারদের এই লাভের পন্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু চাষীরা জানে তারা যদি কলে গিয়ে বিক্রী করতে পারে তবে ৮০ পাবে, তাই তারা আড়তদারদের এড়িয়ে কলেই যেতে চায়। কিন্তু আড়তদাররা নিজেদের ব্যবসা চালু রাখবার জন্তে ৮০ দরেই কেনে। কিন্তু তবুও তারা



কলে ৮০ তে বিক্রী করে লাভ করে কি করে? অনেকেই বোধ হয় জানেন না, আড়ৎ-দারদের কেনারাম এবং বেচারাম ছই রকম ওজন রয়েছে এবং এই উপায়ে চাষীদের কাছ থেকে ধান কেনবার সময় তারা অনেক বেশী ধান আদায় করে, অথচ কলে বিক্রীর সময় ঠিক ওজনে বিক্রী করে। এ ছাড়াও হিসাবের ভুল এত বেশী রকম দেখায় যে নিরক্ষর চাষীরা তার কিছুই বুঝতে না পেরে অনেক লোকসান দিয়ে যায়।

তাই আমরা দেখি যে, সরকার যদিও কলে ধানের আমদানী ঠিক রাখার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু চাষীদের স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। সমবায় নীতিতে ধান বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এতদিনেও কেন যে কার্য্যকরী হইল না, তা বলা কঠিন। যদি ঐ নীতি প্রচলিত হত তাহলে প্রত্যেক চাষী দাম ও ওজন সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে এই সমিতির কাছে ধান বিক্রী করে চলে যেতো এবং যদি বাজার দর চড়া হবার দরুণ সমিতি ধান বিক্রী করবার সময় বেশী দর পেতো, তাহলে ঐ লাভও চাষীরাই পেতো, কোন মধ্যস্থ দালালের হাতে যেত না। তাছাড়া কল-মালিকদেরও ধানএর আমদানী সম্বন্ধে চিন্তিত হতে হত না এবং চাষীরাও আড়ৎ-দারদের হাতে ঠেকে যেতো না।

গ্রামবাসী যদি নিজের ভবিষ্যতের জন্তে ধান সংগ্রহ না করে রাখে, তাহলে গতবারে অন্ত্যায় অনেক জেলায় Denial policyর ফলে যা অবস্থা দাড়িয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি হওয়া নেহাৎ অসম্ভব বলা চলে না। আর একটা কথা হচ্ছে, সরকার শুধু চাষীদের নিজের প্রয়োজনমত ধান রাখতে বলছেন, কিন্তু যাদের জমী নেই, তাঁরা সারা বছর কি খাবে? এমন চাষীর সংখ্যা খুবই কম যারা নিজের সারা বছরের ধান রাখতে পারে; তাছাড়া কৃষাণ ও মজুরের সংখ্যাও কিছু কম নয়। বীরভূম জেলায় প্রায় ১১,০০,০০০ লক্ষ লোক আছে এবং প্রত্যেকের জন্তে দৈনিক গড়ে আধসের চাল-এর কিছু কম খরলেও বছরে ছয় মণ চাল অর্থাৎ মোট ৬৬,০০,০০০ লক্ষ মণ চাল (অর্থাৎ ১,০০,০০,০০০ কোটি মণ ধান) সংরক্ষণ করে রাখা অবশ্য কষ্টব্য। সরকার যে ধর্ম-গোলা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন তাতে এই পরিমাণ ধান সংরক্ষণ করে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন কি না জানি না। এ ছাড়া এ জেলায় ৩,০০০ হাজার গ্রামেরা মৌজা আছে, প্রত্যেক মৌজায়ই কি ধর্মগোলা করা হচ্ছে? ১১ লক্ষ লোক ৩০০০ হাজার মৌজায় ছড়িয়ে

আছে, অর্থাৎ এক এক মৌজায় পোনে চারশ চারশ লোক আছে, এদের জন্তে কতখানি সংরক্ষণ করা দরকার? আগের হিসাবমত এক একটা লোকের সারা বছরের খাত্তের জন্তে ৯ মণ ধান রাখা দরকার, তাহলে এক একটা মৌজার সমস্ত লোকের জন্তে অন্ততঃ ৩,০০০ মণ ধান যাতে একটা গোলায় রাখা যায় তারই ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে ভাবে কোন ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না।

এতক্ষণ আমরা সবদিকের সমস্তার একটা বিবরণ দিলাম এবং সেই সঙ্গে একটি অসম্পূর্ণ বা বর্তমানে অসম্ভব সমাধানের পরিকল্পনার বিবরণ দিলাম। সমবায় নীতি যে কতদূর সফল হতে পারে তা এদেশের লোকে শিগ্গির বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না। যাই হোক, অদূর ভবিষ্যতে বা বর্তমানে যে সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। কলকাতার এক এক্সপ্ট বীরভূমের চাল কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, এদিকে বীরভূমের লোক শুধুমাত্র পারিশ্রমিকই পাচ্ছে, চালের কোন অংশই পাচ্ছে না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ভবিষ্যতে চালের অনটন দেখা যায় তাহলে কোথায় চাল পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে চিন্তার কথা, যদিও আমরা আশা করি সরকার এবিষয়ে যথেষ্ট হুঁসিয়ার হয়েছেন। পঞ্চাশটা কলের বদলে জেলার সর্বত্র যদি টেকিতে চাল তৈরী হত তাহলে খাত্ত-সমস্তার সমাধান আপনাই কতখানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল আমরা দেখতে পাবো।

কিছুদিন আগেও টেকিছাঁটা চালের দর কলের চালের দরের থেকে সামান্য বেশী চড়া ছিল, তাতে গ্রামে গ্রামে টেকিছাঁটা চাল তৈরী আরম্ভ হয়েছিল কিছুকিছু এবং প্রসার লাভের সম্ভাবনাও ছিল। এখন হঠাৎ টেকিছাঁটা চালের দর কলের চালের দরেরও নিচে নামিয়ে ১২৬০ তে আনা হয়েছে। এর পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে নিশ্চিত করে বলা যায় না। অথচ এদিকে ধানের দর টেকিছাঁটা চালের তুলনায় বেশী রাখা হয়েছে। এতে গ্রামবাসী মাঝেই চাল তৈরী না করে ধান বিক্রীর দিকেই ঝোঁক দিচ্ছিল, যদিও এখন শোনা যাচ্ছে ধানের আমদানী একটু কমে যাচ্ছে।

কিন্তু সরকার যদি একমাত্র কলমালিকদের দিয়ে চাল না করিয়ে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ চালও গ্রামে গ্রামে টেকিতে করাতেন তাহলে প্রতিমণ চালে মজুরী হিসাবে গ্রামবাসীরা ৩ সের চাল পেত। প্রতি মাসে

কম করেও যে ৪ লক্ষ মণ চাল কলে তৈরী হচ্ছে, তার অর্ধেকও যদি গ্রামে গ্রামে টেকিতে করানো হতো তাহলে প্রতিমণ চালের ৩ সের চাল পাবার কলে ১৫,০০০ হাজার মণ চাল এ জেলার গ্রামের মধ্যে থেকে যেতো। এ জেলায় প্রায় ২ লক্ষ পরিবার টেকিতে চাল তৈরী করবার উপযুক্ত, তাদের মধ্যে যদি এই পরিমাণ চাল থেকে যেতো তাহলে প্রত্যেক পরিবারে দৈনিক অন্ততঃ আধ সের চাল এই ভাবে পাওয়া যেতো। এর উপর গরুর খাবার, জ্বালানী প্রভৃতির অভাব ঘুচত। কিন্তু এই ধানেই সরকার হিসাব করবেন মণ প্রতি ৫০ বা ১২ বেশী খরচের কথা! কিন্তু ৩৪ মাস আগেও সরকার ১২১০ দরে আউস ধান কিনে এখন মণ প্রতি ৫০ টাকা লোকসান দিয়ে ৭১০ দরে বিক্রী করছেন; কেন করছেন তাঁরাই জানেন, কিন্তু এই লোকসান তাঁরা গণ্য করেন না। কিন্তু যে সামান্য বেশী খরচে ভবিষ্যতের বাজে খরচ বেঁচে যায় অথচ গ্রামের লোকেরাও কিছু পায় সেদিকে তাঁরা তাকাবেন না। এই আলোচনা সমস্ত বাংলা দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়; কারণ প্রত্যেক জেলার অবস্থায় তারতম্য আছে। তবে এই প্রবন্ধে যথাসম্ভব বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ বিবরণ লিখেছি। তাই আশা করি এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হবে না।

(বঙ্গশিল্পের বৃদ্ধান্তের সংগঠন—১৯৩৭, পৃষ্ঠার পর)  
ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার প্রস্তাব খুব মূল্যবান বলিয়াই আমরা মনে করি। বঙ্গশিল্পের দিক দিয়া পশ্চাৎপদ থাকার দরুণ এদেশে শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নতি দেখাইবার সুযোগ পাইতেছে না। বঙ্গশিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব একটা বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে ও বিদেশে প্রচুর কাপড় যোগাইয়া এই যন্ত্রের সময়ে বিপুল লাভ করিবার সুযোগ ভারতের কাপড়ের কলওয়ালাদের সম্মুখে আসিয়াছিল। কিন্তু সেজন্ত কলের কাজ প্রয়োজনীয় পরিমাণে সম্প্রসারণ করিতে তাঁহারা সমর্থ হন নাই। বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনাইয়া এতদিন বঙ্গশিল্পের কাজ চালানো হইয়াছে। যন্ত্রের সময়ে যন্ত্র কাট-তির সুযোগ বাড়িলেও প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি আনয়নের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দেশে কাপড়ের কল গড়িয়া তোলার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পোত্তোগীরা যদি কাপড়ের কলের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতিও এদেশে তৈয়ারের ব্যবস্থা করিতেন তবে আজ আমাদিগকে একুশ শোচনীয় ও অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত না। কাজেই বর্তমান দুর্দশা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতীয় শিল্পোত্তোগীরা, বিশেষ করিয়া কাপড়ের কলের মালিকেরা, এখন হইতে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি এদেশে তৈয়ার করিতে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।



## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### তুলার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী ✓

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ফায়ার ষ্টোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাক্টস কোম্পানী' পেট্রোলিয়াম এবং সমুদ্র জলের মিশ্রণে 'ভেলন' নামক এক প্রকার কৃত্রিম আঁশ-যুক্ত সুতা উৎপাদন করিতেছেন। এই সুতা দ্বারা বর্তমানে যশারি তৈয়ারী করিয়া প্রস্তুত মহা-সাগরীয় এলাকার সৈন্তদিগকে সরবরাহ করা হইতেছে। এই সুতা দ্বারা মেয়েদের মোছা, হাওবাগ, টুপী, জুতা প্রভৃতি তৈরী হইবে। রেলগাড়ীর সোকার আবরণ হিসাবেও ইহা পরীক্ষা-মূলকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রস্তুতকারক কোম্পানী দাবী করেন যে, ইহা তুলার জিনিষ অপেক্ষা অধিকতর টেকসই। ইহা তুলা এবং পশমের সহিত মিশ্রিত করিয়া বুনাও চলে। ইহা পরিধানে স্বকের কোন ক্ষতি হয় না। যে কোন পাকা রং ইহাতে স্থায়ী হয়। আগুন ধরিলে ইহা গলিয়া যায়, কিন্তু পুড়িয়া যায় না।

### আমেরিকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির সুফল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অধ্যক্ষ সম্প্রতি এক বেতার-বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালে জব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু ১ ডলার ১৪ সেন্ট (৩৬০) ব্যয় হইয়াছে; সেই স্থলে মাথা পিছু ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে ১৬৯ ডলার (অর্থাৎ ৬৬০)। এই কার্যে রাষ্ট্রের মোট ব্যয় হইয়াছে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার এবং জন-সাধারণের ব্যয় লাঘব হইয়াছে ২০০ কোটি ডলার।

### বস্ত্র ও সুতাকল শ্রমিকদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

বস্ত্র ও সুতাকলের শ্রমিকেরা সাধারণতঃ কৃষক শ্রেণী হইতেই সংগৃহীত হয়। তাহারা সকলেই প্রায় অশিক্ষিত এবং কলকজা ও যন্ত্র-পাতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। শিল্পের উন্নতির জন্যই শ্রমিকদিগকে শিক্ষা দান করিয়া কুশলী করিয়া তোলা দরকার। সম্প্রতি বোম্বাই সহরে যে নিখিল ভারত টেক্সটাইল সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতেও এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। কার্যে নিয়োগ করার পূর্বে তাবী শ্রমিকদিগকে অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কল-কজা সম্পর্কে হাতে-কলমে কিছু কিছু শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে মিঃ গোখলে বলেন যে, এ বিষয়ে গভর্ণ-মেন্ট, শিল্পপতিগণ এবং জনসাধারণের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। মিঃ পি ডি বোশী বলেন যে, উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে চারিটি স্তরে বিভক্ত করা দরকার। প্রথমতঃ যে সকল অঞ্চল হইতে শ্রমিক সংগৃহীত হয় সেই সকল পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়

স্থাপন, দ্বিতীয়তঃ যে সকল সহরে বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রী-ভূত সেই সকল সহরে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন, তৃতীয়তঃ স্থায়ীভাবে নিয়োগের পূর্বে শিক্ষা-নবিশীদের শিক্ষা দানের জন্য কারখানাতেই ব্যবস্থা এবং চতুর্থতঃ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের অন্তঃ শিক্ষার আয়োজন থাকা উচিত। এই ধরনের শিক্ষা দানের কলে শ্রমিকদের যোগ্যতা ও কর্ম-কুশলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও উন্নতি হইবে।

### কাঁচ শিল্পের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি দিল্লীতে কাঁচ শিল্প সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ডি এন সেন বলেন যে, যুদ্ধের কলে ভারতীয় কাঁচ শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও উক্ত শিল্পের কোন উন্নতি হয় নাই। এই শিল্পে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার হইতেছে না, উন্নতি যেটুকু হইয়াছে তাহা কুশলী শ্রমিকদের গুণেই। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় কাঁচ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বিদেশী প্রতিযোগিতা

পুনরায় শুরু হইবার পূর্বেই ভারতীয় কাঁচ শিল্পে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রবর্তন করিয়া উক্ত শিল্পটিকে আধুনিক যুগের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী করিয়া গঠন করা একান্ত আবশ্যক। স্বচ্ছ পণ্যবিশিষ্টতার প্রয়োজন। ভারত সরকার যে কাঁচশিল্প পণ্যবিশিষ্টতার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন উহা যাহাতে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করিতে পারে মিঃ সেন তৎপর অমুরোধ জানান।

### টেকনিক্যাল ট্রেনিং এডভাইসরী কমিটি

কুশলী শ্রমিক তৈরীর জন্য ভারত সরকার কয়েক বৎসর যাবৎ যে টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কীম অনুসারে কাজ চালাইতেছেন তাহাতে খুব লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট একটি এডভাইসরী কমিটি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বে-

—যে সকল তথ্য আপনার আস্থা আনিবে—

ত্রয়োবিংশতিতম ত্রৈবার্ষিক হিসাব নিকাশে দেখা যায়

উন্নততর মৃত্যুর হার—

এবং ব্যয়ের হার হ্রাস পাইয়াছে।

শতকরা ৩ টাকা সুদের হারে কোম্পানীর দেনাপাওনার হিসাব করিয়াও আলোচ্য তিন বৎসরে নেট লাভের পরিমাণ ১,৫০,৮৮,০৯২ টাকা। তদ্বারা বীমাকারীদের তহবিলে বাড়িয়াছে আরও ৫৪ লাখ টাকা।

বোনাস  
ঘোষণা

আজীবন বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১২১০ টাকা  
মেয়াদী বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১০৮ টাকা

## ও রি য়ে ণ্টা ল

গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

স্থাপিত  
১৮৭৪ সাল

ব্রাঞ্চ অফিস—ওরিয়েন্টাল  
এসিওরেন্স বিল্ডিংস্

হেড অফিস  
বোম্বাই

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ফোন কলিঃ ৫০০

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
চুড়িলাভ করুন।

## বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এন্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এন্ড কোং লিমিটেড

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর প্রতিনিধি, প্রত্যেকটি সরকারী গোলাবারুদ নির্মাণ কারখানার প্রতিনিধি, জাশনাল লেবার সার্ভিস ট্রাই-বনালের চেয়ারম্যান উক্ত কমিটির সভ্য হইবেন। ভারত সরকারের শ্রম দপ্তরের সেক্রেটারী কমিটির সভাপতি হিসাবে কাজ করিবেন।

### শিল্প-কারখানার মালিক সম্মেলন

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারতীয় শিল্প-কারখানা-সমূহের মালিকদের যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, উহার সভাপতি হিসাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে লাল। কাম চাঁদ খাপার বলেন যে, শ্রমিকদের পক্ষে কল্যাণ-কর সমস্ত ব্যবস্থা সমর্থন করিতে ভারতের শিল্প-পতিগণ সর্বদাই প্রস্তুত। তিনি মনে করেন যে, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে অধিকতর প্রীতির সম্পর্ক গঠন করা দরকার এবং তিনি তজ্জ্ঞ আবেদন জানান। শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন সম্পর্কে তিনি এই বলিয়া উত্তোক্তাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, প্রসঙ্গ ব্যবস্থা শিল্পসমূহ দেশেই শোভা পায়, এদেশে উহাতে বিশেষ ফল লাভ হইবে না।

### যুক্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের শ্রমিক-কল্যাণ ব্যবস্থা

শ্রমিক-কল্যাণের জন্য যুক্ত প্রাদেশিক সরকার যে সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছিলেন, উহাকে স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত করিবার জন্য বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ৪৭ হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া দেড় লক্ষ টাকা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই অর্থ দ্বারা লক্ষ্যে সহরে দুইটি শ্রমিক-কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। প্রথমে এক বৎসরের কর্মসূচী লইয়া কাজ আরম্ভ করা হয়, উহার ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়ায় উহাকে স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত করা হইল। সরকারী ব্যবস্থাসিারে বিশেষ করিয়া নারী শ্রমিক এবং শিশুদের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

### ইন্দোর বস্ত্রকল শ্রমিকদের বোনাস দান

ইন্দোরের মহারাজা সম্প্রতি এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, ইন্দোর রাজ্যের বস্ত্রকল শ্রমিকদিগকে বোনাস হিসাবে তিন মাসের মাহিনা দিতে হইবে।

### ভারত সরকারের শিল্প উপদেষ্টা

মিঃ জে ডি জুগার ভারত সরকারের শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন। ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার যে শিল্প কমিশন নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উহার সভাপতি হিসাবে একজন ভারতীয় শিল্পপতিকেকে নিযুক্ত করার চেষ্টা চলিতেছে।

### শ্রার জেরিমী রেইসম্যান

শোনা বাইতেছে, কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন শেষ হইবার পরই অর্থসচিব শ্রার জেরিমী রেইসম্যান ইল-ভারত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিলাত বাইতেছেন। লণ্ডনের কাজ শেষ হইলে আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি সম্মেলনে ভারতের পক্ষ

হইতে যোগদানের জন্য তিনি ওয়াশিংটনেও যাইতে পারেন। খুব সম্ভব রিচার্ড ব্যাক্সের গভর্ণর জার চিন্তামন দেশমুখ এবং জার থিওডর গ্রেগরী তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন।

### শ্রার থিওডর গ্রেগরীর কার্যেরো যাত্রা

মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ সম্পর্কে কার্যেরোতে যে সম্মেলন হইবে তাহাতে যোগদানের জন্য ভারত-বর্ষের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জার থিওডর গ্রেগরী শীঘ্রই কার্যেরো যাইতেছেন।

### মৎস্য চাষ সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

জুলোজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট মিঃ বেণী প্রসাদ যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের মৎস্য চাষ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। মৎস্য চাষ ও মৎস্য ব্যবসার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দিক হইতে কোন প্রকার প্রচেষ্টা না থাকিতেই ভারতের মৎস্য চাষ ব্যবস্থার কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে নাই। পরিকল্পনায় মিঃ বেণী প্রসাদ বলিয়াছেন যে, লাভ-জনক মৎস্যের চাষ, নোকা ও মাছ, ধরিবার সাধ-সরঞ্জাম, মাছ ধরিবার পদ্ধতি, মৎস্যের চালান ও বিক্রয় ব্যবস্থা, জেলেদের সংখ্যা ও অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। এতদ্ব্যতীত মিঃ বেণী প্রসাদ মৎস্য ও মৎস্য চাষ সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন।

### ভারতীয় পবাদি পশুর উন্নতির প্রায়

পশুপালন ও প্রজনন সম্পর্কিত বিষয়ের মার্কিন বিশেষজ্ঞ মিঃ ফিলিপস বর্তমানে ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছেন। ভারতের গোষ্ঠাতির উন্নতির পক্ষে সম্পর্কে তাঁহার মতামত তিনি ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন। এত দিন পর্যন্ত চাষের বলাদ ও ছদ্মবতী গাভীদেবর জন্য পৃথক পৃথক প্রজনন-পদ্ধতি অবলম্বন করা হইত। মিঃ ফিলিপস-এর মতে একই পদ্ধতিতে উভয়বিধ ফললাভ করা সম্ভব।

### সেন্ট্রাল সুগার কমিটি

প্রকাশ, সেন্ট্রাল সুগার কমিটি গঠনের প্রস্তাব অমুমোদন করিলেও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন যে, চিনির বাবদ যুক্তপ্রদেশের আব-গারী বিভাগে বর্তমানে আয়ের যে হার আছে তাহা যেন কোন প্রকারেই সঙ্কুচিত না হয়। প্রস্তাবিত ব্যবস্থাবীনে তাহা সম্ভব নহে। কাজেই সেন্ট্রাল সুগার কমিটি গঠনের ব্যাপারে কিছু বিলম্ব হইবে বলিয়াই মনে হয়।

### সেন্ট্রাল রাইস কমিটি

প্রকাশ, সেন্ট্রাল রাইস কমিটি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া ইতিমধ্যেই তৈরী হইয়া গিয়াছে। তবে কেন্দ্রীয় পরিষদের অক্টো-বর অধিবেশনের পূর্বে উক্ত বিল উত্থাপন করা সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ।

## ম্যালেরিয়াজনিত

বর্তমান বৎসরে ম্যালেরিয়ার দুর্দান্ত প্রকোপ ও কুইনাইনের অভাব মানবজীবন লইয়া যে ভাবে ছিনিমিনি খেলিয়াছে তাহা সহরে কিম্বা পল্লীগ্রামে কাহারও অজানা নাই।

সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া রোগে কুইনাইন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে—জনসাধারণ ইহাকেই ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র ঔষধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। খুব কম করিয়া ধরিলেও দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি-বৎসর দুইলক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন আবশ্যক হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কুইনাইন উৎপাদনের জন্য 'সিনকোনা'র আবাদ হইয়া থাকে; কিন্তু সমগ্র চাহিদার তুলনায় যে পরিমাণ কুইনাইন পাওয়া যায় তাহা অতি নগণ্য। যুদ্ধ-পূর্ব সময়ে প্রয়োজন-অনুযায়ী কুইনাইন আসিত যরপ্রাপ হইতে; কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির জন্য সেখান হইতে কুইনাইন আসা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এ বৎসরে মানবের দুর্ভোগ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ম্যালেরিয়া রোগ সাব্যস্ত হইলেও কুইনাইন দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না। কারণস্বরূপ বলা বাইতে পারে যে, কুইনাইন ম্যালেরিয়ার প্রতি-রোধক হইলেও ম্যালেরিয়া-নাশক ইহাকে বলা বাইতে পারে না। অধিকন্তু ইহা অতিশয় তিক্ত ও সেবনের পর নানারূপ উপসর্গ আসিয়া দেখা দেয়। সুতরাং প্রকৃত ম্যালেরিয়া-নাশক ঔষধের প্রয়োজন বহুদিন হইতে বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া আসিতেছিল।

## সঙ্কটের অবসান

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতেই এদেশে কুইনাইনের পরিবর্তে ম্যালেরিয়া-নাশক একটি যৌগিক ঔষধ আবিষ্কার করিবার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ উদ্যোগী হইয়া বিস্তৃত গবেষণাকার্য আরম্ভ করেন। আবশ্যিকীয় আধুনিক যন্ত্রাদিতে সুসজ্জিত বেঙ্গল ইন্সটিটিউট কোম্পানী লিমিটেডের সুবৃহৎ গবেষণাগারে বহুদিন যাবৎ নানারূপ পরীক্ষাকার্য চালাইয়া অবশেষে তাঁহার সফলকাম হন। দেশের সর্বত্র সমস্ত বিশিষ্ট চিকিৎসকমণ্ডলী এই নবাবিস্কৃত মহৌষধের গুণমুগ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগিগণকে ইহাই সেবনের জন্য ব্যবস্থা দিতে থাকেন।

এই যৌগিক ঔষধটি "এলেক্ট্রিন" নামে পরিচিত। "এলেক্ট্রিন" সেবনে মাথাবোরা, কাপ ভেঁ-ভেঁ করা অথবা শরীরের পক্ষে অস্বস্তিকর অপর কোনপ্রকার উপসর্গ আসিয়া জুটে না। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইহা সেবনে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। "এলেক্ট্রিন" আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, গর্ভাবস্থাতেও নিঃসঙ্কোচে ইহা সেবন করা যায়। সুতরাং ম্যালেরিয়া-রোধক অনিশ্চিত কুইনাইনের ভরসায় বৃথা কালহারণ করা অপেক্ষা নিশ্চিত ফলপ্রসূ প্রকৃত ম্যালেরিয়া-নাশক "এলেক্ট্রিন" সেবন করা বুদ্ধিমানের কার্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

## যুদ্ধোত্তর কৃষি পরিকল্পনা

যুদ্ধোত্তর ভারতের কৃষির উন্নতি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনার খসড়া রচনার ভার দেওয়া হইয়াছে "ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিক্যালচারাল রিসার্চ"এর ভাইস চেয়ারম্যান স্যার কিরোজ খারেবাস্টের উপর।

## আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন

কিলাডেলফিয়াতে যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন হইবে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাতে যোগদানের জন্য ভারত সরকারের শ্রম দপ্তরের সেক্রেটারী মি: প্রায়র শীলই আমেরিকায় বাইতেছেন। লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনারও ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিবেন। ভারতবর্ষের শ্রমিক ও মালিকদের পক্ষ হইতে কে কে সম্মেলনে যোগদান করিতে বাইবেন তাহাদের নাম এখনও জানিতে পারা যায় নাই, তবে শীলই উহা প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা বাইতেছে।

## ব্রিটেনের প্রাথমিক শিল্প

সম্প্রতি রাগারানিকগণের নিকট এক বক্তৃতায় ডাঃ হারবার্ট লেভেটাইন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রিটেনের কয়লা হইতে উপজাত জব্যাদির অপচয় যদি বন্ধ করা যায় তাহা হইলে ব্রিটেনের প্রাথমিক শিল্পে প্রয়োজনীয় সমস্ত মাল-মশলাই উহা হইতে পাওয়া বাইবে।

## ব্রিটিশ রেলওয়ের বহন ক্ষমতা

যুদ্ধের চাপে বিলাতের রেলওয়ের মাল বহন ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে বিলাতের রেলওয়েসমূহ যুদ্ধপূর্বক যুগ অপেক্ষা প্রতি ঘণ্টায় ১০ লক্ষ টন বেশী মাল বহন করিতেছে।

## বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি

গত মে মাসের বস্ত্র ও সূতা উৎপাদন সম্পর্কিত যে হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় উক্ত মাসে ভারতবর্ষে মোট ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা তৈয়ারী হইয়াছে এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কাপড় বোনা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর উক্ত মাসে মোট ১২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা এবং ২ কোটি পাউণ্ড কাপড় তৈয়ারী হইয়াছিল।

## বিলাতের খাদ্যদ্রব্যের কল্পিত ভারতে চা-ক্রয়

ভারতবর্ষ, সিংহল এবং পূর্ব আফ্রিকা হইতে রপ্তানীযোগ্য সমস্ত চা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশ-সমূহে এবং মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশে প্রেরণের জন্য বিলাতের খাদ্য দপ্তর হইতে ক্রয় করা হইয়াছে।

## ভারতের রাস্তা নির্মাণ পরিকল্পনা

কয়েক মাস পূর্বে নাগপুরে চীফ ইঞ্জিনিয়ারদের যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ লক্ষ মাইল রাস্তা নির্মাণের জন্য একটি বিংশতি-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণেয় সুপারিশ করা হয়।

## বোম্বাইয়ে বিদ্যুৎ শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা

প্রকাশ, প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা; শিল্প স্থাপন ও আলোর ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকার যুদ্ধোত্তর যুগে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগের সূতপূর্ব ডাইরেক্টর মি: পি বি অদবানীকে মাসিক ৪০০০ টাকা বেতনে বিশেষ অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, বিলাতের মত "গ্রীড সিস্টেম" পল্লী অঞ্চলে বহু সংখ্যক বিদ্যুৎ উৎপাদনাগার গঠন করা হইবে।

## মাজাজে বাস ভাড়া নিয়ন্ত্রণ

মাজাজের সর্বত্র বিশেষ করিয়া মকঃবল অঞ্চলে মোটর বাসের ভাড়া অত্যধিক হারে বাড়িয়া যাওয়ায় সম্প্রতি ভারতরক্ষা বিভাগ অফিসারে মাজাজ সরকার বাস ভাড়া নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

## বিহারে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

বিহার সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সংক্রান্ত পরিকল্পনার খসড়া রচিত

হইতেছে। খুব সম্ভব বর্তমান মাসের মধ্যেই উহা একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিকট দাখিল করা হইবে। বিহারের বড় বড় শিল্পগুলির পরিচালনা ভার একটি বিরাট কর্পোরেশন গঠন করিয়া তাহার হাতে অপণের কথা লইয়া আলোচনা হইতেছে।

## আমেরিকার খাদ্য ভাণ্ডার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরকালীন খাদ্য দপ্তরের অধ্যক্ষ মি: মারভিন জোন্স বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যের অবস্থা সন্তোষজনক। দেশের সামরিক ও অসামরিক প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মিটান সম্ভব হইবে। তবে যুদ্ধোত্তর কালে অল্পাধিক দেশকে সাহায্য দানের জন্য খুব বেশী খাদ্য-সম্পদ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

## বিলাতে যুদ্ধোত্তর বিমান ব্যবসা

'ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনের' চেয়ারম্যান ডাইকাউন্ট নোলিস সম্প্রতি এক বৈঠক-বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পর যাত্রী-বিমান চলাচল ব্যবস্থার খুব উন্নতি হইবে। খুব সম্ভব প্রতি শুক্রবার রাতে সিডনী হইতে যাত্রী-বিমান ছাড়িয়া সোমবারে লন্ডনে আসিয়া পৌছিতে।



## কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজি: অফিস :- ৪ নং ক্লাইভ স্ট্রীট,

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রাণ্য অফিস :- ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, ২২৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

৯৯এ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ১৩৯ বি, রসা রোড।

## অগ্রাণ্য অফিসসমূহ

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| বরিশাল,           | ডিব্রুগড়,   | নিতাইগঞ্জ,  |
| ভৈরব,             | খুবড়া,      | নওগাঁ,      |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া, | গোহাটী,      | পাবনা,      |
| বসিরহাট,          | জোড়হাট,     | পাটনা,      |
| চাঁদপুর,          | ময়মনসিংহ,   | পুরাণবাজার, |
| চট্টগ্রাম,        | নারায়ণগঞ্জ, | রাজসাহী,    |
| ঢাকা,             |              | তিনশুকিয়া  |

## ভারতের বাহিরে এজেন্সি অফিস

আমেরিকান এজেন্টস :- গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী অব নিউইয়র্ক

লন্ডন এজেন্টস :- বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টস :- ব্যাঙ্ক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি,

ম্যানোজিং ডাইরেক্টর :- ডাঃ এস বি দত্ত, এম, এ, বি-এল, পি, এইচ ডি,

(ইকন) লন্ডন, বার-এট-ল

তবে অবশ্য ধীরগামী যাত্রী-বিমানও থাকিবে। তিনি আরও বলেন, যুদ্ধোত্তর যুগের যাত্রী-বিমান চলাচল ব্যবসারে ব্রিটেন সর্বোৎকৃষ্ট যাত্রী-বিমানের বন্দোবস্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সকল বিমান প্রতি ২০০০ মাইল পর বড় বড় ষাঁটিতে অবতরণ করিবে। যাত্রীদের অল্প আরামপ্রদ হোটেলের ব্যবস্থা থাকিবে। “টিউডর” বিমানগুলি যাত্রী লইয়া সিউনী হইতে ডারউইন পর্যন্ত এক-টানা উড়িতে সক্ষম।

### বাঙ্গলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ

সম্প্রতি বাঙ্গলার কৃষি সচিব এবং কটন সাব কমিটির সদস্যদের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে লম্বা আঁশ-যুক্ত তুলা চাষের সমস্ত লইয়া বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সাব কমিটি যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে কমিটির সদস্যগণ সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। কৃষি মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন যে, এই ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে এবং গভর্ণমেন্টের বিবেচনার অস্তিত্ব তিনি একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করিতে বলেন।

### ট্রামগাড়ীতে ভীড়ের কারণ

ট্রামগাড়ীতে অসম্ভব ভীড়ের ফলে জনসাধারণের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার উত্তরে উক্ত কোম্পানীর অস্থায়ী এজেন্ট জানাইয়াছেন, নানা কারণে ট্রামগাড়ীতে যাত্রীর ভীড় বেশী হইয়াছে ভ্রমধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হইতেছে যে, বেপরওয়াভাবে সামরিক

গাড়ী চালাইবার ফলে বহু ট্রামগাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কাজেই উপযুক্ত সংখ্যক ট্রাম দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। কোন এক মাসে এই রূপ দুর্ঘটনার সংখ্যা ২১৭ পর্যন্ত উঠিয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামরিক গাড়ী চালকদের দোষে এই সকল দুর্ঘটনা হইয়াছে।

### পাট চাষ সম্পর্কে তদন্তের পরিকল্পনা

গত ১০ই মার্চ ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির বন্যী সাবকমিটির সভায় পাট উৎপাদন সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্তের জন্য একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইয়াছে। পাট উৎপাদনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং পাটের পরিবর্তে অন্যান্য ফসল, বিশেষ করিয়া ধান চাষের দিকে নজর দেওয়া কতখানি সম্ভব তৎসম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধানই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

### কুইনাইনের অনুকূল আমদানীর পরিকল্পনা

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিবহনে স্থার আব্দুল হালিম গজনভীর এক প্রস্তাব উত্তরে গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ বটি আমদানী করা হইয়াছে। সরকারী মুখপাত্র আরও প্রকাশ করেন যে, ভারতের অসামরিক জনসাধারণের জন্য আমেরিকা হইতে কুইনাইনের অনুকূল আমদানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলা সরকারকে নিম্নলিখিত পরিমাণ কুইনাইন ও কুইনাইনের অনুকূল ওষধ সরবরাহ করা হইয়াছে :—কুইনাইন—৮৯০০০ পাউণ্ড, সিকোনা ফেব্রিকিউজ—২৪৮০০ পাউণ্ড, মেপাক্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ৭০ লক্ষ ট্যাবলেট।

### ব্রিটেনের যুদ্ধব্যয় বৃদ্ধির হার

ব্রিটেনের যুদ্ধব্যয় এখন দৈনিক দেড়কোটি পাউণ্ডে (প্রায় ২০ কোটি টাকা) উঠিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ আর্থিক বৎসরে দৈনিক গড়পড়তা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ১৮ কোটি টাকা) ব্যয় হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ব্রিটেনের দৈনিক সামরিক ব্যয় ছিল ১০ লক্ষ পাউণ্ডেরও কম, বর্তমানে তাহা ১৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

### কৃষি বিভাগের নতুন স্পেশাল অফিসার

বাঙ্গলা সরকার কৃষি বিভাগ পুনর্গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং পাঞ্জাব সরকারের নিকট একজন উপযুক্ত কর্মচারী ধার চাহেন। তদনুসারে পাঞ্জাব সরকার লাল মিঞা আকমল হোসেনকে ছয় মাসের জন্য ধার দিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্বে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের তাইল-চ্যান্সেলার এবং লায়ালপুর কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাঙ্গলা সরকারের কৃষিদপ্তরের পুনর্গঠন সমস্তা সম্পর্কে আলোচনা, অনুসন্ধান ও বিবেচনার পর তিনি রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

### তামাক কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ

নিখিল ভারত তামাক ব্যবসায়ী সম্মেলনের সভাপতি মিঃ কাজি মুলজী সিক্কা সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তামাকের উপর শুদ্ধ বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

### বাঙ্গলার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সম্মেলন

বাঙ্গলার শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা আলোচনার জন্য আগামী মাসে কলিকাতায় বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একটি সম্মেলন হইবে। স্থার আব্দুল হালিম গজনভী সম্মেলনের

## আর্থিক জগৎ বার্ষিক সংখ্যা

### প্রবন্ধ

অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যা অর্থনৈতিক বিষয়ে সৃষ্টিগত প্রবন্ধরাজিতে সমৃদ্ধ হইয়া আগামী এপ্রিল মাসের শেষভাগে প্রকাশিত হইবে। এই বিশেষ সংখ্যার জন্য কৃষি, শিল্প, বীমা, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন সমস্তা সম্পর্কে সমন্বিত প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধসমূহ ৫ই এপ্রিলের মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

### বিজ্ঞাপন

যুদ্ধের জন্য কাগজ, ছাপা ও দুর্লভ হওয়ায় আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যায় যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞাপনের স্থান সংকুলান করা সম্ভবপর হইবে না। এই জন্য বিজ্ঞাপন-দাতাগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা যেন বার্ষিক সংখ্যার বিজ্ঞাপন যথাসম্ভব সত্বর প্রেরণ করেন। বিলম্বে প্রাপ্ত বিজ্ঞাপন ছাপা সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম।

১২২, বহু বাজার স্ট্রীট,

কলিকাতা

ফোন বি. বি. ৬৫৮২

সভাপতি করিবেন এবং ডঃ শ্রীমান প্রসাদ মুখার্জি সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। বাঙ্গলার বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্রে হইতে সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

### ভারতের শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কে শ্রীর বিশেষরায়

সম্প্রতি নাগপুরে "অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশনের" ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে শ্রীর বিশেষরায় এই অভিযোগ করেন যে, দেশের শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীগণ যুদ্ধকালেই এদেশে বড় বড় শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও গভর্ণমেন্ট প্রস্তুত নহেন, বরং গভর্ণমেন্ট ইহাতে স্পষ্ট অনিচ্ছাই পরিচয় দিতেছেন। ভারত সরকারের আর্থিক নীতির সমালোচনা করিয়া শ্রীর বিশেষরায় বলেন যে, উহা ভারতের কল্যাণের পরিপন্থী। ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি যে পঞ্চদশ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি উহার সমর্থন করেন এবং তিনি আশা করেন যে, ভারতের অধিকাংশ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী এই পরিকল্পনা সমর্থন করিবেন।

### নিউ ইয়র্কে ইণ্ডিয়া টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট

মিঃ এন আর বোশী নামক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী একজন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার নিউইয়র্কে 'ইণ্ডিয়া টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। যে সকল ভারতীয় টেকনিক্যাল শিক্ষালভের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, মার্কিন ও ভারতীয় শিল্পপতি এবং ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়িয়া তোলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া ভারতীয় ছাত্র-গণ বাহাতে উন্নত ধরনের টেকনিক্যাল শিক্ষাভ্যাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

### তারকাগুচ্ছের পরমায়ু

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখর নামক একজন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি হিসাব করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন এক একটি তারকাগুচ্ছের পরমায়ু ৩০০ কোটি বৎসর।

### অষ্ট্রেলিয়ার ভারতের হাই-কমিশনারের পদ

অষ্ট্রেলিয়ার ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে একজন হাই কমিশনার নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তদনুসারে শ্রীর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়কে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। প্রকাশ, তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করায় বাঙ্গলা সরকারের অতম মন্ত্রী মিঃ সাহাবুদ্দীনকে উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

### বিস্তৃতিয়াসের অধ্যুৎপাত

সম্প্রতি বিস্তৃতিয়াস আন্দোলন হইতে আরার অধ্যুৎপাত শুরু হইয়াছে। লাভাপ্রবাহে গান সেবাতিয়াসো নামক গ্রামটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে।

মাগা ডি সোমা নামক গ্রামটিও ধ্বংস হইয়াছে। উক্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীগণ প্রাণভয়ে সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া নেপলস্ অভিমুখে যাত্রা করিতেছে।

### ডি-এইচ রেলপথে ট্রেনের সংখ্যা হ্রাস

কল্লার অভাবে ডি-এইচ রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেনের সংখ্যা অনেক কমাইয়া দিয়াছেন। গত ১৬ই মার্চ হইতে দার্জিলিং ও শিলিগুড়ীর মধ্যে যাত্রা হইখানি প্যাগেলার ট্রেন যাতায়াত করিতেছে।

### মাজাজ গভর্ণমেন্টের উদ্ভূত বাজেট

মাজাজ সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট প্রস্তাব প্রচার করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট রাজস্বের পরিমাণ ৩০ কোটি ২০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৩ কোটি

৭৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ফলে ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা উদ্ভূত হইবার কথা; কিন্তু বেসকল নতুন ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা মিটাইয়া এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সহবিলে ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা অমীমাংসার পর চূড়ান্ত উদ্ভূত দাঁড়াইবে ৭৭ হাজার টাকা মাত্র।

### তামাক শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে গবেষণা

ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো কন্ট্রোল কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে তামাক শিল্প সম্পর্কে গবেষণার জন্য ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। তামাক সেল ফণ্ড হইতে ভারত সরকার এই কার্যে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

= শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠা =

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০

হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—রায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর, নাগপুর (সি. পি.)

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,

জেনারেল ম্যানেজার।

হৃদযাজ্য মাথা  
জীঘ্রই খোলা হবে

স্থান

২০১, হ্যারিসন রোড

পূর্ণগোবক :

ত্রিপুরাবিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে. সি. এল. আই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য

## দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

কলিকাতা অফিস—৬, রাইত স্ট্রিট

চীফ অফিস—আগরতলা

বেঙ্কিং অফিস—আধাউরা (ত্রিপুরা)

T.M.B.S 15/B

## শিলং ব্যাঙ্কিং —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
ফোন, ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—জীহট, হবিগজ ও করিমগজ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

মাত্রাধিকার গুপ্তরে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে।  
সিগারেটের জন্ত রাজমহেশ্বরে, চুপটের জন্ত  
বাকলায়, বিভিন্ন জন্ত বোম্বাইয়ে এবং হকার  
ভাটাকের জন্ত যুক্তপ্রদেশে আরও ৪টি রিজিওনাল  
ষ্টেশন স্থাপিত হইবে।

সোণা বিক্রয় ব্যবস্থার নিষিদ্ধ  
গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিষদে ফাইনাল  
বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে স্ত্রী জিয়াউদ্দিন আমের  
বলেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আমেরিকার  
হইয়া সোণা বিক্রয়ের ব্যাপারে ভারতে চোরা

বাজারের কাজ করিতেছে। পৃথিবীর সর্বত্র  
স্বর্ণমূল্যের মান হইতেছে প্রতি আউন্স ৪২ টাকা,  
অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭১ টাকা ভরি দরে সোণা  
বিক্রয় করিতেছে। তাঁহার মতে উহা চোরা  
বাজারের দর ছাড়া আর কিছুই নহে। পরিষদে

# সত্যিকারের একটি জাতীয় সত্যিকার!

যথা সম্ভব কম দামে কাপড় সরবরাহ  
করা বা দেশের বিপদকালে যথালব্ধি  
সাহায্য করা, যেদিক থেকেই দেখা যাক,  
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ সত্যিকারের একটি  
জাতীয় প্রতিষ্ঠান। গত দুর্ভিক্ষের সময়-  
কার কথাই ধরা যাকনা কেন। অন্ন-  
ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রেও যে অভাব দেখা  
দিয়েছিল, তার সুযোগে অনেক বস্ত্র-  
ব্যবসায়ীই হু' পয়সা উপায় করে নিয়ে-  
ছিলেন। কিন্তু ঢাকেশ্বরীর কথা স্বভঙ্গ।  
সে সময়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের  
৮৫টি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ষোল  
হাজার পাঁচ শ' টাকা দামের যে কাপড়  
ঢাকেশ্বরী বিনা মূল্যে বিতরণ করেছিল, তার  
কথা ছেড়ে দিন। ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের চাইতেও  
সস্তায় যে ছিচলিশ হাজার পাঁচ শ' জোড়া

ধুতি ও শাড়ী গরীব লোকদের দেওয়া  
হয়েছিল, তার কথাও ছেড়ে দিন। ১৯৪৩  
সালে ঢাকেশ্বরী মোট দশ হাজার গাঁট  
কাপড় বেচেছিল এক কোটি সত্তর লক্ষ  
টাকায়। বাজার দরে বেচলে এই কাপড়  
বেচেই হু' কোটি টাকা পাওয়া যেত, কিন্তু  
জনসাধারণের যাতে কষ্ট না হয়, সে জন্য  
ঢাকেশ্বরী ত্রিশ লক্ষ টাকার মোহ ত্যাগ  
করেছিল। হি সা ব ক'রলে দেখা যায়  
এই ভাবে জনসাধারণ ঢাকেশ্বরীর  
তৈরী কাপড় বাজারের সমজ্ঞেয় অস্বাস্থ্য  
কাপড়ের চাইতে জোড়া প্রতি দেড় টাকা  
কমে পেয়েছেন। সুসময়ে বা দুঃসময়ে,  
বাংলা জনসাধারণকে সেবার এই  
মহান আদর্শকে কার্যারম্ভের প্রথম দিন  
থেকে একাগ্রচিত্তে অনুসরণ করে চলেছে—

**ঢাকেশ্বরী**  
কটন মিলস্ লি:



প্রকাশ্যভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের নিষ্পত্তি করা উচিত বলিয়া তিনি অভিযুক্ত প্রকাশ করেন।

### খাজা বিভাগ সম্পর্কে স্তার জিয়াউদ্দিন

খাজা বিভাগের পরিচালনা সম্পর্কে স্তার জিয়াউদ্দিন বলেন যে, এই বিভাগের কর্মী একজন সিভিলিয়ন অথবা একজন প্রকৃত জনসেবীর হওয়া উচিত, বাহার নিজস্ব কোন ব্যবসা থাকিবে না। এই বিভাগ পরিচালনায় ক্রেতাদের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত।

### ভারতবর্ষকে আমেরিকার নিকট বিক্রয়

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কাইনাল বিলের বিরোধিতা করিয়া লাল শামলাল তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি আচরণের উল্লেখ করিয়া ভারতে বিদেশী সৈন্য আমদানী এবং একটু একটু করিয়া ভারতবর্ষকে আমেরিকার নিকট বিক্রয় করার জন্ত গভর্ণমেন্টের মিন্দা করেন। তিনি আরও বলেন, ট্যাক্সের ভার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর নতুন ট্যাক্স বসান সম্ভব নহে। পরিষদে ট্যাক্স-সমূহ পাশ করা হইবার পরও অর্ডিন্যান্স, আইন ও আদেশ জারী করিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

### সরকারী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ব্যবস্থার সমালোচনা

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কাইনাল বিলের সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বর্তমান ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, শুধু খাজা-প্রস্তুত করা সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট যে চুইজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার ফলে দেশের কোন উপকার হয় নাই। গভর্ণমেন্ট একজন ইম্পাত কমিশনার, তাঁহার জন্ত একজন সংখ্যাতত্ত্ব-বিদ সহকারী, একজন কমলা কমিশনার এবং একজন সেচ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রস্তুত খাজা বিভাগের তিনটি বড় বড় মিউজিয়াম গভর্ণমেন্ট বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী বলেন যে, ইহা বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। ভারত সরকারের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি তাহা পরিষ্কাররূপে বিবৃত করা হয় নাই। এই পরিষদে জানান হইয়াছে যে, ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের কোন এক-চেটিয়া ব্যবসা নাই, কিন্তু চা ও চামড়া রপ্তানীর ব্যাপারে ইহাদের একচেটিয়া অধিকার আছে।

দেশীয় শিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতির সমালোচনা

দেশে শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার সাধনের সমস্ত সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী বলেন যে, গভর্ণমেন্ট যে শুধু এ-দেশে শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারে উৎসাহ দেন

নাই তাহাই নহে, এদেশের রাসায়নিক শিল্প ধ্বংস করিবার জন্ত বিদেশী শিল্পপতিগণ যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন গভর্ণমেন্ট তাহাতে সক্রিয়ভাবে তাহা-দিগকে সাহায্য করিয়াছেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী বলেন যে, এই মর্মে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিতে পাইয়াছেন যে, ১৯৪২ সালে প্রেডি-মিশনের রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছিল যে, এই দেশের খাজাসমস্তা বেশ গুরুতর। কাজেই সারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের নিমিত্ত এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুতের জন্ত গভর্ণমেন্ট যেন চুইট যন্ত্রের ব্যবস্থা করেন। উপসংহারে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী বলেন যে, ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাস্ট্রিজ এই দেশের শিল্পের খাস রোধ করিয়া রাখিয়াছে।

### ভারতে স্বর্ণ বিক্রয়ে বিদেশী

#### গভর্ণমেন্টের মুনাকা

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কাইনাল বিলের প্রতিবাদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তার বিঠল বলেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় মারফৎ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহ প্রায় ১৫ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে। এই লাভের টাকা অথবা ইহার কতকাংশ যদি ভারতবর্ষ পাইত তাহা হইলে নতুন করিয়া এই দুইদিনে ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার কোন প্রয়োজন হইত না।

### বিক্রয়-কর সংশোধন বিল

গত সপ্তাহে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় বিক্রয় কর সংশোধন বিলটি পাশ হইয়াছে।

## রঙীন কল্পনা

শান্তির পর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমাদের অনেকেই এখন থেকেই রঙীন কল্পনার জাল বুনেছেন, কারণ একদিক দিয়ে দেখলে যুদ্ধ আমাদের স্পর্শই করেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আহত হ'য়ে পড়ে আছে, যারা শত্রুর হাতে বন্দী হ'য়ে বিদেশে ছবিষহ জীবন কাটাচ্ছে, তারা কোন্ আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

ভগ্নস্বাস্থ্য এই সব লোকদের সবদাই যত্ন নেওয়া দরকার যতদিন না তারা নিজের নিজের বাড়ীতে আপনজনদের কাছে ফিরে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালানর জন্ত যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আপনারা তার সাহায্যভার গ্রহণ করুন; সমুদ্রের পারে সৈনিকদের জন্ত আমাদের গরম জামাকাপড়, আহাৰ্য্য ও হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে চলতেই হবে।

দয়া করে আপনার নিয়মিত সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠান:

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রস,

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় রেডক্রস

বাংলার প্রতি আবেদন

## আমাদের তৈরী

রবার ক্লথ

হট ওয়াটার ব্যাগ

আইস ব্যাগ

এয়ার রিং ও কুশন

হাওয়া ভরা বালিস

ডাক্তারী দস্তানা ও এপ্রন ইত্যাদি

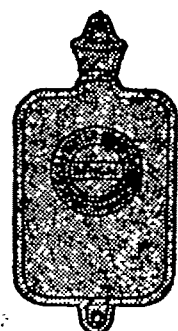


আমাদের তৈরী

ডাকব্যাগ

ওয়াটারপ্রুফের মতই

ভারতের সমস্ত সমাদৃত



বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ

ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় ও কারখানা: পানিহাটী ২৪-পরগনা  
নাগপুর কারখানা: মাট রোড, নাগপুর  
বোম্বাই শাখা: - ৩৭৭, হর্নবি রোড  
কলিকাতার দোকান: ১১, চৌবন্দী এবং ৮৬, কলকাতা ট্রাট

বিলটি পরিষদে যেভাবে গৃহীত হইয়াছিল সেই ভাবে ব্যবস্থাপক সভাতেও গৃহীত হইয়াছে।

### বাঙ্গলার পাট ও ধানের হিসাব

বাঙ্গলা সরকার ১৯৪৪-৪৫ সালে সমগ্র বাঙ্গলার পাট এবং আউশ ও আমন ফসলের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এসম্পর্কে প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই কার্যে ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

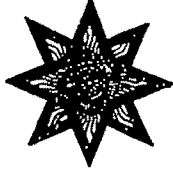
### কেরোসিন তৈল রেশনিং

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার অবিলম্বে পল্লী অঞ্চলে এবং কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বল সহরে কেরোসিন তৈল রেশনিং ব্যবস্থাসূত্রে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

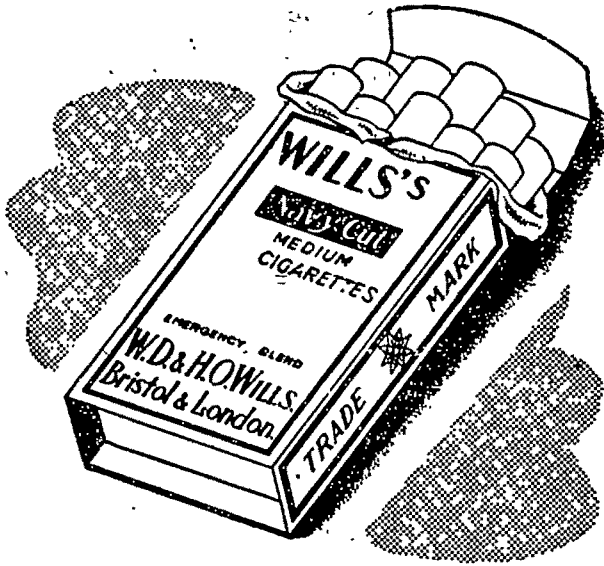
### কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট গৃহীত

গত ৯ই, ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় প্রধান কর্মকর্তা কর্পোরেশনের ১৯৪৪-৪৫

সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করিয়াছিলেন বাজেট স্পেশাল কমিটি কর্তৃক উহা বিবেচিত হইবার পর গত সোমবার কর্পোরেশনের সভায় গৃহীত হইয়াছে। বাজেট স্পেশাল কমিটির সুপারিশসমূহ পেশ করিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ বি, সি, রায় বলেন যে, কর্পোরেশন গতবর্ষের নিকট হইতে ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য পাওয়া লভ্য এবং কর্পোরেশনের অধীন শ্রমিকদের



“মূল্যের বিনিময়ে ইহা ই সর্বোৎকৃষ্টে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

নিকট বিক্রীত খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের পার্থক্য বাবদ ১৭ লক্ষ টাকা পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৩-৪৪ সালে কর্পোরেশনের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। বাজেট কমিটি ১৯৪৪-৪৫ সালের জন্য ১০ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধির এবং কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যয় সঙ্কোচের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু কয়লা ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, ১৯৪৪-৪৫ সালের শেষে কর্পোরেশনের হাতে ১২ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকিবে। বৎসরের পর বৎসর ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের ১লা এপ্রিল তারিখে কর্পোরেশনের হাতে ৪০ লক্ষ টাকা না থাকিলে কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে। কারণ, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আদায় বিশেষ হয় না, কিন্তু কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয় মিটাইবার জন্য উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ কর্পোরেশনের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ১২ লক্ষ টাকা মোটেই পর্যাপ্ত

নহে। কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির জন্য বিক্রয়কর হইতে কর্পোরেশনকে অব্যাহতি দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া কলিকাতার রাজপথে সাময়িক যানবাহনের অত্যধিক চাপের ফলে রাস্তার যে ক্ষতি হইতেছে তাহা পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য কর্পোরেশন বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। গভর্নমেন্ট যদি এই সকল প্রস্তাব কার্যে পরিণত করেন তাহা হইলে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে সাহায্যের জন্য গভর্নমেন্টের দায়িত্ব হইবার প্রয়োজন হয় না।

#### দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির হার

গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ কে, এস গুপ্ত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের তিন বৎসর পূর্বের দরের সহিত বর্তমান দরের তুলনা সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে উত্তরে অর্থ সচিব বলেন যে, ভারতবর্ষে জিনিসপত্রের পাইকারী দরের মান ১৯৩৯ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে ১০০ বরিলে ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১১৮.৮

ও ১৯৪৪ সালের ১১ই মার্চ তারিখে ২৩৫.২ হইয়াছে। গত তিন বৎসরে শতকরা ৯৮.৮ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যমূল্যের মান ১৯৩৯ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে ১০০ বরিলে ১৯৪৩ সালের ১১ই মার্চ তারিখে উহা ২৫৬.৭ এবং এই তারিখে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের মান ২৪৮.৮ হয়। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে পাইকারী মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। তাহার পর মুদ্রা-ক্ষীতি রোধ করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং তাহার ফলে দরের উর্ধ্বগতি রোধ হইয়াছে ও দর নামার দিকে যাইতেছে।

#### জল সরবরাহ বৃদ্ধির সুপারিশ

কলিকাতা কর্পোরেশনের জল সরবরাহ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি যত শীঘ্র সম্ভব কর্পোরেশনের জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করিতে এবং বর্তমানে যে স্থলে ৭ কোটি ৪৯ লক্ষ গ্যালন পরিষ্কৃত জল এবং ৫ কোটি গ্যালন গরুর জল

## সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :—১৩৩৭ অফিস  
" :—১৫৩২ ফ্যাক্টরী  
টেলিগ্রাম—"চীনা মাচী"

সাবিত্রী জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ  
৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ম্যাক্লে লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জসীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

## ওভারল্যান্ড ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক  
কার্যকরী মূলধন ... ১২২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, ধোঁরাই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা  
গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, ঢাকা ও কটক।  
চেন্নায়ামান—শ্রীমত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।  
জি. চৌধুরী—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।



## বান্ধববাদী

পৃথিবীতে সব কিছুই কণস্থায়ী।  
কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে তার  
পার্বি উন্নতিতে আত্মহারা হয়ে এই  
শাশ্বত সত্যটিকে অস্বীকার করতে  
চায়। শঙ্করাচার্য শুধু সাধকই ছিলেন  
না—তিনি ছিলেন সত্যিকারের  
বান্ধববাদী। তাই মানুষের এই  
কণস্থায়ী মোহকে নাড়া দেবার  
জন্য বলে গিয়েছেন—

“মা কুরু ধনজনবোঁবন পর্কম  
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্কম।”  
মহানানব শব্দের এই অমর বাণী  
শ্রবণ করে আমাদের প্রত্যেকের  
তবিত্ততের জন্য একটা পাকা  
বন্দোবস্ত করে রাখা উচিত।  
ডোমিনিয়নের পলিসি আপনার  
তবিত্ততকে নিরাপদ করে রাখতে  
সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

এজেন্সী এবং স্পেশাল এজেন্সীর  
জন্য সেক্রেটারীর নিকট  
আবেদন করুন।

## ডোমিনিয়ন

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ  
৩৩, ক্লাইভ স্ট্রীট - কলিকাতা

ইহা একটি ঘোষণামাত্র—অনুষ্ঠানপত্র নহে; আদ্যেণ করিলে অনুষ্ঠানপত্র পাঠানো হয়।

# মেট্রোল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক

## —লিমিটেড—

হেড অফিস :—৯৭, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

- (১) শ্যামবাজার, (২) দক্ষিণ কলিকাতা, (৩) মিউ মার্কেট, (৪) মৈহাটি, (৫) ভাটপাড়া  
(৬) কাঁচড়াপাড়া, (৭) হিলি, (৮) বামুন্ডাট, (৯) দিনাজপুর, (১০) নীলফামারি,  
(১১) রংপুর, (১২) দুবরাজপুর, (১৩) সিরাজগঞ্জ, (১৪) সৈদপুর (রংপুর), (১৫) কুচবিহার,  
(১৬) বেনারস, (১৭) এলাহাবাদ।

বি এন চ্যাটার্জি, এক্সায়ার, এম, এ, এক, আর, জি, এস, (লণ্ডন), এক, আর, এস, এ, (লণ্ডন),

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এস বি চ্যাটার্জি, এক, আর, জি, এস, এণ্ড সন্স, ৮, ডিক্সন স্ট্রীট, কলিকাতা ;

ডিরেক্টর—দি বঙ্গলক্ষী ইনসিওরেন্স লিমিটেড।

বি এন মল্লিক, এক্সায়ার, জমিদার ও ব্যবসায়ী ; অংশীদার—আবীর রেদাস, মল্লিকস লজ, ২০৭এম, মণিকতলা  
মেন রোড, কলিকাতা।

বি এন রায়চৌধুরী, এক্সায়ার, এম, এ, বি, এল ; জমিদার—পীরগাছা, রংপুর।

এল এন হাজরা, এক্সায়ার, বি, এল, জমিদার, কয়লা খনি ও চাউল কলের মালিক—বর্ধমান ও বাঁকুড়া।

ডি সি রায়, এক্সায়ার, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা।

এস কে নিয়োগী, এক্সায়ার, এডভোকেট, ২৪, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিকাতা।

এ কে সেন, এক্সায়ার, ম্যানেজিং এজেন্ট—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়ালিটি ক্যাল ওয়ার্কস, ৭১, সুরা রোড, কলিকাতা।

এস সি শুক্ল, এক্সায়ার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডেনারেল ট্রেডার্স লিমিটেড, ৮৪-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

এ কে ঘোষাল, এক্সায়ার, জমিদার, ৩-সি, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিজিৎ রায়, জমিদার, ২৫, সাদার্ন এ্যান্ডিনিউ কলিকাতা।

দেবীদাস, রায়, এক্সায়ার, চাকুরিয়া, ২৪ পরগণা ; ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—দি বঙ্গলক্ষী ইনসিওরেন্স লিঃ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—দেবীদাস রায়, বি, এ সেক্রেটারী—সুধেন্দুকুমার নিয়োগী, বি, এ

সলিসিটর—মেসার্স কে বি ঘোষ এণ্ড কোং এবং মিঃ পি এন রায়,

৬, ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যাক্সাস—মেসার্স ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

বরাবর লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

১৯৪১ সালে ৭% ও ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ ৭% আরকরযুক্ত

বিক্রীত মূলধন

৮,৩৩,৬৩৯ টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন

৩,৬২,২৮৮ ৷৷ ১ পাই

সামান্য সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করা হইবে এবং ১৯৪৪ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখ হইতে শেয়ার বিক্রয় নিশ্চিতরূপে বন্ধ করিয়া  
দেওয়া হইবে। এই ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখায় এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিয়ন্ত্রিত শাখায় শেয়ারের আবেদন  
গ্রহীত হইবে :—

কলিকাতার সকল অফিস, বোম্বাই, মাদ্রাজ, জলপাইগুড়ী, এলাহাবাদ, বেনারস, দিল্লী, কাণপুর, লক্ষ্মী, ঢাকা।

“ভারতবর্ষ আইনের ৯৪-এ ধারানুসারে এই শেয়ার অস্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। তবে এতৎসম্পর্কে ইহা সুস্পষ্টভাবে  
জানিয়া রাখিতে হইবে যে, এই অনুমতি দান দ্বারা সরকার ইহার পরিকল্পনার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অথবা তৎসম্পর্কে প্রাপ্ত কোনও বিবৃতি  
বা মন্তব্যের যথার্থতার সম্পর্কে কোনও দাবি লইতেছেন না।”

সরবরাহ করা হইয়া থাকে সেই স্থলে ৩০ কোটি গ্যালন জল সরবরাহের সুপারিশ জানাইয়াছেন। কমিটি এ-জন্ত দীর্ঘদিনের মেয়াদী একটি পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছিলেন। সহরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত গ্রীষ্মকালে বাহাতে জলের অভাব না হয় তজ্জন্য কুমিটি, "ড্রাফ্ট ফিস্টার" পদ্ধতিতে জল পরিশ্রুত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে কাজ করিলে আরও ৪ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন জল বেশী পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া কমিটি ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ছয়টি বিশ্ব ধরণের টিউব-ওয়েল বসাইবারও সুপারিশ করিয়াছেন।

### নিখিল ভারত ভেষজ সঙ্ঘের প্রস্তাব

গত মঙ্গলবার কলিকাতায় নিখিল ভারত ভেষজ সঙ্ঘের অধিবেশনে ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারী আদেশ সমূহের আলোচনা হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, দিল্লী, আসাম, সিন্ধু, বিহার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। সরকারী ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আইন বর্তমানে যে আকারে রহিয়াছে, সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে উহার প্রতিবাদ জানান হয় এবং উহার সংশোধন সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করা হয়। অপর একটি প্রস্তাবে সরকারের হাতে মজুত সরকারী ঔষধগুলি বাজারে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার জানান হয়।

### সৈন্য সংগ্রহের হিসাব

সম্প্রতি দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এম. এ. জাফর খান ভারতীয় সৈন্যদের স্বাভাবিক জীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার গুরুত্ব সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা হইতে ভারতের কোন্ প্রদেশ হইতে কত সৈন্য সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে শতকরা কত জন কৃষক নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :-

| প্রদেশ               | মোট রিক্রুটের সংখ্যা | শতকরা কত জন কৃষক |
|----------------------|----------------------|------------------|
| পাঞ্জাব              | ৬ লক্ষ               | ৮০               |
| মাদ্রাজ              | ২ লক্ষ ৬০ হাজার      | ৮০               |
| যুক্ত প্রঃ           | ২ লক্ষ               | ৮০               |
| বঙ্গদেশ              | ১ লক্ষ               | বেশী নহে         |
| বোম্বাই              | ১ লক্ষ               |                  |
| উঃ পঃ সীমান্ত প্রঃ   | ৭০ হাজার             | ৮০               |
| বিহার                | ৪৫,০০০               | অজ্ঞাত           |
| মধ্য প্রদেশ          | ২৫,০০০               | অজ্ঞাত           |
| আসাম                 | ১০,০০০               |                  |
| সিন্ধু               | ৫,০০০                | অজ্ঞাত           |
| উড়িষ্যা             | ৩,০০০                |                  |
| কাশ্মীর              | ৪৫,০০০               | খুব বেশী         |
| ত্রিবাঙ্গুর          | ৩৩,০০০               | কম               |
| পাতিয়ালা            | ২৭,০০০               | খুব বেশী         |
| রাজপুতানা, মধ্য ভারত | ৫০,০০০               |                  |

### ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মিশন

প্রকাশ, যুদ্ধ সম্পর্কিত ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের একটি মিশন শীঘ্রই বিলাতে প্রেরণ করা হইবে। লন্ডন রয়েল সোসাইটির সেক্রেটারী অধ্যাপক এ ডি হিল বর্তমানে বিজ্ঞান সম্পর্কে ভারত সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে এ-দেশে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই এরূপ একটি মিশন পাঠাইবার জন্ত ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করেন। খুব সম্ভব জার এস এস ভাটনগর মিশনের নেতৃত্ব করিবেন। মিশনে অল্প ৪ জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক থাকিবেন।

### নারায়ণগঞ্জে রেশনিং

নারায়ণগঞ্জ সহরে ও মহকুমার সর্বত্র পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন যুক্ত কমিটির মারফৎ রেশনিং ব্যবস্থা অসুসারে কেরোসিন তৈল, গম, আটা ময়দা, বাজরা, ডাইল, লবণ, সরিষার তৈল বিক্রয় করা হইতেছে।

### যুদ্ধোত্তর যুগের নতুন আবাসগৃহ

যুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ধরণের ছোট ছোট বাস গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইউ এস স্ট্যান্ডার্ড হাউসিং এজেন্সী

যে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, যুদ্ধোত্তর প্রথম ১০ বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লক্ষ হইতে ১৫ লক্ষ নতুন বাসগৃহের প্রয়োজন হইবে। বিখ্যাত জাহাজ নির্মাণ কারখানার মালিক হেনরি কাইজার যুদ্ধের পর গৃহ নির্মাণ শিল্পে হাত দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং এসম্পর্কে স্ট্যান্ডার্ড হাউসিং এজেন্সীর সহিত তাঁহার কথাবার্তাও চলিতেছে। কাইজার আশা করেন, কারখানায় তৈরী ছোট একটি পূর্ণাঙ্গ বাসগৃহের মূল্য ২৪০০ ডলারের বেশী পড়িবে না, ইহা প্রাক্ষুণ্য কালে এইরূপ মাপের ছোট বাড়ীর প্রায় অর্ধেক। এই ধরণের গৃহের বিভিন্ন অংশ কারখানায় তৈরী করিয়া জমির উপর গুচ্ছ বসাইয়া দেওয়া হইবে।

### ভারতের তৈলবীজ সম্পদ

ভারতে প্রায় সর্বপ্রকার তৈলবীজ উৎপন্ন হয় এবং এই ফসলের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মণ, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ। এ দেশে গড়ে বার্ষিক ২ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমিতে তৈলবীজের

### জাগ্রত ভারতের স্বর্ণ যুগে

আমাদের কর্মসূচি

নিশ্চয়ই জনসম্মদের সহায়ক হইবে

আমাদেরই হাতে  
গড়া :-  
● অয়েল ক্রয়  
● লেদার ক্রয়  
প্রভৃতি।

সর্বপ্রকার জব্যের  
একমাত্র  
সরবরাহকারী

আমাদেরই নিজস্ব  
তৈরী :-  
● হাসপাতাল  
সিটিং  
● রবার শুল্ক  
ওয়াটারপ্রুফ

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিগ্নিফিক্যান্ট

ফোন : বি. বি. ৬৭৯২

৩২ই জ্যাক্সন লেন, কলিকাতা

পোঃ বক্স ৮০

শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

**আয়ুর্বেদ ভবন লিঃ**

হেড অফিস :- পুরানবাজার (চাঁদপুর), ত্রিপুরা

বিভিন্ন সর্বপ্রকার আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত ও প্রচলনের  
একটি নির্ভরযোগ্য আত্মীয় প্রতিষ্ঠান

জাতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে এই প্রতিষ্ঠানের

শেয়ারে টাকা লগ্নি করিয়া লাভবান হউন

**ডিভিডেন্ড**

শতকরা ১০ টাকা

আয়কর রহিত ১৯৪৩ সনের জন্ত দেওয়া হইয়াছে।

অতি অল্প সংখ্যক শেয়ার অবশিষ্ট আছে। শীঘ্রই বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইবে।

অবিলম্বে আবেদন করুন

(ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারামতে শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার ইহার ব্যবসায়িক পরিকল্পনার আর্থিক স্থগলতি বা তথ্যগত প্রকাশিত সিবুতি বা অভিমতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।)

চাষ হয়। পাট এবং তুলা আবাদী জমির পরিমাণ অপেক্ষা ইহা অনেক বেশী। ভারতে বার্ষিক প্রায় ২০০ কোটি টাকা মূল্যের তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। অথচ এরূপ একটি কৃষি সম্পদ রক্ষার জন্য গভর্ণমেন্টের দিক হইতে কোন প্রচেষ্টা নাই। সম্প্রতি দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজের যে বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে উহাতে ভারতের তৈলবীজ সম্পদের উন্নতি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সেন্ট্রাল ফুট এণ্ড কটন কমিটির অনুরূপ একটি সেন্ট্রাল কমিটি গঠনের অনুরোধ জানান হইয়াছে।

### বঙ্গশিল্প সম্পর্কে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার দাবী

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অস্থিত নিম্নলিখিত ভারত টেক্সটাইল কনফারেন্সের সভাপতি শ্রী ভিক্টোর সেন্সন বলেন যে, প্রাদেশিক সরকারসমূহ যদি পল্লী অঞ্চলে সম্ভাব্য বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে পল্লী অঞ্চলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিদ্যুৎ চালিত তাঁত বসাইয়া বস্ত্রাদি বুনন করা সম্ভব হইবে। এই ভাবে দেশ-ময় ছোট ছোট আকারে শিল্প গঠিত হইলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে আর সহরে আসিয়া সমবেত হইতে হইবে না। শ্রীর ভিক্টোর আরও বলেন যে, তুলা ও অন্যান্য আশ্বিন পর্বার্ধ সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য ম্যাক্লেডারের শিল্প গবেষণাগারের মত এদেশেও একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

### বঙ্গশিল্পে মুনাফার নমুনা

১৯৪৩ সালে কাপড়ের কলসমূহে প্রচুর লাভ হইয়াছে। কানপুরের “বদেশী কটন মিলস্” আয়ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন উহা হইতে কাপড়ের কলসমূহের মুনাফার হারের নমুনা পাওয়া যাইবে। ১৯৪৩ সালে এই মিলের লাভের অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৭২০ টাকা; ১৯৪২ সালে লাভ হইয়াছিল ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৪৬ টাকা। লাভের অঙ্ক হইতে ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ট্যাক্স হিসাবে এবং অতিরিক্ত মুনাফাকর আইন অনুসারে ৩৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণ ভাণ্ডারে জমা দিতে হইবে।

### মাদ্রাজের সমস্ত সহরে রেশনিং

মাদ্রাজ প্রদেশের সমস্ত মিউনিসিপ্যাল সহরে রেশনিং প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ৮২টি মিউনিসিপ্যাল সহরে রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে মোট ৫০ লক্ষ লোক এই ব্যবস্থার সুযোগ পাইবে। অন্তঃপর পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেক পঞ্চায়েৎ এলাকার রেশনিং প্রবর্তন করা হইবে।

### লবণ রেশনিং

প্রকাশ, শীতাই কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের রেশন দোকান মারফৎ লবণ বিক্রয় আরম্ভ করা হইবে এবং মফঃস্বলে ফুড কমিটি মারফৎ লবণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে।

### গম চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর আবাদের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৪ হাজার একর। আলোচ্য বর্ষে গমের চাষ শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

### রাই-সরিষা-তিষি চাষের পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র ভারতে মোট ৩০ লক্ষ ৮১ হাজার একর জমিতে রাই-সরিষা এবং ২৬ লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩ লক্ষ ৮৬ হাজার এবং ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার একর; অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় রাই-সরিষা এবং তিষির চাষ যথাক্রমে শতকরা ৯ এবং ৩ ভাগ কম হইয়াছে।

### তুলা চাষের ৪র্থ পূর্বাভাস (১৯৪৩-৪৪)

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে, পূর্ববর্তী বৎসর এই সময় যে হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহাতে উক্ত বৎসর ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল; অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে তুলা চাষের

পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসর মোট ৪৯ লক্ষ ৩৪ হাজার গাইট তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে (প্রতি গাইটের ওজন ৪৫০ পাউন্ড)। পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৪ লক্ষ ৯২ হাজার গাইট, অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে তুলার উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

### অর্থনীতি বিষয়ক নতুন পুস্তক

- (1) Indian Labour & Post-War Reconstruction—By M. N. Roy. Published by Radical Democratic Party, 30, Faiz Bazar, Delhi. Price Re. 1
- (2) Industrialisation and Trade—By A. J. Brown. Oxford University Press, Bombay B. L. Buildings, Nicol Road. Price 2s.
- (3) জমি ও চাষ—ডাঃ সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রণীত। বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়গ্রহণ গ্রন্থমালা।

মূল্য আট আনা

নিরাপদ এবং নির্ভরশীল সংস্থানার্থ

## ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

—লিঃ—

স্থাপিত  
১৯৩০

হেড অফিস :—১৫ নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

টেলি ফো: কলি: ২৫৪৬

টেলিঃ  
Payment

হিজ হাইনেস রায়গড় এবং বামরার মহারাজা স্যার এস পি রাধাকিষণ, মি: এ কে ফজলুল হক, ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী, মি: জি এন বরহুলী, মি: এন সি চ্যাটার্জী, মি: তুষারকান্তি ঘোষ, মি: এস কে সেন, আই-সি-এস এবং ভারতের অন্যান্য মনোনিবেশিত বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের উদ্বোধনে শুভেচ্ছা এবং সহানুভূতি জানাইয়াছেন।

### ডিরেক্টরগণ

মি: এস পি মুখার্জী, মি: এম সি চক্রবর্তী, এম-এ, বি এল, মি: এস পি বড়ুয়া, মি: এস আর সরকার, মি: বি এন দাসগুপ্ত, মি: এইচ আর চৌধুরী, মি: পি চক্রবর্তী ও রায় বাহাদুর জয়রাম ভেলজি—এই সকল লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন।

### মূলধন

অনুমোদিত ... ১,০০,০০,০০০ কোটি  
বিক্রয়ীকৃত ... ৭,০০,০০০ লক্ষের উপর  
আদায়ীকৃত ৪,৯০,০০০

কার্য্যকরী—অর্ধ কোটি টাকারও বেশী

গত তিন বৎসর যাবৎ স্বায়ত্তভাবে ৭১০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

### শাখা অফিস :

#### বাংলায়—

কলিকাতা, শ্যামবাজার  
বড়বাজার, বালীগঞ্জ  
কলেজ স্ট্রিট, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড  
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ  
মিরকাডিম, ফরিদপুর  
রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া  
গোপালদি, কুমিল্লা  
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা  
আমানসোল

#### আসামে—

গৌহাটি, টেংলা  
জোড়হাট, বদরপুর,  
সিলেট, করিমগঞ্জ  
গোলাঘাট।

#### সি, পি—

নাগপুর, ইটওয়ারী  
রায়গড়, রাজনন্দগাঁও

#### ইউ, পি—

বেমারস, সোনারপুর

#### বিহারে—

পাটনা

#### উড়িষ্যায়—

বামরা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন সি দত্ত, এম এ, বি এল



## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হুবিখ্যাত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব সম্প্রতি আমরা আলোচনার্থ পাইয়া প্রীত হইলাম। উক্ত বার্ষিক রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, মহানুজের নানারূপ বাধাবিঘ্ন ও অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ ক্রমোন্নতি অব্যাহত রহিয়াছে। একথা বলাই বাহুল্য যে, এই প্রতিষ্ঠানটির জায় ভারত-বিখ্যাত ও হুতু আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থা ও ভরসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিতেছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অর্থবিনিয়োগের নীতি ও কার্যপরিচালনা নিরাপত্তামূলক ও বিজ্ঞানসম্মত বলিয়াই আলোচ্য বৎসরে উহার নীট লাভের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের ত্বের ১০ লক্ষ টাকা লইয়া মোট ১ কোটি ১৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নীট লাভের পরিমাণ (তৎপূর্ব বৎসরের হিসাবের ত্বের সমেত) দাঁড়াইয়াছিল ৫৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। দেখা বাইতেছে যে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নীট মুনাফার পরিমাণ এক বৎসরে দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে।

এরূপ ক্ষুদ্র শক্তিবৃদ্ধি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভবপর। উক্ত ১ কোটি ১৭ লক্ষাধিক টাকা হইতে অংশীদারগণকে ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের অন্ত বার্ষিক শতকরা (আয়কর মুক্ত) ১০ টাকা হারে এড-ইন্টারিম ডিভিডেন্ড ৮ লক্ষ টাকা, মজুত তহবিলে ১২ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও অন্তবিধ সিকিউরিটি ক্রয় বাবদ ৫ লক্ষ টাকা, জমি ও ইমারত সংক্রান্ত ঋণ পূরণ তহবিলে ৩ লক্ষ টাকা, ট্রান্স বাবদ মজুত ৬০ লক্ষ টাকা ও ব্যাঙ্কের কর্মচারীদিগকে বোনাস বাবদ ৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়া যে ২২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা ডিরেক্টরগণ নিম্নলিখিতরূপে বন্টনের প্রস্তাব করিয়াছেন :—গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অংশীদারগণকে আয়করমুক্ত বার্ষিক শতকরা ১০ হারে কাইডাল ডিভিডেন্ড ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ২ টাকা হিসাবে বোনাস ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ও পরবর্তী বৎসরের (১৯৪৪) হিসাবে ত্বের টানা বাবদ ১০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শতাধিক শাখা রহিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কয়েকটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে ৬টি নূতন শাখা অফিস ও ৪৫টি পে-অফিস খোলা হইয়াছে।

উপরোক্ত বার্ষিক রিপোর্টে গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের মজুত তহবিল, চলতি আমানত, ক্যাশ সার্টিফিকেট, স্থায়ী আমানত ইত্যাদি লইয়া মোট দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে ২২ কোটি ১৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। এই প্রকার দায়ের বহলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—

হাতে নগদ ৫ কোটি ৮০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ;  
ব্যাঙ্কে গচ্ছিত নগদ ১০ কোটি ৮০ লক্ষ ১৮

হাজার টাকা ; হাতে সোনার পরিমাণ (বাজার দর অনুসারে) ৩৪ হাজার ৫৯৮ টাকা ; অন্তান্ত ব্যাঙ্কে আমানত জমা ৫ লক্ষ টাকা ; ব্রিটিশ ট্রেজারী বিলে ৬৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ; কোম্পানীর কাগজে ৩৭ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ; বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ৩ কোটি ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ; অনাদারী কিন্তু আদায় সম্পর্কে নিরাপদ ঋণদানের পরিমাণ ২২ কোটি ৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ; জমি ও ইমারতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ; আসবাবপত্র ও অন্তবিধ সাজসজ্জাম ২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।

## শেয়ারে টাকা লগ্নী করুন

মোট মূল্য ১২ লক্ষ টাকা, প্রতিটি ২৫ মূল্যের ৪৮০০০ সাধারণ শেয়ার ৩১শে মার্চ '৪৪ পর্যন্ত শেয়ারের মূল্যেই বিক্রয় করা হইবে।

লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে

১৯৪১...শতকরা ১০

১৯৪২...শতকরা ৭।০

১৯৪৩ সালে—আরও বেশী আশা করা যায়।

শেয়ারের টাকা দেওয়ার নিয়ম

প্রতি শেয়ারের দরুন ৬ মাসের মধ্যে ১৫ টাকা আদায় করা হইবে। প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে ৩ ও প্রবেশ ফী বাবদ ১ টাকা অগ্রিম দিতে হইবে।

(ভারতরক্ষা বিধানের ৯৪-এ দ্বারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লওয়া হইয়াছে।) স্পষ্ট প্রকাশ থাকে যে, এই সম্মতি দিয়াছেন বলিয়াই ভারত সরকার অত্র কারবারের আর্থিক দৃঢ়তা বা কোনও কর্তার সঙ্গতি করিয়া লইতেছেন কেহ যেন এরূপ না মনে করেন।)

## দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ভবানীপুর

::

কলিকাতা।

হেড অফিস বা যে কোনও শাখায় পূর্ণ বিবরণের অন্ত দরখাস্ত করুন।

মিঃ বি মুখার্জী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শেয়ারের দরখাস্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর,  
দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড।  
কলিকাতা

মহাশয়,

উক্ত ব্যাঙ্কের ২৫ টাকা মূল্যের প্রত্যেকটি শেয়ারের দরুন ৩ টাকা হিসাবে.....টি শেয়ারের বাবদ.....টাকা এবং প্রতি দরখাস্তের দরুন ১ টাকা প্রত্যেক পাঠাইলাম এবং আমার নামে উক্ত সংখ্যক শেয়ার বরাদ্দ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। কোম্পানীর মেমোরাণ্ডাম ও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এবং অন্তান্ত উপধারা ও নিয়ম অনুসারে ডিরেক্টরবর্গ আমার নামে উক্ত সংখ্যক বা তদপেক্ষ কম শেয়ার বরাদ্দ করিলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।

দরখাস্তকারীর পূর্ণ নাম.....  
পিতা, স্বামী বা অভিভাবকের নাম.....  
ঠিকানা.....  
কর্ম বা বৃত্তি.....  
স্বাক্ষর.....তারিখ.....

## ওরিয়েন্টাল গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম যে, সুবিখ্যাত বীমা প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের বিগত ১৯৪৩ সালের নতুন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৮ হাজার ১২টি পলিসিতে মোট ১৫ কোটি ৬৯ হাজার ১৫০ টাকা। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, উক্ত নতুন কাজের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের (১৯৪২ সালের) নতুন কাজের পরিমাণের অপেক্ষা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অধিক দাঁড়াইয়াছে। ওরিয়েন্টালের ইতিহাসে নতুন কাজের পরিমাণ এত অধিক পূর্বে আর কখনও হয় নাই। আমরা ওরিয়েন্টালের দ্বারা ভারতবিশ্বব্যাপ্ত, জনপ্রিয় ও প্রকৃত শক্তিশালী বীমা-প্রতিষ্ঠানের আরও শক্তি বৃদ্ধি কামনা করি।

### কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

আমরা অবগত হইলাম যে সিটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বি রায় চৌধুরী কিছুদিন হইল ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ রায় চৌধুরী ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কটির পুনর্গঠন করিয়া ডিরেক্টর বোর্ডকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছেন এবং কতিপয়

নতুন শাখা স্থাপন করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণ আদানত সংগ্রহ করিয়াছেন। ফলে এই অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কটি জনসাধারণের বিশেষ আস্থা অর্জন করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে, মিঃ রায় চৌধুরীর সুযোগ্য পরিচালনামীনে ব্যাঙ্কটি অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

### হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

গত ২২শে মার্চ বুধবার হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ডাঃ শ্যামাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের পোষোহিত্য করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ভারতের অল্পতম সুবৃহৎ ব্যাঙ্ক। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

### নতুন যৌথ কোম্পানী

বঙ্গদ্রা অয়েল এণ্ড রাইস মিলস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বাজোয়িয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১৭, হারিসন রোড, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। চাউল ও তেলের কল।

গ্রিপেক্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন্ এন্ দত্ত। ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই। অধুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। পুস্তকাদি মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজ।

মাজেরহাট প্রোপার্টিজ লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্ট মেসার্স অর ডিগনাম এণ্ড কোং। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ফেরালি প্রেস, কলিকাতা।

অধুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ইষ্টেট এজেন্ট।

ইষ্টার্ন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হাকিম রায়। ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই। অধুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারস্।

ছসেন এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি কে সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬ ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। জেনারেল মার্চেন্ট।

ইষ্ট বাজলা কোলিমারিজ লিঃ—মিঃ এ এন্ জে চক্ৰবর্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৪, এজরা স্ট্রিট, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। কয়লার খনির ব্যবসা।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সেনট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম শতকরা ১৮ টাকা বোনাস সহ কাইনাল ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা। শিবরাজপুর সিণ্ডিকেট লিঃ—গত ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৩২।০০ আনা। বেঙ্গল জুট মিল কোং লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ম প্রতি সাধারণ শেয়ারে ১০ আনা হিসাবে। কাছোডিয়া মিলস লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম সাধারণ শেয়ারে বার্ষিক শতকরা ৫০ টাকা।

## দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং ধর্মভাঙ্গা স্ট্রিট, কোল কলিকাতা ২২৬০ (তিন লাইন)

### আর্থিক পরিচয়

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| অধুমোদিত মূলধন  | ১০,০০,০০০ টাকা |
| আদায়ী মূলধন    | ৫,০০,০০০ "     |
| ডিপোজিট         | ১,০৭,৭৮,০০০ "  |
| নগদ জমা ও লগ্নী | ৬৯,১৬,০০০ "    |
| কার্যকরী মূলধন  | ১,১৬,১৮,০০০ "  |

১০০০ টাকা জমা দিয়া কারেন্ট একাউন্ট খোলা যায় এবং ক্লিয়ারিং হাউসের মারফত চেকের টাকা আদায় করা হয়।

### শাখা সমূহ :—

রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা, হাওড়া, সালশিয়া, বেজুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, এবং সেগুডাঙ্গা।

## নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস : ২২নং ক্যানিং স্ট্রিট।

কলিকাতায় অস্থায়ী শাখা :—

কলেজ স্ট্রিট, শ্রীমবাজার ও বালীগঞ্জ।

● “ক্যাশ ক্রেডিট” প্রধায় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়।

● মার্কেটাইল বিলের উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়। শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্বত্র।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি.কে. দত্ত।

## নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা কোল ক্যানাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

### চিঠাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| অধুমোদিত মূলধন       | ৫০,০০,০০০ টাকা      |
| বিক্রীত              | ২৫,২০,০০০ টাকার উপর |
| আদায়ীকৃত            | ২০,০০,০০০ " "       |
| গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি | ১,৩২,০০,০০০ " "     |
| আদানত                | ৪,০০,০০,০০০ " "     |
| কার্যকরী মূলধন       | ৪,৫০,০০,০০০ " "     |

(ক এন দালাল,  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিত হ'তে পারেন—

## বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—চাঁদপুর,

সেন্ট্রাল অফিস :—ঢাকা।

কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ স্ট্রিট।

### শাখাসমূহ :

পুরণবাজার, ঢাকা, লৌহজঙ্গ,  
দীঘিরপার, শ্রীনগর, ভেড়পুর

হুদের হার—

ডিপোজিট

শতকরা

চলতি—

১৮

সেভিংস

২১।০

স্বায়ী আদানত

৪, হইতে ৬, পর্যন্ত

মিঃ এম চক্রবর্তী

মিঃ এম দত্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কলিকাতা এজেন্ট।

বিমল রাসচৌধুরী—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও ২৮ কোটি ২১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ও ২৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| টেলিঃ হস্তি (প্রতি টাকায়) | ১ শিঃ ৫৩½ পে |
| ঐ দর্শনী                   | ১ শিঃ ৫৩½ পে |
| ডি এ ৩ মাস                 | ১ শিঃ ৬৬½ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)     | ৩৩২৫০        |

## কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৪শে মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত-ভূমিতে জাপ বাহিনীর প্রবেশের সংবাদে অনেকে শেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলিতে থাকেন; তবে তাহার সংখ্যা খুব বেশী নহে। সম্প্রতি শেয়ারের দর বৈপরীত্যে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহাতে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, দর বৃদ্ধিটা একটু বেশী পরিমাণেই হইয়াছে। কাপড়ের কলের শেয়ারের দরই পড়িয়া গিয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী। জাপানী অভিযানের কলেই বাজার হঠাৎ একরূপ মন্দা হইয়া পড়ে, তবে শুক্রবারে বাজারের অবস্থার সামান্য একটু উন্নতি দেখা যায়।

বর্তমানে শেয়ার-বাজারের ক্ষেত্র বিক্রিতা উভয়েই অপেক্ষা করিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণের মনোভাব দেখাইতেছেন।

## কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার-বাজারের অত্যন্ত বিভাগের মন্দার চেউ লাগিয়া কোম্পানীর কাগজের বাজারও মন্দা হইয়া পড়ে। ৩০০ শ্রদের কোম্পানীর কাগজের দর ২৮½ আনান্দ নামিয়া যায়। মেয়াদী স্বর্ণপত্রসমূহের দরও কয়েক আনা কমিয়া যায়। ৩ শ্রদের ডিকেন্স লোন (১৯৪২-৫২) ১০০½, ৩ শ্রদের (১৯৪১-৫৪) ১০০½, ৩ শ্রদের (১৯৪০-৫৫) ৯৯½, ৩ শ্রদের (১৯৪১-৫০) ১০০০½, ৫ শ্রদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৪৫½ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহের স্বর্ণপত্রের কোন ক্রয়বিক্রয়ের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

## ব্যাঙ্ক

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের শেয়ার-বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। হিন্দ ব্যাঙ্ক ৫৭½, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৯১৮½, (কন্ট্রিবিউটারীজ) ৫০½, রিচার্ড ব্যাঙ্ক ১০০½, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ২৮½ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

## কাপড়ের কল

পূর্ব সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের দর খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহের

প্রথম দিকেই দর নামিতে আরম্ভ করে এবং সপ্তাহের মাঝামাঝি খুব বেশী নামিয়া যায়। কানপুর টেক্সটাইল ১৫½, ডানবার ৩০২½ হইতে নামিয়া ২৮৭½, কেশোরাম ১৯½ হইতে নামিয়া ১৭৫½, মিউজিকোয়রিয়া ১০½ হইতে নামিয়া ৯½, এলগিন ৮২½, বাসন্তী ১৪½ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

## কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা সম্পর্কে নতুন সরকারী পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার কয়লা খনির শেয়ার-বাজারের দরদামের কোন ইতরবিশেষ হয় নাই। সপ্তাহের শেষের দিকে দর বরং কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। এ্যামালগেমসেটেড ৪৮½ হইতে ৪৬৫½, বেঙ্গল ৬১½ হইতে ৫৯½, বোকারো এণ্ড রাইগড ৩২½ হইতে ৩০½, ধামো মেইন ২০½ হইতে ২২½, মণ্ডলপুর ২৯½ হইতে ২০½, অণ্ডাল ২৫½ হইতে ২০½, ইকুই-টেবল ৫৮½ হইতে ৫৫½, রাপীগঞ্জ ৪৫½ হইতে ৪৩½, সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ৩০½, সাতপুকুরিয়া ১২৫½, তালচের ৬৯½, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৫২৫½ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

## পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজারে মন্দার চেউ খেলিলেও দর খুব বেশী কমিয়া যায় নাই। আগড়পাড়া ৩০৫½, রায়গঞ্জ ইণ্ডিয়া ৪০৬½, ক্লাইভ ৫৫½, ইণ্ডিয়া ৫৮৭½, হাওড়া ৭১½,

স্থাপিত : ১৯২৩

## ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস :—কুমিল্লা সেন্ট্রাল অফিস :—মারায়নগঞ্জ  
কলিকাতা অফিস :—১৭৬, ক্রশ স্ট্রিট।  
ফোন :—বড়বাজার ২৮৭

ক্রিয়ারিং'এর যাবতীয় সুযোগ সহ  
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

অন্যান্য শাখা :—

শিলচর, সিলেট, করিমগঞ্জ ও বরিশাল।  
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার : ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
শ্রীকামিনীকুমার পাল শ্রীমতীশচন্দ্র সাহা

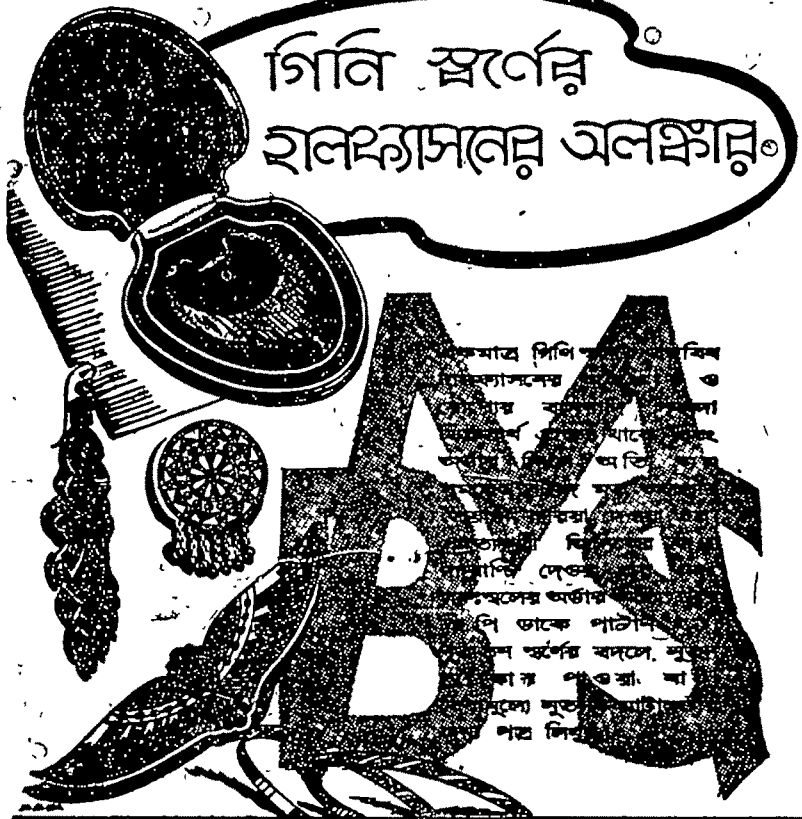
## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

নিম্নমিত্তে

স্থাপিত—১৯৩৫ ফোন :—ক্যাল—২৬৯২  
হেড অফিস :—৩১ ম্যাজো লেন, কলিকাতা।  
শাখাসমূহ :—

বালিগঞ্জ—৫০, রাসবিহারী এন্ডিনিউ  
বৌবাজার—৮৪, বৌবাজার স্ট্রিট  
বড়বাজার : ঢাকা : বরিশাল : বহরমপুর (বেঙ্গল)  
বেনারস ও ঝাজি (ইউ, পি)  
পে অফিস—গোড়াবাজার : বহরমপুর (বেঙ্গল)  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন বি ঘোষ হস্তিদার।

গির্নি স্বর্ণের  
হালদ্র্যাসনের অলঙ্কার



এম.বি. সরকার এন্ড সন্স

১২৪, ১২৪-১ বৌবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

কাঁকিমাড়া ৫১৮, ভাশনাল ৩০০, নদীয়া ১১৭৫, জুয়া ১২৮, ষ্টাণ্ডার্ড ২৬৩, প্রেসিডেন্সী ৬৮০, রাধেশ্বরওয়া ১৬৬০।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইঞ্জিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার খুব বিক্রয় হইয়াছে। ইঞ্জিয়ান আয়রণের শেয়ার দর ৩৮০ হইতে নামিয়া ৩৬০ আনার বিক্রয় হইয়াছে। পরে অবশ্য দর কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬০ আনার উঠে। ষ্টীল কর্পোরেশন ২৮০ হইতে ২৬০ টাকার নামিয়া যায়। কুমারধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং ১১০ হইতে নামিয়া ৯৫, জেপ এণ্ড কোং ২৩০, ভাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২৫, ব্রেকওয়েট ১১০, সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১১০, ষ্টীল প্রোডাক্টস ৮ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চিনির কল

বেলজুম ১৩০, কেরা এণ্ড কোং ২৮ কমিয়া ২৯০, রায়নগর কেন এণ্ড জুগার ৯ কমিয়া ১৩৫, ইউ পি জুগার ৩২৫, বুলান এণ্ড রাজা ৪২৫, নিউ সাতান-২২৮, বলরামপুর ১৮০ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### চা-বাগান

যুদ্ধের নুতন পরিস্থিতির ফলে চা-বাগানের কুলিরা পলাইয়া গেলে উৎপাদনের ক্ষতি হইবে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন। আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের দর খুব কমিয়া গিয়াছে। হাতী-ক্ষীরা ৩২০, তেলীয়াপাড়া ৫৭২, বিখনাথ ৪২, হালিমারা ৭৫, তেজপুর ১২৫, জলুও ২১০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ২০৫, ওরিয়েন্ট পেপার ৩৫০, টিটাগড় পেপার ২৮০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### বিবিধ

বর্মা কর্পোরেশন ৩৮০, ইঞ্জিয়ান কপার ২৮০, করণপুরা ডেভলপমেন্ট ২৯০, বি আই কর্পোরেশন ৬০, এ্যামিনিয়ম কর্পোরেশন ২০০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ-সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে নিম্নরূপ বিকিকি নিহইয়াছে :—

### কোম্পানীর কাগজ

৩৮ অদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই মার্চ— ২০০ ২০০; ১৭ই—২০০; ২০শে—২০০।

২১শে—২০০। ৩৮ অদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪২-৪২) ১৬ই মার্চ—১০০০০; ১৭ই— ১০০০; ২০শে—১০০০; ২১শে—১০০০। ৩৮ অদের ঋণপত্র (১৯৪৩-৪৩) ১৬ই মার্চ—২৮০; ১৭ই—২৮০; ২১শে—২৮০ ২২০; ২২শে—২৮০। ৩৮ অদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৬ই মার্চ—১০২; ২০শে—১০২; ২২শে—১০২। ৩৮ অদের ঋণপত্র (১৯৪১-৪১) ২০শে মার্চ—১০০; ২২শে—১০০। ৩৮ অদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই মার্চ— ২২০; ১৭ই—২২০ ২২০; ১৮ই—২২০ ২২০; ২০শে—২২০ ২২০; ২১শে—২২০ ২২০; ২২শে—২২০ ২২০। ৩৮ অদের ঋণপত্র (১৯৪৭-৪০) ১৭ই মার্চ—১০০; ২০শে—১১২; ২২শে—১১২। ৩৮ অদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৪৫) ১৭ই মার্চ—১০৪০ ১০৫; ২০শে—১০৫; ২১শে—১০৫।

### ডিবেঞ্চার

৩৮ অদের (১৯৪৬-৪৬) হাওড়া ব্রিজ ২১শে মার্চ—১০০। ৫ (১৯১৫-৪৫) ইন্ডিয়া সেনারেল নেভিগেশন ১৬ই মার্চ—১০০।

## ফেডারেশন ব্যাংক

এম ইন্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা; ফোন ক্যাল : ৪৫৫০, ৪৫৪৫  
কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার।  
অন্যান্য শাখা :—কুষ্টিয়া, চুঁচুড়া, জামালপুর, জিয়াগঞ্জ, ঢাকা (চকবাজার এবং সদরঘাট), বর্ধমান, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ।

জামসেদপুর ও মাণিকতলা (কলিকাতা) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—সামসুদ্দিন আমেদ, এম. এল. এ. (বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী)

বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত  
স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়  
“নিওটোন”

অব্যর্থ কলগ্রন্থ মহৌষধ  
৮ আউন্স—১৫০, ১২ আউন্স—২৫০

ম্যালেরিয়া, পালান্ডুর, প্রীহার

‘বেপটোন’

কার্যকরী আদর্শ টমিক

৪ আউন্স—২০, ৮ আউন্স—৩৫

প্রত্যেক জিলায় ষ্টিকিট আবশ্যিক

পরিবেশক—এস ডেভী এণ্ড কোং  
৪৪সি, আমহার্ট স্ট্রিট, কলিকাতা।



**সান ব্রান্ড**  
**পার্ল পাউডার**

শিশু এবং রুগ্ন  
ব্যক্তিদের পক্ষে আদর্শ খাদ্য,  
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া  
যায়। ডাক্তার ও মেডিকেল  
স্টোর কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।  
সর্বত্র এজেন্ট  
আবশ্যিক

দি নিউ স্ট্যান্ডার্ড বার্লি ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ  
১০৫, কটন স্ট্রিট, কলিকাতা

**প্রিগলস ক্রেডিট**  
**ব্যাংক লিমিটেড**

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ  
ক্যানিং স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে  
ফোন কলি: ৩৪৬

শাখা :—শ্যামবাজার

স্বায়ী আমানতের সুদের হার  
৩ হইতে ৫ টাকা

অন্যান্য সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং  
কার্য করা হয়।

এস চৌধুরী  
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

## ব্যাঙ্ক

ভারত ১৬ই মা:—১২০; ১৮ই—১২০; ২১শে—১২১। ইন্সপিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৬ই মা:—১২১০, ১২২০; ১৭ই—১২১৫, ১২১৮; ২০শে—১২১৫, ১২১৮; ২১শে—১২১৮; ২২শে—১২১৮। ইন্সপিরিয়াল (কটি) ১৬ই মা:—৫০৫; ১৭ই—৫০৮, ৫০৫; ২০শে—৫০৩; ২১শে—৫০১, ৫০৩; ২২শে—৫০২, ৫০৩। রিজার্ভ ১৭ই মা:—১৩১০; ২১শে—১৩২; ২২শে—১৩০, ১৩০।

## কম্পার খনি

আমালগ্যামেটেড ১৬ই মা:—৪৭। ৪২। ৪২। ১৭ই—৪৮৫/০ ৪৮৫/০; ১৮ই—৪২। ৪২। ২০শে—৪৮৫/০ ৪৮৫/০; ২২শে—৪২। ৪৮৫/০। বেঙ্গল ১৬ই মা:—৬১৬, ৬২০; ১৭ই—৬১৬, ৬১৬; ১৮ই—৬১৬; ২০শে—৬১৬, ৬১৬; ২১শে—৬১৬, ৬১৬; ২২শে—৬০২। বোকারো এন্ড রামগড় ১৬ই মা:—৩২৪/০; ১৭ই—৩২৫ ৩২/০; ১৮ই—৩৩০/০ ৩২৪/০; ২০শে—৩৩০/০ ৩২৫/০; ২১শে—৩৩০/০। বড় বেঙ্গো ১৭ই মা:—১০৪/০; ২১শে—১০৪/০। বেঙ্গো মেইন ১৬ই মা:—২৩৪/০ ২৩৪/০; ১৮ই—২৩৪/০; ২০শে—২৩০/০ ২৩৪/০; ২২শে—২২৫/০ ২৩। ইকুইটেবল ১৬ই মা:—৫৮৪/০; ১৭ই—৫৮৪ ৫৭০; ২০শে—৫৭৪/০ ৫৭৫/০; ২১শে—৫৭৪/০ ৫৭০; ২২শে—৫৭। কালপাহাড়ী ১৬ই মা:—৩১০/০; ১৭ই—৩০৪/০ ৩০৫/০; ২১শে—৩০৫/০। কাওয়াগ বরিয়া ১৬ই মা:—৬০০/০। নাজীরা ১৭ই মা:—১৪৪। নিউ বীরভূম ১৬ই মা:—৩৩। ৩৩৪/০; ১৮ই—৩২৪ ৩২৫/০; ২১শে—৩২৫/০ ৩৩৪/০। পেকভেলী ১৬ই মা:—৫০৪। রাণীগঞ্জ ১৬ই মা:—৪৪৫ ৪৪৫/০; ১৭ই—৪৪৫ ৪৪৫/০; ১৮ই—৪৪৫/০; ২০শে—৪৪৫ ৪৪৫/০; ২১শে—৪৪৫/০ ৪৪৫/০; ২২শে—৪৪৫ ৪৪৫/০। সাতপুকুরীয়া এন্ড আসান সোল ১৬ই মা:—৩৪০; ১৭ই—৩৪০/০; ১৮ই—৪১০; ২০শে—৩৫০/০; ২১শে—৩৫০/০; ২২শে—৩৪০/০। সাতপুকুরীয়া ১৬ই মা:—১০৫/০; ১৭ই—১০৫/০; ১৮ই—১০৫/০; ২০শে—১০৫/০; ২১শে—১০৫/০; ২২শে—১০৫/০ ১০৫। তালচের ১৬ই মা:—৭/০ ৭; ১৭ই—৬৫/০ ৭; ২২শে—৬৫/০ ৬৫/০।

## কাপড়ের কল

বালুজী ১৬ই মা:—১৫/০ ১৫৫/০; ২০শে—১৫৫/০; ২১শে—১৫৫/০ ১৫৫/০। বেনারেল ১৭ই মা:—১৫৫/০; ১৮ই—১৫৫/০; ২০শে—১৫৫/০; ২১শে—১৫৫/০ ১৫৫/০; ২২শে—১৫৫/০ ১৫৫/০। বেঙ্গল-নাগপুর ১৬ই মা:—৩২৫ ৪০; ১৭ই—৩২৫/০ ৪০৫/০; ২০শে—৩২৫/০; ২১শে—৩২৫ ৩২৫/০। বিড়লা ২০শে মা:—৪৩। কানপুর টেক্সটাইলস ১৬ই মা:—১৭৪/০ ১৭৪/০; ১৭ই—১৭৪/০ ১৭৪/০; ১৮ই—১৬৪/০ ১৬৪/০; ২০শে—১৭৪/০ ১৬৪/০; ২১শে—১৬৪/০ ১৬৪/০; ২২শে—

২২শে—১৬৪/০ ১৬৪/০। এলগিন মিলস ১৬ই মা:—৮৬৪/০; ১৭ই—৮৬৪/০; ১৮ই—৮৬৪/০; ২০শে—৮৬৪/০; ২১শে—৮৬৪/০। কেশোরাম ১৬ই মা:—১২৪/০ ১২৪/০; ১৭ই—১২৪/০ ২০/০; ১৮ই—১২৪/০; ২০শে—১২৪/০ ১২৪/০; ২১শে—১২৪/০ ১২৪/০; ২২শে—১২৪/০ ১২৪/০। প্রভাতী টেক্সটাইল ১৬ই মা:—১১০ ১১০/০।

## ইলেকট্রিক

গয়া ১৬ই মা:—১২। জোড়হাট ২২শে মা:—১১০/০। মিরজাপুর ১৬ই মা:—২৪০/০; ১৭ই—২৪০/০; ১৮ই—২৪০/০; ২১শে—২৪০/০; ২২শে—২৪০/০। মধুরা ১৬ই মা:—২৪০/০ —১৩৪/০ ১৩৪/০; ২১শে—১৩৪/০; ২২শে—

পাটনা ১৭ই মা:—১৭৪/০। ইউ পি ১৬ই মা:—২৪০; ১৭ই—২৪৫; ২০শে—২৪০/০।

## ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ১৬ই মা:—১২; ১৭ই—১৮৫/০। ইঞ্জিনিয়ারিং আরম্ভ এন্ড ষ্টীল ১৬ই মা:—৩৮৪/০ ৩৮৫/০; ১৭ই—৩৮৪/০ ৩৮৪/০; ১৮ই—৩৮৪/০ ৩৮৪/০; ২০শে—৩৮৪/০ ৩৮৪/০ ৩৮৪/০; ২১শে—৩৮৪/০ ৩৮৫/০ ৩৮৪/০; ২২শে—৩৭৫/০ ৩৮৪/০। জাশনাল আরম্ভ এন্ড ষ্টীল ১৬ই মা:—১৩৪/০ ১৩৪/০; ১৭ই—১৩৪/০ ১৩৪/০; ২০শে—১৩৪/০ ১৩৪/০; ২১শে—১৩৪/০; ২২শে—



## ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লি:

আদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটি টাকা।

চেয়ারম্যান—মি: জি ডি বিড়লা, ভাইস চেয়ারম্যান এম এ ইম্পাহানী।  
ডিরেক্টরস:—মি: এম এল দাহাভুকার, শ্রীর আদমজী হাজী দাউদ, মি: কে পি গোয়েকা, মি: সি এন বাজোরীয়া, মি: এ সি সাহা, মি: নবীনচন্দ্র মফতলাল, মি: মনমোহন আর কইয়া, মি: আর জি সারাইয়া, মি: মতিলাল তাপুরিয়া। মেনারেল ম্যানেজার—মি: বি টি ঠাকুর।

যে ব্যাঙ্ক টাকা রেখে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

ভারতে এবং বিদেশে সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।  
শাখাসমূহ:—কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, নিউদিল্লী, করাচী, লাহোর, অমৃতসর, অম্বপুর, হায়দ্রাবাদ (সিঙ্গ) ও আবেদাবাদ।  
বড়বাজার (কলিকাতা), কাণপুর, হরট ও শিকারপুর শাখা শিঙ্গাই। বোলা হইবে।  
হেড অফিস—২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ফোন:—কলি: ৬৫৭৮ ম্যানেজার—মি: জি আর সোনালকর

## মোহাম্মদ আলী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস:—১, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

অগ্রাঙ্ক কলিকাতা অফিস—

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বড়বাজার ও শ্রীমঙ্গল

অন্যান্য শাখাসমূহ

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মোহাম্মদ আলী, সোমপুর, চৌমুহনী, টাঙ্গুর, পুরানবাজার, ফকী, কুমিল্লা, বহরমপুর, বর্ডমান, মৌজগঞ্জ, পূর্ণিয়া, পাটনা, বেনারস, আরা, রাঁচী, ভাগলপুর, জামশেদপুর।

জলপাইগুড়ী শাখা খোলা হইয়াছে

কার্যকরী তহবিল—

১,০০,০০,০০০ এক কোটি টাকার উপর

এজেন্সী ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—মি: এল সি পাল।



১০৮/০। ইউনাইটেড আয়রণ ১৬ই মার্চ—১১০/০ ; ১৭ই—১১০/০ ; ২০শে—১১০/০। কুমারধুবী ১৬ই মার্চ—১১০/০ ; ১৭ই—১১০/০ ; ২০শে—১১০/০। ১০৮/০ ; ১৬ই—১১০/০ ; ১৭ই—১১০/০ ; ২০শে—১১০/০। ১১০/০ ; ১৬ই—১১০/০ ; ১৭ই—১১০/০ ; ২০শে—১১০/০। ১০৮/০। ষ্টীল কর্পোরেশন ১৬ই মার্চ—২৮০/০ ; ১৭ই—২৮০/০ ; ২০শে—২৮০/০ ; ১৬ই—২৮০/০ ; ১৭ই—২৮০/০ ; ২০শে—২৮০/০ ; ১৬ই—২৮০/০ ; ১৭ই—২৮০/০ ; ২০শে—২৮০/০ ; ১৬ই—২৮০/০ ; ১৭ই—২৮০/০ ; ২০শে—২৮০/০।

### রেলপথ

বারাসত-বসিরহাট ১৬ই মার্চ—৮২/০ ; ১৬ই—৮২/০ ; ২০শে—৮২/০ ; ১৬ই—৮২/০ ; ২০শে—৮২/০ ; ১৬ই—৮২/০ ; ২০শে—৮২/০। বজ্রবার ১৬ই মার্চ—৮২/০ ; ১৬ই—৮২/০ ; ২০শে—৮২/০ ; ১৬ই—৮২/০ ; ২০শে—৮২/০ ; ১৬ই—৮২/০ ; ২০শে—৮২/০। হোশিয়ারপুর-দোমাব ১৬ই মার্চ—১১২/০ ; ১৬ই—১১২/০ ; ২০শে—১১২/০ ; ১৬ই—১১২/০ ; ২০শে—১১২/০ ; ১৬ই—১১২/০ ; ২০শে—১১২/০। সারা-সিরাঙ্গগঞ্জ ১৬ই মার্চ—১০২/০ ; ১৬ই—১০২/০ ; ২০শে—১০২/০ ; ১৬ই—১০২/০ ; ২০শে—১০২/০ ; ১৬ই—১০২/০ ; ২০শে—১০২/০।

### খনি

বিসরা টোন লাইম ২০শে মার্চ—১৪১/০। বার্মা কর্পোরেশন ১৬ই মার্চ—৩৮/০ ; ১৬ই—৩৮/০ ; ২০শে—৩৮/০ ; ১৬ই—৩৮/০ ; ২০শে—৩৮/০ ; ১৬ই—৩৮/০ ; ২০শে—৩৮/০। ২১শে—৩৮/০ ; ২১শে—৩৮/০ ; ২২শে—৩৮/০ ; ২১শে—৩৮/০ ; ২২শে—৩৮/০। করণপুরা ডেভেলপমেন্ট ১৬ই মার্চ—৩২/০ ; ১৬ই—৩২/০ ; ২০শে—৩২/০ ; ১৬ই—৩২/০ ; ২০শে—৩২/০ ; ১৬ই—৩২/০ ; ২০শে—৩২/০।

২০শে—৩২/০ ; ২১শে—৩২/০ ; ২২শে—৩২/০। রোডেসিয়া কপার ১৬ই মার্চ—২১০/০ ; ১৬ই—২১০/০ ; ২০শে—২১০/০ ; ১৬ই—২১০/০ ; ২০শে—২১০/০ ; ১৬ই—২১০/০ ; ২০শে—২১০/০। ইন্ডিয়ান কপার ১৬ই মার্চ—২৮০/০ ; ১৬ই—২৮০/০ ; ২০শে—২৮০/০ ; ১৬ই—২৮০/০ ; ২০শে—২৮০/০ ; ১৬ই—২৮০/০ ; ২০শে—২৮০/০। কনসোলিডেটেড টিন ১৭ই মার্চ—২১০/০।

### পাটকল

আগরপাড়া ১৬ই মার্চ—৩১০/০ ; ১৬ই—৩১০/০ ; ২০শে—৩১০/০ ; ১৬ই—৩১০/০ ; ২০শে—৩১০/০ ; ১৬ই—৩১০/০ ; ২০শে—৩১০/০। বালী ১৬ই মার্চ—৩৭৫/০ ; ১৬ই—৩৭৫/০ ; ২০শে—৩৭৫/০ ; ১৬ই—৩৭৫/০ ; ২০শে—৩৭৫/০ ; ১৬ই—৩৭৫/০ ; ২০শে—৩৭৫/০। বজ্রবার ১৬ই মার্চ—৪৫০/০ ; ১৬ই—৪৫০/০ ; ২০শে—৪৫০/০ ; ১৬ই—৪৫০/০ ; ২০শে—৪৫০/০ ; ১৬ই—৪৫০/০ ; ২০শে—৪৫০/০। পৌরীপুর ১৭ই মার্চ—৮০৭/০ ; ১৭ই—৮০৭/০ ; ২০শে—৮০৭/০ ; ১৭ই—৮০৭/০ ; ২০শে—৮০৭/০ ; ১৭ই—৮০৭/০ ; ২০শে—৮০৭/০। হাওড়া ১৬ই মার্চ—৭৪০/০ ; ১৬ই—৭৪০/০ ; ২০শে—৭৪০/০ ; ১৬ই—৭৪০/০ ; ২০শে—৭৪০/০ ; ১৬ই—৭৪০/০ ; ২০শে—৭৪০/০। হুমুচাঁদ ২২শে মার্চ—৩৬/০ ; ২২শে—৩৬/০ ; ২৩শে—৩৬/০ ; ২৪শে—৩৬/০ ; ২৫শে—৩৬/০ ; ২৬শে—৩৬/০ ; ২৭শে—৩৬/০। কামারহাটী ১৬ই মার্চ—৬০০/০ ; ১৬ই—৬০০/০ ; ২০শে—৬০০/০ ; ১৬ই—৬০০/০ ; ২০শে—৬০০/০ ; ১৬ই—৬০০/০ ; ২০শে—৬০০/০। নৈহাটী ১৬ই মার্চ—৩২২/০ ; ১৬ই—৩২২/০ ; ২০শে—৩২২/০ ; ১৬ই—৩২২/০ ; ২০শে—৩২২/০ ; ১৬ই—৩২২/০ ; ২০শে—৩২২/০। নদীয়া ১৬ই মার্চ—১২৬/০ ; ১৬ই—১২৬/০ ; ২০শে—১২৬/০ ; ১৬ই—১২৬/০ ; ২০শে—১২৬/০ ; ১৬ই—১২৬/০ ; ২০শে—১২৬/০।

১২৫/০ ; ২২শে—১২৫/০। কাকনাড়া ১৬ই মার্চ—৫৪০/০ ; ১৬ই—৫৪০/০ ; ২০শে—৫৪০/০ ; ১৬ই—৫৪০/০ ; ২০শে—৫৪০/০ ; ১৬ই—৫৪০/০ ; ২০শে—৫৪০/০। গুরিহাট ২১শে মার্চ—২৩৬/০। প্রেসিডেন্সী ১৬ই মার্চ—৭১০/০ ; ১৬ই—৭১০/০ ; ২০শে—৭১০/০ ; ১৬ই—৭১০/০ ; ২০শে—৭১০/০ ; ১৬ই—৭১০/০ ; ২০শে—৭১০/০। সিলারেন্স ১৬ই মার্চ—৬২০/০ ; ১৬ই—৬২০/০ ; ২০শে—৬২০/০ ; ১৬ই—৬২০/০ ; ২০শে—৬২০/০ ; ১৬ই—৬২০/০ ; ২০শে—৬২০/০। ডালহৌসী ১৭ই মার্চ—৩১২/০ ; ১৭ই—৩১২/০ ; ২০শে—৩১২/০ ; ১৭ই—৩১২/০ ; ২০শে—৩১২/০ ; ১৭ই—৩১২/০ ; ২০শে—৩১২/০। ক্লাইভ ১৬ই মার্চ—৩৬০/০ ; ১৬ই—৩৬০/০ ; ২০শে—৩৬০/০ ; ১৬ই—৩৬০/০ ; ২০শে—৩৬০/০ ; ১৬ই—৩৬০/০ ; ২০শে—৩৬০/০।

### কাগজের কল

ইন্ডিয়া পেপার পাল্প ১৬ই মার্চ—২২০/০ ; ১৬ই—২২০/০ ; ২০শে—২২০/০ ; ১৬ই—২২০/০ ; ২০শে—২২০/০ ; ১৬ই—২২০/০ ; ২০শে—২২০/০। প্রিন্সিপাল ১৬ই মার্চ—২৫০/০ ; ১৬ই—২৫০/০ ; ২০শে—২৫০/০ ; ১৬ই—২৫০/০ ; ২০শে—২৫০/০ ; ১৬ই—২৫০/০ ; ২০শে—২৫০/০। টিটাগড় ১৬ই মার্চ—২২০/০ ; ১৬ই—২২০/০ ; ২০শে—২২০/০ ; ১৬ই—২২০/০ ; ২০শে—২২০/০ ; ১৬ই—২২০/০ ; ২০শে—২২০/০।

### চিনির কল

সমষ্টিপুর ১৬ই মার্চ—২২০/০ ; ১৬ই—২২০/০ ; ২০শে—২২০/০ ; ১৬ই—২২০/০ ; ২০শে—২২০/০ ; ১৬ই—২২০/০ ; ২০শে—২২০/০। রামনগর কেন ১৬ই মার্চ—১৪০/০ ; ১৬ই—১৪০/০ ; ২০শে—১৪০/০ ; ১৬ই—১৪০/০ ; ২০শে—১৪০/০ ; ১৬ই—১৪০/০ ; ২০শে—১৪০/০। প্রতাপপুর ১৭ই মার্চ—২৬০/০ ; ১৭ই—২৬০/০ ; ২০শে—২৬০/০ ; ১৭ই—২৬০/০ ; ২০শে—২৬০/০ ; ১৭ই—২৬০/০ ; ২০শে—২৬০/০।

### জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড

### ব্যাঙ্ক ও বীমা

## ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দি পিয়ারলেস লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ  
জাতির সম্পদ বাড়াতে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে।

হেড অফিস :—৮, লায়ন্স রোড, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ :—বোম্বে, রাইপুর, চক্রধরপুর, চাইবালা, ঢাকা, নবদ্বীপ,  
দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, দৌধিরপার ও আন্ধারিয়া।

আর রায়, বি, এ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

দেশের সেবায়

## দি নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক

### লিমিটেড

হেড অফিস :—নবদ্বীপ...নদীয়া।

সেন্ট্রাল অফিস :—দক্ষিণ কলিকাতা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৬, ম্যাক্স লেন, কলিকাতা।

চেতলা ও নারায়ণগঞ্জ ব্রাঞ্চ

শীঘ্রই খোলা হইবে।

### ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

## বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

### বীমা কর্তব্য

এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহক-দের মধ্যে বিতরণ হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ষণীয়তার জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- বৎসামাত্র প্রিমিয়াম দিলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটি টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত স্থানীয় আবেদন করুন।

দক্ষিণ কলিকাতা এণ্ড সন্ম

চীফ এজেন্টস্।

৮নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

বারভাঙ্গা ১৬ই মাঃ—৩১৫/০; ২০শে—৩১৫/০; ১৭ই—১৮৫/০; ২০শে—১৮৫/০; ২১শে—১৮৫/০; ২২শে—৩১৫/০। চম্পারণ ১৬ই মাঃ—৪২৫/০; ১৭ই—৪২৫/০; ১৮ই—৪২৫/০; ২০শে—৪২৫/০। কানপুর ১৭ই মাঃ—৩২৫/০; ২০শে—৪০৫/০; ২১শে—৪১৫/০। ফের এণ্ড কোং ১৬ মাঃ—৩১৫/০ ৩১৫/০; ১৭ই—৩১৫/০ ৩১৫/০; ১৮ই—৩১৫/০ ৩১৫/০; ২২শে—৩০৫/০ ৩০৫/০। বলরামপুর ১৬ই মাঃ—১৮৫/০; ১৭ই—১৮৫/০; ২০শে—১৮৫/০; ২১শে—১৮৫/০; ২২শে—১৮৫/০।

## চা-বাগান

ভৈরবপুর ১৬ই মার্চ—১২৫/০ ১২৫/০; ১৭ই—১২৫/০ ১২৫/০; ২১শে—১২৫/০ ১২৫/০। রাজা-ভাঙ্গ ১৬ই মার্চ—৫৬৫/০ ৫৬৫/০। নিউ টেরাই ২০শে মাঃ—৩০৫/০ ৩০৫/০। হাতীক্ষীরা ১৬ই মাঃ—৩০৫/০; ১৭ই—৩০৫/০; ২১শে—৩০৫/০; ২২শে—৩০৫/০।

৩২৫/০। হাসিমারা ১৬ই মাঃ—৭৫৫/০; ১৭ই—৭৫৫/০; ২১শে—৭৫৫/০। হাঁসকোয়া ১৭ই মাঃ—১৬৫/০। বড়পুকুরী ১৬ই মাঃ—২৮৫/০ ২৮৫/০। বানরহাট ১৬ই মাঃ—৮৮৫/০; ১৭ই—৮৮৫/০।

## বিবিধ

ইণ্ডো-বার্মা পেট্রোল ২২শে মার্চ—৬৬৫/০। ডানলপ রবার ১৬ই মাঃ—৬৮৫/০; ২০শে—৬৮৫/০। ডালমিয়া সিমেন্ট ১৭ই মাঃ—১২৫/০; ২২শে—১২৫/০।

# চতুর্থ ডিফেন্স লোন

১৯৫৬-১৯৫৫

শতকরা ৩ টাকার

এখনই প্রায় বন্ধ

এ লোন আজ আপনি যে-দানে ক্রয় করবেন ঠিক সেই দামেই তা ১৯৫০ সালের পর এবং ১৯৫৫ সালের পূর্বে ডাকঘরে পাঠাবেন। চাঁদার কোনও নির্দিষ্ট সীমা আপনাকে মানতে হবে না। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত যত খুশি কিনতে পারেন। স্বদ অর্ধ বৎসর হিসাবে ১৫ই জানুয়ারী ও ১৫ই জুলাইয়ে পাবেন, কিন্তু তারপর ইনকাম ট্যাক্স ও সারচার্জের বিধান মেনে নিতে হবে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই জুলাই পর্যন্ত অর্ধ-বার্ষিক স্বদ ঐ বৎসরেরই ১৫ই জুলাই তারিখে দেওয়া হবে বলে প্রবর্তনমূল্যের হার প্রতি সপ্তাহে শতকরা ৮ পাই হিসাবে বেশী লাগবে। কারণ তা না হলে গচ্ছিত সাপ্তাহিক স্বদের কোনও কিনারা মিলবে না। নথিপত্রের জন্য আবেদন করুন—নিউজার্স ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বম্বে, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাস; ইম্পিয়ারিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ান শাখা সমূহ এবং গভর্নমেন্টের ট্রেজারী—এইসব স্থানে।

১৯৪০-১৯৪০। ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ২০শে  
মার্চ:—২৭০/০। বি আই কর্পোরেশন ১৭ই মার্চ:  
৬৮/০; ১৮ই—৬৮/০; ২০শে—৬৮/০; ২১শে—  
৬৮/০; ২২শে—৬৮/০। ব্রিটেনিয়া বিস্কুট ২০শে  
মার্চ:—২৪৮/০; ২১শে—২৪৮/০। এ্যালুমিনিয়াম  
কর্পোরেশন ১৬ই মার্চ:—১২৮/০; ১৭ই—১২৮/০;  
১৮ই—১২৮/০; ২০শে—১২৮/০; ২১শে—২১২/০;  
২২শে—২০৮/০ আনা।

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৫শে মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে প্রথম দিকে কলিকাতার  
কাঁচা পাটের বাজারে চড়তির ভাব দেখা  
গিয়াছিল। অবশ্য কাজকারবারের পরিমাণ  
তদনুসারে সন্তোষজনক হয় নাই। মিলওয়ালারাও  
পাট ক্রয়ের দিকে আপাততঃ আর বেশী না ঝুঁকিয়া  
ভবিষ্যতে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তৎক্ষণাৎ প্রতীক্ষা  
করিবার মনোভাব দেখাইতেছেন। যাহা হউক  
এই সব সত্ত্বেও কাঁচা পাটের বাজার এবার প্রথম  
ভাগে মোটামুটি তেজীই ছিল। কিন্তু সপ্তাহের  
শেষ ভাগে বাজারে স্পষ্ট মন্দার ভাব লক্ষিত হয়।  
ইহার মূলে দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ  
পাট উৎপাদক জেলাগুলি হইতে রুটিপাতের  
সংবাদ আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভারত-ব্রজ সীমান্ত  
অতিক্রম করিয়া মণিপুর রাজ্যে জাপ বাহিনী  
কর্তৃক একাধিক স্থানে প্রবেশের সংবাদে একটা  
উৎকর্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে পাটের দর কিছুটা  
হ্রাস পাইয়াছে। মণিপুর রণাঙ্গন হইতে পরবর্তী  
সংবাদ দৃষ্টে জানা যায় যে, সেক্ষণ উষেগের কোন  
কারণ নাই। অতঃপর বাজার আবার চালা  
হইয়া উঠিবে কি না তাহা দুই-চার দিন না গেলে  
বুঝা যাইবে না। মফঃস্বলের কেন্দ্রগুলিতে প্রচুর  
পরিমাণে পাট সরবরাহ হইতেছে বলিয়া সংবাদ  
আসিয়াছে। সম্প্রতি পাটের দর বেশ চড়িয়া

উঠার মজুতকারীরা পাট হাতছাড়া করিতে আর  
গররাজী নহে।

আলুপা পাটের বাজারেও এবার কাজকার-  
বারের পরিমাণ সামান্য হইয়াছে। সপ্তাহের  
শেষের দিকে বাজার দর আরও নামিয়া আসি-  
য়াছে। সপ্তাহের প্রথম ভাগে কিন্তু বিক্রেতামহল  
মাল হাতছাড়া করিবার জন্ত তেমন ব্যগ্র ছিলেন  
না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ভাব বজায় রাখা  
সাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সপ্তাহের শেষ  
ভাগে সুপারভাইজড জাত মিডল ও বটোম যথা-  
ক্রমে ১৬০ আনা ও ১৩০ আনার ক্রয়বিক্রয়  
হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটোম ১০  
আনা কম দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। এবার পাকা  
বেল বিভাগেও কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য  
হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের থলে ও চটের বাজারে  
বরাবর একটা স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বাজার  
দর সর্বোচ্চ দরের কাছাকাছি ঘন ঘন উঠানামা  
করিয়াছে। কয়লার সরবরাহ আবার কমতি  
হওয়ার মিলওয়ালারা আগাম কাজকারবার সম্পর্কে  
অনাগ্রহের ভাব দেখাইতেছেন। পাটকলসমূহের  
ফেক্সারী মালের উৎপাদনের যে পরিমাণ প্রকা-  
শিত হইয়াছে তাহা বেশ সন্তোষজনক হইলেও  
বাজারের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় ভবিষ্যৎ  
সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। এবার  
৯নং ও ১১নং পোর্টার (সকল প্রকার) যথাক্রমে  
২১০/০ আনা ও ২৮০ আনার বিকিনি হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৫শে মার্চ

বোম্বাইএর তুলার বাজার আলোচ্য সপ্তাহে  
তেজী ছিল। তুলার সরবরাহ কম থাকায় এবং  
মিলওয়ালারা প্রচুর পরিমাণে তুলা ঋণীদের দিকে  
ঝুঁকিয়া পড়ায় স্বভাবতঃই বাজারে চড়তির ভাব  
আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বোম্বাইএর শেয়ার

বাজারে এবার মন্দার ভাব না থাকিলে তুলার  
বাজার আরও বেশী তেজী হইতে পারিত। যাহা  
হোক, তুলার বাজারে এবার বেশ কণ্ঠতৎপরতা ও  
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভরসার ভাব দেখা গিয়াছে।  
৪৪৯০ আনা, মে ৪৪৭০ আনা,  
জুলাই ৪৫০৮ আনা ও সেপ্টেম্বর ৪৫৬ টাকায়  
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের  
বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ খুব কম  
হইয়াছে। চোরাবাজারের কারসাজি এখনও  
বন্ধ হয় নাই। ছাপ-না-মারা কাপড় 'শীল' না

## ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন : কলি ৬৮৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলসলী স্ট্রীট, কলিকাতা  
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ "  
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ "  
আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যত্ননাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোত্তম সীমার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুসন্ধান জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও শ্রীমতীবাজার (কলিকাতা),  
নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং ঢাকা  
পে-অফিস : মিরকাডিম  
প্রিন্সমাধ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লি.

১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ডিস্কাউন্ট

গভর্ণমেন্টের উপর কৃত বিল  
এবং ছপিতে ম্যাসজড হারে  
ডিস্কাউন্ট দেওয়া হয়

কলে কাজ কারবার এবং অর্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।  
গভর্ণমেন্টের উপর বিল থাকিলে তাহার দরুণ  
আমরা অগ্রিম অর্থ দিয়া থাকি।  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর  
এইচ দত্ত

সুন্দর ডিজাইনের

ইংরাজি ও বাংলা

সর্বপ্রকার ছাপার কাজ

মূলভে ও নির্দিষ্ট সময়ে

পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া

## আর্থিক জগৎ প্রেসে

অনুসন্ধান করুন।

১২২নং বড়বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ৬০৮২

করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় ও ছাপ-মারা বজাদির বিক্রয় সম্পর্কে কড়াকড়ি নীতি অমুসৃত হওয়ায় কাটা কাপড় ইত্যাদির ক্ষেত্রে চোরাবাজারী উৎপাত বহুলাংশে প্রশমিত হইলেও সরবরাহ বিলম্বের দরুন কলিকাতার বাজারে আবশ্যিক পরিমাণ মালের অভাবে চূর্ণীতি বন্ধ করা সম্ভবপর হইতেছে না।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৪শে মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই সোণার বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই এবং মূল্যও খুব সক্রিয় গতির মধ্যে ওঠানামা করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ৭৯ টাকা ভরি দরে যাহার যত চাহিদা সেই পরিমাণ স্বর্ণই ক্রয় করিতে পারিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে শুক্রবারেই যে, পশ্চিম ভারত হইতে বথেষ্ট স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে এবং ফলে দরও একটু কমের দিকে যায়; কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দর এবং রূপার বাজারের স্থির ভাব বজায় থাকায় সোণার বাজারেও আবার পূর্বাভাস। কিরিয়া আসে। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে রেডি সোণার দর গিয়াছে ৭২৯০ এবং গিনি প্রতি খণ্ড ৪২৬০ আনা। কলিকাতা বাজারের দর গিয়াছে সেই স্থলে সোণা প্রতি ভরি ৭১০ এবং গিনি প্রতি খণ্ড ৪২০ আনা।

## রূপা

কলিকাতা, ২৪শে মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাই রূপার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই; কিন্তু আসাম সীমান্তে জাপ বোহিনীর আক্রমণের সংবাদে রূপার বাজারে ফটকা বাজার ভাব দেখা দেয় এবং দরও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে রেডি রূপার দর গিয়াছে প্রতি ১০০ ভরি ১০৯, কলিকাতা বাজারের দর ছিল সেই স্থলে প্রতি ১০০ ভরি ১২৯০ আনা। আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে কোন পরিবর্তন হয় নাই।

## চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি

বর্তমান চিনির মরসুমে পূর্ব বৎসরের তুলনায় দুই লক্ষ টন অধিক চিনি উৎপন্ন হইবে বলিয়া কানপুরস্থ ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অব ইংগার টেকনোলজির ডাইরেক্টর একটি প্রেসনোটে মন্তব্য করিয়াছেন। উক্ত প্রেসনোটে আরও বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন চিনির কল হইতে উৎপাদন সংক্রান্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯৪৩-৪৪ সালের মরসুমে ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল;

পূর্ববর্তী বৎসরে প্রকৃত পক্ষে ১ কোটি ৭০ হাজার ৭০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ সালের উৎপাদন অপেক্ষা ১৯৪৩-৪৪ সালের অনুমিত উৎপাদন শতকরা ২২ ভাগ বেশী। বর্তমান বৎসর ১৫০ টি চিনির কলে কাজ হইতেছে, গত বৎসরও এই সংখ্যক মিলেই কাজ হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে ১২ কোটি ১৪ লক্ষ ৯০০০ টন আঁখ মাড়াই করা হইয়াছে; ১৯৪২-৪৩ সালে মাড়াই করা হইয়াছিল ১০ কোটি ৪১ লক্ষ ৮৫০০ টন।

অবচেতন মনের যৌন তাগিদে আত্মকেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় মনোবিশেষ —

ক্রয়-প্রসূত পুঁথিতে আমরা পড়িছি, মানিকবাবুর উপন্যাসে

যেন তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই বলে মনোবিশেষ

মতবাদ উপন্যাসের ক্ষেত্রে এঁটে মানিকবাবু

বাজারে ছাড়েন না। কারণ পুঁথিতে বিভিন্ন

পঞ্চপাত্তী তিনি সত্যি নন, তা ছাড়া

প্রধানতই তিনি পাকা উপন্যাসিক।

তার লেখা তাই সেরা দরের সাহিত্য,

মনস্তত্ত্বের তথ্যমাত্র নয়।

সবচেয়ে অবাক লাগে কত ব্যাপক

ক্ষেত্রে 'কি অনায়াসে তাঁর আনাগোনা!

"পদ্মানদীর মাঝি" বা "পুতুলনাচের

ইতিকথা" আর "চতুর্ভুজ" বা

"অমৃতভূজ পুত্রঃ", "সহরতলি" আর

"দিবারাত্রির কাব্য", "প্রাগৈতিহাসিক"

আর "অন্তঃসীমার" — এ সমস্ত বই-এর লেখক

একই ব্যক্তি কেমন করে হয়? জেলেদের

জীবনের রূঢ় বাস্তবতা আর কোলকাতার সৌখিন

কুরকুরে মেয়ে, মজুরদের নোংরা বস্ত্র আর কোমল স্তনের

মধ্যবিত্ত রোমান্টিক আবহাওয়া — সর্বত্রই তিনি সমান সহজ

আর সমান নিখুঁত। আর সর্বত্র-চেয়ে দেখছেন সামাজিক যেকি

ক্রমাগত। বলে — মানুষগুলো এলোমেলো, খাপছাড়া আর ভাঙাচোরা।



লিখবার ক্ষমতা কী কালি মানিকবাবু ব্যবহার করেন এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়।

মানিকবাবু ব্যবহার করেন — পার্ক ইন্ক। বলেন — "পার্ক ইন্কে লিখে দেখছি

কালি বেশ ভাল। দামী বিদেশী কালির বদলে এই

কালি ব্যবহার করতে কিছুমাত্র অনুবিধা বোধ করছি না।"

মানিকবাবু

# নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত

হেড অফিস—১৪, হেয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা।

গত ২২শে মার্চ বিহার শরিফ শাখা খোলা হইয়াছে।

চাইবাসা, আসানসোল, রাঁচি ও হাজারিবাগ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস :—চিওবিনোদ ওহ, বসন্তকুমার রায়।

(রাজনৈতিক প্রশ্ন—১৯৪৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস, সুদীর্ঘকালের অত্যাচার ও অবিচারের কলঙ্কময় ইতিহাস। ভেদনীতি ও শোষণনীতির ফলে আইরিশ জাতি যে দুর্ভোগ-দুর্দশার তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে আয়ার সরকারের পক্ষে, ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব বিশ্বাসের বিষয় নহে। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী যদি আয়ারের সঙ্গে পূর্বে হইতে সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতে পারিতেন তাহা হইলে আজ সামরিক কারণে আয়ারল্যান্ডের নিরপেক্ষতা ভঙ্গের জন্য ব্রিটেনকে এত অনুরোধ জানাইতে হইত না—গণতন্ত্রবৎসী ক্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে আয়ারও বহু পূর্বেই যুদ্ধে যোগদান করিত। কিন্তু আয়ারের ব্যাপারে গ্রেট-ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক ব্যবহারের যে নমুনা কিছু-কাল পূর্বে মিঃ চার্চিলের বক্তৃতায়ও পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তথাকথিত গণতন্ত্রের রক্ষক ও গণতন্ত্রের স্পষ্ট ভক্ষক এই দুইএর বিবাদে আয়ার নিরপেক্ষ হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিসভা বলিতে গেলে ইউরোপীয় দলের অনুগ্রহের সূতায় খুলিয়া কোনমতে টিকিয়া আছে মাত্র। এই গবর্ণমেন্টের পিছনে জনমতের নৈতিক সমর্থন নাই। বিরোধী দলগুলি ক্রমেই দলে ভারী হইতেছে। এরূপ অবস্থায় নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরেই গদি আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছেন। পূর্বে হইতেই মন্ত্রিমণ্ডল স্ব স্ব স্বার্থ ও আত্মীয়স্বজনের একটা ব্যবস্থার দিকে নজর রাখিয়া বৃহত্তর কর্তব্যের ক্ষেত্রে কেবল অক্ষমতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন।—উন্নয়ন দেড়েক পাল্লার মতো সেক্রেটারীর পদ সৃষ্টি করিয়া এবং আরও নানাভাবে কৃপাকণা বিতরণ করিয়াও হালে পানি মিলিতেছে না।

এদিকে অ-শাসনের ফলে দেশের দুর্গতি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। এরূপ জন-স্বার্থ-বিরোধী দেশীয় মন্ত্রিসভার অপেক্ষা ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে এই প্রদেশের শাসনভার স্বয়ং লাটের হাতে গেলেও অবস্থা এতটা শোচনীয় হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মিঃ জিন্নার ছদ্মবেশী প্রতিক্রিয়া নানা-সূত্রে যতই অনাবৃত হইয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িতেছে ততই তিনি তালমাত্রা-বোধ হারাইয়া তর্জনগর্জন আরম্ভ করিয়াছেন।

কংগ্রেসের অপরাধ এই যে, তাহারা অঞ্চল ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিতে নারাজ। তাই এতকাল মিঃ জিন্না পাকিস্তানের আবদার জানাইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ভেদমুষ্টি-কারী তৃতীয় পক্ষ নিশ্চয় পরোক্ষে ইহার সমর্থন করিবেন। কিন্তু যে কারণেই হউক লর্ড লিনলিথগো ও লর্ড ওয়াভেল এই দুই জনেই পাকিস্তান অঙ্গ-বলিয়া অভিমত জানাইয়াছেন। রাজপ্রতিনিধিদের আসল অভিপ্রায় লইয়া বিচার-বিবেচনা করিতে চাহি

না। কিন্তু তাহারাও ভারতের ভৌগোলিক সম্ভা এক ও অবিভাজ্য বলিয়া রায় দিয়া জিন্নাজীকে পথে বসাইয়াছেন। ফলে অভিমানে তিনি কংগ্রেসের দিকেও যাইতে পারেন না, অপমানে তিনি গবর্ণমেন্টের দিকেও হাত বাড়াইতে অপারগ। এই করুণসাময়িক অবস্থায় হাবুডুবু খাইতে খাইতে মিঃ জিন্না যাহাকে সামনে পাইতেছেন তাহাকেই যেন দাঁত বাহির করিয়া কামড়াইতে চাহিতেছেন। সম্প্রতি পাঞ্জাবের মুসলিম ছাত্রদের এক সভায় কায়দ-ই-আজম সকলকেই এক সঙ্গে শাসাইয়াছেন। পাঞ্জাবের আইন সভার মুসলিম লীগ দল, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলী, কংগ্রেস, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট, হিন্দু সম্প্রদায়, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি—মিঃ জিন্না এক এক করিয়া সকলেরই মুণ্ডপাত করিতে চাহিয়াছেন। ইহার অর্থই এই যে, তিনি ছাড়া আর সকলেই অসৎ—তৎকালীন মুসলিম লীগ ব্যতীত আর সব দল-উপদলই ভ্রান্ত ও মডলবজাজ। এরূপ উক্তি করা কোনও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর কি না তাহা জানিবার জন্য মনস্তাত্ত্বিকের কাছে যাইতে হয় না। মুসলিম লীগের কর্তাদের মন আজ প্রকাশ্য দিবালোকের মতই স্পষ্ট ও পরিষ্কার।

আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কাহারও

নিছল

কুষ্ঠী ও ঠিকুজী

পাইতে হইলে

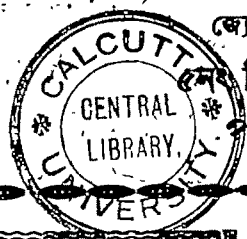
এবং

আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে হইলে

জ্যোতিষী সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য বি.এ.

মেই নিতাইবাবু লেন, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায়

পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।



ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান

—আমাদের বৈশিষ্ট্য—

দাবী প্রদানে তৎপরতা : : : : : উদার বীমা সর্ভ  
স্বল্প খরচের হার : : : : : অভিনব বীমা প্রণালী  
(Schemes)

কৃতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে  
ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

অনামী লিখিত

কথা প্রসঙ্গে

(সরস নিবন্ধের বই)

দাম দেড় টাকা

পুরবী পাবলিশার্স

৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা।

‘অরুণি’ কার্যালয় ও প্রদান প্রদান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

বিভিন্ন বিভাগ

- পাট \*
- দ্রব্য \*
- করলা \*
- ঔষধ \*
- জাফা \*
- হোসিয়ারী \*
- ইলেকট্রিক্যাল \*
- কনস্ট্রাকশন \*
- চায়ের গার (Tea-Chest) \*

জি.এস.এম.পারিয়ার লিঃ

৩৭ এ টি ৩৩৩নং এডিনিং, কলিকাতা

১৯৩৩-৩৪, ১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্তপ্রনাথ ভট্টাচার্য

বিভিন্ন বিভাগ

- চা \*
- চিনি \*
- বিক্রয় \*
- রেডিও \*
- টেলিগ্রাফী \*
- ডিটা ফুড \*
- রিটারেন্স বাটার \*
- চা-বাগানের প্রয়োজনীয় ও জরুরীস্বয়ী

জি.এস.এম.পারিয়ার লিঃ

৩৭ এ টি ৩৩৩নং এডিনিং, কলিকাতা

১৯৩৩-৩৪, ১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ৩রা এপ্রিল, সোমবার, ১৯৪৪

৪৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

| বিষয়                | পৃষ্ঠা  | বিষয়                  | পৃষ্ঠা  |
|----------------------|---------|------------------------|---------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ      | ১১২০-২৫ | আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর | ১১৩০-৪০ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ     | ১১২৬    | কোম্পানী প্রসঙ্গ       | ১১৪১    |
| বাংলার আর্থিক সমস্যা | ১১২৭    | বাজারের হালচাল         | ১১৪২-৪৮ |
| পতঙ্গ-নিয়ন্ত্রণ     | ১১২৮-২৯ |                        |         |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### সোণার দর ও গবর্ণমেন্ট

জাপবাহিনী ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিবার পর হইতে এদেশে সোণার বাজারে নূতন করিয়া চাকল্য দেখা দিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ প্রতি তোলা ৭১ টাকা দরে সোণা বিক্রয় করিয়া আসিতেছিলেন। চাহিদার তুলনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিক্রিত সোণার পরিমাণ ছিল অল্প। গত ২৮শে মার্চ ৭১ টাকা দরে সোণা কিনিবার জন্ত লোকের এত ভিড় হয় যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাময়িকভাবে ঐ দিন বোম্বাইয়ের বাজারে সোণা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন। উহার ফলে ঐ দিন সোণার দর চড়িয়া ৭২৪.০ আনায় উঠে। ২৯শে মার্চ নানা জল্পনাকল্পনার ভিতর বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার মূল্য চড়িতে চড়িতে ৮২৫.০ আনায় পৌছে। এইরূপ উল্লেখ্য উঠিয়া সোণার দর বর্তমানে আবার কিছু নামিয়াছে সত্য, কিন্তু উহার মূল্য এখনও পূর্বেকার স্তরে ফিরিয়া যাওয়ার কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না। ফলে সোণার বাজারের গতি সম্পর্কে দেশে একটা উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত সরকারের ফিন্যান্স সেক্রে-

টারী মি: সি ই জোল রাষ্ট্রীয় পরিষদে এক বক্তৃতায় এই পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এক শ্রেণীর খুঁকিদার ব্যবসায়ীর অহুচিং কারসাজির ফলেই সোণার দর বাড়িয়া গিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারকতে সোণা বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেন্ট ইনক্লেশন প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাহা কতকাংশে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। কাজেই মি: জোল খুঁকিদার ব্যবসায়ীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি এ সম্পর্কে প্রতিনিবৃত্ত না হন তবে গবর্ণমেন্ট সোণার বাজারের চড়তি রোধ করিবার জন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

সোণার বাজার সম্পর্কে মি: জোলের এই সতর্কবাণী আমাদের নিকট অর্থহীন বাগাড়ম্বর বলিয়াই মনে হইয়াছে। নানা জল্পনাকল্পনার ভিতর দেশে বর্তমানে সোণার দর বাড়িয়া যাইতেছে। গবর্ণমেন্ট যদি দরের এই চড়তি রোধ করিতে চান তবে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে কতকগুলি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিলেই তাহাতে আসল উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, সেজন্ত নানাদিক দিয়া তাঁহাদের নিজেদের

কার্যনীতিও সংশোধন করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বর্ণ বিক্রয়ের কথা এইস্থলে আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই। অল্প অনেক দেশে যুদ্ধের সময়ে সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরে স্বর্ণের বিকিকিনি হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের গবর্ণমেন্ট উহার দর সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখান নাই। ফলে যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর এদেশে উহার মূল্য রীতিমত চড়া থাকিয়া যাইতেছে। গবর্ণমেন্ট স্বর্ণ বিক্রয় করিবেন শুনিয়া অপেক্ষাকৃত কম দরেই সাধারণকে তাহা কিনিবার সুযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারকতে স্বর্ণ বিক্রয়ের ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট সোণার দর সেভাবে নামাইয়া দেওয়ার কোন চেষ্টা করেন নাই। বাজারে সোণার দর যখন যাহা দাঁড়াইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কার্যভ: সেই দরেই তাহা বিক্রয় করিয়া চলিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজারে যে সোণা ছাড়িতেছেন তাহা ভারত গবর্ণমেন্টের সঞ্চিত সোণা নহে। মার্কিন গবর্ণমেন্ট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টই তাঁহাদিগকে উহা জোগাইতেছেন এবং স্বর্ণ বিক্রয়ের যাবতীয় মুনাফাও তাঁহাদেরই প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াই-



তেছে। চড়া মূল্যে সোণা বিক্রয় করিয়া এই ভাবে বিদেশী গবর্ণমেন্টসমূহকে অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ দেওয়াতে অনেকে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। বর্তমানে সোণার দর নুতন করিয়া বৃদ্ধি পাওয়াতে গবর্ণমেন্ট উহার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন, কিন্তু এই চড়া মূল্যের সুবিধা গ্রহণে তাঁহারাও দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। বাজারে সোণার মূল্য বাড়িবার সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিক্রয় সোনার দামও রীতিমতই বৃদ্ধি করা হইতেছে। কাজেই সোনার দর হ্রাস করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের আন্তরিকতার কোন পরিচয় দেশবাসী কার্যতঃ পাইতেছে না। সোণার মূল্য নামাইয়া দেওয়া যদি গবর্ণমেন্ট দেশের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন তবে তাঁহাদের উচিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মার-ফতে কম দরে বেশী পরিমাণ স্বর্ণ বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। সেই ব্যবস্থা যেখানে তাঁহারা করিতেছেন না সেখানে সুকিয়ার ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বক্রোক্তি করিয়া ও তাঁহাদের সম্বন্ধে ফাঁকা সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া প্রকৃত সুফল কি পাওয়া যাইবে তাহা আমরা বুঝি না।

#### বস্ত্রের চুপ্রাপ্যতা ও তাহার কারণ

কাপড় চুপুল্য হইলেও এতদিন বাজারে তাহা পাওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু চুপুল্য-তার সঙ্গে বাজার হাটে বাজারে বর্তমানে উহার চুপ্রাপ্যতাও বেশী করিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। দোকানের মজুত মাল ফুরাইতে ফুরাইতে বর্তমানে তাহা শেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শ্রমিকদিগকে পাঁচ দশ জোড়া কাপড় বাহির করিয়া দেখান দূরের কথা, তাহাদের চাহিদামত ছুই এক জোড়া কাপড়ও এখন আর অনেক ব্যবসায়ীই বাহির করিতে পারিতেছেন না। বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বিত হইতে দেখিয়া দেশের লোক সুলভে বেশী পরিমাণ কাপড় পাওয়ার আশা করিয়াছিল। নিয়ন্ত্রণ নীতি বহাল হওয়ার পর বস্ত্র-সঙ্কটের এই নব পর্যায় দেখিয়া তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। গবর্ণমেন্ট অবশ্য উহার কোন কৈফিয়ৎই প্রকাশ করিতেছেন না। কিন্তু সরকারী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াও ব্যাপারটা আমরা বেশ ভালভাবেই বুঝিতে পারিতেছি। দেশের কাপড়ের কলসমূহে যুদ্ধের সময়ে উৎপাদন বাড়িলেও তাহা মুখ্যতঃ সামরিক সরঞ্জামের দিক দিয়াই বাড়িয়াছে। ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে সাধারণের ব্যবহার্য কাপড়ের উৎপাদন যুদ্ধের সময়ে পূর্বের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়াইয়াছে বলিয়া স্মার জীরাং গত বৎসর এক বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্তমানে বেসরকারী বস্ত্র তৈয়ারের উপর কতকটা জোর দেওয়া হইলেও ঐ প্রকার বস্ত্রের উৎপাদন যে আসলে এখনও অনেকটা কম হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কম উৎপাদনের পবেই যানবাহনের সমস্যা। মিলগুলিতে যে সামান্য পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে মালগাড়ীর অভাবে তাহাও সম্বর দেশের

বিভিন্ন বিক্রয়-কেন্দ্রে চালান দেওয়ার সুবিধা নাই। এই দুই সমস্যার ফলে হাটে বাজারে ধীরে ধীরে কাপড়ের যোগান কমিয়া আসিতেছিল। বাজারাদেশে বস্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণের নীতি কার্যকরী করা সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃ-পক্ষের নানারূপ অবিবেচনা ও অব্যবস্থার ফলে এ প্রদেশে কাপড়ের যোগান হ্রাস পাওয়ার আর এক নুতন কারণ সৃষ্টি হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্ণ-মেন্টের টেক্সটাইল কন্ট্রোলার এক অর্ডার জারী করিয়া আগষ্ট মাসের পূর্বেরকার তৈয়ারী অবিক্রিত কাপড় সমস্তই বস্ত্রাবলী করিবার নোটিশ দিয়াছিলেন। সেই নোটিশ অনুযায়ী বাজারাদেশে ১ হাজার ১৭৪ জন ব্যবসায়ীর অবিক্রিত কাপড় জাহুয়ারী মাসের প্রথমে সিলমোহর করিয়া রাখা হয়। কথা ছিল বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অফিসেররা ঐ কাপড় পরীক্ষা করিয়া অল্পদিন মধ্যে তাহার উপর একটা ছাপ দিয়া দিবেন, আর পরে নির্দিষ্ট দরে সাধারণের নিকট তাহা বিক্রিত হইবে। কিন্তু বস্ত্রনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের কর্তব্যজ্ঞান ও কার্য-ক্ষমতা এতই বেশী যে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সেই সিল দেওয়া কাপড়ে ছাপ দিয়া উহা বাজারে ছাড়া সম্পর্কে আজও তাঁহারা কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। কেন্দ্রকারী মাস পর্যন্ত মাত্র ৭৫ জন ব্যব-সায়ীর সিল করা বস্ত্রেই শুধু তাঁহারা তাঁহাদের ছাপ দেওয়ার কাজ সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই বেশী পরিমাণ কাপড় আটক ও মজুত হইয়া থাকার ফলে বাজার হাটে বাজারে কাপড়ের চুপ্রাপ্যতা সৃষ্টি হইয়াছে। বস্ত্রের অভাবে দেশের লোক যখন পূর্ব হইতেই যথেষ্ট দুঃখদর্দশা ভোগ করিতেছে তখন জানিয়া শুনিয়া এইভাবে বেশী পরিমাণ কাপড় দীর্ঘকাল আটক করিয়া রাখা টেক্সটাইল কন্ট্রোল বিভাগের মারামারক অবিবেচনা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই শ্রেণীর অব্যবস্থার ভিতর দিয়া বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা ও অক্ষমতা ভাল করিয়া ধরা পড়িয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থ দেখিতে হইলে অচিরে ইহার একটা প্রতিকার দরকার।

#### ভারতের যুদ্ধোত্তর আমদানী বাণিজ্য

যুদ্ধের পরে শিল্পোন্নতির প্রয়োজনে বাহির হইতে এদেশে যন্ত্রপাতি আনিবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিবে। সেই আবশ্যকতা কি ভাবে মিটান হইবে বর্তমানে তাহা নিয়া দেশে বিস্তার আলোচনা হইতেছে। যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে ভারত হইতে মাল-পত্র যোগাইতে গিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে প্রভূত-পরিমাণ উদ্ভূত ষ্টালিং জমা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন, যুদ্ধের পরে এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়ো-জন হইবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত ষ্টালিং নিয়োগ করিয়া বাহির হইতে তাহা ক্রয় করা হইবে। কথা অনুযায়ী যদি কাজ হয় তবে এই ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রস্তাব যথার্থ

কার্য্যে পরিণত হইবার আশা কোথায়? যন্ত্রপাতির জন্য ষ্টালিং জমাইয়া রাখার অর্থ যুদ্ধের পরে একান্তভাবে ইংলণ্ড হইতেই এ সমস্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। কিন্তু যুদ্ধের পরে উদ্ভূত ষ্টালিংয়ের পরিমাণ অনুযায়ী ও ভারতের দরকার অনুযায়ী এদেশকে যন্ত্র-পাতি প্রেরণ করিবার সামর্থ্য ও সুবিধা ইংলণ্ডের থাকিবে কি? ইণ্ডিয়ান চেম্বারের বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উহার সভাপতি মিঃ এম এল শা দেশের অস্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে সেই অত্যাশঙ্ককীয় প্রশ্ন নিয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পরে জগতে যন্ত্রপাতির একটা বেশী রকম অভাব দেখা দিবে; কাজেই ইহার জন্য কেবল ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিতে যাওয়া ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। একবারে বেশী পরিমাণে যন্ত্রপাতি পাঠান ইংলণ্ডের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। খুব সম্ভবতঃ তাহারা কয়েক বৎসরের সন্তে অল্প অল্প করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ যন্ত্রপাতি প্রেরণের ব্যবস্থা করিবে। ইংলণ্ডে যুদ্ধের জন্য বর্তমানে যে সব যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইতেছে যুদ্ধের পরে তাহারই কতকাংশ তাহারা ভারতে রপ্তানী করিবে। এই সব যন্ত্রপাতি যুদ্ধের পরে কতক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া যাইবে। কাজেই এদেশের যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতির কাজে এ সমস্ত কার্য্যকরীভাবে ব্যবহার করা অনেক দিক দিয়া অসুবিধাজনক হইতে পারে। যন্ত্র-পাতি দিয়া উদ্ভূত ষ্টালিং পাওনার যে অংশটা পরিশোধ করা সম্ভবপর হইবে না তজ্জন

#### আর্থিক জগতের আগামী বার্ষিক সংখ্যা

এই সংখ্যার জন্য অর্থনৈতিক বিষয়ে সময়োচিত প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধসমূহ আগামী ১০ই এপ্রিলের মধ্যে সম্পাদকের নিকট ( ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ) প্রেরণ করিতে হইবে।

ইংলণ্ড এদেশে সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষই প্রেরণ করিতে চাহিবে। কিন্তু সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষ বেশী পরিমাণে বাহির হইতে আনিবার কোন সার্থকতা নাই। অন্ততঃ যন্ত্র-পাতির প্রয়োজনের তুলনায় উহার প্রয়োজন যে খুব কম তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই অবস্থায় ষ্টালিং জমাইয়া ভবিষ্যৎ আম-দানীর দিক দিয়া ভারতের বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি-ক্ষেত্রে দুনিয়ায় ডলারের স্থানই সব চেয়ে অগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই ইংলণ্ডের উপর একান্তভাবে নির্ভর না করিয়া ভবিষ্যতে আমেরিকা ও অন্যান্য স্থান হইতে উচিত দরে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সুবিধা দেখিতে হইলে ষ্টালিংয়ের বদলে ডলার সঞ্চয়ের দিকেই আমাদিগকে বেশী মনোযোগী হইতে হইবে। আমেরিকার সহিত বাণিজ্যে ভারতের যে উদ্ভূত ডলার পাওনা হইতেছে এখন হইতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে তাহা মজুত করিতে হইবে। তাহা ছাড়া এদেশের সঞ্চিত ষ্টালিংয়ের কতকাংশ এখন হইতে ডলারে পরিণত করিবার সুবিধা দেখিতে হইবে।

মিঃ শা'য়ের এই নির্দেশ আমরা খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। ভারতের উদ্ভূত ডলার পাওয়ার কতকাংশ এখন হইতে ভারতের নামে জমা করা হইবে বলিয়া অর্থসচিব তাঁহার বাজেট-বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা কতকটা ভরসার কথা। উদ্ভূত ষ্ট্যালিংয়ের কতকাংশ সুযোগমত ডলারে পরিণত করা সম্পর্কে তাঁহারা এখনও কিছু বলিতেছেন না। সেজন্য দেশবাসীর ভরস্ব হইতে গবর্ণমেন্টের উপর চাপ দেওয়া সঙ্গত।

### জাহাজ শিল্প ও জাহাজী ব্যবসায় গড়িয়া তোলার প্রস্তাব

যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ এম এল শা বলেন যে, ভারতবর্ষ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া খুবই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে, যুদ্ধের পরে সুযোগমত সেই সমস্ত গড়িয়া তোলার দিকে এদেশের জনসাধারণ ও গবর্ণমেন্টকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি জাহাজ শিল্প ও জাহাজী ব্যবসায় কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতের উপকূল-বাণিজ্যে দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর অংশ খুব নগণ্য, অত্যাশ্চর্য দেশের সহিত এদেশের মালপত্র আদান-প্রদানের ব্যাপারে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীসমূহই ব্যবসায়ের একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করিতেছে। এদিক দিয়া জাতীয় প্রাধান্য বিস্তারের জন্ত ভারতে জাহাজ নির্মাণের সুব্যবস্থা দরকার, উপযুক্ত সংখ্যক বিদেশী জাহাজ কিনিয়া লওয়া সম্পর্কেও একটি কার্যনীতি অবলম্বন করা সঙ্গত। তিনি বলেন, এই যুদ্ধের সময়ে জগতের বিভিন্ন দেশে জাহাজ শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সম্পর্কে খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে। গত দুই বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২ হাজার ৪০০টি বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণ করিয়াছে। বর্তমানে ঐ দেশে গড়ে প্রত্যহ পাঁচটি করিয়া জাহাজ তৈয়ার হইতেছে। জাহাজ শিল্পের দিক দিয়া কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার স্থান পূর্বে খুবই নগণ্য ছিল। এই যুদ্ধের সুযোগে উক্ত দুই দেশই ঐ শিল্পের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে কানাডার মাত্র ১২০০ টন জাহাজ ছিল। ১৯৪২ সালের মধ্যে ঐ দেশে ৯ লক্ষ টন পরিমিত বাণিজ্য জাহাজ তৈয়ার হইয়াছে। বর্তমানে ঐ দেশে গড়ে প্রতিদিন ৩টি করিয়া জাহাজ নির্মিত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়াও গত কয়েক বৎসর মধ্যে ১০০টি মাঝারি জাহাজ ও ৯ হাজার টনের অনেকগুলি বাণিজ্য-জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছে। বড়ই দুঃখেই বিষয় যে, যুদ্ধের সুযোগেও ভারতবর্ষ বর্তমানে জাহাজ শিল্পের দিক দিয়া কোনরূপ উন্নতি দেখাইতে পারিতেছে না। এ বিষয়ে ভারতের অবস্থা পূর্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে।

জাহাজ শিল্প সম্পর্কে মিঃ শা'য়ের এই মন্তব্য খুবই সম্যকচিত ও সুচিন্তিত। এদিক দিয়া দেশের অভাব পরিপূরণের জন্ত ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্ত গবর্ণমেন্টের পক্ষে এখন হইতে সুপরিকল্পিত কার্যনীতি অবলম্বন করা সঙ্গত।

### রেইজ্‌ম্যান সাহেবের সাফাই

ভারত সরকারের রাজস্ব বিলকে কেন্দ্র করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে ভোট-যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সরকার পক্ষের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সম্মিলিত চেষ্টায় রেইজ্‌ম্যান সাহেবের বাজেট পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য হইয়াছে। কংগ্রেস দলের নেতা মিঃ ভুল্লাভাই দেশাই এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, সরকারী ট্যাক্সের ভার যাহারা বহন করিবে সরকারী ব্যয়নীতি নিয়ন্ত্রণে তাহাদের গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব থাকা দরকার। কিন্তু এদেশের বর্তমান গবর্ণমেন্ট সেইরূপ গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। দেশের লোককে অর্থ যোগাইতে বাধ্য করা হইলেও সেই অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে জনপ্রতিনিধিদের চরম অধিকার ও কর্তৃত্ব এদেশে আজও মানিয়া লওয়া হয় নাই। কাজেই প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যরা সমর্থন করিতে পারেন না। রাজস্ব বিল সংক্রান্ত বিতর্কের সময়ে অর্থসচিব স্তার জেরেমী রেইজ্‌ম্যান যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে মিঃ দেশাইয়ের এই উক্তির কোন সছতর পাওয়া যায় নাই। তবে উহাতে তিনি তাঁহার স্বকীয় কার্যনীতির একটা সাফাই গাছবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইনক্লেশনের প্রতিকার সম্পর্কে যে ব্যর্থতা আজ সকল দিক দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ হিসাবে কতকগুলি বিশেষ কারণও তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ইনক্লেশনের প্রতিকার করিতে হইলে সকল দিক দিয়া ব্যাপকভাবে কার্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কিন্তু সে বিষয়ে পরিপূর্ণ সুযোগ বর্তমান গবর্ণমেন্টের ছিল না। সেজন্য ইনক্লেশন ভালভাবে রোধ করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, ভারত সরকারের ক্ষমতা যদি ব্রিটিশ ভারতের মত দেশীয় রাজ্যগুলিতেও সমভাবে প্রয়োগ করা যাইত, অত্যাশ্চর্য শ্রেণীর আয়-করের মত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট যদি কৃষিজাত আয়ের উপরও আয়কর আদায় করিতে পারিতেন, ভারত সরকারের আয়কর বিভাগ যদি বর্তমানের তুলনায় তিন গুণ বেশী লোক দ্বারা পরিচালিত হইত এবং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যদি তিনি বর্তমানের তুলনায় ৫০ গুণ বেশী কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিতেন তবে অবস্থার গতি সম্পূর্ণ অগুরুপ হইয়াই দাঁড়াইত।

কোন কোন দিক দিয়া সামান্য ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যিনি কিছুদিন পূর্বেও 'ইনক্লেশন দমন করিয়া ফেলিয়াছি' বলিয়া গর্ব করিয়াছিলেন তাঁহার মুখে এই ব্যর্থতার কাহিনী আজ সত্যই খুব অদ্ভুত ও অভিনব বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু ইনক্লেশন দমন না করিতে পারার যে কারণ তিনি বিবৃত করিয়াছেন তাহা শুনিয়া কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। শাসনকার্যের দিক দিয়া দেশীয়

রাজ্যগুলির একটা স্বাভাব্য রক্ষিত হইলেও সমস্ত ভারতের জন্ত কোন কল্যাণকর বিধান অবলম্বনে তাহাদের সহযোগিতা পাওয়া কিছুমাত্র কঠিন নহে। বড়লাট ও ভারত গবর্ণমেন্টের নির্দেশে অনায়াসেই তাহা আদায়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। কৃষিজাত আয়ের উপর কর বসাইবার অধিকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের একচেটিয়া সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে ইনক্লেশন প্রশমনের সুবিধার জন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের মারফতে তাহা প্রবর্তনের ব্যবস্থা সহজেই করিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া অর্থসচিব তাঁহার এবারকার বাজেট-বক্তৃতায় সমস্ত প্রদেশের হইয়া দেশে ব্যাপকভাবে এই কর বসাইবার যে সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন দুই এক বৎসর পূর্বে সে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করাও তাঁহাদের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। আয়কর বিভাগের আয়তন বৃদ্ধি সম্পর্কে ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো সম্পর্কে অর্থসচিব যে অক্ষমতার কথা প্রচার করিয়াছেন তাহারও কোন যৌক্তিকতা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে গবর্ণমেন্ট সামরিক প্রয়োজন বৃদ্ধিয়া সরকারী মাল সরবরাহ বিভাগে (Supply Dept.) অসংখ্য লোক নিয়োগ করিতে পারিলেন, আয়কর আদায় ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে তাঁহাদের পক্ষে বেশী লোক নিয়োগের কি অসুবিধা ছিল? এদিক দিয়া কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইলে যদি জনসাধারণের স্বার্থে ইনক্লেশন দমন করা যাইবে বলিয়াই তাঁহাদের বিশ্বাস তবে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে তাঁহারা এতদিন আন্তরিকভাবে যত্নপর হইলেন না কেন? তাহা ছাড়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের দেওয়া ষ্ট্যালিং সিকিউরিটির ভিত্তিতে গবর্ণমেন্ট বেপরোয়াভাবে যেখানে নোটের পর নোট বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন সেখানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে লোক বাড়াইয়াই বা তাহা স্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করা যাইত কি করিয়া? ভারত সরকার বর্তমানে যে খাজনা বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে গত বৎসর উপযুক্ত সংখ্যক অফিসরের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গত বৎসর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, দেশে সরকারীভাবে খাজনা বিভাগ পরিচালিত হইলেও সেই বিভাগের মরফতে খাজনা সমস্তা সমাধানে কোন সুসংকল্পিত নীতি অনুসরণের ব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট অবলম্বন করেন নাই। ইনক্লেশন প্রশমনের ব্যাপারেও সেরূপ কার্য-নীতির অভাব বিশেষভাবেই লক্ষিত হইতেছে। দেশের স্বার্থে ইনক্লেশনের প্রতিকার করিতে হইবে বলিয়া যদি গবর্ণমেন্ট স্থির করিতেন তবে সেজন্য উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু বিজাতীয় স্বার্থের তালিম দিতে গিয়া এখন পর্যন্ত তাঁহারা সে বিষয়ে সুসংকল্পিত হইতে পারেন নাই। ইহাই হইতেছে আসল গলদ। ইনক্লেশন দমন করিতে হইলে সর্বাগ্রে সেই গলদ দূর করা প্রয়োজন।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

মণিপুর অঞ্চলের যুদ্ধ এ সপ্তাহেও বেশ ঘোরাল হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত অবস্থা এখনও পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে না। জাপানীদের আসল অভিপ্রায় কি ভারত অভিযান, না উত্তর ত্রম্বে চীন-মার্কিন অগ্র-পতি ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা একটি পান্টা চাল, তাহা অবশ্য সামরিক বিশারদরাই ভাল করিয়া বলিতে পারেন। আমাদের সাধারণের সহজ ধারণায় যতটা বৃদ্ধিতে পারি তাহাতে মার্কিন পত্রিকার স্থায়ী ইচ্ছার পতন হইলেও সামরিক সমাবেশের দিক দিয়া আদৌ ক্ষতি হইবে না বলিয়া দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিতে আমরা অপরাগ।

ইচ্ছার বোল মাইল দূরে লড়াই চলিতেছে। সোমরা পাহাড়ের উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধই উৎসেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য মিত্রপক্ষ সাফল্যের সহিত বাধাদান করিতেছে এবং ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সংবাদে প্রকাশ যে, তথাকার অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ইচ্ছার দক্ষিণে ১২৫ মাইল দীর্ঘ টিডিডম রাস্তায় মিত্রবাহিনী জাপানীদের বিভাড়িত করিতেছে। এই অঞ্চলের লড়াই মিত্রপক্ষের অমুকূলে গিয়াছে। কিন্তু ইচ্ছার উত্তর পূর্বে উৎকল অঞ্চলে জাপানীদের চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। টিডিডম অঞ্চল সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ত্রম্বে রণাঙ্গনে জাপানীরা এই প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিল।

আরাকান অঞ্চলের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে মিত্রপক্ষের আয়ত্তে রহিয়াছে। উত্তর ত্রম্বে চীনবাহিনী পূর্বের মতই জাপানীরা হটাইয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

ইতালীর যুদ্ধ মিত্রপক্ষের দিক হইতে নৈরাশ্রজনক। মিত্রপক্ষের আক্রমণ মন্দীভূত হইয়াছে বলিয়া রয়টারের সংবাদে প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, ঐ রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ এক্ষণে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। আজিও অঞ্চল সম্পর্কে সংবাদের অভাব।

সোভিয়েট বাহিনী প্রথম নদী পার হইয়া রুম্যানিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ওদিকে লালফৌজ হাঙ্গেরী ও চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তবর্তী কার্পেথিয়ান পর্বত-

মালার কাছাকাছি পৌছিয়া গিয়াছে। ওডেসা বন্দরাভিমুখী রুশ অভিযান দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। ক্রিমিয়ার অবরুদ্ধ নাৎসীবাহিনীর কিছু কিছু জলপথে পালাইবার চেষ্টা করিয়া বিপক্ষের নৌ ও বিমান আক্রমণে সলিল-সমাধি লাভ করিতেছে। রুম্যানিয়ার তৈল অঞ্চল রক্ষা করাই জার্মানীর এখন প্রধান ভাবনার বিষয়। ভবিষ্যতে সেখানে উভয়-পক্ষের তুমুল সংঘর্ষ অনিবার্য।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে মিত্রপক্ষের ঘন ঘন বিমান আক্রমণের সংবাদ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কিছু বলিবার নাই।

গত সপ্তাহকে ভারত সরকারের উপস্থাপিত পরাজয়ের সপ্তাহ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এবারের কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে এতাবৎ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে দশ বার পরাভব মানিতে হইল। একরূপ অবস্থায় কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট আর টিকিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু ভারতে সবই সম্ভব। এই দেশের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট উহার পরিষদের নিকট দায়ী নহে বলিয়াই এখনও “ক্যাবিনেট” ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা জনমত গ্রহণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি প্রশ্ন উঠে না। ভারতে তথাকথিত গণতন্ত্রের জারিজুরির আসল রহস্য এমন করিয়া অনাবৃত হইয়াও লোকদেখান ঠাট বজায় রাখা সম্ভব হইতেছে!

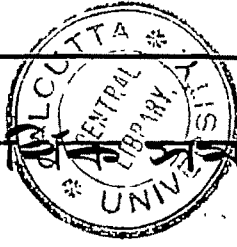
গত ২৭শে মার্চ ফাইনাল বিল ৫৫-৫৬ ভোটে অগ্রাহ হইয়া যায়। পর দিন যথারীতি বড়লাটের সুপারিশসহ ফাইনাল বিল পরিষদে পুনর্বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়। ঐ দিবসও ৪৫-৫৬ ভোটে গবর্ণমেন্ট পরাভূত হন। ছইবারই বিরোধী পক্ষের ভোট-সংখ্যা সমান রহিয়াছে। কিন্তু সরকারপক্ষের সমর্থন সংখ্যা ৫৫ হইতে ৪৫এ নামিয়া গিয়াছে।

ভারতের জনমত যে ভারত সরকারের অমুহূত কার্যকলাপ ও কর্মনীতি সমর্থন করে না তাহার স্বপক্ষে উপরোক্ত পরাজয়ের তালিকা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি থাকিতে পারে? গবর্ণমেন্ট প্রথম দিন ৫৫ এবং দ্বিতীয় দিন ৪৫ ভোট পাইয়া হারিয়াছেন। এই ৫৫

ও ৪৫ ভোটের রহস্য তলাইয়া বুঝিলে দেখা যাইবে যে, গবর্ণমেন্টের নিজের লোকজন ছাড়া বৃহত্তর দেশের কোন শ্রেণীর কোন লোক গবর্ণমেন্টকে সমর্থন করিতে চায় না। খ্রীষুক্ত ভুলাভাই, দেশাই পরিষদ-কক্ষে ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন: গবর্ণমেন্ট প্রকৃতপক্ষে বহুসংখ্যক ভোটের জোরেই হারিয়াছেন। কেননা সরকার পক্ষে যাহারা ভোট দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ৩৭ জন কোনও নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত নন। তাহারা মনোনীত সদস্য, অর্থাৎ গবর্ণমেন্টেরই হাতের লোক। বাকী ভোটের মধ্যেও ৯টি ভোট ইউরোপীয় সদস্যদের। বলাবাহুল্য, তাহারা বিরোধী পক্ষের বিরোধিতা করিবেনই। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে প্রথম দিন জন দশেক এবং দ্বিতীয় দিন সরকার মনোনীত ও সরকারী স্বার্থের সহিত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ সরকার পক্ষে ভোট দেন নাই। স্পষ্টতঃ দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তথা দেশের জনমত বর্তমান গবর্ণমেন্টের বিরোধী। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কংগ্রেসের ১২ জন পরিষদ সদস্য বিনা বিচারে আটক রহিয়াছেন। তাহারা বাহিরে থাকিলে বিরোধী পক্ষের নিঃসন্দেহে আরও ১২টি ভোট অধিক হইত।

এই উপলক্ষ্যে কংগ্রেস দলের নেতা খ্রীষুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মুসলিম লীগের মুখপাত্র নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ এবং অস্ফাভ বিশিষ্ট সদস্য গবর্ণমেন্টের অন্তঃসার-শূন্যতা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। লর্ড ওয়াডেল গণতন্ত্রের মর্যাদা দিয়া বর্তমান গবর্ণমেন্ট ভাঙ্গিয়া প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক শাসন-পরিষদ যে গঠন করিবেন না তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়া আমরা কোনরূপ আশার ভাব পোষণ করি না। কিন্তু ফিনাল বিল অগ্রাহ করার মধ্য দিয়া যে সর্বদল সম্মেলনের সূচনা দেখা গেল পরিষদ-কক্ষের বাহিরের বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার গুরুত্ব রহিয়াছে। বোধ হয় এই কারণেই অমন জাঁদরেল অর্থ-সচিব স্থার জেরেমি রেইসম্যান সেদিন পরিষদ-কক্ষে যেন প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিলেন।

(১১৪৮ পৃষ্ঠায় প্রত্যা)



বেঙ্গল ক্রাশনেল চেম্বারের বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ জে কে মিত্র যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, নানা দিক দিয়া তাহা আমাদের নিকট খুব সুচিন্তিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। এ প্রদেশের প্রধান জাতীয় বণিক সমিতির মুখপাত্র হিসাবে ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতি, বাহির হইতে জব্যসামগ্রী আমদানীর ব্যবস্থা, স্বর্ণ বিক্রয়ের কার্যনীতি, মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স ও বোম্বাই পরিকল্পনা নিয়া ইহাতে তিনি সময়োচিত আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গলা প্রদেশের বিশেষ কতকগুলি আর্থিক সমস্যাও নির্ভীকভাবে সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত খাজ, বস্ত্র ও অন্যান্য জব্যসামগ্রী ছুপ্রাপ্য এবং ছুশূল্য হওয়ায় বাঙ্গলায় চরম জাতীয় ছুধোগের সূচনা হইয়াছে। নানা দিক দিয়া অস্বাভাবিক ধরনের খরচপত্র মিটাইতে গিয়া বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে নানারূপ আশা-ভরসা প্রদান করা হইলেও উপযুক্ত দূরদর্শিতা নিয়া সে-সমস্ত সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করিবার জন্ত কোন সুব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত অবলম্বিত হইতেছে না। এই অবস্থায় বাঙ্গলার বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে মিঃ মিত্রের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির সময়োচিত মন্তব্য ও নির্দেশ সকল দিক দিয়াই খুব প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই।

মিঃ মিত্র তাঁহার অভিভাষণে প্রথমই বাঙ্গলার খাজসমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ প্রদেশে খাজদ্রব্যের বেশী রকম অভাব ঘটিয়া গতবার ছুভিক্ষের সূচনা দেখা গিয়াছিল। এবৎসর আমন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায়, কলিকাতা অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ খাজসস্ত সরবরাহ সম্পর্কে ভারত সরকার একটা প্রতিক্রিয়া দেওয়ায় ও গত ৩১শে জানুয়ারী হইতে এই সহরে রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় বাঙ্গলায় খাজ-সমস্যার জটিলতা আপাততঃ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি কারণে লোকের ছুঃখদুর্দশা এখনও ভালরূপে অপনোদিত হইতেছে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও একটা উদ্বেগ ও আশঙ্কার ভাব বেশী করিয়াই

পরিলক্ষিত হইতেছে। মিঃ মিত্র তাঁহার বক্তৃতায় ইহার কারণ স্বরূপ কয়েকটি বিশেষ গলদ ও অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রেশন ব্যবস্থা অনুসারে গবর্ণমেন্ট সহরবাসীকে যে চাউল সরবরাহ করিতেছেন অনেক ক্ষেত্রে তাহার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুবই খারাপ, আর উহাতে লোকের স্বাস্থ্য-হানির কারণ ঘটিতেছে। রেশন চাউলের দর এখনও যথেষ্ট চড়া বলিয়া অনেক লোক তাহা উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিতেও পারিতেছে না। ফলে সহরবাসীদের ভিতর শারীরিক পুষ্টিহীনতা ও বেরীবেরীর প্রকোপ বেশী করিয়াই লক্ষ্য করা যাইতেছে। কাজেই সহরবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত রেশন ব্যবস্থার আমলে অপেক্ষাকৃত সস্তা মূল্যে ভাল চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা গবর্ণ-মেন্টের পক্ষে একান্ত সম্ভব। কেবল কলিকাতার লোকদের কথাই নহে, চাউলের মূল্য এখনও খুব চড়া বলিয়া মফঃস্বল অঞ্চলের কোন কোন এলাকায়ও দারুণ উদ্বেগ ও ছুশ্চিন্তার কারণ দেখা দিয়াছে। লোকের যেটুকু অর্থসঞ্চতি ছিল গত ছুভিক্ষের সময়ে প্রতিকূল অবস্থার চাপে তাহা নিঃশেষ হইয়াছে। কাজেই চাউলের দর বর্তমানের জায় চড়া থাকিলে মফঃস্বলে অনেক লোক তাহাদের জীবন ধারণের উপযোগী চাউল বরাবর ক্রয় করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। রেশন-চাউলের গুণাগুণ ও সাধারণ-ভাবে চাউলের চড়া মূল্য সম্পর্কে যে অসুবিধা ও অবস্থার কথা মিঃ মিত্র উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কুফল দেশের লোককে বর্তমানে বিশেষভাবেই ভোগ করিতে হইতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে ভবিষ্যতে সাধারণের ছুঃখদুর্দশা আরও অসহনীয় হইয়াই দেখা দিবে। কাজেই খাজ-সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্ত মিঃ মিত্র বাঙ্গলা সরকারকে অবিলম্বে এ সমস্তের প্রতিকারে যত্নপর হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কেবল নিজেদের বিচারবুদ্ধি ও কর্তব্যজ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া এ সম্পর্কে সময়োচিত পরামর্শ প্রদানের জন্ত তিনি বাঙ্গলা সরকারকে একটি বেসরকারী এডভাইসরী বোর্ড গঠন করিবারও নির্দেশ দিয়াছেন। স্থায়ীভাবে খাজ-সমস্যা সমাধানের পক্ষে মিঃ মিত্রের এই সব নির্দেশ আমরা খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করি।

বাঙ্গলা সরকার যদি ঐভাবে অচিরে কার্যে প্রবৃত্ত না হন তবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লোকের উদ্বেগ ও আশঙ্কা দূর হইবে না।

চাউলের ছুশূল্যতার সঙ্গে এ প্রদেশে বর্তমানে লবণ ও কয়লার ছুপ্রাপ্যতাও বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মিঃ মিত্র তাঁহার অভিভাষণে এই দুইটি জিনিষের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পূর্বে লবণের দর ছিল সের প্রতি এক আনা। এক্ষণে এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষটির মূল্য দাঁড়াইয়াছে সেরপ্রতি পাঁচ ছয় আনা। এইরূপ চড়া দরেও জনসাধারণ আবার তাহাদের প্রয়োজনোপযোগী লবণ পাইতেছে না। এতদিন পরে গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের মজুত ভাণ্ডার হইতে লবণ সরবরাহের একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লবণের দর অস্বাভাবিক-ভাবে বাড়িবার পূর্বেই তাঁহাদের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। লবণের বর্তমান সমস্যা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলা সরকারের উপেক্ষা ও উদাসীনতারই শোচনীয় পরিণাম। বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া মিঃ মুখার্জি ও মিঃ রাও ১৯৩৮ সালে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রহ্ম দেশীয় প্রধায় এ প্রদেশে লবণ তৈয়ার করিবার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে বলিয়াই অভি-মত প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঐ সুপারিশ অনুযায়ী গবর্ণমেন্ট যদি সময় থাকিতে লবণ শিল্প সংগঠনে যত্নপর হইতেন তবে বাঙ্গলা দেশকে আজ লবণের জন্ত একরূপভাবে বাহিরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষটির জন্ত বাঙ্গলার জনসাধারণকেও আজ এত ছুঃখদুর্দশা ভোগ করিতে হইত না। কয়লা সমস্যার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া মিঃ মিত্র বলিয়াছেন যে, উহার জন্ত কেবল গাছ-ছাড়া জীবনের পক্ষেই নির্দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই, উহার জন্ত শিল্পকারখানার কাজ চালানোও আজ ছুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্ত কয়লা সরবরাহ সম্পর্কে যে রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাতে বেসরকারী মাল-পত্র উৎপাদনের কোন কারখানাই এক্ষণে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কয়লার যোগান পাই-তেছে না। কয়লার অভাবে অনেক কার-

## পতঙ্গ-নিয়ন্ত্রণ

( শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়, এম. এস. সি )

১৯২৯ সালে উত্তর ভারতে পতঙ্গের আক্রমণে কৃষির যে নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছিল তাহা এখনো আমরা ভুলিতে পারি নাই। প্রকৃতপক্ষে এই আক্রমণের বিভীষিকাই ভারত সরকারের এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহারই ফলে ভারতে পতঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হয় এবং বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

১৯২৯ সালের পতঙ্গ-বিভীষিকা যে কেবল ভারতেই দেখা গিয়াছিল তাহা নহে; বেলুচিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান, আরব, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়াতেও তাহার ভয়াবহ রূপ প্রকটিত হইয়াছিল। পতঙ্গগুলি ১৯২৬ সালে ফরাসী সুদানে নাইগার নদী তীরে জন্মগ্রহণ করে এবং এক কোটি বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া শস্তের ক্ষতি করে। জন্মস্থানটি যদি পূর্বে জানা যাইত তাহা হইলে উপরোক্ত স্থানগুলিকে পতঙ্গ-বিভীষিকা হইতে রক্ষা করা অসম্ভব হইত না।

পতঙ্গের জাতি নানা প্রকার। নিম্নে কয়েকটি জাতির নাম দেওয়া গেল—

(১) পুরাতন গোলাক্কের পতঙ্গ। (ক) ইউরোপীয় পতঙ্গ (*Locusta migratoria*) শীত প্রধান অঞ্চলবাসী; জন্মস্থান ইউরোপ ও সাইবিরিয়া। (খ) কৃষ্ণমণ্ডল পতঙ্গ (*L. migratorioides*) এগুলি আফ্রিকাবাসী। (গ) ম্যালাগাসি পতঙ্গ (*L. m. capito*) এগুলির বাসস্থান মাদাগাস্কার দ্বীপ। (ঘ) চীনা পতঙ্গ (*L. m. manilensis*) চীন ও ফিলিপাইন দ্বীপের পতঙ্গ। (ঙ) মরু পতঙ্গ (*Schistoeerca gregaria*) আফ্রিকা, এশিয়া ও ভারতের মরু অঞ্চলের বাসিন্দা।

(২) নূতন গোলাক্কের পতঙ্গ। আমেরিকার পতঙ্গ *Schistoeerca paranensis* প্রায় ১৪ বৎসর হইল ভারতে পতঙ্গ-বিভীষিকা দেখা যায় নাই। কিন্তু একবার শুরু হইলে তিন হইতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে আক্রমণ চলিতে থাকে। ভারতে মরু-পতঙ্গেরই আবির্ভাব অধিক দেখা গিয়াছে। নিম্নে ভারতে পতঙ্গের আক্রমণের একটি হিসাব দেওয়া হইল :—

| ১৮০০—১৯৪০ সাল  |         |                                 |  |
|----------------|---------|---------------------------------|--|
| আবর্তন (Cycle) | সাল     | অঞ্চল                           |  |
| প্রথম          | ১৮০৩    | কচ্ উপদ্বীপ                     |  |
| দ্বিতীয়       | ১৮১০-১৩ | কাথিয়াওয়ার, রাজপুতানা ও বাংলা |  |
| তৃতীয়         | ১৮২১    | এটওয়া                          |  |
|                | ১৮২৬    | কাথিয়াওয়ার                    |  |
| চতুর্থ         | ১৮৩৩-৩৪ | কচ্ ও রেওয়া।                   |  |
| পঞ্চম          | ১৮৪৩    | রাওয়ালপিণ্ডি (জম্মু)           |  |
|                | ১৮৪৫    | পাঁচমহাল (আক্রমণ)               |  |
| ষষ্ঠ           | ১৮৬০-৬২ | সিন্ধু, রাজপুতানা, কচ্, যুজের   |  |
|                | ১৮৬৩    | সমগ্র উত্তর ভারত                |  |
| সপ্তম          | ১৮৬৯    | " " " ও কচ্                     |  |
|                | ১৮৭০-৭২ | পঞ্জাব, রাজপুতানা               |  |
| অষ্টম          | ১৮৭৬-৮১ | উত্তর-পশ্চিম-ভারত               |  |
| নবম            | ১৮৮৯-৯০ | উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারত।       |  |
| দশম            | ১৯০০-০৭ | উত্তর-ভারত                      |  |
| একাদশম         | ১৯১২-১৯ | " "                             |  |
| দ্বাদশম        | ১৯২৬-৩৯ | উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত।            |  |

প্রচণ্ড শীতের সময় পতঙ্গগুলি ঝিমাইয়া থাকে। কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলে তাহারা দলে দলে উড়িয়া অশ্রু স্থানে যায়।

জানুয়ারী মাসে যদি বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে পতঙ্গগুলির যৌন পরিণতি ঘটে ও তাহারা ডিম্ব প্রসব করে। ক্রমে মার্চ মাসে গরম পড়িলে ডিম্ব-প্রসূত পতঙ্গগুলি পূর্ণ-বয়স্কগুলির সহিত ঋতুর সন্ধানে বাহির হয়। গমনপথে যে কোন স্থানে সুবিধা বুঝিলে তাহারা পুনরায় ডিম্ব প্রসব করে। এই ভাবে বেলুচিস্তান ও ইরান অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পতঙ্গগুলি মে মাসে কন্দাহার এবং আফগানিস্তানের অম্মাশ অঞ্চলে কুরম উপত্যকায় এবং দেরা-ইসমাইল-খাঁ অঞ্চলে আসিয়া দর্শন দেয়; তাহাদের আক্রমণ হইতে পঞ্জাব প্রদেশও রক্ষা পায় না। মে ও জুন মাসে বেলুচিস্তান ও ইরানে নিদারুণ গ্রীষ্ম ও জলাভাবের দরুণ পতঙ্গের বহু ঝাঁক ক্রমান্বয়ে পঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতানা অঞ্চলে আসিতে থাকে। এই সকল অঞ্চলে যদি তাহারা ডিম্ব প্রসব করে তাহা হইলে মে বা জুন মাসে মধ্য ভারত, বা বিহার ও বাংলা পতঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

জুন মাসের শেষে মৌসুমী বায়ু ভাঙিত হইয়া বহু পতঙ্গের ঝাঁক যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং রাজপুতানার দিকে উড়িয়া যায়। সঙ্গে

সঙ্গে বৃষ্টিপাতের ফলে তাহারা এই সকল অঞ্চলে অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। আগষ্ট বা সেপ্টেম্বরে বৃষ্টিপাত ভাল হইলে ইহার দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার ডিম্ব প্রসব করে। ইতি-মধ্যে প্রথমবারের ডিম্ব-প্রসূত পতঙ্গগুলি পূর্ণ-বয়স্ক হইয়া সেপ্টেম্বরে যে ডিম্ব প্রসব করে সেগুলি হইতে পতঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়া অক্টোবর ও নভেম্বরে দলে দলে উড়িয়া যায়। শীতকালে বৃষ্টি হইলে উপরোক্ত ব্যাপার-গুলির পর বৎসরে পুনরাবৃত্তি ঘটে। শীতকালে যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টি হয় সেই সকল অঞ্চলে উপস্থিত হইতে না পারিলে পতঙ্গ আক্রমণের নিয়মিত আবৃত্তি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। অথবা অনাবৃষ্টি হইলে পতঙ্গের আবৃত্তি না ঘটিতে পারে। মোট কথা বৃষ্টি ও উষ্ণতার উপরই পতঙ্গের জন্ম নির্ভর করে।

১৯৩৮ সালে ক্রসেলস নগরে যে আন্তর্জাতিক পতঙ্গ গবেষণা পরিষদের অধিবেশন হয় তাহাতে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পতঙ্গের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পতঙ্গের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা দরকার। জন্ম গ্রহণ করিলে পর তাহাদের বিনাশ করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্য প্রথমে আমাদেরকে জানিতে হইবে, পতঙ্গের জন্ম-কেন্দ্রগুলিকে। তাহার পর সেই কেন্দ্রগুলিতে যাইয়া বৃষ্টিপাত হইবার পূর্বে পাখাতীন পতঙ্গগুলির পাখা গজাইবার এবং ডিম্ব প্রসব করিবার পূর্বেই সেইগুলিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। ভারতে যে পতঙ্গদল আক্রমণ চালায় সেগুলি ইরান ও বেলুচিস্তান অঞ্চলের শীতকালীন বৃষ্টিপাতের অঞ্চলগুলিতে জন্মগ্রহণ করে ইহা যখন জানা গিয়াছে তখন বৈজ্ঞানিকগণ পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিক গুটাইয়া কার্যে নামিতে পারেন। ব্রিটিশ সরকার যে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ সমিতি গঠন করিয়াছেন এখনও ইরান সরকারের সহিত তাহার কার্যক্ষেত্রে সহযোগিতা না ঘটায় পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কার্যে যথেষ্ট বাধা হইতেছে। তাহা ছাড়া যে সকল মরু-অঞ্চলে পতঙ্গগুলির জন্মকেন্দ্র অবস্থিত, সে সকল স্থানে যান-বাহনের, বাসস্থানের এবং খাদ্যব্যয়ের অত্যন্ত হ্রবস্থা; স্থানগুলি জনবিরলও বটে। সরকারী পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ সমিতির কর্ম্য-সংখ্যাও অত্যন্ত কম। সরকারের সব কার্যের মতই এই কার্যটির পিছনেও আন্তরিক প্রচেষ্টার



অভাব। ফলে কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। নিয়ন্ত্রণ সমিতির লক্ষ্য দুইটি :—(১) জন্মকেন্দ্র ও সন্দেহজনক অঞ্চল-গুলিতে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। (২) ক্ষুদ্র পতঙ্গ দল দেখিলেই ধ্বংস করা।

কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-সমিতির কর্ম্মা সংখ্যা এত অল্প যে সতর্ক গ্রহণ সম্ভব হয় না। ফলে ছোটখাটো পতঙ্গ দল ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যাইতেছে। এই দল-গুলিকেই অদূর ভবিষ্যতের পতঙ্গ-বিভীষিকার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

সূর্য্যের বিকীরিত উত্তাপের উপর পৃথিবীর জলবায়ুকে নির্ভর করিতে হয়। তাই কলঙ্কের (Spot) দ্বারা সূর্য্য-গোলকের কোন অংশ যদি আবরিত হয়, তাহার ফলে বিকীরিত উত্তাপের বহু পরিমাণ ভারতম্য ঘটে। এই ভারতম্যের ফলে হয় :—

(১) হৃদ্যন্ত ঘৃণিবাত্যা। (২) সৌর-জগতে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিকরা জানিতে পারিয়াছেন যে সৌরকলঙ্ক আবর্তননীতি (Cyclic order) আনিয়া চলে। কিছুদিন ধরিয়া কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। তাহার পর সেগুলি আবার কমিতে আরম্ভ করে। এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে সৌরকলঙ্কগুলির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

সূর্য্যের কলঙ্কের উপর জগতের জলবায়ু নির্ভর করে এবং জলবায়ুর উপর পতঙ্গের জন্ম নির্ভর করে। সেজন্ত সৌরকলঙ্কের দ্বারা পতঙ্গ সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয় একথা বলা ভুল হইবে না। কলঙ্ক বৃদ্ধি হইলে পতঙ্গের জন্মসংখ্যার হার কমিয়া যায়, কারণ শৈত্য তাহাদের জন্মের স্বপক্ষে নহে। কলঙ্ক হ্রাস পাইবার কালে পতঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

১৯৩০ সাল হইতে দিল্লীর রাজকীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে লায়ালপুরে খান বাহাদুর আফজল হোসেন পতঙ্গ সম্বন্ধে যে-সকল মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন তাহার কয়েকটি এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল :—

(১) আক্রমণের পূর্বে পতঙ্গগুলি সিন্ধু, রাজপুতানা ও বেলুচিস্তানের মরু অঞ্চলে দলছাড়াভাবে থিমাইতে থাকে। (২) শীত-কালীন বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে বসন্তকালে এবং মৌসুমী অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে পতঙ্গেরা ডিম্ব প্রসব করে এবং ঋতু পরিবর্তনের সহিত ইহার বৃষ্টিপাতের বিভিন্ন অঞ্চলে উড়িয়া যায়। (৩) বৃষ্টিপাতের পর ইহাদের পাখা গজায়।

এই কয়টি তথ্যের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিলে শস্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব। বৃটিশ সরকারের মূলনীতি কোনদিনই প্রতিরোধ-ব্যবস্থার (Prevention) উপর গঠিত হয় নাই। রোগ, মহামারী, বা ছুঁড়ি দ্বারা আসিয়া আঘাত না করিলে তাহাদের টনক নড়ে না। বিভীষিকার কবলে পড়িলে তাহারা আরোগ্য-ব্যবস্থার জন্ত হাতড়াইতে থাকেন। ফলে আরোগ্য-ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়া কার্য্যকরী হইবার পূর্বেই বহু ক্ষতি হইয়া যায়। বার বার যা খাইয়াও তাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না। আজ ছুঁড়িদের কবলে বাংলাদেশ উচ্ছিন্নে যাইতে বসিয়াছে, আর এখন তাহারা মিলিটারী লরীর সাহায্যে শস্ত বিতরণ ও রেশনের বন্দোবস্ত করিতেছেন। অথচ এই সকল ব্যবস্থা যদি যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে করা হইত তাহা হইলে বাংলার আজ এই দুর্ভিক্ষ হইত না। আজ গ্রামকে গ্রাম মৃত্যুর করালে উজাড় হইয়া গিয়াছে, এমনকি শস্ত কাটিবার লোক পর্য্যন্ত নাই। আজও সরকার অর্ধ মনো-যোগের সহিত রেশন ব্যবস্থা করিতেছেন। বস্তা নিবারণ সম্বন্ধে এতগুলি ব্যচার পরেও চৈতন্য হয় নাই। পতঙ্গ নিবারণ সম্বন্ধেও একই অবস্থা। আজ ১২।১৪ বৎসর পতঙ্গদল ভারতে আক্রমণ চালায় নাই বলিয়া পতঙ্গ নিবারণ-কার্য্যও ক্রমেই থিমাইয়া পড়িতেছে। আবার আক্রমণ হইলে আবার হেঁচেক করিয়া আরোগ্যের চেষ্টা হইবে এবং তাহার পূর্বেই বহু শস্তক্ষেত্র উজাড় হইয়া যাইবে; ছুঁড়ি দেখা দিবে উত্তর ভারতে। সেই বিরাট পতঙ্গ বাহিনীর ছুঁড়ার স্রোতকে রুদ্ধ করা কোন আরোগ্য-ব্যবস্থারই সামর্থ্যে কুলাইবে না। তবুও জ্ঞানপাপী সরকার অর্ধ-নির্মীলিত নেত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। কালের কাল বিশেষ কিছুই হইতেছে না। উপরন্তু যুদ্ধ কালের মধ্যেই যদি পতঙ্গের আবর্তনের পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহা হইলে সারা ভারতের বৃকে ছুঁড়িদের আগুন জলিয়া উঠিবে। কারণ যুদ্ধ প্রচেষ্টা তো বন্ধ থাকিতে পারে না।

পতঙ্গের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যশস্ত্র রণাঙ্গনে চলিয়া যাইবে বৃটিশের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত বিশ্ব-স্বাধীনতায় ও ক্যাশিবাদ উচ্ছেদের দোহাই দিয়া। এককণা শস্তও ভারতবাসীর জন্ত থাকিবে না। দেশ মহাশ্মশানে আশ্রয় লিখিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবে। পতঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে ইতিমধ্যেই ভারতে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছে। অথচ পতঙ্গ-নিয়ন্ত্রণ সমিতির লোকবল ও অর্থবল নাই। এ বৎসর শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছে; সুতরাং শীত্রই হয়ত আমরা ভারতের পূর্ব সিংহদ্বারে জাপশত্রুর অপেক্ষা এক ভীষণতর পতঙ্গ-শত্রু বাহিনীর নিদারুণ বিমানবাহিনীর ও প্যারাসুটবাহিনীর আক্রমণের খবর পাইব পশ্চিমদ্বারে। তখন অক্ষম হইয়া মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পন্থা আমাদের জন্ত উন্মুক্ত থাকিবে না। পরাধীনতার চরম বিদ্রূপ আমাদেরকে সহ্য করিতে হইবে বিশ্ব-স্বাধীনতার সমরকালে।

১৯৪৩ সালে সোভিয়েট রুশিয়া হইতে ডাঃ ভ্যালেরি আইভানোভিচ্ ইউলিয়া-নিশচেভ্ (রুশ বৈজ্ঞানিক একাডেমির প্রতিনিধি এবং টিহরান পরিষদের সহ-সভাপতি) এবং ডাঃ আনাতোলি আলেক্সিয়েভিচ কপ্তিলেভ (লেনিনগ্রাদ কৃষিবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের) বলিয়া দুইজন পতঙ্গবিৎ ভারতে আসিয়া পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। সোভিয়েট রুশিয়ায় কি ভাবে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা হয় সে সম্বন্ধে তাহারা বক্তৃতা দিয়াছেন। সোভিয়েট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে সোভিয়েট সরকারের সহায় সাহায্যের কল্যাণে। পতঙ্গের জন্মকেন্দ্রগুলিতে বিমানের সাহায্যে সোডিয়াম আরসেনাইট ও পোট্যা-সিয়াম ফ্লুরোরাইট গ্যাস ছড়াইয়া (Spraying) পতঙ্গের বংশ লোপ করা হয়। তাহা ছাড়া Oophagous trichogramminæ নামে পতঙ্গখাদক কীটের চাষ করিয়া পতঙ্গ বংশ ধ্বংস করা হয়। সমগ্র সোভিয়েটে অসংখ্য কর্ম্মা বর্তমানে শত শত গবেষণাগারে পতঙ্গ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। গবেষণালব্ধ তথ্যগুলির বাস্তব প্রয়োগের জন্ত সোভিয়েট সরকার অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। ভারতে এই জাতীয় গবেষণাগার মাত্র চারটি (লায়ালপুর, পুণা, নাগপুর ও ইন্দোর)। বাস্তবক্ষেত্রে যা কার্য্য হয় তাহা এখনও অতি সামান্য।

## সাবান প্রস্তুতের

কোম :—

বড়বাজার :—১৩৯৭ অক্ষি

” :—১৫৯২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—“চীমানাচী”

সাবানীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা



## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরোপকরণ  
নির্মাণ বোর্ডের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে  
যে, কলিকাতা হইতে পাট ক্রয়ের সমস্ত ব্যবস্থা  
পাকাপাকি স্থির হইয়া গিয়াছে। চিনির বস্তা  
তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হইবার জন্য ঐ সকল পাট  
আবার পোটোরিকোর বিক্রয় করা হইবে।  
প্রয়োজনীয় সরবরাহের শতকরা ৫০ ভাগ এখন  
কিনিয়া লগুয়া হইবে এবং পরে যে কিছা ছুন  
মাসে পরবর্তী বৎসরের জন্য কত পাটের প্রয়োজন  
হইবে তাহা বুঝিয়া বাকী অংশ ক্রয় করা হইবে।  
বস্তার জন্য পাট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র  
ও ল্যাটিন আমেরিকায় কৃত্রিম পাট উৎপাদনের  
চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায়  
উৎপাদন একান্ত অকিঞ্চিৎকর।

### ১৯৪৩ সালের ছাপযুক্ত কাপড় ও সূতার গাঁইট

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ  
বিভাগ হইতে প্রকাশিত এক ঘোষণায় বলা  
হইয়াছে যে, যে সমস্ত কাপড় ও সূতার গাঁইটে  
১৯৪৩ সালের নম্বর ছাপ আছে, টেক্সটাইল  
কমিশনার উক্ত গাঁইটগুলি খোলার তারিখের  
নৈসর্গিক ১৯৪৪ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত  
বাড়াইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

### বিশ্ববিজ্ঞানসম্মেলনের কাগজ-সঙ্কট

আগামী আর্থিক বৎসরে অধিকতর পরিমাণে  
কাগজ পাইবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিজ্ঞানসম্মেলনের  
পক্ষ হইতে বে চেষ্টা করা হইতেছিল, প্রকাশ উহা  
ব্যর্থ হইয়াছে। যুদ্ধপূর্বকালের তুলনায় শতকরা  
৩০ ভাগ কাগজ যে মিল সরবরাহ করিয়া থাকে,  
সেই মিল বর্জিত হারে কাগজ সরবরাহের অসুযোগ  
অগ্রাহ্য করিয়াছে। আগামী বর্ষে ৪৮ টনের  
পরিবর্তে বিশ্ববিজ্ঞানসম্মেলনের পক্ষ হইতে ১০০ টন  
কাগজ চাওয়া হইয়াছিল।

### আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতসরকারের প্রতিনিধি

সম্প্রতি এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে  
যে, ১৯৪৪ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখ  
ফিনাডেলফিয়ার যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন  
হইবে তাহাতে ভারত গভর্নমেন্ট নিম্নলিখিত  
ব্যক্তিবর্গকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন :—

গভর্নমেন্ট পক্ষীয়—লণ্ডনস্থ ভারতের হাই-  
কমিশনার ডার ভায়ুয়েল রজনাক্ষর—অধিনায়ক,  
শ্রম বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ সি প্রায়র—  
প্রতিনিধি, হাই-কমিশনারের দপ্তরের অনৈক সদস্য,  
গভর্নমেন্ট পক্ষীয় প্রতিনিধিগণের উপদেষ্টা এবং  
ভারতের প্রতিনিধিদলের সেক্রেটারী। মালিক

পক্ষের—মিঃ জে সি মাহিন্দ্র—প্রতি-  
নিধি, মিঃ ডি জে মুলহারকার—উপদেষ্টা।  
শ্রমিক পক্ষীয়—মিঃ যমুনালাল মেটা—প্রতিনিধি,  
মিঃ আকতার আলী—উপদেষ্টা, মিঃ আর ডোল  
—উপদেষ্টা।

### খারাপ চাউল সরবরাহের অভিযোগের জবাবে উড়িষ্যা সরকার

উড়িষ্যা সরকার সম্প্রতি এক ইত্তাহার প্রকাশ  
করিয়া জানাইয়াছেন যে, উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলার  
খারাপ চাউল সরবরাহ করা হইয়াছে বলিয়া  
সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বাঙ্গলা সর-  
কারের পক্ষ হইতে যে অভিযোগ করা হইয়াছে,  
উড়িষ্যা সরকার উহার কোন সমস্ত কারণ খুঁজিয়া  
পান নাই। বাঙ্গলা সরকার মৌখিক অভিযোগ  
করিয়াছেন বটে, তবে চাউলের নমুনা সহ কখনও  
কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেন নাই। উক্ত  
ব্যবহার আরও বলা হইয়াছে যে, চাউল প্রেরণের

পূর্বে বাঙ্গলা সরকারের কর্মচারীরা উহা ভাল কি-  
মন্দ তাহা পরীক্ষা করিয়া দিয়া থাকেন।

### ভারতে গম আমদানী

গত ১৬ই মার্চ তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে-  
সেই সপ্তাহে ২৭ হাজার টনেরও বেশী গম ভারতে-  
আসিয়া পৌছিয়াছে।

### নৌকাযোগে ঘাটতি জেলাসমূহে চাউল প্রেরণ

প্রকাশ, বাঙ্গলার ঘাটতি জেলাসমূহে প্রতিদিন  
কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে প্রচুর পরিমাণে  
চাউল প্রেরণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমান  
সময়ে প্রায় ৫০০ নৌকা কলিকাতা ও ঢাকার  
মধ্যে যাতায়াত করিতেছে। বর্তমানে পাঁচটি  
পথে এই সকল নৌকা চলাচল করিতেছে, শীঘ্রই  
পথের সংখ্যা ১০টি করা হইবে। তখন প্রত্যহ-  
চারি হাজার টনের অধিক চাউল প্রেরণ করা  
সম্ভব হইবে। নৌকাযোগে এক পক্ষের মধ্যে

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভ্রমিত করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

## ‘যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা’

এস্থলে আমরা চিরন্তন জীবন-যুদ্ধেরই কথা বলিতেছি। এই অধঃ জীবন-যুদ্ধ  
একাধারে ব্যক্তিগত এবং বংশগত ব্যাপার। আর্থিক সচ্ছলতাই এই  
বংশাধিকৃত জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং

নিম্নোক্ত—

চেয়ারম্যান—

কর্মবীর আলামোহন দাশ

হেড অফিস :—৩০নং ফ্র্যাংক রোড :: কলিকাতা।

ফোন—কলিঃ ৭৫৭

চাকার প্রায় দুই লক্ষ মণ খাদ্যশস্য প্রেরিত হইয়াছে।

### বিহার সরকারের বাজেট

সম্প্রতি বিহার সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট সম্পর্কে প্রকাশিত এক আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটে ২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা উৎস হইবে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে ৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটে ৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইবে এবং সংশোধিত হিসাবে ১১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ও ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটে ৭ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। সংশোধিত হিসাবে আবগারী খাতে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা এবং বাজেটে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা আয় ধরা হইয়াছে।

### আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতা দাবী

সম্প্রতি আমেরিকার এলোগিয়েটেড প্রেসের একজিবিউটিভ ডিরেক্টর মিঃ সেন্ট কুপার একটি প্রবন্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সংবাদ বিনিময়ের আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা ভবিষ্যৎ শান্তি ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। যুদ্ধোত্তরকালে বিদেশী সাংবাদিকগণ যাহাঁতে সমস্ত জাতির সমস্ত সংবাদ অবাধে এবং সরাসরিভাবে পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

### উড়িষ্যা উদ্ধৃত্ত প্রদেশ

উড়িষ্যা উদ্ধৃত্ত প্রদেশ নহে বলিয়া যাহারা মত প্রকাশ করিয়া তাহার জবাবে সম্প্রতি উড়িষ্যা সরকার একটি প্রেস নোট প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, এই প্রদেশ হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ চাউল রপ্তানী হয়, সেই হিসাবের দিক হইতে ধরিলে নিশ্চয়ই বলা যায় যে, উড়িষ্যা উদ্ধৃত্ত প্রদেশ। যুদ্ধের পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থায় এই প্রদেশ হইতে বার্ষিক ৪২ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী হইত। দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় ইহার অর্ধেকের বেশী চাউল লওয়া হইত না। কাজেই এই প্রদেশে বৎসরে ২১ হইতে ২৮ লক্ষ মণ চাউল উদ্ধৃত্ত হইত। উড়িষ্যার ৫০ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৭৮ একর জমিতে চাউলের চাষ হয়। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ আরও এক লক্ষ মণ বেশী হইয়াছে। সাধারণতঃ এক একর জমিতে ৮ মণ চাউল হয়, কাজেই স্বাভাবিক উৎপাদনের মোট পরিমাণ ৪ কোটি ৩ লক্ষ মণ হইবে। এই প্রদেশের অধিবাসীদের স্বাভাবিক অবস্থায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে বীজধানের জন্য চাউলের হিসাবে ৫০ লক্ষ মণ ধরিলে রাখিলেও অল্পমান ৩ লক্ষ ৩০ হাজার মণ চাউল এই প্রদেশের লোকের জন্য থাকে।

### বাঙ্গলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে মিঃ আর্থার যুর

সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় টেটসম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মিঃ আর্থার যুর বলেন

যে, বাঙ্গলার সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের জন্য বাঙ্গলার ভূমি ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী। অল্প কথায় খাদ্য-সম্পদ হইল ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা। ১৫০ বৎসর পূর্বে যে তথাকথিত স্থায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থার সহিত তাহা কোন-ক্রমেই খাপ খায় না। যাহা কিছু এই ব্যবস্থার ফল স্বরূপ তাহার সব কিছুই নির্মম হস্তে সংস্কার করিতে হইবে। শস্তোৎপাদন, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদনের পরতা এবং পালাক্রমে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য এলাকাগত পরিকল্পনা প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

### বাঙ্গলা সরকারের পুনর্গঠন পরিকল্পনা

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডাইরেক্টর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্তভাবে রচিত হয় নাই; তবে শীঘ্রই এসম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হইবে।

### ডি এইচ রেলপথে ভাড়া বৃদ্ধি

সম্প্রতি ডি এইচ রেলওয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে সকল শ্রেণীর যাত্রীদের লোক্যাল ও থু বুকিং এর ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে। ১ কোটি বা উহার কমের যে সকল ভাড়া আছে তাহাও উক্ত হারে বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে বর্ধিত

ভাড়া হইতে রেহাই প্রাপ্ত সামরিক যাত্রীগণ, রিকুইজিশন কর্ণের বলে ভ্রমণকারী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ, মাসিক টিকিটধারীগণ ও মেইন লাইনের দার্কজিঙ্ক-কার্শিয়াং শাখার যাত্রী ট্রেনের ভ্রমণকারীদেরকে প্রভাবিত ব্যবস্থা হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

### যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যনীতি ও মুদ্রার ব্যবস্থা

#### সম্পর্কে মিঃ কডেল হাল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ কডেল হাল সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে অযথা বাধা নিবেদন তুলিয়া দিতে হইবে। যাহা অপরের পক্ষে কঠিন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থী সেই সমস্ত ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে হইবে।

#### আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা

তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বাহাতে একটি নির্দিষ্ট হারে বিনিময় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে এক দেশের প্রস্তুত পণ্য সম্ভার, যে সকল দেশে তাহার প্রয়োজন আছে, সেই সকল দেশের বাজারে বিক্রয় করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, পৃথিবীর কাঁচামালসমূহ কাজে লাগাইবার জন্য এবং আর্থিক ব্যবস্থার

## “...মাহা পাই তাহা চাই না”

এ-পৃথিবীতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রায় কল্পনীয়-মুপের মতোই বলা চলে। আপনার গন্ধে পাগল হয়ে বনে বনে না হলেও, এই পৃথিবীর দেশ থেকে দেশান্তরে, এই মহানগরীর রাজপথে আমরা ঘুরে বেড়াই না কি? কেন ঘুরি, কিসের জন্যে? কি আমাদের উদ্দেশ্য? কি আমাদের লক্ষ্য? প্রশ্ন করলে আমরা অনেকেই তার উত্তর দিতে পারব না। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর, ছুটো-ছুটি ছড়োছড়ির পর, মারামারি, ঝগড়া-বন্দ, বাক-বিতণ্ডার পর, গলদঘর্ষণ হয়ে আমরা যখন আমাদের নির্জন ঘরের কোণে ফিরে আসি, তখন প্রতিদিন না হলেও, একটি দিনও কি এ-প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে না যে, কিসের জন্যে এত ব্যস্ততা, এত চঞ্চলতা, এত দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য দৌড়াদৌড়ি? নিশ্চয়ই জাগে। কর্মরত দেহ অবসন্ন হয়ে শয্যায় এলিয়ে পড়লেও মন তখন বাহিরের জগৎ পরি-ভ্রমণ করে বেড়ায় এবং ঠিক তখনই তো আমাদের বার বার মনে হয় যে, জীবনে যা চাইলাম তা জুল করে চাইলাম, আর যা পেলাম তা কোন দিন চাইনি।

জীবনের মূল রয়েছে এই অসন্তোষ, এই অপূর্ণতা, এই অভূষিত উদ্বেগ। জীবনের দুর্গম

পথে মানুষের নির্ভীক অভিযানের অক্ষুরক্ত প্রেরণা—এই উদ্বেগ, এই ব্যাকুলতা। যে পরিতৃপ্ত, জীবনে তার প্রপতির ধারণ বদ্ধ। দৈহিক মৃত্যু না হলেও তার মানসিক মৃত্যু অনিশ্চিত।

এই মানসিক অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে কোথায়? জীবনের এই উদ্বেগ, এই কর্মব্যস্ততা, এই গতিশীলতা অটুট রাখতে হ'লে সবার আগে দেহবস্ত্রটিকে পটু রাখতে হবে। কারণ দেহের সঙ্গে মনের নিবিড় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। অথচ এ কথাটি ভুলে গিয়ে অসাবধানতা ও অবহেলার জন্তে আমরা অসময়েই এই দেহ-বস্ত্রটিকে বিকল করে ফেলি। অকর্ষণ্য, দুর্বল দেহের সুযোগ নিয়ে, কুখ্যামান্য, অস্নোদ্ধার, অজীর্ণতা প্রভৃতি নানারকম উপলব্ধি থেকে ব্যাধি যখন ক্রমেই ছুরারোগ্য হয়ে ওঠে তখন আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে কপাল চাপড়ে বলি, ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবে কে?

কিন্তু কপালে করাঘাত করার আগে যদি একটু সাবধান হই, যদি একটু সচেতন হই, যদি নিজেকে একটু ভালবাসতে শিখি তাহলেই তথাকথিত ভাগ্যের লিখনকে আমরাই খণ্ডাতে পারি। “বাই-ডায়টেক্স” এ-কাজে বিশেষ সাহায্য করবে।

স্বাধীন বিধানের জন্ত ভারসমত সর্বো ধনী দেশ হইতে দরিদ্র দেশে অর্থ জোগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

### ইউরোপে ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীর সংখ্যা

প্রকাশ, বর্তমানে ইউরোপে ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীর মোট সংখ্যা বর্তমানে ১১,৫০০; তন্মধ্যে ১,২৫০ জন ইতালীতে আছেন। তাহাদিগকে খুব সম্ভব জাখানীতে স্থানান্তরিত করা হইবে।

### হুঃহুদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

বঙ্গীয় মুক্তিযোদ্ধার বিশেষ সাব কমিটি হুঃহুদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তৎসম্পর্কে বর্তমানে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ মিঃ টি এন মুখার্জির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাজস্ব বিভাগ এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার চেষ্টা করিবে। এই কাজের জন্ত একজন ডাইরেক্টর নিযুক্ত করা হইবে। ডাইরেক্টরকে সাহায্য করিবার জন্ত কলিকাতায় একজন রিলিফ অর্গানাইজেশন অফিসে থাকিবেন। প্রকাশ, সমগ্র এলাকাকে বিভিন্ন সার্কেলে বিভক্ত করা হইবে। হুঃহু নরনারী ও শিশুদের জন্ত বাসস্থান নির্মাণ করা হইবে। হাসপাতাল, ডিসপেনসারী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে।

### বেঙ্গল-আসাম রেলপথের উপর মার্কিন অধিকার

বেঙ্গল-আসাম রেলপথের কতকাংশের পরিচালন ভার আমেরিকানদের হাতে দেওয়া হইয়াছে এই সংবাদে জনচিতে সন্দেহের উৎসেগ হইয়াছিল যে, আমেরিকানরা যে সকল বিমান বাী নিৰ্মাণ করিয়াছে বোধ হয় যুদ্ধের পরও সেগুলির উপর তাহাদের অধিকার থাকিবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ডাক ও বিমান দপ্তরের সেক্রেটারী স্যার শুকনাথ বিউর বলিয়াছেন যে, আমেরিকানরা এরূপ কোন অধিকার দাবী করে নাই বা তাহাদিগকে এরূপ কোন অধিকার দেওয়াও হয় নাই।

### বাংলাদেশে গুড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা

সম্প্রতি বাংলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ দপ্তর হইতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, গভর্ণমেন্ট কতকগুলি ব্যবসাদারের মারফৎ বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ গুড় আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা ও জেলা-সমূহে ঐ গুড় খুচরা বিক্রয়ের জন্ত একটি পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে রচিত হইয়াছে। কলিকাতার রেশনের বেসরকারী দোকান ও অজ্ঞাত কতকগুলি নির্দোষ দোকানের মারফৎ মাথাপিছু মাসিক আধসের হিসাবে গুড় সাড়ে চারি আনা সের বা আধ সের নয় পয়সা দরে বিক্রয় করা হইবে। ইহাতে অবশ্য মাথাপিছু বরাদ্দ চিনির কোন ব্যতিক্রম হইবে না। মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে গুড় পাঠাইবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

### সপ্তাহে দুই দিন মাংস বিক্রয় বন্ধের ব্যবস্থা

প্রকাশ, বাংলার পবাদি পশু রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও অজ্ঞাত মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সপ্তাহে দুই দিন মাংস বিক্রয় করা চলিবে না। ঐ দুই দিন সমস্ত কসাইখানা বন্ধ থাকিবে। সামরিক অথবা অসামরিকবিধির জন্ত যে সমস্ত রেস্টোরাঁ'র খাত সরবরাহ করা হয় তাহাদিগকে এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ভারতরক্ষা বিধান অধুনা একটি আদেশ জারী করা হইবে।

### বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বহু নুতন বিল

প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান অধিবেশন আগামী মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলিতে পারে। বাজেট বরাদ্দ গৃহীত হইবার পর যে সকল সরকারী বিল সম্পর্কে আলোচনা হইবে তন্মধ্যে বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিল, হুঃহু অপসারণ বিল, বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

### প্রচার-শিল্পীর মৃত্যু

গত ২৬শে মার্চ বিখ্যাত প্রচার-শিল্পী এবং ক্যালকাটা এডভারটাইজিং এজেন্সীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

### ইনফ্লেশনের ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের সুবিধা

ভারতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কোন কোন অঞ্চলের ব্যবসা ও শিল্প-বাণিজ্যের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে সে সম্পর্কে বিলাতের "ম্যাক্লেট্রান" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের জন্ত বিলাত হইতে ভারতে রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় এবং অপর দিকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দেশ রক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট ভারত গভর্ণমেন্টের সমুদয় ঋণ পরিশোধ হইয়া এখন ভারত গভর্ণমেন্টের উত্তম অর্থই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট জমা হইতেছে। ব্রিটিশ মালিকের নিকট হইতে ইতিমধ্যেই কোনও কোনও ভারতীয় ব্যবসায়ের স্বত্ব ঐ উত্তম অর্থ হইতে ভারতীয় মালিকেরা কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় চা ও রবারের ব্যবসায়ের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা বাইতে পারে। চা ও রবার উৎপাদনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সম্ভ্রুতি ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কিনিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশাতিরিক্ত উচ্চ মূল্য পাইয়া ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরাও সেগুলি বিক্রয় করিয়া দিতেছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রবার ক্ষেত্রগুলি সম্ভ্রুতি ব্রিটিশ মালিকেরা বিক্রয় করিয়াছেন। ইনফ্লেশনের ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাহাদের অর্থকে কোন স্থায়ী মূলধন

## শিলং ব্যাঙ্কিং —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
কোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্ত জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

### আনন্দ সংবাদ

বিশেষ আনন্দের সহিত আমরা জানাইতেছি কলিকাতার ৭, লাভলক স্ট্রের  
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই সি এস, (অবসরপ্রাপ্ত)  
আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডে যোগ দিয়াছেন।

## বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস :

৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—ডি. ডি. রায়

এসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—এস. কে. আচার্য্য চৌধুরী

সেক্রেটারী—এম. এন. সেনগুপ্ত, বি এস-সি, বি এ, এ সি আই আই।

হিসাবে খাটাইতে চাহিতেছেন, তা ও রবার ক্ষেত্রে তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। যুদ্ধের জন্ত বিলাতী কোম্পানীসমূহের টাকা ও অজ্ঞাত খরচ খুব বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষেও এখন উচ্চ মূল্যে সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলাই সুবিধাজনক।

### ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরিত খাদ্যশস্ত্রের পরিমাণ

গত ১৬ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ হইতে বিভিন্ন ঘাটতি এলাকাতে মোট ৫৬ হাজার ৫ শত টন খাদ্যশস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বোম্বাইয়ে ২৫ হাজার ৫ শত টন এবং ত্রিবাঙ্গুর ও কোচিন রাজ্যে ১০ হাজার ০ শত টন পাঠান হইয়াছে।

### খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে বাঙ্গলা সরকারের অক্ষমতা

গত সপ্তাহে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কৃষি বাজেটের আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ হইতে বাঙ্গলায় অধিক খাদ্যশস্ত্র উৎপাদনে সরকারের অক্ষমতা এবং ঐ উদ্দেশ্যে ব্যাপক কোন পরিকল্পনার অভাবের দরুণ মন্ত্রিসভার কার্য ও নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়।

#### বীজধান সম্পর্কে অভিযোগ

শ্রীযুক্ত জে সি গুপ্ত (কংগ্রেস) এক হাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, গভর্ণমেন্ট কৃষকদিগকে যে অত্যন্ত পরিমাণ বীজধান বন্টন করিয়াছিলেন তাহাও যথাসময়ে করেন নাই এবং বীজগুলিও নিষ্কষ্ট ধরণের।

#### পাট-চাষীদের সর্বনাশ

মৌলবী আব্দুল ওয়াহেব বোকাইনগরী এক হাটাই প্রস্তাবের সাহায্যে এই অভিযোগ করেন যে, এই মন্ত্রিসভা ইউরোপীয়দের সঙ্কট রাখিবার জন্ত বাঙ্গলার চাষীদের সর্বনাশসাধন করিয়া ভারত গভর্ণমেন্টকে মধ্যস্থ রাখিয়া পাটের মূল্য বাহা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা অনেক কম হারে (প্রতিমাণ ১৭, কলিকাতার দর) বাধিয়া দিয়াছেন।

#### ভূমিহীন কৃষকের অবস্থা

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এক হাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, গত দুইভিকে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকেরাই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বাহারা এখনও জীবিত আছে তাহাদের জন্ত চাষের জমির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

#### শণ গাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত

সম্প্রতি কলিকাতায় ভারতীয় শণ ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি মিঃ মীর্জা আব্বাছ বলেন যে, শণগাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। তৎক্ষণ বর্তমানে চেষ্টা করা উচিত।

#### বঙ্গ-সমস্তা সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতা

সম্প্রতি কলিকাতা মারোয়াড়ী সমিতির বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার বলেন, বাঙ্গলাদেশে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ

চলিতেছে; কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের বিলম্বের ফলে লক্ষ লক্ষ গজ কাপড় বিক্রয়ের জন্ত বাজারে ছাড়া সম্ভব হইতেছে না। কাপড়ের ছাপ মারার কাজ বাহাতে দ্রুত শেষ হয় তৎক্ষণ তিনি গভর্ণমেন্টকে অহরোধ করেন। ভারতের যুদ্ধোত্তর সংগঠন সম্পর্কে তিনি বিশিষ্ট শিল্পপতিগণ কর্তৃক প্রকাশিত বোম্বাই পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া বলেন, যুদ্ধোত্তর ভারতে দ্রুত শিল্প সংগঠন করাই প্রধান কাজ।

#### বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী অধ্যাপক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ফরাসী অধ্যাপক গ্রহণ সম্পর্কে কথাবার্তা চলিতেছে।

#### জয়পুরে হাইড্রো-ইলেকট্রিক পরিকল্পনা

প্রকাশ, জয়পুর এষ্টেটে মচকান্দ অলপ্রপাভ হইতে হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ারের উন্নতিকল্পে যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট তাহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে ৭ কোটি টাকার মত খরচ হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পারিলে শিল্পোন্নতির দিক দিয়া উত্তর অন্ধ্রের জেলাসমূহের বিশেষ সুবিধা হইবে।

#### কলিকাতায় কয়লা সঙ্কট

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় খাদ্য সচিব মিঃ সুরাবর্দী বাঙ্গলার কয়লা সঙ্কট সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেন। তিনি স্বীকার করেন যে, বাঙ্গলার সর্বত্র কয়লার ভীষণ অভাব হইয়াছে; তবে এই অবস্থার জন্ত বাঙ্গলা সরকার দায়ী নহেন। সারা বাঙ্গলার বিশেষ করিয়া কলিকাতায় যে পরিমাণ

কয়লা সরবরাহ করার কথা তাহা মোটেই দেওয়া হইতেছে না। তৎক্ষণ বাঙ্গলা সরকার মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চল হইতে কলিকাতার জন্ত আলানী কাঠ আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, কয়লা বন্টনের সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেই বর্তমান কয়লা সঙ্কটের জন্তও প্রধানতঃ তাঁহারাই দায়ী। ১৯৪৩ সালের প্রত্যেক মাসে এপ্রদেশকে ৩,৬০০ গাড়ী কয়লা দেওয়া হইবে বলিয়া কথা হইয়াছিল। কিন্তু গত নবেম্বর মাসে হঠাৎ উক্ত ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া বাঙ্গলার বরাদ্দ কমাইয়া ২,০০০ গাড়ী করা হয়। বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়, ফলে কয়লা কন্ট্রোলার দয়া করিয়া আরও ১০০ গাড়ী কয়লার ব্যবস্থা করেন। বর্তমান মাসে কয়লার বরাদ্দ আরও কমাইয়া ১,৯৪২ গাড়ী করা হইয়াছে তন্মধ্যে মাত্র ৯০০ গাড়ী কলিকাতার জন্ত।

#### কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার উপর মিঃ সুরাবর্দীর আস্থাহীনতা

কয়লা-কন্ট্রোলার কলিকাতায় প্রত্যাহ ২৫ গাড়ী করিয়া কয়লা পাঠাইবেন বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন মিঃ সুরাবর্দী তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, দৈনিক ২৫ গাড়ী কয়লা পাঠাইলে মাসে ৭৫০ গাড়ী কয়লা পাওয়ার কথা; কিন্তু যেখানে মাসিক ১,৯০০ গাড়ী দিবার কথা; সেখানেই জাহ্নমারীতে মাত্র ৬১১ গাড়ী, ফেব্রুয়ারীতে ৫২৮ এবং বর্তমান মাসের ২৬শে পর্যন্ত মাত্র ৪৭৯ গাড়ী পাওয়া গিয়াছে। কাজেই কয়লার অভাব স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়াছে।

## আর্থিক জগৎ বার্ষিক সংখ্যা

### বিজ্ঞাপন

যুদ্ধের জয় কাগজ ছাপা ও ছর্ম্মূল্য হওয়ায় আর্থিক জগতের বার্ষিক সংখ্যায় যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞাপনের স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভবপর হইবে না। এই জয় বিজ্ঞাপনদাতাগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা যেন বার্ষিক সংখ্যার বিজ্ঞাপন যথা-সম্ভব সত্তর প্রেরণ করেন। বিলম্বে প্রাপ্ত বিজ্ঞাপন ছাপা সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম।

১২২, ব হ বা জা র স্ট্রীট,

কলিকাতা।

ফোন বি. বি. ৬৩৮২

### এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সম্মেলন

খাত্তোৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের সাহায্যকল্পে বাঙ্গালার সেচ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি বিধান ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সম্মতি বাঙ্গলা সরকারের দপ্তরখানায় প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এক্সিকিউটিভ এবং সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

### বিহারের তুলা ফসল

চলতি বৎসরে বিহারের তুলা চাষ সম্পর্কে যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে বিহারে মোট ৪০,১৭২ একর জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছে। পূর্ব বৎসর উক্ত চাষের পরিমাণ ছিল ৪৭৯৪ একর এবার মোট ৮৬০৭ গাইট তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। গত বৎসর মোট ৭,৮৮৭ গাইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল।

### অষ্ট্রেলিয়ান হাই-কমিশনারের আগমন

অষ্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার প্রার আরভিন ম্যাককে গত সপ্তাহে দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

### সুগার কন্ট্রোলার পদে মিঃ এস এম ধর

প্রকাশ, বিহার গভর্নমেন্টের কেন কন্ট্রোলার মিঃ এস এম ধরকে মিঃ এন সি মের্টার স্থলে ভারতের সুগার কন্ট্রোলার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

### মাদ্রাজ বাজেট

১৯৪৪-৪৫ সালের মাদ্রাজ সরকারের বাজেটে ৭৭,০০০ টাকা উন্নত হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবার রাজস্ব বিহাবে ৩০ কোটি ২০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা আদায় হইবে এবং ব্যয় হইবে ৩০ কোটি ১৯ লক্ষ ৯৭,০০০ টাকা।

### যুক্ত প্রদেশের উন্নত বাজেট

১৯৪৪-৪৫ সালে যুক্ত প্রদেশের বাজেটে ৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা উন্নত হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে আয় হইবে ২৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ২০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা।

### সীমান্ত প্রদেশের বাট্টি বাজেট

১৯৪৪-৪৫ সালে সীমান্ত প্রদেশের বাজেটে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বাট্টি হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজস্ব হিসাবে আয় হইবে ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইবে ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা।

### বিহার সরকারের উন্নত বাজেট

১৯৪৪-৪৫ সালে বিহার সরকারের বাজেটে ২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা উন্নত হইবে। রাজস্ব আয় হইবে ৯ কোটি ৩৮ লক্ষ এবং ৭ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

### বাঙ্গলার জুয়া আসামের চাউল

সম্প্রতি আসামের প্রধান বস্ত্রী ভার সাহুলা আসাম ব্যবস্থাপক পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রকাশ

করিয়াছেন যে, আসামে চাউল উন্নত হইবে। আসাম হইতে বর্তমান বৎসরে বাঙ্গলা দেশে ২২ হাজার টন চাউল প্রেরণ করা হইবে।

### কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ

বর্তমান বৎসরের এই তিন মাসে কলিকাতায় বসন্ত রোগে মোট ২,৪২৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে মার্চ মাসের ২৫শে তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে এক মাত্র সেই সপ্তাহেই ৩৭২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

### ভারতের বর্দ্ধিত জনসংখ্যা

সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া বেতার কেন্দ্র হইতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ পি কে ওয়াটেল বলেন যে, ১৮৫৭ সালে ভারতের যে লোকসংখ্যা ছিল ১৯৪৩ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়াছে। মিঃ ওয়াটেল যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার বজায় থাকিলে ২০০০ খৃষ্টাব্দে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭০ কোটিতে দাঁড়াইবে।

### ইরাণ হইতে রূপা আমদানী

প্রকাশ, ইরাণ ভাষনাল ব্যাঙ্কের মারকৎ ভারতবর্ষে ৫০০ টন রূপা আমদানী করা হইতেছে।

### যুক্তোত্তর ব্রিটিশ বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ

ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান লর্ড ম্যাকগোয়ান সম্প্রতি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিমান হইতে আর্ম্যান শিল্পক্ষেত্রের উপর যতই বোমাবর্ষণ করা হউক এবং পরে আপানের উপর যতই বোমাবর্ষণ করা হউক আর্ম্যান ও আপানী-শিল্পের খুব গুরুতর ক্ষতি হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। যুদ্ধের পর আপান বা আর্ম্যানী হইতে মাল-রপ্তানীর পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্বকালের তুলনায় খুব যে কমিয়া যাইবে তাহা মনে করিবারও কোন কারণ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না; তবে এখন হইতেই যদি কঠোরভাবে উক্ত দেশ দুইটির বহির্-কর্ষণীয় নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করিয়া রাখা যায় তবে স্বতন্ত্র কথা। মিঃ ম্যাকগোয়ান মনে করেন, যুদ্ধের পর ব্রিটেনের বহির্কর্ষণীয়ের ভবিষ্যৎ আশাশ্রয়। আমদানীকৃত দ্রব্যসমূহের মূল্য পরিশোধ করিবার জন্যই ব্রিটেন হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা কর্তব্য। তবে যুক্তোত্তর ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থেই আর্ম্যান ও আপানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হইবে।

= শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান =

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০      হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

শাখা :—বায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর, নাগপুর ( দি. পি )

প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বস্তু,  
জেনারেল ম্যানেজার।

## ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

প্রধান শাখা :—৯৭ নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

ফোন কলি : ৪১৭৩

শাখা অফিস

কলিকাতা—

বালীগঞ্জ, শ্রামবাজার, ইটালী।

বাংলার অন্যান্য—

হাওড়া, চট্টগ্রাম, কেশী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী ও নবাবপুর ( ঢাকা )।

বিহার—পাটনা, আত্রা, পূর্ণিয়া, রাঁচী।

লভ্যাংশ শতকরা ৭৥০

দেওয়া হইয়াছে

যাবতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় করা হয়।

এজেন্সী :—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

## অচিহ্নিত বস্ত্রের বিক্রয়-মূল্য

যে সকল অচিহ্নিত বস্ত্র ও হুতার মূল্য প্রাদেশিক টেক্সটাইল বিভাগ হইতে এক্ষণে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাইকারী বিক্রেতাগণ কিভাবে বিক্রয় করিতে পারিবেন, বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে বেঙ্গল জাশস্তাল চেম্বার অব কমার্শের নিকট লিখিত একটি পত্রে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা

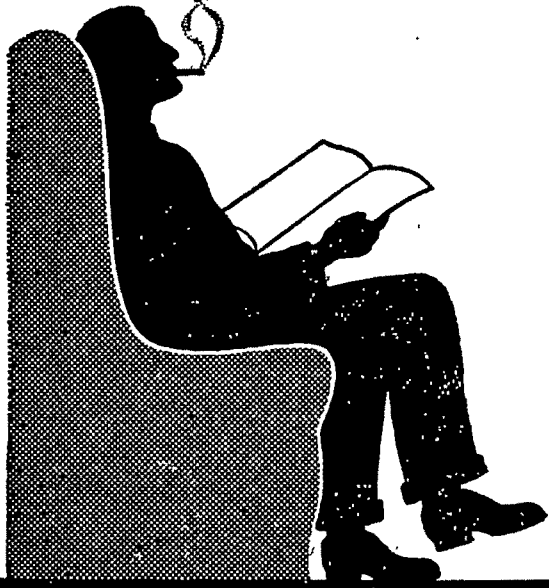
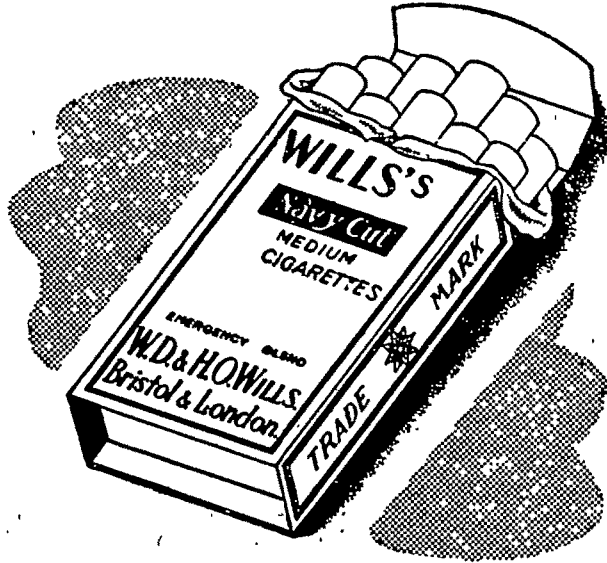
হইয়াছে। উক্ত পত্রে বলা হইয়াছে এই সকল বস্ত্র ও হুতার যে মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য এবং মিলের দর হইতে শতকরা ১০৬ বৈধী। খুচরা বিক্রেতাগণ বাহাতে এই সকল জিনিষে শতকরা ১০৬ টাকা লাভ পায়, টেক্সটাইল কমিশনার সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাজেই কোন পাইকারী বিক্রেতা মিলের দর অপেক্ষা বেশী দরে উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

## ট্রেনের সংখ্যা হ্রাস

বেঙ্গল-আসাম রেলপথের লাকসার্ম-নোয়াখালী শাখা লাইন দিয়া তিন থানি 'আপ' ও তিন থানি 'ডাউন' ট্রেন যাতায়াত করিতেছিল। গত শনিবার হইতে দুই থানি 'আপ' ও দুই থানি 'ডাউন' গাড়ী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই লাইনে এখন মাত্র এক থানি 'আপ' ও এক থানি 'ডাউন' গাড়ী থাকিল।



“মূল্যের বিনিময়ে ইহা ইহে সর্বোৎকৃষ্টে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**



## ১৩০টি টাউনে রেশনিং প্রবর্তিত

রেশনিং সম্পর্কে ভারত সরকারের উপদেষ্টা মিঃ কিরবি সম্প্রতি এক বেতার-বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতে মোট ১৩০টি সহরে রেশনিং প্রবর্তিত হইয়াছে এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক এই ব্যবস্থার সুযোগ লাভ করিতেছে। আগামী এক বৎসরের মধ্যে এই ব্যবস্থা বিস্তৃত বিস্তারলাভ করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন। আগামী কয়েক বৎসর পৃথিবীর খাদ্য পরিস্থিতি যে কিরূপ থাকিবে তাহা অনুমান করা শক্ত বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তাহার মতে বড় বড় কলকারখানার মালিকদের উচিত কারখানার মধ্যেই ভোজনাপার প্রতিষ্ঠা করা, শ্রমিকেরা সেখান হইতে খাঁচা এবং পুষ্টিকর খাদ্যক্রয় করিতে পারিবে।

## ডাঃ বি সি রায়

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পুনরায় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

## কেন্দ্রীয় পরিষদে রাজস্ব বিল অগ্রাহ

গত ২৭শে মার্চ ৫৬-৫৫ ভোটে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে তার জেরিসি রেইসম্যান কর্তৃক উপস্থাপিত রাজস্ব বিল সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ হইয়াছে। পরদিন বড়লাটের সুপারিশবৃত্ত অবস্থায় উক্ত বিল পুনরায় পরিষদে উপস্থাপন করা হয়। উহা পুনরায় ৫৬-৫৫ ভোটে অগ্রাহ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবস প্রচার ও বেতার বিভাগের ব্যয় বাবদ আরও ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত মঞ্জুর করিবার দাবীও ৫৫-৫৬ ভোটে অগ্রাহ হইয়াছে।

## রাষ্ট্রীয় পরিষদে “নারিকেল কমিটি” বিল গৃহীত

গত সপ্তাহে রাষ্ট্রীয় পরিষদে “কোকোনাট কমিটি বিল” গৃহীত হইয়াছে। যাহাতে নারিকেলের চাষ এবং উহার বিক্রয় ও কাজে লাগাইবার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে তজ্জন্ত এই বিলে একটি তহবিল খোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

## বোম্বাই সরকারের বাজেট

বোম্বাই সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট ৮৬ হাজার টাকা উত্তম হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। রাজস্ব খাতে আয় হইবে ২৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইবে ২৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এবার কোন নতুন কর ধার্য করা হয় নাই, সহর অঞ্চলের অস্থাবর সম্পত্তির উপর করভার ক্রিষ্ণ লঘু করা হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীদের মাপগীভাতা এবং স্থানীয় যে প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার নির্দিষ্ট হারে মাপগীভাতা দিয়া থাকে, তাহাদের সাহায্য বাবদ ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। শির্কার বাবদ ২ কোটি ৩০ লক্ষ, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৭ হাজার, কৃষি খাতে ১ কোটি ২ লক্ষ এবং শিল্পোন্নতির জন্য ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

## পারশোর তৈল লাভে ইন্স-মার্কিন প্রচেষ্টা

প্রকাশ, পারশোর তৈল সম্পদের উপর সুবিধা-জনক ব্যবস্থা গঠন লাভের জন্য ইন্স-মার্কিন ব্যবসায়িক পুনরায় সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

## বিক্রয় কর সংশোধন বিলে পত্ণের সন্মত

বাল্লার আইন পরিষদ এবং আইন সভা কর্তৃক গৃহীত বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন সংশোধন বিলে পত্ণের সন্মতি দিয়াছেন।

## বরোদারাজ্যের পরিকল্পনা

বরোদারাজ্যের কতকগুলি গ্রামের কৃষকেরা দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত হইয়া অবিজ্ঞা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে। বড় বড় জমিদারেরা গ্রামের পর গ্রাম জয় করিয়া নিয়াছে। ঐ সকল গ্রামে কৃষকদের পুনর্বাসতি স্থাপনের জন্য বরোদা রাজ সরকার একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঐ গ্রামগুলি জমিদারদের নিকট হইতে পুনরায় জয় করিয়া কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করা হইবে। শুধু তাহাই নহে কৃষকেরা আবার বাহাতে অভাবের তাড়নায় দেনার দায়ে জড়াইয়া না পড়ে তজ্জন্তও পূর্ব হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। একটি গ্রামের সমস্ত জমি

কৃষকেরা যৌথভাবে চাষ আবাদ করিবে এবং ফসলের ভাগ পাইবে, অন্য একটি গ্রামের সমস্ত জমি সরকারী কৃষি-ভূমি হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং কৃষকেরা ক্ষেত-মজুর হিসাবে কাজ করিবে; তবে লাভের অংশও তাহারা পাইবে। অন্য একটি গ্রামে কৃষি সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। বরোদা রাজ সরকারের এই প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারের সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং কাউন্সিল অর্থ সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

## শিল্প বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা

সম্প্রতি ময়াদিল্লিতে কাউন্সিল অব সায়েন্সি-ফিক এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর সভায় ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ডায়রেক্টর জে. এ. এ. ফোবনা করেন যে, সুবিধাভূত টাটা কোম্পানী প্রস্তাবিত ডাশনাল মেটালার্জিক্যাল লেবরেটরী প্রতিষ্ঠার জন্য ১১ লক্ষ ৭০ হাজার এবং ডাশনাল কেমিকেল লেবরেটরী গঠনের জন্য ৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়াছেন। ডায়রেক্টর উল্লেখ করেন যে, “কুয়েল রিসার্চ স্টেশন” এবং “মাস রিসার্চ ইন্সটিটিউট” গঠনের জন্য

## জাগ্রত ভারতের স্বর্ণ যুগে

## আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা

## নিশ্চয়ই জনসম্পদের সহায়ক হইবে

আমাদেরই হাতে  
গড়া :—  
● অয়েল রুধ  
● সেদার রুধ  
প্রভৃতি।

সর্বপ্রকার জব্যের  
একমাত্র  
সরবরাহকারী

আমাদেরই নিজস্ব  
তৈরী :—  
হুগপিটাল  
সিটিং  
● রবার শূণ্ড  
ওয়াটারপ্রুফ

## ই গু ষ্টি য়াল সি গি কে ট

ফোন : বি. বি. ৬৭৯২

৩২ই জ্যাক্সন লেন, কলিকাতা

পো : বঙ্গ ৮০



## শেয়ার

## বিক্রয়ার্থ

ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

সি. ডির প্রস্তুত ঔষধ ও ইন্ডেক্সশান সর্বত্র বিশেষ সন্মান অর্জন করিয়াছে।

কেমিক্যালস অ্যান্ড ড্রাগ্‌স্  
ইণ্ডিয়া লিমিটেড

১২নং ইন্ডিয়া বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা। ফোন : বড়বাজার ১৬০৬

কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট অব ইণ্ডিয়া কলের ২৪-এ দ্বারা অল্পসংখ্যক এই কোম্পানীর আরও শেয়ার বিক্রয়ের আদেশ দিলেন। এই আদেশ দ্বারা ইহার অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা, কোনও বিবৃতির সত্যতা বা কোনও মন্তব্যের সম্বন্ধে কোনও প্রকার দাবি গ্রহণ করিতেছেন না।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। “জাশনাল ফিজিক্যাল এবং জাশনাল মেটালার্জিক্যাল লেবরেটরী” বাবদ যুদ্ধ শেষ হইবার তিন চার বৎসরের মধ্যেই ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইবে বলিয়া গভর্নমেন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

### যুদ্ধোত্তর ইউরোপে কৃষির পুনর্গঠন সমস্যা

যুদ্ধোত্তরকালে ইউরোপের অধিকৃত দেশ-সমূহের জনসাধারণের খাদ্য সংস্থান এবং কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন খুব বড়কন্ডের সমস্যা হিসাবে দেখা দিবে। প্ত যুদ্ধের পর অবস্থা যেরূপ কঠিন হইয়াছিল এবার তাহা অপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। অধিকাংশ লোকেইই প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পুষ্টির অভাব হইয়াছে। কাজেই যুদ্ধপূর্বকালের অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে অনেক সময় এবং অর্থব্যয় করিতে হইবে।

### যুদ্ধোত্তর বিনিময় সমীকরণ ব্যবস্থা

সম্প্রতি ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, কয়েক শত কোটি ডলারের (সোনার ভিত্তিতে) একটি আন্তর্জাতিক ঋণভান্ডার গঠন এবং যুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক বিনিময়-ব্যবস্থা সমীকরণ সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ ইজ-মার্কিন, রুশ এবং ক্যানাডার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহাতে প্রায় পূর্ণ মতৈক্য হইয়াছে।

### স্টাউথ ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানী

স্টাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ ঘোষণা করিয়াছেন যে, উক্ত কোম্পানী ক্রয় করিয়া লইবার জন্য ভারতসচিব যে সকল সর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, কোম্পানীর ষ্টক হোল্ডারগণের সভায় উহা অনুমোদিত হইয়াছে।

### উত্তরাধিকার কর বিল

কেন্দ্রীয় পরিষদে বাজেট বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থ সচিব জ্ঞান জেরিমি রেইসম্যান প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় পরিষদে শরৎকালীন অধিবেশনে উত্তরাধিকার কর বিল উত্থাপন করা হইবে। ১৯৩৯ সালে জ্ঞান জেরিমি রেইসম্যান যখন কার্যভার গ্রহণ করেন তখনই তিনি এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সন্ধান এবং বিষয়টি পূর্ণ-ভাবে পর্যালোচনা করিবার জন্য জ্ঞান জেরিমি রেইসম্যান লয়েডের উপর ভার অর্পণ করেন। জ্ঞান জেরিমি রেইসম্যান একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। উহাতে হিন্দু ধর্ম পরিবার, জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান এবং মুসলমান ওয়াকফ সম্পত্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ধরনের বিল ভারতে প্রথম, আইনসভায় বহু জটিল প্রশ্নের সহিত ইহা জড়িত; কাজেই আইন সম্পর্কে কোন বিশেষজ্ঞের উপর বিলের খসড়া তৈয়ারী করিবার ভার দেওয়া হইবে।

### বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক রেল বিভাগের তীব্র সমালোচনা

ভারতের রেলপথসমূহে যান চলাচল ব্যবস্থা দ্রুততর করা সম্পর্কে পূর্বা নিয়ম এবং সে-বিষয়ে ভারত সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য দুইজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মিঃ ম্যাপলটল আমেরিকার পেনসিলভিনিয়া রেল-রোড এবং মিঃ ইংলিস বিলাতের গ্রেট ইষ্টার্ন রেলওয়ের বহুদর্শী বিশেষজ্ঞ। প্রকাশ, তাঁহারা যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে রেল বিভাগের কার্যপ্রণালীকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। রেলওয়ের পরিদর্শন ব্যবস্থা, ইঞ্জিনের চার্জভার, ইঞ্জিনে জ্বল লইবার ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি রিপোর্টে সবিস্তারে দেখান হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারগণ সম্মতি একটি বৈঠকে মিলিত হইয়া এই রিপোর্ট বিবেচনা করিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছে তাহার প্রায় অধিকাংশই কার্যে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

### গমের দর নির্ধারণের সুপারিশ

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে দুইদিনব্যাপী “গ্রেগরী প্রাইস কন্ট্রোল অ্যাডভাইসরী প্যাননেলের” বৈঠক হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ভারতের সর্বত্র গমের দর প্রতিমণ ৯০ হইতে ১০০ টাকার মধ্যে বাধিয়া

## রঙীন কল্পনা

শান্তির পর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমাদের অনেকেই এখন থেকেই রঙীন কল্পনার জাল বুনেছেন, কারণ একদিক দিয়ে দেখলে যুদ্ধ আমাদের স্পর্শই করেনি।

কিন্তু আমাদের যে সব সৈনিক আহত হ'য়ে পড়ে আছে, যারা শত্রুর হাতে বন্দী হ'য়ে বিদেশে ছবিষহ জীবন কাটাচ্ছে, তারা কোন্ আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে?

ভগ্নস্বাস্থ্য এই সব লোকদের সব দাঁই যত্ন নেওয়া দরকার যতদিন না তারা নিজের নিজের বাড়ীতে আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারে।

এই সেবাকার্য্য চালানর জন্ত যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আপনারা তার সাহায্যভার গ্রহণ করুন; সমুদ্রের পারে সৈনিকদের জন্ত আমাদের গরম জামাকাপড়, আহাৰ্য্য ও হাসপাতালের সরঞ্জাম পাঠিয়ে চলতেই হবে।

দয়া করে আপনার নিয়মিত সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠান:

অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, ভারতীয় রেডক্রস,

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ভারতীয় রেডক্রস  
বাংলার প্রতি আবেদন

## দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

৪৩নং বর্ধমান স্ট্রিট,

ফোন কলিকাতা ২২৬০ (তিন লাইন)

আর্থিক পরিচয়

|                  |                |
|------------------|----------------|
| অনুমোদিত মূলধন   | ১০,০০,০০০ টাকা |
| আদায়ী মূলধন     | ৫,০০,০০০ ”     |
| ডিপোজিট          | ১,০৭,৭৮,০০০ ”  |
| নগদ জমা ও লগ্নী  | ৬৯,১৬,০০০ ”    |
| কার্য্যকরী মূলধন | ১,১৬,১৮,০০০ ”  |

১০০ টাকা জমা দিয়া কারেন্ট একাউন্ট খোলা যায় এবং ফ্লিয়ারিং হাউসের মারফত চেকের টাকা আদায় করা হয়।

শাখা সমূহ :-

রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা, হাওড়া, সালগিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, এবং সেওড়াকুলী।

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিত হ'তে পারেন—

## বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :- চাঁদপুর,

সেন্ট্রাল অফিস :- ঢাকা।

কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ স্ট্রিট।

শাখাসমূহ :-

পুরাণবাজার, ঢাকা, লৌহজঙ্গ,  
দৌধিরপার, শ্রীমগর, তেজপুর

স্বদের হার—

ডিপোজিট

শতকরা

চলতি—

১০

সেভিংস

২১০

স্থায়ী আমানত

৪ হইতে ৬ পর্য্যন্ত

মিঃ এম চক্রবর্তী

মিঃ এম দত্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কলিকাতা এজেন্ট।

দিবার অল্প উক্ত প্যানেল সুপারিশ করিয়াছেন। প্যানেলে চাউলের মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব বিবেচিত হইয়াছে এবং আনা গিয়াছে যে, চাউলের দর প্রতিমণ ১২৫০ বাধিয়া দিবার অল্প প্যানেল পাঞ্জাব সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ প্যানেলের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তৎপর নিয়ন্ত্রিত দর ঘোষণা করা হইবে।

### খনি মজুরদের রেশন ব্যবস্থা

প্রকাশ, ভারত সরকারের শ্রম বিভাগ এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার ফলে কয়লাখনির মজুরদের রেশন সরবরাহ সম্পর্কে একটি নতুন ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেক পুরুষ এবং স্ত্রী মজুরকে সপ্তাহে ছয় সের খাদ্যশস্য দেওয়া হইতেছে, তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারের প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির অল্প সপ্তাহে তিন সের এবং প্রত্যেক শিশুর অল্প সপ্তাহে সওয়া সের খাদ্যশস্য দেওয়া হইতেছে। নতুন পরিকল্পনায় স্থির হইয়াছে যে, স্ত্রী-পুরুষ-নির্কিশেবে প্রত্যেক মজুর মাথাপিছু সপ্তাহে ৩৭ সের খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক দিন নগদ ৮০ আনা করিয়া রেশন-ভাতা পাইবে। তাহার পরিবারভুক্ত লোকেরা এক আনা করিয়া পাইবে; তবে কোন ক্ষেত্রেই কেহ পাঁচ আনার বেশী রেশন ভাতা পাইবে না। প্রত্যেক মজুর বিনামূল্যে দৈনিক আধসের খাদ্যশস্য মালিকদের নিকট হইতে পাইবে। তবে যেদিন সে কাজ করিবে না সেদিন এই খাদ্যশস্য পাইবে না।

### তামাক নিয়ন্ত্রণের দাবী

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে তামাক ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক সভার গভর্ণমেন্টকে এই মর্মে অস্থরোধ জানান হয় তাঁহারা যেন একটি সরকারী এজেন্সী মারফৎ আইন করিয়া সমস্ত প্রকার তামাক নিয়ন্ত্রণ করেন। নিয়ন্ত্রণীয় তামাক রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্যই প্রধানতঃ এই অস্থরোধ করা হইয়াছে।

### ময়দাকল কন্ট্রোলার নিয়োগ

আটা-ময়দা ভাণ্ডারীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে গমের সহিত যব মিশাইয়া মিশ্রিত আটা তৈয়ারী সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই একজন ময়দাকল কন্ট্রোলার নিযুক্ত করিবেন। গম-যবের মিশ্রিত আটা শুধু খাদ্য-উপযোগের দিক হইতে নহে, স্বাদের দিক হইতেও নাকি অনেক উৎকৃষ্ট। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে খাদ্য সমস্যার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পাইবে বলিয়া অস্থমান করা যাইতেছে।

### বন বিভাগ সম্পর্কে পরিকল্পনা

ভারতের সরকারী বনসমূহের ইনস্পেক্টর জেনারেল, স্যার হাওয়ার্ড হার্স্ট উদ্ভোক্তর কালে ভারতের বন-সম্পদ বৃদ্ধির উপায় ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্ভ্রতি একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। এত বড় দেশের পক্ষে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ বনভূমি থাকিা দরকার তাহা নাই; তাহা গঠন করিতে হইলে, (১)

অধিকতর পরিমাণ পতিত জমিতে বন গড়িয়া তোলা দরকার, (২) বে-সরকারী বনগুলির উপর সরকারী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। বন গঠন সারা দেশের সাধারণ আবহাওয়ার উন্নতি-এবং কৃষির উন্নতি হইবে। এতদ্ব্যতীত গাছা উপভ্যকার যে সকল অঞ্চলে ৩০ ইঞ্চি বারিপাত হয় তাহার পূর্বদিকস্থ ভূভাগ মরুভূমিতে পরিণত হইবার যে হুচনা দেখা দিয়াছে তাহাও দূরীভূত হইতে পারিবে।

### ভারতের যুদ্ধোত্তর কৃষি-নীতি

ভারতের যুদ্ধোত্তর কৃষি-নীতি এবং কৃষিকাৰ্য্য-সম্বন্ধীয় ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে ডাঃ ভানু বার্গের উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ বার্গ তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কৃষকের দারিদ্র্যমোচন এবং জমির

উন্নতি বিধান সম্পর্কে প্রধানতঃ তাঁহার রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে। বর্তমানে “যুদ্ধোত্তর ভারতের কৃষিনিতির অর্থনৈতিক পটভূমিকা” সম্পর্কে স্যার থিয়োডর গ্রেগরী একটি প্রস্তাব রচনা করিতেছেন।

### বোম্বাই সরকারের খাদ্যনীতি

বোম্বাই সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বণ্টনের পদ্ধতি সম্পর্কে সম্ভ্রতি বোম্বাইয়ের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ জে বৃথ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বোম্বাই সরকারের খাদ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা মোটামুটি সাক্ষ্যমণ্ডিত হইয়াছে, আরও ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য প্রাদেশের বাহির হইতে আমদানী করিতে পারিলেই প্রাদেশের অভাব মিটিয়া যাইবে। সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা সফল করিতে হইলে পল্লী অঞ্চলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে রেশনিং প্রবর্তন করিতে হইবে।



টেলিফোন : ক্যাল ১৪৬৪-১৪৬৫

টেলিগ্রাম : “এরিয়োপ্ল্যান্টস্”

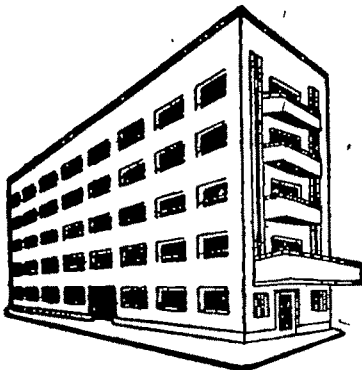
## বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স

### সিঙ্ডিকেট লিঃ

#### মূলধন

|           |     |     |     |                        |
|-----------|-----|-----|-----|------------------------|
| অনুমোদিত  | ... | ... | ... | ২৫,০০,০০০ টাকা         |
| বিক্রীত   | ... | ... | ... | ১৮,০০,০০০ টাকা         |
| আদায়ীকৃত | ... | ... | ... | ১০,০০,০০০ টাকার ড্রফ্ট |

লভ্যাংশ : আমাদের প্রারম্ভের তিন বৎসরকাল মধ্যেই অংশীদারগণ নিয়োজিত অর্থের শতকরা ১৮ ভাগ ফেরৎ পাইয়াছেন।



“শেয়ার ডিলার্স হাউস”  
(আমাদের নিজস্ব বাড়ী)

নিরাপদ ও লাভজনকভাবে টাকা খাটাইতে হইলে আমাদের

“ফিক্সড ডিপোজিটে”

অর্থ বিনিয়োগ করুন

মুদ হই বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫%

“শেয়ার ডিলার্স হাউস”

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

আমরা সর্বপ্রকার শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি। বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমাদের “মাসুলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট” নিয়মিতভাবে পাঠ করুন। বিনামূল্যে নমুনা কপি পাঠান হয়।

টেলিগ্রাম  
“এরিওপ্ল্যান্টস্”  
কলিকাতা

নোটিস

টেলিফোন

ক্যাল ১৪৪৪ ও

১৪৬৫

# এরিয়ান সিল্ক এ্যাণ্ড কটন মিলস্ লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :—১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

মিলস্ : রুমকা, মুর্শিদাবাদ

শেয়ার বিক্রয়ের এজেন্টদিগকে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, অন্তরূপ আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ১৯৪৪ সালের ১৫ই এপ্রিলের পর কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে কোন শেয়ারের আবেদন পাওয়া গেলে তাহা গ্রহীত হইবে না এবং তাহাদের আরও জানান যাইতেছে যে, ১১ লক্ষ টাকা বিলিকৃত মূলধনের মধ্যে ৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; বাকী ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার শেয়ার শুধু বিক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট আছে। সাধারণের অবগতির জন্য কোম্পানীর কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রশংসাপত্র নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল :—

(অবিকল নকল)

“অফিস অব দি ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রিস্”, বেঙ্গল,  
ওয়ার সাপ্লাইজ সেকশন;  
নং ১২৭৮৭W.

৭নং কাউন্সিল হাউস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৪

মেসার্স এরিয়ান সিল্ক এ্যাণ্ড কটন মিলস্ লিঃ  
রুমকা, পোঃ ভাবতা, (মুর্শিদাবাদ)।

প্রিয় মহাশয়গণ,

যুদ্ধের কাজে সম্পূর্ণ উপযোগী রেশম উৎপাদনের যে প্রচেষ্টায় আপনারা ব্রতী হইয়াছেন তৎক্ষণাৎ আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। আমার স্থানীয় কর্মচারিদ্বন্দ্ব আপনাদের কাজ সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি যে সকল বোঝাবার লইয়াছি তাহাতে আমার মনে বিশেষ আশা ভরসার সঞ্চার হইয়াছে এবং আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, অবস্থাসূচী ব্যবস্থা করিবার জন্য যেরূপ একাগ্রতা ও দায়িত্বশীল মনোভাবের প্রয়োজন আপনারা ঠিক অমুরূপ মনোভাব লইয়াই ব্রতী হইয়াছেন। আপনারা আপনাদের অপরাপর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও সম্যক দক্ষতা দেখাইয়াছেন। আমি আশা করি, আপনাদের রেশম উৎপাদনের প্রচেষ্টাও সর্বাঙ্গীণ সফল হইবে। ভারত সরকার ও মহামান্য সন্ত্রাস্তের গভর্নমেন্টের অন্তর্গত প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট রেশম আপনারা প্রস্তুত করিতে পারিবেন বলিয়া আমি আপনাদের উপর ভরসা রাখি এবং আমি বিশ্বাস করি যে, চূর্বল কোন প্রতিষ্ঠানের উপর আমি এই ভরসা করিতেছি না।

স্পেশাল অফিসার (সিল্ক) এর অবগতির জন্য এই  
পত্রের একখানি নকল তাঁহার নিকট পাঠান হইল।

বশব্দ  
(স্বাক্ষর) এস সি মিত্র,  
শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর।

## শেয়ারের জন্য দরখাস্তের ফরম

দি ডিরেক্টর

এরিয়ান সিল্ক এ্যাণ্ড কটন মিলস্ লিঃ,

হেড অফিস—১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

.....১৯৪৪

ভদ্রমহোদয়গণ,

প্রত্যেক দরখাস্তের জন্য ১ টাকা এডমিশন ফী এবং প্রতি শেয়ার বাবদ দরখাস্তের সঙ্গে দেয় ৫ টাকা হিসাবে মোট.....টাকা নগদে / চেক / মনি অর্ডারযোগে আপনাদের নিকট এতৎসহ প্রেরণ করিয়া.....টি উপরোক্ত কোম্পানীর ৫০ টাকা মূল্যের শেয়ার আমাকে / আমাদিগকে দেওয়ার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি। আপনারা প্রাপ্ত সংখ্যক বা তদপেক্ষা কম যে কোন সংখ্যক শেয়ার আমাকে/আমাদিগকে বিলি করিবেন আমি/আমরা তাহা মেমোরেণ্ডাম এণ্ড আর্টিকুলস্ অব এসোসিয়েশনের বিধিবিধান অনুসারে গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। উহার বাকী টাকা আদায়ের জন্য যখনই তাগিদ দেওয়া হইবে তখনই আমি/আমরা তাহা দিতে রাজি আছি এবং যে পরিমাণ বিলি করা হইবে তৎসম্পর্কে মেম্বরের রেজিষ্টারীতে আমার/আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে আমি/আমরা আপনাদিগকে ক্ষমতা দিলাম।

স্বাক্ষরিক সহি ... ..

এজেন্ট ... ..

পুরা নাম (বড় হাতের হরফে) ... ..

ঠিকানা ... ..

ঠিকানা ... ..

কেন্দ্রীয় পূর্বমেন্ট ভারতরক্ষা আইনের ৯৪-এ ধারা অনুসারে এই কোম্পানীর আরও শেয়ার বিক্রয়ের আদেশ দিলেন। এই আদেশ দ্বারা ইহার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বা কোনও বিরূপিতার সত্যতা কিংবা কোনও মন্তব্য সম্পর্কে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

## বিভিন্ন দেশের বর্তমান স্বর্ণ তহবিল

বিশ্বরাষ্ট্র সংস্থার অর্থনীতিক সমাচার বিভাগে বিভিন্ন দেশের স্বর্ণ তহবিল সম্পর্কে যে সংখ্যা। সংকলিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় :—নিম্নলিখিত বৎসরগুলির শেষভাগে স্বর্ণ তহবিলের পরিমাণ—১০ লক্ষ স্বর্ণ ডলার হিসাবে :

|                              | ১৯২৯   | ১৯৩৮       | ১৯৪০       | ১৯৪২      | ১৯৪৩(৬)   |
|------------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| আফ্রিকা                      | ৬৮     | ১৭০        | ২৫০        | ৪১৬       | ৩৮৫       |
| সম্মিলিত দক্ষিণ আফ্রিকা      | ৩৭     | ১৩০        | ২১১        | ৩৭৫       | ৩৪৪       |
| উত্তর আফ্রিকা                | ৪,০৫১  | ৮,৬৮৪      | ১২,৯৯৫     | ১৩,৪২৬    | ১৩,২২৬    |
| ক্যানাডা                     | ১৫১    | ১১৩        | ৪          | ৩         | ৩         |
| আমেরিকা (ক)                  | ৩,২০০  | ৮,৫৭১      | ১২,৯৯১     | ১৩,৪২৯    | ১৩,২২৩    |
| ল্যাটিন আমেরিকা              | ৭১০    | ৪১৯        | ৪০৫        | ৪৬৪       | ৫৫৭       |
| আর্জেন্টিনা                  | ৪০৫    | ২৫৫        | ২০৮        | ২০৯       | ২০৯       |
| ব্রাজিল                      | ১৫০    | ১৯         | ৩০         | ৬৮        | ৮৪(৪)     |
| মেক্সিকো                     | ৭      | ১৭         | ২৮         | ২৩        | ৭৪        |
| এস্ত্রিয়া                   | ৭৩১    | ৩৩৩        | ৩৮৯        | ৪৩৫       | ৪৩৫       |
| ভারতবর্ষ                     | ১২৮    | ১৬২        | ১৬২        | ১৬২       | ১৬২       |
| জাপান                        | ৫৪২    | ৯৭         | ৯৭         | —         | —         |
| ইউরোপ                        | ৪,৫৬৬  | ৫,২৩০ (খ)  | ২,৯৫০ (খ)  | ৩,২৬০ (খ) | ৩,৩০৮ (খ) |
| জার্মানী                     | ৫৬০    | ২৭         | ২৪         | ২৪        | ২৪        |
| বেলজিয়াম (ক)                | ১৬৩    | ৪৩০        | ৪৩৪        | ৪৩৪       | ৪৩৪       |
| স্পেন                        | ৪২৫    | —          | —          | ২৫        | ৩৮        |
| ফ্রান্স (ক)                  | ১,৬০১  | ১,৪৩৫      | ১,১৮১      | ১,১৮১     | ১,১৮১     |
| ইটালী                        | ২৭৩    | ১১৪        | —          | —         | —         |
| যুক্তরাজ্য (ক)               | ৭১০    | ১,৫৮৮      | —          | —         | —         |
| নেদারল্যান্ডস                | ১৮০    | ৫৮৭        | ৩৬৫        | ২৯৯       | ২৯৩       |
| সুইডেন                       | ৬৬     | ১৮৯        | ৯৫         | ১৯৮       | ২০৫       |
| সুইটজারল্যান্ড               | ১১৫    | ৪১৩        | ২৯৭        | ৪৮৭       | ৫১০       |
| ওসানিয়া                     | ১১৭    | ১৫         | ১৫         | ১৫        | ১৫        |
| সোভিয়েট রাশিয়াকে বাদ দিয়া |        |            | (খ)        | (খ)       | (খ)       |
| মোট—                         | ১০,২৪৬ | ১৪,৮৫০ (খ) | ১৭,০০৫ (খ) | ১৮,০১৬    | ১৭,৯৫৬    |

(ক) বিনিময় সমীকরণ তহবিল বাদ দিয়া ; (খ) স্পেন-এর তহবিল বাদ দিয়া ; (খ) আংশিক হিসাব ; (৬) জুন মাস ; (৪) এপ্রিল মাস ।

## বাংলায় যন্ত্রচালিত সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন

সম্প্রতি পূর্ব বিভাগের যন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাশ্রম পাইন নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত খোলা-বাটায় ডিভেল অয়েল চালিত পাম্পিং সেট স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রথম বাংলায় যন্ত্রচালিত সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। প্রকাশ, শীঘ্রই মালদহ ও জলপাইগুড়িতেও এইরূপ যন্ত্রচালিত সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে।

## বাংলায় সামরিক কারণে নৌকা

## অপসারণ

গত ১১ই মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের সমর বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ত্রিবেদী জানান যে, ১৯৪২ সালে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় বাংলার কোনো এক অঞ্চল হইতে প্রায় ২৫ হাজার নৌকা সড়াইয়া লওয়া হয়। নৌকার মালিকদের প্রায় ৮২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। নৌকা-অপসারণের ফলে মৎস্য ব্যবসায়ের কিছু ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু জেলেরদের অল্প অল্প কাজের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়।

ইটান কমান্ডের সামরিক প্রয়োজনে প্রায় ১,২৫০টি নৌকা রাখিয়া বাকী ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

বাংলা সরকার ১০ হাজার নতুন নৌকা এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ ৬ হাজার ৭ শত অপসারণ করা বা জল হইতে উদ্ধার করা নৌকা বাহাদেবের কাছে হইতে নৌকা লওয়া হইয়াছিল তাহাদের দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

## বাংলা সরকারের কেরোসিন নিয়ন্ত্রণ আদেশ

বাংলা সরকার ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়া বাংলার সর্বত্র কেরোসিন নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। এই আদেশ দ্বারা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত নির্দিষ্ট পাঁচটি তেলের কোম্পানী ছাড়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক কেরোসিনের ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই আদেশে ইঞ্জিনের অল্প লাইসেন্সেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত আদেশে অসুস্থতাপত্রের মারকং ঙ্গুণার্থ ক্রেতাদিগকে কেরোসিন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

## কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে রুটীর মূল্য

ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়া বাংলা সরকার কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে এক আউল ওজনের একখানি পাউ-রুটীর সর্বোচ্চ মূল্য এক আনা নির্ধারণ করিয়াছেন।

## আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা

ভারত প্রকৃষোত্তম দাস ঠাকুরদাস ও মিঃ জি ডি বিরলা প্রযুক্ত আটজন শিল্প ব্যবসায়ী ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য সম্মতি যে এক পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকার' বাণিজ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ঘোষ গত ৩১শে মার্চ একটি চা পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার আহ্বানে অনেক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও পার্টিতে যোগদান করেন। মিঃ এইচ পি বাগরিয়া পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে এক বক্তৃতা দিয়া উহার উদ্দেশ্য ও কার্যনীতি বিশ্লেষণ করেন। পরে সভায় পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত বিবৃত করেন। ইণ্ডিয়ান আর্নালিস্টস এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

## অর্থনীতি বিষয়ক নতুন পুস্তক

- (1) **Socialism Reconsidered**—By M. R. Masani. Padma Publications Ltd. Lakshmi Buildings, Phirozsha Mehta Road, Fort, Bombay. Price Re. 1
- (2) **Soviet Russia : The Secret of Her Success** : Edited by K. S. Hirlekar. Popular Book Depot, Bombay. Price Rs. 6-8-0
- (3) **The Indian Village (A Ten Year Plan)**—By K. S. Venkataraman, 34 Alamelu Mangapuram, Mylapore, Madras. Price As. 12
- (4) **Indian Economy During the War**—By Dr. L. C. Jain. The Civil & Military Gazette Ltd., Lahore. Price Rs. 3-4-0

## রাজস্থান ব্যাঙ্ক

## নিম্নিত

হেড অফিস—

২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

## ব্রাঞ্চ

শ্রামবাজার, বালীগঞ্জ, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মাল (জলপাইগুড়ি), বনগাঁও, বানারহাট (জলপাইগুড়ি) ও সৈদ্যপুর।

ফোন :

● ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্যাল ৪০৩৮

● পি জে।

## ইউনাইটেড

## ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

## নিম্নিত

হেড অফিস :

২০১সি, লালবাজার স্ট্রিট,  
কলিকাতা

শাখাসমূহ :

ভাঙ্গা ও গোপালগঞ্জ

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য আমরা

করিয়া থাকি।

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

গম্ভীর আমরা সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব সমালোচনার্থ পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আলোচ্য বৎসর আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব-বিপর্যয়ের দরুণ অনিশ্চয়তার ফলে বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে তেমন অশুভ ছিল না। সুখের বিষয় এই প্রতিকূলতার মধ্যেও সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। উক্ত কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির প্রতিশ্রুত মূলধন, আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতের পরিমাণ পূর্ববর্তী ১৯৪২ সালের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৬০ ভাগ, ৩০ ভাগ ও ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্বপ্রকার ব্যয় নির্বাহান্তে ব্যাঙ্কটির আলোচ্য বৎসরের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৫ হাজার ২ শত টাকা। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ বার্ষিক শতকরা ৭১০ আনা হিসাবে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণও বেশ সন্তোষজনক। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পরিচালকগণ যে দক্ষ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

উপরোক্ত বার্ষিক রিপোর্টে গত ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন তারিখে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট দায় দেখান হইয়াছে ৩২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—হাতে নগদ ৬ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা; বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা; কোম্পানীর কাগজে ৬২ হাজার টাকা; যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ২৭ হাজার টাকা; অন্তান্ত ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত ৩ লক্ষ

টাকা; আসবাবপত্র ও বিবিধ সামগ্রীর দ্বারা ৪২ হাজার টাকা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি ডি রায়'এর সুপরিচালনাধীনে এই প্রতিষ্ঠানটির আরও উন্নতি হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

### ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেডের ১৯৪৩ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব গম্ভীর আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত বার্ষিক রিপোর্ট দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটার সুস্পষ্ট উন্নতির পরিচয় পাইয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি।

আলোচ্য ১৯৪৩ সালে তৎপূর্ব ১৯৪২ সালের তুলনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানটির আমানত, আদায়ীকৃত শেয়ার মূলধন, মজুত তহবিল, কার্যকরী তহবিল, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ৪১ শতাংশ, ৪১ শতাংশ, ৪ শতাংশ, ৫ শতাংশ ও ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্কের আলোচ্য বৎসরের নীট লাভের পরিমাণও ৩ শতাংশ বাড়িয়াছে। এই ফলাফল দৃষ্টে এবং আলোচ্য বৎসরের দেশের আভ্যন্তরীণ অনিশ্চয়তার ভাব ও আন্তর্জাতিক ঘন-ঘটার কথা বিবেচনায় ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ যে যথেষ্ট শক্তি লক্ষ্য করিয়াছে এবং উহার সুপরিচালনার পশ্চাতে যে দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটার বৈশিষ্ট্য এই যে, নিরাপদ ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করাই উহার অন্তর্গত নীতি। ব্যাঙ্কটির নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অর্থের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক। আলোচ্য বৎসরের বাজলা, উড়িষ্যা ও উত্তর ভারতের কতিপয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ১৬টি নতুন শাখা খোলা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ১৯৪৩ সালের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৭ হাজার টাকারও উর্দ্ধে। এই টাকা হইতে ডিরেক্টরগণ বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উক্ত বার্ষিক কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের রিপোর্টে গত ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটার মোট দায় দেখান হইয়াছে ৫১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। ঐ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে এই প্রকার দায়ের বদলে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—নগদ হাতে ও ব্যাঙ্কে ১৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা; কোম্পানীর কাগজে ৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা; স্বর্ণ ও শেয়ারে ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা; অমিলমা ও ইমারত সম্পত্তিতে ১৭ হাজার ৭৭৮ টাকা।

আমরা আশা করি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম চ্যাটার্জির তায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির সুপরিচালনার ফলস্বরূপ ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটার উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে।

### নতুন যৌথ কোম্পানী

টী মার্কেটিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি এল গোহাটি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬১১ হারিসন রোড, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। চা-বাগান ও চায়ের চাষাবাদ।

মেটাল প্রেস ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর পি কারন। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৪ ভিক্টোরিয়া রোড, বরাহনগর, ২৪ পরগণা। অধুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। তামা, পিতল ইত্যাদির কারখানা।

ইষ্টার্ন টিসুজ লিঃ—ডিরেক্টরের নাম প্রদত্ত হয় নাই। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৭ চৌরঙ্গী, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কাগজ ও বোর্ডের ব্যবসা।

জগৎরামকা ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস আর জগৎরামকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭১ ক্রশ ট্রিট, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। জেনারেল ট্রেডার্স এণ্ড এজেন্টস্।

ক্যালকাটা ষ্টক এণ্ড শেয়ার ডিলাস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে গঙ্গোপাধ্যায়। ঠিকানা প্রদত্ত হয় নাই। অধুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—দালালি।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এম্পায়ার জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ত বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা। কেলভিন জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ত বার্ষিক শতকরা ১২১০ আনা। মেলিমারলা জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ত বার্ষিক শতকরা ৭১০ আনা। চিত্তাভাললা জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্ত বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা। এডোয়ার্ড স্ত্রাস্মন মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত বার্ষিক শতকরা ১৫ টাকা। সেকুরী স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত বার্ষিক শতকরা ২৯ টাকা। মেয়ার স্ত্রাস্মন মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ত বার্ষিক শতকরা ২০ টাকা।

## পাইওনিয়ার

## ব্যাঙ্ক লিমিটেড

### সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক

কলকাতা শাখা—১২২, ক্লাইভ রো

- কর্মতৎপরতা
- দক্ষতা
- সততা
- সৌজন্য

হেড অফিস :  
কুমিল্লা

স্থাপিত—  
১৯২৩

আমাদের  
“সেবায়ত্ত”

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :  
মিঃ অশ্বিনচন্দ্র দত্ত, এম. এল. এ, কেন্দ্রীয়

## বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

## “নিওটোন”

অব্যর্থ ফলপ্রসূ মনোবল

৮ আউন্স—১৮০, ১২ আউন্স—২৪০

ম্যালেরিয়া, পালান্ডর, প্রীহার

## ‘বেপটোন’

কার্যকরী আদর্শ টনিক

৪ আউন্স—২৪০, ৮ আউন্স—৩৬০

প্রত্যেক জিলায় ঠিকিট আবশ্যিক

পরিবেশক—এস ডেভী এণ্ড কোং

৪৪সি, আমহার্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা।



## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩১শে মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজার পূর্বের মতই সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে চাহিবামাত্র পরিশোধের অঙ্গীকারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের হ্রাস হার বোঝাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ১০ আনা ও ১০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। টাকার প্রচুরতম স্বচ্ছলতার কথা ছাড়া বাজার সম্পর্কে বলিবার আর কিছুই নাই।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময়-বাজারের অবস্থায় স্বকিঞ্চিৎ উন্নতির ভাব দেখা গিয়াছে। কিয়ৎ-পরিমাণ ডলার বিলের কাজকারবার হইয়াছে। রপ্তানীর বিলের এবার কিছুটা চাহিদা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

গত ২৮শে মার্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ভারত সরকারের ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেন্ডারের আহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ২২৮/০ আনা ও তদুর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ২২৮২ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৪ কোটি টাকার টেন্ডারের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ৮২ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ৪ঠা এপ্রিল বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অস্তিত্ত কেন্দ্রে আগামী ৩রা এপ্রিল তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের অস্ত টেন্ডারের আবেদন গৃহীত হইবে। যাহাদের টেন্ডার প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিবস টাকা দিতে হইবে। অস্তিত্ত সর্বাবলী যথাপূর্বক।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সাপ্তাহিক বিবরণী-দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৭ই মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি মোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৮৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; তৎপূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৮৩ কোটি ৪১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫৪ কোটি ২৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা; তৎপূর্বসপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৫০ কোটি ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৩৫ লক্ষ টাকা; পূর্ব সপ্তাহে ঐ ধারের পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অস্তিত্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ

দাঁড়াইয়াছে ৫৫ কোটি ৪০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা; পূর্বসপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫২ কোটি ২৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; পূর্বসপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অস্তিত্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও ২৮ কোটি ২১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; তৎপূর্বসপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ও ২৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| টেলি: হুগু (প্রতি টাকায়) | ১ শি: ৫৩ ১/২ পে |
| ঐ দর্শনী                  | ১ শি: ৫৩ ১/২ পে |
| ডি এ ও মাস                | ১ শি: ৬৩ ১/২ পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)    | ৩৩২ ১/২         |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে, কাজকারবারের পরিমাণও খুব সামান্যই হইয়াছে। আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে যুদ্ধের অনিশ্চিত ফলাফলের জন্যই প্রধানতঃ বাজার এরূপ মন্দা হইয়া পড়িয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে একটু উন্নতির ভাব দেখা দেয়, কিন্তু উহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, বাজারের এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও শেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলিবার দিকে লোকের খুব বেশী বৌক দেখা যায় নাই। কেবল মাত্র কাপড়ের কল এবং চা বাগানের শেয়ারের দর নতুন করিয়া হ্রাস পাইয়াছে। চা-বাগানের শেয়ারের দর পড়িয়া যাওয়ার কারণ এই যে, কতকগুলি বাগান আসাম রণাঙ্গনের খুব কাছাকাছি; কাজেই যুদ্ধের ফলে চা-বাগানের ক্ষতি না হইলেও অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন যে, চা-বাগানের কুলিরা হয়ত পালাইয়া আসিবে এবং কুলির অভাবে কাজের ক্ষতি হইবে।

### স্থান পরিবর্তন

৩০শে মার্চ ১৯৪৪ ইং তারিখ হইতে ব্যাঙ্কের হেড অফিস ২৪নং ষ্ট্যান্ড রোড হইতে ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড (বড়বাজার) কলিকাতা ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে, এখন হইতে উক্ত ঠিকানায় সর্বপ্রকার আদান-প্রদান হইবে।

## বেঙ্গল মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিঃ

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তারিত বিবরণের অস্তিত্ত লিখুন :—

আর. কে. চক্রবর্তী—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক  
অন ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা;

ফোন ক্যান : ৪৫৫০, ৪৫৫৫

পেট্রম :—হিজ হাইনেস দি মহারাজা অব ত্রিপুরা

কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, পার্ক মার্কার্স, শ্রামবাজার।

অস্তিত্ত শাখা :—কুষ্টিয়া, চুঁচুড়া, আমালপুর, জিয়াগঞ্জ, ঢাকা (চকবাজার এবং সদরঘাট), বর্ধমান, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ।

জামসেদপুর ও মাণিকতলা (কলিকাতা) শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—সামসুদ্দিন আমেদ, এম. এল. এ (বাংলা গবর্ণমেন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী)

**কোম্পানীর কাগজ**

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই এবং দরও পূর্ব সপ্তাহের দরের কাছাকাছিই উঠানামা করিয়াছে। ৩। অঙ্গের কোম্পানীর কাগজ ২৮।০, মেয়াদী ঋণ পত্রের মধ্যে ৩। অঙ্গের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪২-৪২) ১০০।০, ৩। অঙ্গের ১৯৪১-৪২) ২২৫।০, ৩। অঙ্গের (১৯৪৩-৪৪) ২২৫।০, ৩। অঙ্গের (১৯৪৭-৪০) ১০০।০, ৪। অঙ্গের (১৯৪০-৭০) ১১২।০, ৫। অঙ্গের (১৯৪৫-৪৫) ১০৪।০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

**ডিবেন্ডার**

ডিবেন্ডারের হস্তান্তর সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

**ব্যাঙ্ক**

হিন্দুব্যাঙ্ক ৬৬, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১২০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ২৭, ভারত ব্যাঙ্ক ৫৬।০।

**কয়লা খনি**

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমার্ধে কয়লা খনির শেয়ার বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই; কিন্তু বৃহস্পতিবার হইতেই দর সামান্য হ্রাস পায়। বেঙ্গল ৬০৫, হইতে কমিয়া ৫৮৩, গ্র্যামালগেমেটেড ৪৬।০ হইতে কমিয়া ৪৬, বরাকর ৩২, হইতে কমিয়া ৩১০, ধেমো মেইন ২২।০, ইকুইটেবল ৫০।০, নিউ বীরভূম ৩১০, সামলা ৫।০, সাউথ করণপুরা ১২।০, তালচের ৬।০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৫৩, ইউনিয়ন ৪৩।০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

**কাপড়ের কল**

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের দর কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। এলগিন ৭৭, ডানবার ২৮৪, বেনারস ১৩।০, বেঙ্গল-নাগপুর ৩৮০, কানপুর টেক্সটাইল ১৫।০, কেশোরাম ১৭৫, নিউ ভিক্টোরিয়া ২।০ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

**পাটকল**

শেয়ার বাজারের সাধারণ মন্দার চেটে লাগিয়া আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজার সাধারণভাবে মন্দা হইয়া পড়িলেও মূল্য হ্রাস যে খুব বেশী হইয়াছে তাহা নহে। হাওড়া ৭২, স্যাংলো-ইণ্ডিয়া ৪৬৬, অকল্যাণ্ড ২২২, বালী

৩৬০, চাঁপদানী ২২২, হরুমচাঁদ ৩৬, ইণ্ডিয়া ৫৮৫, কামারহাটী ৫৭৫, মেঘনা ২৩০, নেলি-মারলা ২৮৫, নদীয়া ১১৭, দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

**ইঞ্জিনিয়ারিং**

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে ইঞ্জিনিয়ার আয়রণের দর বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭ টাকা হয়, স্টীল কর্পোরেশনও ২৭।০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। ব্রেকওয়েট ১১০, কুমারখুদী ১০, জাশনাল আয়রণ এণ্ড স্টীল ১৩, সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১১, ইউনাইটেড আয়রণ ১১০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

**চিনির কল**

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। বেলহুন্দ ১৩, কেরা এণ্ড কোং ২২।০, কানপুর ৪২, চম্পারণ ৪৬০, রামনগর কেইন এণ্ড হুগার ১৩।০ ইউ, পি হুগার ৩৩।০, দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

**চা-বাগান**

আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ার বাজার খুব মন্দা গিয়াছে, ক্রয়বিক্রয়ও খুব কম হইয়াছে। বিশ্বনাথ ৮৭০, নিউ টেরাই ২২, হাতিশীরা ৩০।০, তেজপুর ১৭৫ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে।

**বিবিধ**

মেদিনীপুর জমিদারী ১৫০, বন্দী কর্পোরেশন ২।০, ইঞ্জিনিয়ার কর্পোরেশন ২।০, করণপুরা ডেভেলপ-মেন্ট ২২, বি, আই, কর্পোরেশন ৬।০, আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ১৬।০ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

**কাগজের কল**

বেঙ্গল ২৬।০, ইণ্ডিয়া পেপার পাল ১৬।০, টিটাগড় ২৮।০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহের শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি চলিয়াছিল:—

**কোম্পানীর কাগজ**

৩। টাকা অঙ্গের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪২-৪৭) ২৩শে মার্চ—১০০।০; ২৪শে—১০০।০; ২৮শে—১০০।০ ১০০।০; ২৯শে—১০০।০। ৩। অঙ্গের ঋণপত্র (১৯৪১-৪৪) ২৩শে মার্চ—১০০; ২৪শে—১০০; ২৭শে—২২৫।০; ২৮শে—২২৫।০; ২৯শে—১০০।০। ৩। অঙ্গের ঋণপত্র

(১৯৪৩-৪৪) ২৩শে মার্চ—২২।০ ২২।০; ২৪শে—২২।০ ২২।০; ২৫শে—২২।০ ২২।০; ২৭শে—২২।০; ২৮শে—২২।০ ২২।০; ২৯শে—২২।০ ২২।০। ৩। অঙ্গের ঋণপত্র (১৯৪৩-৪৪) ২৪শে মার্চ: ২৮।০। ৩। অঙ্গের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে মার্চ—২৮৫ ২৮।০; ২৪শে—২৮।০; ২৫শে—২৮।০ ২৮।০; ২৭শে—২৮।০ ২৮।০; ২৮শে—২৮।০ ২৮।০; ২৯শে—২৮।০ ২৮।০। ৪। অঙ্গের ঋণপত্র (১৯৪০-৭০) ২২শে মার্চ—১১২।০। ৫। অঙ্গের ঋণপত্র (১৯৪৫-৪৫) ২৩শে মার্চ—১০৫।০; ২৪শে—১০৫।০; ২৭শে—১০৫।০; ২৮শে—১০৫।০ ১০৫।০; ২৯শে—১০৫।০ ১০৫।০।

**ব্যাঙ্ক**

হিন্দু ২৪শে মার্চ—৫৭।০ ৫৬।০; ২৯শে—৫৬।০ ৫৭।০। রিজার্ভ ২৪শে মার্চ—১২৪।০; ২৭শে—১২২; ২৮শে—১৩০ ১২৮।০; ২৯শে—

# ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ ফোন: কলি ৬৮৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা  
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০  
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫  
আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যক্ষনাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
সাবিতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্বস্ব অনুসন্ধান জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও স্ত্রীমবাজার (কলিকাতা),  
নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং ঢাকা  
পে-অফিস: মিরকাধিম

প্রিন্সনাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

# নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত

হেড অফিস—১৪, হেয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা।

গত ২২শে মার্চ বিহার শরিফ শাখা খোলা হইয়াছে।

চাইবাসা, আসানসোল, রাঁচি ও হাজারিবাগ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস:—চিণ্ডবিনোদ গুহ, বসন্তকুমার রায়।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

৪৩৭; ২৫শে—৪৩৭, ৪২৭; ২৩শে—৪৩২।  
 ডালহৌসী ২৮শে মাঃ—২২০। গৌরীপুর ২৫শে  
 মাঃ—৮০২, ৭২৩; ২৮শে—৭২৩, ৭২৪;  
 ২২শে—৭২২, ৮০১; হাওড়া ২৩শে মাঃ—  
 ৭১৪/০ ৭১৭; ২৪শে—৭১৪/০ ৭১০; ২৫শে—  
 ৭১৪/০ ৭১৪/০; ২৭শে—৭১৪/০ ৭১৪/০;  
 ২৮শে—৭০০ ৭০৪/০; ২৯শে—৭১০ ৭১২।  
 হুগুন্ডা ২৫শে মাঃ—৩৬০ ৩৬০; ২৭শে—  
 ৩৬০/০ ৩৬০; ২৮শে—৩৬০ ৩৬০ আনা।  
 কামারহাটি ২৩শে মাঃ—৫৮৫, ৫৮৩; ২৪শে—  
 ৫৮৪; ২৫শে—৫৮৫; ২৭শে—৫৮৭; ২৮শে—  
 ৫৮৭; ২৯শে—৫৮৭। কাকনাড়া  
 ২৩শে মাঃ—৫১৫; ২৪শে—৫২৩, ৫২০;  
 ২৫শে—৫২০, ৫২৫; ২৭শে—৫১২;  
 ২৮শে—৫১৫, ৫১৭; ২৯শে—৫২০। নদীয়া  
 ২৩শে মাঃ—১২২, ১১৭; ২৪শে—১২০,  
 ১১৭; ২৫শে—১২০, ১২১; ২৮শে—  
 ১১৮। প্রেসিডেন্সি ২৩শে মাঃ—৬৪০ ৬৪০;  
 ২৫শে—৬৪০ ৬৪০; ২৭শে—৬৪০; ২৮শে—  
 ৬৪০ ৬৪০ আনা।

## রেলপথ

দার্জিলিং-হিমালয়ান ২৩শে মার্চ—১১২।

## খনি

বার্মা কর্পোরেশন ২৩শে মাঃ—৩৪০ ৩৪০;  
 ২৪শে—৩৪০; ২৫শে—৩৪০; ২৭শে—৩৪০

৩৪০; ২৮শে—৩৪০ ৩৪০। কনসোলিডেটেড  
 টিন ২৭শে মাঃ—২১০; ২৮শে—২৬০। ইন্ডিয়ান  
 কপার ২৩শে মাঃ—২৪০ ২৪০; ২৪শে—২৪০  
 ২৪০; ২৭শে—২৪০ ২৪০; ২৮শে—২৪০  
 ২৪০; ২৯শে—২৪০। করণপুরা ডেভেলপমেন্ট  
 ২৩শে মাঃ—২২০ ২২০/০; ২৪শে—২২০/০  
 ২২০; ২৫শে—৩০০; ২৭শে—২২০/০ ২২০/০;  
 ২৮শে—২২০/০ ২২০/০; ২৯শে—২২০/০।  
 রোডেসিয়া কপার ২৪শে মাঃ—২৬০; ২৫শে—  
 ২৬০; ২৭শে—২৬০; ২৮শে—২৬০; ২৯শে—  
 ২৬০।

## কাপড়ের কল

ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প ২৪শে মাঃ—২০২,  
 ২০৭; ২৫শে—২১০, ২১১; ২৭শে—২১০,  
 ২০৮; ২৮শে—২০৭ ২১৩; ২৯শে—২১৫,  
 ২১৭। মাইশোর ২৮শে মাঃ—৩০৪/০।  
 প্রিগোপাল ২৩শে মাঃ—২৪০ ২৪০; ২৮শে—  
 ২৪০ ২৪০/০। ঠার ২৩শে মাঃ—২২৪/০;  
 ২৫শে—২২৪/০; ২৭শে—২২৪/০; ২৮শে—  
 ২২৪/০; ২৯শে—২২৪/০। টিটাপড়া ২৩শে মাঃ—  
 ২৮৪/০ ২৮৪/০ ২৮৪/০ ২৮৪/০; ২৪শে—২৮৪/০  
 ২৮৪/০ ২৮৪/০; ২৫শে—২৮৪/০; ২৭শে—২৮৪/০  
 ২৮৪/০; ২৮শে—২৮৪/০ ২৮৪/০; ২৯শে—  
 ২৮৪/০ ২৮৪/০ ২৮৪/০ ২৮৪/০ ২৮৪/০।

## চিনির কল

বলরামপুর ২৫শে মার্চ—১৮০; ২৮শে—১৮০  
 ১৮০। কেরা এন্ড কোং ২৩শে মাঃ—২২০/০

২২০/০; ২৪শে—২২০/০ ২২০/০; ২৫শে—  
 ২২০/০ ৩০০; ২৭শে—২২০/০ ২২০/০; ২৮শে—  
 ২২০ ২২০/০; ২৯শে—২২০। চম্পারণ ২৮শে  
 মাঃ—৪১০; ২৯শে—৪১০। দ্বারভাঙ্গা ২৪শে  
 মাঃ—৩০০ ৩০০; ২৭শে—৩০০; ২৮শে—  
 ৩০০; ২৯শে—৩০০/০। রামনগর কেন ২৩শে  
 মাঃ—১৩৪ ১৩৪/০; ২৪শে—১৩৪/০; ২৫শে—  
 ১৩৪/০; ২৭শে—১৩৪/০। সমষ্টিপুর ২৫শে  
 মাঃ—২১৪/০ ২১৪/০; ২৮শে—২১৪ ২১৪/০।

## চা-বাগান

হাতীকীরা ২৩শে মাঃ—৩২০ ৩২০; ২৮শে—  
 ৩২০ ৩২০। জয়বীরপাড়া ২৮শে মাঃ—২২৪০।  
 নিউ টেরাই ২৭শে মাঃ—৩০০; ২৮শে—৩০০।  
 তিহা ভেলী ২৭শে মাঃ—৩৮০। তেজপুর  
 ২৫শে মাঃ—১৮৪০; ২৭শে—১৮৪০ ১৮৪০;  
 ২৯শে—১৭৪০। বানরহাট ২৮শে মাঃ—৮৭০।

## বিবিধ

রোটার ইন্ডাস্ট্রিজ ২৩শে মার্চ—৩০৪/০ ৩০৪;  
 ২৮শে—৩০৪। ইন্ডো-বার্মা পেট্রোল ২৮শে মাঃ—  
 ৬৬০ ৬৬০। ডানলপ রবার (প্রেক) ২৪শে  
 মাঃ—১৭১। ডালমিয়া সিমেন্ট (প্রেক) ২৩শে  
 মাঃ—১৪৬। বি আই কর্পোরেশন ২৩শে মাঃ—  
 ৬০/০ ৬০; ২৪শে—৬০/০ ৬০/০; ২৫শে—৬০/০  
 ৬০/০; ২৯শে—৬০/০। বেঙ্গল কেমিক্যাল ২৩শে  
 মাঃ—৪৭৪। আগাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ২৩শে  
 মাঃ—১৬৪ ১৬৪/০; ২৪শে—১৬৪/০; ২৫শে—  
 ১৬৪/০ ১৬৪/০; ২৭শে—১৬৪/০ ১৬৪/০;  
 ২৮শে—১৬০; ২৯শে—১৬০।

## কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—কুমিল্লা : : স্থাপিত ১৯১৪

## মূলধন

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| অনুমোদিত ...      | ১,০০,০০,০০০ টাকা    |
| বিলিকৃত ও বিক্রীত | ৬০,০০,০০০ টাকা      |
| আদায়ীকৃত         | ৩২,০০,০০০ টাকার উপর |
| (অগ্রিম কল সহ)    |                     |
| রিজার্ভ ফাণ্ড ... | ১৫,০০,০০০ " "       |

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এন সি দত্ত; এম, এল, সি

## ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস :—কুমিল্লা সেন্ট্রাল অফিস :—মারায়নগঞ্জ

কলিকাতা অফিস :—১৭৬, ব্রহ্ম ষ্ট্রীট।

ফোন :—বড়বাজার ২৮৭

ক্রিয়ারিং'এর যাবতীয় সুযোগ সহ  
 ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

অগ্র্যাত্ত্ব ব্যাঙ্ক :—

শিলচর, সিলেট, কলিমঙ্গা ও বরিশাল।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার :

শ্রীকামিনীকুমার পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

শ্রীসত্যীচন্দ্র সাহা

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

## লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫ কোম :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১ ম্যাজো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বানিগঞ্জ—৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ

বোম্বাই—৮৪, বোম্বাই ষ্ট্রীট

বড়বাজার : ঢাকা : বরিশাল : বহরমপুর (বেঙ্গল)

বেঙ্গল ও কালি (ইউ, পি)

পে অফিস—গোড়াবাজার : বহরমপুর (বেঙ্গল)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম বি ঘোষ দস্তিদার।

## নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :

কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস :

২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট।

কলিকাতায় অগ্র্যাত্ত্ব শাখা :—

কলেজ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ও বালীগঞ্জ।

● “ক্যাশ ক্রেডিট” প্রণয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা  
 ধার দেওয়া হয়।

● মার্কেটাইল বিলের উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।  
 শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্বত্র।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি কে দত্ত।

( বাংলার আর্থিক সমস্যা—১৯২৭ পৃষ্ঠার পর )  
খানার কাজই বর্তমানে বন্ধ হওয়ার উপক্রম  
হইয়াছে। বাঙ্গলার শিল্প কারখানাগুলিকে  
রক্ষা করিতে হইলে উহাদের নিমিত্ত বেশী  
কয়লা বরাদ্দ করিবার জন্ত বাঙ্গলা সরকারের  
পক্ষে অবিলম্বেই কোল কন্ট্রোলারের উপর  
চাপ দেওয়া সঙ্গত। গৃহস্থ ঘরের ব্যবহার্য  
কয়লার দুস্তাপ্যতা সম্পর্কে সম্প্রতি এক  
বিবৃতি দিয়া বাঙ্গলা সরকারের বেসরকারী  
মাল সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী  
জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশে কয়লা সরব-  
রাহ করিবার জন্ত ভারত সরকার যে ৩ হাজার  
মালগাড়ী নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন  
বর্তমানে তাহা বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ার  
দরুণই এই সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।  
এই কথা বলিয়া মিঃ সুরাবর্দী কয়লা সমস্যা  
সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের দায়িত্ব এড়াইবার  
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের পক্ষে  
অসম্ভব ও অশোভন। মিঃ মিত্র বলিতেছেন,  
মালগাড়ীতে কয়লা আসা সম্পর্কে যে  
অনিয়ম ও অনিশ্চয়তা পূর্ব হইতে লক্ষ্য  
করা যাইতেছিল তাহাতে মালগাড়ী ছাড়া  
অন্য কোন যানবাহনের মারফতে খনি অঞ্চল  
হইতে কয়লা আনিবার ব্যবস্থা করা বাঙ্গলা  
সরকারের পক্ষে একান্ত সঙ্গত ছিল। তাঁহারা  
তাহা না করাতাই সমস্যা আজ এত জটিল  
হইয়া দেখা দিয়াছে। লবণ ও কয়লা সম্পর্কে  
মিঃ মিত্র যে অব্যবস্থা ও গাফিলতির কথা  
উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া বাঙ্গলা  
সরকারের মন্ত্রীরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ততঃ  
শিক্ষালাভ করিবেন বলিয়া আমরা আশা  
করি।

যুদ্ধের সময়ে কেবল খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রাদি  
প্রয়োজনীয় জব্যাদি সরবরাহ সম্পর্কেই বাঙ্গলা  
সরকারের উপেক্ষা ও অবহেলার ভাব প্রকাশ  
পায় নাই, এ প্রদেশের শিল্প ও ব্যবসাগত  
সুযোগ-সম্ভাবনা সম্পর্কেও তাঁহারা মারাত্মক  
উদাসীনতা দেখাইয়াছেন। মিঃ জে কে মিত্র  
তাঁহার বক্তৃতায় সেই শোচনীয় কাহিনী ভাল  
ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,  
যুদ্ধের সময়ে অস্ত্রাদি প্রদেশের মত এ  
প্রদেশেও নানা ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়িয়া  
তোলার সুযোগ আসিয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গলা  
সরকার সে সুযোগ কাজে লাগাইবার কোন  
চেষ্টাই করেন নাই। বাঙ্গলার শিল্প বিভাগ  
প্রথম হইতে ভারত সরকারের সাপ্লাই ডিপার্ট-  
মেন্টের অর্ডার অনুযায়ী তাহাদিগকে নানা  
শ্রেণীর মাল যোগাইবার কাজেই ব্যাপৃত  
আছেন। ঐ কাজে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকার

ফলে কয়লা ও কাঁচা মাল সরবরাহের দিক  
দিয়া দেশীয় শিল্পের বর্তমান সমস্যা সমাধান  
সম্পর্কে তাঁহারা কোন সাহায্য করিতে  
পারিতেছেন না। যুদ্ধের সুযোগে দেশে  
ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রসার সম্পর্কেও  
তাঁহারা রীতিমত উপেক্ষার ভাবই দেখাইয়া  
আসিতেছেন। দুর্দিনের চাপে এ প্রদে-  
শের লোক বর্তমানে যে ভাবে নিঃশ্ব ও  
সর্বস্বাস্থ্য হইতেছে তাহাতে এই সময়ে গ্রাম্য  
শিল্প বিস্তারে সরকারী চেষ্টা নিয়োজিত হইলে  
ভবিষ্যতে দেশে উহা আর্থিক পুনর্গঠনের  
কাজে বিশেষ সহায়তা করিত সন্দেহ নাই।  
কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের কাজে  
সে রূপ কোন ছরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া  
যাইতেছে না, ইহা হৃৎখের বিষয়। বাঙ্গলার  
শিল্প বিভাগের মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে  
মিঃ মিত্রের এই মন্তব্য আমরা খুব সমীচীন ও  
সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। জনকল্যাণ সম্পর্কে  
ও জাতিগঠনমূলক কার্য বিষয়ে অনেক বড়  
বড় বুলি আওড়াইলেও বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী  
এ সম্পর্কে যে এখনও কত বেশী পরিমাণে  
উদাসীন রহিয়াছেন ইহা হইতে তাহা স্পষ্ট  
বুঝা যাইতেছে।

যুদ্ধের সময়ে সর্বপ্রকার জাতিগঠনমূলক  
কার্যে উপেক্ষা দেখাইয়াও বাঙ্গলা  
সরকারের বাজেটে ঘাটতির বহর ক্রমাগত  
বাড়িয়া চলিয়াছে। আর সেদিক দিয়াও  
একটা বড় রকম জাতীয় হৃৎখের

সূচনা দেখা যাইতেছে। মিঃ মিত্র  
তাঁহার অভিভাষণে অতঃপর সে শোচনীয়  
পরিস্থিতির কথা আলোচনা করেন। তিনি  
বলেন, যুদ্ধকালীন অবস্থায় নানা দিক দিয়া  
অস্বাভাবিক ধরনের খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়া-  
তেই বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক ছরবস্থা এত-  
দূর গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই ছরবস্থার প্রতি-  
কারের জন্ত শ্রায্যতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে-  
বাঙ্গলা সরকারকে সময়োচিত সাহায্য প্রদান  
করা উচিত। তবে সে রূপ সাহায্য প্রদান  
করিতে গিয়া কোন দিক দিয়া বাঙ্গলা সর-  
কারের অমিতব্যয়িতা দেখা গিয়া থাকিলে  
কেন্দ্রীয় সরকার তাহা বন্ধ করা সম্পর্কে  
দাবী করিতে পারেন। বাঙ্গলায় সর-  
কারের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার কাজে-  
ও এপ্রদেশে সরকারীভাবে খাদ্যশস্য ক্রয়ের  
ব্যাপারে সে অমিতব্যয়িতা যথেষ্ট পরিমাণেই  
দেখা গিয়াছে বলিয়া লোকের ধারণা।  
কাজেই নানা দিক দিয়া অবাস্তুর ব্যয় হ্রাস  
করিবার দিকে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে-  
অবিলম্বে যত্নপর হওয়া সঙ্গত। এইভাবে  
ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা যে কেবল কেন্দ্রীয়  
সরকারের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার  
জন্তই প্রয়োজন তাহা নহে, একটা বড় রকম  
আর্থিক বিপর্যয় হইতে এপ্রদেশকে বাঁচাইবার  
জন্তও তাহা দরকার। মিঃ জে কে মিত্রের  
এই সব মন্তব্য ও নির্দেশ খুব স্মৃতিস্তিত  
সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রীরা  
এ সমস্ত একবার ভালভাবে বিবেচনা করিয়া  
দেখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ম্যাদো লেন, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

## ওভারল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক

কার্যকরী মূলধন ... ১২২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, ধোয়াই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা

গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, ঢাকা ও কটক।

চেয়ারম্যান—শ্রীযুত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

জি. চৌধুরী—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। পাট উৎপাদক জেলাসমূহ হইতে বীজ বপনের এবং সময়মত বৃষ্টির যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার ফলে বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের মন্ডার ভাব কাটাইয়া এসপ্তাহে একটু উন্নতি লাভ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের অন্ত বড় রকমের অর্ডার দিবে শোনা বাইতেছে, কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কমলা সরবরাহ ব্যবস্থার গোলযোগের ফলে গত কয়েকরাত্রে মাসে মিলসমূহে কাজের পরিমাণ বন্ধপ আশা করা গিয়াছিল সেরূপ না হইলেও মোটামুটি ভালই হইয়াছে বলিতে হয়। অনেকের স্থির বিশ্বাস যে, চুই এক মাসের মধ্যেই কমলা সরবরাহ ব্যবস্থার এরূপ উন্নতি হইবে যে, কমলার অভাবে আর পাটকলের কাজের ক্ষতি হইবে না। বরং মিলসমূহের কাজের হার এরূপ-ভাবে বৃদ্ধি পাইবে যে, যথেষ্ট পরিমাণে পাট সংগ্রহ করাই কঠিন হইবে।

মঞ্চস্থলের পাট-কেন্দ্রগুলিতে কিন্তু তেজীর ভাবই বলবৎ আছে। গত সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে পাটের সরবরাহ হ্রাস পাইয়াছে। অনেক পাট-কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তবে ক্ষেত-মজুরের অভাবে বীজ বপন কার্য সম্ভাব্যজনকভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

আলুগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মিলসমূহের পক্ষ হইতে ক্রয়ের তাগিদ বেশী দেখা যায় নাই। ইণ্ডিয়ান জাত তোষা মিডল্ এবং বটোম যথাক্রমে ১৮।০ আনা এবং ১৫।০ আনা মণ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্ এবং বটোম যথাক্রমে ১৬।০ এবং ১৩।০ আনা মণ দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

রপ্তানীকারীরা কণ্ঠতৎপর না থাকায় পাকা বেল বিভাগে কাজকারবার খুব বেশী হয় নাই। মিলসমূহ ৮৫/- দরে ডাঙী-দেশী গাঁইট ক্রয় করিয়াছে, তোষা পাট ক্রয় করিয়াছে প্রতি গাঁইট ৮৮/- দরে।

আলোচ্য সপ্তাহে খলে ও চটের বাজারেও স্থির ভাব দেখা গিয়াছে। গত সপ্তাহের সর্বোচ্চ মূল্যের কাছাকাছিই দর ওঠানামা করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেলের অন্ত কলিকাতা হইতে পাট ক্রয় করিবে, এই সংবাদের ফলেই বাজারের অবস্থা এরূপ উন্নত থাকে। পাইকারগণ ও মিলসমূহ বর্তমানে বিক্রয়ের অন্ত কোন গরজ দেখাইতেছে না। এতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সকল অর্ডার পাওয়া গিয়াছে তাহা সবই প্রায় চটের অর্ডার; ভারী মালের অর্ডার এই প্রথম আসিবে। এ-সপ্তাহে ৯নং পোর্টার এবং ১১নং পোর্টারের দর ছিল যথাক্রমে ২১।৮০ এবং ২৮।০ আনা।

মোট চটের বাজারে খুব তেজীর ভাব দেখা যায়। মিলসমূহ মোটা চটের উৎপাদনের পরিমাণ ইতিমধ্যেই অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে। চড়া দামে মিলসমূহ মোটা চট কিছু বিক্রয়ও করিয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

সোণা-রূপার বাজার দরের সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে তুলার বাজারে তেজীর ভাব দেখা গিয়াছিল এবং ফাটকা বাজারে দর খুব চড়িয়াছিল। করাচীর তুলা বাজারের অবস্থাও ভাল দেখা গিয়াছিল। কিন্তু মিলওয়ালারা ক্রয় কম করার অন্ত এবং তুলার ফসল সম্বন্ধে আশা-প্রদ সংবাদ থাকার অন্ত দর খুব চড়িতে পারে নাই। শোনা যায়, বিদেশী তুলা আমদানীর ব্যবস্থা সম্ভাব্যজনক হওয়ায় এবং টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড তুলার দর কমাইবার অন্ত চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মিলওয়ালারা তুলা বেশী পরিমাণে জমা রাখিতে চাহিতেছে না। তা ছাড়া তাহাদের হাতে গত বৎসরের মত প্রচুর বাড়তি টাংকাও নাই। আলোচ্য সপ্তাহে করিলা মে ৪৩৬৫০, জুলাই ৪৪৫।০ এবং সেপ্টেম্বর ৪৪৯।০ ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে ইহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৪৪২/-, ৪৪৮৫০ এবং ৪৫১।০।

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। কাজ-কারবার সম্ভাব্যজনক, তৈয়ারী মালের ঘাটতি এখনও দেখা বাইতেছে। আশা করা যায়, সম্ভ্রুতি যে বৈঠক হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে আমদানী বাড়িবে। তবে সাময়িক কারণে দর বৃদ্ধি-প্রবণতা দেখা হইয়াছে। কাজেই

বাংলায় যানবাহনের অল্পবিধা আছে। বাংলার মিলগুলির বর্তমানে বড় একটা সুযোগ আসিয়াছে; তাহারা সে সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতেছে।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

সাময়িক পরিস্থিতির একটু এদিক ওদিক ঘটিলেই সোণা-রূপার বাজারদরে দারুণ ওঠা নামা শুরু হয়। ইতিপূর্বেই সোণার বাজার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিক্রয় হারের অপেক্ষা সামান্য বেশী ছিল। গত শুক্রবারে বোম্বাই বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৪০ হাজার পাউন্ড মূল্যের সোণা বিক্রয় করে বলিয়া প্রকাশ; তথাপি চাহিদা কমে নাই। জাপানীরা ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে শুনিয়া বাজারে সোণার চাহিদা বাড়িয়া যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোণা ছাড়িতে থাকিলেও দর নামে নাই; বুধবার বাজার দর ওঠে ৭২।৮০ পর্যন্ত। কিছু কালের অন্ত সরকারী বিক্রয় বন্ধ রাখা হইলে দর দারুণ চড়িয়া যায়। বুধবার বাজার বন্ধের দিকে দর ওঠে ৮০৫০ পর্যন্ত। শোনা যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ দরে সোণা বিক্রয় করিতে রাজী আছে।

বোম্বাই-এর সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায়ও সোণার দর চড়িয়াছে। গত ২২শে মার্চ তারিখে কলিকাতায় সোণার সর্বোচ্চ বেশী দর ছিল ৮০৮/- তরি।

## রূপা

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজার তেজীই গিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া রূপার দর বৃদ্ধি-প্রবণতা দেখা হইয়াছে। কাজেই

## জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড

## —ব্যাঙ্ক ও বীমা—

## ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দি পিয়ারলেস লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

জাতির সম্পদ বাড়াতে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে।

হেড অফিস :—৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ :—বোম্বে, রাইপুর, চক্রধরপুর, চাইবাসা, ঢাকা, নবদ্বীপ, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, দীঘিরপার ও আঙ্গারিয়া।

আর রায়. বি. এ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## সেনট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

এবংসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭।০ লভ্যাংশ দিয়াছে

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৪৩।০

—শাখাসমূহ—

- |                    |                  |                |                        |
|--------------------|------------------|----------------|------------------------|
| (১) শ্রীমবাজার     | (৫) কাঁচড়াপাড়া | (৯) দিনাজপুর   | (১৩) ছবরাজপুর (বীরভূম) |
| (২) দক্ষিণ কলিকাতা | (৬) ভাটপাড়া     | (১০) নীলফামারি | (১৪) সিন্ধুগঞ্জ        |
| (৩) নিউমার্কেট     | (৭) হিলি         | (১১) সৈয়দপুর  | (১৫) কুচবিহার          |
| (৪) নৈহাটি         | (৮) বালুরঘাট     | (১২) রংপুর     | (১৬) বেনারস            |
|                    |                  |                | (১৭) এলাহাবাদ          |

হেড অফিস—৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা : ২১২৫ ও ৬৪৮৩



রূপার বাজারে ফাটকাবাজী চলিয়াছে। সোণার দর খুব বেশী চড়িবার পূর্ব হইতেই রূপার দর বাড়িতে থাকে। সোণার বর্তমান দর এখনও গত বঙ্গবঙ্গের উচ্চতম দর হইতে নিম্নে আছে; কিন্তু রূপার দর ইতিপূর্বের সমস্ত দরকে ছাড়িয়া গিয়াছে। বোম্বাই বাজারে রেডি রূপার দর উঠিয়াছে প্রতি ১০০ ভরি ১৪১০ পর্যন্ত; আগাম-বিক্রয়ের দর উঠিয়াছে ১০৮০।

কলিকাতা বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দর উঠিয়াছে ১০০ তোলায় বার ১০৮০, খুচরা দর ১০৮৫ আনা।

( রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—১৯২৬ পৃষ্ঠার পর )

অবশ্য ভয়ে না ভরসায় তাহাই ভাবিবার বিষয়। পরিষদ-কক্ষে স্বয়ং অর্থসচিব অপ্রতিভ-ভাবে বলিয়াছেন, “আমরাও চাই দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হউক। নহিলে এইভাবে পরিষদের আস্থা হারাওয়া কোন বিল পেশ করা আমাদের পক্ষেও প্রীতিকর নহে।” প্রীতিকর যে নহে এই কথা কায়মী স্বার্থ জানিয়াও জানেন না এবং বুঝিয়াও বুঝে না বলিয়াই ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘুচিতেছে না—এখনও ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভারত সরকারের কারাগারে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আছেন।

গত ২৪শে জামুয়ারী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন মতের ১১২ জন সংবাদ-পত্র সম্পাদকের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন নূতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত আবেদনে প্রতিনিধিত্বান্বিত ১১২ জন ভারতীয় সাংবাদিক গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়া ভারতবর্ষে গণ-তান্ত্রিক জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠন করিয়া বর্তমান অচল অবস্থা দূরীকরণের অমুরোধ জানাইয়া-ছিলেন। গত ২৪শে তারিখের সেই আবেদন এতদিনে সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি সৈয়দ আবদুল্লাহ ব্রেলভী প্রকাশ করিয়াছেন। ইতি-মধ্যে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতের নয়া বড়লাট তাঁহার প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতায় পরোক্ষে সম্পাদকগণের উক্ত আবেদনের উত্তর দিয়া-ছিলেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক অচল অবস্থার নিরসনের জন্য বড়লাটের অভিভাষণে এতটুকু আশার আলোক ছিল না। তথাপি উক্ত প্রকাশিত আবেদনের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। বর্তমানে ভারত সরকারের উপস্থ্যপরি পরা-জয়ে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট ব্যতীত জনমতের সমর্থন পাওয়া যাইবে না। সাংবাদিকমণ্ডলীর আবে-দনেও তাহাই জানান হইয়াছে। দেখা যাউক-নয়াদিল্লী ও লণ্ডন এতদিনের কৃতকার্যের

স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ দেখিয়া সংশোধনের জন্য উদার মনোভাবের পরিচয় দেয় কি না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সপ্তম সাধারণ নির্বাচন গত ২৯শে ও ৩০শে মার্চ যথ-রীতি অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। বিভিন্ন নির্বাচন-কেন্দ্রের ভোট গণনার ফলাফল দৃষ্টে জানা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভা প্রার্থীদের জয়লাভ হইয়াছে। মুসলিম নির্বাচন-কেন্দ্রের একটি বিস্ময়কর অথচ উপভোগ্য ফলাফল এই যে, কর্পোরে-শনে মুসলিম লীগ দলের নেতা এবং কলি-কাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ এ আর সিদ্দিকী ভোট-মুখে পরাজিত হইয়া-ছেন। এবারের কর্পোরেশন নির্বাচন-মুখে কিন্তু তেমন জমিয়া উঠে নাই। কারণ কি মহাহুদ্দিন, না মহামুন্দের গতি-প্রকৃতি, তাহা বলা দুষ্কর। তবে এই হুদ্দিনে অনেকে বেশ দুই পয়সা করিয়া লইয়াছেন। নির্বাচন-সংগ্রামে তাহাদের সংখ্যা বড় কম নহে। সুতরাং টাকার খেলা পূর্বের চেয়ে এবারই বরং বেশী হওয়া আভাবিক ছিল। কিন্তু সেরূপ আড়ম্বর ও হৈ-হুন্সা এবার দেখা গেল না। যাহা হউক নির্বাচনের প্রাকালে অনেক প্রার্থী অনেক বড় বড় কথার প্রতিশ্রুতি জানাইয়া ভোট-ভিক্ষায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু পরে প্রায় সব কথাই তাহারা ভুলিয়া কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনেই ব্যস্ত থাকেন। এবারের নবনির্বাচিত ও পুনর্নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ পৌরকার্যে তাহাদের কর্তব্য নির্ভা ও সততার সহিত পালন করুন আমরা এই কামনা জানাই।

কমল সভায় গত ২৮শে মার্চ নূতন শিক্ষা বিল সম্পর্কিত ধারা লইয়া ভোট গ্রহণের ফলে গবর্ণমেন্ট এক ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষ নহে। তাই সেখানে এরূপ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া গবর্ণমেন্টের এক ভোটে পরাজয়ের (তাহাও এই প্রথম পরা-জয়) ফলে চতুর্দিকে চাকল্যের সৃষ্টি হই-য়াছে। এমনকি শিক্ষামন্ত্রী মিঃ রিচার্ড অটিন বাটলার প্রধান মন্ত্রীর নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। মিঃ চার্লিসও তাহার বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, পরবর্তী আলোচনায় ঐ সম্পর্কে যথেষ্ট সংখ্যক সমর্থন যদি গবর্ণমেন্ট না পান তাহা হইলে শাসনতান্ত্রিক পরিণতি ঘটবার যে সাধারণ বিধান রহিয়াছে তাহার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের কথা আপনি আসিয়া পড়ে। পরিষদে ভারত সরকারের দশ-দশ বার পরাজয়ের পরেও নয়া-দিল্লীর সপারিশদ ইন্দ্রধাম অচল ও অবি-চলিত। বিলাতে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের বেতন সমান করার প্রক্ষে গবর্ণমেন্টের এক ভোটে পরাজয় লইয়া তোলপাড় কাণ্ড সুরু হইয়াছে, আর এখানে ফিনান্স বিল অধিক সংখ্যক ভোটে বানচাল হইয়া গেলেও দেব-তারার নির্ভয় ও নির্বিকার !!

### বাংলার জুগ্ম চিনির বরাদ্দ

কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ বাংলার জুগ্ম বরাদ্দ চিনির পরিমাণ ১ লক্ষ ৩২ হাজার টন হইতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তন্মধ্যে ১০ হাজার টন হইবে বাংলার উৎপন্ন চিনি।

ভুড়ের বরাদ্দও ৩৭ হাজার হইতে ৬০ হাজার টন করা হইয়াছে।

দেশের সেবায়

দি নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক

নিম্নলিখিতঃ

হেড অফিস :—নবদ্বীপ...নদীয়া।

সেন্ট্রাল অফিস :—দক্ষিণ কলিকাতা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৬, ম্যাজো লেন, কলিকাতা।

ঢেতলা ও নারায়ণগঞ্জ ব্রাঞ্চ

শীঘ্রই খোলা হইবে।

# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

|                              |                                   |                        |         |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| ৬ষ্ঠ বর্ষ                    | কলিকাতা, ১০ই এপ্রিল, সোমবার, ১৯৪৪ | ৪৭শ সংখ্যা             |         |
| = বিষয় সূচী =               |                                   |                        |         |
| বিষয়                        | পৃষ্ঠা                            | বিষয়                  | পৃষ্ঠা  |
| সাময়িক প্রসঙ্গ              | ১১৪৯-৫১                           | আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর | ১১৫৬-৬৫ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ             | ১১৫২                              | কোম্পানী প্রসঙ্গ       | ১১৬৬    |
| ভারতে বীমা ব্যবসায়ের সমস্যা | ১১৫৩                              | বাজারের হালচাল         | ১১৬৭-৭২ |
| ফসল-বীমার যৎকি ক্ষেত্র       | ১১৫৪-৫৫                           |                        |         |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে গবর্নমেন্টের আশ্বাসবাণী

বাংলার গবর্নর মিঃ কেসী সম্প্রতি এক বেতার-বক্তৃতা দিয়া বাংলার জনসাধারণকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গত বৎসর যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল ১৯৪৪ সালে তাহার পুনরাবির্ভাবের কোন আশঙ্কা নাই। তাহার এই ধারণা সম্পর্কে তিনি চারিটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গতবার কম চাউল উৎপন্ন হওয়ায় এ প্রদেশে উহার বাস্তবিকই অভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু এবার বাংলায় ভাল ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। গতবার কলিকাতার লোকদের জন্ম বাংলা দেশ হইতে খাদ্য যোগাইতে হইয়াছিল। এবৎসর কলিকাতার অধিবাসীদের জন্ম কেন্দ্রীয় সরকার ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন (১ কোটি ৭৫ লক্ষ মণ) চাউল সরবরাহ করিবেন। গতবার খাদ্যমূল্য মজুত ও তাহা বণ্টন করা সম্পর্কে তেমন কোন সুব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু এবার সে দিক দিয়া ব্যাপকভাবে সমুচিত কার্যনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। গতবার দেশের যানবাহন-ব্যবস্থা অপরিপূর্ণ

ছিল। এবার সেদিক দিয়া সুবন্দোবস্ত করার চেষ্টা হইয়াছে, যানবাহন সম্পর্কে বর্তমানে একটি উন্নতিও দেখা যাইতেছে। কাজেই খাদ্যের অভাব ঘটিয়া ১৯৪৩ সালে যে দুর্দশাই ঘটিয়া থাকুক না কেন ১৯৪৪ সালে তাহার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

গবর্নর বাহাছরের এই আশ্বাসবাণী লোকের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা ও ভরসার ভাব জাগাইতে সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে চারিটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রথম দুইটি সত্য হইলেও পরের দুইটিকে এখনও আমরা তেমন নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতেছি না। এবার বাংলায় ভাল ফসল উৎপন্ন হইয়াছে, কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে ভারত গবর্নমেন্ট একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সেদিক দিয়াও দুর্ভিক্ষ নিবারণের পক্ষে একটি বিশেষ অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সরকারীভাবে খাদ্য ক্রয় ও খাদ্য বণ্টন সম্পর্কে এবং সর্বোপরি এ প্রদেশের যানবাহন সম্পর্কে গতবারের তুলনায় এবার নানাদিক দিয়া প্রকৃত সুবন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া মিঃ কেসী যে উক্তি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য

নহে। বাংলার সব জিলায় লোকের আহাৰ্য সংস্থানের উপযোগী চাউল উৎপন্ন হয় না। এই অভাব পূরণের জন্ম 'বাড়তি' জেলা হইতে 'বাটতি' জেলায় প্রয়োজনীয় চাউল সরবরাহ করা দরকার। কিন্তু গতবারের তুলনায় এবার এপ্রদেশে যানবাহনের সুবিধা বাড়িবার কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক মালগাড়ীর অভাবে রেলপথে খাদ্য সরবরাহের সুযোগ এখনও খুব সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সরকারীভাবে চাউল ক্রয় ও মজুতের ব্যাপারে গবর্নমেন্ট এবারও কোন বিবেচনাসম্মত নীতি অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান নাজিম মজিসভা গত দুর্ভিক্ষের সময় দেশে চাউল ক্রয় ও বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুল পরিমাণে চাউল ক্রয় করা হইলেও নানা গলদ ও অব্যবস্থার জন্ম গতবার কার্যতঃ তাহার সুবণ্টন সম্ভবপর হয় নাই। অথচ সেই সব ক্রটিবিচ্যুতি দেখা যাওয়া সত্ত্বেও এবারও চাউল ক্রয় ও বণ্টনের ভার একান্তভাবে তাহাদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। খাদ্য সম্পর্কে লোকের আস্থা ও নির্ভরতা বাড়াই-

বার জন্ত এবং খাচ্চ বর্টনের ব্যাপারে প্রকৃত সুব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্ত এ প্রদেশে একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণর বাহাদুর এখনও লোকের সেই দাবী সম্পর্কে কোন কর্তৃপাত করিতেছেন না। খাচ্চনীতি সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রিসভাকে সম্মোচিত সুপরামর্শ প্রদানের জন্ত কেহ কেহ এ প্রদেশে একটি বেসরকারী এডভাইসরী বোর্ড গঠন করিবার কথা বলিয়াছিলেন। জনসাধারণের সে ন্যূনতম দাবী পূরণ সম্পর্কেও আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। এই অবস্থায় গতবারের মত চাউল ক্রয় ও বর্টনের দায়িত্ব একান্তভাবে বর্তমান মন্ত্রিসভার উপর ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত সুফল কতদূর পাওয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

### প্রকৃত গলদ কোথায় ?

এক সময় ছিল যখন দেশে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইলেই লোকে তাহাদের অভাব পরিপূরণ সম্পর্কে স্বেচ্ছায়তঃই আশ্বস্ত হইতে পারিত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার এই চরম উন্নতির যুগে কেবল ফসল উৎপাদনের উপরই লোকের অভাব পরিপূরণের প্রশ্ন নির্ভর করে না। দেশের শাসনব্যবস্থা, গবর্ণমেন্টের বাণিজ্যনীতি ও মুদ্রানীতি এবং সর্বোপরি পণ্য বর্টন সম্পর্কে সরকারী কার্য-ধারা এসমস্তের উপরও তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। গত বৎসর যে দেশে ছুতিক্ষ দেখা দিয়াছিল চাউলের কম উৎপাদনই তাহার একমাত্র কারণ ছিল না। শাসন কর্তৃপক্ষের অকর্মণ্যতা, বাজলা হইতে বেপরোয়াভাবে বাহিরে খাচ্চসস্তা রপ্তানী, গবর্ণমেন্ট, শিল্পপতি ও মুনাফাশিকারিগণ কর্তৃক অব্যাহতভাবে চাউল মজুত এবং সর্বোপরি ইনফ্লেশনও এই প্রকার অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছিল। এসব দিক দিয়া গতবারের সহিত এবারকার অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায় এবার বাজলায় বেশী চাউল উৎপন্ন হইয়াছে, আর বাজলা হইতে এবার বাহিরে চাউল রপ্তানী করা হইবে না বলিয়াও গবর্ণমেন্ট একটা আশ্বাস দিয়াছেন। তাহা ছাড়া আর সব দিক দিয়াই অবস্থা ও অব্যবস্থা প্রায় একই রূপ রহিয়াছে। এবার বেশী চাউল উৎপন্ন হইলেও ইনফ্লেশনের জন্ত দেশে উহার দর এখনও তেমন কিছু নামিয়া আসিতেছে না। কলিকাতায় রেশন ব্যবস্থার আমলে গবর্ণমেন্ট নিজেরা ১৬ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতেছেন। মফঃস্বলের অনেক স্থলেও

চাউলের দর এখনও ১৩১৪ টাকার নীচে নামিতেছে না। পূর্বে যেখানে চাউলের মণ প্রতি দর ছিল ৪৫ টাকা, সেখানে বর্তমানে এত বেশী মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল কিনিয়া খাইবার সজ্জা এই দরিদ্রদেশে অনেকেরই নাই। কাজেই ছুতিক্ষ না থাকিলেও খাচ্চাভাবের সমস্যা এখনও দেশে মারাত্মক। আর তাহাতে লোকের শারীরিক পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতাও বেশী করিয়া ঘটিতেছে। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি-কারের জন্ত সরকারীভাবে সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা কোথায় ?

### রেলের ভাড়া

ভারত সরকারের যানবাহন সচিব রেল বিভাগের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া ঐ সালে রেলের যাত্রী-ভাড়া শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী গত ১লা এপ্রিল হইতে এদেশে সমস্ত রেলপথেই মাংশল বাড়িবার কথা ছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব কেন্দ্র করিয়া সাধারণের বিক্ষোভ তীব্র হইয়া উঠার ফলে গবর্ণমেন্টকে শেষ পর্যন্ত এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সরকারী বাজেট পাশ করিতে গিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবার গবর্ণমেন্টের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে। কংগ্রেস দল ও মুসলিম লীগদল সম্মিলিতভাবে এবার ভারত সরকারের রাজস্ব বিল চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রেল বাজেটের আলোচনাকালে একটা ছাঁটাই প্রস্তাবের ভিতর দিয়া রেলের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবটিও পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাজস্ব বিলটি অগ্রাহ্য হওয়া সঙ্গেও বড়লাট সার্টিফিকেটরূপী ব্রহ্মাজ প্রয়োগ করিয়া তাহা যথারীতি বলবৎ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু জনমতের তীব্র প্রতিবাদের সমক্ষে গবর্ণমেন্ট রেলের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। শেষ পর্যন্ত একটি ইস্তাহার জারী করিয়া উহা তাহার প্রত্যাহার করিয়াছেন। রেলের ভাড়া আপাততঃ বৃদ্ধি না করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের এই সঙ্কল্প আমরা তাহাদের স্মৃতির পরিচয় বলিয়াই মনে করি।

গবর্ণমেন্ট যাহা করিতে চান বা করেন 'ক্যাপিটেল' পত্র সর্বদাই তাহা খুব সজ্জত ও সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করেন। রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবটি যখন পরিষদে উপস্থিত করা হয় তখন ঐ পত্র তাহা বাস্তবিকই আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিয়া-ছিলেন। যাত্রী-ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে যানবাহন-সচিব যে তিনটি সুবৃদ্ধি দেখাইয়াছিলেন 'ক্যাপিটেল' পত্র অবলৌল্যক্রমে তাহা সূচিস্তিত বলিয়া

ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে পরিত্যক্ত হওয়াতেও গবর্ণমেন্টের এই কার্যনীতির প্রশংসা করিতে তাহাদের বাধে নাই। ক্যাপিটেল পত্রের 'ডিচার' তাহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, রেলের ভাড়া বৃদ্ধি বন্ধ রাখা সম্পর্কে 'গবর্ণমেন্টের বর্তমান সিদ্ধান্ত ব্যাপকভাবে সমর্থিত ও প্রশংসিত হইবে।' ইহাই হইতেছে এদেশে ইংরাজ জাতির অন্তঃজ্ঞানালিঙ্গমের নমুনা। ইহাই হইতেছে 'ক্যাপিটেল' পত্রের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মতামতের খাঁটি দৃষ্টান্ত।

### টেলিফোন-ব্যবস্থার গলদ

কলিকাতার টেলিফোন-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া লোকের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ক্রমেই তীব্র হইয়া দেখা দিতেছে। গবর্ণমেন্ট টেলিফোন কোম্পানীর স্বাধীনতা কিনিয়া লইয়া তাহা সর্বস্বাধীনভাবে নিজেদের পরিচালনাধীনে লওয়ায় আমরা তাহা একটা শুভ সূচনা বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সরকারী সুব্যবস্থায় জনসাধারণ কম খরচে ভাল 'সার্ভিস' পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার যে পতি দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছি। টেলিফোন-ব্যবস্থা সরকারী কর্তৃক যোগ্যর পর টেলিফোনের রেট বেশ কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু সার্ভিসের দিক দিয়া কোন উন্নতি একেবারেই দেখা যায় নাই। বরং পূর্বের তুলনায় সকল দিক দিয়াই যে উহার অবনতি ঘটিতেছে সে নিদর্শন আমরা প্রতি-নিয়তই পাইতেছি। টেলিফোনের হাতল ধরিয়া অনেকক্ষণ 'হ্যালো' 'হ্যালো' করিয়াও অনেকক্ষণে কোন জবাব পাওয়া যায় না। বহুক্ষণ চেঁচামেচির পর হয়ত 'নাথার এনপেজ' আছে শুনিয়া কপালের ঘাম মুছিতে হয়। এই সব ক্রটিব্যাতি সম্পর্কে অভিযোগ করা হইলে কর্তৃপক্ষ যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক চাপ ও ব্যস্ততার কথা বলিয়া তাহা এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু অব্যবস্থার আসল কারণ তাহা নহে। টেলিফোন সম্পর্কে অনুবিধা ও বিভ্রাট ঘটিবার মূল হেতু টেলিফোন অফিসের কর্মচারী ও কেরানীদের (অধিকাংশই মহিলা) অমনো-যোগিতা ও অকর্মণ্যতা। যুদ্ধের সময়ে টেলিফোন অফিসে অপারেটর বাড়ানোর ক্রটি হয় নাই; মোটা মাহিয়ানা ও ভাতা দিয়া সেখানে ইতিমধ্যে বহু নতুন ব্যক্তিকে বসান হইয়াছে। কিন্তু চাকুরী দিতে গিয়া আজ যাহারা গৌরী-সেনের ভাগুর উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, জনসাধারণের সুবিধার জন্ত টেলিফোন সার্ভিসের উন্নতি বা সুপরিচালনা সম্বন্ধে তাহারা কোন ভরসাই দিতে পারিতেছেন না। টেলিফোন-ক্লাকদের শৈথিল্য ও অক্ষমতার জন্ত নাথার পাইতে অসুখা বিলম্ব হইতেছে; পুনঃ পুনঃ 'হোয়াট নাথার', 'নাথার এনপেজড', 'নো রিপ্লাই', 'প্লিজ কাট অফ' প্রভৃতি শুনিয়া সকলকেই ইয়রান হইতে হইতেছে। কলিকাতার মত বড় সহরে টেলিফোন-ব্যবস্থার সহিত নাগরিক জীবনের সুখস্বচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন কতক পরিমাণে জড়িত রহিয়াছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টেলিফোনতো নিতান্ত অপরিহার্যই বলা চলে। এই অবস্থায় সকল শ্রেণীর লোকদের হুঃখ ও হুঃভোগের কথা ভাবিয়া গবর্ণমেন্ট টেলিফোন-ব্যবস্থার বর্তমান গলদ দূর করা সম্পর্কে মনোযোগী হইবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

### ভারত হইতে বস্ত্র রপ্তানী

এদেশবাসীর কল্যাণে বস্ত্রের উৎপাদন, যোগান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট একটি টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন। এদেশে যুদ্ধের সময়ে কাপড়ের মূল্য ৬৭ গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড সেই চড়া মূল্যের ২১ গুণ হ্রাস করিয়া দিয়া তাহাকেই এদেশে বর্তমান গ্রায্য মূল্য বলিয়া চলাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। উহাতে বস্ত্রের দর এখনও অনেক পরিমাণে জনসাধারণের নাগালের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ও টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ড উহা তাহাদের পরম সাফল্য বলিয়া প্রচার করিতে দ্বিধা-বোধ করিতেছেন না। যাহা হউক, এইভাবে জনসেবার কাজ সমাধা করিয়া মিল-মালিকদের প্রতিনিধি হিসাবে কন্ট্রোল বোর্ডের সদস্যরা বর্তমানে পুরাপুরিভাবে আত্মসেবায় মনোযোগ দিয়াছেন। তাহাদের চেষ্টায় সম্প্রতি বাহিরে ভারত হইতে চড়ামূল্যে বস্ত্র রপ্তানীর একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত বোর্ড স্থির করিয়াছেন, তাহারা এবৎসর এদেশ হইতে বিদেশে ৬০ কোটি গজ বস্ত্র প্রেরণ করিবেন। ভারতে বস্ত্রের যে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত আছে রপ্তানীকৃত বস্ত্রের মূল্য সে তুলনায় শতকরা ১২ ভাগ বেশী হইবে।

ভারত হইতে বস্ত্র রপ্তানী সম্পর্কে টেক্সটাইল বোর্ডের এই পরিকল্পনার কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ হুঃখিত হইয়াছি। বিদেশে বস্ত্র প্রেরণ করিয়া নানা স্থানের হাটবাজারে ভারতীয় বস্ত্রের কাটতি স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করা যে এদেশের বস্ত্র-শিল্পের স্বার্থের দিক হইতে বিশেষ দরকার তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু দেশের লোকের একান্ত প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া সে বিষয়ে বেশী পরিমাণ মনোযোগ দিতে যাওয়া বর্তমানে খুবই অমু-চিৎ। দেশের কাপড়ের কলগুলি সামরিক অর্ডার নিয়া ব্যাপ্ত থাকায় বর্তমানে বেসামরিক প্রয়োজনে ঐ সমস্তের ভিতর কাপড় উৎপন্ন হইতেছে খুবই কম। ফলে ব্যবহার্য কাপড়ের যোগান কমিয়া দেশে উহা রীতিমত হুঃপ্রাপ্য ও হুঃমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশে বস্ত্রের এই হুঃপ্রাপ্যতা ঘটায়, তাহা দেখিয়া মিল-মালিকেরা বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিবেন বলিয়া লোকে আশা করিতেছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করিবার জন্ত গবর্ণমেন্টের উপরও দেশবাসীর পক্ষ হইতে চাপ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ করা সম্পর্কে কেহই আজ পর্যন্ত বিশেষ কোন গরজ দেখাইতেছেন না। গত ১৯৪১-৪২ সালে

ভারত হইতে ২৬ কোটি টাকার বস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে সেই রপ্তানী বাড়িয়া ৩৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ১৯৪৩-৪৪ সালে কত টাকার বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু তাহা ১৯৪২-৪৩ সালের তুলনায় কম হওয়ার আশা কম। এই অবস্থায় টেক্সটাইল বোর্ড আবার নতুন করিয়া বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থের কথা ভাবিয়া আমরা এই শ্রেণীর কার্যধারার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ স্থাপন করিতেছি।

### টাকার বিনিময়-মূল্য

প্রতি দেশের কৃষি ও শিল্প ব্যবসায়ের উপর ঐ দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রভাব খুবই বেশী। বাহিরের সহিত মুদ্রা-বিনিময়ের হার সেই আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যকে আবার অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সেজন্য সকল দেশের গবর্ণমেন্টই তাহাদের মুদ্রার বিনিময়-হার সম্পর্কে একটা সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলাত্মিক গবর্ণমেন্টের আমলে ভারতে সে ধরনের সুপরিকল্পিত কার্যনীতির কোন বালাই নাই। দেশের স্বার্থ বুঝিয়া এদেশে টাকার বাট্টার হার নির্ধারিত হয় না। কিভাবে ভারতের সহিত ব্রিটিশ বণিকদের কাজকারবারের সুবিধা হইবে তাহা ভাবিয়াই বাহিরের সহিত এদেশের টাকার বিনিময়-হার স্থিরকৃত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় ভারতের আমদানী-বাণিজ্যের সুবিধা হইলে রপ্তানী-বাণিজ্যের সুবিধা হয় না, রপ্তানীর সুবিধা হইলে আমদানীর সুবিধা হয় না। কাজেই কোন না কোন দিক দিয়া দেশের কৃষি-শিল্পের ক্ষতি অবধারিত হইয়াই দেখা দেয়। এই অবস্থা দেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এদেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য লোকে বর্তমানে যুদ্ধোত্তর কালের প্রতীক্ষা করিয়া আছে। যুদ্ধশেষে সেই উন্নতি সম্ভবপর করিয়া তুলিবেন বলিয়া গবর্ণমেন্টও বর্তমানে বিশেষ আশা-ভরসা দিতেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়াই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তাহা কার্যতঃ সাধন করিতে হইলে তজ্জন্য এখন হইতে প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভব। সেজন্য টাকার বিনিময়-হার সম্পর্কেও এখন হইতে একটা বিবেচনাসম্মত কার্যনীতি স্থিরকৃত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই একটা বিষয়ে আজ পর্যন্ত দেশবাসীর দাবীদায়ার কোন মূল্য দিতে-ছেন না। দেশের স্বার্থ বুঝিয়া এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে একটা পুনর্বিবেচনা করা হইবে বলিয়াও তাহারা কোন নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছেন না। কৃষি-শিল্পের সমুচিত উন্নতির কথা বিবেচনা করিয়া টাকার ন্যায্য বিনিময়-হার স্থির করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ হুসেন ইমাম সম্প্রতি আইন সভার সভ্যদের লইয়া একটি কমিটি বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট

পক্ষ হইতে ফিনান্স সেক্রেটারী মিঃ সি ই জোন্স তীব্রভাবে সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, এই প্রস্তাব দুই দিক দিয়া আপত্তিকর। প্রথমতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে বিনিময়-হার সম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব মুখ্যতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের উপর স্থাপ্ত করা হইয়াছে। কাজেই সেজন্য আলাদাভাবে কমিটি বসাইবার কোন সমীচীনতা দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা বর্তমানে বেশী করিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহাতে কোন কমিটির পক্ষে ঠালিং বা ডলারের হিসাবে টাকার কোন গ্রায্য বাট্টার হার স্থির করাও সম্ভবপর নহে।

গবর্ণমেন্ট পক্ষের আপত্তির জন্ত প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত পরিষদ কর্তৃক বাতিল হইয়াছে সত্য, কিন্তু মিঃ জোন্সের উপরোক্ত যুক্তি আমরা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ টাকার বিনিময়-মূল্য সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব একান্তভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উপর ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের মতে অমুচিৎ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে যেভাবে এই ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে দেশের স্বার্থ বুঝিয়া ইহা নিষ্ঠুর ও নিরপেক্ষভাবে গবর্ণমেন্টকে কোন দিক কোন সুনির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি না। গবর্ণমেন্টকে নির্দেশ দেওয়া নহে, গবর্ণমেন্টের নির্দেশ মানিয়া চলা ও সকল ব্যাপারে তাহাদের মন যোগাইয়া চলা, বর্তমান অবস্থায় ইহাই প্রকৃতপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে ইনফ্লেশন সৃষ্টির ব্যাপারে ইহা আমরা ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিতেছি। বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার ভিতর টাকার গ্রায্য বাট্টার হার নির্ধারণ করা কঠিন বলিয়া ফিনান্স সেক্রেটারী যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কতকাংশে সত্য, কিন্তু সেজন্য এইরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে কমিটি বসাইবার প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেওয়ার কোন অর্থ নাই। মিঃ হুসেন ইমাম তাহার প্রস্তাবে এদেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্ত কমিটি বসাইয়া ভবিষ্যৎ বাট্টা নীতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়ার কথাই বলিয়াছিলেন। যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থায় আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতি ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের খুঁটিনাটি স্থির করিবার চেষ্টা যদি চলিতে পারে, তবে টাকার ভবিষ্যৎ বাট্টার হার নিয়া কেন আলোচনা চলিতে পারে না তাহা আমরা বুঝি না। আমাদের মতে যুদ্ধ শেষ না হওয়ার পূর্বেই এদেশের কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজন বুঝিয়া টাকার বিনিময়-মূল্য সম্পর্কে একটা যুদ্ধোত্তর কার্যনীতি স্থিরকৃত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমাদের স্বার্থহানি ঘটাইয়া-আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির পরিকল্পনায় ও অগ্রাগ্র পরিকল্পনায় এদেশের জন্ত একতরফাভাবে অনেক কিছুই স্থিরকৃত হইয়া যাইতে পারে।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

মণিপুর রণাঙ্গনের সামরিক পরিস্থিতি এখনও আমাদের সাধারণের কাছে পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই। উত্তরদিকের জাপানী অগ্রগতি এখনও প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। বিপক্ষ বাহিনীর আসল লক্ষ্য আসামের রেলপথের দিকে বলিয়াই মনে হয়। ইক্ষলের উত্তরে জাপানীদের চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ। এই কারণেই আসাম রণাঙ্গন সম্পর্কে মিত্রপক্ষের স্পষ্টতঃই উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে। জাপ-বাহিনী ইক্ষল হইতে দশ মাইল দূরে আসিয়াছে। কোহিমার ৫০ মাইল পূর্ববর্তী জেসেমি হইতে বিপক্ষ বাহিনী কোহিমার দিকে অগ্রসর হওয়ায় কোহিমার বিপদ রহিয়াই গিয়াছে। জাপবাহিনী মণিপুর রোডের পশ্চিমেও আসিয়া পড়িয়াছে। মণিপুর রোডের পূর্বে কোহিমা এবং ইক্ষলের মধ্যবর্তী ত্রিশ মাইলব্যাপী স্থানে নাগা পর্বত অঞ্চলে বিপক্ষের সৈন্য-সমাবেশের ফলে এবং দক্ষিণে টিডিম অঞ্চলের যুদ্ধ সাজ হওয়ায় উত্তরাঞ্চলই সমগ্র মণিপুর যুদ্ধের ভারকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দক্ষিণ রণাঙ্গনের অবস্থা অবশ্য সন্তোষজনক। টিডিম-ইক্ষল এলাকায় জাপানীদের ব্যাপক নিধনের পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে তাহা এখন পরিষ্কার বুঝা যায়। ১৭ ডিভিশন বিচ্ছিন্ন হইয়াও সমস্ত জাপ বাহা ভাঙ্গিয়া ইক্ষলের দিকে চলিয়া আসিতেছে।

আরাকান রণাঙ্গনের যুদ্ধের অবস্থা পূর্ব সপ্তাহের স্থায় এবারেও মিত্রপক্ষের অমুকুলেই যাইতেছে। উত্তর-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে চীনা বাহিনী পূর্বের মতই জাপানীদের হটাইয়া দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। পাল ও কাখান নদীর মোহনায় একটি শক্তিশালী জাপ বাটি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উত্তর ব্রহ্মের এই অভিযান শীঘ্র প্রতিরুদ্ধ না হইলে জাপানীদের মণিপুর অভিযানের গুরুত্ব কমিয়া যাইতে থাকিবে।

গত ৩রা এপ্রিল কাছাড় ও মণিপুর এলাকায় জাপ বিমান হানা হইয়া গিয়াছে। অল্প কয়েকটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং কেহ হতাহত হয় নাই বলিয়া প্রকাশ।

সোভিয়েট বাহিনী খাস কমানিয়ার অভ্যন্তরে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। লাল কোজ এই প্রথম নাৎসী-শাসিত ভূখণ্ডে প্রবেশ করিল। ঐ রণক্ষেত্রে কমানিয়ার তৈলকেন্দ্র ধোয়েস্তি যে সোভিয়েট বাহিনীর পরবর্তী লক্ষ্য তাহা বৃত্তিতে দেয়া হয় না। জার্মান পক্ষও প্রাণপণ বাধা দানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ওদিকে হাঙ্গারী ও চেকোস্লোভাকিয়ার প্রান্তবর্তী কার্পেথিয়ান রণাঙ্গনে লাল কোজ এক স্থানে জার্মান প্রতিরোধ ইতিমধ্যেই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মার্শাল জুকভের প্রথম ইউক্রেন বাহিনী পোল্যান্ডের অভ্যন্তরে নুতনভাবে প্রচণ্ড অভিযানের আয়োজন করিতেছে। কমানিয়ার যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ক্রমশঃ নিম্নম আকার ধারণ করিতেছে। ওদিকে লাল কোজ এখন ওডেসা হইতে মাত্র ১০ মাইল দূরে। ওডেসায় এখন মার্শাল ফন ব্লীষ্টের ২ লক্ষ সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। ফ্রাঙ্ক য়ে ১ লক্ষ ৮০ হাজার নাৎসী সৈন্য আটক পড়িয়াছে তাহাদের সম্মুখে এখন ষ্ট্যালিনগ্রাদের স্থায় বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিতেছে।

ইতালীয় রণাঙ্গন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু জানাইবার নাই।

গত ৩০শে মার্চ মস্কোতে সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে নুতন এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। উত্তর শাখালিনের তৈল আর কয়লা উৎপাদনের যে সকল অধিকার ১৯২৫ সালে তৎকালীন সোভিয়েট রাষ্ট্রের জাপানকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল এই নুতন চুক্তির সর্ব অঙ্গসারে ঐ সমস্ত অধিকার জাপান সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আবার ফিরাইয়া দিল এবং ১৯২৮ সালের জাপ-সোভিয়েট মৎস্য ব্যবসায়ের চুক্তির মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ঐ চুক্তির ফলে ওকার তৈলের খনিও জাপানের হাতছাড়া হইয়া গেল। ইউরোপে লাল কোজের অপ্রতিহত সামরিক অগ্রগতিতে জাপানকে যে পূর্বের সদর্প মনোভাব বদলাইতে হইতেছে এই চুক্তি তাহারই প্রমাণ। দুর্বল জাপানের পক্ষে এই তোষণ-নীতি জাপানের দুর্বলতারই পরিচায়ক।

শ্রীযুক্ত সাভারকরের স্বরূপ ক্রমেই স্পষ্ট হইতেছে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, মহাত্মা গান্ধী যখন আত্মত্যাগ অনশন করিতেছিলেন সেই সময় তৎকালীন বড়লাটের শাসনপরিষদের তিনজন ভারতীয় সদস্য সমগ্র দেশের উদ্বেগ ও অভিযোগের মর্যাদা দিয়া পদত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। ঐ সময় হিন্দু-মহাসভার প্রতিনিধি এবং শাসনপরিষদের অন্ততম ভারতীয় সদস্য শ্রীযুক্ত জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব পদত্যাগ করেন নাই এবং শ্রীযুক্ত সাভারকর স্বয়ং তাঁহাকে পদত্যাগ না করিবার জন্য দিল্লীতে তার প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের সম্মিলিত ভোটের জোরে ভারত সরকারের ফিনান্স বিল অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে ভোট দেন নাই। উপরন্তু উক্ত পরাজয়ের মূলে রহিয়াছে সকল দলের যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা শ্রীযুক্ত সাভারকর তাহার কদর্থ করিয়া সংবাদপত্রে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সম্ভাবনায় তিনি বৃষ্টি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই ফাইনান্স বিল সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ভোটদানকে তিনি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সাভারকর খাঁটি জাতীয়তাবাদী।

গত ৭ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌ সহরে স্ত্রার তেজ-বাহাদুর সপ্তর্ষি সভানেতৃত্বে নিখিল ভারত-অদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অত্যাধুনিক সমিতির সভাপতি রাজা মহেশ্বর দয়াল শেঠ তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিতে হইলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে হইবে এবং কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর ও প্রদেশগুলিতে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত গবর্ণমেন্ট ব্যতীত সমস্তা সমাধানের আর কোন পন্থা নাই। স্ত্রার তেজবাহাদুরও তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে কেন্দ্রে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠন ও কংগ্রেস নেতৃগণের মুক্তি এই দুইটি প্রশ্নকে ভারতীয় সমস্তার সমাধানে একান্ত অপরিহার্য বিষয় বলিয়া দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে এদেশের এবং বিদেশের বহু উদার ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী ও রাজনীতিজ্ঞ গবর্নর শাসকশ্রেণীকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এখনও চাচ্চিল-আমেরীর দল ভারতের শোচনীয় অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। কায়মী স্বার্থের কলঙ্ক-কালিমায় তাঁহাদের সহজ দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কঃ পন্থা?



## ভারতে বীমা ব্যবসায়ের সমস্যা

১৯৩৯ সালে নূতন মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেশে একটা আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় সেই আশঙ্কা পরে আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪১ সাল হইতে দেশের বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ-কারবার আবার নূতন করিয়া বাড়িতে শুরু হইয়াছে। বীমা সুপারিন্টেন্ডেন্টের রিপোর্টে ঐ সালে ১৯৩৯ সালের তুলনায় নূতন বীমার পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের নূতন কাজ সম্পর্কে এখনও কোন সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই সত্য, কিন্তু ঐ সালে নূতন বীমার পরিমাণ যে ১৯৪১ সালের তুলনায় বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৪৩ সালের কাজ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কোম্পানীর যে বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে নূতন বীমাপত্র প্রদানের দিক দিয়া এবাব একটা বড় রকম রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। যুদ্ধের সময়ে বীমা ব্যবসায়ের এই অগ্রগতি খুব সন্তোষের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজ বাড়িলেও এক্ষণে তাহাদের সমক্ষে নানারূপ সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিতেছে। তাহাদের আয়ের সুবিধা কোন কোন দিক বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু ব্যয়ের বহর অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে তাহা ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি-কর হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই নূতন কাজের পরিমাণ বাড়িয়াছে দেখিয়া একান্তভাবে আশাবাদী না থাকিয়া দেশের বীমা ব্যবসায়ী-দিগকে এখন হইতে সেই ধরনের সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে যত্নপর হইতে হইবে। ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স অফিসেস এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় সভাপতির অভি-ভাষণে কৃতী বীমা ব্যবসায়ী মিঃ কে এম নায়ক সম্প্রতি সেই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ১৯৪৩ সালে নূতন বীমার পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়িয়া যাওয়াতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের পক্ষে উদাসীন ও

অসতর্ক হওয়া চলিবে না। নানাদিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে অনেক নূতন বাধাবিলম্বের সৃষ্টি হইতেছে। যদি আমরা এখন হইতে সে সম্বন্ধে ভালরূপ সজাগ না হই তবে সুদিনের বদলে ভবিষ্যতে দুর্দিনের ঘনঘটা দেখা যাইতে পারে। বীমা কোম্পানী-সমূহের আদায়ী সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় এবং নানাদিক দিয়া উহাদের খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় বর্তমানে অসুবিধার কারণ ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতে এই অসুবিধা আরও বেশী করিয়া দেখা যাওয়ারই আশঙ্কা আছে। অনেকে বলিতেছেন, যুদ্ধের সময়ে সুদের হার কম থাকিলেও যুদ্ধের পরে উহা পুনরায় বাড়িবে। যুদ্ধোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে এই ধরনের আশাভরসার উপর খুব নির্ভর করা চলে না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সুস্পষ্ট মত এই যে, সুদের হার পুনরায় বৃদ্ধি পাইলেও যুদ্ধ শেষ হওয়ার অল্পদিন মধ্যে সেরূপ অবস্থা ঘটিবার কোন আশা নাই। সুদের হার যদি দীর্ঘ সময় নিম্ন থাকে আর এই সময়ে যদি বীমা কোম্পানী-সমূহকে একবার বা দুইবার তাহাদের ভেলুয়ে-শন করাইতে হয় তবে সম্পত্তি-মূল্যের অপ-কর্ষতা শোচনীয়ভাবেই দেখা দিবে। কেহ কেহ বলিতেছেন, যুদ্ধের সময়ে নানাদিক দিয়া খরচপত্র বাড়িলেও এদেশে পলিসি-গ্রাহকদের মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ বাড়ি নাই। কাজেই দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ কোন প্রকারে তাহাদের কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু এ বিষয়েও এদেশের একটা বিশেষ অবস্থার কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। যুদ্ধের সময়ে ইনফ্লেশন সূচিত হওয়ায় ভারতবর্ষে লোকের হুঃখদুঃখ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়ায় তাহাতেও সাধারণকে নিদারুণ দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে। এইভাবে জন-স্বাস্থ্যের যে অবনতি ঘটিতেছে তাহা বীমা কোম্পানীর স্বার্থের দিক দিয়াও ভারতে আতঙ্ক-জনক বলা চলে। কাজেই আয় হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধির সমস্যা এখন হইতে সমাধানের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশঙ্কিত হইতে পারি না। যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশের বীমা ব্যবসায়ী-দের সম্পর্কে মিঃ নায়কের এই সতর্কবাণী আমরা খুব সজ্ঞত ও সম্যোচিত বলিয়াই মনে করি।

বীমা ব্যবসায়ের উপরোক্ত সমস্যার কথা আলোচনা করিয়া মিঃ নায়ক তাঁহার অভি-ভাষণে উহার সমাধান সম্পর্কেও কতকগুলি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নূতন বীমা আইনের ২৭নং ধারা অনুসারে সরকারী ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ দানন করা বাধ্য-তামূলক হওয়ায় সে কারণেই ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে আয়হ্রাসজনিত দুঃখ-দুর্দশা বেশী করিয়া ভোগ করিতে হইতেছে। কাজেই বীমা কোম্পানীগুলিকে তাহাদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হইলে এই ধারাটি যথাসম্ভব সম্বর সংশোধন করা প্রয়োজন। কোন কোন মহল হইতে যুক্তি দেখান হই-তেছে যে, এদেশে উপরোক্ত ধারা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে হইতেই ভারতের বীমা কোম্পানীগুলি স্বেচ্ছায় তাহাদের বীমা তহ-বিলের বেশীর ভাগ অংশ সরকারী ও অনু-মোদিত সিকিউরিটিতে দানন করিয়া আসিত-ছিল। কাজেই ঐ ধারার বিরুদ্ধে এক্ষণে কোন অভিযোগ তুলিতে যাওয়া অনুচিত। কিন্তু এই ধরনের মন্তব্য সম্পূর্ণ একদেশদর্শী। পূর্বে সরকারী সিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউ-রিটিতে দানন করিয়া শতকরা ৬ ভাগের মত সুদ পাওয়া যাইত। এক্ষণে এই সব ক্ষেত্রে প্রাপ্তব্য সুদের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা মাত্র ৩ ভাগ। কাজেই তখনকার তুলনায় এক্ষণে ঐ সমস্ত অর্থ দানন করা ক্ষতিকর। তহবিল দানন সম্পর্কে বীমা কোম্পানী-সমূহকে অধিকতর স্বাধীনতা দিলে বর্তমানে তাহাদের এত বেশী ক্ষতির কারণ দাঁড়াইত না। কাজেই উহাদের হুঃখভার লাঘব করিবার জন্ত বীমা আইনের ২৭নং ধারা সংশোধন করা গবর্নমেন্টের পক্ষে কর্তব্য।

বীমা কোম্পানীর ব্যয় বৃদ্ধির কথা আলোচনা করিয়া মিঃ নায়ক উহাদের সুবি-ধার জন্ত উহাদের দেয় আয়করের হার হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গত ১৯৪০-৪১ সালে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহ টাকায় সর্বোচ্চে ৪৫৫ পাঁচ হারে আয়কর দিয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে তাহা বাড়িয়া ৭৪ পাঁচ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বর্তমানে তাহাদের দেয় আয়-করের পরিমাণ সর্বোচ্চে ৬৩ পাঁচ নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় বীমা



# ফসল-বীমার স্বকথিত

[ শ্রীবরদা দত্তরায় ]

অর্থনীতির পুস্তকে এবং আদম-সুমারীর হিসাবে ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক কৃষি-জীবী বলিয়া হিসাব পাওয়া গেলেও ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় নব্বই জন লোক কৃষিজীবী বলিয়া ধরা যায়। অবশ্য ইহাদের সকলই জমীর মালিক নহে এবং সকলেই নিজের হাতে চাষাবাদ করে না। ইহাদের মধ্যে কেহ বা নিজে চাষ করে, কেহ বা পরের দ্বারা চাষাবাদ করায়, আবার কেহ বা পরের ক্ষেতে-খামারে জনমজুর খাটিয়া জীবিকা অর্জন করে। এই হিসাবে ভারতের অগণিত লোক-সংখ্যার প্রায় অধিকাংশ লোকই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যের সঙ্গে জড়িত বলিয়া বলিতে হইবে। সুতরাং এ হেন কৃষি-প্রধান দেশে কৃষি-বীমা কিংবা শস্য-বীমার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, পৃথিবীর অগাধ দেশ অল্প-বিস্তার কৃষি-প্রধান হইলেও ঐ সব দেশ ভারতের মত কৃষির উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে না, কিংবা সমগ্র লোকসংখ্যার এত অধিক লোক কৃষিকার্য করিয়া জীবিকা অর্জন করে না। বিভিন্ন দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে কৃষকের যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাতে ভারতের অধিবাসীর কৃষি-নির্ভরতা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে নিতান্ত পরিস্কারভাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোকসংখ্যার প্রতি শতে চাষীর সংখ্যা :—জার্মানী (১৯০৭) ২৮.৬, ইতালী (১৯১১) ৩৪.২, ফ্রান্স (১৯১১) ৪০.৭, ডেন-মার্ক (১৯১১) ৩৬.৪, সুইজারল্যান্ড (১৯১০) ২৭.৭, ইংলণ্ড (১৯১১) ১১.৬, যুক্তরাষ্ট্র (১৯২০) ২৬.৩ এবং ভারবর্ষ (১৯২১) ৭২.৯। এই সংখ্যা দেখিলে কোন ব্যক্তিই ভারতের কৃষি-প্রাধান্যের কথা অস্বীকার করিতে পারে না। অগাধ দেশে কৃষি জীবিকাধারণের অন্যতম উপায় হইলেও তাহা গোণ, ভারতে তাহা মুখ্য। অগাধ দেশে কৃষির আয় কমিয়া গেলে কিংবা জমীতে অজন্মা হইলেও (যাহা প্রায়ই হয় না) তাহার ঐ দেশের শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া কৃষির অভাব পূর্ণ করিতে পারে। কিন্তু ভারতের শিল্প, যানবাহনাদি কিংবা খনিজ-শিল্প এত অল্প এবং এত নিম্ন-স্তরের যে উহাদের দ্বারা কৃষির অভাব পূর্ণ

হয় না। ফলে ভারতে দুর্ভিক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক বরং না হওয়াই অস্বাভাবিক।

এ দেশের চাষী অতিমাত্রায় প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অশ্রুদিকে প্রকৃতিও অতিমাত্রায় খেলালী। প্রকৃতির অনন্ত খেলালে কখনও দেশ জলে ভাসে, আবার কখনও অনাবৃষ্টিতে মাটি ফাটিয়া চৌচির হয়। কখনও বর্ষা নামে সময়ের বহু-পূর্বে, আবার কখনও আসে বহু পরে। প্রকৃতির এই খেলার ফলে দেশে অজন্মা হয়, দুর্ভিক্ষ আসে, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আসে কলেরা, বসন্ত, প্লেগজাতীয় মহামারী। প্রকৃতির এই খেলাকে বশে আনিবার মত শক্তি আজও ভারতে সৃষ্টি হয় নাই। বিজ্ঞানের যে শক্তিতে মধ্য আমেরিকার অনূর্বর শুষ্ক দেশ “শস্যশ্যামলা” হইয়াছে, মধ্য এশিয়ার শীতল মরুভূমিতে ফসল উৎপন্ন হইতেছে, নীল নদের তীরবর্তী বন্যাধারা অবরুদ্ধ হইয়া বালুকাময় মরুভূমিকেও পুষ্পশোভিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই শক্তি এদেশে এখনও উৎকর্ষ লাভ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও কখনও অগাধ দেশের মত উৎকর্ষ লাভ করিবে কি না সন্দেহ। ফলে ভারতীয় কৃষকের আর্থিক অবস্থা বর্ষার ভোজবাজী মাত্র (Gamble of Rain Fall)। এই ভোজ-বাজীকে কোন কোন অর্থনৈতিক পোষাকি ভাষায় “লক্ষ্মীর ভাগ্যে দারিদ্র্য-Poverty in the land of Plenty” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, বর্ণনা ঐখানে আসিয়াই থামিয়া গিয়াছে। কি করিয়া এই চিরন্তন ব্যথার অবসান হইবে, ভারতের চাষী নিশ্চিন্তমনে কাল কাটাইতে পারিবে, তাহার কোন ব্যবস্থা, কোন পরিকল্পনা আজও দেখা যায় নাই। এক্ষণে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার (Post-war Re-construction) একটা হিড়িক লাগিয়া গিয়াছে। বিলাতের বেভারীজ সাহেব হইতে শুরু করিয়া ভারতের চুনোপুঁটা পর্যন্ত আজ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার জল্পনা-কল্পনা গইয়া মাথা খামাইতে শুরু করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় পরিকল্পনার নামে “ভারতীয়” হইলেও ইহাতে ভারতীয় আসল সমস্যা অর্থাৎ কৃষি-সমস্যা সম্পর্কে কেতাবী কথা ছাড়া অতি অল্পই নূতন কথা আছে।

অগাধ আজ বোধ হয় ভারতের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার ব্যাপারে সর্বপ্রথমেই ভারতের ফসল-বীমার কথা দেখিতে পাওয়া যাইত। কারণ, অন্যান্য দেশের সমস্যা ও ভারতের সমস্যা এক নহে। অন্যান্য দেশের সমস্যা শিল্প-প্রধান, আর ভারতের মূল সমস্যা কৃষি-প্রধান এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ শিল্পজীবী, আর ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি-জীবী। মিঃ এণ্ড্রুজের ভাষায়, “ভারতের যথার্থ সম্পদ ভারতের প্রেট্রেল, কয়লা কিংবা অগাধ খনিজ পদার্থ নহে; ভারতের প্রকৃত সম্পদ ভারতের উজ্জল সূর্য্যালোক, উর্বর বসুধা এবং বর্ষার বারিধারা।” (Happy India : Rev. C. F. Andrews). সুতরাং এ হেন দেশের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাই হউক কিংবা যুদ্ধ-পূর্ব পরিকল্পনাই হউক—ইহার উন্নতিবিধায়িনী সব পরিকল্পনার মূলে থাকিবে হয় কৃষি ও কৃষক,—অন্যথা ভূমিহীন সহায় সম্পদহীন কৃষি-মজুর। এই কৃষি ও কৃষককে বাদ দিয়া ভারতের উন্নতির কোনরূপ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে যাওয়া রামহীন রামায়ণ রচনার প্রয়াস মাত্র।

ভারতের জমী অনূর্বর নহে। এ কথা সত্য যে, ভারতের জমীতে অন্যান্য দেশের মত কোন রাসায়নিক সার দেওয়া হয় না; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ভারতের বর্ষার জলধারা পর্বত হইতে যে সব ধাতব পদার্থ ভাসাইয়া আনে এবং জমীর উপর রাখিয়া যায় তাহার গুণ বোধ হয় অন্যান্য দেশের রাসায়নিক সার অপেক্ষা অল্প নহে। যে সব জমী এই প্রকৃতি-দত্ত ভাসমান সার মাত্র পুঁজি করিয়া হাজার হাজার বৎসর অর্থনৈতিক ক্রম-ক্ষীয়মান বিধানকে (Land of Diminishing Return) উপেক্ষা করিয়া সমভাবে ফসল দিয়া আসিয়াছে, সেই জমীতেও আজ ফসল কম উৎপন্ন হইতেছে বীজ ও চাষের দোষে। তাহাও না হয় কোন রকমে বরদাস্ত করা যাইত, যদি অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি বড়-ভুকান ও পঙ্গপালের অত্যাচারে ফসল নষ্ট না হইত। ফলে এমন কোন বৎসর নাই, যখন কোন না কোন স্থানে অজন্মা দেখা দেয় না। অবশ্য ১৯৪০ সালের দেশ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ খুব কমই আসে;

কিন্তু ২০টি জেলাব্যাপী কিংবা ২০টি মহকুমা-  
ব্যাপী অজ্ঞান প্রায়ই আসে।

কাজেই দেশকে বাঁচাইতে হইলে এবং  
এই সব অনক্ষর, অনন্যোপায় কোটা কোটা  
নরনারীকে রক্ষা করিতে হইলে একদিকে  
যেমন তাহাদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে  
হইবে, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের মুখের  
অন্নের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। কথায় বলে,  
“পেটে খেলে পিঠে, সয়”। পূর্বে পেটে  
খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তারপর অন্যান্য  
আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেই বোধ হয় সর্বা-  
পেক্ষা ভাল হয় এবং সুখীজন-অনুমোদিত  
পন্থারও একটা হৃদিশ পাওয়া যায়। কথা  
উঠিতে পারে যে, বীমা সাধারণতঃ গড়পড়তার  
বিধান (Law of Averages)। মানুষের  
জীবন, স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা ইত্যাদি এই নিয়মের  
অধীন না হইলেও বীমা-ব্যবসায়ের বৈজ্ঞানিক  
গণনানুসারে তাহা এখন গড়পড়তা নিয়মাবলী  
হইয়া আসিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায়  
এই নিয়মে যে শুধু জল ও অগ্নিবীমা পরি-  
চালিত হইতেছে তাহা নহে, আজকাল ঐ  
সব দেশে বীমার রাজ্য এত সুবিস্তৃত যে  
দরকার পড়িলে হলিউডের রূপসী অভিনেত্রীর  
পায়ের গোড়ালি হইতে সুরুর করিয়া মদের  
ভাঁটির বোতলটি পর্যন্ত বীমা দ্বারা সুরক্ষিত  
হয়। সুতরাং বোতল-ভাঙ্গা ও পা-মচকান  
পর্যন্ত যদি বীমা দ্বারা সুরক্ষিত হইতে পারে,  
তাহা হইলে মানুষের খাতরূপী ফসল যে কেন  
বীমা দ্বারা সুরক্ষিত হইবে না কিংবা হইতে  
পারে না তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রশ্ন উঠিতে  
পারে যে, ভারতে ফসল-বীমা অর্থ প্রকৃতির  
খেয়াল-বীমা মাত্র। মানুষের উপর মানুষের  
হাত থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃতির উপর  
মানুষের কোন হাত নাই; অতএব ফসল-বীমা  
সম্ভবপর নহে।

কিন্তু এ কথাও বোধ হয় বলা যায় যে,  
প্রকৃতি খেয়ালী হইলেও বৈজ্ঞানিকের নিকট  
প্রকৃতি আজ আর মৌন কিংবা মুক নহে।  
আজ বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক উন্নতধরনের যন্ত্রের  
সাহায্যে যেমন ভূমিকম্পের কথা বলিতে  
পারেন, তেমনি অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কথাও  
বলিতে পারেন। কারণ প্রকৃতি খেয়ালী  
হইলেও ঐ বিশিষ্ট ধারার বাহিরে বড় যাইতে  
দেখা যায় না। যে সূত্র ধরিয়া জোয়ার-  
ভাঁটা গণনা করা যায়, সেই সূত্র ধরিয়া  
অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টিও গণনা করা যাইতে পারে।  
সুতরাং এদেশের বন্যা প্রভৃতিকে (Flood &  
Draught) ভিত্তি করিয়া ফসল-বীমার গোড়া  
পাশ করিয়া বলা যায়। যদি কোন জেলায় কিংবা

মহকুমায় বীমা-কোম্পানীর নির্দিষ্ট পরিমাণের  
কম বৃষ্টিপাত হয় কিংবা অধিক বৃষ্টিপাত হয়  
তাহা হইলে বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে  
বাধ্য হইবে। এভাবে ঝড়তুফানের কীট-  
পতঙ্গের অত্যাচার হইতেও ফসল রক্ষা করা  
চলিতে পারে। কিন্তু ইহাতে বীমা কোম্পা-  
নীর দায়িত্ব যেরূপ বেশী তাহাতে মনে হয়  
যে, এই জাতীয় বীমা এক জেলা কিংবা এক  
প্রদেশ লইয়া করিলে চলিবে না, কিংবা যে  
কোন স্থানের কয়েকজন লোক মাত্র বীমা  
করিলে চলিবে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়  
প্রায়সঃই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড লইয়া সংঘটিত হয়,  
কাজেই কেবল একটা জেলা কিংবা একটিমাত্র  
প্রদেশ লইয়া কাজ করিলে বীমা কোম্পানীর  
ক্ষতির সম্ভাবনা।

অন্য দিকে ফসল-বীমার চাঁদার হার  
যাহাতে অল্প হয় এবং ক্ষতিপূরণ যাহাতে ন্যায-  
সঙ্গত হয় তাহাও লক্ষ্য রাখা উচিত। বর্তমান  
সময়ে বঙ্গীয় সরকার এদেশের প্রাচীন প্রথা-  
যায়ী ধর্ম-গোলা করিতে মনস্থ করিয়াছেন।  
সরকারী নিয়মানুযায়ী ঐ ধর্ম-গোলার সকল

চাষীরই ফসল-চাঁদা দেওয়ার কথা। ফসল  
বীমাতেও ঐ রকম একটা হিসাবানুযায়ী চাঁদার  
ব্যবস্থা করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। তারপর  
এই জাতীয় বীমা কোম্পানী সৃষ্টি করিবার  
জন্ত পুঁজির কথা উঠিতে পারে। একথা বোধ  
হয় অনেকেই জানেন যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক  
সরকারের হাতে দুর্ভিক্ষ সংরক্ষণ ফণ্ড  
(Famine Insurance Fund) নামক  
একটি তহবিল থাকে। সরকার ঐ তহবিল  
হইতে এই সব কোম্পানীকে অর্থ সাহায্য  
করিতে পারেন কিংবা সরকারী ডিবেন্চারের  
(Debenture) সৃষ্টি করিয়া ধনী জনসাধা-  
রণের নিকট হইতেও আবশ্যকীয় পুঁজি সংগ্রহ  
করিয়া দিতে পারেন। ইহাতে একদিকে  
যেমন জাতির অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে,  
অন্য দিকে, তেমনি শিল্প গঠনেও সাহায্য  
হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অনক্ষর, অলস, প্রাচীন-  
পন্থী চাষীকেও উন্নতধরনের চাষাবাদ শিখা-  
ইয়া জাতিকে গড়িয়া তুলিতে সুবিধা হইবে।  
আশা করি, বীমা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট  
হইতে এ বিষয়ে আমরা আরও অনেক কথা  
শুনিতে পাইব।

অবচেতন মনের বোন তানিমে আজকের মানুষ কেন মানুষের ভায়াপনামাত্র —  
স্বপ্ন-প্রমুখের পুঁথিতে আমরা পড়েছি, মানিকবাবুর উপন্যাসে  
যেন তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই বলে মনোবিকলনের  
মতবাদ উপন্যাসের ক্ষেত্রে এঁটে মানিকবাবু  
বাঁজারে ছাড়েন না। কারণ পুঁথিতে বিভ্রম  
পক্ষপাতী তিনি সত্যি নন, তা ছাড়া  
“প্রধানতই তিনি পাকা উপন্যাসিক।  
তার লেখা তাই সেরা দরের সাহিত্য,  
মনস্তত্ত্বের তথ্যমাত্র নয়।  
সবচেয়ে অবাক লাগে কত ব্যাপক  
ক্ষেত্রে কি অনায়াসে তাঁর আনাগোনা!  
“পদ্মানদীর মাঝি” বা “পুতুলনাচের  
ইতিকথা” আর “চতুর্দশ” বা  
“অনুত্তর পুত্রঃ”, “সহরতলি” আর  
“দিবারাত্রির কাব্য”, “প্রাগৈতিহাসিক”  
আর “অতসীমার্মী”—এ সমস্ত বই-এর লেখক  
একই ব্যক্তি কেমন করে হয়? জেলদের  
জীবনের কচ বাস্তবতা আর কোলকাতার সৌখিন  
ফুরফুরে মেয়ে, মজুরদের নোংরা বস্ত্র আর কোমল সুরের  
মধ্যবিত্ত রোমান্টিক আবহাওয়া — সর্বত্রই তিনি সমান সহজ  
আর সমান নিখুঁত। আর সর্বত্র চেয়ে দেখছেন সামাজিক মেকি  
চশমাটা খুলে — মানুষগুলো এলোমেলো, খাপছাড়া আর ভাঙাচোরা।



লিখবার জন্ত কী কালি মানিকবাবু ব্যবহার করেন এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়।  
মানিকবাবু ব্যবহার করেন — পার্ক ইনক্। বলেন — “পার্ক ইনকে লিখে দেখছি  
কালি বেশ ভাল। দামী বিদেশী কালির বদলে এই  
কালি ব্যবহার করতে কিছুমাত্র অনুবিধা বোধ করছি না।”

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### সোভিয়েট-জাপ চুক্তি

৩১শে মার্চ তারিখের মস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট ও জাপান সরকারের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, জাপানী সরকার উত্তর শাখা-লিয়েন্-এ জাপানীদের তৈল ও কয়লা সম্বন্ধে যে সব অধিকার ভোগ করিতেছিলেন সেগুলি সোভিয়েট সরকারের হাতে তুলিয়া দিবেন। অতঃপর এক দলিলে এই সব অধিকার কেমন করিয়া হস্তান্তর করা হইবে এবং এই সব তৈল ও কয়লা উৎপাদনের কাজে যে সব জাপানীরা নিয়োজিত আছে তাহাদের দেশে পাঠাইবার কি ব্যবস্থা হইবে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সোভিয়েট ও জাপান সরকারের মধ্যে ৩১শে মার্চ তারিখে আর একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তিদ্বারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের গভীর মধ্যে প্রায়শ্চন্দ্র মহা-সাগরে জাপানীদের মৎস্য ধরивার অধিকার সম্পর্কিত ১৯২৮ সালে যে ব্যবস্থা হয় সে ব্যবস্থা আরও পাঁচ বৎসরের জন্য বাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

### যুক্তরাষ্ট্র ও পারস্যের বাণিজ্য-চুক্তি

১লা এপ্রিল তারিখে ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে, রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্র ও পারস্যের মধ্যে একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

### বাংলায় দ্বিতীয় চুক্তির সম্ভাবনা

#### সম্বন্ধে গবর্ণরের উক্তি

বাংলার গবর্ণর বাহাদুর ১লা এপ্রিল এক বেতার-বক্তৃতায় বলেন যে, বাংলায় এবৎসর দ্বিতীয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এরূপ উক্তির কারণস্বরূপ তিনি দেখান যে, (১) গত বৎসর অজন্মা ছিল; এ বৎসর শস্ত ভাল হইবে। (২) গত বৎসর কলিকাতা সহর বাংলার চাউলের উপর নির্ভর করিত; এ বৎসর কলিকাতার জন্য চাউল বাংলার বাহির হইতে আসিবে। (৩) গত বৎসর সরকারের তাগিদ ছিল শূন্য; বিতরণ-ব্যবস্থাও ভাল ছিল না; এ বৎসর তাহা নহে। (৪) গত বৎসর যান-বাহনের নানা অসুবিধা ছিল; এ বৎসর চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি স্থাপ্ত।

### বিগত বৎসরের উৎপন্ন পাটের

#### শেষ হিসাব

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এবং কুচবিহার ও ত্রিপুরার উৎপন্ন ১৯৪৩ সালের পাটের সর্বশেষ হিসাব পাওয়া গিয়াছে। চূড়ান্ত পূর্বাভাস ছিল ৬৯ লক্ষ ৪২ হাজার ২৪৫ গাইট, কিন্তু পরিবর্তিত উৎপাদনের হিসাবে দেখা যাইতেছে ৬৯ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৪০ গাইট। মোট ঘাটতি—৮ হাজার ৭ শত ৬ গাইট। মোট

যে সমিতে পাট চাষ হয় বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা ঠিকই আছে।

### দক্ষিণ আফ্রিকার সোণা

দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থ-সচিব মিঃ হফ্‌ম্যানের প্রধানকার ব্যবস্থা পরিষদে জানান যে-ইউনিয়ন সরকার ১৯৪০ সালে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সহিত চুক্তি করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত সোণা প্রতি আউন্স ৮ শিনি দরে এই ব্যাঙ্কে বিক্রয় করিতে সম্মত হন। আজ ব্রিটেন ভারতবর্ষে উহার অর্থ-মূল্য অপেক্ষা বেশী দরে সোণা বিক্রয় করিয়া মালপত্র ধরিতার জন্য ভারতীয় মুদ্রা ক্রয় করিতেছেন।

### ডাক ও তার বিভাগের বার্ষিক বিবরণ

সম্প্রতি প্রকাশিত ডাক ও তার বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৪২-৪৩ সালে মোট সাড়ে চার কোটি টাকা বাড়তি আয় হইয়াছে। যুদ্ধের দক্ষ চিঠিপত্রের সংখ্যা ১২৭ কোটি ২০ লক্ষ হইতে ১৩৭ কোটি হইয়াছে; মণি অর্ডার প্রভৃতি ৪ লক্ষ ৮০ হাজার হইতে ৫ লক্ষ ১০ হাজার;

টেলিগ্রাম ২ লক্ষ ২৫ হইতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার এবং টেলিফোনের সংখ্যা ১ লক্ষ ২ হাজার হইতে বাড়িয়া ১ লক্ষ ৬ হাজার হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বিদেশপার্মী ও বিদেশগত পার্সেল-সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ১৯৪২ সালে বিমান ডাকের চলনের পর হইতে ৯ লক্ষের উপর চিঠিপত্র বিদেশে গিয়াছে; আর এই সংখ্যক চিঠিপত্র বিদেশ হইতে আসিয়াছে।

### গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত

ধরিতারদের স্বার্থে মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনকারীদের স্বার্থও সংরক্ষণের জন্য ভারত-সরকার পাকিস্তান, যুক্তপ্রদেশ এবং সিন্ধুর প্রধান প্রধান বাজার হইতে ৭১০ মণদরে সর্বল প্রকারের গম ধরিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, গমের মূল্য অত্যধিক হ্রাস হইলে সরকার বাহাদুর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

## ক্যালকাটা মিট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : কলি: ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৫১, হারিসন রোড

শাখাসমূহ :—

বেলেঘাটা, শ্যামবাজার, মিরকাদিয়া, ভাগলপুর, বোলাঙ্গীর ও কাটাবজী, (পাটনা ষ্টেট), হারভালা, মাধনগর, নারায়ণগঞ্জ, লাহোরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি, পি),

পাটনা, আরামবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

## মাইকা ও মাইকানাইট !

বর্তমানে যদিও আমাদের প্রস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যই সম্মিলিত মিত্রপক্ষের সামরিক প্রয়োজনে সরবরাহ করা হইতেছে, তবুও কিছু উদ্বৃত্ত দ্রব্য সাধারণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। যুদ্ধান্তে সামরিক প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আমাদের প্রস্তুত অতি উত্তম দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ও মূল্যে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব।

## মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং

কোং অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

করাটির রেশন-অঞ্চল ব্যতীত সিন্ধুর সর্বত্র গমের সর্বোচ্চ বিক্রয়-মূল্য স্থির হইয়াছে প্রতিমণ ২৫০, খলিয়া সমেত ২৬০। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা গমের সর্বোচ্চ মূল্য প্রতিমণ ১১০ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ছোলা ও বাগিরও মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

### কয়েকটি সংরক্ষণ-শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি

গত ৩রা এপ্রিল তারিখে শ্রম এবং ভারত সরকারের বেসামরিক সরবরাহ সচিব একটি বিল উত্থাপন করেন। ঐ-বিল অনুসারে চিনি, কাঠের মণ্ড, কাগজ, কার্পাস, রেশমী বস্ত্র, সোণা ও রূপার সূতা, তার, লোহা ও ইস্পাতের দ্রব্যাদির উপর-কার সংরক্ষণ শুল্ক হাল সনের ৩১শে মার্চ সেগুলির মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার উহাদের মেয়াদকাল আরও দুই বৎসর বাড়ান হইল।

### কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য খাদ্যশস্যের ব্যবস্থার ব্যয়

অধীন কর্মচারীদিগকে সম্বাহারে খাদ্যশস্য জোগাইতে গিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৯৪৩-৪৪ সালে মোট ৩৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। আসাম, বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লী সীমানায় যে-সকল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী আছেন, তাঁহাদের জন্য এখনও এ ব্যবস্থা চলিতেছে। ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট প্রস্তুত করার সময় এ-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া এই খরচের হিসাবও করা হয় নাই।

### বিলাতের পাট-শিল্পের শ্রমিকদের বেতন-বৃদ্ধি

গত ১৬ই মার্চ তারিখ হইতে বিলাতে পাট-শিল্পের শ্রমিকদের শতকরা ৭২ শিলিং হারে বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে।

### নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলপথের যাত্রী-গাড়ী

কয়লা কম পড়ায় গত মাসে নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলপথে ৭২ খানি যাত্রী-গাড়ীর চলাচল বন্ধ রাখা হইয়াছিল। এ-মাসে ঐ গাড়ীগুলি পুনরায় চলিবে।

### ‘দরিদ্রদের ডিজেল-ইঞ্জিন’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একপ্রকার নতুন ধরণের তৈল-চালিত কল নির্মিত হইতেছে। ভারত বা চীনের মত দরিদ্র দেশের লোকেরাও এই ডিজেল-ইঞ্জিন ক্রয় করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। এই ইঞ্জিন চালাইতে খরচ পড়িবে সামান্য। ইহার সাহায্যে ক্ষেত্রে সেচনের জন্য জল পাম্প করা, ঘানি চালান, বড় লাঙ্গল চালান ও বৈজ্যতিক-শক্তি উৎপাদন করা চলিবে। সোয়া-বীনের তৈল, কার্পাসের তৈল বা রেড়ীর তৈল দিয়াও এই ইঞ্জিন চালান যাইবে। প্রতি (হস-পাওয়ার) অর্ধ-শক্তিতে ১৫ ডলার করিয়া খরচ পড়িবে। ১০, ২০ ও ৩০ অর্ধ-শক্তির কল তৈয়ার করা হইবে। হয় হইতে ৮ মাসের মধ্যেই এই ইঞ্জিন-নির্ম্মাণ-কার্য আরম্ভ হইবে।

### বাংলার ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য তৈল-চালিত ইঞ্জিন

বাংলায় চাষের উপযুক্ত শুষ্ক জমিতে জল সেচন করার কাজে বিরূপ ফলদায়ী হয় পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট তিনটি ডিজেল ইঞ্জিন পাম্পের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রাথমিক ব্যয় পড়িবে প্রায় ১ লক্ষ টাকা।

### তিন দিনেরও কমে লণ্ডন হইতে সিডনী

ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ার ওয়েজ কর্পোরেশনের সভাপতি ভাইকাউন্ট নোলিজ এক বেতার-বক্তৃতায় বলেন যে, শুক্রবার রাতে লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া আমাদের যাত্রীবাহী বিমানপোত সোমবার সকালে সিডনী পৌছাইতে পারিবে।

### সিন্ধুপ্রদেশে নতুন রাস্তা

হুভের্ত মাখী জমলে হরদিগের লুকাইবার স্থানগুলি নিশ্চয় করিবার উদ্দেশ্যে সিন্ধু সরকার ঐ বনের মধ্য দিয়া রাস্তা করিবার কথা ভাবিতেছেন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। তবে রাস্তা হইলে জমলের নিকটস্থ জমিগুলি কাজে লাগান যাইবে এবং চাষের জন্য নতুন জমি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

### প্লেট তৈয়ার করিবার নতুন প্রণালী

কলম্বো ম্যুনিসিপালিটির জজাল ধ্বংস করিবার ব্যবস্থার প্রধান কর্মী মিঃ এন্ এ ডি আলফ্রেড

ডিয়াজ প্লেট প্রস্তুত করিবার একটি নতুন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্লেট মোটেই ভাঙে না। একখণ্ড পাংলা প্লাই-উড-এর উপর শীঘ্রই শুকাইয়া যায় এইরূপ এক প্রকার তরল পদার্থ ‘প্লে’ করিয়া (ছিটাইয়া দিয়া) এই প্লেট নির্মিত হয়। সরকারী বিভাগের জন্য যে সব প্লেট প্রস্তুত হয় সেগুলির জন্য কাঠের পাতের বদলে হাতুর পাত ব্যবহার করা হয়।

### অজ্ঞান করিবার নতুন ঔষধ

ইথার অপেক্ষা তিন হইতে পাঁচগুণ শক্তিশালী একটি নতুন অ্যানেস্থেটিক (অজ্ঞাপচারের সময় রোগীর যন্ত্রণা বোধ নাশ করিবার জন্য অজ্ঞান করানোর ঔষধ) আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কার করিয়াছেন মার্কিন দেশের মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর জে লি ক্রাস্জ। এই ঔষধটির নাম প্রোগীথিলীন। বাস্টিমোর হাসপাতালে কয়েকটি রোগীকে এই ঔষধ দেওয়া হয়, তখন ইহার গুণগুলি পরীক্ষার যুগা হয়। ইহারও ইথারের মত একটা গন্ধ আছে, কিন্তু রোগী এই নতুন ঔষধ গ্রহণ করিবার সময় তেমন ছটকট করে না। গরমের সময় এবং গরমের দেশে এই ঔষধের ফল অনেক-ক্ষণ থাকে। ইহা ইথারের মত শীঘ্র উবিয়াও যায় না।

### ইঞ্জেক্সনের উপযুক্ত পেন্সিলিন

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স পেন্সিলিন প্রস্তুতির ব্যাপারে আরও আগাইয়া গিয়াছে।

## শরীরের রক্তের প্রয়োজন কতখানি... এবং রক্তাশ্পতায় কি করা উচিত

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় পড়ে প্রত্যেক মানুষের শরীরে প্রায় পাঁচ কোয়ার্ট পরিমাণ রক্ত থাকে। ‘হিমোগ্লোবিন’ নামক একপ্রকার রক্ত-বর্ণ জৈবিক পদার্থ রক্তের সহিত বিস্তারিত থাকে, সেই জন্য রক্তের রং লাল। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে পরিমাণ অক্সিজেন (অক্সিজেন) শরীরের মধ্যে গ্রহণ করি তাহা উক্ত ‘হিমোগ্লোবিনসমূহ’ শরীরের হৃদয় তন্তুগুলির মধ্যে বহন করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ ও সজীবিত করে। সুতরাং কোন কারণবশতঃ ‘হিমোগ্লোবিন’সমূহ অক্ষয় হইয়া পড়িলেই শরীরের রক্তহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মানুষ প্রতিনিয়ত কঠোর জীবন-সংগ্রামে ব্যাপ্ত। এ-কথা সকলেই জানেন যে, সবল সর্বদাই দুর্বলকে নিপেষিত করিতে চায়। কাজেই শরীর রক্তহীন হইলে স্বভাবতঃই দুর্বল হইয়া পড়ে; ফলে নানারূপ ব্যাধি প্রবল বিক্রমে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে। অতএব প্রত্যেকেরই দেখা উচিত জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার মত শক্তি তাঁহার শরীরে আছে কি না।

পূর্বে রক্তাশ্পতা বা ‘এনিমিয়া’র চিকিৎসা করা হইত লৌহ-যুক্ত ঔষধ দ্বারা; কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েন্সা প্রভৃতি রোগে ভোগার পর সংঘটিত রক্তাশ্পতা এরূপ পদ্ধতিতে সারে না। এই সকল কারণ ছাড়া শরীরে রক্তাশ্পতার প্রধান কারণ রক্তোৎপত্তিমূলক দৈনিক যন্ত্রের বিকলতা।

যখন বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিলেন যে, যন্ত্র-সার দ্বারা রক্তাশ্পতা আরোগ্যলাভ করে তখন ইহার চিকিৎসা-প্রণালী অনেকটা স্পষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতেও এক উৎপাত আসিয়া ছুটিল এই যে, উপযুক্ত ফল লাভ করিতে হইলে রোগীকে কাঁচা অথবা পাক করা যন্ত্র এত অধিক পরিমাণে খাইতে হইবে যে তাহা রোগীর পক্ষে বিরক্তকর হইতে পারে, সম্ভবও নহে। অধিকন্তু এইরূপ প্রক্রিয়ায় পাকস্থলী সংক্রান্ত অপরাপর ব্যাধিও প্রকাশ পাইতে থাকিল।

এই প্রতিবন্ধক দূরীভূত করার জন্য বৈজ্ঞানিক-গণ অশেষ চেষ্টায় ও যত্নে উন্নত প্রণালীতে যন্ত্র-সার প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। সামান্য পরিমাণ যন্ত্র-সার দ্বারা আশাহরূপ ফল পাওয়া যাইতে লাগিল। ব্যবহার-প্রণালীও অধিকতর সহজ হইল। সামান্য পরিমাণ সেবনে অথবা ইঞ্জেক্সনেই রোগীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি লাভ হয়।

রক্তাশ্পতা রোগের এইরূপ ঔষধ যত বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে লিভারেক্স অল্প সময়ে অধিক কার্যকরী। রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা যেখানে নাই এইরূপ অঞ্চলে যন্ত্র ও লৌহ সহযোগে চিকিৎসার সুবিধার জন্য লিভারেক্স উইথ আয়রন প্রস্তুত হইয়া থাকে। লিভারেক্স খাইতে সুস্বাদু এবং প্রয়োজনমত রক্ত উৎপাদনে প্রধান সহায়ক।

এতকাল পেন্সিলিনের বহিঃপ্রয়োগমাত্র হইত। যুদ্ধে সাধারণতঃ কত হয় বাহিরের দিকে ; তাহার অল্প পেন্সিলিন ব্যবহার করা হয়। মিঃ প্রিন্সিপাল সাও এখন এমন একটি পেন্সিলিন গুঁড়া উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, তাহা তৈল সহযোগে ইঞ্জেক্সন্ করাও চলে।

### টাংতৈল-চালিত মোটর-ইঞ্জিন

চীনে প্রয়োজনানুসারে পেট্রলের অভাব থাকায় অল্প প্রকার তৈলে চালিত ইঞ্জিনের প্রবর্তন হইতেছে। সেখানে ডিজেল ইঞ্জিনে পরিণোদিত উদ্ভিজ্জাত তৈলের ব্যবহার হয়, আর টাং-তৈলে পরিচালিত যে ইঞ্জিন প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা অপরিণোদিত উদ্ভিজ্জাত তৈল এবং টাং-তৈল দুয়েতেই চলে। কোয়েলিন্ ও চুংকিং-এর কারখানাগুলিতে টাংতৈল চালিত ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

### কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারের উৎসাহ

৪ঠা এপ্রিল তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদে বাণিজ্য-সচিব স্যার আজিজুল হক বলেন যে হস্ত-শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

### শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্যের জন্য ব্যয়

৪ঠা এপ্রিল তারিখে শ্রমসচিব ডাঃ বি আর আবেদকার বলেন যে, শ্রমিকদের কার্যে সাহায্যে উত্তম বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে প্রচারকার্যের জন্য মিঃ এম এন রায়ের মারফৎ ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনাল ১০ হাজার টাকা দিয়া থাকেন।

### বাংলার জন্য কুইনাইন

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বাংলা সরকার ১ গ্রেণ কুইনাইনের ৩ লক্ষ এ্যাম্পুল তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। জনসাধারণের কাছে এই এ্যাম্পুল ৫ আনা দরে বিক্রয় করা হইবে। বর্তমানে এইরূপ এ্যাম্পুলের বাজার দর এক টাকা।

### সাতজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে বিলাত বাইতে আমন্ত্রণ

ভারত সরকারের একটি রিক্সপিতে প্রকাশ যে, হয় সপ্তাহের অল্প বিলাতে থাকিয়া বিভিন্ন বিদ্যান প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনা করিবার অল্প ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে সাতজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ইহাদের নাম :—ডাঃ স্যার এম ভাটনগর, ডাঃ এস কে মিত্র, কর্ণেল এম এল ভাটিয়া, স্যার কিরোজ খারেগাট, স্যার জে সি ঘোষ, ডাঃ এম এন সাহা ও ডাঃ লক্ষণস্বামী মুদালিয়ার। ইহারা যে মাসে ভারত হইতে রওনা হইবেন। অল্প নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইহারা বিলাতের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বিভাগ, চিকিৎসা-গবেষণা পরিষদ, কৃষি-গবেষণা পরিষদ, রেডিও বোর্ড ও রয়াল সোসাইটি প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিবেন।

### কলিকাতার দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ আমদানী

বাংলা সরকারের একটি প্রেসনোটে জানা যায় যে, গত সপ্তাহে কলিকাতার ১৬০টা দুগ্ধবতী গাভী আমদানী করা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে ১২৭টা আসিয়াছে পাঞ্জাব হইতে, বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে। ঐ সপ্তাহে পাঞ্জাব হইতে ২০৮টা মহিষও আমদানী হইয়াছে। প্রতি দুগ্ধবতী গাভীর মূল্য ৩৬০ টাকা হইতে ৩৮৫ টাকা এবং মহিষগুলির ৩৭৬ টাকা হইতে ৪০৭ টাকা। গাভী প্রত্যহ ৬ সের হইতে ৮ সের করিয়া দুগ্ধ দেয় এবং মহিষের দুগ্ধের পরিমাণ ১০ সের হইতে ১২ সের।

### রেলের ভাড়া বৃদ্ধি হইল না

যানবাহন বিভাগের সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেঙ্কল ৪ঠা এপ্রিল তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদে বোষণা করেন যে, ভারত সরকার রেলস্বাত্ত্বীদের ভাড়া বৃদ্ধি করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

### শ্রামগঞ্জ হইতে বরিয়া পর্য্যন্ত কোনো

### রেলওয়ে সাত্ত্বী-গাড়ী চলিবে না

ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে,

আগামী ১৫ই এপ্রিলের পর হইতে শ্রামগঞ্জ হইতে বরিয়া পর্য্যন্ত কোনো সাত্ত্বী-গাড়ী চলিবে না।

### ফ্যাক্টরী আইনের সংশোধন

গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদে ফ্যাক্টরী আইনের একটি ছোটখাট সংশোধন বিল পাশ হইয়াছে। এই সংশোধিত আইনের বলে কোনো কারখানা চালু হইবার পূর্বে সরকার পক্ষ ঐ সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ চাহিতে পারিবেন। এই আইনের ফলে শ্রমিকদের স্বাধীনতা ও অধি হইতে বাচিবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হইল।

### আমেরিকার ১৯৪৩ সালের রৌপ্য উৎপাদন

সমগ্র বিশ্বে ১৯৪৩ সালে কত রূপা উৎপাদিত হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া অসম্ভব ; উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান প্রধান রৌপ্য উৎপাদনকারী দেশগুলিতে কত রূপা ঐ বৎসর উৎপন্ন হইয়াছে তাহার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত দেশগুলির উৎপন্ন মোট রূপার পরিমাণ ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ আউন্স। ইহার মধ্যে মেক্সিকো উৎপাদন করিয়াছে ৮ কোটি ৭০ লক্ষ

সস্তায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
হৃষ্টলাভ করুন।

**বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ**

সেক্রেটারিট এণ্ড এজেন্টস্

**সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ**

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

**কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

রেজিঃ অফিস : কুমিল্লা

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

**বাংলালী পরিচালিত সর্বস্বত্ব ব্যাঙ্ক**

|                |             |           |
|----------------|-------------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন | ১,০০,০০,০০০ | টাকা      |
| বিলিকৃত মূলধন  | ৫০,০০,০০০   | "         |
| বিক্রীত মূলধন  | ৫০,০০,০০০   | "         |
| আকারীকৃত মূলধন |             |           |
| (অগ্রিম কলসহ)  | ২৮,৫০,০০০   | টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফাণ্ড  | ১২,০০,০০০   | "         |
| আমানত          | ৫,৮০,০০,০০০ | "         |
| কার্যকরী মূলধন | ৬,৫০,০০,০০০ | "         |

( ১৯৪৩ সালের নবেম্বর পর্য্যন্ত )

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :—ডাঃ এস বি দত্ত, এম এ ; বি এল ; পি, এইচ-ডি,  
(ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল

കുറുപ്പുമാത്രം

കുറുപ്പുമാത്രം

[illegible]

# ନିଜର ଦାବି ନାହିଁ

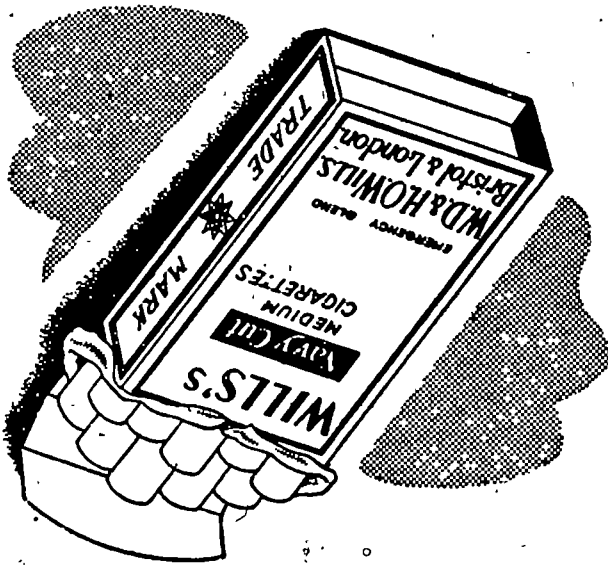
ନି ଭାଗ୍ୟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ

1. 10  
 2. 11  
 3. 12  
 4. 13  
 5. 14  
 6. 15  
 7. 16  
 8. 17  
 9. 18  
 10. 19  
 11. 20  
 12. 21  
 13. 22  
 14. 23  
 15. 24  
 16. 25  
 17. 26  
 18. 27  
 19. 28  
 20. 29  
 21. 30  
 22. 31  
 23. 32  
 24. 33  
 25. 34  
 26. 35  
 27. 36  
 28. 37  
 29. 38  
 30. 39  
 31. 40  
 32. 41  
 33. 42  
 34. 43  
 35. 44  
 36. 45  
 37. 46  
 38. 47  
 39. 48  
 40. 49  
 41. 50  
 42. 51  
 43. 52  
 44. 53  
 45. 54  
 46. 55  
 47. 56  
 48. 57  
 49. 58  
 50. 59  
 51. 60  
 52. 61  
 53. 62  
 54. 63  
 55. 64  
 56. 65  
 57. 66  
 58. 67  
 59. 68  
 60. 69  
 61. 70  
 62. 71  
 63. 72  
 64. 73  
 65. 74  
 66. 75  
 67. 76  
 68. 77  
 69. 78  
 70. 79  
 71. 80  
 72. 81  
 73. 82  
 74. 83  
 75. 84  
 76. 85  
 77. 86  
 78. 87  
 79. 88  
 80. 89  
 81. 90  
 82. 91  
 83. 92  
 84. 93  
 85. 94  
 86. 95  
 87. 96  
 88. 97  
 89. 98  
 90. 99  
 91. 100  
 92. 101  
 93. 102  
 94. 103  
 95. 104  
 96. 105  
 97. 106  
 98. 107  
 99. 108  
 100. 109  
 101. 110  
 102. 111  
 103. 112  
 104. 113  
 105. 114  
 106. 115  
 107. 116  
 108. 117  
 109. 118  
 110. 119  
 111. 120  
 112. 121  
 113. 122  
 114. 123  
 115. 124  
 116. 125  
 117. 126  
 118. 127  
 119. 128  
 120. 129  
 121. 130  
 122. 131  
 123. 132  
 124. 133  
 125. 134  
 126. 135  
 127. 136  
 128. 137  
 129. 138  
 130. 139  
 131. 140  
 132. 141  
 133. 142  
 134. 143  
 135. 144  
 136. 145  
 137. 146  
 138. 147  
 139. 148  
 140. 149  
 141. 150  
 142. 151  
 143. 152  
 144. 153  
 145. 154  
 146. 155  
 147. 156  
 148. 157  
 149. 158  
 150. 159  
 151. 160  
 152. 161  
 153. 162  
 154. 163  
 155. 164  
 156. 165  
 157. 166  
 158. 167  
 159. 168  
 160. 169  
 161. 170  
 162. 171  
 163. 172  
 164. 173  
 165. 174  
 166. 175  
 167. 176  
 168. 177  
 169. 178  
 170. 179  
 171. 180  
 172. 181  
 173. 182  
 174. 183  
 175. 184  
 176. 185  
 177. 186  
 178. 187  
 179. 188  
 180. 189  
 181. 190  
 182. 191  
 183. 192  
 184. 193  
 185. 194  
 186. 195  
 187. 196  
 188. 197  
 189. 198  
 190. 199  
 191. 200  
 192. 201  
 193. 202  
 194. 203  
 195. 204  
 196. 205  
 197. 206  
 198. 207  
 199. 208  
 200. 209  
 201. 210  
 202. 211  
 203. 212  
 204. 213  
 205. 214  
 206. 215  
 207. 216  
 208. 217  
 209. 218  
 210. 219  
 211. 220  
 212. 221  
 213. 222  
 214. 223  
 215. 224  
 216. 225  
 217. 226  
 218. 227  
 219. 228  
 220. 229  
 221. 230  
 222. 231  
 223. 232  
 224. 233  
 225. 234  
 226. 235  
 227. 236  
 228. 237  
 229. 238  
 230. 239  
 231. 240  
 232. 241  
 233. 242  
 234. 243  
 235. 244  
 236. 245  
 237. 246  
 238. 247  
 239. 248  
 240. 249  
 241. 250  
 242. 251  
 243. 252  
 244. 253  
 245. 254  
 246. 255  
 247. 256  
 248. 257  
 249. 258  
 250. 259  
 251. 260  
 252. 261  
 253. 262  
 254. 263  
 255. 264  
 256. 265  
 257. 266  
 258. 267  
 259. 268  
 260. 269  
 261. 270  
 262. 271  
 263. 272  
 264. 273  
 265. 274  
 266. 275  
 267. 276  
 268. 277  
 269. 278  
 270. 279  
 271. 280  
 272. 281  
 273. 282  
 274. 283  
 275. 284  
 276. 285  
 277. 286  
 278. 287  
 279. 288  
 280. 289  
 281. 290  
 282. 291  
 283. 292  
 284. 293  
 285. 294  
 286. 295  
 287. 296  
 288. 297  
 289. 298  
 290. 299  
 291. 300  
 292. 301  
 293. 302  
 294. 303  
 295. 304  
 296. 305  
 297. 306  
 298. 307  
 299. 308  
 300. 309  
 301. 310  
 302. 311  
 303. 312  
 304. 313  
 305. 314  
 306. 315  
 307. 316  
 308. 317  
 309. 318  
 310. 319  
 311. 320  
 312. 321  
 313. 322  
 314. 323  
 315. 324  
 316. 325  
 317. 326  
 318. 327  
 319. 328  
 320. 329  
 321. 330  
 322. 331  
 323. 332  
 324. 333  
 325. 334  
 326. 335  
 327. 336  
 328. 337  
 329. 338  
 330. 339

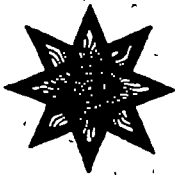


W. D. & H. O. WILLS  
BRISTOL & LONDON

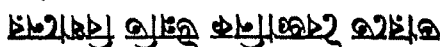
**WILL'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**



“ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲ ਦਿਲ ਦਿਲ ਦਿਲ”



പഴയ ചരിത്രം മറ്റൊരു പേരിൽ

[illegible]
$$= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$


உயர்நீதிமன்றம் இரண்டு தீர்மானங்களை எடுத்தது. முதலாவது, உயர்நீதிமன்றம் இரண்டு தீர்மானங்களை எடுத்தது. முதலாவது, உயர்நீதிமன்றம் இரண்டு தீர்மானங்களை எடுத்தது. முதலாவது, உயர்நீதிமன்றம் இரண்டு தீர்மானங்களை எடுத்தது.



রেশমী হুতা ছিল তাহা জানাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আপানী হোক বা বিলাতী হোক সকল রেশমী হুতার সম্বন্ধেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য।

### চিনি প্রস্তুত করিবার উন্নততর প্রণালী

কানপুরের ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অব সুগার টেকনোলজি খোলা কড়াই-এ চিনি প্রস্তুত করিবার একটা উন্নততর প্রণালী বাহির করিয়াছেন। তদনুযায়ী চুপ ও গন্ধকের দ্বারা ইক্ষুরস পরিশোধিত করিয়া লওয়া হয় এবং ঘন রস ঠাণ্ডা হইবার ও দানাদারিবার সময় উহাকে নাড়িতে থাকা হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই প্রণালীতে চিনি বেশী পাওয়া যায়, চিনিটাও ভাল হয়।

### মাদ্রাজে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়

জানা গিয়াছে যে, গত বৎসর মাদ্রাজে গতবার মিলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহার এক-তৃতীয়াংশ বিক্রীত হয় নাই। অল্পপুঙ্খ বহর এবং লোকের অরুচিকর নক্সার জন্ত এগুলি বিক্রয় করা যায় নাই। অবিক্রীত মালের শতকরা ৮০ ভাগ ছিল ধূসরবর্ণের শাড়ী ও ধান। এই মজুত মাল শীঘ্র বিক্রয় করিবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্ত মাদ্রাজ সরকার লাইসেন্সধারীদের নাকি অনুমতি দিয়াছেন যে তাহারা ঐ কাপড় রঙ করিয়া বা ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে পারে।

### ভারতে রেশমিং-এর ব্যাপকতা

ভারত সরকারের রেশমিং সম্পর্কে পরামর্শদাতা মিঃ কিরবি সম্প্রতি এক বেতার-বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রায় ১০০ টি শহর এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক রেশমিং-এর মধ্যে পড়িয়াছে এবং এক বৎসরের মধ্যে এই সংখ্যাগুলি দ্বিগুণিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

### মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের চট খরিদ

মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িক উৎপাদন বোর্ড কিউবা ও পুয়ের্টো-রিকোতে চিনির বস্ত্ররূপে বিক্রয় করিবার জন্ত কলিকাতা হইতে চট ক্রয়ের যে কথাবার্তা চালাইতেছিলেন, সে সম্বন্ধে সমস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় মালের অর্ধেক এক্ষণেই ক্রয় করা হইবে; বাকী অর্ধেক যে বা ছুন মাসে ইক্ষু ফসল উঠিলে লওয়া হইবে। ঐ সময় পর বৎসরের জন্ত ক্রয় পরিমাণ চট লাগিবে তাহা নির্ধারিত হইবে।

### আদর্শ বিপণি

শোনা যাইতেছে যে, সমস্ত দেশব্যাপী আদর্শ দোকান খোলা হইবে। এই দোকানগুলি বেসামরিক সরবরাহের ডিরেক্টর জেনারেলের নির্দিষ্ট মূল্য ব্যবহারকদের অবশ্য-প্রয়োজনীয় নানা পণ্য জোগান দিবে। এইরূপ ১৪৮ পণ্যের মূল্য ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

### ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের দাবী

রাওয়ালপিন্ডির লালার কর্মচারীদের সভাপতিত্ব সম্প্রতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের যে সন্দেহন হইয়া গিয়াছে তাহাতে তাহারা প্রতিভেদে কণ্ড ও বৎসরে এক মাস বেতন সহ ছুটির দাবী জানাইয়াছে।

### পাঞ্জাবে কৃষক-মজল ভাণ্ডার

পাঞ্জাব সরকার একটা পাঞ্জাবী কৃষক-মজল ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে সার্কি কোটি টাকা সংগ্রহ করিতেছেন।

### মাদ্রাজের বাজেট হিসাবে উদ্ভূত সম্ভাবনা

১৯৪৪-৪৫ সালের মাদ্রাজের বাজেট হিসাবে ৬৪৪ লক্ষ টাকা উদ্ভূত হইবে আশা করা যাইতেছে।

### যুক্তপ্রদেশের বাজেট

১৯৪৪-৪৫ সালের যুক্তপ্রদেশের বাজেট হিসাবে ৪০৮ লক্ষ টাকা উদ্ভূত থাকিবে বলিয়া ধরা হইতেছে।

### বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলের বৈঠক

বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে গবেষণার যে কাউন্সিল আছে তাহার সাম্প্রতিক এক বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, কাউন্সিল গবেষণাগারগুলিকে রাসায়নিক ও পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক এই দুইটা ভাগে বিভক্ত করা হইবে। বাহাতে ডিরেক্টর (পরিচালক) মহাশয়ের কাজের সুবিধা হয় তাহার জন্তই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। ডক্টর সিদ্ধিক ও ডক্টর বর্মন ছিলেন এই গবেষণাগারসমূহের সহকারী পরি-

চালক; তাঁহারা এখন নূতন বিভাগদ্বয়ের অস্থায়ী পরিচালক হইলেন। কাউন্সিলের সভাপতি ভ্রা. আজিজুল হক ঐ বৈঠকে টাটাদের ২০ লক্ষ টাকা দানের ও সরকার কর্তৃক নূতন বাজেটে ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার কথা উল্লেখ করেন।

### ভারতে খাদ্যশস্যের অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ আমেরির উক্তি

৬ই এপ্রিল তারিখে কমন্স সভার মিঃ আমেরি বলেন যে, বর্তমান বৎসরে মালাবার, দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাই-এ চাউলের ঘাটতি হইলেও কোনো গুরুতর ক্ষতি হইবে না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ও সমরোপযোগী বৃষ্টিপাতের অভাবে বজরা ও গমের উৎপাদন আশঙ্করূপ হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে মিঃ আমেরি বলেন যে, জমির খাদ্যশস্য উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার জন্ত প্রাদেশিক গভর্নমেন্টসমূহ যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন সেগুলিতে সাহায্য করিবার জন্ত ভারত সরকার আড়াই কোটি টাকা ঋণ ও অর্ধ কোটি টাকা সাহায্যদান করিয়াছেন।

### ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নূতন গবর্নর

আগামী ১৮ই এপ্রিল তারিখ হইতে লর্ড ক্যাটো ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের গবর্নর পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। ২৪ বৎসরকাল গবর্নররূপে কার্য করিবার পর স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্ত মিঃ মন্টেগু নরমান

## শিলং ব্যাঙ্কিং —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—  
১৯০১ ইং

হেড অফিস—শিলং।

গ্রাম : "Shilbank"  
ফোন ১৬৬ শিলং

ব্রাঞ্চ :—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন।

## দি ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লিঃ

(১৯০৮ সালে বরোদার সংগঠিত—সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)

বরোদার মাননীয় মহারাজা গায়কোয়াড়ের গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত

|                          |     |             |      |
|--------------------------|-----|-------------|------|
| অনুমোদিত মূলধন           | ... | ২,৪০,০০,০০০ | টাকা |
| বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন  | ... | ২,০০,০০,০০০ | "    |
| ভাগিদেওয়া মূলধন         | ... | ১,০০,০০,০০০ | "    |
| আদারীকৃত মূলধন (২৯-২-৪৪) | ... | ৯৯,৭৭,৪০০   | "    |
| মজুত তহবিল               | ... | ১,০০,০০,০০০ | "    |

হেড অফিস :—ব্যাঙ্ক রোড, বরোদা, কলিকাতা অফিস :—১১ ক্লাইভ স্ট্রীট  
কলিকাতাস্থ লোক্যাল কমিটি

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জালাম (মেসার্স সুরমল নাগরমল)

ডাঃ সত্যচরণ লাহা, এম, এ ; বি, এল ; পি, এইচ, ডি ; (মেসার্স প্রাণকিষণ লাহা এণ্ড কোঃ)

শ্রেষ্ঠ সুরমল মোটা (জুট ও গাণি ব্রোকাস লিঃ)

মিঃ কে এম মাসেক ; জি, ডি, এ ; আর, এ, (ম্যানেজার, জাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ)

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়

ডব্লিউ জি প্রাইড ওয়াটার,

এস এইচ জোখাকার,

জেনারেল ম্যানেজার, বরোদা।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার, কলিকাতা।

ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। ১৯২২-২৩ সালে ভারত সরকারের যে ব্যর-সঙ্কট কমিটি (ইকুকেল কমিটি) বসে ইনি তাহার সভ্য ছিলেন।

### বাড়ীভাড়া বৃদ্ধির কারচুপি নিবারণে

#### বাংলা সরকারের উদ্যম

প্রকাশ যে, বাংলা সরকার কলিকাতার বাড়ী-ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশের যে সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে এই বিধান থাকিবে যে, কোনো বাড়ীর মালিক পূর্নাঙ্কে রেন্ট কন্ট্রোলারের অনুমোদন না লইয়া ভাড়াটিয়ার উপর উচ্ছেদের মোটিফ দিতে পারিবেন না। ভাড়া-টিয়ারের নিকট হইতে পুনরায় বাড়ী দখল লওয়া সম্পর্কে সহরের কোনো কোনো বাড়ীর মালিকের অপকৌশল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

### মুক্তাঙ্গীতি নিরোধ উদ্দেশ্যে বিহারে অর্থ সঙ্করে জনসাধারণকে উৎসাহ দানের আন্দোলন

৫ই এপ্রিল তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভার জেরেরি রেইসম্যান বিহার প্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে অর্থ সঙ্করে উৎসাহ দানের যে আন্দোলন চালান হইতেছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া বলেন যে, সাহাবাদ জিলার কয়েকজন গণ্য-মান্য জমিদারের সহিত আলোচনার ফলে সাধারণভাবে ভীতিমূর্ত্তি জ্ঞান হইয়াছে যে, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য মুক্তাঙ্গীতি-নিরোধের ব্যবস্থাস্বরূপ অতিরিক্ত ব্যয়ক্ষমতাকে সঙ্কয়ের দিকে নিয়োগ করিবার অস্বাভাবিক প্রয়োজনে জমিদারদের পক্ষে ভীতাহারের ভূমিরাঙ্গন হইতে আয়ের মোটামুটিভাবে এক-তৃতীয়াংশ সঙ্করে লব্ধি করিয়া অস্বাভাবিক বিবরণের ভার এবিয়রেও প্রজাপুঞ্জের সম্মুখে একটা আদর্শ

স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত। মুক্তাঙ্গীতির অমঙ্গল হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকার এবং জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব সঙ্কয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং ভারত সরকার নিঃসঙ্কোচে জনসাধারণকে অর্থ সঙ্করে উৎসাহদানের আন্দোলন চালাইবার জন্য স্থানীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর অর্পণ করিয়াছেন।

### কেনিয়ার ভারতীয়দের অনুবিধা

কেনিয়ার ভারতীয়দের প্রবেশ সম্পর্কে বাধা-নিষেধ সৃষ্টিকারী যে সমস্ত নিয়মকানুন আছে তাহা প্রত্যাখ্যান-ব্যবস্থা করিবার জন্য অস্বাভাবিক জানাইয়া রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ পি এন সাফ্রা এক প্রস্তাব আনেন। তাহার উত্তরে সরকার, পক্ষ হইতে কমনওয়েলথ রিপেশনস্ সেক্রেটারী মিঃ আর এন ব্যানার্জি জানান যে, কেনিয়া, উগান্ডা ও টাঙ্গানিকার গবর্নমেন্ট ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ঐ সমস্ত নিয়মকানুন অস্বাভাবিক এবং মুক্তকালীন অস্বাভাবিক নিয়মের সহিত ঐগুলিও তুলিয়া লওয়া হইবে।

### চীনে অনুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত

কুনমিংয়ের কেন্দ্রীয় যন্ত্রপাতির কারখানার চীনা ইঞ্জিনিয়াররা চারিশত অনুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। চীনা ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা চীনে এই প্রথম অনুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ হইল। এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে যে কোনো বস্তু পাঁচ শত গুণ পরিবর্দ্ধিত-রূপে দেখা যাইবে। এগুলিকে গবেষণা-পারামিত্তে ব্যবহার করা চলিবে।

### চীনে মোটর টায়ার নির্মাণের

#### কারখানা

চুংকিংস্থ চায়না সাউথ সী রবার ওয়ার্কস্ এই বৎসরের শেষ হইতে টায়ার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। চীনাদের এ-শিল্প পূর্বে ছিল না।

### অষ্ট্রেলিয়ার লোকবল

সমর ক্যাভিনেটে যে সরকারী রিপোর্ট সম্প্রতি পেশ করা হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, অষ্ট্রেলিয়ার বর্তমান পঞ্চাশ হাজার অত্যাবশ্যক কার্যকারী শ্রমিকের ঘাটতি দেখা গিয়াছে।

### বিলাতে সুবৃহৎ কয়লা খনি

#### আবিষ্কার

৫ই এপ্রিল তারিখের নিউকাসলের এক সংবাদে প্রকাশ যে, নিউকাসল হইতে নয়ারল্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ একটা কয়লা খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই খনি আবিষ্কারের ফলে ব্রিটেনের কয়লা সম্পদের জোর অনেকখানি টিকিয়া যাইবে।

### বেলফাষ্টে ধর্ম্মঘট

গত ৫ই এপ্রিল তারিখে বেলফাষ্টে ২০ হাজার আত্ম-নির্ধারণ-প্রাপ্তদের শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে। আলষ্টারের স্বরাষ্ট্র সচিব ৫ জন কয়েদীকে কারা-মুক্ত করিতে রাজী হন নাই বলিয়া এই ধর্ম্মঘট।

ইতিপূর্বে আত্ম-নির্ধারণ প্রাপ্তদের ইঞ্জিনিয়াররা ধর্ম্মঘট করিলে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া বিমান কারখানার শ্রমিকদের যে ধর্ম্ম ঘট হয় ঐ পাঁচজন তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া ৩ মাস করিয়া শ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল।

### রপ্তানির কন্ট্রোলার

৫ই এপ্রিল তারিখের নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, সরবরাহ বিভাগের সহযোগী সেক্রেটারী মিঃ আর কে নেহরু সম্ভবতঃ ভারত সরকারের রপ্তানি ব্যাপারের কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইবেন।

### ইয়র্কশায়ার ও গ্রাসগোতে

#### ধর্ম্মঘটের অবস্থা

৬ই এপ্রিল তারিখের গ্রাসগোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ঐ দিন ধর্ম্মঘটী ক্লাইড্ সাইড শিকানবীষণ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করে যে, ১১ই এপ্রিল হইতে তাহারা কার্যে যোগ দিবে। ঐ সংবাদে আরও প্রকাশ যে, ইয়র্কশায়ারের খনি-শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট চলিয়াছে ও প্রায় ৮০ হাজার শ্রমিক তখনও ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। গ্রাসগো অঞ্চলের আত্ম-নির্ধারণ প্রাপ্তদের প্রায় ৮৫০০ ধর্ম্মঘটী শিকানবীষণের মধ্যে অর্ধেক লোক পুনরায় কার্যে যোগদান করিয়াছে। ৬ তারিখে এক সভায় ধর্ম্মঘট কমিটি ও ট্রেড যুনিয়নের কর্মচারীদের সহিত আলোচনার ফলে কমিটি সকল ধর্ম্মঘটীকেই কার্যে পুনরায় যোগ দিবার জন্য সুপারিশ করিতে রাজী হইয়াছে।

### ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

## বম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

(প্রতিষ্ঠিত—১৮৭১ সাল)

## বীমা কর্তৃক

### এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য—

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বন্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকর্ষণীয়তার জন্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- যৎসামান্য প্রিমিয়াম দিলে চুইটনা-জনিত কতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ও কোটা টাকার উপর

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিতানায়ে আবেদন করুন

### দক্ষিণাঙ্ক এণ্ড সন্স

চীফ এজেন্টস্।

৮নং ক্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা

# ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ কোম : কলি ৬৮-৬৯

হেড অফিস—৭, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা

সিডিউলড ব্যাঙ্ক।

বিলম্বিত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”

আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর

(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়

সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত

যাবতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অতুসন্ধান জানা যায়

শাখা—বড়বাজার ও শ্রামবাজার (কলিকাতা),

মারামণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং ঢাকা

পে-অফিস : মিরকাবিল

প্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## ইন্ফ্লুয়েঞ্জা নিবারণে নূতন এ্যান্টি-সেরাম

মস্কোর ৬ই এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা নিবারণের জন্য ক্রিমিয়া বৈজ্ঞানিকরা একটি নূতন এ্যান্টি-সেরাম আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতেছে।

## ভারতের বনভূমি দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত

গত ১লা এপ্রিল তারিখে দেয়াছেন "ইন্ডিয়ান কনস্ট্রাক্টর" ও "ইন্ডিয়ান কনস্ট্রাক্টর" মিলিত সমাবেশের উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐ উপলক্ষে ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমিসংক্রান্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য জ্ঞান যোগেন্দ্র সিং বসুতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের বনভূমির উন্নতির জন্য যে সব পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা কার্যকরী করিতে আরও অনেক অফিসারের প্রয়োজন। ইহার প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভারতের গ্রামে গ্রামে কাজ করিয়া যাইবেন। ব্রিটিশ ভারতের বনভূমি আরও ১ লক্ষ বর্গ মাইল বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহা কার্যকরী হইলে ভারতের বর্তমান বনভূমি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। গ্রামবাসীদের ঘরের সম্মুখেই এই বন সৃষ্টি হইবে এবং বৃক্ষ রোপণের পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রাম-বাসীরা উহার ডালপালা হইতে জালানী কাঠ সংগ্রহ করিতে পারিবে। ইহার ফলে প্রচুর পরিমাণে ঘুঁটে ও গোবর বাচিয়া যাইবে, কারণ গ্রামে গ্রামে ঘুঁটে ও গোবর জালানী হিসাবে অত্যন্ত বেশী ব্যবহৃত হয়। জালানী হিসাবে ব্যবহৃত এই গোবর দিয়া ৭ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে অর্থাৎ ভারতের মোট আবাদী জমির শতকরা ৩০ ভাগে সার দেওয়া যাইবে। এই সার পাইয়া জমির ফলন বাড়িয়া যাইবে এবং স্বাস্থ্যশস্ত্রের মোট উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাট আমদানী-কারীদের সজ্জ

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, নিউ ইয়র্কে ১০ জন প্রধান পাট আমদানীকারীদের লইয়া একটি সজ্জ গঠিত হইয়াছে।

## আর্জেন্টাইনে পাট-চাষ

আর্জেন্টাইন সরকার এক সাম্প্রতিক নির্দেশে আর্জেন্টাইনে পাট-চাষ বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছেন; সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে যে পাট চাষ করা হইয়াছিল তাহাতে ফল ভালই দেখা গিয়াছে। এই জন্যই আর্জেন্টাইনে বাহাতে একটি স্থায়ী পাট-শিল্প গড়িয়া ওঠে সে-দিকে নজর দেওয়া হইতেছে। সে দেশে শস্তের বজা বাবদে বৎসরে ৬৫০ লক্ষ ডলার পেসো ব্যয় হয়। আর্জেন্টাইন সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে উৎপন্ন বীজ খরদের জন্য ৩ লক্ষ ডলার পেসো ব্যয় করিয়াছেন।

## মহীশূর রাজ্যে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা

মহীশূর রাজ্যে শিল্পোন্নতির জন্য বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন ও গবেষণা কার্যের উন্নতির জন্য মহীশূর গভর্নমেন্ট একটি প্ল্যানিং এণ্ড কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করিয়াছেন।

## কাপপুরে ভিক্ষুক নিবাস

কাপপুর সহরে ভিক্ষুকের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় কাপপুর মিউনিসিপ্যাল বোর্ড সহরের উপকণ্ঠে একটি ভিক্ষুক নিবাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

## গম বিক্রয়ে অষ্ট্রেলিয়ার লাভ

১৯৪২-৪৩ সালের মরশুমে গম বিক্রয় করিয়া অষ্ট্রেলিয়া কৃষকেরা উক্ত সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ২৯০ কোটি পাউণ্ড ঘরে তুলিয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ বুসেল গম রপ্তানী হইয়াছে।

## অষ্ট্রেলিয়ার যুদ্ধোত্তর বিমান পরিকল্পনা

অষ্ট্রেলিয়ার যুদ্ধোত্তর কালে যাত্রী বিমান ব্যবসায়ের খুব প্রসার হইবে। তাহাতে অষ্ট্রেলিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চিঠিপত্র পৌছিতে ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে না। ৩৬টি বিরাটকার বিমান খাঁটি নির্মাণের আয়োজন করা হইতেছে।

## অষ্ট্রেলিয়ার সাহায্য

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও সাহায্যদান পরিষদে চীনা হিসাবে অষ্ট্রেলিয়া ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড দিবে।

## বিহারে শ্রমিক সরবরাহ কমিটি

অস্বাস্থ্য প্রদেশে মজুরের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার অশিক্ষিত এবং অদক্ষ শ্রমিক সরবরাহের জন্য বিহার সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। একজন বিশেষজ্ঞ সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী সদস্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রধানতঃ কয়লা খনি ও সরকারী পি ডাব্লু ডি বিভাগেই মজুর সরবরাহ করা হইবে। এই সকল মজুরেরা বাহাতে উপযুক্ত হারে বেতন পায় কমিটি তৎ-প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

## অর্থনীতি-বিষয়ক নূতন পুস্তক

- (1) **Tariffs And Industry :** By Dr. John Matthai. Oxford Pamphlets on Indian Affairs No. 20., Oxford University Press, Bombay. Price As. /6/
- (2) **Control of Indian Electricity Supply Industry—**By K. V. Karantha. Published by the author. P. O. Box 156, Madras. Price As. 12
- (3) **A History of Indian Currency** —By M. V. Bhatwadakar. Published by the Popular Book Depot, Lamington Road, Bombay. Price Rs. 3-12-0

## ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রট, কলিকাতা।

আমাদের ব্যাঙ্ক সুবিধাজনক সর্তাদিতে আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিবিধ প্রকার কাজ করিয়া থাকে। অল্পমোদিত সিকিউরিটি বন্ধকে লোন, ওভারড্রাফ্ট ও ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হইয়া থাকে।

আমাদের ব্যাঙ্কে চলতি ও স্থায়ী আমানত, সেভিংস একাউন্ট, ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ডিপোজিট খুলিবার সর্বপ্রকার সুবিধা ও সুযোগ রহিয়াছে।

পূর্ব প্রধান প্রধান ভারতের ব্যবসা কেন্দ্রে এবং বহু গ্রামাঞ্চলেও আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা রহিয়াছে এবং আমাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও আমানতকারি-গণের পক্ষ হইয়া আমরা যথাসময়ে বিল আদায়ের ভার লইয়া থাকি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ দত্ত। 3

## নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা কোম ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

ঃ অফিসসমূহ :

কলিকাতা কেন্দ্র :—শ্যামবাজার, হ্যারিসন রোড, ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, হাওড়া, বড়বাজার, বহুবাজার, হাটখোলা, লেক মার্কেট।  
বাংলা কেন্দ্র :—ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চৌমুহনী, কুষ্টিয়া।  
বিহার কেন্দ্র :—পাটনা, পাটনা সিটি, জামশেদপুর, সাক্চী, চাইবাঙ্গা, বরিশা।  
উত্তর ভারত কেন্দ্র :—দিল্লী, ময়াদিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, মেঠন রোড (কানপুর)।  
আসাম কেন্দ্র :—শিলং, গোহাটী, ডেঙ্গপুর, ধুবড়ী, নগাঁও।

কে এন দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।



## কোম্পানী এসজ

### হিন্দুস্থান সন্ট ওয়ার্কস লিঃ

সম্প্রতি সমগ্র বাঙ্গলায়, এমনকি রাজধানী কলিকাতায় পর্যন্ত লবণের যেসকল দারুণ অভাব ঘটিয়াছিল তাহাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় ঐ বস্তুটি যে কিরূপ একান্ত অপরিহার্য তাহা নিতান্ত স্বরুদ্ধি লোককেও বুঝাইবার প্রয়োজন পড়ে না। এই লবণের জন্য বাঙ্গলাকে বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। অথচ লবণ প্রস্তুতের কাঁচা মাল এই প্রদেশে প্রচুর ও সহজলভ্য। তৎসঙ্গেও বাঙ্গলায় দৈনিক গড়ে যে ৫০ হাজার মণ লবণ ব্যবহৃত হয় তাহার তিন ভাগের দুই ভাগই আসে করাচী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ লিভার-পুল ও এডেন হইতে আমদানী করা হয়। বাঙ্গলার চাহিদার অতি-দ্রুত তৃপ্তিলাভের জন্য বাঙ্গলায় প্রস্তুত লবণের দ্বারা মিটান হইয়া থাকে। বাঙ্গলার এই পর-নির্ভরশীলতা ও তৎক্ষণাত চূড়ান্ত চূর্ণোপ বিশেষ করিয়া এবারের মহাবুদ্ধির অস্বাভাবিক অবস্থায় নির্ভরভাবে প্রকটিত হইল। তৎসঙ্গেও বাঙ্গালী এই শিল্পটির দিকে ততটা দৃষ্টি দেয় নাই। অবশ্য এই জন্য মূলতঃ ও প্রধানতঃ গবর্ণমেন্টই দায়ী। তাঁহাদের আত্মকল্যাণ না পাইলে, লবণ-শিল্প সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি দূর হইতে পারে না।

প্রায় ৭৬ বৎসরের প্রচেষ্টার ফলে বাঙ্গলা হালে লবণ তৈয়ারীর সরকারী অধুমতি লাভ করিয়াছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার হইলে বাঙ্গলা হইতে লবণ বাবদ প্রতি বৎসর যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বাহিরে চলিয়া যায় তাহা অনায়াসেই বন্ধ হইতে পারে। লবণ-শিল্পে অধিক মূলধনেরও প্রয়োজন পড়ে না। দরকার শুধু অল্পস্বল্প কন্সার ও দেশ-বাসীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

পরম ভরসার কথা এই যে, হিন্দুস্থান সন্ট ওয়ার্কস লিঃ ১ লক্ষ টাকার অধুমোদিত মূলধন লইয়া অল্পকালের মধ্যেই লবণ শিল্পে এই প্রদেশে একটি অমুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের শিল্প-প্রচেষ্টার দ্রুত প্রসারলাভ ঘটায় ইংল্যান্ড হইতে মূলধন অকালে হ্রাস হইয়া বন্দোবস্ত গহিতেছেন এবং ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতেও আরও অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের জন্য নতুন শেয়ার বিক্রয়ের অধুমোদন লাভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই প্রদেশবাসীর অর্ধে ও আত্মকল্যাণে অতিরিক্ত মধ্য হিন্দুস্থান সন্ট ওয়ার্কস আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া লবণ শিল্পে কৃতি-ত্বের দাবী করিতে পারিবেন।

### ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের যুক্ত-প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লীর চীফ এজেন্সি "বেগাল ম্যানেজার্স লিঃ" নামে একটি ফার্মকে

দেওয়া হইয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির হেড অফিস লন্ডন-এ অবস্থিত।

### নূতন যৌথ কোম্পানী

আসাম অক্সিজেন কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭ ওয়েল-স্লিপ্পেন, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। অক্সিজেন ও অন্যান্য চূড়ান্ত গ্যাসের ব্যবসা।

কৃষি শিল্প চুম্বালায় লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি ডব্লিউ দাস শর্মা। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৩০ মিশন রো এন্ডটেনশন, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। চুম্বালাত জব্যাদির কারবার।

সরোজ সিগারেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস বি সোতা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২ ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। মার্কেট।

লর্ড টী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ টি এন ঘোষ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০৭ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। খোলা চা-এর ব্যবসা।

মরসিংহ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নারায়ণ সিং। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। খনি।

শিখাগার লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম মুখার্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১ এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা। অধুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। জেনারেল মার্কেট।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সোয়াম মিলস লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ৩৫ টাকা। গোম্ভ মোহর মিলস লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ৪০ টাকা। ফিল্মে মিলস লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ২৫ টাকা। আমেদাবাদ এ্যাডভান্স মিলস লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য এ্যাড-ইন্টারিম ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা। ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া ট্যানারিজ লিঃ—গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য ইন্টারিম ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ৬০ আনা। মাইশোর মাস এণ্ড এনামোল ওয়ার্কস লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য কাইনাল ডিভিডেন্ড বার্ষিক শতকরা ৭৫ আনা সহ নোট লভ্যাংশ বার্ষিক শতকরা ১০৬০ আনা। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য আয়কর মুক্ত বার্ষিক শতকরা ১০ হারে কাইনাল ডিভিডেন্ড।

**S. SIRKAR & CO.**  
Manufacturing Jewellers  
125. BOWBAZAR STREET

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ব্যাঙ্ক

**ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক**

স্থাপিত  
১৯৩০ ইং

হেড অফিস—১৫নং ক্রাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।  
টেলিফোন :—কলি: ২৫৪৬

টেলি:  
Payment.

### অন্যান্য শাখা

|                                                               |                                                             |                                             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| শ্যামবাজার,<br>ঢাকা,                                          | বড়বাজার,<br>নারায়ণগঞ্জ,<br>কুষ্টিয়া।                     | বালীগঞ্জ,<br>মিরকাদিম,<br>গোপালদি,<br>ভোলা, | কলকাতা স্ট্রীট,<br>ফরিদপুর,<br>কুমিল্লা,<br>গৌহাটি, |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া<br>টেংলা,<br>করিমগঞ্জ,<br>রায়গড়,<br>পাটনা, | আসানসোল,<br>জোড়হাট,<br>গোলাঘাট,<br>রাজনন্দনগাঁও,<br>বামরা, | বদরপুর,<br>নাগপুর,<br>বেনারস,<br>পাবনা,     | সিলেট,<br>ইটওয়ারী<br>সোনারপুর,                     |

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন সি দত্ত, এম-এ, বি-এল।

## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৭ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা পূর্বের মতই অপরিবর্তিত রহিয়াছে। চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত মধ্য স্বল্পমোদী ঋণের সুদের হার বোম্বাই ও কলিকাতায় যথাক্রমে ১০ আনা ও ১১ আনার অপরিবর্তিত আছে। এবারের ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আস্থানে যে পরিমাণ আবেদন পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্র-জনক। আবেদনের পরিমাণ ছিল কিঞ্চিদধিক ৮০ লক্ষ টাকা মাত্র। এবার বোম্বাই অঞ্চলে কিয়ৎ পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা যাইতেছে। মোটামুটি বাজারের অবস্থা পূর্ব-পূর্ব সপ্তাহের মতই। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতাই একমাত্র লক্ষণীয় বিষয়।

গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে ভারত সরকারের তিন মাসের মেয়াদী ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বানে করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৮০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। তন্মধ্যে ২২৬৯ পাই তদুর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। উহার অপেক্ষা কম দরের সমস্ত আবেদন অগ্রাহ হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৬১০ পাই ধার্য করা হইয়াছে।

আগামী ১১ই এপ্রিল বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যান্ডার্ড টাইম) পর্যন্ত এবং অন্ত্যস্ত কেন্দ্রে আগামী ১০ই এপ্রিল কাজকাঁরবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ভারত সরকারের ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৪ই এপ্রিল টাকা দিতে হইবে। অন্ত্যস্ত সর্ব পূর্বের জ্ঞায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী-জুড়ে জানা যায়, গত ৩১শে মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৮২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৮৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬৬ কোটি ২২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৬৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ২৫ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহের ধারের পরিমাণ ছিল ৪২ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটি ৯১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা; উহার পূর্ব সপ্তাহের পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭৬ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বন্ধ সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৬২ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ও ২৪ কোটি ৭২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ও ২৪ কোটি ৫১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল:—

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| টেলি: হুগ্গি (প্রতি টাকার) | ১ শি: ৫৪, পে |
| ঐ দর্শনী                   | ১ শি: ৫৪, পে |
| ডি এ ও মাস                 | ১ শি: ৬৪, পে |
| ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে)     | ৩০২৬০        |

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব চলিয়াছে, প্রতি বিভাগেই বিক্রোন্ময় তুলনায় ক্রোন্ময় সংখ্যা কম পরিলক্ষিত হইয়াছে, ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে যৎসামান্য। আগাম-বর্ষী সীমাক্রমের মুদ্র-সংবাদই এই অবস্থার কারণ। বাজার-দর পড়িয়া যাইবে এই আশঙ্কা কিছু শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে; কিন্তু ক্রোন্ময়রা এখনও ভবিষ্যতে কি হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আপানীরা বর্তমানে অল্প একটু অগ্রসর হইলেও বিক্রয়শক্তি বর্ধিত তাহাদিগকে শেষ পর্যন্ত হটাঁইয়া দিতে পারিবে এইরূপ একটা বিশ্বাস বাজারের উপর ক্রিয়া করিতেছে এইরূপ বোকা যায়। আগামীতে বাজার-দরের ওঠা-পড়া বন্ধের সহিত পর্যবেক্ষণ করা হইবে সন্দেহ নাই।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহেও শেয়ার-বাজারের অন্ত্যস্ত বিভাগের জায় কোম্পানীর কাগজের বাজারও মন্দা ছিল। ৩৪০ সুদের কোম্পানীর কাগজের

## সেন্টাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস—৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ফোন :—ক্যাল : ৩৪৬৭

মুর্শিদাবাদ শাখা

গত ২৬শে মার্চ রবিবার মুর্শিদাবাদ মবাব বাহাদুরের পুত্র নবাবজাদা সৈয়দ কাজেমালী মিজা এম, এল, এ-এর পৌরোহিত্যে খোলা হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বিল ও অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।

জলীপুর, কালুখালি, ধুলিয়ান ও বেরামপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

আগামের প্রসিদ্ধ টী প্ল্যান্টার মিঃ এল পি বড়ুয়া ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন—

দেবতোষ দাশগুপ্ত, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

## বঙ্গশ্রী হোসিয়ারী এণ্ড উইভিং

মিনিস্ লিমিটেড

৪নং মহারাজা ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা।

জাতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে টাকা লগ্নী করা লাভজনক, শীঘ্রই লভ্যাংশ আশা করা যায়।

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যিক।  
সমস্ত আবেদন করুন।

(ভারতরক্ষা আইনের ২৪-এ ধারা মতে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, এই অনুমতি দিয়া ভারত সরকার ইহার ব্যবসায়িক পরি-কল্পনার আর্থিক সুসঙ্গতি বা তদ্বিষয়ে প্রকাশিত বিবৃতি বা অভিমতের কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।)

দর পড়িয়া ৭২৫০ আনার দাঁড়াইয়াছে। অল্প বেরাদী ঋণ-পত্রসমূহের দর এইরূপ : ৩/২ হুদের (১৯৫১-৫৪) ২২১/০, ৩/২ হুদের (১৯৫৩-৫৫) ২২৩/০, ৩/২ হুদের (১৯৫৬-৫৮) ২৮/০, ৪/০ হুদের (১৯৫৫-৬০) ১১৪১/০ এবং ৫/০ হুদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৪১/০।

### কয়লা খনি

আলোচ্য সপ্তাহে অল্প শেয়ারগুলির সহিত ভাল রাখিয়া কয়লার শেয়ারের বাজারও মন্দা গিয়াছে। বেঙ্গল ৫৮০/০ হইতে নামিয়া ৫৭০/০, এ্যামালগ্যামেন্টেড ৪৫০/০, বরাকর ৩১০/০ হইতে নামিয়া ২৯৫০/০, বেনো মেন ২০১০/০, ইকুইটেবল ৫২১০/০, নিউ বীরডুম ২৯১০/০, সাউথ করণপুরা ১১১০/০, তালচর ৫৫০/০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড় কলের শেয়ারের দরও নামিয়াছে। কানপুর টেক্সটাইলস্ এর দরও ১০ পড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪৫০, এলগিন ৭৫০, কেশোরাম ১৮০/০ হইতে পড়িয়া ১৭১০/০, নিউ জিক্টোরিয়া ৯১০/০ হইতে নামিয়া ৮৫০/০, রাধেশ্যাম ২৩১০/০, বাউরিয়া ৫৩০/০ এবং ডানবার ২৭১০/০ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

### পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাট কলের শেয়ারের দর বেশী রকম পড়িয়াছে। কয়লা সরবরাহের হ্রাসহতা ইহার অন্যতম হেতু বলিয়া মনে হয়। এ্যামালগ্যামেন্টেড ৪১৬/০ হইতে পড়িয়া ৩৯৮/০, বরানগর ১৮৪/০ হইতে পড়িয়া ১৭৫১/০, ডেন্টা ৫০৫/০ হইতে পড়িয়া ৪৯৪/০, ইণ্ডিয়া ৫৮৮/০ হইতে পড়িয়া ৫৭৬/০, কাকিনাড়া ৫২০/০ হইতে পড়িয়া ৪৯৭১/০, লরেল ৩২৩/০ হইতে পড়িয়া ৩১৮/০, হাওড়া ৭১০/০ হইতে নামিয়া ৬৯৫০/০, ক্লাইভ ৩৫৫০ হইতে নামিয়া ৩৪১০/০, নেলিমারলা ২৮১০ হইতে নামিয়া ২৭০/০ এবং প্রেসিডেন্সি ৬১০/০ হইতে নামিয়া ৬০/০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইঞ্জিনিয়ার আয়রন এবং ষ্টীল করপোরেশনের বাজার দরে কিকিং বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। ইঞ্জিনিয়ার আয়রনের দর উঠিয়াছিল ৩৬১০/০ পর্যন্ত এবং ষ্টীল

করপোরেশনের দর উঠিয়াছিল ২৭১০/০ পর্যন্ত। কিন্তু এই দর স্থায়ী হয় নাই। এই এপ্রিল তারিখে ইঞ্জিনিয়ার আয়রনের বিক্রয় দর দেখা যাইতেছে ৩৫১০/০ এবং ষ্টীল করপোরেশন ২৬১০/০। আর্থার বাটলার ১৬৫০/০, জেসপ এন্ড কোং ২২১০/০, কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং ৯১০/০, ডিভিডেড বাদ দিয়া ব্রেকওয়েট ১০১০ এবং জার্নাল আয়রন এন্ড ষ্টীল ১২৫০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইতেছে।

### চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনি কলের শেয়ারের বাজার মন্দা ছিল। বলরামপুর ১৭১০/০, কেক্স এন্ড কোং ২৮১০/০, বেঙ্গল ১২১০ এবং রামনগর কেন্ এন্ড অগার ১২১০/০ দরে ক্রয় বিক্রয়হইয়াছে। সমস্তিপুর সেন্ট্রাল ও ইউ পি অগার-এর দর স্থির আছে। সমস্তিপুর সেন্ট্রালের দর ২১/০ এবং ইউ পি অগারের দর ২৩/০।

এ সপ্তাহের শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

### কোম্পানীর কাগজ

৩/২ হুদের ডিকেন্স বন্ড (১৯৪৬) ৩০শে মার্চ— ১০১৫০ ১০২/০; ৩১শে—১০১৫০ ১০২/০; ১লা এপ্রিল—১০২/০; এই—১০১৫০; ৩/২ হুদের ডিকেন্স বন্ড (১৯৪৭-৪৮) ৩০শে মার্চ— ১০০১/০; ৩১শে—১০০১/০; ৩রা এপ্রিল—১০০১/০ ১০০১/০। ৩/২ হুদের ঋণপত্র (১৯৫১-৫৪) ৩০শে মার্চ— ২২৫০/০; ৩১শে—২২৫০/০ ১০০০/০; ১লা এপ্রিল— ২২৫০/০; ৪ঠা—২২৫০/০ ২২১০/০; এই—২২৫০/০ ২২১০/০। ৩/২ হুদের ঋণপত্র (১৯৫৩-৫৫) ৩০শে মার্চ— ২২৫০/০ ২২১০/০; ৩১শে—২২৫০/০ ২২১০/০; ১লা এপ্রিল—২২৫০/০; ৩রা—২২৫০/০ ২৮৫০/০। ৩/২ হুদের ঋণপত্র (১৯৫৬-৫৮) এই এপ্রিল— ২৭১০/০। ৩/২ হুদের কোম্পানীর কাগজ ৩০শে মার্চ— ২৮১০/০; ৩১শে—২৮১০/০ ২৮১০/০; ৩রা এপ্রিল— ২৭১০/০ ২৭১০/০; ৪ঠা—২৭৫০/০ ২৭৫০/০; এই— ২৭১০/০ ২৭১০/০। ৩/২ হুদের ঋণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৩১শে মার্চ— ২৮১০/০; ১লা এপ্রিল— ২৮১০/০; ৩রা— ২৭৫০/০; ৪ঠা—২৮১০/০; এই—২৮১০ আনা।

### ডিবেঞ্চার

৩/২ হুদের (১৯৩৭-৫১) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এই এপ্রিল—২২১০ আনা।

### ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ (প্রেক) ৩০শে মার্চ—১৭৩/০। হিন্দ ৩০শে মার্চ—৫৭/০ ৫৬/০; ৩রা—৫৬৫০/০; এই—৫৬৫০/০। রিজার্ভ ৩০শে মার্চ—১২২১০/০; ৩১শে—১২০১০/০; ১লা এপ্রিল—১২২১০/০; ৩রা—১২৮১০/০ ১২৬১০/০; ৪ঠা—১২৮১০/০; এই—১২৮১০/০। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৩০শে মার্চ—২৬৫০ ২৭/০ (প্রেক); ৩১শে—২৭/০ (প্রেক); ১লা এপ্রিল—২৭/০ (প্রেক); ৩রা—২৬৫০ ২৬১০/০ (প্রেক); ৪ঠা—২৬৫০ ২৬/০ (প্রেক); এই—২৬৫০ ২৬৫০ (প্রেক)।

### কয়লার খনি

এ্যামালগ্যামেন্টেড ৩০শে মার্চ—৪৬/০; ১লা এপ্রিল—৪৫/০; ৪ঠা—৪৫/০। বেঙ্গল-নাগপুর ৩০শে মার্চ—৫৭/০; ৪ঠা এপ্রিল—৫৫৫০/০। বোকারো এন্ড রামগড় ৩১শে মার্চ— ৩০১০/০; ৩রা এপ্রিল—২৮১০/০; এই—২৮৫০/০। বড় বেনো ৩১শে মার্চ—৮১০/০ ৮১০/০; এই—৮৫০/০ ৭১/০। বরাকর ৩০শে মার্চ—৩১১০/০ ৩১০/০; ৩১শে—৩১১০/০ ৩১০/০; ১লা এপ্রিল—৩১১০/০ ৩১০/০; ৩রা—৩১০/০ ২৯১০/০; ৪ঠা—২৯১০/০ ৩০১০/০;

### এপ্রিলে চলনা—

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ওপর জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস নির্দেশ করে,—এই আস্থা ও বিশ্বাস জন্মায় উপযুক্ততা ও বিশ্বস্ততার ওপর। পেল বছরের সামুদ্রিক এপ্রিলে চলা, নতুন বৎসরে ক্রান্ততর ও দীর্ঘতর পথ অতিক্রমণের পূর্বসূচী-ব্রহ্মণ হউক এটাই আমরা আশা করি।

দেশবাসীর বিশ্বাস ও পৃষ্ঠপোষকতার অল্প, তাঁদের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি—

**দি ফ্রী ইণ্ডিয়া জেনারেল**

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—কানপুর স্থাপিত—১৯৩৪

লাইফ-ফায়ার-ম্যারিন-এ্যাক্সিডেন্ট

চেয়ারম্যান : ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :

স্বার পদক্ষেপ এন্ড কে, ভারতীয়া,

সিংহানিয়া, কে, টি বি, এ, এক সি, আই

লাইফ ম্যানেজার :—কে, ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৯নং ক্লাইভ স্ট্রীট

নিরাপত্তা ও কার্যতৎপরতার জন্য—

**দি ইষ্টার্ন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ**

রেজিঃ অফিস :—ঢাকা।

স্থাপিত—১৯২৮

শাখাসমূহ :—

ভোলা, গাইবান্ধা,  
চট্টগ্রাম, চরমুন্সুরিয়া,  
শ্রীহট্ট ও সারানগর

কলিকাতা শাখা :—

১৪, ক্লাইভ স্ট্রীট

ফোন : কলি : ৪৪০১

রাজসাহী ও বরিশাল ব্রাঞ্চ শীঘ্র খোলা হইবে।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম ভট্টাচার্য্য

**সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ**

হেড অফিস—২২নং স্ট্র্যাণ্ড রোড

(ক্লাইভস্ট্রীট স্ট্রীট ও স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে)

কলিকাতা।

শাখাসমূহ

ঢাকা, দমদম, বরানগর,  
আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম, এ, বি-এল

হেই—২২০ ২২৫/০। খেসো খেইন তংশে মাঃ—  
২১৫/০; তংশে—২১৫ ২১৫/০; ওরা—২০৫/০  
২০৫/০; ওঠা—২১ ২০৫/০; হেই—১২৫ ১২৫/০।  
ইকুইটেবল তংশে মাঃ—৫০৫/০; তংশে—৫০৫/০  
৫০৫/০; ওঠা—৫০৫/০; ওরা—৫২ ৫১৫/০;  
ওঠা—৫২ ৫২০/০; হেই—৫১৫/০ ৫২৫/০।  
কাজাস করিয়া তংশে মাঃ—৫৫০/০। কালাপাহাড়ী  
তংশে মাঃ—২২০/০ ২২০/০; হেই—২১ ২১  
বঙ্গলপুর ওঠা—২০৫/০। নাজীরা হেই—  
১১। নিউ বীরভূম তংশে মাঃ—৩১৫/০; ওরা  
এঃ—২২ ২২৫/০ ২২০/০; হেই—২৮৫/০  
২২০/০। পেক ভেলী তংশে মাঃ—৪১ ৪১৫/০।  
রাণীগঞ্জ ওঠা—৪২৫/০; ওরা—৪২৫/০ ৪১  
ওঠা—৪২০ ৪২০/০; হেই—৪১৫ ৪১৫/০।  
সাউথ করণপুরা তংশে মাঃ—১২৫/০ ১২৫/০;  
তংশে—১২৫/০ ১২৫/০; ওরা—১১৫/০ ১১৫/০;  
ওঠা—১১৫ ১১৫/০; হেই—১১৫/০ ১১৫/০।  
ভালচের তংশে মাঃ—৬১৫/০ ৬১৫/০; তংশে—  
৬১৫/০ ৬১৫/০; ওঠা—৬১৫/০ ৬১৫/০; ওরা—৬  
৬১৫/০; ওঠা—৬১৫/০ ৬১৫/০; হেই—৬১৫/০ ৬১৫/০।

#### কাপড়ের কল

বাসন্তী তংশে মাঃ—১০৫৫/০, ১০৫৫/০। বেনা-  
রস তংশে মাঃ—১৪ ১০৫৫/০; হেই—১০৫৫/০  
১০৫৫/০। কাপপুর টেক্সটাইলস তংশে মাঃ—  
১৫৫৫/০ ১৫৫৫/০; তংশে—১৫৫৫/০ ১৫৫৫/০; ওঠা—  
১৫৫৫/০ ১৫৫৫/০; ওরা—১৫৫৫/০ ১৫৫৫/০; ওঠা—১৫৫৫/০  
১৫৫৫/০; হেই—১৫৫৫/০ ১৫৫৫/০। কেশোরাম  
তংশে মাঃ—১১৫৫/০ ১১৫৫/০; ওরা—১১৫৫/০;  
ওঠা—১১৫৫/০ ১১৫৫/০; হেই—১১৫৫/০ ১১৫৫/০।  
মহালক্ষ্মী ওঠা—৩৪ ৩৪৫/০; ওঠা—৩২ ৩২৫/০; হেই—  
৩১৫/০। প্রভাতী টেক্সটাইলস ওঠা—১০৫৫/০;  
হেই—১০৫৫/০ ১০৫৫/০। নিউ ডিক্টোরিয়া তংশে  
মাঃ—২১৫৫/০ ২১৫৫/০; তংশে—২১৫৫/০ ২১৫৫/০; ওঠা—  
এঃ—২১৫৫/০ ২১৫৫/০; ওরা—২১৫৫/০ ২১৫৫/০; ওঠা—  
২১৫৫/০ ২১৫৫/০; হেই—২১৫৫/০ ২১৫৫/০।

#### ইলেকট্রিক

পাটনা তংশে মাঃ—১১৫৫/০। রাওলালপিণ্ডি  
তংশে মাঃ—৩১৫৫/০; ওঠা—৩০৫৫/০। সাজাহান-  
পুর ওঠা—১০৫৫/০ ১০৫৫/০। ইউ পি তংশে  
মাঃ—২৪১৫ ২৪১৫/০।

#### ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল তংশে মাঃ—১১৫৫/০  
১৮ ১৮৫৫/০; ওঠা—১১৫৫/০ ১৮৫৫/০; ওরা—১১৫৫/০  
১১৫৫/০; ওঠা—১১৫৫/০ ১১৫৫/০; হেই—১১৫৫/০ ১১৫৫/০।  
বার্ণ এন্ড কোং ওঠা—৩১৫৫/০। ইঞ্জিনিয়ার  
আয়রন এন্ড ষ্টীল তংশে মাঃ—৩৬৫৫/০ ৩৬৫৫/০;  
তংশে—৩৬৫৫/০ ৩৬৫৫/০; ওঠা—৩৬৫৫/০ ৩৬৫৫/০;  
ওরা—৩৬৫৫/০ ৩৬৫৫/০; ওঠা—৩৬৫৫/০ ৩৬৫৫/০;  
হেই—৩৬৫৫/০ ৩৬৫৫/০। কুমারধরী তংশে মাঃ—  
১০৫৫/০ ১০৫৫/০; তংশে—১০৫৫/০ ১০৫৫/০; ওঠা—  
২০৫৫/০; ওঠা—২০৫৫/০ ২০৫৫/০। ক্রাশনাল আয়রন  
এন্ড ষ্টীল তংশে মাঃ—১২৫৫/০ ১২৫৫/০; ওঠা—

১২৫৫/০ ১২৫৫/০; ওঠা—১২৫৫/০ ১২৫৫/০; ওঠা—  
১২৫৫/০ ১২৫৫/০; হেই—১২৫৫/০ ১২৫৫/০। ষ্টীল কর্পো-  
রেশন তংশে মাঃ—২১৫৫/০ ২১৫৫/০; তংশে—২১৫৫/০;  
ওঠা—২১৫৫/০ ২১৫৫/০; ওঠা—২১৫৫/০ ২১৫৫/০;  
ওঠা—২১৫৫/০ ২১৫৫/০; হেই—২১৫৫/০ ২১৫৫/০।  
ইউনাইটেড আয়রন তংশে মাঃ—১১৫৫/০; তংশে—  
১০৫৫/০।

#### পাটকল

বিড়লা ওঠা—৪৪৫৫/০। বজবজ ওঠা—  
৪১২৫৫/০ ৪২৫৫/০। ক্লাইভ তংশে মাঃ—৩৫৫৫/০;  
ওঠা—৩৫৫৫/০ ৩৫৫৫/০; ওঠা—৩৫৫৫/০ ৩৫৫৫/০;  
ওঠা—৩৫৫৫/০ ৩৫৫৫/০; হেই—৩৫৫৫/০ ৩৫৫৫/০।  
ডালহৌসী ওঠা—২৮৫৫/০; ওঠা—২৮৫৫/০।  
কোর্ট মস্টার ওঠা—৬১৫৫/০। গৌরীপুর ওঠা

এঃ—১৮৫৫/০ ওঠা—১৮৫৫/০; হেই—১৮৫৫/০। হাওড়া  
তংশে মাঃ—১১৫৫/০ ১১৫৫/০; ওঠা—১১৫৫/০  
১১৫৫/০; ওঠা—১১৫৫/০ ১১৫৫/০; হেই—১১৫৫/০  
১১৫৫/০। হুগুচাঁদ তংশে মাঃ—৩৬৫৫/০; ওঠা—  
৩৬৫৫/০; ওঠা—৩৬৫৫/০। কামারহাটী তংশে  
মাঃ—৫১৫৫/০ ৫১৫৫/০; তংশে—৫১৫৫/০; ওঠা—  
৫১৫৫/০ ৫১৫৫/০; ওঠা—৫১৫৫/০ ৫১৫৫/০।  
কাঁকনাড়া তংশে মাঃ—৫১২৫/০; তংশে—৫১২৫/০  
৫১২৫/০; ওঠা—৫১২৫/০ ৫০৫৫/০; ওঠা—৪২৫৫/০  
৪২৫৫/০; ওঠা—৪২৫৫/০ ৪০৫৫/০। নৈহাটী (প্রেক)  
তংশে মাঃ—১১৫৫/০। নদীয়া তংশে মাঃ—১১৫৫/০  
১১৫৫/০; তংশে—১১৫৫/০; ওঠা—১১৫৫/০ ১১৫৫/০;  
ওঠা—১১৫৫/০ ১১৫৫/০; ওঠা—১১৫৫/০ ১১৫৫/০;  
হেই—১১৫৫/০ ১১৫৫/০।

## আর্থিক জগৎ বার্ষিক সংখ্যা

### বিজ্ঞাপন

যুদ্ধের জয় কাগজ দুপ্রাপ্য ও দুর্মূল্য হওয়ায় আর্থিক  
জগতের বার্ষিক সংখ্যায় যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞাপনের  
স্থান সন্ধান করা সম্ভবপর হইবে না। এই জয়  
বিজ্ঞাপনদাতাগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হই-  
তেছে যে তাঁহারা যেন বার্ষিক সংখ্যার বিজ্ঞাপন যথা-  
সম্ভব সত্বর প্রেরণ করেন। বিলম্বে প্রাপ্ত বিজ্ঞাপন ছাপা  
সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম।

১২২, ব হ বা জার স্ট্রিট.

কলিকাতা। ফোন বি. বি. ৬৩৮২

## মেডারেশন ব্যাংক এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা; ফোন ক্যাল : ৪৫৫০, ৪৫৫৫  
পেট্রোল :—হিজ হাইনেস দি মহারাজা অব ত্রিপুরা  
কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, পার্ক সার্কাস, শ্যামবাজার।  
অজ্ঞাত শাখা :—কুষ্টিয়া, চুঁচুড়া, জামালপুর, জিয়াগঞ্জ, ঢাকা (চকবাজার এবং সদরঘাট),  
বর্ধমান, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ।  
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গত ২রা এপ্রিল মাপিকতলা (কলিকাতা)  
শাখার শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন।  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—সামসুদ্দিন আহমেদ, এম. এল. এ (বাংলা গভর্ণমেন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী)

## রেলপথ

দার্জিলিং-হিমালয়ান ৩০শে মার্চ:—১১২০।  
সাল্লা-সিরাঙ্গপাড়া ৩০শে মার্চ:—১০২। সাধারা  
(দিল্লী)-সাহারানপুর ৩০শে মার্চ:—২২৩০।

## খনি

বার্মা কর্পোরেশন ৩০শে মার্চ:—৩৮/০;  
৩১শে:—৩৮/০; ১লা এ:—৩৮/০ ৩৯/০; ৩রা—  
৩৮/০ ৩৯/০; ৪ঠা—৩৮/০ ৩৯/০; ৫ই—৩৮/০।  
ইন্ডিয়ান কপার ৩০শে মার্চ:—২৮/০ ২৯/০;  
৩১শে:—২৮/০; ৩রা এ:—২৮/০; ৪ঠা—২৮/০  
২৯/০; ৫ই—২৮/০ ২৯/০। করনপুরা ডেভেলপ-  
মেন্ট ৩০শে মার্চ:—২২; ১লা এ:—২৭৬/০  
৩রা—২৭ ২৬৬/০; ৪ঠা—২৭৬/০ ২৭০;  
৫ই—২৭। রোডেলিয়া কপার ৩০শে মার্চ:—  
২৮/০; ৩১শে:—২৮/০; ১লা এ:—২/০ ২৮/০;  
৩রা—২ ২/০।

## কাপড়ের কল

ইন্ডিয়ান পেপার পাউচ ৩০শে মার্চ:—২১৬  
২১৬০; ৩১শে:—২১৭; ১লা এ:—২১২;  
৩রা—২১০ ২১২; ৪ঠা—২১২; ৫ই—  
২১০ ২১২। ওরিয়েন্ট ৩০শে মার্চ:—৩৫০/০।  
শ্রীগোপাল ৩০শে মার্চ:— ২৪ ২৩০/০; ৩১শে—  
২৩০/০; ৪ঠা—২৩০ ২৩০/০; ৫ই—২৩০/০।  
ঈদার ৩০শে মার্চ:—২২৮/০; ১লা এ:—২২৮  
২২৮/০; ৩রা—২২ ২২৮/০। টিটাগড় ৩০শে  
মার্চ:—২৮৮/০ ২৮৮/০; ৩১শে:—২৮৮ ২৮৮/০;  
৩রা এ:—২৮ ২৮৮/০; ৪ঠা—২৮৮ ২৮৮/০;  
৫ই—২৮৮ ২৮৮/০। বেঙ্গল ৩০শে মার্চ:—২৫৬০;  
৫ই এ:—২২৭।

## চিনির কল

বলরামপুর ৪ঠা এপ্রিল—১৭৮/০ ১৭৮০/০।  
কেও এণ্ড কোং ৩০শে মার্চ:—২২৮/০; ৩১শে—  
২২৮/০ ২২৮/০; ১লা এ:—২২৮/০ ২২৮/০; ৩রা—  
২৮৮ ২৮৮/০; ৪ঠা—২৮/০ ২৮৮/০; ৫ই—২৮৮/০  
২৮৮/০। কানপুর ৩০শে মার্চ:—৪১; ৩১শে—  
৪০৬/০ ৪০৬/০; ১লা এ:—৪০৬/০; ৪ঠা—  
৩২৮/০ ৩২৮/০; ৫ই—৩২৮/০ ৩২৮/০। প্রতাপপুর  
৩০শে মার্চ:—২৫; ৩১শে—২৪৬/০। রামনগর  
কেন ৩০শে মার্চ:—১০৮/০; ৩১শে—১০৮/০;  
১লা এ:—১০৮/০; ৩রা—১২৮/০; ৪ঠা—১২৮/০  
১২৮/০; ৫ই—১২৮/০ ১২৮/০। সমস্তপুর ৩০শে  
মার্চ:—২২/০; ৪ঠা এ:—২০৬/০ ২১; ৫ই—  
২০৬ ২১। চম্পারণ ৩০শে মার্চ:—৪১০/০;  
৩রা এ:—৩২৮/০; ৪ঠা—৪০৬/০; ৫ই—৩২৮/০  
৪০৬/০। দারভাঙ্গা ৩০শে মার্চ:—৩০৬/০; ৩১শে—  
৩০৬/০; ১লা এ:—৩০৬/০ ২২৬/০; ৩রা—৩০৬/০  
২২৬/০; ৪ঠা—২২৬/০ ২২৬/০; ৫ই—২২৬/০  
২২৬/০।

## চা-বাগান

বানরহাট ৩০শে মার্চ:—৮৭০; ৩রা এ:—  
৮৫০। বিশ্বনাথ ৩০শে মার্চ:—৩৮০। হাতীকীরা

৩০শে মার্চ:—৩০৮/০; ৩রা এ:—২২০। নিউ  
টেরাই ৩০শে মার্চ:—২২; ৩১শে—২২০ ২২০;  
ভেঙ্গপুর ৩রা এ:—১৬৮/০ ১৬৮/০; ৪ঠা—১৬৮/০;  
৫ই—১৬৮/০।

## বিবিধ

আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট ৩০শে মার্চ:—১৬;  
১লা এ:—১৬; ৩রা—১৬০ ১৬; ৪ঠা—  
১৬০ ১৬০/০; ৫ই—১৬/০ ১৬। বেঙ্গল  
কেমিক্যাল ৪ঠা এ:—৪৭০। বেঙ্গল পেট্রোল  
৪ঠা এ:—২২৮/০ ২২৮/০। বি আই কর্পোরেশন  
৩০শে মার্চ:—৬/০; ১লা এ:—৬ ৬/০; ৩রা—  
৬/০ ৬৬/০; ৪ঠা—৬। ডালমিয়া সিমেন্ট  
৩০শে মার্চ:—১৮৮/০; ৪ঠা এ:—১৮০ ১৮৬০।  
ডালমিয়া ১লা এ:—৬১। ফারপো লি:  
৩০শে মার্চ:—১৪/০। ইকো-বার্মা পেট্রল ৩০শে  
মার্চ:—৬৬০ ৬৬০; ৪ঠা—৬৬০। রোটাস  
ইন্ডিয়ান ৪ঠা এ:—৩৪ ৩৪/০ আনা।

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগেই তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। মণিপুর রাজ্যে আপ বাহিনীর প্রবেশে প্রথমে বাজারে একটা চাকল্য দেখা দিয়াছিল এবং মনে হইয়াছিল যে, বাজারের কাজকারবারে হয়তো ব্যাঘাতের সৃষ্টি হইবে। সুখের বিষয় পাটের বাজারে সাময়িক ঘটনাবলী শেষ পর্বাঙ্ক কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

আগামী মরশুমের উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম হইবে এবং আট আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষের যে অনুমোদন রহিয়াছে তদপেক্ষা অনেক কম জমিতে পাট চাষ হইবে, বাজারে এরূপ ব্যরণী বহুমূল্য রহিয়াছে। ফলে কাঁচা পাটের বাজারে বেশ চড়তির ভাব দেখা যায়।



## ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লি:

আদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটি টাকা

চেয়ারম্যান—মি: জি ডি বিড়লা, ভাইল চেয়ারম্যান এম এ ইম্পাহানী।  
ডিরেক্টরস:—মি: এম এল দাহাহুকার, স্যার আদমজী হাজী দাউদ,  
মি: কে সি গোয়েলা, মি: সি এন বাজোরীয়া, মি: এ সি লাহা, মি:  
মণীন্দ্র বসুতলাল, মি: মদনমোহন আর কটয়া, মি: আর জি সাবাইয়া,  
মি: মতিলাল তাপুয়া। জেনারেল ম্যানেজার—মি: বি টি ঠাকুর।

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

ভারতে এবং বিদেশে সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।  
শাখাসমূহ:—কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, নিউদিল্লী, করাচী, লাহোর,  
অমৃতসর, জয়পুর, হায়দ্রাবাদ (সিদ্ধ) ও আমদাবাদ।  
বড়বাজার (কলিকাতা), কাঁচপুর, হুগলি ও পিকারপুর শাখা দ্বিগুণ হইবে।  
হেড অফিস—২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ফোন:—কলি: ৬৫৭৮ ম্যানেজার—মি: জি আর সোনালকর

আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কাহারও নিভুল

কুণ্ডী ও ঠিকুজী

পাইতে হইলে

এবং

আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে হইলে

জ্যোতিষী সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য বি.এ,

৫নং নিতাইবাবু লেন, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায়

পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

মকঃবেলের বাজারগুলিও বেশ তেজী রহিয়াছে। পাটের দরে কমতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। নিম্নতর অঞ্চলে পাট বোনা সাজ হইয়াছে এবং মাঝারি উচ্চতর অমিতে বগন গুঁড় হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতার বাজারে কাঁচা বেল বিভাগে কাজকারবার সন্তোষজনক না হইলেও বিক্রেতা-মহল শেষ পর্যন্ত চড়া দাম আঁকড়াইয়া বলিয়া-ছিলেন। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট মিডল ও বটোম যথাক্রমে ১৬৫০ আনা ও ১৩৫০ আনার ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও এবার কাজকারবারের পরিমাণ অধিক হয় নাই, কিন্তু দর হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।

কলিকাতার খলে ও চট্টের বাজারেও তেজীর ভাব দেখা যাইতেছে। বাজারে ঘেরাপ চাহিদা রহিয়াছে মিলওয়ালারা তদনুরূপ সরবরাহ দিতে পারিতেছেন না। আমেরিকান অর্ডার যাহা গত মাসেই সম্পূর্ণ সরবরাহ করা উচিত ছিল এখনও তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই, ছুঁতিন মালের মধ্যে সম্পূর্ণ সরবরাহ সম্ভব হইবে কি না তাহাও সঠিক বলা মুশ্কিল। মিলওয়ালারা ভারত সরকারের অর্ডারগুলি সম্পর্কেই বিশেষভাবে লজাপ ও সচেতন রহিয়াছেন। বাজারে বিক্রয়ার্থ মিলমালিকরা যে পরিমাণ মাল উপস্থাপিত করিতেছেন তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

অজ্ঞাত বৎসরের জায় মেসার্স সিন্ধুয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ যথারীতি পাট চাব অঞ্চল-সমূহের রিপোর্ট দেওয়া শুরু করিয়াছেন। নিম্নে গত ১লা এপ্রিল পর্যন্ত এক সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রদত্ত হইল :-

অধিকাংশ জেলাতেই বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং আবহাওয়ার অবস্থা পাট চাবের বেশ অমুকুল রহিয়াছে। পাট বোনার কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে।

গত বৎসর এই সময় যে পরিমাণ পাট বগন হইয়াছিল তাহার সহিত এই বৎসর এতাবৎ বগনের এক তুলনামূলক হিসাব দেওয়া যাইতেছে : বিগত মরশুমের মোট উৎপাদন বোল আনা ধরিয়া লইয়া সেই হিসাবে নারায়ণগঞ্জে ১০ আনা এবার, ১১/০ আনা গতবার; চাঁদপুরে ১০/৬ পাই এবার, ১১/৬ পাই গতবার; হাজিগঞ্জে ১০ আনা এবার, ১১/০ আনা গতবার; আন্তগঞ্জে এবার এখনও আদৌ পাট বোনা হয় নাই, গতবার ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ অমিতে পাট বোনা হইয়াছিল; আখাউয়ার ১০ আনা এবার, ১১ পাই গতবার; নিখিলিদাম-পাড়ায় ১৬ পাই এবার, ১০/০ আনা গতবার; এলাশিনে ১০ আনা এবার, ১১/০ পাই গতবার; সরিষাবাড়ীতে ১৬ পাই এবার, ১১ পাই গতবার; ময়মনসিংহে ১০ আনা এবার, ১০/৬ পাই গতবার; সিরাজগঞ্জে ১০ আনা এবার, ১০ পাই গতবার। তাজুয়ার কোন সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

আগোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাই তুলার বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা মোটেই ভাল নয়; বিক্রেতার মজুত মাল ছাড়িয়া দিবার জন্ত উদ্বিগ্ন বলিয়া মনে হয়। সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, অনেক প্রকার তুলার দর সরকারের বর্ধিত নিম্নতর দরের অপেক্ষাও নিচে নামিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে দরের গতি দেখিয়া সিদ্ধপ্রদেশের চাবীরা চিন্তিত হইয়া পড়িতেছে। তুলার দর ঘেরাপ নামিয়াছে তাহাতে তুলা উৎপাদনে লাভ থাকিবে না। হস্তরাং সরকারের সাহায্য এখনই প্রয়োজন। শোনা যাইতেছে, সরকার বোম্বাই বাজারে অবিলম্বে কয়েক ধরনের তুলা ক্রয় করিবেন। বাজারের

শেষ দিকে দর কিছু বাড়িয়াছে। গত সপ্তাহে করিলা মার্চের দর ছিল ৪৩০/-, এসপ্তাহে ৪৩৬/- উঠিয়াছে।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৬ই এপ্রিল

বিগত সপ্তাহে যেমন সোণা ও রূপার দর ক্রমেই চড়িতেছিল, গত কয়েক দিনে সেইরূপ দর পড়িয়া যাইতেছে। একথা এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গত সপ্তাহের সোণা-রূপার দর অতখানি দ্রুত বৃদ্ধির মূলে ছিল ভবিষ্যতে লাভে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ক্রয়ের বাহুল্য, অত্যাধিক কটকাবাজি। আসাম-রত্ন-সীমান্তের যুদ্ধ সংবাদ এখনও বিশেষ ভাল না হইলেও এই কারণেই সোণা-রূপার দর পড়িয়া যাইতেছে। টাকা লম্বী রাখিবার জন্ত বিশেষ ধরিত হয় নাই। বাহা হউক, সোণা-রূপার দর পড়িবার অনেকটা কারণ দেখা যায়, (১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সোণা বিক্রয়, (২) রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের অর্থ সচিবের কটকাবাজদের প্রতি সাবধান-বাণী, (৩) ভারতের প্রধান সেনাপতি অকিনলেক সাহেবের রত্ন-আসাম সীমান্তের যুদ্ধ সম্পর্কে আশ্বাসবাণী, (৪) ইরানের নিকট হইতে ভারত সরকারের ৫ শত টন রৌপ্য ক্রয়ের সংবাদ এবং (৫) ভারতের জেরিমি রেইগম্যানের বাজেট পেশ প্রসঙ্গের বক্তৃতায় 'মুদ্রাকর' (অর্থাৎ মুদ্রের সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারী পাইবার সময় দেয় একটা কর) ভাগনের সম্ভাবনার কথা। বোধ হয় সোনা লুকাইয়া এই কর অনেকটা ফাঁকি দেবার ইচ্ছার কেহ কেহ সোনা ধরিত করিয়াছিল; (৬) সরকার রূপাও বিক্রয় করিতে পারে এইরূপ একটা গুজব।

গত সপ্তাহের ৮০৫০/-তরি দরের তুলনার রেডি সোনা বিক্রয় হয় ৭১৫০/-

## আনন্দ সংবাদ

বিশেষ আনন্দের সহিত আমরা জানাইতেছি কলিকাতার ৭, লাভলক' স্ট্রের  
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই সি এস (অবসরপ্রাপ্ত)  
আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডে যোগ দিয়াছেন এবং  
আমাদের বোর্ড অব ডিরেক্টরসের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

## বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস :

৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—ডি. ডি. রায়

এসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর-ইন-চার্জ—এম. কে. আচার্য্য চৌধুরী

সেক্রেটারী—এম. এন. সেনগুপ্ত, বি এস-সি, বি এ, এ সি আই আই।

## বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

“মডোভোন”

অব্যর্থ কলপ্রদ মহৌষধ

৮ আউল—২১০, ১৬—আউল ৩৫০

ম্যালেরিয়া, পালান্ধর, প্রীহার

“বেপ্টোন”

কার্যকরী ম্যালেরিয়া দ্বন্দ্বকার

৪ আউল—২১০, ৮ আউল—৩৫০

শক্তিবর্ধক : রক্তপরিষ্কারক

“নিওক্লাড”

আদর্শ টনিক

৮ আউল—২১০, ১৬ আউল—৩৫০

প্রত্যেক জিলায় ষ্ট্রিক্ট আবশ্যিক

পরিবেশক—এম্ ড্যাভী এণ্ড কোং

৪৪ সি, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।



## রূপা

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল

গত সপ্তাহে সোনা ও রূপার দর এক সঙ্গে চড়িয়াছিল, এ-সপ্তাহে একসঙ্গে পড়িয়াছে। গত সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরির দর ছিল ১৪০৪০, এখন এই দর পড়িয়া হইয়াছে ১৩০৪০ মাত্র। রূপার দর অনেকখানি পড়িয়া পুনরায় একটু টাল সামলাইয়াছে। শেষ বাজার দর বাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা গত সপ্তাহের নিম্নতম দরের অপেক্ষা সামান্য বেশী।

( ভারতে বীমা ব্যবসায়ের সমস্যা—১১৫০ পৃষ্ঠার পর )

কোম্পানীসমূহের দুঃখহর্দিশার বেশী কিছু লাঘব হইবে না। উহাদের সুবিধা দেখিতে হইলে সর্বোচ্চ হার কমাইয়া অন্ততঃপক্ষে ১৯৪০-৪১ সালের সমান করিতে হইবে।

বীমা আইনের ২৭নং ধারা সংশোধন সম্পর্কে ও বীমা কোম্পানীর দেয় ট্যাক্সের হার হ্রাস করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। এ সম্পর্কে মিঃ নায়ক বাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা সর্বথা সমর্থন করি। তাঁহার মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির অভিমত গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বীমা কোম্পানীর আয় হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাতে মিঃ নায়ক এদেশে বীমার প্রিমিয়ামের হার সম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার অভিভাষণে এই বিষয়টির উপর বেশ একটু জোর দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, বীমা ভহবিলের উপর শতকরা ৪ ভাগ সুদ বরাদ্দ

করিয়া অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই তদনুসারে পলিসি-গ্রাহকদের দেয় চাঁদার হার নির্ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে শতকরা ৩ টাকার বেশী আয় হইতেছে না। এই অবস্থায় ভবিষ্যৎ সঙ্কট কাটাইতে হইলে যে প্রিমিয়ামের হার সম্পর্কে একটা পুনর্বিবেচনা দরকার তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করা হইলে নূতন কাজ বাড়াইবার পক্ষে তাহা সুবিধাজনক বা সহায়ক না হইতে পারে, কিন্তু বীমা ব্যবসায়ের আর্থিক ভিত্তি ও স্থায়ী কল্যাণের দিক হইতে তাহা দরকার বলা যাইতে পারে।

এদেশের লোকদের ভিতর জীবন বীমার প্রচলন এখনও তেমন বাড়ে নাই। এই সময়ে বীমার প্রিমিয়াম বাড়াইতে গেলে তাহা যেমন বীমাকারীদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইবে, প্রথম প্রথম উহাতে পলিসি গ্রহণ সম্পর্কেও তেমনই লোকের আগ্রহ কম হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্তমানে বীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি সম্পর্কে মিঃ নায়কের যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। আয় হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধির ফলে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহকে ক্রমেই যে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহাতে দরকারমত প্রিমিয়ামের হার বাড়ানো তাহাদের পক্ষে অমুচিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

## বাজলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড রূপ সরবরাহের পরিমাণ

বাজলা সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট ৬ কোটি ১০ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড রূপ পাইয়াছেন। এতাবৎ

৪ কোটি ৪০ লক্ষ গজ কাগজ কলিকাতা ও মক্কাধর্মে বণ্টন করা হইয়াছে। গত ২ মাসে বিভিন্ন ধরনের ১৫ কোটি গজ কাগজ ভারতের নানা স্থান হইতে রেলওয়ে ও জলপথে বাঙ্গলার আমদানী হইয়াছে।

## মোব নিউজ এজেন্সী লিমিটেড

গত বৃহস্পতিবার, ৬ই এপ্রিল, অপরাজে মোব এজেন্সী (হলটন) লিমিটেড নামক নিউজ এজেন্সীর প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার উক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৬নং হেয়ার ষ্ট্রীট কার্যালয়ে বহু বিশিষ্ট সাংবাদিককে এক শ্রীতি-সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, বহুমতী, যুগান্তর, এসোসিয়েটেড প্রেস এবং ইউনাইটেড প্রেস, রয়টার প্রভৃতি সংবাদপত্র ও নিউজ এজেন্সী হইতে সাংবাদিকগণ এই সম্মেলনে যোগ দেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার ও মিঃ হলটনের দ্বারা বিলাত হইতে প্রেরিত সাংবাদিক মিঃ ওয়াটসন এই নূতন এজেন্সী খোলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তাঁহারা বলেন, সত্য সংবাদ নির্ভীকভাবে প্রচারই এই এজেন্সীর উদ্দেশ্য।

## বাজলার সেচকার্য

গত ৭ই এপ্রিল তারিখের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, নালা ও পুকুরিণীসমূহ সংস্কার সাধন ও সেচ কার্যের জন্য বাজলা সরকার এক কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রস্তাবিত কাজগুলি অবিলম্বে আরম্ভ করা হইবে। এই অর্থ হইতে দশ লক্ষ টাকা বাজলা দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গের সেচকার্যের পুকুরিণীগুলির সংস্কারের জন্য পুথকভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলি ছাড়া অল্প ২৬টি জেলার কালেক্টরদিগকে তাহাদের নিজ নিজ জেলায় ছোটখাট সেচ ও নালা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার জন্য এক লক্ষ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। এই সকল কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করিয়া বর্ষা শুরু হইবার পূর্বেই শেষ করিতে হইবে। ইহার পর অবশিষ্ট ৬৪ লক্ষ টাকা বৃহত্তর সেচ পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করিবার জন্য সেচবিভাগ ব্যয় করিবেন।

সুন্দর ডিজাইনের  
ইংরাজি ও বাংলা  
সর্বপ্রকার ছাপার কাজ  
শুলভে ও নির্দিষ্ট সময়ে  
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া

**আর্থিক জগৎ প্রেসে**

অনুসন্ধান করুন।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ৬৩৮২

**প্রিপলস ক্রেডিট**  
(ব্যাঙ্ক লিমিটেড)

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ

ক্যামিং ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে

ফোন কলি: ৩৪৬

শাখা:—

শ্রামবাজার, রঘুনাথপুর (মানভূম)

স্থায়ী আমানতের সুদের হার

৩% হইতে ৫% টাকা

শ্রামবাজারের সন্নিহিতে ১৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। শীঘ্রই ছোট ছোট প্লটে বিক্রয় করা হইবে।

এস চৌধুরী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

## বিভিন্ন বিভাগ

- পাট \*
- দাবা \*
- করলা \*
- চাঁচা \*
- ভাঙ্গা \*
- হোপারী \*
- ইলেক্ট্রিক্যাল \*
- কনস্ট্রাকশন \*
- টোরগার (Toa Chest) \*

ডি.জি.এস.এম.পারিয়ম লি.

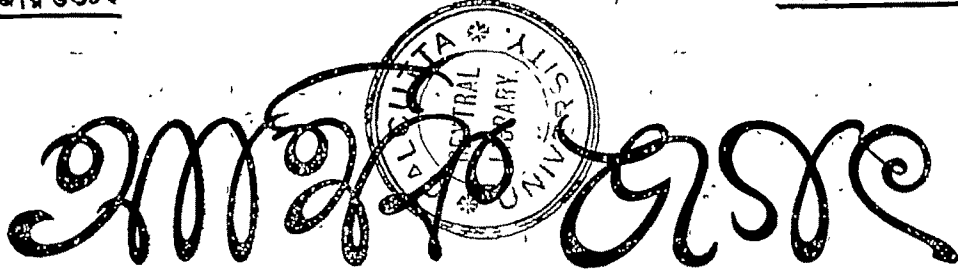
৩৭ এ টি ১২২নং এডিনিং, কলিকাতা

## বিভিন্ন বিভাগ

- চা \*
- চিনি \*
- বিকুই \*
- রেডিও \*
- টেলিফোন \*
- ভিটা হুড \*
- রিলায়েন্স বাটার \*
- চা-বাগানের প্রয়োজনীয় \*
- অন্যান্য \*

ডি.জি.এস.এম.পারিয়ম লি.

৩৭ এ টি ১২২নং এডিনিং, কলিকাতা



ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক-শ্রীমতীসুনাথ ভট্টাচার্য

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল, সোমবার, ১৯৪৪

৪৮শ সংখ্যা

## = বিষয় সূচী =

| বিষয়                           | পৃষ্ঠা  | বিষয়                   | পৃষ্ঠা  |
|---------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                 | ১১৭০-৭৫ | আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর | ১১৮০-৮৮ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                | ১১৭৬    | পুস্তক-পরিচয়           | ১১৮৮    |
| ভারত সরকারের শিল্প-সংরক্ষণ-নীতি | ১১৭৭    | কোম্পানী প্রসঙ্গ        | ১১৮৯    |
| যুদ্ধকালীন ভারতের কুটির-শিল্প   | ১১৭৮-৭৯ | বাজারের হালচাল          | ১১৯০-৯৮ |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

## পরলোকে প্রফুল্লকুমার সরকার

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় গত ১৩ই এপ্রিল ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। জীবন-মধ্যাহ্নে সাংবাদিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যুত্বকাল পর্যন্ত তিনি আন্তরিকতার সহিত এদিক দিয়া দেশ ও দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে কিছুকাল অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদে বৃত্ত থাকিয়া তিনি ১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশে উত্তোগী হন। তিনি ছিলেন ঐ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ পত্রের সম্পাদক হন। প্রফুল্লবাবু আনন্দবাজার লিমিটেডের ডিরেক্টর হিসাবে ও সম্পাদকীয় বিভাগের অগ্রতম হিসাবে একনিষ্ঠতার সহিত এই পত্রের সেবা করিতে থাকেন। পরে ১৯৪১ সালে সত্যেন্দ্রনাথের পদত্যাগের পর তিনি আবার সাক্ষাৎভাবে এই পত্রের সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। যে সব ব্যক্তির ঐকান্তিক সেবা ও কর্মপ্রচেষ্টার গুণে আনন্দবাজার পত্রিকা আজ দেশে প্রতিষ্ঠা ও সমাদর লাভ করিয়াছে প্রফুল্লবাবু তাঁহাদের অগ্রতম। আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে উহার উন্নতিই তাঁহার জীবনের বড় সাধনার বিষয় ছিল। সাংবাদিক বৃত্তির দিক দিয়া তাঁহার উন্নত আদর্শ ও ব্যক্তিগত দেশে তাঁহাকে খ্যাতি ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে তিনি ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সম্মেলন সভাপতি হইয়াছিলেন। কেবল সংবাদপত্র সেবাই নহে, প্রফুল্লকুমার একজন গ্রন্থকার হিসাবেও দেশে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত কতিপয় উপন্যাস ও জীবনীগ্রন্থ সুধী-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল। হিন্দু সমাজের নানারূপ সমস্যা নিয়া তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। তাঁহার 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' পুস্তকে এই সম্প্রদায়ের নানা জটিল সমস্যার কথা তিনি সূচিস্তিভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তকটি সাহিত্য-সমাজে তাঁহার নাম অমরীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার যুত্ব সাহিত্য ও সংবাদপত্র-সেবার দিক হইতে একটা অপরূপীয় ক্ষতি বলিয়াই আমরা মনে করি। প্রফুল্লকুমারের মত একজন অমায়িক হিতৈষী বন্ধুকে হারাইয়া আমরা ব্যক্তিগতভাবে যে বেদনা অনুভব করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। তাঁহার শোক-

সম্প্রাপ্ত পরিবারকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

## ঔষধ-শিল্পের কথা

কলিকাতায় নিখিল ভারত ঔষধ-শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত গগনবিহারী লাল মেটা তাঁহার অভিভাষণে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এদেশে ব্যবহৃত আধুনিক ঔষধ-পত্রের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বে শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ এদেশে উৎপন্ন হইত। এক্ষণে ঔষধ-শিল্পের এতদূর উন্নতিসাধিত হইয়াছে যে, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের শতকরা ৬০ ভাগই এদেশে উৎপন্ন হইতেছে। কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিই নহে, বর্তমানে ভারতবর্ষ কিছু পরিমাণ ঔষধ বাহিরেও রপ্তানী করিতেছে। যুদ্ধের সময় ভারতীয় ঔষধ-শিল্পের এই উন্নতি খুব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করিলেও মিঃ মেটা উহার স্থায়ী উৎকর্ষ বিধানের জন্য কয়েকটি বিষয়ে এই শিল্পের উত্তোক্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, এদেশের ঔষধ-নির্মাণকারী বর্তমানে কেবল কতিপয় ধরনের ঔষধ প্রস্তুতের উপরই জোর দিতেছেন। এ্যালকলয়েডস্,

কুইনাইন, ক্যাফেন, বেলডোনা ও এট্রোপিন তৈয়ারের এদেশে যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে আজও কোন সুব্যবস্থা হইতেছে না। ঔষধ-শিল্পের স্থায়ী উন্নতির কথা চিন্তা করিতে হইলে কয়েকটি দিকে অতিরিক্ত জোর না দিয়া সকল শ্রেণীর ঔষধই উপযুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত করার চেষ্টা দরকার। এই-ভাবে শিল্প-সংগঠনের কাজ চলিলে যুদ্ধোত্তর-কালে মন্দার হাত হইতে উহাকে রক্ষা করা সহজসাধ্য হইতে পারে। ঔষধ-শিল্পের স্থায়ী উন্নতির জন্ত এদেশে তৎসম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করাও তিনি একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। এদেশের ঔষধ-নির্মাতারা এই দিকটা সম্পর্কে এখনও বিশেষ অবহিত হইতেছেন না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা ঔষধ-শিল্পের ভিত্তি দৃঢ় করিতে না পারিলে যুদ্ধের পরে ছুনিয়ার অগ্রাগ্র দেশের প্রতিযোগিতার সমক্ষে এই শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। ত্রীধুস্ত্র মেটার এই মন্তব্য আমরা খুব সময়োচিত ও সূচিস্থিত বলিয়াই মনে করি। তাঁহার সুনির্দেশ অনুযায়ী ঔষধ-শিল্পকে ভালভাবে সংগঠন করা এই শিল্পের প্রত্যেক উদ্যোগীর পক্ষেই একান্ত কর্তব্য।

### খাদ্য-সমস্যা ও সরকারী নীতি

বাঙ্গলার গবর্নর গত সপ্তাহে এক বেতার-বক্তৃতা দিয়া এপ্রদেশের জনসাধারণকে তাহাদের খাদ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আশার বাণী শুনাইবার পর এক সপ্তাহ গত না হইতেই কলিকাতার ‘ক্যাপিটেল’ পত্র নুতন করিয়া এক অশুভ সম্ভাবনার কথা প্রচার করিয়াছেন। ঐ পত্রের নুতন দিল্লীস্থ সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ—ভারতের খাদ্য-সমস্যা, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার সমস্যা নিয়া নুতন দিল্লীর সরকারী মহলে পুনরায় উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে এবার বেশী চাউল উৎপন্ন হওয়ায় আশা করা যাইতেছিল ঐ প্রদেশ অগ্রাগ্র প্রদেশের ঘাটতি অঞ্চলে (বিশেষ করিয়া মালাবার অঞ্চলে) চাউল প্রেরণ করিয়া তাহার পূর্ব্বেকার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে সরকারীভাবে ক্রীত চাউলের পরিমাণ মোটেই আশাশ্রুত হয় নাই। বরং বাঙ্গলা সরকার ঐ প্রদেশের ঘাটতি অঞ্চলে চাউল সরবরাহের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার-প্রেরিত ও কলিকাতার জন্ত সংরক্ষিত চাউল বর্তমানে ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। আসাম প্রদেশের যুদ্ধের অবস্থা এদিক দিয়া আরও অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ

প্রদেশ বাহিরের প্রয়োজনে ভবিষ্যতে কোন চাউল প্রেরণ করিতে পারিবে না বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। অসাময়িক বৃষ্টিপাতের দরুন যুক্তপ্রদেশে রবিশস্তের যথেষ্ট ক্ষতি ঘটিয়াছে। বিদেশ হইতে ভারতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর গতিও মোটেই সন্তোষজনক নহে। ক্যানাডা এদেশে ১০ হাজার টন গম পাঠাইবে বলিয়া কথা দিয়াছিল। তাহার মধ্যে মাত্র শতকরা দশ ভাগ এ পর্য্যন্ত এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে খাদ্য-শস্ত্র আমদানী করিতে গিয়া গবর্নমেন্ট সিংহলের দাবীদাওয়াই সর্ব্বাঙ্গে মিটানোর ব্যবস্থা করিতেছেন।

‘ক্যাপিটেল’ পত্রের উপরোক্ত খবরের মারফতে খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কোন কোন দিক দিয়া বাস্তবিকই আশঙ্কাজনক বলা চলে। কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার জন্ত এবৎসর পুরামাত্রায় খাদ্যশস্ত্র প্রেরণ করিবেন এবং বাঙ্গলা সরকার এ প্রদেশের উৎপন্ন চাউল দিয়া মফঃস্বল অঞ্চলের অভাব পরিপূরণের ব্যবস্থা করিবেন ইহাই আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম। সে হিসাবে বাঙ্গলার উৎপন্ন চাউল হইতে অগ্রাগ্র প্রদেশের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা এখনও কিছু হইতেছে না বলিয়া নুতন দিল্লীর সরকারী মহলে হতাশার ভাব সঞ্চারিত হওয়ার অর্থ কি? তবে কি বাঙ্গলা সরকারের ক্রীত চাউল কতক পরিমাণে অগ্রাগ্র প্রদেশে চালান দেওয়া সম্পর্কে একটা মতলব ভারত সরকারের ছিল বলিয়াই আমাদের মনে ধরিতে হইবে? বাঙ্গলা দেশের দুঃস্থ লোকদের জন্ত বাহির হইতে খাদ্য প্রেরণ করিয়া যাঁহারা নিজেদের কর্তব্য পালন করিতেছেন বলিয়া বড়াই করেন অল্প-দিন গত না হইতেই বাঙ্গলার নিকট হইতে সে ঋণ আদায় করার কথা তাঁহারা বা চিন্তা করিতেছেন কি করিয়া? তার পর যে বাঙ্গলা সরকার এ প্রদেশে এবার প্রচুর চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আশ্বাসবাণী প্রচার করিতেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত ও বিশেষভাবে কলিকাতার জন্ত সংরক্ষিত চাউল দিয়া বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষেও খুব কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। ইহাতে কলিকাতার জন্ত চাউলের যোগান কম পড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত রেশন-ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে। মোট কথা ‘ক্যাপিটেল’ পত্রের উপরোক্ত খবরে খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে সরকারী কার্যনীতি ও সঙ্কল্প আমাদের নিকট অনেক পরিমাণে হেঁয়ালিপূর্ণ বলিয়াই মনে হইতেছে। সত্ত্বর একটি বিস্তৃতি প্রকাশ করিয়া এ সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করা বাঙ্গলা সরকারের কর্তব্য।

### ইম্পিরিয়াল কেমিকেল কোম্পানী

বৃটিশ-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নানা ব্যাপারে একাধিপত্যের সুযোগ দিতে গিয়া পূর্ব্বে এদেশের শিল্প ও ব্যবসায়গত স্বার্থ যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমাদের আশা ছিল সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত হইতে ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে রেহাই পাইবে। কিন্তু ভারতের স্বার্থ পদদলিত করিয়া সকল দিক দিয়া বৃটিশ-বাণিজ্য স্বার্থ প্রসারের যে নুতন উদ্ভম দেখা যাইতেছে তাহাতে আমরা বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছি। ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন নামক বৃটিশ কার্মকে সকল বিষয়ে বেশী রকম সুবিধা দেওয়ায় এই যুদ্ধের সময়ে মধ্যপ্রাচ্যর দেশ-সমূহে ভারতীয় রপ্তানীকারকদের বহুদিনের ব্যবসা আজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। বাহির হইতে রসায়ন-দ্রব্য আমদানী ও এদেশে রসায়ন-শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল কেমিকেল কোম্পানীর মত বিলাতী প্রতিষ্ঠান যে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে তাহাতে এদিক দিয়াও দেশের স্বার্থ আজ বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়াছে। লোকের ব্যবহারের জন্ত ও নানা শিল্পের প্রয়োজনে এদেশে প্রতি বৎসর বিস্তর পরিমাণ রসায়ন-দ্রব্য আমদানী করিতে হয়। যুদ্ধের দরুন এইসব দ্রব্যের আমদানী বর্তমানে ক্রম হইতেছে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীদিগকে আমদানীর লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে ও দেশে রসায়ন-দ্রব্যের সুবটন সম্পর্কে গবর্নমেন্টের পক্ষে একটা সুপরিকল্পিত কার্যনীতি অনুসরণ করা আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থের কথা না ভাবিয়া ও দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহের অভাব ও অসুবিধার কথা চিন্তা না করিয়া তাঁহারা এ সম্পর্কে প্রায় সমস্ত দায়িত্বই ইম্পিরিয়াল কেমিকেল কোম্পানীর উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাহির হইতে রসায়ন-দ্রব্য আমদানীর ব্যাপারে এই কোম্পানী একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করিতেছে। আমদানীকৃত দ্রব্য-সামগ্রী বটনের ব্যাপারেও তাহারা ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী নিজেদের কর্তৃত্ব খাটাইবার সুবিধা পাইতেছে। ইহাতে সকল দিক দিয়াই দেশে যথেষ্ট অসুবিধা ও হতাশার কারণ সৃষ্টি হইতেছে। প্রথমতঃ ইম্পিরিয়াল কেমিকেল কোম্পানী রসায়ন-দ্রব্য আমদানী ব্যাপারে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করিবার ফলে অনেক দেশীয় আমদানীকারকের কাজ-কারবার আজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। গত ১৯৪৩ সালে বাহির হইতে মোট ৩৪ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট আমদানী হয়, আর উহার সমস্তই আসে ইম্পিরিয়াল কেমিকেল কোম্পানীর নামে। গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিয়াও দেশের অগ্রাগ্র আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান এই জিনিসটি আমদানী করিবার অধিকার পায় নাই। রাসায়নিক উপাদান হিসাবে সোডা বা সাজি মাটির চাহিদা বর্তমানে খুব বেশী।

ইম্পিরিয়াল কেমিকেল কোম্পানীকে মাসিক ২৫০ টন পরিমাণে বাহির হইতে এই জিনিষটি আমদানী করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অগ্ণাত আমদানীকারক এই জিনিষ আনাইবার সুবিধা বিশেষ কিছু পাইতেছে না। কাজেই সকল দিক দিয়া ইম্পিরিয়াল কেমিকেল কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের জ্ঞাত দেশীয় আমদানীকারকদিগকে আজ ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে হটিয়া যাইতে হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশ হইতে আমদানীকৃত রসায়ন-দ্রব্য বণ্টন করিবার ভার মুখ্যতঃ ইম্পিরিয়াল কেমিকেল কোম্পানীর উপর গুস্ত থাকায় তাহাতে দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রসায়ন-দ্রব্য পাওয়া আজ নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একে ত রসায়ন-দ্রব্য বর্তমানে আমদানী হয় কম। তাহার উপর উক্ত কোম্পানী আবার সে সমস্ত বণ্টনের ব্যাপারে দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যেসব শিল্প গড়িয়া উঠিলে ভবিষ্যতে এদেশে ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে পারে, জরুরী সামরিক প্রয়োজন ছাড়া উক্ত কোম্পানী সে সব শিল্পকে মোটেই কোন সাহায্য করিতে চান না। যুদ্ধের সময়ে এদেশে রসায়ন-শিল্প প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা শুরু হইয়াছে ইম্পিরিয়াল কেমিকেল কোম্পানীর অল্পদূর কার্য্যনীতির ফলে তাহাও বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জ্ঞাত টাটা কোম্পানীর একটি বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইম্পিরিয়াল কেমিকেল কোম্পানীর কার-সাজির ফলে উপাদান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাহাদের অনেক কিছু পরিকল্পনাই মাটি হইতে বসিয়াছে। এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর বিজাতীয় প্রতিষ্ঠানের এই শ্রেণীর প্রভাব ও প্রভুত্ব কবে বন্ধ হইবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

#### মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সরকারী গলদ

এই ছন্দুলের বাজারে কম দামের জিনিষ বেশী দরে বিক্রয় করিয়া যাহারা অপরিমিত লাভ করিতেছে তাহাদের সে সমাজ-বিরোধী কার্য্যধারা খুবই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্টের শৈথিল্য ও উদাসীনতার জ্ঞাতই যে এই ধরনের মুনাফাবৃত্তি বেশী করিয়া প্রশ্রয় পাইতেছে ব্যবসায়ীদের দোষক্রটি আলোচনা করিতে গিয়া এক শ্রেণীর লোক তাহা বে-মালুম ভুলিয়া যাইতেছেন, ইহা হুঃখের বিষয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে মুনাফাবৃত্তিই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুঞ্জিবাদী ব্যবস্থাকে কায়ম রাখিতে গিয়া সরকারীভাবেও তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে; তবু জনসাধারণের অভিভাবক হিসাবে তাহাদের স্বার্থ বুঝিয়া গবর্ণমেন্ট এই মুনাফাবৃত্তিকে অনেকটা দমিত রাখিতে পারেন। এই যুদ্ধের সময়ে নানাশ্রেণীর কার্য্যধারা অবলম্বন করিয়া অনেক দেশে তাহা কার্য্যতঃ সাধিতও হইয়াছে। কিন্তু এদেশের গবর্ণমেন্টের সেরূপ দায়িত্বজ্ঞানের বলাই নাই। এদেশের

গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের প্রয়োজনমত নিজেরা জিনিষপত্র সরবরাহের কোন ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না, ব্যবসায়ীদের বিক্রয় জিনিষের মূল্য কার্য্যকরীভাবে নির্ধারিত রাখা সম্বন্ধেও তাঁহাদের বিশেষ কোন আগ্রহ নাই। ফলে তাঁহাদের গাফিলতির জ্ঞাত যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থায় মুনাফা-শিকারীদের জুলুম আজ দেশে নিতান্ত অসহনীয় হইয়াই দেখা দিয়াছে।

মুনাফাবৃত্তি দমনে গবর্ণমেন্টের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দায়িত্বহীনতার কথা যে এক শ্রেণীর লোকেরা এখনও যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না সম্প্রতি 'বিহার হেরাল্ড' (Bihar Herald) নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের একটি মন্তব্যে তাহা ভাল করিয়াই ধরা পড়িয়াছে। সোনার বাজারে ব্যবসায়ীদের কারসাজির কথা উল্লেখ করিয়া ঐ পত্র গত ১১ই এপ্রিলের সংখ্যায় লিখিতেছেন,—“রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বর্ণ বিক্রয়-নীতির বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের সাজানো অন্দোলনের (engineered agitation) আসল তথ্য বর্তমানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্ক প্রতি তোলা ৭১ টাকা দরে যে সোনা বিক্রয় করিতেছেন ষুঁকিদারী ব্যবসায়ীরা তাহা সমস্তই কিনিয়া লইয়া ৮৩ টাকা ও তদূর্দ্ধ মূল্যে সাধারণের নিকট উহা বিক্রয় করিতেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪২ টাকা দরে ঐ সোনা বিক্রয় করে না, আর তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া শতকরা ১০০ ভাগ মুনাফা করিতে পারে না—ইহাই হইতেছে ব্যবসায়ীদের প্রকৃত ক্ষোভের কারণ।”

সোনার বাজার সম্পর্কে 'বিহার হেরাল্ড'র এই মন্তব্য আমরা সম্পূর্ণ একদেশদর্শী বলিয়াই মনে করি। সোনার দর চড়াইয়া দিয়া এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী যে অতিরিক্ত মুনাফা করিয়া লইতেছে তাহা সত্য। কিন্তু এসম্পর্কে গবর্ণমেন্টের ত্রুটিবিচ্যুতিও কোনমতেই উপেক্ষণীয় নহে। যুদ্ধের সময়ে সোনার মূল্য বাড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক বলিয়া বর্তমানে অনেক দেশের গবর্ণমেন্টই উহার সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের গবর্ণমেন্ট উহার দর সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখান নাই। ফলে ভারতে উহার মূল্য রীতিমতই চড়া থাকিয়া যাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোনা বিক্রয় করিবেন শুনিয়া অক্ষিপাকৃত কম দরেই সাধারণকে তাহা কিনিবার সুযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সোনার দর সেভাবে নামাইয়া দেওয়ার কোন চেষ্টা করিতেছেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্রিটিশ ও মার্কিন গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সোনা গ্রহণ করিতেছেন, আর বাজারে সোনার দর যখন যাহা দাঁড়াইতেছে কার্য্যতঃ সেই দরেই তাঁহারা তাহা বিক্রয় করিয়া চলিয়াছেন। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বিদেশী গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া সোনা নিয়া মুনাফাবৃত্তি ভারত গবর্ণমেন্টও কিছু কিছু করিতেছেন বলা চলে। অথচ 'বিহার হেরাল্ড' পত্র তাহার উল্লেখমাত্রও করেন নাই। মুনাফাবৃত্তি যদি বন্ধ করিতে হয় তবে সরকারী

মুনাফাবৃত্তিও একেবারে বন্ধ হওয়া উচিত ব্যবসায়ীদের লাভের ব্যবসা দমিত রাখিবার জ্ঞাত উক্ত পত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রতি খন্ডিত্বের নিকট মাত্র এক তোলা করিয়া স্বর্ণ বিক্রয়ের পরামর্শ দিয়াছেন, ইহা খুবই ভাল কথা। কিন্তু এক তোলা করিয়া মোট কত সোনা বাজারে বিক্রয় করা হইবে তাহারও একটা কথা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে দেশে সোনার চাহিদা যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে এক এক তোলা করিয়া স্বর্ণ পরিমাণ সোনা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইলেই দেশে সোনার মূল্য বৃদ্ধি ও মুনাফাবৃত্তি বন্ধ হইবে না। সেজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে কম দরে বেশী পরিমাণ স্বর্ণ বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা গবর্ণমেন্টকে করিতে হইবে। লোকে যদি নির্ধারিত দরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে চাহিদামত সোনা পায় তবে ঐ বস্তুটি নিয়া মুনাফাবৃত্তির সুযোগ দেশে স্থায়ীভাবে বন্ধ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে কোন চেষ্টা করিতেছেন না, আর 'বিহার হেরাল্ড'র মত সাময়িক পত্রিকা ব্যবসায়ীদের দোষক্রটি নিয়া আলোচনা করিলেও গবর্ণমেন্টকে সেজন্য চাপ দিতে সাহসী হইতেছেন না, ইহা হুঃখের বিষয়।

#### ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং

##### ডিরেক্টর নিয়োগ

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্থার উইলিয়ম লেমও শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের পর কে তাঁহার আসনে বসিবেন তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক একটি শক্তিশালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান, ইহার পরিচালক নিয়োগ সর্বসাধারণের স্বার্থের অল্পকূল হওয়াই উচিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গবর্ণমেন্টের সমস্ত ব্যাঙ্কিং কার্য্য চালাইয়া আসিয়াছিল এবং এখনও যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই সেখানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকে। ভারতের শিল্প-জীবনে যদিও এই বিরাট ব্যাঙ্কের দান নগণ্য তবু ভারতের জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট এই প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের কাছে এদেশের শিল্প অনেক সাহায্য আশা করিয়া থাকে। বর্তমান অবস্থায় স্থার লেমওর স্থানে একজন ভারতীয়কে গ্রহণ করাই বিধেয়। উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরীগুলিতে ভারতীয় নিয়োগের কথা বহুবার প্রচার করা হইয়াছে, কিন্তু এসম্বন্ধে এখনও বিশেষ কাজ হয় নাই। এদেশে যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি থাকিতেও এখানকার একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে কোন ইউরোপীয় কর্ণধার নিয়োগ করা নিতান্তই অসুচিৎ। সেরূপ করা হইলে তাহাতে এদেশবাসীর স্বার্থও নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে সন্দেহ নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর পদে একজন ভারতীয় নিয়োগ করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট এবার কতকটা স্মৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে একজন ভারতীয় বসাইয়া কর্তৃপক্ষ সেদিক দিয়াও জনমতের দাবীর মর্যাদা রাখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আসাম-ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সংবাদ এখনও আশঙ্কাজনক মনে হইতেছে। এতদিন ইক্ষল প্রান্তরকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরে মণিপুর সড়ক হইতে দক্ষিণে টিডিম সড়ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা রেখার পূর্বদিকে অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রের মধ্যে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। এখন ইক্ষলের উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে জাপানী সৈন্যেরা দেখা দিয়াছে। এই কারণে অনুমান হয়, জাপানীরা ইক্ষলের সাত শত বর্গ মাইল ব্যাপী প্রান্তরটা ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। মণিপুর সড়ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ইক্ষল হইতে বাহির হইবার একমাত্র অবশিষ্ট পথ হইতেছে বিষেণপুর সড়ক। ১০ই এপ্রিল তারিখে একদল জাপানী সৈন্য তাহার মাত্র ছয় মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আপাততঃ তাহারা বিভাড়িত হইয়াছে। কোহিমার অভিমুখে জাপানীদের অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হইলেও ঐ সহরের বিপদ একেবারে যায় নাই।

আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের যে অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে, সেই অঞ্চল পার্বত্য ও নিবিড় অরণ্যময়। এই জঙ্গল অপর পক্ষের সৈন্যদের গতিবিধি বিমান হইতেও পর্য্যবেক্ষণ করা কঠিন। এই কারণেই ইক্ষলের উত্তর-পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে জাপানীদের আকস্মিক আবির্ভাবে মিত্রপক্ষের দুর্বলতা প্রমাণ হয় না। তাহা ছাড়া ইক্ষল পরিবেষ্টন সম্পর্কে এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মিত্রশক্তির বিমান-বল জাপানীদের অপেক্ষা বেশী। সুতরাং ইক্ষল প্রান্তর পুরাপুরি পরিবেষ্টিত হইয়া গেলেও মিত্রপক্ষের সৈন্যদের জঙ্গল বিমান-পথে সাহায্য পাঠান চলিবে।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আমরা মণিপুর যুদ্ধের ব্যাপারে হতাশার কোনো কারণ দেখি না।

আরাকাণ রণাঙ্গনের উল্লেখযোগ্য কোনো সংবাদ নাই। সেখানে ছোটখাট সংঘর্ষ হইতেছে মাত্র। উত্তর-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে মার্কিন সেনাপতি ষ্টিলওয়েলের মার্কিং-চীনাবাহিনী উত্তর-ব্রহ্মের মোগং উপত্যকার এক-তৃতীয়াংশ দখল করিয়া এখনও আগাইয়া চলিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে জাপানীরা ক্রমেই পিছু হঠিতেছে। নিউ গিনি দ্বীপের অধিকাংশ এখন মিত্রশক্তির হাতে আসিয়াছে।

এবং জাপানীরা গাঙ্গেল উপদ্বীপের দিকে দ্রুত সরিয়া পড়িতেছে। এই অঞ্চলে জাপানীদের অনেক সৈন্যবল নষ্ট হওয়ার সংবাদ আসিতেছে। এক বন্-গিন্‌ভিল-এই এক মাসের মধ্যে পাঁচ হাজারের বেশী জাপানী সৈন্যের মৃতদেহ গণনা করা হইয়াছে।

রুশ-রণাঙ্গনে জার্মান-বাহিনী ক্রমাগত পিছন হঠিতেছে। কৃষ্ণসাগরের দুইটি বড় বন্দর নিকোলিয়েভ ও ওডেসা রুশরা পুনরধিকার করিয়াছে। ক্রিমিয়ার রাজধানী সিমকারোপল এবং ফিওডোসিয়া হইতেও জার্মানরা বিভাড়িত হইয়াছে। রুশ-বাহিনী এখন সেবাস্তোপলের অভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছে। ক্রিমিয়ায় যে জার্মান-রুমানিয়ান-বাহিনী মোতায়েন্ আছে তাহাদের ধ্বংস অত্যন্ত প্রায় অনিবার্য্য বোধ হইতেছে। লালবাহিনী তাহাদের স্থলপথে পলায়নের পথ বন্ধ করিয়াছে; জলপথে পলায়নও প্রায় অসম্ভব। ওডেসা প্রভৃতি কৃষ্ণসাগর অঞ্চল এখন রুশ দখলে যাওয়ায় সোভিয়েট নৌ-বাহিনী কৃষ্ণসাগরে পূর্ণভাবে প্রস্তুত। সোভিয়েট-বাহিনী রুমানিয়ার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, বেসারাবিয়ার রাজধানী কিশিনেভের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালাইয়াছে।

রুশিয়ার স্কাল-অঞ্চলে যে নাৎসীবাহিনী আটক পড়িয়াছিল, তাহাদের সাহায্যার্থ জার্মানরা এই সপ্তাহে আক্রমণ চালায় এবং কিঞ্চিৎ সফলতাও লাভ করে; কিন্তু পরে রুশরা প্রতি-আক্রমণ করিয়া জার্মানদের দারুণ ক্ষতি করিয়া দিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

ইতালীয় রণাঙ্গনে বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য সংবাদ নাই। স্থানে স্থানে স্বল্পকালস্থায়ী তীব্র সংগ্রাম চলিলেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

বাংলার প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন গয়ায় পাকিস্তান কন্ফারেন্স সভাপতির আসন হইতে অনেক আঙ্গুণি কথা আওড়াইয়াছেন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা নাকি পাকিস্তান সম্বন্ধে মুসলমানদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন! আমরা যতদূর জানি, বড়লাট ওয়াভেল সাহেব সেদিনও পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করিয়াছেন;

ক্রিপস্ সাহেব ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে যে বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাতেও পাকিস্তানের কোনো উল্লেখ ছিল না, অন্ততঃ স্পষ্টভাবে ছিল না। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা প্রতিজ্ঞা করিল কবে? স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মস্তিষ্ক-প্রসূত কল্পনাকে সত্য বলিয়া চালান কি সম্প্রদায়-প্রেমের লক্ষণ?

ঐ কন্ফারেন্সে নাজিমুদ্দীন সাহেব প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, তাহার নাকি বিশ্বাস, সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলিতে মুসলিম মন্ত্রীদিগের কর্তব্য এমনভাবে শাসনকার্য্য চালান যেন সংখ্যালঘু অমুসলমানেরা পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরোধিতা করিবার কোনো কারণ না পায়। পাঞ্জাবে রাজা নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি হিন্দু নেতারা মুসলিম লীগ চালিত মস্তিমগুলীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগের ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়াছেন, তাহার যদি কোনো মূল্য থাকে, তবে নাজিমুদ্দীন সাহেবকে বলিতে হইবে ঐ প্রদেশে মুসলিম মস্তিমগুলী কর্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। নাজিমুদ্দীন সাহেবই কি বাংলা-শাসনের সময় নিজ নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করেন?

আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাহেব পাকিস্তানের এতবড় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তিনি ঘোষণা করিয়া ফেলিয়াছেন, “জিন্না সাহেবও যদি পাকিস্তান বর্জন করিতে চাহেন আমরা উহা বর্জন করিব না।”

রৌজের অপেক্ষা বালুর উত্তাপ বেশীই বটে!

আসামের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদলৈ এক বিবৃতিতে জাপানী-আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জঙ্গল দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সরকার আমাদের নেতৃবর্গকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া এই সন্ধিক্ষণে আমরা যেন কর্তব্যচ্যুত না হই। শ্রীযুক্ত বরদলৈ দেশপ্রেমিকের উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু দেশবাসী যুদ্ধ ও কুশাসনের ফলে এতই উদ্ভ্রান্ত যে, তাহার আহ্বান দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারিতেছি না। জাপানী-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জঙ্গল লোকের



## ভারত সরকারের শিল্প- সংরক্ষণ-নীতি

কোন অল্পসংখ্যক দেশে শিল্প প্রসারের সুযোগ দেখিতে হইলে সেজন্য যেমন কাঁচামাল ও মূলধন প্রভৃতি সম্পর্কে সুব্যবস্থা দরকার, তেমনই বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্যও একটা সুপরিকল্পিত কার্যনীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। বাহির হইতে আমদানীকৃত জব্য-সামগ্রীর উপর সমুচিত হারে রক্ষণ-শুল্ক আদায় করিয়া সে উদ্দেশ্য ভালভাবেই সাধিত হইতে পারে। অথচ ভারতের ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট দেশের কল্যাণে সেরূপ বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনে সর্বদাই একটা উপেক্ষা ও শৈথিল্যের ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন। ভারতের হাতে ইংলণ্ডজাত মালপত্রের অবাধ কাটতির সুযোগ দিতে গিয়া প্রথম দিকে শিল্প-সংরক্ষণ সম্পর্কে কোন কার্যকরী বিধান অবলম্বন করা হয় নাই। পরে বহু বিলম্বে ঐ সম্পর্কে একটা নীতিবাদ স্থিরকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিজাতীয় স্বার্থের পরিপোষকতা করিতে গিয়া তাহাও আন্তরিকতার সহিত এদেশে অনুসরণ করা হইতেছে না। এদেশের শিল্প ও সংরক্ষণ-নীতির কথা আলোচনা করিতে গিয়া সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ ও শিল্প-বিশেষজ্ঞ ডাঃ জন মাথাই সে কাহিনী আজ ভালভাবেই বিবৃত করিয়াছেন ( Tariffs and Industry, By John Mathai, Published by Oxford University Press )। ডাঃ জন মাথাই নয় বৎসরকাল ভারতীয় টেরিফ-বোর্ডের ( শিল্প-সংরক্ষণমণ্ডলী ) সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯০১ সাল হইতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ বোর্ডের সভাপতি হিসাবেও কাজ করিয়াছিলেন। কাজেই এদেশের শিল্প-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহার অভিমত সকল দিক দিয়াই খুব প্রাধিকানযোগ্য বলা চলে।

বিভিন্ন দেশে তৈয়ারী মাল রপ্তানীর দিক দিয়া ইংলণ্ড হুনিয়ায় একটা অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। ঐদেশে লোকের ব্যবহার্য ষাণ্ডসামগ্রী বিশেষ কিছু উৎপন্ন হয় না। বাহিরে শিল্পজব্য প্রেরণ করিয়া তৎ বিনিময়ে বিভিন্ন দেশ হইতে সেই প্রয়োজনীয় ষাণ্ডসামগ্রী তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয়। রপ্তানীর উপর এইরূপ একান্তভাবে নির্ভরশীল বলিয়া ইংলণ্ড প্রথম হইতেই অবাধ বাণিজ্য-নীতির উপর তাহার বেশী রকম আস্থা প্রদর্শন

করিয়া আসিয়াছে। নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়া ভারতবর্ষেও ইংলণ্ড ঐ নীতিই যথাসম্ভব বলবৎ রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। এই জন্য বিদেশী প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইতে চলিলেও প্রথম প্রথম তাহার প্রতিকারের জন্য কোন বিধানই এদেশে অবলম্বিত হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকারী আয় বাড়ানোর জন্য এদেশে আমদানী ও রপ্তানীকৃত জব্যের উপর শুল্ক প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ঐরূপ শুল্ককে রক্ষণ-শুল্কের পর্যায়ে উন্নীত করিবার কোন আশ্রয় তাহারা দেখান নাই। বরং এ সমস্ত যাহাতে পরোক্ষভাবেও শিল্প-সংরক্ষণের কাজে না লাগিতে পারে সেজন্য পরবর্তীকালে উহাদের সমান তালে এদেশে উৎপাদন-শিল্পেরও ব্যবস্থা করা হয়। এই নীতি অনুসারেই এদেশে বস্ত্র উৎপাদনের উপর কর বসিয়াছিল। যাহা হউক, পরে অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভারতের স্বাভাব্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে কথা উঠে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ১৯২১ সালে এদেশের জন্য একটি ফিসক্যাল অটোনমি কনভেনশন স্থাপন করেন। এই কনভেনশন অনুসারে ঘোষণা করা হয় যে, ভারত গবর্ণমেন্ট ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ একমত হইয়া বিদেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি প্রবর্তন, দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশী শিল্পজব্যের উপর রক্ষণ-শুল্ক নির্ধারণ এবং দেশীয় শিল্পকে সাহায্যদান প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনভাবে কর্মনীতি অবলম্বন করিতে পারিবে। এই সব বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ না করাই হইবে ভারত-সচিবের লক্ষ্য। যদি ভারত-সচিব সে দিক দিয়া কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে চান তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দায়িত্ব পরিচালনের জন্য কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের পারস্পরিক বাণিজ্য-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই তিনি তাহা করিবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় শিল্প-সংরক্ষণ ব্যাপারের নামে ভারতবর্ষকে যেটুকু অধিকার দেওয়া হইয়াছে কার্যতঃ তাহাও রক্ষিত হইতেছে না। ডাঃ জন মাথাই বলিতেছেন, “যদিও রক্ষণ-শুল্ক সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট বাহ্যিকভাবে তাহাদের নিজ দায়িত্বই ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাব উপস্থিত করেন তথাপি এই সব প্রস্তাব সম্পর্কে পূর্ববাহ্যে

বিলাতস্থ ভারত-সচিবের সহিত আলোচনা করাই তাহাদের অনুমত নীতি। যখন ব্যবস্থা পরিষদে কোন প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হন তখন ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাদের ইচ্ছামত উহা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করিতে পারেন। অপরদিকে টেরিফ বোর্ড কোন শিল্পকে রক্ষণ-শুল্কের সুবিধা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিলে কিংবা ব্যবস্থা পরিষদ এসব দিক দিয়া কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে ভারত গবর্ণমেন্ট তাহাও বাতিল করিয়া দিতে পারেন। শাসন-তান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে ভারত সরকারের কার্যধারা ভারত-সচিবের নির্দেশ ও কর্তৃত্বাধীনেই পরিচালিত হইয়া থাকে। কাজেই সে হিসাবে দেখিতে গেলে ভারতের সংরক্ষণ-নীতি এখনও ভারত-সচিবেরই নির্দেশে পরিচালিত হইতেছে এবং সেজন্য এদেশের তথাকথিত ফিসক্যাল অটোনমিরও কোন মর্যাদা রক্ষিত হইতেছে না বলা চলে।” সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-প্রচারকেরা ভারতের ফিসক্যাল অটোনমির কথা বলিয়া এদেশের আর্থিক স্বাভাব্য ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিদেশবাসীকে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করেন। স্তার নর্মান এঞ্জেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন এক সাময়িকপত্রে গত বৎসর একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এই কনভেনশনকে ভারতের আর্থিক স্বাভাব্যের চার্টার বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাকথিত ফিসক্যাল অটোনমির ভিতর অটোনমি বা স্বাভাব্যের মর্যাদা কার্যতঃ কিরূপ রক্ষিত হইতেছে ডাঃ মাথাইয়ের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপরোক্ত উক্তিতে তাহা ভাল-ভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১৯২২ সালে ইণ্ডিয়ান ফিসক্যাল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার ও ভারত গবর্ণমেন্ট উহার প্রধান সুপারিশসমূহ গ্রহণ করায় এদেশে শিল্প-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নব-যুগের সূচনা হয়। কিন্তু ইহাতে শিল্পোন্নতির ব্যাপারে যতদূর সুবিধা হইবে বলিয়া লোকে আশা করিয়াছিল গবর্ণমেন্টের অনুদান কার্যনীতির ফলে তাহা ততদূর পরিমাণে ফলবতী হয় নাই। ডাঃ জন মাথাই তাহার পুস্তকে এদিক দিয়াও গবর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাচারিতা ও গোঁড়ামি ভালভাবেই উন্মোচিত করিয়াছেন। কোন শিল্পকে রক্ষণ-শুল্কের

( ১৯২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )



# যুদ্ধকালীন ভারতের কুটির-শিল্প

(ঐআত্তোষ দাস)

ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতে কুটির এবং ক্ষুদ্র-শিল্পের যে অবনতি দেখা যাইতেছে তাহার মূলে প্রধানতঃ দুইটি কারণ-নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ কুটির-শিল্পের উন্নয়নে সরকারী ঊদ্যোগ, দ্বিতীয়তঃ যান্ত্রিক যুগে বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র-শিল্পের মরণাপন্ন হুঁদিশা। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ ভারতে কুটির-শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য যে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন তাহা অনেকটা আমলাভঙ্গের স্মারুলি লোকদেখানো ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে কুটির-শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করিবার ব্যাপক প্রচেষ্টার অভাবে ইহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—তত্পরি কুটির-শিল্পের যুগমান অবস্থা। ফলে ইহা এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের অনেকটা আর্থিক দুর্গতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপযুক্ত সংগঠনের অভাব, মূলধনের অনটন, বিদেশী এবং দেশীয় বৃহৎ শিল্পের ঘোরতর প্রতিযোগিতার দাপটে এদেশের ক্ষুদ্র-শিল্পগুলি ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে।

যাহা হউক, যুদ্ধ বাধিবার পর ভারতের কুটির-শিল্পগুলির প্রতি কতকটা সরকারী স্নেহের পড়িয়াছে। যুদ্ধের - শুরু হইতে ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলির উপর সামরিক জরুরী উৎপাদন করিবার চাপ পড়িয়াছে খুব বেশী। অধিকন্তু বিদেশ হইতে ভারতে যন্ত্রপাতি এবং কলকজা আমদানী করিয়া নতুন বৃহৎ শিল্প গঠন করাও কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর জাহাজের অভাবে বিদেশ হইতে মালপত্রও ভারতে খুব কম আমদানী হইতেছে। এই সকল কারণে কুটির-শিল্পের কদর অনেকটা বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ পশ্চিমজাত জরুরী, তাঁতের বস্ত্র, কয়লা, নকল জাল, তাঁবু প্রভৃতির পুরু কাপড়, সৈনিকদের টুপি, ডুরি, চামড়া এবং রবারের জিনিষ প্রভৃতির জন্য কুটির-শিল্প-গুলির কাজ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া বৃহৎ-শিল্পজাত জিনিষপত্রাদি সরবরাহ করিতে হইলে যানবাহনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু যুদ্ধের দরুন বেসামরিক যান-বাহন চলাচল অনেকটা হ্রাস করিতে হইয়াছে। কাজেকাজেই যানবাহনের অন্ত-

বিহার জন্য স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইতে কুটির-শিল্পের অপরিহার্য প্রয়োজন হইয়াছে।

ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার-সমূহ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কুটির-শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য কতক পরিমাণে সচেষ্ট হইয়াছেন। সামরিক জরুরীদির কর্মমাসেও আসিয়াছে বিস্তার। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে নয়াদিল্লীতে ক্ষুদ্র-শিল্প সম্মেলনের প্রথম অধি-বেশন হয়। এই সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কয়েক শ্রেণীর সামরিক জরুরীদির শতকরা ২৫ ভাগ অর্ডার কুটির-শিল্পগুলিকে দেওয়া হইবে। প্রাদেশিক সম-বায় সম্মেলন এবং শিল্পবিভাগের মারফত সামরিক পণ্যাদির কর্মমাসে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। সাহায্যে কুটির-শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের, অর্থ সাহায্যের এবং জিনিষপত্রাদি ভালভাবে উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় এবং কারিগর হিসাবে লোককে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় সেই সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব এই সম্মেলন গ্রহণ করেন।

১৯৪১-৪২ সালে ভারত সরকারের সর-বরাহ বিভাগ ক্ষুদ্র-শিল্পগুলিকে ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যের সামরিক জরুরীদি যোগান দিবার জন্য একটি অর্ডার দেন। ইহার মধ্যে নকল জাল ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, পশমের কয়লা ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, চামড়ার জিনিষ ৯৬ লক্ষ টাকা এবং সৈনিকদের টুপির অর্ডার ছিল ৪৪ লক্ষ টাকার। ১৯৪২-৪৩ সালে ১০ কোটি টাকা মূল্যের জিনিষপত্রাদির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে আরও বেশী টাকার অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪২ সালে কুটির-শিল্পগুলিতে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। ইহার তুলনায় ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলির শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যোগান দিতে বৃদ্ধি করিবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ কুটির-শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্যদান এবং অন্যান্য বিষয়েও কতকটা সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। ১৯৩৫ সাল হইতে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁত শিল্পগুলিকে বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা, পশম শিল্পকে ৫ লক্ষ টাকা এবং রেশম শিল্পকে ১ লক্ষ টাকা করিয়া

সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। প্রথমতঃ এইরূপ সাহায্য প্রদানের মেয়াদ ছিল ৫ বৎসরের, পরে এইরূপ সাহায্য প্রত্যেক বৎসর নতুন করিয়া মঞ্জুর করা হইত। কিন্তু কুটির-শিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্যের পরিমাণ অতি সামান্য।

ভারতে কুটির-শিল্পগুলির মধ্যে তাঁতে বোনা বস্ত্র-শিল্পই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতে বৎসরে প্রায় ২৫ লক্ষ তাঁতে ২ শত কোটি গজ কার্পাস বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পশমী বস্ত্র উৎ-পাদন-শিল্পে ৩ লক্ষ শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত আছে। বৎসরে গড়পড়তায় ১ কোটি পাউণ্ড ওজনের কয়লা, ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের পশমী বস্ত্র এবং ১৮ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সতরঞ্চি ভারতের কুটির-শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশম-শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহের বেশীর ভাগ যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে অবস্থিত। বেনারসে দৈনিক ১ লক্ষ টাকা মূল্যের পশম ও রেশমজাত জরুরীদি উৎপন্ন হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সামরিক বিভাগের উপযোগী তাঁবুর কাপড়ের জন্য দোস্তি, কয়লা, নকল জাল, প্যারাসুট-সিক প্রভৃতি উৎপন্ন করিবার জন্য দেশী তাঁতীদের কাজ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু নৃত্য এবং রজন-জরুরীদির অভাবে তাঁতীদের বিশেষ অন্তবিধা হইতেছে।

বয়ন-শিল্পের পরেই বর্তমান যুদ্ধকালীন বুনন-শিল্পের কাজ খুব বাড়িয়াছে। বাজলা এবং যুক্তপ্রদেশের স্থান বুনন-শিল্পে সর্বপ্রায়ে। বাজলাদেশে এবং যুক্তপ্রদেশে বৎসরে গড়-পড়তায় যথাক্রমে প্রায় ৬০ লক্ষ এবং ২০ লক্ষ টাকার গেঞ্জী, মোজা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বুনন-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা এবং কাণপুর। বর্তমানে পাঞ্জাবেও কিছু কিছু বুননের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বুনন-শিল্পের জন্য যে নৃত্যের প্রয়োজন ভারতে তাহা খুবই কম তৈয়ার হইয়া থাকে। ফলে বিদেশ হইতেই এইরূপ নৃত্য আমদানী করিতে হয় বেশী। যুদ্ধের পূর্বে জাপান হইতেই বুনন-শিল্পের জন্য বেশীর ভাগ নৃত্য ভারতে আমদানী হইত। কিন্তু বর্তমানে এই নৃত্য আসা বন্ধ হওয়ায় বুনন-শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অনেকের কাজ রুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

কাঁচ-শিল্পের কয়েকটা বড় বড় কারখানা থাকিলেও কুটির-শিল্পের মধ্যে ইহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, যুক্তপ্রদেশে ছোট ছোট কাঁচ-শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অধিক। কাঁচ-শিল্পের কারখানাগুলি প্রায়ই যুক্তপ্রদেশ (ফিরোজাবাদ), কলিকাতা এবং বোম্বাই সহর ও বেলগাঁও জিলায় (বোম্বাই প্রদেশ) প্রতিষ্ঠিত। এই সকল কারখানায় সাধারণতঃ কাঁচের গরাদ, বাতির চিমনি, বাধ, গ্লাস, বোতল, চুড়ি এবং বড় বড় কাঁচাধার নির্মিত হয়। ২৫ বৎসর পূর্বে ভারতের ক্ষুদ্র-কাঁচ-শিল্পগুলি এদেশের প্রয়োজনীয় কাঁচের অব্যাদির প্রায় এক-চতুর্থাংশ যোগান দিত। বর্তমানে এইরূপ কাঁচ-অব্যাদির যোগানের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ভারতের সাবুল্য প্রয়োজনের অর্ধেক। ১৯৪২ সালে ক্ষুদ্র কাঁচ-শিল্পগুলি প্রায় ২ কোটি টাকার কাঁচের জিনিষ সরবরাহ করিয়াছে। ইহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশ ১ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচের অব্যাদি যোগান দিয়াছে।

ভারতের কাঁচ-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র যুক্তপ্রদেশ। এই প্রদেশে ৮টা বৃহৎ কাঁচের কারখানা, কাঁচের গরাদ প্রস্তুত করিবার জন্য ১টি কারখানা, বোতল প্রস্তুতের জন্য ২টি এবং চুড়ি নির্মাণের জন্য ৪৭টি কারখানা আছে। কাঁচের কুটির-শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা হইবে প্রায় ১ হাজারেরও উপর। আগ্রা, মোরাদাবাদ, আলিগড় এবং বিজ্ঞানোর জিলায়ই কাঁচ-শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ অবস্থিত। ফিরোজাবাদেই কাঁচের চুড়ি বেশী প্রস্তুত হয়, এইজন্য তথাকার কারখানাগুলিতে প্রায় ৪০ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। বেনারসে বোতল প্রস্তুত করিবার জন্য একটা কাঁচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, ১৯৪২ সালে এই কারখানাটি হইতে ৩ হাজার ৫ শত টন ওজনের বোতল উৎপাদিত হইয়াছে। টেবিল ঢাকিবার জন্য পুরু কাঁচের পাত প্রস্তুত করিবার জন্য গাজিয়াবাদে একটা কারখানা প্রস্তুত হইতেছে। ইহার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ হইবে প্রায় ১৮ শত টন।

১৯২২ সাল হইতে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী দিয়াশলাইয়ের উপর শুল্ক বসাইবার জন্য ভারতের দিয়াশলাই-শিল্পগুলির সংরক্ষণ-নীতির সুযোগে কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রথম হইতেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত সুইডেনের দিয়াশলাই কারখানাগুলির প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কারখানাগুলি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে।

১৯২৮ সালে টেরিক বোর্ড অনুমান করেন যে, ভারতে অন্ততঃপক্ষে বৎসরে ১ কোটি ৭০ লক্ষ গ্রোস (১২ ডজন এক গ্রোস) দিয়াশলাইয়ের প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে সুইডেনের কোম্পানী পরিচালিত কারখানাগুলি বৎসরে ৬০ লক্ষ গ্রোস এবং ভারতীয়দের ২১টা দিয়াশলাইয়ের কারখানা (১৯২৮ সালে এই সংখ্যক ভারতীয়দের দিয়াশলাইয়ের কারখানা ছিল) বৎসরে ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই উৎপাদন করিত। সুইডেনের কোম্পানী-পরিচালিত দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলি সংরক্ষণ-নীতির সুবিধা পাইত। এতদ্ব্যতীত সুইডেনের কোম্পানীর কারখানাগুলির কর্মকুশলতা ভারতীয়দের কারখানার চেয়ে অনেক উচ্চতরের।

১৯১৯-২০ সাল হইতে ১৯২৫-২৪ সালের মধ্যে ভারতে ১ কোটি ২০ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রোস দিয়াশলাই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। ইহার মূল্য ছিল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে বিদেশ হইতে ভারতে দিয়াশলাইয়ের আমদানী হ্রাস পাইয়া ১০ লক্ষ ৯০ হাজার গ্রোসে দাঁড়াইয়াছে এবং মূল্য হিসাবে ইহার পরিমাণ হইতেছে ৩৬ লক্ষ টাকা। ভারতে ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৪১-৪২ সালে যথাক্রমে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ১৩ হাজার গ্রোস এবং ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৫২ হাজার গ্রোস দিয়াশলাই উৎপন্ন হইয়াছে। বিদেশ হইতে দিয়াশলাইয়ের আমদানী কমিয়া যাওয়ায় ক্ষুদ্র-শিল্পগুলির বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। প্রথমতঃ সুইডেনের কোম্পানীর কারখানাগুলির প্রতিযোগিতা এবং দ্বিতীয়তঃ কাঁচ মালের অভাব ভারতীয় ছোট কারখানাগুলির উন্নতির পথে বিশেষ অনুরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালের ১লা মার্চ দিয়াশলাইয়ের উপর যে বর্ধিত হারে উৎপাদন-কর বসান হইয়াছে তাহার জন্য ভারতীয় ছোট দিয়াশলাইয়ের কারখানাগুলির বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

হাতে প্রস্তুত কাগজ-শিল্প যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ রাজ্য, রাজপুতানা এবং বাঙ্গলায় কতকটা প্রচলন আছে। কিন্তু এই শিল্পটি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় নাই। ১৯৪০-৪১ সালে যুক্তপ্রদেশে হাতে প্রস্তুত কাগজের মূল্যের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার টাকা। হাতে যে সকল কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ হইতেছে চোষ কাগজ, লেখার কাগজ, মুড়িবার এবং ফিট্টার কাগজ। বাহির হইতে কাগজের আমদানী অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় এবং ভারতের কলসমূহের

উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৭০ ভাগ গবর্ণমেন্ট নিজের প্রয়োজনে আয়ত্ত করায় হাতে বানানো কাগজের চাহিদা অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু সুদক্ষ কারিগরের অভাবে এইরূপ কাগজের শ্রেণী বিভাগ করা এবং রং নির্ধারণ করা কতকটা কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতে প্রস্তুত কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করাও সম্ভব হইতেছে না।

চামড়ার অব্যাদি উৎপন্ন করিবার জন্য বর্তমানে বহুসংখ্যক কারিগর এই শিল্পে নিযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতে বৎসরে প্রায় ৭ কোটি জোড়া জুতা প্রস্তুত হইতেছে। সৈনিকদের জন্য বৃট জুতা উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪১ সালের ১২ লক্ষ ৫০ জোড়া হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৩ সালে ৪০ লক্ষ জোড়ায় পৌছিয়াছে। ইহা ছাড়া সৈনিকদের প্রয়োজনের জন্য ঘোড়ার জিন, বলুগা এবং অন্যান্য চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কাপপুর ছাড়াও আগ্রা, বাঙ্গলাদেশ, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

রবারের জিনিষপত্রাদি প্রস্তুত করা ব্যাপারে ভারতের কুটির-শিল্পগুলির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। বাটা সু কোম্পানী, ডানলপ রবার কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, ফায়ার ষ্টোন টায়ার এণ্ড রবার কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, ইণ্ডিয়ান রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং ত্রিবাকুরেও কয়েকটা সুবৃহৎ রবার-শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ভারতে ন্যূনাধিক ১ শত ছোট ছোট রবার-শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে। রবারের জুতা, রবারের নল, বর্ষাতি এবং অন্যান্য রবারের জিনিষ ইহারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশ এবং উত্তর-ভারতের নানাস্থানে এইরূপ ক্ষুদ্র রবার-শিল্পগুলি অবস্থিত। ১৯৩৯ সালে ভারতে প্রায় ৭ হাজার টন রবারের জিনিষ উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১৬ হাজার ৫ শত টন। যুদ্ধের জন্য রবারের চাহিদা খুব বাড়িয়াছে এবং এই সকল ক্ষুদ্র রবার-শিল্পগুলির অবস্থাও কতকটা উন্নত হইয়াছে।

ভারতে সাবান প্রস্তুতের বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দেশের সর্বত্র ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে প্রায় ১ হাজার ছোট সাবানের কারখানা হইতে ৩ কোটি টাকা মূল্যের ৭৫ হাজার টন সাবান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সকল

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### তুলার কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

৬ই এপ্রিল তারিখের বরোদার এক সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রোচ জেলার মবীপুরে একটা তুলার বীজ ছাড়াইবার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক লক্ষ টাকার তুলা নষ্ট হইয়াছে।

### তুর্কী-জার্মান বাণিজ্য-চুক্তি

আনকারার ৮ই এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, তুরস্ক-জাত আফিমের পরিবর্তে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক এ্যাটেব্রিন বিনিময় করিবার জন্য জার্মান ও তুর্কী-রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। আন্দাজ করা হয় যে, বিনিময় হইবে প্রায় ৫০ লক্ষ তুর্কী পাউণ্ড মূল্যের জন্য। তুরস্ক পূর্বে যে পরিমাণ ক্রোম দিত, এখন তাহার তিনগুণ দিতেছে বলিয়া জানা যাইতেছে।

### বেলফাষ্টে ধর্মঘটের অবসান

৮ই এপ্রিল তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, ছয় সপ্তাহকাল ধর্মঘট চালাইবার পর বেলফাষ্ট জাহাজ-নির্মাণের ইঞ্জিনিয়াররা ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার পুনরায় কার্যারম্ভ করিবে।

### শিল্পায়ুগে যুক্তপ্রদেশে শস্ত-নাশ সম্বন্ধে গবর্ণর

যুক্তপ্রদেশ সাংবাদিকদের এক বৈঠকে যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর স্যার মরিস জালেট জানান যে, মার্চ মাসের মাঝামাঝি হইতে প্রদেশের কয়েক-স্থানে প্রায়ই বৃষ্টিপাত হয়। ২রা ও ৩রা এপ্রিল সর্বত্র বৃষ্টি ও কিছু শিলাপাত হয়। অমেরু স্থানে শিলে প্রভূত কতি হইয়াছে। ক্ষেত্র হইতে আনীত ও মাড়াইয়ের জন্য রক্ষিত শস্তই বিশেষ করিয়া ছোলা, কলাই ও যবের শস্ত কতিপ্ৰস্ত হইয়াছে বেশী। আমেরও কতি হইয়াছে; তবে ইক্ষুর কোনো কতি হয় নাই। এই কতির ফলে প্রদেশে দ্রুতক দেখা দিবে না বলিয়াই সরকার মনে করেন। তবে যুক্তপ্রদেশ অন্ত প্রদেশে শস্ত রপ্তানী করিতে পারিবে না। গবর্ণর বাহাদুর বলেন, শস্তের কতি হওয়ার চাবীর-ক্রম-কমতা করিল; জিনিষপত্রও হ্রাস। একেত্রে কৃষকদের নিকট হইতে ডিফেন্স লোন বা দেশ রক্ষার জন্য ঋণ আদায় করা অসম্ভব হইবে।

### পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা

এ্যালোসিয়েটেড প্রেসের ৮ই এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাংলা দেশের পতিত জমিতে খাজনা বা গবাদির খাত উৎপাদনের জন্য বাংলা সরকার ৮০(খ) ধারা অনুযায়ী এক আদেশ জারী করার কথা বিবেচনা করিতেছেন। এই ধারার বলে সরকার কোন পতিত জমির মালিককে ঐ জমিতে কোনো

নির্দিষ্ট শস্তের চাষ করিতে আদেশ করিতে পারেন। ঐ আদেশ অমান্য করিলে সরকার ঐ জমি অস্ত্রের নিকট বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন।

### মদ, আফিং ও পাঁজার সরকারী মুনাফা

দেশী মদ, আফিং ও পাঁজা খুচরা বিক্রয়ের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করার ফলে বাংলা সরকারের বাজেটে আরের যে আন্দাজ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

### ঔষধ-প্রস্তুতকারক সম্মেলনের অধিবেশন

গত ৯ই এপ্রিল রবিবার ডাঃ বি সি গুহের সভাপতিত্বে ঔষধ প্রস্তুতকারকদের এক সম্মেলনে ভারতে ভেষজের যে দারুণ অভাব রহিয়াছে তাৎপ্রতি প্রাদেশিকে ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। একটি প্রস্তাবে ভারতীয় শিল্পের ও তৈয়ারী মাল আমদানীর সুবিধা লক্ষ্যে করার যে নীতি অবলম্বন করা হইতেছে তাহার সমালোচনা করা হয়।

### টর্চ ব্যাটারীর দর নির্দিষ্ট হইল

ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চলের বেগামরিক সরকার বিত্তপত্র ডেপুটি কমিশনার জেনারেল এক প্রেস নোটে জানাইয়াছেন যে, টর্চ ব্যাটারীর দর আপাতত ৮০ করিয়া স্থির হইল। কেহ এই দরের বেশী দাবী করিতে পারিবে না। পরে এই দর আরও কমান যাইতে পারে।

### কলিকাতায় পাটের দর নির্ধারণ

ভারত সরকার ৬ই এপ্রিল তারিখের এক বিজ্ঞপ্তিতে কলিকাতায় পাটের উচ্চতম ও নিম্নতম দর বাধিয়া দিয়াছেন। ভারত সরকার ও বাংলা সরকারের মধ্যে গত জাহাজরী মাসে যে মতাদর্শ হইয়াছিল ইহা তাহারই ফল। সেই সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, ভারত সরকার উচ্চতম দর ১৭, ও নিম্নতম দর ১৫ টাকা এই ভিত্তিতে একটা দর স্থির করিবেন। বিদেশে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত চট প্রভৃতির জন্য সরকার উচ্চতম দর নির্দেশ করিয়াছেন।

সজ্জার, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতী ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ভূষিত করুন।

**বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ**

সেক্রেটারি এণ্ড এজেন্টস্

**সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ**

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ব্যাঙ্ক

**ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক**

স্থাপিত  
১৯০০ ইং

হেড অফিস—১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন :—কলি: ২৫৪৬

টেলি:  
Payment.

অন্যান্য শাখা

|            |               |           |               |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| আমবাজার,   | বড়বাজার,     | বালীগঞ্জ, | কলেজ স্ট্রীট, |
| ঢাকা,      | নারায়ণগঞ্জ,  | মিরকাদিম, | করিদপুর,      |
| রাজবাড়ী,  | কুষ্টিয়া,    | গোপালদি,  | কুমিল্লা,     |
| আজমগড়িয়া | আসানসোল,      | ভোলা,     | গৌহাতি,       |
| টেংলা,     | জোড়হাট,      | বদরপুর,   | লিলেট,        |
| করিমগঞ্জ,  | গোলাঘাট,      | নাগপুর,   | ইটওয়ারী      |
| রায়গড়,   | রাজনন্দনগাঁও, | বেনারস,   | সোনারপুর,     |
| পাটনা,     | বামনা,        | পাবনা,    |               |

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন সি দত্ত, এম-এ, বি-এল।

### হংকং-এ মিত্রপক্ষ নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক

৭ই এপ্রিল নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশ যে, টোকিওর এক বেতার-বার্তায় ঘোষণা করা হইয়াছে, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে হংকং-এর মিত্রপক্ষ নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কগুলির ১৮টা শাখাকে কাজ শুটাইয়া ফেলিবার জন্য আপ কর্তৃপক্ষ আদেশ দিয়াছেন। চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া এণ্ড চায়না, মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, সমস্ত মার্কিন ও চীনা ব্যাঙ্ক এই আদেশের আওতায় পড়িয়াছে।

### আরবে নুতন তেলের পাইপ

৬ই এপ্রিল তারিখের ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, জালালি নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তা মিঃ আইক্স বলিয়াছেন যে, আরবে তেলের পাইপ বসাইবার যে প্রস্তাব হইয়াছে কোণায় তাহার আরম্ভ ও শেষ হইবে তাহা এখনও নির্ধারিত নয় নাই।

### হাঙ্গের-যুদ্ধের তৈল

সিদ্ধ প্রদেশের উপকূলভাগে এক প্রকারের হাঙ্গের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার যুদ্ধ হইতে কড় মাছের যুদ্ধ-এর সর্বোৎকৃষ্ট তৈলের সহিত পুষ্টিকরতায় তুলনীয় তৈল পাওয়া যায়। এই নুতন তৈল-শিল্পের ভবিষ্যৎ এইরূপ উজ্জ্বল যে, সিদ্ধ প্রদেশের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মনে করেন, যে কালে করাচি শহর সমগ্র বিশ্বে এই তৈল জোগান দিতে পারিবে। এই শিল্প সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য সিদ্ধ প্রদেশের সরকার একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন।

### কাগজের বরাদ্দ

নয়াদিল্লীর ৮ই এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার নাকি শীঘ্রই কলিকাতায় একজন কাগজ রেশনিং-এর উচ্চ কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন। শোনা যাইতেছে যে, সরকারের রেশনিং পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় কলে প্রস্তুত কাগজ প্রাদেশিক বরাদ্দ অনুযায়ী ভাগ করা হইবে, কাগজ প্রস্তুত করিবার সময়-বৈচিত্র্য বধা-সম্ভব বর্জন করা হইবে এবং সাময়িক পত্রগুলির পাতার সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইবে।

### চর্ম-প্রেরণ সম্বন্ধে সরকারী আদেশ

নয়াদিল্লীর ৮ই এপ্রিল তারিখের এক প্রেস-নোটে প্রকাশ যে, ১৯৪৪ সালের চর্ম-চলাচল নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলিয়া একটা সরকারী আদেশ ১০ই এপ্রিল হইতে বলবৎ হইবে। এই আদেশ অনুসারে কোনো চর্ম-প্রেরক পূর্বাঙ্কে অনুমতি না লইয়া রেলপথে চর্ম প্রেরণ করিতে পারিবে না।

### বাংলায় মাংসহীন দিবস

বাংলা সরকারের শেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গল ও শুক্রবার নহে, গোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বাংলা প্রদেশে মাংস ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হইল। ভবিষ্যতে প্রদেশের ছাগ গবাদি খাজ পশুর অভাব বাহাতে না ঘটে তাহার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই আদেশ অনুযায়ী ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঐ দুই দিন কোনো পশু হত্যা করা চলিবে না। হোটেল প্রভৃতি ঐ দুই দিন

কোনোরূপ মাংসের খাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবে না। চর্মের উদ্দেশ্যে পশু বধ অবশ্য নিষিদ্ধ হইল না।

### পারস্পরিক সাহায্যের পরিকল্পনা

বিমান-আক্রমণের ফলে অত্যাবশ্যক কার্যাদির কোনো ক্ষতি হইলে সে ক্ষতি বাহাতে পোষাইয়া লওয়া যায়, তৎক্ষণ কলিকাতার কয়েকটা শিল্প প্রতিষ্ঠান 'পারস্পরিক সাহায্যতা'র পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। বিমান-আক্রমণের ফলে কোনো প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বাহাতে প্রতিষ্ঠানটা অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় কার্য আরম্ভ করিতে পারে তৎক্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানকে অল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যন্ত্রপাতি ও কারিগর দিয়া সাহায্য করিবে। পরিকল্পনাটা বিশেষ আলোচনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া শীঘ্রই এক বৈঠক বসিবে।

### শ্রীর জেরেমি রেইসম্যানের বিলাত যাত্রার কথা

নয়াদিল্লীর ১০ই এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্রীর জেরেমি রেইসম্যান আগামী মাসে অরুণাচল জঙ্গল বিলাত যাত্রা করিবেন। মোট দুই মাস তিনি বাহিরে থাকিবেন।

### রায় বাহাদুর এন সি ঘোষ

অমৃতভাজার পত্রিকার এলাহাবাদস্থ বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, রায় বাহাদুর এন

সি ঘোষ মহাশয় নাকি শ্রীর আর ই ম্যারিয়টের স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি ঐ রেলওয়ের চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। শ্রীর ম্যারিয়ট ছুটিতে যাইতেছেন। ছুটি শেষ হইলে নুতন কোনো পদে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া মনে হয়।

### কলিকাতা কর্পোরেশন

যুদ্ধের ক'কি সম্পর্কে কারখানা-বীমার ১৯৪৪ সালের প্রিমিয়াম দেওয়ার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা প্রয়োজন হওয়ার কর্পোরেশন বাংলা সরকারের নিকট উক্ত টাকা সাহায্য চাহিয়াছেন। গত বৎসর কর্পোরেশন ও সরকার সমানভাবে ঐ টাকা দিয়াছিলেন।

### বরাদ্দ আইন ও মজুত-নিরোধ আদেশ অমান্তের মামলা

বাংলার প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন যে, ১লা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সময়ে কলিকাতার শিল্প অঞ্চলে বরাদ্দ আইন ও ১৯৪৪ সালের বঙ্গীয় অত্যাবশ্যক খাজদ্রব্য মজুত নিরোধ আদেশ অমান্ত করার অভিযোগে ১৫৮টা মামলা রুজু করা হয়। অপরাধ প্রমাণিত: এইগুলি:—মজুত নিরোধ আদেশ অমান্ত করিয়া 'বরাদ্দ' দ্রব্য রাখা, বরাদ্দ-পত্র না দেখাইয়া অপকৌশলে বরাদ্দ দ্রব্য সংগ্রহ করা এবং যে-সব লোক বরাদ্দ-অঞ্চলে আর বাস করে না তাহাদের বরাদ্দপত্র দেখাইয়া বরাদ্দ দ্রব্য লইবার চেষ্টা করা।

## ...জাতির শত্রু ওরা—

## দৈন্য, দুর্ভিক্ষ আর ব্যাধি...

হুজলা, হুজলা, শত্রুভামলা ভারত কেবল কবির কল্পনা নয়। তবু আজ ভারতের এই শোচনীয় দশা কেন? কেন তার পথে, ঘাটে, গ্রামে, নগরে, সর্বত্র অজস্র কঙ্কালসার মানুষের ভীড়? কেন কোটি কোটি নরনারী আজ অপূর্ণ-গঠিত দুর্বল দেহ ও অকালবার্দ্ধক্যপীড়িত পলু মন লইয়া কোনো রকমে জীবনের শেষ প্রান্তের দিকে জড়িত-খলিত পদে আগাইয়া চলিয়াছে? এ প্রশ্ন আজ শুধু ভারতবাসীর নয়—পৃথিবীর সমস্ত সত্য মানুষের।

চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর অধিকাংশই আজ কঠিনতম-দারিদ্র্যের ফলে অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন যাপন করে। আর যাহারা হু'বেলা হু'টি পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তাহারাও যে খাজ গ্রহণ করে, তাহা শরীর গঠনের বা দেহ-স্বাস্থ্যকে স্বাভাবিক সুস্থ ও সবল রাখিবার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে অসুফল নয়। অতঃপর দেশের এই দৈন্যজর্জরিত আভ্যন্তরিক ছুরবহাকে যুদ্ধ আসিয়া আরো শোচনীয় ও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। অবশেষে চরম আঘাত হানিয়াছে প্রকৃতির নিষ্করণ দুর্যোগ। ফলে, প্রয়োজনীয় খাজাতি সম্পূর্ণরূপে সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। দেশের দরিদ্র জন-সাধারণ দুরের কথা যাহাদের অর্থ আছে, ক্রয়শক্তি আছে, তাহারাও পুষ্টিকর প্রয়োজনীয় খাজ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। ফলে, গমগ্র জাতি পুষ্টিকর খাজ হইতে বঞ্চিত হইয়া

পড়িতেছে। দৈনিক দৌর্যল্যের এই স্রবোগ লইয়া জাতীয় জীবনের দুর্গমারে আঘাত হানিতেছে অসংখ্য শত্রু—অসংখ্য ব্যাধি।

তাই আজ জাতীয় শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন এমন খাজের, যাহা দেহের পুষ্টিবিধান করিয়া নরনারীকে পূর্ণভাবে সতেজ, সজীব ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে। শরীর-বিজ্ঞানীরা বলেন, এক্ষণ 'ভিটামিন বি' একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমরা নিত্য যে সকল খাজ সাধারণতঃ গ্রহণ করি তাহার অনেকের মধ্যে 'ভিটামিন বি' আদৌ নাই এবং এই অভাব 'ভিটামিন বি' সংযুক্ত বহুবিধ পুষ্টিকর উপাদানে প্রস্তুত 'বাই-ভিটা-বি' পূরণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। বিশিষ্ট চিকিৎসকগণও পুষ্টিহীনতার 'বাই-ভিটা-বি'রই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

ইহাতে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনিজ, গ্লিসারোকসফেট এবং স্ট্রীকনিন আছে। এগুলি স্নায়ুশুল্লীর পরিপোষক। ম্যাগনিজে সৌহ থাকায় তাহা রক্তাঙ্গতার প্রতিবিধান করে। 'বাইভিটা-বি'তে নিউক্লিনিক এসিডও আছে। নিউক্লিনিক এসিড রক্তের শ্বেতকণিকা গঠনে সহায়তা করে এবং ফলে রক্তের রোগবীজাণু ধ্বংসের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 'বাই-ভিটা-বি' গর্ভাবস্থায়, প্রসবান্তে এবং রোগভোগের পর ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিনিষপত্রের দর

ওয়াশিংটনের ৭ই এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন যে, যুক্তাঙ্গীতি-প্রতিরোধক হিসাবে জিনিষপত্রের দর ও শ্রমিকদের মজুরী দাবাইয়া রাখার যে চেষ্টা সরকার পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল তাহা সফল হইয়াছে। জীবিকা-ব্যয় প্রায় অপরিবর্তিত আছে, মজুরীও বণ্যপূর্ণ রহিয়াছে। আদেশ জারী করিবার পূর্বে প্রতিমাসে শতকরা ৫ হারে জীবিকা-ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছিল।

## সৈন্যদের অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার ফিঙ্গ

আমেরিকা চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও সরবরাহকারীদের অস্ত্রতম কর্তা উইল এন্স হেজ বলেন যে, একজন প্রথম শ্রেণীর গোলন্দাজ দলের শিক্ষকের শিক্ষাদানের ছবি তুলিয়া লইয়া সেই ছবি সমস্ত মার্কিন গোলন্দাজ-শিবিরে দেখান হইতেছে। ফলে এখন আর পূর্বের মত সার্জেন্টদের প্রয়োজন হয় না।

## এভারেট অপেক্ষাও উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ?

চীনের সিংকিয়াং প্রদেশ পার্শ্বত্যাগ; ইহার বহু অংশ এখনও মাদুয়ের অজ্ঞাত। একজন মার্কিন বৈমানিক সিংকিয়াংয়ের মধ্য দিয়া বিমান চালনা করিতে করিতে একটা পর্বতশৃঙ্গ পান। ৩০ হাজার ফুট উচ্চে উঠিয়াও তিনি দেখেন তখনও তাঁহার বিমান ঐ পর্বতশৃঙ্গের ৩ হাজার ফুট নিচে আছে। ঐ বৈমানিকটা বলেন, এই পর্বতশৃঙ্গ এভারেট-শৃঙ্গের চেয়ে প্রায় ২ হাজার ফুট উচ্চ।

## ‘বৈদ্যুতিক চক্ষু’ অনুবীক্ষণ

আমেরিকার রেডিও কর্পোরেশনের গবেষণাগারের ছইজন ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর জেমস হিলিয়ার ও ডক্টর ডি. কে. জোরিকিন্ এক নতুন অণুবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে যে কোনো দ্রব্যের সূক্ষ্মতম পরমাণুগুলক গঠন ধরা পড়িবে।

## বোম্বাইয়ের খাদ্যশস্ত্র বাড়াইবার ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ হইতে ঘাটতি প্রদেশ হিসাবে বোম্বাই যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছে। তবু এই সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া বোম্বাই তাহার খাদ্যশস্ত্র উৎপাদন যতদূর সম্ভব বাড়াইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করিতেছে না। বাহাতে ১৯৪৪-৪৫ সালে ১৯৪৩-৪৪ সালের চেয়ে কম অমিতে নির্দিষ্ট খাদ্যশস্ত্রগুলির চাষ না হয় এবং বাহাতে গত বৎসরের খাদ্যশস্ত্র চাষের জমি এবার কমিয়া না যায় সেজন্য বোম্বাই সরকার যথেষ্ট অবহিত রহিয়াছেন। এ ছাড়া যে সব অঞ্চলের কৃষকেরা বাহিরের চালানী খাদ্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়া রপ্তানী দিবার মত কৃষিপণ্য উৎপাদনের দিকে বেশী নজর দেয়, তাহাদের জমির কিছু অংশও খাদ্যশস্ত্রের চাষে নিয়োজিত করিবার কথা বোম্বাই গবর্ণমেন্ট চিন্তা করিতেছেন। উপরোক্ত দুইটি পরিকল্পনাই বোম্বাই গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

## নতুন মুকোজ কারখানা

রামপুর রাজ্যের একটি কারখানায় তুট্টা প্রভৃতির উপজাত পণ্য হিসাবে মুকোজ প্রস্তুত করিবার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি বসান হইয়াছে সেগুলি এদেশেই নির্মিত। ভারতে মুকোজ তৈয়ারী করিবার এইটি দ্বিতীয় কারখানা। ইহার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রামপুর মেইজ প্রোডাক্টস লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ত্যান পেশার লব্ধচেয়ে বেশী প্রশংসা দাবী করিতে পারেন। গত ২২শে মার্চ রামপুর নবাবের জ্যেষ্ঠা কন্যা এই মুকোজ কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। রামপুর রাজ্যটি অস্বতনে ছোট হইলেও এখানে আগেই কাপড় ও চিনির কল ছিল এবং অসংখ্য কৃষি-শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বৃদ্ধের মধ্যে রামপুরে অনেকে নতুন শিল্প-পার হাপিত হইয়াছে।

## ভারত সরকারের নতুন রেলপথ ক্রয়

ভারত সরকার সিদ্ধ প্রদেশের জেকোবাবাদ-কাশ্মীর রেলপথটি কিনিয়া লইবার নোটিশ দিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ইহা কিনিতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই রেলপথ

হইতে গবর্ণমেন্ট শতকরা চারি টাকা আদায় লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

## ঘাটতি প্রদেশে খাদ্য প্রেরণ

বিগত ২৩শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ ঘাটতি প্রদেশ-গুলিতে বাহির হইতে চালানী মালসমেত মোট ৫১,১০০ টন খাদ্যশস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন। বাজলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের এই প্রেরিত শস্ত হইতে যথাক্রমে ১১,৭০০, ১২,১০০, ৬,১০০ ও ১২,২০০ টন পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

## দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ-সমৃদ্ধ

দক্ষিণ আফ্রিকার খনি-বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ট্যালার্ড রাষ্ট্রীয় পরিষদকে জানান যে, দক্ষিণ আফ্রিকার খনিসমৃদ্ধ হইতে ১৩,২২,০০০ আউন্স বিশুদ্ধ স্বর্ণ কম উত্তোলিত হওয়ার মূল্যের দিক দিয়া ১,১১,০০,০০০ পাউণ্ড কম পাওয়া গিয়াছিল। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রের সাধারণ আয় কমিয়া যাওয়া ছাড়াও বৃদ্ধের পরিহিতিতে স্বর্ণ উৎপাদন আরও

=শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান =

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০ হেড অফিস—৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা  
 শাখা :—রায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর, নাগপুর (সি. পি)  
 প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,  
 জেনারেল ম্যানেজার।

## সাবান

## প্রস্তুতের

কোম :—

বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস

:— ১৫২২ ফ্যাক্টরী

টেলিগ্রাম—“চীমুমাটী”

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
 পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিল্টোনেলা  
 অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, অ্যাকসম লেন, কলিকাতা

## জাগ্রত ভারতের স্বর্ণ যুগে

আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা

নিশ্চয়ই জনসম্মদের সহায়ক হইবে



আমাদেরই হাতে  
 পড়া :—  
 • অয়েল রূপ  
 • লেদার রূপ  
 প্রভৃতি।

সর্বপ্রকার দ্রব্যের

একমাত্র

সরবরাহকারী

আমাদেরই নিজস্ব  
 তৈরী :—  
 হাসপিটাল  
 সিটিং  
 • রবার শুল্ক  
 ওয়াটারপ্রুফ

## ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিগিটিকিট

ফোন : বি. বি. ৬৭৯২

৩২ই জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

পো : বক্স ৮০



হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কাকর। মিঃ ট্যালোড বলেন যে, তাঁহারা এখন এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছেন যাহাকে সম্বল বলা চলে। যুদ্ধোত্তর যে কোন ব্যবসায় দক্ষিণ আফ্রিকা যাহাতে অবাধ স্বর্ণ-বাণিজ্যের অধিকার পায় সে সম্বন্ধে তিনি দাবী জানান।

### ধাতু ও চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য

১১ই এপ্রিল তারিখের কলিকাতার এক সংবাদে প্রকাশ যে, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের এক ইন্সপেক্টর অফিসারী ১১ই এপ্রিল হইতে ধাতু ও চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য আরও কমান হইয়াছে। এ দিন হইতে বর্জমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বশোহর, খুলনা, ময়সিংহ, বাথরগঞ্জ, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া ও মালদাহ জেলায় চাউলের পূর্ব নির্দিষ্ট দর বহাল রাখা হইয়াছে। তবে ধাতুর বিক্রয়-দর ব্যবসায়ীদের অঙ্ক ৭৫০ এবং কৃষকদের অঙ্ক ৭১০ মণ নির্ধারিত হইয়াছে। অবশিষ্ট জেলাগুলিতে ব্যবসায়ীরা ১৪৫০ মণ দরে চাউল ও ৮১০ মণ দরে ধাতু এবং কৃষকেরা ১৪৮ মণ দরে চাউল ও ৮৮ মণ দরে ধাতু বিক্রয় করিতে পারিবেন।

### কলকারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য

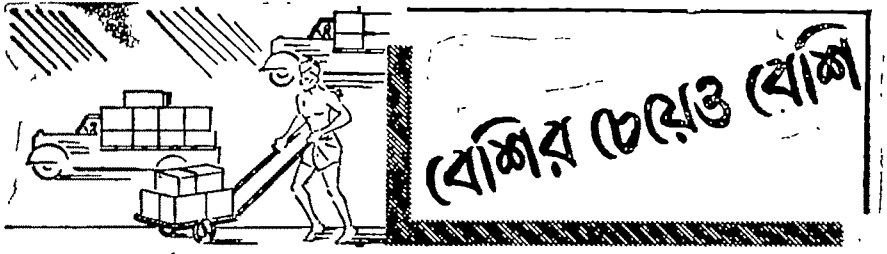
এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগ হইতে ভারতে কলকারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানিতে চাহিয়া একটা প্রশ্ন-তালিকা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

### হারজাবাদ রাজ্যের নুতন পরিকল্পনা

শোনা যাচ্ছে যে, হারজাবাদ রাজ্যে নিজাম-নগর পরিকল্পনার মধ্যে জলস্রোত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের একটা কারখানা খুলিবার অঙ্ক ৫০ লক্ষ টাকা নিজাম সরকার কর্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে। এই টাকা পাঁচ বৎসর ধরিয়া ব্যয়িত হইবে। বস্ত্র শিল্পে, কৃষি শিল্পে নির্মাণ শিল্পে ও অস্ত্র শিল্পে সম্ভাব্য বৈদ্যুতিক শক্তি জোগান দিবার অঙ্ক এই কারখানা করা হইতেছে। নিজাম-নগরের আশেপাশেও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হইবে।

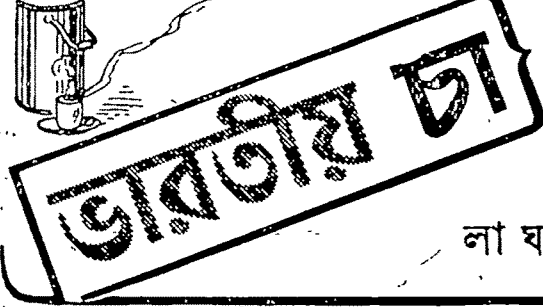
### পতঙ্গপালের আক্রমণ সম্ভাবনা

কিছুকাল পূর্বে সংবাদে প্যালাইনোর কাছাকাছি অঞ্চলে পতঙ্গপালের আক্রমণ আশঙ্কার কথা শোনা গিয়াছিল। ১১ই এপ্রিল তারিখের নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, পতঙ্গপাল অকস্মাৎ ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে উহার বেবুচিহ্নে প্রবেশ করিয়াছিল। এই পতঙ্গগুলি একটা দল এপ্রিল মাসে প্রথম দিকে করাচী জেলায় পৌছায়। ইহারা সিন্ধু প্রদেশের ও পাঞ্জাবের পশ্চিম জেলাগুলিতে প্রবেশ করিয়া ডিম পাড়া শুরু করিতে পারে বলিয়া ভয় করা হইতেছে। বেবুচিহ্নে পতঙ্গ কালে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; ইহাতে পতঙ্গপালের ডিম পাড়ার খুব সুবিধাই হইয়াছে। এই পতঙ্গপালে আক্রমণ হইতে শস্ত বাঁচাবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।



ভারতের প্রত্যেক কারখানার কার্য-বিবরণীতেই দেখা যায় যে আজ সেখানে যে-পরিমাণ মাল উৎপন্ন হচ্ছে যুদ্ধের আগে তা কখনোই সম্ভব মনে করা যেতো না। এ অপূর্ব সাফল্য সম্ভব হয়েছে শুধু সুশৃঙ্খল পরিচালনা আর যন্ত্রপাতির সমস্ত ব্যবহারে কিন্তু তার চেয়েও যেটা বড়ো কথা — শ্রমিকরা

আজ বেশি উৎপাদনের বাড়তি খাটুনি খাটতে পারছে। এ-বিষয়ে কারখানায় কারখানায় চা এক অপরিহার্য সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্মরত শ্রমিককে চা দেওয়ার ফলে তার উত্তম ফিরে আসে আর কাজে মনোযোগ বেড়ে যায়। ফলে সাধারণত কাজের শেষের দিকে যে-চিলেমি এসে উৎপাদন কমিয়ে দিতে চায় — চায়ের গুণে সেটা আর আসতে পারেনা।



যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপ লাঘব করে দেয়

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত IK 230





### খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

বাংলার প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাই-  
তেছেন যে, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথ সুগম  
করার অল্পতম ব্যবস্থা হিসাবে বাংলা সরকার গৌ-  
মহিষাদি ও শূকরের দ্বারা শস্ত মট হইলে মালিককে  
৫০% পর্যন্ত জরিমানা দিতে হইবে এই মর্মে ১৮৭১  
সালের গৃহপালিত পশুর অধিকার প্রবেশ আইন  
অনুসারে সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়াছেন।  
এতদিন দণ্ড হিসাবে গৌ-মহিষাদিকে ধোঁয়াড়ে  
রাখা হইত ও শূকর সম্পর্কে ১০% জরিমানা আদায়  
করা হইত।

### বঙ্গ সরবরাহের পরিকল্পনা

ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশে ও করদ রাজ্যে  
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দরে জনসংখ্যা অনুপাতে  
বস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহের একটি পরিকল্পনা ভারত  
সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা  
গিয়াছে। উৎপাদন-কেন্দ্রে হইতে মাল চালানোর  
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও বিক্রয়-কেন্দ্রে মাল আমদানীর  
সুব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা হইবে। এই  
পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি ঘাটতি প্রদেশ ও করদ-  
রাজ্য স্বাভাবিক অবস্থায় আনীত বস্ত্র ও খাদ্য  
হিসাব দাখিল করিবে। তৎপরে বস্ত্র ব্যবসা  
নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার উক্ত মাল হইতে  
বিভিন্ন অঞ্চলের বরাদ্দ স্থির করিয়া দিবেন।  
প্রত্যেক অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের একটি পত্তন  
তালিকা তৈয়ার করা হইবে। উহাদের একটি  
সমিতি স্থাপিত হইবে এবং উহাদিগকে প্রথম  
শ্রেণীর ব্যবসাদার বলিয়া অধিকার-পত্র দেওয়া  
হইবে। উহাদিগকেই কেবল বস্ত্র ও খাদ্য  
আমদানীর অমুমতি দেওয়া হইবে। প্রত্যেক  
অঞ্চলের অল্প যে বরাদ্দ নির্দিষ্ট করা হইবে তাহার  
মধ্য হইতে সরকার প্রতি ব্যবসায়ীর বরাদ্দ নির্দেশ  
করিয়া দিবেন। আশা করা যাইতেছে যে, এই  
পরিকল্পনা যথাযথভাবে কার্যকরী হইলে বস্ত্র ও  
খাদ্য ভায়াভাবে বণ্টন করা হইবে এবং চোরা-  
বাজার দমন করা যাইবে। প্রাদেশিক সরকার-  
সমূহ ও করদরাজ্যের মতামত গ্রহণের অন্ত  
পরিকল্পনাটা তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

### গুপ্তভাবে সোনা চালান দিবার চেষ্টা

গুপ্তভাবে মধ্য প্রাচ্যে চালান দিবার উদ্দেশ্যে  
বোম্বাই বন্দরে তিনটি আরবী নৌকার প্রায় ১৪  
লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বোঝাই করা হইয়াছিল।  
ঐ নৌকা তিনটির ৭০ জন নাবিককে প্রেস্তার করা  
হইয়াছে।

### উড়িয়া হইতে চাউল রপ্তানী

১২ই এপ্রিল তারিখের কটকের সংবাদে  
প্রকাশ, তথাকার ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদ-  
দাতা বিশ্বভ্রম্ভ্রে অবগত হইয়াছেন যে,  
ভারত সরকারের পরিকল্পনাঅনুযায়ী উড়িয়া ১৯৪৪  
সালের ১লা জুলাই হইতে ৩০শে মার্চের  
মধ্যে ঘাটতি অঞ্চলে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ৫১  
মণ চাউল রপ্তানী করিয়াছে। ঐ সময়ে বাংলায়  
১ লক্ষ ৪ হাজার ৪৫ মণ চাউল পাঠান হইয়াছে।

ইহার মধ্যে ১ হাজার মণ পাঠান হইয়াছিল করালী  
চন্দননগরে।

### আমেরিকার ইতিহাসে বৃহত্তম নৌবিতাগীর বরাদ্দ

ওয়াশিংটনের ১২ই এপ্রিল তারিখের এক  
সংবাদে প্রকাশ যে, তথাকার প্রতিনিধি-পরিষদে  
মার্কিন ইতিহাসে নৌ-বিতাগের অল্প বৃহত্তম দাবীর  
বিল উত্থাপন করা হইয়াছে। এই বিলে আগামী  
১লা জুলাই হইতে বৎসরে নৌবিতাগের অল্প  
৩,২৬৪ কোটি ডলার দাবী করা হইয়াছে।

### সিন্ধু প্রদেশে মাগুগী ভাতা বাড়াইবার সিদ্ধান্ত

১লা এপ্রিল হইতে পনের দায় মণপ্রতি  
আড়াই টাকা বৃদ্ধি পাওয়ার সিন্ধু প্রদেশের সরকার  
ঐ প্রদেশের সর্বত্র সরকারী কর্মচারীদের মাগুগী  
ভাতা বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মাল সরবরাহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাষ্ট্র-মন্ত্রি মি: কর্ভেল  
হাল সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন নির-  
পেক্ষ রাজ্য আমেরিকা হইতে সরবরাহ লইলে শত্রু  
পক্ষকে সাহায্য করিতে পাইবে না। বিলাতের  
'ডেলি এক্সপ্রেস' পত্রে এই কথাটির অর্থ এইরূপ  
ধরা হইয়াছে যে, স্পেন, পর্তুগাল ও তুরস্ক  
জার্মানীকে যুদ্ধে প্রয়োজনীয় মালপত্র  
পাঠাইতেছে। ঐরূপ করিতে থাকিলে আমে-  
রিকা হইতে উহারা আর সরবরাহ পাইবে না।

### মাদ্রাজ সহর সম্প্রসারণের পরিকল্পনা

১৪ই এপ্রিল তারিখের মাদ্রাজের এক সংবাদে  
প্রকাশ যে, সরকারের নির্দেশক্রমে মাদ্রাজ  
কর্পোরেশনের কমিশনারগণকে মাদ্রাজ সহরের  
সীমানা বাড়াইবার একটি পরিকল্পনা পেশ করিতে-  
অনুরোধ করা হইয়াছে। মাদ্রাজ সহরের বর্তমান  
আয়তন ৩০ বর্গ-মাইল। কলিকাতা বা বোম্বাই  
অপেক্ষা মাদ্রাজ সহর আজও আয়তনে বৃহত্তর।  
ঘন বসতি ও সংক্রামক ব্যাধি এই দুইটি বিষয়ে  
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই এই পরি-  
কল্পনা উদ্দেশ্য। উহা কার্যে পরিণত করিতে  
কমপক্ষে দুই বৎসর লাগিবে।

### ভারতের জন্য নেপালে উৎপন্ন চাউল

সম্প্রতি ভারতের অল্প নেপাল রাজ্য ১ লক্ষ  
টন চাউল সরবরাহ করিবে। ঐ চাউলের ৭০  
হাজার টন পাইবে বাংলা প্রদেশ, ২০ হাজার  
টন পাইবে বিহার প্রদেশ এবং ১০ হাজার টন  
পড়িবে যুক্তপ্রদেশের অংশে। যে কেন্দ্রীয় সর-  
কারের নিকট হইতে বাংলার ঋক্শ শস্ত পাঠাই-  
বার কথা ছিল তাহা আর পাঠান হইবে না।  
এই চাউলের নূতন বটনের ফলে ত্রিবাঙ্গুর-কোচিন-  
তাহাদের বরাদ্দ অপেক্ষা ৬ হাজার টন বেশী  
পাইবে।

### কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের ব্যবসা-সংক্রান্ত পরামর্শদাতা

মেসার্স ডলকার্ট ব্রাদার্সের মি: জে ফ্রেন্স  
কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ের  
পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছে।

### ‘যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা’

এ হলে আমরা চিরন্তন জীবন-যুদ্ধেরই কথা বলিতেছি। এই অখণ্ড জীবনযুদ্ধ একাধারে  
ব্যক্তিগত এবং বংশগত ব্যাপার। বার্ষিক সচ্ছলতাই এই বংশাধিকৃতিক জীবনযুদ্ধে  
জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

## হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

চেয়ারম্যান—কর্মবীর আলামোহন দাশ

হেড অফিস : ৩০ নং স্ট্র্যাণ্ড রোড :: কলিকাতা।

ফোন—কলি ৭৫৭

টেলিগ্রাম—Sanchaya  
Calcutta

Phone : Cal { 2125  
6483

## সেন্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২এ, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

—ঃ আশাসমূহ :—

- ১। শ্রীরবাজার ২। দক্ষিণ কলিকাতা ৩। নিউ মার্কেট, ৪। মৈহাটী
- ৫। ভাটপাড়া ৬। কাঁচড়াপাড়া ৭। হিলি ৮। বালুরঘাট ৯। দিনাজপুর
- ১০। নীলকামারি ১১। সৈয়দপুর ১২। রংপুর ১৩। সিরাজগঞ্জ
- ১৪। ছবরাঙ্গপুর ১৫। কুচবিহার ১৬। বেলারস ১৭। এলাহাবাদ

এ বৎসর অংশীদারগণকে শতকরা ৭½ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার—৫১০ টাকা।

স্বদের হার ও অগ্রাঙ্ক বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া থাকে।

**আরবে আমেরিকার তৈল-স্বার্থ**

আরব সরকার ব্রিটেনের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করার ব্রিটেনের পক্ষ হইতে তাহাদের বখেট সাহায্য করা হয়। এই উল্লঙ্ঘন পাছে আরবের তৈল খনিগুলির উপর ব্রিটেনের অধিকার জন্মায় সেই ভয়ে টেক্সাস অয়েল কোম্পানী ও ষ্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী, অক্ ক্যালিফোর্নিয়া নামক যুক্তরাষ্ট্রের তৈল

প্রতিষ্ঠানগুলি মার্কিন সরকারের কাছে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আবেদন জানাইয়াছে। আমেরিকার নৌবাহিনীর কর্মসূচি বিঃ ফ্রাঙ্ক নক্স এ্যাপ্রো-প্রিয়েশন কমিটির প্রতিনিধি-সভায় এই তৈল সমস্যা বিবৃত করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সভাকে জানান যে যদিও উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে পারে নাই তবু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আরবের সৌদী সরকারকে তাহারা কয়েক

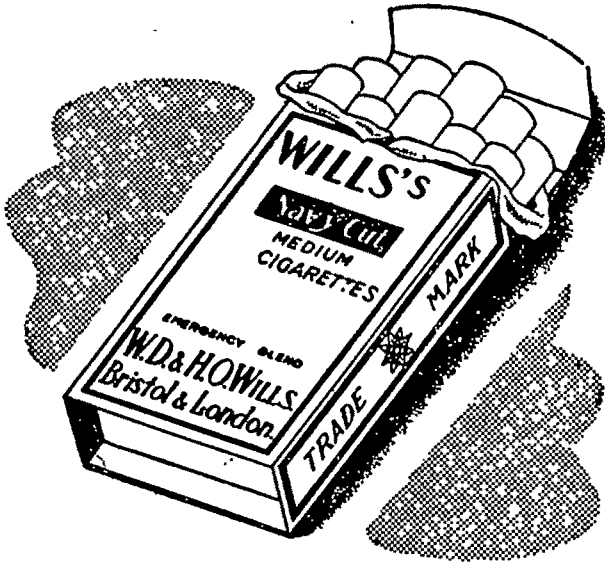
লক্ষ ডলার সোণামী দিয়ায়াছিল। এই কোম্পানী-গুলির হাতে বর্তমানে যে ২০০ কোটি পিণা (ব্যারেল) তৈল আছে সেই তৈলের স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

**ভারতে সিংহলের বস্ত্র-প্রতিনিধি**

ভারত হইতে সিংহলে বস্ত্রের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণে সিংহলের টেক্সটাইল কন্ট্রোলারকে



**“মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্বোৎকৃষ্টে”**



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**

উপদেশ দিবার জন্ত এবং এখানে সেই কাপড় সর্কনিয় মূল্যে কিনিতে সাহায্য করিবার জন্ত সিংহল সরকার ভারতবর্ষে একজন বিশেষ বজ্র-প্রতিনিধি রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রতিনিধির প্রধান কার্যক্ষেত্র হইবে বোম্বাই এবং সম্ভবতঃ মাদ্রাজ ও মাদ্রাস উহার অধীনে ছই জন এজেন্ট নিযুক্ত করা হইবে।

### ভারত ও আমেরিকার মধ্যে শিল্প-প্রসঙ্গে সস্তাব স্থাপনের উদ্ভোগ

নিউইয়র্কের ১১ই এপ্রিল তারিখের রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকা প্রবাসী একদল ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও ব্যবসায়ী 'ইণ্ডিয়া টেকনিকেল এণ্ড এ্যাসোসিয়েশন' নাম দিয়া এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন। ইহাদের মতে ভারতের সর্কপ্রধান প্রয়োজন হইল শিল্পোন্নতি। এই ব্যাপারে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সস্তাব-স্থাপন করাই এই নতুন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। প্রায় ৫০ জন আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকর্তা মিঃ বোম্বাই বলেন, "ভারতে ক্ষুদ্র শিল্পোন্নতির জন্ত পরিকল্পনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে আমরা আমেরিকার সহযোগিতার প্রত্যাশা করি। আমরা মার্কিন ও ভারতীয় শিল্প-প্রযুক্তিকারীদের মধ্যে সস্তাব স্থাপন করিতে চাই এবং আশা করি মার্কিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানারা ভারতীয় ছাত্রদের আনাইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে তাহাদের ভারতে পাঠাইয়া দিবেন।"

### সিংহলে কঞ্চল রপ্তানী

সিংহল সরকারের অমুরোধে ভারত সরকার সিংহলে কঞ্চল চালান সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল তাহা উঠাইয়া লইয়াছেন।

### চিনি উৎপাদনের পূর্বভাষ

'ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ সুগার টেকনোলজি অব ইণ্ডিয়া'র পরিচালক কানপুর হইতে চিনি উৎপাদনের পূর্বভাষ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। ভারতের আধুনিক কারখানাগুলির ১৯৪০-৪৪ সালের চিনি উৎপাদনের বিষয়ে ইহা প্রথম স্মারকলিপি। বিবরণীতে জানা যায় যে, গতবৎসরের মত চিনি-শিল্পে উৎপাদন বাড়াইবার জন্ত এবারও বখালায় চেষ্টা করা হইতেছে। কারখানাগুলি সম্পূর্ণ সামর্থ্য অমুযায়ী কাজ করিবার অধিকার পাইয়াছে এবং বাহাতে কারখানায় বেশী পরিমাণ আধ আসিতে পারে সেজন্ত চিনি ও আখের দর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কারখানায় আখের যোগানে প্রাচুর্য রক্ষার জন্ত শুড় নিয়ন্ত্রণের আদেশ বলবৎ রাখা হইতেছে। এই নির্দেশ অমুযায়ী কারখানা এলাকার শুড় বিক্রয় চলিবে না এবং উৎপাদিত অঞ্চল হইতে বাটতি অঞ্চলে মাল পাঠাইতে ছাড়পত্রের প্রয়োজন হইবে। যুক্তপ্রদেশে শুড়ের সর্বোচ্চ পাইকারী দর আট টাকা মণ বাহিয়া দেওয়ায় শুড় তৈয়ারী করার কারখানায় আধ

বেচা আর লাভজনক থাকিবে না। গন্ধকের অভাবে গতবৎসরের চিনি-উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছিল, এবার ভারত সরকার কারখানা-গুলিতে অসংকত বেগুচিহ্নানী গন্ধক সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে পরিমাণ গন্ধক যোগাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা কারখানা-সমূহের পক্ষে বখাশক্তি মাঝামাঝি ধরনের চিনি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। এছাড়া রেলকোম্পানী চিনির কারখানায় পোড়া ও পাথুরিয়া কয়লা পাঠাইবার ক্ষমতা ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে বলিয়া আশা দিয়াছেন। আধ চাষ এবার ভালই হইয়াছে, আশা করা যায় গত বৎসর অপেক্ষা অধিকান্ধ কারখানাই এবার বেশী পরিমাণ আখের যোগান পাইবে। যুক্তপ্রদেশের কোন কোন কারখানায় এপ্রিল মাসের শেষ অবধি এবং কোন কোন কারখানায় মে মাসের মাঝামাঝি অবধি কাজ চলিবে। বিহারের কারখানাগুলিতে চিনি উৎপাদন চলিবে এপ্রিলের মাঝামাঝি অবধি। গড়পড়তা কাজের সময় যুক্তপ্রদেশে ১২০ দিন ও বিহারে ১০০ দিন। শুধু আধ হইতে ভারতের ত্যাকুম প্যান কারখানাগুলিতে যে চিনি তৈয়ারী হয় তাহার পরিমাণ ১২ লক্ষ টনের বেশী। যে সব বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই

বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি পাওয়ার পর এবার শীতকালে বৃষ্টি হওয়াতে আধ চাষের অবস্থা আরও উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। এদিকে শুড়ের দামও আগের চেয়ে কমিয়াছে। এই সব কারণ লক্ষ্য করিয়া মনে হয় ১৯৪০-৪৪ সালের প্রকৃত উৎপাদন বর্তমান হিসাবমত ১২ লক্ষ টন না হইয়া আরও যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

১৯৪০-৪৪ সালের চিনি উৎপাদনের আঙ্মানিক হিসাব :—

| প্রদেশ                         | চালু কারখানার সংখ্যা | ব্যবহৃত আখের পরিমাণ টন | উৎপন্ন চিনির পরিমাণ টন |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| যুক্তপ্রদেশ                    | ৭০                   | ৬৮,২৫,০০০              | ৬,৭৪,৪০০               |
| বিহার                          | ৩১                   | ২০,৭০,২০০              | ২,৪৫,২০০               |
| পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম |                      |                        |                        |
| গীমাত প্রদেশ                   | ২                    | ১,৬৫,০০০               | ১৫,৫০০                 |
| মাদ্রাজ                        | ১১                   | ৪,০৫,২০০               | ৩২,৭০০                 |
| বোম্বাই                        | ৯০                   | ৮,২৭,৭০০               | ৮৮,৭০০                 |
| বাংলা                          | ৬                    | ৩,১৭,৮০০               | ২৫,৭০০                 |
| উড়িষ্যা                       | ২                    | ১০,৫০০                 | ১,০০০                  |
| করদ রাজ্যসমূহ                  | ১৮                   | ১১,২০,০০০              | ১,২৪,১০০               |
| মোট                            | ১৫০                  | ১,২১,৪২,০০০            | ১২,০৫,৩০০              |

## ইণ্ডিয়ান ট্যাণ্ডার ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ম্যাক্লে লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জয়পুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—এস কে রায়।

“পারিবারিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্ত আমাদের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য আমাদের সামাজিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্ত ব্যাঙ্কের প্রয়োজনও তদ্রূপ অপরিহার্য।”

আপনার সহায়তা আমরা কামনা করি—

## দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরেশ্বরী শ্রীশ্রীযুত মহারাজ।

মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

অফিসসমূহ :

গঙ্গাসাগর, শ্রীমঙ্গল, আজিমুরিগঞ্জ, মারানগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসের নগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাঁহ, জোড়হাট, মানু, চকবাজার, পোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বড়বাজার (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

চীফ অফিস : আগরতলা, ত্রিপুরা স্টেট

কলিকাতা অফিসসমূহ : ১১, ক্রাইস্ট রো,

টেলিফোন : ১৩০২ কলিকাতা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ষণ

৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড

টেলিগ্রাম : “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা”

### ইয়র্কশায়ার কয়লা খনি-ধর্মঘটের অবসান

লণ্ডন হইতে ১২ই এপ্রিল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শ্রমিকদের দাবী কর্তৃপক্ষ মিটাইয়া দেওয়ায় ইয়র্কশায়ার কয়লা-খনি ধর্মঘটের অবসান ঘটিয়াছে। ঐদিন হইতে খনিগুলিতে আবার পুরাদমে কাজ শুরু হইয়াছে।

### বিড়ি ও তামাক ব্যবসায়ী সজ্জ

নিম্নলিভ ভারত বিড়ি ও তামাক ব্যবসায়ী সজ্জের পাঁচজন প্রতিনিধি সম্মতি তামাকের উপর বর্জিত কর ও তামাক ব্যবসায়ীর অসুবিধা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন। তাঁহারা কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের ঐ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ গ্রীনফিল্ডের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

### কলিকাতার ভাড়াটিয়া বাড়ী

রেণ্ট কন্ট্রোল অর্ডার পরিচালনার জন্য অস্থায়ী সন্ধানসূত্রে জানা গিয়াছে, কলিকাতার অধিবাসীদের শতকরা ৯২ ভাগ ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন। কলিকাতায় মোট পাকা বাড়ির সংখ্যা ৭৪,৩৬৯; ইহার মধ্যে ২১,৯৯৬ খানিতে মালিকেরা বাস করেন এবং ৫২,৪৪৫ খানি ভাড়া দেওয়া হয়। বাকি অঞ্চলের বাড়ীর সংখ্যা ৪,৯৪০।

### গবেষণার পরিকল্পনা

দেশীয় রাজস্বসহ সমগ্র ভারতের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পসম্বন্ধীয় গবেষণার সুযোগ-সুবিধা পরীক্ষার জন্য ভারতসরকার একটি শিল্প-গবেষণা সমিতি নিয়োগ করিয়াছেন। স্তার যমুধর চেট্টা এই সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারগুলির পক্ষে কিভাবে চলিলে শিল্প ও বিজ্ঞান-গবেষণার পরিচালনা বা প্রসার সম্ভব, সে সম্বন্ধে রিপোর্ট দিব্যব জন্য এই কমিটিকে অহুরোধ জানান হইয়াছে। স্তার এম্ এম্ ডাটনগর এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং স্তার জে সি ঘোষ, লেঃ কর্ণেল এম্ এম্ সোণে, লেখ কান্তরত্নাই লালভাই, অধ্যাপক এম কে মিত্র, অধ্যাপক এম্ ডি কোরেশী, মিঃ জে জে গান্ধী ও ডাঃ কে এ হামিয়েদকে ইহার সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে।

### কয়লা-খনি অঞ্চলে খাদ্য প্রেরণ

বিহার সরকার গত ১৮ই মার্চ ধানবাদ-ঝরিয়া কয়লা-খনি অঞ্চলে ১ লক্ষ ৩২ হাজার মনের অধিক চাউল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া বিহারের একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। এই চাউল দ্বারা উক্ত অঞ্চলে ৮ লক্ষের প্রয়োজন মিটানো যাইবে। ধানবাদের ডেপুটি কমিশনার এখন ধানবাদ-ঝরিয়া কয়লা-খনি অঞ্চলের বরাদ্দ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ঐ-স্থানের অন্ত প্রয়োজনীয়ত খাদ্যব্যাধিও সংগ্রহ করা হইয়াছে।

### ব্রিটেনের জন্ম গম

আর্জেন্টিনার এবার প্রায় ২৫ কোটি ৬০ লক্ষ বুসেল গম উৎপাদ থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্মচারীদের অনুমান যে, ঐ গমের অধিকাংশই সরাসরি ব্রিটেনে রপ্তানী করা হইবে।

### নূতন ঋণ-ইজারা চুক্তি

নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদে প্রকাশ, আর্ম্যানী পরাজিত হইবার পর কার্যকরী হইবার মত ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে একটি নূতন ঋণ ও ইজারা চুক্তির আলোচনা শেষ হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে আমেরিকা যে জিনিষ পাঠাইবে, ব্রিটেন ইচ্ছা করিলে কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ দিয়া সেই জিনিষগুলিই আমেরিকাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবে। স্তার ডায়ুয়েল বিল এই সম্বন্ধে ব্রিটিশ পম্পর্কমেন্টের মতামত জানিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

### সিংহলে তরকারী রপ্তানীতে বাধা

কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে যে কোন পরিমাণ তরিতরকারী সিংহলে রপ্তানী হইত এবং ইহার জন্য কর্তৃপক্ষের দিক হইতে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় নাই। কলম্বো হইতে সম্মতি সংবাদ আসিয়াছে, এই অবাধ তরকারী আমদানীর সুবিধা হইতে ভারত-সরকার সিংহলকে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে কতকগুলি কঠোর বিধিনিষেধ আরী করা হইয়াছে।

### ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী

বোম্বাইএর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বস্ত্র-শিল্প নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী এ বৎসর ভারত হইতে ৬০ কোটি পজ ভারতীয় বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করা হইবে।

### মহিলা শ্রমিক কল্যাণ অফিসার

শ্রমিক-কল্যাণ পর্যবেক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাতজন কর্মচারী বিভিন্ন প্রদেশে ইতিপূর্বে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। মহিলা শ্রমিকদের দেখাশোনা করিবার জন্য কুমারী সি এ রাধা বাই নিযুক্ত হইলেন।

### বহু ব্যবস্থাপিত, উচ্চ প্রশংসিত

স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন রক্ষায়

“মডোভোন”

অব্যর্থ কলপ্রদ মহৌষধ

৮ আউন্স—২।০, ১৬ আউন্স—৩।০

ম্যালেরিয়া, পালুড্র, প্লীহার

“বেপ্তোন”

কার্যকরী ম্যালেরিয়া মিস্ত্র

৪ আউন্স—২।০, ৮ আউন্স—৩।০

শক্তিবর্দ্ধক : রক্তপরিষ্কারক

“নিওব্লাড”

আদর্শ টনিক

৮ আউন্স—২।০, ১৬ আউন্স—৩।০

প্রত্যেক জিনায় ষ্টিকিট আবশ্যক

পরিবেশক—এম্ ড্যাভী এণ্ড কোং

৪৪ সি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

## নূতন বৎসরে

আরেকটা নূতন বছরকে অভিবাদন জানাতে আমরা সকলে মিলিত হয়েছি। গত বৎসরের ফলে আসা দিনগুলি আজ আমাদের মনকে বড় বেশী নাড়া দিচ্ছে; কারণ গত বৎসরের মরুতর সমস্ত জাতির মনে এক বিরাত্তি বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। নূতন বৎসরে পা দিয়ে দেশের প্রত্যেকটি লোক সুখী হোক, শান্তি পাক এই প্রার্থনাই সবচেয়ে আগে মনে আসে। সকলের সুখ-সমৃদ্ধির প্রার্থনা নিয়ে আমরা আমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদের আমাদের নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

# ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং

লিমিটেড

১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### বাংলার কয়লা-সমস্যা

ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগ হইতে সম্প্রতি কলিকাতার মারোয়াড়ী বন্দিক সমিতি ঐক্যবানি পত্র পাইয়াছেন। এই চিঠিতে সরকারী-ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, প্রতিমাসে বাংলায় ২,৬০০ ওয়াগন কয়লার প্রয়োজন হয়; কিন্তু সর্বোচ্চ পরিমাণ কয়লা যতদিন পর্যন্ত খনি হইতে উত্তোলিত না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত বাংলার এ চাহিদা যোগান সম্ভব নহে। বরাদ্দ-ব্যবস্থার অল্প কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া যাওয়ার এখন রেলপথ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অল্প কয়লার পরিমাণ হ্রাস করিতে ভারত সরকার বাধ্য হইয়াছেন। তবে বাংলার তীব্র অভাব লক্ষ্য করিয়া ঠিক হইয়াছে যে, বরাদ্দ কয়লা অপেক্ষা ১০০ ওয়াগন বেশী কয়লা বাংলাকে দেওয়া হইবে।

### বৈদ্যুতিক মোটর

জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের ইঞ্জিনিয়ারেরা এক নতুন ধরণের বৈদ্যুতিক মোটর প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই মোটর প্রতি মিনিটে ১ কোটি ২০ লক্ষ বার আবর্তন করিতে পারে; অর্থাৎ সাধারণ বৈদ্যুতিক মোটর অপেক্ষা ইহার গতি হইবে ৬৫ গুণ বেশী। মোটরটির ওজন ৭ পাউন্ডের চেয়েও কম। বৃহৎ শেখ হওয়ার পূর্বে সাধারণের ব্যবহারের অল্প এই মোটর পাওয়া যাইবে না।

### পুস্তক-পরিচয়

‘বিহার হেরল্ড’—বিশেষ অর্থনৈতিক সংখ্যা। সম্পাদক মিঃ এম্‌ সি সমাদ্দার। বিহার হেরল্ড প্রেস, কদমকুরী, পাটনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

পাটনার সুপরিচালিত ইংরাজী সাপ্তাহিক ‘বিহার হেরল্ড’র একটি বিশেষ অর্থনৈতিক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের চাপে আমাদের আর্থিক জীবন আজ বিপন্ন, এই চুঃসময়ে বিভিন্ন দিক হইতে ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অনেক বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া পত্রিকাখানি দেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর অধিক মনোযোগ থাকিলেও সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধেও ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে। বৃহত্তর পুনর্গঠনের উপর রচিত প্রবন্ধগুলিতে সর্বসুখী দৃষ্টির পরিচয় আছে বলিয়া এগুলি পাঠ করিলে নিজেদের জটিল ও অসহায়তা সম্বন্ধে আমরা সজাগ হইয়া উঠিতে পারি। বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হওয়ার এই সংখ্যাটি এই দুইটি প্রদেশের লোকদের কাছে অধিকতর সমাদৃত হইবে। কাগজের দুঃপ্রাপ্যতার মধ্যেও পত্রিকাখানির অঙ্গশৌচব রক্ষার যথেষ্ট যত্ন লওয়া লইয়াছে। বর্তমান সংখ্যাখানিকে সঙ্গ দিক দিয়া সমৃদ্ধ করিয়া ‘বিহার হেরল্ড’র সম্পাদক যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমরা সর্বথা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি।

বিশ্ববাণী—শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা। শ্রীস্বামীজী বেনারস মঠ কর্তৃক ১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা তিন আনা মাত্র। আমরা ৬ষ্ঠ বর্ষের ১ম সংখ্যা বিশ্ববাণী পত্রিকা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই পত্রিকাখানি ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, পত্রিকা-পরিচালকবর্গ গতাহুগতিক ধারা বজায় রাখিয়া চলিতেছেন না, যুগোপযোগী ভাবধারা ও সংস্কৃতিও ইহাতে প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমান সংখ্যায় একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে—যাহার প্রয়োজনীয়তা আজিকার দিনে সর্বজনস্বীকৃত। আমরা পত্রিকাটির ক্রমোন্নতি ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

### ব্রিটিশ-পূর্ব আফ্রিকার ছাড়া উৎপাদন

যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ-পূর্ব আফ্রিকায় উৎপাদন একপ্রকার আঁশ হইতে ছাড়া ও দড়ি প্রস্তুত করার একটা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে এই শিল্পের পত্তন হয়। এখন কেনিয়া হইতে যো ককি বিশেষে চালান যায় তাহার ক্রমবর্ধমান আংশের অল্প এই ছাড়া ব্যবহার হয়।

### চাউলের পরিবর্তে রাইসেনা

সিংহলবাসীরা চাউলের পরিবর্তে রাইসেনা বলিয়া একটি খাদ্যদ্রব্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে পাইবে। ইহা গম হইতে মুটেন নামক পদার্থ বাদ দিয়া প্রস্তুত হয়। ইহা খাইতে অনেকটা ভাতের মত। ভাতের অপেক্ষা কম খাওয়া যায় বলিয়া ভাতের তুলনায় ‘রাইসেনা’ খাওয়ার লোকের খরচ কম পড়িবে।



### কাক ৩ ময়ূরপুন্দ্র -

‘হিমকল্যাণ’ বর্ণিত যে গাভীকাক দুই ময়ূর পুন্দ্র তাহার কুসুমিত দেহাবৃত করে ময়ূরের মনে মিশতে গিয়েছিল, পরিশেষে নকল ধরা পড়ে তার লাজনার অবধি ছিল না। প্রত্যয়গার হাত থেকে বেঁচে থাকতে হলে চাই একটু সজাগ দৃষ্টি—নকল ফেলে আসলকে চিনে নেওয়ার কল্যাণ।



**হিমকল্যাণ**

আদি ও অক্লিষ্ট পুষ্টিগত মাহোপকারী কেম্পোর্ডে  
হিমকল্যাণ ওয়ার্ল্ড স. কলিকাতা

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিন্ত হ’তে পারেন—

### বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :—চাঁদপুর      সেন্ট্রাল অফিস :—ঢাকা।  
কলিকাতা অফিস—৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

শাখাসমূহ :

পুরাণবাজার, ঢাকা, লৌহজঙ্গ,  
দৌঘিরপার, শ্রীনগর, তেজপুর

স্বদের হার—      ডিপোজিট      শতকরা  
চলতি—      ১%  
সেভিংস      ২%  
স্বামী আমানত      ৪% হইতে ৬% পর্যন্ত

মিঃ এম চক্রবর্তী      মিঃ এম দত্ত  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।      কলিকাতা এজেন্ট

### নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :      কলিকাতা প্রধান অফিস :  
কুমিল্লা      ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট।

কলিকাতায় অস্থায়ী শাখা :—  
কলেজ ষ্ট্রীট, গ্রামবাজার ও বালীগঞ্জ।

“ক্যাশ ক্রেডিট” প্রণয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা  
ধার দেওয়া হয়।

● মার্কেটাইল বিলের উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।  
শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্বত্র।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি কে দত্ত।

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ

সম্রাতি আমরা মাজাজের ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিমিটেডের গত ১৯৪২ সালের কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করি পাঁছাইছি। এই রিপোর্ট দুটো জানা যায়—আলোচ্য বৎসরে ১১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার নতুন বীমার জন্ম কোম্পানী ১,৩৯টি প্রস্তাব পাঁছাইছিল। উহার মধ্যে ১,০৩টি প্রস্তাবে মোট ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই নতুন বীমা বাবদ কোম্পানীর প্রিমিয়াম-আর বাৎসরিক ৭৮ হাজার ১১৮ টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম-বাবদ ৫ লক্ষ ৩ হাজার ২৩৭ টাকা, দাননী তহবিলের সুদ বাবদ ৫৭ হাজার ৬২২ টাকা ও অন্যান্য দফায় কোম্পানীর ১ হাজার ১০০ টাকা আর হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে বীমাকারীদের মৃত্যু-বাবদ ৭৫ হাজার ২২৪ টাকা ও পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৬ হাজার ২২৯ টাকা দাবী দাঁড়াইয়াছে। কার্য-পরিচালনা বাবদ ব্যয় ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্যয় বাবদ বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন-বীমা তহবিলে জন্ম করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৪১৩ টাকার দাঁড়াইয়াছে। স্বতন্ত্র সময়ে ব্যবসা পরিচালনা করিতে গিয়া দেশের অনেক কোম্পানীকেই আজ বেশী টাকা ধরিতে হইতেছে। উহাতে প্রিমিয়ামের অল্পপাতে ব্যয়ের হার বাড়িয়া বাইতেছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিমিটেড এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখাইয়াছে। এই কোম্পানীর কার্য-পরিচালনা বাবদ ব্যয় না বাড়িয়া ক্রমেই উহা হ্রাস পাইতেছে। ১৯৪০ সালে কোম্পানী উহার প্রিমিয়াম-আয়ের শতকরা ২৮ ভাগ কার্য-পরিচালনায় ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪১ সালে তাহা কমিয়া শতকরা ২০ ভাগ হয়, আলোচ্য ১৯৪২ সালে তাহা শতকরা ১৮ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। ব্যয় হ্রাসের এই পতি কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

বর্তমান কার্য-বিবরণীতে জীবন-বীমা তহবিল বাবদ ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, বিভিন্ন মজুত তহবিল বাবদ ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও অন্যান্য ধরনের দায় লইয়া গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর মোট ব্যয় দেখানো হইয়াছে ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে ঐ তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—ভারত সরকারের সিকিউরিটিতে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা,

মাজাজ গবর্ণমেন্টের ঋণপত্রে ৩৮ হাজার ৪২১ টাকা, মহীপুর সরকারের বন্ডে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, জমিদারী বন্ধকে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাংকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এই সকল বিবরণ-দুটো কোম্পানীর তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়।

### নতুন মৌখ কোম্পানী

ক্যালকাটা ম্যাচ ওয়ার্কস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর চামারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭৮ হারিসন রোড, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। দেশলাই-এর কারখানা।

মার্কানি কেমিক্যালস্ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি কে চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৩ হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ৭৫ লক্ষ টাকা। ঔষধপত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির কারবার।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি ইন্সিওরেন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস কে গঙ্গোপাধ্যায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯ ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। জীবন-বীমার ব্যবসা।

গণেশদাস কালুরাম লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি সাহেবরামকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬ সি জি রো, কলিকাতা। অমুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সেনারেল মার্কেট।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

শিবরাজপুর সিকিউকেট লিঃ—গত ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ৩২.১০ আনা। এডওয়ার্ড স্ট্যান্ডন মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ১৫.৭ টাকা। মেয়ার স্ট্যান্ডন মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম বার্ষিক শতকরা ২০.৭ টাকা। সেফুরি স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম কাইনাল ডিভিডেণ্ড ২২.৭ টাকা (সর্বসম্মত বার্ষিক শতকরা ৪২.৭ টাকা)। ক্রিচিমপলী মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ম কাইনাল ডিভিডেণ্ড বার্ষিক শতকরা ১৮.৮০ আনা। বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য বার্ষিক শতকরা ৪.৭ টাকা। ষ্টার পেপার মিলস্ লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে আয়করমুক্ত ১০ আনা হিসাবে। আর্থার বাটলার এণ্ড কোং (মজফরপুর) লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য বার্ষিক শতকরা ১০.৭ টাকা। বাউড়িয়া কটন মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ারে ১০.৭ টাকা অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা ২০.৭ টাকা হিসাবে। আপার ইণ্ডিয়া কুপার পেপার মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য বার্ষিক শতকরা ১২.৭ টাকা।

### জাতীয় অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড

#### —ব্যাক ও বীমা—

## ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দি পিয়ারলেস লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

জাতীয় সম্পদ বাড়াতে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে।

হেড অফিস :—৮, লায়ন্স রোড, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ :—বোম্বে, রাইপুর, চক্রধরপুর, চাইবাঙ্গা, ঢাকা, নবদ্বীপ, দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, দীঘিরপাড় ও আলারিয়া।

আর রায়, বি, এ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## ওভারল্যান্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : কলি ১২০৯

আদায়ী মূলধন ... ৬ লক্ষাধিক  
কার্যকরী মূলধন ... ১২.২ লক্ষাধিক

শাখাসমূহ :—দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা, গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, ঢাকা ও কটক।

চেয়ারম্যান—শ্রীযুত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জি. চৌধুরী—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।



## বাজারের হালচাল

### টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১০ই এপ্রিল

টাকার বাজারে অধিকতর টাকার চাহিদা পূর্বের মতই চলিয়াছে এবং তাহার ফলে চাহিদা-বাজে পরিশোধের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মের (কল মার্গ) হ্রদের হার কলিকাতা ও বোম্বাই দুই বাজারেই আট আনা হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রেষ বিবরণীতে দেখা যায় যে, দায়ন সর্বথা বৃদ্ধি পাইয়াছে; এদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির উদ্ভূত পত কয়েক সপ্তাহে খুব কমিয়া গিয়াছে। টাকার চাহিদা বোম্বাইয়েই সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যাইতেছে। সেখানে ট্যাক্স দিবার অস্ত এবং কতকটা সোনা-রূপায় কারবার করিবার অস্ত নগদ টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। এই কারণেই দুই সপ্তাহের মধ্যে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির দায়ন ক্রমেই বাড়িয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহেও ভারত সরকারের ট্রেজারী বিলের টেওয়ারের আস্থানে বিশেষ লাড়া পাওয়া যায় নাই। গত ১১ই এপ্রিল তারিখের তিন মালের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আস্থানে আবেদনের পরিমাণ হইয়াছিল ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ১৯৮২ দরের সমুদয় সারেরদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার টেওয়ারের গড়পড়তা হ্রদের হার বার্ষিক শতকরা ৮/০ বাধ্য হইয়াছে। আপাদী সপ্তাহেও দুই কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেওয়ার আস্থান করা হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় সাপ্তাহিক বিবরণীতে দেখা যায়, গত ৭ই এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৯০ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬০ কোটি ৭২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৬৬ কোটি ২২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। তৎপূর্ব সপ্তাহের পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ৯১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬১ কোটি ৩১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা; পূর্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৪৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও ২৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। পূর্ব

সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল ৬২ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা ও ২৪ কোটি ৭২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।

### কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১০ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার-বাজারে বহিঃ কিছু পরিমাণ কর্মতৎপরতা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার অধিকাংশটাই বিক্রোদ্যদের ভিড়ে; বলিতে গেলে শেয়ারের দর বৎসামাত্রই হইয়াছে। কোন কোন শেয়ারের দর বাড়িয়া গেলেও ক্রেতারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তাহা কিনিতে সাহসী হয় নাই। পূর্ব-সীমান্তের বৃদ্ধ পরিহিতিতে একে ক্রেতাদের মন চঞ্চল, তাহার উপর নানা-রকম গুণ্ডন তুলিতে শুনিতে তাঁহারা সাহস হারা-ইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া মধ্যে দুটি

থাকতে বাজারের আবহাওয়া বদল দিকে গিয়াছিল। এই অবস্থা দীর্ঘহারী না হইবার সম্ভাবনা এবং আসাম-সীমান্ত হইতে জাপানীরা হুটিয়া গেলেই শেয়ার বাজারের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

### কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজারে কতকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্র. হ্রদের কোম্পানীর কাগজের দর মঙ্গলবার ৯৫৫ আনার নামিয়া গিয়াছিল। পরে বাড়িয়া ইহা আবার ৯৭ টাকার পৌছিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্র. হ্রদের ঋণপত্র (১৯৪৭-৫০) ১০১৮/০ আনার কেনা-বেচা হইয়াছিল। ১০৪ হইতে ১০৪৫ আনার ৫ হ্রদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণপত্র সামান্য পরিমাণ হস্তান্তরিত হয়। বাজারে

## মেডার্ণেশন ব্যাঙ্ক এন্ড ইন্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—১০মং ক্যামিং স্ট্রিট, কলিকাতা;

ফোন ক্যাল : ৪৫৫০, ৪৫৪৫

পেট্রল :—হিজ হাইনেস দি মহারাজা অব ত্রিপুরা

কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, পার্ক সার্কাস, স্ট্রামবাজার।

অত্রাশ শাখা :—কুষ্টিয়া, চুচুড়া, জামালপুর, জিয়াপুঞ্জ, ঢাকা (চকবাজার এবং সদরঘাট), বর্ডমান, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গত ২রা এপ্রিল মাণিকতলা (কলিকাতা)

শাখার শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—সামসুদ্দিন আহমেদ, এম. এল. এ (বাংলা গভর্নমেন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী)

## ঘোষণা

আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে, ১৯৪৪ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতার ২০১, হারিসন রোডে আমাদের বড়বাজার শাখার উদ্বোধন হইবে।

পৃষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে-সি-এস-আই

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য

## দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

প্রধান অফিস—আগরতলা, রেজিঃ অফিস—আখাউরা (ত্রিপুরা)

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ স্ট্রিট।

প্রাদেশিক ঋণপত্রগুলির কোন কাজ হয় নাই এবং ৩০ হুদের হাওড়া ব্রিজ লোন ১৯৮০ আনার কিছু কিছু বিক্রীত হইয়াছে।

### কয়লা খনি

ম্যাকমিল কোম্পানীর অধীন কয়লা কোম্পানীর মূহুর প্রবৃত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ লক্ষ্যোৎসাহক না হওয়ায় এসপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে কোন উন্নতি দেখা যায় না। অবিক্রাংশ কয়লার খনির শেয়ারের দরই মজার দিকে গিয়াছে। বেঙ্গল ৫০০ টাকার নামিয়া গিয়াছিল। শেষে অবশ্য উহার কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে। এ্যামেলগ্যামেটেড ৪৪ টাকার ক্রেতাবেচা হইয়াছে। বরাকরের দর এ সপ্তাহে ২৯ টাকার হইতে ৩০ টাকার উঠানামা করিয়াছিল এবং উহার উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্য যথাক্রমে ২৮৮০ ও ৩১ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। সাউথ করণপুরা ও কুয়ার্দির শেয়ারের উল্লেখযোগ্য ক্রয়বিক্রয় চলিয়াছে। বড় শেয়ারের মধ্যে রাণীগঞ্জের শেয়ারের দর ৪১ টাকার কাছাকাছি নামিয়া ক্রেতাবিক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

### পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে প্রথমে পাটকলের শেয়ার-বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। শুক্রবার বাজারের অত্যধিক উন্নতিতে সকলেই বিস্ময় বোধ করেন এবং পতন-শীল বাজারের এ তেজী ভাব সত্যই আশীত ছিল। হাওড়া ৬৭৮/০ আনার নামিয়া গিয়া ৬৯০ আনার উঠিয়াছে, কামারহাটি ৫৪৮ টাকা হইতে ৫৬৮ টাকার উঠিয়াছে। এলায়েন্স অবশ্য প্রায় স্থির ছিল এবং ইহার শেয়ারের দর ৪৯৫ টাকার আশেপাশেই ঘুরিয়াছে। কাকিনাড়ার শেয়ারের দর মঙ্গলবার ছিল ৪৮৪ টাকা শুক্রবার ইহা ৪৯৯ টাকার উঠিয়াছে। শুক্রবার এললো-ইঞ্জিয়া, বরাহনগর, চাপদানী প্রভৃতি কোম্পানীর শেয়ার-ক্রেতার সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। কিছু বিক্রয়-তার সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইঞ্জিয়ান, আয়রণ এবং স্টীল কর্পোরেশনের বাজারে কোন উন্নতিই পরিলক্ষিত হয় নাই, বরং শেয়ারের কিছু কিছু দর পড়িয়াছে। অবশ্য মঙ্গল-বারের তুলনায় শুক্রবারের বাজারের অবস্থা কিঞ্চিৎ আশাপ্রদ বলা চলে। মঙ্গলবার ইহাদের শেয়ারের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩৪৮০ আনা ও ২৬ টাকা। শুক্রবার এই মূল্য বাড়িয়া ৩৫৪০ ও ২৬৪০ আনার উঠিয়াছে। আর্থার বাটলার শেয়ারের মূল্য পূর্বে ছিল ১৯০ আনা; ইহা এ সপ্তাহে ১৬০ আনা পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে।

### চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ার-বাজারে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। কেকর শেয়ার ২৮ টাকার সামান্য উপরে ও নীচে

উঠানামা করিয়াছে। যার ক্রয়ারি ২৫ টাকার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুক্রবার বল-রামপুর ১৬৮/০ আনা; কানপুর ৩৮৮/০ আনা ও নিউ সাতান ১৯০ আনা হইতে ১৯৮/০ আনার কেনা-বেচা হইয়াছে।

### কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন কর্মপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয় নাই। শুক্রবার অবশ্য অল্প নানা শেয়ার-বাজারের মত কাপড়ের কলের শেয়ার-বাজারেও সামান্য উত্তেজনা দেখা যায়। কানপুর টেক্স-টাইলসের দর ৪১ আনা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫/০ আনার উঠে এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ৮৮০ আনার পৌছে।

### চা-বাগান

আলোচ্য সপ্তাহে আলার সীমান্তের বিসমতুল পরিস্থিতির অল্প চা-বাগানের অবিক্রাংশ শেয়ারের দর উল্লেখযোগ্যভাবে পড়িয়া যায়। সাত ১৫ দিন আগে তেজপুরের দর ছিল ১৯৮/০ আনা, শুক্রবার ইহা ১৬৮/০ হইতে ১৬০ আনার মধ্যে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহের শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

### কোম্পানীর কাগজ

৩ হুদের ঋণপত্র—(১৯৪১-৪৪) ৬ই এপ্রিল—২২ ২২০/০; ৮ই—২৮০/০; ১০ই—২৮৮/০।  
৩ হুদের ঋণপত্র (১৯৪০-৪৫) ৬ই এ—২৮৮/০; ১০ই—২৮ ২৮৮/০ ২৮৮/০; ১১ই—২৮/০ ২৮৮/০

স্থাপিত : ১৯২৩

## ইস্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লি:

রেজি: অফি:—নারায়ণগঞ্জ কলিকাতা অফিস:—১৭৬, ক্রপ ষ্ট্রিট।

ফোন:—বড়বাজার ২৮৭

ক্রিয়ারিং এর যাবতীয় সুযোগ সহ  
ক্রমোন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাঙ্ক

লভ্য বাক:—নিভাইগঞ্জ, শিলচর, সিলেট, কলিমগঞ্জ, বরিশাল ও কুমিল্লা।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার:

শ্রী কামিনীকুমার পাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

শ্রী সত্যীশচন্দ্র সাহা

টেলিফোন: ক্যাল ১৪৬৪-১৪৬৫

টেলিগ্রাম: "এরিয়োপ্লাস্ট"

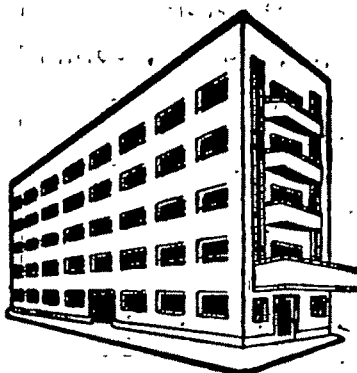
## বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স

সিণ্ডিকেট লিঃ

মূলধন

|           |     |     |                         |
|-----------|-----|-----|-------------------------|
| অনুমোদিত  | ... | ... | ২৫,০০,০০০ টাকা          |
| বিক্রীত   | ... | ... | ১৮,০০,০০০ টাকা          |
| আদায়ীকৃত | ... | ... | ১০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে |

লভ্যাংশ: আমাদের প্রারম্ভের তিন বৎসরকাল মধ্যেই অংশীদারগণ  
নিয়োজিত অর্থের শতকরা ১৮ ভাগ ফেরৎ পাইয়াছেন।



নিরাপদ ও লাভজনকভাবে টাকা খাটাইতে  
হইলে আমাদের

“ফিক্সড ডিপোজিটে”

অর্থ বিনিয়োগ করুন

সুদ হই বৎসরের জন্ম শতকরা বার্ষিক ৫

“শেয়ার ডিলার্স হাউস”

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

“বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স”

(আমাদের নিজস্ব বাড়ী)

আমরা সর্বপ্রকার শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি। বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমাদের “মাসুলী  
শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট” নিয়মিতভাবে পাঠ করুন। বিনামূল্যে নমুনা কপি পাঠান হয়।

২৮/০ ; ১২ই—২৮/০। ৩. সুদের ডিস্কেন্স বণ্ড (১৯৪৩-৪৫) ১১ই এঃ—২২৫/০। ৩. সুদের ঋণপত্র (১৯৪৩-৪৫) ১১ই এঃ—২৮০/০ ; ১২ই—২৮০/০ ; ২৮/০। ৩। সুদের কোম্পানীর কাগজ চাই এঃ—২৮৫/০ ২৮৫/০ ২৭ ২৮/০ ; ৮ই—২৮/০ ২৭/০ ; ১০ই—২৮/০ ২৮/০ ২৮/০ ; ১১ই—২৮৫/০ ২৮৫/০ ২৮৫/০ ২৮ ২৮/০ ২৮/০ ২৮৫/০ ২৮/০ ; ১২ই—২৮৫/০ ২৭ ২৮৫/০। ৩। সুদের ঋণপত্র (১৯৪৭-৫০) ১০ই এঃ—১০১৫/০ ; ১১ই—১০১৫/০। ৪. সুদের ঋণপত্র (১৯৪০-৭০) ১২ই এঃ—১১০/০। ৫. সুদের ঋণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ১১ই এঃ—১০৪/০ ১০৪ ; ১২ই—১০৪/০ আনা।

### ডিবেনকার

৩। সুদের (১৯৫৫-৫৬) হাওড়া ব্রিজ চট এপ্রিল—২২৫ আনা।

### ব্যাক

এলাহাবাদ (গ্রেফ) ১১ই এপ্রিল—১৭৩। হিল চাই এঃ—৫৭। ৫৬৫ ৫৬। ৫৬। ১০ই—৫৭। ৫৬৫ ; ১১ই—৫৬।। রিজার্ভ চাই এঃ—১২৭ ১২৭। ১২২ ; ১০ই—১২৬। ১১ই—১২৬ ১২৬। ১২৭ ১২৭। ১২ই—১২৮। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল চাই এঃ—২৬। ২৬৫/০ ; ১২ই—২৩ ২৩। ২৪ ২৫ টাকা।

### কম্পার ধনি

এ্যামালগ্যামেটেড চাই এপ্রিল—৪৪ ৪৪/০ ৪৪।। বেঙ্গল-নাগপুর চাই এঃ—৫৪।। বোকারো এণ্ড রামগড় চাই এঃ—২২। ২২/০ ; ৮ই—২২৫ ৩০ ; ১০ই—২২। ১১ই—২২/০ ; ১২ই—২২/০ ২২।। বড়বেমো চাই এঃ—৬৫/০ ; ১২ই—৭৪/০ ৭৪/০। বরাকর চাই এঃ—২২। ২২। ৮ই—২২। ২২।/০ ; ১০ই—২২।/০ ২২/০ ; ১১ই—২২৫/০ ২২। ২২/০ ; ১২ই—২২/০ ৩০।/০ ৩০/০। বরাকর (গ্রেফ) ১০ই এঃ—১৬৮। বেমো বেইম চাই এঃ—১২৭/০ ; ১১ই—১৬৫ ১২ ; ১২ই—১২৫/০ ১২।/০। ইকুইটেবল চাই এঃ—৫১।/০ ৫১৫/০ ; ৮ই—৫১। ১০ই—৫১। ৫০। ১১ই—৫০ ; ১২ই—৫১ ৫১। ৫১।/০। কালাপাহাড়ী চাই এঃ—২৬। ২৬। ১১ই—২৬৫ ২৬। ২৬।/০। মণ্ডলপুর ১১ই এঃ—২০/০। নাজীরা চাই এঃ—১১৫/০ ; ১০ই—১১৫ ১১৫/০ ; ১১ই—১০৫ ১১৫/০ ; ১২ই—১১৫/০ ১১।। নিউ বীরভূম চাই এঃ—২৮৫/০ ২২/০ ২২/০ ; ১০ই—২৮। ১১ই—২৮। ২২/০ ; ১২ই—২২। ২২৫।। রাণীগঞ্জ চাই এঃ—৪১/০ ৪১/০ ; ৮ই—৪১/০ ৪১। ১০ই—৪১/০ ৪১ ; ১১ই—৪০৫ ৪০/০ ; ১২ই—৪২ ৪১।। সাতপুকুরীয়া এণ্ড আসানসোল চাই এঃ—৩/০ ; ১০ই—৩/০ ; ১২ই—৩।। সাতুধ করণপুরা চাই এঃ—১১ ১১/০ ; ১২ই—১১।। তালচের চাই এঃ—৫৫/০ ; ৮ই—৫৫/০ ; ১০ই—৫৫/০ ; ১১ই—৫৫/০ ; ১২ই—৫৫/০ ৬০ আনা।

### কাপড়ের কল

বালুচী চাই এপ্রিল—১০৫/০ ১০ ; ১০ই—১২।/০ ১২। ১১ই—১০৫/০ ; ১২ই—১২৫/০। বোমারগ চাই এঃ—১০। ১০ই—১২৫/০ ; ১১ই—১২৫/০ ; ১২ই—১২৫/০। কামপুর টেক্সটাইলস চাই এঃ—১৪৫ ১৪।/০ ১৪।/০ ; ৮ই—১৪৫/০ ১৪৫ ; ১০ই—১৪৫ ১৪।/০ ১৪।/০ ; ১১ই—১৪।/০ ১৪।/০ ; ১২ই—১৪।/০ ১৪৫/০। এলগিন মিলস চাই এঃ—৭৫ ৭৫। ১০ই—৭৫ ৭৫। ১১ই—৭৪। ৭৫ ; ১২ই—৭৫।। এলগিন মিলস (গুড গ্রেফ) ১০ই এঃ—২৬।। কেশোরাম চাই এঃ—১৭/০ ; ১১ই—১৬৫/০ ১৭/০ ; ১২ই—১৭।/০ ১৭/০। মহালক্ষী ১২ই এঃ—৩১।। নিউ ভিক্টোরিয়া চাই এঃ—৮।/০ ৮। ৮ই—৮৫। ৮।/০ ; ১০ই—৮।/০ ৮। ১১ই—৮। ৮।/০ ৮।/০ ; ১২ই—৮।/০ ৮।/০। নিউ ভিক্টোরিয়া (গ্রেফ) চাই এঃ—১১।/০ ; ৮ই—১১।/০ ১১। ১১।

১১ই—১১/০। প্রভাতী টেক্সটাইলস ১০ই এঃ—১০। আনা।

### পাটকল

আগড়পাড়া ১১ই এপ্রিল—২২। ২২।/০। এলায়েস চাই এঃ—৪২৫ ৪২২ ; ৮ই—৪২০ ; ১২ই—৪২৫। বিড়লা চাই এঃ—৪৩০। বজবজ চাই এঃ—৪১০ ; ৮ই—৪১২ ; ১০ই—৪০২ ; ১১ই—৪০২। ডালহৌসী চাই এঃ—২৮০ ২৭৭ ; ১২ই—২৮১। ফোর্ট স্টার ১০ই এঃ—৬৮২ ৬৭৫ ; ১২ই—৬৮৫। গৌরীপুর চাই এঃ—৭৮২ ৭৮৫ ৭৮২ ; ১১ই—৭৭৭। ১২ই—৭৮৪ ৭৮০ ৭৮২। হাওড়া চাই এঃ—৬২।/০ ৬২। ৮ই—৬২/০ ৬২। ১০ই—৬২/০ ৬২। ১১ই—৬৮ ৬৮/০ ৬৭।/০ ; ১২ই—৬২। ৬৮।/০। হুজুমচাঁদ চাই এঃ—৩৬ ; ১০ই—৩৫। ৩৫।/০ ; ১১ই—৩৫/০ ৩৫।। কামারহাটি চাই এঃ—৫৫২ ৫৫২ ; ৮ই—৫৫৩ ; ১০ই—৫৫৪ ৫৫৪

ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এ্যাসোসিয়েশন কমিটি ছুঃধের সহিত জানাইতেছেন যে, ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফিসিয়াল ইয়ার বুক-এর ১৯৪৪ সালের সংস্করণ সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বিক্রয়ের ক্ষুঃ আর এক খণ্ডও পাওয়া যাইবে না। যাহারা গ্রন্থখানি অগ্রিম ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন নাই তাঁহাদের ক্ষুঃ কমিটি আন্তরিকভাবে ছুঃখিত। এই উপলক্ষে কমিটি তাঁহাদের গ্রাহকবর্গকে আগামী বৎসরের সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সময় থাকিতে অর্ডার দিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন।

সেক্রেটারী—

**ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এ্যাসোসিয়েশন**  
লিমিটেড

৭, লায়ন্স রোড, কলিকাতা।

## ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২১

হেড অফিস—৮৪নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

প্রধান শাখা :—৯৭ নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা

কোম কলি : ৪১৭৩

শাখা অফিস

কলিকাতা—

বালীগঞ্জ, শ্রামবাজার, ইটালী।

বাংলার অঞ্চল—

হাওড়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, চৌমুহনী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াটুলী ও নবাবপুর (ঢাকা)।

বিহার—পাটনা,

আজ্ঞা, পূর্ণিয়া, রাঁচী।

লভ্যাংশ

শতকরা

৭।।০

দেওয়া হইয়াছে

বাবতীয় আধুনিক

ব্যক্তি ব্যবসায়

করা হয়।

এজেন্সী :—

ভারতের সর্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।

মজঃফরপুর শাখা জীয়াই খোলা হইবে।

সেক্রেটারী—মিঃ টি মজুমদার

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এম কে গুহ

৫৫৫; ১১ই—৫৪৮ ৫৫০; ১২ই—৫৬০  
৫৬০ ৫৬২। কাকনাড়া চই এঃ—৪২৭  
৪২৮ ৪২৯; ১১ই—৪৮৪ ৪৮৫; ১২ই—  
৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১। নদীয়া চই এঃ—১১০০  
১১৫ ১১৬; চই—১১৪ ১১৫ ১১৬; ১০ই  
—১১৫ ১১৬; ১১ই—১১০ ১০৯ ১১১;  
১২ই—১০৯ ১১২ ১১১ টাকা।

#### খনি

বার্মা কর্পোরেশন চই এপ্রিল—০৮/০ ০৮/০;  
১২ই—০৮/০। ইণ্ডিয়া কপার চই এঃ—২৮/০  
১০ই—২৮/০ ২৮/০; ১২ই—২৮/০ ২৮/০। করণ-  
পুরা ডেভেলপমেন্ট চই এঃ—২৬৮/০; চই—২৬৮/০  
১০ই—২৬ ২৬০; ১১ই—২৬০; ১২ই—২৬/০  
রোডেশিয়া কপার ১০ই এঃ—২৮/০; ১১ই—২৮/০  
১২ই—২৮/০ আনা।

#### কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প চই এপ্রিল—২১১  
২০৯; ১১ই—২০৬ ২০৯ ২০৭; ১২ই—  
২০৭। ওরিয়েন্ট ১১ই এঃ—৩০০। ত্রিগোপাল  
১১ই এঃ—২২৮ ২৩০; ১২ই—২৩০। টিটাগড়  
চই এঃ—২৭৮ ২৭৮/০; চই—২৭৮/০ ২৭৮/০  
২৭৮/০; ১০ই—২৭৮/০ ২৭৮/০; ১১ই—২৭৮/০  
২৬৮/০ ২৭৮; ১২ই—২৭৮ ২৭৮/০ ২৭৮/০।

#### চিনির কল

বলরামপুর চই এপ্রিল—১৭০ ১৭৮ ১৬৮/০;  
১০ই—১৬৮ ১৬৮/০; ১১ই—১৬৮/০ ১৬৮/০।  
কেন্দ্র এণ্ড কোং চই এঃ—২৮০ ২৭৮/০; চই—  
২৮০; ১০ই—২৭৮/০ ২৭৮/০; ১১ই—২৭৮/০  
২৭৮/০; ১২ই—২৭৮/০ ২৭৮/০ ২৭৮/০।  
কানপুর চই এঃ—৩২৮/০; চই—৩২৮/০ ৩২৮/০।  
চম্পারন ১১ই এঃ—৩৮৮/০। স্বারভাঙ্গা ১০ই এঃ—  
২২০; ১১ই—২২/০ ২৮৮/০। রামনগর কেন  
চই এঃ—১২৮/০; চই—১২৮/০; ১০ই—১২৮/০  
১২৮; ১১ই—১২৮/০; ১২ই—১২৮/০। সমষ্টিপুর  
১২ই এঃ—১২৮/০ ১২৮/০ আনা।

#### চা-বাগান

অটল চই এপ্রিল—১৫৮; ১০ই—১৫৮/০  
১৫৮। বড় দীঘি চই এঃ—৬২৮/০ ৬২৮/০; ১১ই—  
৬২৮/০ ৬২৮ ৬২৮/০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া চই এঃ—  
১৪ ১০৮/০ ১০৮/০; ১২ই—১২৮ ১০৮ ১০৮।  
হাতীকীরা ১১ই এঃ—২৮ ২৮/০; ১২ই—২৮/০  
২৮/০। তেলিঙ্গাপাড়া চই এঃ—৫৬৮; ১১ই—  
৫৬৮ ৫৬৮; ১২ই—৫৬৮। তেজপুর চই এঃ—  
১৬৮/০; ১১ই—১৫৮; ১২ই—১৬৮। তেজপুর  
(প্রেক্ষ) ১১ই এঃ—১৫৮ ১৬৮ টাকা।

#### বিবিধ

এ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন চই এপ্রিল—  
১৮০; ১২ই—১৮৮। আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট চই  
এঃ—১৪৮/০ ১৪৮/০; চই—১৪৮/০ ১৪৮/০; ১০ই  
১৪৮/০; ১১ই—১৪৮/০; ১২ই—১৪৮/০ ১৪৮/০।  
বেঙ্গল কেমিকেল ১০ই এঃ—৪৬৮। বেঙ্গল



বাতা মার্কা

গ্যামভানাইজড  
সিট  
শ্লেস ও করগেট

দি  
ইন্ডিয়ান কর্পোরেশন  
অব বেঙ্গল লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টঃ বার্ন এণ্ড কোং

SC-19 (5)

সুন্দর ডিজাইনের  
ইংরাজি ও বাংলা  
সর্বপ্রকার ছাপার কাজ  
সুলভে ও নির্দিষ্ট সময়ে  
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া

আর্থিক জগৎ প্রেসে

অনুমোদন কর্তৃক।

১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন বহুবাজার ৬৩৮২

কেমিকেল (গ্রেক) ১১ই এঃ—২১৮/০। ডালমিয়া  
সিমেন্ট ৬ই এঃ—১৮/০; ১০ই—১৮৬/০। ডালমিয়া  
সিমেন্ট (গ্রেক) ৬ই এঃ—১৪২/০; ৮ই—১৪৬/০  
১৪৪/০; ১২ই—১৪৫/০। ইঞ্জিনিয়ারিং  
ফেক্টারিং ১০ই এঃ—৩৪০/০। ইগো-বার্না  
পেট্রোল ১০ই এঃ—৬৫৫/০; ১১ই—৬৫০/০ ৬৬/০;  
১২ই—৬৫০/০ ৬৬/০। ইগো-বার্না পেট্রোল  
(গ্রেক) ১০ই এঃ—১০৯০/০। নিউ এশিয়াটিক  
ইনসিগুরেন্স ৬ই এঃ—১২১/০ ১২/০; ৮ই—  
১২১/০ ১২/০; ১০ই—১২১/০; ১১ই—১২/০  
১২/০; ১২ই—১২১/০ ১২/০ আনা।

## ইলেকট্রিক

আগ্রা ১২ই এপ্রিল—১৪৯ টাকা।

## ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ৬ই এপ্রিল—  
১৭৮/০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৬ই এঃ—২৮৬/০;  
১০ই এঃ—২৮/০; ১১ই—২৮/০; ১২ই—২৮৬/০  
ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রন ১১ই এঃ—১৭৮/০  
১৮/০। বার্ন এণ্ড কোং ১০ই এঃ—৩৮০/০ ৩৮১/০।  
১১ই—৩৮১/০ ৩৮০/০। ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ষ্টীল  
৬ই এঃ—৩৫১/০ ৩৫১/০ ৩৫১/০; ৮ই—৩৫১/০  
৩৫১/০; ১০ই—৩৫১/০ ৩৪৮/০; ১১ই—৩৪৮/০  
৩৪৮/০ ৩৪৮/০; ১২ই—৩৫১/০ ৩৫১/০ ৩৫১/০।  
জেনারেল এণ্ড কোং ৬ই এঃ—২২১/০ ২২১/০ ২২১/০;  
১১ই—২২১/০ ২২১/০। কুমারমুখী ৬ই এঃ—২১/০;  
৮ই—২১/০; ১০ই—২১/০ ৮৮/০ ২১/০; ১১ই—  
২১/০ ২১/০ ৮৮/০; ১২—২১/০ ২১/০। ভাশমাল  
আয়রন এণ্ড ষ্টীল ৬ই এঃ—১২১/০ ১২১/০; ৮ই—  
১২১/০; ১০ই—১২১/০; ১১ই—১২১/০ ১২১/০;  
১২ই—১২১/০ ১২১/০। ষ্টীল করপোরেশন ৬ই  
এঃ—২৬১/০ ২৬১/০; ৮ই—২৬১/০ ২৬১/০ ২৬১/০;  
১০ই এঃ—২৬১/০ ২৬১/০; ১১ই এঃ—২৬১/০  
২৬১/০ ২৬১/০; ১২ই—২৬১/০ ২৬১/০। ষ্টীল  
প্রোডাক্টস ১০ই এঃ—৭১০ আনা।

( রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—১১৭৬ পৃষ্ঠার পর )

মনে যে বল থাকে প্রয়োজন, সে-বল আনিতে  
পারে একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের  
নেতৃবর্গ কারাবদ্ধ থাকিলে দেশবাসী যে  
অচিরে উদ্ধৃত্ত হইবে না, এ-কথা অস্বীকার  
করিবার উপায় নাই।

\* \* \*

আসাম ও বাংলার সীমান্তে বহিঃশত্রুর  
আক্রমণ যখন আতঙ্কজনক হইয়া উঠিতেছে,  
সে সময়ে বাংলা দেশের সরকার মাধ্যমিক  
শিক্ষা বিল উত্থাপন করিবার অবকাশ পাই-  
লেন। বিলটি নিশ্চয়ই দেশের মাধ্যমিক  
শিক্ষা সংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্যে বিরচিত,  
কিন্তু এই শিক্ষার বাবদ সরকারী বরাদ্দের  
বহর দেখিয়া আমরা সে-বিষয়ে সন্দেহান  
হইয়া পড়িতেছি। শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে  
আমাদের যে সন্দেহটুকু থাকে, এক বিষয়ে  
আমাদের সন্দেহ নাই। এই বিল প্রসঙ্গে  
সাম্প্রদায়িক বাদবিতণ্ডা উঠিতে আরম্ভ করি-  
য়াছে,—ইহা বিধিবদ্ধ হইলে সরকার-অনুমত  
সাম্প্রদায়িক ভেদ-নীতির আর এক দফা জয়  
হইবে এবং দেশবাসীর আজিকার দিনে

একান্ত প্রয়োজনীয় এক আর্থিক বিপন্ন  
হইবে।

বিলে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের গঠন ও  
উহা গঠনের নিমিত্ত যে নির্বাচন-প্রণালী  
প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহা অনুমান করিলেই  
ইহার সত্যকার উদ্দেশ্য ধরা পড়িবে। প্রস্তা-  
বিত বোর্ডের গঠনের ক্ষমতা নির্দিষ্ট দফার  
যেখানেই একাধিক সদস্য নির্বাচিত হইবে,  
সেখানেই দেশি সাম্প্রদায়িক বিভাগ। শুধু  
হিন্দু-মুসলমানে বিভাগ নহে; সাধারণ হিন্দু  
ও উপশিল্পী হিন্দুর মধ্যেও বিভাগ। বিলের  
প্রস্তাব অনুসারে সাম্প্রদায়িক মুখপাত্রগণের  
নির্বাচন হইবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, হিন্দুরা  
নির্বাচন করিবে হিন্দু সদস্য, মুসলমানেরা  
মুসলমান সদস্য ইত্যাদি। কলিকাতা বিশ্ব-  
বিদ্যালয়ের সেনেট সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-  
প্রণালী বিরোধী হইলেও, এক্ষেত্রে কোনো  
ব্যতিক্রম দেখিতেছি না।

বিলের অস্ত্র বহু দোষ পণনা না করিয়াও  
এই এক সাম্প্রদায়িকতার কারণে আমাদের  
মনে প্রশ্ন উঠিতেছে: এই বিলের মূল উদ্দেশ্য  
কি? শিক্ষা সংস্কার না শিক্ষার পবিত্র-ক্ষেত্রেও  
সাম্প্রদায়িকতার বীজ-রোপণ?

## আরও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য

(কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়াছেন)

## শিলং ব্যাঙ্ক

## —কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—১৯০১ ইং

হেড অফিস : শিলং

গ্রাম : "Shill Bank"

কোন শিলং ১৬৬

কলিকাতা ব্যাঙ্কাস

দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

প্রথম বর্ষ হইতেই সন্তোষজনক লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

১৯৪৩ সালে শতকরা ১০ ডিভিডেন্ড দেওয়া হইবে।

এখনও শেয়ারের মূল্যেই শেয়ার বিক্রয় হইতেছে।

বিস্তৃত বিবরণ ও শেয়ার-আবেদন কর্তৃক অত্র

হেড অফিস অথবা আমাদের যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখুন।

ব্রাঞ্চ—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও কলিমগঞ্জ

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্ক কার্য করা হয়।

[ কেন্দ্রীয় সরকার ভারতরক্ষা আইনের ১৪ এ ধারা অনুসারে শেয়ার  
বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। এই অনুমতিদানকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে  
প্রদত্ত কোন রিপোর্ট বা মতামতের দায়িত্ব লইতেছেন না। ]



এবং

আমাদের  
পাঠ্য পুস্তক  
প্রদান করুন।হাজারাদা  
ব্যাঙ্ক লিঃ

৩৭ ক্যানিং স্ট্রীট কলিকাতা

(ভারত সরকারের শিল্প-সংরক্ষণ-নীতি—

১৯৭৭ পৃষ্ঠার পর)

সুবিধা দেওয়া সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ফিস্ক্যাল কমিশন প্রধানতঃ তিনটি বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, (১) দেশে যে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রহিয়াছে, (২) রক্ষণ-শুল্ক ছাড়া যে শিল্প সম্বল গড়িয়া উঠিবার আশা নাই এবং (৩) যে শিল্প গড়িয়া তোলা হইলে শেষ পর্যন্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থার সাহায্য ছাড়াও বাহিরের প্রতিযোগিতার সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিবে বলিয়া মনে করা যায় তাহাকেই কেবল শুল্কের সুযোগ দিতে হইবে। ডাঃ মাথাই বলিতেছেন যে, ফিস্ক্যাল কমিশন উপরোক্ত তিনটি বিচার্য বিষয় নির্দেশ করিয়া সকলগুলি একসঙ্গে বিবেচনা করিবার জন্তই সুপারিশ করিয়াছিলেন। সকল দিক বিবেচনা করিয়া সমষ্টিগতভাবে যে শিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইবে তাহাকেই রক্ষণ-শুল্কের সুযোগ দিতে হইবে—ইহাই ছিল ফিস্ক্যাল কমিশনের সুপারিশের তাৎপর্য। কোন শিল্প কোন একটি সর্ব পুরণে অক্ষম হইলেই সংরক্ষণ সম্পর্কে তাহার দাবী বাতিল করিয়া দেওয়া উক্ত কমিশনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কমিশনের সুপারিশের মূল তাৎপর্য উপেক্ষা করিয়া বর্তমানে সেভাবেই শিল্প-সংরক্ষণ সম্পর্কে দেশবাসীর দাবীদাওয়া বিবেচনা করিতেছেন। উপরোক্ত প্রথম সর্বটির উপর জোর দিয়া কাঁচামালের অভাব দেখা গেলেই তাঁহারা শিল্পের জন্ত রক্ষণ-শুল্কের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাঃ মাথাই এ বিষয়ে কাঁচ-

শিল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই শিল্পের পক্ষে যে সোডা এস বা সাজিমাটি প্রয়োজন এদেশে তাহা নাই। তাহা ছাড়া টেরিক বোর্ডের মতে অল্প সকল দিক দিয়াও এই শিল্পের প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা বর্তমান। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ট্যারিফ বোর্ডের সে অভিমত উপেক্ষা করিয়া শুধু সাজিমাটি নাই বলিয়াই রক্ষণ-শুল্ক সম্পর্কে কাঁচ-শিল্পের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের এই ধরনের নীতি ডাঃ মাথাই মোটেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন না। ইংলণ্ডে ও জাপানে বস্ত্র-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের প্রধান কাঁচামাল তুলা এই দুই দেশে বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রবার-জব্য তৈয়ারের শিল্প আজ খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐ দেশে স্বাভাবিক ধরনের রবার পাওয়া যায় না। এই সব কথা বিবেচনা করিলে শিল্প-সংগঠন সম্পর্কে কাঁচামালের অভাবটা খুব বড় করিয়া দেখা চলে না। আর সেদিক দিয়া বিচার করিয়া সংরক্ষণ সম্পর্কে কোন শিল্পের দাবী-দাওয়া বাতিল করিয়া দেওয়াও মোটেই সঙ্গত নহে। কাজেই ডাঃ মাথাই যে এই নীতির একটা পরিবর্তন দাবী করিয়াছেন দেশের স্বার্থের দিক হইতে তাহা আমরা খুব সমর্থন-যোগ্য বলিয়া মনে করি।

গবর্ণমেন্টের অল্পদার নীতির জন্ত এদেশে অনেক শিল্প এখনও রক্ষণ-শুল্কের সুযোগ পায় নাই। যে কয়টি শিল্পকে এই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে গত কতিপয় বৎসর মধ্যে তাহাদের অভাবনীয় উন্নতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ডাঃ মাথাই তাঁহার পুস্তকে এ সম্পর্কে যে সংখ্যা-বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শিল্পের উৎপাদন

১৯২২-২৩

১৯৩২-৩৩

ইস্পাত

(Ingot)

১,৩১,০০০ টন

১০,৭০,০০০ টন

চিনি

২৪,০০০

১২,৪২,০০০

কাগজ

২৪,০০০

৭০,০০০

বস্ত্র ১৭২,৫০,০০,০০০ গজ ৪০১,৩০,০০,০০০ গজ  
দিয়াশলাই ৮.৬০,০০০ গ্রোস ২,২০,০০,০০০ গ্রোস

রক্ষণ-শুল্কের সুবিধা দেওয়ার পর অল্প-কাল মধ্যে ইস্পাত-শিল্প, চিনি-শিল্প, কাগজ-শিল্প ও দিয়াশলাই-শিল্পের উন্নতি-শিল্পের ব্যাপারে সংরক্ষণ-নীতির পরম উপযোগিতার কথাই আমাদের কাছে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ব্রিটিশ জাতির স্বার্থের নিগড় ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনভাবে তাহার নিজের শিল্প-ব্যবসায়ের কথা চিন্তা করিতে পারিত তবে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ষণ-শুল্ক প্রবর্তনের ভিতর দিয়া এদেশে আরও অনেক শিল্পের সমুচিত উন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিত। ডাঃ জন মাথাই সেজন্য ভারতে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। দেশের হিতকামীমাত্রই তাঁহার এই মন্তব্যে তাঁহার সহিত একমত হইবেন সন্দেহ নাই।

## ঢাকারিয়া ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন লিঃ

২১-এ, ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ১৭৪৪

শতকরা বার্ষিক সুদ

চলতি হিসাবে

১০০ ও তদতিরিক্ত জমায়— ১

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক— ২

স্থায়ী আমানত— ৩-৬

ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড  
হিসাবের নিয়মাবলীর জন্য লিখুন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ ডি এন চাটার্জী

## ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা (বেঙ্গল)

স্থাপিত—১৯০৬ (আগষ্ট)

১৯৪১ সালের দ্বিতীয় ভ্যালুয়েশনে যে হারে বোনাস ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা ভারতে বিধোষিত সর্বোচ্চ হারের অন্তর্গত।

| বোনাস                                    |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| প্রতি বৎসর                               | প্রতি হাজারে       |
| আজীবন বীমায়                             | ১৬ টাকা            |
| মেয়াদী বীমায়                           | ১০ টাকা            |
| লাইফ ফাণ্ড                               | ৩,৩৩,০০০ টাকার উপর |
| মোট সম্পত্তি                             | ৪,৬৩,০০০ " "       |
| (৩০.৬.৪৩ তারিখের হিসাবানুযায়ী)          |                    |
| ১৯৪০ সালের প্রথম অর্ধ বৎসরে লাইফ ফাণ্ডের |                    |
| পরিমিত অর্থ আরও ৫০,০০০ বৃদ্ধি হইয়াছে।   |                    |

বিশেষ সর্ব রিভ্রেন্ডেমেন্টেটভস্ আবশ্যক।

এন. সি. দত্ত, এম. এল. সি., চেয়ারম্যান।

## ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

১৫, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

উপার্জন করা সহজ কিন্তু সঞ্চয় করা কঠিন

আপনি যদি নিয়মিত প্রতিমাসে ২০ টাকা হইতে ১০০ টাকা জমা দেন, তবে আমরা আপনাকে ভাল রকম সঞ্চয়ের জন্য সাহায্য করিতে পারি। আপাতদৃষ্টে এই জমা অতি সামান্য হইলেও দশ বৎসর পরে আপনার এই পছন্দিত ভবিষ্যতের পরিমাণ ঠাড়াইবে এক হাজার ছয়শত ত্রিশ টাকা সঞ্চয়ের গুণ অভ্যাসসাপেক্ষ। সেই অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে আপনাকে আমরা সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

সঞ্চিত অর্থই প্রকৃত অর্জিত অর্থ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এইচ দত্ত।



(যুদ্ধকালীন ভারতের কুটির-শিল্প—  
১৯৭২ পৃষ্ঠার পর)

কারখানাতে সাধারণতঃ কাপড়-ধোলাই সাবানই প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আজকাল গায়ে মাখা সাবান, দাঁড়ি কামাই-বার সাবান ও সুগন্ধি সাবান তৈয়ার করাও এই সকল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে শুরু হইয়াছে। কিন্তু বৃহৎ সাবান উৎপাদন-শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির—বিশেষতঃ দুইটা খুব শক্তিশালী ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের—প্রতিযোগিতার মুখে ক্ষুদ্র সাবান-শিল্প-কারখানাগুলির টিকিয়া থাকা খুব কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বিশেষ কোনরূপ সুগঠিত সম্মান নাই যাহার মারফত ইহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিতে পারে। অধিকন্তু সাবান উৎপাদন-ব্যাপারে ‘কষ্টিক সোডা’ এবং আরও কয়েকটা রাসায়নিক দ্রব্যের বিশেষ প্রয়োজন। এই সকল জিনিষ এদেশে খুব কম উৎপন্ন হয়। ইহাদের দর বর্তমানে অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে। সাবান মুড়িবার দ্রব্যাদিও ছুপ্রাপ্য হইয়াছে। এই সকল কারণে সাবান নির্মাণের কুটির-শিল্পগুলি একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কাজকর্ম চালাইতেছে।

এই সকল শিল্প ছাড়াও কুটির-শিল্পগুলির মধ্যে লোহালঙ্কারের ছোট ছোট কারখানা, তালা, চাবি, ছুরি, কাঁচি, সিগারেট, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, বিস্কুট, ক্রটি, এনামেল, প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহারা ছুরি, কাঁচি, সিগারেট প্রভৃতির বহু অর্ডার পাইয়াছে। একমাত্র পান্জাবই মাসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ছুরি যোগান দিতেছে। একটু চেষ্টা করিলে ইহার উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বাড়ান যায়। হায়দরাবাদে ছুরি কাঁচি নির্মাণ করিবার জন্য কতকগুলি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। অনুমান করা যাইতেছে যে, এই সকল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি চামচ, কাঁচা চামচ, টেবিলে বসিয়া আহালাদির জন্য ব্যবহৃত ছুরি এবং সাধারণ শ্রেণীর ছুরি বৎসরে প্রত্যেকটা ৫ লক্ষ হিসাবে উৎপাদন করিতে পারিবে। অতএব মাত্র পান্জাব এবং হায়দরাবাদ হইতেই বৎসরে ৪২ লক্ষ ছুরি, কাঁচি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই এবং বাঙ্গলা দেশ হইতে বহু পরিমাণে ছুরি, কাঁচি পাওয়া যাইতে পারে। গবর্ণমেন্ট যে সকল দক্ষিণ কারখানা স্থাপন করিয়াছেন তাহার উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২ লক্ষ

সামরিক পোষাক হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৩ সালে ৮০ লক্ষ পোষাকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গবর্ণমেন্টের দক্ষিণ কারখানাগুলিতে কাপড় কাটা, সেলাইকর, পোষাকে বোতাম লাগান প্রভৃতি কাজও জোর চলিতেছে।

ইহা ছাড়াও যুদ্ধকালীন প্রয়োজন মিটাইতে কতগুলি নতুন ক্ষুদ্র-শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার মধ্যে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি-প্রস্তুত-শিল্প অত্যন্ত, পূর্বে এই সকল জিনিষ বিদেশ হইতেই আমদানী হইত। এক্ষণে এই সকল জিনিষের বেশীর ভাগ এদেশেই প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল যন্ত্রপাতি উৎপাদনের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের সামরিক বিভাগের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ছাড়াও ভারতে প্রস্তুত ৮০ হাজার ডাক্তারী যন্ত্রপাতি রাশিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্তমানে এই সকল যন্ত্রপাতি প্রতিমাসে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার উৎপন্ন হইতেছে। সৈনিকদের জন্য টিনে সংরক্ষিত আহাৰ্য্য-দ্রব্য অধিকাংশই বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করা হইত; কিন্তু আচার, মোরব্বা, সিরাপ, টমেটো, শুকনো ফল এবং শাকসব্জী টিনে অথবা বোতলে সংরক্ষিত করিবার জন্য প্রচেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছে। টিনের অভাবের জন্য শুকনো ফল কাগজে মুড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শুকনো মাছ, মাংস এবং ডিম টিনে সংরক্ষিত করিবার শিল্পও কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। ক্রস, এনামেল, মৃন্ময় পাত্র, কার্ডবোর্ড, শিং ও হাড়ের বোতাম, চিরুণি প্রভৃতি জিনিষপত্রাদি কুটির-শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছে।

যদিও যুদ্ধের দরুন ভারতের সর্বত্র অনেকটা ব্যাপক আকারে কুটির-শিল্পগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তবুও কুটির-শিল্প উন্নয়নের জন্য গবর্ণমেন্ট যথোপযুক্ত নজর দেন নাই। কুটির-শিল্পগুলির উন্নতির জন্য গবেষণা অথবা কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। ফলে অনেক জিনিষপত্রাদি গুণানুসারে নিম্নস্তরের হইয়াছে। ইহা ছাড়া কাঁচা মাল ও মূলধন যোগাড় করিতে না পারায় কুটির-শিল্পের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

এই সকল অন্তরায় দূর করিতে হইলে প্রথমতঃ কুটির-শিল্পগুলির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারী সাহায্য দরকার। ভারত সরকারের অধীন বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণা পরিষদের উচিত কুটির-শিল্পগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উৎপাদন-প্রণালী পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া। যাহাতে কুটির-শিল্পগুলি অন্ততঃ প্রাদেশিক

ভিত্তিতে কোন না কোনরূপ সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যিক। পান্জাবে ছুরি কাঁচি নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে পশম ও বস্ত্র বয়না শিল্পকারকেরা এবং যুক্তপ্রদেশে নকল জাল বয়নকারীরা কতকটা সম্ভবত্বভাবে সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছে। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। ইহার বিরাট জনসংখ্যার প্রয়োজন মিটাইতে কুটির-শিল্পের একটা বিশেষ স্থান রহিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে দেশী এবং বিদেশী বৃহৎ শিল্পগুলির প্রতিযোগিতার দাপটে কুটির-শিল্পগুলির টিকিয়া থাকা বিশেষ কষ্টকর হইবে। সরকারী সাহায্য এবং বিশেষভাবে কোনরূপ সংরক্ষণ-নীতির সুবিধা না পাইলে কুটির-শিল্পগুলির অবস্থা যুদ্ধের পরে বিশেষ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। এসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের এখন হইতেই অবহিত হওয়া বিধেয়। বাঙ্গলা দেশের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যুদ্ধের সুযোগ-সুবিধার বিশেষ কোন অংশ এই প্রদেশের কুটির-শিল্পগুলি লাভ করিতে পারে নাই। বাঙ্গলা সরকারের শিল্পবিভাগ যদি গতানুগতিক বিভাগীয় রীতিনীতি পরিবর্তন করিয়া এসম্বন্ধে উদ্যোগী হন তাহা হইলে বাঙ্গলার বহুমুখী কুটির-শিল্পগুলি অচিরেই বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে। ইহাতে পল্লী-বাসীদের আর্থিক অবস্থাও কতকটা ভাল হইবার আশা আছে। বাঙ্গলা সরকারের কুটির-শিল্পগুলিকে আরও অতিরিক্ত সাহায্য ও উৎসাহ দান করা উচিত। এই সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক গঠিত শিল্প, জরিপ কমিটি একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্যে ব্রতী হইলে বাঙ্গলার ধ্বংসোন্মুখ কুটির-শিল্পগুলির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

ইউনাইটেড

ব্যাঙ্কিং কংগ্রেস

নিম্নিত

হেড অফিস :

২০১সি, লালবাজার স্ট্রিট,  
কলিকাতা

শাখাসমূহ :

ভাঙ্গা ও গোপালগঞ্জ

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য আমরা  
করিয়া থাকি।

## পাটের বাজার

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে পূর্ববৎ তেজীর ভাবই চলিয়াছে। আব-হাওয়ায় সংবাদ, যুদ্ধ-সংবাদ এবং পাট-চাষীদের উদ্বাসীনতার সংবাদ এই তেজী ভাবের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার যে পাটচাষের জন্য জমির পরিমাণ, পাটের দর প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানীর জন্য কাঁচা পাট ও চট-খলের দর বাধিয়া দিয়াছেন। সরকারী এই নতুন আদেশের ফলে কলিকাতার বাজারে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, কারণ ভারতের বাজারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে দর নির্দিষ্ট হইবে। জুলাই মাস হইতে যে দর চলিয়া আসিতেছে সেই দরই এখনও বহাল আছে, কিন্তু পাকা বেলের দর ৬৩ হইতে ১২৫ হওয়ার রপ্তানীকারকদের বাহিয়া মাল কিনিবার সুযোগ হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে বেচাকেনা খুব কম হইয়াছে। মিলওয়ালারা কিছু কিছু আলুগা পাট কিনিতেছে, তাহারা নতুন ফসলের ভরসা করিয়া আছে। এ সময় পাটের রপ্তানীও কম হইয়াছে। মফঃস্বলের চড়া দর এবং নতুন ফসলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা বাজার ঠিক রাখিয়াছে। গত দুই মাসে কলিকাতার বাজারে পাট কম আসিয়াছে, এ কারণেও ক্ষেতাদের আগ্রহ না দেখা গেলেও পাটের দর পড়িতেছে না। এদিকে আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের যুদ্ধ আসাম ও পূর্ব-বঙ্গের পাট ফসলের সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাইতেছে; অত্যাধিক কয়লার অভাবে মিল-গুলির কাজও তেমন চলিতেছে না বলিয়া পাটের বর্তমান চাহিদা কম দেখা যাইতেছে। সুতরাং দরের পরিবর্তন হইতেছে না। তবে কয়েক-প্রকার আলুগা পাটের দাম মণপ্রতি ১০ চার আনা পড়িয়াছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণে পাটের দরে কোন-রূপ পরিবর্তন ঘটিলে পাটের দর কিছু উঠিতে পারে, কারণ ধান ও চাউলের দর এখনও বাংলা

সরকারের নির্ধারিত দরের অপেক্ষা বেশী দেখা যাইতেছে।

মেসার্স সিন্ধুয়ার দ্বারা এক কোম্পানি লিমিটেড ৮ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের জন্য ফসলের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বীজ বণন সম্ভাবজনকভাবে চলিয়াছে; কয়েকটি মেসার্স অবশ্য আরও বৃষ্টির প্রয়োজন। গত বৎসর অপেক্ষা কম হইলেও নিচু জমিতে আবাদ মোটামুটি শেষ হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ—এখানে আবহাওয়া অমূল্য; গত বৎসরের এই সময়ের নর আনার তুলনায় এবার চার আনা বীজ বোনা হইয়াছে। নদীর জল গত বৎসরের এই তারিখের প্রায় ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি নিম্নে আছে।

চাঁদপুর—আবহাওয়া অমূল্য। গত বৎসরের এই সময়ের পনর আনার তুলনায় এ বৎসর সাড়ে সাত আনা বীজ বোনা হইয়াছে। চারাগুলির স্বাস্থ্য ভাল। নদীর জল গত বৎসরের এই তারিখের তুলনায় ১ ফুট ৬ ইঞ্চি নিম্নে আছে।

হাজিগঞ্জ—আবহাওয়া অমূল্য। গত বৎসরের এই সময়ের সাড়ে চৌদ্দ আনার তুলনায় এবার ছয় আনা বীজ বোনা হইয়াছে। নদীর অবস্থা স্বাভাবিক।

আশুগঞ্জ—আবহাওয়া অমূল্য হইলেও আরও বৃষ্টির প্রয়োজন। গত বৎসরের এই সময়ের পুরা বীজ বোনার তুলনায় এবার এ পর্যন্ত সাড়ে তিন আনা মাত্র হইয়াছে। নদীর জল গত বৎসর এই তারিখের তুলনায় সাড়ে তিন ফুট নিচে আছে।

আখাউরা—আবহাওয়া অমূল্য। গত বৎসরের এই সময়ের সাড়ে তেরো আনার তুলনায় নর আনা বীজ বোনা হইয়াছে। অকুরোদাম সম্ভাবজনক হইয়াছে, চারাগুলির স্বাস্থ্য ভাল। নদী স্বাভাবিক অবস্থায় আছে।

নিকলিহামপাড়া—আবহাওয়া অমূল্য। গত বৎসরের এই সময়ের দশ আনার তুলনায় ছয় আনা বীজ বোনা হইয়াছে। চারার অবস্থা ভাল। নদীর জল গত বৎসরের এই তারিখের তুলনায় ৪ ফুট ১ ইঞ্চি নিচে আছে।

এলাসিন—আবহাওয়া অমূল্য। গত বৎসরের এই সময়ের সওয়া এগার আনার তুলনায় বীজ বোনা হইয়াছে পৌনে পাঁচ আনা। চারাগুলির অবস্থা ভাল। নদী স্বাভাবিক অবস্থায় আছে।

সরিষাবাড়ী—আবহাওয়া উষ্ণ ও শুষ্ক। গত সপ্তাহে অল্প এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে। গত বৎসরের এই সময়ের চার আনা ৮ পাই-এর তুলনায় ছয় আনা বীজ বোনা হইয়াছে। চারাগুলির স্বাস্থ্য ভাল। নদী গত বৎসরের এই তারিখের তুলনায় ১ ফুট ২ ইঞ্চি নিচে আছে।

ময়মনসিংহ—আবহাওয়া অমূল্য। গত বৎসরের এই সময়ের সাত আনা ৪ পাই-এর তুলনায় সাড়ে চার আনা বীজ বোনা হইয়াছে। নদীর অবস্থা স্বাভাবিক।

## ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ কোম : কলি ৬৮-৬৯  
হেড অফিস—৭, ওয়েলসলী প্লেস, কলিকাতা

সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা

বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”

আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”

আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান—শ্রীযুক্ত যত্ননাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোপায় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
স্বাভাবিক কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুরোধে জানা যায়  
শাখা—বড়বাজার ও শ্রীমদবাজার (কলিকাতা),  
নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং ঢাকা।

পে-অফিস : মিরকাতিম

প্রিয়নাথ রায়—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

## নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা কোম ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

অফিসসমূহ :

কলিকাতা কেন্দ্র :—শ্রীমদবাজার, হারিসন রোড,  
ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, হাওড়া, বড়বাজার,  
বহুবাজার, হাটখোলা, লেক মার্কেট।  
বাজালা কেন্দ্র :—ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ,  
নোয়াখালী, চৌমুহনী, কুষ্টিয়া।  
বিহার কেন্দ্র :—পাটনা, পাটনা সিটি, আমশেদপুর,  
সাক্কা, চাইবাসা, কলিয়া।  
উত্তর ভারত কেন্দ্র :—দিল্লী, নয়াদিল্লী, লক্ষ্ণৌ,  
কাণপুর, মেঠেন রোড (কানপুর)।  
আসাম কেন্দ্র :—শিলং, গোহাটী, তেজপুর, বুবড়ী,  
নগাঁও।

কে.এন.দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

কোন :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১ ম্যাগে সেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বালীগঞ্জ—৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ

বোবাজার—৮৪, বোবাজার ষ্ট্রিট

বড়বাজার : ঢাকা : বরিশাল : বহরমপুর (বেঙ্গল)

বেনারস ও রাঙ্গি (ইউ, পি)

পে অফিস—গোড়াবাজার : বহরমপুর (বেঙ্গল)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন বি ঘোষ দত্তদার।

সিরাজগঞ্জ—আবহাওয়া অসুস্থ। গত বৎসরের এই সময়কার ছয় আনার তুলনায় দেড় আনা বীজ বোনা হইয়াছে। চাষার স্বাস্থ্য ভাল। নদীর জল গত বৎসরের তুল্য।

ভাঙ্গুড়া—আবহাওয়া উত্তম ও শুষ্ক। অল্প এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে। গত বৎসরের এই সময়কার গওয়া ছয় আনার তুলনায় দেড় আনা বীজ বোনা হইয়াছে। নদীর জল গত বৎসর এই তারিখের তুলনায় ১ ফুট ৫ ইঞ্চি নিচে আছে।

তুলনা করিবার জন্য গত বৎসরের কসলকে ১৬ আনা বরা হইয়াছে।

## তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজারে দর কিছু ওঠা-নামা করিয়াছিল। সোনা-রূপার বাজারের অপরিবর্তিত ভাব তুলার বাজারে সংক্রামিত হয় না। ইহার কারণ, বোম্বাই-এ মিলওয়ালাদের চাহিদা খুব কম দেখা গিয়াছিল। সরকারী ইন্সপেক্টরের কলে দর সামান্য চড়িলেও বাজার সাধারণতঃ যুদ্ধ-সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সম্প্রতি বঙ্গ-শিল্প নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের বৈঠকে বঙ্গ-ব্যবসায়ের উন্নতির বিধান সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহারও কোনও ফল তুলার বাজারে পরিলক্ষিত হয় নাই। ১২ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতার দর ছিল ৪৩৬/-, তৎপূর্ব দিন উহার দর ছিল ৪০৯/-

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে সোনা-রূপার বাজারে কাটকা-বাজারের সরকার পক্ষ হইতে সাবধান করিয়া দেওয়া হইলেও ঐ বাজারে কাটকাবাজী থামে নাই। আসাম-রক্ষা সীমাস্থের যুদ্ধসংবাদ আশঙ্কা-জনক বোধে লোকের সোনা কিনিবার কোঁক এখনও দেখা যাইতেছে। গত ৮ই এপ্রিল হইতে ১২ই এপ্রিলের মধ্যে সোনার দর অপরিবর্তিত ছিল। সোনা ও রূপা উভয়েরই দর বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতার বেশী। ১৪ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতার বাজারে প্রতি তোলা সোনার দর ছিল ৭৬১০/-

## রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজার পূর্ববৎ দেখা গিয়াছে। সপ্তাহের শেষভাগে বোম্বাই-এ রূপা অব্যবহিক বিক্রয় হয়। রূপার দর নীচে রাখিবার জন্য রূপার উপর আমদানী-শুল্ক হ্রাসিত রাখিয়া বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্র হইতে রূপা আমদানী করার সম্ভাবনা থাকিলেও ঋণ-ইজারার ভিত্তিতে ভারতে রূপা সরবরাহ হওয়ার সম্বন্ধে জনমত পরিবর্তিত হয় নাই।

ভারতের সোনা-রূপার বাজার, বিশ্বের বাজার হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়াতে বোম্বাই-এ গত বুধবারে নতুন করিয়া একটা তেজীর ভাব দেখা গিয়াছিল। রূপার দর গত ৮ই এপ্রিল তারিখের পর হইতে কিছু চড়িয়াছে। কলিকাতার দর যথারীতি বোম্বাই-এর দরের অনুগমন করিয়াছে। ঐ দিন বোম্বাই-এ প্রতি একশত তোলা রূপার দর ছিল ১৩৬৫/- এবং কলিকাতার দর ছিল ১৩৭১/- ১৪ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতার দর বাজারে রূপার দর বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ১৩৮০/-

## বোম্বাইয়ে অগ্নিকাণ্ডে শতাব্দিক

### লোক নিহত

গত ১৪ই এপ্রিল বোম্বাইর ডক অঞ্চলে এক বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড হয়। মিউনিসিপ্যাল, এ-আর-পি ও মিলিটারী কর্মচারীরা সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়া প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরে অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হয়। বিস্ফোরণের ফলে রাজপথ ও ফুটপাথ কাঁচের টুকরার আবৃত হয়। 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' অফিসের কাঁচের জানালাগুলি এবং কতকগুলি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আলমারির কাঁচগুলি বিচূর্ণ হয়। এই বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে সহস্রাবিক লোক আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০০ জনকে চিকিৎসার্থে এখনও হাসপালে রাখা হইয়াছে। ১০২ জন লোক নিহত হয় (তন্মধ্যে হাসপাতালে ৬৭ জন মারা যায়); তাহাদের মৃতদেহ শব-ব্যবস্থাপাগারে লইয়া যাওয়া হয়। অধিকাংশ মৃতদেহই সনাক্ত হইয়াছে এবং তদন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

## রাজস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—

২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—

শ্রীমবাজার, বালীগঞ্জ, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মাল (জলপাইগুড়ি), বনগাঁও, বানারহাট (জলপাইগুড়ি) ও মৈদপুর।

ফোন :

● ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ক্যাল ৪০৩৮

● পি ভজ।

বিনয় ঘোষ

লিখিত

## ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধ

মূল্য ১ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—

আর্থিক জগৎ প্রেস—

১২, বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

এবং

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে।

## কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস কুমিল্লা : : স্থাপিত ১৯১৪

### মূলধন

|                   |                     |                  |
|-------------------|---------------------|------------------|
| অনুমোদিত          | ...                 | ১,০০,০০,০০০ টাকা |
| বিলিকৃত ও বিক্রীত | ৬০,০০,০০০ টাকা      |                  |
| আদায়ীকৃত         |                     |                  |
| (অগ্রিম কল সহ)    | ৩২,০০,০০০ টাকার উপর |                  |
| রিজার্ভ ফাণ্ডস্   | ...                 | ১৫,০০,০০০ " "    |

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এন সি দস্ত, এম, এল, সি

আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কাহারও  
নিভুল

## কুষ্ঠী ও ঠিকুজী

পাইতে হইলেন

এবং

আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে হইলে

জ্যোতিষী সুধাংশুকুমার ডাট্টাচার্য্য বি, এ,

৫নং নিতাইবার লেন, বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতায়

পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।



# আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক  
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৬ষ্ঠ বর্ষ

কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল, সোমবার, ১৯৪৪

৪৯শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

| বিষয়                                  | পৃষ্ঠা    | বিষয়                  | পৃষ্ঠা  |
|----------------------------------------|-----------|------------------------|---------|
| সাময়িক প্রসঙ্গ                        | ১১৯৯-১২০১ | আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর | ১২০৬-১৪ |
| রাজনৈতিক প্রসঙ্গ                       | ১২০২      | কোম্পানী প্রসঙ্গ       | ১২১৫    |
| লোকের জীবন-যাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ | ১২০৩      | বাজারের হালচাল         | ১২১৬-২২ |
| ভারতে শিল্পোন্নতির অন্তরায়            | ১২০৪      |                        |         |

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### স্বর্ণ বিক্রয়ের মুনাফা

ভারতের চড়া বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে সোনা বিক্রয় করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে বড় রকম মুনাফা করিয়া লইতেছেন সে খবর আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। ইতিপূর্বে কয়েকবার আমরা এই প্রকার মুনাফা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদও জ্ঞাপন করিয়াছি। কিন্তু সোনা বিক্রয়ে তাঁহাদের মোট লাভের পরিমাণ যে কত, আমাদের পক্ষে তাহা হিসাব করিয়া দেখান এতদিন সম্ভবপর হয় নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মুখ্যত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে স্বর্ণ আনিয়া এদেশে তাহা বিক্রয় করিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহারা কি দরে সোনা ক্রয়ের চুক্তি করিয়াছেন তাহা আমাদের জানা ছিল না বলিয়া এই বিষয়ে একটা সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। যাহা হউক, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি এই বিষয় নিয়া আলোচনা হওয়ায় মুনাফার প্রকৃত পরিমাণ এক্ষণে ভাল ভাবেই বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের সদস্য মিঃ এ জে ওয়ার্থ এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন,

ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহাদের চুক্তি অনুসারে এই যুদ্ধের সময়ে ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং দরে প্রতি আউন্স সোনা ক্রয় করিতেছেন। জাহাজ ভাড়া ও বীমার প্রিমিয়াম লইয়া ঐ সোনার মোট খরচ পড়িতেছে প্রতি আউন্সে ৮ পাউণ্ড ১১ শিলিং। ঐ দরে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সোনা লইয়া ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট তাহা ৮ পাউণ্ড ১৪ শিলিং দরে বিক্রয় করিতেছেন। ভারতে ঐ সোনাই তাঁহারা বিক্রয় করিতেছেন প্রতি আউন্স ১৬ পাউণ্ড মূল্যে। মিঃ ওয়ার্থের এই বক্তৃতায় স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে যে সোনা ভারতে ছাড়া হইতেছে তাহাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড তথা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি আউন্সে প্রায় সাড়ে সাত পাউণ্ডের মত লাভ দাঁড়াইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে দরে সোনা দেওয়া হইতেছে তাহাতে প্রতি আউন্সে মুনাফার অঙ্ক হইতেছে মাত্র ৩ শিলিং। ভারতবর্ষ অনেক পরিমাণে তাহার নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া ও বহু ক্ষেত্রে নিজের অনুবিধা সৃষ্টি করিয়া এই যুদ্ধের

সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিতেছে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সুযোগমত তাহাকে শোষণ করিবার নীতি এখনও পরিহার করিতেছেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এই স্বার্থপর নীতি আমাদের অসহায় অবস্থার কথাই ক্রতভাবে আমাদের দিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থা পরিষদে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের স্বর্ণ বিক্রয় নীতি সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে ঐ দেশের জনমতও এই নীতি সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। যুদ্ধের অজুহাত দেখাইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ঐ দেশ হইতে কম মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিতেছেন, আর তাহাই নিতান্ত চড়া দরে ভারতের বাজারে বিক্রয় করিতেছেন। যে দেশ সোনা উৎপাদন করিতেছে সোনার চড়া মূল্য সে দেশের কোন উপকারে আসিতেছে না। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী হিসাবে যাবতীয় মুনাফাই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পকেটস্থ হইতেছে। অধঃপতিত জাতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়া চলিবার ইচ্ছাই হইতেছে তাঁঁরা ব্রিটিশ আদর্শ।

### কৃষিজাত আয়কর বিল

কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়া বাঙ্গলা সরকার যে বিল উপস্থিত করিয়াছেন বর্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাহা নিয়া আলোচনা চলিয়াছে। এই বিলটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সময়ে আমরা উহার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। এই বিলটি এমন সময় উপস্থিত করা হইয়াছে এবং উহার কতকগুলি প্রস্তাব এমনই অযৌক্তিক যে, উহা কোন মতেই সমর্থন করা চলে না। কিন্তু লোকে সমর্থন না করিলেও বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী নির্ভক ভোটের জোরে ঐ বিলের বিভিন্ন দফা পাশ করিয়া লইতেছেন। অধিক কি, ইউরোপীয় দলের স্বার্থ নির্দেশে পরিচালিত হইয়া কতিপয় শ্রেণীর বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এই আয়-কর হইতে রেহাই দেওয়া সম্পর্কেও তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে একটি ধারা যুক্ত করিয়া লইয়াছেন। ইউরোপীয় দলের মিঃ ওয়াকার প্রস্তাব করেন যে, কোন কোম্পানীকে অল্প কোন গবর্ণমেন্টের আইন অনুসারে একাধিকবার কৃষি আয়কর দিতে হইলে সেই সব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বুঝিয়া উহাদিগকে ট্যাক্স হইতে রেহাই দেওয়ার ক্ষমতা বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের থাকিবে। যে সব চা-কোম্পানী ইংলণ্ডে সমিতিভুক্ত এবং বাঙ্গলাদেশে যাহাদের চা-বাগিচা আছে তাহাদের মুনাকা ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্তই ইউরোপীয় দল হইতে এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করা হয়। বিলাতী চা-কোম্পানীসমূহ এ প্রদেশের চা-বাগিচা দ্বারা তাহাদের লাভের অঙ্ক স্ফীত করিলেও বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট যাহাতে তাহাদের নিকট হইতে কার্য্যতঃ কোন কৃষি আয়কর আদায় করিবার সুবিধা না পায় ‘ডবল ট্যাক্সের’ অভ্যুহাতে তাহার একটা পাকা ব্যবস্থা করিয়া লওয়াই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় দলের বিরাগভাজন হইলে মন্ত্রীমণ্ডলের মননদ বহাল থাকা কঠিন। কাজেই ইউরোপীয় দলের লাভের ফন্দী বৃদ্ধিতে পারিয়াও বাঙ্গলার মন্ত্রীরা তাহাদের এই প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। ইউরোপীয় দল ও গবর্ণমেন্ট পক্ষের সম্মিলিত ভোটে মিঃ ওয়াকারের প্রস্তাবটি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। আসাম প্রদেশে ও বিহার প্রদেশে কৃষিজাত আয়কর নির্ধারণের ব্যাপারে ইউরোপীয় বণিকেরা তত্ত্ব গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে যে সুবিধা আদায় করিতে পারেন নাই নাজীম মন্ত্রিমণ্ডলীর দুর্বলতার জন্য আজ বাঙ্গলাদেশে সহজেই

তাঁহারা তাহা আদায় করিয়া নিতে সমর্থ হইলেন। বিরোধীদল হইতে কোন কোন বক্তা প্রশ্ন করিয়াছিলেন ডবল ট্যাক্সের হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য যদি ইউরোপীয় চা কোম্পানীগুলিকে একটা সুবিধা দিতেই হয় তবে সে সুবিধা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ও অন্যান্য গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আদায় না করিয়া বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে তাহা আদায় করা হইবে কেন? চা-বাগিচাগুলি যখন বাঙ্গলাদেশে অবস্থিত তখন উহার লাভের অঙ্ক হইতে কোন ট্যাক্স দিতে হইলে তাহা এদেশের গবর্ণমেন্টকে প্রদান করাই অধিকতর সঙ্গত নয় কি? বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী যে বক্তৃতা করেন তাহাতে উহার কোন সহস্র মিলে নাই। যুক্তির বদলে কেবল ভোটের জোরে আইন পাশ করিয়া লওয়ার এই প্রকার রীতি কবে বন্ধ হইবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

### কোম্পানী গঠন ও মূলধন বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

ভারত সরকার কোম্পানী গঠন ও মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ জারী করিয়াছেন, যুদ্ধের পর তাহা বলবৎ রাখা হইবে কিনা সে প্রশ্ন নিয়া নূতন দিল্লীর সরকারী মহলে আলোচনা শুরু হইয়াছে। ‘ক্যাপিটেল’ পত্রের নূতন দিল্লী সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, শিল্প সংগঠনের ব্যাপারে এখন হইতে একটা পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে ব্রতী হওয়ার উপরই সকলে জোর দিতেছেন। কিন্তু সাধারণকে তাহাদের ইচ্ছামত কোম্পানী কাঁদিয়া বসিবার সুযোগ দিলে পরিকল্পনা-মাস্তিক কাজ হওয়া অসম্ভব। তাহা ছাড়া কোম্পানী গঠনের অব্যাহত সুযোগ দিতে গেলে শিল্পোন্নতির ক্ষয় যুদ্ধের পরে একসঙ্গে যন্ত্রপাতির বেশী রকম দাবী দেখা দিবে, আর তাহাতে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হইবে। কাজেই ভারত গবর্ণমেন্ট কোম্পানী গঠন ও মূলধন বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ যুদ্ধের পরে বজায় রাখার বিষয় বর্তমানে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন।

‘ক্যাপিটেল’ পত্রের এই সংবাদে আমরা বিশেষভাবে সজ্জিত হইয়াছি। কোম্পানী গঠন ও মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ যুদ্ধের পরে বজায় রাখার বিষয় যখন গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন তখন যুদ্ধের পরেও উহা বাতিল হওয়ার কোন সম্ভাবনা আমরা দেখিতেছি না। এই বিধিনিষেধ জারী হওয়ার ফলে যুদ্ধের সময়ে দেশে

শিল্পের প্রসার ও উন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। যুদ্ধের পরে এই বিধিনিষেধ বজায় রাখার অর্থ এই বিপ্লব ও অসুবিধা ভবিষ্যতেও কয়েম করিয়া রাখা। ‘ক্যাপিটেল’ পত্রের সংবাদদাতা এ সম্পর্কে সরকারী মহলের কয়েকটি যুক্তি উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোম্পানী গঠন ও মূলধনের বিনিয়োগের অব্যাহত সুযোগ দিলে যুদ্ধের পরে কিস্তিবে খাঁটা শিল্পোন্নতির অসুবিধা ঘটবে তাহা আমরা বুঝি না। যুদ্ধের পরে ভারত গবর্ণমেন্ট নিজেরা প্রয়োজনমত শিল্প স্থাপনে ব্রতী হইবেন না। শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার কাজ পূর্বের মত গুঁজপতিদের উৎসাহ উত্তমের উপরই নির্ভর করিবে। এদেশে আজ পর্য্যন্ত উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। প্রায় সব শিল্পের দিক দিয়াই এদেশে নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই নানা রূপ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধের পরে এদেশে শিল্প কোম্পানী গঠনে বাধা দেওয়া নিতান্তই অমুচিত্ বলা চলে। অব্যাহত সুযোগ দিলে শিল্পোন্নতিগোঁরা প্রধানতঃ কয়েকটি শিল্পের উপর বেশী রকম জোর দিতে আরম্ভ করিবেন বলিয়া যদি গবর্ণমেন্টের ধারণা হইয়া থাকে তবে সে বিষয়ে পূর্বাভাসে সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেই আসল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কোন্ কোন্ শিল্প দেশে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে সময়োচিত পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করিয়াও গবর্ণমেন্ট শিল্প প্রসারের গতি সুনিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। সেরূপ কার্য্যধারা অবলম্বন না করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি যুদ্ধের পরে কোম্পানী গঠন ও মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিধিনিষেধই যথার্থ বজায় রাখিতে চান তবে এদেশের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করার বদলে উহার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করাই তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া বৃদ্ধিতে হইবে। এই যুদ্ধের সময়ে এদেশের লোকদের হাতে যে বাড়তি টাকা সঞ্চারিত হইয়াছে শিল্প ব্যবসায়ে তাহা খাটানোর সুবিধা বর্তমানে বিশেষ কিছু দেওয়া হইতেছে না। যুদ্ধের পরেও ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য স্বার্থ বিবেচনা করিয়া তাহার পথে বাধা সৃষ্টি করা হইবে। শিল্প কোম্পানী গঠনের অব্যাহত সুযোগ দিলে যুদ্ধের পরে একসঙ্গে বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানীর দাবী হইবে বলিয়া যে অসুবিধা দেখানো হইতেছে আমাদের মতে তাহাও সম্পূর্ণ অবাস্তব। এই যুদ্ধের সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে বিপুল পরিমাণ ষ্টালিং সঞ্চিত হইয়াছে যুদ্ধের পরে যন্ত্রপাতি আমদানীর যে কোন দাবী পরিপূর্ণের পক্ষেই তাহা পর্যাপ্ত বলা চলে। কিন্তু আসল অসুবিধা ও সন্দেহের কারণ দাঁড়াইয়াছে উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি প্রদানে ইংলণ্ডের ক্ষমতা ও সামর্থ্য নিয়া। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারত হইতে মালপত্র ক্রয় করিয়া তৎবিনিময়ে এদেশকে বর্তমানে কেবল ষ্টালিংয়ের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। তাহারা ভরসা দিয়াছেন যুদ্ধের পরে এই ষ্টালিংয়ের বদলে ভারতবর্ষকে যন্ত্রপাতি দিয়া



সাহায্য করিবেন। কিন্তু আসলে অল্প সময়ের মধ্যে বেশী পরিমাণ যন্ত্রপাতি যোগাইবার সামর্থ্য ইংলণ্ডের নাই। সেই অক্ষমতা চাকিবার জন্তই কোম্পানী গঠন ও মূলধন বিনিয়োগের বর্তমান বিধিনিষেধ বজায় রাখিয়া যুদ্ধের পরে যন্ত্রপাতির চাহিদা ইংলণ্ডের সামর্থ্য অমুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হইতেছে। এই প্রকার হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে এদেশবাসীর পক্ষ হইতে অচিরে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন।

### শিল্প-সংরক্ষণ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি

যুদ্ধোত্তর আর্থিক উন্নতির নামে ভারত গবর্ণমেন্ট বর্তমানে অনেক বড় বড় পরিকল্পনা নিয়া মাথা ঘামাইতেছেন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যানবাহন কোন দিক দিয়াই জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কোন কার্য-নীতি বর্তমানে অবলম্বিত হইতেছে না। কিন্তু যুদ্ধের পরে রাতারাতি অনেক কিছুই করিয়া ফেলা হইবে বলিয়া ভরসা দেওয়া হইতেছে। এই প্রকারের ভরসা দিতে গিয়া ভারত সরকার বর্তমানে এদেশের ভবিষ্যৎ শিল্প-সংরক্ষণ নীতির কথাও তুলিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্ত যে পলিসি কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহা বিবেচনার জন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট বর্তমানে ঐ বিষয়ে একটা স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন, শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে যুদ্ধের পরে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ঐদিক দিয়া সুব্যবস্থা করিবার জন্ত স্থায়ীভাবে একটি টেরিফ বোর্ড বা সংরক্ষণ-মণ্ডলী গঠন করিতে হইবে। ঐ টেরিফ বোর্ড শিল্পের প্রয়োজন বুঝিয়া রক্ষণ শুল্কের পরিমাণ ও মিয়াদ সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করিবেন। অধিকন্তু যে সব শিল্পকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে সেই সব শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে মুষ্টিমেয়ের এক-চেটিয়া মুনাফাবৃত্তি চলিতে না পারে সে বিষয়েও তীক্ষ্ণ নজর রাখিবেন।

এদেশে শিল্পের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সময় মত তাহাদের সম্পর্কে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত স্থায়ীভাবে আজ পর্যন্ত কোন টেরিফ বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা হয় নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট আজ সে বিষয়ে একটা প্রস্তাব করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। রক্ষণ শুল্কের সুবিধা পাইয়া অনেক শিল্প ব্যবসায়ী লাভের খাতিরে তাহার অপব্যবহার করিয়া থাকে। শিল্পের উৎপাদন খরচ বেশী রাখিয়া সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগে একচেটিয়া মুনাফার সুবিধাও অনেকে দেখিয়া থাকে। ভারত গবর্ণমেন্ট একটি স্থায়ী টেরিফ বোর্ড গঠন করিয়া তাহাদের উপর ঐ দুর্নীতি সম্পর্কে নজর রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চান ইহাও খুব ভাল কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ গবর্ণমেন্ট নিজেরা কার্যতঃ কতদূর মানিয়া চলিবেন তাহা তাঁহারা উক্ত স্মারকলিপিতে

প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। ইহাতে গবর্ণমেন্টের উপরোক্ত শুভ সঙ্কল্প সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ সুব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগিতেছে। স্থায়ীভাবে কোন টেরিফ বোর্ড গঠিত না হইলেও বিভিন্ন শিল্পের কথা বিবেচনা করিয়া উহাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্ত পূর্বে অনেকবার অনেক টেরিফ বোর্ড এদেশে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সমস্ত টেরিফ বোর্ডের সব সুপারিশ গবর্ণমেন্ট কার্যে পরিণত করেন নাই। অর্থহীন গোড়ামী নিয়া কতকগুলি শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে টেরিফ বোর্ডের নির্দেশ তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় অনেক প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সুস্পষ্ট দাবীও তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া চলিতে কসুর করেন নাই। এই অবস্থায় শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে ভবিষ্যতে কোন সুব্যবস্থা করিতে হইলে সেক্ষেত্রে কেবল স্থায়ী টেরিফ বোর্ড গঠন করিলেও আসল উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ যথাযথ মানিয়া লওয়া সম্পর্কেও গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে একটা প্রতিশ্রুতি পাওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।

### কলিকাতার মাছের বাজার

নদীমাতৃক বাংলা দেশের অসংখ্য জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণ মাছ জন্মিয়া থাকে, বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী প্রদেশ হইতেও অনেক মাছ আমদানী হয়।

আগামী ১লা মে ‘আর্থিক জগত’ের বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। ঐ সংখ্যায় ‘আর্থিক জগত’ের সাধারণ সংখ্যা বাহির হইবে না।

তাছাড়া নিকটবর্তী সমুদ্র অঞ্চল হইতে অপূর্ণাঙ্গ সামুদ্রিক মৎস্য বাংলা দেশে চালান হইয়া থাকে। চাহিদা বেশী হইলেও যোগান যথেষ্ট হওয়ায় এ দেশে মৎস্য চিরকাল সুলভ মূল্যেই পাওয়া যাইত। অত্যন্ত চুঃখের বিষয় যে, আজকাল মাছ রীতিমত চুম্বল্য হইয়া উঠিয়াছে। অপ্রাপ্যের পর্যায়ে না পৌছাইলেও দর এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, কলিকাতার বাজারে আগেকার আট আনা দশ আনা সেরের মাছ এখন দেড় টাকা দুই টাকা সের দরে বিক্রয় হইতেছে।

কলিকাতার মাছের বাজার বহুদিন যাবৎ মুষ্টিমেয় জনকয়েক মৎস্য ব্যবসায়ীর অধিকারে রহিয়াছে। এই ব্যবসায়ীগণ সজ্জিশালী, তাছাড়া সংঘবদ্ধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা হয় বলিয়া বাহিরের কোন প্রতিযোগী এখানকার মাছের বাজারে স্থান সংগ্রহ করিতে পারে না। ইহারা যত কম দামেই মাছ ক্রয় করুক, বিক্রয় করিবার সময় তাহারা নিজেদের সুবিধা ও ইচ্ছামত দর ঠিক করিয়া লয়। গভর্ণমেন্টের দিক হইতে তাহাদের মুনাফাবৃত্তি দমনের কোন চেষ্টা হয় নাই বলিয়া তাহারা মৎস্য বিলাসী জনসাধারণকে চতুর্গুণ

মূল্যে মাছ কিনিতে বাধ্য করে। ব্যবসায়ীদের দৌরাশ্রয় ছাড়াও কলিকাতায় মাছের দর বাড়িবার আর একটি কারণ আছে। আগে বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণ মাছ আমদানী হইত; এখন রেলগাড়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া যাওয়ায় গাড়ীতে মৎস্য চালান দেওয়ার মত স্থানের অভাব ঘটিয়াছে। ইহার উপর গাড়ীর সময়ের অনিশ্চয়তার জন্তও মাছের মত পচনশীল পণ্য প্রেরণ করা ঐ সব অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের পক্ষে অমুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতায় মৎস্যের এই অগ্রিমূল্য জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি সরকারী ও দাসীস্বভাব হইতে পরিচয় দেয়। এই মূল্য-রেখা নামাইয়া আনিতে হইলে যানবাহনের সুবন্দোবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উচিত কলিকাতার বাজারে মাছের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়া। সামুদ্রিক মৎস্য রুই, কাতলা প্রভৃতি ভাল মাছ, এবং সাধারণ শ্রেণীর অল্প সকল মাছ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে এবং স্বার্থপর মৎস্য ব্যবসায়ীদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া মাছের বাজারে চাহিদার সহিত যোগানের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলে তবেই কলিকাতায় সাধারণ লোকের পক্ষে মাছ পাইবার আশা করা সম্ভব। সপ্তাহে দুই দিন বাজারে মাংস বিক্রয় হইবে না, স্বভাবতঃই এখন হইতে মাছের চাহিদা আরও বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি অবিলম্বে মাছের বাজারের উপর কঠোরভাবে প্রযুক্ত না হইলে অবস্থা যে অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

### মৎস্যের অবস্থা

শুধু কলিকাতায় নয়, মাছের অভাব এবং চুম্বল্যতা আজ সারা বাংলা দেশেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সামরিক প্রয়োজনের অজুহাতে বাংলার বহু অঞ্চল হইতে মাছ ধরিবার নৌকা পর্যন্ত সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে হত-সর্বস্ব জেলেরা মাছ ধরিবার জাল কিনিতে পারে নাই বা ছিন্ন জালগুলি অধাভাবে সারাইয়া লইতে পারে নাই। এই দুই কারণে বাংলা দেশের অনেক স্থানে স্বাভাবিক সময়ের মত মৎস্য সংগ্রহ করা বর্তমানে সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। ইহা ছাড়া বাংলা দেশের প্রায় সব জেলাতেই এখন সামরিক ছাউনী পড়িয়াছে, ঠিকাদারগণ যে-কোন মূল্যে মৎস্য কিনিবার চেষ্টা করায় বাংলার প্রায় সর্বত্রই এখন মৎস্যের অগ্রিমূল্য। মৎস্যে মাছের দর কমাইতে হইলে শুধু মাছ ধরিবার নৌকাগুলি জেলেদিগকে ফিরাইয়া দিলেই চলিবে না, জেলেদের জাল প্রভৃতি সারাইবার জন্ত অর্থ সাহায্য করা এবং সামরিক ঠিকাদারদের মাছ কিনিবার সর্বোচ্চ দর স্থানীয় বাজারদরের অনুপাতে স্থির করিয়া দেওয়া গভর্ণমেন্টের আশু কর্তব্য। বাংলা সরকার এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবিলম্বে মনোযোগী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।



## রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ কি এবার জমিয়া উঠিবে? এখানকার মিত্রপক্ষের প্রধান সামরিক নেতা লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লী হইতে তাঁহার সদর দপ্তর উঠাইয়া সিংহলে লইয়া গিয়াছেন। ভারত মহাসাগরের নৌ-যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সিংহলই উপযুক্ত স্থান, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইত্যাদি জাপানী-অধিকৃত দেশগুলিকে পুনর-ধিকার করিতে হইলে স্থলপথের আক্রমণে বিশেষ ফল হইবে না—একথা সামরিক-বিশেষজ্ঞরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মদেশ অধিকার হইতে পারে রেঙ্গুনের পথে। সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ বিশেষভাবে নৌ-শক্তির উপর নির্ভর করে; নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরাল মাউন্টব্যাটেনকে এই কারণেই এখানে প্রধান সামরিক নেতা করা হইয়াছিল। কিছু দিন পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, ভারত মহাসাগরের যুদ্ধের জন্য বহু আয়োজন নাকি ইতিমধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে। ২১শে এপ্রিল তারিখের দৈনিকপত্রে দেখা গেল, মিত্রশক্তির এক নৌ-বহর সুমাত্রার উত্তর প্রান্তে সাব্যাং এর উপর ১৯শে তারিখে সাফল্যপূর্ণ আক্রমণ চালাইয়াছে। সাব্যাং সিংহল ও সিজাপুরের সম-রেখার মধ্যপথে পড়ে, সুতরাং স্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইষ্টার্ন এয়ার কমান্ড ও মার্কিন বিমান-বাহিনীর সদর কার্যালয়ও সম্প্রতি দিল্লী হইতে কলিকাতা এলাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। বিমানবাহিনীর সদর কার্যালয় ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের আরও নিকটে আগাইয়া আসায় জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালানোর সুবিধা হইবে নিশ্চয়।

মণিপুর যুদ্ধের সংবাদ এখন অনেক ভাল। জাপানীরা এখনও ইম্ফল ও কোহিমায় প্রবেশ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। তাহারা ইম্ফল রণাঙ্গনের চারিদিককার পাহাড়গুলিতে এবং কোহিমার পূর্ব ও পশ্চিম এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল স্থাপন করিয়া মধ্যে মধ্যে আক্রমণ চালাইতেছে, কিন্তু কোথাও বিশেষ সুবিধা করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

উত্তর-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে চীনা সৈন্যরা ওয়া-রা-জুপে প্রবেশ করিয়াছে এবং গুমগাটাওয়াং দখল করিয়া লইয়াছে। উহারা মানসুম এলাকায় এক ডিভিসন জাপানী সৈন্যকে

ধরিয়া ফেলিয়াছে; সেখানে বহু জাপানী সৈন্য হতাহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আরাকান রণাঙ্গনে ছোটখাট আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ চলিয়াছে মাত্র। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনেরও বিশেষ কোনো খবর নাই।

ইতালী রণাঙ্গনের বিশেষ কোনো সংবাদ নাই।

রুশ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী ভীমবেগে ক্রিমিয়া পুনরধিকার করিয়া চলিয়াছে। য়ালতা ও বালাক্লাভা তাহাদের দখলে আসিয়াছে। তাহারা এখন সেবাস্তোপোলের কটকে প্রবেশ করিয়াছে। জার্মানরা এখানে প্রবলভাবে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইতেছে। অতঃপর ক্রিমিয়ায় জার্মান-রুমানিয়ান বাহিনীর ব্যাপক বিনাশ অবশ্যস্বাভাবী।

রুশিয়ার মাটিতে জার্মানীর যুদ্ধ প্রায় শেষ হইল। গত পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে, বিশেষ করিয়া, রুশিয়ার যুদ্ধে, জার্মানীর সৈন্য-দির বল অনেক কমিয়াছে। রয়টারের মতে কিন্তু জার্মানীর সৈন্য-সংখ্যা এখনও ৫৫ লক্ষ। বাহা ইউক, ব্রিটেন ও আমেরিকার নেতারা এখনও ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলেন নাই। সম্প্রতি নানা প্রকার তোড়জোড় করিতেছেন মাত্র।

আমরা স্বদেশে পরাধীন, বিদেশবাসী হইলেও তাই আমাদের হৃৎ-ঘোচে না; দীর্ঘ-কাল বিদেশে বাস করিলেও ভারতীয়দের পক্ষে প্রায়ই সেখানকার নানা প্রকার নাগরিক-স্বলভ অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত থাকি। ব্রিটিশ প্রজা হইলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই নানা দেশে ভারতীয়রা নানাভাবে লাঞ্চিত হয়। ব্রিটিশ-দক্ষিণ-আফ্রিকায় নাগরিকের সাধারণ কয়েকটি অধিকার পাইবার জন্য ভারতীয়দের অনেক লড়িতে হইয়াছে, এখনও হইতেছে। অব্রিটিশ রাষ্ট্রে একরূপ ক্ষেত্রে আমাদের নাগরিক অধিকার না থাকা বিশ্বয়ের নয়।

বর্তমানে যুদ্ধের সংঘাত-প্রতিঘাতে বিদেশে ভারতীয়দের অধিকার লইয়া নানা-রূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হইতেছে। ব্রিটিশ-

পূর্ব-আফ্রিকায় বিদেশী প্রবেশ সম্পর্কে কয়েকটি নূতন বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছে; ভারতীয়েরা সেগুলির কবলের মধ্যে পড়ে। পূর্বে এগুলি কেবলমাত্র টাঙ্গানিকায় প্রবর্তিত হইয়াছিল, এক্ষণে সমগ্র পূর্ব-আফ্রিকায় বলবৎ হইল। ভারত সরকার এই নূতন বিধিনিষেধগুলির প্রবর্তনে সম্মতি দিয়া আমাদের জানাইয়াছেন, এগুলি সমরকালীন ব্যবস্থা, সমরান্তে প্রত্যাহত হইবে। একবার অধিকার-সংকোচ মানিয়া লইলে সে-অধিকার পুনরুদ্ধার করা কত শক্ত তাহা চূর্বলমাত্রেরই জানে, সুতরাং পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয়েরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার সম্বন্ধে সংবাদ আশাশ্রয়। সেখানে বাস-স্থানাদি সম্পর্কে ভারতীয়দের স্বার্থসংকোচ করিয়া যে আইন প্রবর্তিত ছিল, তাহা নাকি প্রত্যাহারের কথা উঠিয়াছে।

এ ত গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মণ্যোকার কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে সম্প্রতি প্রতি বৎসর ৭৫ জন করিয়া ভারতীয়কে আমেরিকায় প্রবেশ করিতে এবং তথাকার নাগরিক-অধিকারের জন্য আবেদন করিতে দিবার প্রস্তাব করিয়া এক বিল উত্থাপিত হইয়াছে। ১৯৪০ সালের একটা আইন অনুযায়ী ভারতীয়রা নাগরিক-অধিকার হইতে এখন বঞ্চিত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে যে দুইটা প্রস্তাব উঠিয়াছে, তাহা কার্যে পরিণত হইবে কি না লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

আমাদের শাসকবর্গ গুনিয়াছি ক্যাসি-বাদের শত্রু। তাহাদের প্রচারপত্রে কামিষ্ট জাপানের নানাবিধ শয়তানীর কথা পড়িয়া আমরা বহুবার আতঙ্কিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে পার্লামেন্ট সভায় ভারত-সচিব মিঃ এমেরি কংগ্রেস সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা আরও আতঙ্কিত ও চমৎকৃত হইলাম। আমাদের বর্তমান আতঙ্কের কারণ, ভারতের সীমান্ত যখন আক্রান্ত—ব্রিটিশ সরকারের চূর্বাস্ত প্রতাপশালী বাহিনী যখন, যে কারণেই হোক, তাহাদিগকে বিশেষভাবে প্রতিহত (১২২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## লোকের জীবন-যাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ

যুদ্ধের সময়ে নিত্য-ব্যবহার্য জিনিষ-পত্রের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের জীবন-যাত্রা-ব্যয় তদনুপাতে বাড়িয়া গিয়াছে। এই বাড়তি খুবই নিদারুণ এবং গত কতিপয় বৎসর যাবৎ সেজন্য দেশে যথেষ্ট দুঃখ-গ্লানিরও সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু জীবন-যাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধির শোচনীয় গতি সকলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেও আজ পর্যন্ত তাহা মোট কি পরিমাণে বাড়িয়াছে সে সম্বন্ধে লোকের ধারণা খুব স্পষ্ট নহে। সকল বিষয়ে সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার একটা নির্ভরযোগ্য হিসাব তৈরার করাও নানা কারণে খুবই কঠিন। যাহা হউক 'ষ্টেটসম্যান' পত্র কলিকাতায় লোকের জীবন-যাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্প্রতি একটি বরাহ প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে প্রশংসনীয় উত্তম দেখাইয়াছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় ৬৮টি জিনিষের নাম ধরিয়া ঐ পত্র ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের তুলনায় বর্তমান এপ্রিল মাসে কলিকাতায় তাহাদের মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ হিসাব করিয়াছেন, আর তাহার ভিত্তিতে এই সহরে জীবন-যাত্রা-ব্যয় বৃদ্ধির একটা মোটামুটি পরিমাপ স্থির করিয়াছেন। 'ষ্টেটসম্যান' পত্রের প্রদত্ত হিসাবে জীব্য-মূল্য বৃদ্ধির ও লোকের দুঃখ-হুদুশা বৃদ্ধির যে শোচনীয় চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

কলিকাতায় লোকের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিষপত্রগুলির ভিতর চাউল, আটা, ময়দা, চিনি ও রুটি এ পর্যন্ত রেশনের আমলে আসিয়াছে। বর্তমানে একটা নির্ধারিত দরে এ সমস্ত সাধারণকে সরবরাহ করা হইতেছে। ফলে গত ১৯৪৩ সালে উহাদের দর যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল সে অনুপাতে বর্তমানে অনেকটা কম মূল্যে এ সমস্ত বিক্রিত হইতেছে। কিন্তু ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের দরের হার বিবেচনা করিলে সে তুলনায় বর্তমান মূল্য এখনও যথেষ্ট বেশী বলিয়াই মনে হইবে। চাউল ও আটার সহিত গৃহস্থ ঘরে ব্যাপকভাবে ডাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকল শ্রেণীর ডাল রেশন সপে পাওয়া যায় না। বাহিরে উহাদের মূল্যও নির্ধারিত হয় নাই। লবণ ও কয়লা রেশন করা হইলেও উহাদের মূল্য গবর্ণমেন্ট বাঁধিয়া দিয়াছেন। যদিও নিয়ন্ত্রিত দরের চেয়ে

অনেক স্থলে বেশী দরেই উহাদের বেচাকেনা হইতেছে। গত ১৯৪১ সালের এপ্রিলের তুলনায় বর্তমানে ঐ সকল জিনিষের মূল্যের কি তারতম্য দেখা দিয়াছে 'ষ্টেটসম্যান' পত্র তাহা নিম্নরূপভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন (চাউল, আটা, ময়দা, চিনি, লবণ ও কয়লার বর্তমান মূল্য দেখাইতে গিয়া তাহাদের নিয়ন্ত্রিত দরই উহাতে ধরা হইয়াছে)।

| জিনিষ                             | ১৯৪১<br>(এপ্রিল) | ১৯৪৪<br>(এপ্রিল) | শতকরা<br>বৃদ্ধি |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| চাউল—প্রতি মণ<br>(উৎকৃষ্ট পাটনাই) | ৫৭               | ১৬।০             | ২২৫             |
| রুটি (২ পাউণ্ড)                   | ১/০              | ১৮/০             | ১০০             |
| আটা—প্রতি সের                     | ৮/৬              | ১/০              | ১০০             |
| ময়দা                             | ৮/৬              | ১৮/০             | ১৪০             |
| চিনি                              | ১৩               | ১৮/০             | ৬৫              |
| মুগ ডাল                           | ১০               | ৮৮/০             | ২৫০             |
| মুত্তর ডাল                        | ৮/৬              | ৮০               | ৩৮০             |
| লবণ                               | ১/৬              | ৮/৯              | ৮৩              |
| কয়লা—প্রতি মণ                    | ১০               | ১১।০             | ২০০             |

উপরোক্ত বিবরণ-দৃষ্টে স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে, যেসব জিনিষ রেশনের আমলে আসিয়াছে তাহাদের মূল্যও গত ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের তুলনায় বর্তমানে সমষ্টিকৃতভাবে শতকরা ১২৬ ভাগ বাড়িয়াছে। কেবল মূল্যের দিক দিয়াই নহে, জিনিষপত্রের ষ্ট্যান্ডার্ডও বর্তমানে অনেক পরিমাণে নিকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অনেক জিনিষের ভিতর ভেজালের পরিমাণও যথেষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ১৯৪১ সালে মণ প্রতি ৫ টাকা দরে যে চাউল মিলিত তাহা ছিল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। অপর দিকে প্রতি মণ ৯৬।০ আনা দরে বর্তমানে রেশনের যে চাউল মিলিতেছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে অখাত বলা চলে। ভেজালের জন্য ডাল, কয়লা, চিনি প্রভৃতিও এক্ষণে মূল্য অনুপাতে অতি নিকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

মাছ, মাংস, ডিম, ঘি, তুখ, তৈল ও তরিতরকারি প্রভৃতির মূল্য যুদ্ধের শুরু হইতে অব্যাহত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের চড়তিরোধ করা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। হিসাবে কাজেই ১৯৪১ সালের তুলনায় শতকরা ইহাদের মূল্য বৃদ্ধিও খুব বেশী করিয়াই লক্ষ্য করা

যাইতেছে। 'ষ্টেটসম্যান' পত্র ইহাদের মূল্য সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কতকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

| জিনিষ                | ১৯৪১<br>(এপ্রিল) | ১৯৪৪<br>(এপ্রিল) | শতকরা<br>বৃদ্ধি |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ছাগ মাংস—প্রতি সের   | ১৮/০             | ২১/০             | ২৬৩             |
| ভেজার                | ১৮/০             | ৩৭               | ৩৮০             |
| গো                   | ১৮/০             | ১১।০             | ৩০০             |
| হাসের ডিম ২০টি       | ১৮/০             | ২৭               | ৩৫৬             |
| মুরগীর               | ১৮/০             | ২৭               | ৩৫৭             |
| ইলিশ মাছ প্রতি সের   | ১০               | ১৮।০             | ২৫০             |
| রুই                  | ১৮/০             | ২৭               | ২২০             |
| ভেটকি                | ১০               | ৫৭               | ৩০০             |
| অভ্রা                | ৮০               | ১১।০             | ১০০             |
| গোহু—প্রতি সের       | ১০               | ৮০               | ২০০             |
| ঘি                   | ১১।০             | ৪১।০             | ২০০             |
| মাখন (আলিগড়) পাউণ্ড | ১৮/০             | ২১।০             | ১০০             |
| সরিষার তেল—প্রতি সের | ১৮/০             | ১১।০             | ২৪৩             |
| নারিকেল              | ১৮/০             | ২৭               | ৪৩৩             |
| বেগুন—প্রতি সের      | ৮/০              | ১/০              | ১৫০             |
| ঢেরস                 | ৮/৬              | ১০               | ৪৩৩             |
| আলু                  | ৮/৬              | ১/০              | ২৩৩             |
| (নাইনীতাল)           |                  |                  |                 |
| টমোটো                | ৮/০              | ১/০              | ৪০০             |
| পিঁয়াজ              | ৮/০              | ১০               | ৩০০             |
| আদা                  | ৮/০              | ১৮/০             | ২৩৩             |
| কমলা লেবু—প্রতিটি    | ৮/০              | ৮/০              | ১৬৬             |
| আপেল                 | ৮/০              | ১/৬              | ১৭৬             |
| নারিকেল              | ৮/০              | ১০               | ৩৫০             |
| আম্র—প্রতি পাউণ্ড    | ১০               | ১৮।০             | ২৫০             |
| মুগারী—প্রতি সের     | ১৮/০             | ২৭               | ৪৩৩             |

প্রসাধন-জব্য ও মনোহারী জিনিষের মধ্যে কতকগুলি গার্হস্থ্য জীবন-যাপনে একান্ত প্রয়োজন। এ সমস্তের মূল্য গবর্ণমেন্ট পূর্বে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। এক্ষণে ভারত সরকারের নির্দেশে কতিপয় জিনিষের সর্বোচ্চ দর নির্ধারিত হইয়াছে (যথা কাগজ, ব্রেড ইত্যাদি); কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সব কিছুই মূল্য ১৯৪১ সালের তুলনায় যথেষ্ট চড়া থাকিয়া যাইতেছে। 'ষ্টেটসম্যান' পত্র এসম্পর্কে বিভিন্ন জিনিষের মূল্যের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে কতকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

(১২২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ভারতে শিল্পোন্নতির অন্তরায়

[ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু ]

এই যুদ্ধের সুযোগে পৃথিবীর অনেক দেশ আর্থিক ও শিল্পোন্নতিতে সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িল, কিন্তু হতভাগ্য কন্ট্রালের দেশ ভারতবর্ষ যে ভিমিরে সেই ভিমিরেই রহিয়া গেল। যুদ্ধের পূর্বে কানাডায় মাত্র ১২০০ টনের জাহাজ ছিল, তৎকালে ১৯৪২ সালের মধ্যে তথায় ৯ লক্ষ টন পরিমিত বাণিজ্য-জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে। বর্তমানে ঐ দেশে গড়ে দৈনিক ৩টা করিয়া জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়াও গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ১০০টা মাঝারি জাহাজ ও ৯ হাজার টনের অনেকগুলি বাণিজ্য-জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় শুধু জাহাজ নির্মাণ কেন, সকল প্রকার শিল্পোন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ যৌথ কোম্পানীসমূহের শেয়ার বিক্রয় কন্ট্রোল করা হইল, তৎপরে উক্ত কোম্পানীর অতিরিক্ত মুনাফার টাকার প্রায় সাকুল্য অংশ আয়কর দিতে হইবে। কারণ এই যুদ্ধের সুযোগে যদি ভারতবর্ষে কোনো শিল্প গড়িয়া ওঠে, তবে যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ জাতি ও তাঁহাদের জ্ঞাতীগোত্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো প্রকার অনুবিধা ঘটিতে পারে। তজ্জন্ম বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া এই সমস্ত বিধিনিষেধ জারি করিয়া ভারতবাসীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে।

তার পর যুদ্ধের পরে ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য আরও একটি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইতেছে। একদিন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের খাতক ছিল, এক্ষণে সেই খাতকই পাওনাদার-মহাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ এই যুদ্ধকালে ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত মালপত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে সরবরাহ করা হইতেছে, তদ্রূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে প্রভূত পরিমাণ বিলাতী ষ্টালিং জমা হইয়া থাকিতেছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় ভারত গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন, যুদ্ধের পরে এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে, তাহা এই সমস্ত ষ্টালিংএর পরিবর্তে বাহির হইতে অর্থাৎ ইংলণ্ড হইতে ক্রয় করার সুবিধা হইবে। বেশ মজার কথা। কারণ যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি একমাত্র ইংলণ্ডের নিকট হইতে যে বাধ্য হইয়াই লইতে হইবে, ইহা তাহারই আর একটি

বন্ধন ছাড়া আর কিছু নয়। যুদ্ধের পরে হয়-তো ইংলণ্ড তাহাদের যুদ্ধকালীন ব্যবহৃত পুরাতন যন্ত্রপাতিগুলি ধন্যমাক্ষা করিয়া রং লাগাইয়া এদেশে প্রেরণ করিবে, কিংবা কয়েক বৎসরের মেয়াদী-চুক্তিতে উহা প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করিতে থাকিবে। তাহাতেও যদি বিলাতী ষ্টালিং-এর পাওনা না কুলায়, তবে হয়তো সাধারণের ব্যবহার্য জিনিষপত্র প্রেরণ করা হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যদি এদেশের শিল্পোন্নতির উপর পূর্বোক্ত বিধিনিষেধ আরোপ না করিতেন, তবে এতদিন এদেশে সাধারণের ব্যবহার্য বহু শিল্প গড়িয়া উঠিত। কিন্তু তাহাতে যদি এদেশের কোনো শিল্প দাঁড়াইয়া যায়, তাহা হইলে যুদ্ধের পরে তাহাদিগকে প্রভিযোগিতায় হটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না বিবেচনায় মুদ্রাস্ফীতির দোহাই দিয়া এদেশের শিল্প-উন্নতিতে গোড়া হইতেই একটা বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখা হইল। কারণ যুদ্ধের পরে বিদেশের যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া যতদিনে এদেশ শিল্প গড়িয়া তুলিবে ততদিনে ইংলণ্ড ও তাহাদের দোস্তুগণ ঐ সমস্ত শিল্প আমদানী করিয়া ভাসাইয়া দিবে। সুতরাং তখন আর ভারতীয় কোন শিল্প প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না।

তার পর কথা হইতেছে যুদ্ধের পরে এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে, তাহার জন্য শুধু ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। আমেরিকা হইতে অনেক জিনিষ আনার দরকার হইবে। তজ্জন্ম ভারত গবর্ণমেন্টের উচিত ছিল প্রচুর পরিমাণে ডলার মজুত রাখা। কারণ যুদ্ধোত্তর-কালে পৃথিবীর বাজারে ডলারের স্থান অগ্র-গণ্য হইয়া দাঁড়াইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ শিল্পশালী হউক ইহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কোনো দিন চান নাই এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের চিন্তারও কোনো কারণ নাই। তাঁহারা চান, আমরা সর্বপ্রকারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া এখানে বসবাস করি।

আজ এদেশে লবণের মারাত্মক অভাব দেখা দিয়াছে, গবর্ণমেন্ট কোনো প্রকারে সে সমস্তার সমাধান করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে কুটির-শিল্প হিসাবে যে পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইতে

পারিত, তাহাতে অন্ততঃ বাংলার কয়েকটি জেলার অভাব দূর হইত। গবর্ণমেন্টের বিধিনিষেধের ফলে তাহা হইবার সুবিধা নাই। ভারত গবর্ণমেন্টের আইন এই যে, লবণ প্রস্তুত করিয়া একজন লোক যাহা মাথায় করিয়া বহন করিতে পারিবে, কেবলমাত্র সেই পরিমাণ লবণ হাটবাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে। যানবাহনের সাহায্যে উহা রপ্তানি করা নিষিদ্ধ। সুতরাং এই সমস্ত কড়াকড়ির ফলে বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ সমস্ত অঞ্চলের লবণ-প্রস্তুতকারীরা এই অনুবিধার জন্য বেশী লবণ প্রস্তুত করে না। এক্ষেত্রে ভারত গবর্ণমেন্টের উচিত ছিল যে, তাঁহারা নিজেরা যখন লবণ আয়-দানীর ভালরূপ সুযোগ-সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তখন সাময়িকভাবে এই আইনের কঠোরতা হ্রাস করিয়া এই কুটির-শিল্পের দ্বারা বাংলা দেশের যতটুকু অভাব মোচন করা যায়, তাহার চেষ্টা করা। গবর্ণমেন্টের স্বার্থের খাতিরে লবণ-শুল্ক হ্রাস হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা ইহাতে উদাসীন। কিন্তু এ উদাসীনতার কোনো কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে লবণ আমদানী করিতে পারিতেন এবং জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা না থাকিত, তবে সাময়িকভাবে এই আইনের কঠোরতা হ্রাস না করার পক্ষে যুক্তি ছিল; কিন্তু যেক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল আমদানীর অভাবে উপযুক্ত পরিমাণ শুদ্ধ আদায় করিতে পারিতেছেন না, সেক্ষেত্রে যদি সাময়িকভাবে এই আইনের কড়াকড়ি হ্রাস করা হয়, তবে কি এই সামান্য কুটির-শিল্পের লবণে তাঁহাদের রাজস্ব মারা যাইবে! আজ প্রচুর পরিমাণে লবণ আমদানীর অভাবে একদিকে যেমন জনসাধারণের দুঃখের সীমা নাই, অন্যদিকে তেমনি গবর্ণমেন্টের রাজস্বও হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে যাহা গবর্ণমেন্টের সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন একটি অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় খাতের জন্য সাময়িকভাবে আইনের কড়াকড়ি হ্রাস করিলে কি ক্ষতিটা হইত? ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে, আমরা লবণের খনির কাছে বসিয়া থাকিয়াও লবণ খাইতে পাই না। চাতক পাখী যেমন নদীর ধারে

বসিয়া এক কোঁটা আকাশের জলের জন্তু হা করিয়া বসিয়া থাকে আমাদের অবস্থাও তাহাই।

বোম্বাইয়ের শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ এদেশে মোটর গাড়ী নির্মাণের জন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও গবর্ণমেন্টের অনুমতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাহাতে কারণ দেখানো হইয়াছে যে, এখন যদি ভারতে মোটরগাড়ী প্রস্তুতের জন্তু অনুমতি দেওয়া হয়, তবে যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত সমস্ত ভাল ভাল কারিগর ঐ কাজে চলিয়া যাইবে। ইহা অনুমতি না দেওয়ার একটা অজুহাত মাত্র। কারণ তাহা হইলে যুদ্ধরত দেশগুলি এই সময়ে এত শিল্প-শালী হইয়া উঠিতে পারিত না। আজ যদি ভারতে একটা মোটর নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হইত, তবে এদেশে একদিকে যেমন ভাল ভাল কারিগর প্রস্তুত হইত, অল্প দিকে বহু লোকের বেকার-সমস্যাও সমাধান হইয়া যাইত। আজ যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সমস্ত বেকার চাকুরী পাইয়াছে, যুদ্ধের পরে যখন ইহাদের চাকুরী থাকিবে না, তখন যে এদেশের কি ভয়াবহ অবস্থা আসিবে, তাহা চিন্তা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আজ যদি এই যুদ্ধের সময়ে কতকগুলি নূতন নূতন শিল্প-কারখানার সৃষ্টি হইত তবে যুদ্ধের পরে দেশ-ব্যাপী বেকার-সমস্যা দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। মোট কথা, ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিতে এদেশে শিল্পোন্নতির আশা-ভরসা কিছু নাই।

এই যুদ্ধের সময়ে আমাদের বাংলা সরকার জাতি গঠনমূলক কোনো কার্যই করেন নাই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অনেকগুলি ছোট মাঝারি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ তাহার কোনো চেষ্টাই করেন নাই। অথচ এই প্রদেশে বাজেট-ঘাটতির বহর ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। বাংলা দেশে কৃষিরও কোনো উন্নতি হইল না, শিল্পকারখানাও গড়িয়া উঠিল না, কিন্তু বাজেট-ঘাটতির ঠেলায়, ট্যাক্স ধার্যের জ্বালায়, জন-সাধারণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। দেশে টাকার ইনফ্লেশন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সরকারী কর্মচারীর ইনফ্লেশনও তো কম হয় নাই; নহিলে বাংলায় এ অসম্ভব ঘাটতি কেন?

বাংলা সরকারের যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী 'রিটায়ার্ড' হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আবার 'সিভিল সাপ্লাই'-কার্যে নিযুক্ত করা হইতেছে। কিন্তু কর্মচারীর 'ইনফ্লেশন'

সঙ্গেও জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত দরে কোনো মাল পাইতেছে না। 'ব্লাক মার্কেটিং' সমভাবেই চলিতেছে। বাজারের এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া গুনিয়া একটা গল্প মনে পড়ে। এক রাজা তাঁহার কতকগুলি গৃহপালিত পশুকে খাওয়ানোর জন্তু দৈনিক ২/০ মণ ছুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজা একদিন পশুশালায় গিয়া ছুধ পাতলা দেখিয়া রক্ষকের উপর সন্দেহ করেন যে, রক্ষক ছুধ চুরি করিয়া জল মিশাইয়া দিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার উপরিতন একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে পশুগুলি

আরও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া রাজা পুনরায় পশুশালায় গিয়া দেখেন যে, ছুধের ভিতরে পানি ভাসিতেছে। রক্ষককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় সে বলিল, মহারাজ! পূর্বে আমি উহা হইতে সামান্য কিছু ছুধ চুরি করিতাম; কিন্তু আমার উপরে একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া এখন তো ছুধের মধ্যে পানি দেখিতেছেন, ইহার উপরে যদি আর একজন কর্মচারী নিযুক্ত করেন, তবে ছুধের পায়ে মৎস্যও দেখিতে পাইবেন। বাঙ্গলা দেশে কার্যভঃ সেই ধরনের অবস্থাই আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

## ক্যালকাটা মিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—১০২ বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলি: ৩৪৪৭

বড়বাজার শাখা :—১৯৫১, হারিসন রোড

শাখাসমূহ :—

বেলেঘাটা, শ্রামবাজার, মিরকাসিম, ভাগলপুর, বোজাজীর ও কাটাবন্দী (পাটনা ষ্টেট), হারভালা, নাখমগর, নারায়ণগঞ্জ, লাহোরিয়াসরাই ও রায়পুর (সি. পি) পাটনা, আরামবাগ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এইচ সি পাল, এম-এ, বি-এল।

## আরও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য

কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়াছেন

## শিলং ব্যাঙ্কিং

—কর্পোরেশন লিঃ—

স্থাপিত—১৯০১ ইং

হেড অফিস : শিলং

গ্রাম : "Shill Bank"

ফোন শিলং ১৬৬

কলিকাতা ব্যাঙ্কাস

দি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

প্রথম বর্ষ হইতেই সন্তোষজনক লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

১৯৪৩ সালে শতকরা ১০ ডিভিডেন্ড দেওয়া হইবে।

এখনও শেয়ারের মূল্যেই শেয়ার বিক্রয় হইতেছে।

বিস্তৃত বিবরণ ও শেয়ার-আবেদন ফর্মের জন্ত

হেড অফিস অথবা আমাদের যে কোনও ব্রাঞ্চে লিখুন।

ব্রাঞ্চে—শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও কলিমগঞ্জ

সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

[কেন্দ্রীয় সরকার ভারতরক্ষা আইনের ৯৪ এ ধারা অনুসারে শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন। এই অনুমতিদানকালে ভারত সরকার এতৎসম্পর্কে প্রদত্ত কোন রিপোর্ট বা মতামতের দায়িত্ব লইতেছেন না।]

## আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

### নেপালের ঋণ ও চাউল রপ্তানীর নিবেদন প্রত্যাহত

পাটনার ১৬ই এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, নেপাল সরকার নেপাল হইতে চাউল ও ধান রপ্তানীর নিবেদন প্রত্যাহত করিয়া দিয়াছেন। এখন বিহারে বহু চাউল ও ধান আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

### মাদারীপুরে গো-মড়ক

১৪ই এপ্রিল তারিখের ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মাদারীপুর মহকুমার সর্বত্র গো-মড়ক আরম্ভ হইয়াছে। মাদারীপুর সহরের কাছাকাছি কয়েকটা গ্রামের শতকরা ২৫টা গবাদি পশু বসন্তের ভ্রাতৃ একপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। শতকরা ১০টা ইতিমধ্যে মারা গিয়াছে। এই রোগের কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নাই।

### বোম্বাই সহরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি

বোম্বাই হইতে ১৬ই এপ্রিল তারিখে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, বোম্বাই সহরের শেরিক ভ্রাতৃ শান্তি দাস আসকরণ এবং ভ্রাতৃ পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস ভণ্ডাকার অগ্নিকাণ্ডে সঘন্থে এক বিবরণ দিয়াছেন। তাহাদের বিবরণে জানা যায় ক্ষতি ব্যাপক ও গুরুতর। ব্যাপক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। তাহারা আরও জানাইয়াছেন যে, অগ্নিকাণ্ডে যে ধাতুশস্ত্র নষ্ট হইয়াছে তাহা পূরণ করা হইবে বলিয়া ভারত সরকারের খাত-সচিব আশ্বাস দিয়াছেন।

### বেনারসী রেশমের দর

এ্যাসোসিয়েটের প্রেসের এক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, বেনারসী রেশমের অস্বাভাবিক দর নামাইবার প্রস্তাব সঘন্থে সরকারকে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত বেনারসে সাতজন সদস্য লইয়া একটা বোর্ড গঠিত হইবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঐ বোর্ডের সভাপতি হইবেন, আর রেশম-ব্যবসায়ীদের চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ কে এল হুম্মরম্ উহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন।

### সিংহলে চাউলের অভাব

সিংহলের অসামরিক আয়তনকা বিভাগের প্রধান কর্মচারী ভ্রাতৃ অমিত্যর গুণতিলক সংবাদদাতাদের এক সভায় বলেন যে, সিংহলে চাউল পরিস্থিতি এখন যেমন দাঁড়াইয়াছে, তেমন ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। তিনি বলেন যে, আভ্যন্তরীণ ক্রয়-পরিবহনের অধিক পরিমাণ ক্রয় না করিলে এখন লোকের ভয় যে পরিমাণ চাউল বরাদ্দ করা হইয়াছে সে পরিমাণ কুমাইয়া দিতে হইবে।

### কলিকাতার ট্যাক্সি ধর্মঘট

১৬ই এপ্রিল অপরাহ্ন হইতে কলিকাতার ট্যাক্সি চলাচল পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। তিন

দিন উহা বন্ধ ছিল। গত ১৩ই এপ্রিল হইতে ট্যাক্সি-চালকগণ ধর্মঘট আরম্ভ করে। হাওড়া ষ্টেশনে অর্ধেক ট্যাক্সি-চালক একজন মার্কিন সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মারা যাওয়ার পর ট্যাক্সি-চালকরা ধর্মঘট করে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ও আমেরিকান সেনাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ট্যাক্সি-চালকদের অভিযোগের প্রতিকারের আশ্বাস দেওয়ার ধর্মঘট শেষ হইয়াছে।

### মুলীগঞ্জের বড় ও শিলাবুড়ি

গত ১২ই এপ্রিল তারিখ সন্ধ্যার সময় মুলীগঞ্জ, পালং প্রভৃতি স্থানে ভীষণ বড় ও শিলাবুড়ি হওয়াতে সর্বপ্রকার শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

### ধান চাউলের দর বাড়তির দিকে

১০ই এপ্রিল তারিখে ঢাকা হইতে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ঢাকা জেলার চাউলের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বর্তমানে ২০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। বাথরগঞ্জ জেলা হইতে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে যে নিবেদন আছে তাহা আরও কঠোর

করার কলে এইরূপ দর বাড়িতেছে বলিয়া প্রকাশ। মার্চ মাসে ও এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা, খুলনা, গোদাগাড়ি হইতে রেল, ষ্টীমার ও নৌকা প্রভৃতি যোগে ঢাকা জেলার ৭ লক্ষ মণ ধাতুশস্ত্র আমদানী করা হয়। উহার বেশীর ভাগই চাউল।

মাদারীপুর হইতেও এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা ধান-চাউলের দর বৃদ্ধির কথা জানাইতেছেন। দামোদিয়ার ২৪ হইতে ২৫ মণ দরে, ডিলামাণিকে ২১০ মণ দরে এবং মাদারীপুরে ১৯০ হইতে ২০ মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। ১লা এপ্রিল হইতে পবর্ঘর্ষেন্ট চাউলের মূল্য ১২০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৬০ ধার্য করার পূর্বে মাদারীপুর মহকুমার সর্বত্র চাউলের মূল্য সাধারণতঃ ১৬০ ছিল।

### ‘ফেডারেশন অব লেবর’-এর সভাপতি কর্তৃক সরকারী অর্থ প্রাপ্তির কথা অস্বীকার

১৫ই এপ্রিল তারিখের মাজাজের এক সংবাদে প্রকাশ, ফেডারেশন অব লেবর-এর (ভারতের একটা শ্রমিক প্রতিষ্ঠান) সভাপতি শ্রীযুক্ত বমুনা

# S. SIRKAR & CO.

Manufacturing Jewellers

125. BOWBAZAR STREET

## কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : কুমিল্লা

স্থাপিত ১৯২২

সেন্ট্রাল অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গালী পরিচালিত সর্বস্বত্ব ব্যাঙ্ক

|                                  |             |           |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| অনুমোদিত মূলধন                   | ১,০০,০০,০০০ | টাকা      |
| বিলিকৃত মূলধন                    | ৫০,০০,০০০   | "         |
| বিক্রীত মূলধন                    | ৫০,০০,০০০   | "         |
| আদায়ীকৃত মূলধন<br>(অগ্রিম কলসহ) | ২৮,৫০,০০০   | টাকার উপর |
| রিজার্ভ ফাণ্ড                    | ১২,০০,০০০   | "         |
| আমানত                            | ৫,৮০,০০,০০০ | "         |
| কার্য্যকরী মূলধন                 | ৬,৫০,০০,০০০ | "         |
| (১৯৪০ সালের নবেম্বর পর্য্যন্ত)   |             |           |

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :—ডাঃ এস বি দত্ত, এম এ; বি এল; পি, এইচ-ডি,  
(ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল।

দাস মেহতা জানাইয়াছেন যে, প্রচারকার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ফেডারেশনকে মাসিক ১০ হাজার টাকা করিয়া সাহায্য করেন, এই সংবাদ ভিত্তিহীন। শ্রীযুক্ত মেহতা বলেন, গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে ফেডারেশনের বার্ষিক অধিবেশনে এম এন রায় নাকি বলিয়াছিলেন, “ফেডারেশন কোনো উদ্দেশ্যেই সরকারের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে না।”

### কয়লা সরবরাহের অবস্থা

কলিকাতার ১৪ই এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতার মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের নিকট যুক্ত সম্পর্কিত বানবাহন বিভাগ হইতে এই মর্মে এক পত্র আসিয়াছে যে, বর্তমানের জন্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাংলার মাসিক পুরা ২৬ শত ওয়্যাপন কয়লা সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। এই ২৬ শত ওয়্যাপনের মধ্যে কলিকাতার জন্ত ১২ শত ওয়্যাপন সফট কোকও ধরা হইয়াছে।

এ বিভাগ জানাইয়াছেন যে, রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ অপ্রত্যাশিতভাবে কমিয়া যায়; সমগ্র ভারতের জন্ত যে পরিমাণ দরকার তাহা উৎপন্ন হয় নাই। ফলে মজুত মালের পরিমাণ এবং প্রয়োজন বিবেচনায় রেলপথগুলির বরাদ্দ বিভিন্ন পরিমাণে কমান হয়। বাংলার বরাদ্দ সম্পর্কে সম্প্রতি ১ শত ওয়্যাপন বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

### ৪ জন বঙ্গ-ব্যবসায়ীর প্রতি ব্যবসা

#### অস্থায়ীভাবে বন্ধ করার আদেশ

কানপুরের ১০ই এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, কানপুরের চারজন বঙ্গ-ব্যবসায়ী চোরা বাজারে ব্যবসা করিতেছিল বলিয়া ভারত-রক্ষা আইনের ১০২ ধারা অনুযায়ী তাহাদের প্রতি ব্যবসা অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মামলা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। সহরের রেশনিং কর্মচারীর নিকট এই লোকগুলির বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ যাওয়ার ফলে তাহাদের উপর এই আদেশ জারী হইয়াছে।

### সিগারেট-ব্যবসায়ীদের প্রতি নির্দেশ

১৫ই এপ্রিল তারিখের ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে পাইকারী বা খুচরা সিগারেট বিক্রয়ীদের প্রতি মজুত-করা ও অতি-লাভ-করা নিবারণ সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে তদনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন দোকানে বিভিন্ন সিগারেটের দামের একটা তালিকা প্রকাশ্যভাবে টাঙাইয়া রাখেন।

### ভারতীয় কাগজ প্রস্তুতকারক সমিতির বৈঠক

ভারতীয় কাগজ প্রস্তুতকারক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় মিঃ মেলর সভাপতি হিসাবে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন যে, সম্প্রতি ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কাগজের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বর্টন সম্পর্কে আরও ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। মিঃ মেলর জানান, শীঘ্রই কাগজ

সম্পর্কে একজন কন্ট্রোলার বা রেশনিং অফিসর নিযুক্ত হইবে এবং তাহার প্রধান কার্যালয় হইবে কলিকাতায়। অস্তিত্ব কারণের মধ্যে কয়লা ও বানবাহন পাওয়ার অসুবিধা হেতু কয়েকটা কাগজের কলে উৎপাদন কম হইতেছে বা আপাততঃ স্থগিত আছে। বর্তমানে এ কথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, কাগজ হ্রাসের একটি উপকরণ এবং ইম্পোর্টের মতই অত্যাবশ্যক।

### লাহোর ইলেকট্রিক সান্দ্রাই কোং

পঞ্জাব সরকার লাহোর ইলেকট্রিক সান্দ্রাই কোম্পানীর উপর এই এই মর্মে এক নোটিশ জারী করেন যে, কোম্পানীর সহিত পঞ্জাব সরকারের যে চুক্তি হইয়াছিল তদনুযায়ী এই কোম্পানী ১৯৪২ সাল হইতেই ক্রয় করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। কোম্পানী ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ব্যবসা চালাইবার দাবী করিয়া লাহোর হাইকোর্টে যে মামলা করিয়াছিল, প্রধান বিচারপতি তাহা নাকচ করিয়াছেন।

### বোম্বাই বিস্ফোরণে খাত্তশস্ত্রের ক্ষতি

ভারত সরকারের খাত্ত সচিব স্যার জে পি শ্রীকান্তব এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন যে, বোম্বাই-এ অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ৫৫ হাজার টন খাত্তশস্ত্র ধ্বংস হইয়াছে।

### পশুরোগ নিরোধক বিল

১৭ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রী শ্রী বাহাদুর মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন

“বঙ্গীয় পশু-রোগ নিরোধক বিল” উপস্থাপন করেন। বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে পশুরোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে পীড়িত গবাদি পশুর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং গৃহ পশুদের টিকা দেওয়া সম্পর্কে এই বিল সরকারের হাতে ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

### কেরোসিনের অনুকল্প

কেরোসিনের অভাবে উহার পরিবর্তে কি ব্যবহার করা যায় তৎসম্পর্কে সাম্মান্টিকি এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের ডিরেক্টরের গবেষণাগারে ধারাবাহিক গবেষণা চলিতেছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, উদ্ভিজ্জ তৈলের সহিত কেরোসিন বা অক্সপ্রকার তৈল মিশাইয়া কাজ চলিতে পারে। হারিকেন লণ্ডন, খনির নিরাপদ প্রদীপ প্রভৃতিতে এই তৈল ব্যবহার করা যাইবে।

### বাজেট সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত

সপরিষদ বড়লাট ভারত শাসন আইনের ৬৭ ক(৭) ধারা অনুযায়ী ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯৪৪-৪৫ সালের জন্ত শাসন পরিষদের ব্যয়-বরাদ্দ এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের প্রচার ও বেতার-বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ তাহার দায়িত্ব পালনের জন্ত প্রয়োজন। এই দুটি বাদে কেন্দ্রীয় পরিষদে বাকী ছাটাই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল।

### আলিগড়ে বিজ্ঞান গবেষণাগার

#### স্থাপনের প্রস্তাব

অখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতিত্বপে স্যার আজিজুল হক তাহার অভিভাবে

## “...মাহা পাই তাহা চাই না”

এ-পৃথিবীতে মাহুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রায় কল্পারী-মূপের মতোই বলা চলে। আপনার পক্ষে পাগল হয়ে বনে বনে না হলেও এই পৃথিবীর দেশ থেকে দেশান্তরে, এই মহানগরীর রাজপথে আমরা ঘুরে বেড়াই না কি? কেন ঘুরি, কিসের জন্য? কি আমাদের উদ্দেশ্য? কি আমাদের লক্ষ্য? প্রশ্ন করলে আমরা অনেকেই তার উত্তর দিতে পারব না। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর, ছোটোছুটি হুড়োহুড়ির পর, মারামারি, ঝগড়া-বন্দ, বাক-বিতণ্ডার পর গলদঘর্ষণ হয়ে আমরা যখন আমাদের নির্জন ঘরের কোণে ফিরে আসি, তখন প্রতিদিন না হলেও একটি দিনও কি এ-প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে না যে, কিসের জন্য এত ব্যস্ততা, এত চঞ্চলতা, এত দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য দৌড়াদৌড়ি? নিশ্চয়ই জাগে। কর্মক্রান্ত দেহ অবসর হয়ে শব্দায় এলিয়ে পড়লেও মন তখন বাহিরের জগৎ পরিভ্রমণ করে বেড়ায় এবং ঠিক তখনই তো আমাদের বার বার মনে হয় যে, জীবনে যা চাইলাম তা ভুল করে চাইলাম, আর যা পেলাম তা কোনদিন চাইনি।

জীবনের মূলে রয়েছে এই অসন্তোষ, এই অপর্যাপ্ততা, এই অতৃপ্তির উদ্বেগ। জীবনের দুর্গম

পথে মাহুষের নির্ভীক অভিযানের অক্ষরন্ত প্রেরণা—এই উদ্বেগ, এই ব্যাকুলতা। যে পরিতৃপ্ত, জীবনে তার আগতির দ্বারও বন্ধ। দৈহিক যত্ন না হলেও তার মানসিক-মুক্তা অনিশ্চিত।

এই মানসিক অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? জীবনের এই উদ্বেগ, এই কর্মব্যস্ততা, এই গতিশীলতা অটুট রাখতে হ’লে সবার আগে দেহবস্ত্রটিকে পটু রাখতে হবে। কারণ দেহের সঙ্গে মনের নিবিড় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। অথচ এ কথাটি ভুলে গিয়ে অসাবধানতা ও অবহেলার জন্ত আমরা অসময়েই এই দেহ-বস্ত্রটিকে বিকল করে ফেলি। অকর্মণ্য, দুর্বল দেহের সুযোগ নিয়ে ক্ষুধামান্য, অন্নোদ্যম, অজীর্ণতা প্রভৃতি নানারকম উপসর্গ থেকে ব্যাধি যখন ক্রমেই ছুরারোগ্য হয়ে ওঠে তখন আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে কপাল চাপড়ে বলি, ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবে কে?

কিন্তু কপালে করাঘাত করার আগে যদি একটু সাবধান হই, যদি একটু সচেতন হই, যদি নিজেকে একটু ভালবাসতে শিখি তাহালেই তথাকথিত ভাগ্যের লিখনকে আমরাই খণ্ডাতে পারি। “বাই-ডায়টেক” এ-কাজে বিশেষ সাহায্য করবে।



বলেন যে, অধ্যাপক হিল, স্তার জিয়াউদ্দিন, স্তার ভাটনগর প্রভৃতিকে লইয়া গঠিত এক কমিটি আলিগড়ে একটা বৈজ্ঞানিক ও বস্ত্ত-বৈজ্ঞানিক গবেষণাপার স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রধানতঃ মুসলিম গবেষক ছাত্রেরা কাজ করিবেন। অল্প সম্প্রদায়ের ছাত্রেরাও প্রবেশা-ধিকার পাইবে।

### ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স

গত ৩০শে মার্চ তারিখে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন এম এল শাহ। শ্রীযুক্ত বি এম বিড়লা বর্তমান ইংরাজি বৎসরের অল্প চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

### আমেরিকার মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রম-সচিব ক্রাফ্‌স্‌ পারকিন্স-এর মতে ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসত মহিলা শ্রমিক ছিল ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে উহার সংখ্যা তাহার প্রায় দ্বিগুণ দেখা যায়। ১৯৩৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ; ১৯৪০ সালে বাড়িয়া হয় ৪৫ লক্ষ।

### আমেরিকায় বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবন

লুইসানা ষ্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক ডাঃ জুলিয়ান মিলার দেখাইয়াছেন যে, মিষ্টি আলু অত্যন্ত পুষ্টিকর; ইহাতে প্রচুর 'এ' ভাইটামিন (খাদ্য প্রাণ) পাওয়া যায়; তবুও সাদা আলুর তুলনায় ইহার আদর কম।

ডাঃ মিলার এই আলু চারগুণ বেশী ফলাইবার এবং ইহা সারা বৎসর বাহাতে অবিকৃত থাকে সেইরূপে জম্মাইবার একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক রবার্ট বন্নার সাহেব সোয়াবীন হইতে নানা শিল্পক্ষেত্রে বস্ত্ত প্রস্তুত করার সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন। ইহার আল হইতে তিনি তাঁহার জীর অল্প টুপি, কুর্তী, মোজা প্রভৃতি তৈয়ার করাইয়াছেন।

### মুনাফারুত্তি সম্বন্ধে স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্

গত ১৬ই এপ্রিল এ্যাবারডীনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিমান-উৎপাদন-মন্ত্রী স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বলেন, জনসাধারণের কল্যাণ যদি সত্যি চাওয়া যায় তাহা হইলে শিল্প-পতি, কাটকাবাজ, মহাজন বা ব্যবসায়ীদের বসত খুলী লাভ করিবার পথে অবশ্যই বাধার সৃষ্টি করিতে হইবে। এই শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যায় অল্প, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমণ্ডলীর অধিকতর স্বাধীনতার জন্য ইহাদের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত অনিবার্য।

### ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে শুষ্ক-আর

কমার্শিয়াল ইনস্টেলিগেন্স এ্যাক্ট ষ্ট্যাটিস্টিকস্ বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্ত একটি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, লবণ-শুষ্ক বাদে জলপথ ও স্থলপথ-হইতে ব্রিটিশ ভারতে বর্তমান বৎসরের মার্চ মাসে মোট

শুষ্ক-আর হইয়াছে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। বর্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারী ও গত বৎসরের মার্চ মাসে এই শুষ্ক বাবদে ব্যয়ক্রমে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ ও ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা আর হইয়াছিল।

### ম্যালেরিয়া দূরীকরণের চেষ্টা

ভারত সরকারের উৎসাহে বরিয়াকমলা-খনি অঞ্চলে শীত্‌ই ম্যালেরিয়া দূরীকরণের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই অল্প বে আনুমানিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে তাহা লেবার ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড এবং বরিয়াকমলাইনস্ বোর্ড অফ্‌ হেল্থের মিলিত সাহায্য হইতে সংগৃহীত হইবে।

### চরকা-সিদ্ধ নিয়ন্ত্রণ

১৭ই এপ্রিল তারিখের এক নির্দেশে বাংলা সরকার সমস্ত চরকা-সিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি রেজিষ্ট্র-ভুক্ত করিবার এবং চরকা-সিদ্ধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই নির্দেশ অনুসারে বাংলা সরকার বাংলার সমস্ত উৎপন্ন চরকা-সিদ্ধ কিনিয়া লইবেন। ডিরেক্টর অফ্‌ ইনডাস্ট্রিয়ার অধীনে একজন এজেন্টের মারফৎ এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে। এই এজেন্টের অথবা তাঁহার কোন প্রতিনিধির নিকট চরকা-সিদ্ধ উৎপাদকেরা সমস্ত উৎপন্ন সিদ্ধ বিক্রয় করিবেন। বর্তমানের ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী লভ্যাংশ বাদ দিয়া এবং উৎপাদন-খরচের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এজেন্টের লাভের

পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। অত্যাধিক চাহিদা মিটাইয়া এই সিদ্ধ আবার সরকারী আদেশ অনুসারে তাঁতী ও ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রয় করা হইবে। এই প্রদেশে সিদ্ধ-শিল্পের উন্নতি-সাধনের জন্য বাংলা সরকার লাভের একাংশ জমাইয়া রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

### মার্কিন শ্রমিকদের দাবী

আমেরিকার শ্রমিকগণ শান্তি সম্মেলনে প্রতি-নিবেদন চাহিতেছে। তাহারা চাহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা; এই সহযোগিতার জন্য তাহারা এমন একটা প্রতিষ্ঠানের সংগঠন চাহে যাহা স্বদেশে এবং বিদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবার নামক শ্রমিক সম্মেলন একটা সাব কমিটি ১৮ মাস ধরিয়ানানা আলোচনার পর যুগান্তের সংগঠন সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার মতে উদ্ভাবিত একটা নিখিল বিশ্ব সংঘ গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে:

(১) একটা স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, (২) যে কোনো উপায়ে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ রোধ করিতে হইবে, (৩) জন-সাধারণের সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৪) শিশু-মজলুর ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৫) মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইবে এবং (৬) সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

### = শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান =

## ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯৩০ হেড অফিস—৩০৯, বড়বাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—রায়গড়, চম্পা, ভাটাপারা, রায়পুর, নাগপুর ( দি. পি )

প্রধান-প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এস এম বসু,

জেনারেল ম্যানেজার।

“পারিবারিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য আমাদের সামাজিক জীবনের প্রসার ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনও তদ্রূপ অপরিহার্য”।

আপনার সহায়তা আমরা কামনা করি—

## দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা

মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই

ম্যানেজিং :

মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর

দেববর্মান

অফিসসমূহ :

পদ্মাসাগর, শ্রীমঙ্গল, আজিমীরিগঞ্জ, মারায়গঞ্জ, কৈলাসহর, সমসের নগর, নর্থ লক্ষীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাঁহ, জোড়হাট, মানু, চকবাজার, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বড়বাজার ( কলিকাতা ) ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে।

ট্রাফ অফিস : আগরতলা, ত্রিপুরা স্টেট

কলিকাতা অফিসসমূহ : ১১, ক্লাইভ রো,

টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা

৩মং মহর্ষিদেবেন্দ্র রোড

টেলিগ্রাম : “ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা”

বিলাতে কারখানা শ্রমিকদের

উৎপাদনশক্তি

বিলাতের শ্রমশিল্প সংক্রান্ত স্বাস্থ্য-গবেষণা বোর্ডের বিবরণীতে কয়েকটা কৌতূহলজনক তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, সমগ্র-শিল্পের

কারখানার বিবাহিতা মেয়েরা অবিবাহিতাদের চেয়ে তিনগুণ বেশী কাজের ঘণ্টা নষ্ট করে। পুরুষরা গড়ে কাজের ঘণ্টার শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ, আর মেয়েরা গড়ে শতকরা ৮ হইতে ২০ ভাগ নষ্ট করে। সপ্তাহে কাজের ঘণ্টা ৬০এর বেশী

হইলে পুরুষদের, আর ৫৫র বেশী হইলে মেয়েদের কারখানায় অল্পপস্থিতি বৃদ্ধি পায়।

বিবরণীতে প্রকাশ, শ্রমিকদের মধ্যে শ্রান্তি-ক্রান্তি ক্রমেই বাড়িয়া বাইতেছে। উহা হইতে আমরা এ কথাও জানিতে পারি যে, পূর্বে সপ্তাহে।

# অভাব

# অনটন

# নেই ডালা

যন্ত্রশিল্পে যে সব কর্মী আত্মনিয়োগ করেছে অভাব অনটন যেন তাদের চিরসাথী। চাকেশ্বরীর কর্মীদের বেলায় কিন্তু সে কথা খাটে না। তার কারণ কর্মীদের মঙ্গল বিধানকে চাকেশ্বরীর কর্তৃপক্ষ অংশীদারদের লভ্যাংশ বিতরণ করার কর্তব্যের সমান বলেই মনে করেন। তাই তার আট হাজার বাঙ্গালী কর্মীর সকলেই প্রচুর সুখ সুবিধার অধিকারী। বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে তাদের বেতনের হারই সবচেয়ে বেশী; শিক্ষানবীশেরা পর্যাপ্ত যথেষ্ট ভাতা পেয়ে থাকে। সকলের জন্ম ছুটি, বোনাস এবং মাগ্গী ভাতার ব্যবস্থাও চমৎকার। কর্মীদের বাসের জন্ম তৈরী হয়েছে বিজলী-বাতির ব্যবস্থায়ুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হুঁতলা,

তিনতলা বাড়ী। তারা বা তাদের পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে নিঃশেষে চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। গুরুতর দোষ ছাড়া কারো চাকুরী যাবার ভয় নেই। কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্ম ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। তাদের বৃদ্ধ বয়সে সহায়তার জন্ম প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড খোলা হয়েছে; চাকেশ্বরীও তাতে নিয়মিত চাঁদা দেয়। কর্মীদের সঞ্চয় করতে উৎসাহ দেবার জন্ম মিলের মধ্যেই সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে এবং তাদের আমোদ প্রমোদ, মেলামেশা ও পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-ভাব বৃদ্ধির জন্ম ক্লাব ও থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতঃ এক সুবৃহৎ কর্মীদলকে সুখে ও স্বচ্ছন্দ্যে রাখবার গৌরব করতে পারে

## চাকেশ্বরী

কটন মিনস্‌ লিঃ

বেশী দ্রষ্টা কাজ করিয়া বিলাতের শ্রমিকরা যাহা উৎপাদন করিত, এখন সপ্তাহে ৫ বা ৫½ দিন কাজ করিয়া তাহার সমান, এমনকি, বেশী উৎপাদন করিতেছে।

বোর্ড শ্রমিকদের জন্ত কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে হইলে ভাল খাদ্য-গৃহ, পোষাক-ধর, আশ্রয়-প্রদান, বিশ্রাম, প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রাচীর-পত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

### ব্রিটেনে ধর্মঘটে উচ্চানি দিবার দণ্ড

১৮ই এপ্রিল তারিখের লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ধর্মঘটে উচ্চানি দেওয়া বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার কর্তার দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অপরাধের জন্য ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫ শত পাউণ্ড জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে।

### ভারতে বিমান-পথ

ব্রিটিশ ও ভারতীয় এয়ারওয়েজ করপোরেশনের সভাপতি লর্ড নোলিস্ ঘোষণা করিয়াছেন, সুদূর প্রাচ্য এবং ভারতের মধ্য দিয়া বিমান-পথ খুলিবার পূর্বে দেখিতে হইবে, ঐ সব স্থানে যেসব ছোট ছোট বিমান-পথ আমাদের যাত্রী ভোগাইবে সেগুলি ভালভাবে চালিত হইতেছে কি না। তিনি বলেন, এই ছোট বিমান-পথগুলির উপর আধিপত্য করিবার কোন ইচ্ছা তাঁহাদের নাই; সেগুলি ভালভাবে চালিত হইলেই হইল।

### লবণ-শুল্ক

১৯৪৪ সালের ইতিহাস কাইনাল এ্যাক্ট অনুসারে ব্রিটিশ ভারতে প্রাপ্ত অথবা বাহির হইতে স্থলপথে এদেশে আনীত লবণের উপর মণপিছু ১৫/০ আনা শুদ্ধ নির্ধারিত হইয়াছে। এই আদেশ বর্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে বলবৎ হইয়াছে।

### ব্রিটিশ-পূর্ব-আফ্রিকায় ছালা উৎপাদন

বৃহৎ জন্ত ব্রিটিশ-পূর্ব-আফ্রিকায় গৃহজাত তন্ত প্রভৃতি হইতে ছালা, রজ্জু ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। বৃহৎ কাজে বালির বস্তা ও দড়ি এখন এইভাবে তৈরী হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে ক্ষুদ্র আকারে প্রতিষ্ঠিত হইলেও কেনিয়া হইতে ককি চালানোর ধলিয়ার জন্ত গৃহজাত তন্ত ব্যবহৃত হওয়াতে শিল্পটি এখন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

### ভারতে রবারের মূল্য

ভারতীয় রবার উৎপাদক সমিতির সম্পাদকের একটি বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, সিংহলে দ্বিতীয় বার রবারের দাম বাড়ানো হইলেও ভারত সরকারের অনুরোধে ভারতীয় রবারের কোন মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। এখানে রবার ৭/০ আনার বিক্রিত হইলেও সিংহলে একশত পাউণ্ড রবারের মূল্য ১১১/০ আনা। একই পণ্যের বিক্রয়-মূল্য ভারতীয় রবার উৎপাদক প্রায় ৩০

টাকা কম পাইতেছে। ইতিহাস রবার প্রডাক্সন বোর্ড কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ভারতীয় রবারের মূল্য বৃদ্ধির অনুরোধ করিলেও ভারত সরকার এসম্বন্ধে এখনও কিছুই করেন নাই। ইহাতে এদেশের রবার উৎপাদকেরা অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে।

### নিউজিল্যান্ডে খাদ্য-উৎপাদন

নিউজিল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ পিটার ফ্রেজার ওয়াশিংটনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বৃহৎ নিউজিল্যান্ডবাসীদের একাংশকে ফিরাইয়া আনিয়া কৃষিকার্যে নিয়োজিত করিবার সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের শস্ত উৎপাদনে যে হ্রাস দেখা যাইতেছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে যাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা, সেই চর্যোগ হইতে দেশকে বাঁচাইতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় ছিল না। নিউজিল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন যে, এই পরিকল্পনা সাময়িক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারেই রচিত হইয়াছে।

### ভারতের আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা

গত ১৮ই এপ্রিল কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের এক সভায় সভাপতিত্বপে মিঃ এন্স আর সরকার বলেন, যে কোন আর্থিক পুনর্গঠন-পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক জীবনধারণের উপর রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে। বর্তমানে ভারতের জনসাধারণ যদি পরিকল্পনামতে বৃদ্ধিতে পারে যে, পরিকল্পনা তাহাদের সর্বমুখী স্বাধীনতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে এবং পতর্নমেন্ট যদি তাহাদের সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হয়, তাহা হইলেই রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তিগত জীবনের উপর এইরূপ হস্তক্ষেপ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে।

### ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নামে অভিযোগ

গত ১৭ই এপ্রিল দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রীয় পরিষদের এক অধিবেশনে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ হইতে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নামে অভিযোগ করা হয়। ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বীমা ও বহনী-খরচ সমেত ১৭১ শিলিং

## সাবান প্রস্তুতের

ফোন :—

বড়বাজার :— ১৩৯৭ অফিস  
:— ১৫৯২ ক্যাক্টরী  
টেলিগ্রাম—“চীনাচীটা”

যাবতীয় জিনিষ—সিলিকেট সোডা • সোপষ্টোন  
পাউডার • কষ্টিক সোডা • রজন • সিট্রোনেলা  
অয়েল • রঙ • হাইড্রোমিটার • প্রভৃতি পাইবেন।

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ  
৩১, অ্যাকসন লেন, কলিকাতা

সভায়, সুন্দর ও  
টেকসই

ধুতি ও শাড়ী

পরিধান করিয়া  
ছায়ালাভ করুন।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস্ লিঃ

সেক্রেটারিও এণ্ড এজেন্টস্

সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ

২৩নং হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট, হাটখোলা, কলিকাতা।

দেশের সমৃদ্ধি আনতে হ'লে চাই—ব্যাকিং-এর প্রসার  
আপনার ও জাতির সেবার—

দি কুষ্টিয়া ইন্ডাস্ট্রি ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—২৯, স্ট্রীট রোড :: কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, বরহামগঞ্জ, চরমুগুরিয়া, পাটনা, ছাপরা ও আর।  
গোপালগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে।

বোম্বাই, কানপুর, পাটনা, ডুমরাও ও  
মজঃফরপুর ব্রাঞ্চ শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

সকল প্রকার ব্যাকিং কার্য করা হয়।

বিমল রায়চৌধুরী—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দরে প্রতি আউন্স বিক্রয় স্বর্ণ কিনিয়া যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৪ শিলিং ও ভারতবর্ষে ৩২০ শিলিং দরে ঐ স্বর্ণ পুনরায় বিক্রয় করিতেছে। আগে বলা হইয়াছিল, ভারতের চোরাবাজারে উপরোক্ত দরে স্বর্ণ বিক্রয় করা হয়; কিন্তু আন্য পিছাছে যে, সম্পূর্ণ সাধারণ বাজারে আইনসম্মতভাবেই এই স্বর্ণ-বিক্রয় চলিয়া থাকে।

### ৪ হাজার তামাদী মোকদমা

এ বৎসর গোপালগঞ্জের মুন্সেফী আদালতে ৪ হাজার (খাজানা অনাদায়জনিত) তামাদী মোকদমা আসিয়াছে।

### সেচুয়ানের তৈল-সম্পদ

চুংকিংয়ের ১৭ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, সেচুয়ান জেলার কিয়ানহু অঞ্চলে যে তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সমগ্র জাতির কয়েক শতাব্দী চলিবার পক্ষে যথেষ্ট। সেচুয়ান বিশ্ব-বিজ্ঞানসম্মত অধ্যাপক চাউ হুয়া এবং অধ্যাপক সি ওয়েনহুয়া তৈল-উৎপাদন অঞ্চলটি পরিদর্শনের পর উপরোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই খনির তৈলের সহিত কালি-ফোণিয়ার তৈলের তুলনা করা চলে।

### নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ঝঞ্ঝাবাতে ক্ষতি

নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক অঞ্চলে ঝড়ে আমের খুব ক্ষতি হইয়াছে।

### ভারতীয় বনের কাঠ

ভার হার্বার্ট হাওয়ার্ড সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ভারতীয় সরকারী বনবিভাগ বেসামরিক চাহিদা ছাড়া সেনাবিভাগকে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টন কাঠ সরবরাহ করিতেছে। ১০ লক্ষ টন কাঠ সম্বালনভাবে সাঙ্গাইলে পৃথিবীর চারিদিকে বিষুবরেখা বরাবর ১০ ফুট প্রশস্ত একটা রাস্তা প্রস্তুত হইতে পারে।

### অভিশপ্ত সম্মুখে আলোচনা

কেন্দ্রীয় সরকারের, অত্র খনির মালিকদের ও উহার শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনে সম্প্রতি ভারতে অত্র উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা হইয়া পিয়াছে। সম্মেলনের কর্মসূচীতে অত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারী অর্ডারের সংশোধনের কতকগুলি প্রস্তাব ছিল।

### কয়লা উৎপাদন ব্যাপারে ক্ষতি

বিলাতের কমন্স সভার মন্ত্রী মেজর উইলিয়াম লয়েড জর্জ ঘোষণা করিয়াছেন যে, কয়লা-খনিতে ধর্মঘটের ফলে সম্প্রতি চার সপ্তাহ ধরিয়া সপ্তাহে গড়ে ৩৮৫ হাজার টন কয়লা ওঠে নাই।

### জার্মানীতে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণে কর

জার্মানীর অর্থ-সচিব সম্প্রতি এক বেতার-বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য নতুন কর ধার্য করার প্রয়োজন হইতে পারে। তিনি জার্মানদের সাবধান করিয়া দেন, তাহারা যেন চোরাবাজারের দামে জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া 'মার্কেটের' দৃঢ়তা বিপর্যয় না করেন। তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ যে, জার্মানীতে মুদ্রার গতি তিন গুণ বাড়িয়াছে।

### যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা

নিউইয়র্ক টাইমসের এক সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধের পরে স্ব স্ব দেশে বাহাতে তাহারা পুনর্গঠন কাজে সাহায্য করিতে পারে তাহার জন্য আমেরিকার বড় বড় কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ১৮ মাস ধরিয়া ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তিনচার হাজার ছাত্রকে শিক্ষা দিবার একটা প্রস্তাব মার্কিন রাষ্ট্রের ফরেন ইকনমিক অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন গ্রহণ করিয়াছেন।

### বোম্বাই-এর শ্রমিকদের জীবন-যাপনের ব্যয়

১৯০৪ সালের জুন মাসে বোম্বাই-এর শ্রমিকদের জীবন-যাপনের ব্যয়কে ১০০ বলিয়া ধরিলে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ ব্যয়ের হ্রস্ব-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২৩০। গত মাসে উহা ছিল ২২২। ঋতুক্রমের হ্রস্ব-সংখ্যায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে উহা ছিল ২৪২।

### কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ-পত্র

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ হইতে ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যেকার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণপত্রে ২০৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি ছিল। উহার মধ্যে ১৩৪ কোটি টাকা চতুর্থ ডিফেন্স লোনে নিয়োজিত ছিল।

### বাংলার খাজ কামিটি

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ যে, বাংলার খাজ উৎপাদন কমিটির পুনর্গঠন করা হইয়াছে। এই নতুন কমিটি ১৭ই এপ্রিল হইতে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলাদেশে খাজ উৎপাদন বৃদ্ধির সম্বন্ধে এই কমিটি গভর্ণমেন্টকে উপদেশ দিবেন। অধিকতর খাজ উৎপাদনের জন্য কৃষকদিগকে বীজ, সার ইত্যাদি বিতরণ এবং শস্ত বৃদ্ধির প্রচার-কার্য সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের মতামত চাওয়া হয়, সে সব বিষয়েও তাঁহারা পরামর্শ দিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন :—

(১) বাংলা সরকারের কৃষিসচিব (চেয়ার-ম্যান)। (২) বাংলা সরকারের কৃষিবিভাগের সম্পাদক (পদাধিকার বলে)। (৩) বাংলা সরকারের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর (পদাধিকার বলে)। (৪) বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর (পদাধিকার বলে)। (৫) বাংলা সরকারের মন্ত্রণা বিভাগের ডিরেক্টর (পদাধিকার বলে)। (৬) বাংলার ডেপুটি কমিশনার (পদাধিকার বলে)। (৭) বাংলা সরকারের সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্টার (পদাধিকার বলে)। (৮) বাংলার এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এর ডিরেক্টর (পদাধিকার বলে) অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এ্যান্ড পাবলিক হেলথের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। (৯) বাইও-কেমিস্ট্রি, ম্যাকশিন ও ফিজিক্যাল হাইজিনের অধ্যাপক (পদাধিকার বলে)। (১০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে এন বুখার্কি, ডি এন্স সি, সি বি ই। (১১) ডাঃ জি শঙ্করণ। (১২) অধ্যাপক বি সি গুহ ডি এন্স সি। (১৩) মিঃ এ কে এম জ্যাকেরিয়া। (১৪) মিঃ জ্ঞানাজন নিয়োগী। (১৫) মেসার্স এ্যান্ড হুইটল এ্যান্ড কোম্পানীর সিনিয়র ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে ডব্লিউ মিলিং। (১৬) প্রোফেসর ট্রেভিং কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের মিঃ এস এ কিং। (১৭) নেদারল্যান্ড ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মিঃ এস ডি শ্রেন্ডার। (১৮) মিঃ এইচ এল দস্ত, এম বি ই। (১৯) মিঃ সত্বর্দিন আমেদ, এম এল এ

নিরাপত্তা ও কার্যতৎপরতার জন্য—

**দি ইষ্টার্ন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ**

রেজিঃ অফিস :—ঢাকা

স্থাপিত—১৯২৮

শাখাসমূহ :—

ভোলা, গাইবান্ধা,  
চট্টগ্রাম, চরমুন্সুরিয়া,  
শ্রীহট্ট ও নারায়ণগঞ্জ

কলিকাতা শাখা :—

১৪, ক্লাইভ স্ট্রিট

ফোন : কলি : ৪৪০১

রাজসাহী ও বরিশাল ব্রাঞ্চ শীঘ্র খোলা হইবে।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—বি এম ভট্টাচার্য

যেখানে অর্থ রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—

**বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ**

রেজিষ্টার্ড অফিস :—চাঁদপুর

সেন্ট্রাল অফিস :—ঢাকা।

কলিকাতা অফিস :—৫৮, ক্লাইভ স্ট্রিট।

শাখাসমূহ :

পুরানবাজার, ঢাকা, লৌহজঙ্গ,  
দীঘিরপার, শ্রীনগর, তেজপুর

স্বদের হার—

ডিপোজিট

শতকরা

চলতি—

১

সেভিংস

২½

স্বায়ী আমানত

৪

মিঃ এম চক্রবর্তী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ এম দত্ত

কলিকাতা এজেন্ট।

(বরিশাল)। (২০) মৌলভী আবদুল হাকিম এম্ এল এ (ময়মনসিংহ)। (২১) মিঃ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম্ এল এ। (২২) মিঃ মনুস্বন্দন সরকার, এম্ এল এ। (২৩) মিঃ মুর আমেদ, এম্ এল সি। (২৪) মিঃ হামিচুল হক চৌধুরী এম্ এল সি। (২৫) ডাঃ জে কে চৌধুরী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। (২৬) কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা কাউন্সিলের সদস্য মিঃ পি এন সিংহ রায়, ও বি ই। (২৭) কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা কাউন্সিলের সদস্য খান বাহাদুর মহম্মদ আবদুল মোমিন সি আই ই।

বেসরকারী সভ্যগণ দুই বৎসরের জন্ত মনোনীত হইয়াছেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজনবোধ করিলে কমিটিতে যে কোন সময় আরও সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

### কৃষকগণের গো-মহিষাদি ক্রয়ের জন্ম ঋণ-দান

বাংলা সরকার একটি প্রেসনোটে বঙ্গদেশের কৃষকগণকে গোমহিষাদি ক্রয়ের জন্ত ৫০ লক্ষ টাকা ঋণদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাধি, খাদ্যভাব প্রভৃতি নানা কারণে বাংলাদেশে গো-মহিষাদির সংখ্যা অত্যন্ত কম পাওয়ার কৃষকেরা কতিপয় হইয়াছে। এই উপলক্ষে মঞ্জুরীকৃত ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় ঋণ দানের জন্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে। যে কোন সময় প্রয়োজন মনে করিলে আরও অধিক পরিমাণ টাকার জন্ত আবেদন করিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-গণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

**কেন্দ্রীয় পরিষদের শারদীয় অধিবেশন**  
১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৪, তারিখ হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদের শারদীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

### ব্রিটিশ ট্রেজারীর বিবরণ

১৯৪৩-৪৪ সালে ব্রিটিশ ট্রেজারীর বিবরণীতে প্রকাশ যে, ঐ বৎসর ব্রিটিশ সরকারের মোট আয় ছিল ৩০০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৪৫ পাউণ্ড এবং ব্যয় ছিল ৫৭৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৪২৪ পাউণ্ড। আয়ের অপেক্ষা যে পরিমাণ অর্থ বেশী ব্যয় হইয়াছে তাহা কর্তৃক করা হইয়াছে।

### শেঠ শঙ্করলাল বলাভাই

শেঠ শঙ্করলাল বলাভাই পুনরায় বর্তমান বৎসরের জন্ত আমদান্যাদ কলওয়াল সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

### রেশন-দোকানে গুড়-বিক্রয়-ব্যবস্থা

জানা গিয়াছে যে, বেঙ্গালুরু সরকারে বিভাগ কলিকাতা অঞ্চলে 'রেশনের' দোকানগুলিতে গুড় বণ্টনের ব্যবস্থা করিতেছেন। মফঃস্বলের যে সব স্থানে চিনি চুপ্পাপ্য, সেখানেও গুড় পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

### রপ্তানী নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারী

মিঃ আমিনুদ্দিন ভারত সরকারের চীফ কন্ট্রোলার অব এক্সপোর্টসএর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ইতিপূর্বে পঞ্জাব সরকারের সেক্রেটারী ছিলেন।

### ব্রুটেনে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের কত টাকা খাটিতেছে ?

১৯শে এপ্রিল তারিখের ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার রাত্রিতে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী বিভাগের এক বিবরণী অনুযায়ী বিলাতে যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৩০৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খাটিতেছে। বিদেশে খাটানো টাকার ব্যাপারে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একমাত্র ব্রিটেনেরই তুলনা চলিতে পারে।

### পাঞ্জাব হইতে বোম্বাই-এ গম প্রেরণ

পাঞ্জাবের সাংবাদিকদের এক সভায় সরবরাহ ও রপ্তানী বিভাগের সচিব জানাইয়াছেন যে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ অনুরোধে পাঞ্জাব সরকার বোম্বাই-এ ২০ হাজার টন গম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

### কয়লার অভাবে কাপড়ের কল বন্ধ

কয়লার প্রচণ্ড অভাবে সোলাপুরের কাপড়ের কলগুলি এক সপ্তাহ বন্ধ রাখা হইয়াছিল এবং বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল ঐগুলি ২৯শে এপ্রিল হইতে চালা হইবে। ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত কয়লা পাওয়া যায় নাই বলিয়া ২৬শে এপ্রিল হইতে কলগুলিতে কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া পুনর্বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে।

### বাংলায় কৃষি-স্বায়কর হইতে বিলাতী কোম্পানীর অব্যাহতি লাভ

বিলাতের খেতাজ অধিবাসিগণ বাংলাদেশে চা বাগান প্রভৃতি কৃষি-ব্যবসা হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন; সাধারণ নিয়মে ইহাদের নিকট হইতে বাংলা সরকার স্বায়কর আদায় করিতে পারিতেন। তাহার প্রদেহে যে অর্থ উপার্জন করেন তাহার অল্প অংশে তাহাদিগকে একবার স্বায়কর দিতে হয় বলিয়া বাংলা সরকার তাহাদিগকে এখানে স্বায়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

### তুরস্ক হইতে জার্মানীতে ক্রোম রপ্তানী বন্ধ

আঙ্কারা হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, ২৯শে এপ্রিলের পর তুরস্ক আর জার্মানীতে ক্রোম রপ্তানী করিবে না।

### মিঃ আমেরী ও টাটা পরিকল্পনা

২০শে এপ্রিল তারিখে বিলাতের পার্লামেন্টে মিঃ সোরেনসেন টাটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। উক্তের মিঃ আমেরী বলেন; ভারত সরকার সব সময়েই পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া থাকেন; কাজেই ভারত সরকার যে এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভালভাবে

## ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর ও জমীপুর (মুর্শিদাবাদ)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :- এস কে রায়।



দি নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড বার্লি ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ  
১০৫, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা

বিচার করিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। বিষয়টা ভারতসরকারের হাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

### ঋণ ও ইজারা চুক্তি

ওয়াশিংটনে ১৯শে এপ্রিল তারিখের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের হাতে আগামী ৩০শে জুনের পর আরও এক বৎসরের জন্য ঋণ-ইজারা চুক্তির অধিকার রাখিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল,

তাহা ৩৩৪-২১ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। কেবলমাত্র কয়েকজন রিপাবলিকান সভ্য বিলটির বিরোধিতা করেন।

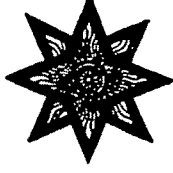
### ভারতসরকারের কুইনি বণ্টন

বর্তমান বৎসরের (১৯৪৪-৪৫) জন্য ভারত-সরকার বাংলাদেশকে ৮০,০০০ পাউণ্ড কুইনি সালফেট ও সিল্কোনা ফেব্রিকিউজ বিলি করিতে রাজী হইয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহারা আরও

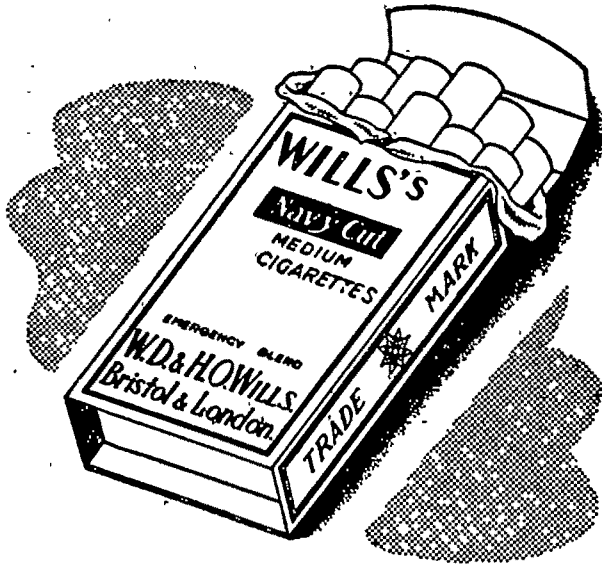
৪৪,০০০ পাউণ্ড কুইনিনের সমান ৫ কোটি মের্কিন ট্যাবলেট দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রকাশ, প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার বাংলায় এই ধরনের ঔষধ আরও কিছু পরিমাণ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

### শুদ্ধ মাংসের কারখানা

জানা গেল যে, রাণীপেটে নীলই একটি শুদ্ধ মাংসের কারখানা তৈয়ার হইবে। ব্রিটিশ



“মূল্যের বিনিময়ে ইহাই সর্বোৎকৃষ্টে”



**WILLS'S**  
**Navy Cut**  
**CIGARETTES**

**W. D. & H. O. WILLS**  
**BRISTOL & LONDON**



ডিহাইডেশন মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই কারখানাটি খোলা হইতেছে। কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেলের চাহিদামত শুক মাংস সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্টের ব্যয়ে অমৃতসর, মাদ্রাজ, পুণা, আগ্রা, অনন্তপুর, পাটনা, দিল্লী ও নওশেরার ৮টি শুক মাংসের কারখানা তৈয়ার হইতেছে। এই সব কারখানায় দৈনিক ৭ টন করিয়া শুক মাংস তৈয়ার হইবে।

### কটোগ্রাফির নতুন মশলা আবিষ্কার

কটোগ্রাফির প্লেট তৈয়ার করিবার জন্য ছয় রকম সেনসিটাইজার (গ্রাহক-রসায়ন) বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প গবেষণা-পরিষদের রসায়নাগারে প্রস্তুত করা হইয়াছে; তাহার উপাদানও এই দেশেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি 'সেনসিটাইজার' একেবারে নতুন আবিষ্কার। তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে 'সেনসিটিন্-তি' এবং 'সেনসিটিন্-কিউ'। দুইটিই বহু বর্ণ-গ্রাহক অধো-ক্রোমাটিভ রসায়ন।

### নতুন প্লাষ্টিক

প্লাষ্টিকের ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে নানা ধরনের নতুন নতুন প্লাষ্টিকের আবিষ্কার হইতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্লাষ্টিকের প্রয়োজন হয়। তাহা উৎপন্ন করিতে পারিলে ভারতবর্ষে এই শিল্পটির ভবিষ্যৎ বেশ আশাশ্রিত বলিয়া মনে করা যায়। জন্ম-জানোয়ারের সিং হইতে বোতাম, চিরুণী ও ছাতার বাঁট অনেক ছোট ছোট কারখানাতে এদেশে তৈয়ার হয়। শিল্পের বাজ্রে টুকরা সেই সকল যারপায় বিস্তার সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং তাহা হইতে নতুন ধরনের প্লাষ্টিক তৈয়ার করা যাইতে পারে। গবেষণাগারে ইহা পরীক্ষা করিয়া খুঁজাল ফল পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতীয় কারখানায় এই নতুন প্লাষ্টিক উৎপন্ন করা হইতেছে।

### ডাব-নারিকেলের ছিবড়া

ডাবের খোলা এবং নারিকেলের ছিবড়া হইতে বেশ শক্ত বোর্ড তৈয়ার করা যাইতে পারে। "সিংহল নারিকেল-প্রতিষ্ঠানের" উদ্যোগে এই বিষয়ে গবেষণা করা হইয়াছে। ডাবের খোলার তৈয়ারী বোর্ডগুলি খুব তাপ ও শক্ত-প্রতিরোধক। ছিবড়া হইতেও প্যাকিং করিবার আবাত-নিবারক এবং শক্ত বোর্ড তৈয়ারী করা যাইতে পারে। দক্ষিণাভ্যে ও সিংহলে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মায়; সুতরাং এই শিল্পটি সেই সব অঞ্চলে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

### কলিকাতায় জ্বালানী কয়লা সরবরাহ

এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ২৯শে এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৫ই এপ্রিল হইতে গত ৮ দিনের মধ্যে কতকগুলি কয়লার ওয়্যগন আসিয়া পাড়ায় কলিকাতায় জ্বালানী কয়লা সরবরাহের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। এই সময় দৈনিক ৩২ খামি করিয়া ওয়্যগন আসিয়াছে। কোল কন্ট্রোলার (কয়লার

সরবরাহ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণকারী সরকারী কর্মচারী) যে সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী ওয়্যগন আসিয়াছে।

### খনিতে মজুরীর চুক্তি নিষ্পন্ন

২০শে এপ্রিল তারিখের লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, খনি-শিল্পে চার বৎসর স্থায়ী মজুরী সংক্রান্ত চুক্তির সর্ব পাকাপাকিতাবে স্থির হইয়া গিয়াছে। ঐ চুক্তিতে খনি-শ্রমিকদের নেতারা ও খনি-মালিকেরা স্বাক্ষর করিয়াছে। এই চুক্তি সম্বন্ধে খনি-শ্রমিক সংঘের সভাপতি উইল লম্বার বলিয়াছেন, "খনি-শিল্পের প্রায় দশলক্ষ লোক ইহাকে অ-নিরাপত্তা অবস্থানের প্রারম্ভ বলিয়া গণনা করিবে"।

### দরিদ্র চাষীদিগকে আউস ধানের

#### বীজ সরবরাহ

২০শে এপ্রিল তারিখের কলিকাতার এক সংবাদে প্রকাশ, অনেক জেলায়, বিশেষ করিয়া বাটুগি জেলাগুলিতে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র চাষীরা আউস ধানের বীজ খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বাংলা সরকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে জেলার উন্নয়ন ও কৃষিবিভাগের কর্মচারীদের সহিত

পরামর্শ করিবার এবং কৃষকগণ বাহাতে যথাসময়ে আউস ধানের বীজ ক্রয় করিতে পারে তদ্বন্ধে তাহাদিগকে ধৃণ দিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

### পুরাতন মোটর গাড়ী বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ

গত ২৯শে এপ্রিল তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে, ব্যবহৃত মোটরগাড়ী বিক্রয় করিতে হইলে প্রাদেশিক কন্ট্রোলারের নিকট হইতে বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে। আগেকার মত ইচ্ছা ও সুবিধামত পুরাতন গাড়ী বিক্রয় করিবার অধিকার জনসাধারণের আর থাকিবে না। কন্ট্রোলারের নিকট হইতে ছাড়পত্র লাভ করিবার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ মূল্যের মধ্যে গাড়ী বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবেন।

### ইণ্ডিয়ান রিলিফ কমিটির দান

প্রকাশ, লণ্ডনের ২৯শে এপ্রিলের সংবাদে বলা হইয়াছে ইণ্ডিয়ান রিলিফ কমিটি আর এক দফায় ২০ হাজার টাকা দান করিবার কথা তার করিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের হাত দিয়া এই টাকা চুক্তিপত্রীভিত্তি অঞ্চলগুলিতে বিতরণ করা হইবে।

ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এ্যাসোসিয়েশন কমিটি দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফিসিয়াল ইয়ার বুক-এর ১৯৪৪ সালের সংস্করণ সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বিক্রয়ের জন্য আর এক খণ্ডও পাওয়া যাইবে না। যাহারা গ্রন্থখানি অগ্রিম ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন নাই তাহাদের জন্য কমিটি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই উপলক্ষে কমিটি তাহাদের গ্রাহকবর্গকে আগামী বৎসরের সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সময় থাকিতে অর্ডার দিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন।

সেক্রেটারী—

**ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এ্যাসোসিয়েশন**  
লিমিটেড

৭, লায়ল রেঞ্জ, কলিকাতা।

একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ব্যাঙ্ক

**ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক**

— লি: —

স্থাপিত  
১৯৩০ ইং

হেড অফিস—১৫নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।  
টেলিফোন :—কলি: ২৫৪৬

টেলি:  
Payment.

অন্যান্য শাখা

|             |               |           |                 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| শ্রামবাজার, | বড়বাজার,     | বালীগঞ্জ, | কলকাতা স্ট্রিট, |
| ঢাকা,       | নারায়ণগঞ্জ,  | মিরকাতিম, | করিদপুর,        |
| রাজবাড়ী,   | কুষ্টিয়া,    | গোপালদি,  | কুমিল্লা,       |
| আম্রপাড়া,  | আসানসোল,      | ভোলা,     | গৌহাটি,         |
| টাংলা,      | জোড়হাট,      | বদরপুর,   | শিলেট,          |
| করিমগঞ্জ,   | গোলাঘাট,      | নাগপুর,   | ইটওয়ারী        |
| রায়গড়,    | রাজনন্দনগাঁও, | বেনারস,   | সোনারপুর,       |
| পাটনা,      | বামনা,        | পাবনা,    |                 |

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ এন সি দত্ত, এম-এ, বি-এল।

## কোম্পানী প্রসঙ্গ

### চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং

রিজলীর মূল্য হ্রাস

আমরা অবগত হইলাম যে, গত ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক স্যাম্পাই কোং লিঃ উহাদের চট্টগ্রামস্থ বিজলী কারখানা কর্তৃক সরবরাহীকৃত বিদ্যুতের অঙ্ক রিবেট প্রতি, ইউনিটে দুই আনা হইতে তিন আনায় বৃদ্ধি করিয়াছেন। উহার ফলে চট্টগ্রামস্থ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীগণকে পূর্বে যে স্থলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের অঙ্ক ছয় আনা দিতে হইত, সেই স্থলে এখন হইতে তাহাদিগকে পাঁচ আনা দিতে হইবে। বর্তমানে যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে প্রত্যেক জিনিষেরই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং উহাদের প্রদত্ত বিদ্যুতের মূল্য কার্যতঃ এক আনা হ্রাস করিয়াছেন। উহা উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে কে সেনের অনন্তসাধারণ কার্যকুশলতার স্বপেই সম্ভবপর হইয়াছে।

### ইণ্ডিয়ান ফেব্রিকস্

৩৫নং আন্ততোধ যুধার্জি রোড কলিকাতায় ভবনের ভিতলে কয়েক মাস পূর্বে ইণ্ডিয়ান ফেব্রিকস্ নামে যে বস্ত্র-বিপণি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। এই বিপণিতে বাজার অপেক্ষা অল্পকিছু মূল্যে সর্বপ্রকার ক্যান্সী ধুতি, শাড়ী, সিট ইত্যাদি পাওয়া যায়। দক্ষিণ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলারী কার্ফ মিত্র যুধার্জি এণ্ড কোম্পানীর অকৃত্রিম অংশীদার শ্রীযুক্ত পার্শ্বতীশ্বর মিত্র উপরোক্ত বিপণির প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধিকারী। তাহার সুযোগ্য পরিচালনাধীনে উক্ত বিপণি যে ক্রমেই অবিকতর জনপ্রিয় হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

### ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিমিটেড

ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের পরিচালক ডাঃ এস এন সিংহ এম বি, মহাশয় কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে উক্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারিবৃন্দ গত ১৬ই এপ্রিল রবিবার বালিগঞ্জস্থ আলোয়া চিত্রগ্রহে ডাঃ সিংহকে সাদর সম্বর্জন জানান। অস্থটানলিপির শেষে মন্দির ফিয়ারের কাটুন চিত্র দেখান হয়। সভাস্থে অতিথিবৃন্দকে অলম্বোপে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। সভায় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

### বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

গোমলপাড়া জুট মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অঙ্ক প্রত্যেক শেয়ারে ৭৫ টাকা। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া কর্পো-

রেশন লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অঙ্ক প্রত্যেক অর্ডিনারী শেয়ারে ১০ আনা ও প্রত্যেক প্রেকারেন্স শেয়ারে ৮ টাকা। বিসরা ষ্টোন লাইম কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রতি শেয়ারে ২১০ আনা। রিলায়েন্স ক্যান্সারিক এ্যাণ্ড পটারি কোং লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রতি শেয়ারে ১০ আনা। দিল্লী ফাওয়ার মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের অঙ্ক প্রতি অর্ডিনারী শেয়ারে ৮০ আনা এবং প্রতি প্রেকারেন্স শেয়ারে ৭ টাকা। সুভদ্রা ষ্টোন এ্যাণ্ড লাইম কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রতি শেয়ারে ১০৮ টাকা। ওরিয়েন্ট পেপার মিলস্ লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অন্য প্রতি অর্ডিনারী শেয়ারে ৮০ আনা ও প্রতি প্রেকারেন্স শেয়ারে ২৫০ আনা। ক্যালকাটা স্টীম মেন্ডিগেশন কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অন্য প্রত্যেক শেয়ারে ৭১০ আনা। বেঙ্গল নাগপুর কোল কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রতি অর্ডিনারী শেয়ারে ৮০ আনা এবং প্রতি প্রেকারেন্স শেয়ারে ৩১০ আনা। নেলিমারলা জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রতি অর্ডিনারী শেয়ারে ৮০ আনা ও প্রতি প্রেকারেন্স শেয়ারে ৩ টাকা। চিত্তাভালসা জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে

ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রত্যেক অর্ডিনারী শেয়ারে ১০ আনা এবং প্রত্যেক প্রেকারেন্স শেয়ারে ৩১০ আনা। ব্রেকওয়েট এ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অঙ্ক-প্রত্যেক শেয়ারে ১০ আনা। এম্পায়ার জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রত্যেক অর্ডিনারী শেয়ারে ১০ আনা এবং প্রত্যেক প্রেকারেন্স শেয়ারে ৩১০ আনা। কেলভিন জুট কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রত্যেক অর্ডিনারী শেয়ারে ১২১০ আনা ও প্রত্যেক প্রেকারেন্স শেয়ারে ৩১০ আনা। সুরা জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রত্যেক শেয়ারে ৩১০ আনা। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অঙ্ক প্রত্যেক শেয়ারে ১০০ টাকা। কেরল এ্যাণ্ড কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের অঙ্ক প্রতি প্রেকারেন্স শেয়ারে ৩০ আনা। জামায়ন প্রপার্টিজ লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের অঙ্ক প্রতি শেয়ারে ৮০ আনা। হোলিম্মারপুর-দোয়াব ব্রাক্স রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরে মধ্যবর্তী লভ্যাংশ প্রতি শেয়ারে ২১০। সারা-সিরাভগঞ্জ রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের মধ্যবর্তী লভ্যাংশ প্রতি শেয়ারে ২১০ আনা।

# হাউজাওয়ার শাখা

## জীঘ্রই খোলা হবে

স্থান  
২০১, হ্যারিসন রোড  
পূর্বপাশক :

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, কে, সি, এস, আই।  
ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য

### দি ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

বলিকাতা অফিস—৬, রাইত ইট  
টাক অফিস—আগরতলা  
রেজিঃ অফিস—আধাউরা (ত্রিপুরা)

T.H.B.S.15/3

## 1

## কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে অত্যন্ত শেয়ারের মত মূল্য-  
দেখা না গেলেও কোম্পানীর কাগজের  
মজার কোন অবনতি পরিলক্ষিত হয় নাই।  
১০ জুনের কোম্পানীর কাগজ গত সপ্তাহের শেষ  
দিকেই ২৫৫০ আনা হইতে ২৭ টাকার  
উন্নতি হইয়াছিল, এ সপ্তাহে উহার দর আরও ১০—/০  
আনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩০ জুনের ঋণপত্র  
(১৯৪৭-৪০) সামান্য উন্নতি করিয়া ১০২/০ আনার  
কেনাবেচা হইয়াছিল। ৪ জুনের ঋণপত্র (১৯৪০-  
১৯৫০) আনার অল্প পরিমাণে হ্রাসকৃত  
হইয়াছে। ৫ জুনের (১৯৪৫-৪৬) ঋণপত্রের  
দর গত সপ্তাহের মতই ১০৪০ আনার ছিল।  
দৈনিক ঋণপত্রগুলির এ সপ্তাহেও কোন কাজ  
নাই।

## কয়লা খনি

ম্যাকনিল কোম্পানীর অধীন কয়লার  
খনিগুলির প্রথম লভ্যাংশের পরিমাণ সন্তোষ-  
জনক না হওয়ায় এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কয়লার  
খনি বিভাগে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।  
অবশ্য খনিগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সংবাদ আসায়  
শেষ পর্যন্ত এই শেয়ার লক্ষণীয় উন্নতি লাভ  
করিয়াছে। ম্যাকলিয়ড কোম্পানীর অধীন  
কয়লার খনিগুলির শেয়ার যথেষ্ট চড়া দরেও  
কেনাবেচা হইতে দেখা যায় এবং এই শেয়ারগুলির  
মূল্যবৃদ্ধি এ সপ্তাহের কয়লার খনির শেয়ার  
বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।  
বল্লভ গত সপ্তাহের শেষ দিকে উন্নতি পূর  
করিয়া এ সপ্তাহে শেষ পর্যন্ত ৫২৪ উন্নতি হইয়াছে।  
ম্যাকলিয়ড কোম্পানীর ৪৪  
হইতে বাড়িয়া আলোচ্য সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে  
৩১ আনার পৌছিয়াছে। বরাকরের দর গত  
সপ্তাহের ৩০ হইতে বাড়িয়া এ সপ্তাহে শুক্রবার  
১০ আনার পর্যন্ত কেনাবেচা হইয়াছে। রাণী-  
গির শেয়ার গত সপ্তাহে ৪০১/০ আনার পর্যন্ত  
বৃদ্ধি পাইয়া গেলেও আলোচ্য সপ্তাহের শেষে উন্নতি  
হইয়া ইহা ৪৩ টাকার পৌছিয়াছে। অত্যন্ত  
মাল সঞ্চয় শেয়ারেই বর্তমান সপ্তাহে কিছু  
কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

## পাটকল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বাজারে  
তজবীর ভাব বর্তমান ছিল। গত সপ্তাহের শেষদিকে  
পাটের বাজারে যে অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত  
হইয়াছে বর্তমান সপ্তাহে তাহা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত  
হইয়াছে। হাওড়া গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার  
১১০ আনার নামিয়া শুক্রবার ৬৯০ আনার  
উন্নতি হইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে এই দর কমের  
দিকেভা যায়ই নাই, বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া  
শুক্রবার ৭১০ আনার পৌছিয়াছে। সুরার  
শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে আশাতীত উন্নতি দেখা  
গিয়াছে এবং গত শুক্রবার ১২৫ আনার বিক্রীত  
হইলেও এই শুক্রবার ইহার মূল্য উন্নতি হইতে ৩০০  
না। কামারহাটি গত সপ্তাহের শেষদিকেই  
কিছু পরিমাণ উন্নতি করিয়াছিল এবং এই উন্নতির

দ্বারা সম্পূর্ণ বজায় আছে। গত শুক্রবার কামার-  
হাটির দর ছিল ৫৬৩। এই শুক্রবার ইহা ৫৮৫  
পর্যন্ত উন্নতি হইয়াছে।

## ইঞ্জিনিয়ারিং

পাট ও কয়লার খনির বাজারের তুলনায়  
আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের  
ইঞ্জিনিয়ার আয়রণ এবং স্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারে  
উল্লেখযোগ্য তেজবীর ভাব দেখা যায় নাই বটে, তবে  
বাজারের কোন অবনতিও ঘটে নাই। ইঞ্জিনিয়ার  
আয়রণ গত শুক্রবারের তুলনায় প্রায় ৫/০ আনা  
বাড়িয়া এই শুক্রবারে ৩৬১/০ আনার পৌছিয়াছে।  
স্টীল কর্পোরেশন আলোচ্য সপ্তাহে শেষ অবধি  
২৭/০ আনা, বার্ষিক কোম্পানী ৩৮২, কুমার-  
খনি ১০ এবং মার্শাল ৪১/০ আনার কেনাবেচা  
হইয়াছে।

## চিনির কল

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের  
উন্নতি যদিও অস্বীকার করা যায় না, তবু ইহা  
সামান্য পরিমাণেই হইয়াছিল বলা চলে। সপ্তাহের  
প্রথম দিকের তুলনায় শেষদিকে প্রায় সব শেয়ারের  
দরই কিছু কিছু বাড়িয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহের

শেষে বলরামপুর ১৭০ আনা, কের ২২০ আনা,  
মারে ক্রয়ারি ২৬০ আনা, ইউ পি সুগার ৩২০  
ও বেলচন্দ ১০/০ আনার কেনাবেচা হইয়াছে।

## কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের  
বাজারেও চিনির কলের শেয়ারের মত সামান্য  
উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এলগিম মিলের  
শেয়ারের দর গত শুক্রবার ৭৬ টাকার আশে-  
পাশে ছিল। এ-সপ্তাহে সামান্য বাড়িতে বাড়িতে  
শেষ পর্যন্ত ৭৮ আনার পৌছিয়াছে। কানপুর  
টেক্সটাইলসের দর মঙ্গলবার ১৫০ আনা পর্যন্ত  
উন্নতি হইয়াছিল, শুক্রবার ইহা পুনরায় ১৫০ আনার  
নামিয়া আসিয়াছে। নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ার  
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল চলেও ক্রমশঃই উন্নতি  
লাভ করিতেছে বলা চলে। গত সপ্তাহের শেষ-  
দিকের ৮৫-৮৬/০ আনা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে  
মঙ্গলবার ইহা ৯০ আনা উন্নতি হইয়াছিল। সপ্তাহ-শেষে  
এই দর অবশ্য কিছু পরিমাণ নামিয়া ৯০ আনার  
দাঁড়াইয়াছে।

## চা-বাগান

পূর্ব-সীমান্তের ঘুড়ের প্রভাব আলোচ্য সপ্তাহেও  
চা-বাগানের শেয়ারের উপর বর্তমান রহিয়াছে।

## ম্যাকলিয়ড কোম্পানী

### এম ইঞ্জিনিয়ারিং

হেড অফিস :—১০নং ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা; ফোন ক্যাল : ৪৫৫০, ৪৫৪৫

পেট্রোল :—হিজ হাইনেস দি মহারাজা অব ত্রিপুরা

কলিকাতা শাখা :—কলুটোলা, চৌরঙ্গী স্টোর, পার্ক সার্কার, স্ট্রামবাজার।

অভ্যন্তরীণ শাখা :—কুষ্টিয়া, চুঁচুড়া, জামালপুর, জিরাগঞ্জ, ঢাকা (চকবাজার এবং সদরঘাট),  
বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ।

ডঃ স্ত্রীমাতা প্রসাদ মুখার্জি গত ২রা এপ্রিল মণিকতলা (কলিকাতা)

শাখার শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—সামসুদ্দিন আহমেদ, এম. এ. এ. (বাংলা গভর্নমেন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী)



## শেয়ার বিক্রয়ার্থ

ভারত সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে

সি. ডি. প্রস্তুত ঔষধ ও ইন্জেকশান

সর্বত্র বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে।

# কেমিক্যালস্ ড্রাগস্

## ইন্ডিয়া লিমিটেড

২৩নং স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ১১৫৮

কেন্দ্রীয় পবর্ণমেন্ট ডিফেন্স অব ইঞ্জিনিয়ারিং কলের ২৪-এ দ্বারা অনুমতি এই কোম্পানীর আরও  
শেয়ার বিক্রয়ের আদেশ দিলেন। এই আদেশ দ্বারা ইহার অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা, কোনও  
বিবস্তির সত্যতা বা কোনও মন্তব্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না।

বাজারে এখনও এই শস্যের বিক্রয়েচ্ছু লোকের সংখ্যা কম নয়। আসানের চা-বাগানগুলিতে এবার চা উৎপাদন হ্রাস পাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তা ছাড়া উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়া যাওয়া লাভের পরিমাণও কম হইবার সম্ভাবনা। তবে আলোচ্য সত্তাহে চা-বাগানের শস্যের সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, গত সত্তাহে বাজারের যে অবনতি দেখা গিয়াছিল, এই সত্তাহে তাহা মন্দীভূত হইয়া বাজার অপেক্ষাকৃত স্থির ভাব ধারণ করিয়াছে।

আলোচ্য সত্তাহে হাতীক্ষীরা ২৮৮/০, তেজপুর ১৭৮/০, নাগা হিলস ১২৮/০ টাকার কেনাবেচা হইয়াছে।

এ সত্তাহের শস্যের বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :-

### কোম্পানীর কাগজ

৩. স্বদের ডিকেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৭ই এপ্রিল-১০১৫। ৩. স্বদের ডিকেন্স বণ্ড (১৯৪২-৪২) ১৪ই এঃ-২২৫০; ১৭ই-১০০৮/০ ২২৫০; ১৮ই-১০০৮/০। ৩. স্বদের স্বপনত্র (১৯৪১-৪৪) ১৪ই এঃ-২৮৫০/৮; ১৫ই-২৮৫০/০; ১৭ই-২৮৫০/০। ৩. স্বদের স্বপনত্র (১৯৪৩-৪৫) ১৪ই এঃ-২৮৫০/০; ১৫ই-২৮৫০/০; ১৭ই-২৮৫০/০ ২৮৫০/০; ১৮ই-২৮৫০/০ ২৮৫০ ২৮৫০/০; ১২শে-২৮৫০/০ ২৮৫০/০ ২৮৫০/০। ৩. স্বদের স্বপনত্র (১৯৪৬-৪৮) ১৪ই এঃ-২৮৫০। ৩. স্বদের স্বপনত্র (১৯৪০-৪৫) ১৫ই এঃ-২৭৮; ১৮ই-২৮৫০/০; ১২শে-২৮৫০/০। ৩. স্বদের কোম্পানীর কাগজ ১২শে এঃ-৮৮। ৩. স্বদের কোম্পানীর কাগজ ১৪ই এঃ-২৭৮/০ ২৮৫০ ২৭৮/০ ২৮৫০/০; ১৫ই-২৮৫০; ১৭ই-২৮৫০ ২৭৮/০ ২৮৫০/০ ২৮৫০/০ ২৮৫০/০।

### ভারতের প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

## বম্বে মিডচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

( প্রতিষ্ঠিত-১৮৭১ সাল )

### বীমা কব্জকন

#### এই কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য-

- কোম্পানীর সমগ্র লাভ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বন্টিত হয়
- অতিরিক্ত প্রিমিয়াম না দিয়াও স্থায়ী অকম্পণ্যতার অল্প সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়
- স্বসামান্য প্রিমিয়াম মিলে দ্রুতনা-জনিত কতিপূর্ণের ব্যবস্থা করা হয়
- কোম্পানীর তহবিলের পরিমাণ ও কোটা টাকার উপর

বিভূত বিবরণের অল্প নিয়মিতকানার আবেদন করুন

দক্ষিণাঙ্গ এণ্ড সন্ম  
চীফ এক্জেক্টিভস্।

৮নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

১৮ই-২৮৫০/০ ২৮৫০; ১২শে-২৮৫০ ২৭৮/০ ২৮৫০। ৩. স্বদের স্বপনত্র (১৯৪৭-৪০) ১৭ই এঃ-১০২/০। ৪. স্বদের স্বপনত্র (১৯৪০-৭০) ১৪ই এঃ-১১০৮/০; ১৭ই-১১০৮/০; ১৮ই-১১০৮/০। ৫. স্বদের স্বপনত্র (১৯৪৫-৪৫) ১২শে এঃ-১০৪৫ আনা।

### ব্যাঙ্ক

ভারত ১৫ই এপ্রিল-১১২৮; ১৮ই-১২২৮। ইম্পিরিয়াল ১৭ই এঃ-১২০৮/০ ১৮৮৮/০; ১২শে-১৮২০/০। রিজার্ভ ১৫ই এঃ-১২৭৮; ১৭ই-১২৮৮; ১৮ই-১২৮৮; ১২শে-১২২০/০। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ১৪ই এঃ-১৪০/০; ১৭ই-২৫৫০; ১৮ই-২৫৫০; ১২শে-২৫৫০ ২৫৫০।

### কমলার খনি

এমালগ্যামেটেড ১৪ই এপ্রিল-৪৫৮/০ ৪৫৮/০; ১৫ই-৪৫৮/০। বেঙ্গল ১৫ই এঃ-৫৭০/০ ৫৭৮/০ ৫৮৮/০; ১৭ই-৫২০/০ ৫২৮/০; ১৮ই-৫২০/০; ১২শে-৫২০/০। বেঙ্গল-নাগপুর ১৮ই এঃ-৫৬০/০; ১২শে-৫৬০/০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৪ই এঃ-২৮৫০ ৩০৮/০; ১৫ই-৩০৮/০; ১৮ই-৩০৮/০। বরাকর ১৪ই এঃ-৩০৮/০ ৩০৮/০ ৩০৮/০; ১৫ই-৩০৮/০ ৩০৮/০; ১৭ই-৩০৮/০ ৩০৮/০ ৩০৮/০; ১৮ই-৩০৮/০ ৩০৮/০ ৩০৮/০; ১২শে-৩০৮/০ ৩০৮/০ ৩০৮/০। বরাকর (প্রেক) ১৮ই এঃ-১৬৮৫/০। ধেমো মেইস ১৪ই এঃ-১২৫০/০ ২০৮/০; ১৫ই-২০৮/০; ১৭ই-২০৮/০ ২০৮/০। ইকুইটেবল ১৪ই এঃ-৫২৮/০; ১৭ই-৫২৮/০; ১৮ই-৫২৮/০ ৫২৮/০। কুয়ার্দি ১৭ই এঃ-১০৫০। মণ্ডলপুর ১৭ই-২২৮/০; ১২শে-২২৮/০। নাজীরা ১৫ই এঃ-১১২০; ১৭ই-১২৮/০ ১২৮/০; ১৮ই-১২৮/০; ১২শে-১১২০/০। নিউ বীরভূম ১৪ই এঃ-২২৫০/০ ২২৫০; ১৭ই-৩০৮/০ ৩০৮/০ ৩০৮/০; ১৮ই-৩০৮/০ ৩০৮/০ ৩০৮/০। রাণীগঞ্জ ১৪ই এঃ-৪২৫০ ৪২৫০/০; ১৫ই-৪২৫০ ৪২৫০/০; ১৭ই-৪২৫০/০ ৪২৫০/০; ১৮ই-৪২৫০ ৪২৫০/০। সাতপুরিয়া এণ্ড আসানগোল ১৪ই এঃ-৩০৮/০ ৩০৮/০; ১২শে-৩০৮/০। সাউথ করণপুরা ১৪ই এঃ-১১২০; ১৫ই-১১২০/০ ১১২০; ১৭ই-১২৮/০ ১২৮/০ ১২৮/০; ১৮ই-১২৮/০ ১২৮/০। তালচের ১৪ই এঃ-৬০৮/০ ৬০৮/০; ১৫ই-৬০৮/০; ১৭ই-৬০৮/০ ৬০৮/০; ১৮ই-৬০৮/০; ১২শে-৬০৮ আনা।

### কাপড়ের কল

বাসন্তী ১৫ই এপ্রিল-১০৮/০; ১৭ই-১০৮/০ ১৮ই-১০৮/০। বেনারস ১৭ই এঃ-১০৮/০; ১৮ই-১০৮/০ ১০৮/০। কামপুর টেক্সটাইলস ১৪ই এঃ-১৪৫০/০ ১৪৫০/০; ১৫ই-১৪৫০/০ ১৪৫০/০ ১৪৫০/০; ১৭ই-১৪৫০/০ ১৪৫০/০ ১৪৫০/০; ১৮ই-১৪৫০/০ ১৪৫০/০ ১৪৫০/০; ১২শে-১৪৫০/০ ১৪৫০/০ ১৪৫০/০। চাকেশ্বরী ১৫ই এঃ-২৮৫০ ২৮৫০; ১৫ই-২২০। এলগিন মিলস ১৪ই এঃ-৭৬৮/০ ৭৬৮/০; ১২শে-৭৬৮/০ ৭৬৮/০। এলগিন

(প্রেক) ১৪ই এঃ-১৪৫০। কেশোরাম ১৪ই এঃ-১৭৮/০ ১৭৮/০; ১৭ই-১৮৫০/০ ১৮৫০; ১৮ই-১৮৫০/০ ১৮৫০/০; ১২শে-১৮৫০/০ ১৭৫০। কেশোরাম (প্রেক) ১৭ই এঃ-১৬৮/০। মহালক্ষী ১৪ই এঃ-৩৪৫০; ১৭ই-৩৪৫০; ১২শে-৩৪৫০। মুইর মিলস ১৮ই এঃ-৪৪৫০/০; ১২শে-৪৪৫০/০। নিউ ডিস্টোরিয়া ১৪ই এঃ-৮৫০/০ ৮৫০/০; ১৫ই-৮৫০/০ ৮৫০/০; ১৭ই-৮৫০/০ ৮৫০/০; ১৮ই-৮৫০/০ ৮৫০/০; ১২শে-৮৫০/০ ৮৫০/০ ৮৫০/০। নিউ ডিস্টোরিয়া (প্রেক) ১৭ই এঃ-১২৮/০ ১২৮/০; ১২শে-১২৮/০। প্রজাতী টেক্সটাইল ১৭ই এঃ-১০৮/০। শ্রীমন্তজাম ১৭ই এঃ-২০৮/০; ১৮ই-২০৮/০ ২০৮/০; ১২শে-২০৮/০ ২০৮/০ ২০৮/০ আনা।

### ইলেকট্রিক

আদ্রা ১৪ই এপ্রিল-১৪০/০। বেনারস ১৪ই এঃ-১৬৮/০। তালচের ১৪ই এঃ-২০৮/০। জব্বারপুর ১৪ই এঃ-১৬৮/০। মজফরপুর ১৪ই এঃ-১২৫০/০। মধুরা ১৪ই এঃ-২০৮/০। পাটনা ১৪ই এঃ-১৬৮/০ আনা।

### ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল ১৭ই এপ্রিল-১৮৮/০; ১৮ই-১৭৫০/০। রেথওয়েট এ্যান্ড কোং ১২শে এঃ-২৫০/০। বার্মা এ্যান্ড কোং ১৭ই এঃ-৩৮৭/০ ৩৮৮/০; ১২শে-৩৮৮/০ ৩৮৮/০ ৩৮৭/০। ইঞ্জিনিয়ার অয়ারথ এ্যান্ড ষ্টীল ১৪ই এঃ-৩৫৫০/০ ৩৫৫০/০; ১৫ই-৩৫৫০/০ ৩৫৫০/০ ৩৫৫০/০; ১৭ই-৩৫৫০/০ ৩৫৫০/০ ৩৫৫০/০; ১৮ই-৩৫৫০/০ ৩৫৫০/০ ৩৫৫০/০; ১২শে-৩৫৫০/০ ৩৫৫০/০ ৩৫৫০/০। জেনারেল

# ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ১৯৪০ কোমঃ কলি ৬৮৬৩  
হেড অফিস-৭, ওয়েলসলী স্ট্রীট, কলিকাতা  
সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

বিলকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা  
বিক্রীত মূলধন ২২,১২,২০০ ”  
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৬৭,২১৫ ”  
আমানত...৮৫,০০,০০০ টাকার উপর  
(১৯৪৩ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত)

চেয়ারম্যান-শ্রীযুক্ত যত্ননাথ রায়  
সুবিধাজনক সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত  
সাবিতীয় কাজ করা হয়।

নিয়মাবলী ও সর্ব অনুলক্ষ্যানে জানা যাই-  
শাখা-বড়বাজার ও শ্রীমবাজার (কলিকাতা),  
নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং ঢাকা  
পে-অফিস : মিরকাছিম

প্রিয়নাথ রায়-ডিরেক্টর-ইন-চার্জ

কোং ১৪ই এঃ—২২০ ২২০; ১৫ই—২২০  
/০; ১৭ই—২৩০/০ ২৩০ ২৩০; ১৮ই—  
/০ ২৩০/০; ১৯শে—২৩০ ২৩০/০ ২৩০।  
রঘুবী ১৩ই এঃ—২১/০; ১৭ই—২৬/০ ১০  
/০ ২১/০; ১৮ই—২৬/০। জাশনাল আয়রণ  
১৪ই এঃ—১২১/০; ১৬ই—১২১/০  
/০। ষ্টীল কর্পোরেশন ১৪ই এঃ—২৬১/০  
/০; ১৫ই—২৬১/০ ২৬১/০; ১৭ই—২৬১/০  
/০ ২৭; ১৮ই—২৭১/০ ২৭১/০ ২৭১/০  
/০; ১৯শে—২৭ ২৬১/০ ২৬১। ষ্টীল  
কর্পোরেশন (প্রেক) ১৭ই এঃ—১০১/০;  
১৮ই—১০১/০ ১০১/০। ষ্টীল প্রোডাক্টস ১৪ই এঃ—  
আনা।

## পাটকল

আগড়পাড়া ১৪ই এপ্রিল—২১০/০; ১৭ই—  
/০ ৩০০; ১৯শে—৩০০। এ্যালিয়েস ১৭ই  
—৫০৭ ৫০৭; ১৮ই—৫০৮ ৫০৮ ৫১১  
/০ ৫০৮। এ্যালিয়েস (প্রেক) ১৫ই এঃ—  
৫১০। এ্যালিয়েস ইন্ডিয়া ১৪ই এঃ—৩২১;  
১৫ই—৩২১; ১৭ই—৩২৮ ৪০৫ ৪০১ ৪০০  
/০ ৩২; ১৮ই—৪০৭; ১৯শে—৪০০ ৪০১।  
কল্যাণ ১৪ই এঃ—২৮১ ২৮০ ২৮০; ১৫ই  
—২৮২ ২৮৬; ১৭ই—২৮২ ২৮০; ১৮ই—  
২৮১ ২৮০। বালি ১৫ই এঃ—৩৫১ ৩৫০;  
১৬ই—৩৫৪ ৩৫৫; ১৮ই—৩৫৫; ১৯শে—  
৩৫১ ৩৫০ ৩৫২। বরানগর ১৪ই এঃ—  
১৪ ১৭৬; ১৫ই—১৭০ ১৭৭/০; ১৭ই—  
১৮১; ১৮ই—১৮০ ১৮০; ১৯শে—  
১৮১। চাঁপদানী ১৪ই এঃ—২২২ ১৭ই—২০০  
/০ ২৮; ১৮ই—২০০ ২০১; ১৯শে—২২৮।  
ইন্ড ১৪ই এঃ—৩৪০/০ ৩৪০/০ ৩৪০; ১৫ই—  
৩৪০/০; ১৯শে—৩৪০/০ ৩৪০। ডাল-  
সী ১৪ই এঃ—২৮০ ২৮২/০; ১৭ই—২৮৫/০  
—২৮৫/০ ২৮১; ১৯শে—২৮৭। এম্পায়ার  
এঃ—৪০০; ১৮ই—৪১০/০ ৪১০ ৪১০;  
—৪১০। ফোর্ট স্টার ১৭ই এঃ—৭০৫।  
গৌরীপুর ১৫ই এঃ—৭২১ ৭৮৮; ১৭ই—  
৭২০। গৌরীপুর (প্রেক) ১৯শে এঃ—  
৭২০। হাওড়া ১৪ই এঃ—৬২০/০ ৬২ ৬৮০/০;  
১৫ই—৬২০ ৬২০/০ ৭০০; ১৭ই—৭১০  
/০ ৭১০ ৭১০ ৭১০/০; ১৮ই—৭১০  
/০; ১৯শে—৭১০ ৭০/০ ৭০০। হুগুচাঁদ  
শে এঃ—৩৫০। কামারহাটা ১৪ই এঃ—  
৩৫০; ১৫ই—৫৬২ ৫৭০; ১৭ই—৫৮০  
/০ ৫৭৮; ১৮ই—৫৭৮। কাঁকিনাড়া  
ই এঃ—৪২৮; ১৫ই—৫০৫ ৫০৭ ৬০৬;  
১৬ই—৫০৮ ৫১০ ৫০২; ১৮ই—৫১২  
/০; ১৯শে—৫০০ ৫০৫। ল্যাঙ্কডউন  
ই এঃ—২১০; ১৭ই—২২১ ২২৮;  
১৮ই—২২২; ১৯শে—২২২ ২২৪/০। ল্যাঙ্ক-  
ডউন (প্রেক) ১৪ই এঃ—১৬২। নদীয়া ১৪ই  
—১১১/০ ১১৩/০ ১১২ ১১০; ১৫ই—  
১১১/০ ১১৫; ১৭ই—১১৬০ ১১৭ ১১৬/০

১১৭; ১৮ই—১১৬ ১১৭ ১১৫; ১৯শে—  
১১৪/০ ১১৫ ১১৪/০। জুয়া ১৪ই এঃ—১২৬/০  
২০০/০; ১৫ই—২০০ ২১/০; ১৭ই—২২০/০  
২০০/০; ১৮ই—২০০ ২২০ ২০; ১৯শে—  
২৪০/০ ২৪০/০।

## রেলপথ

বারাসত-বসিরহাট ১৫ই এপ্রিল—৮১।  
বাকুড়া-মামোদর ১৪ই এপ্রিল—২৭। বস্তিয়ার-  
পুর-বিহার ১৫ই এঃ—৮১। দার্জিলিং-হিমালয়ান  
(প্রেক) ১৯শে এঃ—১০২/০। হাওড়া-শিলাখোলা  
১৫ই এঃ—২০। কালীঘাট-কলতা ১৪ই এঃ—  
২৭। কাটাখাল-লালবাজার ১৪ই এঃ—২৭; ১৭ই—  
২৭ টাকা।

## খনি

বারাঙ্গা কর্পোরেশন ১৪ই এপ্রিল—৩০/০ ৩০;  
১৫ই—৩০/০ ৩০; ১৭ই—৩০ ৩০/০; ১৯শে—  
৩০/০ ৩০। ইন্ডিয়ান কপার ১৪ই এঃ—২১/০  
২১/০ ২১/০; ১৭ই—২১০ ২১/০; ১৮ই—২১/০  
২১০; ১৯শে—২১/০ ২১/০। করণপুরা ডেভেলপ-

মেন্ট ১৪ই এঃ—২৬ ২৭০/০ ২৭/০; ১৫ই—  
২৭০/০ ২৭০; ১৭ই—২৭০/০ ২৮০; ১৮ই—  
২৮। রোডেসিয়া কপার ১৯শে এঃ—২০।

## কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ১৭ই এঃ—২৩১। ইন্ডিয়া  
পেপার এন্ড পাম ১৪ই এঃ—২১২; ১৭ই—২১৫  
২১৭; ১৯শে—২১৪/০। ওরিয়েন্ট (প্রেক)  
১৯শে এঃ—১১৪। ষ্টার পেপার ১৭ই এঃ—  
২১৪/০ ২১৪/০; ১৮ই—২১৪/০। টিটাগড়—  
১৪ই এঃ—২৭০/০ ২৭০/০; ১৫ই—২৮০/০;  
১৭ই—২৮০/০ ২৮০/০; ১৮ই—২৮০; ১৯শে—  
২৮ ২৭০ ২৭০/০।

## চিনির কল

বলরামপুর ১৪ই এঃ—১৬১/০। বেঙ্গল  
১৪ই এঃ—১২০ ১২০/০; ১৫ই—১২০/০; ১৭ই  
—১২০/০ ১২০/০ ১৩০/০; ১৮ই—১৩ ১৩০/০  
১৩০। কেক এন্ড কোং ১৪ই এঃ—২৮১/০  
২৮ ২৮০/০; ১৫ই—২৮০/০; ১৭ই—২৮০  
২৮০/০; ১৮ই—২৮০ ২৮০/০; ১৯শে—২৮০



## বুদ্ধদেব বসু

পনেরো বছর আগে বুদ্ধদেব বসু যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁকে কেন্দ্র করে  
যে উত্তেজিত আলোচনার সৃষ্টি হয়েছিলো, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে তাব তুলনা বিরল। এ-কথা  
বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এমন অকুপণ প্রশংসা ও স্তুতির  
নিম্না অল্প কোনো বাঙালি লেখকের ভাগ্যেই ঘটেছিল। এই দুই পক্ষেই আন্দোলন বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে  
এখনো চলছে, কিন্তু বাঙালি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার অনসৃততা আজ কারো পক্ষেই অস্বীকার  
করা সম্ভব নয়। সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নেই যাতে তিনি আপন স্বাক্ষর না বেঁধেছেন। সম্পূর্ণ  
সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায়, বুদ্ধদেব বসু তাই; কারণ তাঁর কর্মসূচী শুধু রচনাতেই আবদ্ধ নয়,  
আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তিত্বও তাঁরই, তাঁকে যিবেই ব্যবহার এমন  
সাহিত্যিক-পোষ্ট গড়ে উঠেছে, বাঙালি সাহিত্যের ইতিহাস বাকি ভুলতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবে  
‘প্রগতি’র পৃষ্ঠ পেষ করে পবিত্র বয়সে তিনি ‘কবিতা’ পত্রিকা স্থাপন করেন এবং তাঁর  
অধিনায়কত্বে কবিতাভবন আজ শ্রেষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যের পরিবেশকরূপে পরিচিত।  
বুদ্ধদেব বসুর মতো কবি ও কর্মীর যে সমাবেশ আমরা দেখতে পাই, এক হিসাবে  
সেইটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্য জিনিস। কঠমানে তিনি স্বাধীন-সাহিত্যের সমস্ত  
দিক নিয়ে একটি সুবহু সমালোচনা গ্রন্থ রচনায় নিবৃত্ত আছেন।

বুদ্ধদেব বসু বলেন—“পার্ক ইনক ব্যবহার করে খুনি  
হলু। এর বর্ষ দ্বি, প্রবাহ বহু, লেখনীর সঙ্গে  
অল্প সহযোগিতা লেখকের পক্ষে তৃতিকর।”



২৮৫/০ ২৮৫/০। কাপপুর ১৪ই এঃ—৩৮৫/০ ;  
১৮ই—৩২৫/০। ষারভালা ১৮ই এঃ—২২৫/০।  
রামনগর কেন ১৭ই এঃ—১২৫/০ ; ১৮ই—১২৫/০  
১২৫/০ ; ১২শে—১২৫/০ ১২৫/০। সমস্তিপুর  
১৪ই এঃ—১২৫/০ ১২৫/০ ; ১৫ই—১২৫/০ ১২৫/০ ;  
১৭ই—২০/০।

### চা-বাগান

বাটেলি ১৭ই এঃ—১৫৫/০ ; ১৮ই—১৫৫/০।  
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৫ই এঃ—১২৫/০ ; ১২শে—১৪৫/০।  
ইষ্টার্ন কাছাড় ১২শে এঃ—১২৫/০। হাতীক্ষীরা  
১৪ই এঃ—২৮৫/০ ; ১২শে—২৮৫/০। নাপাহিলস  
১৭ই—২০৫/০। নর্থ ওরেন্টাল ১৪ই এঃ—৩০০/০।  
তেজপুর ১৪ই এঃ—১৬৫/০ ১৬৫/০ ১৬৫/০ ; ১৫ই—  
১৬৫/০ ; ১৮ই—১৬৫/০ ১৭৫/০ ; ১২শে—১৬৫/০ ১৬৫/০।

### বিবিধ

এ্যামিনিরাম কর্পোরেশন ১৪ই এপ্রিল—  
১৮৫/০ ; ১২শে—১২৫/০। আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট  
১৪ই এঃ—১৪৫/০ ১৪৫/০ ; ১৫ই—১৪৫/০ ১৪৫/০।  
১৪৫/০ ; ১৭ই—১৫৫/০ ১৫৫/০ ; ১৮ই—  
১৫৫/০ ১৫৫/০ ; ১২শে—১৫৫/০। ডালমিয়া  
সিমেন্ট ১২শে এঃ—১৮৫/০। ক্যালকাটা ট্রামস্  
১৭ই এঃ—২৬৫/০ ২৬৫/০ ২৬৫/০। মেদিনীপুর  
অমিদারী ১৪ই এঃ—১৪৫/০ ১৪৫/০ ; ১৫ই—  
১৪৫/০ ১৪৫/০ ; ১৭ই—১৫৫/০ ১৫৫/০ ; ১৮ই—  
১৫৫/০ ১৫৫/০ ১৫৫/০ ; ১২শে—১৪৫/০ ১৫৫/০।

১৫০/০। নিউ এশিয়াটিক ইনসিওরেন্স ১৪ই এঃ—  
১২৫/০ ১২৫/০ ; ১৮ই—১২৫/০ ১২৫/০ ; ১২শে—১২৫/০ ১২৫/০। বেঙ্গল পটারিঞ্জ ১৮ই  
এঃ—২৩৫/০ ২৩৫/০। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন  
১৪ই এঃ—১৩৫/০ ; ১৫ই—১৩৫/০ ; ১৭ই—  
১৩৫/০ ১৩৫/০ ১৩৫/০ ; ১৮ই—১৩৫/০ ১৩৫/০ ;  
১২শে—১৩৫/০। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন  
(প্রেক) ১৪ই এঃ—১৫৫/০। ইণ্ডিয়ান রবার  
ম্যানুফ্যাকচারিং ১৫ই এঃ—৩৪৫/০ ৩৪৫/০।  
ইণ্ডো-বান্দ্রা পেট্রোল ১৪ই এঃ—৩৫৫/০ ৩৫৫/০।  
হমায়ুন এপারটিজ ১৪ই এঃ—১৫৫/০ ১৫৫/০ ; ১৫ই—  
১৫৫/০ ১৫৫/০ ; ১৭ই—১৫৫/০। হমায়ুন এপারটিজ  
(প্রেক) ১৮ই এঃ—১২৫/০।

### পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে পূর্ববৎ  
তেজীর তার লক্ষিত হইয়াছে। সম্ভ্রতি পাটের দর  
নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে সরকারী আদেশ প্রকাশিত  
হইয়াছে, তাহা পাটের দরে বিশেষ কোনো তার-  
তম্য ঘটায় নাই। আশা করা যায় এই  
নূতন আদেশের ফলে পাটের দরে বেশী ওঠানামা  
বন্ধ হইবে। আলুপা পাটের বাজারে ক্রয়ের ব্যাপারে  
পাটের গাইটের কারবারিদের সহিত কলগুলা-  
দের প্রতিযোগিতা হইবে না। হুই পকেটই পাট  
ক্রয়ের সমান সুবিধা বিলিবে। পূর্বে গাইটের

কারবারীরা 'তোলা' পাটের দর বেশী দর হাঁকিত  
এখন উচ্চতর দর বাধা হওয়ায় তাহা পারিবে না  
যাহা হউক, সরকারের এই নূতন আদেশ কি  
কার্যকরী হইবে তাহা বলা কিছু শক্ত।

আলুপা পাটের বাজারে মিলওয়ালারা কি  
কারবার করিয়াছে। পাটের বাজারের পাব  
গাইট বিভাগে কিছু কারবার হইয়াছে। সম্ভ্রতি  
যে উচ্চতর দর নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে বে  
মোটী লাভ পাওয়া যাইবে এইরূপ আশা থাকি  
ইহা-খটিয়াছে। পাটের অধিকাংশ দর উচ্চতর  
দরের অপেক্ষা নীচে আছে। মিলওয়ালারা গাইট  
প্রতি 'কাট' ক্রয় করিয়াছে ৮৪৫/০ দরে এবং  
'লাইটনিং' ক্রয় করিয়াছে ৭২৫/০ দরে। ২০শে  
তারিখের পাটের বাজার এইরূপ ছিল :—পাব  
গাইট ৭৬৫/০, কাঁচা গাইট—মুপারতাইজড, জা  
মিডল এবং বটম যথাক্রমে ১৬৫/০ ও ১৩৫/০।

### তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে তেজী  
ভাবে চলিয়াছে, কাজকারবার সম্ভাব্যজনক হই  
য়াছে, টেক্সটাইল কন্ট্রোল বোর্ডের সম্ভ্রতি বে  
বৈঠক হয়, তাহাতে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা  
হইয়াছে তদ্ব্যতীত আশা করা যায় কাপড়ের কার-  
বারের অবস্থার উন্নতি দেখা যাইবে এবং খুচরা  
বিক্রেতাদের সরবরাহ সম্বন্ধে বিশেষ কামেলা

## নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা ফোন কলিঃ—৩২৪৩ (৩ লাইন)

- চলতি হিসাব—৫০০ টাকা জমা দিয়া খোলা যায় শতকরা ১০ চারি আনা সুদ দেওয়া হয়।
- সেভিংস একাউন্ট—ভদের হার শতকরা ১৫ আনা, চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়।
- স্থায়ী আমানত—দরখাস্তক্রমে নির্ধারিত সর্বস্বলগ্নে গ্রহণ করা হয়।
- অস্থায়ী আমানত—জামিন রাখিয়া ঋণ, ওভারড্রাফ্ট, ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হয়।
- স্থলত খরচায় সুদ, লভ্যাংশ, বিল ছত্তি আদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ভারতের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে  
আমাদের শাখা আছে।

কে, এন, দালাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

## সুবারবন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২২নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

(ক্রাইস্টমাট ষ্ট্রিট ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে)

কলিকাতা।

শাখাসমূহ—

ঢালা, দমদম, বরানগর,  
আলমবাজার ও দেওঘর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ বি সি দাস, এম, এ, বি-এল

## নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস :

কুমিল্লা

কলিকাতা প্রধান অফিস :

২২নং ক্যানিং ষ্ট্রিট।

কলিকাতায় অগ্রাণু শাখা :—

কলেজ ষ্ট্রিট, গ্রামবাজার ও বালীগঞ্জ।

“ক্যাশ ক্রেডিট” প্রণয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা  
দান দেওয়া হয়।

মার্কেটাইল বিলের উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়।

শাখা ও এজেন্সী ভারতের সর্বত্র।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—মিঃ বি কে দত্ত।

## ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩৫

কোম :—ক্যাল—২৬৯২

হেড অফিস :—৩১ ম্যাকলো লেন, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—

বালীগঞ্জ—৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ

বোম্বাই—৮৪, বোম্বাই ষ্ট্রিট

বড়বাজার : ঢাকা : বরিশাল : বহরমপুর (বেঙ্গল)

বেঙ্গল ও কালি (ইউ, পি)

পে-অফিস—গোড়াবাজার : বহরমপুর (বেঙ্গল)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এন বি ঘোষ দস্তিদার।

করিতে হইবে না। এই প্রসঙ্গে আগামী সপ্তাহে কাপড়ের বাজারে কি ঘটে তাহা পরিবার যোগ্য। সরকারী অর্ডারে ৫০ এর সংখ্যক পশমী কাপড়ের দর বাধিয়া এবং ব্যবসায়ীদের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা এ ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয়। দর বিশ্বাস যে, আগামী বারে ছোট খরিদরও জিনিষ পাইবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা হইবে না।

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল  
আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই; দর সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে গিয়া করিয়াছে। সপ্তাহের শেষ দিকে কিছু বাহা কিছু হইয়াছিল তাহা টিকে নাই। স্বল্প সীমাস্তের যুদ্ধের সংবাদ আলোচ্য হয় প্রথমে ভাল না থাকায় ঐ সময় ক্রয় করিবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা গিয়াছিল কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বল্পে সোণা বিক্রয় ত থাকায় এবং ভারতে কিছু পরিমাণ সোণা রহিতে আমদানী হওয়ার দর পড়িয়া যায়। সোণা ৭৪৫/০ দরে বিক্রয় হয়।

কলিকাতার বাজারে সপ্তাহের শেষ দিকে তাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নরূপ।  
রুটি সোণা ৭৮৫/০ এবং ৭৫৫/০, গিনি বা রু ৫০ এবং ৫২।০। এখানে লক্ষণীয় যে, এই-এ গিনির দর ৫১।০, বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে দরের এই পার্থক্য দেখিয়া বোঝা কলিকাতাতেই সোণার চাহিদা বেশী।

## রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে পূর্ববৎ তাহা চলিয়াছে; শীঘ্র দর পড়িবার লক্ষণ নাই। ভারত সরকার নূতন রূপা করিয়াছে এই সংবাদে দরের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। বাজারের ধারণা, সরকারের প্রাপ্ত রূপার পরিমাণ খুব বেশী নহে এবং সম্ভবতঃ মুদ্রার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে। ভারত বাজারে রূপার প্রতি ১০০ তোলার টিমাছে ১৩৯।০। লণ্ডনের রূপার বাজারে পরিবর্তন হয় নাই।

(রাজনৈতিক প্রশ্ন—১২০২ পৃষ্ঠার পর)

করিতে পারিতেছে বলিয়া মনে করিবার হেতু পাইতেছি না, কেন্দ্রীয় পরিষদে এবং পরিষদের বাহিরে কংগ্রেস-নেতারা যখন দেশ-রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া শাসকদের সহিত দেশরক্ষা ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য হাত বাড়াইয়াছেন, তখনও মিঃ এমেরি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ সরকার আজও প্রমাণ করিতে না পারিয়া মিথ্যা প্রচারের দ্বারা লোককে বিপথ-চালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করিলেন। যে ব্রিটিশ সরকার আকস্মিক আক্রমণে একান্ত বিভ্রত হইয়াও মালয় ও ব্রহ্মদেশে জনসাধারণের হস্তে অস্ত্র দিতে বা ঐ দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতাবোধজনিত মানসিক বল সঞ্চার করিতে পারে নাই, ক্যান্সিষ্ট জাপানের বর্বরতার ধোঁরাক জোগাইয়া পিছু হঠিয়াছেন, সে সরকার যে আজ যখন জাপানী পর্য্যদন্ত-প্রায়, মিত্রশক্তিবর্গের সামরিক শক্তি যখন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি দিয়া ভারত রক্ষার জন্য দেশ-বাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার সুযোগ করিয়া দিবেন, একথা আমরা বিশ্বাস করি নাই। তবুও আমরা চমৎকৃত হইয়াছি এই ভাবিয়া যে, যে-কংগ্রেসের বোম্বাই-সিদ্ধান্ত হইতে ভারত-বাসীর নিকট সাহায্য পাইবার সকল আশা শত্রুকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবং নিশ্চয়ই এদেশ আক্রমণ করার সম্বন্ধে তাহাদের বিধা জন্মাইয়াছিল, সেই কংগ্রেসকে অপমান করিতে মিঃ এমেরির আজ বাধিল না। চীনের কুয়োমিনটাং-এর সঙ্কল্পের মতই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্কল্প জাপানীদিগকে বৃদ্ধাইয়া দিয়াছে, এদেশের জনসাধারণ তাহাদের প্রভুত্বও চাহে না। কংগ্রেস যে ভারতের জনসাধারণের নেতা, একথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের পোষকগণ ছাড়া সকলেই স্বীকার করে।

## অষ্ট্রেলিয়ার শুষ্ক-ডিম্ব-চূর্ণ উৎপাদনের কারখানা

অষ্ট্রেলিয়ার এক বৎসরের মধ্যে শুষ্ক-ডিম্ব-চূর্ণের উৎপাদন বিপুল বাড়িয়াছে। ১৯৪০-৪৪ সালে উহার পরিমাণ হইয়াছে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা ৭৫ লক্ষ ডজন কাঁচা ডিমের সমতুল্য। ১৯৪২-৪৩ সালে উহার পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ পাউণ্ড।

অষ্ট্রেলিয়ার এখন ১২টি ডিম্ব-শুষ্ক চূর্ণ করণের কারখানা চলিতেছে—ছয়টি নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌, ৪টি ভিক্টোরিয়া প্রদেশে, ১টি দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার এবং ১টি পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার।

## অষ্ট্রেলিয়ার গম

অষ্ট্রেলিয়ার বর্তমান বৎসরে ১০ কোটি বুশেল গম উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সেদেশে যে গম আছে তাহাতে তাহাদের ৪ বৎসরের ধোরাক হইবে।

নিরস্ত-বিশ্বকে অন্নদানের জন্য এই গম সক্ষিত হইতেছে।



**ইউনাইটেড  
কমার্শিয়াল  
ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

২, রয়ল এম্বলেস রোড, কলিকাতা।

সেবারমান—  
**মিঃ জি. ডি. বিজলা**  
ভাইস চেয়ারম্যান—  
**মিঃ এম. এ. ইস্পাহানী**  
আদায়ীকৃত মূলধন  
**১ কোটি টাকা**

শাখাসমূহ—  
বোম্বাই, করাচী, হায়দ্রাবাদ  
(সিছু) আমেদাবাদ, দিল্লী  
“মাগেনজা ২২, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০, ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১০০৭, ১০০৮, ১০০৯, ১০১০, ১০১১, ১০১২, ১০১৩, ১০১৪, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, ১০২০, ১০২১, ১০২২, ১০২৩, ১০২৪, ১০২৫, ১০২৬, ১০২৭, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩০, ১০৩১, ১০৩২, ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৪৮, ১০৪৯, ১০৫০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৩, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮, ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৬, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭০, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৫, ১০৭৬, ১০৭৭, ১০৭৮, ১০৭৯, ১০৮০, ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩, ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৬, ১০৮৭, ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০, ১০৯১, ১০৯২, ১০৯৩, ১০৯৪, ১০৯৫, ১০৯৬, ১০৯৭, ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০০, ১১০১, ১১০২, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৫, ১১০৬, ১১০৭, ১১০৮, ১১০৯, ১১১০, ১১১১, ১১১২, ১১১৩, ১১১৪, ১১১৫, ১১১৬, ১১১৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১২০, ১১২১, ১১২২, ১১২৩, ১১২৪, ১১২৫, ১১২৬, ১১২৭, ১১২৮, ১১২৯, ১১৩০, ১১৩১, ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৪, ১১৩৫, ১১৩৬, ১১৩৭, ১১৩৮, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৪১, ১১৪২, ১১৪৩, ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৪৬, ১১৪৭, ১১৪৮, ১১৪৯, ১১৫০, ১১৫১, ১১৫২, ১১৫৩, ১১৫৪, ১১৫৫, ১১৫৬, ১১৫৭, ১১৫৮, ১১৫৯, ১১৬০, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৩, ১১৬৪, ১১৬৫, ১১৬৬, ১১৬৭, ১১৬৮, ১১৬৯, ১১৭০, ১১৭১, ১১৭২, ১১৭৩, ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১১৭৭, ১১৭৮, ১১৭৯, ১১৮০, ১১৮১, ১১৮২, ১১৮৩, ১১৮৪, ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৮৮, ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১, ১১৯২, ১১৯৩, ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮, ১১৯৯, ১২০০, ১২০১, ১২০২, ১২০৩, ১২০৪, ১২০৫, ১২০৬, ১২০৭, ১২০৮, ১২০৯, ১২১০, ১২১১, ১২১২, ১২১৩, ১২১৪, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৭, ১২১৮, ১২১৯, ১২

(লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ—

১৯০০ পূর্তির পর)

| জিনিষ                    | ১৯৪১ | ১৯৪৪ | শতকরা |
|--------------------------|------|------|-------|
| (এপ্রিল) (এপ্রিল) বৃদ্ধি |      |      |       |
| মানলাইট সাবান            |      |      |       |
| (প্রতিটি)                | ১০   | ১০   | ১১৭   |
| ব্রেড ১০টি               | ১০   | ১০   | ১৬৭   |
| (সেভেন ও'ক্লক)           |      |      |       |
| গিলেট ব্রেড ৫টি          | ১০   | ১০   | ৭৮    |
| নীম চুখপেট               | ১০   | ১০   | ২১৪   |
| কলিনোজ পেট               | ১০   | ১০   | ৫৫    |
| টেক চুখবাস               | ১০   | ১০   | ১০০   |
| চিকুটি (সেলুলয়েড)       | ১০   | ১০   | ১০০   |
| সেক্টি পিম (ডজন)         | ১০   | ১০   | ১,২০০ |
| ফুলফেপ কাগজ (দিক্কা)     | ১০   | ১০   | ১০০   |
| পেনসিল—প্রতিটি           | ১০   | ১০   | ১,৫০০ |

'ষ্টেটসম্যান' মোট ৬৮টি জিনিষের মূল্য উদ্ধৃত করিয়া শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, নিত্য ব্যবহার্য জব্য-সামগ্রীর দিক দিয়া কলিকাতায় লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় ১৯৪১ সালে যাহা ছিল বর্তমানে তাহা সে তুলনায় শতকরা ২৫০ ভাগ বেশী দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ ১৯৪১ সালে যে পরিমাণ জিনিষের জন্য একজন লোককে ১০০ টাকা খরচ করিতে হইত বর্তমানে সেই পরিমাণ জিনিষের জন্য তাহাকে সাড়ে তিন গুণ অর্থাৎ ৩৫০ টাকা খরচ করিতে হইতেছে। 'ষ্টেটসম্যান' পত্র উক্তরূপ বরাদ্দ প্রস্তুত করিতে গিয়া কতকগুলি জিনিষের নিয়ন্ত্রিত দরকেই চলাতি দর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিক হইতে বিচার করিলে সকল ক্ষেত্রে এই দরকে আসল মূল্য বলিয়া ধরা চলে না। যে সব জিনিষ রেশন ব্যবস্থার

আমলে আসিয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে সরকারী নির্ধারিত হারের কতকটা মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে সব জিনিষের রেশনিং হয় নাই তাহাদের নির্ধারিত মূল্য পুথিপত্রে বিবিধধা থাকিলেও কার্যতঃ সেই দরে জিনিষপত্র বেচাকেনা হয় কম। দৃষ্টান্তরূপ আমরা এই স্থলে কয়লার কথা উল্লেখ করিতে পারি। কয়লার কম যোগানের ভিত্তর উহা নিয়া বর্তমানে এতই কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে যে, দোকানীরা নির্ধারিত দেড় টাকা মূল্যের বদলে তজ্জন্ত খরিদারদের নিকট হইতে সুযোগমত তিন টাকা আদায় করিয়া নিতেও কন্সর করিতেছে না। এই অবস্থায় কয়লার মূল্য দেড় টাকা ধরিয়া লইয়া তদনুযায়ী জীবনযাত্রা ব্যয়-বরাদ্দ করিলে তাহাতে একটা গলদ থাকিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কয়লা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল লবণ, রেজারব্রেড, কাগজ প্রভৃতি অনেক জিনিষ সম্পর্কেও তাহাই প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া 'ষ্টেটসম্যান' পত্রের হিসাবে বস্ত্রের দর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাহাতেও জীবনযাত্রা ব্যয়ের হিসাবে একটা বড় রকম গলদ থাকিয়া গিয়াছে। বস্ত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির অন্যতম, আর যুদ্ধের সময়ে উহার মূল্য অত্যধিক ভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালে বাজারে যে বস্ত্রের জোড়া প্রতি দর ছিল ২ টাকা বর্তমানে তাহাই ৮ টাকার মত চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। বস্ত্রের এইরূপ চড়া মূল্যের জন্য বর্তমানে সকলকেই ঐ বাবদ বেশী অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির কথা আলোচনা করিতে গিয়া বস্ত্রের কথা বাদ দিলে তাহাতে আসল অবস্থা ধরা পড়া কঠিন। তাহা ছাড়া 'ষ্টেটসম্যান' পত্রের বর্তমান হিসাবের আর একটি গলদ এই যে, ইহাতে যুদ্ধের পূর্ব সময়ের সহিত বর্তমান পণ্যমূল্যের হার তুলনা না করিয়া তাহার শুধু ১৯৪১ সাল হইতেই পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিয়াছেন। একথা সকলেই জানেন যে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতেই এদেশে জিনিষপত্রের দর ক্রমাগতই চড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। সেজন্ত ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সময়ে এই বৃদ্ধির ফলে লোকের জীবনযাত্রা ব্যয়ও পূর্বের তুলনায় বেশ একটু বাড়িয়া উঠে। কিন্তু 'ষ্টেটসম্যান' পত্র সেই বৃত্তিকে অস্বীকার করিয়া শুধু ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৪৪ সালে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হার বিরূপ দাঁড়াইয়াছে ইহাই

দেখাইয়াছেন। এই সব কারণে 'ষ্টেটসম্যান' প্রদত্ত হিসাবে কলিকাতায় লোকের জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ প্রকৃত তুলনায় কম হইয়া ধরা পড়িয়াছে।

যাহা হউক 'ষ্টেটসম্যান'ের প্রদত্ত হিসাব পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা ব্যয়বৃদ্ধির শোচনীয় গতি প্রকাশ পাইয়াছে কলিকাতাসীরা হৃৎকর্পিত একটা ভাল রকম পাইয়া তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই সহনশীল জাতীয় চাকুরীয়াদের আয় পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনায় সামান্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বর্ষমানে যে মাপগি ভাতা পাইত তাহাও কোনক্ষেত্রেই শতকরা ২৫ ভাগ বেশী নহে। অথচ এই সহরে ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত লোকের জীবনযাত্রা শতকরা ২৫০ ভাগ অধিক দাঁড়াইয়া অর্থাৎ সাড়ে তিন গুণ বাড়িয়াছে। প্রতিকূল অবস্থার ভিতর পড়িয়া অনেকে বর্তমানে তাহাদের ব্যবহারযোগ্য জব্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। কম খাই অথচ খাইয়া ও অনেক সময়ে তৃপ্তি পান না থাকিয়া অধিকাংশ লোক হুঃস্থভাবে দিন কাটাইতেছে। ব্যাপকভাবে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাওয়ায় অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমান দুর্গতির ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ শোচনীয় পরিণতির আশঙ্কাও যথেষ্টই পাইতেছে। পণ্যমূল্যের গতি কঠোর নিয়ন্ত্রণ করিয়া এই দুর্ঘটনা হইতে জাতি রক্ষা করার ব্যবস্থা আজ পবর্নমেটের একান্ত কর্তব্য।

## পিপলস ক্রেডিট (ব্যাঙ্ক লিমিটেড)

পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ

ক্যানিং স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে

ফোন কলিং ৩৪৬

শাখা :—

শ্রামবাজার, রঘুনাথপুর (মানকুম)

স্বামী আমানতের সুদের হার

৩% হইতে ৫% টাকা

শ্রামবাজারের সন্নিহিত ১৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। শীঘ্রই ছোট ছোট প্লটে বিক্রয় করা হইবে।

এস চৌধুরী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

## এগিয়ে চলো—

ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের ওপর জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস নির্দেশ করে—এই আস্থা ও বিশ্বাস জন্মায় উপযুক্ত ও বিশ্বস্ততার ওপর। গেল বছরের সামনে এগিয়ে চলো, নতুন বৎসরে ক্ষমতার ও দীর্ঘতর পথ অতিক্রম পূর্ণাঙ্গ-অবস্থা হউক এটাই আমাদের আশা। দেশবাসীর বিশ্বাস ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য, তাঁদের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

## দি ফ্রী ইন্ডিয়া জেনারেল

ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—কামপুর

শাখা—১৯

লাইফ-ফায়ার-ম্যারিন-গ্র্যাক্সিডে

চোরাম্যান :

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শ্রীর পদমণ্ডল

এম. কে. ভারতী

সিংহানিয়া, কে. টি

বি. এ. এক সি.

লাইফ ম্যানেজার :—কে. ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা ব্রাঞ্চ :—৯নং ক্লাইভ স্ট্রীট

